শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ১০ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩রা মার্চ্চ ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুভ গোবিন্দ কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রকট-তিথিতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পুরী শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যথারীতি শ্রীব্যাসপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে মঠসেবকগণ শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর অধিনায়কত্বে মহামন্ত্র ও অরুণোদয় কীর্ত্তন সহযোগে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হন। সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাজাগরণী মহামন্ত্র মহোমন্দ্রিধারা অবিদ্যা-তিমিরে ভোগশয্যায় সুপ্ত জনগণকে জাগরিত ও নিত্য-কল্যাণাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে স্বর্গদ্বার-রোড দ্বারা অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যপ্রবরের পূত আবির্ভাব ভূমির অভিমুখে গমন করেন; পথিমধ্যে শ্রীশ্রীজগদীশের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তৎপরে আবির্ভাব-স্থলীতে উপস্থিত হইয়া ... ভরে ... ... িতে থাকেন। অতঃপর প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে সংকীর্ত্তনমণ্ডলী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন এবং নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট কাশীমিশ্রের ভবনে, শ্রীরাধাকান্ত মঠে, মহাপ্রভুর প্রেম বিলাসস্থলী 'গম্ভীরা'র সম্মুখে ও ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলী 'সিদ্ধবকুলে' কিয়ৎকাল সংকীর্ত্তন করত স্বর্গদ্বার রোড ও সমুদ্রাসন রোড হইয়া নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হন। সমাধিমন্দির পরিক্রমান্তে সংকীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর বিনোদ মাধবজীর সম্মুখে ভাবাবেশে সংকীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্বে সগোষ্ঠী গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর বন্দনান্তে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন হয় এবং আরাত্রিকের পর পুনরায় বন্দনান্তে 'ক্ষয়ের জয়ে জয়', পরমহংস মহাশয়' গীতটী কীর্ত্তন হয়। তৎপর ব্যাসাসনে উপবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের বিচিত্র পুষ্পমালা-সুশোভিত প্রস্তর ও লেখা শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্ম সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীপাদ নিতাইচাঁদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ দয়ানিধি পাণ্ডা, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রামপদ ব্রহ্মচারী, যথাক্রমে 'বিবেক-কুসুমাঞ্জলি' 'ভক্ত আরতি' (উৎকল ভাষায়) 'Sree vyasa-Puja Homage' এবং 'ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি' পাঠ করেন। অতঃপর ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৫ম অধ্যায় হইতে স্বয়ং বিষয় বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়জাতীয় ভগবানের ভাব অঙ্গীকারকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা-অর্ঘ্য প্রদান লীলাটী পাঠ হয়। পাঠান্তে ব্যাসপূজার অর্থ, ব্যাসাবতার শ্রীগুরুদেবের তত্ত্ব, এবং ব্যাসপূজার প্রয়োজনীয়তা একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বর্ণন করা হয়। অতঃপর সমবেত নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত সকলকেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অন্ন প্রসাদ, শ্রীশ্রীবিনোদমাধবজীর খেচরান্ন, পুষ্পান্ন ও পরমান্ন প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে প্রদান করা হয়।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে সিদ্ধবকুল মঠের মহান্ত মহারাজ, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্টজজ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখার্জ্জি, সবডেপুটী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন পট্টনায়ক, পিলগ্রিম হাসপাতালের প্রবীণ ডাঃ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এম বি, অবসরপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট ডাঃ শ্রীশীতলচন্দ্র দত্ত, লালগোলার মহারাজতনয় কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়, বাবু গোপালচন্দ্র পট্টনায়ক, বাবু কৃষ্ণমোহন পট্টনায়ক, বাবু কানাইলাল মিত্র মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ৭ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মঠসেবক শ্রীপাদ গণপতি ব্রহ্মচারী প্রভু অরুণোদয়কালে উঠিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-ব্রজমোহনজীর মঙ্গলারাত্রি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন, মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমাত্মক কীর্ত্তনাদি করেন। পরে তিনি শ্রীবিগ্রহের নয়নমনোভিরাম শৃঙ্গার করিয়া বিচিত্র ভোগোপকরণ স্বহস্তে রন্ধন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ব্রজমোহনজীর ভোগ দিয়াছিলেন এবং বেলা দুই ঘটিকার পর সমাগত ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রসাদ সেবনকালে ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীমহাপ্রসাদ মাহাত্ম্যসূচক কীর্ত্তন এবং গুরুবর্গের ও মাধব তিথির জয়গান করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় ভক্তগণের অবস্থানের জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে পুরাতন বাজারস্থ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ নামক নবসংগৃহীত মন্দিরেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথির আরাধনা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীগুরুবর্গের জয়গান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ... শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক ... শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন ... মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া বেলা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করেন। পুনরায় প্রায় ১॥ টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণে ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত আদি, মধ্য ও অন্ত্য হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

বর্ষারম্ভে

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ আজ ৭ম বর্ষে উপনীত হইলেন। গত ছয় বৎসর ধরিয়া কত ভাবে কত সুকৃতিমান্ জীবের দ্বারে দ্বারে আপনার কথা কীর্ত্তন করিয়া কত ব্যক্তির চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করিয়াছেন—কত ব্যক্তি অন্ধকার নদীয়া-প্রকাশে [illegible] কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্ষর বস্তুর মমতা বিসর্জ্জন দিয়া অক্ষরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। আবার কত দুর্ভাগা ব্যক্তি নদীয়া-প্রকাশকে জড় সাহিত্যের [illegible] জ্ঞান করিয়া নদীয়া-প্রকাশের নিকট অপরাধ করিয়া [illegible] বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ভোগাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর আদরের বস্তু নদীয়া-প্রকাশ নহেন; তাঁহারা কৃষ্ণেতরাভিলাষী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শব্দাবতার নদীয়া-প্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধাবান নহেন। নদীয়া প্রকাশ মুক্তকুলের উপাস্য, আবার বদ্ধ জীব নদীয়া-প্রকাশের উপাসনা করিলে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া সাধুসঙ্গে বদ্ধ-মুক্ত হন।

নদীয়া-প্রকাশ কালপরিমাণের অন্তর্গত বস্তু নহেন; তিনি নিত্য বস্তু। নদীয়া-প্রকাশই গৌড়ীয়, সজ্জনতোষণী ও ভাগবত-রূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন জীবের নিকট বিভিন্ন ভাবে আপন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন।

নদীয়া-প্রকাশ—বিশুদ্ধ পারমার্থিক পত্র। ইনি তথাকথিত সমন্বয়বাদী পত্র-[illegible] ন্যায় গণমনোরঞ্জনে নিযুক্ত নহেন। নদীয়া-প্রকাশ শাসকরূপে শাস্ত্রের বাণী প্রকাশ করিয়া শিক্ষকরূপে নিজ সেবকগণের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত করিয়া নিত্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ইনি "লোক-রঞ্জা, গোরা-ভজা" এই উভয় বাণী একত্রে ঘোষণা করেন না। "কর লোক ভজা, নয় ত গোরা ভজ ভাই"—ইহাই নদীয়া-প্রকাশের একমাত্র প্রাণ।

নদীয়া প্রকাশ প্রতিদিনই নিষ্কিঞ্চন ভাগবতবাণী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ।
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গৃণন্তি গায়ন্তি সাধবঃ॥

নদীয়া-প্রকাশ ছন্দ, অনুপ্রাস, উপমা, অলঙ্কারাদি বিচিত্র পদবিশিষ্ট না হইলেও ইনি শ্রীহরির যশোবাণী কীর্ত্তন করেন বলিয়া জগৎপবিত্রকারী। তজ্জন্যই হংসগণ বায়সতীর্থস্বরূপ গ্রাম্যবার্ত্তাবহনকারী গ্রাম্যবার্ত্তাবহগণের [illegible] জ্ঞানে দূরে পরিত্যাগ করি[illegible] সহজ ভাষায় [illegible] রাশি কীর্ত্তন-কারী [illegible] শ্রবণ, কীর্ত্তন ও গান করিয়া [illegible]

নদীয়া[illegible] দেশবিশেষে, কোন কালবি[illegible] প্রকাশিত হন নাই; ইনি প্রতিদিনই নিজ সেবকগণের হৃদয়-নদীয়ায় প্রকাশিত হইতেছেন। যাঁহারা নদীয়া-প্রকাশকে নদীয়া-বিহারীর মূর্ত্তি-বিগ্রহ বলিয়া জানেন—শব্দরূপে নিজ বাণী কীর্ত্তনকারী বলিয়া জানেন, নদীয়া-প্রকাশ তাঁহাদের হৃদয়-গুহাবর্ত্তী-তমোরাশি বিনাশ করত নিজ অপ্রাকৃত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। সেই আলোকে নিজস্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহারা ধন্য হন।

আজ নদীয়া-প্রকাশের আলোক-প্রভায় যাবতীয় অসদ্গ্রহরূপী খদ্যোতজাল ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে—উলূকরূপী কপটিগণ অন্ধকার স্থানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে—চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ স্ব-স্ব মূর্খতা বুঝিতে পারিয়াছে—সত্যগ্রাহী ব্যক্তিগণ 'সত্য' বাণী লাভ করিয়া সত্যব্রত, ত্রিসত্য, পরমসত্য বস্তুকে বুঝিতে পারিয়াছেন, আর বঞ্চক ও বঞ্চিতের দল দূরে পলাইয়াছে।

নদীয়া-প্রকাশ কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রকাশিত নহেন। নদীয়া-বিহারী যেমন স্বেচ্ছায় স্বমায়ায় স্বশক্তিতে নিজ প্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নদীয়া-প্রকাশও স্বেচ্ছায় তত্তৎকালোচিত ভাব-ভাষা লইয়া নিজকে প্রকাশ করেন। কিন্তু নদীয়া-বিহারীর জনক-জননী যেমন তাঁহাদের সেবা-সুখ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তদ্রূপ নদীয়া-প্রকাশের সেবকগণ নদীয়া-প্রকাশের সেবাসৌভাগ্য পাইয়া ধন্য। মাদৃশ বিষ্ঠাভোজী শূকর তাঁহাদের সেবাসৌভাগ্য পাইলে তাঁহাদের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিতে পাইলে ধন্য হইবে।

আচার্য্যকুল-শিরোমণি, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজজীর অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসর উপলক্ষে তদীয় শ্রীচরণ-কমলে

ভক্তি-প্রদীপ-বন্দাপনা

(অহো!) কার লাগি আজ বিভূসাজসজ্জ
কিবা বিশ্বমঞ্চে শুভে চঞ্চল।
দিগদিগন্তরে পড়ি যায় ভরি
ভাসাউঠিছে প্রেমে সে কোলাহল॥ ১॥
পবন-হিল্লোলে, মধুর কল্লোলে,
বহি যায় চিরোৎপলা তটিনী।
শ্রীনীল কন্দরে বিনোদ-কুঞ্জরে
পূজিব গোলিকা চরণ-বেণি॥ ২॥
(আজি) সমগ্র জগৎ আনন্দে পূরিত
কি মদে হোইছি আত্মহারা।
মহোদধি-বারি পড়ছি উচ্ছলি
প্রেমানন্দে হই মাতোয়ারা॥ ৩॥
পরম রসালে খোল করতালে
গাউছান্ত কা'র মঙ্গল-গীত।
মুখরিত বিশ্ব কুঞ্জকুটির
জয় ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী॥ ৪॥
(জয়) জয় পরমহংস- কুল-অবতংশ
আচার্য্য এতৎ-মুকুটমণি।
ভকতিসিদ্ধান্ত পরম মহান্ত
প্রচারক ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী॥ ৫॥
নীলাচল ক্ষেত্রে দেখে বিশ্ব নেত্রে
প্রকট হোইল কি শুভক্ষণে।
বিশ্ব অন্ধকার নাশি হাসিবর
আলোকিত কল ভক্তি-কিরণে॥৬॥
(দেখ) দিলা এজগৎ অজ্ঞানরে রত
খেলিলা তা বক্ষে ভক্তি-বিজ্ঞান।
জ্ঞান-কর্ম্ম-কাণ্ড ত্যজি বিষভাণ্ড
পাইলে ভূলোকে বিশুদ্ধ প্রেম॥ ৭॥
ত্রিজগৎ বন্দ্য হে আনন্দকন্দ!
তব নাম ঘোষি এ মহীমণ্ডলে।
দাবানল সম সংসার দহন্ত
নাহিটী সন্দেহ উদ্ধারিবে হেলে॥৮॥
'হরে কৃষ্ণ' নাম প্রচার করিলে
স্থাপিত ভূতলে কি মহামন্ত্র।
সে নাম-লহরী ত্রিভুবন ভরি
উল্লসিত করে হৃদয়যন্ত্র॥৯॥
(যেতে) জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ, ত্যাগ-মোক্ষ-ভোগ,
প্রাণায়াম-আদি জড় অভিমান।
চতুর্ব্বর্গপ্রদ তুচ্ছেটী প্রেমদ
শিক্ষাইল মুক্ত-বৈরাগ্য প্রধান॥১০॥
তব আবির্ভাবে পুণ্য মহোৎসবে
বাজি উঠে বীণা কি মধুর তানে।
মুকুলি উঠিছি পরাণ কলিকা
পড়ছি উচ্ছলি 'জয় জয়' গানে॥১১
(যেহু) আনন্দ-সাজরে উদিত ধরারে
নাশিবাকু ভুক্তি-মুক্তি অমঙ্গল।
আ'স নর-নারী দম্ভ পরিহরি
বন্দু আজি তাঙ্ক চরণকমল॥ ১২॥
(প্রভো!) কি অছি কি দেই বন্দিব পয়র
দীন অকিঞ্চন এ অধম ছার,
জনমে জনমে 'ভকতি-প্রদীপ'
বন্দাইব স্নেহে এই কৃপা কর॥ ১৩॥

ভবদীয় শ্রীচরণাশ্রয়াভিলাষী
কৃষ্ণপদ দাস, কটক।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অষ্টপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে

প্রপত্তি-প্রসূন

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥"

গুরুদেব!
গুণের গরিমা, নাহিক উপমা
কহিতে শকতি কার।
দিব্যজ্ঞান দিয়া, শুদ্ধ করি হিয়া
করিতেছ মায়া পার॥
মোরা মূক পশু, তব গুণ বসু
গাহিতে সরম পাই।
চৈত্ত্যগুরু রূপে, মহান্ত-স্বরূপে
বিতরিছ কৃপা, তাই—
গাই আজি মোরা, মহিমা তোমারা
রাখ পদে গুণধাম।
তব কৃপাবলে, মায়া জয়ী হ'লে
পূরিবেক সব কাম॥
নিত্যানন্দাভিন্ন, মূল সঙ্কর্ষণ
তাঁহার প্রকাশ তুমি।
অপ্রাকৃত নেত্রে, তব সেবা-ক্ষেত্রে
ব্রজপুরে সর্ব্বস্বামী॥

গুরুদেব!
বড়ই চঞ্চল মন, নাহি মানে নিবারণ
নিষেধিলে হয় বলবান্।
কামাদি রিপুগণে, আপন আপন স্থানে
ফিরে, লয়ে এ পাচ পরাণ॥
সত্ত্বাদি গুণের বশে, মোর প্রাণ অবশেষে
চিন্ময় করি [illegible] মন।
কামের দৌরাত্ম্য জর,
সহিতে না পারি আর
রক্ষ প্রভো! লইনু শরণ॥

বালিয়াটী
শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের সেবকবৃন্দ

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন ও কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "**সুখ-পথ প্রদর্শক**"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অ[illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোঃ:বাতলের নমপ [illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস. এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, বহুবাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীয[illegible] কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রেসবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি বিরচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মনোহর

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পবিত্র ও হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী**, প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার [illegible] কবিতাবলীর সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ**, পোঃ আঃ **শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া**।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ।
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ১
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

Reg No C1445.

অগ্রিম দেয় মূল্যের হার
বার্ষিক ৩
ষাণ্মাসিক ১৷৹
ত্রৈমাসিক ১৷০
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা ৵

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৮, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৩২

ভীষণ নরহত্যা

কুমিল্লায় রাজনৈতিক অবস্থা

চাঁদপুরে ভীষণ ডাকাতি

আসামীর ৭ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

নরহত্যা ও ডাকাইতী

যুদ্ধ মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় প্রতিনিধি

থানার নিকটে বোমা

রেলগাড়ী লাইনচ্যুত

বালিকা গুলির দ্বারা আহত

নানা কথা

ভীষণ নরহত্যা

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, দুর্গাশ্রম গ্রামের এক মুসলমান যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করার এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, নেত্রকোণা থানার অধীন দুর্গাশ্রম গ্রামের ২২ বৎসর বয়স্ক এক মুসলমান যুবক গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে যখন এক প্রতিবেশীর বাটী হইতে তাস খেলিয়া গৃহে ফিরিতেছিল সেই সময় কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া হঠাৎ তাহার মস্তকে এক কুঠারের দ্বারা আঘাত করে ও লাঠী দিয়া প্রহার করে। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই সংবাদ পাইয়া স্থানীয় পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঐ গ্রামে গমন করে ও তদন্ত করিয়া সন্দেহক্রমে তিন জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগকে থানায় তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও তদন্ত চলিতেছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, অনন্ত সিংহ লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরী ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুবোধ রায়, অমদা গুপ্ত সহায়রাম ও সুখেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার এই ১২ জন আসামী স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ট্রাইবুনাল শেষ ৪ জনের প্রতি দয়া প্রকাশের পরামর্শ দিয়াছেন।

নন্দলাল সিংহ, দণ্ডবিধির ১১৮ ধারায় ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও অনিল দাস দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারায় ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

নরহত্যা ও ডাকাইতী

চুচুড়া হইতে প্রকাশ যে, চন্দননগরের সন্নিকট একটী ডাকাইতী ও একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দুই বা তিন দিন পূর্ব্বে একজন গ্রামবাসী দিবাভাগে বহুসংখ্যক অর্থ লইয়া দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য মাঠের মধ্য দিয়া চন্দননগরের দিকে আগমন করিতেছিল। প্রকাশ, কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি তাহার অনুগমন করে এবং ঐ মাঠের মধ্যভাগে তাহারা তাহাকে আক্রমণ করে। উক্ত গ্রামবাসিগণ বাধাদান করিলে তাহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার পর উক্ত দল ঐ অর্থ লইয়া সরিয়া পড়ে।

কুমিল্লায় রাজনৈতিক অবস্থা

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, কুমারী লাবণ্যলতা চন্দ্রকে সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্সের বিধানানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় কারাগার হইতে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত জিলা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া তাহার প্রতি একখানি নোটীশ জারি করা হইয়াছে।

রামচন্দ্রপুর বাজারে এ ব্যবসায়ী দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিবার অভিযোগে করপাড়া কংগ্রেস কমিটীর শ্রীযুত অমূল্যচন্দ্র ভদ্র, শ্রীযুত রমেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত রমেশচন্দ্র সাহা, শ্রীযুত মনোমোহন গুপ্ত শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার কর, মৌলভী নাসিরুদ্দিন ও মৌলভী আবদুল লতিফ অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আদালত গৃহে জাতীয় জয়ধ্বনি করিবার অভিযোগে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ ধারা ১ উপধারা অনুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে অপর একটী অভিযোগে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

"সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোকত্রাণায়
কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ
শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

জয় জয় প্রভুপাদ কৃষ্ণ-প্রিয়তম।
কৃষ্ণ-বিতরিতে বিশ্বে যাঁ'র আগমন॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণধাম আর কৃষ্ণকার্য-
সেবা-শিখাইতে যিনি আচার্য্য প্রধান॥
হেন সে প্রভুর গুণ বর্ণিব কেমনে।
চিত্ত যাঁ'র মগ্ন সদা বিষয়-চিন্তনে॥
তবে যদি প্রভু-কৃপা পাই কোন মতে।
তাঁ'র গুণ বর্ণি' সুখে আপন-শোধিতে॥
ওহে প্রভো, দয়াময় জগৎ-শরণ!
অধমে করহ কৃপা অধমতারণ॥
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
এই লীলা দেখি প্রভো কৃপায় তোমার॥
জীব নিত্যকৃষ্ণদাস ভুলিল মায়ায়।
কৃষ্ণসেবা ছাড়ি' নিজ ভোগে রত হয়॥
ত্রিগুণ-অতীত কৃষ্ণ, ত্রিগুণ-অধীন—
মনে করে মনোধর্ম্মে, বিষ্ণু রূপাদিহীন॥
মায়ারাজ্যে নানাকর্ম্ম করিয়া বরণ।
নানা ভোগে তৃপ্ত সদা না পায় শরণ॥
শোক মোহ-ভয়-বশে অবশ হইয়া।
অন্ধকার-মাঝে রহে আপনা ভুলিয়া॥
হেন প্রতিজন [illegible] করিতে বিনাশ।
কৃপা করি, কেশে ধরি' লহ নিজ-পাশ॥
নিরন্তর কৃষ্ণ কথা করিয়া কীর্ত্তন।
বিষয় নিমগ্ন চিত্ত করাচ্ছ শোধন॥
জড়-কাম নাশি' জীবের স্বরূপ-সন্ধানে।
কৃষ্ণকামে কর রত নিজ আচরণে॥
কৃষ্ণ-কামঃ [illegible] করিলা প্রকাশ।
[illegible] ছাড়াইলা দেহ মাঝে বাস॥
মায়া সেবা ছাড়াইলা কৃষ্ণসেবা তরে।
করিছ নিযুক্ত সবে কৃষ্ণের সংসারে॥
গৃহে হোতা সাজি' জীব আছিল যে বদ্ধ।
তব শিক্ষা মতে সে ছাড়ে গৃহ-দ্বন্দ্ব॥
কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা, নাম সংকীর্ত্তন।
নিরন্তর কর সবে—তোমার বচন॥
কু গৃহ হইতে জীবে উদ্ধার-কারণে।
কত ভাবে কর কৃপা বলিব কেমনে॥
প্রতিদিনে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহেতে।
প্রতিপক্ষে, প্রতিমাসে, পত্র-পত্রিকাতে॥
নানারূপে কৃষ্ণ কথা বিবিধ ভাষাতে।
পাঠাইছ উদ্ধারিতে জীবে দেশ হইতে॥
পুনঃ বিপ্র বৈষ্ণবের [illegible] সংস্কারে।
ডাকিয়া আনিয়া [illegible]॥
জীবগণে নাম-গুণ প্রচারকরিতে।
অপূর্ব সুযোগ দাও—কে না তাহা জানে?
সেবার সদন মঠ-মন্দির স্থাপনে।
গৌর কৃষ্ণ সেবা শিখাও আপনে সেবিয়া
ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, আর ব্রহ্মচারিগণে।
নিজশক্তি সঞ্চারিয়া গৌরশিক্ষাদানে॥
গৌরবাণী প্রচারিতে পাঠাও সকলে।
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ" যাঁ'রে দেখে বলে॥
সর্ব্ব-বিদ্যাপীঠ স্থাপি' পরা সরস্বতী।
জীবেরে শিখাও—"কৃষ্ণ, সর্ব্বজীব-পতি॥"
কু-সিদ্ধান্ত নাশি' শুদ্ধ ভকতি সিদ্ধান্ত।
স্থাপিছ ভূতলে যাহে দূরে যায় ধ্বান্ত॥
শ্রীচৈতন্যবাণী তুমি কৃপাম্বুসাগর।
গৌরকামহেতু বিশ্বে তব অবতার॥
তব আবির্ভাব-দিনে তব দাসগণে।
কত ভাবে সেবে তোমা' নিজভাব সনে॥
সেবাহীন, ভাগ্যহীন এ অধম জন।
কেমনে পূজিবে প্রভো তোমার চরণ॥
গঙ্গাকূলে বসি' গঙ্গা-পূজি' গঙ্গা জলে।
গঙ্গা কৃপা লভে জীব গঙ্গা কৃপাবলে'
সেইরূপ কৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠ তব ভক্ত গণে।
তব কৃপা পাই প্রভো, তব গুণ গানে॥
তব দয়া-বলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করি'।
কৃষ্ণকৃপাদাস সদা সেবিবে শ্রীহরি॥

বাগ্‌বাবাদ, মেদিনীপুর

গুর্ব্বষ্টক

(১)

ভীষণ সংসার দাবানল সন্তাপিত
জীবগণ পরিত্রাণ লাগিয়া যে জন
করুণা বারিদ রূপ ধরি' অনাহত
কৃপাবারি অবিরত করেন বর্ষণ—
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(২)

সংকীর্ত্তন, নৃত্য, গীত, বাদ্যে চিত্ত যাঁর
সতত উন্মত্ত রহে, গৌর প্রেমরসে,
রোমাঞ্চ, পুলক, কম্প, দেহে অনিবার
অশ্রু তরঙ্গ সদা উঠে ভাবাবেশে—
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৩)

বিগ্রহের নিত্য সেবা, মন্দির মার্জ্জন,
আর বস উদ্দীপক বেশাদি রচনা
প্রভৃতি সেবার কার্য্যে আপনি যে জন
নিযুক্ত থাকিয়া ভক্তে দেন প্রবোধনা—
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৪)

চতুর্ব্বিধ রসবৎ প্রসাদান্ন দিয়া
ভক্তগণে পরিতৃপ্ত করিলা যে জন
প্রপঞ্চ নাশিয়া প্রেমানন্দ উপজিয়া
আপনিও পরিশেষে পরিতৃপ্ত হন—
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৫)

শ্রীরাধিকা মাধবের যিনি প্রতিক্ষণ
অনন্ত মাধুর্য্যময় রূপ, গুণ, নাম,
লীলা আদি আস্বাদিতে লুব্ধ চিত্ত হন,
সঙ্গ-জীব-চিতে রত সতত নিষ্কাম—
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৬)

নিকুঞ্জ বিহারী ব্রজযুগলের রতি-
ক্রীড়া-সাধনের লাগি' প্রিয় সখিগণ,
আশ্রয় করেন যে যে যুক্তি, তাতে অতি
নিপুণতা-যুক্ত যিনি সখী প্রিয় হন—
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৭)

বেদাদি নিখিল শাস্ত্র যাঁরে, শ্রীহরির—
অভিন্ন বিগ্রহরূপে করেন কীর্ত্তন,
সেরূপ চিন্তেন যাঁরে সাধু, ভক্ত, ধীর,
হরির পরম প্রেষ্ঠ হন সেই জন—
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৮)

যাঁর কৃপাবলে হরি-কৃপা লাভ হয়,
ভক্তির সিদ্ধান্তে যিনি অতি সুনিপুণ,
ছেদনে সমর্থ যিনি শিষ্যের সংশয়,
জীবে ত্রা, ধ্যান করে যাঁর কীর্ত্তি গুণ,
অশেষ গুণের নিধি গুরু তিনি হন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

শ্রীগুরুসেবাভিলাষী
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় (নারমা)

বাগ্‌বাবাদে শ্রীশ্রীব্যাসপূজায়

ভোগদ্রব্যের তালিকা

১। অন্ন, ঘৃতান্ন, পুষ্পান্ন, খেচরান্ন, কাঞ্জিকা।

২। কচুশাক, বাস্তুশাক, শুষুনিশাক, খসলা শাক, নটে শাক, গিমে শাক, আমলী শাক, কলম্বী শাক।

৩। কফি ভাজা, নারিকেল ভাজা, মোচা ভাজা, আলু ভাজা, কুমড়া ভাজা, বেগুন ভাজা, আলুর ঝুরি, আলুর পাপর, চিনা বাদাম, মুগের পাপর, বেগুনের ফুলুরী, ডালের পাপর, চিড়ের ফুলুরী, ছোলার পাপর, মাষকলাইয়ের ফুলুরী।

৪। পোড় বড়ি, নিম্ব বড়ি, ফুল বড়ি, গয়না বড়ি, পোস্ত বড়ি।

৫। মুগের বড়া, মাষকলাইয়ের বড়া, দধি বড়া।

৬। সুখতা, নিম্ব বেগুন।

৭। মোচা ঘণ্ট, লাউ ঘণ্ট।

৮। সীম চচ্চড়ি, সজিনার ডাঁটা চচ্চড়ি ও পুঁইশাক চচ্চড়ি।

৯। ছানার ডাল্না, ফুলকপির ডাল্না, ওলের ডাল্না।

১০। ওল সিদ্ধ, ডাল সিদ্ধ।

১১। উচ্ছে ডাল, চালতার ডাল, অড়হর ডাল, ছোলার ডাল।

১২। আলুর দম

১৩। কুমড়ার ছোকা

১৪। লাফ্‌রা ব্যঞ্জন

১৫। বাঁধাকপি

১৬। আমড়া চাটনি, কিস্‌মিস্‌ চাটনি, পুদিনা চাটনি, মিঠেকুমড়া চাটনি, টমাটো চাটনি, কামরাঙ্গা চাটনি, দধি চাটনি, পেঁপের চাটনি, নারিকেল চাটনি, কুলের চাটনি, আলুবখ্‌রা চাটনি, মাদ্রাজী রসম্‌ চাটনি, মাদ্রাজী সম্বরা চাটনি।

১৭। চাউলের পরমান্ন, ছানার পরমান্ন, লাউ পরমান্ন।

১৮। দধি

১৯। রাবড়ী

২০। সুজির হালুয়া, পেঁপের হালুয়া, ওলের হালুয়া।

২১। উচ্ছের আচার, লঙ্কার আচার, পেঁপের আচার, কামরাঙ্গা আচার, আমড়া আচার, আমলকী আচার, লেবুর আচার, কুল কাসন্দ আচার, কুলের আচার, ওলের আচার, তেঁতুলের আচার, আমের আচার।

২২। পেঁপের মোরব্বা

২৩। মিছরীর সরবৎ, গুড়ের সরবৎ

২৪। মুগ ভিজা, কলাই ভিজা, ছোলা ভিজা।

২৫। কমলালেবু, খেজুর, বাদাম, কিস্‌মিস্‌, পেস্তা, আঙ্গুর, রম্ভা, আখরোট, নাসপাতি, শ্রীফল, কুল, বাদাম কাঠ পেপে, তরমুজ, নিচুলী, শসা, ক শির কল, শাকআলু, জাবপাপড়, জম্বাদল, নারিকেল।

২৬। মতিচুরের লাড্ডু, খই লাড্ডু, দিল্লীকা লাড্ডু, মুগের লাড্ডু, দিলমোহন লাড্ডু।

২৭। খইয়ের মুড়কী, ছানার মুড়কী।

২৮। রসমা, ফেনিবাতাসা, লালমোহন, কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, জিলিপি, বরফি, ক্ষীরের পেড়া, নিমকী, ক্ষীরের চাঁচ, ছানার সন্দেশ, বাদামের বরফি, পেড়া সন্দেশ, হরিমোহন দরবেশ, লালআলুর পানতোয়া, ছানার গজা, লবঙ্গ লতিকা, জীবেগজা, খাজাগজা, নিমকী (২নং) খইচুড়, নারিকেলের মোয়া, ছানার গজা (২নং) সিঙ্গাড়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "**সুখ-পথ প্রদর্শক**"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ [illegible]

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সিমপ টি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস. এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হবে। আরাম হলেও পরচ (নামমাত্র) [illegible] পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নেকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] মিত্র, ১০৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমণীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৬৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউজিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের অকৃত্রিম মর্ম্মোদ্গার!

কীর্ত্তন কানন-কুঞ্জের নব বিকশিত পারিজাত!!

কান্য অমরাপুরীর অমিয় আদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি।

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুমধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মনোহারী

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন,

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্তগণমধ্যে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন-সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়ের মৃত্যু

মোহনবাগান ক্লাবের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত শিবদাস ভাদুড়ী গত শুক্রবারে পুরীধামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি গত ৩ মাস যাবৎ রোগ ভোগ করিতেছিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য পুরীধামে গমন করেন। মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়গণ যে বৎসর আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন, সেই বৎসর মৃত শিবদাস ঐ খেলায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

গাইবাঁধায় গ্রেপ্তার

গাইবাঁধা হইতে প্রকাশ, কয়েকজন অপরিচিত লোক, শ্রীযুত প্রিয়নাথ বিশ্বাসের বাটীতে অগ্নিসংযোগ করে। এইরূপ জনরব যে, উক্ত বিশ্বাস ১ জন পুলিসের গুপ্তচর। অগ্নিকাণ্ডে অধিক ক্ষতি হয় নাই। এই সম্পর্কে পুলিস শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকার ও শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহারা রঙ্গপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মুক্তিলাভের পরই তাঁহাদের উপর সঙ্কটশালক আইনানুসারে ৪ ও ৫ নং ধারানুসারে নোটীশ জারী হইয়াছে। বিচারার্থ তাঁহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

সোয়ারিকান্দা ডাকাতির জের

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোয়ারিকান্দা সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে বাজিৎপুরের শ্রীযুত নরেশ গোবিন্দ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র রায়কে কয়েকদিন পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করিয়া সদরচর হইতে এখানে আনয়ন করা হয়। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তাঁহাদিগকে জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে। নেত্রকোণার শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র রায়কে জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

রেলগাড়ী লাইনচ্যুত

ই, আই, রেলওয়ের হাওড়াস্থিত বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিম্নোক্ত তারের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন :— বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৪৯ নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেন নালিকুল হইতে হরিপালে গমন করার কালে অপরাহ্ন ৩টা ১০ মিনিটের সময় পোলে ২৭ মাইল চিহ্নিত স্থানে উহা লাইনচ্যুত হয়। ইঞ্জিন চালক এবং এক জন যাত্রী সামান্যরূপে আহত হইয়াছে। পর দিন প্রাতঃকালে ৬ ঘটিকায় আবার যথারীতি কার্য্য আরম্ভ হয়।

অগ্নি-প্রদানের অভিযোগ

গাইবাঁধা হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্নে শ্রীযুত প্রিয়নাথ বিশ্বাসের বাটীতে আগুন দিবার সম্পর্কে বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুকুমার ও পূর্ণচন্দ্র মহান্ত গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ, শ্রীযুত বিশ্বাসের কংগ্রেস-বিরোধী ভাবগতির জন্য যুবক সমাজ তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না।

যুদ্ধ মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ

সাংহাই হইতে প্রকাশ, বৃটিশ রণতরী 'কেণ্টের' উপরে যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে কোনও সুফল ফলে নাই, কারণ, জাপানীরা নিজেদের জেদ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। জাপানীরা চীনা সৈন্য সাংহাইএর ২০ কিলোমিটারের এলেকার বাহিরে সরাইবার এবং পাওচানল উসাংদুর্গ ভূমিস্যাৎ করিয়া ফেলিবার দাবীতে অটল রহিয়াছে। চৈনিক দল মনে করেন। জাপান নিজেদের সৈন্য দল অধিক সংখ্যায় আসিয়া না পৌঁছান পর্য্যন্ত লোক দিবার চেষ্টায় বৈঠক বসাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় প্রতিনিধি

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সার ফজলি হোসেন রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সার ডার্সি লিণ্ডসে, মিঃ জি এস, বাজপাই, মিসেস নাইডু এবং সার কে, ভি, রেড্ডি গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন।

মাদ্রাজে স্বদেশী প্রচারের আয়োজন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মাদ্রাজ সহরের প্রায় ২শত অধিবাসী 'ভারতীয় পণ্য ক্রয় কর' সঙ্ঘ নামক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যবস্থা সভার সদস্য সঙ্ঘের কার্য্য রাজনীতি বর্জ্জিত হইবে।

জনতাকর্ত্তৃক থানা আক্রান্ত

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে প্রায় ৭ হাজার লোকের এক জনতা লাঠি, ও ইষ্টকাদি লইয়া সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত সিওহর থানা ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে এক খবর পাওয়া গিয়াছে। তথা সামরিক পুলিসের একজন অফিসার ও দুই জন লোক ইষ্টকের আঘাতে আহত হন। তখন পুলিস বাধ্য হইয়া গুলী চালায়। চারি বার গুলী করার ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। গুলীতে জনতার মধ্যে চারিজন নিহত এবং ৮ জন আহত হয়। আহতগণের মধ্যে ২ জনের অবস্থাও গুরুতর।

পূর্ণ স্বাধীনতা চাই

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আয়র্লণ্ডের নূতন ফ্রী ষ্টেট সরকারের মিঃ সিন ও' কেলি অন্যতম পদ পাইতে পারেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আর ক্যারিক অন-স্যাননে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন— ফায়ানা ফেল দলের কার্য্যপদ্ধতি আয়র্লণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার জন্য। কিন্তু তিনি বলেন, অন্য আইরিশ দলের বিরুদ্ধে বন্দুক উত্তোলন না করিয়াই আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে। সম্প্রতি কার্ডিন্যাল ম্যাকরোরি এই মর্ম্মে নাকি বিবৃতি করিয়াছিলেন যে আয়র্লণ্ড তাহার স্বাধীনতায় এক কিস্তি মাত্র পাইয়াছে। সে কথার সম্পর্কে মিঃ ম্যাক কেলি বলেন, ফায়ানা ফেলরা শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক উপায়ে তাহার অধিকারের অপর কিস্তি পাইতে চান। তাহারা ইংলণ্ডকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন না।

আসামীর ৭ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, মানকুণ্ডুর সশস্ত্র ট্যাক্সি-ডাকাতি সম্পর্কে গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চুঁচুড়ার স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল কর্ত্তৃক ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আসামী ও শ্যাম মুখোপাধ্যায় নামক আর এক ব্যক্তি চুঁচুড়া আদালত হইতে মানকুণ্ডু পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করে এবং শেষোক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া রিভলভার দেখাইয়া ট্যাক্সীচালক তাহাদের ট্যাক্সি ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। ট্যাক্সি চালাইয়া যাইবার সময় তাহারা বিষ্ণুবাটীর রেলের রাস্তার সংযোগ স্থানের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়, সেই সময় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বালিকা গুলির দ্বারা আহত

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই স্থানের জনৈক পাদ্রীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একটী পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে উক্ত পাদ্রীর প্রাঙ্গণে গুলী দ্বারা আহত হওয়ায় তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। যে অবস্থায় বালিকা আহত হয় তাহা রহস্যাবৃত। বালিকাকে অবিলম্বে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তথায় অস্ত্র করিয়া তাহার মস্তকের সম্মুখভাগ হইতে একটা গুলী বাহির হইয়াছে।

পরে পাদ্রীকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়।

চাঁদপুরে ভীষণ ডাকাতি

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, যে চাঁদপুর থানার অন্তর্গত কল্যাণদির আমানুল্লা মৌলভী নামক এক ব্যক্তির বাটীতে একটী দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ২৫ জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গভীর রাত্রিতে উক্ত মৌলভীর বাটী আক্রমণ করে এবং বাটীর লোকজনদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়া প্রায় ৮০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া চম্পট দেয়। পুলিস এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ২১৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

আরও প্রকাশ, দস্যুগণ মেহেন্দীগঞ্জ থানার এলাকাধীন বারদিয়ার জমিদার এবং মহাজন শ্রীযুত জানকীনাথ মজুমদারকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার বাটীতে শীঘ্র ডাকাতি করিবার ভয় দেখাইয়াছে। প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্রখানি পুলিসের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে।

থানার নিকটে বোমা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২৮ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন থানার সন্নিকটে তিনটি বোমা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ এবং মতিগঞ্জ থানায় একটি বোমা বিদীর্ণ হয়। বোমাগুলি অতি সাধারণ আকারের। আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই দুষ্ট লোকে উহা তথায় রাখিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এ সম্বন্ধে পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

দৈনিক

শ্রীধাম
নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ডাক ৴
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

Reg No C1445.

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩য় সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৮, ৫ই মার্চ্চ ১৯৩২

গান্ধী-সাক্ষাতে শ্রীযুক্তা গান্ধী

পাঞ্জাবে রাজনৈতিক অবস্থা

দেবীদাস গান্ধী দণ্ডিত

চাঁদপুরে ডাকাতি

সাংহাইয়ে ভীষণ যুদ্ধ

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভা

সর্দ্দা আইনে সাজা

শ্রমিক নেতার দেহত্যাগ

মথুরাপুরে অগ্নিকাণ্ড

বড়লাটের আমন্ত্রণ

চুচুড়ায় ডাকাতের উপদ্রব

নানা কথা

গান্ধী সাক্ষাতে শ্রীযুক্তা গান্ধী

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধী গত রাত্রিতে আমেদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

দেবীদাস গান্ধী দণ্ডিত

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর পুত্র শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে আরও ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

সর্দ্দা আইনে সাজা

লায়ালপুর হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বর ও কন্যার পিতা ও পুরোহিত—যথাক্রমে নারায়ণ সিং, রামচাঁদ ও সর্দ্দা সিংকে একটী অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহ দেওয়ার অপরাধে সর্দ্দা আইন অনুসারে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রথম দুই জন ২০ টাকা হিসাবে ও শেষোক্ত ব্যক্তি ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

চুচুড়ায় ডাকাতের উপদ্রব

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, এক মহকুমার ভাণ্ডাড়া গ্রামে বাহাদুর মোল্লা নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীর বাটীতে আর একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ঘটনার দিন রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় একজন ডাকাত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যান্য ডাকাতদিগের প্রবেশের সুবিধার জন্য সদর-দরজা খুলিয়া ফেলে। তৎপরে টাঙ্গী দিয়া কয়েকটি কক্ষের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। অতঃপর দস্যুগণ লৌহদণ্ড ও লাঠি দ্বারা বাহাদুর ও বাটীর অন্যান্য লোকজনদিগকে প্রহার করে এবং বাক্স ট্রাঙ্ক ও লৌহ সিন্দুক খুলিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৫০০০ মূল্যের দ্রব্যাদি সরাইয়া ফেলে। প্রকাশ, গৃহস্বামীর বন্দুকের নলটি ভাঙ্গিবার ফলে এবং টাঙ্গি দিয়া নলের পাল্লা কাটিয়া দেওয়ায় বন্দুকটি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় দশ জন লোক বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সমসংখ্যক লোক বাহিরে থাকিয়া লক্ষ্য রাখিতেছিল। অবশেষে দস্যুদল গুড়ী রেলওয়ে ষ্টেসনের দিকে চলিয়া যায়।

পুলিশ এই সম্পর্কে নন্দনপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বলাই সেন, নীরদ বারিক ও আর ৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মথুরাপুরে অগ্নিকাণ্ড

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মথুরাপুর রোড ষ্টেশনের (ই বি আর) প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্বে মথুরাপুর পুরকাইতপাড়া নামক একটি পল্লী অবস্থিত। গত ১১ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আন্দাজ সাড়ে ৬ ঘটিকার সময় সহসা পল্লীমধ্যস্থ একটী গৃহে অগ্নিসংযোগ হয়। অল্পক্ষণমধ্যেই উহা প্রবলভাবে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সেবা সমিতি পোঃ মথুরাপুর ও তদধীনস্থ শাখাসমিতি সমূহ এবং মির্জ্জাপুর সেবাসমিতি প্রাণপণ যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও প্রায় ৭৮ খানি গৃহ ও তদভ্যন্তরস্থ যাবতীয় সামগ্রী একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

রাজনৈতিক অবস্থা

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কমার্শিয়াল বিল্ডিংএ পিকেটিং-এর জন্য দুই জন স্বেচ্ছাসেবক ৪ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে আর এক মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ঐ সম্পর্কে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে জনসাধারণের মধ্য হইতে যে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁহারা টাকা অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে ৭ দিন করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	খুলনা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	খুলনা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হুগলী		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পাক্ষমাসিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরদাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তস্বামী এল. এম. এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ালরূপ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮২ মালকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীরূপাবিন্দু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদণ্ডিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীচরণপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনামসংকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁচরাপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

মহতের আচরণ অক্ষজ-জ্ঞান-গম্য ও অনুকরণীয় নহে

মহতের আচরণ দর্শন করিয়া দুর্ভাগা-জীব দুইপ্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক নিরয়ের যাত্রী হইয়া থাকে। এক প্রকার ব্যক্তি নিজের ক্ষুদ্র অক্ষজ জ্ঞানকেই বহুমানন করিয়া মহান্তের আচরণ দর্শন করিবার ধৃষ্টতা করে, তাই তাঁহাকে শ্রীগুরুরূপে দেখিবার পরিবর্ত্তে বিধিবাধ্য শিষ্য বা উপদেশের পাত্র মনে করিয়া তাঁহার পারমহংস্যাচারে দোষ দেখিয়া মহা অপরাধ অর্জ্জন করে।

যে সকল ব্যক্তি অনর্থগ্রস্ত, যাহাদের অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্তি আছে তাহাদের সেই সকল অবৈধাচারের প্রতিকারের জন্যই বিধির ব্যবস্থা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টাই মূল বিধি। সুতরাং যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা নাই তাহাই পারমার্থিক বিচারে অবৈধ কার্য্য। পরমহংস মহাজনগণ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট এমন কি তাঁহাদের দেহসজ্জাও কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যযুক্ত।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত 'কৃষ্ণের' লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ কারণ॥
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

মহাভাগবতের আচরণ অক্ষজ জ্ঞানের গম্য নহে। তাঁহারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য সময় সময় যে আচরণ করেন, তাহা অক্ষজ দ্রষ্টার নিকট অধম ব্যক্তির আচরণের তুল্য মনে হয়। যাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান্ তাঁহারা মহতের তাদৃশ আচরণে দোষ না দেখিয়া তাঁহাদের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তির সহিত অভিগমন করেন এবং শ্রৌতপন্থায় মহান্তের অলৌকিক ব্যাপার মর্ম্ম অবগত হইতে সক্ষম হন। আবার কোন কোন দুর্ভাগ্য ব্যক্তি নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা মাপিতে গিয়া অপরাধ-বশতঃ অনন্ত কালের রৌরবে পতিত হয়।

যাহাতে আমরা মহান্তের চরণে অপরাধ অর্জ্জন করিয়া নিরয়গামী না হই তজ্জন্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৈষ্ণবপ্রধান ভৃগুর উপাখ্যান বর্ণন করিবার পূর্ব্বে ও পরে নিম্নলিখিত উপদেশামৃত কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবের তত্ত্ব নাহি জানি॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥

* * *

অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা এই সিদ্ধান্তে না দেখি কিছু আর॥
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে তার নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০ম অঃ)

এইরূপে কতকগুলি ব্যক্তি ভক্ত-ভাগবতের নিকট গ্রন্থ ভাগবতের সিদ্ধান্ত এবং মহান্তের অলৌকিক আচরণের মর্ম্ম না বুঝিয়া নিজেকে সিদ্ধান্তবাগীশ মনে করিয়া অপরাধী হয়। আবার কেহ কেহ অকালের পক্ব অভিমানে কাহারা মহাভাগবতের অনুকরণ করিতে গিয়া অরুদ্র হইয়া বিষ ভক্ষণের ন্যায় ফল লাভ করে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিদ্যাবিলাস-লীলায় সমাধ্যায়ী জনৈক নবদ্বীপবাসী ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক লীলার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে গিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন।

শুন বিপ্র মহা অধিকারী যেবা হয়।
তবে তার দোষগুণ কিছু না জন্মায়॥
পদ্ম পত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহার শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহার আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি-
হ্যনীশ্বরঃ
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোহব্ধিজং
বিষম্॥
ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ
সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্ব-
ভুজো যথা॥

এতেকে না জানিয়া নিন্দে তার কর্ম্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দায় কি দায়, তাঁরে হাসিলে সে মরি॥
ভাগবত হইতে সে সব তত্ত্ব জানি।
তাহে যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি॥

এই কথা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি মরীচির ছয় পুত্র সিদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মার অলৌকিক আচরণ দেখিয়া হাস্য করায় যে সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের সেই উপাখ্যান বর্ণন করিলেন। পরে আরও বলিলেন;—

কহিলাম এই বিপ্র ভাগবতের কথা।
নিত্যানন্দ প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ পরম অধিকারী॥
অল্প ভাগ্যে তাহারে জানিতে না পারি।
অলৌকিক চেষ্টা যে কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই পরিত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার।
যাহা হৈতে সর্ব্বজীব হইবে উদ্ধার॥
তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ॥
চল বিপ্র তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও॥
পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম ঘরে॥
যে তাঁহারে প্রীত করে সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র কহিল তোমারে॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের মর্ম্ম এই বুঝা যায় যে,—মহাভাগবতের আচরণ বিধি-নিষেধের বা প্রাকৃত দোষগুণের অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত ও তাহা পরম নির্ম্মল, সুতরাং তাহা দেখিয়া হাস্য কিংবা নিন্দা করিলে সেই অপরাধে জন্মজন্মান্তরে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আবার কোন অনধিকারী ব্যক্তি মহান্তের আচরণ অনুকরণ করিলেও অপরাধ-ফলতঃ যমদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে। তিনি আরও জানাইয়া দিলেন যে, বৈষ্ণবগুরুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিলেই অর্থাৎ শ্রৌতপন্থায় গ্রন্থ ভাগবতের মর্ম্ম অবগত হইতে পারা যায়।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ সালের
২০শে আশ্বিন
তারিখে

শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৃহীত "ভক্তিশাস্ত্রী" প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

প্রথম বিভাগ

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ
২। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্
৩। ,, সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী বি এ

মধ্যবিভাগ

১। শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী
২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ
৩। ,, ,, ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ
৪। শ্রীযুক্ত ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
৫। ,, প্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী
৬। ,, সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এল্
৭। ,, নিত্যানন্দ দাসাধিকারী
৮। ,, অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী
৯। ,, অভিরাম দাসাধিকারী
১০। ,, [illegible] মুরারি দাসাধিকারী
১১। ,, সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী
১২। ,, বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী
১৩। ,, [illegible] পঞ্চরাত্রাচার্য্য

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদাস গোস্বামী
২। ,, বীরপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। ,, পরেশানুভব ব্রহ্মচারী
৪। ,, কুঞ্জকিশোর দাসাধিকারী
৫। ,, কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্ এম্-এফ্
৬। ,, যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী
৭। ,, ফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী
৮। ,, প্রেমপ্রয়োজন দাসাধিকারী
৯। ,, উদ্ধমূর্ত্তি দাসাধিকারী
১০। ,, যশোদাকুমার দাসাধিকারী
১১। ,, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়
১২। ,, রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ
১৩। ,, সূর্য্যনারায়ণ পণ্ডা
১৪। ,, মহানন্দ ব্রহ্মচারী

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক কোন বিষয়ই কিছুতেই অজ্ঞাত থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামি-শাস্ত্র-মন্থন করিয়া এই গ্রন্থটি উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোণার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ—ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপন্থের পাঠকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নূতন সংস্করণ—ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধিলালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন সাধ্য ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপ্রবোধ গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-ফল

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচার-বর্ণন, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। বাঙ্গালা ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রণীত (লাহোর), সেবাপ্রকাশন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীস্বরূপপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কাহিনী সুন্দরাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে জগজ্জনের বিশ্ব-বৈষ্ণবী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইবে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন ক কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মঃ হলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকেট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস. এন. ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা-

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ কম করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র!, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার শালিয়া) ৩৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার!

কীর্ত্তন-কানন-কুঞ্জের নব বিকচিত পারিজাত!!

কাব্য অমরাপুরীর অমিয় অবদান!!!

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সেই সজ্জন-পরিচিত মধুকণ্ঠ বাগ্মীপ্রবর

ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামি রচিত

অনবদ্য ভক্তিবিষয়ক সুধামধুর কবিতাগুচ্ছের চয়ন মহোৎসব

যদি আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন,

তবে এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করুন

পাঠ করিতে করিতে আপনার হৃদয় ভক্তিবিবেকে পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"আমার বড়ই আশা, তাঁহার কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য প্রেমিক ভক্ত সমাজে আদরের বস্তু হইবে।"

প্রভুপাদের লিখিত ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন সম্বলিত, উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মুদ্রিত, সুন্দর বাঁধাই সচিত্র মনোরম গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র—১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

করিমগঞ্জে গ্রেপ্তার

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশ, সুধীর পাল নামক এক ব্যক্তিকে বন্দুক চুরির মামলা সম্পর্কে কুলাউড়া হইতে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

উক্ত বন্দুক চুরির মামলা সম্পর্কে যজ্ঞেশ্বর দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে জামিন প্রদান করিতে অসম্মত হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীহট্টে ধৃত অন্যান্য কয়েকজনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

অন্ধ গুর্জ্জর কবির কারাদণ্ড

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, ব্যবস্থাপক সভার ভুতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুত অমৃতলাল শেঠের উপর পুলিস এক নোটিশ জারি করিয়া তাঁহাকে বোম্বাই ত্যাগ করিতে ও আমেদাবাদ পুলিসের নিকট হাজির দিতে বলে। তিনি এখানে আসিয়া পুলিসে হাজিরা না দেওয়ার জন্য সঙ্কট-শক্তি অর্ডিনান্সের ২১ ধারা অনুসারে ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

গুজরাটের অন্ধ কবি শ্রীযুত হংসরাজ কোনো সত্যাগ্রহ ছাউনীর ১১শ অধিনায়ক হন। তাঁহাকে এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বরদা পাইনের পদত্যাগ

গত ১লা মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সহকারী সভাপতির নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন :—

“গত দুই তিন মাসকাল পর্য্যন্ত আমাকে একাধিক বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমি কংগ্রেস দলের সহানুভূতির ফলে মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমাকে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান আন্দোলনে আমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। এ অবস্থায় আমার পদত্যাগ না করিয়া থাকা অসম্ভব।

মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতিরূপে তাঁহার কার্য্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত পাইন বলিয়াছেন যে, তিনি কিছুতেই আইন অমান্য কার্য্যে যোগদান করিতে নিজেকে প্ররোচিত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যে যাহাতে বাধা জন্মিতে পারে এমন সকল কার্য্য হইতে তিনি দূরে রহিয়াছেন।

বড়লাটের আমন্ত্রণ

নূতনদিল্লী হইতে প্রকাশ যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত একটা চুক্তি মীমাংসা করিবার নিমিত্ত ভারত হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি তথায় গমন করিয়াছিলেন। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁহারা কাজ সারিয়া সকলেই দিল্লী আগমন করিয়াছেন। সার ফজ্‌লি হোসেন, সার কে, ভি, রেড্ডী এবং অন্যান্য প্রতিনিধিগণ রাজপ্রতিনিধি বড়লাট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত এবং সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় নূতন ট্যাক্সের দুইখানি বিল পাশ হইয়াছে। একটা বিলে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন সংশোধন করিয়া ষ্ট্যাম্পের উপর করের হার পুনঃসংস্কার করিতে হইবে; আর একখানি বিলে দেশলাইয়ের উপর কর উপস্থাপিত হইবে।

আসাম ব্যবস্থাপক সভা

শিলং হইতে প্রকাশ যে, আসাম ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা গত ১লা মার্চ্চ আরম্ভ হইয়াছে। আগামী বৎসরের বাজেট পেশ করিয়া অর্থ সদস্য বলেন যে, সমস্ত বিষয়েই ব্যয়-সঙ্কোচ করা সত্ত্বেও ইহাতে ঘাটতী পড়িতেছে। বর্ত্তমান বৎসরেও ১৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। ইহা পূরণ সত্ত্বেও আগামী বৎসরেও সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনে অতিরিক্ত রাজস্ব পাইবার আশায় ঋণ হইতে মুক্তি পাইবার, অন্ততঃ কিয়দংশে হ্রাস করিবার জন্যও সরকার তিনটি বিল পেশ করিয়াছেন।

বসির আমেদের প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ যে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বসির আমেদকে অবিলম্বে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন।

উরির নিকটে একটি সেতু দগ্ধ করিবার অপরাধে তিন জন লোককে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

পুলওয়ামা হইতে আরও গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। জানিতে পারা গিয়াছে যে, স্বরাষ্ট্র সচিব রাজনীতিক বাদীদের জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অজ্ঞাতসারে পর্য্যাপ্ত বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিতেছেন।

বুগ মুলার নিকটে জনৈক হিন্দু নিহত হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে একজন স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পাঞ্জাবে রাজনৈতিক অবস্থা

লাহোর হইতে প্রকাশ, ১৬ জন অহরর স্বেচ্ছাসেবক ও আর ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হাইকোর্টের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করিতে যাইয়া উক্ত কোর্টের নিকট একজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মধ্য রাত্রিতে অহরর দলের আফিসে হানা দেওয়া এবং ১৮ জন অহরর স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়, তন্মধ্যে ৩ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেথুন কলেজে

কলিকাতা বেথুন কলেজের ৫৮ জন ছাত্রীর নাম কাটিয়া দেওয়া ব্যাপারের অবসান এখনও হয় নাই। কতকগুলি ছাত্রীকে কলেজ হইতে বিতাড়িত করা যে কলেজের অধ্যক্ষের কোমল হৃদয়ের পরিচায়ক নহে, তাহা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে অধ্যক্ষার হৃদয়ে কি ছায়াপাত করে নাই?

শ্রমিক নেতার দেহত্যাগ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাইর শ্রমিক নেতা গির্ণী কামগার রেলওয়ে য়ুনিয়নের ভূতপূর্ব্ব সাধারণ সম্পাদক ও মীরাট ডিফেন্স কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত কেদার গুপ্ত একটি অস্ত্রোপচারের পর গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে এখানে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কাকা ভাসানমল পীড়িত

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ যে, বৃদ্ধ কাকা ভাসানমল হায়দ্রাবাদ জেলের মধ্যে সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত আছেন।

সদস্যের ভাতা হ্রাস

বে-সরকারী তরফ হইতে আর একটী প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। এবার হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের দৈনিক ভাতা ২০ টাকার স্থলে ২৫ টাকা হইল। ইহাও ব্যয়সঙ্কোচের অন্যতম দফা। এ প্রস্তাবে সরকারী সদস্যগণ নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁহারা হাঁ, না কিছুই বলেন নাই।

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী এই পর্য্যন্ত হইয়াই সভার কার্য্য স্থগিত রহিল। গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী সভায় পুনরধিবেশন হইবে। ঐ সময় গভর্ণর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

পরলোকে মেজর সোমারভিল মেসেসের পথে

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, পারস্যের বিরজিক সহরে মেজর জে, মে—সোমারভিলের মৃত্যু হইয়াছে। মেসেসে কনসল জেনারলের সেক্রেটারীর পদ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। চাকরী লইয়া মেসেসে আসিবার সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

চাঁদপুরে ডাকাতি

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি কল্যাণদির মৌলবী আমাহুল্লার গৃহে গভীর রাত্রিতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তগণ সংখ্যায় প্রায় ২৫ জন ছিল। উহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোকজনকে মারধর করিয়া নগদ প্রায় ৮ শত পরিমিত টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

সাংহাইয়ে ভীষণ যুদ্ধ

সাংহাই হইতে প্রকাশ যে, ২রা মার্চ্চ সারারাত্রি গোলাবর্ষণের পর জাপানীরা কিয়াংওয়ানের যুদ্ধস্থলে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছে। তাহাদের সৈন্যরা প্রত্যূষে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু বাধা কিছু পায় নাই—চীনা সৈন্যরা অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

জাপানীরা এখন ট্যাজানে প্রবেশ করিয়াছে। ফলে চাপাইকে ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য জাপানী সৈন্যরা যে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। চীনের ১৯ সংখ্যক আর্ম্মী এখন চেঞ্জু অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সুচাও বাড়ীর উত্তর দিকের সকল চীনা সৈন্যও প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

জাপানী এরোপ্লেন সকল সাংহাই হইতে ৩০ মাইল দূরে সাংহাই ন্যানকিং রেলপথের উপর প্রবল বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

Reg. No. C1445.

দৈনিক—

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি লাইন ।

প্রতি কলম ৬

অর্দ্ধ কলম ৩।০

সিকি কলম ..

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সংবাদপত্রের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪র্থ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর — ২৩শে ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৮, ৭ই মার্চ্চ

সিওনী জেলে মিঃ সুভাষ বসু

অক্সফোর্ডে লর্ড আরউইনের বক্তৃতা

হাসপাতালে মিঃ প্যাটেল

জহরলালজীর জরিমানা আদায়

চীনের যুদ্ধের অবস্থা

লক্ষ্ণৌ সামরিক সিনেমা হলে অগ্নিকাণ্ড

ব্রহ্মে ৮ জনের প্রাণদণ্ড

রাজসাহীতে ডাক লুঠ

দেবীদাস গান্ধী মীরাটে

জাপ সেনাপতির ঘোষণা

টাঙ্গাইলে নৃশংস কাণ্ড

নানা কথা

সিওনীতে মিঃ সুভাষ বসু

নাগপুর হইতে প্রকাশ, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর অবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন ৩রা মার্চ্চ মধ্য প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় জিজ্ঞাসিত হয়।

তাহার উত্তরে স্বরাষ্ট্র সদস্য বলেন যে, শ্রীযুত বসু বর্ত্তমানে সিওনী জেলে আটক আছেন। তাঁহার খোরাকী বাবদ দৈনিক ১৲ টাকা হিসাবে মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত ভাতার পরিমাণ সংশোধন করিবার বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন। বাঙ্গালা সরকার ও মধ্য প্রদেশীয় সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার এই ভাতা নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার প্রতি অন্যান্য আচরণ মধ্য প্রদেশীয় সরকারই স্থির করেন। তবে এ বিষয়ে বাঙ্গালী সরকারের উপদেশ তাঁহারা গ্রহণ করেন।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে সুভাষ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুও সিওনী জেলে তাঁহার সহিত আটক আছেন।

বাঙ্গালী পাচকের আগমন সাপেক্ষে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার নিজের পাচক দ্বারা তাঁহাদের খাদ্য পাক করাইয়া দেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জেলের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের মধ্যেই শ্রীযুত বসুর গতিবিধি সীমাবদ্ধ।

হাসপাতালে মিঃ প্যাটেল

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাই সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত এক মর্ম্মে এক আদেশ হাসপাতালে শ্রীযুত বিঠলভাই প্যাটেলের উপর জারী করা হইয়াছে,—আপনি এই গোকুলদাস তেজপাল হাসপাতালের বাড়ীর মধ্যে থাকিবেন এবং হাসপাতাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের লিখিত অনুমতি ব্যতীত হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া যাইবেন না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের লিখিত অনুমতি ব্যতীত আপনার সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিবে না এবং আইন-অমান্য-আন্দোলনের সাহায্য যাহাতে হইতে পারে, এমন কোন কার্য্যে আপনি যোগদান করিবেন না। সরকার জানাইতেছেন যে, আপনার ইউরোপ যাত্রার দিন অথবা ৩রা জুলাই যে দিনটা আগে হয়, সেই পর্য্যন্ত উল্লিখিত আদেশসকল বলবৎ থাকিবে।

শ্রীযুত প্যাটেল বাহিরের ডাক্তারদের পরামর্শ লইবার অনুমতি লইয়াছেন। তাঁহার নিজের ডাক্তার—ডাঃ প্যাটেল প্রয়োজন হইলেও তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারিবেন সে ব্যবস্থাও অনুমোদিত হইয়াছে।

ব্রহ্মে ৮ জনের দ্বীপান্তর

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, আকেয়াব বিদ্রোহ মামলার ২৬ জন আসামীর মধ্যে থারাবাডীর স্পেশ্যাল জজ, গত ৩রা মার্চ্চ ৮ জনকে প্রাণদণ্ডে, ১১ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে, ৪ জনকে ৫ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে ও ১ জনকে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই মার্চ্চ ১৯৩২

(১)

৩০৪৪ সাংঃ ৩১ দাবি ৪৬৪/৩

ডিঃ আহাদি মল্লে সাং নাকেশীপাড়া

দেঃ বিধু ঘোষ দিং সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল বাগাহুগড়ি, চৌগাছা, মায়াকোল দিং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩।৩।৪।১০ পং ১৭-০২ শতক জমি ২২৬৵১ জমা নামে গৃহাদি সহ মূল্য আঃ ২৫৲

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ভাগলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	খুলনা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	মাদ্রাজ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হুগলী		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নগেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবব্যাধিচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাণ্ডার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্বগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্লিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ সেথরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ১৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৩শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ই মার্চ্চ ইং ১৯৩২ সোমবার { ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৭ই ফাল্গুন ২৯শে ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাসপূজা বাসরে লক্ষ্ণৌস্থ শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ্ প্রভুর বাসাগৃহে (শ্রীভাগবত পত্রিকা অফিসে) প্রাতে ঊষাকীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক গীত এবং সমাগত জনগণের সম্মুখে শ্রীব্যাসদেবের বেদবিভাগাদি কার্য্য এবং আচার্য্য-মহিমা কীর্ত্তন হয়। তৎপরে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে পর্য্যাপ্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, আজ যে মহাপুরুষের বিষয় আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাঁহার মহানগীয়সী শক্তির কথা আমি কিছুই জানি না। কারণ "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"। প্রাকৃত জীবের নিকট অপ্রাকৃত বস্তুর ধারণা অসম্ভব,. তবে "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্' সেই আত্মা স্বয়ং নিজেকে যাহার নিকট প্রকাশ করেন, তিনিই তাহার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। শ্রীব্যাসাভিন্ন মদীয় আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক মৎসমীপে তাঁহার যেটুকু মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে পারিলে ধন্য হইব।

———

শ্রীব্যাসদেব বেদবিভাগাদি কার্য্য দ্বারা জীবগণের প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই জানিতে পারিয়া 'লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্" অজ্ঞান ব্যক্তিগণের হিতার্থ সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। তাহাতেই শ্রবণ কীর্ত্তন-যোগে আমাদের অনর্থ উপশম হইবে। সেই ব্যাসদেবের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যিনি তাঁহার ন্যায় কার্য্য করেন অর্থাৎ সেই নিঃশেষসপ্রদ ভাগবতবাণী জগতের নিকট প্রকাশ করেন, তিনিই ব্যাসপূজা দিবস ব্যাসাভিন্ন বিচারে পূজিত হইয়া থাকেন।

অস্মদাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, বর্ত্তমান ব্যাসানুগসম্প্রদায়ের আচার্য্য। শ্রীব্যাসদেব যেমন কোন সম্প্রদায়বিশেষের আচার্য্য বা গুরু নহেন, কিন্তু তিনি সদ্গুরু, ইনিও তদ্রূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর এত বড় দয়াবতার আর কেহ আসেন নাই, ইহার মত জীব দুঃখদুঃখী আর কেহ অবতীর্ণ হন নাই। ইনি আচার ও প্রচারে বর্ত্তমান কলিকালে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের যে ভবিষ্যদ্ বাণী "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম", তাহা গৌর-মনোঽভীষ্ট-প্রচারক আমাদের গুরুবরের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। সর্ব্ব বর্ণের সকল ব্যক্তিই ইঁহার শ্রীমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন ও হইতেছেন।

———

নিজ শিষ্যগণের প্রতি ইঁহার ব্যবহার অতীব আশ্চর্য্যজনক। তাঁহাদিগকে ইনি শিষ্য অর্থাৎ লঘু বিচার করেন না, কিন্তু অমানি মানদ-ধর্ম্মবশে স্বয়ং নিজেকে লঘু জ্ঞান করিয়া শিষ্যদের প্রতি বলেন,—আপনারা আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে ভগবদ্ভজনে সাহায্য করিয়া ধন্য করিয়াছেন।

ইনি আচরণে এবং প্রচারে অদ্বিতীয়। যাঁহারা ইঁহার শিষ্যানুশিষ্যদিগের আচরণও লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ইনি কিরূপ আচার্য্য। আচার্য্য শব্দের অর্থ—

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থং আচারে
স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

———

আমাদের ন্যায় ভোগী জীবের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণোন্মুখী করিবার জন্য ইঁহার যে কত রকমের চেষ্টা তাহা বর্ণনাতীত। আমাদের চক্ষু বিষয় দর্শনে লালায়িত—থিয়েটার, বায়স্কোপ, প্রদর্শনী প্রভৃতি দেখিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত, সুতরাং ইনি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্বগুলি প্রদর্শনী দ্বারা অভিনব ও অদ্ভুত ভাবে লোকের নিকট দেখাইতে লাগিলেন, যাহাতে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার ন্যায় স্থানে প্রত্যহ লক্ষ লোক আগমন করিতে লাগিলেন এবং শুদ্ধভাগবতমুখে প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বিষয়ের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সুকৃতি সঞ্চয়ের অধিকারী হইলেন।

আমরা জিহ্বার দাস। সুতরাং আমাদের আচার্য্যচরণ আমাদের জিহ্বায় বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন যদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমার ন্যায় জিহ্বাবেগের বশীভূত বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা ইনি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ঔষধ ও পথ্যস্বরূপ মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া জীবের সুকৃতি সঞ্চয়ের সুযোগ করিয়া দিলেন।

———

স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন স্থাপন ও মঠ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাগবতবাণীর শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা জড়ৈকসর্ব্বস্ব অচৈতন্য-বিশ্বে চেতনতা বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীগৌরমণ্ডল, নবদ্বীপ ধাম, বৃন্দাবনধামাদি পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীহরি ও হরি-ধামের মহিমা সকলের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন। ধামপরিক্রমায় ব্যয়াশঙ্কা করিয়া লোকে তাহাতে গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে বলিয়া ইনি প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে প্রতিনিধি প্রেরণপূর্ব্বক স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বিনা ব্যয়ে ধামপরিক্রমার সুযোগের কথা জানাইয়া সকলকে ধামপরিক্রমা দ্বারা গৃহ পরিক্রমা, দেহ পরিক্রমা প্রভৃতি আসক্তি ত্যাগ করাইতেছেন। "যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ" শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণী ইঁহার দ্বারাই পূর্ণরূপে প্রচারিত হইতেছে।

———

এই মহাপুরুষের পাদপদ্ম আশ্রয় যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন তাঁহাদের পাদদাসানুদাসী থাকিয়া এ জন্ম অতিবাহিত করিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া

...মাদৃশ মায়ামুগ্ধ জীব হরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সেই পরম অনুগ্রহকেই দণ্ড মনে করেন এবং যাহাতে আরও অধিকতর মায়ার কবলে কবলীকৃত হইতে হয় এইরূপ আপাত মধুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ব্যাপারকেই কৃপা বলিয়া কল্পনা করেন।

রোগীর নিসর্গ এই যে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থিত ঔষধ পথ্যাদি তাহার নিকট তিক্ত ও বিষবৎ বোধ হয় এবং চিকিৎসককে পরম বন্ধুরূপে না দেখিয়া পরম শত্রুরূপে দেখেন, কিম্বা নালী ঘা আরোগ্য করিবার জন্য পরম হিতৈষী চিকিৎসকের অস্ত্রোপচার এবং নিষ্ঠুরপ্রকৃতি শত্রুর অস্ত্রাঘাত এক শ্রেণীর মনে করিয়া চিকিৎসকের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতেও ক্রটী করেন না; তথাপি যিনি সুচিকিৎসক তিনি রোগীর প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অবিচলিত চিত্তে রোগীর মঙ্গল বিধানই করিয়া থাকেন।

আবার যাঁহারা রোগীর রোগ আরোগ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া রোগীর মনোমত ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিয়া রোগ বাড়াইয়া দেন এমন কি যাহার ফলে পরিণামে জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে সেইরূপ বঞ্চকগণকেই রোগী সুচিকিৎসক বলেন।

মাদৃশ ভবরোগাক্রান্ত রোগীগণের অবস্থাও সেইরূপ। আমরা ভবরোগে এতই বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে চিকিৎসক সজ্জায় সজ্জিত মাদৃশ ভব-রোগীকেই সমাজ-বন্ধু, দেশবন্ধু, জীববন্ধু জ্ঞানে ভবরোগ-বৈদ্যরূপে বরণ করি এবং তাঁহার ব্যবস্থা মত চলিয়া, গণগড্ডলিকা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অধিকতর ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট হইবার ব্যবস্থা করি।

তথাকথিত বৈদ্যের আপাতমধুর বাণীতে প্রমত্ত হওয়ায় গণগড্ডলিকা আজ স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া স্থূল লিঙ্গ দেহে এবং দেহসম্বন্ধীয় ব্যক্তি ও বস্তুতে অহং মম বুদ্ধি প্রবল করিয়াছে, বাস্তব স্বদেশের কথা ভুলিয়া অশোক অভয়ামৃত নিত্যানন্দ-প্রদ নিত্য ধামের কথা ভুলিয়া আজ দুই চারি দিনের পান্থশালাকেই (মরীচিকার ন্যায় দূর হইতে যত কল্পিত সুখের তৃষ্ণা দেখাইলেও যে দেশে ছুটাছুটী করিলে কেবল অনন্ত দুঃখই লাভ হয়) সেই দেশটি দেশকেই স্বদেশ বলিয়া ভ্রম করিতেছেন, পরমার্থ ছাড়িয়া অনর্থ অর্জ্জনের জন্য গা ঢালিয়া দিয়াছেন, নিঃশ্রেয়স্ বস্তুর সন্ধান না করিয়া প্রেয়কেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ভ্রম করিতেছেন, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবানের শরণাগত না হইয়া নিজের ক্ষুদ্র প্রাকৃত বল ও অক্ষজ-জ্ঞানকেই অবলম্বন করিয়া অহঙ্কারবিমূঢ় ও নাস্তিক হইয়া পড়িতেছেন। তাই আজ প্রকৃত বিশ্ববন্ধু, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল জীব-কুলের নিত্য বন্ধু, ত্রিতাপক্লিষ্ট পতিত দীনহীন জীবের ত্রিতাপউন্মূলনকারী, পতিতপাবন, দীনবন্ধু, অচৈতন্য জীবের হৃদয়ে চৈতন্যদানকারী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কথা, শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যবাণীর কথা, শ্রীচৈতন্য-চরণানুচরগণের কথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতরূপ অমল পুরাণের কথা তাঁহাদের কর্ণে ভাল লাগিতেছে না।

শ্রীচৈতন্যের দয়ার কথা ভোগীকুলের ভোগোন্মুখ কর্ণে ভাল না লাগিলেও তাহাই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরম হৃৎকর্ণরসায়ন কথা। সেই চৈতন্যবাণী শ্রবণ প্রভাবে অচিরেই জীব চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারেন।

সেই চৈতন্যবাণী ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই সর্ব্বপ্রকার দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম এমন কি ধ্যানপূজাদির চেষ্টা পর্য্যন্ত বিরত হইয়া যায়, তখন সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম উচ্চারিত হন, এই শ্রীনাম যে-কোনরূপে উচ্চারিত হইলেই অর্থাৎ নামাভাসেই জীবকুল সর্ব্বপ্রকার তাপ হইতে নিঃসন্দেহে মুক্তিলাভ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ-নাম একমাত্র পরম অমৃত স্বরূপ ইহাই জীবন চেতনের পরম ভূষণ।

তাই শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন-বিগ্রহ আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন, তাঁহার চরণানুচরগণ বলিতেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

গণগড্ডলিকা আজ এহেন শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাহীন হইয়া, নামাপরাধী হইয়া, শ্রীনামের কৃপা, শ্রীনামীর কৃপা, শ্রীনামাচার্য্যের কৃপা, আচার্য্যদাসগণের কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। হরি-গুরু বৈষ্ণবের অমন্দোদয়া দয়া এবং দেশবন্ধুরূপী স্বজনাখ্য দস্যুগণের মন্দ-উদয়া দয়ার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ দুর্ব্বল, নির্জীব, দরিদ্র দেশবাসীকে আর্থিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ফেলিয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপের দ্বারা কষ্ট দিতেছেন। তিনি যদি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইতেন তাহা হইলে তিনি এই সব অসুবিধা ঘুচাইয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতা, ধন সম্পত্তি, রাজ্যাদি দিতে পারিতেন। এইরূপে তাঁহারা ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়তর্পণের একটী যন্ত্র মনে করেন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই মিছাভক্তিরূপ কপটতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহারা বলেন, এখন ভগবানের সেবা টেবা রাখিয়া দাও এখন কায়, মন, বাক্য, ধন, প্রাণ সমস্তই প্রেয়ঃ অর্জ্জনের জন্য নিয়োগ কর। তাঁহারা আরও বলেন, যাঁহারা এই গণগড্ডলিকা-স্রোতে ঝাঁপ না দিয়া শ্রেয়ঃ লাভের জন্য ও নিঃশ্রেয়স্ বস্তু বিতরণের জন্য শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন তাঁহারা কাপুরুষ, তাঁহারা জগতের কোন উপকার করেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সহানুভূতি করা উচিৎ নয়। এইরূপে গণগড্ডলিকা প্রলাপবাক্য বকিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব চরণে অপরাধ অর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রমশঃ আরও জটিল হইতে জটিলতর সমস্যার মধ্যে পড়িতে থাকেন। কারণ উহাই বিমুখ জীবের প্রতি দৈবীমায়ার দান। যতদিন পর্য্যন্ত জীব কৃষ্ণোন্মুখ না হইবে ততদিন ভগবানের দাসী বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গাদেবী ঐ দান বা নানা প্রকার দণ্ড দিয়া গৌণভাবে কৃপা করেন অর্থাৎ অশোক অভয়ামৃত কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবারূপ মুখ্য কৃপা—নিত্য শান্তি নিত্য আনন্দ লাভ করিবার জন্য ইঙ্গিত করেন। তাই মহাজনগণ বলেন,—উহা দণ্ড নয় — কৃপা।

ভগবান্ মঙ্গলময়, তাই মূর্খ আমরা না বুঝিয়া অমঙ্গল চাহিলেও, মণির পরিবর্ত্তে কাচ চাহিলেও তিনি আমাদিগকে কাচ দিয়া বঞ্চনা না করিয়া মণিই দিয়া থাকেন। ধ্রুব যেরূপ প্রথমে রাজ্য চাহিলেও পরিশেষে ভগবচ্চরণ-সেবাই লাভ করিয়াছিলেন এবং তখন তিনি রাজ্যকে কাচের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের পাদপদ্মের এত মহিমা যে, কেবল ধন, জন, রাজ্যাদি কেন ঐ পাদপদ্মের নিকট কৈবল্যকেও নরকসদৃশ মনে হয়, শিব ব্রহ্মাদির পদকেও কীটবৎ জ্ঞান হয় এ-হেন পাদপদ্মসেবা দান করিবার জন্যই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ—শ্রীচৈতন্যের শক্তি তদ্বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ; সুতরাং হে বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! শ্রীচৈতন্যের দয়া, শ্রীচৈতন্যবাণীর দয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করুন, তাহা হইলেই সকল সমস্যার অপূর্ব্ব সমাধান হইবে, যাবতীয় সমস্যার নিত্য সমাধান হইবে; তখন আপনারা সকলেই অতিশয় চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীব্যাসপূজা প্রসঙ্গে
ভক্তি-অর্ঘ্য

জয় জয় জয় ভকতি নিলয়
শ্রীগুরু চরণযুগ।
যাঁহার স্মরণে সার্থক জীবনে
নাহি রহে ভব-রোগ॥
হেন গুণনিধি কৃপার বারিধি
ভকতি সিদ্ধান্ত বর।
তব পদযুগে যেন প্রাণ লাগে
জন্মে জন্মে নিরন্তর॥
শ্রীগুরুর চরণ করিয়া স্মরণ
বন্দি সযতনে আমি।
তোমারই কৃপায় আমার জিহ্বায়
স্ফুরিবে তোমার বাণী॥
বড় ইচ্ছা মোর শুন হে ঠাকুর
তব যশো-গাথা গাহি।
বিনা কৃপা তব নহে তা' সম্ভব
অহৈতুকী কৃপা চাহি॥
আমার প্রভুর প্রিয় সহচর
যতেক প্রভুর গণ।
চরণে সবার মোর নমস্কার
কৃপা মাগি অনুক্ষণ॥
সর্ব্ব শক্তিমান বেদের প্রমাণ
তুমি গুরু দয়াময়।
তোমার মহিমা এ অধম জনা
বর্ণিবার যোগ্য নয়॥
আমি অতি দীন মূঢ় ভাগ্যহীন
তব নিজ জন মোরে।
আপনার গুণে কৃপা বিতরণে
আনিয়াছে তব দ্বারে।
পতিত অধমে কর প্রভো দয়া
মোর অপরাধ ক্ষমি।
এই কৃপা কর জানি দৃঢ় ভাবে
আমার পালক তুমি॥
ধরাতলে আর তুলনা তোমার
নাহি পাই খুঁজে আমি।
তাই মোর মনে আশা সর্ব্বক্ষণে
না ছাড়িবে প্রভু তুমি॥
শ্রীগুরু-কৃপায় সুকৃতি মানব
পাইয়া অমূল্য ধন।
শ্রীগৌরহরির রাতুল চরণে
করে আত্মনিবেদন॥
জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী জয়
পতিত-পাবন তুমি।
তব কৃপাবলে তারিলে জগৎ
পতিতের তুমি স্বামী॥
এই অকিঞ্চনে কৃপা বিতরণে
রাখ তব রাঙ্গা পায়।
অবিদ্যা নাশিয়া তত্ত্ব জ্ঞান দিয়া
শোধ হে করুণাময়!

তব শ্রীচরণ-সেবাভিলাষী
জনৈক দাসানুদাস

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃথক্ সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীর সহিত স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধ-বিষয়সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঞ্চানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরসাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্দাস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী পাদ-বিরচিত মূল ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে দাম মাত্র ভিক্ষা ।৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরগতপ্রাণ ত্রিদণ্ডী যতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতক শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] কাগজে উৎকৃষ্ট [illegible] একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, [illegible] রাজসংস্করণ ২৲ টাকা মাত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পারমার্থিক পত্র

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বি[illegible] শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষেপ প্রশ্নসহ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলচূড়ামণি শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা। গুণসৌরভ

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবেশিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুপ্রকারে প্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ও কম্মা আকারে প্রতি মাসে চারি-মাসের বিষয়-বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দেবীদাস গান্ধী মীরাটে

মীরাট হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধীকে দিল্লী জেল হইতে এখানে আনা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ সামরিক সিনেমা হলে অগ্নিকাণ্ড

লক্ষৌ হইতে প্রকাশ যে, গত ৩রা মার্চ্চ সকাল সাড়ে ৫ টার সময় ইষ্ট ইয়র্ক সৈন্যদলের ভবনে এক অগ্নিকাণ্ড হয়. ফলে সামরিক সিনেমা হলের ও লাইব্রেরীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ১৮ হাজার টাকা। দমকল ছয়টার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। দুই ঘণ্টা কাল কঠোর পরিশ্রমের পর তবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। সেনাদল দমকলের কার্য্য পরিচালনে সহায়তা করে। কেমন করিয়া আগুন লাগিয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই।

গোল টেবিল পরামর্শ কমিটী

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ,গত ৩রা মার্চ্চ প্রাতঃকাল সাড়ে ১০ ঘটিকায় বড়লাটের প্রাসাদে এবং বড়লাটের সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকের পরামর্শ কমিটীর অধিবেশন হয়। একমাত্র স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার ও আবদুর রহিম ব্যতীত অন্য সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রথমে ভবিষ্যৎ কার্য্যসূচীর প্রশ্ন উঠে। স্থির হয় যে আগামী শনিবার দিবস কমিটীর কার্য্য মুলতুবী রাখা হইবে এবং ২রা মে সোমবার সিমলায় পুনরায় কমিটীর অধিবেশন হইবে।

রাজসাহীতে ডাক লুঠ

রাজসাহী হইতে প্রকাশ যে, রাজসাহী কলেজ পোষ্ট আফিস হইতে রাজসাহী হেড আফিসে ডাক লইয়া যাইবার সময় গত ২রা মার্চ্চ অপরাহ্নে নাটোরের প্রধান রাস্তার উপর দুইজন অজ্ঞাতনামা লোক ডাকবাহীকে আক্রমণ করে। উক্ত ডাকবাহীকে আহত করিয়া আক্রমণকারীদ্বয় একটি থলে লইয়া চম্পট দেয়। সহরের সর্ব্বত্র পুলিস পাহারা বসিয়াছে।

পেশোয়ারে ৬০ জন গ্রেপ্তার

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, চরসাদ্দায় মৌলানা সৌকত আলীর পরিদর্শন উপলক্ষে তথায় কংগ্রেস কর্ম্মিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ফলে লালকোর্ত্তা পরিহিত ৬০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অক্সফোর্ডে লর্ড আরউইনের বক্তৃতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ. ১লা মার্চ্চ রাত্রিতে অক্সফোর্ডে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে লর্ড আরউইন বলিয়াছেন যে, ভারতের অবস্থা আমি যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বলা উচিত যে, ভারতের রাজনীতিকগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও নিজেদের কার্য নিজেরা পরিচালিত করিবার ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিণাম এবং গত এক শত বৎসরের ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায় বৃটিশদেরই তাহার প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রকাশ করা, উহা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। সকল সরকারেরই চরম অবলম্বন শাসিতের সম্মতি। ভারতের বর্ত্তমান সমস্যায় তাহাদিগকে এই তথ্যটার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, আইন সকল সমাজের মূল। "যদি আমরা ভারতীয় সমাজের ভিত্তিকে নির্ম্মূল ও উচ্ছেদ হইতে দিই তাহা হইলে ভারতের প্রতি আমাদের অবিচার করা হইবে। ফলে ভারতের বর্ত্তমান অপ্রীতিকর অবস্থায় আমাদিগকে উভয় প্রকার নীতি অনুসারে চলিতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগকে রাজ্যের শান্তি রক্ষা করিতে হইবে, অন্যদিকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল বলপ্রয়োগ দ্বারা কোন ব্যাপারে কেবল এমনই একটা অবস্থা আনা যায় যে, আমরা যে সমাধানের সন্ধান করিতেছি, তাহার জন্য কোন যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করা, অনুরোধ উপরোধ দ্বারা সম্মত করা ও আলোচনা দ্বারা সম্ভব হয় না।"

সভায় উপস্থিত তাঁহার অনেক "ভারতীয় বন্ধু"কে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, জগতের ইতিহাসে যাহাতে আপনারা ও আমরা মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব রকমের একটা সৃষ্টি করিতে পারি, তাহার জন্য আপনারা ও আমরা সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করিয়া ভারতীয় সমস্যার সেরূপ সমাধান করিতে পারিব কি? যদি আমরা তাহা করি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমরা এক অপূর্ব্ব অবদান রাখিয়া যাইব।

জহরলালজীর জরীমানা আদায়

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে. পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর জরিমানার ৫ শত টাকার বাকী অংশ আদায় করিবার জন্য পুলিস আনন্দ ভবনস্থিত একখানা মোটর গাড়ী ক্রোক করিয়াছে। মোটরখানাকে থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, মোটরখানি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর কন্যা মিস্ ইন্দ্র নেহরুর নামে রেজেষ্টারী করা

জাপান এখনও থামিতেছে না

সাংহাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, চীনা সৈন্যরা সাংহাই হইতে ২০ কিলোমিটার পর্য্যন্ত অঞ্চলের বাহিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই যুদ্ধ থামিয়া যাইবে বলিয়া যে আশা করা হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সংবাদ আসিয়াছে, টোকিয়োর সমর অফিস যুদ্ধ স্থগিতের স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তনকারী চীনা সৈন্যদের অনুসরণ করিবার জন্য জাপানী সৈন্য দল আদেশ দিয়াছেন

জাপ সেনাপতির ঘোষণা

সাংহাই হইতে প্রকাশ জাপ নৌবহরের অধিনায়ক এডমিরাল নোমুরা বেলা ২ ঘটিকা হইতে গোলাবর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া নৌবাহিনীর উপর আদেশ জারি করিয়াছেন। কারণ জাপানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। জাপ সেনাপতি জেনারেল সিরাকাওয়াও স্থলবাহিনীর উপর উপরোক্ত মর্ম্মে আদেশ জারি করিবেন বলিয়া আশা হইতেছে।

বিঠলভাই প্যাটেল মুক্ত

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত বিঠলভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্য হানির জন্য আজ তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তবে তাঁহাকে সঙ্কট-শাসন অর্ডিন্যান্স অনুসারে এই মর্ম্মে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি যেন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান না করেন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, শ্রীযুত প্যাটেল যাহাতে আগামী শনিবার বোম্বাই হইতে ভিয়েনা যাত্রা করিতে পারেন, তাহার আয়োজন করা হইতেছে। অবশ্য স্বাস্থ্য সমুদ্রযাত্রার উপযোগী থাকিলেই তবে তিনি করিবেন।

টাঙ্গাইলে নৃশংস কাণ্ড

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত পি, বি চক্রবর্ত্তী কাদের আলি সেখ, আলিউদ্দিন সেখ ও আর ২৬ন লোককে তাঁহাদের স্বগ্রামবাসী মাথু সেখকে হত্যা করিবার অভিযোগে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, মীর্জ্জাপুর থানার অন্তর্গত বাশতলির মাথুসেখ নামক একজন পুরাতন অপরাধী বনগ্রাম গ্রামের কালু ও হামির সেখের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। গত ২১শে এপ্রিল তারিখে আসামীরা মাথুসেখকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করে। প্রকাশ, আসামীরা তথায় উক্ত মাথু সেখকে ধৃত করিয়া ফেলে। তৎপরে তাহাকে বাকুরি ইয়ারুল্লার বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। আরও প্রকাশ, উক্ত প্রতারিত মাথুসেখকে অতঃপর জহরউদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তির ৩০ ফুট গভীর কূপে জীবন্ত অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়। পরে আসামীরা মৃত্তিকা কদলী বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা কূপটী পূর্ণ করিয়া ফেলে। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং উক্ত কূপ হইতে মৃতদেহ বাহির করে।

পলায়মান আসামী ধৃত

গত ২রা মার্চ্চ মধ্যাহ্নকালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে একটু বিশৃঙ্খলার সঞ্চার হইয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে জনৈক বিচারাধীন আসামী জেলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই অবশ্য ঐ আসামীকে ধরিয়া ফেলা হইয়াছে।

চীনের যুদ্ধের অবস্থা

সাংহাই হইতে প্রকাশ, বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা স্থির ভাব ধারণ করিয়াছে। চীন সরকারের নিকট জাপানীরা শান্তি সম্পর্কে যে চারিটী দাবী করিয়াছেন, তাহাতে চীন রাজি হইবে না বলিয়া নৌ সেনাপতি কেলীকে (ইংরাজ সেনাপতি) তিনি জানাইয়াছেন বলিয়া পররাষ্ট্র সচিবের বিবৃতির ফলে সমস্ত উৎসুকের ভাব দেখা যাইতেছে। এ দিকে চীনের অর্থসচিব মিঃ সুং, রয়টারের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধবিরতি বা সন্ধি কিছুই হয় নাই এবং যদিও চীনা সৈন্যগণ গোলাবর্ষণ করিতে বিরত থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাহারা জাপানের অগ্রগমন প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত। এখানে শান্তির কোন প্রকার আলোচনা হইতেছে না।

"শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C1445.

ডেলি—
বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ।
প্রতি কলম ৮
অর্দ্ধ কলম ৪॥০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫ম সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৮, ৮ই মার্চ্চ

গভর্ণরের দুঃখ প্রকাশ

রহস্যজনক মৃত্যুর কাহিনী

পাবনায় সশস্ত্র ডাকাতি

সম্রাট সকাশে প্রাণভিক্ষার আবেদন

চাঁদপুরে হত্যাকাণ্ড

সাব-রেজিষ্ট্রারের কারাদণ্ড

বেলারি জেলে হাঙ্গামা

সম্রাট সকাশে সার জন এণ্ডারসন

পিতার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

আবার হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ

নিরীহ শিক্ষককে প্রহার

নানা কথা

গভর্ণরের দুঃখ প্রকাশ

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, ব্রহ্ম বণিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে ব্রহ্ম গভর্ণর একটী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন। অভিভাষণে গভর্ণর বহুত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—অন্য কোন বণিক সমিতি আমাকে কখনও নিমন্ত্রণ করে নাই, সুতরাং বণিক সমিতিতে যোগদান করা আমার এই প্রথম। আমি শিল্প বাণিজ্যের বড়ই পক্ষপাতী, তাই সমিতির অনুষ্ঠানে আমি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। এদিকে ব্রহ্ম সরকারের যতটুকু সাহায্য সম্ভব তাহা তাহারা প্রদান করিতে তৎপর।

রহস্যজনক মৃত্যুর কাহিনী

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ যে, কোতোয়ালী থানার গৌরীপুর গ্রাম নিবাসী আলম হাঁসানের পুত্র মোহর আলির মৃত দেহ তাহার বাটী সংলগ্ন বাগানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। মোহরের বয়স ৪০ বৎসর।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মোহরের স্ত্রী গত ১লা মার্চ্চ রাত্রিকালে বাগানে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া তথায় যাইয়া দেখে যে, তাহার স্বামী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই মোহরের মৃত্যু হয় এবং তাহার দেহ যথারীতি সমাহিত হয়।

পুলিস তৎপরে এই সংবাদ অবগত হইয়া ঐ স্থানে যাইয়া মৃতদেহটি উদ্ধার করে এবং পরীক্ষার্থ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করে; যেহেতু পুলিসের এই ব্যাপারে সন্দেহ হয়। এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এ বিষয়ে জোর তদন্ত চলিতেছে।

পাবনায় সশস্ত্র ডাকাতি

পাবনা হইতে প্রকাশ যে, ঐ সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরবর্ত্তী চাটনী নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত তারকনাথ চৌধুরীর বাটীতে গত ৩রা মার্চ্চ রাত্রিতে একটী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১৫ জন ডাকাত ছোরা, লাঠী ও মশাল লইয়া উক্ত চৌধুরীর বাটীতে হানা দেয়। লোকে যাহাতে চিনিতে না পারে তজ্জন্য তাহারা মুখে কৃত্রিম দাড়ি লাগাইয়াছিল। দস্যুরা বাটীর লোকজনকে ছোরা দেখাইয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১২০০৲ মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে।

সম্রাট সকাশে প্রাণভিক্ষার আবেদন

কলেজ ষ্ট্রীটের সেন ব্রাদার্স নামক পুস্তকের দোকানের স্বত্বাধিকারী ভোলানাথ সেন এবং অপর দুই ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আবদুল্লা খাঁ এবং আমীর খাঁ নামক দুই জন পশ্চিম দেশীয় মুসলমানের প্রাণ ভিক্ষা দিবার জন্য বহু লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন তারযোগে মহামান্য সম্রাট সকাশে প্রেরিত হইয়াছে।

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, উক্ত আসামীদ্বয়ের প্রতি প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করা হইয়াছিল, তাহা কয়েক মাস পূর্ব্বে অগ্রাহ্য হয়।

চাঁদপুরে হত্যাকাণ্ড

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ যে, ঐ থানার অধীন মহাদেবঘাটতলা গ্রামের ধনী মুসলমান ইসমাইল মিঞা গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার বাড়ীতে নিহত হন।

গত ৩রা মার্চ্চ মুন্সেফ পাঙ্গলা গিয়াছে। ইছালি গ্রামের ওয়াজেদ আলি বেপারি ও সাদক আলিকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে। আরও পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	পূর্ণিয়া
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	খুলনা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হুগলী		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অকাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি‌জী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅচ্যুতগম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীবরেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ্।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীযত্নবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কুঞ্জপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদোলদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজর্বাধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমাধি, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীগুণনিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকীর্ত্তি দেঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মান্দু, চাকদা

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—প্রাকৃতশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৫ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৪শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৮ই মার্চ্চ ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ৫ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৩ই ফাল্গুন শ্রীব্যাসপূজা দিবস এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ, নামসংকীর্ত্তন এবং সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃগণ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

গত ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী-শ্রীমদাচার্য্য প্রকট-বাসরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

মঠসেবক শ্রীপাদ গণপতি ব্রহ্মচারী প্রভু ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম-কীর্ত্তন এবং শ্রীমহামন্ত্র-কীর্ত্তন ও আবেগভরে নৃত্যাদি করিয়াছিলেন। পরে শ্রীমঙ্গল আরতি সমাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-ব্রজমোহনজীর শ্রীমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড পারায়ণ হইয়াছিল। বৃন্দাবন-প্রবাসী প্রাচীন ডাক্তার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বলহরি দাস, শ্রীধামবাসী বর্ষীয়ান্ ভক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরত্ন ও বৃন্দাবন প্রবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা প্রভৃতি বহু সজ্জন এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা-বর্গ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বেলা ২টার পর হইতে সমাগত সকলকেই আকণ্ঠ পূরিয়া বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রসাদ বিতরণকালে মঠসেবকগণ প্রসাদ-মাহাত্ম্যসূচক কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুবর্গের এবং শ্রীশ্রীমদাচার্য্য-প্রকট-তিথির পুনঃ পুনঃ জয়গান করিয়াছিলেন। মহোৎসবটী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীপাদ গণপতি ব্রহ্মচারী প্রভু পরমানন্দচিত্তে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন পুরাতন বাজারস্থ শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ নামক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের অন্যতম শ্রীমন্দিরেরও শ্রীশ্রীমদাচার্য্যাবির্ভাব তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অনেক মঠসেবক অরুণোদয়কালে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের জয়ধ্বনির সহিত শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে পুষ্পমাল্য অর্পণপূর্ব্বক শ্রীচরণ-কমলে ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবন্নতি করিয়া শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত ঠাকুরের প্রতি নিবেদন বা শারদ-মল্লিকামালা নামক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-মহিমাসূচক গীত, অনেক ব্যক্তির রচিত শ্রীল প্রভুপাদের পতিতোদ্ধার-লীলা-কাহিনী নামক ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি, শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম ও অরুণোদয় কীর্ত্তন এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া ছিপিগলিস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে মহামহোৎসবে যোগদান করেন।

গত ৫ই ফাল্গুন ভৈমী একাদশী, ৬ই ফাল্গুন এবং ৭ই ফাল্গুন শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব-বাসর ত্রয়োদশী তিথি একত্রে শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকুলকে সেবোন্মুখ করিবার জন্য পর পর বিরাজ করিতেছিলেন।

সর্ব্ববলাধান শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুই সকলের বল, সম্বল এবং আশ্রয়। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই কিছু করিতে পারে না। আবার তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত বলে বলীয়ানের কোনও অসাধ্য কার্য্য নাই—তিনি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, দুষ্প্রাপ্য, অজিত, স্বাধীন ভগবান্‌কে সেবায় বাধ্য করিতে পারেন।

নিত্যানন্দাভিন্ন বলদেবের বলে বলীয়ান্ বলদেবদাস ভীমসেন কি প্রকারে কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষ বিদ্বেষীকে দমন করিয়া সেবাবলে ভগবান্‌কে বশ করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর বরাহাবতার লীলা-বিক্রম—ধরণীধরের ধরণী উদ্ধারের কথা সকলেই জানেন।

আবার বিমুখ জীবকুলকে ভজনবল প্রদানের জন্য বলদেব প্রভুর শ্রীনিত্যানন্দ লীলার কথা কাহার না জানা নাই! পতিত-পাবন প্রভু, নিজ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবা বিতরণের জন্য কি না করিয়াছেন?

যা'রে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি।

বলহরি আজ সব দুর্ব্বাসনা-অমঙ্গল-অপরাধ হরণ করিয়া গৌরহরির সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ভিখারীর বেশে নিজ ভৃত্য জীবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন। হায়! হায়! আমার দুর্দ্দশার পরিমাণ এত বেশী যে প্রভুকে আজ ভৃত্যের দ্বারে ভৃত্যভাবে নিজসেবা শিখাইতে হইতেছে! হেন নিত্যানন্দপ্রভুকে আশ্রয় না করিলে-জীবের আর কোনই গতি নাই। তাই শ্রীনিতাই সেবক গাহিয়াছেন :—

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

আমরা সেই নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবা ভিক্ষু।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার কুলাসেনী গ্রামে প্রচারকালে সৌভাগ্যক্রমে এই তিথিত্রয়ের শুভাবির্ভাব হয়। বহু ব্যক্তি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সহযোগে এই তিথিত্রয়ের পূজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

তিন দিনই শ্রীহরিকীর্ত্তন, পাঠ ও ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল। তবে শুভত্রয়োদশী-বাসরে উষাকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় পূজা, আরতি ও পাঠ হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দলীলা পাঠ করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম শুভাবির্ভাব বাসরে

পূজার পসরা

আজ শ্রীব্যাসপূজা তিথি। এই তিথির নাম মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী। "ব্রহ্মাদিও এ তিথির করে আরাধনা।" বার্ষিক অনুষ্ঠান বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরুপূজার স্মারক দিবস আজ। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্ঘ্যার্পণ, তাই গৌড়ীয়গণের ঠাকুর মহাশয় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে অর্ঘ্য প্রদানোদ্দেশ্যে গাহিয়াছেন—

'শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥'

ধরাধামে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপন-সেবা-সহায়-সৌভাগ্য লাভে নিয়োজিতপ্রাণ শ্রীগুরুগৌড়ীয়-সেবকসঙ্ঘ আজ শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট সংস্থাপয়িতা শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম নীরাজনে ব্যস্ত।

আর হতভাগ্য আমি, কপট আত্মসমর্পণের অভিনেতা আমি, পতিত আমি, পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে উদাসীন। আমি যে আমাকে পতিত বলিলাম, সত্য সত্যই কি আমি পতিত? আমি কি যথার্থই আমাকে পতিত অভিমান করি? না একটা ধারা করা বুলি আওড়াই?

যদি আমি নিষ্কপটে আমাকে পতিত জানিতাম সরলতা-রূপ মূলধন যদি আমার থাকিত তবেই ত ভুবনপাবনাবতার শ্রীগুরুদেব আমার কেশে ধরিয়া উত্তোলন করিতেন। তখনই আমার পাতিত্য ছুটী হইত। শ্রীব্যাস-গুরুপূজার—সুমেধাতিথি-পূজার পূজারী হইতাম।

'নাদেব দেবমর্চ্চয়েৎ'

পতিত পতিতপাবনের সেবা করিতে পারে না। পতিতপাবন-গুরুকৃপালব্ধ গুরুদাসগণই পতিতপাবন গুরুনিত্যানন্দের সেবা করিতে পারেন ও অপরকে সেবা-যোগ্যতা প্রদান করিতে পারেন।

পতিতপাবন গুরুসেবক বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন হইয়া আপনাদিগকে সদা পতিতাভিমান করেন, তাই তাঁহারা পতিতপাবন। আর দুর্ভাগা আমি পতিত হইয়াও পতিতপাবন অভিমানে প্রমত্ত থাকায়ই পতিত!

আমি অকপটে আমাকে পতিত স্বীকার করি না বলিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পতিত। এহেন অবস্থায় সকল প্রকার বিচারে আচারে সকল দিক দিয়া আমি যে প্রকার পতিত, সম্মিলিত ও ভ্রষ্ট নিত্যানন্দদাসগণের কৃপানদীও নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় মাদৃশ দীনের প্রতি তাহা হইতে অধিকতর নিম্নগা। তাই তাঁহারা আমার ন্যায় সেবোপকরণ-শূন্য গৃহৈকব্রত নরাধমকে স্বপদান্তিকে আকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীগুরুচরণে সুভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি প্রদান অধিকার দিতেছেন। হে অদোষদরশিন্, পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুর! আপনাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও অহৈতুকী করুণা আজিকার মাঘবতিথি-পূজায় আমার পক্ষের উপায়ন হউক।

"বৈরাগ্যযুগ্‌ ভক্তিরসং প্রযত্নৈঃ
অপায়য়ন্ মাং অনভীপ্সুং অন্ধং
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখ-দুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

সম্বন্ধজ্ঞানের সনাতন-রূপ রঘুনাথ-উপদেশের মহা চিদ্ ঐকতানময়ী বাণীর সুদৃঢ় আবৃত্তি করিয়া, স্বতন্ত্রবান্ নিখিল জীবকুলকে স্বৈকসম্বন্ধাবশিষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন, যিনি—আশ্রয়ের সম্বন্ধে যে বিষয়ের সম্বন্ধ, তাহাই বিষয়ের সহিত পরম সম্বন্ধ, আশ্রয়কে উল্লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করিয়া যে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ তাহা সম্বন্ধ নহে—বিচ্যুতি, কৃষ্ণ ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোন বস্তুর সহিত তোমার সম্বন্ধ অর্থাৎ সম্যকরূপে বন্ধন, মিলন, আলিঙ্গন আত্মসাৎ, অঙ্গাঙ্গিভাব নাই, কৃষ্ণ সম্বন্ধে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক গতিতে নিখিল বস্তুর সহিত তোমার সম্বন্ধ" এই মূর্ত্তিমতী সম্বন্ধ-জ্ঞানবাণী বিশ্ব-বিপ্লবময়ী জড়ৈকসর্ব্বস্ব-বাদের যুগে, বেদগম্ভীর ঢক্কানিনাদে অনুক্ষণ বিঘোষিত করিতে একমাত্র অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ শক্তিরূপে অবতীর্ণ যিনি—

"যাঁহার প্রসাদে কৃষ্ণ কৃপা পাই
যাঁর অপ্রসাদে অনুগতি নাই"

সেই অহৈতুকী কৃপা সিন্ধু জীবদুঃখে সদা বিগলিত-হৃদয় দরদের দরদী সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা আচার্য্যবর্য্যের চরণে কবে আমি সম্বন্ধ নিবেদন করিতে পারিব?

"ভক্তিরেব সর্ব্বশাস্ত্রে অভিধেয় বলিয়া কীর্ত্তিত"। ভক্তই সম্যক্‌রূপে সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-তত্ত্বকে ধারণ করিতে পারে। যাঁহারা সম্বন্ধ তত্ত্বের ভূমিকায় সংলগ্ন, ভক্তি সেখানে অভিধেয়রূপে নির্ণীত। সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট ভাগবতগণের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মূল মন্ত্র। এই শ্রীগৌরবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীল রূপ প্রভুর অভিন্ন শ্রীর শ্রীমূর্ত্তি, গৌর কৃষ্ণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনৈক প্রচারকবর শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণে কবে আমি আত্মনিবেদন করিতে পারিব?

"প্রেমা পুমর্থো মহান্"

নিখিল বিশ্বরাজ-চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিখিল-বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য অপ্রাকৃত সনাতন স্বারাজ্য-গীতি শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়-দয়া রূপে ব্যবস্থিত যাহা, সেই সর্ব্ব প্রয়োজন প্রয়োজন-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেমামৃত-মন্দাকিনীর ভগীরথ যিনি, আত্মভোগপর নিরয়প্রাপক কাম-প্রেমের স্বরূপ-বিভ্রান্ত বিবর্ত্তবাদ-পতিত স্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরসংস্তুত অনন্তকোটী গণসমষ্টির ঘৃণ্য হেয় স্বারাজ্য-প্রয়োজনকে ধিক্‌কৃত থুৎকৃত করিয়া গোলোক সাম্রাজ্য বিস্তারের অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ রাজনীতি-বিশারদ মহাত্মা যিনি প্রয়োজনতত্ত্ব বিচারে আশ্রয়জাতীয়গণের সুখপারতম্য দেখাইতে গিয়া অম্বরীষাদি ভক্ত হইতে প্রহ্লাদের শ্রেষ্ঠত্ব অপেক্ষা পাণ্ডবগণের, পাণ্ডবগণ অপেক্ষা যাদবগণের, যাদবগণ হইতে উদ্ধবের এবং উদ্ধবেরও প্রার্থনীয় গোপরামাগণের প্রীতি, যে প্রীতির মাধুরীর প্রয়োজনাবচার নৃলোকে অসম্ভব, সেই গোপী গীতার—

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।

—শ্লোক নবনায়মান ব্যাখ্যা করিয়া দাবদগ্ধ বিশ্বকে নিরন্তর প্রেমামৃত প্লাবিত করিতেছেন যিনি—

আবার গোপীপ্রেম হইতেও দুর্লভতম রাধভাবী কৃষ্ণপ্রেমের কথা—যে প্রেম অধিরূঢ় মহাভাব পরাকাষ্ঠা বৃষভানুপূজার যদি কোন অবস্থার হয় তবেই অনুভবৈক বেদ্য হইতে পারে সেই রাধাদাস্যৈক-প্রয়োজন নির্ণয়ে বৈরাগ্যবপু শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর বিলাপ কুসুমাঞ্জলির—

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

—গীত আবৃত্তি করিতে করিতে নিরন্তর অন্তর বাহিরে মহাভাব-স্বরূপা বার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভুর চরণে কবে আমি সর্ব্বস্বাত্ম নিবেদন করিতে পারিব?

'বিষয় হইতে আশ্রয়ের কোটীগুণ আহ্লাদ' তাই আজি ত্রিকালসত্য শ্রীরাধামাধব-'মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন 'আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হ্লাদিনী দান করিতে জগজ্জীবের সৌভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া বলিতেছেন, হে ভাগ্যবান্ জীব, যদি রাধাদাস্য চাও তবে গৌরপাদাশ্রয় কর; শ্রীগৌরসুন্দরে যাদৃশী ভক্তি লাভ করিবে অকস্মাৎ তাদৃশী শ্রীশ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমসুধা-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারিবে। এবম্প্রকার শ্রীরাধাদাস্য লাভের পরমোপায় শ্রীগৌর-ভক্তি প্রচারকরে

"যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥"

—বলিতে বলিতে রোমাঞ্চকম্পাশ্রু-তরঙ্গায়িত অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবে নিজ অন্তরঙ্গ জনগণের নিকট সদা বিহ্বলিত যিনি—সেই শ্রীশ্রীচৈতন্যসরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মে আমার পুনঃ পুনঃ কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

মাদৃশ অজ্ঞান বিজৃম্ভিত জীব-কোটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া যাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অনন্ত কোটী জীবের পাপ লইয়া যিনি অনন্ত কালের জন্য (কণ্ট্রাক্ট) বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং নরকে থাকিতে এবং জীবকোটীকে গৌরভক্তি দান করিতে নিরন্তর শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে সকাতরে ক্রন্দন করিতেছেন, সেই 'ভারদা জনাঃ' জগদাচার্য্য মদীয় প্রভুবর্য্যের শুভ প্রকট তিথি-পূজায় উপায়ন আমার কি আছে জানি না। তবে তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি; গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

হে দীননাথ, সংসার সাগরপ্লব আচার্য্যদেব, সৎ পিতা যেরূপ পুত্রের, সখা যেরূপ সখার, প্রিয় যেরূপ প্রিয়ার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া বরঞ্চ অযোগ্য জ্ঞানে নিজগুণে অধিকতর সন্তুষ্ট থাকেন তদ্রূপ এ অধম সন্তানের প্রতি আপনি নিজগুণেই সন্তুষ্ট হউন। হে আমার নিত্যারাধ্য প্রভো। আপনার শ্রীচরণে আমার শত সহস্র নমস্কার। কেননা কেবল অঞ্জলি রচনা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ভগবানের কৃতোপকারের প্রতিদান করিতে পারেন?

"তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তদ্ দিনং
পুণ্যাখ্য নাড়িকা
যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্ত্য তু
ভক্তিতঃ।
গুরুশুশ্রূষণং নাম
সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্
তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরোধর্ম্মঃ
পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥"

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত পাঠ্যরূপে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পাঠকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী।

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চারিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। ব্রাহ্মণিবাড়িয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুপ্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

পিতার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে নিরসা থানার অন্তর্গত কাঙ্গালী গ্রামের ছাতুর মাঝি অভিযুক্ত হইয়াছিল। মানভূম সদরপুরের দায়রা জজ তাহার মামলার রায় দিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, প্রায় এক বৎসর পূর্বে ছাতুর মাঝি উন্মাদ হইয়া যায়। সে তাহার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিত, কিন্তু কখনও বলপ্রয়োগ করিত না। ঔষধ প্রয়োগেও সে আরোগ্য হয় নাই। তাহার ১৪ মাসের একটী শিশু পুত্র ছিল।

গত বৎসর ১৩ই নভেম্বর তারিখে সে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত খামারে গিয়াছিল। দুই ভায়ের স্ত্রী শিশুটিকে রাখিয়া, জল আনিতে যায়। তাহারা চলিয়া গেলে, শিশুটী কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, আসামী তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজ করিতেছিল, ছাতুর ছেলেটিকে লইয়া বাহির হইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে সে একা ফিরিয়া আসে। ভ্রাতা আসামীকে জিজ্ঞাসা করে যে, ছেলেটি কোথায়? উত্তরে আসামী বলে যে, সে তাহার দেশে গিয়াছে। নিজের স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ এবং পিতাকেও সে এই উত্তরই দেয়। তাহাদের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সে একটি মাঠ দেখাইয়া বলে যে, উহাই তাহার দেশ। সেখানে গিয়া সকলে দেখে যে, শিশুর দেহ মস্তক হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ,—উন্মাদ রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে পুত্রকে বলি দিয়াছে।

জুরীগণের অভিমতে অসম্মত হইয়া জজ তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন।

—— —

আবার হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ

মাদ্রাজস্থ ত্রিচনপল্লীর এক খবরে প্রকাশ, তেনুমুরে একটি মসজিদ প্রস্তুত হইতেছে, তাহার সম্মুখে গত বুধবার দিবস হিন্দু-মুসলমানের এক সংঘর্ষে যোগদান করার অভিযোগে পুলিস ৪ জন মুসলমান এবং ৭ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, একটি হিন্দু শব বহন করিয়া লইবার সময় উক্ত মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইতেই মুসলমানগণ আপত্তি করে। ফলে সংঘর্ষ হয়। উভয়তে ছড়ি ও ছুড়ি চলে। তাহার ফলে কয়েক জন লোক আহত হয়। পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শান্তি স্থাপন করে।

নিরীহ শিক্ষককে প্রহার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসনের শিক্ষক শ্রীযুত শশীকান্ত দাস শর্ম্মা, আবদুল মান্নান এবং এনতালি বিশ্বাস নামক দুই জন কনষ্টেবল এবং দারোগা লালমিয়ার মাঝে আলি নামক একজন ভৃত্যের বিরুদ্ধে যে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিয়াছিলেন, মুন্সেফ শ্রীযুত এন, সি, চক্রবর্ত্তী তাহার রায় দিয়াছেন। মাঝে আলির প্রতি ১০৬৲ টাকা ক্ষতি-পূরণ ও পূর্ণ খরচা দিবার আদেশ হইয়াছে। অপর দুই জনের বিরুদ্ধে ক্ষতি পূরণ দিবার আদেশ হয় নাই।

অভিযোগে প্রকাশ, ১৯৩০ সালের ২৭শে আগষ্ট তারিখে রাত্রি প্রায় ৮৷৷০ টার সময় শ্রীযুত শশীকান্ত দাস, বরিশালের লাইন রোড দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি পাসমহলের ফটকের নিকট আলোক স্তম্ভের কাছে পৌছিলে একজন কনষ্টেবল তাহাকে আক্রমণ করে এবং লাঠী দিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করে। তখনই আরও দুইজন কনষ্টেবল তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাদের প্রহারের ফলে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলে দারোগা লালমিয়ার নিকটবর্ত্তী বাড়ীতে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়।

সম্রাট সকাশে সার জন এণ্ডারসন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা মার্চ্চ সার জেমস সিফটন এবং সার জন এণ্ডারসন বাকিংহাম প্রাসাদে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যথাক্রমে বিহার উড়িষ্যা এবং বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ায়, তাঁহারা সম্রাটের হস্ত চুম্বন করেন। সম্রাট তাঁহাদের যথাক্রমে কে, সি, এস, আই এবং জি, সি, আই, ই, উপাধির বিশেষ চিহ্ন অর্পণ করিয়াছেন।

পরে সার জন এণ্ডারসন সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীর সহিত বৈকালিক জলযোগ করেন।

নূতন বাজারে হাঙ্গামা

গত শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে কলিকাতার নূতন বাজারে কয়েকজন গুণ্ডার সহিত দারবানগণের একটী দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ২।৩ দিন পূর্ব্বে গুণ্ডা বলিয়া কথিত কয়েকজন পশ্চিমা রাত্রিকালে উক্ত বাজারে উপনীত হইয়া তাস ও কড়ির সাহায্যে জুয়াখেলা আরম্ভ করে। উক্ত বাজারের দারবানগণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত স্থানে উপনীত হইয়া জুয়াখেলা বন্ধ করে এবং অবিলম্বে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করে। উভয় দলে বাদানুবাদ হয়। ফলে, গুণ্ডাগণ উক্ত বাজার হইতে বিতাড়িত হয়।

রিভলভার ও কার্ত্তুজ সহ গ্রেপ্তার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা মার্চ্চ রেল ষ্টেশনে নাথু সিং নামক জনৈক ভাইয়া সম্প্রদায়ের লোক একটি রিভলভার ও ৫টি কার্ত্তুজ সহ গ্রেপ্তার হইয়াছে। সে গীনমগম হইতে আসিতেছিল। তাহার দেহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিস তাহার নিকট হইতে ৫৪০ টাকা পাইয়াছে।

হাজার টাকা অর্থদণ্ড

শিয়ালকোট হইতে প্রকাশ, পিকেটিং সম্পর্কে যে ১০ জন অহরর স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৭ জন ৩ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড এবং অন্য তিন জন ৫০ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে অনাদায়ে ১৷৷০ মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

স্থানীয় অহরর ছাউনীর অধিনায়ক খাজা আমেদদিন পিকেটিং করিবার সময় গ্রেপ্তার হন; তিনি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বেলারি জেলে হাঙ্গামা

মসলিপটম হইতে প্রকাশ, বেলারী জেলের ২৫০ জন রাজনৈতিক কয়েদীর ও জেলের লোকজনের মধ্যে যে গোলযোগ ঘটে, তাহার ফলে লাঠী চালাইতে হয়। ফলে, প্রায় ১৫ জন কয়েদী জখম হইয়াছে।

——

"লোকমান্য" রাজদ্রোহের মামলা

গত ২রা জানুয়ারী "লোকমান্য" পত্রে "রাজ প্রতিনিধির ভীতিপ্রদর্শন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ সম্পর্কে উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগন্নাথ ত্রিপাঠি রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল শ্রীযুত এস, কে সিংহের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। গত শুক্রবারে উক্ত মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

——

পাটনা ষড়যন্ত্রের মামলা

পাটনা হইতে প্রকাশ, দায়রা আদালতে পাটনা ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য প্রদানকালে শ্রীযুত ফণীন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন,—হিন্দুস্থান সোসিয়ালিষ্ট রিপাবলিকান আর্ম্মী—হিন্দুস্থান সোসিয়ালিষ্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের অংশ। তিনি আর্ম্মীর সেন্ট্রাল কমিটীর সদস্য ছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে আর্ম্মীর প্রতিষ্ঠা হয়। আর্ম্মীতে প্রত্যেক প্রদেশের সদস্য আছেন। পাঞ্জাবের পক্ষ হইতে ছিলেন ভগৎ সিং ও শুকদেব, যুক্তপ্রদেশের শিব বর্ম্মা, বিজয়কুমার সিং ও পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আজাদ ও রাজপুতানার কুন্দনলাল। চন্দ্রশেখর আজাদ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আর্ম্মীর উদ্দেশ্য ছিল, ভীতি প্রদর্শন করা ও বৃটিশকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। অস্ত্রশস্ত্র গুলী বারুদ ও অর্থসংগ্রহ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার কথা ছিল। আর্ম্মী হইতে সণ্ডার্সকে হত্যা করা, ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। চাঁদা তুলিয়া ও ডাকাতি করিয়া অর্থসংগ্রহ করা হইত, সংগৃহীত অর্থ সেন্ট্রাল কমিটীতে থাকিত। সাক্ষী যোগেন্দ্র শুকুল ও সম্পাদকের সহিত বিহার সেন্ট্রাল কমিটীর প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সাক্ষীকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজেশ্বরী ও মণীন্দ্রনাথ রায় শিল্পমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থার জন্য বোম্বায়ে যান।

——

সাব-রেজিষ্ট্রারের কারাদণ্ড

জলন্ধর হইতে প্রকাশ যে, নিকোদরের সাব-রেজিষ্ট্রার চৌধুরী আবদুল মজিদ অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৪ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অপরাধ, তিনি কতকগুলা কাগজপত্র জাল করিয়াছিলেন। ঐ কাগজগুলা সাব রেজিষ্ট্রার সরকারী কর্ম্মচারীরূপে তিনি ঐ যে সার্টিফিকেটগুলি দিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন মিথ্যা। এইরূপে তিনি কয়েকজনকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন।

——

দৈনিক—

"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

Reg No C1445

মাশুলসহ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬ষ্ঠ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৮, ৯ই মার্চ্চ

নানা কথা

মতিহারীতে ভীষণ ডাকাতি

মতিহারী হইতে প্রকাশ, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে খোরাসান থানার অধীন কোন গ্রামের একজন ধনী অধিবাসীর গৃহে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা নগদে ও অলঙ্কারে ৪৫ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ এই ডাকাতি সম্পর্কে ১ জন নারী ও ২২ জন পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পুলিশ এই সম্পর্কে ৫০ খানি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে এবং ৮ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার উদ্ধার করিয়াছে। তদ্ব্যতীত ডাকাতি করিবার কতকগুলি যন্ত্রপাতিও পুলিস হস্তগত করিয়াছে।

মীরাটে তিন খুন

মীরাট হইতে প্রকাশ, মীরাটের অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্ত্তৃক রোমাকর জ্যালি বাজার মীরাট নগরের নগরের কাবো গেটের নিকট তিন খুন মামলার রায় প্রদত্ত হইয়াছে।

হানসির নবাব আখতার বেগের প্রতি প্রাণদণ্ড এবং হত্যাকরার অভিযোগে তাহার মোটর-চালক বুদ্ধ বেগের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাহার ভৃত্য রাঘরী মুক্তি লাভ করিয়াছে।

নবাব আখতার বেগ হানসির এক ধনী জমিদারের পুত্র। গত ৮ই সেপ্টেম্বর জ্যালি বাজারে দুইজন রমণী ও তাহাদের পিতাকে হত্যা ও হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সে ও আর কয়েক ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত

মতিহারীতে ভীষণ ডাকাতি

মুচলেকা না দেওয়ায় কারাদণ্ড

মীরাটে তিন খুন

গান্ধীজীর প্রেস ফেরত

ভোজ সভায় লাটের বক্তৃতা

মোটর চাপায় মৃত্যু

মজুমদার দম্পতি কারামুক্ত

ভিয়েনা রওনায় মিঃ পেটেল

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

চীন উপকূলে ৫০০০০ জাপ সৈন্য

পিতার হস্তে শিশু হত্যা

পরেই প্রথম দুষ্ট আসামীর নিকট একটী রিভলভার ও একটী বন্দুক পাওয়া গিয়াছে।

ভোজ সভায় লাটের বক্তৃতা

লাহোর হইতে প্রকাশ, পাঞ্জাব লাট গত ৫ই মার্চ্চ রাত্রিতে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের ভোজে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষারূপ প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার জন্য পাঞ্জাব সরকার তাঁহাদের ক্ষমতানুযায়ী সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন। পাঞ্জাবে পূর্ব্বে কখনও বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় শান্তির ব্যাঘাতকারীরা এত অধিক অনুভূত হয় নাই। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছি। দাঙ্গা মোর্চ্চার ব্যাপার, অর্হর আন্দোলন, কাশ্মীরের গোলযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে সরকারের ব্যয় আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পিতার হস্তে শিশু হত্যা

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ যে, ঐ স্থানের দায়রা জজ মিঃ বি, এম, মিত্র জুরীর রায়ে একমত হইয়া মকবুল নামক এক ব্যক্তিকে ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত আসামীর নিবাস ফেণী মহকুমার কালালিয়া গ্রামে। তাহার বয়স ৩০ বৎসর মাত্র। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে একদিন রাত্রিকালে তাহার তালাক করা স্ত্রীর ঘরে গোপনে প্রবেশ করে এবং ঐ রমণীর ক্রোড় হইতে আড়াই বৎসর বয়স্ক একটী শিশুকে জোরপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়। উক্ত শিশুকে লইয়া যাইবার তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ফেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত শিশুর ভরণপোষণের নিমিত্ত আসামীকে মাসিক টাকা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পরদিন সকালে শিশুটির মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী একটী পুষ্করিণীতে ভাসিতে দেখা যায়। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, শিশুকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে; অতঃপর আসামীকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	পূর্ণিয়া
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	খুলনা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হুগলী		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত শুদ্ধভক্তোচিত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবব্বন্ধমক্তিল্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ভাণ্ডার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিস্বামী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীহৃৎবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ রোড, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ মঞ্জেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদনিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীরাসপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী, সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসংসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী, শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, "ক্যাথেড্রাল," মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ অপ্রাকৃতানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) হাঁসগোপাল পাট

হাটাপাড়া, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ১৬ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৫শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ই মার্চ্চ ইং ১৯৩২ বুধবার } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৬ই ফাল্গুন হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৩ দিবসকাল পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী মেদিনীপুর জেলার মহাডোল, রূপচকাদি গ্রামে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী সুবহুল প্রচার করিয়াছেন। প্রত্যহ ৭০০।৮০০ শত ব্যক্তি ৩।৪ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

স্মার্ত্ত, সহজিয়া, জাতি-গোস্বামী, আউল ও বাউলগণ নিজ নিজ কুমত এরূপভাবে প্রচার করিয়াছিলেন এবং সরল গৃহস্থগণকে এরূপ অস্বাভাবিক ভাবে বঞ্চনা করিতেছিলেন, যাহা ভাবিয়া দেখিলে এবং শুনিলে অনতিবিলম্বেই সেই সেই অপধর্ম্মী, ছলধর্ম্মী, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্ত এবং শঠগণকে সমূলে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাহ্য চেষ্টায় সেরূপ আইন বিরোধী কার্য্য না করিয়া যুগাচার্য্য গৌর-নিজজন শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-অনুকম্পিত ভারতীর বাণী প্রচারিত হওয়ায় সকলেই সাধু, শাস্ত্র ও যুক্তিমূলে সনাতন ধর্ম্মের সনাতনত্ব, শুদ্ধত্ব, মহত্ত্ব এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে সঙ্গে অনিত্য, তাৎকালিক, নৈমিত্তিক, লৌকিক, পারলৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্মসমূহের হেয়ত্ব, অনিত্যত্ব, অশুদ্ধত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

অপধর্ম্মী, ধর্ম্মধ্বজিগণকে বহু আহ্বানকারিগণ তাহাদিগের শাস্ত্রাদি(?) এবং বিচারকগণসহ সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের সহিত বিচার করিবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। অনেকেই সভায় আসিয়াছিলেন কিন্তু "[illegible] কাল পড়িয়া গিয়াছে"। কলির [illegible] মহাশয়ের শ্রীমৎ [illegible] শ্রীমদ্ ভাগবতের ভগবৎকথিত সনাতন ধর্ম্মের সনাতনী বাণী শ্রবণ করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছেন।

সভার আয়োজনকারী মহাশয়গণ প্রতিদিনই লোক পাঠাইয়া ঐ সকল লোক-প্রবঞ্চক, ধর্ম্মনাশক, কপটাচারিগণকে বহু ভাবে বিচারের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের নিকট মিথ্যার এবং আলোকের নিকট অন্ধকারের অবস্থিতি অসম্ভাবনার ন্যায় সত্যপ্রচারকের নিকট মিথ্যাচারিগণ আসিতে সাহসী হয় নাই।

তৃতীয় দিবস ছায়াচিত্রে শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত, [illegible]গণ এবং ছলধর্ম্মাচারিগণের ক্রিয়াকলাপ আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া দর্শকগণ সত্য ও মিথ্যা, সাধু ও অসাধু, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ন্যায় ও অন্যায়ের বিভেদ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রচার ফলে বহু অজ্ঞ, সরল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ ও কদাচার পরিত্যাগ করিয়া সদাচারী হইয়া শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর চরণাশ্রয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপিতে ভূতলে,
শ্রীচৈতন্য সরস্বতী ঘরে ঘরে বুলে।
নিজশক্তি সঞ্চারিয়া নিজ প্রভু কথা,
প্রচার করয়ে গণসহ যথা তথা।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবার দিবস দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে ব্যাসপূজা, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অষ্টপঞ্চাশত্তম শ্রীশ্রীআচার্য্য প্রকট-উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যুষে উক্ত তারিখে উষাকীর্ত্তন, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীতারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম সংকীর্ত্তন হইয়াছে। প্রাতঃ ৮টার সময় প্রচারকপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায় হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য পাঠ করেন। পরিশেষে অপরাহ্ণ ২টার সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীবলদেবতত্ত্ব, শ্রীগুরুতত্ত্ব, ও শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সুললিত স্বরে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক ও ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলী হইতে—

"পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হবে মোর নাম॥
ওহে গৌরবাণী! সেই গৌরকাম।"
পূর্ণহেতু বিশ্বে তব অবতার॥

—পদটী কীর্ত্তন করেন। অবশেষে শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-মহিমা তারস্বরে সমাগত ভক্তবৃন্দ সমীপে বর্ণন করেন।

কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবদ্প্রসাদ—পোলাও, লুচি মিঠাই, কচুরি প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রসাদান্ন সহকারে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ সম্মান করেন। পরিশেষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নানাবিধ পুষ্পমালা-শোভিত অপূর্ব্ব শৃঙ্গারবেশ দর্শন করিয়া সকলে আনন্দিত হন। শ্রীশ্রীবিগ্রহ যুগল ও সিংহাসনস্থিত শ্রীশ্রীনারায়ণ বিগ্রহকে প্রণাম পূর্ব্বক ভক্তগণ স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারীজীর অক্লান্ত সেবা-চেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রী[illegible]চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার, স্বনামধন্য প্রবীণ ডাক্তার মিঃ জে, কে, সেন, হেলথডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীতারাপদ রায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীগঙ্গাধর ঘোষ প্রভৃতি সজ্জনগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী-শ্রীমদাচার্য্যদেবের অষ্ট-পঞ্চাশত্তম প্রকট মহা-মহোৎসবে

শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে

পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের পতিতোদ্ধার-লীলা-কাহিনী

(১)

জয়, জয়, জয়, প্রভো! পতিত পাবন!
পতিত তারিতে তব শুভ পর্য্যটন॥
সিদ্ধ জগন্নাথ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
প্রকাশ করিলা যথা করুণা প্রচুর॥
সেই পূত গ্রামে এক দীনহীন জন।
বহু দুঃখ পায় দেখি করেন গমন॥
তব পাদপদ্ম-দিব্য-গন্ধ বাল্যকালে।
নাসারন্ধ্রে পশেছিল সে সুকৃতি ফলে॥
চারিশত উনত্রিংশ শ্রীচৈতন্য-অব্দে।
শ্রীব্রজপত্তনে গিয়ে কৃপা মাগি পদে॥
কৃপাসিন্ধু প্রভু দীক্ষা দিলেন আমারে।
কয়েক দিবস পরে ফিরি পুনঃ ঘরে॥
কিন্তু প্রভো! তব দয়া অসীম, অপার।
উপদেশ পত্রী তবু দাও বার বার॥
উপদেশামৃত পড়ি স্মরি ও চরণ।
পুনঃ পুনঃ করি পত্রী মস্তকে ধারণ॥
মধ্যে মধ্যে হয় মোর মঠেতে গমন।
তবু দেহ-গেহাসক্তি না হয় খণ্ডন॥
বৈষ্ণব-সেবায় হয় বিঘ্ন বিনাশন।
তাই বাণী-বিগ্রহেরে করিলে প্রেরণ॥
সে সৌভাগ্য পাইয়াও শেল বিদ্ধ হ'ল।
স্বজনাখ্যদস্যু-মায়া অবজ্ঞা করিল॥
মনে হ'ল সে পিশাচী বক্ষে লাথি মারি।
চিরতরে প্রাতিকূল্য বিসর্জ্জন করি॥
কিন্তু হায়! দুর্দ্দৈব এ হৃদয় দুর্ব্বল।
পুত্র-কন্যা-মুখ দেখি সে আশা বিফল॥
এ দুঃখে কয়েক বর্ষ হইল অতীত।
মধ্য রাত্রে জয়ধ্বনি শুনি আচম্বিত॥
দেখিলাম দয়াময় পতিত-পাবন।
সপার্ষদে ক'রেছেন শুভ আগমন॥
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পড়িনু চরণে।
আশীষ করিলা প্রভো! মধুর বচনে॥
অহৈতুকী তব কৃপা নাহি পারাপার।
এ পতিতে উদ্ধারিতে এ লীলা তোমার॥
বহু লোক বিনষ্ময় লভিলা দর্শন।
কীর্ত্তন অমৃত-বারি করিলে বর্ষণ॥
ভাগ্যবশে বহু জন আশ্রয় পাইলা।
ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী-তীর্থ রাখিয়া আসিলা॥
শ্রীভক্তি প্রদীপালোকে উল্লসিত মন।
কিছু পরে শ্রীভারতী প্রভুর গমন॥

(২)

অহৈতুকী দয়া তব করিয়া স্মরণ।
উর্জ্জাব্রত পালিলাম করি সযতন॥
ব্রত সমাপিয়া কৈনু মঠেতে গমন।
শ্রীচরণে মনোভাব করি নিবেদন॥
গৃহে এক মঠ স্থাপি' এ' ইচ্ছা আমার।
তাই আজ্ঞা মাগি দেব চরণে তোমার॥
যেরূপে তারিবে মোরে তাহা জান তুমি।
সেই হেতু হৃষ্টচিত্তে আজ্ঞা দিলা তুমি॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি' আইনু ত্বরায়।
গৃহস্থ সতীর্থ এক হইল সহায়॥
গৃহে আচম্বিতে এক ভাস্কর আইলা।
শ্রীগৌরসুন্দর-মূর্ত্তি প্রকট হইলা॥
হইতেছে মন্দিরের নানা আয়োজন।
হেন কালে ঘটে এক মহা দুর্ঘটন॥
দুর্ঘটন নহি কেন অনুগ্রহ তাহা।
ভবকূপে উদ্ধারিতে সূত্র হয় যাহা॥
স্ত্রী, পুত্র, স্বজনে গুপ্ত আসক্তি আছিলা।
তাহা ঘুচাইতে প্রভো উপায় সৃজিলা॥
সংসারের গুহ্য চিত্র দেখাইয়া মোরে।
কৃপারজ্জু বাঁধি টানি তুলিলা আমারে॥
গৌরাঙ্গের সেই মূর্ত্তি পুরীতে আনিলা।
তাঁহার সেবায় মোরে নিয়োগ করিলা॥
দৈবে কোন অপরাধ হইল আমার।
পুনঃ মোহ-মেঘাচ্ছন্ন হইল অন্তর॥
যাহাতে সকল মোহ হয় ছিন্ন ভিন্ন।
পত্রীরূপে পাঠাইলা হেন অস্ত্র তীক্ষ্ণ॥
তথাপি দুর্দ্দৈববশে গৃহেতে ফিরিনু।
পুনঃ এক চিত্র দেখি সতর্ক হইনু॥
পঞ্চম বর্ষের শিশু কপটতা তার।
হেরি দেখি মোহশূন্য হইল অন্তর॥
পত্রাদি মোহ নাশের বিশেষ কারণ।
গৌড়ীয়ে শোভিছে যেই অমূল্য রতন॥
পত্ররূপী মহৌষধি সেবি বার বার।
হৃদয়দৌর্ব্বল্য-রোগ ঘুচিল সত্বর॥
প্রতিজ্ঞা হইল স্থির অন্তর মাঝারে।
জীবন ছাড়িব তবু না ফিরিব ঘরে॥
সেবা-বিগ্রহের পদে করি নিবেদন।
অপরাধ ক্ষমি পুনঃ আশ্রয় কারণ॥
তের শত একত্রিশ সন ভাদ্র মাসে।
পদপ্রান্তে আসিলাম তব কৃপাবশে॥

(৩)

শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা শ্রবণ কীর্ত্তন।
যাহা হ'তে হবে মোর বাঞ্ছিতপূরণ॥
সর্ব্বক্ষণ এ সুযোগ দাও প্রভু মোরে।
দেশে দেশে ভ্রমি সদা আজ্ঞা ধরি শিরে॥
এইরূপে চারি বর্ষ অতীত হইলে।
কায়-মনো-বাক্য দণ্ড' ত্রিদণ্ড দানিলে॥
প্রতিক্ষণে কর কৃপা সীমা নাহি তার।
পাতকী তারিতে হেন তব অবতার॥
আমা হেন পতিতের দেখিয়া উদ্ধার।
জগৎ পাইল পূর্ণ মহিমা তোমার॥
জগা, মাধা বলেছিল—'আর নারে বাপ।'
তারপরে আর কোন নাহি করে পাপ॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় বার বার।
তথাপিও অহৈতুকী করুণা তোমার॥
শুদ্ধা-সরস্বতী-স্রোতে সিদ্ধান্ত রতনে।
সে ধনে হইতে ধনী ডাক ঘনে ঘনে॥
স্রোতে অন্য কিছু নাই নিছক সম্মণি।
সেই ধন যারে তারে বিলাতেছ তুমি॥
অযাচকে যেচে যেচে দান কর যাহা।
সিদ্ধান্ত-অলস জন নাহি লয় তাহা॥
সরস্বতী-তীরে আসি এ দুর্দ্দৈব মোর।
অনবধানতা নাম অপরাধ ঘোর॥
সম্মুখেতে জ্বলিতেছে সম্মণি সুন্দর।
অপরাধ-দোষে আমি করি অনাদর॥
সবে এই দুঃখ প্রভো! বলিব কাহারে।
পদযুগে নিবেদন করে এ কিঙ্করে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে পড়ি তোমার চরণে।
মাগিতেছি শক্তি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে॥
আশাবন্ধ লয়ে তীরে দাঁড়ায়ে থাকিব।
যত কাল নাহি পাই কাঁদিয়া জানাব॥
অমন্দ-উদয়া দয়া তব নয় রূপে।
ক্রমশঃ উদিত হয় জীবের স্বরূপে॥
সে হেতু ভরসা এই নিশ্চয় লভিব।
হৃদয়ে সম্মণি ধরি কৃতার্থ হইব॥
সেই ধনে ধনী নাহি হ'ব যতদিন।
ধিক্ ধিক্ জীবনে কুরূপ ভাগ্যহীন!
এ কুরূপ ঘুচি' হ'বে শ্রীরূপ প্রকাশ।
শ্রীপদকমল হ'লে হৃদয়ে বিলাস॥
ওপদ সৌন্দর্য্য-ছটা অতি অনুপম।
শ্রীরূপ লভিয়া ধন্য হয় জগজ্জন॥

(৪)

প্রভু-প্রিয় জন অঙ্গ আনন্দে মাতিয়া।
দিব্য পুষ্প সাজি ভরি দিতেছে ঢালিয়া॥
দিব্য রূপ, দিব্য গুণ, দিব্য গন্ধ তার।
তব পদতলে আহা শোভে মনোহর॥
হে গৌরশক্তি স্বরূপ রূপানুগবর!
কি দিয়ে পূজিব আমি এপদ সুন্দর॥
রূপহীন গুণহীন গন্ধহীন ফুল।
শ্রীপদের যোগ্য নয় ইহাত নির্ভুল॥
তবে এই ভরসা ঐ পদ স্পর্শমণি।
অযোগ্যও যোগ্য হয় এ মহিমা শুনি॥
পদস্পর্শে রূপ গুণ হইবে বিকাশ।
অর্পিতেছে এ-প্রসূন তাই তব দাস॥
স্পর্শ হ'লে রূপ গুণ ফুটিয়া উঠিবে।
তাহা দেখি জগজ্জন মহিমা ঘোষিবে॥
পতিত-পাবন-লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া।
তব গুণ গাহিবেক আনন্দে নাচিয়া॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে সাধ।
অদোষদরশি প্রভো! ক্ষম অপরাধ॥
(তুমি) 'কর্ত্তুম্, অকর্ত্তুম্, অন্যথা' করিতে সমর্থ।
সে হেতু বাসনা মোর না হইবে ব্যর্থ॥
তব ভক্ত-পূজা লঙ্ঘি তব পদ পূজে।
সে অধম জন্ম জন্ম নরকেতে মজে॥
অঙ্গ অঙ্গী ভিন্ন নহে এ সিদ্ধান্ত বাণী।
অঙ্গ ছাড়ি অঙ্গী মানে সব ব্যর্থ জানি॥
"এক হস্তে যেন বিপ্র-চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে॥
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে॥"
পুরাণের এই ব্যাখ্যা দাস বৃন্দাবন।
লিখেছেন জগতের মঙ্গল-কারণ॥
উত্তম মধ্যম আদি যত তব জন।
যথাযোগ্য করি আমি সবার বন্দন॥
সরস্বতী ধারা এক—"সিদ্ধান্ত-বিগ্রহ"।
মোর প্রতি অহৈতুকী তাঁর অনুগ্রহ॥
তব পদ-নখ-শোভা করা'তে দর্শন।
সতত করেন তিনি আম্নায় কীর্ত্তন॥
যুক্তবৈরাগ্য শিখাল পরম যতনে।
আর কত শিক্ষা দেন বিবিধ বিধানে॥
তোমার স্মরণ-হীন এ পাপিষ্ঠ জনে।
কৃতার্থ করহ প্রভো! দাসোচ্ছিষ্ট দানে॥

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

হতভাগ্য মনোধর্ম্মী বদ্ধ জীব আমি শ্রীগুরুদেবকে আমারই ন্যায় কোন মায়াবদ্ধ জীব মনে করে ফেল্‌ছি। লোকের কাছে মুখে শ্রীগুরুদেবকে অপ্রাকৃত বল্‌ছি বটে কিন্তু হৃদয়ে তো সেরূপ ধারণা দৃঢ় হচ্ছে না। আমার ন্যায় পোড়া কপাল আর কার আছে? শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে কাঠপাথর বুদ্ধি, শ্রীরাধাবল্লভকে নায়কনায়িকা বুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ডাল-ভাতবুদ্ধি কর্‌ছি, নরকে যাবার পথ পরিষ্কার কর্‌ছি। বোকা আমি এত শুনেও প্রভুর কথাগুলি ধর্‌তে পাচ্ছি না, আমার নিত্য সেব্য শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপা লাভের ও ভবসাগর উত্তীর্ণ হবার একমাত্র উপায় যে আমার পরমকরুণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তাঁর সেবা কর্‌তে পার্‌ছি না। তাঁর শ্রীমুখবিগলিত বৈকুণ্ঠবাণী হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ছি না ব'লে আমার এরূপ দুর্দ্দশা হয়েছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাভিখারী আমি, তাঁর উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর আমি, আমার এই স্বরূপের কথা—আমার নিত্য মঙ্গলের কথা ভুলে গিয়ে নিজেই গুরু বা বৈষ্ণব সেজে বসেছি। তাই আমার এত কষ্ট, এত দুর্দ্দশা এবং শান্তির মুখোস পরা দুঃখ-প্রদ অশান্তির উপর অশান্তি।

যতদিন না আমি সত্যি সত্যি হৃদয় থেকে প্রাণখুলে বল্‌তে না পার্‌বো এবং সর্ব্বক্ষণ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কর্‌বো, যে 'আমি গুরুপাদপদ্মের এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার। তিনি ছাড়া আর আমার কেউ নাই' ততদিন আমার এই অশান্তির যবনিকা পতন হবে না—দুঃখ যাবে না—আনন্দ পাবো না।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৬।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যসুখ, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ৩৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানব্যাপী বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র [illegible] শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পত্রোববৃত। ভিক্ষা ।০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ-অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

উপাধি বিতরণ সভায় বিপত্তি

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ যে, গত ৪ঠা মার্চ্চ রাত্রিতে রাজপ্রতিনিধির উপাধি বিতরণ সভায় স্যর চার্লস্ ওয়াটসন উপাধি প্রাপকদের নাম ঘোষণা করিবার সময় হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া যান তাঁহাকে তথা হইতে তুলিয়া লইয়া যাইতে হয়।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ যে, গত ৩রা মার্চ্চ দ্বিপ্রহরে প্রধান ডাকঘরের নিকটস্থ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। দুইটী মোটরবাস একই দিকে গমন করার কালে উহাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ফলে একখানা বাস উল্টাইয়া পড়িয়া যায় এবং কতিপয় যাত্রী আহত হয়।

ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের বিপদ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন অফিসে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। উক্ত কর্পোরেশন স্বত্ব উইল বল বাতিল করার খানাতল্লাস হইয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪ ধারায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

যশোপালের মামলা

গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ শিলভিচকে হত্যা করিবার চেষ্টার অভিযোগে যশোপালের বিরুদ্ধে যে মামলা আনা হইয়াছে, গত ৩রা মার্চ্চ তাহার বিচার শেষ হইয়াছে।

আদালত আসামীকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিবার কি আছে? আসামী উত্তরে বলে, বর্ত্তমান অবস্থায় সে কিছুই বলিতে চায় না।

৪ জন এসেসরই সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, আসামী নিরপরাধ।

চীন উপকূলে ৫০০০০ জাপ্ সৈন্য

সাংহাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, তথায় বর্ত্তমানে শান্তি বিরাজ করিতেছে। লিউহো হইতে আরও ১০ হাজার জাপ সৈন্য আসিয়াছে। একণে সর্ব্বসমেত ৫৫ হাজার জাপানী সৈন্য সাংহাইয়ে সমবেত হইল। জাপানী পোতের সৈন্যদিগের একণে আর তীরে থাকিয়া কার্য্য করিতে হইতেছে না। তাহারা সকলে স্ব স্ব জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

গৃহদাহের অভিযোগ

গাইবাঁধা হইতে প্রকাশ যে, গাইবাঁধা গৃহদাহের মামলা সম্পর্কে গত ৩রা মার্চ্চ সন্ধ্যায় শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার চৌধুরী এম এ, শ্রীযুত কানাইলাল সাহা, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দে ও শ্রীযুত অখিলচন্দ্র সাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ রক্ষিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া গ্রেপ্তার হন। প্রকাশ, তিনি মুক্তি লাভ করিলে গাইবাঁধা গৃহদাহের মামলা সম্পর্কে পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদের সকলকেই হাজতে রাখা হইয়াছে। এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিকানীর রাজ্যে দত্তক গ্রহণ

বিকানীর হইতে প্রকাশ যে, বিকানীরের পরলোকগত মহারাজ কুমার বিজয় সিংজী বাহাদুর মাত্র তিনটি কন্যা রাখিয়া গতায়ু হওয়ায়, মহারাজার কনিষ্ঠ পৌত্র এবং যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র জানোয়ার শ্রীঅমর সিংজী বাহাদুরকে দত্তক প্রদত্ত হইয়াছে। এই দত্তক গ্রহণ ক্রিয়া যথা রীতি সম্পন্ন হইয়াছে এবং বিকানীরের মহারাজার সরকার কর্তৃক এই দত্তক গ্রহণ অনুমোদিত হইয়াছে। এই দত্তক পুত্র পরলোকগত মহারাজ কুমারের জায়গীরের উত্তরাধিকারী হইবেন

মধ্যপ্রদেশে কাউন্সিল

নাগপুর হইতে প্রকাশ যে, মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত দাবী সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়; উহা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন সোমবার পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়।

এই অর্থকষ্টের সময় বেরারের নতুন অঞ্চলের বিস্তৃত সেটেলমেণ্ট আরম্ভ করিবার প্রয়োজন নাই। সভায় এইরূপ অভিমত জানাইয়া, একটী প্রতিবাদমূলক হ্রাস প্রস্তাব সভায় বিনা ভোটে গ্রহণে গৃহীত হয়। পরন্তু কর্ম্মচারীদের খরচসংক্রান্ত আর একটী হ্রাস প্রস্তাব ঐরূপে গৃহীত হয়।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামীগণ

প্রকাশ, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ৩০ জন আসামীর মধ্যে যে ১৭ জন আসামী বিচারে অব্যাহতি লাভ করেন, কিন্তু পরে যাহাদিগকে বঙ্গীয় অডিনান্সে আইনে আটক করা হয়, তাঁহাদিগকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হইয়াছে এবং অপর ১৪ জনকে আলীপুরের সেন্ট্রাল জেলে রাখা হইয়াছে।

৫২ বৎসর পর ৮২ বৎসরে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা

বিবাহের পর মিসেস লুসি এনি ওয়াইল্ডির ৫২ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন তাহার বয়স ৮২ বৎসর; আর স্বামীর বয়স ৭৭ এই বয়সে বুড়ার কি হইল স্বামীর নামে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা ও সঙ্গে সঙ্গে খোরপোষণের দাবী করিয়া বসিল। স্বামী বেচারা এখনও বাসে ট্রেণে ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া জিনিষ পত্র বিক্রী করিয়া সংসার চালায় বিচারক খোরপোষ বাবদ সপ্তাহে ১০ শিলিং হিসাবে ডিক্রী দিলেন। কিন্তু বুড়া-বুড়ীর বিচ্ছেদ ঘটাইলেন না।

গান্ধীজীর প্রেস ফেরত

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, বোম্বাই সরকার গান্ধীজীর নবজীবন প্রেস ফেরত দিবার আদেশ দিয়াছেন। পাঠক জানেন, পুলিস তাহা দখল করিয়াছে ও শীল করিয়া রাখিয়াছে। জীবনজী নবজীবন প্রেসে কাজ করিতেছিলেন; গত ৪ঠা মার্চ্চ প্রেসটি তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইবে।

ভিয়েনা রওনায় মিঃ পেটেল

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত বিঠলভাই পেটেল চিকিৎসার জন্য গত ৫ই মার্চ্চ ডাক জাহাজে ভিয়েনায় রওনা হইয়াছেন। শ্রীযুত পেটেলকে দুর্ব্বল ও ও মলিন দেখাইতেছিল। তিনি জাহাজে উঠিবার পথে বন্ধুদের স্কন্ধে ভর দিয়া চলিতেছিলেন। তাঁহার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে একাকী গমন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় পথে চিকিৎসক সঙ্গে না থাকিলেও চলিবে।

মুচলেকা না দেওয়ায় কারাদণ্ড

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ যে, গোলাম নবী গীলকার নামক জনৈক কলেজের ছাত্রকে গত ৫ই মার্চ্চ সিটী মুন্সেফের নিকট ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হয়। হাজার টাকার মুচলেকা প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারক তাহাকে ১ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মোটর চাপায় মৃত্যু

সম্বলপুর হইতে প্রকাশ যে, বিকি ট্রেডিং কোম্পানীর মোটর চালক নসীরাম মজুমদার বড়পল্লী গ্রামে একটী ৬ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে তাঁহার মোটর চাপা দিয়া মারিয়াছে। আদালতের বিচারে উক্ত চালক ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে ও আড়াই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অনাদায়ে আসামীর আরও ৩ মাস কালের কারাদণ্ড।

মজুমদার দম্পতি কারামুক্ত

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ যে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধিনায়ক বলিয়া বর্ণিত শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার ও শ্রীযুত বসন্ত কুমার মজুমদার গত ৮ই জানুয়ারী সঙ্কটশক্তি অডিনান্স অনুসারে ধৃত হন। গত ৩রা মার্চ্চ মধ্যাহ্নে তাঁহারা স্থানীয় জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু মুক্তির পর ছয় ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাদের সহর ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের কুমিল্লার বাটী পুলিস কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ায়, প্রয়োজনীয় কতকগুলি কাজের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের গ্রামের বাটীতে যাইবেন বলিয়া প্রকাশ। তৎপূর্ব্বে তাঁহারা তাঁহাদের জামাতা শ্রীযুত ভূপেন্দ্রলাল ধর এম, এ, বি, এলের সহিত কয়েক ঘণ্টা কাটাইবেন।

মস্কোতে জার্ম্মাণের প্রতি গুলী

বার্লিন হইতে প্রকাশ, এখানে পররাষ্ট্র অফিসে সংবাদ আসিয়াছে যে, মস্কোতে জার্ম্মাণ দূতাবাসে কাউন্সিলারের প্রতি চারি বার গুলী বর্ষিত হয় উহার ফলে তাঁহার ঘাড়ে ও হাতে আঘাত লাগিয়াছে। আততায়ী ধৃত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	খুলনা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হুগলী		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমদেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীচৈতন্যকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীধরবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল; সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, মামগাছি, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীস্বপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীদনিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী; সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবধারয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, কাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগন্নাথ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ১৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৬শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১০ই মার্চ্চ ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ৭ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজ লক্ষ্ণৌ সহরে বাঙ্গালীগণের হরি-সভায় গত ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে কয়েক দিবস যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বসুদেব-নারদ সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য, সাধুর মাহাত্ম্য, দেবগণের দয়া অপেক্ষা সাধুর দয়ার শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

সাধুগণের নিজ কার্য্য না থাকিলেও অপরের গৃহে গমন কেবল তাঁহাদের মঙ্গল বিধানার্থ। তাঁহারা সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গল কামনা করেন। তজ্জন্য তাঁহারা অজাতশত্রু। কিন্তু অনেকে সাধুকে নিজ শত্রু বলিয়া মনে করে। তাহাদের ঈদৃশ ধারণা ভ্রমাত্মক। কেননা সাধু—ভবরোগবৈদ্য। রোগী যেমন কটু তিক্ত ঔষধ প্রয়োগকারী চিকিৎসককে অথবা বিস্ফোটক অস্ত্রকারীকে শত্রু মনে করে, ভবরোগীও তদ্রূপ নিজ ভবরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার ভয়ে ভবরোগনাশকারী সাধুকে শত্রু বিবেচনা করে; তাহার প্রকৃত মঙ্গল কোন্ স্থানে, তাহা বিচার করিতে পারে না বলিয়াই ঐ ব্যক্তি সাধুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয়।

দেবচরিত্র অপেক্ষাও সাধুচরিত্র শ্রেষ্ঠ। কারণ দেবতাগণকে ভজন না করিলে তাঁহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কাহারও মঙ্গল করেন না; বরং অপমান করিলে তাহার সর্ব্বনাশ করেন, কিন্তু সাধুগণ অন্যের উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও পরম মঙ্গল বিধানে যত্নবান্। দেবতাগণ অতিবৃষ্টি দ্বারা অনেক সময় জীবগণের দুঃখ আনয়ন করেন কিন্তু সাধুগণ সর্ব্বদা সকলের মঙ্গল কামনা ব্যতীত অমঙ্গল বাঞ্ছা করেন না। এমন কি কেহ দুষ্প্রবৃত্তিবশতঃ সাধুর প্রতি অসদাচরণ করিলেও তিনি তাহার বুদ্ধি সংশোধনার্থ নিজ ইষ্টদেবসমীপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঠাকুর হরিদাস।

কোন ব্যক্তি তপস্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণ তাহার সাহায্য করা দূরে থাকুক, নিজ নিজ পদচ্যুতিভয়ে ভীত হইয়া উক্ত তাপসের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে যত্নবান্ হন; কিন্তু আমরা নিজ মঙ্গল না চাহিলেও সাধুগণ স্বেচ্ছায় বদ্ধজীব আমাদের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া আমাদের দুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে আমাদিগকে সৎপথে চালিত করিতে চেষ্টা করেন, মন্দোদয়-দয়া ও অমন্দোদয়-দয়ার পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়া প্রকৃত মঙ্গল প্রদান করেন।

সাধুগণ অজিত ভগবান্‌কে ভক্তিবলে জয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে যাঁহারা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা সাধুগণের কৃপায় অক্লেশে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, কিন্তু সাধুকে উপেক্ষা করিয়া দাম্ভিকতার সহিত স্বয়ং ভজন করিবার চেষ্টা করিলে শ্রমমাত্র সার হয়।

বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ভুলিয়া বিপরীত বুদ্ধি লাভ করিয়া ও স্বরূপবিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদা উদ্বিগ্নভাবে কাল যাপন করেন, কিন্তু শ্রীঅচ্যুতপাদপদ্ম সেবা করিলেই তাহার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও ভয় বিদূরিত হইয়া যায় ও তিনি পরাশান্তি লাভে অধিকারী হন।

গত ২৮শে মাঘ ১১ফেব্রুয়ারী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিবস শ্রীনামকীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণে স্থানীয় অনেক লোক শ্রীভগবদ্দর্শনের জন্য শ্রীমঠে সমবেত হইয়াছিলেন। বিপুল বাদ্য কীর্ত্তন সংযোগে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সন্ধ্যা আরাত্রিক সমাপনান্তে প্রায় আড়াই শত লোককে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

গত ৩০শে মাঘ ১৩ ফেব্রুয়ারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে একটী বৃহৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী মহেশপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় দাস এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দাস মহোদয়দ্বয় উৎসবটীর যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। স্থানীয় গ্রামগুলি হইতে বহু লোক শ্রীমঠে সমবেত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীল আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে সুমধুর কীর্ত্তনান্তে প্রায় ৭।৮ শত লোক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি সহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ভক্ত্যনুকূলীসুকৃতি সঞ্চয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী বালিঘাটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীব্যাস-পূজা মহোৎসব বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীগুরুপূজা, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে।

পাঠান্তে উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

গত ৭ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে ডুমুরকুন্দা ভক্ত-গৌড়ীয় মঠে উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও মঙ্গল আরাত্রিক, ৯ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নামসঙ্কীর্ত্তন ও ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, পরে ভোগ আরতি ও কীর্ত্তন। বৈকালে শ্রীমদ্ভাগবতের দেবহূতি ও কপিল সংবাদ পাঠ হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহকে পুষ্পমালা ও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীমধুনাথ পাণ্ডা সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী-শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শুভ অষ্টপঞ্চাশত্তম প্রকট-বাসরে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীগুরু-দেবের শ্রীচরণ-কমলে:

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

আজ মদীয় শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব বাসরে, তদীয় অনুগত জনগণ কত আবেগ ভরে সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। কিন্তু হায়, আমার এত দুর্ভাগ্য যে, আমার শ্রীগুরুদেবের গুণকীর্ত্তন করিতে আমি অক্ষম। কারণ আমি অজ্ঞ, মুর্খ, ও বালক। তাই বলি শ্রীগুরুদেব আপনার গুণগাথা কীর্ত্তন করিতে হইলে আপনার কৃপাশীষ আমার একমাত্র সম্বল।

আপনার গুণের কথা আমি আর কি বর্ণন করিব? আমার প্রতি আপনার অশেষ স্নেহ, বাল্যকাল হইতে স্বীয় অভয় পাদপদ্মে স্থান প্রদান করিয়াছেন। কেবল আমাকে নয় আমার মত বহু বালককে নিজপাদপদ্মে রাখিয়া কৃষ্ণভজনের সুযোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন।

পূর্ব্বে যখন আমি পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী আত্মীয় স্বজনের স্নেহে মুগ্ধ হইয়া বিদ্যামন্দিরে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলাম, আমার কত জন্মের সুকৃতির বল ছিল তাই সেই সময়ে আপনার নিজজন ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণকে প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণভজন যে মানবজীবনের একমাত্র কৃত্য তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সেই স্বামীজী মহারাজের বীর্য্যময়ী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পর হইতেই মায়িক পিতৃ, মাতৃ স্নেহ ছিন্ন করিয়া কুগৃহ ছাড়াইয়া আনিয়া আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে স্থান প্রদান করিয়াছে। এবং পরবিদ্যা-মন্দিরে-পরবিদ্যাভ্যাসের সুযোগ দিয়াছেন।

জগজ্জীবের প্রতি আপনার যে কত দয়া তাহা আর কি বর্ণন করিব! ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই তিন আশ্রমীকে আপনার পাদপদ্মে রাখিয়া কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিতেছেন, তাহা ছাড়া গৃহাশ্রমীদিগকে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়া কৃষ্ণের সংসারে বাস করাইয়া গৃহব্রত-ধর্ম্মযাজন হইতে রক্ষা করিতেছেন।

এবং শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীগণকে জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনের দ্বারা মায়ার হস্ত হইতে জীবের উদ্ধারের উপায় বিস্তার করিয়াছেন।

দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—মাসে মাসে মঠমন্দিরে উৎসবের আয়োজন করিয়া গুরুগৃহে বাস, হরিনাম মহৌষধি দান ও পথ্যরূপ মহাপ্রসাদ বিতরণের দ্বারা ভবরোগীর ভবরোগ বিদূরীত করিতেছেন। আবার দৈনিক, সাপ্তাহিক পাক্ষিক ও মাসিক পারমার্থিক পত্রিকার দ্বারা প্রত্যেক জীবের দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবের চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত করিতেছেন।

শুধু তাহা নহে আমার মত অজ্ঞ মুর্খ ও চঞ্চল বালককে আপনার নিজজন সন্ন্যাসিগণের সহিত প্রেরণ করিয়া আপনার আচার ও প্রচার শিক্ষাদি দিতেছেন।

জানি না আপনার কত স্নেহ! পিতা মাতার মায়িক স্নেহ—আর আপনার স্নেহ অপ্রাকৃত। তাহা না হইলে আমার মত অজ্ঞ বালক আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে থাকিয়া কৃষ্ণভজন সক্ষম না। হে গুরুদেব, আপনি গুণাতীত বস্তু, এবং আপনার নাম, রূপ, গুণ লীলাও অপ্রাকৃত; আমার মত বদ্ধজীব আপনার কি গুণগান করিবে!

তবে আপনি যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে আপনার কৃপাতেই আপনার গুণকীর্ত্তন করিতে পারি, তাহা ব্যতীত কখনও সম্ভব নহে। আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে আমার এই প্রার্থনা—কেবল এই জন্মে নয় যেন নিত্যকাল আপনার শ্রীচরণ-সমীপে থাকিয়া আপনারই গুণগান করিতে পারি। কেননা আপনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিজ জন, আপনার সেবা ও গুণকীর্ত্তনে যোগ্য হইয়া আপনার দয়া লাভ করিতে পারিলে শ্রীগৌরহরির দয়া লাভ করিতে পারিব।

আপনার সেবা আপনার গুণকীর্ত্তন ছাড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা পাওয়া যায় না; আপনার গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য স্বর্গের দেবতাগণও লালায়িত, কিন্তু তাঁহারা অক্ষম।

তাহা হইলে আমার মত নগণ্য ব্যক্তি কিরূপে আপনার গুণকীর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে। হে শ্রীগুরুদেব! আপনার গুণের অন্ত নাই, আমার মত অনন্ত ব্যক্তি অনন্ত মুখে কীর্ত্তন করিলেও আপনার গুণ কীর্ত্তন করিতে পারে না।

তাই বলি হে গুরুদেব, হে আমার নিত্যারাধ্য প্রভু! আপনি আপনার সেবা শিক্ষা দিয়া আপনার এই নিত্য সেবককে আপনার এবং আপনার নিজ জনের নিত্য সেবায় নিযুক্ত করুন।

আপনার সেবাকাঙ্ক্ষী
অযোগ্য শ্রীরাধারমণ।

নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

আগামী ২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ শনিবার হইতে নয় দিবসকাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। ধারা-বাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ২৯শে ফাল্গুন ১৩ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ১লা চৈত্র ১৪ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ২রা চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর, তেঘরির কোল, আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ) ৩রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৪ঠা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাননগর) ৫ই চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ শুক্রবার (একাদশীর উপবাস)

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৬ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা) ৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

শ্রীগুরুদেব যে কি বস্তু এ বিষয়টী না জান্‌লে আমাদের সুবিধা হবে না, বিশ্বাসও দৃঢ় হবে না। তাই সাধুমুখে শ্রবণ কর্‌বার জন্য এসেছি। কিন্তু অন্যমনস্ক অন্যাভিলাষী আমি সশ্রদ্ধ হ'য়ে ও সেবাবুদ্ধি নিয়ে শ্রবণ কর্‌তে পাচ্ছি না ব'লে সাধুর কথা ধর্‌তে পার্‌ছি না।

শ্রীগুরুদেব আমার মনের ছাঁচে তৈরী কোন মনুষ্য বিশেষ নহেন। তিনি কৃষ্ণাভিন্ন, জড়াতীত, সর্ব্বদেবময় এবং আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। শ্রীগুরুদেব নিত্যভগবদ্‌-পার্ষদরূপে নিত্য শ্রীশ্রীবৃন্দাবনবাসী। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবমাত্রেই স্বীয় গুরুদেবকে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠ' বলিয়া জানেন। সুতরাং শ্রীগুরুদেব লৌকিক ও জড়বস্তু নহেন, তিনি অলৌকিক জড়াতীত চিদানন্দময় বস্তু। ভোগী জীব আমি আমার ভোগনেত্রে প্রভুকে দেখ্‌তে যাচ্ছি ব'লে আমার উল্টো বুদ্ধির উদয় হচ্ছে এবং নিজে নিজেই অমঙ্গলকে বরণ কর্‌ছি, প্রভুপাদপদ্মে অপরাধ হয়ে যাচ্ছে।

নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের নিত্য ধর্ম্মই হচ্ছে কৃষ্ণসেবা। স্বতন্ত্রতার সুব্যবহারে তিনি ধামবাসী, প্রভুসেবা-সুখান্বেষী, দাসাভিমানী, আর উহার অসদ্ব্যবহারে কৃষ্ণদাস্য ভুলে অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নানাবিধ অনর্থ দ্বারা আক্রান্ত।

জীব ভগবানকে ভুলে মায়ার আবাহন কর্‌লে দেখে বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তার প্রার্থনা পূরণ করলেন বটে কিন্তু পরমকরুণাময় তিনি জীবের দুর্গতি দেখে শ্রীগুরু ও শাস্ত্ররূপে জগতে অবতীর্ণ হলেন।

জীবের নিত্যপ্রভুই শ্রীগুরুদেবরূপে জগতে এসে জীবকে কৃপা ক'রে দিব্য জ্ঞান দানে কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অজ্ঞান অন্ধকার দূর ক'রে দেন।

প্রাকৃত জগতে প্রাকৃতধনে ধনী, প্রাকৃত দরিদ্রকে প্রাকৃত অর্থদানে তাহার দরিদ্রতা ক্ষণকালের জন্য দূর করেন, কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণধনে ধনী শ্রীগুরুদেব জীবের স্বরূপজ্ঞানাভাবরূপ দরিদ্রতা 'দীক্ষা' দানে চিরদিনের মত দূর ক'রে কৃষ্ণপ্রেমারূপ নিত্য প্রয়োজনীয় অমূল্য ধনে ধনী ক'রে দেন।

দীক্ষা শব্দে দিব্যজ্ঞানোদয় ও পাপের সম্যক্ বিনাশ বুঝায়। সুতরাং শ্রীগুরুদেবই সাক্ষাৎ আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ ও সংসার-সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যাবার নৃদেহরূপ সুপটু নৌকার একমাত্র কর্ণধার।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এস, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক— "শ্রীধাম" — নবদ্বীপ

Reg No C 4514.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৮০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮ম সংখ্যা।]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৮, ১১ই মার্চ্চ

নানা কথা

যশোপালের কারাদণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, যশোপাল গোয়েন্দা বিভাগের প্রেসপ্যাল সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মিঃ পিলাডিচকে হত্যা চেষ্টা করিবার অভিযোগে দায়রা জজের বিচারে ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অস্ত্র আইন অনুসারে তাহার যে অভিযোগ আনা হইয়াছিল, জুরীর মধ্যে ৪ জন তাহাকে নিরপরাধ ও একজন অপরাধী বলিয়া প্রকাশ করায় দায়রা জজ মামলা হাইকোর্টে পাঠাইয়াছেন।

যশোপালের মামলার রায় প্রদান প্রসঙ্গে দায়রা বিচারক বলেন, মামলার সাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং সওয়াল জবাব সুতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া তিনি এ বিষয়ে সন্দেহশূন্য হইয়াছেন যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। পিলাডিচের সম্বন্ধে বিচারক খুব ভাল ধারণা পোষণ করিয়াছেন। বিচারকের মতে মিঃ পিলাডিচ সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি ঈর্ষ্যা অথবা সংস্কারের বিন্দুমাত্র ভাব প্রদর্শন করেন নাই। বিচারক এই মন্তব্যও প্রকাশ করেন যে, এই মামলায় আসামী পক্ষের কাউন্সেল সুদীর্ঘ জেরায় এবং অসঙ্গত আভাস ও কাল্পনিক বিষয়ে বাক্য ব্যয় করিয়াছেন। অপর দিকে আসামী সহিদের ভাব অবলম্বনে চেষ্টা পাইয়া নীরব ছিলেন। বিচারক এসেসরদিগের সহিত এক মত হইতে পারেন নাই। তিনি আসামীকে মিঃ পিলাডিচের হত্যা চেষ্টার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, তাহার প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

যশোপালের কারাদণ্ড

ডিব্রুগড়ে ভীষণ বিস্ফোরণে মৃত্যু

ভ্রাতৃ ঘাতে পত্নীহত্যা

মিউনিসিপ্যাল সভায় গুণ্ডামি

সিরাজগঞ্জে ডাকাতি

পুলিস কনষ্টেবল অভিযুক্ত

কানপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বালুরঘাটে ভুকম্পন

নরীম্যান আবার গ্রেপ্তার

বোম্বায়ে রাজনৈতিক অবস্থা

আবদুল্লা ও আমীরের ফাঁসী

সিরাজগঞ্জে ডাকাতি

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত শনিবার সন্ধ্যায় হুরাসাগর নদীর পশ্চিম তীরে বেলকুচি থানায় এলাকায় ২ জন দোকানদারের নগদ টাকা ও নূতন বস্ত্রাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে।

প্রকাশ, দৌলতপুর গ্রামের পচা সাহা এবং দেসুয়া গ্রাম নিবাসী হরিপদ সাহা বলরামপুরের হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। তাহারা হুরাসাগর নদী পার হইলে পর লাঠীধারী ১০ কি ১২ জন লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং পচা সাহার প্রায় ২৫ টাকা কাড়িয়া লয়। হরিপদ সাহার এক যোড়া বোম্বাই নূতন বস্ত্র ছিল, আক্রমণকারীরা তাহাও কাড়িয়া লয়। হরিপদ গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ডাকাতেরা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে।

আবদুল্লা খাঁ ও আমীরের ফাঁসী

প্রকাশ, গত ৯ইমার্চ্চ বুধবার প্রাতঃকালে কলেজ ষ্ট্রীটের পুস্তক-ব্যবসায়ী ভোলানাথ সেনের হত্যাকারী আবদুল্লা খান ও আমীর আহম্মদের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

নরীম্যান আবার গ্রেপ্তার

বিজাপুরের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত কে এফ নরীম্যান, উক্ত কংগ্রেসের সদস্য শ্রীযুত মুন্সী ও মিসেস পেরিণ কাপ্তেন এখানে আটক ছিলেন। গত ৫ই মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪টার সময় তাঁহাদিগকে সন্ধ্যাদীনে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পাইবার পর তাঁহারা ডাক বাংলায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের উপর যে নোটীশ দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহাদিগকে অন্যান্য বিষয়ের সহিত বিজাপুর মিউনিসিপ্যালিটীর এলেকা পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করা হয় ও পুলিসে হাজিরা দিতে বলা হয়। তাঁহারা সে আদেশ পালন না করায়, গত ৬ই মার্চ্চ রাত্রিতে সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ৭ই মার্চ্চ মধ্যাহ্নে তাঁহাদের বিচার হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	খুলনা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হুগলী		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধন্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগতারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবকন্দচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমধুব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৬এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাগাঁর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরঘুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৭শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ই মার্চ্চ ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ৮ম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুগাচার্য্যবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ৮ই মার্চ্চ মঙ্গলবার দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে সপার্ষদে কৃষ্ণনগরে শুভাগমন করতঃ তথায় গৌরবাণী প্রচার করিয়া গত ৯ই মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবস প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া হরিকথা প্রচারার্থ খুলনা সহরে শুভবিজয় করেন

স্বামীজী মহারাজ খুলনার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ বিএ, বি, ই মহাশয়ের বাড়ীতে দুই দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি সহজ ও সরল ভাষায় সনাতন শিক্ষা বুঝাইয়া দেন।

গত ১লা ও ২রা মার্চ্চ খুলনা বাজারে অবস্থিত মাড়োয়ারী মহলে সত্যনারায়ণ মন্দিরে দুই দিবস শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্য এবং তাঁহার মহাবদান্যতার বিষয় কীর্ত্তনমুখে স্বামীজী বক্তৃতা করেন।

গত ৩রা মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৩ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত সাব্‌ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের বাটীতে সাদরে আহূত হইয়া স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পাঠ করেন। সন্ধ্যাকালে ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত খুলনা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, বি-এল মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষীগোপাল উপাখ্যান ও পর দিবস ৪ঠা মার্চ্চ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কীর্ত্তনমুখে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহই বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও বহু শিক্ষিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন দাসাধিকারী মহাশয়ের তথা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান ভোলানাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রচার কার্য্যে সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রার্থনা করি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তাঁহাদের হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

বিগত ১৩ই ফাল্গুন শুক্রবার অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির সেবকবৃন্দের চেষ্টায় শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর এক মহতী সভায় উচ্চাসনে শ্রীল প্রভুপাদের আর্চ্চা-বিগ্রহ সংস্থাপন করিয়া শ্রীগুরুদাসগণ যথাসাধ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন

প্রথমে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও অষ্টক কীর্ত্তন হয়। পরে, ডাক্তার শ্রীপাদ সুবন্ধুনিবন্ধ দাসাধিকারী মহাশয়, তাঁহার স্বরচিত বঙ্গ ভাষায় গদ্য অভিভাষণটী পাঠ করেন। শ্রীপাদ শুকদেব দাসাধিকারী মহাশয় তাঁহার সুললিত ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। ডাক্তার ভক্ত শ্রীকান্ত দাস মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ভক্ত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন মহাশয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার স্বচরিত কবিতাটী পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীগুরুতত্ত্ব, জাগতিক কুলগুরু ও লৌকিক গুরুর সহিত শ্রীল প্রভুপাদের কি পার্থক্য, শ্রীল প্রভুপাদ না আসিলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্মের কথা মাত্র কয়েকখানি গ্রন্থে আবদ্ধ থাকিত। আউল, বাউল, নেড়া-নেড়ী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের নানাপ্রকার বাজে কথা বিস্তার লাভ করিয়া পূর্ণরূপে জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইত বলিয়া ব্যক্ত করেন।

আরও বলেন,—আজ শুধু আমাদিগের গুরুপূজা নহে, বিশ্বে যত চেতন আছে এবং সেই সকল চেতনের মুক্তাবস্থার আত্মধর্ম্ম বৃত্তির অধিকার শ্রীগুরুদেবের আরতি; এ আরতি কোন প্রকার জড়াভিনিবেশ বা অচেতন বাণী-প্রথার পূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না, তবে পরম করুণার বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের ন্যায় পঙ্গু ও জড়াক্রান্ত জনগণের আহৃত নগণ্য উপায়নও গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাই বড় আনন্দে ও উৎসাহে দীপ্তিহীনগণও শ্রদ্ধাহীন হইলেও সামান্য অঞ্জলি লইয়া তাঁহার শ্রীশ্রীচরণপদ্মকে উপনীত হই। এই প্রকার প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল শ্রীল প্রভুপাদের গুণকীর্ত্তনের পর গত ১৩ই ফাল্গুনের প্রকাশিত শ্রীনদীয়া-প্রকাশের "শ্রীশ্রীভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি" খোল করতাল সহযোগে সংকীর্ত্তন করার পর সভা ভঙ্গ হয়।

অতঃপর উপস্থিত সকলকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া শ্রৌত-বাণী কীর্ত্তন শ্রবণে পরম সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে প্রচার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ৯ই মার্চ্চ বুধবার দিবস ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

অধিবাসোৎসব-বাসর

অদ্য শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব দিবস। আগামীকল্য হইতে নবটী দ্বীপের পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। এই শ্রীধাম-পরিক্রমা উপলক্ষে বহু দূর দেশ-দেশান্তর হইতে বহু যাত্রী ক্রমান্বয়ে আসিয়া শ্রীধামে একত্রে সম্মিলিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। সকলেরই হৃদয়ে এক বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে

এই নবদ্বীপ-ধাম-সুধাকরেরই চিরস্নিগ্ধ সুশীতলচ্ছটায় জগজ্জীব-হৃদয় উদ্ভাসিত করিবার জন্যই শ্রীপাদগণ শুক্লাদেশে বর্ষকালব্যাপী ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এখন বর্ষান্তে মায়াপুর-শশধরের উদয়কাল পুনরায় সমুপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা ভক্তানন্দবর্দ্ধনকল্পে এবং শ্রীধামাগত ভক্তগণকে শ্রীধামসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য পুনরায় একত্রে সমবেত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ আচার্য্যকুলশিরোমণি শ্রীল প্রভুপাদও ইত্যবসরে আমার ন্যায় পাতত বদ্ধজীবগণকেও শ্রীধামেশ্বরের সেবায় নিয়োগ করিবার জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা সেবাসুযোগ প্রদান করিতেছেন।

আগামীকল্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র। এই স্থানে প্রথমে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া আত্মনিবেদন করিতে হয়; নিবেদিতাত্ম-ব্যক্তিই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাফলে তাঁহার কৃপায় শ্রীধামপরিক্রমার যোগ্যতা লাভ করেন। তখন তাঁহার অপ্রাকৃত নেত্রে অপ্রাকৃত ধামশোভা প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীধামের স্বরূপ শ্রীগুরুদেব ভিন্ন আর কেহই দর্শন করাইতে পারেন না।

অধিবাস অর্থে যোগ্যতা লাভের জন্য সংস্কৃত হওয়া। পরমকারুণিক শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগ্যতা প্রদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞের বিরাট্ আয়োজন করিয়াছেন। যাঁহারা এই যজ্ঞে আত্মদানরূপ পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে পারিবেন তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে পুর্ণসংস্কার লাভ করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগ্য হইয়া শ্রীধামেশ্বরের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিবেন। সে সেবা ক্ষণিকের সেবা মাত্র নয়, দুই এক দিনের সেবা নয়, দুই এক বৎসরের সেবা মাত্র নয়, সে সেবা নিত্য ধামের নিত্য পুরুষের নিত্য কালের সেবা।

তাই বলি হে ভাই সকল, যে যেখানে আছেন—যে অবস্থায় আছেন ছুটে এসে এই বৈকুণ্ঠাগত পুরুষের জীবকল্যাণময় বিরাট্ সংকীর্ত্তনানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া চিরকল্যাণ লাভান্তে শ্রীধামশোভা দর্শন ও শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগ্যতা অর্জ্জন করুন। যে বিমল আনন্দের অধিকারী হইলে আর ক্ষণিক জড়ানন্দ লাভের ইতর কামনা থাকিবে না, যে বস্তুতে আসক্ত হইলে আর জড়দেহের সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত জড়বস্তুতে আসক্তি থাকিবে না, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইলে অজ্ঞ জ্ঞানের আপাতমনোরম বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা-শ্বপচরমণীর করুণ কটাক্ষে পতিত হইতে হইবে না—সেই সচ্চিদানন্দময় পুরুষের শ্রীধামসুষমায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত হউন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টপঞ্চাশত্তম শুভাবির্ভাব বাসরে

"আচার্য্য সেবায় ক্ষুদ্র নৈবেদ্য"

বিশাল বারিধি তীরে নীলাচলে শ্রীমন্দিরে
দারুব্রহ্মরূপে করিছে বিরাজ।

জীবের উদ্ধার তরে আপনা প্রকট করে
শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাঝ॥

বাঞ্ছাকল্পতরু হরি অর্চ্চারূপে অবতরি
ভুক্তি মুক্তি প্রেম করে বিতরণ।

সর্ব্ব জীব নিস্তারয় কেহ বাদ নাহি রয়
প্রেম-ভক্তি যাচে সদা ভক্তগণ॥

সেই পূত তীর্থ স্থানে পুনঃ কৃপা বিতরণে
যাহা অবতীর্ণ অতিমর্ত্ত্য জন।

হে পূজ্য ক্ষেত্ররাজ! বন্দি তোমা সবে আজ
প্রেমবন্যায় সিক্ত তুমি অনুক্ষণ॥

মঙ্গলা শুভদা তিথি আরাধয়ে সর্ব্ব যতি
সুমেধা বলিয়া যার হয় খ্যাতি।

আগমনে ধন্য ক্ষিতি আমরাও ধন্য অতি
তোমার স্মরণে মোরা লভি সদ্গতি॥

ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে জানি
আচার্য্যের লীলা করিলা প্রকাশ।

শুদ্ধাসরস্বতী যিনি চেতনের বাণী তিনি
জীবের হৃদয়ে করিলা বিকাশ॥

মায়াবাদ কুসিদ্ধান্ত নাশিয়া সকল ভ্রান্ত
বেদগোপ্যা ভক্তি করিলা স্থাপন।

কুপথে হইয়া ভ্রান্ত প্রেয়ঃ-পন্থায় সেই পান্থ
শ্রেয়ঃ-পন্থার না পায় সন্ধান॥

অবিদ্যা আবৃত জনে দিব্য জ্ঞান-চক্ষু দানে
সন্ধিনী-বিগ্রহ তুমি দয়াময়।

মৎসর পাষণ্ডীকুল হয় যত প্রতিকূল
তব কৃপা-লেশ তারা নাহি পায়॥

অসীম মহিমা-সিন্ধু না বুঝিয়া এক বিন্দু
বিষয় পানেতে সদা চিত্ত ধায়।

অমন্দ উদয়া দয়া পুনঃ তাহে বিতরিয়া
আকর্ষণ করি রাখ নিজ পায়॥

হেন তব মধুরিমা বর্ণিতে না পাই সীমা
জিহ্বা ফল তাদৃশ কীর্ত্তনে জানি।

নিজ স্বার্থে নহ রত সদা পরহিতে ব্রত
কৃষ্ণসেবাশিক্ষা-দাতাশিরোমণি॥

পতিত জনের বন্ধু, তুমি দেব কৃপাসিন্ধু,
অকৃতি অধমে কর কৃপা দান।

ওহে কৃপানুগবর সদা কৃষ্ণ-সেবাপর
দীন কৃষ্ণদাস সেবে শ্রীচরণ॥

শ্রীচরণ কৃপাভিক্ষু অযোগ্য ভৃত্যাভাস
'কৃষ্ণানন্দ'
১৩ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৮
৪ গোবিন্দ—৪৪৫ গৌরাব্দ
মাঘীকৃষ্ণাপঞ্চমী

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী-শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রকট-বাসরে তাঁহার চরণকমলে

পতিতের প্রার্থনা

(১)

শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি ষড়বেগজয়ী
অহৈতুকী-কৃপাসিন্ধু।

ভুবন তারণ কলুষ-নাশন
দীন-হীন-জন-বন্ধু॥

সদানন্দময় কৃষ্ণৈকশরণ
হরিগুণ গানে মত্ত।

লীলামৃত পানে সতত বিভোর
ইন্দ্রিয়-বিজয়ী চিত্ত॥

বিকার বিহীন সর্ব্বগুণ-ধাম
সর্ব্বভূতে সমদর্শী।

কত মহাপাপী উদ্ধারিল তব
চরণের রজঃ স্পর্শী॥

জয় প্রভুপাদ, পতিত-পাবন
জয় জয় কল্পতরু।

বন্দি চরণ- যুগল তোমার
তুমি গো জগদ্গুরু॥

(২)

দয়াল নিতাই করুণা করিয়া
এসেছে ভবে পতিত তারিতে।

ডাকিতেছে জীবে এস এস সবে
করিও না হেলা করুণা নিতে॥

(তাই) তোমার নিকটে এসেছি ছুটিয়া
বড় আশা নিয়ে আকুল প্রাণে।

লইতে আশ্রয় প্রভুপাদ তব
বিশ্বপূজিত দু'টী চরণে॥

চরণে তোমার সঁপিনু পরাণ
দেহ পদে স্থান করুণা করি।

হে দেব দয়াল! তব চির দাসে
করিও না ঘৃণা কাঙ্গাল বলি॥

(৩)

বিষম কলুষ পঙ্কিল সলিলে
পড়িয়া সতত হাবুডুবু খাই।

কর্ণধার হীন চক্ষে বারি ঝরে
উঠিছে হুতাশ মরমে সদাই॥

হৃদয়ের ব্যথা সকলই ত জান
তুমি দয়াময় অন্তর্যামী।

তাইত তে মার চরণের তলে
লুটাতে আজি এসেছি আমি॥

(তব) চরণের ছায়া বিতরিয়া কত
দগ্ধ হৃদয় করিছ শীতল।

আমারও তেমনি হৃদয়-আসনে
তুলে দাও ঐ চরণ-কমল॥

(৪)

মায়াবাদী জন সনে সদা আমি
শূকরের বিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার তরে।

কৃষ্ণেতর কথা আলাপনে রত
অবিরত চুরি করি ভব ঘরে॥

আমি তব দাস এ কথা ভুলিয়া
বিষম পিশাচী মায়ার ছলনে।

কামিনী, কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া
কত অপরাধ করেছি চরণে॥

তোমার মহিমা কেমনে বুঝিব
আমি যে মূঢ় ভকতি হীন।

অনুগত জনে করিও করুণা
হতে পারি যেন সেবক দীন॥

(৫)

নামে নাহি রতি আমি হীন অতি
ক্ষুদ্র-মতি সদা কলুষে বিভোর।

সুসঙ্গ ত্যজিয়া কুসঙ্গে মজিয়া
হয়ে আছি সদা আত্ম-চোর॥

জড়বদ্ধ হ'য়ে জড় অভিমানে
ভুলিয়াছি হায় নিজ শুদ্ধ-সত্ত্ব।

নিজ রুচি মত করি যাহা তাহা
হয়ে আছি সদা জড় দেহ-মত্ত॥

পতিত-পাবন পতিতের প্রতি
অহৈতুকী কৃপা করি বিস্তার।

অভয় চরণে দেহ গো আশ্রয়
পদে তব এই প্রার্থনা আমার॥

তব পদরেণুপ্রার্থী
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় (নারমা)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এরূপ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মুদ্রাঙ্কন মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা একযোগে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ✓।০ টাকা; নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বৃহৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা। সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র।

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বর্ণক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মন্থোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৴০ পণ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /৹ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, টীকাভাষ্যের প্রমাণ, সরস ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৴০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজসাহী রাজনাথের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত লাহোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দামোদর গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৴০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে চারিমাসের বিষয়-বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকাতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C 1445.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯ম সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৮, ১২ই মার্চ্চ

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে ডাকাতি

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে রাত্রিতে মহারাজ বাহাদুরের প্রাসাদে শিশু মঙ্গল-প্রদর্শনী দেখিতে যাইবার জন্য কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় তারাপদ বিশ্বাসের বাটীর পুরুষগণ যখন বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না, সেই সময় এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ বাটীতে প্রবেশ করিয়া, তারাপদ বাবুর বৃদ্ধা জননীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে পুরুষগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং গোলযোগ শুনিয়া সমবেত প্রতিবাসীর সাহায্যে বিশেষ চেষ্টার পর একটি ডাকাতকে ধরিতে সমর্থ হন। প্রকাশ, ডাকাতটীকে থানায় লইয়া যাওয়া হইলে সে পলায়িত ডাকাতগণের ৪ কি ৫ জনের নাম বলিয়াছে।

জেলে রাজবন্দীর মৃত্যু

পুরী হইতে প্রকাশ, পাটনা ক্যাম্প জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত এক পত্রে জানা যায়, পুরীর কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত গোলোকবিহারী দাস গত ৫ই মার্চ্চ ক্যাম্প জেলে জ্বরের আক্রমণের ফলে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ এবং আত্মীয় স্বজন তাঁহার পীড়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোন সংবাদ পান নাই। শ্রীযুত দাস সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (ক) ধারা অনুসারে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরে ডাকাতি

নয় মাসের বালক চুরি

জেলে রাজবন্দীর মৃত্যু

লণ্ঠনের গ্যাসে মৃত্যু

১৪ জনের দ্বীপান্তর

বোমা বিস্ফোরণে বালক আহত

রেঙ্গুণে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বাতুলের ভীষণ কীর্ত্তি

ভারতের ভবিষ্যৎ

চাউল কলে দুর্ঘটনা

[রা]য় বিঠলভাই পেটেল

গোলক বাবুর সহিত ধৃত এবং একই ধারায় অভিযুক্ত শ্রীযুত আর্ত্তত্রাণ মহাপাত্র গোলক বাবুর মৃত্যুর প্রায় ১০ দিন পূর্ব্বে এই জেলেই জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

নয় মাসের বালক চুরি

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, কর্ণেল লিণ্ডবার্গের নয় মাসের একটী ছেলে চুরি গিয়াছে। ছেলেটিকে সরাইয়াছে, এযাবৎ তাহার কোনও কিনারা হয় নাই। সম্প্রতি মার্কিণ পুলিশ একখানা চিঠি খুঁজিয়া পাইয়াছে। চিঠিখানি কর্ণেল লিণ্ডবার্গকেই লেখা হইয়াছে। এক লক্ষ পাউণ্ড টাকা দিলে কর্ণেলকে ছেলেটি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে. চিঠিতে ইহাই লেখা আছে। লেখকের নামধাম প্রকাশ নাই। চিঠিখানিতে আরও লেখা আছে, পেনসিলভানিয়ার মানসি কিম্ব সহরের একটী হোটেলে লিণ্ডবার্গের কোনও প্রতিনিধি যেন দেখা করেন।

পেনসিলভানিয়ার বুটল হইতে একটী সংবাদে প্রকাশ, দশ হাজার পাউণ্ড জরিমানা দিলে কর্ণেল লিণ্ডবার্গকে ছেলেটি প্রত্যর্পণ করা হইবে, এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিবার দরুণ দুই জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ

পারলামেণ্ট মহাসভার ভূতপূর্ব্ব স্পীকার মিঃ হুইটলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"ভারতের শ্রমশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ অসুবিধার মধ্য দিয়া চলিতেছে। তবে আমার বিশ্বাস,—ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রথমেই সে অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবে।" রয়্যাল কমিশনের প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ভারতবর্ষ যখন পরবর্ত্তী অবস্থায় উন্নীত হইবে, তখন যাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস লইয়া তাহা করিতে পারে, এবং নিজেকে অন্য সকল দেশের সমকক্ষ রূপে মনে করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ঐ সকল প্রস্তাব রচিত হইয়াছে।

---

১৪ জনের দ্বীপান্তর

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, থারাবডির স্পেশাল জজ কালেক্টী বিদ্রোহের ১৪ জন আসামীর সকলের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৮শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ই মার্চ্চ ইং ১৯৩২ শনিবার | ৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ৯ই মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর হইতে সপার্ষদে হুলার ঘাট ষ্টেশনে পৌঁছেন। পরমহংস মহারাজ ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" হেড্‌মাষ্টার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠের, যোগপীঠ শ্রীমন্দিরের ও শ্রীবাস অঙ্গনের সেবকগণ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ট্রেন হইতে অবতরণ করিবামাত্র শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ তাঁহার গলদেশে সুগন্ধী পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। তাঁহার অনুসরণে অন্যান্য সকলেও শ্রীল প্রভুপাদের চরণে প্রণত হইলেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রেরিত অশ্বযানে আরোহণ করিলে সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ তাঁহার অনুগমনে কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিজয়-ভবনস্থ দ্বিতল কক্ষে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মাদ্রাজ প্রদেশের প্রচারের বিষয় এবং তত্রত্য দেশবাসীর বিষ্ণুবৈষ্ণব-ভক্তিবৃত্তির প্রশংসামুখে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের সরলতা এবং সত্যাগ্রহীতার বিষয় কীর্ত্তন করেন।

ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, যে ব্যক্তি গুরুবৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়া নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন তিনি অপরের নিকট হইতে নিজ সেবা প্রার্থনা করিলেও অপরে তাঁহার সেবায় ব্যস্ত হন না, পরন্তু তিনি সকলের উপেক্ষার এবং অপ্রশংসার পাত্র হইয়া থাকেন, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবায় সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিরত থাকেন তাঁহার সেবা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভু পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন।

গত ১৪ই ফাল্গুন তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী মহাশয় খুলনা জেলার অন্তর্গত ঘুগুড়ি গ্রাম নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদ বিহারী দে মহাশয়ের বাটীর অঙ্গনে এক বিরাট সভায় শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

তিনি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন যে, নাম বস্তুটী মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু এবং বৈকুণ্ঠ নাম ও নামীর অভেদত্ব শাস্ত্র এবং প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করেন।

ভাগবতের অর্থ গ্রন্থ ভাগবত অথবা ভক্তিরসপাত্র ভক্ত ভাগবত।

পুরাণে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবতের বারটী স্কন্ধ শ্রীভগবানের বারটী অঙ্গ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত অপ্রাকৃত বস্তু। তাহা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যচরণে একান্ত আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবের স্থানে থাকিতে হয়।

আমাকে যিনি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে স্থাপন করিতে পারেন তিনিই গুরু। তিনি বেদাদি শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং ভগবানকে জানেন। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া শাস্ত্র পাঠ মৃতদেহে পোষাক পরা মাত্র; তাহাতে লোকরঞ্জন ব্যতীত অন্য লাভ হয় না।

এ জগতে আনন্দ নাই। আনন্দ বৈকুণ্ঠ-বস্তু। তাহারই ছায়া এ জগতে আনন্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাহা বাস্তবিক আনন্দ নহে। জলে বৃক্ষের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে প্রকৃত বৃক্ষ মনে করিলে ঠকিতে হয়।

'গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব।

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতার পর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

স্বামীজী বুঝাইয়া দেন যে, ভগবান্‌কে ভালবাসা আত্মার নিত্য বৃত্তি। ভগবান্‌কে ভুলিয়া অন্যাভিলাষী জগতে আমরা দুঃখভোগ করি, কারণ কৃষ্ণই একমাত্র সুখময় বস্তু। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া আমরা জ্ঞান, সুখ ও লাভ পাইতে চাই, কিন্তু পাইনা। কারণ ধ্বংস না হইলে, অনিত্য বস্তুতে অহং-মম ভাব দূর না হইলে, কৃষ্ণ বিস্মৃতি না ঘুচিলে কার্য্য-ধ্বংস হয় না, দুঃখ দূর হয় না।

পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মশাপে ভীত না হইয়া শুকদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শৃঙ্গীকে শাস্তি দিতে চেষ্টা না করিয়া শাপকে ভগবানের অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই সমস্ত গূঢ় রহস্য না বুঝিয়া আজিও, বাউল প্রভৃতি অপসম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিকৃত অর্থ প্রচার করিয়া জগতের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতেছেন।

কৃষ্ণ বিভুচৈতন্য এবং জীব অণুচৈতন্য। কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ ভুলিলেই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় জীবকে আবৃত করে। তখন সে ভুলিয়া যায় যে, সে চেতন বস্তু এবং জড় নশ্বর বস্তুতে তাহার অহং-মম বুদ্ধি হয়। দেহ ও মন আমি নহি। ভগবৎ-সূত্রে সকলেই আত্মীয়, কিন্তু দেহ-সূত্রে কেহই আমার নহে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি টীকাদি এবং শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত একরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে রয়্যাল সাইজে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের একরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহ। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী [illegible], শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও [illegible] অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক।০ ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্লোক নু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীকাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ [illegible] শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ [illegible] অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত [illegible] অনুবাদ ও [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ২ খানা একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, আর উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম বি, এস্, এক, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি- "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C 1544.

গৌরাঙ্গ নদীয়া-প্রকাশ

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০ম সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা চৈত্র সোমবার ১৩৩৮, ১৪ই মার্চ্চ

নানা কথা

বোম্বায়ে কস্তুরীবাঈ গান্ধী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা গান্ধী এখন বোম্বায়ে। গত ১০ই মার্চ্চ তাঁহাকে খাজুল্লা জেলে যমুনালাল বাজাজের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুত বাজাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী মদন মোহন চতুর্ব্বেদী যমুনালালজীর সহিত দেখা করিবার জন্য ৯ই মার্চ্চ ওয়ার্দ্ধা হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনিও ঐ দিবস প্রাতে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্তা গান্ধীকে সাক্ষাতের অনুমতি না দেবার প্রতিবাদকল্পে যমুনালালজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। উভয়েই শ্রীযুত বাজাজকে না দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

লিণ্ডবার্গের অপহৃত বালকের সন্ধান চেষ্টা

নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশ, কর্ণেল লিণ্ডবার্গের হারানো ছেলের এবার বোধ হয় কিনারা হইবে। লিণ্ডবার্গের সলিসিটর কর্ণেল ব্র্যাকেন ব্রিজ গোপনে ছেলের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। পুলিসকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

হঠাৎ তিনি ফিরিয়া আসিয়া একটি স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া আবার বাহির হইয়াছেন। যাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল এবং টাকা দিয়া বালকটিকে উদ্ধার করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহারা নাকি একটা মতলব করিয়াছে যে, গোপন সভায় লিণ্ডবার্গের প্রতিনিধির সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে। সেই সভায় অপহৃত বালকের গায়ের একটা পোষাক রাখিয়া দেওয়া হইবে এবং বালকটিকে স্থানান্তরে রাখা হইবে। দাবীর টাকা পাইবার জন্য পোষাকটি দেখানো হইবে। টাকা পাইলেই ছেলেটিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

বোম্বায়ে কস্তুরীবাঈ গান্ধী

লিণ্ডবার্গের অপহৃত বালকের সন্ধান চেষ্টা

রমণীর অদ্ভুত সাহস

জেলে বাজাজ সহধর্ম্মিণী পীড়িতা

মুফতি কিফায়েতুল্লা গ্রেপ্তার

আপোষে জাপানের ইচ্ছা

নেত্রকোণায় ভীষণ ডাকাতি

রেঙ্গুণে ডাকাতী ও নরহত্যা

সর্দ্দা আইনে দণ্ড

২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

জননী কর্ত্তৃক কন্যা হত্যা

মুফতি কিফায়েতুল্লা গ্রেপ্তার

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, জুম্মা মসজিদে শুক্রবারের নামাজের পর জামিয়ৎ উলেমার সভাপতি মুফতি কিফায়েতুল্লা তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি লোক লইয়া কুইন্স গার্ডেনে এক সভা করেন। তজ্জন্য গত ১১ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে তাঁহাকে এবং অপর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিস সভা ছত্রভঙ্গ করে এবং লাঠী প্রয়োগের ফলে একজন বিশেষ ভাবে ও কয়েকজন সামান্য আহত হইয়াছে।

২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকার জনৈক জমীদারের কাছারী লুণ্ঠন করিয়া উক্ত জমীদারের ম্যানেজার শ্রীযুত জগবন্ধু চৌধুরীকে হত্যা করা হয়, এই হত্যার মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। জুরীদের সহিত একমত হইয়া মুন্সিফ আসামীর মধ্যে চাঁদ আলি মুন্সীকে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং রঘু ভূইয়া সৈয়দ আলি ও আরজ খাঁ প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন।

নেত্রকোণায় ভীষণ ডাকাতি

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে কমলাকান্দা থানার অধীন কয়রা গ্রামের শ্রীযুত দীনবন্ধু পালের বাড়ীতে গভীর রাত্রিতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১৫।১৬ জন লোক লাঠী, ছোরা এবং অন্যান্য অস্ত্র লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং চোরা দেরাজের নগদ টাকা ও অলঙ্কারপত্র লইয়া চম্পট দেয়।

শ্রীধাম-পরিক্রমা

শ্রীধাম অপ্রাকৃত স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সন্ধিনীশক্তি-প্রভাব হইতে শ্রীধাম কৃপা পূর্ব্বক এ প্রপঞ্চে প্রকটিত। আমরা যেন শ্রীধাম ও গ্রামকে এক বস্তু বলিয়া মনে না করি। গ্রাম গৃহমেধিগণের বসতিস্থল এবং বিষয়-কোলাহলে পরিপূর্ণ; আর শ্রীধাম শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদীয় জনগণের নিত্য বিহারস্থলী, কৃষ্ণ-কোলাহলে সর্ব্বক্ষণ মুখরিত। অসৎসঙ্গে বিষয়-কথায় ও দেহমনের আপাত-প্রিয়কর কথায় প্রমত্ত, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা আমরা আমাদের দেহসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনকেই নিজেদের মনে করিয়া সর্ব্বক্ষণ গৃহপরিক্রমা এবং গৃহের বিষয় চিন্তা করিতেছি, তৎফলে গৃহে আসক্তিপ্রযুক্ত আমাদের নিত্য মঙ্গলের পথে উদাসীন হইয়া অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করিতেছি। আমাদের এই দুঃখ দেখিয়া আমাদিগকে গৃহান্ধকূপ হইতে উদ্ধার-মানসে ত্রিকালদর্শী পরমকারুণিক আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম পরিক্রমা করিবার জন্য জগদ্বাসীকে শ্রীধামে আহ্বান করিয়া জীবের নিত্য-মঙ্গলোপায় 'শ্রবণং কীর্ত্তনং' প্রভৃতি নববিধা ভক্তি যাজনের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবই শ্রীধামকে প্রকাশ করিতে পারেন। আমরা যদি ধামপ্রকাশক আচার্য্যবরের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক তদানুগত্যে নিরপরাধে শ্রীধাম পরিক্রমা করি, তাহা হইলে আমরা পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ধামসেবাফলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের নিত্য সেব্য শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সেবা-যোগ্যতা লাভে সমর্থ হই।

শ্রীধাম পরিক্রমায় আমরা যে নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারি, অনন্ত কোটী যাগ, যজ্ঞ, দানাদি দ্বারা তাহার কোটী অংশের একাংশও লাভ হয় না।

বর্ত্তমানে শ্রীধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে, যদি আমরা অপরাধ-শূন্য হইয়া ধাম সেবা না করি, তাহা হইলে ধামাপরাধে পতিত হইব। সেই জন্য মহাজনগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য দশটী ধামাপরাধের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। (১) শ্রীধাম প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্য বোধ, (৩) ধামবাসী ও ধামভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয় চিন্তা ও বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধামসেবাছলে শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সঙ্গে জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধামসেবাছলে পাপাচরণ (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদ-জ্ঞান (৯) ধামমাহাত্ম্যে আবশ্যমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান, (১০) নবদ্বীপ ও ব্রজধামে ভেদজ্ঞান।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

তিনি সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক কলিযুগ-পাবনাবতারী মহাবদান্য; তিনি তৃণাদপি শ্লোকে চারিটী বাক্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র কৃত্য তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণুগুণ-সম্পন্ন হইয়া নিজে অমানী এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করাই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবগণকে ভবব্যাধিনাশক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনরূপ মহৌষধি প্রদান করিয়া মহাবদান্য। যাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দ-ধনে ধনী হইতে অভিলাষী, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিবেন। এই হরিনাম শ্রীহরি হইতে অভিন্ন; তিনি নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ-মুক্ত চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহ। এই হরিনাম জাগতিক শব্দ-সামান্য নহেন। এই হরিনামকে আল্লা, গড্, ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনঃকল্পিত উপাস্য বিগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য করিতে হইবে না। আভিধানিক শব্দগুলি আমাদিগকে যে প্রত্যভিজ্ঞান প্রদান করে, তাহা খণ্ড, অসম্পূর্ণ। সেই শব্দগুলি এবং তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তুগুলির মধ্যে মায়ার ব্যবধান আছে। শব্দগুলি কিছু বস্তু নহে; কিন্তু পরব্যোমে উদ্ভূত নাম, নামীর রূপ গুণ লীলা হইতে অভিন্ন।

জড় শব্দ আমাদিগকে জড়জ্ঞান ও জড়ানন্দ দিতে পারে, কৃষ্ণজ্ঞান বা কৃষ্ণানন্দ দিতে পারে না। কিন্তু শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে এই জড়কোলাহল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিগলিত কৃষ্ণকোলাহল শ্রবণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব অহরহঃ শতকণ্ঠ শত ভাগে কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। তিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানের মূলোৎপাটনকারী তৃণাদপি সুনীচ। তিনি বহির্ম্মুখ জীবের বা জগতের নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার, অসুবিধা ও নানা-প্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু। তিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে, প্রত্যেক বস্তুকে হরিকীর্ত্তন-প্রচাররূপ সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিয়া অমানী ও মানদ, তিনি জাগতিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বিষয়ী থাকিয়াও নির্ব্বিষয়। তিনি ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' মন্ত্রে নিত্য দীক্ষিত।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, নিরন্তর বিষ্ণুপূজার উপাসক আপনাকে চিৎকণ জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস জানিয়া জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য ও প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন তিনি কর্ম্মীর ন্যায় জড়োন্নতিবাদী বা রাবণের সিঁড়ি বাঁধার ন্যায় নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী নহেন। জগদ্গুরু গড্ডলিকার চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দেন না। তিনি জাগতিক কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ নহেন বলিয়া লোকের প্রশংসা বা নিন্দাতে সমদৃক্ ও অদোষদর্শী। লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, সামাজিক তাড়ন ভর্ৎসন, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতিতে উদাসীন থাকিয়া বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিনি শ্রৌত-পন্থায় জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানার্থ কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রমত্ত; সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই, ইহাই তাঁহার প্রচার্য্য বিষয়। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও হৃত্তর অভিলাষ নাই। শ্রীকৃষ্ণের নাম, স্বরূপ ও শ্রীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। এই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীনামের স্বরূপ ও নিজ স্বরূপ অবগত হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উদ্দিষ্ট নাম-সংকীর্ত্তন। যে কাল পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র দেহ-মনের স্মৃতি থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ের পরিমাণে দেহ-মনঃ-স্মৃতির শৈথিল্য-ক্রমে শ্রীনামপ্রভু জীবহৃদয়ে উদিত হন। তখন 'হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে শব্দরূপে নাম নাচেন অনুক্ষণ'। শ্রীনামের স্বরূপ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় জীবের শুদ্ধসত্ত্বে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে চিন্ময় নয়নে সেবোন্মুখ জিহ্বায়, শ্রবণোন্মুখ কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলা ইন্দ্রিয়গণে অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তিলাভ করেন। সেবাবিমুখ বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি জড় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের আভাসে সর্ব্ব পাপ ও সংসার-বন্ধন শিথিল হয়। তখন নামাভাসে মুক্ত হইলে জীব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের অধিকারী হয়। ভগবদ্ভক্তগণ অখিলরসামৃত-সিন্ধু শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

জড়জগতে আমরা 'রস' বলিয়া একটা জিনিষ দেখিতে পাই। এ রস আস্বাদনের বস্তু হইলেও ইহা নশ্বর হেয়; কিন্তু অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণে এই রস উন্নতোজ্জ্বল। এই রস পঞ্চবিধ। জড় রসের সহিত এই চিদ্রসের নিত্য বৈশিষ্ট্য আছে। জড় রস খণ্ড ও অসম্পূর্ণ, চিদ্রসের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন। কৃষ্ণ—রসো বৈ সঃ; এই চিদ্রস আত্মার চিন্ময় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; উহা জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। জড় রস নিত্যকাল স্থায়ী নয়, কিন্তু চিদ্রস বা কৃষ্ণপ্রেমরস জড় রসের ন্যায় বিকৃত হয় না। যে কাল পর্য্যন্ত আমরা শ্রেষ্ঠতর কৃষ্ণরসের রসিক না হই অথবা কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে জাতরুচিবিশিষ্ট না হই, সে কাল পর্য্যন্ত আমাদের জড় রস সম্ভোগে অনাস্থা বা ঔদাসীন্য উদিত হয় না। রসময় শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য পর্য্যবসিত। আমাদের নিজ সুখ নিমিত্ত কৃষ্ণের সেবা করা উচিত নয়। হৃষীকেশের হৃষীকতর্পণে আমাদের ইন্দ্রিয় নিযুক্ত থাকা উচিত। যত কিছু ভোগের সামগ্রী জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের ভোক্তা ও কর্ত্তা গোবিন্দ। সেবোন্মুখ রসনায় ও ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গ্রাহ্য। বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে শব্দের তাৎপর্য্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে যদি আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বিস্মৃত হই, তাহলে আমরা স্বার্থ-পূতিগন্ধময় বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত হব। তখন "রসোবৈ সঃ" কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত আর কিছু বস্তুর সেবা হইয়া যাইবে। অখিল-রসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি—হৃষীকেশ—গোবিন্দ। আমরা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলে অচেতনের সেবায় নিযুক্ত হইয়া অচিৎএ পরিণত হব। তখন চিন্ময় রস আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, জড় রসের বঞ্চনা দ্বারা আমাদের জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়ালু, তিনি আমাদিগকে জড় রস হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মমধু পান করাইবার জন্য প্রমত্ত করান। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার নামসংকীর্ত্তনে আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হইলে পর তিনি তাহাতে উদিত হন। (ক্রমশঃ)

সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়েছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার' 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈধভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ,' প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস,' 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সুমায়াধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাক্তপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম গৌরকৃপা তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পুস্তকাকারে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন; শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৫০ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোমা ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৫০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এক উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে দাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

সর্দ্দা আইনে দণ্ড

শিলং হইতে প্রকাশ, সর্দ্দা আইন লঙ্ঘন করিয়া একটি বিবাহ হওয়ায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের পিতামাতা এবং পুরোহিতদের প্রত্যেকের প্রতি ৫০ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়াছেন, পাত্রের ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

৭ জনের অপমৃত্যু

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ সীমান্ত প্রদেশে প্রবল শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত হইতেছে। ইহাতে শস্য ও ফলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

গত ১০ই মার্চ্চ পেশোয়ার সহরে একটী বাড়ীর পড়িয়া যাওয়ায় ৭ জন লোক জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

রেঙ্গুনে ডাকাতি ও নরহত্যা

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, মৌবীন হইতে দুইটি হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক স্থানে খাকী পোষাক পরিহিত পাঁচটি লোক সরকারী কর্ম্মচারীরূপে পরিচয় দিয়া ৪ঠা মার্চ্চ রাত্রে দুইজন গ্রামবাসীকে লইয়া যায়। দুই দিন পরে এই দুই গ্রামবাসীর মৃতদেহ দুই মাইল দূরের একটি জায়গায় পাওয়া যায়। তাহাদের দেহে দায়ের সাহায্যে আঘাতের চিহ্ন ছিল। আর এক স্থানে জনৈক ভারতীয় সাম্পান চালককে এক নদীর তীরে হত্যা করা হইয়াছে। কেন যে ইহাদের হত্যা করা হইল তাহা এখনও রহস্যাবৃত।

তুঙ্গু, মিনজিনা কেনজাদা, থায়েটমিও এবং থারাবডি হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বো তান নামক একজন বিদ্রোহী শান্তি মিশনের যুক্তির সর্ত্ত অনুসারে বিদ্রোহীদল ছাড়িয়া আত্মসমর্পণের জন্য থানার দিকে যাইতেছিল। পথে কয়েকজন বিদ্রোহী মিলিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। কারণ সে বিদ্রোহীদের আন্দোলন সম্বন্ধে সব কথা জানিত।

মহিলা খুন

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, দেরাদুনের জনামধন্য চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও জমিদার ডাঃ হরিশ্চন্দ্র এম-এ, পি, এইচ-ডি, কবিরাজের ৩৫ বৎসর বয়স্কা দানশীলা নারী শ্রীমতী উমা দেবীর নিকট বিগত পাঁচ বৎসর বাস করিতেছিলেন। ঐ নারীর হত্যা সম্পর্কে জড়িত আছেন এই সন্দেহে হরিশ্চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলের হাজতে প্রেরণ করা হয়। গত ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ নারী দেরাদুন হইতে অদৃশ্য হন, তাঁহাকে আর দেখা যায় নাই। তাঁহার চাকর রঘুবীর সিং কোতোয়ালী পুলিসের নিকট ১৩ মার্চ্চ তারিখে উপস্থিত হয়। প্রকাশ, সে হত্যা সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে।

প্রকাশ, রঘুবীর স্বীকার করিয়াছে যে, ঐ তারিখে সে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। সে আরও বলিয়াছে যে হত্যা করিয়া সে মৃতদেহটিকে বাক্সে পুরিয়া রেচপানার নদীর শুষ্ক গর্ভে প্রোথিত করিয়াছে। সে আরও প্রকাশ করিয়াছে যে, যাহারা তাহাকে ৫০০্ টাকা পুরস্কারের আশায় হত্যা করিতে প্ররোচনা দিয়াছিল, একমাস গত হইলেও সে পুরস্কার তাহারা না দেওয়ায় সে অবশেষে রহস্য প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছে। তাহার বর্ণিত কতকগুলি অভিযোগের জোরে ঐ ডাক্তার ও অপর তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিস রঘুবীরকে সঙ্গে লইয়া নদী গর্ভ হইতে কতকগুলি হাড় বাহির করিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া সে হাড় কোন যুবতীর বলিয়া বোঝা গিয়াছে।

এই গ্রেপ্তার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ২০ ধারা অনুযায়ী। সকলেই হাজতে আছে। ডাক্তারের বয়স ৪২ বৎসর।

খাদ্যাভাবে ৪ কোটি রুশিয়ান বিপদাপন্ন

মস্কোর সরকারী সংবাদে প্রকাশ, রুশিয়ার বিভিন্ন অংশে শস্যহানি ঘটায় ৪ কোটি লোক বিপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগকে সাহায্য করা আবশ্যক হইয়াছে।

বিপন্ন জিলাগুলিতে ১০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য পাঠাইবার আদেশ গত সপ্তাহেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রেলপথসকল একসঙ্গে অত মাল বহন করিতে পারিতেছে না এবং যে সকল জিলা বিপন্ন হয় নাই, তাহারা খাদ্যশস্য ছাড়িতে অনিচ্ছুক হওয়ায় উক্ত পরিমাণ খাদ্য শস্য ধীরে ধীরে পাঠান হইতেছে।

জমিদারগণের দুরবস্থা

সিরাজগঞ্জ সাবডিভিসনের জমিদারগণের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ে প্রত্যেক কিস্তীতে বহুসংখ্যক সম্পত্তি রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য পাবনা কালেক্টরীতে নীলামে উঠিতেছে—ইহাতেই তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। পাবনায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক দরবার হয়। তাহাতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘোষণা করেন যে বাকী রাজস্বের কিছু পরিমাণ প্রদত্ত হইলে কোন সম্পত্তি নীলামে উঠিবে না। প্রকাশ, সম্পত্তি দখল করিয়া বাকী কর আদায় করিতে চেষ্টা করায় জমিদারগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়েছে। তাঁহারা রাজস্ব বিষয়ের মত বাকী কর আদায়ে ঐরূপ সদয় ব্যবস্থার আশা করেন। জমিদারগণ কর আদায় বন্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া পাবনার কালেক্টারকে যে লিখিত আবেদন পাঠান, তাহাতে মনে হয়, কোন ফল হয় নাই।

আপোষে জাপানের ইচ্ছা

জাপানের পক্ষ হইতে চীন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটী মন্তব্য লিপি দিয়া বলা হইয়াছে যে, সংগ্রাম বন্ধ করিবার জন্য শীঘ্র পাকাভাবে আপোষ করা একান্ত প্রয়োজন এবং ৪ঠা মার্চ্চ জাতি সঙ্ঘের পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী আপোষের কথাবার্ত্তায় যোগ দিতে ও পরে জাপানী সৈন্যদল প্রত্যাহারের বিষয় আলোচনা করিতে জাপান প্রস্তুত আছে।

অবস্থার উন্নতি হওয়ায় পাঁচটি আমেরিকান ডেষ্ট্রয়ার ম্যানিলা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

জেলে বাজাজ সহধর্ম্মিণী পীড়িতা

ওয়ার্দ্ধা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা জানকী দেবী বাজাজ কুলিপুর জেলে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীযুত বাজাজের ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট সেক্রেটারী (খাস মুন্সী) শ্রীযুত মদনমোহন চতুর্ব্বেদী সম্প্রতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীযুত চতুর্ব্বেদী বলিতেছেন বাজাজজীর সহধর্ম্মিণী তলপেটের ব্যথায় প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ শয্যাশায়ী আছেন। তিনি খুব দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছেন, দুধ ফলের রসও হজম হয় না।

জননী কর্ত্তৃক কন্যা হত্যা

রঙ্গপুর হইতে প্রকাশ, ফুলছড়ি থানার এলাকাধীন রসুলপুর গ্রামের চিনু সেখের পত্নী নবজান বিবি নাম্নী জনৈকা মধ্য বয়স্কা স্ত্রীলোক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারানুসারে তাহার ৫ মাস বয়স্কা কন্যা দুর্গীতকে সুতীক্ষ্ণ দা'র দ্বারা হত্যা করিবার অপরাধে অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। উক্ত জজ স্পেশাল জুরীর সাহায্যে এই মামলার বিচার করেন।

আসামীর বর্ণনায় প্রকাশ, সে বিষম কষ্টে পতিত হইয়া এই দুষ্কার্য্য করে। ঘটনার পূর্ব্বে ৫।৬ দিন পর্যন্ত সে কোনরূপ আহার্য্য দ্রব্য পায় নাই। আরও প্রকাশ, আসামী ঘটনার অব্যবহিত পরে জনৈক প্রতিবেশী ও ঘটনার তদন্তের জন্য আগত পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করে।

৯জন জুরীদের মধ্যে ৭জন আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। বাকী ২জন ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারানুসারে আসামীকে দোষী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার জন্য সুপারিশ করেন। জজ অধিকাংশ জুরীদের মত গ্রহণ করিতে না পারিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারানুযায়ী আসামীর দণ্ডবিধানের জন্য মামলাটি হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। কিন্তু জজ ৫০০্ টাকার মুচলেকা ও ঐ পরিমাণ অর্থের জামিনে আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন।

চীন-জাপান সমস্যায় জাতি সঙ্ঘ

জেনেভা হইতে প্রকাশ, চীন জাপান সমস্যার জাতি সঙ্ঘের পরিষদের সিদ্ধান্ত ঘোষণার আকারে প্রকাশ করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। উক্ত ঘোষণায় কেলগ চুক্তি, জাতি সঙ্ঘের নিয়ম ও সন্ধিপত্র সকল সমর্থন করা হইবে, বয়কটের নিন্দা করা হইবে এবং চীন-জাপান যুদ্ধ থামাইবার ও জাপানী সেনার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিলের সদস্যগণ ও ছোট ছোট রাজ্যগুলির ৬ হইতে ৮ জন সদস্য লইয়া কমিটী গঠনের পরামর্শ দেওয়া হইবে।

উক্ত ব্যবস্থা সকল কার্য্যে পরিণত হইবার পর চীন-জাপান মনোমালিন্যের সমগ্র ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গোল টেবিল বৈঠক বসিবে।

মিঃ তায়াবজীর পেন্সন বন্ধ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বরোদার ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি মিঃ আব্বাস তায়াবজীর পেন্সনের টাকা বন্ধের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ তায়াবজী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায়, বরোদার সরকার এই আদেশ দিয়াছেন।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাপ্তাহিক হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

ভারতের পবিত্র মঙ্গল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১ম সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১৫ই মার্চ্চ

নানা কথা

চুচুড়ায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বিনকুলি গ্রামের সুলতান সেখের স্ত্রী বিবিজান তাহারণ বিবিকে হত্যা করার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২২ ধারা মতে চুচুড়ার দায়রা আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, আসামীকে সুলতান সেখ ৪ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে তাহার প্রথমা পত্নী ঊনবিংশ বর্ষীয়া তাহারাণ বিবিকে গৃহে লইয়া আসে। প্রথমে বিবিজান তাহারণের প্রতি ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তাহাকে স্বামীর স্নেহ লাভ করিবার চেষ্টায় বিরত থাকিতে বলে। ইহার পরে গত ৫ই জানুয়ারী রাত্রে সুলতান সেখের অনুপস্থিতির সময়ে বিবিজান একখানি দা দিয়া তাহারাণকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। শ্রীরামপুরের নিম্ন আদালতে প্রথমে বিবিজানের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারক তাঁহাকে অবশেষে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

চুচুড়ায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড

কাশ্মীরে রাজনৈতিক বন্দী

ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ীতে বোমা

মজঃফরপুরে শকট দুর্ঘটনা

জঙ্গলে পত্নী হত্যাকারী

ব্যবসায়ীদের প্রতি নোটিশ

মদের দোকানে অগ্নিকাণ্ড

পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড

তিনজন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

৬৬ হাজার টাকার জহরৎ চুরি

জুৎসী ভগ্নীদ্বয়ের কারাদণ্ড

পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা দাস ও শ্রীযুত ত্রিপুরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা দাসের বাজারে বক্তৃতা দিবার সময় গ্রেপ্তার হন। গত ৮ই মার্চ্চ তাঁহারা সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (২) ধারায় ও দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারার ৪ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উভয় ধারার প্রত্যেকটিতে তাঁহারা ২ শত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে অথবা আর এক বৎসর করিয়া, কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সেই দিনই তাঁহাদিগকে শ্রীহট্ট জেলে পাঠান হইয়াছে।

মফঃস্বলে প্রচার কার্য্যে যাইবার সময় গত ৯ই মার্চ্চ শ্রীযুত কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তী করিমগঞ্জ রেলষ্টেশনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী দাস, বিনঙ্গাগর্গা কর ও শ্রীযুত স্বদেশরঞ্জন পাল কংগ্রেসের কার্য্য সম্পর্কে বিয়ানী বাজারে গ্রেপ্তার হন; গত ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে তাঁহাদিগকে এখানে আনা হইয়াছে, ১৪ই তারিখে তাঁহাদের মামলার দিন।

স্থানীয় কংগ্রেসের অধিনায়ক বলিয়া কথিত শ্রীযুত সুবোধ কুমার রায় শ্রীযুত মুকুন্দরঞ্জন রায়চৌধুরী স্বদেশরঞ্জন দত্ত ও সুরেন্দ্র চন্দ্র সরকার ঐ দিবস প্রাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে হাজতে পাঠান হইয়াছেন।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বদরপুর কংগ্রেসের অধিনায়ক কাপ্তেন দেবেন্দ্রনাথ দত্ত আর ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক সহিত বদরপুর থানার ঘরের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। পুলিস পতাকা নামাইয়া লইয়াছে। তাহাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ব্যবসায়ীদের প্রতি নোটীশ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মিসেস হংস মেহতার আত্মীয় শ্রীযুত এন এম রাইজীকে গত ১০ই সন্ধ্যাকালে সঙ্কটশক্তি আইনানুসারে সস্ত্রীক গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে বাইকুল্লা জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

সেই ২ জন জহরের দোকানদার গত রাত্রিতে গ্রেপ্তার হন, গত ১০ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের উপর সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্সের এই মর্ম্মের আদেশ দেওয়া হয় যে, হরতালের জন্য তাঁহারা যেন তাঁহাদের দোকান বন্ধ না করেন। প্রকাশ, গত ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের দোকান বন্ধ ছিল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	শ্রীমায়াপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	শ্রীমায়াপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	মানভূম
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট. পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৃত্তনর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীচিদ্ঘনদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী. সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এলালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অক্ষয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীধাম-পরিক্রমা

শ্রীপাদ নেমি মহারাজের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, অবিদ্যাহরণ নাটমন্দির
কাল— সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমার দিবস

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আজ শ্রীধাম পরিক্রমার প্রথম দিবস। আমরা সকলে শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যদেবের সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের আনুগত্যে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। কিন্তু অনেকেই শ্রীঅন্তর্দ্বীপের বিষয় অবগত নহি। বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ অভিন্ন মথুরাপুরী এই অন্তর্দ্বীপ (শ্রীধাম-মায়াপুর) আত্মনিবেদন ক্ষেত্র। এই শ্রীধাম-মায়াপুরে নন্দনন্দনাভিন্ন নদীয়া-শশধর শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবকুলকে পরমশান্তি লাভের একমাত্র উপায় হরিনাম-সংকীর্ত্তন নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা পরীক্ষা করিতে গিয়া অবশেষে নিজের দুরাকাঙ্ক্ষার বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া ক্ষমা যাচ্ঞা করত তাঁহার দাস হইয়া ঐ অভয় পাদপদ্ম সেবা করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে তাঁহার গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবার আন্তরিক মুখ্য উদ্দেশ্য এই শ্রীধামে ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম অন্তর্দ্বীপ হইয়াছে।

নিত্যানন্দাভিন্নস্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আজ আমাদিগকে সেই শ্রীধাম-পরিক্রমার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কোটী জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে আমরা সকলে সেই গৌরনিত্যানন্দের কোটীচন্দ্র-সুশীতল অভয় অশোক পদাম্বুজে স্থান লাভ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকুলকে যে অমূল্য দান দিয়াছেন, সে দানের সহিত অন্য কোন দানের তুলনা হইতে পারে না। হরিশ্চন্দ্র রাজার দান, দাতাকর্ণের দান, দধীচির আত্মদান প্রভৃতি তো বহু দূরের কথা— অতি সামান্য কথা, ভগবান্ রাম নৃসিংহাদি অবতারে, দ্বাপরে কৃষ্ণাবতারে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যাবতারে শ্রীচৈতন্যদেবের দান তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অবতারে তিনি রাবণ, কংস প্রভৃতিকে নিধন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু এই গৌরাবতারে তিনি অসুরগণকে নিধন না করিয়া নাম-প্রেম প্রদানপূর্ব্বক অসুরের অসুরত্ব ধ্বংস করিয়া অপার দয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

হতভাগ্য আমরা এরূপ মহাবদান্য-অবতারের এত অজস্র কৃপারাশি লাভের সুযোগ পাইয়াও তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছি না— সর্ব্বক্ষণ মায়ার সেবায় ব্যস্ত রহিয়াছি। সেইজন্য কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

সংসার বাজিলে শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলে সাধুর কথা।
ইহ পরকাল দু'কাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা॥

সাধু ও শাস্ত্র আমাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য আরও বলিয়াছেন,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টা, অন্যান্য বহির্যোগাদি ইতর চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখ হইতে ভগবানের লীলাকথা হরিকথা কায়মনোবাক্যে শ্রবণ করি, তাহা হইলে অজিত ভগবানকে আমরা জয় করিতে পারি বা আমরা তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত [illegible] উদ্ধারের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমরা এই নিত্যমঙ্গলপ্রদ পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমাদের সংসারাসক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং আমরা আমাদের 'একমাত্র কর্ত্তব্য গুরু-বৈষ্ণব-সেবা' ত্যাগ করিয়া অকর্ত্তব্যকেই কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাহাতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি এবং নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া অমঙ্গলকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছি।

যাহাতে আমরা আর ঐরূপ অমঙ্গলের হাতে না পড়ি, তজ্জন্যই পরদুঃখদুঃখী শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যবরের এত আপ্রাণ চেষ্টা বা নাম-প্রেম-প্রদানলীলা।

মহানুভবগণ আপনারা আজ সেই মহাপুরুষের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আগমন করিয়াছেন। শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী আপনারা সকলেই আমার নমস্য। আপনারা আমায় কৃপা করুন, যাহাতে আমি আপনাদের কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়দয়ার কথা ও গুরুবর্গশ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কিছু শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের প্রকটবাসরে ব্যাস-পূজা উপলক্ষে শ্রীল প্রভু-পাদের পাদপদ্মে পতিতাধমের

পুষ্পাঞ্জলি

আজকে আমার পরম দয়াল
গুরু-পূজার দিন।
নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে আমি
মায়া-সেবায় লীন॥
কতই সুখের আশার স্বপন
দেখ্‌তেছিনু শুয়ে।
রঙ্‌ বেরঙের মোহন ছবি
ভরিয়ে ছিল হিয়ে॥
এই রূপেতে দুর্লভ জনম
যাচ্ছিল মোর ব'য়ে।
ভেঙ্গে দিলে মোহের নিদ্রা
নিতাই সেবক গিয়ে॥
অভাগা আর ঘুমোস নারে
শীঘ্র আয়রে ছুটে।
যদি জনম করবি সফল
নিয়ে যাওরে লুটে॥
অভয় অশোক নিতাই চরণ
নাইরে কোন ভয়
একটী কণা চরণ-রেণুর
অমৃত মৃত্যুঞ্জয়॥
তোমার ব'লতে যা আছে ভাই
সাজিয়ে সাজি ভ'রে।
পূজবে আজ নিতাই-চরণ
অর্ঘ্য দাওরে ধ'রে॥
জগদ্‌বাসী পূজছে আসি'
জগদ্‌গুরু-পদ
যার যা আছে দেয় অঞ্জলি
লভে পরম পদ॥
সবার ভাগ্য দেখে আমার
আক্কেল হ'ল মনে।
আমিও যাই, পূজি চরণ
(কেন) বঞ্চিত হই ধনে॥
ছুটে এসে ভাঙ্গা কুঁড়ের
দেখ্‌ছি খুঁজে পেতে।
চোখের জলে হাত্‌ড়ে মরি
নাই যে কিছু তা'তে॥
ভোগের নেশায় মাতাল হয়ে
ঘুমিয়ে পড়ি যবে।
সেই ফাঁকেতে চোর ডাকাতে
নিয়েছে মোর সবে॥
সিন্দুক মাঝে যা ছিল মোর
ছয় ডাকাতে জুটে।
এক রাখেনি কাণা কড়ি
নিয়েছে সব লুটে॥
তাতেও তারা হয়নি শান্ত
ভ্রান্ত আমায় জেনে।
জুড়েছে তাই কলুর পাকে
মরছি ঘানি টেনে॥
আর যে আমার নাইরে সময়
বেলা গেলরে ব'য়ে।
কখন পূজ্‌ব নিতাই-চরণ
কাঁদি হতাশ হ'য়ে॥
ধন জন মোর কিছুই নাইকো
পূজ্‌ব দিয়ে কিবা?
অবিদ্যাতে মুগ্ধ আমি
কিসে ক'রব সেবা॥
মনটা আমার বড়ই পাজি
থাকে মায়ার দ্বারে।
দেহের কাঁধে জোয়াল চাপা
ম'রছে সদা ঘুরে॥
গণ্ডি ছেড়ে যাবার শক্তি
নাইকো আমার ভাই।
পিঠের পরে পাষাণ রূপে
অনর্থ চাপা তাই॥
পিছন ফিরে করুণস্বরে
ডাকি কাতর হ'য়ে
প্রসন্ন হও গুরু-চরণ
দীনের প্রতি চেয়ে॥
পতিতের এই পুষ্পাঞ্জলি
দিলাম শ্রীচরণে।
পতিত-পাবন করুন্ কৃপা
পতিতাধম জনে॥
পূজছে যারা রাতুল চরণ
সকল ধন দিয়ে।
উড়িয়ে নিশান বাজিয়ে বিষাণ
চল্‌লো তারা ধেয়ে॥
বুঝ্‌ব এবার কৃপা তোমার
ওহে সারাৎসার।
(যদি) পতিত জনে কৃপা দানে
করহে উদ্ধার॥
ভজন পূজন নাইকো আমার
নাই ভকতি-লেশ
জ্ঞান-কর্ম্ম বিহীন আমি
দুঃখ ভর অশেষ॥
ভরসা আমার একটী মাত্র
হে করুণা-নিদান।
বেদ-বিহিত অহৈতুকী ঐ
কৃপারেণুর কণ॥
ঐ যে চরণ পবিত্র ধন
এ নীচ দুরাশয়।
পরম পদে কেমন ক'রে
লভিবে আশ্রয়॥
আকুল প্রাণে কেঁদে কেঁদে
ডাকে পতিত হায়।
নামটী তোমার পতিতপাবন
বিখ্যাত সংসার॥

জনৈক পতিতাধম দাসানুদাস

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্যনির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিপদিক, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রাতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়সম্বরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; একত্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-আরম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৫০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷০।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ত্রোম রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৫০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত মূল ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তিনজন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, দাবাবাজার অঞ্চল, জাভেরী বাজার, মঙ্গলদাস বাজার, মসজিদ [illegible], চাউল এবং পাইকারীর বাজারের সমস্ত দোকান গত ১১ই মার্চ বন্ধ ছিল। দাবাবাজারের একজন ব্যবসায়ীকে গত ১০ই মার্চ রাত্রিতে এবং দুইজন ব্যবসায়ীকে গত ১১ই মার্চ প্রাতে সঙ্কটশক্তির অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মুলজী জেঠা বাজারের দ্বার যদিও খোলা ছিল, কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। শেয়ারের বাজার নামে খোলা ছিল, কিন্তু সেখানেও কোন কাজ হয় নাই। [illegible] কেহই এক্সচেঞ্জ হলে যান নাই। বহু ব্যক্তি বাহিরে দাঁড়াইয়া [illegible] করে।

প্রকাশ, দাবাবাজারের তিনজন ব্যবসায়ীকে হরতাল প্রভৃতি পালন না করিবার জন্য [illegible] ষ্ট্রীট থানায় গিয়া পুলিশ কমিশনারের নোটিশ আনিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সে আদেশ পালন করেন নাই বলিয়া ধৃত হইয়াছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেল, যদিও ৮০জন বড় ব্যবসায়ীকে পুলিশ কমিশনারের নোটিশ দিবার কথা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র কয়েক জনকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য দোকানিদের [illegible] এবং যে সকল মালিককে না পাওয়ায় নোটিশ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। নোটিশ পাইয়া [illegible]

কয়েকজন লোক শেয়ার মার্কেটের বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

কাশ্মীরে রাজনৈতিক বন্দী

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, সেন্ট্রাল জেলে উপস্থিত মোট [illegible] জন রাজনৈতিক বন্দী এবং [illegible] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্পর্কে দণ্ডিত [illegible] বন্দী আছে। সকল বন্দীর প্রতি [illegible] দুর্ব্যবহার করা হয়। [illegible] যে [illegible] বিবরণ পাওয়া গিয়াছে [illegible] দ্বারা উহার প্রতিবাদ করা হইতেছে।

শ্রীপ্রকাশ গ্রেপ্তার

বেনারস হইতে প্রকাশ, প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিনায়ক শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশকে গত ১১ই মার্চ প্রাতে তাঁহার বাটি সেবাশ্রমে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন।

৬৬ হাজার টাকার জহরৎ চুরি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১০ই মার্চ রাত্রিতে ছোট উদয়পুরের মহারাজের বালকেশ্বর রোডের বাসভবন হইতে ৬৬০০০ টাকা মূল্যের জহরৎ অপহৃত হইয়াছে। স্নানের ঘরের একটী জানালা দিয়া ডাকাতগণ প্রাসাদে প্রবেশ করে। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

কটকে ডাকাতি

কটকে হইতে প্রকাশ, গত ৬ই তারিখে ভারত সেবক সমিতির শ্রীযুত লক্ষ্মী-নারায়ণ সাহু এম, এর বাটিতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা নগদে ও অলঙ্কারে ২ হাজার টাকা লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা কুঠারের সাহায্যে দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পুলিশ কাঠজুড়ী নদীর তীরে কতকগুলি জিনিষ পাইয়াছে কিন্তু কাহাকেও এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মজঃফরপুরে শকট দুর্ঘটনা

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, গত ৯ই মার্চ সন্ধ্যাকালে তিরহুট টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের নিকটে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী হঠাৎ উল্টাইয়া যায়। কিন্তু উহার মহিলা আরোহীরা আশ্চর্য্যজনক ভাবে রক্ষা পাইয়াছেন।

অশ্ব হটাৎ ভীত হইয়া পড়ায় গাড়ীখানি সবেগে একটী গভীর খাদের মধ্যে পড়িয়া যায়। ফলে উহা চুরমার হইয়া গিয়াছে।

গাড়ীর আরোহীরা সকলেই মহিলা, তাঁহাদের মধ্যে কেহই আঘাত প্রাপ্ত হন নাই।

রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, সংশোধিত শাসন বিধি স্থগিতের সম্ভাবনায় কাউন্সিলের আদেশে ডাবলিনের কারাগার হইতে ২০ জন রাজনৈতিক কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য পূর্ব্ববর্তী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত সামরিক আদালতে তাঁহারা দণ্ডিত হন। বন্দীরা মুক্তি পাইলে বিরাট জনতা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করে, আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা রঞ্জিত মোটর গাড়ী তাঁহাদিগকে লইয়া বিভিন্ন রাজপথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

জুৎসী-ভগ্নী-দ্বয়ের কারাদণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, মিস্ জনক-কুমারী জুৎসী এম এ ও মিস শ্যামকুমারী জুৎসী বি, এ, সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্সের ২১ ধারা অনুসারে এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড অথবা আরও এক মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে এ শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত নারায়ণদাস ও ভগবান দাসকে ২ হাজার টাকা হিসাবে জামীন দিতে অথবা এক বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড গ্রহণ করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

সাংহাইএ মীমাংসার কথা

সাংহাই হইতে প্রকাশ, জাপানের পত্রের উত্তরে চীন সরকার জানাইয়াছেন যে, জাতি-সঙ্ঘের পরিষদে গত ৪ঠা মার্চ যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, চীন সেই অনুসারে জাপানের সহিত সন্ধির কথা-বার্ত্তা কহিতে প্রস্তুত। তবে কথাবার্ত্তা কেবল পাকাপাকিভাবে যুদ্ধ-বিরতি এবং বিনা সর্ত্তে জাপানী সেনার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার সম্বন্ধেই হওয়া আবশ্যক।

চীনের এক উত্তর অনুসারে ১১ই মার্চ সন্ধি বৈঠক বসাইবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ব্যবস্থাটা পরে আবার বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চীনের বৈদেশিক আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ কারণ প্রদর্শন করিতেছেন যে, জাপানীরা এখনও কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য প্রস্তুত নয়।

অলঙ্কার লোভে বালক হত্যা

কানপুর হইতে প্রকাশ, গত তিন দিন হইতে মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিত একটী চার বৎসরের বালককে পাওয়া যাইতেছিল না। গত ১০ই মার্চ্চ পুলিস খানাতল্লাস করিয়া জব্বর নামক এক ব্যক্তির বাটীতে সেইগুলি পাইয়াছে। কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, বালকটিকে সেই বাড়ীর মধ্যে গলা টিপিয়া মারিয়া, সেই খানেই সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

জঙ্গলে পত্নী হত্যাকারী

লাহোর হইতে প্রকাশ, পুলিস একটী ট্রাঙ্ক হইতে একটি রিভলভার প্রাপ্ত হইয়াছে। নুর আলম নামক যে ব্যক্তি তাহার পত্নীকে হত্যা করে, সেই উক্ত ট্রাঙ্কটি এক গ্রামে তাহার জনৈক বন্ধুর গৃহে রাখিয়া গিয়াছিল। উক্ত হত্যা ব্যাপারে ঐ রিভলভারটি ব্যবহৃত হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় নাই। পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, লাহোরের সন্নিকটে এক জঙ্গলের মধ্যে খদ্দর পরিহিতা নুর আলমের পত্নীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার শরীরে পাঁচটী গুলীর আঘাতের চিহ্ন ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ীতে বোমা

গত ২২শে জানুয়ারী হাওড়া আমতা লাইট রেল পথের শান্তিহাল ষ্টেশনের নিকট যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে ধৃত ডাক্তার প্রেমতোষ বসু, তারকনাথ নাগ এবং অপর দুইজনকে শনিবার হাওড়ার মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করা হয়। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ঐ দিন হাওড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সেলুনে আমতা যাইতেছিলেন এবং শান্তিহাল ষ্টেশনের নিকট তাঁহার সেলুনের দ্বারের ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট আহত হন নাই।

উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের সকলকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

মদের দোকানে অগ্নিকাণ্ড

শিলচর হইতে প্রকাশ, গত ৮ই মার্চ্চ প্রত্যুষে একটা অগ্নিকাণ্ড বাধে। তাহার ফলে দেশী মদের দোকানের করগেটেড টিনের ঘর সম্পূর্ণ পুড়িয়া গিয়াছে।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, প্রত্যুষে অর্থাৎ পূর্ব্বদিন রাত্রিতে প্রায় ২॥টার সময় কয়েকজন লোক বাহির হইতে দোকানের সকল দ্বারের শিকল তুলিয়া দেয়। তাহার পর দেওয়ালে পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। যখন অধিকাংশ ঘর জ্বলিয়া উঠে, তখন দোকানের লোকজনের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাহারা অনেক চেষ্টার পর খানিকটা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে সমর্থ হয়। পার্শ্বস্থ আর ৪টি বাড়ীও পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার টাকা।

চৈদ— অগ্রহায়ণ

Reg No C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৩৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ২৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২ম সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম, মায়াপুর— ৩রা চৈত্র বুধবার ১৩৩৮, ১৬ই মার্চ্চ

কারাগারে গান্ধীজী

সার্জ্জেণ্টের আত্মহত্যা

বোম্বায়ে লোমহর্ষণ কাণ্ড

গ্রামে বোমা বর্ষণ

স্বামী এবং স্ত্রীর সহমরণ

চারুশীলা দেবীর কারাদণ্ড

ঢাকায় কুমারী শান্তি ঘোষ

যমুনালাল বাজাজের মুক্তি

মালব্যজীর তার

সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও 'বসুমতী'

গান্ধীজীর পৌত্র গ্রেপ্তার

নানা কথা

কারাগারে গান্ধীজী

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমেদাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, গান্ধীজী বেশ সুস্থ আছেন। তিনি সুতা কাটায় ও পুস্তকপাঠে অনেক সময় ব্যয় করেন; তিনি কিছু সময় ভ্রমণেও অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ক্লান্ত অনুভব করিলে তিনি বিশ্রাম করেন। তিনি তখন দুগ্ধ পান করেন না। তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখায়।

বোম্বায়ে লোমহর্ষণ কাণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে সেসুন কোম্পানীর একটা রঞ্জন কারখানা আছে। গত ১১ই মার্চ্চ ঐ কারখানায় এক ভীষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে কারখানার তিনজন শ্রমিক তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং ১০ জন আহত হয়। তন্মধ্যে একজন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, দালানে রং উঠাইবার বিভাগ অবস্থিত সেই দালানের একটা দেওয়াল হঠাৎ ধ্বসিয়া বাষ্পের চুল্লীর সঙ্গে যুক্ত ঘূর্ণায়মান চক্রটির উপর পতিত হয়। চুল্লীটি ফাটিয়া যাওয়ার ফলে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটে। অবিলম্বে দমকল তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সাহায্য প্রদান করে।

আহতদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

স্বামী এবং স্ত্রীর সহমরণ

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, বর্দ্ধমান জেলার এলাকাধীন তাঁহার খাস্তরা থানার অন্তর্গত বনপাশ কামারপাড়ার পটামণ্ডলপাড়া গ্রামের মণীন্দ্রচন্দ্র মণ্ডলের স্ত্রী কালাজ্বরে মাসাবধি ভুগিতেছিলেন, তিনি ২২শে ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করেন। মণীন্দ্রচন্দ্র মণ্ডলও তখন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন;

তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া বলেন, যে আমি উহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনিও প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দেহত্যাগ করেন। এই সংবাদ পাইয়া গ্রামস্থ ভদ্র মহোদয়গণ ও তাহার পুত্র উভয় মৃতদেহ একই খাটে পাশাপাশি শোয়াইয়া শ্মশানে লইয়া যান এবং একই চিতায় উভয়কে মহাসমারোহের সহিত সৎকার করেন।

ঢাকা জেলে কুমারী শান্তি ঘোষ

মিঃ ষ্টিভেন্স হত্যা মামলার রায়ে দণ্ডিতা কুমারী শান্তিসুধা ঘোষকে গত রবিবার মেদিনীপুর হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে সংবাদ পাইয়া তাঁহার কয়েক জন আত্মীয় শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শান্তির নিকট তাহারা জানিতে পারেন যে মেদিনীপুরে জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতি বেশ ভাল ব্যবহারই করিতেন। ষ্টেশনে কুমারী শান্তি ঘোষকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গিয়াছিল।

সার্জ্জেণ্টের আত্মহত্যা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১১ই মার্চ্চ এখানে আর একটি ভীষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই পুলিশের সার্জ্জেণ্ট হামিদ খানকে মৃত অবস্থায় তাহার কক্ষে পাওয়া যায়। তাহার দেহে গুলীর আঘাত ছিল। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইলে অল্পক্ষণ পরে সে সেখানে মারা যায়। ইহা আত্মহত্যার ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হইতেছে। তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীধাম-পরিক্রমা

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, আবিষ্কারণ নাটমন্দির
কাল—সন্ধ্যা ৭॥০ হইতে ৯॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত

আজ শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস। গতকল্য আপনারা সাধুগুরুর আনুগত্যে আত্মনিবেদন ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা করেছেন এবং অদ্য শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সাধুমুখে সর্ব্বানর্থবিনাশক, নিত্যমঙ্গলপ্রদ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করবার জন্য এই আবিষ্কারণ নাটমন্দিরে সমবেত হয়েছেন। সাধুমুখে চেতনময়ী হরিকথা কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে শ্রবণ ব্যতীত আমাদের নিত্য মঙ্গলের উপায় নাই; কিন্তু শ্রবণ করবে কে এবং কি ভাবে শ্রবণ করতে হ'বে একথা আমরা অনেকেই জানি না। সাধু বলেছেন, আমি [illegible] আমার [illegible] 'ভোগোন্মুখ হৃদয়ে [illegible] আমার মঙ্গল হবে না। [illegible] ভুলে যাবো। নিজের অভিমান ত্যাগ ক'রে শুনতে হ'বে। গুরুপাদপদ্মে নিবেদন ক'রে বিনীত [illegible] ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে শ্রবণ করতে আমার বিচারটা প্রবল করতে হবে। আমি কে, আর আমার কি বা কে, এ বিষয় সুষ্ঠুভাবে সাধুর নিকট পরিপ্রশ্ন ক'রে সেবাবুদ্ধি নিয়ে জানতে হবে। আর তা না ক'রে বিচারহীন হ'য়ে যদি ক্ষণিক মানসিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হ'য়ে শ্রবণের অভিনয় করি, তা'হলে আমার কিছু মঙ্গল হবে না, তাতে লোকদের কিছু [illegible] হ'তে পারে মাত্র। তাই [illegible] আত্মনিবেদন শ্রবণের অত্যাবশ্যক।

যে পর্য্যন্ত আমি নিজেকে নিজে চিনতে না পারবো, যে পর্য্যন্ত আমি গুরুকৃপায় জানতে না পারবো যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের, আর কারও নই, কৃষ্ণই আমার সব, আর আমার কেউ নাই, এই আত্মস্বরূপের বিচারটা যে পর্য্যন্ত প্রবল না হ'বে, যে পর্য্যন্ত আমি শতকরা শতভাগ ভগবানের সেবা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা বিশিষ্ট না হ'ব, ততদিন আমার আশা মিটবে না, সেবা হবে না; কেবল পণ্ডশ্রম হবে মাত্র। তাই শাস্ত্র বলছেন যে, যিনি সাধুগুরুর পাদপদ্মাশ্রিত নিষ্কপট আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন সেই [illegible] শ্রবণের অধিকারী। কোন জিনিষ সেলাই করতে হ'লে সূতাতে একটী গ্রন্থি দিয়ে সূচের সাহায্যে সেলাই করতে হয় আর গ্রন্থি না দিলে সূতাটী প্রত্যেকবারেই খুলে যায়, সেলাই হয় না, সেইরূপ আমরা যদি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করি, 'কৃষ্ণ তোমার হ'লাম'—এই অন্তরের সহিত না বলি, তা'হলে আমাদের সেবা হবে না—সব অসুবিধা অনর্থ এসে আমাদের সর্ব্বনাশ করবে।

নিষ্কিঞ্চন হ'তে হবে। আমার কিছু আছে বললে কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যাবে না। ভগবানকে সর্ব্বস্ব দিতে হবে। সব দিয়ে অধীন হ'য়ে তাঁর ইন্দ্রিয়তর্পণে চেষ্টাযুক্ত হ'তে হবে। যেমন আমার একটু কম হ'লে অর্থাৎ পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির সেবায় যদি একটুও বাধা উপস্থিত হয় তা হলে সেবা হবে না; [illegible] সে জীবন জীব পাবে না।

আমরা আনন্দ চাই সকলেই। কিন্তু [illegible] আনন্দ খুঁজি ব'লে আনন্দ [illegible] আনন্দ একমাত্র আনন্দময় নিত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই পূর্ণ মাত্রায় আছে। তার বিচ্যুতি নাই। আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা বঞ্চিত ব'লে আমরা অশান্ত।

শ্রীকৃষ্ণসেবা বঞ্চিত আমরা আমাদিগকে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করবার জন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই আত্মপ্রদান লীলা। কৃষ্ণসেবার জন্য তিনি যে সুযোগ দিয়েছেন, কোন আচার্য্যে কেহ কখনও এমন সুবর্ণ-সুযোগ দেন নাই।

প্রত্যেক জীবকে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে সেবা দান করিবার সুপ্রণালী আমরা আর কোন মহাজনের প্রচার-প্রণালীতে দেখি নাই।

মনুষ্যজন্ম সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ ও পরমার্থপ্রদ এবং এই জন্মেই সাধুগুরুকৃপায় আমরা সেবাসৌভাগ্য লাভ করতে পারি, এ জন্মে হরিভজনই করতে হবে আর কিছু করতে হবে না। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে এ জন্মের সার্থকতা করতে হবে একমাত্র পরদুঃখদুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে আমাদিগকে নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিচ্ছেন।

আমরা যেন এই অভিন্ন মহাজনের উদ্দেশ্য ও অমন্দোদয়া দয়ার কথা ভুলে না যাই, ইহাই আপনাদের নিকট আমার সকরুণ প্রার্থনা।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ)

'শ্রীমায়াপুরধামস্য নির্দ্দেষ্টা সজ্জনাগ্রণীঃ।'

যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা অনুসারে শ্রীমায়াপুর ধামকে মাদৃশ বহির্মুখেরও গোচরীভূত করিয়াছেন, সেই গৌর-নিজজন পতিতপাবন পরম দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে কোটী কোটী দণ্ডবৎপ্রণতি বিধান করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-ধামের পুনঃপ্রকটনকারী শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচারকারী শ্রীরূপের দ্বিতীয় স্বরূপ। শ্রীমায়াপুর ধাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য বিহারস্থলী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা ও অপ্রকট লীলায় বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলাও নিত্য ও স্বতন্ত্র। প্রকটলীলা নিত্যা হইলেও বহির্মুখের নিকট অনিত্যাদৃশা প্রতীয়মান। ইহাই প্রকট লীলার বিশিষ্ট নিজস্ব চমৎকারিতা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ধন্য কলিযুগে মাদৃশ বহির্মুখেরও প্রকটলীলার মহৌদার্য্য-রস সেবনের সৌভাগ্য সুলভ হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলা আবিষ্কৃত হইবার পরে শ্রীগৌরাঙ্গধাম ও শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদগণের প্রতি কলিজীবের শ্রদ্ধা ক্রমে শিথিল ও বিকৃত হইয়া পড়িতেছিল।

'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

—এই মহাজন বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণের পরিবর্ত্তে অপ্রকট-লীলা ও প্রকট-লীলার বৈশিষ্ট্য অস্বীকৃত হওয়ায় ভীষণ অপরাধের আবাহনই অনুষ্ঠিত হইতেছিল। এ বিধ অপরাধের কবল হইতে অনর্থযুক্ত জীবের উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এই প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গধাম অদ্যাপি প্রকট রহিয়াছেন, এই পরম মঙ্গলময় রহস্য তিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুইটী অবতার তাঁহার অপ্রকট-লীলার উত্তরকালে পুনরায় প্রকটিত হইবেন। তন্মধ্যে একটি—নাম ও অপরটী—অর্চ্চা অবতার। ভগবদ্বিগ্রহ ও ভগবন্নাম ভগবান হইতে নিত্য অভিন্ন অর্চ্চা অবতার শাস্ত্রের প্রমাণে সম্ভব। নামের অবতারও তদ্রূপই সম্ভব।

অর্চ্চা অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। অর্চ্চা অবতার প্রকটাপ্রকট উভয় তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট, সর্ব্বমঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন লীলা বিস্তারকারী এবং বদ্ধজীবের অখিলকল্যাণ-বিধানকারী ভগবদাবির্ভাব সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গধামে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া অর্চ্চা-রূপে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় বদ্ধজীবের নয়ন-পথের গোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌর-গদাধর অঙ্গ ও উপাঙ্গ এবং পার্ষদগণসহ শ্রীনামরূপে পুনরায় প্রকট হইয়াছেন।

একমাত্র যুগধর্ম্ম কীর্ত্তনের অঙ্গরূপে অর্চ্চনার এক অপূর্ব্ব সুষ্ঠুতা লাভ করিয়াছে। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এই অবতারদ্বয়ের আবাহনকারী মুকুন্দের পরমপ্রেষ্ঠ মহান্তগুরুরূপে জগতের ভাগ্যে উদিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী এই ঘোর নাস্তিক্যযুগে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট ও অপ্রকট লীলার একত্ব ও নিত্যত্ব প্রমাণকারী। তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা অপ্রকট হইয়া প্রকটাপ্রকট উভয় লীলার পূর্ণ তাৎপর্য্য লাভ করেন। যেরূপ গৌরাবতার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরীয় লীলা, ধাম ও পরিকরগণসহ পুনঃ প্রাকট্য লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ গৌরাঙ্গের প্রিয়তম নিজজন শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী কর্ত্তৃক ধাম ও পরিকরসহ শ্রীগৌরলীলার পুনঃ-প্রাকট্য সাধিত হইয়াছে।

যাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরের প্রাকট্য-সংবাদে দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহারাও নিজেদের ক্ষুদ্র লৌকিক স্বার্থকে প্রকৃত এবং ভাবী অনর্থ উপলব্ধি করিয়া মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর অপেক্ষাও অধিকতর বদান্য গৌর নিজজনগণের কৃপায় ঔদার্য্য গুণের [illegible] স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরের সেবায় আত্মনিয়োগ দ্বারা অচিরেই স্বকৃত মহা অপরাধ হইতে মুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

অতএব সজ্জনগণ, আপনারা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজীর মনোভীষ্ট পূরণকারী বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিয়া নিজ আচরণ দ্বারা সমগ্র বিশ্বে শ্রীধাম নবদ্বীপের অলৌকিক মহিমা প্রচারকার্য্যে ব্রতী হউন। আপনাদের সেবা দ্বারা অচিরে বঙ্গদেশের, সমগ্র ভারতের, সমগ্র বিশ্বের একমাত্র পরম নিত্য-কল্যাণ সাধিত হউক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী আপনাদের আশা-লতিকাকে বিস্তার করুন—

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হউন।

ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের মালিন্য দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রমবর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন প্রারম্ভে গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্র ব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় বাণী পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরম-শিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিগুর্ণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উচ্চারণের নিয়ম ও নিরপরাধবিচার' গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ,' প্রেমরুরুক্ষুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের ভাবনা', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'বর্ণব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক-তত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস,' 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃন্যাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্ত্বত-স্মৃতি বিধি ও শ্রীশ্রীপাদ', 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'সেবাত্রে উদাসীনতাদেব প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান – ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়ের তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৭৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের গাদ্যব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এতদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৶০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্ত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—ব্রহ্ম—শক্তি—ভগবৎপ্রেম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকণ্ঠ এম. এস. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৩৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ১৭ই মার্চ্চ

ডাকঘরে সশস্ত্র ডাকাতি

গুলীর আঘাতে ডাকাত নিহত

বাজাজজীর পুনঃকারাদণ্ড

রেওয়া গ্রামে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি জুতা

পাটনায় ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গৃহস্বামীর প্রতি চোরের দয়া

রাত্রিকালে দস্যুদলের আক্রমণ

ধুবড়ীতে অগ্নিকাণ্ড

দস্যু কবলে মিঃ ব্লাগডেন

দানাপুরে জোড়া খুন

নানা কথা

ডাকঘরে সশস্ত্র ডাকাতি

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা মার্চ্চ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভরমনিয়া ডাকঘরে বেলা সাড়ে ৩ ঘটিকার সময় এক অসম সাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। কতিপয় ব্যক্তি রিভলভার সহ এই ডাকাতি করে। একজন পোষ্টম্যান ও অপর একব্যক্তি আহত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা পাঁচজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বাজাজজীর পুনঃ কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুত শেঠ যমুনালাল বাজাজকে গত ১২ই মার্চ্চ বাইকুল্লা জেল হইতে মুক্তি দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে এই মর্ম্মে নোটীশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান না করেন এবং পুলিসে হাজিরা দেন।

গত ১৪ই মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে ১০॥ টার সময় তাঁহাকে কলবা দেবী রোডে মেঘরাজ কোম্পানীতে তাঁহার অফিসে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাজাজজীকে অনতিবিলম্বেই তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত খাণ্ডাল-ওয়ালার এজলাসে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাঁহাকে কমিশনারের (থানায় হাজির দিবার) আদেশ অমান্যের জন্য সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্সের ২১ ধারা অনুসারে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে অথবা আরও ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যমুনালালজী গত ১৬ই জানুয়ারী সঙ্কট শক্তি অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হয়। তাঁহাকে ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাইকুল্লা জেলে রাখা হয়।

যমুনালালজীর সহধর্ম্মিণী ও পুত্র বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে এখন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি জুতা

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা সিটী কোর্টে জনৈক সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিতেছিলেন। প্রকাশ, এমন সময় জনৈক বিচারাধীন আসামী তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার চটী জুতা ছুরিয়া মারে। জুতাটী ম্যাজিষ্ট্রেটের গায়ে লাগে নাই। আততায়ী পলায়ন করিয়াছে।

গৃহস্বামীর প্রতি চোরের দয়া

রোম হইতে প্রকাশ, কতিপয় সিসিল চোর একটী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু চুরি করার পরিবর্ত্তে কিছু টাকা রাখিয়া আসিয়াছে।

ইউগো সাডেলোলী নামে জনৈক ব্যক্তি তাহার মহাজনের ঋণ পরিশোধ জন্য কিছু টাকা ধার করিতে তাহার এক বন্ধুর বাড়ী গিয়াছিল, সেই সময় সিসিল চোরগণ বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা দেখে যে, চুরি করিবার মত কিছুই নাই। কিন্তু টেবিলের উপর একখানি চিঠি পড়িয়া আছে। চিঠি খান জনৈক মহাজনের চরমপত্র—উহার মর্ম্ম এই যে, উইগো সাডেলোনী যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০০ লিরা (ইটালীয় মুদ্রা) প্রদান না করে, তাহা হইলে চরম ব্যবস্থা অবলম্বত হইবে।

সিসিল চোরগণ ব্যথিত হইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক চিঠি লিখিয়া রাখে,—

"আমরা আপনার মহাজনের পত্র পড়িয়াছি। আপনি তাহার নিকট যে ১০০ লিরা ধারেন, তাহা এখানে রহিল।

"আমরা তাহার নিকট হইতে উহা ফেরৎ লইবার জন্য কোন দিন চেষ্টা করিব। আপনি যখন বাহিরে ছিলেন, তখন আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া দোষ গ্রহণ করিবেন না।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ { ২৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৪ঠা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৭ই মার্চ্চ ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২রা চৈত্র মঙ্গলবার দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ সমবেত বহু শত ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগোদ্রুম অন্তর্গত নৃসিংহপল্লী ও মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত মাজিদা গ্রামাদি পরিক্রমা করিয়াছেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীনৃসিংহপল্লীতে উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডিপাদগণ তৎস্থান-মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন।

বক্তৃতান্তে সকলেই গোদ্রুমস্থ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অবস্থান ক্ষেত্র শ্রীশ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে অবস্থান করেন।

মধ্যাহ্নে সমবেত সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে নৃত্য করিতে করিতে সকলেই স্মরণাখ্য মধ্যদ্বীপ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাগমন করেন।

গত ১লা চৈত্র সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহু শত ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় একটি সারগ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

স্বামীজী বলেন,—"এ সংসারে সব জিনিসেরই অভাব আছে, কিন্তু অভাবের অভাব এখানে নাই। আমাদের জীবনে অভাবের উপর অভাব প্রায়ই আপনা থেকেই এসে জুটছে। কিন্তু অভাবের এমনি একটা মোহিনী শক্তি যে আমরা সেই অভাব পুনঃপুনঃ অনুভব ক'রেও বুঝে উঠতে পারছি না।

যে অভাবের কোনকালে উপশম হবে না সেই অভাব পূরণের জন্য আমরা কত কষ্ট স্বীকার ক'রে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করছি। কিন্তু যাকে লাভ করতে পারলে আর কোন অভাব অসুবিধা থাকে না, এমন যে পরম দয়াল শ্রীভগবান্ তাঁকে একদিন ভুলেও ডাকি না, এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য! ভবরোগী আমরা ভগবানকে না ডাকলেও পরম করুণাময় পতিতপাবন তিনি অন্তরে অন্তর্যামীরূপে, বাহিরে অর্চ্চারূপে, গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের স্বরূপের কথা, মঙ্গলের কথা—অভাব দূরীকরণের কথা বলে দিচ্ছেন।

সেই গুরুরূপী ভগবান্ আজ আমাদিগকে এই শ্রীধামে আহ্বান ক'রেছেন এবং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়া আমাদিগের প্রতি অমন্দোদয় দয়া প্রকাশ ক'রছেন।

যদি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অবতীর্ণ হ'য়ে না জানাতেন তা'হলে এই বৈকুণ্ঠকথা আমরা কেহ জানতে পারতাম না।

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই তাঁদের নিত্যমঙ্গলের জন্য জগদ্গুরুর কথা মাথা পেতে গ্রহণ ক'রে ধন্য হ'তে পারেন ইহাই এ দীনের প্রার্থনা।" স্বামীজী মহারাজ আরও বহু কথা প্রায় দুই ঘণ্টাকালব্যাপী কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে ভক্তগণ সুললিতস্বরে মহাজন ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃগণের আনন্দ বিধান করেন।

কীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ও শ্রীধাম পরিক্রমাকারী যাত্রিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীশ্রীশ্যামপূজা উপলক্ষে শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ সেবকগণের উদ্যোগে পার্শ্ববর্ত্তী গণেশ্বর গ্রামের কতিপয় শ্রদ্ধাবান্ লোকের যত্নে এবং আনুকূল্যে শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে একটী বৃহৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানীয় গ্রামসমূহ হইতে প্রায় ৩০০ শত লোক শ্রীমঠে সমবেত হইয়াছিলেন। বাদ্যকীর্ত্তনসহযোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সান্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে [illegible] ঘটিকাকাল [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের জয়গাথা কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ সেবনমুখে সকলে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] জয়গান দ্বারা দিগন্ত মুখরিত করিয়া সুকৃতি সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

গত ২৩শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-বাসরে শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে সুন্দরভাবে ও মহাসমারোহে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত দিবস বহু লোক শ্রীমঠে সমাগত হইয়াছিলেন। সান্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে প্রায় ৪ ঘটিকাকাল উচ্চ কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে সকলে বাদ্যকীর্ত্তনমুখে শ্রীমঠ পরিক্রমা করিলে পর সমাগত সকলকে বিবিধ মিষ্টান্ন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

গত ২৪শে ফাল্গুন শনিবার শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার [illegible] মহাশয়ের বাটীতে [illegible] পাঠকালে বুঝাইয়া দেন যে, [illegible] আমাদিগকে জানাইয়া দেন যে, [illegible] হিসাবে আমরা দেহ-স্বজন [illegible] সহিত সম্বন্ধ হইলেও একমাত্র ভগবানের সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ।

আমরা জগতে আসিয়া বহু সম্বন্ধের বহুমানন করিলেও ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ [illegible]। একমাত্র ভগবান ও ভগবদ্ভক্তগণ আমাদিগকে রক্ষা করিতে এবং ভালবাসিতে পারেন। অন্য কাহারও ভালবাসা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না এবং অন্যের সাধ্য নাই যে আমাদিগকে ভালবাসে বা আমাদের ভালবাসা গ্রহণ করিতে পারে।

কান্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কান্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, ভক্তিবিজয় ভবন
কাল—১৩ই মার্চ্চ রবিবার, অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা।

কৃষ্ণ কি বস্তু, কে কৃষ্ণের উপাসনার যোগ্য, কিরূপে কৃষ্ণের উপাসনা হয়, এ বিষয়ে যাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা কৃষ্ণেতর বিষয়ের আরাধনায় ব্যস্ত থাকিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র মর্ম্মার্থ না বুঝিতে পারিয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অর্থ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

—ইহাই বুঝায়। 'আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার'—এইরূপ একনিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে?"

'কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের সব'—এরূপ আকিঞ্চনা বা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব।

আমি, তুমি ও তিনি এই তিনটী পুরুষের মধ্যে প্রথম-পুরুষের সাক্ষাৎই আমার সম্বন্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে আমার 'আমি'র কথা যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণে আমার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, নতুবা আমার তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আমি চাই সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা, আমার স্বার্থের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের—ইহা ব্যতীত কৃষ্ণেতর স্বার্থে আমার কোন সম্পর্কই নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব লাভ করিতে পারেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষদ্বয়ে কিছু দিবার আছে, তাঁহারা কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণ-প্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণ-সেবা-ভিন্ন নানা কার্য্য পড়িয়া যায়। দেশ-সেবা, মনুষ্য-সেবা, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কল্পনা কেবল তখনই আসিয়া পড়ে, তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হই। গুরু-কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই, এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

'কৃষ্ণ' এই নামটীতেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় আছে। অন্যান্য মানব-কল্পিত নামে চিদচিৎএর সহিত সম্বন্ধ থাকায় কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধির বিষয় হয় না, আংশিক দর্শনকে মাত্র বহুমানন করিয়া সম্যগ্ দর্শন-লাভে বঞ্চিত হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনই গৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পূর্ণ সৌভাগ্য লাভের সুযোগ দিয়াছেন। ভগবান্ দশটী পাঁচটী তত্ত্ব নহেন, ভগবৎপ্রীতির পরিপূর্ণতা না থাকায় আমরা শ্রীভগবান্‌কে নিত্য চিদ্বিলাসময় বা সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহরূপে দর্শন করিতে পারি না, প্রীতির আংশিকত্ব হেতু ভগবদ্দর্শনেরও বিভিন্ন আংশিক প্রকাশ লক্ষ্য করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত জীব তাঁহার পূর্ণ সৌভাগ্যলাভে চিরকালই বঞ্চিত থাকিবেন।

দ্রাবিড় দেশে মহাভূতপুরীতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কেবলাদ্বৈত-নির্ব্বিশেষবাদের হেতু প্রদর্শন-কালে এবং ব্যাসদেবের শাস্ত্র-পারম্পর্য্যের সুষ্ঠু বিচার সংস্থাপন-উদ্দেশ্যে যিনি জগদ্গুরু আচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যিনি উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক মর্য্যাদা বা বিধিমার্গে সাক্ষাদ্ভাবে বৈকুণ্ঠপতির আরাধনার বিষয় লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারও সিদ্ধান্তের পূর্ণতা-বিধানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্রম্ভ বা রাগমার্গে অবশিষ্ট পঞ্চাঙ্ক রসের বিচার প্রদর্শন করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্নিম্বার্কের বিচার-সমূহের সুষ্ঠুতা ও পূর্ণতা সম্পাদন পূর্ব্বক মহাপ্রভু নিজ ভজনমুদ্রা দ্বারা অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের এবং আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের প্রীতি কিরূপ নবনবায়মান ভাবে অনন্তগুণে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা ভাগ্যবান বিশ্বস্ত জনগণের গোচরীভূত করিয়াছেন; সুতরাং এমন মহাবদান্যাবতারী অমন্দোদয় দয়া বারিধি গৌরহরি ব্যতীত আর কে আমাদের শরণ্য হইতে পারেন! যে প্রভু নিজে আচরণ করিয়া তাঁহার নিজ জন জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, আজ শবণ-দ্বীপের পরিক্রমা দিনে সেই অহৈতুক করুণাসিন্ধু প্রভুর শিক্ষামৃত শ্রবণপুটে পান ব্যতীত আমাদের জীবন ধারণের আর অন্য কি উপায় থাকিতে পারে।

আমার প্রভুর প্রভু গৌরসুন্দরের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই, অন্য কাহাকেও তাহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবা-শ্রম লাঘবের চেষ্টা হইতে কৃষ্ণে কখনও আমার পূর্ণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। আমি কৃষ্ণের পূর্ণসেবা বিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎপূর্ণতা বিধানে সমর্থ হইলে আমি আমার আংশিক সেবা দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিব—কৃষ্ণকে পূর্ণ সেবালাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অন্যেও করিবে তাহা দেখিতে পারিব না, ইহা আদৌ সেবকের সেব্যের প্রতি প্রীতিমূলক সেবাধর্ম্ম নহে, উহা মৎসরতা বা সেবাধর্ম্মের বিপর্য্যয় মাত্র।

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ সেবা করিতে সমর্থা বলিয়া স্বযূথপ্রধানা চন্দ্রাবলী বা শৈব্যার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ সম্বন্ধে বিধায় বৃষাকপিতনয়া বা তাঁহার গণ কখনও বহুমানন করেন না। শ্রীবার্ষভানবীর গণে—রূপানুগগণে গণিত হইলেই কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা লাভে সমর্থ হওয়া যায়; সেখানে সেই সেবাই সৌন্দর্য্য ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মাৎসর্য্যের তথায় অবকাশ নাই। শ্রীবার্ষভানবী দেবী স্বদাস্য জনকে নিষ্কপট ভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা দেখিলে তাঁহাকে কৃষ্ণসেবাধিকার দিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। 'তুমি', 'তিনি' দের বিচার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অকপট রূপানুগ না হইয়া তর্কপন্থাবলম্বনে কৃষ্ণসেবাধিকার আদায় করিতে গেলে ভুক্তি ও মুক্তিপিশাচী-দ্বয়ের কবলে পতিত হয়।

যে সকল কপট ব্যক্তি তাহাদের স্ব স্ব কুদর্শনে ভগবদ্দর্শন কল্পনা করিয়া ভগবানের সুখ সুবিধা নিজেরা ভোগ করিবার জন্য অভিসন্ধিমূলে লোক-শিক্ষক গুরু সাজিয়া বসে এবং লোকসকলের পূজা ভগবান্‌কে পৌঁছাইয়া দিব বলিয়া নিজেরাই আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, তাহারা ভগবদ্বৈষ্ণবের বঞ্চক ও লোকপ্রতারক বলি। অচিরেই তাহাদের কপটতার সমুচিত শাস্তি ভোগ করিবে। জগতে এইরূপ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অসুরের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। উহারা কেহ আপনাকে ভগবদবতার সাজাইতেছে, কেহ বা ভগবানে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিতেছে। আমরা নিষ্কপট সেবক হইতে পারিলেই ঐ সকল তস্কর দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব।

যাহারা 'সব ভাল' বলিয়া একটা বাক্য উঠাইয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-বিচারের 'আমি'কে কৃষ্ণেতর বিচারের 'তুমি', 'তিনি'র সহিত একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইতে চায়, তাহারা যখন তাহাদের উক্ত মতের প্রতিকূলে চিদ্বিলাস-সমন্বয়ের কথা শুনে, তখন তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া নিজ নিজ মতবাদের নিরর্থকতা নিজেরাই প্রকাশ করিয়া থাকে। ভজনবিজ্ঞগণ ঐ সকল মৎসরগণের সমূহ কপটতাই ধরিয়া ফেলেন দেখিয়া উহারা তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। কিন্তু অসুরগণ কৃষ্ণদাসানুদাসগণের কোন অমঙ্গলই করিতে সমর্থ হয় না।

যাহারা গৌরভজনের নাম করিয়া গোপনে অত্যাচার-পরায়ণ হয়, মায়াপুরচন্দ্র গৌরহরি সেই সকল অপরাধীর কপটতা প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে শ্রীধাম হইতে অপসারিত করেন। আমাদের শ্রীমায়াপুরচন্দ্র যে সে ঠাকুর নহেন। তাঁহার ভজনের নাম করিয়া কপটতাচরণকারীকে তিনি কখনও দেখিতে পারেন না।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'তুমি' ও 'তিনি'কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায় 'কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণকে'; তাহা না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না, আশা পূরিবে না। আনন্দ চায় কৃষ্ণের 'আমি' আমাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিধান করাইতে, 'তুমি'র মধ্যেও চাহে 'আমি'কে স্থাপন করিতে, 'তিনি'র মধ্যেও চাহে 'আমি'কে বসাইতে, যে 'তুমি', 'তিনি'র মধ্যে তাহার 'কৃষ্ণের আমি' নাই, সে 'তুমি', 'তিনি'র সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যেদিন আমরা আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারিব, যেদিন কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের—ইহা ছাড়া আর ইতর দর্শন থাকিবে না, সেদিনই আমার সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সত্য সত্য কৃষ্ণকথা শ্রবণ দ্বারা সত্য সত্য কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ হইবে, সেই দিনই আমাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা রূপ কর্ণমল মধুকৈটভাসুর বিনষ্ট হইবে, তখন শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন ও কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণের সুষ্ঠুতা ক্রমে শ্রবণদশা, বরণদশা, স্মরণদশা অতিক্রম পূর্ব্বক স্বরূপসিদ্ধি ও তৎপরে বস্তুসিদ্ধি লাভ হইবে। সুতরাং 'আমি'র বিচার ঠিক হওয়া দরকার। আমি ঠিক—সব ঠিক, আমি বেঠিক—সব বেঠিক।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।　　স্বর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্

শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করিয়া **কোটি-চন্দ্র-সুশীতল** শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও **সুরভিগ্রহণ**, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, **অপ্রাকৃত** পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-**রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন।** দরিদ্র ব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে **সমর্থ হইয়া** জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত **পরদুঃখদুঃখী** রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত **সরস্বতী** গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক **অধ্যায়-সূচী** ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ **পেজী** ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ **প্রকাশিত** করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-**প্রকাশ** প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা **হইয়াছে।** ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ— পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর **কিঞ্চিৎ** পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ **করিয়াছেন** তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত **হইয়াছে।** এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে **শ্রীনামগ্রহণ**', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার' 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও **প্রাকৃত সহজিয়া মত**', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', '**বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের** স্বরূপ,' প্রেমাঙ্কুরের '**সহিষ্ণুতাই** প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', '**প্রভুপাদের** ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস,' 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃসিংহাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'ভক্তাসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকার সাইজে স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, **কর্ম্ম**-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ **নামভজন-প্রণালী** ও **অষ্টকালীয় লীলা**-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া **সরল ভাষায়** সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ **বাঁধা** ২৲ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে **ধারণীযোগ্য** শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের **প্রমাণাবলী** বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ **বৈষ্ণব**-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত **হয় নাই।** ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—**নিত্যানন্দ**—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—**অচিন্ত্যভেদাভেদ**—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—**শুদ্ধশ্রাদ্ধ**—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ **অধ্যায়ে** সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক **কাগজে ব্রোঞ্জ** ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে **নাম লেখা।** গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি **চক্রবর্ত্তী** ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—**তীর্থ**-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ **প্রভৃতি** গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত **সূত্র ও বৃত্তি,** তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী **গোস্বামী** মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি **সহ।** অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, **ছাত্রগণের** পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীকাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থনিধি উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর সংকলনগ্রন্থ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়সূত্র—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যভেদাভেদ-নিরূপক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীসম্প্রদায়, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগোবর্দ্ধনের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজনপথ, কৃষ্ণানুশীলনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণদর্শন—ষোড়শ অপূর্ব্ব মাধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাস্যন্দক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, অবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সত্য সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াগুণত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্যজগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দস্যু-কবলে মিঃ ব্লাগডেন

অলিম্পিক উইন্টার স্পোর্টিসের জন্য বিখ্যাত লেকোয়ারের কোটিপতি মিঃ হ্যারিওস ব্ল্যাগডেন নামে জনৈক ব্যক্তি লেক প্ল্যাসিডে (নিউইয়র্ক) বাস করিতেছিলেন। সেখান হইতে কতিপয় দুর্বৃত্ত তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। গত ১১ই মার্চ তিনি একজন দুর্বৃত্তকে বলপ্রয়োগে অভিভূত করিয়া তাঁহার বন্ধু বর্গের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

মিঃ হ্যারি এইচ ব্ল্যাগডেনের মুক্তির জন্য দুর্বৃত্তগণ এক হাজার ডলার দাবী করিয়াছিল। দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে এবং তিনি কি অবস্থায় আছেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়জন বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সরকারী সৈন্যবাহিনীও তাঁহার উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল।

মিঃ ব্ল্যাগডেন কি ভাবে পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শেষের দুইদিন ব্যতীত দুর্বৃত্তগণ তাহার প্রতি ভাল ব্যবহারই করিয়াছে। শেষের দুইদিন তাঁহারা তাহাকে কম খাইতে দিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে প্রহার করিয়াছিল। তাঁহাকে একজন দুর্বৃত্তের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অপর সকলে একদিন যখন অন্যত্র গিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে বলপ্রয়োগে পরাভূত করিয়া বাহির হইয়াছিল।

পাটনায় ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই মার্চ অপরাহ্নে মোটর দুর্ঘটনার ফলে দুই ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন মহিলা আছেন। মোটরখানি ১০ ফিট নিম্নে একটা খাদের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং একেবারে চুরমার হইয়া যায়। ফোর্ড মোটরকার কোম্পানীর একখানি "প্লেনাডস" গাড়ী পরীক্ষা করিবার জন্য কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্ট শ্রীযুত এন এন বসু একটী বাঙ্গালী পরিবারের সাত ব্যক্তিকে তাহাতে চড়াইয়া নিজে তাহা চালাইতেছিলেন। ফ্রেজার রোড দিয়া মোটর খানি পূর্ণ বেগে যাইতেছিল; তাহার পর গাড়ীখানি প্রধান বিচারপতির বাটীর নিকট আসিলে বিপরীত দিক হইতে আর একখানি মোটর আসিতে দেখা যায়, তখন পাশ কাটাইতে গিয়া গাড়ীখানি রাস্তা হইতে দশ ফুট গভীর এক খাদের মধ্যে পড়িয়া চুরমার হইয়া যায়। ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ অফিসের শ্রীযুক্ত এস চক্রবর্তীর কয়েক স্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার গভীর অবস্থা শঙ্কাজনক বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত বসু ও আর তিন ব্যক্তির অনেকস্থান কাটিয়া গিয়াছে। উঁহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠান হয়।

গুলীর আঘাতে ডাকাত নিহত

বালুরঘাট হইতে প্রকাশ, এখানে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রায় ২০।২৫ জন ডাকাত লাঠি সোটা লইয়া দামাল গ্রামের নিকটে জনৈক মণ্ডলের গৃহে প্রবেশ করে এবং তাহার মাথায় লাঠি দিয়া আঘাত করিয়া টাকা পয়সা ও অলঙ্কারাদি লইয়া চম্পট দিবার চেষ্টা করে। তখন মণ্ডল তাহার বন্দুক লইয়া কয়েকবার গুলী ছোঁড়ে। ফলে একজন ডাকাত মারা যায়। সনাক্তকরণের এবং শব ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ এখানে আনা হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না।

নড়াইল ডাকাতির জের

দৌলতপুর হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি নড়াইলে যে ডাকাতির মামলা হইতেছে সেই সম্পর্কে গত ১১ই মার্চ প্রাতে স্থানীয় পুলিশ মহেশ্বরপাশার শ্রীযুত কমলাক্ষ মুখার্জ্জি, ভোলানাথ মুখার্জ্জি, শচীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং ননীগোপাল মজুমদারের গৃহে খানাতল্লাস করিয়াছে। আপত্তিজনক কিছুই নাকি পাওয়া যায় নাই। ননীবাবু ছাড়া আর সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। ননীবাবু বাড়ীতে ছিলেন না।

মোটর বাস চাপার মামলা

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, 'লোকলক্ষ্মী' বাসের চালক নীরদবরণ কুণ্ডু সহরের বড়বাজার রোডে বাস চালাইবার সময়ে ফটিক নামক পাঁচ বৎসর বয়সের একটি বালককে চাপা দিয়া নিহত করিবার অপরাধে মহকুমা হাকিমের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ (ক) ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও আড়াই শত টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়। আসামী দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে দায়রা জজ আপীল ডিস মিস করিয়া দেন। অতঃপর সে হাইকোর্টে আপীল করিলে হাইকোর্ট পুনর্বিচারের আদেশ দিয়া মামলা বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ, পি, সেন মামলার পুনর্বিচার করিয়া আসামীকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা আদায় হইলে তাহা নিহত বালকের পিতামাতাকে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

নাগপুরে গ্রেপ্তার

নাগপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই মার্চ্চ এখানে স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা ডাণ্ডি দিবস প্রতিপালন করেন। শোভাযাত্রা বাহির করায় এবং বে-আইনী ভাবে প্রস্তুত লবণ বিক্রয় করার অভিযোগে গত ১১ই মার্চ্চ অপরাহ্নে সহরে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; অষ্টাবিংশতি অধিনায়ক বলিয়া কথিত শ্রীযুত গোপালরাও সপারিকর-সমেত আরও পাঁচজন লোককে ও উক্ত অভিযোগে সীতাবর্দিতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ডাকাতের দণ্ড হ্রাস

পাটনা হইতে প্রকাশ, কতিপয় ডাকাত কিরূপভাবে জনৈক ব্যক্তির উপর কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিয়া তাহার জিনিষপত্র কাড়িয়া লইয়াছিল এবং কিরূপভাবে তাহাকে খুন করিবার ভয় দেখাইয়াছিল—তাহা গত ১২ই মার্চ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ম্যাকফারসন ও রোল্যাণ্ডের সম্মুখে বর্ণনা করা হয়।

বিচারপতিদ্বয় আসামী দুর্য্যোধন ভূমিজ ও তরণী গণকের দণ্ড হ্রাস করিয়া ৭ বৎসরের স্থানে তিন বৎসর করিয়া দেন।

দানাপুরে জোড়া খুন

পাটনা হইতে প্রকাশ, দানাপুর মহকুমা হইতে জোড়া খুনের খবর পাওয়া গিয়াছে। শুনা যাইতেছে রেওয়া গ্রামের দেবনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে কে কুচি কাটা করিয়া গিয়াছে। দেবনারায়ণের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। আর একটা ঘটনা এই যে, পানকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি একটা মামলায় সংশ্লিষ্ট ছিল। তাহাকে গঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রেওয়া গ্রামে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, দানাপুর মহকুমা হইতে দুইটী বিভৎস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। রেওয়া গ্রামের দেওনারায়ণকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করা হইয়াছে। তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। অপর নিহত ব্যক্তির নাম পানকুমার রায়—সে একজন মামলাবাজ। প্রকাশ, তাহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাত্রিকালে দস্যুদলের আক্রমণ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকা সতী মহলের জমিদার, ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্কার শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র দাসের একজন কর্ম্মচারী তাঁহার মনিবের দোকান ইমামগঞ্জ হইতে অর্থ লইয়া গত রাত্রিতে প্রায় ৮ ঘটিকার সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে গাড়ীর উভয় জানালার মধ্য দিয়া কে বা কাহারা তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করে। অর্থ ছিনাইয়া লইতে অসমর্থ হওয়ায় দুর্বৃত্তগণ পলায়ন করে। এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার নাই বলিয়া প্রকাশ।

ধুবড়ীতে অগ্নিকাণ্ড

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, গত ১০ই মার্চ্চ রাত্রিতে উকীল শ্রীযুক্ত বি, সি, গাঙ্গুলীর মোটর গ্যারেজে আগুন দেখা যায়। উহা অনিষ্টকারী ব্যক্তিদের কার্য্য বলিয়া অনুমান হয়। অগ্নি বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই জনৈক কনষ্টেবল উহা দেখিতে পাইয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যে সহরে দুই জায়গায় অগ্নিকাণ্ড হইল। সরকারী গাঁজার গুদামের অগ্নিকাণ্ড প্রথম ঘটনা।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg NoC 1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১্
প্রতি কলম ৬্
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২্
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯্
ষাণ্মাসিক ৫্
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১্
নগদ
সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৮, ১৮ই মার্চ্চ

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

প্রচারে কস্তুরীবাঈ গান্ধী

মধ্য রাত্রিতে সশস্ত্র ডাকাতি

পুত্র হত্যায় দ্বীপান্তর

আবগারী কর্ম্মচারী প্রহৃত

ভারত সচিবের প্রতি তার

খুলনায় শোচনীয় দুর্ঘটনা

জেলে যমুনালালজী

সারজন সাইমন ও মিঃ ভার্দ্দিউ

স্বামী ও স্ত্রীর সহমরণ

নানা কথা

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা

অষ্টত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আগামী ১০ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ বুধবারের পরিবর্ত্তে ৭ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার অষ্টত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ গৌরাবির্ভাবস্থলী মহাযোগ-পীঠে অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময় অধিবেশন আরম্ভ হইবে। সুধীমণ্ডলীর যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

হাঁসখালি পোষ্ট অফিস

নদীয়া জেলার অন্তর্গত সদর সাব-ডিভিসনের অধীন হাঁসখালিস্থ ব্রাঞ্চপোষ্ট অফিসটী এতাবৎকাল যে স্থানে অবস্থিত ছিল এবং যেরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছিল তাহাতে জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া সকলের সুবিধার জন্য সাধারণের ইচ্ছাতেই শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখায় সুবৃহৎ টোল অফিসে অবস্থিত হাঁসখালিস্থ শ্রীএকায়ন মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত পোষ্ট-অফিসটীকে তাহাদেরই মঠের একাংশে স্থান দান করিয়াছেন। উক্ত কার্য্যে সাধারণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়ায় তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন।

গোরক্ষপুর জেলে দেবদাস গান্ধী

গোরক্ষপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে গান্ধীজীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত দেবদাস গান্ধীকে মীরাট হইতে গোরক্ষপুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ভারত সচিবের প্রতি তার

মাদ্রাজ 'বাক ইণ্ডিয়ান লীগের' সভাপতি শ্রীযুত টি. আর. বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী এবং সম্পাদক শ্রীযুত বি, শিবরাও প্রধান মন্ত্রী, ভারত সচিব এবং জর্জ ল্যান্সবেরীর নিকট এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন :—

"নরসপুরের পুলিস রাজনীতি সম্পর্ক-শূন্য প্রতিষ্ঠান 'বাক ইণ্ডিয়ান লীগের' একটী শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা বেত্রাঘাতে বিতাড়িত করিয়াছে; অথচ মাদ্রাজ সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া এই লীগকে গঠনমূলক আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। চারিদিকে বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত আবশ্যক।

পোষ্ট অফিসের টাকা চুরি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই মার্চ্চ প্রকাশ্য দিবাভাগে ঢাকা সহরের আরমানী-টোলা অঞ্চলে আর একটী সশস্ত্র রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে পোষ্টাফিসের টাকা অপহৃত হইয়াছে। প্রকাশ, রিভলভার দেখাইয়া তিনটি লোক ডাক বিভাগের পিয়নের নিকট হইতে একটী ডাকের ব্যাগ ছিনাইয়া লয়। উক্ত ব্যাগে নগদে ও ইনসিওরে প্রায় ৮৬০্ টাকা পরিমিত ছিল। [illegible] টাকার নোটের অবস্থায় ছিল। যুবকত্রয় অকস্মাৎ পিয়নকে আক্রমণ করিয়া ব্যাগটি ছিনাইয়া লইয়া সাইকেলে চড়িয়া চম্পট দেয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাটি সংঘটিত হয় যে, পিয়নের সাহায্যে অন্য লোক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই উহারা কার্য্য সমাধা করিয়া উধাও হয়।

জেলে যমুনালালজী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজকে ভিসাপুর জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে সি শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	শ্রীমায়াপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	শ্রীমায়াপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	শ্রীমায়াপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রভু বোধায়ন	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকীর্ত্তি দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

এ জগতে সুখ নাই

এই অনিত্য সংসার একটী ভীষণ মোহের আগার বাতীত আর কিছুই নয়। এখানে আমরা যিনি এই দুঃখময় সংসারের মায়ামোহে পতিত না হইয়া শ্রীভগবানে চিত্ত অর্পণ করেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার এই দেবদুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা হয়, তাঁহার জীবন প্রকৃত মানব-জীবন। আর এই জন্মে শ্রীভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যে ইতর সেবার প্রয়াস, সংসারী বা বিরাগী হইবার যে প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষা তাহা পশুজীবনেরই সমতুল্য। মানবজীবনের একমাত্র নিত্য কৃত্য যে হরি-সেবা তাহা বাদ দিয়ে যে কোন তথাকথিত সদ্গুণ(?) অবলম্বন করি না কেন, আমরা যতই শিক্ষিত, সচ্চরিত্র বা ব্রহ্মচারী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করি না কেন, এ জীবন ভক্তির অভাবে প্রাণহীন শব-সদৃশ। ঐরূপ নরাকার পশুজীবন যাপনের কোন মূল্য নাই, কোন সার্থকতা নাই, আছে কেবল ক্ষণিক জড়ানন্দ এবং দুঃখের পর দুঃখ—অশান্তির উৎস।

মানুষ সুখের দাস। সুখান্বেষী আমরা আত্মহারা হইয়া কেবল 'সুখ সুখ' করিয়া চীৎকার করত অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিয়া থাকি। প্রকৃত সুখ কোথায় তাহা আমরা না জানিয়া সুখের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকি; এই দুঃখের সংসারে সুখ অনুসন্ধান করি বলিয়া মরুভূমিতে জল অন্বেষণের ন্যায় আমাদের প্রবল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়।

সুখ বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই, যদি জগতে প্রকৃত একটু সুখ থাকিত তাহা হইলে যে পদার্থে একের সুখ হয় তাহাতে অপরের দুঃখোৎপত্তি হইত না। যাহাতে একজনের সুখ তাহাতে অন্য এক জনের ভীষণ দুঃখ, এরূপ ব্যাপার অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলি সুখ বলিয়া এ জগতে কোন বস্তু নাই।

ভেকদল যেমন আনন্দে রব করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে কালরূপী সর্পকে আহ্বান করে, এ সংসারে সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরাও সেইরূপ দুঃখকেই অজ্ঞাতসারে সাদরে আহ্বান করি মাত্র!

তবে কি সুখ বলিয়া কোন পদার্থ নাই? আছে, কিন্তু জড়জগতের সেবা করিয়া সুখ পাওয়া যায় না। ভগবৎ-প্রেমই একমাত্র নির্মল সুখের আকর। যিনি জগৎ সংসার ভুলিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানে আত্মনির্ভর করিয়া তাঁহার কোটিচন্দ্র সুশীতল পবিত্র পাদপদ্মযুগলে জীবনাবসান করেন তিনিই সেই অমূল্য নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হইতে পারেন।

আমরা মনে করি, অর্থ না হইলে সুখ পাওয়া যায় না, কিন্তু এ ধারণাটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভক্তচরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ভক্ত নিরন্ন দরিদ্র হইলেও তিনি কোটীপতি অপেক্ষা ধনবান্—নিত্য কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী। এই নিত্যানন্দ লোকোত্তর ধনের ধনীর ভাগ্যে কখনও ঘটে না। যিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক তিনি কখনও অসার সংসার-জালে আবদ্ধ থাকেন না। তাই বলিয়া কেহ সংসারে থাকিবেন না, সকলেই সাধু সেজে সংসার ত্যাগ করিবেন এ কথা বলিতেছি না এবং ভগবান্ শ্রীগৌরহরিও জীবকে এরূপ শিক্ষা দেন নাই।

বনে গেলেই যে সংসার ত্যাগ হইবে তাহা নহে। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আসক্তি বা বাসনাশূন্য হইতে পারিলেই সংসারে থাকিয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে সংসার ত্যাগ হইবে। নচেৎ কেবলমাত্র সংসার ত্যাগে অভিনয় করিতে গেলে অমঙ্গল হইবে।

বাহ্যিক উপায়ে সংযমন পূর্ব্বক হৃদয়কে বিষয় হইতে পৃথক্ রাখিয়া সংসার করিবার জন্যই শাস্ত্রোপদেশ এবং 'স্থির হৈয়া গৃহে যাও' প্রভৃতি মহাজন বাক্যের অবতারণা।

যেমন পদ্মপত্র অগাধ সলিল মধ্যে থাকিয়াও ডুবে না, কেবল ভাসিয়া বেড়ায় মানব সেইরূপ সংসার ক্ষেত্রে থাকিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সকল পালন করিবেন, তাহাতে কদাচ আবদ্ধ হইবেন না, তাহা হইলে মানবজীবনের সফলতা হইবে।

বাস্তবিক এসংসার অনিত্য, অসম্পূর্ণ ও দুঃখপ্রদ; কিন্তু ভগবান নিত্য চিদানন্দময় অখণ্ড, অব্যয়। তাঁহাকে পাইলেই সমস্ত পাওয়া হয়। আমরা যে সকল বস্তু অন্বেষণ করি সে সমস্ত বিষয়ের একমাত্র আধার তিনি। তাঁহাতে নাই কি? যিনি যাহা চাহেন তাঁহাতে তাহাই আছে। তাই বলি কেবলমাত্র শ্রীভগবানকে পাইলেই সমস্ত পাওয়া হয় অন্য কোন কিছু পাইতে বাকি থাকে না। কিন্তু হায়, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন আমরা তাহা বুঝিতে পারি কই!

সংসারে যে এত আর্ত্তনাদ হাহাকার তাহার একমাত্র কারণ ভগবদ্বিশ্বাসহীনতা। ভগবানের প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখিলে কোন অশান্তিই আসিতে পারে না। আমাদের চিত্ত সদা পাপে বা ইতর চিন্তায় লিপ্ত বলিয়া চঞ্চল চিত্ত তাঁহাকে চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না, সেই জন্যই আমরা প্রতি নিয়ত অশান্তি, অসুবিধা ভোগ করি। যে মুহূর্ত্তে অনুতাপাগ্নিতে চিত্তমালিন্য দগ্ধ হইবে সেই মুহূর্ত্তেই আমরা তচ্চরণ পাইয়া বিমলানন্দ অনুভব করিতে পারিব। আমরা সারা জীবন বিষয়জালে আবদ্ধ থাকিয়া আত্মচিন্তা হইতে বিরত রহিয়াছি, সুতরাং একদিনের চেষ্টায় তাঁহাকে পাওয়া সাধ্যাতীত এবং আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা দ্বারাও তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করা অসম্ভব। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করিলে আমরা এই সুখরূপী দুঃখময় সংসারের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারি। তাঁহাকে পাইতে হইলে তাঁহার কৃপাই একমাত্র ভরসা। সামান্য ধনী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে যখন তাঁহার কৃপার প্রয়োজন হইয়া থাকে তখন সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষ শ্রীভগবানের চরণস্থ হইবার জন্য তাঁহার দয়া ভিন্ন উপায় কি? দীনবন্ধু পতিতপাবন ভগবান্‌কে পাইতে হইলে দীনাত্মা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার কৃপালাভের প্রয়াসী হইতে হয়। অগ্নিস্ফুলিঙ্গে কার্পাস-রাশি ভস্মীভূত হওয়ার ন্যায় তাঁহার নাম করিতে করিতে পাপরাশি অন্তর্হিত হয়, মানব সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নির্ম্মল প্রেমের অধিকারী হয়। যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে পাইবার জন্য রমণীদিগকে কি কোন যাগযজ্ঞ করিতে হয়? কিছুই করিতে হয় না, কেবলমাত্র হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া পত্নী পতিকে অধীন করিয়া লয়েন। পতিকে পাইবার জন্য রমণীর সতীত্ব ও ভালবাসার যেরূপ আবশ্যক শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য সেইরূপ মানবের আত্মনিবেদন ও প্রেম রত্নের আবশ্যক হইয়া থাকে। ভগবান প্রেমময়, প্রেম ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে না। আর সেই আনন্দের আধার স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া না গেলে আনন্দও পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু হতভাগ্য আমরা, 'এই সংসারটা অনিত্য, ইহাতে দুঃখ বই সুখ বলিয়া কোন জিনিষ নাই'—এ কথা সর্ব্বক্ষণ শুনিয়া মধ্যে মধ্যে অনুভব করিয়াও আসক্তি-প্রযুক্ত ইহাতেই সুখ অন্বেষণ করিতে করিতে এত কত সাধের মানবজন্মটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি।

তাই বলি হে ভগবান্, হে দয়াবান্! নিজগুণে আপনি আমাদের প্রতি সদয় হউন। দুর্ব্বল আমরা, আমাদের বল দেন। আর যেন অসত্যকে সত্য মনে করিয়া কুপথে চালিত হই। এই দুঃখময় সংসার-মরুতে সুখ অন্বেষণ না করি এবং আপনার ঐ অভয় অশোক কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মকেই আমাদের নিত্যকালের আশ্রয়-রূপে বরণ করিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি।

যৎকিঞ্চিৎ

যে গৌরবাণী প্রচারের জন্য গৌর-করুণাশক্তি, ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ভারতের সর্ব্বত্র গমন করিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে নিজ অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণকে প্রেরণ করিয়া কলিজীবের উদ্ধারের নিমিত্ত কত না কত ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, আজ সেই নিত্য চিন্ময়বাণীসূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল কিরণে কলিহত জীবকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য অভিন্ন ব্রজমণ্ডল শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ এবং শ্রীমহাপ্রসাদ সেবনের সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে নিরন্তর কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবা-বিষয়ে উন্মত্ত রাখিয়া বিষয়-কোলাহল হইতে দূরে রাখিতেছেন।

পৃথিবীতে আমাদের এমন বান্ধব আর কে আছেন—এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আর কে আছেন, যিনি আমাদের কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মহাদুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রেমামৃতের প্রস্রবণরূপ কারুণ্যবারি সিঞ্চন করিয়া পূর্ণানন্দ প্রদানে যত্নবান্!

পরমদয়াল প্রভুপাদ—হরিকথা কীর্ত্তনে সহস্রজিহ্ব প্রভুপাদ—অপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-হরণে অনন্তকোটিজিহ্ব প্রভুপাদ—যখনই কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছেন তখনই তিনি পরমোৎসাহে অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ত্রিতাপহারিণী বাণী কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইতেছেন।

এই জড়কোলাহল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদিগকে কৃষ্ণকোলাহল শ্রবণ করাইতে সতত চেষ্টিত, শ্রীগুরুদেবই অহরহঃ শতকরা শত ভাগ কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। তিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানের মূলোৎপাটন-কারী তৃণাদপি সুনীচ। তিনি বহির্ম্মুখ জীবের বা জগতের নানাবিধ অত্যাচার অবিচার অসুবিধা ও নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু; তিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে প্রত্যেক বস্তুকে হরিকীর্ত্তন-প্রচাররূপ সেবা সৌভাগ্যপ্রদান করিয়া অমানী ও মানদ, তিনি জাগতিক ঐশ্বর্য্য মধ্যে, সমস্ত বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও নির্ব্বিষয়ী। তিনি 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' সর্ব্বং মন্ত্রে নিত্য দীক্ষিত।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৯৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এতদ্রূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে সুলালিত মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়েছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিগুর্ণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুরস্ফুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃগাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে।) ভিক্ষা ৸০ আনা। অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকালীন নিত্যকৃত্য; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঞ্চানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ত্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবায়ভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা [illegible] তাঁহার [illegible] এবং [illegible] দাসগোস্বামী [illegible] একটী [illegible] সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, [illegible], [illegible], বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

*টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই চৈত্র শনিবার ১৩০৮, ১৯শে মার্চ্চ

নানা কথা

শ্রীযুক্তা গান্ধী গ্রেপ্তার

সুরাট হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী আর প্রায় ৯ জন মহিলা ও অন্য ৪ জনের সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শেষোক্ত ৪ জনের মধ্যে বারদৌলীর অধিনায়কও আছেন।

তাঁহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বারদৌলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। তিনি শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈকে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আর একজন ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা আর দেড় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অবশিষ্টরা ৬ মাস হিসাবে কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আর দেড় মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈকে সি শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে। দণ্ডপ্রাপ্ত সকলকেই সুরাট জেলে আনা হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা গান্ধী গ্রেপ্তার

ডাঃ হার্দ্দিকরের কারামুক্তি

ঢাকা জেলে শান্তি ঘোষ

চুচুড়ায় আবার ডাকাতি

বেলডাঙ্গায় বিধবা বিবাহ

২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি

ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার চেষ্টা

কংগ্রেসের নূতন প্রণালী

ভারত সচিবের উক্তি

ঢাকা জেলে কুমারী শান্তি ঘোষ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ষ্টিভেন্স হত্যা মামলার কুমারী শান্তি ঘোষকে গত ১৫ই মার্চ্চ কড়া পুলিস পাহারায় ঢাকা সেন্‌ট্রাল জেলে আনা হইয়াছে।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি

১৯৩০ সালের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ডাঃ প্রভাসচন্দ্র বসু এম, এস, সি, এম, বি, মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার পূর্ব্বে কোনও চিকিৎসক উক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হন নাই। ডাক্তার প্রভাসচন্দ্র বসু মহাশয় বি, এস, সি ও এম, এস, সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজেও তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি জু-তত্ত্ব বিদ্যায় গবেষণা করিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চস্কলার রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ডাঃ হার্দ্দিকরের কারামুক্তি

হুগলী হইতে প্রকাশ, হিন্দুস্থানী সেবা-দলের সংগঠক সেক্রেটারী ডাঃ এন. সি. হার্দ্দিকর গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ সঙ্কটশক্তি অডিনান্স আইনানুসারে গ্রেপ্তার হন। তিনি গত ১৫ই মার্চ্চ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুত হার্দ্দিকর বেলগাঁও সেন্‌ট্রাল জেলে আটক ছিলেন তথা হইতে তাঁহাকে মোটরযোগে সারোয়ার জেলায় গজেন্দ্রাবাদে লইয়া যাইয়া সেখানে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয়। তাঁহাকে প্রত্যহ তিন বার করিয়া পুলিসে হাজিরা দিবার জন্য তাঁহার উপর এক নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থানী সেবাদলের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ জি, লোকেরাও অর্ডিনান্স আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হন। তিনিও গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বেলডাঙ্গায় বিধবা বিবাহ

বেলডাঙ্গা হইতে প্রকাশ, এই জিলার হিন্দু মিশনের জোর প্রচার কার্য্যের ফলে গত ১৫ই মার্চ্চ এখানে লক্ষ্মীপুর নিবাসী শ্রীযুত গণেশচন্দ্র হালদারের সহিত অক্রিরাণ গ্রামের শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী মণ্ডলের বিধবা কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারীর শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইবার পর হিন্দু মিশনের ব্রহ্মচারী মুকুন্দ কৃষ্ণজী আলোক চিত্রের সাহায্যে বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন।

চুচুড়ায় আবার ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, এই জিলার বেনাপাড় গ্রামে আর একটী অসমসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা দরজা ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাটীর লোকজনদের উপর মারপিট করিতে থাকায়, গৃহ-কর্ত্রী ডাকাতদলের হস্তে চাবির গুচ্ছ অর্পণ করেন। ৫।৬ জন ডাকাত বাটীর বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। বাকী সকলে নগদ অর্থ ও অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া চম্পট দেয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিরক্ষক পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	শ্রীমায়াপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	শ্রীমায়াপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিগভস্তি নেমি	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	শ্রীমায়াপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তি [illegible]	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজ পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রাত্যহিক শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রাতঃকালে ব্যামতোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পাঠক শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধন্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগৎমোহন দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবনবন্ধু দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃ শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমদন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীহরেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তকাণ্ডারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্তশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক শ্রীদীনদয়াল ব্রহ্মচারী, সহকারী — শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীরূপাবিন্দু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অক্রুর।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিবিক্রম ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুরিলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগধার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপীনাথবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্তদর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও বিদ্যাবধুর জীবন [illegible] আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পাদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে ঝংকারগামৃত শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া মগ্ন হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, [illegible] বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্বিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আভাসের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

[illegible]ল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিগুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'শিবশক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাক্ত-ক্রোধের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুরকুর' 'সংক্ষিপ্তই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সমাবর্ত্তাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মার্ত্তবিধি অবশ্য পাল্য', 'ভক্তসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উক্ত এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও ভুবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ও কাগজ উৎকৃষ্ট [illegible] একত্রে। ভিক্ষা ৵০ আনা। আর্ট পেপারে বাঁধাই বাক্সসংযুক্ত ৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিনাশিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষা-নন্দদায়িনী [illegible]-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—অচিন্ত্যভেদাভেদ-আচিন্ত্যাত্ম-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমূহ।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিমুখের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী রসভাবনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরককণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরমাপন-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার [illegible] —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্ভার। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ [illegible] প্রদত্ত [illegible] বিষয় সম্ভারে প্রকাশিত। [illegible] এবং গৌড়ীয়সাহিত্যের বিষয় [illegible]। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

[illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত [illegible]

[illegible]

বাঁধাই ।০ আনা, আবাঁধাই ।৵

শ্রীচৈতন্য[illegible]

গ্রন্থকারের [illegible], বিস্তৃত গৌড়ীয় [illegible] সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী [illegible] প্রকাশিত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ২৲ টাকা, আর বাঁধাই ভিক্ষা ৩৲।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Rego N C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই চৈত্র সোমবার ১৩০৮, ২১শে মার্চ্চ ১৯৩২

বড়লাটের বক্তৃতা

শ্রীযুত জয়রাম দাসের কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জে ভীষণ নরহত্যা

চীন ও জাপানে চুক্তি

সিওনী জেলে সুভাষ বসু

মেহেরপুরে অগ্নিকাণ্ড

খনি দুর্ঘটনায় মৃত্যু

গ্রা-বাসীদের উপর গুলীবর্ষণ

সবরমতী জেলে গান্ধী-পত্নী

নানা কথা

বড়লাটের বক্তৃতা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই মার্চ্চ অযোধ্যার তালুকদারগণ বড়লাটকে যে অভিনন্দন প্রদান করেন, তদুত্তরে বড়লাট বলিয়াছেন :—

আপনারা সত্যই বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি আমি যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা অত্যন্ত অপ্রিয় কাজ। বিশেষ উদ্দেশ্যে ইহা করা হইয়াছে এবং আপনারা তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া আমি আনন্দিত। সাম্রাজ্যের উপনিবেশ সমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ যাহাতে উপযুক্ত স্থান লাভ করে তজ্জন্য শীঘ্র যথাসম্ভব শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে আমি এবং আমার গভর্ণমেণ্ট কৃতসঙ্কল্প। আমাদের এই কার্য্যে আমরা কোন গুপ্ত বা বিদ্রোহমূলক বাধা সহ্য করিব না। কিন্তু আমি সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে চাহি না, কারণ আমাদের গভর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি এখন সকলের নিকট স্পষ্ট।

আমি আপনাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে পারি যে, আইন করিয়া আপনাদের জমী বাজেয়াপ্ত করণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সহ্য করিবেন না তবে এরূপ আশ্বাসও আমি দিতে পারি না যে, ভবিষ্যতে এমন কোন আইন হইবে না যাহা জমিদারদের মতে তাঁহাদের স্বার্থের অনিষ্টকর এবং প্রজাদের পক্ষে অযথা সুবিধাজনক।

নারায়ণগঞ্জে ভীষণ নরহত্যা।

ঢাকা হইতে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, একদল ডাকাত স্থানীয় জনৈক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিকে কুঠার দ্বারা নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির পত্নী ও অল্পবয়স্ক পুত্র কন্যাগণ গৃহের যাবতীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার জীবন রক্ষার্থ দস্যুদিগের নিকট পুনঃপুনঃ কাতরভাবে প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার গুপ্ত, স্থানীয় য়ুনিয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ঘটনার দিন কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রিতে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আহার শেষ করিয়া তিনি শয্যায় শয়ন করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রায় ১২ জন ডাকাত দরজা ভাঙ্গিয়া তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে এবং কুঠার দ্বারা তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতে থাকে, ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। দস্যুরা প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির বন্দুকটি লইয়া গিয়াছে। পুলিস এখনও অপরাধীদের কোন সন্ধান পায় নাই।

সিওনী জেলে সুভাষ বসু

নাগপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সিওনী সাবজেলে আটক রহিয়াছেন। তাঁহার ভাতার হার বর্দ্ধিত করিয়া প্রতি বেলা ১ টাকার স্থলে সাড়ে তিন টাকা করা হইয়াছে। তাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে ক্ষুদ্র একটী প্রাঙ্গণের বাহিরে চলাফেরা করিতে দেওয়া হইত না। এখন তাঁহাকে তাহার বাহিরেও ভ্রমণ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার রান্নার জন্য বাঙ্গালী পাচক চাহিয়া পাঠান হইয়াছে। তাঁহার ব্যায়াম করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাডমিণ্টন খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গ্রামবাসীর অসীম সাহস

লাহোর হইতে প্রকাশ, ১৪ই মার্চ্চ সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী চিতাবাঘ অখোটা গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক কৃষককে ধরিয়া তাহার বাহু চিবাইতে আরম্ভ করে। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া, ঐ গ্রামেরই চৌধুরী গোপাল নামে এক রাজপুত একটী কুড়ুল হাতে লইয়া একেলা তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে সেখানেই কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য মৃত পশুটিকে হোসিয়ারপুরে আনা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবের রাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	শ্রীমায়াপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	শ্রীমায়াপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	শ্রীমায়াপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্র[illegible] বোধায়ন	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বৈষ্ণবতোষণবাদি [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ খোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধনেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪৯১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ নামভজন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ সাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধমোচন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্রহ্মকোবিদ, শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাসগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমানে দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৎসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীজন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) বাজনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ২৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫, ৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২১শে মার্চ্চ ইং ১৯৩২ সোমবার { ১৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত বুধবার সন্ধ্যায় চম্পকহট্ট শ্রীগৌর-গদাধর মঠের প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। গুরুবন্দনা পঞ্চতত্ত্ব ও "গৌরাঙ্গের দু'টী পদ, যা'র ধন সম্পদ, সে জানে ভকতিরস সার" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। স্বামীজী শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরি-ধরের বন্দনা করিয়া দৈন্য সহকারে বলেন—

আমাদের পরম করুণ গুরুপাদপদ্ম আজ যে আমাদের সকলকে গৃহসুখ ছাড়াইয়া শ্রীধামে আকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীধাম-পরিভ্রমণের ক্লেশ বরণ করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের এমন কি স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, যাহা আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে? সময়ে নিদ্রা নাই, সময়ে আহার নাই, তাহার উপর আবার এই প্রখর সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত বালুকাময় কণ্টকাকীর্ণ বন জঙ্গলের দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার ক্লেশ ভোগের পর আমরা এমন কি "শান্তি" লাভ করিতে পারি, যাহার জন্য আমরা প্রাণপাত পরিশ্রম স্বীকার করিব? গৃহারামী জীবগণের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ ভ্রমের উদয় হইতে পারে; তাহার সমাধান আবশ্যক।

জগতে শান্তি বা আনন্দ চাহে না, এরূপ প্রাণী কাহাকেও দেখা যায় না। স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, করিয়া সকলেই চায়—কেবল শান্তি, শান্তি ব্যতীত জীবকুলের অন্য প্রার্থনা নাই। শান্তিই জীবাত্মস্বরূপের স্বাভাবিকী বৃত্তি, শান্তি প্রার্থনা ব্যতীত চেতনের পরিচয়ই নাই। কিন্তু সেই শান্তি কি বস্তু, তাহার প্রকৃত তথ্য নিরূপিত হয় না বলিয়াই আমরা জগতে যাহা কিছু শান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই, তাহাই আমাদিগকে ক্ষণমাত্র একটী সুখের মোহে মুগ্ধ করিয়া পরিণামে অভাব দুঃসহ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কে শান্তি চাহিতেছে, কিসে তাহার সে শান্তি, কেই বা তাহার সেই শান্তিদাতা—এবিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া জীবকুল নানাপ্রকারে অশান্তি ভোগ করিতেছে। আমাদের পরম মঙ্গলময় গুরুপাদপদ্ম আজ আমাদিগকে সেই শান্তির সন্ধান দিবার জন্যই আহ্বান করিতেছেন। আমরা নশ্বর দেহ মন এবং তৎসম্বন্ধীয় বস্তুর নশ্বর শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া থাকি, তাই পরিণামে অশান্তির সাগরে মজ্জমান হই, দেহ মনের অতিরিক্ত যে 'আমি' তত্ত্ব, তাহার প্রার্থনীয় যে শান্তি, যাহা 'রসো বৈ সঃ' কৃষ্ণচন্দ্রের ইন্দ্রিয়তর্পণ, তাহাই আমাদের নিত্য শান্তি। কৃষ্ণকাম, কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণধাম-সেবাই আমাদের নিত্য শান্তির বিষয়, তাহার আশ্রয় না লইলে আমাদের কখনও শান্তি লাভের সৌভাগ্যোদয় হইবে না।

গত ২৬শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ করেন।

ভগবদ্বিদ্বেষী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াও তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে একবিন্দুও বিচলিত করিতে পারেন নাই। ভক্ত-বৎসল শ্রীহরি যে ভক্তগণের একমাত্র সম্বল, তাঁহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ভগবান্ শরণা-গতপালক, শরণাগত ব্যক্তিই তাঁহার অহৈতুকী কৃপা লাভে সমর্থ, প্রহ্লাদ মহা-রাজই তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

যাঁহারা ভগবদ্বিরোধিগণকে আত্মীয় বোধ করেন, ভক্তে ও ভগবানে তাঁহাদের প্রীতি স্থাপিত হয় না। পরন্তু দুঃসঙ্গ-বশতঃ সেবা-বিমুখতা প্রবল হইয়া বিদ্বেষ ভাব হৃদয়কে আক্রমণ করে। হরিবিদ্বেষী হিরণ্যাক্ষকে ভ্রাতৃবুদ্ধি করায় হিরণ্যকশিপুরও হরি এবং হরিজনবিদ্বেষ সংক্রামিত হইয়া-ছিল। আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাই।

হরিভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ যদি দেহ-সম্পর্কীয় হরিবিমুখ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে স্বজন বোধে প্রীতি করেন তাহা হইলে হরি ও হরিজনে অশ্রদ্ধা অন্তরে জাগরূক হইয়া তাঁহাদের অমঙ্গল আনয়ন করিবে। তজ্জন্যই শাস্ত্র অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে জীবন অতি-বাহিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

গত ১১ই ফাল্গুন সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কেশিয়াড়ী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দরবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণে একটী সভায় 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলী এবং জনসাধারণ বক্তৃতা শ্রবণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের প্রচলিত অনিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অন্যতম নহে। আমরা শ্যামসুন্দর বাবুর প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের সাহায্যে নিষ্কপট সেবা দেখিয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার উত্তরোত্তর সেবাবৃত্তি বিকাশের প্রার্থনা করি।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রপন্ন বোধায়ন মহারাজ বি.এন, আর লাইনের অন্ড্রা ও তাম্রবটিনী স্থানে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আহ্বান মুখে শুদ্ধভক্তিবাণী প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় স্বামিজীর প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করত ধন্য হইয়াছেন।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজাবাহেন কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্তন মহোদয়, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্রসমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্তা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বৰ্দ্ধিত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সঙ্গে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশি… ।৵

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেব-হইতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৯৲, অর্দ্ধকলম ৫৲, সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

চীন ও জাপানে চুক্তি

জেনেভা হইতে প্রকাশ, সুদূর এই দীর্ঘকাল ব্যাপী বিবাদ মিটাইবার জন্য জাতি সঙ্ঘের পরিষদ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম দফা সাফল্যের কথা গত ১২ই মার্চ্চ পরিষদের কমিটীর অধিবেশনে ঘোষণা করা হইয়াছে। সভাপতি মিঃ হাইমেন্স তাঁহাকে জানাইয়াছেন, সাংহাইস্থিত চীন ও জাপানের প্রতিনিধিরা একটা অস্থায়ী রকম চুক্তি করিয়াছেন।

বে-আইনী শোভাযাত্রায় দণ্ড

বুধবার দিন সন্ধ্যার সময় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটী শোভাযাত্রা বাহির করিবার অভিযোগে শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ খাস্তগীর, হরিপদ দত্ত, রাম প্রামাণিক এবং আবদুল কাসিম বৃহস্পতিবার দিন অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ফজলুল করিমের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে পতাকা ছিল এবং তাঁহারা ধ্বনি করিতেছিলেন। পুলিস তাঁহাদের কমিশনারের আদেশ দেখাইয়া ছত্রভঙ্গ হইতে বলিলে তাঁহারা উহাতে অসম্মত হন। ফলে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া জোড়াবাগান থানায় লইয়া যাওয়া হয়।

দেবেন্দ্রনাথ খাস্তগীর এবং হরিপদ দত্ত ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। রাম প্রামাণিক এবং আবদুল কাসিমের বয়স অল্প বলিয়া তাহাদের প্রতি আদালত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকিবার আদেশ হইয়াছে।

মেহেরপুরে অগ্নিকাণ্ড

মেহেরপুর হইতে প্রকাশ, মেহেরপুর হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত সমস্ত উজল-পাড়া গ্রামটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্প্রতি ভস্মীভূত হইয়াছে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে।

শ্রীযুত জয়রাম দাসের কারাদণ্ড

করাচী হইতে প্রকাশ, 'সিন্ধু হেরাল্ডের' সম্পাদক শ্রীযুত হেমনদাস প্রেমদাস আডিনানস আইনে গ্রেপ্তার হইয়া ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরাম ৯ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আরও ছয় জন কংগ্রেসকর্ম্মী বিভিন্ন কালের মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক আছেন। জয়রাম দাসকে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং অপর সকলকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর মধ্যে গণ্য করিতে সুপারিশ করা হইয়াছে। একজন ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে।

মার্কিণে কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য

রক্ষণশীলদলের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কমিটী স্থির করিয়াছেন, কংগ্রেস শুধু ভারতে নহে, অন্যান্য দেশেও বিশেষতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার-কার্য্য চালাইতেছে তাহার কুফল নষ্ট করিবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করা দরকার, সে কথা তাঁহারা সরকারকে জানাইবেন।

সম্পাদকের হাইকোর্টে আবেদন

'হাওয়ান ডেলি মেল' পত্রের নিকট হইতে সরকার ৬০০ টাকা জামিন তলব করিয়া যে আদেশ দিয়াছেন, সেই আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত পত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর এবং প্রকাশক মিষ্টার পমান জোসেফ বোম্বাই হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন।

খনি দুর্ঘটনায় মৃত্যু

উরগাঁও হইতে প্রকাশ, চ্যাম্পিয়ন রিফ্ন খনিতে সাত হাজার ফিট নিম্নে এক দুর্ঘটনার ফলে তিনজন কুলীর আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে এবং ১৫ জন আহত হইয়াছে। তাহাদের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। চম্পারণ রিলিফ পুলিস তদন্তে হাত দিয়াছে। তদন্তের ফলে দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এবং হতাহতের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ পাইবে।

গ্রামবাসীদের উপর গুলীবর্ষণ

মেহেরপুর হইতে প্রকাশ, কেহট্ট থানার এলাকাধীন কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে একটি উল্লেখযোগ্য ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ভীতিসূচক চীৎকারের শব্দ শুনিয়া গ্রামবাসিগণ আক্রান্ত বাটীর চতুর্দ্দিকে সমবেত হয়। ডাকাতগণ কিন্তু সশস্ত্র গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলী বর্ষণ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। বাটীর স্ত্রীলোকেরাও দস্যুদিগের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছেন এবং একজন বৃদ্ধার মুখ সাংঘাতিক ভাবে পুড়িয়া গিয়াছে। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে। প্রকাশ, ২ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[illegible] হইতে আর একটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এখনও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

মুদ্রা জালে কারাদণ্ড

গত বৃহস্পতিবার আলিপুরের অতি-রিক্ত দায়রা জজ মিঃ এইচ, আমেদ জুরী-গণের সহিত একমত হইয়া রাজকীয় মুদ্রাজাল করিবার অপরাধে বরকতপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তিকে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সরকার পক্ষের বিবরণে প্রকাশ, কোনও সংবাদ পাইয়া পুলিস আসামীর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি জালমুদ্রা প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি হস্তগত করে। ঐ সকল দ্রব্য আসামীর ঘরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।

সবরমতী জেলে শ্রীযুক্তা গান্ধী

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী বরদোলীতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গত ১৭ই মার্চ্চ প্রাতে অন্যান্য আসামীগণের সহিত তিনি সবরমতী জেলে আনীতা হইয়াছেন।

সরকার পক্ষ হইতে ডাইরেক্টর অব ইনফরমেশন নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি ইস্তাহার জারি করিয়াছেন,—বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করিতে আদেশ দিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সংবাদ লইয়া জানা গিয়াছে যে, সুরাটের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করিবার জন্য সবরমতী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট তার করিয়াছে। গত ১৬ই মার্চ্চ শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীকে [illegible] স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

পাঠানগণের সহিত সংঘর্ষ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাই ডকের ধর্ম্মঘটের অবস্থার কোনই উন্নতি সাধিত হয় নাই। বরং অবস্থা একটু খারাপই দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ডকের কয়লা বহনকারী কুলিগণের অনেকে, ঠেলাগাড়ীর চালকগণ এবং গুদামের লোকজন ধর্ম্মঘটকারীদের সহিত যোগদান করায় উহাদের দল পুষ্ট করিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারীরা গত ১৬ই মার্চ্চ সকালে ডকের ফটকে পিকেটিং চালায়, ফলে কারনাক বন্দরে কতকগুলি পাঠানগণের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়। উহার ফলে একখানি মোটরগাড়ী সামান্য রকম জখম হইয়াছে। উক্ত গাড়ীতে পাঠানগণ যাইতেছিল। পুলিস দুই জন ধর্ম্মঘট-কারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ব্যারিষ্টার ইউ পুনখিন নিহত

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, তালুকের সংবাদে প্রকাশ ব্যারিষ্টার ইউ পুনখীন এবং তাঁহার সঙ্গী মংপো সহকারী সহর-কর্ত্তা ইউ টো মংগ্রের বাড়ীর সন্নিকটে গত ১৪ই মার্চ্চ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পরে গুলীতে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ, উপরি উক্ত ব্যারিষ্টার যখন ঘটনাস্থলের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন তখন সহরকর্ত্তার কোনও ভৃত্যের সহিত তাঁহার বচসা হয় এবং তিনি প্রথমে গুলী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পুলিস ঘটনার তদন্তে লিপ্ত আছে।

খুলনায় অমানুষিক অত্যাচার

খুলনা হইতে প্রকাশ, দায়রা জজ সম্প্রতি একটি মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। উক্ত মামলায় আব্বাচ ও উজির সেহারা মানদা দাসী নাম্নী জনৈকা তরুণী বিধবা স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। ৩ জন জুরীর মধ্যে ২ জন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ (এ) ধারানুসারে আসামীদ্বয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করায় তাহাদের প্রত্যেককে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

সভাপতির আসনে গভর্ণর

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় বাঙ্গালার গভর্ণর সেণ্ট জন এম্বুলেন্স এবং ভারতীয় রেড ক্রশ সোসাইটীর যুক্ত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গভর্ণর রেড ক্রশ সোসাইটীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

কংগ্রেস প্রীতির জন্য পেটেল সসপেণ্ড

আকোলার এক খবরে প্রকাশ, আকোলার তালুকের কাজিদের পেটেল পদত্যাগ করিয়াছেন।

ইহাও প্রকাশ যে, সুগাভীর পেটেল শ্রীযুত সুব্বা ভাও কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বলিয়া সসপেণ্ড হইয়াছেন।

এলাহাবাদে খানাতল্লাস ও কারাদণ্ড

প্রকাশ, গোয়েন্দা পুলিস গত ১৫ই মার্চ্চ কতিপয় ব্যক্তির গৃহে খানাতল্লাস করে এবং যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ, রাজকুমার শাস্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে। তিনি সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারানুসারে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

চারিজন গ্রামবাসীও উক্ত ধারামতে দণ্ডিত হইয়াছে। একজন আসামী ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া এক মুচলেকায় স্বাক্ষর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌর[illegible] — Reg No C. 1544

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ২৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৫. ৯ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২২শে মার্চ্চ ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ১৭শ সং

উদয়-গিরিতে গৌরেন্দু

তিথি আবাহনা

[illegible] গাহগো সুতানে
চন্দন-বারি ঢালগো পথে;
কুসুম-মালিকা দুলাও বিতানে
আসে তিথিবর স্বর্ণ রথে।
আজি এ' পুণ্য প্রকট দিবসে
সাজায়ে আরতি সজ্জভার;
পরাণ-প্রদীপ জ্বালিয়া হরষে
অর্চ্চন সবে করিব তাঁ'র॥
ওহে কালাতীত! চির বন্দনীয়!
দীন হৃদয়ের লহহে নতি;
স্মরণের পটে ওগো স্মরণীয়!
জয় গানে দাও শুদ্ধা মতি॥
হে পবিত্র তিথিরাজ! হে চির-মহান্!
সকল তিথির মাঝে তুমি গরীয়ান্।

সারাটি ভুবন পুলক-মগন
বাসন্তী সুষমা-শোভিত আজ।
চারু ঢল ঢল লাবণ্য শ্যামল
প্রকৃতি প'রেছে মোহন সাজ॥
মৃদুল মলয় ধীরে ধীরে বয়
কুসুম-সুরভি বহন করি'।
জ্যোৎস্না-খচিত কুসুম ভূষিত
অপরূপ শোভা ধরায় মরি!
পিক-কুল যত পঞ্চমে সতত
গাহে অবিরাম পুলক গান।
কাননের ফুল মাধুরী অতুল
ঈশ-সেবা তরে ধ'রেছে প্রাণ॥
পূর্ণেন্দু-কিরণ করে বিতরণ
স্নিগ্ধ সরস রজত-বিভা।
(যেন) তরল ধারায় ওই ব'য়ে যায়
অশরীরী নব সুষমা কিবা!
নিখিল ধরণী বিমল বরণী
[illegible]
হরষ-পূরিত সবাকার চিত
উঠে নানা তান সকল দিশ॥
এ' বিশ্ব ভুবন র'য়েছে মগন
নানা কলরব—কত কি কাজে।
সুধাকর হাসি' ঢালে সুধা-রাশি
বিগত-চেতন তিমির মাঝে॥
জানে ভক্তচিত মগ্ন যথোচিত
পূর্ণ সুধাকর কাহারে কয়।
শ্রীগৌর-শশধর দয়ার সাগর
তাঁর কৃপা স্মরি' গাহিছে জয়॥
গগনের শশী নাশি' রাত্রি-মসি
কর বিতরিয়া সে সুধাকর।
জীব-হৃদয়ের ঘোর তিমিরের
বিনাশ না করে ঐ শশধর॥
বাহিরের কালো নাশে চন্দ্র-আলো
শীতল-পরশ ভালো যে বাসে।
(কিন্তু) কোনো প্রলেপন করে কি মোচন
ব্যথিত হিয়ার বেদন-রাশি?
কর্ম্ম, জ্ঞান আর স্বার্থ-অহঙ্কার
হুঙ্কারিল সবে দরপ ক'রে।
দুরন্ত কলির ছলনা-বাণীর
উপাসকে গেল অখিল ভ'রে॥
মায়া-মোহ-ঘোর দানব সমান
হইল সবার চরম প্রভু।
ধরমের নামে মজি' কত কামে
না জানে মানব স্বভাব কভু॥
কিবা পরিণতি কোথা তা'র গতি
কোন্ প্রয়োজন জীবন মাঝে।
[illegible] জীবন যাপন
এই কি চরম কেহ না ভাবে!
শুদ্ধ আত্মার সহজ বৃত্তি
ভুলেছিল সব নরনারীকুল
ছিল তাহা সুগোপন॥
হ'য়ে জ্ঞানহারা দিতেছিল তারা
বক্ষ-রুধির দৈত্য-করে।
কাল-ভৈরব অট্ট হাসিয়া
দিত করতালি শ্মশান প'রে॥
(শুধু) সাধু জনগণ স্মরি' নারায়ণ
যাপিত দুরূহ দিবসগুলি।
বহির্ম্মুখ যত উপহাসে রত
শুনা'ত তা'দের কঠোর বুলি॥
গণ-গড্ডলীর যত লহরীর
কুহেলি আঁধার ছিন্ন করি'।
করুণা-সিন্ধু শ্রীগৌর-ইন্দু
(আজি) উদিলা ধরায় করুণা করি'॥
বিগত তিমির সব ধরণীর
দানিলা শ্রীহরি গোলোক বিভা।
তিমির-মগন পাইয়া কিরণ
সেবা-উৎসবে মাতিল কিবা॥
করুণা করিয়া শ্রীহরি আসিয়া
ধরিলা ধরাতে ভকত-রূপ।
আপনি আপন সেবার সাধন
শিখাইলা সেই সরস-রূপ॥
কলুষ-নাশন শ্রীনাম-রতন
কলির পাতক-পাবন তাহা।
গিয়া দ্বারে দ্বারে কহিয়া সবারে
অভিনব কৃপা বিতরে আহা!
কহিলা কাতরে সকল জীবেরে
'হে জীব! স্বরূপে বরিয়া লও।
আত্মার রূপ হবে বিব
আর কেন মোহে পাড়িয়া রও?
তুমি ত অমর নিত্য অজড়
[illegible] তোমার [illegible]
হে গৃহ-ভ্রান্ত! বিপথ পান্থ
আর কত কাল রহিবে দূরে?
ওহে শঙ্কিত! ভব-ভয়-ভীত!
শঙ্কাহরণ শ্রীনাম-ধন।
শ্রীহরি-চরণ করিলে বরণ
মৃত্যু ও শোক না করে পীড়ন॥'
(প্রভু) অন্য অবতারে নানা অস্ত্র ধ'রে
পাষণ্ড পামরে বিনাশ করে।
কৃপার সাগর শ্রীগৌরসুন্দর
পতিতেই বেশী করুণা করে॥
কোন অবতারে জীব তারিবারে
এমন করুণা দেখেছে কেহ?
বিমুখের তরে এ' ভুবন পরে
ধরিলা ঠাকুর মানব দেহ॥
দু'টী আঁখি তাঁর ঝরে অনিবার
পতিত কাঙ্গাল পামর লাগি'।
(আজি) এস এস ভাই আমরাও যাই
পাদপদ্মে তাঁর করুণা মাগি॥
মহা মিলনের পুত তীর্থের
উন্মুক্ত উদার ক্ষেত্রতলে।
হ'য়ে সমবেত প্রভু-অভিপ্রেত
সাধিব আমরা শ্রীহরি ব'লে॥
আকাশ পবন কাঁপ' আলোড়ন
উঠিছে বিপুল শ্রীহরি-ধ্বনি।
জয়, জয়, জয়, গোরা দয়াময়,
ধন্য তোমার করুণা-খনি॥

—সেবিকা অপর্ণা

[illegible] মধ্যে জীবের [illegible] হার হয় প্রাপ্তি॥

শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	শ্রীমায়াপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	শ্রীমায়াপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	শ্রীমায়াপুর
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	শ্রীমায়াপুর
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	শ্রীমায়াপুর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(২) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীগণ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অকাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোপদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণারণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া),

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ. বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, আমগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রায়বাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপাদন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীনিত্যানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগন্নাথ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রভাবে অনুভূত হইবার নহে। কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত [illegible] স্বরূপ-বিশিষ্ট ভক্ত [illegible] রূপে [illegible] স্বরূপ [illegible] প্রকট করিলেও [illegible] প্রাকৃত [illegible] জীবের [illegible] উদ্দেশ্য নহে [illegible] আর কিছু বিজাতীয় বিষয়ের সম্বন্ধ আছে। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগগণ কৃষ্ণকৃপাকে নিজেন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিবার পারিবেন কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই বুঝিয়া থাকেন, তাই তাঁহারা গৌরানুগত্যের গুরুত্ব, গৌর-নিকামুক্তের মধুরত্ব, গৌরনাম গৌরধাম-গৌরকামদেবের চমৎকারিতার প্রসাদোজ্জ্বল হৃদয়ে গৌরকৃপার অনুভব করিয়া থাকেন। আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকৃপার প্রকৃত [illegible] আজিলেই কৃষ্ণ গৌরস্বরূপে আমাদিগকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরানুগত্যের বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন এবং তখনই আমরা গৌরানুকূল [illegible] মহাজন সদ্গুরুপাদপদ্মের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করি। গুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের গৌর কৃষ্ণে অভেদ বুদ্ধির উদয়ে আমরা আমাদের নির্মল-হৃদয়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর কৃপাবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া পরা-শান্তি লাভ করিতে পারি।

স্বয়ংরূপ ভগবদ্বস্তুকে তাঁহারাই প্রকাশ-সত্ত্বা মূলসঙ্কর্ষণ স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব প্রভুই প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বয়ংপ্রকাশ স্বরাট্ ভগবদ্বস্তুর পূর্ণ দেশকাল-পাত্রদ্বারা অবাচ্ছিন্নবৎ দৃষ্ট হইলেও তিনি তাহা নহেন। স্বরূপশক্তির ইচ্ছা হইলে তিনি নিজেই আপনা প্রকাশসত্ত্বা বিস্তার পূর্ব্বক নিত্য-নাম-রূপ গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলাসহ জগজ্জীবের [illegible] হইতে পারেন। জীবকে অত্যন্ত কৃপা করিয়া তিনি তাঁহার [illegible] স্বরূপ দর্শন দান করেন বলিয়া জীব তাঁহাকে কখনও [illegible] মনে করিতে পারে না। [illegible] ভগবান জীবের প্রতি [illegible] কিছুকাল দর্শন-দানের পর [illegible] জীব তাঁহাকে তাঁহারই [illegible] মনে করিবে, জীবের পক্ষে অত্যন্ত [illegible] [illegible]। কোন [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] করিতে পারে না। [illegible] অনুকূল গৌরভক্তানুকূলনাম [illegible] না পারিলে [illegible] আস্বাদন করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥"

অর্থাৎ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ জগজ্জীবের প্রতি সদয় হইয়া গৌড়রূপ উদয়াচলে গঙ্গার পূর্ব্বতটে শ্রীধাম মায়াপুরে আপনাদিগকে উদয় অর্থাৎ প্রকট করিলেন। এস্থলে "করিল উদয়" বাক্যের দ্বারা গৌর-নিত্যানন্দের প্রাকট্য বিষয়ে গৌরনিত্যানন্দেরই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সংরক্ষিত হইতেছে। ভগবদাবির্ভাব সম্বন্ধে জীবের স্বতন্ত্রকর্তৃত্ব কিছুই নাই। জীব ভগবানের নিকট তৎকৃপা প্রার্থনা মূলে তদাবির্ভাব প্রার্থনা করিতে পারেন, প্রার্থনা নিষ্কপট হইলেই ভগবান্ কৃপা করিয়া আবির্ভূত হন। এই 'কৃপা'র কথা বিস্মৃত হইলে আর ভগবদাবির্ভাব-দর্শনের যোগ্যতা লাভ হয় না। গৌরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দাবির্ভাব সংঘটিত হওয়ায় মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা বিশেষরূপে উপলব্ধির বিষয় হয়, কেননা নিত্যানন্দ স্বরূপদ্বারেই গৌরসুন্দর জীবকে তৎস্বরূপদর্শন সুলভ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অমল শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণগ্রন্থ এবং প্রেমকে পঞ্চমপুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করিবার পূর্ব্বে জগজ্জীব মহাভারতাদিগ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকেই চরম এবং পরম প্রয়োজন মনে করিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়কগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার শ্রবণ করাইয়া মানবকাম্য ধর্ম্মার্থাদি প্রয়োজন-চতুষ্টয়কে অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করিলে লোকে প্রথমতঃ তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলেও পরিণামে তাহার উপযোগিতা বিচার করিয়াছিল। ধর্ম্মার্থকাম এমন কি মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত যে অজ্ঞানান্ধকার—কৈতব বা আত্মবঞ্চনা, এত বড় সত্য কথা পরদুঃখদুঃখী পরম মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয়জনগণ ব্যতীত এত উচ্চৈঃস্বরে অদ্যাপি আর কেহ বলিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহু গৌরাভক্তব অদ্যাপি চতুর্ব্বর্গের কপটতা বিচার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণভক্তির বাহিরে যাবতীয় শুভাশুভকর্ম্মকেও অজ্ঞানান্ধকার বলা হইয়াছে। মহাপ্রভুর জীব-হৃদয়ে আবির্ভাবের প্রথম উদ্দেশ্যই—জীবের অজ্ঞানতমোনাশ, অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত হইলেই অন্তঃকরণে বস্তুর যাথার্থ্য স্ফুরিত হয়। আবার এই অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য কোন স্বতন্ত্র সাধনেরও প্রয়োজন নাই, মহাপ্রভুর কৃপাপ্রভাবেই জীবের যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। জীব শরণাগত হইয়া নিষ্কপটে বস্তু-সাক্ষাৎ-কারের প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া জীবকে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রদান করিয়া থাকেন। আরোহপন্থাবলম্বনে নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে বহুমানন করিতে গেলে তত্ত্ববস্তুর কৃপালাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। ভগবান ব্রহ্মাকে যখন—

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তখনই ব্রহ্মা ভগবৎকৃপা-ক্রমে তত্ত্ববিষয়কজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শরণাগত অবরোহপন্থী ব্রহ্ম-লীলার পরিবর্ত্তে যখন আরোহপন্থী ব্রহ্মলীলায় ভগবানের ভগবত্তা নিজে বুঝিয়া লইবার প্রয়াস হইয়াছিল, তখন আমরা তল্লীল ব্রহ্মার তাদৃশ প্রয়াসের বৈফল্যলাভ ও 'শরণাগতলীল' ব্রহ্মার "তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্॥"—প্রভৃতি শরণাপত্তিমূলক বিচার দেখিতে পাই। তাই অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের উপায়-কথনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন—

"তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ—এক দুই অবতার যুগপৎ উদয়কে সূর্য্যচন্দ্রের যুগপৎ উদয়ের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সূর্য্যের কিরণ অত্যন্ত প্রখর, আবার চন্দ্রের কিরণ অত্যন্ত স্নিগ্ধ। সেই দুইটির একই সময়ে উদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্ভব হইয়াছে। জগতের সূর্য্যচন্দ্র কেবল বাহিরের অন্ধকার দূর করিতে পারেন, কিন্তু অন্তরমধ্যস্থ অন্ধকার দূর করিতে পারেন না। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দ অহৈতুকী-কৃপাক্রমে চৈত্যগুরুরূপে জীবের চিদগুহাভ্যন্তরস্থিত যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জীবকে ভক্তি-ভাগবত ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সঙ্গ-সৌভাগ্য প্রদান পূর্ব্বক জীবের পরম মঙ্গল বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—
"গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র।"

শ্রীগৌরানুকূল শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সমীপে প্রণি-পাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাবৃত্তি মুখে গৌর-লীলা শ্রবণের সুযোগ হইলেই গুরুমুখ-নিঃসৃত গৌরকথার অমিত-প্রভাব ক্রমে ক্রমে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আমাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখ করিবেন। তখন আমাদের মন আর বৃন্দাবন ভিন্ন হইবে না, মন গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম ব্যতীত আর ইতর চিন্তা করিবে না, আমরা আমাদের হৃদয়কেই শ্রীগৌরপাদপদ্মের পীঠস্থান বলিয়া জানিতে পারিব—অন্তরিন্দ্রিয় গৌরদর্শন করিলে বহিরিন্দ্রিয় তদানুগত্যেই গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা ব্যতীত ইতর চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইবে। তাহাই গৌরসুন্দরের পূর্ণ কৃপা। তাহাই যথার্থ গৌরাবির্ভাব-উপলব্ধি।

শ্রীগৌরসুন্দর—সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে যাঁহারা তাঁহার আরাধনা করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান, তাঁহারাই গৌরাবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন।

শ্রীকৃষ্ণলীলার ন্যায় শ্রীগৌরলীলাও নিত্য। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে নিরপরাধে নাম-সংকীর্ত্তনরত হইলে অনর্থনিবৃত্তিক্রমেই সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবিলাস দর্শন করিয়া জীব ধন্য হইতে পারেন। সর্ব্বমূলে গুরুকৃপাই গৌরদর্শনের একমাত্র সম্বল। গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইতে পারিলেই তিনি প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রসন্নতা-ক্রমেই ভগবৎ-প্রসন্নতালাভ এবং গৌরাবির্ভাব-উপলব্ধি। গুরুদেব শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপন-কারী শ্রীচৈতন্যের নিজজন, তাঁহার সেবা উল্লঙ্ঘন করিয়া—আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যে কিছু সাধন-ভজন-চেষ্টা, তাহা অজ্ঞ বহির্ম্মুখ লোকের নিকট প্রশংসাই হইলেও গৌরসুন্দর আমাদের সেইরূপ ধৃষ্টতাকে আদৌ বহুমানন করেন না। "কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণ"—এইরূপ বিশুদ্ধ অংশময় বুদ্ধিতে গুরুপাদপদ্মের সেবাত্যাগ বলিয়া কোন কথাই নাই অথবা গুরুদেব অনুমোদন করিতেছেন না, এমন কোন মনঃকল্পিত সেবাগ্রহেরও ধৃষ্টতা নাই। গুরুদেব যে সাধন—যে ভজনকে অনুমোদন করিতেছেন না, তাহা কখনও গৌরাবির্ভাব-জনিত নিত্যোৎসবের বিধান করিতে পারে না, কেবল দাম্ভিকতা সৃষ্টিরই ব্যবস্থা করে মাত্র।

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপন-সেবা-বিমুখ থাকিয়া আমরা আজ যতই না কেন নামসংকীর্ত্তন ও উপবাসাদি ব্রত-নিয়ম পালন করি, আমরা যতই না কেন আর্ত্তি দেখাই, প্রবন্ধাদি লিখি, তাহাতে আমাদের গৌরপ্রীতির কোন পরিচয়ই থাকিবে না, যেহেতু গৌরভক্ত-সেবা অনাদর বা অবহেলা করিয়া গৌর-প্রীতিপ্রদর্শন মুখে গৌরসুন্দরের প্রতি অবজ্ঞাই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ জগদানন্দ বলিয়াছেন—লোক-দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি'। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥" যদি আমরা সত্য সত্য গৌরসুন্দরের কৃপায়

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠায় ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

"প্রকাশে"র কথা

পূর্ব্বকথা

"নদীয়া-প্রকাশ" বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ-রূপে সপ্তম বর্ষ প্রকাশ করিলেন। "নদীয়া-প্রকাশ" নদীয়া-নাথ গৌরহরির প্রকাশবিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা জগতে প্রকটিত হইয়া প্রথম দুই বর্ষকাল ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষায় যুক্ত সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত ছিলেন। পরে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—এই গৌরমুখ-বিগলিত মহাবাক্যের মূর্ত্তবিগ্রহ গৌরজনের অভীষ্টানুসারেই তৃতীয় বর্ষ হইতে দৈনিক পত্ররূপে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকেন।

* * * *

প্রাত্যহিক প্রচার

তৃতীয় বর্ষ হইতে ষষ্ঠ বর্ষ (১৩৩৪ ফাল্গুন হইতে ১৩৩৮ ফাল্গুন) অর্থাৎ বর্ষ চতুষ্টয় "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" প্রকাশিত হইয়াছেন, বলিলে আমরা বুঝি যে, গৌড়ভাষার অভিজ্ঞ বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইয়াছে।

* * *

'ভূরিদ' কে?

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন দৈনন্দিন বা প্রাত্যহিক কৃত্য, নিত্য শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সার্ব্বকালিক প্রয়োজন, নিত্য-বৈকুণ্ঠকথা অনুক্ষণ অখিললোকের সর্ব্বদা প্রচারই সেবা—এই কথা যিনি সর্ব্বক্ষণ স্বীয় লেখাগাছে করিয়া জগজ্জীবের নিকট প্রকাশিত করিতেছেন, সেই গৌরপ্রকাশ বিগ্রহের অনপেক্ষচরী করুণা ও দানের কথা যাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ না করিয়াছে, তাঁহারা এখনও মায়াকুক্ষিতেই রহিয়াছে, জানিতে হইবে।

* * *

যাইতে চাই, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মকে হৃদয়ে আলিঙ্গিত করাইতে চাই, তবে তাঁহারই মনোহভীষ্টস্থাপক প্রিয়জনগণের প্রীতি-প্রদ সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ কর্ত্তব্য। জানিনা, গুরুদেব কবে আমাদিগকে কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে শক্তি প্রদান করিবেন, কবে আমরা তাঁহার কৃপায় আমাদের হৃদয়ে নিত্য-প্রকাশবিগ্রহ-তত্ত্ব আনন্দানুভব করিব! সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরশশধরের উদয় ব্যতীত আমাদের সর্ব্বান্ধকার-বিদারণ আর কে করিবেন?

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবাক্যের মূর্ত্তপ্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তিপ্রচারক মুখপত্ররূপে "শ্রীসজ্জনতোষণী" মাসিক পত্রিকা এবং "গৌড়ীয়" সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশিত হইতেছিলেন, কিন্তু একমাসকাল বা সপ্তাহকাল ধরিয়া ঐ সকল পত্র পাঠ এবং ঐ সকল পত্রের বিষয় অনুধ্যান করিবার ছলনায় পাছে 'অল্পায়ুঃ', 'সুমন্দমতি', 'মন্দভাগ্য' ও 'উপদ্রুত' জীবের নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও অসুবিধা আসিয়া পড়ে, এই জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবাক্যের মূর্ত্তপ্রকাশ 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' প্রচারের সঙ্কল্প করিলেন। সত্যসঙ্কল্পের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে বিশ্বে যুগান্তর আনয়ন করিল! কেহ কি কখনও শুনিয়াছিল যে, একান্ত একায়ন সত্যের কথা অচৈতন্য বিশ্বের নিকট দৈনিক পত্রাকারে প্রকাশিত হয়!

"যেন কেনাপ্যুপায়েন"

অনাদিবহির্ম্মুখ মানবের সংক্রামক জাড্য ও সত্যকথা শ্রবণে অরুচি এবং গ্রাম্য কথার পারিপার্শ্বিকতায় আজন্ম লালিত পালিত হওয়া নিবন্ধন তাহাদের গ্রাম্যবার্ত্তায় নৈসর্গিক কৌতূহল ও রুচি-বিষয়ে অভিজ্ঞ সদ্বৈদ্য শ্রীগৌরজন আপাতশ্রেয়ঃকামী রুগ্ন বালককে লাড্ডুর লোভ দেখাইয়া ঔষধ পান করাইবার ন্যায় পারমার্থিক বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ নদীয়া-প্রকাশের বাহ্য আবরণে আর্থিক বা ঐহিক কুণ্ঠকথার সংস্থাপন-কৌশল করিলেন। আর্থিক কথা বা লাড্ডুর লোভে প্রলুব্ধ হইয়াও যদি জীব 'নদীয়া-প্রকাশে'র চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া ফেলে। "যেন কেনাপ্যুপায়েন" ঔষধ পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলেই ক্রিয়া আরম্ভ করিবে।

* * *

প্রকাশের ভাষা

অনেকে অভিযোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা "শ্রীসজ্জনতোষণীর" ও "শ্রীগৌড়ীয়ের" ভাষা বুঝিতে পারেন না, এজন্য "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" যথাসাধ্য সাধারণ বাক্যে চিত্তমোদিনী ভাষায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

* * *

কুরসের নেশায় মত্ত ব্যক্তিগণের উপকার

এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের সাময়িক পত্রিকা পাঠ একটা নেশার মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বরং কেহ কেহ নেশা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু সাময়িক পত্রিকা পাঠের মোহ ও পাঠান্তে তাহাদের সহচরগণের মহাসভায় তাহা উদ্গীরণ না করা পর্য্যন্ত অন্ন জল গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা শুনিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, এইরূপ শ্রেণীরও অনেক লোক 'নদীয়া-প্রকাশে'র নেশায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের গ্রাম্যকথার অত্যাগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যকথার জিজ্ঞাসু হইয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক-কৌশল-বৈজ্ঞানিক

কুবিষয়-কথায় আমাদের চিত্ত এতদূর আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ যে, আমরা হরিকথা এক সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া বা অনেক দীর্ঘ হইলে শুনিতে পারি না। নাটক নভেল যত বড় হউক না কেন, প্রাকৃত নায়ক নায়িকার চরিত্র-বিবরণ ও আলাপ প্রসঙ্গ যতই সুদীর্ঘ হউক না কেন, আমরা তাহা পরিসমাপ্ত না করা পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা ও অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই, অনেক সময় ভাবি—ঐ সকল প্রবন্ধ আরও দীর্ঘ হইলে অধিক সময় ব্যাপী উপভোগ্য হইত; কিন্তু হরিকথা বা আমাদের আত্মমঙ্গলের কোন ক্রমিক বিশ্লেষণ-পূর্ণ প্রবন্ধ একটু দীর্ঘ হইলেই ঐরূপ প্রবন্ধ-প্রচারক পত্রের পাতা পর্য্যন্ত কাটিতে ইচ্ছা হয় না। এজন্য দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে ধীরে ধীরে হরিকথা শ্রবণের যোগ্যতায় লালন পালন করিয়া তুলিতেছেন; যাহাতে গৌড়ীয়ের ন্যায় পাতাকাটার পরিশ্রমটীও স্বীকার করিতে না হয়, তাহারও ব্যবস্থা অর্থাৎ সতত পাঠোপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রকাশের ভিক্ষা

নদীয়া-প্রকাশের প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, একটী পূর্ণ তাম্রমুদ্রা; সর্ব্বাপেক্ষা "নিম্ন" অর্থে—সর্ব্বসাধ্য কিন্তু পূর্ণ; অর্দ্ধ নহে, কারণ 'নদীয়া-প্রকাশ' পূর্ণের কথা ও পূর্ণের প্রকাশের কথারূপ প্রকাশক; আংশিক বা অসম্যক্ বার্ত্তা নদীয়া-প্রকাশের নহে।

কর্ম্মরাজ্যে সেবার কথা

কেহ কেহ ভোগময় বিচার হইতে বলেন, 'নদীয়া-প্রকাশে'র ভিক্ষার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে অনেক কথা আছে, তন্মধ্যে একটী কথার মাত্র দিগ্‌দর্শন করিতেছি। আমরা এক আমবিক্রেতার কথা শুনিয়াছিলাম। জনৈক মুর্শিদাবাদী আম ফেরিওয়ালা কোন এক সময় খুব সুমিষ্ট ও সুপক্ক আম অল্প মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য একটি পল্লীতে গমন করে। কিন্তু তাহার এই বহুমূল্য আমের একটী গ্রাহকও না পাইয়া ফিরিওয়ালা অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে বিনামূল্যেই আমগুলি বিতরণ করিবার সঙ্কল্প করে এবং প্রতি গৃহে উপস্থিত হইয়া বিনামূল্যে তাহার আম গ্রহণ করিতে বলে। কর্ম্ম-রাজ্যে "ফেল কড়ি মাখ তেল" নীতিই প্রচলিত; এখানে বিনিময় না হইলে কেহ তৃণগুচ্ছও করে না, কাজেই ফিরিওয়ালাকে বিনামূল্যে আমগুলি বিতরণ করিতে দেখিয়া অনেক প্রবীণ ব্যক্তিই সন্দেহ করিলেন যে, নিশ্চয়ই ঐ আমের অভ্যন্তরে বিষ ভরিয়া রাখা হইয়াছে নতুবা 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার' এমন কি প্রয়োজন পড়িয়াছে! যে-সকল সরলমতি ব্যক্তি ঐ বিনামূল্যের বিতরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও বিষয়বুদ্ধিপর প্রবীণগণের সেই বিচার শ্রবণ করিয়া আম-ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কাজেই ফিরিওয়ালাকে তাহার আম ফিরিয়া লইয়া যাইতে হইল, কেহ বা বহুমূল্য দুর্ল্লভ আমগুলিকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছে, ইহাও দেখিতে হইল। 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ভিক্ষা গ্রহণ না করিলে কাম্য-সামাজিকগণও ঐরূপ পুরস্কার দিবেন। অন্ততঃ একটি পয়সা দিতে হয় বলিয়াও কোন কোন অর্থনীতিজ্ঞ সামাজিকের 'নদীয়া-প্রকাশ' পাঠের প্রেরণা উদিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়তর্পণরত ব্যক্তিগণ তাহাদের নিকট কৃষ্ণের গচ্ছিত ভাণ্ডারের পয়সাটি কলিসহচর দ্রব্যের ভালিকাভুক্ত বিড়ি, তামাক, পান প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পয়সাটীর যে অসদ্ব্যবহার করিতেন, 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ভিক্ষা-গ্রহণ-ছলে ঐ সকল কুরসাসক্ত ব্যক্তিকেও আত্মঘাতকভাবে ঐ সকল পাপকার্য্য হইতে ততটুকু রক্ষা করিবার পর্য্যায়ে চক্ষুষ্মান সুকৃতি-সঞ্চয়ের সাহায্য করিলেন।

* * *

প্রকাশের ভিক্ষা কি?

নদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা পূর্ণ সমগ্র আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন [illegible] নদীয়া প্রকাশের প্রকাশ। সুতরাং নদীয়া-প্রকাশ [illegible] প্রকাশিত করিবার [illegible] [illegible]।

'নদীয়া-প্রকাশে'র সেবক

[illegible] সম্পাদক [illegible] নদীয়া-প্রকাশ [illegible], নদীয়া-প্রকাশকে [illegible] নদীয়া প্রকাশপ্রতিষ্ঠ [illegible] আমাদিগের [illegible] একটি সেবক [illegible] ইহাই [illegible] দের বিশেষত্ব। [illegible] জীবন [illegible] নদীয়া

প্রকাশের প্রবন্ধ-রচনা কেবল কৃত্রিম প্রাণহীন ব্যবহারিকতা বা সজ্জামাত্র''—এইরূপ কপটতার নিয়মেকত্বের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না। নদীয়াপ্রকাশের লেখকগণ মনোধর্ম্মী, বহুভজা সাহিত্যিক, ভূতক বা অন্ধ-ভাবের শিক্ষার্থীতা ও রুচিতে পরিচালিত নহেন। নিরপেক্ষ পরমমুক্ত মহাপুরুষের ভৌত চিন্তাধারার পরিবেশক মাত্র। পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবর শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু 'নদীয়াপ্রকাশের লেখক' শীর্ষক প্রবন্ধে দৈনিক প্রকাশে' যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাও আমরা এতৎসঙ্গে আলোচনা করিতে বলি।

নবীন ও উদীয়মান লেখকগণকে উৎসাহদান

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, 'প্রকাশ' নদীয়া-প্রকাশ গৌরহরি বা তাঁহার প্রকাশবিগ্রহের স্নায়ই মহাবদান্য ও গৌরপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ-বিতরণকারী। অনেক নবীন লেখকও প্রকাশের অঙ্গে তাঁহাদের রচনা প্রকাশ করিতে সাহসী হন—নবীন লেখকদিগকে যোগ্যতায় পরিপক্ক করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এরূপ অধিকার ও উৎসাহ দেওয়া হইলেও তাহা কখনই শুদ্ধভক্তির বিরোধ বা বিদ্বেষবিষ উদ্গীরণ করে না। 'বালিশে রূপা বা কনিষ্ঠে আদর' প্রবৃত্তি দেখাইয়া তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তন-কারিরূপে পরিণত করিবার সুযোগদানই মহাবদান্য নদীয়া-প্রকাশের আদর্শ।

মহাবাক্যের বৈজয়ন্তী

'নদীয়া-প্রকাশ' ''তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা ও মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'' মহাবাক্যচতুষ্টয়ের মহাবৈজয়ন্তী। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মূলমন্ত্রটি প্রত্যেকটী বাক্যের 'ধুয়াগান'। নতুবা এই অসৎসাহিত্য, অসদ্বার্ত্তা, গ্রাম্য-ভাষা, গ্রাম্য-পরিভাষা, গ্রাম্য-আলাপ-প্রলাপের প্লাবনের মধ্যে প্রত্যহ বৈকুণ্ঠ-বাণীবিতরণ-কারিরূপে প্রকাশ কিরূপে সম্প্রকাশিত থাকিতে পারেন? যে হাটে পারমার্থিক চাউল আদৌ বিকায় না, সেই হাটে অপতিতভাবে দৈনিক হরিকথা প্রচার করার একমাত্র অদ্বিতীয় আদর্শ নদীয়াপ্রকাশেই প্রকাশিত। কষ্টের কায় দুঃখজাবাদী, পারমার্থিকের বাহ্য-বরণে ছদ্মনাম দুই একটী সাপ্তাহিক, পাক্ষিক মাসিক দেখাপড়ী আত্মবার্ত্তাবহ আপনাকে অভিনবভাবে নদীয়াপ্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া অতিরেক লুপ্ত হইল, কেহ কেহ বা দুসংস্পৃশ্য সময় সময় আবির্ভাবের সংবাদরূপে উদিত হইয়া নিষ্ঠবন্ধনাব্রত গ্রহণ করিল; কিন্তু তাঁহাদের মহামুক্ত পুরুষের অনুগত্যভাবে অকৃত্রিম তৃণাদপি সুনীচত্ব প্রভৃতি গুণ না থাকায় তাহারা স্ব-স্ব যোগ্য গতি লাভ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। আর দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ জীবকল্মষরাশি বিদূরিত ও সেবাবৃত্তি প্রকাশ করিয়া অনাদিকাল অপতিতভাবে কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—এই মূলমন্ত্রে বিশ্বকে দীক্ষিত করিতে থাকিবেন।

প্রকাশবিগ্রহগণের প্রকাশ-সেবাই মূল উদ্দেশ্য

প্রকাশের কথা স্বল্প কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়, প্রকাশ-পরম্পরা প্রকাশ বা 'প্রকাশ'গণকে প্রকাশ করাই 'প্রকাশের' ব্রত বা বৈশিষ্ট্য। জগতে প্রকাশবিগ্রহগণের পূজা, প্রকাশবিগ্রহের বাণীপ্রকাশের পূজারই মহাভূমিকা। শ্রীগৌরসুন্দরই ভাগবতধর্ম্মের নির্দ্দেশ-মুখে জানাইয়াছেন যে, স্বয়ংরূপ তাঁহার পূজা অপেক্ষাও তাঁহার প্রকাশের পূজা বড়। প্রকাশের পূজাই সর্ব্বাগ্রে। প্রকাশের পূজাই শ্রীব্যাস-পূজা। প্রকাশ-বিগ্রহগণ ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রৌত গুরুবর্গ। প্রকাশবিগ্রহগণের পূজাই শ্রৌতপ্রণালী বা আম্নায়স্বীকার। প্রকাশ-বিগ্রহগণই শ্রীধাম-প্রকাশ, শ্রীনাম-প্রকাশ ও কৃষ্ণকাম প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রকাশের প্রতিজ্ঞা

জগতে প্রকাশ-বিগ্রহের সেবার কথা অস্বাভাবিক। কিন্তু সেবাপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব সংকীর্ত্তনমুখে সেব্য শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী, শিক্ষা ও আচারণের প্রকাশক। সেই সেবাপ্রকাশবিগ্রহরূপ মূল গায়নের দোহারগণও প্রকাশতত্ত্ব, পূর্ব্ব গুরুবর্গও প্রকাশবিগ্রহ। ''নদীয়া-প্রকাশে''র সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিজ্ঞা ও কৃত্য—প্রকাশগণকে প্রকাশ করা—প্রকাশগণকে প্রকাশ করিবার বিতৃষ্ণা ও মৎসরতামূলে যে সকল আত্মম্ভরিতা ও প্রচ্ছন্ন ভগবদ্‌বিরোধ আছে, তাহা দূর করা।

প্রকাশ-বিরোধই কর্ম্মবাদ ও মায়াবাদ

যেখানে প্রকাশ-বিরোধ সেখানেই মায়াবাদ, যেখানে চিৎপ্রকাশ বিরোধ, সেখানেই কর্ম্মবাদ বা ভোগবাদ। প্রকাশের সেবা-প্রভাবেই কৃষ্ণধামসেবা, কৃষ্ণনামসেবা ও কৃষ্ণকামসেবা সম্প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরপ্রকাশবিগ্রহ এবারকার শ্রীব্যাসপূজার বাণীর মধ্যে ইহাই গম্ভীরভাবে জানাইয়াছেন।

প্রার্থনা ও সঙ্কল্প

'নদীয়া-প্রকাশে'র মধ্যে সেই মূল প্রকাশবিগ্রহের অনন্তপ্রকাশগণ শ্রীচৈতন্য-বাণী অনন্তমুখে সম্প্রকাশিত করিয়া বিশ্বে সেবাকৈরবচন্দ্রিকা প্রকাশ করিবেন—প্রকাশের সপ্তমবর্ষে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনাম্বির সপ্ত জিহ্বা আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইয়া নদীয়া-প্রকাশের নবশোভার আরতি করিবে—এই প্রার্থনা ও সঙ্কল্প লইয়া আমরা প্রকাশের নববর্ষের সেবায় নিযুক্ত হইব।

প্রকাশবিগ্রহের অলৌকিকী মহিমা

আজ নদীয়া প্রকাশের বাণী প্রকাশ-বিগ্রহের কৃপায় অনন্ত প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে। একদিকে ইংরেজী ভাষায় হার্ম্মনিষ্টের চিদৈকতানময়ী বাণী অপরদিকে গৌড়ীয়ের গুরুগৌরববাণী আর একদিকে নদীয়াপ্রকাশের সর্ব্বজনসুসঙ্গ্য শ্রীচৈতন্য-বাণী, অন্যদিকে আবার শ্রীনৈমিষক্ষেত্রের শ্রীপরমহংস মঠের মুখপত্রস্বরূপ হিন্দি 'ভাগবত' পাক্ষিক পত্রের ভাগবতবাণী, আবার 'উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' এই পুরাণ-বাণীর সাক্ষ্যরূপে উৎকলে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারক 'পরমার্থী' নামক সাময়িক উৎকল পত্রের অভ্যুদয়ও সজ্জনগণের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যবাণীর অসংখ্য বাহনপ্রকাশের অভিলাষ নদীয়াপ্রকাশ গৌরহরির প্রকাশ-বিগ্রহের অলৌকিকী মহিমা প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

যে সার্ব্বভৌম জগন্নাথ প্রভুবর নদীয়াকে প্রকাশ করিয়া অনাথ জগৎকে সনাথ করিয়াছেন, যে জগন্নাথ প্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ নদীয়া প্রকাশকে প্রকাশ করিয়া নদীয়াপ্রকাশের দ্বিতীয়স্বরূপ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার অভিন্ন অকৃত্রিম সুহৃদ্বর্য্য যে গৌরকিশোর প্রভুবর নদীয়াপ্রকাশের প্রকৃত মহিমা শ্রীচৈতন্য-বিনোদ-বাণীর দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, গৌড়পুরের সারস্বতকুঞ্জে সেই সকল প্রকাশবিগ্রহের সহিত তাঁহাদের অনন্ত বৈভবপ্রকাশগণের জয়গান করিয়া নদীয়াপ্রকাশের কথায় গৌরচন্দ্রিকা করিতেছি।

শ্রীগুরু-গৌড়ীয় কৃপাভিখারী
সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

পরিক্রমা ও অধিবেশন

নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা গত ১২ই মার্চ্চ শনিবার হইতে আরম্ভ হইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বনির্দ্দেশানুযায়ী গত ২০শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

অবৈষ্ণব গুরু নহেন

কুলীন বা বেদাধ্যায়ী হইলেও অবৈষ্ণব গুরু নহেন

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০)

—মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।

পরিচর্য্যা-যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি॥
(বিষ্ণুস্মৃতি)

—শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন।

অসদ্‌গুরু পরিত্যাগ করাই বিধি,—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥
(মহাভাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

—ভোগাবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেক-রহিত, মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদ্ দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ স শিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২।৫)

—স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

—যিনি (আচার্য্য বেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

অযোগ্য কৌলিক গুরু পরিত্যাজ্য—

''পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

—ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুকে পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

পুনরায় সদ্‌গুরু গ্রহণ আবশ্যক—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪)

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরকগমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

সমাধি-মন্দির মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি

পাঠকগণ ৬ষ্ঠ বর্ষ ২১৭ সংখ্যা নদীয়া প্রকাশ পাঠে অবগত আছেন, কৃষ্ণনগরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাব্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, সি, ধর গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩১ সতীশচন্দ্র দাস নামক জনৈক ব্যক্তির অভিযোগানুসারে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫ ধারানুযায়ী শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস— এই তিনজনের প্রত্যেককে ২০০, দুই শত টাকা অর্থদণ্ড করেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। আসামীগণ মিঃ ধরের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপিল করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশানুসারে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, আর বসু মহাশয়ের বিচারে আসামীগণ বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। এতৎসম্পর্কে মিঃ বসু গত ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ যে রায় প্রদান করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আদালত উভয় পক্ষের বিজ্ঞ উকীলগণের কথা শুনিয়াছেন এবং রেকর্ডসমূহ যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছেন। আপিলকারিগণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫ এবং ২৯৭ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত এবং ২৯৫ ধারানুযায়ী ইঁহাদের প্রত্যেকে ২০০, দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ২৯৭ ধারার নিমিত্ত কোনও পৃথক দণ্ড প্রদান করা হয় নাই।

ঘটনার বিবরণ এই যে, বিগত ১৭-৮-৩১ তারিখে আপিলকারিগণ প্রায় ২০।২২ জন মুসলমান লাঠিয়ালসহ সদর নবদ্বীপস্থ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির ভগ্ন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত প্রদান করিয়া বাবাজী মহারাজের [illegible] প্রধান অংশ [illegible] ভাবে স্থানান্তরে [illegible] সমাধির নিমিত্ত মন্দিরের ভিত্তি খনন করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের উক্ত [illegible] মন্দিরটী সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া ধারণা করায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫ ধারানুযায়ী অভিযোগ গঠিত হইয়াছে। অভিযোগকারী সেবাইত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত-প্রদানের উদ্দেশ্যে অনধিকার-প্রবেশের নিমিত্ত দণ্ডবিধির ২৯৭ ধারার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারার তৃতীয় অভিযোগেও আসামীগণ অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

আপিলকারিগণের যুক্তি এই যে, মন্দিরটী কখনও সাধারণ সম্পত্তি ছিল না। উহা অনন্তদাস, বনমালী দাস প্রভৃতির ব্যক্তিগত সম্পত্তি। উঁহারা (অনন্তদাস প্রভৃতি) ২৪পরগণার জেলাজজকর্ত্তৃক দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। সরকারকর্ত্তৃক নিযুক্ত রিসিভার ঐ সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করেন এবং আপিলকারী নকুলেশ্বর রায় তাহা ক্রয় করেন। মন্দিরটী গঙ্গা হইতে এক হস্ত কিম্বা দুই হস্ত মাত্র ব্যবধানে ছিল বলিয়া অবিলম্বে তাহা গঙ্গাগর্ভজাত হইতে পারে আশঙ্কায় নকুলেশ্বর রায় উহা স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহাদের কোনও ব্যক্তির ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত প্রদানের কোনও অভিপ্রায় ছিল না।

নিম্ন কোর্ট আসামীগণের যুক্তির বিষয় মোটেই বিচার করেন নাই এবং উচ্চ কোর্ট দুঃখের বিষয় জানাইতেছেন যে, নিম্ন কোর্টের রায় বড়ই ভাসা ভাসা হইয়াছে। সেবাইত যে সাধারণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সমাধি-মন্দিরটী যে সাধারণ অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা নিম্ন কোর্ট কি প্রকারে জানিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে এবিষয়ের কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। পক্ষান্তরে আসামীগণ তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়ের সুযুক্তি প্রদান করিয়াছেন। আসামীপক্ষের ১নং সাক্ষী ২৪পরগণার সরকারী রিসিভার প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি আইনানুযায়ী যথাযথ নোটিশ দিয়া পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তিটী নবদ্বীপে নীলামে বিক্রয় করিয়াছেন এবং উহা নকুলেশ্বর রায় ক্রয় করিয়াছেন। সেটেলমেণ্ট পড়চায় দেখা যায় যে, উহা আসামীপক্ষের ৪নং সাক্ষী বনমালী দাসের ভ্রাতা অনন্তদাসের নামে রেকর্ড হইয়াছে। এই ৪নং সাক্ষী প্রমাণ করিয়াছেন যে, উক্ত সম্পত্তি তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতার সম্পত্তি ছিল এবং তাঁহার ভ্রাতা অনন্তের নামে সেটেলমেণ্ট রেকর্ড হইয়াছে। তাঁহারা দেউলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন এবং জমীটী সরকারী রিসিভার দ্বারা বিক্রীত হইয়াছে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে মন্দিরটী তাঁহাদের কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছে, সাধারণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই এবং অভিযোগকারী সতীশ দাস তাঁহাদের কর্ত্তৃকই সেবাইত নিযুক্ত হইয়াছেন। অভিযোগের সময় মন্দিরটী যে সাধারণের সম্পত্তি, তদ্বিষয়ে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ দেওয়া হয় নাই; অভিযোগকারী এবং অভিযোগকারীর ২নং সাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন যে, জমিটী অনন্ত পোদ্দারের নামেই ছিল, কিন্তু মন্দিরটী সাধারণ অর্থে অভিযোগকারীর ৬নং সাক্ষী হরলাল সাহা নামক জনৈক ব্যক্তি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সাক্ষী হরলাল স্বীকার করিয়াছেন যে, অনন্তই অধিক টাকা দিয়াছেন এবং জমিটী অনন্তের নামেই ছিল। উচ্চ কোর্ট অভিযোগকারিগণের সাক্ষীর উক্তি বিশ্বাস করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। বনমালী এবং অনন্তের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সম্পত্তিতে তাঁহাদের কোনও স্বার্থ নাই; অতএব বনমালীর মিথ্যা কথা বলিবার কোনও কারণ নাই। দলিল হইতেও সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জমি এবং মন্দির সাধারণ সম্পত্তি নহে, উহা সম্পূর্ণভাবে অনন্ত, বনমালী এবং তাঁহাদের অপরাপর ভ্রাতৃগণের সম্পত্তি ছিল। বৈষ্ণবগণ ঐ স্থানে পূজা দিতেন বলিয়াই যে উহা সাধারণ সম্পত্তি, তাহা প্রমাণিত হয় না। কোন হিন্দুই তাঁহাদের মন্দিরে অপরকে পূজা-প্রদানে নিষেধ করেন না।

এই সকল কারণে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫ ধারা প্রমাণিত হয় না। দণ্ডবিধি ২৯৭ ধারার অভিযোগটী সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, নকুলেশ্বর নীলামে সম্পত্তিটী ক্রয় করিয়া উহার অধিকারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সতীশচন্দ্র দাসের ফৌজদারী ১৪৪ ধারার দরখাস্তে প্রকাশ যে, নকুলবাবুদের বাবাজী মহারাজের সমাধি স্বরূপগঞ্জে লইয়া যাইবারই অভিপ্রায় ছিল। তাহাতে উঁহাদের কাহারও ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার কথা কিছুই উল্লেখ নাই। অভিযোগকারী নিজেও স্বীকার করিয়াছে যে, সমাধি হইতে গঙ্গার দূরত্ব মাত্র দুই চারি হস্ত ছিল। সে আরও স্বীকার করিয়াছে যে, বনমালী ঐ স্থান হইতে একটী বিগ্রহ শ্রীধাম মায়াপুরে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও গঙ্গার ভাঙ্গন হইতে বাবাজী মহারাজের সমাধি সংরক্ষণের নিমিত্ত উহা স্থানান্তরের চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র। উচ্চ কোর্ট মুসলমান লাঠীয়ালগণের কথা এবং ভূমি খননের কথার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পান নাই। ১৪৪ ধারার দরখাস্তে সব ইন্স্পেক্টরের রিপোর্টে প্রকাশ, নকুলেশ্বর সমাধি স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনি পুনরায় আসিলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল। সম্ভবতঃ কিছু বলপ্রদর্শন হইয়াছিল এবং তথায় সন্ধ্যা ৬ঘটিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন একটী কনষ্টেবল নিযুক্ত ছিল। আসামীপক্ষের ২নং সাক্ষী এই কনষ্টেবলের সাক্ষ্যে প্রকাশ, আসামীগণ তথায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত কোন লাঠীয়াল ছিল না বা কিছুই ঘটে নাই। অভিযোগকারী দরখাস্তটী ২৬।৮।৩১ তারিখে ফাইল করিয়াছেন। যদি এরূপ কোন ঘটনা ১৭।৮।৩১ তারিখে থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দরখাস্ত আরও পূর্ব্বে ফাইল হইত। ফরিয়াদী সতীশচন্দ্র দাস মাহিনা করা সেবাইত, সমাধি অন্যত্র স্থানান্তরিত হইলে সে নিশ্চয়ই প্রভূত আর্থিক ক্ষতি আশঙ্কা করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহাই এই অভিযোগের প্রকৃত কারণ ছিল এবং ইহাতেই ধর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইতেছিল। নকুলেশ্বর রায় উক্ত জমি ও মন্দিরের মালিক এবং তিনি যাহা করিয়াছেন বা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা গঙ্গার ভাঙ্গন হইতে মন্দিরটী রক্ষা করিবার বিশ্বস্ত বিশ্বাসেই করিয়াছেন। তিনি বা অপরাপর আপিলকারিগণের দণ্ডবিধি ২৯৭ ধারায় উল্লিখিত অপরাধের কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

পূর্ব্বোল্লিখিত কারণসমূহের উচ্চ কোর্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, আপিলকারিগণের বিরুদ্ধে ২৯৫ বা ২৯৭ ধারানুসারে অভিযোগ গঠনের যথেষ্ট কারণ ছিল না। ফলে আপিল গ্রাহ্য হইল। এবং নিম্ন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা রদ হইল, জরিমানার টাকা প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে।

নিমন্ত্রণ পত্র

বিপুল-সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আগামী ১২ই ও ১৩ই চৈত্র শুক্র ও শনিবার অপরাহ্ণ ৪ টার সময় পাটগ্রাম থানার অন্তর্গত চাঙ্গড়াবান্ধা ষ্টেসনের ৬ই মাইল দক্ষিণে বুড়িমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত পরমভাগবত বৈষ্ণব-প্রবর পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, বৈভবাচার্য্য, বি-এজি, বি-টি, মহাশয় 'বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়, ইতি—

বিনীত—

শ্রী[illegible]নাথ রায় প্রধান।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীদোলপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১০ই চৈত্র বুধবার নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি নিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

ল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিগুর্ণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক কথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি করিতগণের প্রতিক্রিয়া'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি মনোরম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীগৌরাবির্ভাব, শ্রীবাসভাবনা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, জগতের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে ব্যক্ত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর রচিত কএকটী নামস্তবাদি মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সমন্বিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ৩৲।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C. 1544

নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৮, ২৫শে মার্চ্চ ১৯৩২

বৃটিশ রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ

গান্ধী-নীতি ভঙ্গে চার্চ্চিলের উক্তি

সৌকৎ আলীর ভারত ত্যাগ

ভুতপূর্ব্ব ডেপুটী ও সাবজজের কন্যার কারাবাস

শিলংয়ে ৫জন নিহত

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীং

নরহত্যার অভিযোগ

ঢাকায় রিভলভার প্রাপ্তি

কটকে বজ্র পতনে মৃত্যু

নানা কথা

বৃটিশ রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত শঙ্করলাল পাণ্ডে সর্ত্তাধীন ভাবে মুক্ত হইয়া এক মাস যাবত পুলিসে হাজিরা দিতেছিলেন। গত ২১শে মার্চ্চ তাঁহাকে তাঁহাদের দেশ ছোট উদয়পুরে চালান দেওয়া হইয়াছে এবং নোটীশ দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বৃটিশ রাজ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

কান্তিলাল ডাক্তারের ভ্রাতা শান্তিলালের ১০০ টাকা জরিমানা হইয়াছিল। উহা আদায়ের জন্য কান্তিলালের বাটী হইতে পুলিস আসবাবপত্র ক্রোক করিয়াছে। কান্তিলাল ইতঃপূর্ব্বেই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন যে তাঁহার ভ্রাতার জরিমানা যেন তাঁহার জিনিষপত্র হইতে আদায় করা না হয়; কারণ তাঁহারা পৃথকভাবে বাস করেন। তিনি পুলিসের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লইবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

গুজরাট কংগ্রেসের অধিনায়ক মতিলাল শর্ম্মার প্রতি সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

যে সকল কৃষক খাজনা দিতে অসম্মত, মাঠ হইতে তাহারা যাহাতে ফসল উঠাইয়া লইতে না পারে তজ্জন্য বার্দ্দোলী তালুকের কয়েকটী গ্রামের মাঠগুলিতে পুলিসের পাহারা বসিয়াছে।

সৌকৎ আলীর ভারত ত্যাগ?

লাহোরের মুসলমান-পরিচালিত দৈনিক সংবাদপত্র 'ইষ্টার্ণ টাইমস' পত্রের প্রতিনিধির নিকট মৌলানা সৌকৎ আলী জানাইয়াছেন যে, জয়পুর রাজ্যে বর্ত্তমানে আর কোন গোলমাল নাই।

প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কি সর্ব্বদল মুসলমান সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন?

মৌলানা—না। আমি বয়কটের প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারি না। ইসলাম সম্পর্কে আমাকে অনেক জরুরী কাজ করিতে হইবে। এজন্য আমি বর্ত্তমান মাসের শেষ ভাগে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারি।

প্রতিনিধি—এদেশে থাকিয়া নিজের ঘর সামলাইবার জন্য আপনি চেষ্টা করেন না কেন?

মৌলানা—আমি চূড়ান্তভাবে স্থির করিয়াছি যে, সর্ব্বদল মুসলমান সম্মেলনের বৈঠকে আমি যোগদান করিব না।

প্রতিনিধি—আপনি কি মনে করেন যে, গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কি মীমাংসা করেন তৎসাপেক্ষে মুসলমানদের এখনও প্রতীক্ষা করিয়া থাকা উচিত?

মৌলানা—হাঁ, আমার বিশ্বাস যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে অনুকূল হইবে।

প্রতিনিধি—মুসলমানগণ বর্ত্তমানে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আর প্রতীক্ষা করিয়া থাকা উচিত হইবে কি?

মৌলানা—আমাদিগকে নিশ্চয়ই প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

শিলংয়ে ৫ জন নিহত

শিলং হইতে প্রকাশ, সৌমাবিষাক হইতে এখানে এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, চতুর্থ আসাম রাইফেল বাহিনীর হাবিলদার মান বাহাদুর রায় সম্প্রতি ক্ষেপিয়া গিয়া রাইফেল বন্দুক দিয়া তাহার স্ত্রী এবং অন্য ৪ জনকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

উক্ত ৪জন নিহত ব্যক্তি হইতেছে জমাদার লাকপাং লামা, তাহার স্ত্রী, একজন গ্রামবাসী এবং একজন গাড়োয়ান।

চেকারগণের উদারতা

ই, বি, আর লাইন দিয়া অসংখ্য যাত্রী শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। এই লাইনের রানিং চেকারগণ যাত্রিগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। যাত্রীগণের প্রতি ঐকান্তিক যত্নের জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬. ১২ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮. ২৪শে মার্চ্চ ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ১৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার প্রথম দিবসের অধিবেশন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর]

পূর্ব্বোক্ত বিংশতি সংখ্যক ভক্তকে ভক্তিসূচক উপাধি প্রদান ব্যতীত শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুকে 'ভক্তিজ্যোতিঃ'—এই উপাধি প্রদান করা হয়।

অতঃপর সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদ গত দুইবারে গৃহীত সার্ব্বভৌম-উপাধিপরীক্ষার প্রবেশিকা 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষার ফল পরীক্ষোত্তীর্ণগণের পারদর্শিতা ক্রমানুসারে পাঠ করেন। (নদীয়া-প্রকাশ ৭ম বর্ষ ৩য় ও ১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

তৎপর বর্ত্তমান বর্ষে যে দশজন ভক্ত গৌরপ্রেমসেবানুষ্ঠান করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের বিরহে দুঃখ প্রকাশ করেন। (তাঁহাদের নাম :—(১) এলাহাবাদের রিটায়ার্ড সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্যাল, (২) লালা দ্বারকাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা পত্নী, (৩) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত রামজীবনপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়, (৪) রাণাঘাটের শ্রীযুত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, (৫) করৌণার জমিদার ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহ, (৬) শ্রীযুত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ, (৭) মেদিনীপুর, নারমা-নিবাসী শ্রীযুত কিশোরীমোহন অধিকারী, সাহিত্যভূষণ, পুরাণরত্ন (৮) কলিকাতা গোয়াবাগানের শ্রীযুত বটকৃষ্ণ দাস, (৯) শ্রীযুত যোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী ও (১০) শ্রীআশুতোষ ভক্ত।) এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"সাধারণ স্মার্ত্তবিচারে পরলোকগত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' দেওয়া হয় না, কিন্তু বৈষ্ণব-বিচারে তাহা নহে, বৈষ্ণব কখনও নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় শ্রী-ভ্রষ্ট হন না। সময় অধিক হইয়া যাওয়ায় এবং দৈবদুর্যোগ উপস্থিত হওয়ায় অদ্যকার সভার কার্য্য এই পর্য্যন্ত করিয়া সমাধা করা হইল; পরবর্ত্তী অধিবেশনে উক্ত পরলোকগত ভক্তবৃন্দের গৌরপ্রেমকার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিবার অবসর পাইব।"

পরদিবসত্রয়ের অধিবেশনসমূহে প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবিত বিষয়ই বিশেষরূপে আলোচিত হয়। দ্বিতীয় দিবসে পরলোকগত ভক্তগণের সেবোল্লেখপূর্ব্বক বিরহবেদনা প্রকাশ ও শ্রীল প্রভুপাদের তৎপ্রসঙ্গে উপদেশ-দান, তৃতীয় দিবসে গৌরপ্রিয়সেবানুষ্ঠাতৃগণের সেবোল্লেখপূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান এবং চতুর্থদিবসে পূর্ব্বদিবসের ধন্যবাদ-প্রদান কার্য্য যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমাপনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের আভিভাষণ-প্রদান কার্য্য সমাপ্ত হইবার পর সভার কার্য্যের উপসংহার হয়। আমরা উক্ত দিবসত্রয়ের বিষয় ক্রমশঃ পরবর্ত্তী সংখ্যাসমূহে প্রকাশ করিব।

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬শ সংখ্যার পর)

আমরা অমৃতের পুত্র, অমৃত ব্যতীত আমাদের আর কিছুতেই তৃপ্তি হইবে না, শান্তি হইবে না। হরিকথামৃতই আত্মার খাদ্য, সাধুসঙ্গ হইতেই সেই খাদ্য-লাভ সম্ভব, তদ্ব্যতীত শান্তিময় জীবনযাপনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। ভবরোগে প্রপীড়িত—বিকারগ্রস্ত আমরা, আমাদিগকে সেই রোগের মহৌষধ ও সুপথ্য হরিনামামৃত ও মহাপ্রসাদ-সেবন-সৌভাগ্য প্রদানের জন্য আজ পরদুঃখদুঃখী প্রভুপাদের এই বিরাট্ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের আয়োজন।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তনসেবা হইতেই পূর্ণ হয়, শ্রীনামাভিন্ন শ্রীধামসেবা সেই নামকীর্ত্তন-যোগ্যতা প্রদান করেন, ধামবাসী বৈষ্ণবসঙ্গ হইতে জীবহৃদয় কৃষ্ণনাম ধাম-কাম-সেবায় তৎপর হইলে বহিঃস্থ বিষয়বাসনা আসিয়া আর জীবকে অশান্তি দিতে পারে না। 'বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।'

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-বৈভবসম্পন্ন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকে সুলভ করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপও নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ হওয়া জীবকে নববিধা ভক্তিযাজনে অধিকার প্রদান করিতেছেন। পরিক্রমার প্রথমদিন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্মনিবেদন শিক্ষা দিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী বলি মহারাজের আত্মনিবেদন-কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর নিবেদিতাত্মা জীবের পরীক্ষিৎ মহারাজের আনুগত্যে শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমার ফলস্বরূপ শ্রবণ-সৌভাগ্যোদয়ের কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম দ্বীপ পরিক্রমায় যোগ্যতাৰ্জ্জনক্রমে শুকানুগত্যে শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন-সৌভাগ্যলাভ, পরে স্মরণাখ্য মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা কালে পঞ্চাধ্যায়ীগণের কীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ-সৌভাগ্যলাভ, তৎপর পাদসেবনাখ্য কোলদ্বীপ-পরিক্রমায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কৃপায় পাদসেবনে সৌভাগ্যলাভ, তৎপর অর্চ্চনাখ্য ঋতুদ্বীপে পৃথু মহারাজের আদর্শে অর্চ্চনাধিকার লাভ করিয়া [illegible] লাভ ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত বর্ণন করেন। আজ আমরা পাদসেবনাখ্য কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ঋতুদ্বীপে আসিয়াছি। দেহারামের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ধামবাসী শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশ শ্রবণপুটে পান করিলেই আমাদের ধাম-সেবায় যোগ্যতালাভ-ক্রমে আমরা আত্মার নির্ম্মল শান্তি লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব। পরিপূর্ণ রসময় কৃষ্ণপাদপদ্মই সকল রসের নিলয়, তাঁহার সেবাপ্রদানে জীব জীবন পরমশান্তিময় করিবার জন্য অমন্দোদয়দয়ানিধি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে অপ্রাকৃত নবদ্বীপক গৌরলীলাস্থলী দর্শনের সুযোগ দিয়াছেন। গৌরপ্রেমী [illegible] সৌভাগ্য-শ্রবণ মুখে গৌরলীলাস্থান দর্শন করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন আছে। [illegible] আমরা, যদি মহাপ্রভুর নিত্যলীলা দর্শন-সৌভাগ্য [illegible] শ্রীমুখে [illegible] সকল লীলামাধুর্য্য-কীর্ত্তন শ্রবণের [illegible] কর্ত্তব্য নহে। [illegible] দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হয়। মহারাজ আরও অনেক মঙ্গলময়ী কথার অবতারণা করেন, অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীধাম পরিক্রমার উপযোগিতা বর্ণন করেন। মহারাজের বক্তৃতার পর "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-[illegible] চরণরেণু" এই মহাজনপদটী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যা-
বিনোদ বি এ)

আজিকার দিনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সেই মধুর পদটী পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে—

ফাল্গুন-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়
সেই কালে দৈব যোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয়॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া॥

তৎসঙ্গে গোস্বামি কবিবর গাহিয়াছেন—

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রের আর কোন প্রয়োজন॥

এবার চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সেই সকল যোগ পুনরায় বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়া ভক্তহৃদয়ে চৈতন্য-দর্শনের উদ্দীপনা জাগাইতেছে।

একদিকে নবযৌবনা ও নবুর্তীবর পূর্ণযৌবন, আর একদিকে লালে লাল ফাগরাগ-শোভায় ধরণী রঞ্জিত—সকল শোভার নায়ক-নটরাজের ফাগুখেলা; বিশ্ব যখন সম্ভোগরসে ভরপুর, তখনই অবতীর্ণ হইলেন এমন একজন, যিনি কৃষ্ণ-বিরহ-দিব্যোন্মাদের পরাকাষ্ঠারূপ দিলেন। কৃষ্ণ সেই বিরহোন্মাদে মত্ত হইয়াই "কোথা কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, রাধিকা-রমণ কৃষ্ণ"—এইরূপ আর্ত্তিসূচক আহ্বানে কোটীমুখ হইলেন—সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে বুঝি 'মুখে' পরিণত করিতে পারিলেন—সকল বিশ্বকে কৃষ্ণনাম-দীক্ষায় দীক্ষিত করিলেও তাঁহার কৃষ্ণানু-সন্ধান-লীলার সাধ মিটে না।

তখন নবদ্বীপে ভোগের কোনই অভাব ছিল না। ধন, বিদ্যা, কুল, রূপ মানুষের যাহা কিছু কাম্য, সকলই পূর্ণমাত্রায় ছিল। লোকে কন্যাপুত্রের বিবাহে বিব্রত হইবার পরিবর্তে পুতুলের বিবাহ, বিড়ালের বিবাহে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন, চণ্ডীবিষহরির পূজায় পুলকিত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতেন, বিদ্যার লড়াই, কলাবিদ্যার প্রতিযোগিতা, ন্যায়ের বাদ বিতণ্ডা, কুলের লড়াই, ব্রাহ্মণগণের নৈমিত্তিক গঙ্গা-স্নান, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যত কিছু বিষয় ভোগ, সবই ছিল। গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ পরপরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন রূপসনাতন প্রভুদ্বয় হুসেনসাহের প্রধান মন্ত্রী ও কোষরক্ষক ছিলেন। নবদ্বীপে শাসনকর্তা কাজীর আসন ছিল। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে কাজী গ্রাম সম্বন্ধে চাচা বলিতেন। গ্রামে যাত্রা-মহোৎসব কিছুরই নিষেধ ছিল না; কেবল নিষেধ ছিল এক হরিনামকীর্ত্তনের। একদিকে যেমন কাজী তাঁহার এলাকায় কেহ গোপনেও হরিনাম করিতেছেন, জানিলে তাঁহার উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেন, তাঁহার জাতি লইতেন, খোল ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিতেন, আবার অন্যদিকে গ্রামের তথা-কথিত ভদ্র সভ্য লোকগণও বলিতেন যে, উচ্চ হরিনামকীর্ত্তনের জন্য তাঁহাদের রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, পল্লী শান্তি ভঙ্গ হয়, ধান চাউলের দর বৃদ্ধি পায়, দেশে দুর্ভিক্ষ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীবাসপণ্ডিতের ঘর গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে কিংবা কাজীর নিকট বিরুদ্ধ অভি-যোগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

নামাচার্য্য হরিদাস প্রহ্লাদের ন্যায় বহু অত্যাচার ও বিঘ্ন সহ্য করিয়াও হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, অদ্বৈতাচার্য্যের টোল-বাড়ীতে শ্রীবাস শ্রীধরাদি সকলে মিলিয়া একটি ভাগবত-সভা করিতেন; সেই দেশের দুঃখের কথা আলোচনা। সেই দুঃখ আর কিছুই না, জগতের সকল দুঃখ, সকল বিভাগের মূল-কারণরূপ অনাদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা—সকল সুবিধা ও ভোগের সুবিধার ভিতরই যে-একমাত্র-অজ্ঞানের দুর্ভিক্ষ মানবজাতিকে নিত্য শান্তি প্রদান করিতে পারে না। হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষই মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ ও সকল বিপদের মূলীভূত কারণ।

সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য অদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গাজল তুলসী দিয়া হুঙ্কারের মধ্যে যে সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিলেন, তাহাতে গোলোকপতির আসন নড়িল, গোলোকপতি জগৎকে হাতে ধরিয়া তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার জন্য সেবকোত্তমের বেশে আজ হইতে ৪৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে চন্দ্র-গ্রহণ-সময়ে সকলের মুখে হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইলেন।

সাধারণ নবদ্বীপবাসী মনে করিলেন যে, সেদিনকার যত কিছু আনন্দ উৎসব, স্নান দান, হরিনাম—সকলই বুঝি চন্দ্রগ্রহণের, কিন্তু বাস্তবিক ব্রজবাসিগণের দ্বাপরযুগে ইন্দ্রপূজার ন্যায় হইয়া গেল। ইন্দ্রপূজার দ্রব্য সম্ভার যেমন গোবর্দ্ধনের (গো—গাভী, বর্দ্ধনের—প্রগতির) পূজার ইন্ধন হইয়াছিল, এখানেও যাবতীয় কর্ম্মচেষ্টা গোলোকপতির সংকীর্ত্তনযজ্ঞের সমাবিষ্কারে পরিণত হইল।

নবদ্বীপে যে বালকের আবির্ভাব হইল, তাঁহাকে যাঁহার যতটুকু দর্শন ও যতটুকু বোধ, সেইরূপভাবে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁকে দর্শন করিলেন, তাঁ'রা দেখিলেন, এ বালক সেই নন্দ-নন্দন, যশোদার যাদুমণি। কিন্তু এবারকার লীলায় একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এবার তিনি দাম্ভিক-জগৎকে নন্দনন্দনের মাধুর্য্য-সেবাসীমা শিক্ষা দানের জন্য একটি কৌশল পাতিয়াছেন। এবার আর "মামেকং শরণং ব্রজ", "অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" বলেন না; এবার বলেন—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—হরিকে শ্রবণ গ্রহণ কর, হরি অতীন্দ্রিয় বস্তু, অতীন্দ্রিয়কে চক্ষু, নাসিকা, স্পর্শেন্দ্রিয় বা জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; যাঁ'র নাগাল পাওয়া যায় না, তাঁ'কে জানবার একটী মাত্র ইন্দ্রিয়—কাণ; 'কাণ' দিয়ে সে দেশের দূতের কাছ হ'তে অতীন্দ্রিয়ের কথা শোন ও সকলকে বল।

এবার সম্ভোগের মূর্ত্তি নাই, এবার অপ্রাকৃত বিরহের মূর্ত্তি—কৃষ্ণসেবা-শিক্ষকের মূর্ত্তি।

শ্রীচৈতন্য জগতে যে দান ঘোষণা ক'রেছেন, যে স্বারাজ্য-স্বাধীনতা বৈজয়ন্তী তুলিয়াছেন, তাহা মানুষ ভাবুক, বিচার করুক; দেখিতে পারিবেন, জগতের অন্যান্য প্রচারক ও শিক্ষকগণ শ্রীচৈতন্যের কথাই বলিতে গিয়া কেহ বা অসম্পূর্ণ, কেহ বা আংশিক, কেহ বা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। সেদিন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামুখে বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যদেবকে লোকে এমন ক'রে এঁকেছে যে, চৈতন্য-দেবের চরণানুচর ব'ল্‌তে গিয়ে আমা-দিগকেও লজ্জার পাত্র ক'রে ফেলেছে। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সনাতনী কথা শুনবার কাণ করিনি ব'লে আমাদের দেশে কত নবীন মতের সৃষ্টি হ'য়েছে ও হচ্ছে। শ্রোতের পথের পর অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আর কি উপায় ও উপেয় থাক্‌তে পারে!"

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রথম অঙ্কে কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন যে, যদিও শ্রীচৈতন্য দেব পৃথক্ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তথাপি তাঁহার প্রকাশিত যে দিব্যজ্ঞান, তাহা বেদের সারার্থময় অকৃত্রিম শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত।

"ন খলু সা বাহ্যোপদেশতঃ দেশতঃ কালতশ্চ পরিচ্ছেদ্যো ভবিতুমর্হতি।" তাহা কোনও ইতর শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা কোন দেশে এবং কোনও কালে অন্যথা হইতে পারে না।

"তর্হি কথং তত্রৈবোদাসতে রমতে
ন সর্ব্বঃ?

তবে সকল লোক সেই মহাপুরুষের মতে রত হয় না কেন?

"বিবিধ বাসন সনাথো হি লোকো লোকোত্তরে স্থিত্বা ন কথং সর্ব্ব এব প্রবর্ত্ততাং। বাসনাবৎকা শ্রদ্ধাশ্রয়াতি হি ভেদবত্তাং মতেষ্বিতি।" ভোগ-মোক্ষাদি বিবিধ বাসনা-যুক্ত মনুষ্যগণ কি প্রকারে লোকাতীত পথে প্রবৃত্ত হইবে? বাসনা-যুক্ত শ্রদ্ধাই ভিন্ন ভিন্ন মতি জন্মাইয়া দিয়া থাকে।

ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

পূর্ণসংখ্যা ১০০

প্রত্যেক প্রশ্নের সংখ্যা ১০

কাল—গৌরাব্দ ৪৪৫, দোলপূর্ণিমা, বেলা ৯ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা।

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

১। দশ-সংস্কার কি কি? সংস্কার-কার্য্যে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার আবাহনে কি দোষ?

২। বৈষ্ণব-হোমের অনুষ্ঠান কিরূপ? বামদেব-গান বৈষ্ণবস্মৃতি-মতে কিরূপ?

৩। উপনয়ন-সংস্কারের আনুষ্ঠানিক কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণন করুন।

৪। কৃতযুগে হংসবর্ণ এবং ত্রেতাযুগে বর্ণবিভাগ হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? বৃত্তানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ কখন হইয়াছে?

৫। শ্রীমূর্ত্তিসেবা কত প্রকার? শ্রীমূর্ত্তি প্রতিমার প্রকারভেদ বর্ণন করুন।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন—
(ক) বিকাচিত চেতন, (খ) মুকুলিত চেতন, (গ) সঙ্কোচিত চেতন, (ঘ) আচ্ছাদিত চেতন, (ঙ) পূর্ণবিকচিত চেতন, (চ) নীতিহীন জীবন, (ছ) কেবল-নৈতিক জীবন, (জ) সেশ্বর নৈতিক জীবন, (ঝ) সাধক-ভক্ত জীবন, (ঞ) ভাবভক্ত জীবন।

৭। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের পার্থক্য কি?
(ক) শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা, (খ) কাম ও প্রেম, (গ) যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য, (ঘ) মায়াবাদ ও ভক্তি, (ঙ) কর্ম্ম ও ভক্তি।

৮। নিম্নলিখিত পয়ারগুলির অর্থ করুন—
(ক) পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥
(খ) বিচিত্রতাহীন হ'লে নির্ব্বিশেষ হয়।
কালসীমাতুল্য সেই অপ্রাকৃত নয়॥
(গ) জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥
(ঘ) দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥
(ঙ) যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

৯। ভক্তিরত্নাকর ও শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণিত বিষয়ের সুসংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য লিখুন।

১০। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অসামান্য মহিমা বর্ণন করুন।

এজন্যই শ্রীচৈতন্যকে বুঝিতে হইলে শ্রীরূপের কথা শোনা আবশ্যক।

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-
কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অন্যাভিলাষশূন্য, নির্ব্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান-স্পৃহা, কর্ম্মফল-স্পৃহা প্রভৃতি রহিত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনই শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কানুসরণ। তাহাই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর রত্নের ঘাট

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ— পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম গ্রন্থকৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুর' 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উক্ত এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে)। ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী কীর্ত্তন-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাস্রাবক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর রচিত কতকগুলি সানুবাদ স্তবরত্ন ও ভক্তিশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত রয়াল দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, প্রতিষ্ঠা, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজনৈতিক রাজ্যসচিবের ক্রমান্বয় শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসমন্বিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট ( ) বাঁধাই মূল্য ১৷৽, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীরূপপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাভরণ তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৽, বাঁধাই ॥৽ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৽ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য, অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ব্যাবধান-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৽ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শসংখ্যক দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয়সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৽ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিশদ বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৽ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৽ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৽ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৽ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৽ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক সিদ্ধান্তের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ৬॥০ স্থানের বিবরণ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵৽ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৽

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴৽ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৽ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴৽ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৽ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৽ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আগ্রহ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহাদ্রাবক পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।/০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৷৷০, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

'পরবিদ্যাপীঠ'

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদাঙ্কানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি।

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদিগকে জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকাবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিয়া রোগী দেখাইয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব, রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ কেওড়া, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১২৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার খুড়তুত ভাই ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহুর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১৫ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমহেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার ধানিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মীর্জ্জাপুরে ডাকাতি

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহে বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী মির্জাপুরে শরৎচন্দ্র ম[illegible] বাড়ীতে যে ডাকাতি হয়, সেই সম্পর্কে [illegible] পুলিস [illegible] গ্রামের [illegible] সেখের বাড়ীতে হানা দেয়। প্রকাশ, [illegible] জন লোককে অস্ত্র সমেত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যের একজন স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

উকিলের গৃহে বন্দুক চুরি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, এখানে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত শনিবারে নরসিংদি থানার এলাকাধীন [illegible]পাড়ায় উকিল শ্রীযুত [illegible]মোহন রায়ের বাটী হইতে কতকগুলি কার্তুজ সমেত একটী রাইফেল ও আর একটী [illegible] বোরের বন্দুক অপহৃত হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ও সাবজজের কন্যার কারাবাস

কটক হইতে প্রকাশ,[illegible] কারারুদ্ধ — ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত গোপবন্ধু চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী ও অবসরপ্রাপ্ত সাবজজের কন্যা—উকিল শ্রীযুত কে, এন, দাসের স্ত্রী শ্রীমতী করুণা দেবী আইন অমান্য দিবসে বে-আইনী লবণ বিক্রয় ও [illegible]র ছাপা [illegible] বিলির জন্য গ্রেপ্তার হন। তাঁহারা ২ মাস হিসাবে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীমতী করুণা দেবীকে বি শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে অগ্নিকাণ্ড

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, [illegible] অন্যতম প্রধান বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ী বেঙ্কটরাম জানকীরামের দোকান আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়া অবধি কংগ্রেসের পিকেটিংএর কেন্দ্রস্থল ছিল। গত রাত্রিতে তথায় অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় দোকান বন্ধ করা হয়। তাহার পর একজন প্রতিবাসী দোকান হইতে ধূম বাহির হইতে দেখিয়া পুলিসে সংবাদ দেয়। পুলিস তখনই দমকলে খবর দেয়। ৩ খানা দমকল শীঘ্র ঘটনাস্থলে যাইয়া পড়ে, ফলে অগ্ন্যাত্রির অল্প পরেই আগুন নির্ব্বাণ হয়। দোকানের যে দিকটায় দেশী ও বিদেশী কার্পাস, রেশমী ও পশমী মালপত্র ছিল, অগ্নিকাণ্ডে সেই অংশের ক্ষতি হইয়াছে।

ক্ষতির পরিমাণ এখন নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে উহা অধিক বলিয়াই মনে হয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই। কোন লোক ইচ্ছা করিয়া আগুন দিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। জিনিষ পত্র বীমা করা ছিল।

নরহত্যার অভিযোগ

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, হারাধন নামে এক ব্যক্তির সহিত শ্রীমতী সুবাসিনী দাসীর অসৎসম্পর্ক জন্মে। ইহাতে পান্নালাল মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি এই কথা ঐ স্ত্রীলোকের ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিবে বলে। ফলে হারাধন, রাধানাথ নামে এক ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পান্নালালকে ছোরা মারে। পান্নালাল আহত হইয়া এক প্রতিবাসীর বাড়ীতে ছুটিয়া যায় এবং মরিবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি দুটির নাম একটা কাগজে লিখিয়া যায়। রাধানাথ গ্রেপ্তার হয় এবং হারাধন পলাইয়া যায়।

উপরোক্ত ঘটনার জন্য রাধানাথের বিচার হয় এবং সে সেসনের বিচারে খালাস পায়। তাহার পর হারাধন ধরা দেয়। চুচুড়ার সেসন জজ এইচ, বেঞ্জামিন জুরীর সহিত একমত হইয়া তাহাকেও নির্দোষ বলিয়া মুক্তি দিয়াছেন।

মহিলার কারাদণ্ড

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, [illegible]দিবসে শোভাযাত্রা পরিচালন করিবার জন্য, শ্রীযুক্তা কমলকুমারী ঘোষ গ্রেপ্তার হন। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এম, সরকার গত ১৮ই মার্চ তাঁহাকে সঙ্কট শান্তি অর্ডিনান্সের ২১ ধারা অনুসারে ১৫ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৪ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার জন্য দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুসারে তাঁহার আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

কটকে বজ্র পতনে মৃত্যু

কটক হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে মার্চ প্রবল ঝড়বৃষ্টির সময় মিডানাসপাল সীমানার মধ্যে অবস্থিত তুলসীপুরে একটী বাটীতে বজ্রপাত হয়; ফলে তৎক্ষণাৎ ঐ গৃহে আগুন লাগিয়া ৫০ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোক পুড়িয়া মরিয়া যায়।

ঢাকায় রিভলভার প্রাপ্তি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, বৈদ্যনাথ মিস্ত্রী নামক জনৈক ব্যক্তিকে গত ২০শে মার্চ একটী রিভলভার সমেত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত অঞ্চলে তাহার বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া প্রায় ৫০টি জাল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

নেত্রকোণায় খানাতল্লাস

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, ঈশ্বরগঞ্জে রেলি ব্রাদার্সের অফিসে ডাকাতির সম্পর্কে পুলিস গত ২০শে প্রাতে হাসানপুর গ্রামের শ্রীযুত নরেন্দ্র সরকারের বাটীতে ও নেত্রকোণায় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ রায়ের ঔষধালয়ে খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ, অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতায় বৌদ্ধ দার্শনিক

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ব্যাঙ্ককের ডাক্তার পি, ডি, জি, রতন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও অর্থনীতি শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া কয়েক দিবস হইল তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, স্যার সি, ভি, রমণ, ডাক্তার কালিদাস নাগ এম, এ, ডি, লিট, ডাক্তার সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার, অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত এম, এ, বি, এল, পি, আর এস, পি, এইচ, ডি, ডি, লিট প্রমুখ বঙ্গের খ্যাতনামা মনীষীবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এখানকার অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি শীঘ্রই কলিকাতা ত্যাগ করিবেন।

স্বামী হত্যায় স্ত্রীর মুক্তি

গত সোমবার হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি [illegible] ঘোষ ও বিচারপতি প্যাক স্বামী হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত বাইশ বৎসর বয়স্কা নাজু বিবিকে মুক্তি দিয়াছেন।

আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে অপর এক লোকের অনুরাগিনী হইয়া স্বামীকে খাদ্য দ্রব্যের সহিত বিষ প্রয়োগ করিয়া হত্যা করিয়াছে।

বর্দ্ধমানের দায়রা জজের এজলাসে নাজু বিবির বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। নয়জন জুরীর মধ্যে আটজন নাজুকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। দায়রা জজ শ্রীযুত কে, সে, জুরীগণের সহিত একমত না হইতে পারায় মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছিলেন

বালকের মুক্তিলাভ

অননুমোদিত বিজ্ঞপ্তিপত্র রাখিবার ও বে-আইনী ঘোষিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্য হইবার অভিযোগে রমেশচন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তার করিয়া জোড়াবাগান পুলিস কোর্টে উপস্থিত করা হইলে উক্ত কোর্টের তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী অল্প বয়স্ক বলিয়া তাহাকে আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখিবার আদেশ দেন। আসামীর অভিভাবককে অর্ডিনান্সের আমলে কেন আনা হইবে না, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। বালকের পিতা দোষ স্বীকার করেন এবং বালককে তাহার স্বগ্রামে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর তাহাকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গান্ধী নীতি ভঙ্গে চার্চ্চিলের উক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল আমেরিকা হইতে প্লাইমাউথে আসিয়া পঁহুছিলে রয়টারের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

চার্চ্চিল তাঁহাকে বলেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহার ভ্রমণের সময় মার্কিণ পুলিস বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ মনে করিবার কারণ ছিল যে, কতিপয় ভারতীয় সোসাইটির তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব। সেই জন্যই তাঁহারা সাবধানতা অবলম্বন করেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে হয় না যে, তাঁহার গুরুতর আশঙ্কার কারণ ছিল।

ভারতে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে মিঃ গান্ধীকে ও তাঁহার নীতি সম্পূর্ণ চূর্ণ করিতে হইবে। সরকার এখন যখন ঐ ভাবের উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তখন তিনি নিশ্চয় বলিতে পারেন যে, শাসন সংস্কার ব্যবস্থা যথাসময়েই কার্য্যে পরিণত করা হইবে। রয়টার জানিয়াছেন যে, সরকারী অফিসসমূহে কর্ম্মচারীর সংখ্যা অত্যধিক এবং সরকারের শাসনপ্রণালী ব্যয়বাহুল্যসম্পন্ন তখন পরিষদের সদস্যগণ অবশ্যই তাঁহাদের অভিমতের প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন।

দক্ষিণ ভারত বণিক সঙ্ঘ

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ [illegible] মহম্মদ দক্ষিণ ভারত বণিক সঙ্ঘের পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

টেলি· "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক
নদীয়া-প্রকাশ

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ।৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই চৈত্র শনিবার ১৩৩৮, ২৬শে মার্চ্চ ১৯৩২

ভিয়েনায় শ্রীযুত প্যাটেল

১৪ জন কংগ্রেসকর্ম্মী নির্ব্বাসিত

নরহত্যায় ৪ জনের ফাঁসী

চীন-জাপানে সন্ধি প্রস্তাব

এক রাত্রে জোড়া ডাকাতি

দক্ষিণ আফ্রিকার এজেন্ট

পুত্র হত্যায় দ্বীপান্তর

লটারীতে সৌভাগ্য লাভ

শ্বশুরের কঠোর কারাদণ্ড

নানা কথা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে মহামহোৎসব

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহামহোৎসব ১৫।২০ দিন ব্যাপিয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রীধাম পরিক্রমা করিবার জন্য বিদেশ হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এখানে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ, সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ যাত্রিগণের আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া যাত্রিগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিপাদগণ অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে জীবের কর্ত্তব্য, জীবের স্বরূপ, শ্রীধামের স্বরূপ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি সহজ ও সরল ভাবায় বুঝাইয়া দেন। এরূপভাবে এতদিন ধরিয়া অকাতরে যাত্রিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ ও অহরহ হরিকথা কীর্ত্তন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। শ্রীধামে এত অসংখ্য যাত্রী আগমন করিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় কাহারও কোন অসুবিধা বা রোগাদি হয় নাই। সকলেই গৌরজনের এবং গৌরধাম সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

চীন জাপানে সন্ধি প্রস্তাব

সাংহাই হইতে প্রকাশ, চীন-জাপানের মধ্যে সন্ধির কথাবার্ত্তা অগ্রসর হইতেছে। রয়টারের প্রতিনিধি জাপানী দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিয়াছেন,—উভয় পক্ষের পরামর্শ সভায় এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, বুধবার আলোচনা চলিবে। সে দিন চীন ও জাপানের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নিয়মিত আলোচনায় যোগদান করিবেন। আলোচনা হইবে এই সকল বিষয়ে (১) চীনা সৈন্যরা। তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থান স্থানে থাকিবে, (২) জাপানী সৈন্যরা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। (৩) প্রথম দুইটী বিষয় বাস্তবে কার্য্যে পরিণত হয়, সে বিষয়ে কার্য্য পরিচালনার জন্য নিরপেক্ষ শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সম্মিলিত কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

ভিয়েনায় শ্রীযুত প্যাটেল

ভিয়েনা হইতে প্রকাশ, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত বিঠলভাই প্যাটেল এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। স্বাস্থ্য নিবাসে যাওয়া সম্বন্ধে ডাক্তারদের পরামর্শের অপেক্ষায় তিনি বর্ত্তমানে একটা হোটেলে অবস্থান করিতেছেন।

জেলে শ্রীযুত নরীম্যান

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত কে, এফ নরীমান, বিজাপুর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বিজাপুর হইতে ভিসাপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে ও সি শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে।

নরহত্যায় ৪ জনের ফাঁসী

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ ছাতনা থানার ব্রাহ্মণ জমিদার মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও জনৈক বিধবাকে হত্যা করিবার অভিযোগে মানগোবিন্দ দলপতি ও অপর ৮ জন লোক বাঁকুড়ার দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ ৪ জন আসামীকে নরহত্যার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কলিকাতা হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ সমর্থন করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার এজেন্ট

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর-হাইকোর্টের জজ সার্ আবদুল কাদের স্যর কে. ভি, রেড্ডীর স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকায় বড়লাটের এজেন্ট নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	শ্রীমায়াপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	শ্রীমায়াপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	শ্রীমায়াপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিহৃদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি		১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমামহোৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন—বি. বি. ২১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগন্মোহন দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নন্দকোঁদ্দ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীদীনদাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অক্ষয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদিবিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেবলানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুনুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরঘুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেঘোরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমুরলীধরজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় ভুবমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ই চৈত্র, শনিবার ১৩৩৮

শ্রীধামপ্রচারিণী সভায়
সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দির
কাল—২৩শে মার্চ্চ, ১৯৩২ বুধবার

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন দুই তিন দিন কালব্যাপী হ'য়ে এবার সমাপ্ত হ'য়েছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন কার্য্যের অল্পতা ছিল, এখন তেমন কার্য্যের অল্পতা না থাকায়—কার্য্য বিস্তীর্ণ হওয়ায় কয়েকবার অধিবেশনের আবশ্যকতা হ'য়েছে, আমরা এই কয়েকদিন বিগতবর্ষের কার্য্যের আলোচনা এবং গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের মহিমা শ্রবণ ক'রেছি। প্রচারের কার্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপ্ত হ'য়েছে, তা'তে সেবাকার্য্যের নানাপ্রকার প্রসারতা লাভ ক'রেছে। আজ আমি প্রচার্য্য বিষয়-সম্বন্ধে কিছু ব'লে সভা সমাপন ক'রতে ইচ্ছা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষাই আমাদের প্রচার্য্য বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেব নির্ব্বিশেষ-বাদীর কথা বলেন নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন—বহির্জ্জগতে পাকাকালে নানাপ্রকার কার্য্য ক'রলো, পরজগতে আর ঐ সকল কার্য্যের বিচিত্রতা বা বৈশিষ্ট্য থাকবে না, সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যা'ব। সেখানে কোন বিচিত্রতা থাকতে পারে না, কারণ কালের অধীনে বিচিত্রতা উৎপত্তি লাভ ক'রে সম্বর্দ্ধিত হয় এবং কালের মধ্যেই সমাপ্ত হ'য়ে যায়। সুতরাং কালাতীত বস্তুকে বিচিত্রতার অধীন ক'রলে তা'কে কালাধীন নশ্বর বস্তুরূপে প্রমাণিত করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাহা বলেন না। তিনি ভগবত্তায় পুরুষোত্তমবাদের কথা বলেন। ভগবত্তা যে কেবল শক্তি পরিচালনা ক'রে শক্তিপরিণত জগতে অনিত্য ও নিত্য ব্যাপারদ্বয় স্থাপন ক'রেছেন, তা'র মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব ভগবত্তাকে সংক্ষেপ ও সঙ্কীর্ণ করবার কথা বলেন নাই। নির্ব্বিশেষবাদী যেরূপ স্তব্ধ ক'রে দেবার যোগাড় করেন, সেরূপ ধরণের কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নাই।

বিচিত্রতার নিত্যতা আছে, তাহার নিত্যত্ব আবৃতাবস্থায় এখানে পরিদৃষ্ট হ'চ্ছে। তাহা কালের অধীনে দেখা যাচ্ছে ব'লে সম্যগ্ দর্শনে প্রতিবন্ধক এসে যাচ্ছে। কিন্তু অখণ্ড কালে তদ্দর্শনের বিচিত্রতার নিত্য বিম্ব-স্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান আছে।

বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত অন্তর্জ্জগতের নিত্যকালের বিষয়ে আরোপ করার নামই Anthropomorphism. এই জগতের সংগৃহীত তথ্য চিজ্জগতে সংশ্লিষ্ট করা আরোপ ক'রতে যাওয়াই Anthropomorphism. সে'রূপ জড়জগতের পশুপক্ষীর কথা চিজ্জগতের অপ্রাকৃত অবতারসমূহে আরোপ করার নামই Zoomorphism. অচেতনে যদি চেতনের কথা আরোপ করা যায়, তা' হ'লে সেইরূপ Animism বা Animistic চিন্তাস্রোতও প্রাকৃত সহজিয়াবাদের সৃষ্টি করে। জিন্দাবাস্তা (Zendavesta) পুস্তকে যে Zoroastrianism ধর্ম্মের কথা বা লাউৎসীর তাওইজ্‌ম্ (Taoism) কিম্বা Confucian ধর্ম্মের কথা পাওয়া যায়, তা'তে বহির্জ্জগতের বিচার থেকে নির্ব্বিশেষবাদের উৎপত্তি হয়। সে-সকল মানবের চিন্তাস্রোত হ'তে উদ্ভূত মনোধর্ম্ম মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উপাস্যতত্ত্ব-নির্ণয়ে ঐরূপ কোন মনোধর্ম্মের আশ্রয় করেন নাই। তিনি বলেন, পরতত্ত্ব-বস্তু স্বয়ংরূপ হওয়া দরকার। স্বয়ংরূপের রূপ-রূপী, দেহ-দেহী, নাম-নামী, গুণ-গুণী ভেদ নাই। যেখানে রূপের পরিচয় হ'তে রূপীর পরিচয় লাভ করা যায় বা রূপ-রূপীকে যে জায়গায় স্বতন্ত্র করা যায়, সেরূপ ধরণের কথা স্বয়ংরূপের কথায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, জীব যদি অনাবৃত কেবল-জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সংবাদ রাখেন, তবে নশ্বর আবৃত বিচারে প্রমত্ত হ'বেন না।

ব্যক্তিগত পরমেশ্বরত্ব স্বয়ংরূপের বিচার না হ'লে সম্প্রকাশিত হ'বে না। এখানে শক্তিদ্বারা শক্তিমানের পরিচয় হ'চ্ছে না রূপের দ্বারা রূপীর বিচার হ'চ্ছে না—অখিল কল্যাণগুণের দ্বারা গুণীর বিচার হ'চ্ছে না। তাহা তদেকাত্মবিচারের বিলাস মাত্র।

Phenomena (পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ) দর্শন ক'রে তা' থেকে যেরূপ ভাব গ্রহণ ক'রছি, তা' পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু স্বয়ংরূপ অবিরত মূল আকর বস্তু। স্বয়ংরূপ হ'তেই যাবতীয় রূপ, অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিদৃষ্ট রূপ বা কাল্পনিক রূপের কথা নহে। যাঁ'রা স্বয়ংরূপের বিচারটা জানেন না, তাঁ'রা ন্যূনাধিক প্রাকৃত-সহজিয়া। তাঁ'রা বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতকে অধোক্ষজ ভগবানে আরোপ করেন।

পুরুষোত্তম বস্তু স্বয়ংরূপ না হ'লে নানা মতবাদ আসবে। পুরুষোত্তম বস্তু যদি স্বয়ংরূপ না হন, তা' হ'লে Henotheism, Kathenotheism, Atheism প্রভৃতি বাদ ক্রমে উপস্থিত হ'বে। স্বয়ংরূপ দর্শনকারী আমি বা আমার অপরিণামী চিত্তবৃত্তি স্বচ্ছন্দে আপেক্ষিক ধর্ম্মে আচ্ছন্ন থাকবে যত দিন, ততদিন তদেকাত্মপ্রকাশ-বিশেষের আলোচনা ক'রতে গিয়ে অনেক প্রকার অবিবেচনার কথা আলোচনা হ'বে।

রাম, নৃসিংহাদি অবতারের আলোচনায় স্বয়ংরূপের এবং দেব-দেবীগণের বিচার-স্রোতে স্বরূপের কোন আলোচনা নাই। সেখানে রূপের দ্বারা রূপীর পরিচয় হ'চ্ছে, গুণের দ্বারা গুণীর পরিচয় হ'চ্ছে, শক্তির দ্বারা শক্তিমানের পরিচয় হ'চ্ছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একমাত্র পুরুষোত্তমবাদের বিচার ব'লেছেন। লক্ষ্মীর অধীন নারায়ণ নহেন, নারায়ণের অধীন লক্ষ্মী; রুক্মিণ্যাদির অধীন কৃষ্ণ নহেন, কিন্তু কৃষ্ণের অধীন রুক্মিণ্যাদি মহিষীবৃন্দ। যেখানে বার্ষভানবীর অধীন কৃষ্ণ, সেখানে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংরূপাতে কোন ভেদ নাই। সেখানে যে স্বয়ংরূপ দর্শন, তা'তে স্বয়ংরূপা বার্ষভানবী কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য সেবা করেন না। পাঁচ প্রকার রস পূর্ণভাবে তাঁহার পদাশ্রিত। তাঁ'র অনুগতা ললিতা-বিশাখাদি সেবার এক একটী অংশ মাত্র গ্রহণ ক'রে সেবা ক'রছেন। স্বয়ংরূপাই একমাত্র সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সকল ব্যূহের দ্বারা স্বয়ংরূপের সেবা করেন।

চেতন উন্মোচিত হ'লে আমাদের নিত্য স্বরূপের প্রাকট্য-বিষয়ে যে মলিনতা এসে উপস্থিত হ'য়েছে, সেই মলিনতা তিরোহিত হয়। এই মলিনতা-নিবৃত্তিকেই অনর্থ-নিবৃত্তি বলে। সেবা-সান্মুখ্য-ধর্ম্মে আমাদের নিত্যস্বরূপ-প্রাকট্য অর্থাৎ অনর্থ-নিবৃত্তিতে আমাদের স্থায়িভাবের উদয় হয়। স্থায়িভাবের সহিত চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর মিলনে রসোৎপত্তি। সুতরাং স্থায়িভাবই রসের মূল। আলম্বন ও উদ্দীপন রসের হেতু। ভাবের পরিপাকে প্রেমোদয়। কিন্তু এই প্রেমটী কদর্থীকৃত হ'লে প্রাকৃত তাঁহার ভূমিকা স্থাপিত হয়। মনোধর্ম্মি সম্প্রদায় 'স্বয়ংরূপ' তত্ত্বকে বিকৃতভাবে গ্রহণ ক'রতেই যত্ন ক'রছেন। সাধারণ দার্শনিক সম্প্রদায় Cognition, Volition, Emotion এর বিচারে কলুষিত হ'ন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাহা বারণ করেছেন, তিনি বলেন—

নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥

হৃদয়ের কপটতা যে আর্দ্রতা দেখায়, সেরূপ কপটতা বারণ করবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্লোকের অবতারণা ক'রেছেন—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরি-
নামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং
গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥

এই কপটতা হ'তে উদ্ধারের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবশ্যকতা ও অবতার। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে যে বিপদ, তা' হ'তে উদ্ধারের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই সকল কথা আলোচনা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীতে যখন শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা আলোচনা হয়, তখন বাস্তবতা ও কপটতার পার্থক্য ধরা পড়ে। তখন যা'তে মেকি জিনিষ গ্রহণ না ক'রে আসল জিনিষের অনুসন্ধান হয়, তজ্জন্য যত্ন করবার চেষ্টা উদিত হয়।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

অনর্থ-নিবৃত্তির পর্যায়ে স্থায়িভাব রতি, তাহার সহিত সামগ্রী সম্মেলনে রসের উৎপত্তি। কিন্তু সামগ্রী-সম্মেলনে যদি আবার ইট, পাটকেল-জাতীয় বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত এসে উপস্থিত হয়, তবে আলম্বন বিষয় ও আশ্রয়ের অনুভূতিতে ব্যাঘাত হ'বে, আমরা নামাপরাধী হ'য়ে যাব। তখন দু'শ, পাঁচশ' লম্ফ ঝম্প বা চোখ দিয়ে দু'মণ দশমণ জল বের ক'রলেও আসল জিনিষ পাওয়া যাবে না—কেবল কপটতা হ'য়ে যাবে। মধুপূর্ণ স্বচ্ছ কাচভাণ্ডের বাহিরে ব'সে মক্ষিকার 'মধুর নাগাল পেয়েছি' কল্পনার ন্যায় কল্পনা মাত্র হ'য়ে যা'বে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে এই কথা স্পষ্টভাবে বলা হ'য়েছে:—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে
কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারের অভাবে বা বিপর্য্যক্রমে Emotional School যে অসুবিধা ক'রে আসছে, তা'তে জগতে

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥

কপটতাই ভাব ও ভক্তির নামে লোকের বিবক্তি উৎপাদন ক'রছে। সেই কপটতার সহিত কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল জ'বের শারীর ইন্দ্রিয়তর্পণের সম্বন্ধ রয়েছে। বহির্জগতের শারীর চেষ্টায় যে প্রেমোদয়ের ভ্রম, তাহা নিতান্ত গর্হণীয়। দারুক শ্রীকৃষ্ণকে পাখা ক'রছিলেন, এমন সময় প্রেমানন্দে তাঁ'র হাত থেকে পাখা প'ড়ে গেল; কিন্তু নিষ্কপট প্রেমিক দারুক সেই নিজের প্রেমানন্দটিকে বড় মনে ক'রলেন না। সেরূপ প্রেমানন্দ জনিত দেহের জড়তাকে সেবার বিঘ্নকর জেনে ধিক্কার ক'রলেন। সম্ভোগবাদীর নিজের প্রেম নিয়ে বড় কাজ। কিন্তু নিষ্কপট সেবকের ভগবানের বাতাস নিয়েই কাজ। কৃষ্ণসেবা করাতে যে দেশ সুখ-স্বচ্ছন্দ এসে উপস্থিত হ'য়েছে, সেই সুখস্বচ্ছন্দই বাধার কার্য্য ক'রছে। সেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে প্রমত্ত হ'য়ে যাওয়াই প্রাকৃত সহজিয়াবাদ। যা'রা হরিসেবা ক'রতে গিয়ে নিজের সুখ স্বচ্ছন্দকেই বা নিজের আনন্দলাভকেই শান্তি মনে করে, তা'রা ভগবানের সেবক নহে, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকামী মাত্র, সেখানে প্রেমের কোন কথা নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এজন্য 'এঁচোড়ে পাকা' হ'তে দেন না।

অনঙ্গ কা'কে বলে, রস কা'কে বলে না জানলে রসিকতার অভিনয় কপটতা মাত্র। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে যে রসপ্রাপ্তি হয়, তাহাতে প্রাকৃত সহজিয়াগণ লুব্ধ হ'লেও তাহা কৃষ্ণপ্রেম নহে। সেখানে বিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দের আদর্শ নাই।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা শ্রীধাম কোনটী, শ্রীধাম কা'কে বলে, সে সকল বিষয় দেখিয়ে দিচ্ছেন—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥

শ্রীগৌরধাম কি জিনিষ, তাহা প্রকাশ ও প্রচারই শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার উদ্দেশ্য। গৌরধাম ও কৃষ্ণধাম অভিন্ন, শ্রী গৌরলীলা ও শ্রীগোবিন্দদেবের কৃষ্ণলীলা। গৌরধাম স্বয়ংরূপের তদ্রূপবৈভব বা তদনন্তাংশসম্ভব। গৌরসুন্দরের লীলাশক্তি ধামরূপে প্রকাশিত। তাহা অনন্তাংশ— সান্তাংশ নহে. বর্ত্তমানে সীমা বিশিষ্ট ভাবের অধীন হ'লে অনর্থযুক্তের নিকট লক্ষিত হ'চ্ছে। কিন্তু জিনিষটী তাহা নহে। অনর্থনির্মুক্ত হ'লে সেই সীমাযুক্ত দর্শন হ'তে নির্মুক্ত হ'ন। মহাভাগবতের বাস্তব দর্শনে সেরূপ সীমাবদ্ধ ভাব নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত মন আছে, ততক্ষণ এরূপ দর্শন।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥

মনই ভাল মন্দের বিচার করে এবং ভালমন্দকে ভাঙ্গা গড়া ক'রে থাকে।

"যেদিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

যখন আমি বুঝবো—যখন আমি দেখবো, খেজুর গাছটা ভজন ক'রছে, নিমের গাছটা ভজন ক'রছে, পুকুরটী ভজন ক'রছে, গৃহটী ভজন ক'রছে—সকল বস্তুই ভজন ক'রছে, কেবল আমি ভজন ক'রছি না, তখন আমার গৃহব্রতবুদ্ধি আর থাকবে না। 'গৃহটা ভজন ক'রছে' দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত আমি গৃহব্রত ধর্ম্মে আবদ্ধ।

স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংরূপের বিচিত্র বিলাসের আধার বার্ষভানবী, তাঁ'দের ভূমিকা বৃন্দাবন। সেই বৃন্দাবন-জ্ঞানের অপ্রাকৃতত্ব চেতনবৃত্তিতে উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের জড়ের জ্ঞান প্রবল।

আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি' মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

দিব্যজ্ঞানকে বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে আটক করার চেষ্টা দেখালে Knowing, willing & feeling এই মনোধর্ম্মের বৌচক্রেই আটক প'ড়ে যেতে হবে। কালকোঠা জগতে বাস ক'রে যে-সকল নিরুদ্ধিতার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়েছি, সেই সকল নিরুদ্ধিতা গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত কিছুতেই অপনোদিত হ'তে পারে না।

কেহ কেহ ভক্তির স্বরূপ না বুঝে বিরক্ত হ'বে খাওয়া দাওয়া থাকার বিচারকেই বহুমানন ক'রেছেন, এই জন্য মনোধর্ম্মের বশীভূত হ'য়ে মানব জাতি Altruism এর বিচার নিয়েছে। কিন্তু উপকার জিনিষটা কি? "আমার বন্ধু-বান্ধবের উপকার এবং অপরের অপকার" এরূপ সঙ্কীর্ণ উপকারই কি পরোপকার? একজনের উপকার করলে অপরের অপকার করতেই হবে। গরু মারা ছাড়া জুতো দান হ'তে পারে না।

মানবের উপকার বিষয়ে পর্য্যায়গত ভেদ আছে। অত্যন্ত উপকার, অল্প উপকার, খানিকটা উপকার—এই সকল ভেদ। কেহ আর্ত্ত হ'য়েছে বা পীড়িত হ'য়েছে তা'কে পার্থিব সাহায্য দ্বারা তা'র পার্থিব সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা জগতের সাধারণ রুচিতে 'পরোপকার' ব'লে বিচারিত হ'য়েছে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া ও পরোপকারের বাণী বিচার করলে জানা যায়, আত্মার উন্মেষণে বাধা দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরের অপকার এবং আত্মার উন্মেষণের প্রতিবন্ধকগুলি সরিয়ে দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরোপকার। বাহ্যজগতে মানবের উপকারের আদর্শ তাৎকালিক ও অপূর্ণাবস্থার নিদর্শন। অপূর্ণাবস্থার তথাকথিত উপকারের দ্বারা যে অমঙ্গল ঘটে, তাহাতে আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে।

উপাস্য বিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা এই—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম
বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা
কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা
পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো
ন পরঃ॥

আমরা অন্য কথা শুনতে চাই না, অন্যান্য কথা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা, কিন্তু আমাদের পূর্ণতা হ'য়েছে মনে ক'রে অপূর্ণতায় পূর্ণতার আরোপ করা অমঙ্গলের সেতু। কপটতার দ্বারা মনোবৃত্তি স্তব্ধ হয় না। তা' হ'লে নাক টেপা প্রভৃতির দ্বারাই মনের সমাধি হ'ত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু বলেন—

"নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ
প্লবঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৩।২৮)

গুরুসেবা রহিত হ'য়ে যে অমঙ্গলের পথে চ'লেছি, তা'তে লক্ষ লক্ষ ইতর দেবতা পূজাব্যাপারেই উপস্থিত হ'য়েছে। যত দিন পর্য্যন্ত না সেবায় নিজের প্রয়োজন প'ড়েছে, ততদিন ভগবানের আশ্রয় বা আনুগত্য ধর্ম্মের কোন আবশ্যকতা বোধ হচ্ছে না।

আপনাদের অধিক সময় আমি গ্রহণ ক'রতে পারি না। অনেকের গাড়ীর সময় হ'য়ে প'ড়েছে। অন্যান্য কার্য্যে যাঁ'দের প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে। আমার আরও অনেক কথা বলবার রইল। মাঝখানে অনেক কথা ব'লবার আবশ্যকতা ছিল. কিন্তু সময় অল্প। ঐ সকল কথা জন্ম-জন্মান্তর ব'সে শুনতে হ'বে।

হাক্সলি যেরূপ অজ্ঞেয়তাবাদের কথা ব'লেছেন, হেগেল যেরূপ চিন্তাস্রোত প্রকাশ ক'রেছেন, নির্বিশেষবাদী, সন্দেহবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী শূন্যবাদী যেসকল চিন্তাস্রোত ব'লবার জন্য চেষ্টা ক'রেছে, চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে উহাদের কোথায় কিরূপ "ভুল" আছে কোথায় কতটা কৃষ্ণপ্রেমার অভাব ও ব্যাঘাত আছে, তাহা দর্পণের মত প্রতিফলিত হয়। শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মই ঐ সকল অসম্যক্প্রাজ্ঞের কবল হ'তে উদ্ধার ক'রতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর আবার শ্রীগুরুর পোষাকে ঐ সকল কথা ব'লেছেন। তাঁ'র কথা শুনবার কাণ হ'লেই মঙ্গল, অন্যের কথা শুনলে অমঙ্গল—কোন দিন ছুটি হবে না। এজন্যেই গৌরকাম, গৌরধাম ও গৌরনামের আলোচনা ও অনুশীলন অপরিহার্য্য।

রূপানুগ হওয়াই গৌরকাম পূর্ণ করা। শ্রীজীব প্রভৃতি যে বিচার প্রদর্শন ক'রে ইতর বিচারসমূহ রহিত ক'রেছেন, সেই বিচারের পদাঙ্কানুসরণ দ্বারা গৌরধামের স্বরূপ উপলব্ধি হ'বে। গৌরনাম আভিধানিক শব্দ মাত্র নহে। তাহা গৌরস্বরূপের সহিত অভিন্ন। তাহা স্বয়ংরূপ বস্তু, পূর্ণ চেতনময়। পূর্ণচেতনময়ী জিহ্বা দ্বারা পূর্ণচেতন নাম-গ্রহণ সম্ভব। পূর্ণচেতনময় শব্দে 'পরমানন্দ' অবস্থিত। তা'তে আনন্দের বাধা নাই। খানিকক্ষণ সুখ, খানিকক্ষণ দুঃখ—এরূপ নয়।

'গৌর নিত্যানন্দ' ব'লে খুব চেঁচালাম, শঙ্খ ঘণ্টা খোল করতাল বাজিয়ে খুব নৃত্য ক'রলাম, হৃদয় আর্দ্র না হ'লেও বাহিরে কপটতা ক'রে আর্দ্রভাব দেখালাম, এই সকল গৌরনামাশ্রয় নহে। Mental speculationist হ'লে কৃষ্ণস্মৃতি হবে না। চেতনের বৃত্তিতে অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি আবশ্যক।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥

সুতরাং কপটতা দ্বারা অমঙ্গল বরণ নহে। 'Charity begins at home' নিজে নিজে ভাল লোক হউন, অপরলোকের কাছে ভাল লোক ব'লে প্রতিপন্ন হবার চেষ্টা প্রতিষ্ঠাশা মাত্র। সুতরাং যা'তে আমাদের কপটতা বিদূরিত হ'য়ে মঙ্গল হয়, সেরূপ রীতির দ্বারা বক্তব্য বিষয় পরিসমাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে "দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব" এই গীতটী কীর্ত্তিত হইবার পর সভা ভঙ্গ হইল।

আমরা আমাদের সুহৃৎ পাঠকবর্গের তীব্র উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া ধন্যবাদ-পাত্রগণের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশের পূর্ব্বেই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা প্রকাশ করিলাম। সভার অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ ক্রমশঃ শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইবে।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে ১০-৫ মিঃ একটু ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল। কোনও ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিধৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থিক উজ্জ্বলপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাম্ভোজমরন্দের সন্দিগ্ধস্তবই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দৈবব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'মূমাদ্যধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উক্ত এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৶০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী শ্রীবক্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়শুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসাচিদ্বিলাস-অচিদ্বিলাস-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবাট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সারাবষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের নক্সাসহ বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪১ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হাঃ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সংযোজিত-সহ বহু উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে দার্শনিক যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়সমূহের কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

স্তবমালা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সদ্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে বৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোর্ড ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

তত্ত্বসূত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সাধুভক্ত ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিম্ন ঠিকানায় সত্বর কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তকখানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানপ্রদ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বঙ্গেশ্বর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমগুণ এবং ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৬০ আনা, পাঁচটি ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯, ষান্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১, নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১, প্রতিকলম ৬, অর্দ্ধকলম ৩॥০ সিকি কলম ২, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদ্ধত্যনুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রব্যাখ্যা আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ অন্য অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাতায়াত এবং আহার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ লইয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার [illegible] গত ছয় মাস যাবৎ রাজযক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ২০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (স্বাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খানিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।"

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই চৈত্র সোমবার ১৩৩৮, ২৮শে মার্চ্চ ১৯৩২

দিল্লীতে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

বোম্বায়ে বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর

ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই

বিষ-ক্রিয়ায় হঠযোগীর মৃত্যু

গান্ধীর পোষ্য কন্যা গ্রেপ্তার

রেঙ্গুণে বিদ্রোহীদের অত্যাচার

ঝড়ে ভীষণ দুর্ঘটনা

কান্দীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

উদ্বন্ধনে বালিকার মৃত্যু

নানা কথা

আকস্মিক মৃত্যু

সামসুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি দোল-পূর্ণিমার দিন মায়াপুর মেলায় কোন এক স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার হানি করায় মেলায় বহুলোক উত্তেজিত হইয়া তাহাকে প্রহার করে, ফলে পর দিবস প্রাতে তাহার মৃত্যু হয়। পুলিস অনুসন্ধান চালাইতেছে।

দিল্লীতে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

দিল্লী হইতে প্রকাশ, বণিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুত রামলালের কাশ্মীর গেটের বাটীতে হানা দিয়া গত ২৫শে মার্চ্চ রাত্রিতে ৪ জন সশস্ত্র ডাকাত একটি বালিকার শ্বাসরোধ করে এবং তাহার নিদ্রিতা জননীর গলা কাটিয়া দেয়। উহারা টাকা ও গহনায় কুড়ি হাজার টাকা হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাটী হইতে বাহির হইবার সময় তাহারা পুলিসের সম্মুখে পড়ে। ডাকাতদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করে। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রাম জেলার সীমান্তে পাহাড় অঞ্চলে ফটিক-ছড়ি থানার অধীন ধুরং গ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, উক্ত গ্রামের সন্নিকটে স্থানীয় জমিদার বাবু মহেন্দ্র চৌধুরী একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহার ভৃত্যের সাহসিকতায় তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। প্রকাশ, সম্প্রতি একটী ব্যাঘ্র গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলে মহেন্দ্রবাবু ও গ্রামের অপর কতিপয় লোক একত্রিত হইয়া ব্যাঘ্র শিকারে বাহির হয়েন। সকলে যখন ব্যাঘ্রের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ব্যাঘ্রটী অকস্মাৎ মহেন্দ্র বাবুর উপরে আসিয়া আপতিত হয়। ব্যাঘ্রের আক্রমণে মহেন্দ্রবাবুর জীবন সংশয় দেখিয়া তাহার প্রভুবৎসল ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ব্যাঘ্রটিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। ব্যাঘ্র তখন মহেন্দ্র বাবুকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভৃত্যকে আক্রমণ করে। ভৃত্য কৌশলের সহিত একখানি ধারাল অস্ত্রদ্বারা ব্যাঘ্রটীকে আঘাত করিলে ব্যাঘ্রটী জঙ্গলে পলায়ন করে।

প্রকাশ, সামরিক পুলিসের চেষ্টায় ব্যাঘ্রটি নিহত হইয়াছে।

বোম্বায়ে বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বাঙ্গালার নবনিযুক্ত গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন গত ২৫শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে পি এণ্ড ও কোম্পানীর রাণপুরা জাহাজে বোম্বায়ে উপনীত হইয়াছেন। বোম্বায়ের গভর্ণরের মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর ও বাঙ্গালার গভর্ণরের মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল আর, বি. কলিন্স্ ও আর ২ জন এ-ডি-সি জাহাজের মধ্যে গমন করিয়া সার জন এণ্ডারসনের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সার জন বোম্বায়ের লাট প্রাসাদে গত রবিবার মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

তাঁহার আগমন সম্পর্কে পুলিস বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। প্রায় ১২ জন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী জাহাজঘাটে উপস্থিত ছিলেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিয়াছেন যে "শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ আছে, তদ্দ্বারা যদি আমি ভারতের জনসাধারণের উপকারার্থ কিছু করিতে পারি, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

শাসন পরিষদের সদস্য মাননীয় মিষ্টার এইচ, জি, হেগ ঐ জাহাজে আসিয়াছেন। তিনি গত ২৫শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাকদহ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ফরিদপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিসুদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও স্বপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে, প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরধাম কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধনেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভগবচ্চরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভাগবতভূষণ সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকৃষ্ণকান্তি দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপরমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীবলদেব বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীহংসপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৈভব ভক্তশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অক্ষয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিবিক্রম ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রামবাধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরদেশী প্রসাদজী, সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও [illegible]।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপশুপতিনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া

এখানে বড় কুর্মমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়াসপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাজগোপাল পাট

কাটানপুলি, চাকদহ, নদীয়া

[illegible]

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৬ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৮শে মার্চ্চ ইং ১৯৩২ সোমবার | ১১শ সংখ্যা।

বিদ্যানগর পরিক্রমা

গত ৬ঠা চৈত্র বৃহস্পতিবার প্রাতে ভক্ত-গণ শ্রীগৌরগদাধর মঠ হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ শ্রীনাম ও শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীসার্ব্ব-ভৌম ভবনে বিদ্যানগরাভিমুখে যাত্রা করেন. পথিমধ্যে চম্পাহট্ট গ্রামের একটী বটবৃক্ষতলে সমুদ্রগড়-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হয়। বিদ্যানগরে উপনীত হইয়া শ্রীধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে তৎস্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। মহারাজ বলেন,—আজ আমরা যে স্থানে উপনীত হইয়াছি, সেই স্থান গৌরলীলার বৃহস্পতি শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আবির্ভাব-ক্ষেত্র। ইনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভুরই সাক্ষাৎ কৃপা-প্রাপ্তির আশায় ইনি নীলাচলে মায়াবাদ-প্রচার লীলাভিনয় করিলে অন্তর্যামী মহাপ্রভু ভক্তবাৎসল্যক্রমে সার্ব্বভৌমের সহিত স্বয়ং শ্রীমুখে বিচার করিয়া তাঁহার প্রচারিত কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন-পূর্ব্বক তাঁহার মনোহভীষ্টপূরণকল্পে তাঁহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। সার্ব্বভৌমই আমা-দিগকে শিক্ষা দেন যে, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রপারঙ্গত হইয়াও জীব কৃষ্ণভক্তি-বহির্ম্মুখ হইলে তাহার সে বিদ্যালাভের কোন মূল্যই ভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণ স্বীকার করেন না। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের বাক্যে আমরা জানিতে পারি—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥
পড়ে শুনে লোক কৃষ্ণভক্তি পাইবারে।
তা' যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?"

বেদান্তে পরা এবং অপরা—এই দুই প্রকার বিদ্যার কথা আছে, যাহার দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায়, তাহাই পরা, আর যাহাতে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইবার যোগ্যতা-রূপ জড়ৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির অভিমান প্রবল হয়, তাহাই অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা। কোন মহাজন গাহিয়াছেন—'ভক্তি বাধা যাহা হৈতে, সেই বিদ্যার মস্তকেতে পদাঘাত কর অকৈতব।' বিদ্যা ভাগবতাবধি। যদি বিদ্যালাভ করিবার ফলস্বরূপ সম্বন্ধা-ভিধেয়-প্রয়োজনবিষয়ে বিজ্ঞতার্জ্জনের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতাই বৃদ্ধি পাইয়া আমা-দিগকে আহার-বিহার-শয়ন ইন্দ্রিয়তর্পণাদি অচেতনের ধর্ম্মেই প্রবৃত্ত করে, তবে তাহা আর বিদ্যালাভ নহে, অবিদ্যার মোহে মুগ্ধ হওয়া মাত্র। জীবগণকে সেই অবিদ্যার মোহ-তিমির হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আজ পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ সংস্থাপন করিয়াছেন

নৈয়ায়িক পাণ্ডিত-লীলাভিনয়ে সার্ব্ব-ভৌম মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াও তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া চিনিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে নিজপ্রচারিত মায়াবাদ-মতানুবর্ত্তী শিষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই লীলায় পাণ্ডিত সার্ব্বভৌম অবিদ্যার মোহ-জাল জীবের চক্ষুকে আবৃত করিয়া জীবকে কিরূপে ভাগবত ও ভগবত্তত্ত্ব দর্শনবিষয়ে অযোগ্য করিয়া ফেলে, তাহা নিজ ব্যতিরেক আচরণ দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিলেন। আবার পরবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণসংকীর্ত্তন কিরূপে জীবের সেই অবিদ্যার মোহ দূর করিয়া জীবকে সংকীর্ত্তন পিতা মহা-বদান্যাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের দর্শন দান করে, তাহাও স্বীয় অন্বয়মুখী আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিলেন; অর্থাৎ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-স্বরূপদর্শনই বিদ্যার এবং তদ্বিপরীত দর্শনই অবিদ্যার ফল। বৈষ্ণব-মহাজন শ্রীনয়নানন্দ গাহিয়াছেন—

"বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার
নয়নানন্দ ভণে, সেই সে সকলি জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার।"

সদ্গুরু পাদপদ্মে নিষ্কপট আনুগত্য-ক্রমে বিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের নিরন্তর নিরপরাধ সেবাফলে আমরা শ্রীমন্-মহাপ্রভুর প্রিয় সার্ব্বভৌমের অন্বয়মুখী-কৃপা লাভ পূর্ব্বক নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌমের বঞ্চনালীলা অনুভব করিয়া অবিদ্যার কুহক দূরীকরণে সমর্থ হই। সাধারণ বিচারে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পাণ্ডিত্য বড় কম ছিল না। তিনি যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তপস্যা দেবতারা পর্য্যন্ত আচরণ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু হিরণ্যকশিপু সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ হইয়াও শাস্ত্রপাঠের যে মূল তাৎপর্য্য বিষ্ণুভক্তিলাভ, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্যপথগামী পরিচালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল যে, তিনি বিষ্ণুকে ভক্তি করা ত' দূরের কথা, বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারিতেন না, বলিলেন—'আমিই ঈশ্বর, আমিই একমাত্র ভোক্তা, আমার সমান বা আমা অপেক্ষা অধিক আর কেহ নাই।' কিন্তু তাঁহারই মহাভাগবত শিশু-তনয় প্রহ্লাদ তাঁহাকে ঈশ্বর না দেখিয়া অসুরবর্য্য বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমোদিত কোন পাণ্ডিতকে পাণ্ডিত এবং শিক্ষাকে শিক্ষা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাই যখন হিরণ্যকশিপু বালক পুত্রকে উত্তম অধ্যয়ন কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন প্রহ্লাদ—'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥' এই উত্তরই প্রদান করিলেন। শুক্রাচার্য্য এবং তৎপুত্রদ্বয়ের পাণ্ডিত্য প্রহ্লাদকে কিছু মাত্র মোহিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহাতে হিরণ্যকশিপু পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে অশাস্ত্রীয় বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ পরাবিদ্যাবধূজীবন

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

[illegible] প্রভৃ[illegible] । [illegible] না করিতে পারায় [illegible] [illegible] নামের [illegible] ।

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাসকালে দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী স্বীয় সরস্বতীর কৃপাবলে মহাপ্রভুকে সাধারণ পণ্ডিত জ্ঞানে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার অভিমানমদমত্ততা খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে পরাবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ীর আরাধ্যা সরস্বতী দেবীই তাঁহাকে মহাপ্রভুর পদ আশ্রয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, স্বয়ং ভগবান আসিয়া তাঁহার দর্শন সুযোগ দিলেও আমাদের মোহজাল আমাদের চক্ষুকে আবৃত রাখায় আমরা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পারি না। এই জন্য আদৌ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে পরবিদ্যাপীঠে পরাবিদ্যানুশীলনফলে গুরুকৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ হইলে আমরা মহাপ্রভুর নিত্যলীলা দর্শন করিয়া সার্থকজীবন হইতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের অবিদ্যা দূর করিয়া কৃষ্ণানুশীলনাধিকারের জন্যই আজ আমাদিগকে পরবিদ্যানগর পরিক্রমা করিতে পাঠাইয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে তাঁহার নিজজন রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "বিদ্যামধ্যে কোন বিদ্যা হয় গুরুতর। রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।" এই বিদ্যাই ব্রহ্মা ভগবৎসকাশে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আবার ব্রহ্মা হইতে শ্রীগুরুপরম্পরায় অদ্যাপি সেই নিত্যবিদ্যা শরণাগত জীবের ভাগ্যে লাভ হইতেছে। ধামবাসিগণ আমাদিগকে কৃপা করুন, যেন আমরা বিদ্যানগর পরিক্রমা করিবার মোহ কাটাইয়া নিত্যকাল হরিকীর্তনমুখরিত হৃদয়ে এই পরবিদ্যানগর শ্রীধাম পরিক্রমার সৌভাগ্যলাভ করিয়া পরবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণকীর্তনানন্দে গৌর-নিত্যানন্দের নিত্যদাস্য লাভ করিতে পারি।"

মহারাজের বক্তৃতার পর পুনরায় নৃত্য-কীর্তন করিতে করিতে ভক্তগণ [illegible] মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ-নাম নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত। নাম নামী অভিন্ন। জাগতিক শব্দ-শব্দীর সহিত কৃষ্ণনামের তুলনা করিতে হইবে না। অনেক সময় কৃষ্ণনামের সহিত শব্দ সামান্যের তুলনামূলক আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। এই ভ্রমবশতঃই আমাদের নাম ও নামাপরাধে অভেদ বুদ্ধি জাগায়া থাকে। নাম কিছু নামাপরাধ নহে, নামাপরাধও নাম নহে, নাম নির্ম্মল ভাস্কর, নামাপরাধ গাঢ় অন্ধকার সদৃশ। নাম পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু। আমরা ইন্দ্রিয়চালন ব্যাপারে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া থাকি, কিন্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র বস্তু। কৃষ্ণনাম উচ্চারণে অপর ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। কৃষ্ণনাম উচ্চারণে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। জড়জগতের শব্দ উচ্চারণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য অপর ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের সাহায্য আবশ্যক করে, কিন্তু কৃষ্ণনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্য স্বয়ং স্ফূর্ত্তি-লাভ করে। কৃষ্ণনামের সহিত দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জড়ীয় নামের তুলনা করিতে হইবে না। কৃষ্ণনাম কোন আভিধানিক শব্দ নহে বা ধাতুনিষ্পন্ন সংজ্ঞা নহে। কৃষ্ণনাম কোন মায়িক বন্ধন দ্বারা আবৃত হইবার বস্তু নহে, কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময়। জড় ব্রহ্মাণ্ডের শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত মায়িক ভেদ থাকে, কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে শব্দ-শব্দীতে, নাম-নামীতে, স্বরূপ ও বিগ্রহের মধ্যে কোন মায়িক ব্যবধান নাই।

এই কলিযুগে জীবসকল জড়ীয় জ্ঞান ও জড় সম্বন্ধে প্রমত্ত এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গতি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হৃদয়ে চিরশান্তি-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যত বাধাবিঘ্ন থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম অশেষ বাধা-বিঘ্নহর। যতই হৃদয়ে কুসংস্কাররূপ আবর্জ্জনা থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণে হৃদয় বিমল হয়, সমস্ত ভুল ভ্রান্তি নিরাকৃত হয়। অবশ্য নামোচ্চারণকালে প্রথম অবস্থায় হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের আবিলতা ও অনর্থরাশি অবস্থানের দরুণ শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হয় না বটে, কিন্তু অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণের প্রভাবে সেই সমস্ত অনর্থ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া আমাদের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সংক্রান্ত অনেক জাগতিক বিষয় মানসপটে অঙ্কিত আছে। সেই অঙ্কিত চিত্রগুলি ত্রিগুণ-তাড়িত চিত্তকে কলুষিত করিয়া বিপথগামী করায়। নামোচ্চারণ প্রভাবে নামের কৃপায় জড়বিষয়ের প্রভাব খর্ব্বিত হইয়া চিৎপ্রভাব বিস্তার করে। সাধুগুরু-মুখে নামোচ্চারণের প্রাক্কালে দশবিধ অপরাধের বিষয় শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। দশ অপরাধ-বর্জ্জিত নামোচ্চারণ না করিলে আমরা চিন্ময় ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারি না। যদি আমরা শুদ্ধ নামোচ্চারণকারী সাধুগুরুবর্গের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধিবশতঃ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি কিম্বা তাঁহাদিগকে আমাদেরই মত ভ্রান্ত জীব মনে করি অথবা যাহারা ঐরূপ সাধুনিন্দা করে, তাহাদের প্রশ্রয় দিই, তবে আমাদের সাধুনিন্দারূপ প্রথম নামাপরাধ হইবে। যদি কৃষ্ণকে অন্যান্য আধিকারিক দেবতাবৃন্দের সহিত সমান জ্ঞান করি এবং কৃষ্ণনামের সর্ব্বোত্তমতা স্বীকার না করিয়া অন্য দেবতার স্বতন্ত্র ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে তাঁহাদের নামের সহিত কৃষ্ণ-নামের সামঞ্জস্য করি, তবে আমাদের দ্বিতীয় নামাপরাধ হইবে। কৃষ্ণনাম, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, নাম-নামী অভিন্ন। কৃষ্ণনামের সহিত অপর কোন নামের তুলনাই হইতে পারে না। কৃষ্ণনাম ব্যতীত অপর নামে নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব ও মুক্তত্ব নাই; সেই সকল নাম আপেক্ষিক ধর্ম্মযুক্ত, কিন্তু কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র ও স্বরাট নাম-গ্রহণে অন্তঃকরণের শুদ্ধিলাভ ঘটে। শুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্ফূর্ত্তিলাভ করে, রূপের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে গুণের স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকর-বৈশিষ্ট্যের এবং তৎপর লীলার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে দ্বিতীয় নামাপরাধ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমাদের কৃষ্ণনামের সহিত অপরাপর নামের সামঞ্জস্যরূপ অপরাধ করা উচিত নহে। কৃষ্ণনামেই সর্ব্বশক্তি আছে, সর্ব্ব সুবিধা আছে, সকল আনন্দ আছে। অপর নামে সঙ্কীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা থাকার দরুণ আংশিক জ্ঞান ও আংশিক আনন্দ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণনাম অখণ্ড পূর্ণানন্দ পূর্ণজ্ঞানময়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার নাম সেরূপ পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দপ্রদ নহে। দধিদুগ্ধের সমজ্ঞান আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার জ্ঞাপক। দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু দধি কিছু দুগ্ধ নহে। কিম্বা দুগ্ধ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থও নহে। তদ্রূপ, কৃষ্ণনাম ত্রিগুণ-তাড়িত হৃদয়ে উদিত না হওয়ার দরুণ বিভিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট বস্তু পরিদৃষ্ট হয়। নির্গুণ হৃদয়ে নির্গুণ কৃষ্ণনাম উদিত হয়। সগুণ হৃদয়ে সগুণ দেবতা উদিত হইয়া থাকে, কৃষ্ণনামের উদয় হয় না। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের ঠাকুরের উপাসনা হয়। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে প্রেমময় কৃষ্ণের সেবা হয় না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণনামের সহিত রাম-নামের তুলনা হইতে পারে না। কৃষ্ণনামে যে রসামৃতসিন্ধু উদ্বেলিত হয়, রামনামে তাহার কোটাংশের একাংশও হয় না, যেহেতু কৃষ্ণনাম পূর্ণতম, রামনাম আংশিক। কৃষ্ণনাম পূর্ণতম, অবতারী, অংশী; রামনাম পূর্ণ-অংশ ও অবতার। কৃষ্ণনাম নির্গুণ, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সমস্ত সত্তা, সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত আনন্দের আকর, তিনি সর্ব্ব-কারণকারণ। নিষ্কপট নির্গুণ সেবকের প্রেমসেবা তিনি গ্রহণ করেন। অবতারী কৃষ্ণের নামে যে আনন্দামৃতের খনি আছে, ব্রহ্ম শঙ্করের নামে সেরূপ আনন্দের খনি নাই। অতএব ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাকে কৃষ্ণের সহিত তুলনা করা পাষণ্ডত্বরূপ দ্বিতীয়াপরাধ।

তাই বলিয়া অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সামঞ্জস্য করিতে হইবে, এরূপ নহে। যেহেতু শ্রীরাম-চন্দ্র—বিষ্ণু, নির্গুণ, সকল দেবতাগণের ঈশ্বর; আধিকারিক দেববৃন্দ সগুণ, সুতরাং মায়াবশযোগ্য; শ্রীরামচন্দ্র—মায়াধীশ। শ্রীকৃষ্ণ অবতারী—শ্রীরামচন্দ্র অবতার। শ্রীকৃষ্ণ—লীলা পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণে লীলা-মাধুরী, বেণুমাধুরী, রূপ-মাধুরী, প্রেম-মাধুরী পূর্ণমাত্রায় আছে; শ্রীরামচন্দ্রে ঐ সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া তিনি ষষ্টিগুণসম্পন্ন নারায়ণ। চারিটী রসে আংশিকভাবে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা হয়, কিন্তু পঞ্চরসে পরিপূর্ণ মাত্রায় শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য উপাস্যবিগ্রহ। পরিপূর্ণ-ভাবে 'রসো বৈ সঃ' ই সেব্যবিগ্রহ। সত্ত্ব-গুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, রজোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রুদ্র সংহারকর্ত্তা হইলেও সুতরাং বিষ্ণুর উপাসনাই শ্রেয়ঃ। ত্রিশক্তিধৃক্ মহাবিষ্ণুই সত্ত্বগুণাশ্রয়ে পালনকর্ত্তা, রজোগুণাশ্রয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ও তমোগুণাশ্রয়ে সংহারকর্ত্তা। সুতরাং সত্ত্বগুণের সহিত রজস্তমোগুণের সামঞ্জস্য করিয়া নারায়ণের সহিত ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সমজ্ঞান দ্বিতীয় নাম-অপরাধ। [ক্রমশঃ]

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, প্রাচীন, প্রৌঢ় ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের মানচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত [illegible] অপূর্ব গ্রন্থ [illegible] প্রাচীনতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা [illegible] মূল্য ১॥০, ডিঃ পিঃ তে [illegible] টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দামোদর গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামকীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগুরু পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সদ্ধর্মীদের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাভরণ তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আজবাটী হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ [illegible] প্রদত্ত বক্তৃতা বিবর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। [illegible] গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহ। অন্বয়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, [illegible] অন্তর্ভুক্তাদি [illegible] সহ বহু উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ— এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা বা গুণসৌরভ

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজস্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীশ্রীদু

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত নির্দ্ধারণ আছে। বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোর্ড ও কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

ভজনরহস্য

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দশ বিষয়ক এইরূপ সরল ও অন্যগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] শ্রীসংযোজিত [illegible] এই গ্রন্থামৃত [illegible] আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যথার্থ বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৮, ২৯শে মার্চ্চ ১৯৩২

বারাণসীতে শ্রীমতী নাইডু

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

সস্ত্রীক অখিল বাবুর মুক্তি

অনাথ বালকের ধর্ম্মচ্যুতি

শ্রীহট্ট জেলে অনশন

শ্রীনগরে আকস্মিক বিপদ

মাদ্রাজে মোটর দুর্ঘটনা

জেলের মধ্যে জাল মুদ্রা প্রস্তুত

আরামবাগে আবার ডাকাতি

বাজাজ পত্নীর জরিমানা

কাঁদীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া মুন্সেফের আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য শ্রীযুত কপিভূষণ চক্রবর্ত্তী এবং অপর ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক গত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে গ্রেপ্তার হন। শ্রীযুত চক্রবর্ত্তীর ২৫ টাকা অর্থদণ্ড হয় এবং অপর সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আরামবাগে আবার ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগ মহকুমার গোহাট হইতে পশ্চিমে ২ মাইল দূরবর্ত্তী কাটোল গ্রামের শ্রীযুক্তা ভুবনমোহিনী দেবীর বাটীতে ডাকাতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, মধ্য রাত্রিতে প্রায় ২০ জন ডাকাত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর দেওয়াল ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। তাহার পর যে ঘরে স্ত্রীলোকটি ছিলেন, ঢেঁকির সাহায্যে তাহার দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। মহিলাটি একাকী ছিলেন। তিনি চীৎকার করিতে থাকিলে তাঁহার মুখে কাপড় চাপিয়া ধরা হয়। তাহার পর তাঁহার নিকট হইতে চাবী আদায় করা হয়। ইহার পর বাক্স-পেটরা ভাঙ্গিয়া অথবা চাবী দিয়া খুলিয়া ফেলা হয়। ইতোমধ্যে লোকের চীৎকারে গ্রাম্য চৌকীদার ও প্রতিবাসীরা আসিয়া পড়ে। তখন ডাকাতদল যাহা হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, তাহা লইয়াই পলায়ন। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

বারাণসীতে শ্রীমতী নাইডু

বারাণসী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু গত ২৬শে মার্চ্চ সকালে বারাণসীতে পৌঁছিয়াছেন। রেল ষ্টেশন হইতেই তিনি সরাসরি পণ্ডিতজীর আবাসে গমন করেন এবং রুদ্ধদ্বারে ২ ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। দিবাভাগে আর একবার পণ্ডিতজীর সহিত প্রায় তিন ঘণ্টাকাল তিনি পরামর্শ করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীমতী নাইডু দিল্লী রওনা হইয়া যান। পণ্ডিত মালব্যজীও সম্ভবতঃ গত ২৬শে মার্চ্চ অপরাহ্ণেই দিল্লী রওনা হইবেন।

সস্ত্রীক অখিল দত্তের মুক্তি

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা প্রিয়দা দত্তকে গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২২শে মার্চ্চ তাঁহারা স্থানীয় জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মুক্তিলাভের পর তাঁহাদিগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া সেখানে দত্ত হইতে সুনামগঞ্জ পারস্থ গৃহে অবস্থান করিতে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলে অনশন

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে শ্রীহট্ট জেলে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ও জেল প্রহরীর মধ্যে ধস্তাধস্তি হওয়ার ফলে ২৮ জন রাজনৈতিক বন্দী গত ৫ দিন যাবৎ অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, আহত স্থান নিরাময় হয় নাই বলিয়া কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী এখনও জেল হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন।

জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দেব তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত একটী মামলার বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে আদালতে জেলের মধ্যে ঐ ধস্তাধস্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ধস্তাধস্তির ও অনশন ধর্ম্মঘটের সঠিক কারণ জানা যায় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাকদহ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ফরিদপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রাত্যহিক শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে বৈষ্ণবসেবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রেমদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীবঙ্গেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবেণীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৮

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীপ্রবেশ বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীধরবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিমাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকান্ত দর্শীরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাজগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

সপ্তম বর্ষ ৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার ২২শ সংখ্যা

জন্মোৎসব-প্রসঙ্গ

গত ২৯ গোবিন্দ ৯ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের উৎকলদেশীয় পুরীধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহাবদান্যাবতারী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব অতি সমারোহে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গল-আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। অপরাহ্নে বহু হরিলোটের পর ৫॥০ ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঠ করা হয়। পরমকারুণিক মহাবদান্যবর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কলিহত জীবের ভাগ্যে সদয় হইয়া গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে অরুণের ছলে উদিত হইয়া জগজ্জীবকে যে অহৈতুকী নাম-প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কথা পাঠ করিয়া সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। পাঠান্তে ভক্তগণ "রাধা কৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই" এই পদটী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

কীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী আকণ্ঠ পুরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সংকারে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করেন।

আসনসোল ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম, ডি, ও, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, সাব্-ডেপুটী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন পট্টনায়ক, লালগোলার মহারাজ তনয় কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়, যশোহর জানা ও উৎকলদেশীয় বিভিন্ন স্থানের বহু ভক্তবৃন্দ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠের আশ্রিত ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহামহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে গুরুবৈষ্ণববন্দনামুখে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় বহু ভক্তসম্মিলনে একটী নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয় এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নামকীর্ত্তন হইতে থাকে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঠমুখে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা এবং আবির্ভাবের কারণ বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীবিগ্রহকে নানাবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার এবং সুগন্ধি পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। পাঠকীর্ত্তন ও ভোগারাত্রিকের পর সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে প্রদান করা হয়।

বালিয়াটীর শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে গত ৮ই চৈত্র সোমবার অধিবাস কীর্ত্তনাদি এবং পর দিবস ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার মঙ্গল-আরাত্রিকের পর হইতে অহোরাত্র "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১০ই চৈত্র বুধবার বেলা ৭॥০ ঘটিকার সময় শ্রীমঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া নগর ভ্রমণ করেন। মধ্যাহ্নে সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে প্রদান করা হইয়াছিল।

গত ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তথায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছিল।

বক্তৃতার পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত বহু সদাশয় ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত রাধারমণ বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দে ও শ্রীযুক্ত শিবরতন ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গত ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার দিবস কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর অরুণোদয় কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ হইয়াছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২১শ সংখ্যার পর)

শাস্ত্রনিন্দাই তৃতীয় নামাপরাধ। গুরুবজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জনীয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত মানব ভক্তৈশ্বর্য্য-প্রভু-শ্রীর প্রভাবে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, সুতরাং ভগবৎপাদপদ্মসেবালাভে অসমর্থ। শ্রীগুরুদেব স্বয়ংরূপ ভগবানের স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ তিনি আশ্রয়জাতীয় সেবক ভগবান; অতএব বিষয়জাতীয় সেবা ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র নহেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-লীলাপুরুষোত্তম শ্রীনন্দনন্দন হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বাবলম্বিত। সূর্য্যালোকের সাহায্যে যেরূপ সূর্য্যদর্শন সম্ভব—কৃত্রিম আলোকে সূর্য্যদর্শন সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ গুরুকৃপানলে বিষয়ানল নির্ব্বাপিত হইলে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। আধ্যক্ষিক জ্ঞান অতি বড় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেও মেপে নেওয়ার ধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির ত্রিসীমানায় পৌঁছিতে অসমর্থ। অতএব তুরীয় অধোক্ষজজ্ঞান গুরুকৃপা ব্যতীত লভ্য নহে। আমরা অধোক্ষজ বস্তুর জ্ঞান লাভে যতই চেষ্টা করি না কেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকণা ব্যতীত সমস্ত স্থূলতুষাবঘাতীর ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। শাস্ত্রজ্ঞানে অধিকার লাভ গুরুকৃপালোক-সাপেক্ষ। অক্ষজ-জ্ঞানে শাস্ত্রজ্ঞানলাভের চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল। জড় নয়নের সাহায্যে আকাশার্দ্ধ দৃষ্ট হয়, অপরার্দ্ধ অস্বচ্ছ পৃথ্বী দ্বারা আবৃত। জড় চক্ষে ৩৬০ ডিগ্রীর চতুর্থাংশ ৯০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত কোণের দর্শন সম্ভব; অপর তিনের চার অংশ গোচরীভূত হয় না; তদ্রূপ মানবজ্ঞানে তর্কপন্থা একের চারি অংশ বলিয়া অধোক্ষজজ্ঞানের পরিপন্থী। অধোক্ষজ জ্ঞান বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং পরিপূর্ণ। মানবজ্ঞান অসীম, খণ্ড ও অসম্পূর্ণ বলিয়া অধোক্ষজজ্ঞান জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিন্তু যখন মানব খণ্ডজ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া গুরুকৃপালাভের জন্য সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা গুরুমুখপদ্মবাণী অহরহ পান করেন, তখনই শ্রীনামপ্রভু শব্দব্রহ্মরূপে শুশ্রূষু কর্ণরন্ধ্র-পথে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্ববিধ অনর্থ মুক্ত করিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন।

আমাদের শাস্ত্রিক অর্চ্চামূর্ত্তির উপর আমাদের নির্ভর করা উচিত। তাহা আমাদের অক্ষজ জ্ঞানগম্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রবাক্যে বা গুরুবাক্যে আমাদের অনাস্থা প্রদর্শন করা উচিত নহে। ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রবাক্যে অনাস্থাই চতুর্থ নামাপরাধ।

বৈকুণ্ঠনাম সকল অঘহর। শ্রীহরিনামে প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সর্ব্বপাপবীজ অবিদ্যা (স্বরূপ-ভ্রম) দূরীভূত হয়। নাম অঘের পাপহর বলিয়া যদি আমরা নামবলে পাপাচরণ করি, তাহলে আমাদের পঞ্চম নামাপরাধ হইবে। এই অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে। অন্য শুভ কর্ম্ম যথা যাগ, যজ্ঞ, দান, ব্রত, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত নামের তুলনা, ষষ্ঠ নামাপরাধ। হরিনামকীর্ত্তনকালে অনবধান, সপ্তম নামাপরাধ। অশ্রদ্দধানে হরিনামোপদেশ অষ্টম নামাপরাধ। হরিনামে অর্থবাদ নবম নামাপরাধ। অহংমম বুদ্ধিবশতঃ নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণে অপ্রীতি, দশম নামাপরাধ। যাহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়া ভজনপ্রয়াসী, তাহারা দশবিধ নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন।

নামভজনকারী নিম্নলিখিত অষ্টপ্রকার বিধি পালন করিবেন। ১। গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। ২। নামপরায়ণ সাধুসঙ্গ। ৩। সাধুমুখ-বিগলিত হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনই ভজন-ক্রিয়া। ৪। তৎফলে সর্ব্বপ্রকার অনর্থ-নিবৃত্তি। সাধনরাজ্যে সাধকের এই চতুর্বিধ প্রাথমিক ভজনপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। তৎপরে ৫। নামভজনকারীর নামে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। নিষ্ঠা অর্থে নৈরন্তর্য্য। ৬। সাত্ত্বিকী রুচির সহিত নামগ্রহণ। ৭। নামে আসক্তি। ৮। ভাবভক্তি অর্থাৎ প্রেমের প্রাগ্‌ভাব; ইহাকে স্থায়ী রতি বলে। যাহার নামে স্থায়ী রতি বা শ্রীঅঙ্কুর জন্মিয়াছে তাহার এই নয়টী লক্ষণ। যথা—১। ক্ষান্তি, ২। অব্যর্থকাল, ৩। বিরক্তি, ৪। মানশূন্যতা, ৫। আশাবন্ধ, ৬। সমুৎকণ্ঠা ৭। নামগানে সদা রুচি, ৮। তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি, ৯। তদ্বসতিস্থলে প্রীতি।

ভাবভক্তিতে বা স্থায়ী রতিতে চারিটী সামগ্রী সংযোগে রসের উৎপত্তি। এই রস হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে মনোধর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ হয়। তখন হৃদয়ের এমন একটী অবস্থা হয় যে, সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা করিবার ইচ্ছা হয়। মন তখন নিস্তরঙ্গিত না হইলে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় অধিকারী হয়। প্রাকৃত জগতে যে পঞ্চবিধ রস আছে, তাহা মৃত রস; চিন্ময় রসের সহিত উহার সামঞ্জস্য করিতে হইবে না। যেহেতু চিন্ময় রস অত্যন্ত উপাদেয়, নিত্যানন্দময়; জড় রস অত্যন্ত হেয় ও পূতিগন্ধময়।

ঈশ্বরে ও জীবে অভেদবুদ্ধি করিতে হইবে না। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ-যোগ্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেম আর আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই কাম। শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে নববিধা ভক্তি পূর্ণমাত্রায় হয়। ভাবভক্তির ঘনীভূত অবস্থাই প্রেমভক্তি, ইহাই জীবের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

পঞ্চবিধ রসের যে-কোন একটী রসে স্বরূপস্থ হইয়া আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ। তবে বিচার্য্য এই যে, কৃষ্ণসেবা হইলে কৃষ্ণের নিকট হইতে আমাদের কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে। হে কৃষ্ণ! আমি ধন চাই না, আমি জন চাহি না, সুন্দরী ভার্য্যা চাহি না, পাণ্ডিত্য চাহি না, এমনকি মোক্ষ পর্য্যন্ত চাহি না, যে কোন জন্মে হউক না কেন তোমার চরণে অহৈতুকী ভক্তি চাই। কৃষ্ণের নিকট কোন বস্তু চাওয়া, কৃষ্ণের ভোগের জিনিষকে ভোগবুদ্ধি করা, তাহা মস্ত অপরাধ; সুতরাং শুদ্ধভক্ত অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণে আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত রাখিবেন। ইহাই নিষ্কপট আদর্শ সেবা। শুদ্ধসত্ত্বে এই সেবা উদিত হইলে জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ হয়।

অবশেষে আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এ সম্বন্ধে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ; বারান্তরে শাস্ত্রযুক্তিমূলে সেই জটিল বিষয়ের সমাধান করিবার ইচ্ছা রহিল। মোট-কথা এই যে, মনোধর্ম্মে যে ফলভোগবাদ বা ফলত্যাগবাদ করিতে আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেবের অনুগত্যে শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য। ইহার ফলে তাঁহাদের কৃপায় আমাদের কৃষ্ণ-প্রেম লাভ ঘটিবে।

সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

কাল—১১ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৮ সাল, গৌরাব্দ ৪৪৬

পূর্ণ সংখ্যা ১০০

১। নিম্নলিখিত ভাগবতগণের চরিত্র বর্ণনা করুন:— ১৫

(ক) শ্রীঠাকুর নরোত্তম, (খ) শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, (গ) একনাথ বা তুকারাম, (ঘ) অম্বরীষ, (ঙ) ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, (চ) বাদিরাজ স্বামী, (ছ) কনকদাস, (জ) শঠকোপ, (ঝ) নারদ, (ঞ) গোস্বামী গৌরকিশোর।

২। নিম্নলিখিত স্থান কোথায় এবং কি জন্য প্রসিদ্ধ ? ২০

(ক) বেঙ্কটাচল, (খ) শ্রীবৈকুণ্ঠ, (গ) তিরু নারায়ণপুর, (ঘ) পাপনাশন, (ঙ), সপ্তল (চ) পোরোদেক্ষেত্র, (ছ) বার্কালা, (জ) বিল্বানগর, (ঝ) নৈমিষ, (ঞ) খেতরী, (ট) হরিনদী, (ঠ) যাওবট, (ড) কোলদ্বীপ বা কুলিয়া, (ঢ) বুধরি, (ণ) রুদ্রদ্বীপ, (ত) কানাইনাটশালা, (থ) বিশ্রামতীর্থ, (দ) শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, (ধ) পাণ্ডারপুর, (ন) গুণ্ডিচা বা পক্ষতীর্থ।

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থকারের প্রণীত কি কি গ্রন্থ আছে ? ১৬

(ক) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, (খ) শ্রীরূপগোস্বামী, (গ) শ্রীবলদেব, (ঘ) শ্রীমধ্বাচার্য্য, (ঙ) শ্রীরামানুজস্বামী, (চ) শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী, (ছ) শ্রীভক্তিবিনোদ, (জ) শ্রীজয়তীর্থ।

৪। বৈষ্ণবস্মৃতি ও অবৈষ্ণবস্মৃতির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে কি কি পার্থক্য আছে ? ২০

(ক) উপাস্য তত্ত্ব, (খ) পূজাধিকার, (গ) বর্ণাশ্রম বিচার, (ঘ) হরিবাসর, (ঙ) উপাসক-যোগ্যতা, (চ) নামগ্রহণ, (ছ) পুণ্ড্রধারণ, (জ) বৈষ্ণবমহিমা জ্ঞান, (ঝ) ভোজ্যবিচার, (ঞ) শ্রাদ্ধবিধি।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন— ২০

(ক) ভক্তিভেদ, (খ) অর্চ্চনাধিকার, (গ) ব্রজপ্রেম, (ঘ) স্বয়ংরূপ (ঙ) ভাবসিদ্ধি, (চ) বিলাস, (ছ) কিলকিঞ্চিত, (জ) পূর্ব্বরাগ, (ঝ) তারুণ্যামৃত, (ঞ) কেলী, (ট) কুট্টমিত, (ঠ) বাটপাড় (ড) সখীভেকী, (ঢ) কৈতব, (ণ) জয়ন্তী, (ত) বাহুদলা, (থ) লগর্ভযোগী, (দ) চতুঃসম্প্রদায়, (ধ) উড়ুপুপু (ন) নবদ্বীপ।

৬। সামরিক পত্র পাঠ-কীর্ত্তন-ভাষণাদির প্রয়োজনীয়তা কি ? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য কোথায় ? বৈষ্ণব-মহিমা বর্ণন করুন।

(অতঃপর তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে রসকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
মঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৲।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এতদ্রূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ড খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃগাদ্যধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার্য্য ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিধবকৃতিব্রতি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ।) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয় স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাড়াজোল রাজসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল রায় এম, এ, প্রভৃতি লেখকের, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৭৫খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর

নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণালী, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাভরণ তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহ। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অন্বয়ের্ণকাদি সহ ব্যাখ্যাসহ রেক্সিন-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক প্রমাণানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিবৃত্তি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধুর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার ভক্তি, ভাবভক্তি প্রেমভক্তিসহ নামভজন প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও মনোহারী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল গোস্বামি প্রভু মহোদয়-সম্পাদনকালে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ম সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

জেলের মধ্যে জাল মুদ্রা প্রস্তুত

কুচবিহার হইতে প্রকাশ, কুচবিহারের অন্তর্গত মেখলীগঞ্জ মহকুমার সাব জেলে মুদ্রা জাল করার অপরাধে প্রেন্দ্রনাথ নামক ও কালিমউদ্দিন নামক জনৈক কয়েদীকে যথাক্রমে দেড় বৎসর ও ৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। মুসলমানদিগের জন্য নির্দিষ্ট একটী রন্ধনশালার মধ্যে গত ২রা ডিসেম্বর তারিখে জালমুদ্রা প্রস্তুত করিবার সময় তাহারা ধরা পড়ে। কালিমউদ্দিন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

কটকে গ্রেপ্তার

কটক হইতে প্রকাশ, কংগ্রেস বুলেটিন বিতরণ করিবার সময় ২ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কাকাতপুরের পুলিস শ্রীনিবাস মহারাণার উপর দায়া ৫০ টাকা জরিমানা আদায় করিয়াছে এবং ঐ গ্রামের আর এক ব্যক্তির উপর ধার্য্য জরিমানা আদায় করিবার জন্য বলদ ক্রোক দিয়াছে।

জুনাগড়ে হাঙ্গামা

আহমদাবাদ হইতে প্রকাশ, জুনাগড় রাজ্যের কেশদ নামক স্থানে হিন্দুগণ এক শোভাযাত্রা বাহির করে। তাহার ফলে গত ২৫শে মার্চ্চ তথায় এক হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়। উক্ত দাঙ্গায় ২০ জন হিন্দু আহত হইয়াছে।

কামারীবাজারে ডাকাতী

লাহোর হইতে প্রকাশ, কানারীবাজার ডাকাতির জন্য ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে আফিসের জনৈক কেরাণী দামোদর দাসকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে।

বাঙ্গালা সরকারের চীফ সেক্রেটারী

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মিঃ আর এন, রীড গত ২৩শে মার্চ্চ রাত্রে চট্টগ্রাম হইতে হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

বাকী খাজনায় জমীদারের ব্যবস্থা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ফতেপুর জিলার দেওয়ান ও খাগা এবং ধানবাদ ও বিনোটী পরগণার প্রজারা বাকী খাজনা দিতে অসমর্থ হওয়ায় জমীদাররা জানাইয়াছেন যে উহা বাকী রাজস্ব হিসাবে আদায় করা যাইতে পারে।

প্রজা কর্ত্তৃক জমীদার আক্রান্ত

কাঁথি হইতে প্রকাশ, এখানে একটী স্বেচ্ছাকৃত বক্তারোচিত ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, কাঁথির জমীদার বাবু নটেন্দ্রনাথ সামন্তের পটাশপুর থানার এলাকার অধিবাসী একদল প্রজা এক সময়কাল পূর্ব্বে পত্রযোগে বর্গা জমীর দান দাটোয়ারা সম্পর্কে অবিলম্বে পুনর্বিচারের দাবী জানাইলে নটেনবাবু ঘটনা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য অবিলম্বে তথায় স্বীয় গোমস্তা প্রেরণ করেন।

প্রকাশ, গোমস্তা ও প্রজাদের মধ্যে বাক্যবিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, প্রজাগণ জমীদারের আনুমানিক দেড় হাজার মণ ধান্যপূর্ণ গোলাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে; এ বিষয়ে জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

অনাথ বালকের ধর্ম্মচ্যুতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, জঙ্গীপাড়া থানার এলেকাধীন সীতাপুর গ্রামের একটী অষ্টম বর্ষীয় অনাথ হিন্দু বালককে সম্প্রতি পুলিসের লোকেরা উদ্ধার করিয়াছে। বালকটী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিতৃবিয়োগের পর তাহার নীচজাতীয়া মাতার সঙ্গে বাস করিতেছিল। প্রকাশ, দুই মাস পূর্ব্বে মাতার মৃত্যু হইলে কতিপয় মুসলমান বালকটিকে নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে।

আরবান ব্যাঙ্কের ২৭০০০৲ চুরি

কালীকট হইতে প্রকাশ, কালীকট মিউনিসিপ্যালিটীর কাউন্সিলার এবং আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পি, সি মাধবান অকস্মাৎ গত সপ্তাহে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার খোঁজ পান নাই। উক্ত ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষা করিয়া ২৭০০০ টাকা পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া প্রকাশ।

মসজিদের পবিত্রতা হানি

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে আমিনুদ্দৌলা পার্কে হাকিম ওয়াজির হাসানের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানদের এক জনবহুল সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় দিল্লীতে মসজিদ অপবিত্রকরণের প্রতিবাদ করিয়া এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতে অর্ডিন্যান্সগুলি প্রত্যাহার করিতে বলিয়া বক্তৃতা করা হয় এবং সেই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীনগরে আকস্মিক বিপদ

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে মার্চ্চ "গোপাল ভবন" নামক প্রাসাদে যখন শ্রমিকরা কার্য্য করিতেছিল, সেই সময় একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা হয়। প্রাচীরের যে স্থান হইতে মৃত্তিকা খনন করা হইতেছিল, ঐ স্থান অকস্মাৎ ধ্বসিয়া পড়ায় ৩ জন নিহত ও ২ জন আহত হয়। ৭ জন ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুলিস অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই. মৃতদেহগুলি বাহির করিয়া আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়।

মাদ্রাজে মোটর দুর্ঘটনা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নারায়ণস্বামী চেট্টি ও তাঁহার পুত্র গত ২২শে মার্চ্চ যখন তিরুকুমাকুণ্ডাম হইতে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় একটী মোটর দুর্ঘটনা হয়। তাঁহার মোটরখানি যখন দ্রুতবেগে যাইতেছিল, সেই সময় একটী লোক সহসা রাস্তার অপরদিকে যাইবার চেষ্টা করে। ঐ লোকটির যাহাতে কোন অনিষ্ট না হয় তজ্জন্য মোটরখানা একটু ঘুরিয়া যাইবার সময় হঠাৎ একটী খন্দের মধ্যে পড়িয়া যায়, ফলে শ্রীযুক্ত চেট্টি ও তাঁহার পুত্র সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু মোটরখানির গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

চুঁচুড়ায় ব্যাঘ্র হত্যা

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, বন্দী গ্রামে সাত ফুট লম্বা একটি ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে। জানোয়ারটি কিছু দিন যাবৎ এতদঞ্চলে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে মাধবপুরে একটি পানের ক্ষেতে ব্যাঘ্রটি দেখা গেলে গ্রামবাসিগণ লাঠি হস্তে উহাকে আক্রমণ করে।

প্রকাশ, ব্যাঘ্রটি বেগমপুরের মৌলবী আবদুল জব্বারকে আক্রমণ করিয়া আহত করিয়াছে। মৌলবী আবদুলের গুলীতে ব্যাঘ্রটি মারা গিয়াছে।

কান্দীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কান্দী হইতে প্রকাশ, ভারতপুরের পুলিস নয়ান সেখ, মুকুল সেখ, মাঝু সেখ ও সিমু বিবিকে গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ভারতপুরের আনাই সেখকে হত্যা করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, মৃত আনাই সেখের সহিত ঐ গ্রামের জনৈকা মুসলমান স্ত্রীলোকের অবৈধ সম্বন্ধ ছিল। তাহাকে হত্যা করিয়া এবং তাহার মৃতদেহ একটী থলিয়া মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, একটী পুষ্করিণীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। পরদিন ঐ মৃত দেহটী পাওয়া যায়। ধৃত ব্যক্তিদিগকে আরও তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে রাখা হইয়াছে।

পিকেটিংয়ে গ্রেপ্তার

বেনারস হইতে প্রকাশ, শ্রীমতী সরোজিনী দাসী, তিলোত্তমা দেবী, কুসুমসুন্দরী দেবী, মল্লি দেবী, অন্নদা দেবী, বিমলা দেবী ও প্রায় ৮০ বৎসর বয়স্কা শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী গত ২৫শে মার্চ্চ কচুরি গলিতে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

গাইবাঁধায় ২৫ জন গ্রেপ্তার

গাইবান্ধা হইতে প্রকাশ, গৃহদাহের মামলা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ২৫ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আগামী ৮ই এপ্রিল তারিখে তাহাদের বিচার হইবে। পাঠকের হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে, পুলিসের চর বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথের গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হয় এবং এই ঘটনার পর আর একটী বাটী অগ্নিসংযোগের ফলে ভস্মীভূত হয়।

বাজাজ পার্টীর জরিমানা

ওয়ার্দ্ধা হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে ওয়ার্দ্ধার পুলিস শেঠ যমুনালাল বাজাজের স্থানীয় ব্যবসায় কার্য্যালয়ে হানা দিয়া দুইটী ক্যাস বাক্স ক্রোক করে। ঐ বাক্সের একটী বাচরাজ যমুনালাল কোম্পানীর ও অপরটি বাচরাজ কোম্পানী লিমিটেডের সম্পত্তি। দ্বিতীয় বাক্সটির মধ্যে [illegible] দলিল পত্র ছিল।

প্রকাশ, শেঠ যমুনালাল বাজাজের পত্নীর জরিমানার এক হাজার টাকা আদায় [illegible] উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে।

টেলি—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৩৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই চৈত্র বুধবার ১৩৩৮, ৩০শে মার্চ্চ ১৯৩২

জেলের মধ্যে খুন

মাদ্রাজে গ্রেপ্তার ও মুক্তি

হতভাগ্য নারীর মৃত্যু

গভর্ণমেণ্টের টাকা তছরূপ

পরলোকে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর

ব্যবসায়ীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

পোষ্টাফিসে চুরি

হাসপাতালে ৩ জনের মৃত্যু

মোটরবাস সংঘর্ষে প্রাণনাশ

বিদেশী বস্ত্রের বহ্নি-উৎসব

চীন জাপানের আলোচনা

নানা কথা

হতভাগ্য নারীর মৃত্যু

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, ফরিদপুরের এডিসনাল সেসন জজ মিঃ জি. কে. বসু পাঁচজন জুরীর সাহায্যে গোসাইরহাট থানার অন্তর্গত চরমালগাঁওয়ের সাবেদালি নামক জনৈক মুসলমানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৫ ধারার মামলার বিচার করিয়াছেন।

মামলার বিবরণ এই—সাবেদালি ঐ গ্রামেরই অধিবাসী তাহার শ্বশুর আইন উদ্দিন মীরের সহিত একযোগে পানের ব্যবসা করিত।

এই ব্যবসা লইয়া তাহার শ্বশুরের সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটে। আসামী যখন রাগের মুখে তাহার শ্বশুরকে বলে যে সে ইহজন্ম তাহাকে তাহার কন্যাকে দিয়া বেশ শিক্ষা দিবে। ইহার পরে দুই দলের একটা হিসাব নিকাশ হয়। কিন্তু তাহাতে আসামীর রাগ মোটেই কমে নাই। সে নির্দ্দয়রূপে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিতে থাকে। এ মারের ফলে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে জানাইয়া দেয় যে কলেরা রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সন্দেহজনক মৃত্যু সম্পর্কে থানায় সংবাদ দিলে পুলিস তদন্ত করিয়া চার্জ্জসিট দাখল করে।

জুরীগণ উভয় পক্ষের সাক্ষ্য ও সওয়াল জবাব শুনিয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ সাহেব জুরীদের সহিত একমত হইয়া সাবেদালিকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সরকার পক্ষের কৌঁসুলী রায় সাহেব নলিনীকান্ত সেন বাহাদুর সরকার পক্ষ এবং বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

জলপাইগুড়িতে কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, অননুমোদিত বিজ্ঞাপ্তিপত্র বিতরণ করার অপরাধে গত বৃহস্পতিবার হারাধন চক্রবর্ত্তী ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বিজ্ঞপ্তিপত্র বিলি ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করিবার অপরাধে গত ২৬শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় দেবেন্দ্রনাথ গুহ, রাজকান্ত রায়, কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, মহেন্দ্র রায়, ললিতমোহন রায় ও প্রফুল্ল রায় নামক ছয়জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

জেলের মধ্যে খুন

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, নিহিত বন্দী আবদুল রহমানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া মহীশূর রাজ সেন্ট্রাল জেলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত নানসাব একখানি ভারি পাথর দ্বারা তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাঁহার আর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই। কিছুক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার বার মাস জেলে প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সে নানসাবের সহিত একই ওয়ার্ডে ছিল।

পরলোকে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লর্ড হ্যারিস গত ২৫শে মার্চ্চ বিলাতে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি সহকারী ভারত-সচিব নিযুক্ত হন। ৩৯ বৎসর বয়সে তিনি বোম্বায়ের গবর্ণর নিযুক্ত হন। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে ইহার অপেক্ষা বৃদ্ধ আর বিলাতে কেহ ছিল না।

পোষ্টাফিসে চুরি

বগুড়া হইতে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় পোষ্টাফিসে মাটির দেওয়াল কাটিয়া চোর ভিতরে প্রবেশ করে। আফিস ঘরের কোন দ্রব্যাদি চুরি যায় নাই। কিন্তু ঐ অফিসের পিয়ন শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুট দশ ও ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিয়া অনুমান ৫০৲, ৬০৲ টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকদহ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ফরিদপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীহৃৎবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিমাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকান্ত দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঝু, ০,বঙ্গ

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সে বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞা আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচা শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় ব সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদা ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) স্বানন্দগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৮ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬ ১৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩০শে মার্চ্চ ইং ১৯৩২ বুধবার | ১৩শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৯ই চৈত্র দোলপূর্ণিমা-বাসরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথিতে নবদ্বীপানবাসী সজ্জনবর ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত হরলাল সাহা মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবনে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের অভিপ্রায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিলে, শ্রীল প্রভুপাদ ঐদিবস অপরাহ্নে সংকীর্ত্তনমণ্ডলীসহ উক্ত প্রস্তাবিত ধর্ম্মশালার ভিত্তি স্থাপন করিয়া হরলাল বাবুর শ্রীধাম-সেবোৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

---

২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মহিরাম-পুর গ্রাম-নিবাসিনী স্বধর্ম্মনিরতা শ্রীযুক্তা দাক্ষায়ণী দেবী মহোদয়া, শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দিরটী জীর্ণ হওয়ায়, একটী নূতন মন্দির প্রস্তুতের ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শীঘ্রই উক্ত মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইবে। আমরা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে উক্ত বিদুষী মহিলার সেবোৎকর্ষ বৃদ্ধির ও নিত্যমঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইতেছি।

গত ২২শে মার্চ্চ মঙ্গলবার দিবস ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে কটক শ্রীসচ্চিদা-নন্দ মঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসব যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ অতি প্রত্যূষে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে নদীয়া-শশধর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-আবাহনগীত সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর অপরাহ্ণ হইতে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর মঠাধ্যক্ষ প্রভু, গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুদর্শন সনাতন দাস অধিকারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মুখ্য ও গৌণ কারণবিষয়ক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক শ্রোতৃ-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীবিগ্রহের নয়নাভিরাম শৃঙ্গার ও সুসজ্জিত শ্রীমন্দিরের শোভা দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ অতীব আনন্দানুভব করেন। বক্তৃতান্তে প্রায় চারিশত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপাদ মঠাধ্যক্ষ প্রভুর ঐকান্তিকী চেষ্টায় এবং ভক্ত জগবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ সাউ, যতীন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাবল্লভ ঘোষ, অভয়-চরণ পাল, সতীশচন্দ্র রায় ও নটবর আচার্য্য-প্রমুখ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে মহোৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ঐ দিবস বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণার্থ শ্রীমঠে আগমন করেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এড-ভোকেট, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সিংহ উকীল, শ্রীযুক্ত অভিমন্যু মহান্তি এষ্টিমেটর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার হেড এসিষ্ট্যাণ্ট ডি, আই, জি, অফিস, ও শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত গোস্বামী মহারাজ কয়েকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীসহ হরিকথা প্রচার-উদ্দেশে মেদিনীপুর জেলায় শুভবিজয় করেন। মহিষাদল থানার কল্যাণপুর গ্রামের "শ্রীচৈতন্যোদ্দীপক" সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র নাথ মান্না ও এই সভার জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত পীতাম্বর ভূঁইয়া মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে চৈতন্যোদ্দীপক সভার গৃহ-প্রাঙ্গণে গত ২৫শে মাঘ সোমবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারিবৃন্দসহ কীর্ত্তন সমাপনান্তে শ্রীপাদ নন্দলাল রায় কাব্য-তীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ, মহাশয় সভার পক্ষ হইতে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বামীজী মহারাজগণ মহাপ্রভুর আনুগত্যে যে একমাত্র বিশুদ্ধ হরিকথা আচার ও প্রচার করিতেছেন, এ সম্বন্ধে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। পরে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত কি বস্তু এবং ইহাই যে একমাত্র বেদান্তের সার তত্ত্ব, ইহাই যে একমাত্র অপৌরুষেয় বস্তু এ সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

গত ২৬শে মাঘ মঙ্গলবার দিবস স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য যে একমাত্র ভজনীয় বস্তু, শ্রীমন্মহা-প্রভুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে সহজেই যে জীবমাত্র ভব-কারাগার হইতে উদ্ধার পাইতে পারে তাহা শ্রোতৃ-গণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

গত ২৭শে মাঘ বুধবার দিবস স্বামীজী প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করেন। এই কয়দিনই সভাগৃহে বহু শত শ্রোতা উপস্থিত [illegible] স্বামীজী মহারাজকে পাইয়া [illegible] সভা এই আরম্ভ হইয়াছেন যে, ব্রহ্মচারিবৃন্দসহ স্বামীজী মহারাজের একটী ফটোচিত্র এবং কেবল স্বামীজী মহারাজের একটি ফটোচিত্র গ্রহণ করিয়া এই শ্রীচৈতন্যোদ্দীপক সভাগৃহে রক্ষা করিতেছেন।

গত ৩০শে মাঘ শনিবার অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব দিবসে শ্রীচৈতন্যোদ্দীপক সভার রক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীধর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত গদাধর দাস মহাশয়ের আনুকূল্যে একটী মহোৎসবের উদ্যোগ করেন। উক্ত দিবস স্বামীজী মহারাজ আচার্য্যপ্রভুর গুণগান ও পরে নামাপরাধ এবং শরণাগতি সম্বন্ধে ৩ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। পরে উক্ত সভার সংরক্ষক মহাশয় মহারাজের গুণকীর্ত্তন করেন এবং এতদিন পরে স্বামীজী মহারাজ এই কল্যাণপুরে আসিয়াই যে একমাত্র জীবের কল্যাণ করিলেন এ বিষয়টী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সর্ব্ব-সাধারণকে জানাইয়া দেন। সভান্তে প্রায় ৩।৪ শত উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে কীর্ত্তন-মুখে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ সান্যাল এম-এ)

শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের আলয়ে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য-সেবা-প্রকটকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মে অনন্তকোটী দণ্ডবৎ প্রণতি।

শ্রীগৌরসুন্দর ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশচী জগন্নাথ গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসর কাল শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুরে গৃহস্থ-লীলার অভিনয় করিয়া পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণী ও শ্রীশচীদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহত্যাগের পর এবং তাঁহার অপ্রকটের পরবর্ত্তী কালেও মিশ্রালয়ে প্রকট ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী স্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীশ্রীগৌর-সেবার আদর্শবিগ্রহরূপে বিরাজিত ছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া বিপ্রলম্ভ সেবার চমৎকারিতা এই লোকের গোচর করিয়াছিলেন। যখন শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে পদার্পণ করেন, তখন শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের মনে একটী গূঢ় সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। তিনি বিচার করিতেন শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং সাধ্য। গৃহত্যাগের দ্বারা অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণ কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। শ্রীগৌরসুন্দরকে তিনি কৃষ্ণভক্তরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণভক্তের আবার সন্ন্যাসের প্রয়োজন কি? এবং এত অল্প বয়সে বিশেষতঃ কলিকালে সন্ন্যাসের আদৌ প্রয়োজনীয়তা নাই।

গৃহ ভোগাগার। ভোগস্পৃহাযুক্ত অবস্থায় গৃহের আবশ্যকতা কি? ভোগ-কামনাশূন্য ব্যক্তির নিকট গৃহে ও বনে বাস সমান। সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহে বাস নিষিদ্ধ। সংসারের ভোগ যখন অত্যন্ত তিক্ত বোধ হয় তখন গৃহে বাস অসহনীয় হয়। সেরূপ অবস্থায় গৃহ-ত্যাগই সঙ্গত। গৃহে থাকিয়া অনর্থক বৈরাগ্য করা বিবেকের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র সন্দেহ নাই। ভোগপিপাসা যেরূপ বদ্ধজীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ত্যাগ-পিপাসাও তদ্রূপ স্বাভাবিক। ভোগের প্রতিক্রিয়া অবস্থা—ত্যাগ। ভোগ কিম্বা ত্যাগ-পিপাসা কৃত্রিম উপায়ে বাধাপ্রাপ্ত হইলে উহার প্রবলতা বৃদ্ধি লাভ করে। সুতরাং ভোগ ও ত্যাগ সমভাবে স্বীকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই সঙ্গত। এতদুভয়ের একটী ভাল অপরটী মন্দ এরূপ বিচার অযৌক্তিক।

সার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনাবশ্যকতা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুবাবয়সে ইন্দ্রিয়বর্গ স্বভাবতঃ ভোগপ্রবণ থাকে; কলিযুগে বিলাসিতার স্বাভাবিক প্রাবল্য। এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবের বিরুদ্ধ জীবন যাপন দ্বারা অনর্থবৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং ত্যাগ দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ যাঁহার কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়াছে তাঁহার তথাকথিত অঙ্গ সাধনের কোনই আবশ্যক নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমের এইরূপ সংশয় অপনোদনের জন্য তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি সংসারের তাপ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার বাসনা কৃষ্ণপ্রীতি লাভ। কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হওয়ায় তিনি উন্মত্তবৎ হইয়াছেন। তিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া কৃষ্ণের অন্বেষণে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহার বৈরাগ্য বাহ্য ব্যাপার মাত্র, কিন্তু উহা গৌণ হইলেও অনিবার্য্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। গৃহিণী না হইলে গৃহস্থধর্ম্ম সম্যক্ আচরণ করা হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর প্রথমে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অপ্রকটের পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত পরিণয়ের অল্প দিন পরেই পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীগৌরসুন্দর গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী না হইলে ধর্ম্ম প্রচারক হওয়া যায় না। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করিয়া জগদ্-বাসীকে কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসই কৃষ্ণপ্রেম-ধর্ম্মের একমাত্র আচার। অনর্থযুক্ত অবস্থায় সন্ন্যাসবিধি পালন না করিলে ভক্তের সাধন সম্ভব হয় না। গৃহস্থ বৈষ্ণব বলিলে তদ্দ্বারা পরমহংস অধিকারই সূচিত ভোগী গৃহস্থ কখনই বৈষ্ণবপদবাচ্য নহেন। ভোগী গৃহস্থকে সাধনভক্তও বলা যায় না। পক্ষান্তরে ত্যাগী সন্ন্যাসীকেও বৈষ্ণব বলা সঙ্গত নহে। কিন্তু কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সন্ন্যাস—সাধনভক্তি। ভোগবাসনার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ভক্তিমার্গে প্রবেশের সর্ব্বপ্রথম ফল। কৃষ্ণপ্রীতির প্রাবল্যহেতু ভোগস্পৃহা নিবৃত্ত হয়। যাঁহার ভোগস্পৃহা নিবৃত্ত হয় নাই, তাদৃশ শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তির পক্ষে সাধনভক্ত সন্ন্যাসীর সেবায় নিযুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। তজ্জন্যই সন্ন্যাসী বর্ণ-নির্ব্বিশেষে অপর তিনটী আশ্রমের গুরু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন

কিন্তু বৈষ্ণব ত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন; বৈষ্ণব পরমহংস। বৈষ্ণব কোন বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব নহেন। একমাত্র বৈষ্ণবই প্রকৃত সদ্-গুরু। বৈষ্ণব যখন আচার্য্যলীলার অভিনয় করেন তখন তিনি পরিব্রাজকের বেশ গ্রহণ করিতে পারেন; লোকশিক্ষার নিমিত্ত তিনি এবম্বিধ শাস্ত্রীয় বিধি স্বীকার করেন। কিন্তু বৈষ্ণব আচার্য্য সন্ন্যাসীর লীলা অভিনয় করিয়াও প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীর গুরু সন্দেহ নাই।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃষ্ণভক্ত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর নিষ্কপট সেবা দ্বারা বৈষ্ণবকৃপা লাভ হইতে পারে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায় না। তজ্জন্য শাস্ত্রবিহিত পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। কলিতে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস নিষিদ্ধ নহে। ত্যাগ-সন্ন্যাস কলিজীবের পক্ষে অস্বাভাবিক। কৃষ্ণভক্তের বৈরাগ্য ত্যাগীর বৈরাগ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। কৃষ্ণভক্তের বিষয়-ভোগ নিবৃত্তি আত্মধর্ম্মের বিকাশের গৌণ স্বাভাবিক ফল। কলিতে ত্যাগী জ্ঞানীর সন্ন্যাস গ্রহণ পদ্ধতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু কলিযুগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি ভোগোন্মুখী। কলিতে, কিংবা কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তির সহচর সহজ বৈরাগ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহস্থলীলা অনর্থযুক্ত অবস্থায় বুঝিতে পারা যায় না। তজ্জন্য অনেকে ভোগী গৃহস্থ হওয়াই গৌরসুন্দরের আচরিত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া ভীষণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহস্থলীলায় বৈষ্ণব গৃহস্থের আচার প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ বিষয়-বিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও বিষয়-জাতীয় আচরণ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শ বৈষ্ণব গৃহস্থ লীলায় সহধর্ম্মিণী-জীবন স্বীকার করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহস্থলীলা, গৃহমেধী ব্যক্তিদিগকে সংসার আসক্তি হইতে মুক্তি প্রদানার্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব সহধর্ম্মিণীর আচরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহা-লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ব্রহ্মা মহেশ্বরাদিরও পূজ্যা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইয়াও আদর্শ বৈষ্ণব গৃহিণীর ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের ভুবনমঙ্গল লীলার সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মাদৃশ গৃহমেধী ব্যক্তিগণও বিধিমার্গে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবায় নিযুক্ত হইলে অচিরে বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া রাগমার্গীয় বিপ্রলম্ভ সেবার প্রয়োজনীয়তা এবং চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে। তখন শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা তাঁহার গৃহস্থলীলার সহিত এক-তাৎপর্য্যপর প্রতীয়মান হইবে। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কখনই সম্ভোগরসে সেব্য নহেন। জুগুপ্সিত জড়ীয় সম্ভোগের বৈরাগ্যের অভিজ্ঞতা দ্বারা শ্রীগৌরবিষ্ণু-প্রিয়া সেবার মাধুর্য্য কিরূপে উপলব্ধ হইবে? এই সমুদয় বিষয় নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে গৌরনাগরী বাদ যে সর্ব্বথা গর্হণীয় তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

আমরা যদি ধীর হ'য়ে বিচার করি তা'হলে বুঝ্‌তে পার্‌বো যে, কোন্ পথ আমাদের বরণীয় ও কোন্‌টী আমাদের শ্রেয়ঃ পথ। জীবমাত্রেরই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের বিষয় সর্ব্বতোভাবে জানা দরকার। আমরা মুখে মঙ্গল চাই বটে, কিন্তু ঐ জিনিষটা পাবার বা জান্‌বার যত্ন আমরা আদৌ করি না। সেই জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের রুচিকর আপাত প্রেয়ঃ বস্তুটীকেই শ্রেয়ঃ ব'লে ভুল করি, অসত্যকে সত্য ব'লে মনে করি, অমঙ্গলকে মঙ্গল মনে ক'রে সাদরে বরণ কর্‌বার জন্য দৌ'ড়ে যাই। এতেই আমাদের যত অমঙ্গল, যত অসুবিধা। ম'তা' একটা মনগড়া পথ ধ'রে এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মটাকে নষ্ট ক'রে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তা'তে মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, ব্যতিরেকভাবে নরাকার পশুত্বের একটা অব্যক্ত পরিচয়ে পরিচিত হ'তে হয়।

জীব চেতন, জড় নয়; সেবা (ভক্তি) করাই তা'র ধর্ম্ম। আমরা যাঁ'র অংশ, যিনি একমাত্র আমাদের সম্বল ও প্রভু সেই পরমাত্মার সেবা করাই জীবের ধর্ম্ম। আমরা যাঁ'র, তাঁ'র সেবা বাদ দিলে অন্য বাজে বস্তুর সেবা হ'য়ে যায়—দেহ মনের বা তৎসম্পর্কীয় বস্তুর সেবা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ হ'য়ে যায়। তা'কে সেবা বলে না, তা'র নাম ভোগ। ভোগ করা কখন কৃষ্ণভোগ্য জীবের ধর্ম্ম হ'তে পারে না।

দম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি? রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুগন্ধিগ্রহণ, শ্রবণপুটে রংকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম স্থাবস্থ ও তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নব স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০।৮০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সমর্থিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এতদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকপাড়ার সাইজ স্থুল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃগাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৮০ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী বাস্তব-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়ত্ব-অচিন্ত্যত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹ চারি আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাপানক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তৈ কবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বম্ভরপ্রিয়াবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরচন্দ্র স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর [illegible] একটী [illegible] সম্বলিত [illegible]। ভিক্ষা বাঁধাই ৩০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয় স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা; আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ৯ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৸০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি লাইন ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

—পরবিদ্যাপীঠ—

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদ্ধানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদিগকে জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকা

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আনিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ [illegible], [illegible]।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। [illegible] বিল্ডিং, ১২৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, [illegible], কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার [illegible] গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব[illegible] কিশোর রায় চৌধুরী (জমাদার খালিয়া) [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ১০৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
বর্ত্তমান সংখ্যা /৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ৩১শে মার্চ্চ ১৯৩২

...আমার দুর্দ্দৈব—"মোহর সম্বল"

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী)

...চারিশত বৎসরেরও অধিক হইল ...টী ঘটনা ঘটিয়াছিল—যাহা আমাদের ...ার জন্য, আমাদের সতর্কতার জন্য ...ন কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য-...তামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন।

কিরূপে জীব সংসার-কারাগার হইতে ... হইয়া হরিভজনের পথে অগ্রসর ...তে পারে তাহা শিক্ষা দিবার জন্য ...গৌরসুন্দরের নিত্যপার্ষদ, সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য ...্ সনাতন গোস্বামী কারামুক্ত হইবার ...াভিনয় করিয়া নিঃসম্বল শ্রীমন্মহা-...ুর পদপ্রান্তে ছুটিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে ...ান নামক এক ব্যক্তি আছেন।

...যদি পথিমধ্যে কোন আবশ্যক হয় এই ...িয়া ঈশান গোপনে আটটী মোহর সঙ্গে ...িয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি ও ...দিবস দ্রুতবেগে হাটিয়া অপরাহ্নে ...ড়া পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং ...য় এক ভৌমিককে পর্ব্বত পার করিয়া ...র জন্য বিনীতভাবে বলিলেন।

উক্ত ভৌমিক তাহার হাত গণনার ...য়ো জানিল যে, ঈশানের নিকট আটটী ... আছে, তাই রাত্রে তাঁহাদিগকে ...করিয়া মোহর আটটি লইবার গুপ্ত হৃদয়ে পোষণ করিয়া বাহ্যিক শ্রীল ...ন গোস্বামী ও ঈশানকে অত্যধিক ...রিয়া বলিল, "এখন ...ন ভোজনাদি করুন রাত্রে আমার লোক দিয়া আপনা-দিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব।"

সুচতুর সনাতন গোস্বামী তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার অত্যধিক যত্নে সন্দেহ হওয়ায় ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নিকট কিছু আছে কি?' তদুত্তরে ঈশান বলিলেন—'আমার নিকট সাতটি মোহর আছে।' তাহা শুনিয়া আচার্য্যবর্য্য ঈশানকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন—

"সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম?"

ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই মোহর সাতটি ঈশানের নিকট হইতে লইয়া ভূঞার নিকট গমনপূর্ব্বক মোহর কয়েকটি দিয়া বলিলেন—আমার নিকট এই সাতটি সুবর্ণ মোহর আছে, ইহা লইয়া আমাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমার পুণ্যও হইবে।

ইহা শুনিয়া উক্ত ভূঞা হাস্য করিতে করিতে বলিল—'আমি প্রথমেই জানিয়াছি যে আপনার সেবকের নিকট আটটি মোহর আছে, অদ্য রাত্রে আপনাদিগকে হত্যা করিয়া ঐ মোহর লইতাম। আপনি তৎপূর্ব্বেই বলিলেন, সুতরাং ভালই হইল, আমি পাপ হইতে রক্ষা পাইলাম। আপনার এইরূপ সাধু ব্যবহারে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, আমি আপনার নিকট মোহর না লইয়াই পুণ্যলাভের জন্য আপনাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব।' তাহা শুনিয়া গোস্বামীবর কহিলেন—'তুমি ইহা না লইলে অন্য কেহ আমাদিগকে হত্যা করিয়া ইহা লইবে, সুতরাং তুমিই ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর।' পরে ভূঞা রাত্রিকালে চারিজন পাইক সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিল।

পর্ব্বত পার হইয়া আচার্য্যবর ঈশানকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—এখনও তোমার নিকট কিছু অবশেষ আছে কি?

ঈশান শ্রীগুরুদেবের অনুগমন করিবার অভিনয় করিলেও বা শ্রীগুরুদেব অন্তর্যামী এই কথা কেবল মুখে স্বীকার করিলেও গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি ছিল তাই প্রভুপাদকে না বলিয়া গোপনে সঙ্গে আটটী মোহর আনিয়াছিলেন, পরে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—সঙ্গে কিছু আছে কি? তখন আবার কপটতাপূর্ব্বক একটী গোপন করিয়া বলিলেন, সাতটী মোহর আছে, পরে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলে, ঈশান বিচার করিলেন যে—ভূঞা আটটি মোহরের কথা বলিয়া দিয়াছে, তাই তখন গোপনের চেষ্টা না করিয়া বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলেন যে, তাহার নিকট আর একটি মোহর আছে।

তখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলিলেন—

"মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ।"

এখন আমাদের বিচার্য্য এই যে, এই ঘটনা দ্বারা আমরা কি শিক্ষা লাভ করিব এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীই বা ঈশানকে বাড়ী যাইতে বলিলেন কেন?

প্রথমতঃ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে যে, শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্, তিনি নররূপে অবতীর্ণ হইলেও নর নহেন—নরোত্তম এবং তিনি অন্তর্যামী; তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র কপটতা করা উচিত নয়। কপটতা করিয়া কোন বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীগুরুদেবের নিকট ধরা পড়িতে হইবে এবং সেই অপরাধবশতঃ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে।

অশোক-অভয়ামৃত কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পাইলে অন্য কোন সম্বলের আবশ্যক নাই। কারণ শ্রীগুরু-দেবই আমার পালক ও রক্ষক। এই বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক নিজের বলিতে 'কিছু' পৃথক্‌ভাবে না রাখিয়া সর্ব্বস্ব শ্রীপদ-কমলে অর্পণপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইতে হইবে। অকিঞ্চন হইয়া শরণাগত না হইলে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সৌভাগ্য হইবে না পৃথগ্‌ভাবে আমার বলিতে কিছু বিষয় রাখিতে গেলেই সেই বিষয় আমাকে পুনরায় বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে বা গৃহান্ধকূপে টানিয়া আনিবে, কপটতার আশ্রয় লইতে হইবে, পাহাড়া পর্ব্বতবাসী কাম ক্রোধাদি বাটপাড় আসিয়া আমাকে হত্যা করিবে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ভগবান্ বিষয়ীর স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ... দাস ঠাকুর বন্দিগণকে উপদেশ দিয়াছেন—

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
নিশ্চিত দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী-পুত্র মায়াজাল এই সব কাল॥

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি

(৮১)

১৩৯০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৭৮৶৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ যোগেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায় দিং সাং সুধাকরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় সুধাকরপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১১ খতিয়ানে ১৪-৮৬ শঃ জমীর ২৸৫ পত্তনী জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৮২)

[illegible]১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮১॥৯

ডিঃ ঐ

দেঃ উমাচরণ সিংহ সাং দেউলিয়া কাছারী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় দেউলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫৬ ২৯শঃ জমীর ৩০২৲ পত্তনী জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৮৩)

১৪৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০৲৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় সাং কাঠালপোতা

দেঃ ফড়ং মণ্ডল সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৫ খতিয়ানে ৪-৮০শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮৪)

১৪৬৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫।৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ মামাজাত মীর সাং ভবানীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫০ খতিয়ানে -৪৬শঃ জমীর ১৵০ নিরিখে জমা মুল্য আঃ ৮৲

(৮৫)

১৫১০ খাংজারী ৩১ দাবী ৬১৶৬

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং খারিরাপুর

দেঃ অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১১ খতিয়ানে ১-৭০শঃ জমীর ৯৸৶ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৮৬)

১৫৯৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫০।৶৬

ডিঃ [illegible] দিং সাং বীরনগর

দেঃ আব্দুল জলিল মণ্ডল দিং সাং বেড় হাসখালি পোঃ ঐ

হাসখালি থানায় বেড় হাসখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ৭১৯ ও অধানস্থ খতিয়ানের ৩২-১৬শঃ জমীর ৫১৲ জমা মুল্য ১০০৲

(৮৭)

১৮৩৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৭৶৩

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাং ঘুর্ণী

দেঃ রমজান মণ্ডল সাং জয়পুর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় জয়পুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬১৪।৯০০। ১১৫৪ খতিয়ানে ৫-৫১ শঃ জমীর ২০॥৶১০ জমা মুল্য ৪০৲

(৮৮)

১৮৮৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩৪।৵৯

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং বীরনগর

দেঃ আব্দুলবারি বিশ্বাস দিং সাং গয়েস পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় গয়েস গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২ খতিয়ানে ২০-৮৪শঃ জমীর ৩২॥০ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৮৯)

১৯৮৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ যুগুরআলি মুন্সী দিং সাং বগুলা পোঃ ঐ

হাসখালি থানায় বগুলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৫ খতিয়ানে -৫৫শঃ জমীর ৩।৵০ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৯০)

২০০০ খাংজারী ৩১ দাবী ২১।৶৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ হুরমুত সেখ বাঁশকাটা সাং বহিরগাছি পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ২১৪।৩৭০ খতিয়ানে ২-৩৪শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ৮৲

(৯১)

২০০৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ খেতু সেখ চাঁদঘরে সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধনঞ্জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৯৬ খতিয়ানে ১-৩২শঃ জমীর মুল্য আঃ ৫৲

(৯২)

২০০৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৭০।০

ডিঃ ঐ

দেঃ খোকন মোল্লা সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধনঞ্জয়পুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৭৫ খতিয়ানে ২-৯৬শঃ জমীর মুল্য আঃ ২০৲

(৯৩)

২০০২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হুরমুত সেখ বাঁশকাটা সাং বহিরগাছি পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ৯২৩ খতিয়ানে -৪৮শঃ জমির জোত জমা মুল্য আঃ ৫৲

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই এপ্রিল ১৯৩২

(১)

১৫১২ খাজারী ৩১ দাবী ৫৯৮০

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ বসন্ত ঘোষাণী সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় হাসাডাঙ্গা গ্রামে রাখাল-দাস সিংহ দিং অধীন ১৬৯ খতিয়ানে ৮.১৭ শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূ । আঃ ২০৲

(২)

২৬৬৪ খাজারী ৩১ দাবী ৫০।৶০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং ১১৩ নং বানিয়াটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ সুবেদার সেখ মণ্ডল দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৩১ খতিয়ানে ৮.৫৩শঃ জমীর ১৫৶১০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩)

২৬৯৩ খাজারী ৩১ দাবী ১৬।৬

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চক-হাতীশালা

দেঃ রণজিৎ সিংহরায় সাং হাজরা-পোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুণা গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৪ খতিয়ানে .৮২শঃ জমীর ১৸৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৲

(৪)

২৬৯৪ খাজারী ৩১ দাবী ১৬৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নেয়াজদ্দিন মণ্ডল দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৩৫ খতিয়ানে ১.০৯শঃ জমীর ২।৶৮ জমা মূল্য আঃ ২৲

(৫)

২৮৮৫ খাজারী ৩১ দাবী ৮৮।৶৯

ডিঃ দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সাং বৰ্দ্ধমান

দেঃ লক্ষণ মণ্ডল সাং রাজাপুর পোঃ বেলপুকুর

কোতোয়ালী থানায় বেলপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫১ খতিয়ানে ১.৮৮শঃ জমীর ১১৸৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

২৮৮৭ খাজারী ৩১ দাবী ৯৫৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ গগন কাপালী সাং ঈশ্বরচন্দ্রপুর পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় রাজাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭ খতিয়ানে ২.৩০শঃ জমীর ১৭৸/১৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭)

২৮৯০ খাজারী ৩১ দাবী ১৮৪।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বনমালী সরদার সাং দলুইপুর পোঃ বেলপুকুর

কোতয়াল থানায় রাজাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৩ খতিয়ানে ৮.৮৫শঃ জমীর ২৮/১৫ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৮)

২৯৯৩ খাজারী ৩১ দাবী ২৫।৶০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ শতদলবাসিনী দেবী দিং সাং উসিদপুর পোঃ স্বরূপগঞ্জ

কোতয়ালী থানায় উসিদপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৬২—৩৬৪ খতিয়ানে ৪.০ শঃ জমি মূল্য আঃ ১৫৲

(৯)

৩১৪২ খাজারী ৩১ দাবী ২৯৷৶৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ করিম সেখ দিং সাং শোনডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৪ খতিয়ানে ১.০৮শঃ জমীর ৬।১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

৩১৯৯ খাজারী ৩১ দাবী ১২৬৷৶৩

ডিঃ কানাইলাল কুণ্ডু সাং মহাজনপুর

দেঃ শিবদাস মুখোপাধ্যায় দিং সাং মেহেরপুর পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় চরমাণকাডাহ গ্রামে ভারতসম্রাট অধীন ২১৪৫ খতিয়ানে ২৯.১৯ শঃ জমীর ২১৲।১০৲।৩৯৲ মালকী সত্ত্ব দেঃ ।৷৶০ অংশ, মূল্য আঃ ৭৫৲

(১১)

৩২৪৭ খাজারী ৩১ দাবী ৩৭৷৶৬

ডিঃ আব্দুলমুবল ওস্তাগর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মোক্তার খাঁ দিং সাং ঝিকুটীপোতা পোঃ মহৎপুর

কৃষ্ণনগর থানায় ঝিকুটীপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪২ খতিয়ানে ৭.৫৮শঃ জমীর ৬৷০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৩২৪৮ খাজারী ৩১ দাবী ২৫।০

ডিঃ ঐ

দেঃ চন্দ্রসেখ দিং সাং ঝিকুটিপোতা পোঃ মহৎপুর

কৃষ্ণনগর থানায় ঝিকুটীপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬০ খতিয়ানে ৮১শঃ জমীর ৸০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

৩২৮৭ খাজারী ৩১ দাবী ১৫৮৶৩

ডিঃ তিনকড়ি সিংহ সাং ভোজপুর

দেঃ নৃসিংহদাস সিংহ দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

নাকাশীপাড়া থানায় যুগপুর গ্রামে ১৭৪ খতিয়ানে ৫৬শঃ নিষ্কর জমীর সায় ইমারৎ ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪)

৩২৯০ খাজারী ৩১ দাবী ৩৪৸৶

ডিঃ আব্দুলগফুর দপ্তরী সাং যুগপুর

দেঃ পারজান বিবি দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৭ ও অধীন খতিয়ানে ৫.৬২শঃ জমীর ৬।৶১১ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

৩২৯৭ খাজারী ৩১ দাবী ১৫।৶৬

ডিঃ রামবিহারী মণ্ডল সাং ১১৩নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ মহিদ বিবি সাং পাথরজোলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ অধীন ৭ খতিয়ানে .৯৯শঃ জমির ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

৩৩২১ খাজারী ৩১ দাবী ২৯৸৶৯

ডিঃ নিত্যকালী দেবী সাং মেহেরপুর

দেঃ আবজেল বিশ্বাস সাং জাঙ্গিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় রাউতারা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩ খতিয়ানে ১.৫৩ শঃ জমীর ৩৸৶৬ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৭)

৩৩২২ খাজারী ৩১ দাবী ২৪।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কান্তি মণ্ডল সাং জাজিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় রাউতারা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৯৩ খতিয়ানে ১.৬৪শঃ জমীর ৪।৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

৩৩২৪ খাজারী ৩১ দাবী ৪৬।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ এত্তাজালি দফাদার সাং কোত-য়ালী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় রাউতারা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৩ খতিয়ানে ৪.৫৫শঃ জমীর ১০।৶৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

৩৩২৫ খাজারী ৩১ দাবী ৩২৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হাফিজদ্দী মণ্ডল দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫।১৬৮ খতিয়ানে ৩.৩২শঃ জমীর ৮৸৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

৩৩৩২ খাজারী ৩১ দাবী ৩৬৸৶৬

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ হেমন্তকুমার মল্লিক সাং স্বরূপগঞ্জ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৩০ খতিয়ানে ২.২৪শঃ জমীর ১৩৷/০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২১)

৩৩৮৫ খাজারী ৩১ দাবী ৭৫।৶৬

ডিঃ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় দিং সাং মেহেরপুর

দেঃ পাচু ঘোষ দিং সাং এড়াকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় এড়াকপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭।১ খতিয়ানে ১৯৮০৮০ জমীর ১৬৷০ জমা মূল্য আঃ ১৬৲

(২২)

৩৩৮৬ খাজারী ৩১ দাবী ২২৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মন্মথনাথ ঘোষ সাং এড়াকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় এড়াকপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৯ খতিয়ানে .৭৪শ জমীর ৩৸৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৩)

৩৩৮৭ খাজারী ৩১ দাবী ৮৷৹ ৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপাল ঘোষ সাং এড়াকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় এড়াকপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১ খতিয়ানে ২/১৷ জমীর ৩।/১৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৪)

৩৩৮৯ খাজারী ৩১ দাবী ১৩২৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় এড়াকপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১ খতিয়ানে ১৮৷০ জমীর ৭৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

৩৩৯১ খাজারী ৩১ দাবী ১৫৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সুশান্তকুমার ঘোষ সাং এড়াকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় এড়াকপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১ খতিয়ানে ১৷৪৷০ জমী জমা মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৭৭শঃ জমি ১।৯ জমা বিক্রয় হইবে।

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭শঃ জমি ৵২ পাই জমা দেঃ ।০ অংশ

(১৩)

১৭২৬ দেঃজারী ৩১ দাবী ৩৩৫৷৷৶৬

ডিঃ গোলাপ বেওয়া দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ জৌলস ঘোষাণী দিং সাং ধর্ম্মদহ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধর্ম্মদহ গ্রামে চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় অধীন ২/৪ জমীর ২৲১৫ জমা মায় খড়ুয়া ঘর ইত্যাদি বিক্রয় হইবে।

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৫/ জমীর ১।০ জমা বিক্রয় হইবে

(১৪)

১৮১৭ দেঃজারী ৩১ দাবী ৮৩৬৷৶৯

ডিঃ সাগরচন্দ্র ঘোষ সাং বিলকুমারী

দেঃ শরৎচন্দ্র ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিলকুমারী গ্রামে অন্নপূর্ণাদাসী দিং অধীন ২৭৫ খতিয়ানে ৫১৷৷৪৷৷ জমীর ১৪৬৶৮ জমা দেঃ ৵১৩— অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৪৪৫৩৷৷০ জমীর ২২।৴৫ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১৫)

১৯০৪ দেঃজারী ৩১ দাবী ৮৯৪৶৯

ডিঃ অভয়কালী মৈত্র সাং রায়বালি

দেঃ পানাউল্লা মণ্ডল দিং সাং মদনডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মদনডাঙ্গা গ্রামে শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং অধীন ১৫০। ১৪৯ খতিয়ানে ৩৩৬৮ ও ২১০ একত্রে জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

(১৬)

১৯০৮ দেঃজারী ৩১ দাবী ৫০৪৷৷৬

ডিঃ অজিৎকুমার রায় সাং কাদিপুর

দেঃ কানন বালা দেব্যা সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় কাদিপুর গ্রামে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় অধীন ১২৷৷০ জমীর ৪৷৷৶ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে যতীন্দ্রগোপাল রায় অধীন ২৷৷০ জমির কাত ২৷৷৵০ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৷৷০ জমির কাত ১।/ জমা দেঃ একের দুই অংশ বিক্রয় হইবে।

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ইন্দুভূষণ রায় অধীন ১৷৷০ জমির কাত ১/০ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ বিক্রয় হইবে।

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে পাঁচকড়ি মণ্ডল অধীন ৬১৷৷০ জমির কাত ২০৷০ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ

(১৭)

২০৪২ দেঃজারী ৩১ দাবী ৩৪৫৷৷/

ডিঃ নিরাপদ বিশ্বাস সাং নাথপুর

দেঃ ইছব মণ্ডল দিং সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া অধিন ২৩৫০ জমীর ৩৩৷৶৩ জমা দেঃ ।৶০ অংশ মূল্য ১০০৲

(১৮)

২৮৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৬১৯৷৷৶৯

ডিঃ বদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথ নাথ ঘোষ দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ৮৮১। ৮৯৬।৯০৩।৯০৫।৯০৬।৯০৮ খতিয়ানে ৪৩ ৪৮ শঃ ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩৪১ নং ভারতসম্রাট অধীন ১-৭ শঃ বাজেয়াপ্ত জমি মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৮১ নং ও অধিনস্থ খতিয়ান সহ ৪-৩৩ শঃ ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৫০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৯৬।৯০৩।৯০৪।৯০৬ খতিয়ানের ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৫০৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৮৮১ ও অধীনস্থ খতিয়ানের ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

৮১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৫/০

ডিঃ ঐ

দেঃ কুদ্দার বিশ্বাস দিং সাং পায়রাডাঙ্গা পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় পায়রাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৩৫—৪৭ খতিয়ানে ৯০২। শঃ জমীর ১৩৲৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

৮৩৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৮৬৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ তাছেরদ্দি বাগ দিং সাং দফরপোতা পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৩১—৯৪২ খতিয়ানে ২৩-৩০ শঃ জমীর ৩৫৬৶৩ জমা মূল্য ৭৫৲

(২১)

৮৯৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৷৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হকুমালি বিশ্বাস দিং সাং ভীমপুর পোঃ বাজালবি

হাঁসখালি থানায় দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৩০৮ খতিয়ানে -৫৮ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২২)

৯০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৫১৲৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কছিমবক্স মণ্ডল দিং সাং ঝিনুকঘাটা পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় বেতনা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৬—৫১৮ খং ১৬-০৫ শঃ জমীর ২৩৶০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২৩)

৯১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১০২৷৷৶৬

ডিঃ সুশীলাবালা বসু সাং গোয়াড়ী

দেঃ ক্ষুদিরাম পাত্র দিং সাং এলাঙ্গি পোঃ বাজালবি

চাপড়া থানায় এলাঙ্গি গ্রামে রাজকুমার দত্ত অধীন ৩৫৮ খতিয়ানে ২-৮১ শঃ জমীর ১০৷৷৶০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে শিবনারায়ণ ঘোষ দিং অধীন ১০।১১ খতিয়ানের ৩-৪৮ শঃ জমি ১৩৶৬ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(২৪)

৯৮৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৮১৬৶৯

ডিঃ বদরিনারায়ন চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোং গোয়াড়ী

দেঃ হুরমতউল্লা বিশ্বাস দিং সাং দফরপোতা পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩০৯—৩১২ খতিয়ানে ৩১-৭২ শঃ জমীর ৭০/৫ জমা মূল্য ২০০৲

(২৫)

১০৭২ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৬৲৬

ডিঃ ঐ

দেঃ জয়লাল বিশ্বাস দিং সাং ছোট বলদিয়া পোঃ দামুরহুদা

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩৯ খতিয়ানে ২-৮৫ শঃ জমীর ৭৫৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৬)

১০৮৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৬৶৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং কুষ্টিয়া পোঃ কুষ্টিয়া

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৫২ খতিয়ানে -৪৪ শঃ জমীর ১৷৫ জমা মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭৫৩ খতিয়ানে ২-৫৪ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৭)

১০৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৩৷৷/০

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মালতীবালা দেব্যা সাং পাটকীবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় পাটিকাবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬১।১৬২।১০০।৯৯। ৯৪৭।১২৬ খতিয়ানে ৭-০৪ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২৮)

১০৯০ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৮৶৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ভোলানাথ সরদার সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতিশাল গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫।৬।৮— ১। ১৩ খতিয়ানে ৩।২ জমির ১০।৶১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

১১৮৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৩৷৷/

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার

দেঃ রব্বানী মণ্ডল দিং সাং দফরপোতা পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় দফরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৫০।১০৫১ খতিয়ানের ১৩-৬০ শঃ জমীর ১৫৷৷৫ জমা মূল্য ১০০৲

(৩০)

১২২৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৯৶৯

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ পবন ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় লাহাগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩ খতিয়ানের ৬-৯৬ শঃ জমীর ১১৶৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩১)

১২৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৬৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্রপাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ অটল বিহারী ঘোষ সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪।১৫ খতিয়ানের ৫৩শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩২)

১২৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৫।৩

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোং গোয়াড়ী

দেঃ তালুক মণ্ডল সাং মাটিয়ারি পোঃ ঐ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মাটিয়ারীগ্রামে ডিক্রী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৮ খতিয়ানে ৯-৩৭ শঃ জমীর ১৪/১০ জমা মূল্য ২৫৲

(৩৩)

১২৮৩ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৭।৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কেনবক্তী দেবী সাং সুধাকরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার সুধাকরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন জমার ৩৯৮/৫ জমা দেঃ ৮।।৶ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন জমীর ০৯৮ ৫ জমা দেঃ ৩৮/১/৮ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৪)

১২৯৭ থাংজারী ৩১ দাবী ১৩০।৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ রহম আলি বিশ্বাস দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৭ খতিয়ানের ৫-২৮ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৫)

১৩০৫ থাংজারী ৩১ দাবী ১৬৬৶৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ কান্তি কর্ম্মকার সাং কাঠাল-বেড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় কাটালবেড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫ খতিয়ানের ২-৪৫ শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(৩৬)

১৩২৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৮০৬৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ নকেজদ্দি ঘরামী দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩—৪৭ খতিয়ানে ১২-৮৩ শঃ জমীর ২৭।/১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৭)

১৩৪৬ থাংজারী ৩১ দাবী ২৮৬/০

ডিঃ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং বীরনগর

দেঃ গোকুরনেছা বিবি দিং সাং শান্তিপুর পোঃ ঐ

হাঁসখালী থানায় হলুদপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৯।১৮০।৫৫০ খতিয়ানে ১২-৮৫ শঃ জমীর ২০॥৶০ জমা মূল্য ১০৲

(৩৮)

১৩৭৯ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৬/

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ জুম্মার সেখ দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৯ খতিয়ানে ১-৬৫ শঃ জমীর ৪॥/ জমা সায় বাড়ী ঘর ইত্যাদি মূল্য ১০৲

(৩৯)

১৩৯২ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৩।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সুধীর সেখ দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৫ খতিয়ানে ৬-০৭ শঃ জমীর মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

১৩৯৮ থাংজারী ৩১ দাবী ১৬৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ বিনোদ খৃষ্টান দিঃ সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চাপড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮ খতিয়ানে ২১ শঃ জমীর উট-বন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪১)

১৪১৫ থাংজারী ৩১ দাবী ৫৭।৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ দিবাকান্ত মাঝি দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ১৫১—১৫৩ খতিয়ানে ১৫-৬২ শঃ জমীর ১৫॥৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪২)

১৪৩৩ থাংজারী ৩১ দাবী ৫০৬৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ কুমারী বিবি দিং সাং বাদলাঙ্গি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাঙ্গি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৭ খতিয়ানে ৮-২৯ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৩)

১৪৫০ থাংজারী ৩১ দাবী ১২৬৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ঠাণ্ডু সেখ সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৮ খতিয়ানে -০৫ শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(৪৪)

১৪৮১ থাংজারী ৩১ দাবী ৬৮/৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ এনাত সেখ সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৩০।২১৮।৪৪২।৪৮০।১৪৬।৭৯৭। ৫৮৬।৪২৩।৭৪৭।৮২৮ খতিয়ানে ৬॥৯।৶০ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৫)

১৪৮৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৪৫।/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ চোবান মণ্ডল সাং ভাতগাছি পোঃ মেহেরপুর

চাপড়া থানায় ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭২১।৭২২ খতিয়ানে ২-১০ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য ১৫৲

(৪৬)

১৫১৮ থাংজারী ৩১ দাবী ২১,৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ আঞ্জিবননেছা বিবি সাং ময়দান-পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গাঁটিরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৬ খতিয়ানে -৯০ শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৪৲

(৪৭)

১৫৩৫ থাংজারী ৩১ দাবী ৩২।৯

ডিঃ ভূষণ মুখোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ ক্ষুদীরাম তরফদার সাং ৩২।৪ এ, রামতনু বসুর লেন কলিকাতা

নাকাশীপাড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৮২ খতিয়ানে ৪/ মধ্যে ১/ জমীর ৪॥০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৮)

১৫৩৬ থাংজারী ৩১ দাবী ৪৪৬৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কালীপদ বিশ্বাস সাং ৩২।৪ এ, রামতনু বসুর লেন কলিকাতা

নাকাশীপাড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৮২ খতিয়ানে ৪/ বিঘা মধ্যে ১॥০ বিঘা জমীর ৬৬০ জমা মূল্য ৩০৲

(৪৯)

১৫৩৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৫৬৶১

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ হামদেল ঘরামী সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৩৯ খতিয়ানে ১-৪৯ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য ১০৲

(৫০)

১৫৬৩ থাংজারী ৩১ দাবী ১২৬৬০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র রায় দিং সাং কাদিপুর

দেঃ নছিরন বিবি দিং সাং ফুলবাড়ী পোঃ কুড়ালীগাছি

কৃষ্ণগঞ্জের থানায় কাদিপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৭।১।১৪৪।২৮৯।৪৭১ খং ৫-৬৩ শঃ জমীর ১৬।৶৬ জমা মূল্য ১০০৲

(৫১)

১৫৭০ থাংজারী ৩১ দাবী ২০৬৩

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার

দেঃ সুরু মণ্ডল সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩ খতিয়ানে ৩।১। জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫২)

১৫৭২ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৭।৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ সুন্দরী বিবি সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৩৭ খতিয়ানে ২-৭৬ শঃ জমীর ৫।৭॥ জমা মূল্য ১০৲

(৫৩)

১৫৮২ থাংজারী ৩১ দাবী ১৮৬৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুল ঘোষ সাং হেমাৎপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

নাকাশীপাড়া থানায় পশ্চিমচকগীমানা মধ্যে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৫ খতিয়ানে ১-৫১ শঃ জমীর ১৬৶২ জমা মূল্য ৫৲

(৫৪)

১৬০৫ থাংজারী ৩১ দাবী ৬৯।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ করিম সেখ দিং সাং বড় আন্দু-লিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১০ খতিয়ানে ৩-৪৯ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৫)

১৬০৬ থাংজারী ৩১ দাবী ১১৬।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মিহির কুমার চট্টোপাধ্যায় দিং সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৮।১৩২৫ খতিয়ানে ৩-৩১ শঃ জমীর মূল্য ১৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৬৭ খতিয়ানের ৫৮শঃ জমি মূল্য আঃ ২৭৲

(৫৬)

১৬০৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৯৶১

ডিঃ শ্রীশচন্দ্রপাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মণ্ডল সেখ সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৮০ খতিয়ানে ২-০৩শঃ জমীর ৫॥৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৫৭)

১৬২০ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৮/০

ডিঃ তারকপ্রসাদ দে সাং আসাননগর

দেঃ ময়জদ্দি মণ্ডল সাং নাইকুড়া পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় ডফরপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৮৭ খতিয়ানে ১ ৮৩শঃ জমীর ৭৲ জমা মুল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৬৮ খতিয়ানের ৩২শঃ জমীর ১/০ জমা মুল্য আঃ ৪৲

(৫৮)

১৬৪৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৲৬

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোং গোয়াড়ী

দেঃ কানু বিশ্বাস সাং বাগাবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাগাবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৯ খতিয়ানে -৯৮শঃ জমীর ৬টবন্দি জমা মুল্য আঃ ৫৲

(৫৯)

১৭৩৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৭৸৶৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফকম মণ্ডল দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৫১ খতিয়ানে ৪-১২শঃ জমীর জোত জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৬০)

১৭৩৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৷৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জাফরদ্দিন সেখ সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৬৬ খতিয়ানে ২২শঃ জমীর জোত জমা মুল্য আঃ ৫৲

(৬১)

১৭৩৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬৷/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নাজাতুল্লা বিশ্বাস দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ২১৪ খতিয়ানে ২-৩০শঃ জমীর ৯৷০ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৬২)

১৭৭১ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৪৲৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আক্তেন মণ্ডল দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৩ খতিয়ানে ১-১১শঃ জমীর জোত জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৬৩)

১৭৩৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৸৶০

ডিঃ

দেঃ কফেল সেখ সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৯ খতিয়ানে ৩-১৪শঃ জমীর জোত জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৬৪)

১৭৮৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫০৸৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ ছোরতেন বেওয়া সাং ডাঙ্গাপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৬ খতিয়ানে ৮-৯৫শঃ জমীর ১৶০ নিঃস্বত্বে জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৬৫)

১৮০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৪।৶৬

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোং গোয়াড়ী

দেঃ গৌরচন্দ্র বিশ্বাস সাং টুঙ্গি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার টুঙ্গি গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৯৩।১৯৯৪—৯৯৮ খতিয়ানে ১-২৫শঃ জমীর ৫।/৩ জমা মুল্য আঃ ৩০৲

(৬৬)

১৮৯৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৭।/৬

ডিঃ হৃষীকেশ সিংহরায় দিং সাং হাতীশালা

দেঃ রোহিতাশ্ব প্রামানিক দিং সাং শিবপুর পোঃ হাতীশালা

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭২৮ খতিয়ানে ৩-৮৯শঃ জমীর ১৬৲ জমা মুল্য আঃ ৪০৲

(৬৭)

১৯৭৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৭।/০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ ইয়াকুব বিশ্বাস সাং কালীনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৩—১৪৫ খতিয়ানে ৭-৩১শঃ জমীর ১৫।০ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৬৮)

১৯৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ৮১৸/০

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং ঘোড়াগাছা

দেঃ ভোলানাথ চন্দ্র দে সাং জলকরমথুরাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় জলকরমথুরাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৬—৫৯ খতিয়ানে ৩-৩৪শঃ জমীর ১০৸৶৩ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৬৯)

২০০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৯৬৸৶৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ চচ বিবি দিং সাং কালীনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৯৯—৫০৪ খতিয়ানে ৮-২৩শঃ জমীর ১৭৷৭ জমা মুল্য আঃ ৪৫৲

(৭০)

১৫৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৩৸৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ রামদাস মোদক দিং সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিলকুমারী গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৩৪৮ খতিয়ানে ৪-২ শঃ জমীর ১০৸০ জমা মায় বাড়ীঘর ইত্যাদি মুল্য আঃ ২৫৲

(৭১)

১৫৪খাংজারী ৩২ দাবী ২৩৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ তহরম বিশ্বাস দিং সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিলকুমারী গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১১৩ খতিয়ানে ২-৫৩ শঃ জমীর ৪৮/৫ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৭২)

১৫৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৮৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ সুরেনচন্দ্র প্রামানিক সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

চাপড়া থানায় বিলকুমারী গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৬৯ খতিয়ানে ৩-১৩শঃ জমীর ৬৷০ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৭৩)

১৭২ খাংজারী ৩২ দাবী ৩২৮।/০

ডিঃ ঐ

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ ঘোষ সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধিন ৩৭৫—৩৮২ খতিয়ানে ৩০-৪৮শঃ জমীর ৮৫৲৯ জমা মুল্য আঃ ১০০৲

(৭৪)

১৫৮৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৩৸৶০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোং গোয়াড়ী

দেঃ দেদারহোসেন বিশ্বাস দিং সাং ভীমপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

হাসখালি থানায় দফরপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৬৬ খতিয়ানে ২-১৬শঃ জমীর ৬টবন্দি জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৭৫)

১১৫৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৮৸৶৬

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং হাতীশালা

দেঃ এজাহার মল্লিক সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮১ খতিয়ানে ৩-৫১শঃ জমীর মুল্য আঃ ৫৲

(৭৬)

১১৭০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮০৷৶৬

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ তায়জদ্দি মণ্ডল দিং সাং চারাতলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চারাতলা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৯ খতিয়ানে ৭-১৯শঃ জমীর ২৫৷৶০ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৭৭)

১৩০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২০৷/০

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং সাং হৃদয়পুর

দেঃ দুলালচন্দ্র দে সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৫ খতিয়ানে -৯০শঃ জমীর ৬টবন্দি জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৭৮)

১৩৩৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৭৸০

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ পাল দিং সাং হাজরাপুর

দেঃ ভোলা ঘোষ দিং ঐ পোঃ রাণাঘাট

হাসখালি থানায় মামযোয়ানে গ্রামে ডিঃ অধীন ৫২৩ খতিয়ানে ১১-৩১ শঃ জমীর ২৬৷৶২ জমা মুল্য আঃ ৩

(৭৯)

১৩৩৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৯৷৩

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোং গোয়াড়ী

দেঃ প্রমথকুমার বিশ্বাস দিং সাং গাটরা পোঃ বাঙ্গালঝি

হাসখালি থানায় দফরপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৮৪ খতিয়ানে ৫-১১শঃ জমীর ৭৲১ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৮০)

১৩৭১ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৯।/৩

ডিঃ জগদ্দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ ময়জদ্দি মণ্ডল সাং শোনপুখরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শোনপুখরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪৬।৪৮ খতিয়ানে ৩-১৮ শঃ জমীর ৬টবন্দী জমা মুল্য আঃ ১২.

অতঃপর ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

টেলি

নবদ্বীপ

Reg No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।০
মাসিক ১৲
নগদ
বর্তমান সংখ্যা /১০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৮, ১লা এপ্রিল ১৯৩২

এক বাড়ীতে তিনটী খুন

যুবকের কবলে শ্রীযুত কামিনীকুমার দাস

জমীদারের কঠোর কারাদণ্ড

য়ুরোপ রক্ষার উপায়

নেলোর গ্রামে গোলযোগ

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বে-আইনী শোভাযাত্রা

লাটের বোম্বাই ত্যাগ

বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা

ডাঃ নটরাজ গ্রেপ্তার

জনৈক মহিলার আত্মহত্যা

বে-আইনী লবণ প্রস্তুত

নানা কথা

এক বাড়ীতে তিনটী খুন

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, টঙ্গিবাড়ী থানার পাচগাঁও হইতে এক সঙ্গে তিনটি খুনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত তালুকদার, কুসীদজীবী ও য়ুনিয়ন বোর্ডের সহকারী সভাপতি। গত ২৮শে মার্চ্চ রাত্রিতে আহারের পর যখন তিনি হাত-মুখ ধুইতেছিলেন, তখন কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার কাঁধের উপর অস্ত্রের সাহায্যে প্রচণ্ড আঘাত করে। ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ মারা যান। অতঃপর আক্রমণকারীরা বাটীর প্রধান মহলে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রায় ৫ বৎসর বয়স্ক নাতিনীকে ও ৩৫ বৎসর বয়স্ক একজন আত্মীয়া—বিধবা স্ত্রীলোককে নিহত করে এবং তাঁহার পুত্রবধূকে সাংঘাতিক জখম করে।

নেলোর গ্রামে গোলযোগ

নেলোরের এক সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার ভেঙ্কট গিরি জমীদারীর ভৃত্যগণ গ্রামবাসীদের পালিত গবাদি পশুর আগমনে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাণ্ডপদ্র কনষ্টেবলকে আহ্বান করে। অতঃপর গ্রামবাসীদের সহিত ভৃত্যদের বিরোধ আরম্ভ হয়। পুলিশ শূন্যে ২ বার গুলী চালনা করে। একজন কনষ্টেবল লোষ্ট্র দ্বারা আহত হয়। ৪ জন গ্রামবাসীও আহত হইয়াছে।

জমিদারের কঠোর কারাদণ্ড

পাবনা হইতে প্রকাশ, সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুত আর, বি, বর্ম্মণ একখানি দলিল জাল করিবার অপরাধে সিরাজগঞ্জ মহকুমার রাইগঞ্জ থানার সিমলা গ্রামের জমিদার বাবু রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ শত টাকা জরীমানার আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, প্রতিবাদী জমিদারের সহিত দেওয়ানী মামলা উপলক্ষে উপরি উক্ত জমিদার ঐ জাল দলিল আদালতে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে এবং জমিদার জামীনে মুক্ত হইয়াছে।

বে-আইনী লবণ তৈয়ারী

তমলুক হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে মার্চ্চ এক দল স্বেচ্ছাসেবক মহিষাদল থানার অন্তর্গত কোলেসরে বে-আইনী লবণ তৈয়ারী করিতে যায়। গত ২৯শে মার্চ্চও একটি দল এই উদ্দেশ্যেই উক্ত থানার অন্তর্গত মীরপুরে গিয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই পুলিস হস্তক্ষেপ করে নাই।

যুবকের কবলে শ্রীযুত কামিনীকুমার দাস

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য চট্টগ্রামের রায় বাহাদুর শ্রীযুত কামিনীকুমার দাস গত সোমবার দিবস সায়াহ্ণে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে জনৈক যুবক কর্ত্তৃক ছোরা দ্বারা আহত হন। যুবকটি ধরা পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রায় বাহাদুরকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি চাকুরীর জন্য সুপারিশ গ্রহণের অজুহাতে নাকি যুবকটী তাঁহার নিকট যায়। যখন শ্রীযুত দাস উক্ত পত্র লিখিতে রত ছিলেন তখন যুবকটী তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়াছিল।

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, শ্রীযুত দাস, চট্টগ্রামের পুলিস ইনস্পেক্টর পরলোকগত মিঃ আসানুল্লার হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্যের মামলায় বাদীপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকদহ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ফরিদপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন-গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-লঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবনকান্ত দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমাধব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদ্র দাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদিব্যমন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁড়ুবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীসনাতনানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমারকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

সপ্তম বর্ষ — ১০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১লা এপ্রিল ইং ১৯৩২ শুক্রবার — ১৫শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুগাচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ হরিকথা প্রচারার্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে শুভাগমন করেন।

শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ জ্যোতিরাজ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে গত ১৫ই চৈত্র প্রাতে স্বামীজী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া গ্রামবাসিগণ একটী বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন বাহির করেন। বহু ব্যক্তি এই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন।

কাউন্সিল অব ষ্টেটের আপার চেম্বারের অনারারী মেম্বর, ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের সর্ব্বপ্রধান ট্রাষ্টি জনপ্রিয় সজ্জনবর মিঃ কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মহোদয় গত ২৯শে মার্চ্চ নিউ দিল্লীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্টাচার, তাঁহার সৌজন্য, তাঁহার পরোপকার ব্রত দেশবাসীর চিত্তে যে স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন করিয়াছে তাহা কর্ম্মজগতের অধিবাসিগণের পরম লোভনীয় বস্তু সন্দেহ নাই। তিনি ধর্ম্মজগতের অধিবাসিবৃন্দের নিকটও সুপরিচিত। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের সংরক্ষক অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবার নভেম্বর মাসে যখন নিউ দিল্লীতে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্ম-ভাস্করের উজ্জ্বলতম কিরণমালা বিকীরণ করিতেছিলেন সেই সময় মিঃ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার তিন দিবস শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়া শ্রীগৌর-বাণী-সুধা কর্ণপুটে পানদ্বারা জন্ম সার্থক ও নিজেকে ধন্যাতিধন্য জানিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণীতে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, যাহাতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দাক্ষিণাত্যোদ্ধারের স্মৃতির উদ্দীপনা লাভ করিয়া জগদ্বাসী জীবন সার্থক করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে রঙ্গনাথ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মিঃ আয়েঙ্গার গৌরপ্রিয় সেবাকার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করায় শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার বিগত অষ্টত্রিংশৎ অধিবেশনে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত ৯ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীধাম-বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-মহামহোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, কুলশেখর ব্রহ্মচারীজী এবং নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি আগমন করায় মহোৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ও তাঁহারা ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

মঠস্থ ভক্তগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীগুরু-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন ও শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তনমুখে পুরাতন বাজারস্থ নবমন্দিরে "সাইনবোর্ড" উত্তোলন করেন। পরে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি লীলা পারায়ণ ও ইষ্টগোষ্ঠী হইলে ৬টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত পণ্ডিত শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের কারণ, আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা, শ্রীচৈতন্যের দান, শ্রীধাম কি বস্তু, শ্রীধামবাসী কে, শ্রীধাম ও ধামবাসীর কৃপা ব্যতীত ধামদর্শন হয় না, ধামাপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীধামের কৃপা হয় না, সদ্গুরুই একমাত্র ধামপ্রদর্শক ও শ্রীনামপ্রদাতা ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদির পর ফলমূল, মিষ্টান্নভোগ ও সন্ধ্যারতি এবং পরে পুনরায় বিবিধ উপাদেয় উপকরণসমূহ ভোগ দিয়া ভোগারতি কীর্ত্তন ও নৃত্যাদি করেন।

ভোগারতি সমাপনান্তে রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত সমবেত বহু সজ্জন, মহিলাবর্গ, বালক, বালিকা প্রভৃতিকে বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ আকণ্ঠ পূরিয়া প্রদান করেন এবং তৎকালে ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও শ্রীমহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন

এলাহাবাদ নিবাসী অবসর-প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে ভক্তিভূষণ মহোদয় ও মানবাদ প্রবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদ গত ৯ই চৈত্র শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-দিবস অপরাহ্ণে সংকীর্ত্তনমণ্ডলীসহ তাঁহাদের গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক গৌরজন ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ ভক্তগণসমক্ষে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মান্তিকে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও চেতনোন্মেষকবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছেন। বর্ত্তমানে গ্রীষ্মের প্রকোপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইলেও হরিকথা শ্রবণে সাধারণের উৎসাহ অতীব প্রশংসনীয়।

সাধন-ভক্তি

জ্ঞান ও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বিদ্ধাভক্তি।
জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা ভগবৎসেবা হয় না।
কর্ম্মার্পণ ও জ্ঞানার্পণ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের
নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজনীয়।

এহ সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
নিষ্কিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

* * *

তাদের মধ্যে দেহেন্দ্রিয়ে আত্মসমর্পণ॥

দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ঔপাধিক-ধর্ম্মের অনুশীলন। দৈব-বর্ণাশ্রমের বিচারের বৈশিষ্ট্য এই যে, বর্ণনীয় কর্ম্ম ও জ্ঞান-চেষ্টা ক্রমপথে অনুষ্ঠিত হইলে ঐরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা আত্মার অবরোধ না হইয়া মঙ্গল সাধিত হয়।

কিন্তু দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যাজনেরও বিপদ আছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান বাস্তবিকই সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মে উহাদের প্রয়োজনীয়তা কিঞ্চিৎপরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমচতুষ্টয়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবাহন অবশ্যম্ভাবী এবং ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি দ্বারাও উহা সমর্থিত হইয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুশীলন বদ্ধাবস্থায় অপরিহার্য্য। ভক্তির উদয়ে জ্ঞান ও কর্ম্ম-চেষ্টা স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। ভক্তির অপস্বরূপ যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সদৃশ চেষ্টা লক্ষিত হয় উহা কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রাধান্য ভক্তির অঙ্গরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা তথাকথিত ভক্তিকে ভক্তির বিপরীত বৃত্তি জানা আবশ্যক। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিদ্ধাভক্তি অর্থাৎ ভক্তির বাধক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

জ্ঞান ও কর্ম্মের নিবৃত্তির নিমিত্ত দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। কিন্তু উহাই ভক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলে উহার ভক্তি ও ভক্তের অধিষ্ঠান অস্বীকৃতই হয়। অসুর-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্পনা করিয়া একান্তভাবে বর্ণাশ্রমবিধি পালনে নিযুক্ত হইয়া আত্মার সমূহ অকল্যাণ সাধন করে। হিরণ্যকশিপু ও রাবণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিধি সম্যক্ পালন করিবার ফলে বিষ্ণুবিদ্বেষী হইয়াছিল।

গোঁড়া বর্ণাশ্রমীর বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। ঔপাধিক ধর্ম্মকে আত্মার বৃত্তি বলিয়া বিচার করিলে তদ্দ্বারা আত্মার শত্রুতাই অনুষ্ঠিত হয়। দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে সাধনভক্তি বলা যাইতে পারে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবৃত্তি হরিভক্তির বিরোধী। দৈববর্ণাশ্রমীও কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রবিষ্ট অনর্থযুক্ত হিতাহিত বিবেকবর্জ্জিত জীববিশেষ। জগতের আপেক্ষিক ঐহিক মঙ্গলবিধানের জন্যই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবর্তনের আবশ্যক হইয়াছিল। উহার সহিত পরমার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা পরমার্থের সাক্ষাৎ বিরুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। কিন্তু উহা বস্তুতঃ পরমার্থ বিরোধ সন্দেহ নাই।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরমার্থ-বিরুদ্ধ। পরমার্থ-বিরুদ্ধ না হইলে উহা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইত না। জগতের অভ্যুদয় ও অপজ্ঞানের যাবতীয় প্রচেষ্টা আত্মার কল্যাণকর ইহা সম্যক্ উপলব্ধ না হইলে পরমার্থ সন্ধান উদিত হয় না। কর্ম্ম ও জ্ঞানের আত্যন্তিক অপ্রয়োজনীয়তা কল্পনা সমূহের অন্যতম মাত্র হয়।

অধিকার ভেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহাও শ্রুতির মধু-পুষ্পিত বাক্য মাত্র। সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐ সমুদয় আপাতরমণীয় বাক্য দ্বারা প্রতারিত হন না। কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনের শাস্ত্রীয় বিধি সমূহ ভক্তি অনুশীলনের বিধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত সংমিশ্রণ আদৌ সম্ভব নহে; সুতরাং কোন অবস্থাতেই কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বৈধ অধিকার শাস্ত্র কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অবৈধ অধিকারের ক্রমমাত্র শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বৈধ অধিকার অবৈধ অধিকারের ক্রমের অন্তর্গত ব্যাপার নহে। অবৈধ অধিকারের বিধি সমূহ পালন দ্বারা বৈধ অধিকারের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রের একমাত্র সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র অবৈধ অধিকারের কুফল সমূহের উল্লেখ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদিগের ভ্রম নিরসনের চেষ্টা করিয়াছেন।

সাধনভক্তির সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। সাধনভক্তি দ্বারা জগতের তথাকথিত হিতাহিত প্রবর্তিত হয় না। সাধনভক্তি একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মকেই লক্ষ্য করে। সাধনভক্তি এবং প্রেমভক্তির মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। উচ্চস্তর প্রেমিক ভক্ত সাধন ভক্তকে নিম্ন স্তরে অবস্থিত দর্শন করেন না। ভক্তির ঈষৎ উদয়েই জীবের সর্ব্বানর্থ নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের আবাহন করে। ভগবানের সর্ব্বপ্রকার সেবাই এক তাৎপর্য্যপর। রসের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ দ্বারা ভক্তিমার্গে অধিকার নির্ণীত হয়। বর্ণাশ্রম অধিকার অপ্রাকৃত রসের প্রান্ত স্পর্শ করিতেও অসমর্থ।

বৈধ ভক্ত আপনাকে নিম্ন অধিকারী বিচার করেন। তজ্জন্য তিনি নিত্যসাধুদিগের অনুগত শাস্ত্রীয় বিধি বিধান পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া একান্তভাবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনন্যভাবে প্রপন্ন হইয়া বৈধ ভক্ত সদ্‌গুরুর আদেশানুযায়ী সেবায় নিযুক্ত হন। বৈধভক্তকে পরমার্থের সাধক এবং বৈধী ভক্তিকে পরমার্থ সাধন বলা হয়।

ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট বৈধ সাধক বর্ণাশ্রম অভিমান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন। নচেৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপট প্রপত্তি সম্ভব হয় না। বৈধ ভক্ত পরমার্থ পথের যাত্রী। বর্ণাশ্রমী চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের যাত্রী। আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে যেরূপ নিত্য পার্থক্য বর্ত্তমান, তদ্রূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ভক্তিধর্ম্ম পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ভক্তি যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। জগতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে—তথাকথিত জাগতিক অর্থ লাভের নিমিত্ত। পরমার্থ লাভের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অপ্রাসঙ্গিক। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যখন ভক্তির একমাত্র নিত্য প্রয়োজনীয়তা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সহিত পরমার্থ সাধনের নিত্য বিরুদ্ধ সম্বন্ধ কার্য্যতঃ স্বীকার করে তখনই উহা দৈববর্ণাশ্রম নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়।

বৈরাগীর কৃত্য

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক পুরী)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈরাগী বা ত্যক্তগৃহের আচরণ যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ প্রতিপালন না করিলে মর্কট-বৈরাগী পদবাচ্য হইতে হইবে সুতরাং ত্যাগীকুলের সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক।

বৈরাগীর সর্ব্বপ্রধান কৃত্য নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তন। নিরন্তর অর্থে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি ভক্তি ব্যবধান বর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামকীর্ত্তন।

বাতপিত্তকফাত্মক স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি-বশতঃ দেহ চিন্তা—শারীরিক পীড়া হইলে তাহা কৃষ্ণের অনুগ্রহরূপে বিচার না করিয়া বৃথা চিন্তা, ধন, স্ত্রীপুত্রাদি জনে মমতাবুদ্ধি, অসৎবস্তুতে লোভ—জিহ্বালাম্পট্য প্রভৃতি, হরিগুরু-বৈষ্ণবাবজ্ঞারূপ পাষণ্ডতা এই সকল অপরাধও ব্যবধান মধ্যে গণ্য। সুতরাং এই ব্যবধানগুলি যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন না করিলে কেবল নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেই নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তন হয় না।

বৈরাগী হরিভজনোপযোগী শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিবেদিত দেহটী রক্ষার জন্য যথাযোগ্য ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। হরি গুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছায় অনুগ্রহরূপে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অত্যাহারের বশবর্ত্তী হইলে (অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয়-চেষ্টা করিলে) এবং তজ্জন্য পরাপেক্ষা করিলে বিষয়ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি হইতে থাকে ও বিষয়ীর সঙ্গরূপ দুঃসঙ্গ বশতঃ ভজনোন্নতি হয় না, কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

ত্যাগী সাধক জিহ্বাবেগের বশবর্ত্তী হইবেন না। ষড়্‌বিধরসে জিহ্বা আকৃষ্ট হইলে কৃষ্ণসেবারূপ পরমার্থ লাভ হইবে না। যাহা কিছু ভাল ভাল দ্রব্য পাওয়া যায় তদ্দ্বারা হরি গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে এবং নিজে শাক-পত্রফলমূল ভোজন করিয়া হরিসেবার উদ্দেশ্যে দেহরক্ষা করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত উপদেশের মধ্যে ফল্গু-বৈরাগ্যের কথা বলেন নাই, যথাযোগ্যগ্রহণরূপ যুক্ত-বৈরাগ্যের কথাই বলিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবগণের সেবা করিয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পরম আনন্দে ভোজন করিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালন করা হইবে।

জিহ্বা-বেগের সহিত উদর ও উপস্থ-বেগের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ জিহ্বা-বেগ যাহার আছে তাহার উদর ও উপস্থ-বেগ অবশ্যই প্রবল হইবে। সুতরাং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে তৃপ্ত না হইয়া জিহ্বার লালসায় বৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়া, বৈষ্ণবের আনুগত্য ছাড়িয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিলে সেই শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তির কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয় না।

শ্রীগুরুসেবক ভাল খাইব, ভাল ভাল পরিচ্ছদাদি পরিধান করিব, এই সকল ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এবং স্ত্রীসঙ্গী, কর্ম্মিজ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, ধর্ম্মধ্বজী, মিছাভক্ত, ভাণ্ডাটিয়া প্রভৃতি অসৎ ব্যক্তির নিকট গ্রাম্য কথা, বিষয় কথা বা নামাপরাধ শ্রবণ না করিয়া, ও বিষয় কথা বা নামাপরাধ কীর্ত্তন না করিয়া শ্রীরূপানুগ-সাধুজনের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীনাম শ্রবণ ও শ্রোতবাণী অমানী মানদ হইয়া সতত কীর্ত্তন করিবেন। নিরপরাধে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হইলে প্রেমের কলিকা নাম ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া নামাভিন্ন রূপ, গুণ, লীলার স্ফূর্ত্তি হইবে তখন মানসে (বিষয় শূন্য শুদ্ধ মনে) রাধাকৃষ্ণ-সেবার অধিকার হইবে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য বৈরাগীর কৃত্য যাহা নিরূপণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন-রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফলমূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

কাত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কাত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া** কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের **সৌন্দর্য্যদর্শন** ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন **করিয়া** ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী** গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে **তদীয়** স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন **মহাশয় কর্তৃক** অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত **ডবলক্রাউন ১৬** পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি **সুলভ** সংস্করণ **প্রকাশিত করিয়াছেন।** গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-**প্রকাশ** প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন **টাইপে** ছাপা **হইয়াছে।** ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত **মূল,** শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; **শ্রীমদ্বিশ্বনাথ** চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, **সংস্কৃত অন্বয়** ও প্রাকৃতপদ, পদ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি **স্কন্ধের আদিতে** সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, **অধ্যায়ের প্রথমে ঐ** অধ্যায়ের সারগর্ভ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি **বিবৃত। শ্লোকসূচী** বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও **স্থানসূচীসহ উত্তম** কাগজে, উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম **হইতে ১০ম স্কন্ধ** পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। **ভিক্ষা প্রথম** হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০, **দশম স্কন্ধ ১২,;** সমগ্র ৩০,।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত **'অমৃতপ্রবাহভাষ্য'** ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী **গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত** 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি-সংবলিত এবং **শাস্ত্রপ্রমাণ-সমন্বিত হইয়া** প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের **অন্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ** প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত **অভিধেয় সংযোজিত।** প্রত্যেক **অধ্যায়-প্রারম্ভে** কথাসার দেওয়া **আছে। শ্লোক,** পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও **গ্রন্থকারের** বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ **সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে** কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। **উত্তম কাগজে পারিপাট্যের** সহিত **স্থূল** অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত **হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায়** ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে **৫, মাত্র।**

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সন্তুষ্ট সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুরক্ষুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নামাপরাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'তৃণাদপি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্ত হরিবিমুখের প্রতিকূল'—এই বিশেষ অমূল্য বস্তু লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও [illegible] একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৵০ আনা। আর্ট পেপারে বাঁধাই রাজসংস্করণ ১, টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী **গোস্বামী মহারাজের** সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-আচার্য্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যদর্শন ও প্রাকৃত সত্যদর্শন, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹০ চারি আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১, এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষা ও সত্যাপেক্ষা, শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাশানিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তকবেদ," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদমানবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', [illegible] ও কার্ত্তিক, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৵০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার দানাবলি এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর [illegible] কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও [illegible]। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, অবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫, টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২,।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওলাতের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রোফ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) ময়রো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, ষড়্‌ভুজস্তোত্র, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রণত অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵৹, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ বঙ্গজ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

মুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীনবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীআম্নায়সূত্রম্

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত মন্তব্যাদন তাহা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত স্তবপযোগী শীতামৃত প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেব হইতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার, বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৮০ টাকা মাত্র।

মুক্তাহার

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লোজ বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় তত্ত্ব স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৷৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বৈরাগ্য, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ৯ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুলার পাচন

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ট্যাবলেটের সমপ যদি ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৬ আনা, প্যাকেট ।৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

চাঁদা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২।৹, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

—পরবিদ্যাপীঠ—

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদ্ধানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো
হাফটোন ব্লক,	পত্র কার্ড,	ফরম, খাম, রসিদ।
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যা

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বা অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমা জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়মঠ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখা হয়। ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, বাখরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ... মিত্র, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষার ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার থালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বঙ্গের লাটের বোম্বাই ত্যাগ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন বাঙ্গালার গভর্ণরের সামরিক সেক্রেটারী কর্ণেল আর, বি, বাটলার সমভিব্যাহারে গত ২৭শে মার্চ্চ অপরাহ্নে স্পেশ্যাল ট্রেণে বোম্বাই হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

স্যার জনকে বিদায় দিবার জন্য রেল ষ্টেশনে অনেকে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বোম্বায়ের গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক সাইকসের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্পেশ্যাল ট্রেনটির বেলা ৮টার সময় বোম্বাই ছাড়িবার কথা ছিল। স্যার জন ফ্রেডারিকের সহিত মোটরে করিয়া ঠিক ৩ মিনিট পূর্ব্বে যাইয়া রেল ষ্টেশনে পঁহুছেন। প্লাটফরমে উপস্থিত সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্যার জন ট্রেণে উঠেন। অতঃপর শীঘ্রই ট্রেণ ছাড়িয়া যায়।

স্যার জন এণ্ডারসন যখন ইংলণ্ড হইতে বোম্বায়ে আসিয়া পঁহুছেন, সে দিনের তুলনায় গত ২৭শে মার্চ্চ অপরাহ্নে ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে পুলিসের অধিক কড়াকড়ি ছিল। রেল পুলিস ষ্টেশনে পাহারা দেয় এবং যে পথের সংলগ্ন প্লাটফরমটিতে স্পেশ্যাল ট্রেণ চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় নাই। ওদিকে গোয়েন্দা পুলিসের ডেপুটী কমিশনার মিঃ পেটিগারা উক্ত বিভাগের আর একজন কর্ম্মচারী সহ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাহার পর যে কতকগুলা কৌতুহলপ্রিয় লোক বাঙ্গালার গভর্ণরের বেশভূষা দেখিবার জন্য নিকটে জমায়েৎ হইয়াছিল, কতিপয় পুলিস সাদা পোষাকে তাহাদের মধ্যে মিশিয়াছিল।

জনৈক মহিলার আত্মহত্যা

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, বালুবাড়ীর শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষের পত্নী গত ২৩শে মার্চ্চ প্রাতে আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় শয়নের ঘরে কেরোসিন তৈল সিক্ত কাপড় উহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। ঐ সময় তাঁহার স্বামী বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রাত্রি প্রায় ১ ঘটিকার সময় ঐ মহিলাটির প্রাণবিয়োগ হয়। এখনও এই দুর্ঘটনার কারণ জানিতে পারা যায় নাই।

এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ৫৬ মাসের মধ্যে বালুবাড়ীতে ৪ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ডাঃ নটরাজ গ্রেপ্তার

ডাঃ নটরাজ ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত গত ২৭শে মার্চ্চ চুলাই হইতে জাতীয় পতাকাসহ শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারা এলিফ্যান্ট গেটের নিকট যাইয়া পৌঁছিলে পুলিস তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাদিগকে পুলিস কমিশনারের অফিসে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বে-আইনী শোভাযাত্রা

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে একটি বে-আইনী শোভাযাত্রা বাহির করিবার অপরাধে প্রতাপ সিং, মহাবীর সিং, শচীন ভট্টাচার্য্য, মহেন্দ্র গোয়ালা ও মুখু গোয়ালা কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুত এস, কে, সিংহের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত মঙ্গলবার ম্যাজিষ্ট্রেট একমাত্র প্রতাপ সিং ব্যতীত অপর সকল আসামীকে অল্প বয়স্ক বলিয়া মুক্তি দিয়াছেন, প্রতাপ সিংহের মামলা স্থগিত আছে।

যুক্তপ্রদেশে মোট দণ্ডিত ৭৫৮৩

লক্ষ্ণৌ হইতে সরকারী হিসাবে প্রকাশ, গত সপ্তাহে মোট ৮৮ জন লোক অর্ডিনান্স অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছেন। সাধারণ আইন অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছেন ২২২ জন। এ পর্য্যন্ত মোট দণ্ডিত হইয়াছেন ৭৫৮৩ জন তন্মধ্যে ১৬০২ জন মুক্তি পাইয়াছেন।

গত ২৩শে মার্চ্চ এলাহাবাদে যে সামান্য সংখ্যক লোক ভগৎ সিং দিবস পালন করিবার চেষ্টা করেন, সওয়াররা তাঁহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। কেহ আহত হয় নাই।

ইহা ছাড়া অবস্থার আর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

আকস্মিক নৌ-দুর্ঘটনা

এডেলেড হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে মার্চ্চ একটা দমকা বাতাস আসিয়া লাগায় ৭২ জন লোক সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তাহাদিগকে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। ২২ খানা ইয়াট জলমগ্ন উল্টাইয়া যায়। সানিসাইড নামক ইয়াটের ৫ জন নাবিক জলমগ্ন হইয়াছে।

য়ুরোপ রক্ষার উপায়

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, য়ুরোপের রাজনীতিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে এম, ব্রায়াণ্ড য়ুরোপে একটা যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনের মতলব করিয়াছেন। দানিউবের পার্শ্বস্থিত রাষ্ট্রগুলি একত্রিত করিয়া একটা বিরাট শক্তি সঙ্ঘ গঠন করিবার জন্য ফ্রান্সে মন্ত্রণা কল্পনা হইতেছে। ফ্রান্সের এই কল্পনা য়ুরোপের সর্ব্বত্র আলোচিত হইতেছে।

শীঘ্রই একটি চতুঃশক্তি সম্মেলন হইবে এই সম্মেলনে সঙ্ঘ সম্পর্কে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহিত আলোচনা করিবার নিমিত্ত এম, ত্রাঁদিউ শীঘ্রই লণ্ডন রওনা হইবেন।

চতুঃশক্তি সম্মেলনে অন্যান্য বিষয় ছাড়া দানিউব পার্শ্বস্থ রাষ্ট্র সঙ্ঘের বিষয় আলোচনা হইবে। শক্তি সঙ্ঘের যে যে সকল চুক্তি সর্ত্ত প্রচলিত আছে, দানিউব রাষ্ট্রগুলিকেও সেই সকল সর্ত্তে সম্মত হইতে হইবে। অবশ্য সঙ্ঘ গঠনে রাষ্ট্রগুলিকে আপাততঃ অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। য়ুরোপের অন্যান্য শক্তিকেও একটা চুক্তি সর্ত্তে সহি করিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে, এই প্রস্তাবে বৃটেন রাজী হইবেন কি না

ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত নীরেন্দ্রকিশোর মজুমদার, নলিনী শঙ্কর রায়, নীরেন্দ্রচন্দ্র রায় শশী দত্ত এবং আনন্দ গোস্বামীকে সচিহাটা ডাকাতী সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রমাণের অভাবে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও ৪॥ মাসেরও উপর জেলে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

অহরর নেতা গ্রেপ্তার

রাওলপিণ্ডি হইতে প্রকাশ, মৌলভী মহম্মদ ইসমাইল এবং আবদুল আজিজ নামক অহরর নেতাদ্বয় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য একটী শোভাযাত্রা পরিচালন করায় ৪ জন লালকোর্ত্তাধারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত শনিবার দিবা এখানে মোট ১৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রামের জিলা এবং দায়রা জজ মিঃ টার এ, ডি, সি, উইলিয়ামস্ আই, সি, এস, জুরীদের সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত ছুহুমিঞা নামক একজন বনবিভাগের প্রহরীকে হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত আজিজর রহমানকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, বিনা লাইসেন্সে বনে উৎপন্ন দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য মৃত প্রহরী আসামীকে প্রায় শাস্তি প্রদান করিত। এই জন্য প্রহরীর প্রতি সে বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। প্রকাশ, প্রহরীর মস্তক তাহার দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে মৃতদেহটি জঙ্গল হইতে পাওয়া

রেলগাড়ী লাইনচ্যুত

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ময়মনসিংহ—ভৈরববাজার শাখায় কুলিয়ারচর ও শরারচর ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৩৫ নং আপ ট্রেণের একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। সাড়ে ৩ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় গাড়ী গমনাগমন আরম্ভ হয়। কোন আরোহী অথবা রেলওয়ে কর্ম্মচারী আহত হয় নাই।

বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় জেল রাজনৈতিক বন্দীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গত ২ সপ্তাহের মধ্যে শ্রীযুত সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত স্বরাজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা বেলারাণী চট্টোপাধ্যায়কে অন্যান্য জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শ্রীযুত সুধীরকুমার রায় সঙ্কটশীল অর্ডিনান্সের ৩ ধারা অনুসারে স্থানীয় জেলে আটক ছিলেন। তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ১৮ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বলিয়া স্থানীয় জেল হইতে আরও ১ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

গত ২০শে মার্চ্চ কালীকটে সমুদ্রতীরে জনসভায় বক্তৃতা করিবার সময় শ্রীযুত কে, গোপাল মেনন গ্রেপ্তার হন। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ও (২) এবং দণ্ডবিধির ১১৭ ও ১৪৫ ধারা অনুসারে প্রত্যেক দফায় এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাতাহের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে চৈত্র শনিবার ১৩৩৮, ২রা এপ্রিল ১৯৩২

নানা কথা

তমলুকে পুলিসের গুলী

তমলুক হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে মার্চ্চ তেখালী বাজারে পুলিস যে গুলীবর্ষণ করে তাহার ফলে গোকুল নগরের গোপালচন্দ্র মাঝীর ডান পা নাকি জখম হইয়াছে। প্রকাশ, এদিন নন্দীগ্রাম থানার এলাকাধীন নানা গ্রামের বিস্তর নরনারী বে-আইনী লবণ তৈয়ারীর জন্য উক্ত তেখালী বাজারে সমবেত হইয়াছিল।

স্থানীয় পুলিস জনতাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করে। পুলিস প্রথমে লাঠী ব্যবহার করে, কিন্তু লোকে তাহাতেও সাবধান না হওয়ায় গুলী-বর্ষণ করা হয়। অতঃপর জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। লাঠী চালনার ফলে অনেকে জখম হইলেও গুলী নাকি কেবল একজনের পায়ে লাগিয়াছে। যে লোকটী গুলীর আঘাতে আহত হইয়াছে, তাহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে।

গান্ধীজীর পোষ্যা কন্যা দণ্ডিত

সুরাট হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর পালিতা কন্যা অস্পৃশ্য শ্রেণীসম্ভূতা শ্রীমতী লক্ষ্মী বাঈ জালালপুর তালুকের অন্তর্গত এক গ্রামে গ্রেপ্তার হয়েন। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারায় তাহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। লীলাবতী আসার এবং লক্ষ্মী দেবী নাম্নী অপর দুইটি মহিলাও লক্ষ্মীবাইয়ের সহিত গ্রেপ্তার হয়েন। তাহাদের প্রতিও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

তমলুকে পুলিসের গুলী

কানপুর হোলীতে হাঙ্গামা

সিরাজগঞ্জে জোড়া ডাকাতি

পত্নীশোকে ডাক্তারের আত্মহত্যা

ঝড়ে ৬ খানা গ্রাম ধ্বংস

হাইকোর্টের নূতন জজ

বোম্বাই গভর্ণরের বক্তৃতা

অমৃতসরে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

বিমান দুর্ঘটনা

গান্ধীজীর পোষ্যা কন্যা গ্রেপ্তার

কলেজে পুলিস আক্রমণ

সিরাজগঞ্জে জোড়া ডাকাতি

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, এই মহকুমার রায়গঞ্জ থানার অধীন আমসার গ্রামের জোতদার আমেদ আলীর গৃহে এক ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে গভীর রাত্রিতে প্রায় ২০ জন লোক লাঠী, মশাল ইত্যাদি লইয়া বাড়ী আক্রমণ করে এবং বাড়ীর লোকজনকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া নগদ ও গহনায় প্রায় দুই হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

তারাশ থানার অধীন আসামবাড়ী গ্রামের আলিমদ্দিন সরকারের গৃহেও কয়েকদিন পূর্ব্বে এক ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়াও এখানে সংবাদ আসিয়াছে।

প্রকাশ, গভীর রাত্রিতে আন্দাজ ৩০ জন লোক লাঠী এবং অন্যান্য সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাড়ী আক্রমণ করে এবং নগদ ও অলঙ্কারে ৮০০৲ টাকা পরিমিত লইয়া চম্পট দেয়।

হাইকোর্ট হইতে রুল জারী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, আমেদাবাদের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ডাঃ বি, এন, কানুগাকে পুলিসের আদেশ অমান্যে তাঁহার বাটীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। গত ২৯শে মার্চ্চ বোম্বাই হাইকোর্টে আপীলের এজলাসে বিচারপতি মিঃ বেকার ও ব্রুমফিল্ড এই মর্ম্মে রুল জারী করিয়াছেন যে, উক্ত দণ্ডাদেশ কেন বাতিল হইবে না, তাহার যেন কারণ প্রদর্শন করা হয়।

গুজরাট ব্যবহারাজীব সমিতি ডাঃ কানুগাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া আমেদাবাদে দায়রা জজের এজলাসে আপীল করিয়াছিলেন। তিনি মামলাটি হাইকোর্টে পাঠান।

বিচারপতিরা আপীল গ্রহণ করিয়া উক্ত রূপ রুল জারী করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাকদহ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ফরিদপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুমানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রয়ানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভূবনবন্ধু দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীস্বরূপ বনচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনাগদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীধনিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ   ১১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ২০শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২রা এপ্রিল ইং ১৯৩২ শনিবার   ২৩শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গুরু-বৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ আর জীব সেই বিভুচিতের অণু অংশ। স্বরূপে জীব কৃষ্ণাধীন বা কৃষ্ণ-দাস; কৃষ্ণের সেবাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্মদেহাবৃত জীব ভোক্তাভিমানের প্রাবল্য-বশতঃ অপ্রাকৃত ভগবানের সেবা করিতে পারে না। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' তাই শাস্ত্র, দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুগুরুর নিকট অভিগমন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সাধুগুরুর কৃপায় জীবের প্রাকৃতাভিমান দূরীভূত হয় এবং জীব ক্রমে ক্রমে ভগবৎসেবালাভে সমর্থ হয়। সাধু-মুখে শ্রীচেতনময়ী বাণী শ্রবণ ব্যতীত ভগবৎসেবালাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীবৈকুণ্ঠগুণকীর্ত্তনে সমর্থ। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানা বিষয় কীর্ত্তনমুখে আলোচিত হয়।

পাঠান্তে, 'অনাদি করম ফলে পড়ি' ভবার্ণব-জলে' পদটী কীর্ত্তন করা হয় এবং প্রসাদ বিতরণ করিয়া রাত্রি প্রায় ১০॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

—

হাওড়া জেলার অন্তর্গত মাণিকপুর গ্রামে কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়ের উদ্যোগে ডেল্টা ইন্‌ষ্টিটিউট্ নামে একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে প্রতি মঙ্গলবার দিবস পরমার্থবিষয় আলোচনা হয়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবে এখানে মহাসমারোহের সহিত উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত পণ্ডিত শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহাশয় বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি পরিপূর্ণ সভায় শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। বলরাম প্রভুর বল লাভ ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না এবং তিনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা শিক্ষা দিয়া জীবকে উদ্ধার করেন। বলরাম প্রভুই শ্রীচৈতন্যাবতারে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া আচণ্ডাল সকলকে প্রেম দান করিয়া ভগবৎসেবার যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পদাশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। সেই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। তিনিই জগদ্গুরু। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তোষ লাভ করেন। মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। পরে সকলেই পরিতোষসহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

গত ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার পূর্ণিমা, চন্দ্র-গ্রহণ ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে একটী সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতে পণ্ডিত শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, সর্ব্বজন পিতা শ্রীচৈতন্যদেব গ্রহণচ্ছলে হরিনাম কীর্ত্তনপর হইয়া ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিকে ধন্য করিয়া জগতের হিতার্থে জগন্নাথের শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অচৈতন্য বিশ্বকে নাম-প্রেম প্রচার দ্বারা চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক নিজ পাদমূলে আকর্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মন্দমতি, স্বল্পায়ু কলির জীব বিষয়াভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের আনুগত্যে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে ভব দাবানল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রেম সাগরে মগ্ন হইতে পারেন, ইত্যাদি নিরপরাধে নাম কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সকলকে বুঝাইয়া দেন। পরে কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়ধ্বনিসহকারে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রতি মঙ্গলবার সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া অনেক নূতন নূতন লোক পাঠে যোগদান করিতেছেন

গত ৩০শে ম[illegible] তারিখে শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ খুলনা জেলান্তর্গত নড়াইল বাজারের প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী পরমভাগবত [illegible] আনন্দবাবুর বাড়ী অধিকারী মহোদয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্য-[illegible] পাঠমুখে বুঝাইয়া দেন যে, [illegible] আমাদের নিকট শাস্ত্র, নাম, [illegible] বিগ্রহ [illegible] দাসরূপে উদিত হন, কিন্তু [illegible] দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি না।

যদি কখনও আমরা শাস্ত্রজ্ঞ গুরু—যাঁহার প্রত্যেক কার্য্য শাস্ত্রানুমোদিত, যিনি শাস্ত্রকে [illegible] এবং নামকে 'নিত্য' যাঁহার নিকট নাম [illegible] এক, যিনি শ্রীবিগ্রহে স্বরূপদর্শন করেন এবং স্বরূপধামে সদা ধামবাস করেন, এরূপ গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রবণাদি করি, তাহা হইলে আমরা মঙ্গল লাভে সমর্থ হই।

—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পুরস্কার বিতরণ

আগামী [illegible] এপ্রিল ১৯৩২ রবিবার [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর [illegible]

[illegible] সভার অধিবেশন হইবে [illegible] জজ মিঃ [illegible] কে, [illegible] আই [illegible] সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী
[illegible] সম্পাদক

লোভের পরিণাম ও তাহা জয় করিবার উপায়

এই দুনিয়ায় কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা, রসসমন্বিত বিবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি বহুবিধ লোভের বস্তু আছে। অদ্য কনক লুব্ধ ব্যক্তির পরিণাম ও কনকের লোভ জয় করিবার উপায়ের কথা আলোচনা করিব।

স্বর্ণলিপ্সায় মানব কনকের লোভে তাহার প্রিয়তমা কামিনীর সঙ্গ দীর্ঘকালের জন্য দাম্পত্য পরিত্যাগের অভিনয় করে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, ব্যবসায় বাণিজ্যে জাল জুয়াচুরি করে, আবার চৌর্য্য, দস্যু বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনীর বক্ষে ছুরি বসাইবার কালেও তাহাদের হৃদয় কম্পিত হয় না দেখা যায়; এমন কি আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও পরস্পরের প্রাণ হিংসা করিবার ইতিহাসেরও অভাব নাই।

কথায় বলে অর্থ অনর্থের মূল। ইহার শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সংগ্রহকারীকে ক্ষণিক আনন্দ দান করে মাত্র, তবে ইহা দ্বারা বিবিধ দুঃখ ও বিপদ সমুপস্থিত হয়। ধন উপার্জ্জনকালে বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, আবার উপার্জ্জনের পরও ধনীর চিত্ত সর্ব্বদাই অগ্নি, বন্যা, চোর দস্যু, রাজা প্রভৃতির ভয়ে ভীত থাকে। ধনাসক্ত ব্যক্তি ভগবদ্দর্শন, হরিকথা শ্রবণ, শ্রীধাম পরিক্রমা প্রভৃতি করিয়াও বঞ্চিত হন; কারণ তাঁহাদের চিত্ত নিরন্তর সেই অর্থ চিন্তাতেই রত থাকে। এমন কি ধন বিনষ্ট হইলে পর তাহার শোকে মৃত্যু হইতেও দেখা যায়। দুনিয়াবাসী অনন্তকোটী ব্যক্তি অর্থরূপ অনর্থের জন্য পরমার্থরূপ ভগবৎপাদপদ্মসেবা চিন্তা পরিত্যাগ করে।

গুণরাজখান শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ধনলুব্ধ ব্যক্তির পরিণাম ও উক্ত লোভ জয় করিবার উপায় নিম্নলিখিত কয়েকটী পয়ারে বর্ণনা করিয়াছেন।

সম্পদ ক্ষণেক পরে বিপদ বিস্তর।
ধন উপার্জ্জন-হেতু দুঃখ নিরন্তর॥
ধনবান্ চিত্ত কভু স্থির নয়।
অগ্নি, পানি, চোর, দস্যু শুনে রাজভয়॥
যথা তথা থাকে মন ধনকে চিন্তিয়ে।
ধন-শোক পাইলে লোক
আপনে নষ্ট হয়ে॥
ধন ত্যজি যেই থাকে সেই মহাবীর।
নাহি শোক, নাহি চিন্তা নির্ভয় শরীর॥
বরাটিকা হেতু চিন্তা দিন দিন বাড়ে।
কোটী ব্রহ্মাণ্ডের নাথ তাঁর চিন্তা ছাড়ে॥
কেবা কিবা না বাঞ্ছয়ে, কার কিছু নয়।
যার যেই কর্ম্ম থাকে সেই তার হয়॥
এত বলি লোভ ত্যজ ব্রহ্মে দেহ মন।
অবশ্য করিবে গোসাঞী উদ্ধরণ॥

'ধন ত্যজি' এই অর্থে ফল্গু বৈরাগ্য বুঝিতে হইবে না। যিনি ধনে আসক্তি, ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া উহা কৃষ্ণ সেবার উপকরণ জানিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন, তিনিই মহাবীর বা গোস্বামী, তিনিই কনকের লোভ জয় করিয়াছেন জানিতে হইবে। তাই শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

জীব অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বহুবিধ ভোগবাঞ্ছা করে, তথাপি তাহাদের সে সব বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, কেবল আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে মাত্র। ইহা জানিয়া এবং অর্থকে অনর্থ ও অনিত্য জ্ঞানে তাহার লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় বা তদভিন্ন শ্রীনামব্রহ্মের সেবায় চিত্ত নিয়োগ কর। কৃষ্ণৈকশরণ হইলেই ভগবান্ অনুগ্রহ বিতরণ পূর্ব্বক অবশ্যই পালন ও রক্ষা করিবেন।

কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

শ্রীধাম-নবদ্বীপ

(শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু)

(প্রার্থনা তালসামন্ত)

জয় প্রভু বিশ্বম্ভর, দয়ার ঠাকুর মোর,
শচীসুত নবদ্বীপ-চাঁদ।
তোমার কৃপার বলে, কত পাপী অবহেলে,
কে'টেছে বিষম মায়া-ফাঁদ॥
জয় প্রভু নিত্যানন্দ, পরম আনন্দ-কন্দ,
উরু দয়া করহ প্রকাশ।
আমি অতি দুরাচার, অধম পতিত ছার,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥
জয় প্রভু সীতানাথ, কর শুভ দৃষ্টিপাত,
গৌর-আনা গোসাঞি ঠাকুর।
তিন প্রভু এক হঞা, জুড়াও তাপিত হিয়া,
বিতর হে! করুণা প্রচুর॥
আপন করম-দোষে, গৌরভক্তহীন দেশে,
বদ্ধ আছি দণ্ডাজন-প্রায়।
জনম নদীয়াভূমি, বসতি না পে'নু আমি;
এই দুঃখ সহা নাহি যায়॥
বিশ্বোদরী প্রৌঢ়ামায়া মোরে কৃপান্বিত হ'য়া,
দেখাও গৌরাঙ্গ-লীলাস্থলী।
কবে মায়া আবরণ, করিবে গো উন্মোচন;
বৈষ্ণবাগ্রে হ'স কৃতাঞ্জলি॥
বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল, হেরিয়া মোরে কাঙ্গাল,
তূর্ণ কৃপা করি বিতরণ
শ্রীধামে বসতি দিয়া, হরিনাম শুনাইয়া,
দেখাবেন গৌরাঙ্গচরণ॥
ভুবনমোহন ঠাম, শ্রীগৌরাঙ্গ গুণধাম,
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত।
প্রিয়াজী-সেবিত মূর্ত্তি, দেখিতে কি পাব নিতি,
জুড়াইবে তাপ দগ্ধচিত॥
শ্রীসীতা অদ্বৈত কবে, আমার দর্শন হবে,
জ্ঞান হবে সার্থক জীবন।
অদ্বৈতের কৃপাজ্ঞায়, পুলকিত হবে কায়,
হেরিব শ্রীনিত্যানন্দ ধন॥
অদোষদরশী প্রভু, যেন না ভুলি গো কভু,
শ্রীচরণে কর চিরদাস।
তুমি কৃপা কর যাকে, গৌরাঙ্গ রাখেন তাকে
সুশীতল চরণের পাশ॥
শ্রীনিবাস গদাধর, নিত্য গৌর-পরিকর,
আর যত বৈষ্ণবের গণ।
এদীনে করুণা করি, টে'নে মোরে কেশে ধরি'
নবদ্বীপে লহ গো এখন॥
অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরে, জগন্নাথমিশ্র-ঘরে;
বিষ্ণুপ্রিয়া মায়াপুরচন্দ্র।
যুগল মূরতি দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
জয় বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্র॥
শচীর আঙ্গিনা ধন্য, অদ্যাপিও শ্রীচৈতন্য,
যথায় করেন নিত্যলীলা।
সে ভাগ্য কি হবে কভু, দেখিব নয়নে প্রভু,
জুড়াইবে ত্রিতাপের জ্বালা॥
শ্রীবাসঅঙ্গনে গিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া,
অঙ্গে ধূলি করিব ভূষণ।
নামরসে নৃত্য করি, নিত্যানন্দ গৌরহরি,
করিলেন যথায় কীর্ত্তন॥
শ্রীসীমন্তদ্বীপ যেই, এবে সিমুলিয়া সেই,
যথায় শ্রীপার্ব্বতী আপনি।
লয়ে প্রভু-পদধূলি, সীমন্তে ধরেন তুলি,
জয় জয় গৌরাঙ্গশিরোমণি॥
বেলপুকুরিয়া গ্রাম, বামনপুকুর নাম,
কত গুপ্ত লীলা কথা শুনি।
নয়নে দর্শন কবে, এ দীনের ভাগ্যে হবে,
লুটাইব পড়িয়া ধরণী॥
কবে শ্রীগোদ্রুমবনে, প্রবেশি' আনন্দ মনে,
গৌরলীলা আবেশিত মন।
ধূলি ধূসরিত হ'য়া, গৌরহরি নাম ল'য়া,
ধন্য হবে তাপিত জীবন॥
মধ্যাহ্ন-লীলার স্থান, মধ্যদ্বীপ বর্ত্তমান,
মহাপ্রভু বিহরেন যথা।
শুনিয়া বৈষ্ণবমুখে, ভাসিব পরম সুখে,
মধু হ'তে সুমধুর কথা॥
ক্রমে নবদ্বীপ শোভা ভক্তভৃঙ্গ চিত্ত লোভা,
হবেন কি প্রকট নয়নে?
হে গুরুবৈষ্ণবগণ, আমি অতি অকিঞ্চন,
কৃপা করি রাখ গো চরণে॥
দিন দিন আয়ুহীন, মায়াবশে রাত্রিদিন,
বৃথা কাজে চলিয়া যে'তেছে।
শ্রীজাহ্নবী শ্রীনদীয়া, অকৈতবে কর দয়া,
শমন লাগিয়া আছে পিছে॥
গৌরধাম চিন্তামণি, বিলাস-রসের খনি,
আনন্দের নাহিক বিরাম।
বৈষ্ণবের কৃপা কবে, এ'দিন পামরে হবে,
শ্রীধামেতে পাইব বিশ্রাম॥
কোল, ঋতু, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম, রুদ্রদ্বীপ,
এই পঞ্চ পশ্চিমে গঙ্গার।
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাস্থলী, দেখে ভক্ত কুতূহলী,
হেন ভাগ্য হবে কি আমার॥
কাংস্য, করতাল, মৃদঙ্গ রসাল,
শিঙ্গা, ধ্বজা সুশোভিত।
আনন্দ হুঙ্কার, জয় জয় নাদ,
সংকীর্ত্তন-মুখরিত॥
ভকত-নর্ত্তন, গৌর-উদ্দীপন,
সকল নদীয়া ভরি'।
বিনা হরিধ্বনি, কিছু নাহি শুনি,
ধূলায় রহিব পড়ি'॥
সুধামাখা নাম, হরে কৃষ্ণ রাম,
দুর্ল্লভ গোলোক ধন।
পরম-করুণ, নিতাই গৌরাঙ্গ,
করিলেন বিতরণ॥
কীর্ত্তন-সিন্ধুর, কল্লোলবিন্দু,
কর্ণদ্বারে প্রবেশিয়ে।
করিবেন কবে, ব্রজপ্রেমাপ্লুত,
এই অভাগার হিয়ে॥
গঙ্গাতীর-পথে, স্বগণ সহিতে,
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি।
উদ্দণ্ড নর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে,
ব্রহ্মাণ্ড দিলেন ভরি॥
গৌরহরি ধ্বনি, নামচিন্তামণি,
কত শক্তি তায় ধরে।
এই দীন হীন, হ'য়ে সুদীন,
যেন দিবানিশি স্মরে॥
গললগ্নবাসে, বৈষ্ণব সকাশে,
সকাতরে ভিক্ষা চাই।
টেনে লহ মোরে, নদীয়া ভিতরে
গৌরহরি গুণ গাই॥

(বিজ্ঞপ্তি)

গোরাচাঁদ! তুমি তো দীনের বন্ধু।
নবদ্বীপ-ধামে, বাস দিয়া মোরে,
প্রকাশ করুণাসিন্ধু॥
গোরাচাঁদ! ভজন সাধন হীন।
এ হেন পামরে, দয়া কি হইবে,
আমি যে কুকর্ম্মে লীন॥
গোরাচাঁদ! দয়ার ঠাকুর তুমি।
দয়া প্রকাশিয়া, আমারে টানিয়া,
লওহে নদীয়া ভূমি॥
গোরাচাঁদ! হৃদয়ে উদয় হও।
অনাথ এ দীন, সনাথ হইবে,
চিরদাস ক'রে লও॥
গোরাচাঁদ! আর যে সহেনা ক্লেশ॥
তুমি না হেরিলে, কার কাছে যাব,
নাহিক সুকর্ম্ম লেশ॥
গোরাচাঁদ! গতি নাই তোমা বিনে।
কেহ নাহি যার, তুমি আছ তার,
এ বড় ভরসা মনে॥

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, প্রতিষ্ঠ, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসহকারে নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজ্যাদেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন অধ্যাপক, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ৩৲ ।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, মাধবের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, আরতিসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীনামাপরাধ মহিমা, শ্রীনবোদ্দেশ-প্রভৃতি অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাভরণ ফুলমালার ন্যায় অঙ্গে কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর, গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সুব্যবস্থিত এক উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাত্মগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত নির্দ্দেশ জানা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধক ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার, বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। একরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—সংসঙ্গ—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ্ব কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নির্ব্বিশেষবাদি শাস্ত্র-মতবাদ-খণ্ডনকল্পে এই গ্রন্থানুষ্ঠিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় মাধুর্য্য বৈষ্ণবাচার, কোন্দল নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভাবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধ লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের একরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

[illegible] ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] সাহত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। [illegible]দেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

[illegible]য়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে [illegible], ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা [illegible] ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ [illegible] লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রন্থ [illegible]

১১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

চাঁদা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৷৷০, মাসিক ১৲ নগদ ৻৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥০ [illegible] কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

'পরবিদ্যাপীঠ'

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদ্ধতি অনুসারে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রালোচনার সহিত [illegible] এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ [illegible] সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো
হাফটোন ব্লক,	পত্র কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদিগকে জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—প্রেসবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ [illegible], বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কাটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিমা) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঝড়ে ৬ খানা গ্রাম ধ্বংস

ঝড়ের ধ্বংস কার্য্যের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আমরা পাইতেছি। ছয়টা গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল গ্রামে সমুচে একখানা ঘরও দাঁড়াইয়া অবস্থায় নাই। ঝড়ের সময় চার জন লোক ঘর চাপা পড়িয়া মারা যায়। বারজন লোক অতীব গুরুতর অবস্থায় এখনও আছেন। আহতের সংখ্যাও খুব বেশী। খাদ্য ও পরিধেয় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় লোক সমূহ অনাহারে দিন কাটাইতেছে। ইহারা এখন গৃহহীন ও নিরাশ্রয়। গত বন্যার যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল তাহার তুলনায় এবার ক্ষতি ও লোকের কষ্ট আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে।

কলেজে পুলিস আক্রমণ

লাহোর হইতে প্রকাশ, দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজের অধ্যাপক সন্তরাম প্রধান সাব জজের এজলাসে ৩ জন পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে যে ক্ষতিপূরণের মামলা আনিয়াছিলেন, তাহার রায় প্রদত্ত হইয়াছে। অভিযোগ ছিল, ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদে যেদিন কলেজে পিকেটিং হয়, সেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর পুলিস কলেজের ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রহার করে ও জিনিষপত্র নষ্ট করে। সাব জজ বাদীকে ৫॥ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাইবার ডিক্রী দিয়াছেন।

কানপুর হোলীতে হাঙ্গামা

কানপুর হইতে প্রকাশ, গত ১০ দিন যাবত হিন্দুগণ হোলী উপলক্ষে রং এবং কাদা লইয়া উৎসব করিতেছেন। এই উৎসবে হিন্দুদের মধ্যে এক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে ২ জন লোক আহত হইয়াছে।

হোলী উৎসবের পূর্ব্বে যে সকল গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছিল, তাহাদিগকে জেল হইতে মুক্তিদান করিয়া সঙ্কটকালীন অর্ডিনান্স অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া গত ৩০শে মার্চ্চ প্রাতে ছয় ঘটিকার মধ্যে কানপুর সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করা হইয়াছে।

বোম্বাই গভর্ণরের বক্তৃতা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২০শে মার্চ্চ বোম্বাই বণিক সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে বোম্বাইয়ের গভর্ণর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ব্যবসায়ের বর্ত্তমান দুরবস্থা আংশিক ভাবে পৃথিবীর অবস্থা দ্বারা সৃষ্ট হইলেও উহা প্রধানতঃ কংগ্রেসের সৃষ্ট অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সরকার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেও নূতনশাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন এবং রাজস্বের উন্নতি বিষয়ে তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েন নাই। শেষোক্ত কার্য্যেই প্রকৃত প্রতীকার লাভ হইবে। গভর্ণর এই আশা দিয়াছেন যে, লণ্ডন, দিল্লী এবং বোম্বাই সর্ব্বত্রই শাসন সংস্কারের প্রবর্ত্তন জন্য চেষ্টা চলিতেছে। শাসন সংস্কারের ফলে বৃটিশ বণিকদিগের স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে এবং শাসনকার্য্যের উপর ভারত কার্য্যতঃ অবাধ প্রভুত্ব লাভ করিবে।

অমৃতসরে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে মার্চ্চ প্রাতে স্থানীয় পুলিস মজলিস অরহর আফিসে খানাতল্লাস করে এবং মহম্মদ ইকবাল, মহম্মদ ইয়ুসুফ এবং বাহুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহারা সকলেই উক্ত সমিতির সদস্য।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায়, গত ৩০শে মার্চ্চ রতনলাল ভাটিয়া, লাল মুকুন্দ লালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পিকেটিং করার সময়, দুই জন মুসলমান এবং একজন শিখ স্বেচ্ছাসেবককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ২৯শে মার্চ্চ যে দশজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

হাইকোর্টের নূতন জজ

নূতনদিল্লী হইতে গত ২০শে মার্চ্চ এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় মিঃ পিয়ারসন আগামী ২রা এপ্রিল হইতে ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছুটী লইবেন। তাঁহার স্থলে কলিকাতার ছোট আদালতের চীফ জজ ব্যারিষ্টার মিঃ রেমফ্রেকে সপারিষদ বড়লাট সাহেব অস্থায়ী ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করিয়াছেন।

পত্নীশোকে ডাক্তারের আত্মহত্যা

প্রকাশ, রাজসাহী জিলা বোর্ডের একজন মেডিকেল অফিসার গত ২৯শে মার্চ্চ রাত্রি ২টার সময় তাঁহার বাসভবনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ইহার ৪ দিন পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী হঠাৎ পুড়িয়া মারা যান। ডাক্তার এত বেশী উতলা হন যে, তিনি হাইড্রোসিনিক এসিড খাইয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও মাতা এবং একটী অল্প বয়স্ক পুত্র বর্ত্তমান।

কুমিল্লায় গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার ও আর কয়েকজন মহিলা একটী শোভাযাত্রা পরিচালন করেন। শোভাযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন যখন অননুমোদিত কংগ্রেসের বিজ্ঞপ্তিপত্র বিতরণ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। উক্ত জনতা থানা পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করে। নিম্নলিখিত পুরুষ ও মহিলাগণ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী দে, শ্রীযুক্তা সুহাসিনী দেবী ও আর একজন মহিলা এবং শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ, শ্রীযুত হিড়াকচন্দ্র দেবনাথ, শ্রীযুত জলধর গোস্বামী ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত।

গাঁটকাটার কঠোর কারাদণ্ড

গত মঙ্গলবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গাঁট কাটিবার অপরাধে সেখ রমজান আলি নামক এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছিল। প্রকাশ, আসামী হাওড়ার পুলের উপরে জনৈক পথিকের পকেট মারিয়া এক টাকা আত্মসাৎ করিবার কালে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া যায়। আসামী পথিককে তিন আনার পয়সা ঘুস দিয়া সরিয়া পড়িবার ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু পথিক তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া পুলিসে সমর্পন করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দুই বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। জেল হইতে খালাস হওয়ার পরে আরও দুই বৎসরকাল পুলিসের নজরে থাকিতে হইবে।

মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা

মীরাট হইতে প্রকাশ, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রীযুক্ত যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেশাইয়ের পক্ষের ব্যারিষ্টার শ্রীযুত সিংহ জ্বরে শয্যাশায়ী হওয়ায় জজ আসামী গৌরীশঙ্করকে তাঁহার নিজের পক্ষে সওয়ালজবাব করিতে বলেন। শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর ৫ মিনিটের মধ্যে তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। তিনি এসেসরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, সরকারী ও আসামী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। যদি এ কথা সপ্রমাণ হয় যে তিনি ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি উচ্চতম দণ্ড লইতে প্রস্তুত।

অন্য কোন আসামী তাঁহাদের নিজ নিজ পক্ষে সওয়ালজবাব করিতে সম্মত না হওয়ায় জজ মামলা গত ২৯শে পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখিয়াছিলেন।

বিমান দুর্ঘটনা

কেপটাউন হইতে প্রকাশ, বৈমানিক মলিসন বেলা ৮টা ২৪ মিনিটের সময় তাঁহার বিমানাবাসের উপর দিয়া উড়িতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার বিমানখানি ফাঁসিয়া যায়। মলিসনের বিমান ফাটিয়া ফাঁসিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মলিসনের নিজের কোনও বিপদ ঘটে নাই। মলিসন মোটরযোগে বিমানাবাসে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা শোচনীয়, তবে ও জ্বরে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে।

পার্ব্বত্য আফগানদিগের উপদ্রব

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে মার্চ্চ তারিখে আফগান-পার্ব্বত্য-জাতির লোকেরা সামরাজ্য ব্লক সামরিক পোষ্টের সেনাদলকে আক্রমণ করে। উহাদের সংখ্যা ১ শত ৫০ হইতে ৩ শতের মধ্যে ছিল। ২৭শে মার্চ্চ অপরাহ্নে একদল সেনা আক্রান্তদিগের সাহায্যার্থে সামরাজায় উপস্থিত হয়। ৫ জন সেনা আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ২৮শে তারিখের সংবাদে জানা যায় যে, আফগানরা আফগান সীমান্ত পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের ২ জন নিহত হইয়াছে। রাজকীয় সামরিক বিমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ জন্য প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু প্রতিকূল নৈসর্গিক অবস্থায় উহার কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg. No. C1454.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৴
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২শে চৈত্র সোমবার ১৩৩৮, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩২

মহিলার অদ্ভুত বীরত্ব

অগ্নিকাণ্ডে তিন জনের মৃত্যু

চুচুড়ায় আবার ডাকাতি

পাবনায় ডাকাতের উপদ্রব

৭ টাকায় ৭টি জমিদারী

নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের ভীষণ দাঙ্গা

ঢাকায় ডাক লুঠ

গ্রামবাসীদের মধ্যে হাঙ্গামা

ম্যাজিষ্ট্রেটকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ

পুলিস কর্ত্তৃক সভা ছত্রভঙ্গ

বালকের রহস্যজনক মৃত্যু

নানা কথা

মহিলার অদ্ভুত বীরত্ব

জোড়হাট হইতে প্রকাশ, একজন মহিলা গভীর রাত্রিতে কিরূপে ৩ জন ডাকাতের সম্মুখীন হইয়া একজনকে নিহত ও আর দুইজনকে পরাভূত করিয়াছে গৌহাটীর 'আসামীয়া' পত্রে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ৩ জন ডাকাত গভীর রাত্রিতে ডিব্রুগড় হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী মোরানহাট ষ্টেটের জনৈক কেরাণীর বাটীতে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা যখন ঐ বাটীতে উপস্থিত হয় তখন উক্ত কেরাণী বাটীতে ছিলেন না। দস্যুগণ প্রাণনাশের ভয় দেখাইলে কেরাণীর পত্নী তাহাদিগের হস্তে ট্রাঙ্ক এবং সিন্দুকের চাবি অর্পণ করেন। অতঃপর দুর্বৃত্তগণ ট্রাঙ্ক ও সিন্দুক খুলিয়া কয়েক হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি হস্তগত করে। উক্ত মহিলা এবং তাঁহার ২ জন দাসীকে একটী খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়। ইত্যবসরে গৃহের মধ্যে খাটিয়ার শায়িত একটী শিশু ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে এবং জননীর সকরুণ প্রার্থনায় ডাকাতেরা শিশুটীকে আহার্য্য প্রদান করিবার জন্য তাঁহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়। তৎপর ঐ মহিলা তাঁহার বন্দুকটী লইয়া উহার মধ্যে গুলী ভরিয়া ৩ বার গুলী বর্ষণ করেন, ফলে একজন দস্যু নিহত ও আর একজন আহত হয়। ঐ ষ্টেটের [illegible] ম্যানেজার বন্দুকের গুলীর উচ্চ শব্দে জাগরিত হইয়া দ্রুতগতিতে ঘটনা স্থলে গমন করিয়া একজন দাঙ্গাবাজকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পান। তিনি ভৃত্যদিগের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া পুলিসের সংবাদ দেন।

চুচুড়ায় আবার ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, চুচুড়ার সদর সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত মগরার দক্ষিণ পূর্ব্বে তিন মাইল দূরে লক্ষ্মনগর হইতে গত ৩১শে মার্চ্চ এক ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে।

ঘটনার দিন রাত্রি তিনটার সময় একজন দুর্বৃত্ত শ্রীযুত দুর্গাচন্দ্র দাসের বাটীর দেওয়াল ডিঙ্গাইয়া ভিতরে যায় এবং দরজা খুলিয়া দিলে প্রায় ২০ জন ডাকাত ভিতরে প্রবেশ করে। সকলেরই নিকটই অস্ত্রশস্ত্র ছিল। প্রায় ১২ জন লোক বাড়ীতে পাহারা দিতেছিল [illegible] অবশিষ্ট সকলে দরজা ভাঙ্গিয়া [illegible] প্রবেশ করে। শ্রীযুক্ত দাস [illegible] এক বর্শা লইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শ্রীযুক্ত দাস একজনকে আহত করেন, পরে তিনি আহত হন। তাহারা শ্রীযুত দাসের মাতা এবং স্ত্রীর গহনা খুলিয়া লয়। বিভিন্ন ঘর হইতে বাক্স ও ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহারা অর্থ ও অলঙ্কারে ৮৫০৲ টাকা লইয়া উধাও হয়। ঘটনার সময় ডাকাতেরা ফাঁকা আওয়াজ করিতেছিল। সমবেত প্রতিবাসীরা সেই ভয়ে দূরে দূরেই ছিল। ডাকাতেরা পলাইয়া যাইবার সময় পিছনদিক হইতে দরজায় ছিটকিনি লাগাইয়া দিয়াছিল। পুলিস অনুসন্ধান করিতেছে।

গ্রামবাসীদের মধ্যে হাঙ্গামা

মাহিরা হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে দুইদল গ্রামবাসীর মধ্যে এক ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। দূরবর্ত্তী এক গ্রামে ষাঁড়ের লড়াই দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় এই হাঙ্গামায় ৫ জন লোক গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিস ৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! **সুবর্ণ সুযোগ!!**

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম এবং তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০৷০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের শব্দব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির বৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈদভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দস্যুব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির সঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃগাদ্যধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'সাত্বত-স্মৃতিই বিধি ও প্রত্য পালা', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (দুই খানা একত্রে) ভিক্ষা ৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের** সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বেদবিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ত্যত্ত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা [illegible] গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রেষ্ঠতম শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতি প্রাঞ্জল ও [illegible] ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর [illegible] কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম [illegible] ও [illegible]। ভিক্ষা বাঁধাই [illegible] আনা, অবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ৩৲।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C1454.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৮, ৫ই এপ্রিল ১৯৩২

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লাট

২২ জন স্ত্রীলোকের কারাদণ্ড

বসন্ত বাবু

বালককে হত্যার চেষ্টা

পুত্র কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা

হাজিপুর ডাকাতি মামলায় প্রাণদণ্ড

মিঃ সৌকৎ আলির উক্তি

জলাশয় মধ্যে নর কঙ্কালসহ নৌকা

কাঁদিতে সশস্ত্র ডাকাতি

ব্যাঙ্কে ৩০ হাজার টাকা তছরূপ

কাছারীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

নানা কথা

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লাট

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বাঙ্গালার [illegible] ২রা এপ্রিল জাহাজে আরোহণ করিয়া বিলাত রওনা হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বিদায় বাণীতে বলেন যে, ভারতবাসীর প্রতি তিনি কেবলমাত্র অকৃত্রিম শুভেচ্ছাই পোষণ করেন। তিনি আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হইবে। তিনি দৃঢ়তার সহিত জ্ঞাপন করেন যে, স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ-জাতি ভারতের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করিবে না।

ভারত সরকার ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সদস্য স্যার জেমস ক্রেরারও ঐ জাহাজে বিলাত রওয়ানা হন। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, ইংরাজ রাজত্বের মধ্যে ভারতকে পরিতৃপ্ত অংশীদাররূপে দেখিবার আশা তিনি করেন।

পুত্র কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, আমেদাবাদের নিকটবর্ত্তী ভেজলপুর গ্রামে কয় খানা নামক এক বালকের সহিত, তাহার বৃদ্ধ পিতায় ঝগড়া হয়। বালকটী ক্রোধে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে কোদালী দ্বারা আঘাত করে। ফলে, বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মিঃ সৌকৎ আলির উক্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১লা এপ্রিল সন্ধ্যাকালে মিউনিসিপ্যাল বোম্বাই-এর অধিবাসীদের আপোষ সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশনে মিঃ সৌকৎ আলি বলেন যে, যে সকল লোক কংগ্রেসের নীতিতে বিশ্বাস করে না, কংগ্রেস যদি তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে না দেয়, তাহা হইলে সহরের সাম্প্রদায়িক শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বিদেশী ব্যবসার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ না করিলে, সর্দ্দার সুলোমান মিঠাকে কংগ্রেস বয়কটের তথাকথিত ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন, মিঃ সৌকৎআলি তাহারও উল্লেখ করেন।

বসন্ত বাবুর কারাদণ্ড

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, ত্রিপুরা জিলা কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সভাপতি ও দ্বিতীয় অধিনায়ক শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার গত ২৬শে মার্চ্চ মাধাকরগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী, বাঙ্গালিস কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রমোহন ভৌমিক, অশ্বিনীকুমার মজুমদার, প্রসন্নকুমার মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন সাহা, ও ললিতমোহন নাথ শেষোক্ত ব্যক্তিরা চিওড়াপলিয়া লাউতলি কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবকসহ হাসনাবাদে যেস্থানে গুলীবর্ষণ করা হয়, ঠিক সেই স্থানে সভা করিবার জন্য গ্রেপ্তার হয়।

বসন্তবাবু ২নং অর্ডিন্যান্সের ২১ ধারা অনুসারে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (২) ধারায় আর ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। দণ্ড দুইটির ভোগ এক সঙ্গে হইবে। তাঁহাকে জেলে 'বি' শ্রেণীতে রাখিতে বলা হইয়াছে।

শ্রীযুত মজুমদারের সঙ্গী ভদ্রলোকেরা ৯ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'সি' শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সঙ্কটশক্তি অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় জেলে ২ মাস আটকাইয়া রাখা হয়। তাঁহাদিগকে সংপ্রতি ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২।* শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাকদহ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ফরিদপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	শ্রীমায়াপুর		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমামহোৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে খ্যামোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধন্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ প্রাণবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগতারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রণতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রী...দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮৫ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমঠ

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুড়িয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীসনকবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনপুর, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপশুপতিনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনলালজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, হুগলী

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, কাপেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৪ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৩শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ২৮শ সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

পারিতোষিক-বিতরণী-সভা

৩রা এপ্রিল রবিবার দিবস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে বালকগণকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের 'অবিদ্যা-হরণ'-নাট্যমন্দিরে বেলা ৪॥০ সাড়ে চা'র ঘটিকার সময় বিদ্বজ্জনমণ্ডিত একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে নদীয়া জেলা সেসন্ জজ্ শ্রীযুত ব্রজকান্ত গুহ এম-এ, আই-সি-এস্ মহোদয় এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এডিসনাল সেসন্ জজ, শ্রীযুত অনাদিরঞ্জন বসু এস-ডি-ও, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-নাথ সেন, এম্-এ, আই ই এস্, শ্রীযুক্ত সত্যশরণ গুহ প্রথম মুন্‌সেফ, শ্রীযুত রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত দ্বিতীয় মুন্সেফ, শ্রীযুত সুধীন্দ্রকুমার মল্লিক বি-এল, শ্রীযুত ললিতকুমার চাটার্জ্জী এড্‌ভোকেট্, শ্রীযুত উমাপদ চাটার্জ্জী বি-এল, শ্রীযুত শৈলেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল, শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম-এ, শ্রীযুত মুরারিমোহন অধিকারী ডি-এস্-পি, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার ভৌমিক কাননগো, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার বসু, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার সরকার, শ্রীযুত কালীপদ রায়, শ্রীযুত কালীপদ সরকার শ্রীযুত রেণুপদ বিশ্বাস প্রমুখ বহু উচ্চপদস্থ ও উচ্চশিক্ষিত সজ্জন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্র-বৃন্দ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আগত ও স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন

কার্য্যারম্ভ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা সভামণ্ডপ সুসজ্জিত করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দনামুখে শ্রীল প্রভুপাদের, সভাপতি মহোদয়ের ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের গল-দেশে সুসজ্জিত সুগন্ধি পুষ্পমালা প্রদান-পূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

অভিনন্দন-পত্র পাঠ

সারস্বত-বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ সংস্কৃত স্তব ও সভাপতি মহোদয়কে প্রদত্ত একটী সংস্কৃত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণ একটী বাঙ্গালা ভাষায় ও অপরটী ইংরাজি ভাষায় লিখিত দুইটী অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেড মাষ্টার শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন।

পারিতোষিক বিতরণ

অনন্তর সভাপতি মহোদয় ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিলে পর কৃষ্ণ-নগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী উপদেশপূর্ণ সারগর্ভ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জীবের কর্ত্তব্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শ্রীচৈতন্যের দান ও অমন্দোদয়-দয়া, আধ্যক্ষিক জ্ঞান ও অধোক্ষজ জ্ঞান প্রভৃতি নিত্যমঙ্গলপ্রদ ও জীবের সর্ব্বাবস্থায় শ্রোতব্য শ্রীচৈতন্যবাণী জলদগম্ভীরস্বরে সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট প্রায় একঘণ্টাকাল যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

সভাপতির বক্তৃতা

অবশেষে বিদ্বজ্জনবরেণ্য সভাপতি মহোদয় নিজের দৈন্যজ্ঞাপনমুখে বলেন—

"আপনারা আমাকে আজ এই মহতী সভার সভাপতির পদে বরণ ক'রেছেন, তা অতি বড় কথা। আমি কিন্তু এ সভার সভাপতি হইবার প্রকৃত যোগ্যপাত্র নই। আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় অনেক কথা বলেছি কিন্তু আজ নূতন ধরণের অনেক উপদেশপূর্ণ কথা শুনবার সুযোগ লাভ করলাম। আপনারা আশা করতে পারেন, আমি অনেক কথা বল্‌বো কিন্তু আমি যা শুনলাম তাতে আমার আর বল্‌বার কিছু নাই।

আমি কয়েকদিন হ'ল নদীয়া জেলায় এসেছি। এখানে এসে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান দেখ্‌বো মনে করেছিলাম; স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগণের দয়ায় আমার আশা সফল হ'ল। আজ আমি শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের প্রকৃত জন্মস্থান দর্শন ক'রে ধন্য হ'লাম। আমি কিছু দেখ্‌তে এসেছি, কিছু শুনতে এসেছি, কিছু শিখ্‌তে এসেছি, কিছু বল্‌তে আসি নাই। আপনাদের কৃপায় আমি আপনাদের কাছ থেকে অনেক শুনলাম, অনেক দেখ্‌লাম ও অনেক বিষয় শিক্ষা করলাম।

এই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, ছাত্রগণও সৌভাগ্যবান্ এবং স্থানটীও অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর, শিক্ষকগণও আদর্শচরিত্র। স্কুলের বার্ষিক রিপোর্টে বিদ্যালয়ের সদুদ্দেশ্য ও সুব্যব-স্থার বিষয় শুনে আনন্দিত হ'লাম। স্কুলের অর্থাভাবও আছে। ছাত্রগণের এরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকলে তা'রা জীবনে নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমার প্রার্থনা, ছাত্রগণ যেন মনো-যোগসহকারে এই সৎশিক্ষা লাভ করবার ও সচ্চরিত্র হ'বার জন্য যত্ন করেন। আমার প্রতি প্রদত্ত সম্মানের আমি অযোগ্য। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের এরূপ সদনুষ্ঠানের জন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।" ...

সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সকল ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপ-নান্তে সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীল প্রভুপাদের ও প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের বক্তৃতার সারাংশ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

নবদ্বীপ সহর হইতে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর আসিবার বর্ত্তমানে অপূর্ব্ব সুযোগ হইয়াছে। স্বরূপগঞ্জের ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত একটী সুন্দর রাস্তা সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সম্ভব—এই মাসের মধ্যেই রাস্তাটী সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।   সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২,৮০, দশম স্কন্ধ ১২; সমগ্র ৮০।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্লোক সূত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তমকাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উজ্জ্বরতের নিয়ম ও নিরম্বুগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গ সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের কোপ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুরস্ফুর 'গতিস্ফুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সৃষ্টাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'শাস্ত্র-স্মৃতিবিধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ', 'ভগবৎ সর্ব্বদা পারত্র্য', ভ্রামকি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ১ খানা একত্রে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা। অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ত্যাজ-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষিতা ও সত্যাপেক্ষিতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবৈশকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিধদর্শনবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ। গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ২।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলীসহ নবদ্বীপের নানা বিবরণ-গ্রন্থ। মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত নারায়ণ রায় এম. এ. লিখিত, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা নহ। উৎকৃষ্ট মরকো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, মহাজনের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার স্থায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-রঞ্জন" নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় সুপ্রচারিত সম্মোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজনতত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার, বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অপ্রকটীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর - নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

ভজনরহস্য

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও অনবদ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীলগোস্বামিশাস্ত্র মতোদধি-মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভজনবিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

জমিদার স্ত্রী মুক্ত

ঝুলী গঞ্জ হইতে প্রকাশ, পুলিস গত সোমবার পাইকপাড়ায় লাঠি চালাইয়া একটা বয়কট সভা ভঙ্গ করিয়া দেয়।

মালাখানগরের জমিদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসুর স্ত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা শুক্রাকুরঘাকে মুন্সীগঞ্জের এক কংগ্রেস সভায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য দণ্ডবিধির ১১৭ ধারায় গ্রেপ্তার করিয়া মুন্সীগঞ্জে আনা হইয়াছে। তাঁহাকে হাজতে পাঠান হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত বাবু নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ২ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তিনি হিজলীর স্পেশাল জেলে দণ্ডভোগ করিতেছেন।

ফৌজদারির ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া, মুন্সীগঞ্জে শোভাযাত্রা বাহির করায় শ্রীযুক্ত কালীপদ চক্রবর্ত্তী ও আর ৪ জন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

নবাবগঞ্জের শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আউটসাহী যুনিয়ন বোর্ডের সম্মুখে পিকেটিং করার জন্য গত ৩১শে মার্চ ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

হাজিপুর ডাকাতি মামলায় প্রাণদণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, হাজিপুর ডাকাতি মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রামদেনী সিং স্থানীয় গভর্ণরের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া যে আবেদন করেন, উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে এইবার রাজপ্রতিনিধির নিকট দয়া ভিক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এ দিকে প্রাণদণ্ডের দিন ৬ই এপ্রিল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ব্যাঙ্কে ৩০ হাজার টাকা তছরুপ

কালীকট হইতে প্রকাশ, কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষার সময় জানা গিয়াছে যে, ব্যাঙ্কের ৩০ হাজার টাকা তছরুপ হইয়াছে। এই ব্যাপারটা ধরা পড়িবার পর ব্যাঙ্কের অস্থায়ী সেক্রেটারী নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ব্যাঙ্কের একজন কেরাণী গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং সমবায় বিভাগের ২ জন হিসাব পরীক্ষক অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

জলাশয় মধ্যে নরকঙ্কালসহ নৌকা

সংবাদে প্রকাশ এই যে বর্দ্ধমান জেলার 'বিজুর' নামক গ্রামে একটী পুষ্করিণী হইতে পাঁক তুলিবার সময় (১ মাস হইল) একখানি নৌকা উঠিয়াছে; নৌকার মাস্তুলটী প্রায় ৯।১০ হাত; নৌকা মধ্যে ১০।১২টী নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। নৌকা খানি সব উঠে নাই—তোলা হইতেছে। নর-কঙ্কালের মাথা কয়টী ঠিক আছে; কিন্তু দেহের হাড়গুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

কাশী পুলিসের নামে মামলা

বেনারস হইতে প্রকাশ, বেনারস জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, ওয়েল গত ৩০শে মার্চ নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন।

দশাশ্বমেধ থানার কতিপয় পুলিস কনেষ্টেবলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্ত ফলে একজন হেড কনষ্টেবল ও ৪ জন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে মামলা আনার উপযোগী প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দণ্ডবিধির ৫০৯ ও ৩২৩ ধারা অনুসারে উহাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, শীঘ্রই জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহাদের মামলায় শুনানী আরম্ভ হইবে। কোন ব্যক্তি সরকার পক্ষে সাক্ষী দিতে ইচ্ছা করিলে সরকারী উকীলকে জানাইবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট উপরিলিখিত যে অভিযোগ তদন্ত করেন, ১২ জন নারী স্বেচ্ছাসেবিকা তাহা আনয়ন করিয়াছিলেন।

কাছারীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার বৈকালে স্থানীয় কলাবাড়ী জমিদারের কাছারীতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কাছারী, স্থানীয় এক ডাক্তারের গৃহ এবং একটী হোটেল সম্পূর্ণ পুড়িয়া গিয়াছে। বহুমূল্য দ্রব্যাদি, এষ্টেটের কাগজপত্র প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আগুনের কারণ জানা যায় নাই।

গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে বেলা ২টায় সদর সহরের মিউনিসিপ্যাল এলেকার মধ্যে এক ভীষণ আগুন লাগে। দুই আগুন তিন দিন স্থায়ী হয়। ফলে মাণ্ডাভাঙ্গার বড় বড় পাটের গুদাম, দোকান, সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডের ঘরসমূহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ তিন লাখ টাকা। অন্য খবর পাওয়া যায় নাই।

বোম্বাইয়ে ২ হাজার লোক গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত জানুয়ারী মাস হইতে বোম্বাই সহরে মোট গ্রেপ্তার ও দণ্ডিতের সংখ্যা সম্বন্ধে প্রায় ২ হাজার লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন তন্মধ্যে ১০৭ জন মহিলা আর ২ শত জনকে সারাসার অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৪০ হাজার অনন্ত মাদিত পত্রিকা ধ্বংস করা হইয়াছে।

বিহারের নূতন লাট

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের নূতন লাট স্যার জেমস সিফটন, লেডী সিফটন ও কুমারী সিফটনকে সঙ্গে লইয়া গত ১লা এপ্রেল প্রাতে পি এণ্ড ও কোম্পানী ডাক ষ্টীমার কাইসার ই হিন্দযোগে বোম্বাইয়ের লাট-প্রাসাদে গমন করেন। গত সোমবার রাত্রিতে তাঁহারা তথা হইতে পাটনা যাত্রা করিয়াছে

আরামবাগে জরিমানা আদায়

হুগলী হইতে প্রকাশ, আরামবাগ নতিবপুরের শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান তিনকড়ির জরিমানার ৩০ টাকা আদায় করিবার জন্য পুলিস কালীপদ বাবুর কতকগুলা জিনিষ ক্রোক করিয়াছে। আরামবাগের নন্দনপুরের অমূল্য চন্দ্র দুটে, বাবুরাম সানাক ও শ্রীরাম মাইতিরও কতকগুলা জিনিষ পুলিস ক্রোক করিয়াছে।

চিন্তামণির প্রতি পুলিস

লাহোর হইতে প্রকাশ, রাজা নরেন্দ্রনাথ, লোথিয়ান কমিটীর সদস্যদের সংবর্দ্ধনার জন্য গত ১লা এপ্রিল সন্ধ্যাকালে যে প্রীতি সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত সি, ওয়াই চিন্তামণি তথায় যাইবার সময় পুলিস তাঁহার মোটর আটক করে এবং তাঁহার পরিচয়-পত্র দেখিতে চাহে। তাহাদের এই ব্যবহারে অপমানিত বোধ করিয়া শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মোটর ফিরাইয়া বাসায় চলিয়া যান।

বালককে হত্যার চেষ্টা

পুণা হইতে প্রকাশ, পুণার সহকারী দায়রা জজ মিঃ ডি, সি, যোশী, শঙ্কর দোলনী এবং ধান্দি বাংরা নামক দুই ব্যক্তিকে হত্যা এবং চুরির অভিযোগে যথাক্রমে ৭ এবং ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দণ্ডভোগ একত্রে চলিবে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী-দ্বয় এন, বি, কেট নামক একটী বালককে কাম্পীর নিকটবর্ত্তী ধাপোদী নামক স্থানে দেখিতে পায়। তাহারা উহার স্বর্ণ ইয়ারিং অপহরণ করে এবং তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে, সৌভাগ্যক্রমে বালকটি এক শিলাখণ্ড আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। তৎপর তাহার উদ্ধার সাধিত হয়।

২২ জন স্ত্রীলোকের কারাদণ্ড

বেনারস হইতে প্রকাশ, কচুরিগলিতে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য ২২ জন স্ত্রীলোক ৬ মাস হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলেই আদালতে এই মর্ম্মে অনুযোগ করেন, জেলে পানীয় জলের জন্য তাঁহাদের অসুবিধা হইতেছে। একজন স্ত্রীলোক ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন, তিনি বিবাহিতা হিন্দু স্ত্রীলোক; জেলে যেন তাঁহার ব্যবহারের জন্য সিন্দুর দেওয়া হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তরে বলেন জেলের ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। তাঁহারা যেন জেল কর্ত্তৃপক্ষকে ঐ সকল বিষয় জানান।

বে-আইনী শোভাযাত্রা

জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গত শুক্রবার ক্ষেত্রমোহন দাস, বিভাকর চক্রবর্ত্তী অমূল্য পরামাণিক এবং প্রাণকুমার পাল বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এক বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালিত করায় অভিযুক্ত হবেন। ফলে অভিযুক্তকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

কাঁথিতে সশস্ত্র ডাকাতি

কাঁথী হইতে প্রকাশ, গত শুক্রবার রাত্রে বারোমান থানার অন্তর্গত বড় কাপড়ার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মিশ্রের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সশস্ত্র অবস্থায় ভোলানাথ বাবুকে মারধর করে এবং পরিবারের আর সকলকে পীড়ন করে। পরে তাহারা নগদে ও গহনায় ১০০০ টাকা লইয়া পলায়ন করে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দামের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বাগ্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে চৈত্র বুধবার ১৩৩৮, ৬ই এপ্রিল ১৯৩২

জনৈক সদস্যের আত্মহত্যা

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি

এস-ডি-ও'র প্রতি জুতা

ঝরণা হইতে লবণ প্রস্তুত

বঙ্গ গভর্ণরের বাণী

বে-আইনী লবণ প্রস্তুতে দণ্ডিত

তিনটী খুনের তদন্ত

পুত্রের জন্য পিতার নিকট জরিমানা আদায়

পুলিসের কারাদণ্ড

বে-আইনী শোভাযাত্রা করায় দণ্ডিত

হুগলী জিলায় ডাকাতি

নানা কথা

জনৈক সদস্যের আত্মহত্যা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইষ্টবোর্ণের পার্লামেণ্ট সদস্য এডওয়ার্ড মারজারি ব্যাঙ্কসকে গত ৩রা এপ্রিল প্রাতে মৃত অবস্থায় তাঁহার সাসেক্সের বাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দেহের পাশে বন্দুকের গুলীর চিহ্ন লক্ষিত হয়। তিনি রক্ষণশীলদলের মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

লর্ড হেলশাম—যাহাকে তাঁহার মাতা পরে বিবাহ করেন—বলেন যে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক কাজ-কর্ম্ম লইয়া আজকাল এত অধিক পরিশ্রম করিতেছিলেন যে তাঁহার অনিদ্রা ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। "লর্ড কার্সনের জীবনী" রচনায় তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করিতেছিলেন। এই পুস্তকখানি অর্দ্ধ সমাপ্ত হইয়াছিল।

———

বে-আইনী লবণ প্রস্তুতে গ্রেপ্তার

তমলুক হইতে প্রকাশ, সুতাহাটা থানার অধীন দেউলপোতা কেন্দ্রে নিষিদ্ধ লবণ প্রস্তুত করার প্রণালী দেখাইবার উদ্দেশ্যে গত ৩১শে মার্চ্চ শ্রীযুক্তা সীমান্ত, সত্যভামা কুইতী, কুন্তীবালা কুইতী এবং শ্রীযুত ব্রজগোপাল কুইতী ও তারকনাথ মাইতি ধৃত হন। ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত প্রণালী দেখিবার জন্য সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রথমে লাঠী চালনা করে। ফলে কয়েকজন আহত হইয়াছে।

———

এস-ডি-ও'র প্রতি জুতা

ঘাটাল হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে মার্চ্চ জনৈক আসামী বিচারকালে কাঠগড়া হইতে মহকুমা হাকিম মিঃ রেবতী মোহন দত্তের প্রতি চটীজুতা নিক্ষেপ করে। জুতা যাইয়া তাঁহার মুখে প্রতিহত হয়।

উপস্থিত মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া গেলে পর ঐ ব্যক্তির পুনরায় বিচার হইবে।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ মানব জারো আগা সম্প্রতি নিয়র্কের কেনিংষ্টনের এক ভোজনালয়ে হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়েন। তিনি তুরস্কের অধিবাসী; এক্ষণে তাঁহার বয়স ১৫৬ বৎসর।

দেড় শত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতেও তিনি ঘটনার দিন ভোজনের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তিনি ইংরাজী বলিতে পারেন না। ভোজনালয়ের কর্ত্রীকে ইঙ্গিত করিয়া জানান যে, তিনি আরও খাদ্য চাহেন। তাঁহাকে আরও খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি মুখের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ আরও খাদ্য দিবার জন্য জানান। আরও খাদ্য তাঁহাকে দেওয়া হয়। তখন তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন।

তৎক্ষণাৎ একটী এম্বুল্যান্স ডাকা হয় এবং তাঁহাকে সেণ্টজেরী এবটস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ডাক্তাররা তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া সামান্য একটু অজীর্ণ ব্যতীত আর কোন রোগই পান না। তাঁহারা তাঁহাকে বলেন যে, তিনি বাড়ী চলিয়া যাইতে পারেন।

———

বাসের ধাক্কায় বালক নিহত

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, চাপদানীতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর আট বৎসর বয়স্ক এক বালক মোটরবাসের ধাক্কায় মারা গিয়াছে। বাসের চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ফরিদপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমামহোৎসব ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসববাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঅদ্বয়েশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, তারাপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরিকৃষ্ণ পরবিদ্যা-লঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকৃষ্ণকান্তি দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধুসূদন মনুকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীযুগলগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীলভক্তকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীরমেশ বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীধরভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াল দাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমঠ

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅপ্রদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, দাসপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী, সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনেশ্বর, তিনকুলা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরঘুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামচন্দ্র দেঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমুরলীধরজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, ৩ বড়া

এখানে ৪৬ মুখমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকমলেশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোপগোপাল ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৪শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮. ৬ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ বুধবার | ১৯৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২রা এপ্রিল শনিবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ জীবের অমঙ্গলের বিষয় কীর্ত্তনমুখে বলেন—দেহাত্ম-বুদ্ধি ইহ-সর্ব্বস্ব মূঢ়জনগণ স্ব-স্বরূপ ও কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব বশতঃ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবার্থে অখিলচেষ্টা-পরায়ণ না হইয়া নিজ দেহমনের ও স্ত্রী-পুত্রাদির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান চেষ্টাতেই যাবতীয় কর্ম্ম করে; সুতরাং শ্রেয়ঃপন্থা বা অধোক্ষজ ভগবানের সেবা ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করে। তাহারা অমৃত বা বৈকুণ্ঠপথের পথিক না হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসাররূপ নরকপথের পথিক হয় ও নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবার্থে যে সকল শুদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহা হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। নিত্য সনাতন ধর্ম্মের আচরণ করিলেই মরণধর্ম্মশীল মানব অতি দুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে নতুবা মৃত্যুর করাল-কবলে নিপতিত হইতে হয়।

ভগবদ্বিমুখ মানবগণ অনিত্য দেহ, পুত্র ও কলত্রাদি পরিকরগণের প্রতি আসক্ত হইয়া আপনাদের বিনাশ দেখিয়াও দেখিতে পায় না।

দুর্ম্মতি জীব মোহবশতঃ অনিত্য কলত্রাদিসমন্বিত দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে 'নিত্য' বলিয়া মনে করে; সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। প্রাণিগণ এই সংসারে যে যে যোনিতে পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কিছুতেই আর বিরাগ লাভ করে না। দৈব মায়াবিমোহিত জীব নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহার-বিহারাদিতে আনন্দ লাভ করিয়া নারকী-শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। সে দেহ, জায়া, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধু প্রভৃতিতে বদ্ধহৃদয় হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে। কুটুম্বদিগের পোষণে সে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, সেইজন্য পাপে প্রবৃত্ত হয়। ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি দুঃখময় গৃহে নিরলস হইয়া সন্তানগণের আধ আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের প্রদত্ত প্রলোভনে অবশচিত্ত হইয়া 'দুঃখ'কেই সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সেই গৃহব্রত ব্যক্তি যাহাদের পোষণফলে অধোগতি লাভ করিবে, বহু কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই পরিবার-বর্গকেই পালন করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। যখন সে জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হয়, তখন বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া পরধনে লোভ করে ও দুঃখিতচিত্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে। নিজের মঙ্গল-পথের কণ্টকস্বরূপ কুটুম্বগণের পোষণে রত অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের তীব্র ক্লেশ দর্শন করিয়া অধীর হয় ও অবশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

গত ২২শে মার্চ্চ ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা নৈমিষারণ্য শ্রী[illegible] মঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, নামসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মান দ্বারা জন্মতিথি পালন করা হইয়াছিল।

শ্রীপরমহংস মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঠ প্রসঙ্গে বিষ্ণুবৈষ্ণবের জন্ম ও কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্মবিষয়ে পার্থক্য, শ্রীভগবানের আবির্ভাবের কারণ, সর্ব্বাবতারাপেক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণবের আবির্ভাবে গঙ্গাপাণ্ডববর্জ্জিত স্থানেরও পবিত্রতা সম্পাদন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাকট্যের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা, তৎকালীন নবদ্বীপবাসিগণের কর্ম্ম, ধনাদির অপব্যয়, পাণ্ডিত্য শব্দের অর্থ প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করেন, তদনন্তর "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে", পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌ হইতে পরমভাগবত শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্ প্রভু তথাকার সি, আর, ই, অফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুত সিউগোপাল সাক্সেনা প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষগণ গত ১৭.১৮ই চৈত্র স্থানীয় ভক্তিপিপাসু নর-নারীগণের আগ্রহে শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মপ্রচারের এক অনুপম ব্যবস্থা করান, সজ্জনগণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গত ১৭ই চৈত্র সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে কলিকাতার প্রধানিক শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় আলোচনী ভাষায় 'মহাজনের কথা' আত্মানুসন্ধান প্রভৃতি উচ্চ বিষয় এবং অতি কঠিন বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে এতদূর এমন প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহার বক্তৃতা সভায় উপস্থিত জনগণের অন্তরের অন্তস্তল প্রদেশ স্পর্শ করিয়াছিল। ব্রহ্মচারীজী ১৮ই র দিবস সভায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পবিত্র শৌচ্যদশা, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কার্য্যাবলী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে বিবিধ অপসম্প্রদায়িগণের ব্যভিচার মধুরভাবে তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী-ভাষায় আলোচনা করিয়াছিলেন।

ছায়াচিত্রের প্রদর্শন হেতু আমলাজোড়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের সর্ব্বশ্রেণীর ন্যূনাধিক সহস্র নরনারী নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই আশ্রম প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীপাদ নিত্য-স্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার অপূর্ব্ব বচনভঙ্গী ও হৃদয়স্পর্শী বিশ্লেষণ দ্বারা জনগণকে সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রবণ

(২)

শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible]—

"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ণপুটে উরুক্রম ভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণদ্বয় বৃথা ছিদ্র মাত্র। উহার টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন— "[illegible] ভুজঙ্গ-গৃহ তুল্যে"। কর্ণের বৃত্তি নিরর্থক নহে, হরিকথা শুনিবে, নতুবা গ্রাম্যকথা শুনিবে। সুতরাং হরিকথা শ্রবণহীন ব্যক্তি নিজ কর্ণে গ্রাম্যবার্ত্তা ভুজঙ্গকে আশ্রয় দিয়া নিজ সর্ব্বনাশ আনয়ন করে।

হরিকথা শ্রবণের [illegible] আবশ্যক, নতুবা উপাসনা [illegible] সম্পূর্ণ হয় না। [illegible] লাভ করিয়া যাঁহারা এইরূপে [illegible] শ্রবণের [illegible] কোন উপায়ে কর্ণের অবৈধ চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা বঞ্চিত হন মাত্র।

শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে কাহার নিকট? [illegible] বহনকারীর নিকট, নতুবা [illegible] অসম্প্রদায়ের কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে সময় বৃথা অপব্যয় হইবে মাত্র, শ্রবণ ফল লাভ হইবে না। এজন্যই শ্রীভগবান্ কপিলদেব 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' শ্লোকে সাধুমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আদিগুরু [illegible] প্রকাশিত [illegible] সাধুর মুখনিঃসৃত [illegible] কথা বর্ণন করিয়াছেন।

অনেকে এরূপ বলেন যে, হরিকথা শ্রবণ হইলেই হইল, [illegible] বিচারের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহাদের ধারণা ভ্রমাত্মক। [illegible]

[illegible] ও [illegible] শ্রবণের [illegible] করিতে পারা যায়। [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] করেন, কিন্তু দুগ্ধ [illegible] তাঁহাদের [illegible] নষ্ট হইয়া [illegible] পণ্ডিত [illegible] ও সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণের [illegible]

করিয়াছেন। অসাধুর কীর্ত্তন অপরাধ মাত্র, তাহা কখনও হরিনাম নহে। কিন্তু সাধুর কীর্ত্তন—"যাহা নাম, তাহা কৃষ্ণ।" সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিলে অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে দৃঢ় নিষ্ঠা উৎপাদন করে।

সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণই সর্ব্বপ্রকার সাধনের শ্রেষ্ঠ। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামীরূপে সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীনভাবে বিরাজ করেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার কথা শ্রবণ করেন, শ্রীহরি সেই জীবের কর্ণদ্বার দিয়া কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃৎ-সরোজে জীবের দাস্যসম্বন্ধীয় ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা আত্যন্তিকভাবে জীবহৃদয়ের কাম-ক্রোধাদি মলও বিদূরিত হয়।

যদি কেহ বলেন, জ্ঞান-যোগাদির দ্বারাও ত কাম-ক্রোধাদি মল দূর হয়, তবে হরিকথার শ্রেষ্ঠতা কোথায়? তদুত্তর এই যে, যেপ্রকার কোন কুম্ভস্থ জলকে [illegible] মিশ্রণ দ্বারা শোধন করা যায় এবং তদ্দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ পরিমিত জলই শোধিত হইয়া থাকে, অন্য পাত্রস্থ বা নদী-কূপ-তড়াগাদির জল শোধিত হয় না; আবার জল শোধিত হইলেও মলরাশি ঐ কুম্ভের তলদেশেই পড়িয়া থাকে, ফলে কোন প্রকার ঈষৎ দোলিত হইলেই পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞান কর্ম্ম-যোগাদির দ্বারা সকল জীবের হৃদয়স্থ মল শোধিত হয় না, কাহারও কাহারও শোধিত হইলেও সম্যক্‌ভাবে শোধিত হয় না; কুম্ভস্থ জলের তলদেশস্থ মলরাশির ন্যায় কাম-ক্রোধাদি কিছু সময়ের জন্য পুনরায় কোন কারণে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেই হৃদয়ে অনর্থ পুনঃ প্রকাশিত হয়। সুতরাং শ্রীহরিকথা শ্রবণ দ্বারা বদ্ধজীবের আত্মা যেরূপ শান্ত হয়, অন্য উপায়ে তদ্রূপ হয় না।

কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ হইতে [illegible]; কারণ [illegible] কথা দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, হরিকথা তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণকথা একই বস্তু। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকথাকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করেন, তাঁহারা [illegible] সুতরাং কৃষ্ণকৃপা বঞ্চিত হন।

সৎ-সম্প্রদায়

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম. এ.)

'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।'

মনোধর্ম্মশীল বদ্ধাবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে চিন্ময় ভগবন্নামের একান্ত শরণাগত হইতে হয়। অর্থাৎ ভগবন্নাম গ্রহণই একমাত্র সাধ্য ও সাধন। ভগবানের চিন্ময় নামে যাঁহাদের শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাঁহারাই একমাত্র ভাগ্যহীন। ভগবন্নাম এই জড় জগতের শব্দ নহে। ভগবন্নাম ও নামী একই বস্তু। ভগবন্নাম যখন প্রাকৃতিক শব্দরূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হন, তখন বুঝিতে হইবে যে আমাদের শ্রবণের বিশিষ্ট অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয়ে অনবধান হইলে ভগবানের নামের প্রতি অনাদর প্রকাশিত হয়।

ভগবন্নাম বৈকুণ্ঠ শব্দ। ভগবন্নাম সর্ব্বশক্তিসমন্বিত স্বয়ং ভগবান। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের চেতনের কর্ণেন্দ্রিয়ের সেবা অঙ্গীকার করেন। সেবোন্মুখ কর্ণ ও ভোগোন্মুখ কর্ণ একই বস্তু নহে। জড় শব্দ গ্রহণের জন্য যে কর্ণ সর্ব্বদা উদগ্রীব থাকে তাহা চেতনের কর্ণ নহে। জড় বিষয় বাসনা ক্ষয়োন্মুখ হইলে চেতনের কর্ণ উদিত হয়। চেতনের কর্ণ ভগবন্নাম শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। চেতনের কর্ণ ভগবন্নামকে ইতর শব্দ মাত্র বিচার করিয়া মনোধর্ম্ম হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়কে অবৈধভাবে প্রত্যাখ্যান করে না।

শ্রীভগবান্ এই প্রপঞ্চে নামরূপে উদিত হন। এই চতুর্দ্দশভুবনে শ্রীভগবন্নামই একমাত্র সৎ বস্তু। আর সব অসৎ। শ্রীভগবন্নামের আশ্রিত জনসমষ্টি সৎসম্প্রদায়। নামাভাস এবং নামাপরাধের আবাহনকারিগণ ভুক্তি-মুক্তি-কামী-অসৎ সম্প্রদায়।

অসৎ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, উক্ত সম্প্রদায় সমূহের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচার করেন। প্রত্যেকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিবার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান, ধনবান, ভক্ত ও গুণসম্পন্ন ইত্যাদি অভিমান অসৎ সম্প্রদায়েরই একমাত্র অনুশীলনীয় বিষয়। জড়ীয় ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি যখন ক্রমে নামাপরাধ ও নামাভাসের কপট সেবায় নিয়োজিত হইলে জড়ীয় আসক্তি ইন্দ্রিয়াদির প্রবল হইয়া চেতনকে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে।

জড়ীয় আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রার্থী ব্যক্তি ভগবন্নামের বিরোধী। নামাভাস ও নামাপরাধ, নাম নহে। নামাভাস ও নামাপরাধ নামের মায়িক ছায়া প্রতিফলন। নামাভাস ও নামাপরাধ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

শ্রীনাম সাধুমুখে জগতে উদিত হন। নামাভাস ও নামাপরাধ ত্যাগী ও ভোগীর আত্মবিনাশ ও ইন্দ্রিয়তর্পণের জড়ীয় বস্তু। শ্রীনামকে নামাভাস কিম্বা নামাপরাধের সহিত সমজ্ঞান করিলে শ্রীনামের চরণে ভীষণ অপরাধ হয়।

অবশ্য নামাপরাধ এবং নামাভাসের অবৈধ সেবাভিনয়ের ভীষণ পরিণাম অবগত হইয়াও উহাদের কবল হইতে সহজে উদ্ধার লাভ হয় না। তবে যে সুকৃতিমান ব্যক্তি শুদ্ধ নামের সেবার জন্য আর্ত্তিবিশিষ্ট হন তিনি অচিরেই শ্রীনামের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন।

ইতর শব্দের আবাহনকারী সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ—ইতরশব্দানুশীলনের জনক। জড়ীয় শব্দ শ্রবণ যে পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়, বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রবণের সৌভাগ্য তদনুপাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোন একটী সম্প্রদায়কে আশ্রয় না করিয়া জীবের অবস্থান সম্ভব নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের দ্বারা ইতর-শব্দসাহায্যে প্রাকৃত অসৎ সম্প্রদায়-সমূহে বিচরণ সাধিত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত অসৎ সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, ততদিন শ্রীনামের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ অজ্ঞানকৃত কপটতা মাত্র সন্দেহ নাই।

যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন ভাগ্যবান্ জীব সৎ সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ইতর শব্দ-চালিত যাবতীয় ভগবৎ-বিরোধী ব্যাপার হইতে তাঁহার তাৎকালিক পৃথক অবস্থিতি ঘটে। তখনই তাঁহার শ্রীনাম শ্রবণ ও গ্রহণের ভাগ্য উপস্থিত হয়।

হরিনাম এবং নামাপরাধ ও নামাভাস অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নিকট একই বস্তু বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ অনর্থযুক্ত অবস্থায় উচ্চারিত নামাপরাধ এবং বহির্ম্মুখ অনর্থযুক্ত অবস্থায় উচ্চারিত নামাভাস ভোগী এবং ত্যাগী সাম্প্রদায়িকের বিচারে সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ-নামের সহিত সমজাতীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও স্বতঃসিদ্ধ শ্রীনাম কখনই অপরজ্ঞানগম্য জড়ীয় শব্দ নহেন।

অসৎ সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাকালে শ্রীনাম এবং নামাভাস ও নামাপরাধের বস্তুগত পার্থক্য উপলব্ধি হইতে পারে না। তাহার ফলে অসদ্‌গুরুগণ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সহজেই শ্রীনামের পরিবর্ত্তে নামাভাস কিম্বা নামাপরাধের কপট সেবাভিনয়ে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হয়।

সৎ-সম্প্রদায় স্বীকার না করিলে অসৎ সাম্প্রদায়িকতার কবল হইতে কোনক্রমেই আত্মরক্ষা করিতে পারা যায় না। সৎ-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হওয়া সম্প্রদায়ের নিষ্কপট সেবা দ্বারাই সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শুদ্ধ শ্রীনামের সেবা সম্ভব হয়।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥

পুত্রের জন্য পিতার নিকট জরিমানা আদায়

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, সরকারী কর্মচারী শ্রীযুত গোপালদাস পাণ্ডিয়া উকীলের মারফৎ ভারত সচিবের নামে এই মর্ম্মে এক নোটিশ দিয়াছেন যে, তাঁহার পুত্র কন্যাবলাল বাজে পিকেটিংএর জন্য দণ্ডিত হন এবং তাঁহার একশত টাকা জরিমানা হইয়াছিল। চুণী ভাই তাঁহার পিতা হইতে পৃথক হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সেই জরিমানার টাকা বে-আইনী ভাবে তাঁহার নিকট আদায় করা হইয়াছে। নোটিশ দিয়া কোন নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত টাকা সুদ সহ (আদায়ের দিন হইতে) ফেরত চাহিয়াছেন নতুবা ব্যবহারাজীবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তিনি আইনের আশ্রয় লইবেন। ব্যয় ও ফলাফলের জন্য নোটিশে ভারত সচিবকে দায়ী করা হইয়াছে।

নোটিশটি গত ১লা এপ্রিল আমেদাবাদের কালেক্টারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকটেও উহার অনুলিপি প্রেরিত হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শ্রীযুত জোগীলাল বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটকেই জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র পৃথক হইয়াছে।

পুলিসের কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কেতাড়ায় গ্রামের কোন চুরির সম্পর্কে সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিদের উপর পীড়ন করায়, তাহার জন্য উৎপীড়িতদের মধ্যে একজন আত্মহত্যা করায়, ও ডায়েরীতে মিথ্যা বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় দারোগা সঞ্জীব ও কনষ্টেবল হজরৎ খাঁ বিজাপুরের দায়রা জজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলেও উক্ত দণ্ড প্রায় বহাল আছে। দারোগার দণ্ডের পরিমাণ ২ বৎসর হইতে কমাইয়া ১৮ মাস করা হইয়াছে। কনষ্টেবলের ১ বৎসরের দণ্ড সম্পূর্ণ ভাবেই বহাল আছে। তাহাদের যথাক্রমে ১ শত ও ৫০ টাকা জরিমানাও বহাল আছে।

বঙ্গ-গভর্ণরের বাণী

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ২রা এপ্রিল বঙ্গীয় জমিদার সমিতির পক্ষ হইতে বাঙ্গালার গভর্ণরকে যে অভিনন্দন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় উত্তরে গভর্ণর বলেন—

"দেশের মধ্যে আপনাদের প্রভাব এবং মর্য্যাদা যেরূপ তাহাতে আমার বিশ্বাস, এই সঙ্কট সঙ্কুল অবস্থায় জনসাধারণকে ঠিক পথে পরিচালন বিষয়ে আপনারা বিশেষ রকম অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আমি আশা করি, সরকারের নীতি এইরূপ হইবে যাহাতে আপনারা উহা সমর্থন করিতে পারিবেন। আমার গভর্ণমেণ্ট যে সকল সমস্যার সম্মুখীন, আমি তাহার সহিত নিজে পরিচিত হইবার সুযোগ অল্পই লাভ করিয়াছি, তাহা আপনারা বুঝিতে পারেন; কিন্তু এইটুকু আশ্বাস আমি আপনাদের প্রদান করিতে পারি যে, যথোচিত বিবেচনাসহকারে কাজ করিতে এবং আমার উপর যে সকল বিভাগের ভার আছে উহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য আমি সর্ব্বদা চেষ্টা করিব প্রধানতঃ সাধারণ আর্থিক দুরবস্থার জন্য এই দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে আমি তাহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন। আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করি যে, অল্পকালের মধ্যেই এই অবস্থা উন্নত হউক।

আপনারা চিরস্থায়ী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই আমি এই বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। সম্প্রতি যুক্তপ্রতিনিধি কলিকাতায় আসিয়া এই সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করেন, আমি কোন অবস্থাতেই উহার বিরোধী কোন মনোভাব অবলম্বন করিতে পারিব না।"

চৈৎরামের উপর নোটীশ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সিন্ধু হায়দ্রাবাদের খ্যাতনামা জননায়ক ডাঃ চৈৎরামকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর এই মর্ম্মে নোটীশ জারী করা হইয়াছে যে, তিনি যেন ৭ দিনের মধ্যে (সিন্ধু) হায়দ্রাবাদের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হাজির হইয়া দেন, হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে এলেকায় থাকেন এবং কংগ্রেসের কার্য্যকলাপে যোগদান না করেন।

তিনটী খুনের তদন্ত

মুন্সিগঞ্জ হইতে প্রকাশ, টঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত পাঁচগাঁয়ে তিনটি খুনের সম্পর্কে পুলিস মুলচরের নলিনীরঞ্জন মজুমদার, আদাবাড়ীর গঙ্গাচরণ দত্ত, বিতানিয়ার সারদা দেওয়ান, পাঁচগাঁয়ের আজ্রব আলি কারিকর, ন[illegible] এবং অনন্ত সরকারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই ৬ জনকে গত ৩০শে মার্চ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে. মৈত্রের নিকটে হাজির করান হয়। পুলিসের আরও অনুসন্ধানের জন্য ১২ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই ব্যক্তিগণ বিক্রমপুর ডাকাতি মামলা সম্পর্কে বহু দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহারা পূর্ণকারাবাসের পর সম্প্রতি মুক্তি পাইয়াছেন। নিহত কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মামলায় সরকার পক্ষের একজন সাক্ষী ছিলেন এবং পুলিসকে সংবাদাদি দানে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কালাচাঁদ বাবুর নাতনী শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা দেবীর অবস্থা গুরুতর। প্রকাশ, ক্ষতস্থান বিষাক্ত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত বামহস্ত কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

অসমসাহসিক ডাকাতি

আতিগ্রাম গ্রামের দেওয়ান মিঃ রুস্তমের গৃহে এক অসমসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে। দুর্বৃত্তগণ প্রায় ২০ হাজার টাকা অপহরণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ দেওয়ানও আহত হইয়াছে।

হুগলী জিলায় ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, গত ২রা এপ্রিল যেরূপ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, শ্রীরামপুর মহকুমায় নবাবগঞ্জ গ্রাম হইতে সেইরূপ আর একটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, প্রায় মধ্যরাত্রিতে ৮ জন ডাকাত নগেন্দ্রকুমার স্বর্ণকারের বাড়ীর দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে নগেন্দ্রকে ভয় দেখাইয়া মূল্যবান গহনাদির সন্ধান বলিয়া দিতে বলা হয়। নগেন্দ্র তাহা না করায় তাহাকে ও তাঁর আর সকলকে, এমন কি, শিশুদিগকে পর্য্যন্ত পীড়ন করা হয়। ডাকাতদের হাতে লাঠী, সোঁকা ও মশাল ছিল। অতঃপর ডাকাতেরা বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক টাকার জিনিষপত্র লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। ডাকাতেরা বাঙ্গালা ও হিন্দীতে কথা কহে এবং তাহাদের মুখে কালি মাখান ছিল। এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

বে-আইনী শোভাযাত্রা করায় গ্রেপ্তার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, কোতোয়ালী থানার অধীন রায়পুরার শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র রমণী হালদার ব্রজেন্দ্রলাল কবিরাজ নিরঞ্জন দাস এবং ওয়াজেদ আলি ও গোসাই হাট থানার অধীন মিত্রসেনবাড়ীর প্রফুল্লচন্দ্র দে কে বে আইনী শোভাযাত্রা বাহির করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঝরণা হইতে লবণ প্রস্তুত

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশ, বিদেশী সরকারী আফিসের দালানে জাতীয়-পতাকা উত্তোলন করায় সুকুমার ভট্টাচার্য্য ও নরেশচন্দ্র পাল ধৃত হয়। পুলিস একদল শোভাযাত্রাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

লক্ষ্মীবাজারস্থ গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিবার সময় কালীকুমার দাস ও গণেশ দাস জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছে। কোন একটী ঝরণা হইতে লবণ প্রস্তুত করায় অনেকে ধৃত হয়। সত্যাগ্রহীদের পশ্চাদনুগামী জনমণ্ডলীকে পুলিশ তাড়াইয়া দেয়।

কোন সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিবার অপরাধে কাজী আবদুল আজীজ চৌধুরী ও দেবেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদিগকে ১৭ (২) ধারা অনুসারে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও
দণ্ডিত করা হইয়াছে

দৈনি— নবদ্বীপ Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৩২

অগ্নিকাণ্ডে শোচনীয় মৃত্যু

আদালতে শ্রীযুত অভয়ঙ্কর

জারুজেলেমে হত্যাকাণ্ড

চুয়াল্লিশ হাজার টাকা ঘাটতি

ডাক বাহক আক্রান্ত

চুচুড়ায় সপত্নী হত্যার মামলা

জমিদারপত্নী দণ্ডিত

পতাকা উত্তোলনে গ্রেপ্তার ও মুক্তি

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নাবালকের ৬০ টাকা জরিমানা

ডাঃ যতীন মুখার্জ্জীর মুক্তি

নানা কথা

অগ্নিকাণ্ডে শোচনীয় মৃত্যু

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, গত শুক্রবার ...ি প্রায় ১ ঘটিকার সময় মুসুরিধায় ...র আলি সেখের বাটীতে অগ্নিকাণ্ডের ...ন ২ জন স্ত্রীলোক সাংঘাতিকভাবে ...পুড়িয়া যায়। প্রকাশ, প্রথমে রন্ধন-...ঘরে আগুন ধরিয়া যায় এবং পরে উহা ...স্থ বাটীতে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় বাড়ী-...নি এবং পার্শ্ববর্ত্তী সিরাজ আলি সেখের ... একেবারেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ...মোক্ত বাটীতে অগ্নিশিখা যখন বিস্তৃত ...য়া পড়ে, সেই সময় জব্বর আলি ...খের যুবতী পত্নী একটী বাক্সে রক্ষিত ...০০, টাকা অগ্নির মধ্য হইতে উদ্ধার ...রিবার জন্য অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে ...ং টাকার বাক্স উদ্ধার করিবার জন্য ...কলের অলক্ষিতে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রবেগে ... মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুরুতররূপে ...ড়িয়া যায়। ফলে, অনতিবিলম্বে ...হার মৃত্যু হয়। অগ্নিনির্ব্বাপিত হইবার ...র ভস্মের স্তূপের মধ্যে তাহার মৃত ...টি পাওয়া গিয়াছে। আনুমানিক ...াবে ক্ষতির পরিমাণ ৫০০০ টাকা ...লিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

জারুজেলেমে হত্যাকাণ্ড

জারুজেলেম হইতে প্রকাশ, দুইটি ...ভৎস অপরাধের বিষয় অবগত হওয়া ...য়াছে। একজন ইহুদী ও একজন ...রব দেশীয় মুসলমান এই অপরাধের ...লভোগী। ইহাতে মরসুমের এই ...য় অবস্থায় আরব-ইহুদী বিরোধের পুনরারম্ভ হওয়ার আশঙ্কা অনেকে করিতেছেন। কারণ, এই সময়ই সাধারণতঃ ঐ বিরোধের সৃষ্টি হয়। গত শুক্রবার দিবস লস্ এঞ্জেলের পর্য্যটক মিঃ ইসমাইল উলফ নামক জনৈক ইহুদীকে জারুজেলেমের ইহুদী সহরতলীর সীমান্তে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার গলাকাটা ছিল। সকলের ধারণা তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। ঐ স্থানেরই নিকটে গত ৩রা এপ্রিল সকালে একজন মুসলমান ট্যাক্সি চালককে ট্যাক্সির মধ্যে গলাকটা অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত অবস্থাতেও সে তাহার গাড়ী চালাইবার চাকা ধরিয়াই ছিল। কাজেই, তাহাকে যে হত্যা করা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

স্বামী জ্যোতিষানন্দ দণ্ডিত

খুলনা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত জগদীশ ঘোষকে কয়েকদিন পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হয় গত ৩১শে মার্চ্চ তাঁহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাঁহার পিতা শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দমদম স্পেশাল জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। পুলিস সে দিন তাঁহার বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া জগদীশ বাবুর কক্ষে কয়েকখানি অননুমোদিত বিজ্ঞপ্তি পত্র পাইয়াছে।

সে-দিন আবগারী দোকানে পিকেটিং করিবার সময় স্বামী জ্যোতিষানন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ৩১শে মার্চ্চ তাঁহার ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

ডাক বাহক আক্রান্ত

পাইকপাড়া হইতে প্রকাশ, গত ১লা এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে বেলা আন্দাজ ১০ ঘটিকার সময় মীর কাদেন এবং রেকাবী বাজারের ডাক বাহক বাড়া ফিরিবার সময় পথ-মধ্যে বিল্লুপারের নিকট হঠাৎ কতিপয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। স্থানটি পাইকপাড়া স্পেশাল পুলিস ক্যাম্প হইতে মাত্র দুই মিনিটের পথ। একজন আক্রমণকারী এরূপ নির্দ্দয়ভাবে তাহার গলা টিপিয়া ধরে যে, পরে সে রক্ত বমন করিতে থাকে। তাহার নিকট হইতে কয়েকটী টাকা আক্রমণকারীরা লইয়াছে। বলিয়া প্রকাশ। কয়েকজন পথিক অগ্রসর হইলে আক্রমণকারীরা দৌড়াইয়া পলায়ন করে। ঘটনার বিষয় পুলিসে জানান হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিরক্ষণ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ফরিদপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বৌধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রাকৃসংসার শ্রীধাম-পরিক্রমাগুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধন্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, তারপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১২

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ প্রাণবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-লঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগদ্বন্ধুনাথ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধুসূদন বসুকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীগোপাল দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস, ব্রহ্মচারী শ্রীমাধব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধারণ অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী।

(১১) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅধদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদবিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী, সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী, সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকান্ত দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ কমলানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) স্বানন্দগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৬ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৫শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৩০শ সংখ্যা

প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের বক্তৃতার সারাংশ

(শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ "ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" বার্ষিক পুরস্কার বিতরণোৎসবোপলক্ষে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্‌-এ, আই-ই-এস্ মহোদয়ের বক্তৃতার চুম্বক)

আজ সভাপতি মহোদয়ের আদেশক্রমে আমি আপনাদের নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার প্রয়াস পাচ্ছি মাত্র। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানবচরিত্র গঠন করা—জীবনে পূর্ণতা লাভ করা। এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানব চরিত্রটাকে গঠন করা, জীবনে পূর্ণতা দান করা। ধর্ম্ম বিনা পূর্ণতা লাভ হয় না, একথা আমরা সকলেই অল্পাবস্তর স্বীকার করি বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ভুলে যাই। নানা কারণে বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-শিক্ষা এক প্রকার বাদ পড়ে গ্যাছে। যাই হো'ক এখানকার উদ্দেশ্য যে মহৎ তাতে কোন সন্দেহ নাই; আশাকরি ছাত্রগণ যেন এই উদ্দেশ্য ভুলে না যান। ছাত্রজীবন সুখের বটে, কিন্তু সুখের দায়িত্ব আছে। সে'টা চিন্তা ক'রে না ব'লে তারা বাইরের চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ হ'য়ে ছাত্রজীবনটাকে খর্ব্ব ক'রে ফেলে। ছাত্রজীবন কিরূপভাবে যাপন করা উচিত, ছাত্রজীবনে চরিত্র ও শিক্ষা কিরূপ হওয়া দরকার এ বিষয়টী প্রত্যেকেরই আলোচ্য বিষয় হওয়া আবশ্যক।

ছাত্রজীবনে আদর্শ খর্ব্ব হচ্ছে ব'লে জাতীয় জীবনও দিন দিন অবনতির পথে চল্‌ছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি কর্‌ছেন।

সৎশিক্ষার অভাবেই বর্ত্তমানে শিক্ষার চিন্তা উঠেছে—"কেমন ক'রে ছাত্রজীবনে উন্নতি কর্‌তে হ'বে।"

ছাত্রজীবন বিলাসিতা করার জন্য নয়। তা'দের সাধনা আছে, তপস্যা আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সব কিছু নাই, সুতরাং শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য যে জীবনের পূর্ণতা লাভ করা বা মানবচরিত্র গঠন করা তা ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। প্রথম থেকে জীবনকে ধর্ম্মের দিকে নিয়ে যাওয়াই শিক্ষার গূঢ় উদ্দেশ্য। ধর্ম্মশিক্ষা বাল্যকাল থেকে আরম্ভ না কর্‌লে হয় না। কি নীতি কি জ্ঞান, কি ধর্ম্ম সবই ছাত্রজীবনে আরম্ভ। ধর্ম্মালোচনায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানব-মন কত উচ্চ হয়, ধর্ম্মের সঙ্গে মানবজীবন কত স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি লাভ করে তা' বিচার কর্‌লে প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন। এখন সে সব কথা বল্‌বার যথোপযুক্ত সময় নাই। তবে আমার শেষ বক্তব্য, ছাত্রগণ সৎশিক্ষা লাভের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছেন, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে যেন তা'রা ধন্য হন ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীধামে হরিকথা

গত ৪ঠা এপ্রিল সোমবার দিবস সায়ং-কালে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী আলোচনামুখে স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর পরিণাম সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

গৃহমেধী স্ত্রীসঙ্গিগণের রাত্রিকাল নিদ্রাতে বা ইতর কার্য্যে এবং দিবাভাগ অর্থ চেষ্টায় বা কুটুম্বভরণে বৃথা ব্যয়িত হয়। দেহ পুত্র ও কলত্র প্রভৃতি বস্তু অসৎ বা অনিত্য হইলেও তাহাতে প্রমত্ত ব্যক্তি উহাদের বিনাশ দেখিয়াও দেখে না।

উপস্থ ও উদরের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উন্মত্ত অসাধুগণের সহিত অবস্থান করিয়া জীব যদি তাহাদের মধ্যে বিচরণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। তাহার যাবতীয় গুণ অসৎ-সঙ্গ প্রভাবে নষ্ট হয়, ঐ সকল মূঢ়, দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গ জীবের কখনও কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গীর সংসর্গফলে যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেরূপ সর্ব্ব-নাশ হয় না। স্ত্রী-রূপী মায়ার এতই প্রভাব যে, সে অল্প চেষ্টাতেই মানবগণকে পদানত করিয়া ফেলে। যিনি কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে অভিলাষী, তিনি কখনও কামিনীর সঙ্গ করিবেন না। তত্ত্ববিদ্‌গণ এই যোষিৎকুলকে (স্ত্রী) সাধকের পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া থাকেন। স্ত্রীরূপা দৈবী মায়া শুশ্রূষাদিছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করেন, কিন্তু বুদ্ধিমান্ সাধক তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় দেখিবেন।

পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পুড়িয়া মরে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও তদ্রূপ বিষ্ণুমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি-দর্শনে তদীয় হাবভাবে প্রলুব্ধ হইয়া অন্ধতামিস্রে পতিত হয়। মূর্খ ব্যক্তি মায়াবিরচিত যোষিৎ, হিরণ্য ও অলঙ্কারা-দিতে ভোগবুদ্ধি দ্বারা প্রলোভিত হইয়া অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয়। সন্ন্যাসী কাষ্ঠনির্ম্মিত যুবতী-মূর্ত্তিকে পদ-দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না; স্পর্শ করিলে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইবেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুরূপা স্ত্রীতে কখনই আসক্ত হইবেন না। আসক্ত হইলে নিধন অবশ্যম্ভাবী। ভক্তগণ দেহ, গেহ, স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি উদাসীন হইবেন।

গৌরভক্তাভিমানী নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী, নাস্তিক ও বহু দেববাদী প্রভৃতি সকলেই রমেশের অভক্ত; উহাদের সঙ্গও বর্জ্জন করা উচিত।

যাঁহারা সংসারতারক শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ পালন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অতি সাবধানের সহিত এই বেদবাণী পালনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কায়মনো-বাক্যে নিষ্কপটে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত হইবেন। তাহা হইলে তাঁহারা নিত্য মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবেন।

ক্রোধের কুফল ও সম্বরণের উপায়

কামাসক্ত [illegible] কামনায় বিঘ্ন হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত [illegible] সমস্ত সদ্গুণ দাহন করে; তপস্বীর [illegible] হয়, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা প্রভৃতি [illegible] নষ্ট হয়। ক্রোধাগ্নি একটুও [illegible] কলহ ও হিংসা বিবাদের কারণ। [illegible] কারণ জগতে থাকে এবং সম্বন্ধ [illegible] নষ্ট করে। অনন্ত পাপরাশি [illegible] এমন কি হরি-গুরু বৈষ্ণবচরণে [illegible] অপরাধ [illegible] অনন্ত নিরয়ের [illegible] অর্থাৎ হিংসা, ব্রহ্ম- [illegible] অন্য পাপকার্য্য [illegible] মহদপরাধরূপ [illegible] অর্জিত হইয়া তাহার ফলে জীব [illegible] কালের জন্য মহারৌরবে পতিত [illegible] ভোগ করিয়া থাকে।

[illegible] লিখিয়াছেন—

[illegible] হয় সর্ব গুণের বিনাশ।
[illegible] ব্রহ্ম আদি তাহার প্রকাশ॥
[illegible] ক্রোধ বাড়ে অনর্থ সংঘটন।
[illegible] গৌরব ঘটন॥
[illegible] মন্দ বলে অব্যবহার।
[illegible] সর্বলোক হয় ছারখার॥

[illegible] বলিয়াছেন—হে জীব! [illegible] স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, সুতরাং [illegible] 'কৃষ্ণদাস' অভিমান [illegible] সকল জীবকে কৃষ্ণদাস [illegible] তাহা হইলেই সমদর্শন না [illegible] ক্রোধাদি রিপুগণের [illegible] না এবং সহিষ্ণুতা, ক্ষমা [illegible] যে সকলকে ভূষিত থাকিবে [illegible] নিরন্তর [illegible] থাকিবে।

[illegible] ভাব ভিন্ন না ভাবিও।
[illegible] নিজ আত্মা সদা মানা দিহ॥
[illegible] হয় নরকে গমন।
[illegible] আত্মসম্বরণ॥
[illegible] ক্রোধ দূরে রাখিয়া।
[illegible] থাকিবে উদ্ধব সংসার জিনিয়া॥
(শ্রীকৃষ্ণভজন)

[illegible] নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন— [illegible] হইতে সব প্রকার অনর্থ উৎপত্তি [illegible] সদাই ক্রোধ পরিত্যাগ [illegible] ঐ রিপুকে প্রশ্রয় দিও [illegible] ক্রোধের দ্বারা কখনও জীবের মঙ্গল হয় না। ইহা আমাদের সুনিশ্চিত জানা [illegible]। তবে প্রকৃত ক্রোধ এবং পরম [illegible] পুরুষের ও ভক্তগণের জীবে দয়াবশতঃ হরিগুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি যে ক্রোধের অভিনয় তাহা এক মতে বরং উহাই ক্রোধ জয়ের লক্ষণ, উহাই প্রকৃত গোস্বামীত্ব। ও উহা দ্বারাই কৃষ্ণবিমুখ জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়, প্রাকৃত ব্যক্তির ক্রোধের ন্যায় কোন অমঙ্গল হয় না। তাই তিনি বলিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে"।

তিনি আরও বলিয়াছেন—নিয়ত কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন ও কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিবে এবং ক্রোধাদিকে সেই ভক্তিভাবিত মনের অধীন করিবে তাহা হইলেই ক্রোধের দ্বারা জীবে দয়া সাধিত হইবে। যেরূপ সিংহের গর্জ্জনে বৃহৎকায় হস্তীসকলও পলায়ন করে সেইরূপ সাধুমুখবিগলিত শ্রীনাম শ্রবণ প্রভাবে ক্রোধাদি দুর্দ্দান্ত রিপুবর্গও অনায়াসে দমিত হয়।

ক্রোধ বা না করে কিবা,
ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পালাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥

ভজন পথের সমস্ত শত্রুকে জয়লাভ করিয়া চরম প্রয়োজনলাভের উপায়স্বরূপ শিক্ষাষ্টকের নিম্নলিখিত চৈতন্যবাণী সকলেরই মঙ্গলের জন্য কবচরূপে কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখা আবশ্যক।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোকার্থে বলিয়াছেন—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া ম'লে কারে পানী না মাগয়॥
যে যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥

আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার ভাবার কীর্ত্তন করিয়াছেন—

তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহঙ্কার॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা তাজি আন্যে করবি পালন॥
জীবন নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন॥

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৩শ সংখ্যার পর)

ভোক্তাই ভোগ করেন আর ভোগ্য বা সেবকগণ তাঁর সেবা বা ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন। এই যে ভগবানের সেবা ইহার নামান্তরই হচ্ছে ভক্তি। এই ভক্তিপথই জীবের একমাত্র বরণীয়। সূর্য্যালোক ব্যতীত লণ্ঠনাদি জেলে সূর্য্যদর্শন যেমন অসম্ভব সেইরূপ ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদিরূপ লণ্ঠনের সাহায্যে কখনও চিৎসূর্য্য ভগবানের দর্শন লাভ হ'তে পারে না। সেইজন্য শাস্ত্র তারস্বরে সাধুসঙ্গে হরিভক্তি লাভের জন্য উপদেশ প্রদান ক'রেছেন।

আমরা আরও দেখ্‌তে পাই, যখন নন্দনন্দন-ভাববিভাবিত শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তি-যোগের কথা প্রচার করলেন তখন বিষয়িগণ স্ত্রী পুত্রাদির কথা, গ্রাম্যকথা, বিষয়-কথা সব পরিত্যাগ করলেন পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-তর্ক ছেড়ে দিলেন, যোগিগণ প্রাণায়ামাদি, তপস্বীগণ তপস্যা এবং সন্ন্যাসিগণ বেদান্ত জ্ঞানাভ্যাস বর্জ্জন করলেন, যাহার দোকানে যে যে পণ্য ছিল সকলেই ভক্তির মাধুরী ও সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে জড়ীয় নিজ নিজ দোকানদারী ছেড়ে দিলেন। ভক্তির এইরূপ প্রভাব। যে কাল পর্য্যন্ত না হরিশোভা অনুভূত হয় তৎকালাবধি জীব কর্ম্ম, জ্ঞান ও যথেচ্ছাচার মার্গে বিহার ক'রে থাকেন।

ভক্তিবলেই যে ভগবানকে পাওয়া যায়, নিত্য শান্তি লাভ হয় তা' প্রহ্লাদ ও ধ্রুব মহারাজের আখ্যানে আমরা দেখ্‌তে পাই। আর ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে যে ভগবানকে পাওয়া যায় না, নিরবচ্ছিন্ন পরাশান্তি লাভ হয় না, সে বিষয়ও রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির জীবনে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ' বিষয় গূঢ়ভাবে একটু বিচার করলেই উপলব্ধি করতে পারা যায় এবং সাধু-সঙ্গে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

ভক্তগণ ভক্তিবলে সমুদ্রকে গণ্ডূষবৎ, তেজোময় দিবাকরকে খদ্যোতের ন্যায়, মেরুকে লোষ্ট্রের ন্যায়, চিন্তামণি বা স্পর্শমণিকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্প-তরুকে কাষ্ঠ-সদৃশ, সংসারকে তৃণরাশি সদৃশ এবং অধিক কি সংসারের আধার নিজ দেহকেও ভারবৎ জ্ঞান করেন। কর্ম্মী দেহারামী প্রাকৃত জড় মতি আমরা, ভক্তিরহিত হইয়া ভক্তি ব্যতীত ইতর পথানুসরণে বিক্ষিপ্তচিত্ত আমরা দেহ-মনকে আমি বুদ্ধি করছি ও জাগতিক অনিত্য বস্তুগুলিকে পাবার জন্য প্রয়াস করছি। এই যে জড়জগতে বড় হবার বা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা তাতে দেহমনের সুখ হ'তে পারে, আমার (আত্মার) কিছু মঙ্গল হবে না, পরন্তু অমঙ্গলই বেড়ে যাবে নিত্য ধনে বঞ্চিত হব, সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ করবো। ভক্তির অভাবে আমাদের জড় বিষয়ে লোভ হচ্ছে, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাদিতে নজর এসে যাচ্ছে; তাই প্রকৃত আনন্দ পাচ্ছি না।

যা'র যা প্রকৃত অভ্যাস সে তাতেই আনন্দ পায়। মাছ জলে থাকতে ভাল-বাসে, স্থলে থাকতে পারে না। পাখীর বনই প্রিয় সোণার খাঁচার মধ্যে সুস্বাদু খাদ্যে তার বিমল আনন্দ হয় না।

চেতন আমরা, আমাদের বৃত্তি হচ্ছে হরিভক্তি বা ভগবৎ সেবা। আমরা সেই স্বাভাবিক বৃত্তিটা ছেড়ে দিচ্ছি ব'লে আমাদের শান্তি হচ্ছে না, মীন ও বিহঙ্গের ন্যায় অবস্থা এসে দাঁড়াচ্ছে।

সেই জন্য শাস্ত্র ও সাধুগণ হরিভক্তি লাভের জন্য এবং ভক্তিপথই যে জীবের বরণীয় তাহা আচরণ ক'রে শিক্ষা দিচ্ছেন।

আমরা যদি কায়মনোবাক্যে সাধুর নিকট অভিগমন করি তা'হলে বুঝ্‌তে পারবো যে, সেবাই আমাদের ধর্ম্ম এবং সেই সেবা (ভক্তি) একমাত্র সাধুকৃপাতেই লভ্য ও উহাই আমাদের নিত্য মঙ্গলপ্রদ। আর হরিভক্তি ব্যতীত যা কিছু, সবই অমঙ্গলপ্রদ ও দুঃখদ।

মুদ্রাকর প্রমাদ

গত ২৫শ সংখ্যা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের চতুর্থ পৃষ্ঠার 'সাধন ভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় কলমের একাদশ লাইনে "আত্মার কল্যাণকর" স্থানে "আত্মার অকল্যাণকর" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ৯ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

[illegible] গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ কোন্ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, দীর্ঘজীবী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা [illegible] ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা ও কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—[illegible]

[illegible] নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহালক্ষ্মী পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের [illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৷০, মাসিক ১৲ নগদ ৲৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৲, [illegible] কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। সদাচার আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমা[illegible] নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আনিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিজ ঠিকানা অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ [illegible], বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible], কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রী[illegible] কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার [illegible]) [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। [illegible] হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

সত্যাগ্রহের ৬০ টাকা জরিমানা

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে মার্চ শোভাযাত্রা পরিচালনা করায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষ, সুধীকুমার বসু ভবানীচরণ রায় ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০৲ টাকা করিয়া জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৩ সপ্তাহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রতি ৬০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

২৮ বৎসরের কম বয়স বলিয়া মণীন্দ্র সাহা গত ৩০শে মার্চ রংপুর জেল হইতে বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। বে-আইনী ইস্তাহার বিলি করিবার জন্য গত ১লা এপ্রিল তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জনৈক স্বেচ্ছাসেবকের ৬০৲ টাকা জরিমানা আদায় করিবার জন্য ডোমারের পুলিস তাহার বাড়ী হইতে কতকগুলি তৈজসপত্র ক্রোক করিয়াছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরীকে গত ১৬ই মার্চ তারিখ নবাবগঞ্জে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ৩০শে মার্চ স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, চাটার্জ্জির বিচারে তাঁহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

আদালতে মামলার শুনানীর সময় আসামী গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পুলিশের হেপাজতে থাকা কালীন এবং ঢাকায় লইয়া যাইবার সময় তাঁহাকে ভীষণভাবে মারপিট করা হইয়াছে। বিচারক বলেন যে, অভিযোগের লিখিত বিবরণ দিলে এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কয়েকজন যুবক গ্রেপ্তার

দৌলতপুর হইতে প্রকাশ, নড়াইলে এক ডাকাতি সম্পর্কে মহেশ্বর পাশা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ ৫ জন সম্ভ্রান্ত যুবককে দৌলতপুর পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া নড়াইল পাঠাইয়াছে। তাহাদের জন্য জামীনের প্রার্থনা বার বার করা হইলেও উহা না-মঞ্জুর হইয়াছে।

ডাঃ যতীন্দ্র মুখার্জ্জীর মুক্তি

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী গত ২রা এপ্রিল হুগলী জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি আরামবাগ ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। হুগলী স্পেশাল ট্রাইবুনালে তাঁহাদের বিচার হয়। বিচারে তিনি ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডাদেশ পাওয়ার পর হইতেই চারি বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। পরে তাঁহাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। গত ২৩শে তারিখ তাঁহাকে পুনরায় হুগলী জেলে পাঠান হয়। সেই স্থান হইতেই তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ মুখার্জ্জী প্রথমতঃ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ মহাসমরের ভারত রক্ষা আইনে ৩ বৎসর অন্তরীণ ছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বেলেঘাটা ট্রাঙ্ক হত্যা মামলায় তিনি আর একবার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার হইয়াছিল। দেশবন্ধু আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। ইহার ফলে তিনি বেকসুর মুক্তি লাভ করেন।

প্রকাশ, জেলে তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য এখনও ভাল নহে। জেলে তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার পথের জন্য হাত খরচের একটি পয়সাও দেওয়া হয় নাই।

চুয়াল্লিশ হাজার টাকা ঘাট্‌তি

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ নদীয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ৪৪ হাজার টাকা ঘাট্‌তি পড়িয়াছে। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী এই ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী। যে তারিখে তাঁহার সমস্ত হিসাব পত্র পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার কথা, ঠিক সেই তারিখের পূর্ব্ব দিন—অর্থাৎ ২৯শে মার্চ রাত্রিবেলায় তিনি হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

গত ৩০শে মার্চ পুলিশ শ্রীযুক্ত ভাদুড়ীর গৃহে খানাতল্লাস করিয়া মাত্র ১৪ টাকা পায়, ২৯শে তারিখ রাত্রি হইতে তাঁহার বাড়ী পুলিশ পাহারায় আছে।

প্রকাশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এই ব্যাপারের তদন্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পতাকা উত্তোলনে গ্রেপ্তার ও মুক্তি

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে মার্চ দ্বিপ্রহরে ছয়টী বালক প্রথম মুন্সেফী আদালতে প্রবেশ করে এবং জাতীয়তা-সূচক ধ্বনি সহ পতাকা উত্তোলন করিয়া ধৃত হয়। পরে থানা হইতে সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

পালং থানার অধীন গয়ঘরের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র খাসনবিশ স্থানীয় কালীবাড়ী নাট-মন্দিরে এক সভা করিতে চেষ্টা করায় গত ২৯শে মার্চ মাদারীপুরে গ্রেপ্তার হন। ইহার বিরুদ্ধে জরুরী ক্ষমতা-বিষয়ক অর্ডিনান্সের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অপরাধে আরও একটী মোকদ্দমা মুলতুবী রহিয়াছে।

চুচুড়ায় সপত্নী হত্যার মামলা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, বিবিজান বিবি নাম্নী ১৬ বৎসর বয়স্কা এক মুসলমান বালিকা তাহার সপত্নী তাহরুণ বিবিকে হত্যা করিবার অভিযোগে দায়রা জজ মিঃ এইচ, ডি, বেল্ল মিনের এজলাসে ঐ মামলার বিচার হয়। জুরীদের মধ্যে ৬ জন আসামীকে নির্দ্দোষ এবং ৩ জন দোষী সাব্যস্ত করেন। দায়রা জজ, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত বিলকুটী গ্রামের সুলতান সেখ প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে তাহরুণ বিবিকে বিবাহ করে; কিন্তু মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তাহরুণ স্বামী গৃহে আগমন করে। ইতোমধ্যে সুলতান, আসামী বিবিজানকে বিবাহ করে। ঘটনার প্রায় এক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুলতানের উভয় স্ত্রী শান্তিতে বাস করে। অবশেষে বিবিজান উপলব্ধি করে যে, তাহার স্বামী তাহরুণের প্রতি অধিকতর আসক্ত।

গত ৬ই জানুয়ারী সুলতান বাড়ীতে ছিল না। ঐ রাত্রিতে তাহার উভয় পত্নী একঘরে শয়ন করে। রাত্রি ২টার সময়ে সুলতানের ভ্রাতা আবদুল রাজ্জাক ঐ ঘর হইতে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠে। সে ভয় পাইয়া চীৎকার দেয়। উহাতে তাহার কাকুতায় প্রতিবাসী তথায় উপস্থিত হইয়া জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে। তাহারা তাহরুণের মৃতদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় দেখিতে পায়; উহার ২৩ জায়গায় জখম ছিল। বিবিজানের কাপড়ে ও শরীরে রক্তের দাগ দেখা যায়। সে ঘর হইতে পলায়নের চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয়। ঘরে রক্তমাখা ছুরিটি পাওয়া যায়।

জমিদারপত্নী দণ্ডিত

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বাগচীর পত্নী শ্রীযুক্তা কালীদাসী দেবী (হিজলী বন্দীশালায় আটক ননীগোপাল বাগচীর মাতা), স্থানীয় বিশিষ্ট মোক্তার শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায় চৌধুরীর পত্নী এবং হিজলীতে অন্তরীণ সুকুমার রায় চৌধুরীর মাতা হেমনলিনী দেবী, কিরণশশী দেবী (বর্ষীয়সী বিধবা), শ্রীমতী আশালতা দেবী এবং কমলা দেবী কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করা সম্পর্কে গত ১লা এপ্রিল ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে 'বি' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

আদালতে শ্রীযুত অভয়ঙ্কর

নাগপুর হইতে প্রকাশ, আইন অমান্য সম্পর্কে দণ্ডিত ব্যারিষ্টার শ্রীযুত অভয়ঙ্করকে এক নোটিশ দিয়া জানিতে চাওয়া হয় যে, ব্যবহারাজীব আইনের ১৩ এর ধারা অনুসারে তাঁহার সনন্দ কেন নাকচ করা হইবে না। তদনুসারে গত ৩রা এপ্রিল তিনি বিচার বিভাগীয় কমিশনার স্যার রবার্ট ম্যাকনেয়ার ও এক অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জি, এল, মুধোলকরের নিকট হাজির হন।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রীযুক্ত অভয়ঙ্কর জেল হইতে আসিয়া মামলা তৈয়ারী করিবার জন্য গ্রীষ্মকালের শেষ পর্য্যন্ত সময় চাহেন; কারণ, তিনি বলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক কি না নোটিশে তাহা সুস্পষ্ট নহে। বিচার বিভাগীয় কমিশনার ১১ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মুলতুবী আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মারাঠে এবং শ্রীযুত গোলের প্রতি যে নোটিশ জারি হয়, সেই গুলির শুনানীও ছুটী পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে; কারণ আকোলার ম্যাজিষ্ট্রেট অর্ডিনান্স অনুসারে তাঁহাদের দণ্ডিত করায় তাঁহারাও উহার বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছেন।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ৩৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৮, ৮ই এপ্রিল ১৯৩২

পুলিসের প্রতি গুলী

কংগ্রেস হাসপাতালে আপত্তি

শ্রীমতী নাইডুর উক্তি

রাজপথে রাহাজানি

বরোদায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বিদ্রোহ দমনে নূতন উদ্যম

অগ্নিকাণ্ডে ৪ জনের মৃত্যু

প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি

মিঃ সৌকৎ আলির পত্র

চল্লিশটী বাটী ভস্মীভূত

নানাস্থানে সশস্ত্র ডাকাতি

নানা কথা

পুলিসের প্রতি গুলী

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, সহরের যে বাড়ীতে কতকগুলি লোক চুরির উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছিল পুলিস তথায় হানা দেয়। পুলিসকে আসিতে দেখিয়া তাহারা গুলী চালায়, পুলিসেও পাল্টা জবাব দেয়। কিন্তু কেহ জখম হয় নাই। ২ জনকে ধরা হইয়াছে; অন্যান্যরা পলাইয়া গিয়াছে।

গোমতী নদীতে দুর্ঘটনা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যাকালে ৮২ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট, রয়েল আর্টিলারির ৪র্থ ফিল্ড ব্রিগেডের জেনারেল মাক অন্যান্য সৈন্যদিগের সাহত গোমতী নদীতে সন্তরণ করিবার সময় হঠাৎ ডুবিয়া যান। পুলিসে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিস সারারাত্রি ধরিয়া চেষ্টা করিয়া দেহ উদ্ধার করিতে পারে নাই। রয়েল আর্টিলারির লোকেরা এখনও চেষ্টা করিতেছে কিন্তু মৃতদেহের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

বরোদায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, বরোদা রাজ্যের আইজোলা নামক স্থানে একটি তুলা বীজ নিষ্কাষণের কারখানায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে পঞ্চাশ হাজার টাকার তুলা নষ্ট হইয়াছে এবং চারজন লোক দারুণে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অন্যান্য কতকগুলি লোকও আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রাজপথে রাহাজানি

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্ণে বেলা ৩ ঘটিকার সময় এক ভদ্রলোক একখানি টিকা গাড়ীতে করিয়া বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশনে যাইতেছিলেন এই সময় দুইটী যুবক আসিয়া গাড়ী থামাইয়া দেয় এবং উহাদের মধ্যে একজন গাড়ীতে চড়িয়া ভদ্রলোকটিকে একখানি ছোরাধারা ভয় দেখাইয়া টাকা দাবী করে। তৎকালে ভদ্রলোকটির নিকট দুই হাজার টাকা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গোলমাল শুনিয়া বহু লোক আসিয়া গাড়ীর নিকটে জড় হয়। অবস্থা সুবিধ নহে দেখিয়া যুবক দুইজন পলাইয়া যায়।

এই সম্পর্কে পুলিস গ্র্যাজুয়েশন [illegible] তারানাথ রায়ের ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্তকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কংগ্রেস হাসপাতালে আপত্তি

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, স্বরাজ ভবনের পার্শ্বস্থ কুটিরে যে কংগ্রেস হাসপাতাল অবস্থিত তাহার ভারপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত, শ্রীযুত মোহনলাল নেহরুর উপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে নোটীশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন উক্ত হাসপাতালকে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান আর না বলেন। কেন না, যে আদালতের সহায়তা উহা দ্বারা হয়, তাহা সাধারণের নিরাপত্তা শান্তির বিরোধী, অর্থাৎ বে-আইনী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সাহায্য উহা দ্বারা হয়। নোটিশে আরও বলা হইয়াছে যে, বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি হয় হাসপাতালের সম্পর্ক পরিত্যাগ করুন অথবা হাসপাতাল বন্ধ করিয়া দিন। তিনি যাহাই করুন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করিবেন নতুবা তাঁহাকে গ্রেপ্তার হইতে হইবে।

শ্রীযুত মোহনলাল নেহরু উক্ত নোটিশের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, কুটিরটী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর; উহার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ — ১৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৬শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৮ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ শুক্রবার — ৩১শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বড়দামাল ও বালিজানা গ্রামে গত ১১ই ও ১২ই মার্চ্চ পরমভাগবত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বৈষ্ণবাচার্য্য বি, এজি, বি, টী, মহোদয় উক্ত দুই দিবসই জনসাধারণের সম্মুখে অতি প্রাঞ্জল আসামী ভাষায় 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দুইটি সারগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন। সেবাতীর্থ মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া তথাকথিত ভক্তবৃন্দ প্রায় ৭।৮ মাইল ব্যাপী এক নগরসংকীর্ত্তনও করেন। রামপুর ও বড়দামাল গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম দাস প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত অন্যান্য ভক্তবৃন্দের ও বালিজানা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দাস এবং শ্রীযুক্ত ধনেশ্বর দাস মহাশয়দ্বয়ের সেবাচেষ্টা অতি প্রশংসনীয়। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন।

গোয়ালপাড়ার উত্তরপারে পাচনীয়া গ্রামে গত ১৩ই মার্চ্চ সেবাতীর্থ মহোদয় হরিকথা প্রচার করিয়া আসামীদের মহাপুরুষীয় সত্র বিষ্ণুপুরে কতিপয় ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হন। তথায় ১৪ই ও ১৫ই মার্চ্চ শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তনকালে 'আমরা কোন্ শঙ্করদেবকে মানি?' এই সম্বন্ধেও অতি সহজভাবে শাস্ত্রযুক্তি দিয়া তথাকথিত সম্প্রদায়ের লোকসমূহকে বুঝাইয়া দিলে পর বিষ্ণুপুর সত্রের কয়েকজন মহাপুরুষীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসু হইয়া কয়েকটী প্রশ্ন করেন, সেবাতীর্থ মহোদয় অতি সুন্দররূপে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন এবং সভাস্থ সকল ব্যক্তিই সেবাতীর্থ মহোদয়ের বিচার-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তৃমহোদয়ের বক্তৃতা বিশেষ সারগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুগত ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইরূপে সেবাতীর্থ মহোদয় আসামের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া ধুবড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ধুবড়ীতে ২।৩ দিন অবস্থান করার পরে শ্রীধাম মায়াপুরে চলিয়া যান। পরে সেখান হইতে জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বুড়িমারী গ্রামে এক ধর্ম্ম মহাসভায় সেবাতীর্থ মহোদয় "বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহূত হন। তিনি যখন শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে জলপাইগুড়ির এলাকা চেঙ্গরাবান্ধা ষ্টেশনে গত ২৫শে মার্চ্চ সকালবেলা আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তথাকার সভাবৃন্দ খোল করতাল বাদ্যযন্ত্রাদি ও সুসজ্জিত গো-যান লইয়া সম্মান প্রদর্শনার্থে ষ্টেশনে আসেন। এবং সেবাতীর্থ মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সভাস্থলে উপস্থিত হন। সভাস্থলীর আবাসস্থানের দুই পার্শ্ব নানা বিচিত্র পতাকা এবং কদলী বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত ছিল। এবং সেই রাস্তাটী কাপড়ের দ্বারা বিমণ্ডিত হওয়ায় দৃশ্যটী সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

সভার স্থল রেলষ্টেশন হইতে দুই মাইল দক্ষিণে ছিল। বুড়িমারী গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সেই দিনই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মিটিং আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৯টার সময় শেষ হয়। এইরূপে সেবাতীর্থ মহোদয় উক্ত স্থানে তিন দিবস ক্রমাগত "বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দররূপে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাস্থলে দৈনিক পাঁচ ছয় শত লোক উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু মুসলমান সকলেই সভায় যোগদান করেন। বক্তৃমহোদয় সনাতন ধর্ম্মের সকল শাস্ত্র হইতে এমন কি বাইবেল, কোরাণসরিফ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতেও নানা প্রকার শ্লোক ও বাক্য উদ্ধার করায় "বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে আপামর সকলেরই পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইয়াছিল। সভামধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মুসলমান ছিল এবং ২০ মাইল দূর হইতেও লোক আসিয়া মিটিংএ যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃমহোদয়ের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই একবাক্যে বক্তাকে সাধু সাধু বলিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এতদঞ্চলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত শ্রীতারকনাথ দেবশর্ম্মা মহাশয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। তাঁহার সহকর্ম্মী সত্যপ্রিয় সজ্জনবর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায় প্রধান মহাশয়ের শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারে আন্তরিক যত্ন, উৎসাহ ও বিবেক সৌজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহাদের এই অদম্য উৎসাহ, যত্ন ও চেষ্টা দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি। আশা করি তাঁহারা সেখানে অদূর ভবিষ্যতে প্রচারকেন্দ্রস্বরূপে একটী শুদ্ধ হরিসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শুদ্ধ প্রচারকগণের আনন্দভাজন হইবেন।

এতাবৎকাল প্রধান মহাশয় কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। আশা করি, তিনি শুদ্ধভক্তিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া পরমার্থিকগণের প্রশংসাভাজন হইবেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার মঙ্গলবিধান করুন। সেবাতীর্থ মহোদয় জলপাইগুড়ি অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করিয়া ভক্তগণসহ এক্ষণে ধুবড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

মনোধর্ম্ম ও শ্রীগুরুকৃপা

দুই তিন বৎসর হইল শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, বাগীহট্টে নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয় মঠও দর্শন হয় নাই এবং পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মও অনেকদিন দর্শন পাই নাই, তাই এবৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য চিত্তটা বড়ই চঞ্চল হইয়াছে।

তাহা ছাড়া চঞ্চলতার আর একটা কারণ এই যে, দীর্ঘকাল একস্থানেই আছি, যাঁহাদের সঙ্গে আছি, তাঁহাদের সঙ্গে প্রথম প্রথম মনের বেশ মিল ছিল, কিন্তু এখন অমানী ও মানদ হওয়া কিম্বা কিঞ্চিৎ সহিষ্ণু হওয়া আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়াছে। আবার দুই চারি কথা বলিতেও শিক্ষা করিয়াছি, সুতরাং পাণ্ডিত্যাভিমানও ছাড়িতে পারি না।

নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্য না করিলে নয়, তাই বাধ্য হইয়া কেবল সেবার অভিনয় করিতেছি মাত্র তবে সকল সময়েই ঐ সকল চিন্তাতেই বিভোর হইয়া আছি।

এইরূপে কিছুদিন মধ্যেই দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। তখন আমার দুষ্ট মন আমাকে এই পরামর্শ দিল যে দেখ অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা আছে। নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান না করিলে, এ মঠ হইতে অন্য মঠে গমন না করিলে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অপূর্ব্ব মন্দির দর্শন না করিলে ও প্রভুপাদপদ্ম দর্শন না করিলে যখন তোমার চিত্ত স্থির হইতেছে না তখন শ্রীগুরুদেবের আদেশ হইলেও এস্থানে থাকা তোমার পক্ষে এখন ভজনপ্রতিকূল হইতেছে, সুতরাং ঐ প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জন করিয়া অনুকূল গ্রহণের ব্যবস্থা কর অর্থাৎ কৌশলপূর্ব্বক কোন এক অছিলা করিয়া যাইবার চেষ্টা কর। তাহার জন্য যে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে, কপটতার আশ্রয় লইতে হইবে, তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না, কারণ এইরূপ কৌশল করিয়া সেখানে গেলেই তোমার চিত্ত স্থির হইবে, তখন তুমি দ্বিগুণ উৎসাহে শ্রীগুরুসেবা (?) করিতে পারিবে।

এইরূপে মনোধর্ম্মের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গভীর রাত্রে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। অরুণোদয়কালে অদোষদর্শী পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব আমার চিত্তে উদিত হইয়া বলিতেছেন—"বৎস! দুই তিন দিন পূর্ব্বে শরণাগতির সেই গানটী— "নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব, যখন ডাকিবে তুমি" গাহিয়াছ, তাহা কি ভুলিয়া

মহাপ্রভুর পুত্র কাহারা ?

(শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী)

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তদীয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্রে 'নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ।' এই বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥

এস্থলে সাক্ষাৎ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা গ্রন্থকার ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সাক্ষাৎ গোবিন্দ অর্থাৎ গোবিন্দের প্রকাশ বা বিলাস নন শ্রীচৈতন্যের দয়া কোথায় এবং কি প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারি তাহা বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই।

খেদোচ্ছেদিত-খেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্য-
মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে সকল বিঘ্ন গেলে? নিজে আচরণ না করিয়া প্রচার করিলে সেই প্রচার প্রাণহীন হয়। সুতরাং আচার ও প্রচার যুগপৎ হওয়া আবশ্যক। হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা আত্মার ধর্ম্ম, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই। সুতরাং মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইলে হরিসেবা হয় না। দুষ্ট মন জীবকে নিজেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে ভোগ বা ত্যাগের পথে লইয়া গিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। অতএব শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিগণের সর্ব্বাগ্রে আনুগত্যধর্ম্মটী বজায় রাখা বা আত্মনিবেদন করা আবশ্যক। মনোধর্ম্মের প্রশ্রয় দিলে কিম্বা আনুগত্যধর্ম্ম ছাড়িয়া কপটতা আশ্রয় করিলে কখনও ভজনানুকূল হয় না বরং ঐরূপ দুষ্প্রবৃত্তিই ভজনের বিশেষ অন্তরায়। শ্রীধাম, শ্রীমঠ ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভোগ্য বস্তু নহেন অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা স্বতঃপ্রকাশ বস্তু। নিষ্কপট শরণাগত সেবকের শুদ্ধ চিত্তে প্রকাশিত হন। তাই শ্রুতি বলেন— "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

আচ্ছাদন করিয়া পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই সুন্দর দয়া আমাদের প্রতি উদিত হউক।

শ্রীচৈতন্য ত্রিকালসত্য বস্তু, তিনি জীবসমূহের প্রভু আমরাও তাঁহার আশ্রিত ভৃত্য। তাঁহার পুত্র কাহারা? আমরা জাগতিক বিচারে দেখিতে পাই দাস অপেক্ষা পুত্রই অধিকতর প্রিয়। তাঁহারাই প্রিয় পুত্র এবং উত্তরাধিকারী যে সকল মহাজনগণ শ্রীচৈতন্যের আচার ও প্রচার সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিষ্কিঞ্চনভাবে ত্রিদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক জীবের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সকল গুপ্ত সম্পত্তির মালিক পরমপূজ্য ত্রিদণ্ডিপাদগণের দাসসূত্রে আমরা কিয়দংশ লাভ করিলে ধন্যাতিধন্য হইব।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন যে, নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্ত বিষয়াভিমান পরমহংস বৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয় তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না, (সুতরাং তাহাদের অনর্থ বা সংসারবাসনাও অপগত হয় না;) বিশেষতঃ অনর্থরূপ সংসারের নিবৃত্তিই সেই ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শিনী মতির একমাত্র তাৎপর্য্য। মহাপ্রভুর প্রদত্ত অনর্পিতচর প্রেমের সন্ধান লাভ করিতে হইলেও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকিতে পারে না। আত্মশ্লাঘাকারী ব্রহ্মগণের প্রতি মহাভাগবত জড়ভরতের উক্তিতে আমরা দেখি যে, মহাভাগবতের চরণরেণুতে অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনা দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না।

প্রাকৃত বিচারে মহাপ্রভুর সন্তানাদি না থাকিলেও এই সকল মহাভাগবতগণই তাঁহার পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যরূপে অবতীর্ণ থাকিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত বংশমর্য্যাদা সতত অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ করিতেছেন। গৌরসুন্দরের পুত্রগণের অনুগমনই আমাদের একমাত্র কৃত্য এবং পরিক্রমা শব্দের তাহাই একমাত্র মুখ্য অর্থ।

যাত্রীবাহী ও মালবাহী বাষ্পীয়যানের যেরূপ ইঞ্জিনের সহিত সংলগ্ন থাকিবার আবশ্যকতা আছে এবং দৃঢ় লৌহবর্ত্মকে আশ্রয় করিতে হয়, সেইরূপ আমরা যদি সদ্গুরুর পাদপদ্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ থাকিয়া দৃঢ় লৌহবর্ত্মরূপ ভক্তিপথকে আশ্রয় করিয়া থাকি তবে সংসার-দুঃখ-জলধি অক্লেশে পার হইবার আর কোন আশঙ্কা থাকে না। গুরুপাদপদ্মের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ করিয়া শিখা বন্ধন করিতে পারিলে আর পতনের অবকাশ থাকে না এবং তাহারই নাম সম্বন্ধ। গুরুদেব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ভক্তিপথকে আশ্রয় করাই অভিধেয়ের কার্য্য। স্থূল শরীরের অসুস্থতার সময় যেমন ঔষধ ও পথ্যের প্রয়োজন হয়, তেমনি আত্মার জন্যও কতকগুলি পথ্যের ও ঔষধের আবশ্যকতা আছে। শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ও হরিনাম ব্যতীত আত্মার রোগ দূরীভূত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সুপ্ত আত্মার তৃপ্তিলাভের জন্য পরমাত্মার অনুশীলনের প্রয়োজন এবং তাহার প্রধান ও প্রথম সহায়করূপ আমরা কর্ণকেই নিযুক্ত করি।

বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকমহাশয়গণ ছাত্রকে অমনোযোগী দেখিলে কর্ণেন্দ্রিয় মর্দ্দন করিয়া শিক্ষা দান করেন, আবার কর্ণবেধ বলিয়া একটা সংস্কার আছে তাহা গ্রহণ না করিলে বেদান্ত অধ্যয়নের এবং শব্দব্রহ্মের বিশিষ্ট জ্ঞানার্জ্জনের অধিকার লাভ হয় না, শ্রীগুরুদেবও দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য কর্ণকুহরে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন, সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়ই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা পটু এবং সকল কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী। মন্ত্রের উদ্দেশ্য 'মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্র'। মনন ধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় যাহা দ্বারা তাহাই মন্ত্র।

জীবন্ত পুরুষ ত্রিদণ্ডিস্বামীগণের মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহাদের আনুগত্যে অভিধাভক্তি যাজন করিতে করিতেই প্রয়োজনতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এইরূপে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনাবস্থা অখিলরসামৃতসিন্ধুর পাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে লাভ করা ব্যতীত জীবের আর শ্রেষ্ঠ কার্য্য নাই।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীকৃত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিঘ্রাণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তরসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত [illegible]।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমায়ুক্ত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের বাণীর ন্যায় পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিষ্ঠাদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রতিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিশুদ্ধ গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৭৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট বোর্ড বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীগৌরসুন্দর-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] রেক্সিন-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধিমতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] গোস্বামি মহোদয়-মণ্ডলকর্ত্তৃক এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। [illegible] সংস্করণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড় বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

মালাম্বানে সশস্ত্র ডাকাতি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত ২২শে মার্চ তারিখে থাটন এবং প্যুটাজার মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনের উপর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহার সেটমান একজন ব্রহ্মবাসী। তাহার বহুস্থানে মুরগী এবং প্রহরের বাসন অপহরণ করার অভিযোগে পেগু জেলার ১৬ জন ব্রহ্মবাসীকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

গত ২৩শে মার্চ তারিখে পাউন্ডগণের সিনকি নামক গ্রাম অঞ্চলে একজন চট্টগ্রামবাসী জনৈক ব্রহ্মবাসীর পেটে দা দ্বারা আঘাত করে। ব্রহ্মবাসীটি তৎক্ষণাৎ চুরি করিবার চেষ্টা করে। প্রকাশ আঘাতে আহত হইয়া সে দৌড়াইয়া নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মবাসীর কুটীরে উপস্থিত হইলে অপর ৫ জন ব্রহ্মবাসী উক্ত চট্টগ্রামবাসীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা বর্শা ও দা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল। চট্টগ্রামবাসীকে হত্যা করিবে বলিয়া উহারা ভয় প্রদর্শন করে কিন্তু গ্রামবাসী পুলিস প্রভৃতি আসিয়া পড়ায় আর কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে নাই। প্রথম ব্রহ্মবাসীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৪ ধারানুসারে এবং ৫ জন ব্রহ্মবাসীকে ৪০৮ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

গত ২৫শে মার্চ তারিখে পেগুইগণ থানার ৬ মাইল দূরবর্ত্তী মিনজান গ্রামে এক ডাকাতি হয়। ৫ জন লোক বন্দুক লইয়া এই ডাকাতি করে। উহারা ৯৬৩ টাকা লইয়া যায়। গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি উঠিবার দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। তাহাকে উহা খুলিতে বাধ্য করিতে দুষ্কৃতগণ তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। সমস্ত গৃহটি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। তবে বাড়ীর লোকজন কেহ কোন প্রকার আহত হয় নাই।

চল্লিশটা বাড়ী ভস্মীভূত

সালেম হইতে প্রকাশ, গত ২রা এপ্রিল সালেম তালুকে বিরগঙ্গাপলায়মের আদি দ্রাবিড়দের ৪০টী বাটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে। একজন বৃদ্ধা পুড়িয়া মরিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পতাকা উত্তোলনে গ্রেপ্তার

গত সোমবার অপরাহ্নে জোড়াবাগান থানার পুলিস জোড়াবাগান পুলিস আদালতের প্রাঙ্গণে দুইজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁহারা আদালত ভবনে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

প্রকাশ, অসামরিক ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা হস্তে আদালত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং ধ্বনি সহকারে পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা পাইলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জোড়াবাগান থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বিচারের অপেক্ষায় তাঁহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে।

বাগবাজার ট্রাম ডিপোর সম্মুখে পিকেটিং করা ও তৎস্থানে কতিপয় ব্যক্তির বৈধ কার্য্যে বাধাদান করার অপরাধে শ্যামপুকুর থানার পুলিস দুইজন লোককে গত সোমবার গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের উভয়কে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইবে।

মিঃ শৌকত আলির পত্র

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মিঃ শৌকত আলি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে চিঠি লিখিয়া বোম্বাযের জনপ্রিয় মুসলমান নেতা সর্দ্দার সুলেমান কাসেম মিঠার দোকান কংগ্রেস কর্ত্তৃক বয়কট করা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া ঐ বয়কট ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত না হইলে প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে কংগ্রেসে তাঁহার প্রভাবের ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। কংগ্রেসের এরূপ অবিবেচনাপ্রসূত প্রদর্শন কার্য্যের ফলে দেশে সংঘর্ষ ও বিবাদের ভীষণ দৃশ্য সকল দেখা যাইতে পারে। শ্রীযুক্তা নাইডু তাহা হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য যেন চেষ্টিত হন।

অগ্নিকাণ্ডে ৪ জনের মৃত্যু

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ, সে-দিন প্রধান রাজপথে ক্ষুদিরাম মল্লিকের দোকানে যে দারুণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহার ফলে আর একজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মোট ৪ জন মারা যাইল। ক্ষুদিরাম মল্লিক তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রিভঙ্গকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া বিশেষ জখম হন। তিনি গত ৩রা এপ্রিল সন্ধ্যাকালে পুরুলিয়া হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। ত্রিভঙ্গ অগ্নিকাণ্ডের স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ক্ষতির পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা।

পাটনা জেলে আবার মৃত্যু

কটক হইতে প্রকাশ, দীনবন্ধু বেহারা গোকুলচন্দ্র মহান্তি, কৈলাসচন্দ্র সিং, যোগেন্দ্রনাথ দাস ও রামচন্দ্র সিংহ নামক ৫ জন উড়িয়া রাজনৈতিক কয়েদী সম্প্রতি পাটনা ক্যাম্প জেলে নানা রোগে মারা গিয়াছে। মোট ৮ জন মারা যাইল।

প্রকাশ্য ভাবে লবণ বিক্রয় করিবার জন্য বালিকুণ্ডার লবণ ক্ষেত্রে ৩ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। পতাকা দিবসে ৫ জন ও গত ২৯শে মার্চ আফিমের দোকানে পিকেটিংএর জন্য ৬ জন ও বুলেটিন বিলি করার জন্য ২ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। ৩০শে মার্চ আফিমের দোকানে পিকেটিংএর জন্য আর দুই জন ও বুলেটিন বিলির জন্য ২ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পিলমোর হত্যাকাণ্ডের জের

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত নারায়ণপ্রসাদ মজঃফরপুর জেলার সেন গ্রামের জমিদার। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কেরোসিন তৈল কোম্পানীর মিঃ সি, পিলমোরের শাশুড়ীকে হত্যা করার অভিযোগ সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁহার প্রতি দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহাকে গয়া সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বোম্বায়ে গান্ধী দিবস

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গান্ধী দিবস প্রতিপালন সম্পর্কে শোভাযাত্রাদি করার দরুণ গত ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্নে ওয়ার্ডের সাতজন অধিনায়ক সমেত ২৮ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্সে ন্যাশনাল মিলিসিয়ার ভূতপূর্ব্ব দলপতি নবীন পাণ্ডাল ওয়ালা গত ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গত ৩রা এপ্রিল কর্ম্মসূচী ঘোষণা করার কালে একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি

কোচবিহার হইতে প্রকাশ, কোচবিহার হইতে দমকলের এঞ্জিন মাথাভাঙ্গায় লইয়া যাইবার সময় অসম্ভব রকম বালির মধ্যে দিয়া উহা টানিয়া লইবার কার্য্যে বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সাহায্য করেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত রাজ্যের কতিপয় কর্ম্মচারী ও শিক্ষক ছিলেন। ইঁহা দ্বারা তাঁহারা অগ্নি নির্ব্বাপণ কার্য্যে প্রভূত সহায়তা করেন। উক্ত অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসায়ী এবং দীনদরিদ্রগণের বহু ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬॥৭ লক্ষ টাকা।

ব্যবসায়ীদের পদতলে পিকেটার

কানপুর হইতে প্রকাশ, গত ২রা এপ্রিল বিদেশী বস্ত্রের বাজারে নূতন রকমের দৃশ্য দেখা যায়। বংশীধ্বনি হইবার অব্যবহিত পরে পিকেটারেরা দৌড়িয়া বিদেশী বস্ত্রের দোকানের মধ্যে যাইয়া ব্যবসায়ীদের পা ধরিয়া এই মর্ম্মে অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় না করেন পক্ষান্তরে কংগ্রেসের পত্রে স্বাক্ষর করেন, বিদেশী বস্ত্রের গাঁটগুলি শীল করিয়া রাখেন।

পুলিস ও অবিলম্বে ঘটনাস্থলে আসিয়া পঁহুছে। তাহারা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বলপূর্ব্বক সরাইয়া দেয় এবং তাহাদের মধ্যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে।

শ্রীযুক্তা নাইডুর উক্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলিয়াছেন—এই বাৎসরিক অধিবেশনে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ৬০ হাজার কংগ্রেসকর্ম্মী কারাগারে, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক রহিয়াছে কংগ্রেস বাঁচিয়া আছে। আমরা গোপনে কাজ করিতেছি না। আমি নিরুদ্বিগ্ন।

প্রকাশ, পুরীর পরিবর্ত্তে দিল্লীতে কংগ্রেসের আয়োজন ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে সভাপতি মনোনয়নের জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী।

বিদ্রোহ দমনে নূতন উদ্যম

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, হাজি তুরঙ্গজাই ও অন্যান্য কংগ্রেস পন্থীর গুপ্ত চক্রান্তকারীর প্রেরণায় ভুইমাল পুশে দীরে হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রকাশ, উক্ত হাঙ্গামায় নিবৃত্তি ঘটিয়াছে। দীরের নবাব দাবী করেন তিনি সালারজাই ও মামুন্দজাই পাঠান্য জাতি সমবায়ে যে লস্কর গঠিত হইয়াছিল তাহাদের সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করিয়াছেন। সালারজাই লস্করদল ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহাদের স্থলে মাত্র একশতজন লোক আছে, দীরের নবাব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নব অভিযানের কল্পনা করিতেছেন।

টেলি— "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে চৈত্র শনিবার ১৩০৮, ৯ই এপ্রিল ১৯৩২

২১ বৎসরে ১৭টী সন্তান

আগরতলায় সশস্ত্র ডাকাতি

হিন্দু যুবকের আত্মহত্যা

গান্ধীজীর অপেক্ষায় আমেরিকার কবি-কন্যা

পণ্ডিত মালব্যজীর বাণী

শিব মন্দিরে চুরি

রামদেনি সিংএর ফাঁসী

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের ভাতা

ডাঙ্কা সমস্যায় মালব্যজী

ভারতে অবস্থার উন্নতি

মহিলার দুরন্ত সাহস

নানা কথা

২১ বৎসরে ১৭টী সন্তান

সেস্থানসিয় সংবাদে প্রকাশ যে, তথাকার একটী স্ত্রীলোক ২১ বৎসরে ১৭টী সন্তান প্রসব করিয়াছে। সর্ব্বকনিষ্ঠের বয়স আনুমানিক মাত্র। ইহাদের মধ্যে ১৫টী জীবিত আছে। ৫টী সন্তান তাহার প্রথম স্বামীর এবং অবশিষ্ট কয়েকটি বর্ত্তমান স্বামীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। চারি বছরেই সে ৯টী সন্তানের জননী হয় এবং তিনবার যমজ এবং একবার একসঙ্গে তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। আর একটী "গোয়ানিস" রমণী প্রত্যেক বৎসর একটী সন্তান প্রসব করিয়া এখন ত্রয়োদশটি সন্তানের জননী, সন্তানগুলি সব জীবিত আছে।

হিন্দু যুবকের আত্মহত্যা

লাহোর হইতে প্রকাশ, নর্‌সেটের বাহিরে মিউনিসিপ্যাল উদ্যানে এক হিন্দু যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বিষ খাইয়া যুবকটি আত্মহত্যা করিয়াছে। সুবর্ট এন, ডবলিউ, রেল অফিসে চাকুরী করিত, ব্যয় সঙ্কোচ ব্যবস্থার ফলে সম্প্রতি তাহার নিকট প্রাপ্ত এক পত্রে প্রকাশ যে, তাহার শ্বশুরের চাকুরী গিয়াছিল। তাহার নিকট সে অর্থ সাহায্য চাহিয়া পায় নাই এবং ফলে সে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। মার্চ্চ মাস হইতে লাহোরে তিনজন আত্মহত্যা করিল।

আগরতলায় সশস্ত্র ডাকাতি

আগরতলা হইতে প্রকাশ, গত ৬ই এপ্রিল প্রাতে ৫ জন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনজনের কোন পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। ধৃত ব্যক্তি-গণের নিকট একটী গুলীভরা রিভলভার, একটি পিস্তল, কতকগুলি টাকা ও অলঙ্কার পাওয়া যায়। ঐ জিনিষগুলি স্থানীয় বাজারের জনৈক টাকা ধারদানকারীর বাড়ীতে গত ৬ই এপ্রিল রাত্রি দশটার সময় সশস্ত্র ডাকাতি করিয়া উহারা সংগ্রহ করে।

ডাঃ অমর ভট্টাচার্য্য এবং গিরীশ ও শ্রীশ ভৌমিক নামক দুই ভ্রাতা একখানি লরীতে আরোহণ করিয়া অসমসাহসিক ভাবে ডাকাতদলকে অনুসরণ করে। অনুসরণকারিগণ ডাকাতগণের প্রতি রিভলভার হইতে গুলী চালায় তখন ডাকাতগণ বিভক্ত হইয়া পড়ে। দুইজন সাইকেলে করিয়া পলায়ন করিতে থাকে। অপর তিনজন এক বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লয়। ঐ বাড়ী সমস্ত রাত্রি সামরিক ও পুলিস কর্ম্মচারিগণ পাহারা দেয়। ডাকাতগণকে পরে সকালে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

ডাকাতিতে নগদ ও অলঙ্কারে ১৪ হাজার পরিমাণ টাকা অপহৃত হয়।

যে দুইখানি সাইকেল ডাকাতগণ ব্যবহার করে তাহাও পাওয়া গিয়াছে।

রামদেনি সিংএর ফাঁসী

পাটনা হইতে প্রকাশ, চাঁদীপুর ষ্টেশনে যে ডাকাতির ফলে ষ্টেশন মাষ্টার নিহত হন এবং ডাকাতগণ টাকার একটী ক্ষুদ্র থলিয়া লইয়া পলায়ন করে, গত ৬ই এপ্রিল মজঃফরপুর জেলে উহার দলপতি রামদেনি সিংএর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি উহা সমর্থিত হয়।

পুলিসের গোয়েন্দার বিশেষ দক্ষতার ফলে অপরাধীদের সন্ধান করা সম্ভব হইয়াছিল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী		
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

সকল মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি বৃহদাকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধনেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধুপদ নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীশরৎকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধব দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধরণ অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনবকিশোরী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অময়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গলদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীবংশীনিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণপাড়ার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দে ঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনলাল, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাওড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামাধব

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ অখিলানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীনন্দগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাঁদড়া, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৮ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৭শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ শনিবার | ৩২শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় "ভক্তিবিজয় ভবনে"র ছাদে শ্রীল প্রভুপাদ-পদ্ম সমীপে গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীচৈতন্যমঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ, শ্রীধামবাসী আদর্শ গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, শ্রীপাদ ঈশানচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় জনৈক মঠসেবক তথায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি শ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে গীতার বিষয় কিছু শ্রবণ-পিপাসু হইয়া গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥' এই শ্লোক বুঝিতে চাহিলে শ্রীল প্রভুপাদ গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রকৃতি শ্রীভগবানের অব্যক্ত শক্তিবিশেষ, ইহা কালাতীত বস্তু। সমস্ত জগজ্জাত প্রাকৃত বস্তুই এই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

ঈশ্বরের ভগবৎ-স্বরূপই নিত্য। ইহাতে দুই প্রকার পরিচয় আছে। শক্তির একটীর পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি, ইহাকে জড়-জননী বলিয়া অপরা শক্তিও বলা যায়। অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তি মধ্যে আটটী তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ এই পাঁচটী মহাভূত ও শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী তন্মাত্র। এই প্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার শব্দে অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়। বুদ্ধি শব্দে মহত্তত্ত্ব ও মনঃ শব্দে প্রধান, এইরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। এতদ্-ব্যতীত ভগবানের একটী তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে পরা প্রকৃতি বলা যায়।

জীব পুরুষ। শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই অনাদি। ইহা জড়ীয় কালের পূর্ব্ব হইতে আছে। জীব ভগবানের নিত্য শক্তিগত তত্ত্ব। ভগবৎ-বৈমুখ্য হেতুঃ জড়া প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট।

জীব-শরীরের নাম ক্ষেত্র যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে তিনটী তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই তিনটী তত্ত্বের নাম ঈশ্বর, জীব ও জড়। যেমন এক একটী শরীরে জীবাত্মা এক একটি ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ সমস্ত জগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। এই ঐশী শক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ। এই-রূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারপূর্ব্বক যাঁহাদের ত্রিতত্ত্ব বোধ হয়, তাঁহাদের জ্ঞানই বিজ্ঞান

অমানীত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্ম-নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যতা, জন্ম মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতির দোষদর্শন, পুত্রাদিতে অনাসক্তি, পুত্রাদির শোকদুঃখে ঔদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্ত স্থানে অবস্থিতি, জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানের নিত্যত্ব বুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনানুরূপ মুখ্যানুসন্ধান এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে 'শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি' একমাত্র অবলম্বনীয়। অন্য ঊন বিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা এবং চরমে জীবের নিত্য-সিদ্ধ অবস্থায় উদয় সম্পন্ন করে। এই ঊনবিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞান বলে।

জ্ঞেয় বস্তু অনাদি, ভগবদাশ্রিত তত্ত্ব সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত শব্দব্রহ্মবাচ্য জীব।

জড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই ক্ষেত্র। পরমাত্মা ও আত্মারূপ দ্বিবিধ তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগই সংসার। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাফলে জ্ঞেয় বস্তু শ্রীভগবান্‌কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

গত ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীদেবীর স্তবের বিষয় আলোচনা হয়।

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

হে জগদ্‌গুরো ভগবন্! আমার যেন চিরকালই অসংখ্য দুঃখবিপদ্‌রাশি উপস্থিত থাকে, কারণ তাহাতে সংসার-দুঃখনাশন তোমার দুর্ল্লভ দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

যেস্থানে তোমার পাদপদ্ম স্মরণ ব্যতীত ভোগ বা ত্যাগ, রাগ বা দ্বেষ বর্ত্তমান, সেই স্থানে তোমার কৃপাবিলাস না থাকায় তথায় নাহয়, জীবের প্রতি তোমার সর্ব্বনাশী নির্দ্দয়তাই ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান। হে ভগবন্, তুমি যেন আমাকে কখনও কৃষ্ণেতর জড় বিষয়ের প্রতি অভি-নিবেশযুক্ত না কর—ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। তোমার অমন্দোদয়-দয়া বর্ষিত হইলে তুমি সর্ব্বক্ষণ আমার স্মৃতিপথ আলোকিত করিয়া বিদ্যমান থাকিবে, আর আমি উহাকেই তোমার অমায়ায় কৃপা বলিয়া মনে করিব। নিজে-ন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক সুখের বা দুঃখের প্রবল প্রতিঘাতফলে তোমার পাদপদ্মের বিস্মৃতি-জন্য আমার যেন সর্ব্বনাশ না হয়।"

সকল বেদের ইহাই একমাত্র সার যে, নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি থাকিলেই জীবের কখনও কোন প্রকার অমঙ্গল থাকে না। হে ভগবন্, এই প্রপঞ্চে প্রাক্তন কর্ম্মফলে নানাপ্রকার দুঃখে পতিত হইয়াও যদি তোমার অবিস্মৃতি আমার চিত্তে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে উহাই আমার পক্ষে সর্ব্বোত্তম মঙ্গল।

ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তায় রত। কৃষ্ণচিন্তা ব্যতীত তাঁহাদের আর দ্বিতীয় কৃত্য নাই। তাঁহারা অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদ দুঃখকেও কৃষ্ণকৃপারূপে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের পারিতোষিক বিতরণী সভায়

প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দির

কাল—৩রা এপ্রিল, বেলা ৪॥০ ঘটিকা।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের ভাবপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ ক'রে আমরা পরম আপ্যায়িত হ'লাম। আমরা সভাপতি মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অবশ্য অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে 'আপনারা যাঁরা ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা সাংসারিক বিচারবিশিষ্ট সাধারণ লোকের ন্যায় altruism শব্দটীর অর্থ গ্রহণ করেন না।' সাধারণলোকে altruism শব্দটী—মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি, মানবের সেবা করা, পরোপকার করা এই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই শব্দটী খৃষ্ট ধর্ম্মেও এইরূপ অর্থেই প্রচলিত আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন হরিকথা প্রচারার্থ আমি মাদ্রাজে গিয়েছিলাম, তখন তত্রত্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের Civic addressএ এই altruism কথাটী—জনহিতকর কার্য্যে আমার প্রচুর সহানুভূতি আছে বলিয়া এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তার প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য বিষয় এই ছিল যে, altruism বলিয়া যে ধর্ম্মের কথা, তাহা যে শুধু মানব জাতিতে সংশ্লিষ্ট, মানবেতর পশুজাতিতে সংশ্লিষ্ট নহে এরূপ ধরণের কথা নয়।

মানবের প্রতি সৌজন্য, সহানুভূতি কর্ত্তব্য। সেই সৌজন্য বা সহানুভূতি কার্য্যটী যে বর্ত্তমান জীবনেরই উদ্দেশ্য, জীবিতোত্তর-কালে নহে এমন নয়। Altruism শব্দটীর সঙ্কীর্ণার্থ গ্রহণ না ক'রে আমরা যেন উহার অর্থ বিস্তারিত ভাবে (extended altruism) গ্রহণ করিতে পারি। আর মানবের কর্ত্তব্য নহে প্রাকৃত কার্য্যে উদাসীন হওয়া। altruism ভাল জিনিষ; Civil right বজায় থাকে ভাল—সেটা আমরা একেবারে বাদ দিতে বসেছি, ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে যে সুবিধা, তাহা ত্যাগ ক'রে নেওয়া যাক্ ব'লে যে একটা বিচার সেটা জগতের পক্ষে নিত্যমঙ্গলপ্রদ নহে। সে বিষয় সুষ্ঠুভাবে আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের বাক্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হ'লাম। শিক্ষা ধর্ম্মের সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট; শিক্ষার প্রারম্ভ থেকেই ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করা উচিত। সাধারণ লোকের ধারণা শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে উহা সাম্প্রদায়িকতাতে পরিণত হ'বে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের যে ধর্ম্ম বা নীতি তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা বাঞ্ছনীয় নহে। মাদ্রাজে যেমন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ইতর জাতিতে বিবাদ, বর্ত্তমানে যেমন হিন্দু-মুসলমানে সহানুভূতির অভাব, শিক্ষার মধ্যে এরূপ হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবিষ্ট হওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিগত মঙ্গলও প্রয়োজনীয় নয়—সামাজিকভাবে লোক-দেখান ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও উচিত নয়।

পরলোকের চিন্তাস্রোত দুই প্রকার—Impersonality of God-Head and Personality of God Head. Impersonalist অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্তাস্রোতে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকলেও উহা পরিণামে নাস্তিকতারই প্রকারভেদ মাত্র। Personalistদের চিন্তাস্রোত উহাদের চিন্তাস্রোত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। Impersonalistদের চিন্তাস্রোত তর্কপন্থামূলে আধ্যক্ষিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। পরন্তু Personalist বা সবিশেষবাদীর চিন্তাস্রোত শ্রৌতপন্থার অধোক্ষজজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। Impersonalistদের বিচারসীমা এ জগত পর্য্যন্ত; তাঁহারা এই প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ বস্তুর নিত্যত্ব ও চিদ্বিলাস স্বীকার করেন না। কিন্তু Personalistগণ আম্নায়-পারম্পর্য্যে জড়াতীত চিজ্জগতের চিন্ময় নাম, ধাম ও কাম এই ত্রিবিধ চিৎবৈচিত্র্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। Personality of God Head শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জীবনে সর্ব্বাবস্থায় আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেশ কাল পাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি শুধু ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা অথবা এসিয়ার জন্য কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার কথাগুলি যদি আমরা স্থির হ'য়ে আলোচনা করি, তবে আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর মধ্যে কোন মানবই এই কথার সার্ব্বজনীনত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহার কথার মধ্যে কতকগুলি আদর করিতে হইবে, কতকগুলি অনাদর করিতে হইবে, তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশের মধ্যে এরূপ সাম্প্রদায়িকতার কোন লেশ মাত্রও নাই। অনেকে মনে করে, তিনি বাঙ্গালীর ঠাকুর, কিন্তু আমরা বলি শ্রীচৈতন্যদেব মানুষের ঠাকুর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী সর্ব্বজীবের ঠাকুর। তিনি অচৈতন্য বিশ্বে চেতনবাণী কীর্ত্তনমুখে সকলের চেতনের বৃত্তি জাগ্রত করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

মোহজালে আবদ্ধ ব্যক্তির ক্লেশ ও পরিত্রাণের উপায়

কি দেবতা, কি দৈত্য, কি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটী জীব মোহজালে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত ক্লেশের বীজ অবিদ্যাকে বরণ করিয়াছে, তাই অনাদি কাল হইতে পুনঃ পুনঃ চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে।

মহাজন বলিয়াছেন—"জীব কৃষ্ণদাস এবিশ্বাস, করলে ত আর দুঃখ নাই" কিন্তু দুনিয়াবাসী "আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু" এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথাটী বিস্মৃত হইয়া স্থূল লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি করিতেছে ও দেহ-সম্বন্ধীয় অনিত্য বস্তু স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, ধন, সম্পত্তিতে মমতা বুদ্ধি করিয়া মোহজালে আবদ্ধ হইতেছে, তাই তাহাদের এত দুঃখ, এত শোক।

যে স্ত্রীর জন্য, পুত্রাদির জন্য সমস্ত জীবনটী উৎসর্গ করিয়াছিল, মৃত্যুর সময় তাহারা কেহ সঙ্গে যায় না বা যমদ্বারে দণ্ড ভোগের সময় কেহ অংশীদার হয় না, তথাপি অবিদ্যাগ্রস্ত জীব মোহজালকেই সাদরে আলিঙ্গন করে।

স্ত্রী পুত্রাদির শোকে, ধনের শোকে জর্জ্জরিত হইয়া লোকে অকালে মৃত্যুকে আহ্বান করে। মোহের পরিণাম এতই ভীষণ যে দস্যুকুল ধনী ব্যক্তির গলে ছুরি বসাইয়া দেয়, অগ্নিতে পুড়াইয়া মারে তথাপি অর্থের মোহ ছাড়িতে পারে না।

কুলাঙ্গার পুত্র মদ্যপানাসক্ত, বেশ্যাসক্ত হইয়া বারবনিতার গৃহের লাথি, ঝাঁটাকেই পরম অমৃতরূপে বরণ করে, তথাপি পুত্রমোহাসক্ত ব্যক্তি সেরূপ দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিতে পারে না, তাহার পক্ষে বরং সেরূপ কুলাঙ্গার পুত্রের জন্য হরিজন সঙ্গ পরিত্যাগ করা সহজ তথাপি পুত্ররূপ মূত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, মোহ এতই ভয়ঙ্কর।

কামবর্দ্ধিনী কামিনী প্রতি পলকে পলকে রক্ত শোষণ করে, জীবের একমাত্র ব্রত হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার পথে সর্ব্বপ্রধান কণ্টকরূপে বিরাজ করে, তথাপি স্ত্রৈণ ব্যক্তি সেরূপ গঞ্জনাখ্য দস্যু মায়ার সঙ্গ বর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় না, ঐ মোহই তাহার একমাত্র কারণ।

শ্রীল গুণরাজ খান মোহজালে আবদ্ধ জীবের ক্লেশের কথা তাঁহার ভাষায় নিম্ন লিখিতরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

একটী কপোত চারিগোটা ছিল তৈল।
দম্পতী পুষিয়ে সেই শিশু বড় হইল॥
আহার আনিতে দোঁহে করিল গমন।
হেনকালে আকটী গেলা সেইত কানন॥
উহকুলা দিয়া তথি জাল পাতিল।
মায়ামোহ দিয়া চারি শিশু বন্দি কৈল॥
দম্পতী আইল তবে আহার লইয়া।
না দেখিয়া পুত্রে বুলে কানন চাহিয়া॥
দেখিল ত জালে বন্দি আকটীর স্থানে।
মূর্চ্ছিতা কপোতী হৈল হরিয়ে চেতনে॥
শোকেতে ব্যাকুল হৈলা না জানে আপনপর।
পুত্র পুত্র বলি কপোত পড়ে জালের উপর॥
ধরিয়া আকটী তারে বাঁধিল যতনে।
গাছে থাকি কপোত সন্তাপে মনে মনে॥
হাহা প্রিয়ে প্রাণসমা বাক্যয়ে তোমারে।
হের চার পুত্র প্রাণ বঞ্চয়ে আমারে॥
তোমা বিনা শূন্য মোর সকল সংসার।
ধর্ম্মচারিণী প্রিয়ে না দেখিব আর॥
সুস্বর বচনে পুত্র সম্বোধিলে মোরে।
হের চারি পুত্র প্রাণ ছাড়য়ে শরীরে॥
প্রাণের শরীর প্রিয়া মোর পাঞ্জর ভিতরে।
পুত্রশোকে প্রাণ কেন আছয়ে শরীরে॥
ভাবিতে ভাবিতে শোকে হৈলা অচেতন।
আকটীর পাশে করিলা গমন॥
নিকট হইল মৃত্যু তাহা নাহি দেখে।
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে কাহে না উপেক্ষে।
শোকেতে মরয়ে লোক সংসার ভিতরে।
পুত্র পুত্র বলি পড়ে জালের উপরে॥
ছয় পক্ষ পেয়ে ব্যাধ হরিষ পাইল মনে।
কৃতার্থ হইয়া ঘরে করিল গমনে॥

দৈবীমায়া অতিশয় দুরত্যয়া। ক্ষুদ্র জীব নিজ বল চেষ্টাদ্বারা উহার লাভ করিতে পারে না, তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, যাঁহারা আমাতে প্রপন্ন হয় তাহারাই কেবল এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারে।

ভগবানের প্রপন্ন হওয়া অর্থে আশ্রয় জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তি লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥ (গীতাবলী)

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটা অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
।—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১॥৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের শব্দব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈধভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুরক্ষুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম ও প্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৵০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৵০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিশুদ্ধ গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর মন্ত্রমা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহুতথ্যবিষয়-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধুর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে, ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থ উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।/০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। খুব মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতি কলম ৯৲, অর্দ্ধকলম ৫৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভাক্তকুসুম এম, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মহাত্মাজীর অপেক্ষায় আমেরিকার কবি-কন্যা

"ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্র লিখিতেছেন যে পুরাতন গ্রীসীয় প্রচুর পরিচ্ছদভূষিতা "মীরাবেন" পরিচিতা এক পরমসুন্দরী শ্বেতবালিকা গান্ধীজীর মুক্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত বোম্বাইর কোলাহলপূর্ণ রাস্তা হইতে আবুপর্ব্বতের নিভৃতস্থানে পলায়ন করিয়াছেন।

ভারতীয়েরা তাঁহাকে নীলানাগিনী দেবী (নীল সর্প দেবী) বলিয়া অভিহিত করে; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম হইতেছে নীলা ক্র্যাম্ কুক। তিনি আমেরিকার কবি জর্জ্জ ক্র্যাম্ কুকের কন্যা; মিঃ কুক গ্রীসদেশের পর্ণাসস পাহাড়ের কৃষকদিগের মধ্যে বাস করিতেন এবং সেইখানেই পরলোক গমন করেন।

একুশ বর্ষ বয়স্কা কুমারী কুক গান্ধীজীর আশ্রমে সন্ন্যাস ত্যাগ ও সেবার জীবন যাপন করিতে গ্রীস হইতে ভারতে "তীর্থযাত্রা" করেন।

শিব মন্দিরে ছুরি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, এক যুবতী সন্ন্যাসিনী রামনার বুড়াশিবের মন্দিরের এক সাধুর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দিয়াছে। রামনার শিব মন্দিরে কয়েকটী নারী ও পুরুষ সাধু কিছুদিনের জন্য বাস করিতেছিল। প্রকাশ, একজন সাধু একজন নারী সন্ন্যাসীর উপর অনুরক্ত হয় এবং অসৎ প্রস্তাব করে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী অস্বীকৃত হয়। তবুও সাধু তাহার উদ্দেশ্য ত্যাগ না করায়, সে একটী বড় ছুরি কোনপ্রকারে জোগাড় করিয়া মন্দিরে লুকাইয়া রাখে। গত শুক্রবার রাত্রে সকল পুরুষ ও স্ত্রী নিদ্রিত হইলে ঐ সাধু গোপনে ঐ নারীর গৃহে প্রবেশ করে। সাধু ঘরে প্রবেশ করিয়া ধরিবামাত্র সে ছুরি দ্বারা সাধুর ডান হাত একেবারে কাটিয়া ফেলে।

মহিলার দুরন্ত সাহস

মিসেস ওয়াইলী অষ্ট্রেলিয়ার এক মহিলা বাসিন্দা। তিনি একবার তিন বৎসর বিশেষ মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া কিছু টাকা বাঁচান। তারপর সেই টাকায় ছোট একখানা নৌকা কিনিয়া একাকী দুনিয়ায় বাহির হন। পৃথিবী পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পর্ব্বতারোহণ। মিস ওয়াইলী একাকী নৌকাযোগে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড যান,

হইতে নরওয়ে গমন করেন; নরওয়ে হইতে তিনি কানাডা ও আমেরিকা যান, এবং আমেরিকা হইতে নিউজিলণ্ড ভ্রমণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় প্রত্যাগমন করেন।

মিস ওয়াইলী স্কটলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গে অবলীলাক্রমে আরোহণ করেন। অতঃপর নরওয়ের তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গ আরোহণে পুরুষের অকুতোভয়তা ম্লান করিয়া দেন। নরওয়ে হইতে একাকী নৌকা যোগে কানাডা গিয়া তত্রত্য পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে অনায়াসে পদধূলি দান করেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি বিরাট রকি পর্ব্বতের একটী দুর্গম শীর্ষ চরণদলিত করিয়া আসেন। সর্ব্বশেষে তিনি নিউজিলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তিনি বলেন, এই শেষোক্ত শৃঙ্গারোহণই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। মিস ওয়াইলী বিনীতভাবে আত্মগৌরব করিয়া বলিয়াছেন, "আজ পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা অল্প সময়ে নিউজিলণ্ডের এই গিরিশৃঙ্গে কেহ আরোহণ করিতে পারে নাই।

ডাকঘরে ডাকাত

গত ১৪ই তারিখ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় দশজন ডাকাত পিস্তল ও ছোরা লইয়া মাদারীপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত চরমুগুরিয়া ডাকঘরে প্রবেশ করিয়া নগদ টাকা হস্তগত করে। ডাকঘরের কর্ম্মচারীগণ বাধা দিতে গিয়া কয়েকজন আহত হইয়াছেন। পলাইয়া যাইবার সময় স্থানীয় লোকেরা ডাকাতদের অনুসরণ করাতে একজন নিহত হয়। গ্রামবাসীরা ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া পাঁচ জন ডাকাতকে আহত করিয়া ধরিয়া ফেলে। পাঁচ জন ডাকাত টাকা সমেত পলায়ন করিয়াছে। এক জন অনুসরণকারী এবং দুইজন ডাকাত হাসপাতালে গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের ভাতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে শ্রীযুক্ত কে, সি, নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব সার জেম্‌স ক্রেরার বলেন, শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের জন্য মাসিক ২৩৭ টাকা ভাতা এবং তাঁহার পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ ক্রয়ের জন্য ২৯৫ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য মাসিক ১০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর জন্য এখনও ভাতা নির্দ্ধারিত হয় নাই। ঐ বিষয় এখনও বাঙ্গালা সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

স্বরাষ্ট্র সচিব আরও বলেন, আটক হইবার পূর্ব্বে মিঃ সেনগুপ্ত অসুস্থ ছিলেন বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থা যতদূর আশা করা যায় ততদূর ভাল হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বর্ত্তমান স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল।

ভারতে অবস্থার উন্নতি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৫ই এপ্রিল পার্লামেণ্ট মহাসভায় ভারতসচিব সার স্যামুয়েল হোর এই মর্ম্মে বিবৃতি দিয়াছেন যে, ভারতে সাধারণ অবস্থা গত এক পক্ষ কালের মধ্যে উন্নতিলাভ করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে আইন-অমান্য-আন্দোলনের জন্য দণ্ডের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বোম্বায়ে তুলার দালাল সমিতি স্থির করিয়াছেন, তাহারা আবার কেনা বেচা আরম্ভ করিবেন এবং সপ্তাহে ৩ দিন করিয়া আবার কাজ বন্ধ করিবেন। অমৃতসরে আবার পিকেটিং আরম্ভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সীমান্ত অঞ্চলের অবস্থার উন্নতি হইতেছে। তবে কোন-কোন স্থানে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সার স্যামুয়েল হোর মহাসভায় গত ৫ই এপ্রিল তারিখে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নূতন সংবাদ জানাইবার ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

পণ্ডিত মালব্যজীর বাণী

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন, এই মাসের শেষ ভাগে দিল্লীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যে ৪৭ তম অধিবেশন হইবে আমি তাহার সভাপতি পদ গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমি সম্মানের সহিত এই অনুরোধে সম্মত হইয়াছি, যদিও শরীরের দুর্ব্বল অবস্থার জন্য সঙ্কোচ যে ছিল না, তাহা নহে। আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে দায়িত্বের বোঝা বহন এবং স্বাধীনতার জন্য জাতির বাগ্রতাকে ভাষা দান করিবার পক্ষে এই মূল্যবান ও সম্মানাস্পদ কার্য্যের ভার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কের স্কন্ধে ন্যস্ত হউক।

কিন্তু জাতির প্রার্থিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ আবদ্ধ এবং দেশ যে অত্যাচারের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব্ব। এ কংগ্রেস প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া জনসাধারণের বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত এবং যে প্রতিষ্ঠান অক্লান্তভাবে তাঁহাদের মঙ্গল প্রয়াসী, অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই ভাবে গত ৫ই এপ্রিল উহা মিলিত হইতেছে।

"উহার সূচনা হইতে আমি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আমার পক্ষে উহা গৌরবের বিষয়। অনেক সময় উহার প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে না পারিলেও উহার প্রতি আমার আসক্তি কখনও যায় নাই এবং আমি কংগ্রেসের ভিতর দিয়াই দেশ সেবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছি। এই কারণে এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে কংগ্রেসের আলোচনা পরিচালিত করিবার জন্য আমাকে যে আহ্বান করা হইল উহা আমার নিকট পবিত্র আহ্বান এবং উহা পালন করিতেই হইবে। সেই জন্যই বিনীতভাবে আমি নিজেকে জাতির আদেশের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।

আমাদের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমার দেশের জনসাধারণ আমার প্রতি এত যে আস্থা স্থাপন করিলেন, তজ্জন্য আমি যে কি গভীর কৃতজ্ঞ তাহা প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা আমি পাইতেছি না। এই উচ্চপদের দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে এবং বিশ্বস্তভাবে পালন করিবার উপযোগী বুদ্ধি ও শক্তি ভগবান আমাকে দিবেন, এই প্রার্থনাই আমি করিতেছি।"

ভাঙ্গা সমস্যায় মালব্যজী

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, শিরোমণি আকালী দলের প্রতিনিধিরা ভাঙ্গা ব্যাপারে আপোষের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নিকট গমন করিয়াছিলেন। শিরোমণি আকালী দল ঐ বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ প্রদান না করিলেও জানা গিয়াছে, ভাঙ্গা অভিযানের উদ্যোগীরা আপোষ ব্যবস্থায় তেমন গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন না। পক্ষান্তরে একপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, এই বিষয়ে সমাধানের জন্য এই অভিযান ব্যবস্থায় নূতন করিয়া জোর দিতে চান। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ শিখ সম্প্রদায় অভিযান চালাইতে চান না, যে সকল দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিষাদপূর্ণ— বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার নির্ণীত হইতেছে, সে সময় অভিযান প্রেরণ তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না।

মাষ্টার তারা সিং, সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং ও শিখ স্বাধীনতা সঙ্ঘও অভিযান চালাইতে অনিচ্ছুক

শ্রীশ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে চৈত্র সোমবার ১৩৩৮, ১১ই এপ্রিল ১৯৩২

বোম্বায়ে সার জর্জ্জ সুষ্টার

কিশোরগঞ্জে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রহার

পণ্ডিত জহরলালের স্বাস্থ্য

গান্ধীজীর বাণীতে রাজদ্রোহ

পোষ্টমাষ্টারের কঠোর কারাদণ্ড

লক্ষ্ণৌয়ে বোমা বিস্ফোরণ

শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড

ডাক লুটের চেষ্টা

ঢাকায় সশস্ত্র ডাকাতি

জেল হইতে গান্ধীজীর পত্র

নানা কথা

বোম্বায়ে সার জর্জ্জ সুষ্টার

[illegible] হইতে প্রকাশ, ভারত [illegible] সার জর্জ্জ সুষ্টার তিন দিনের জন্য গত ৮ই এপ্রিল প্রাতে বোম্বায়ে আসিয়াছেন। সোমবার তিনি [illegible] এবং বরোদা অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তিনি লাট প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন এবং [illegible] দিন বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। [illegible] প্রাতে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় আফিসে তিনি কারেন্সীর ডেপুটী কন্‌ট্রোলার, এবং ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বোম্বায়ের বিশিষ্ট অর্থনীতিজ্ঞ সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

বাণিজ্য বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সদস্য সার জর্জ্জ রেণীও বিলাত যাত্রার পথে গত ৮ই এপ্রিল বোম্বায়ে পৌঁছিয়াছেন।

ডাক লুণ্ঠনের চেষ্টা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, কেওড়া ও নলছিটির মধ্যবর্ত্তী রাস্তার উপর জোরপূর্ব্বক ডাক লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করার সম্পর্কে তিনজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। বিগত মঙ্গলবার দিবস এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

রাহাজানির চেষ্টা করার অভিযোগে মৃত কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশী সমাদ্দার এবং কুমুদ চক্রবর্ত্তীকে গত ৭ই এপ্রিল এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ঝালকাঠি এবং কিওরার মধ্যে এক ডাক বাহককে আক্রমণ করিয়া উক্ত ডাক বাহকের নিকট হইতে ২ শত টাকা সমেত থলিয়াটি ও ছাতা ছিনাইয়া লইয়া চম্পট দেয়। ডাক বাহকের চীৎকারে স্থানীয় লোকজন তথায় উপস্থিত হয় এবং উক্ত তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হাতে তাহাদিগকে সমর্পণ করে।

লক্ষ্ণৌয়ে বোমা বিস্ফোরণ

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ৮ই এপ্রিল রাত্রি ৮ টার সময় হজরতগঞ্জে এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে মিসেস হাডেক্স নাম্নী জনৈকা বৃদ্ধা শ্বেতাঙ্গ মহিলা সামান্য আহত হইয়াছেন। তিনি যখন মায়ের এক কোম্পানীর নিকট বিদা বাহিতেছিলেন, সেই সময় এই বিস্ফোরণ ঘটে। তাঁহার হাত এবং পায়ে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার ক্ষতের চিকিৎসার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিস্ফোরক পদার্থের সহিত সাধারণতঃ যেরূপ দড়ি ব্যবহার করা হয় সেইরূপ দুই এক টুকরা দড়ি ভিন্ন বোমার আর কিছু পাওয়া যায় নাই।

কাহাকেও এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

গয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রহার

গয়া হইতে প্রকাশ যে নওয়াদার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট যে মামলার বিচার করিতেছিলেন, তাহার বাদী তাঁহাকে আদালতের মধ্যে প্রহার করিয়াছে। প্রকাশ, ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা ডিস্‌মিস করিয়া রায় প্রদান করিলে বাদী উত্তেজিত হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের বসিবার মঞ্চের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রহার করে।

প্রহারকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; শীঘ্রই তাহাকে বিচারার্থ আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ ২০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ সোমবার ৩৩ণ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণভক্তের প্রভাব বর্ণনমুখে বলেন, যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় জন্মমৃত্যুর অধীন নহেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্ত কাল-প্রভাবে কখনই বিনষ্ট হন না। ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বকালই হরি-সেবা করেন। ভীষণ কালচক্র কৃষ্ণবিমুখ বা কৃষ্ণবিস্মৃত মায়াবদ্ধ জীবকে নানাযোনি ভ্রমণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করাইয়া পরিশেষে সংহার করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্য চিন্ময় আত্মবিৎ বলিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর কালচক্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না; পক্ষান্তরে দাসের ন্যায় উহা তাঁহার অনুগমন করে। ইহ জগতে কৃষ্ণবিমুখ ও কৃষ্ণবিস্মৃত জীবসকল জন্মমরণমালাবেষ্টিত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে বাসকালে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবদ্ভক্তগণ মাতৃজঠরে বাসহেতু কোন ঘৃণা বা ক্লেশাদি বোধ করেন না, পরন্তু ভগবদিচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে আগমন করিবার পূর্ব্বেও তিনি গর্ভবাস ক্লেশাদিতে উদাসীন থাকিয়া তৎকালেও ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই জন্মমরণের কোনওপ্রকার দুঃখাদি অনুভব করেন না, সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-সেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। মাতা কয়াধুর গর্ভে অবস্থানকালে মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মরণই এই বিষয়ে উজ্জ্বল ।

কৃষ্ণ হইতেই চেতন জীব-জগৎ ও অচেতন জড় জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক। কৃতজ্ঞ পুত্রের যেমন জনকের আনুগত্য ও পূজনই একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের বিশেষতঃ মানবের, কৃষ্ণপাদপদ্মকে আকর-চেতন জানিয়া তাঁহাকেই নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন করা কর্ত্তব্য। যে সকল জীব আত্মস্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বলোকপিতামহ পদ্মযোনিরও জনক মূলনারায়ণ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিরহিত হয়, সেই সকল অকৃতজ্ঞ পুত্রস্থানীয় জীব নানা প্রকার সংসার ক্লেশ ভোগ করে। তাহাদের দণ্ডস্বরূপ সংসারে ত্রিতাপজ্বালার ব্যবস্থা আছে।

কৃষ্ণভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম। ভক্তহৃদয়েই ভগবানের নিত্য বসতিস্থল। ভক্তগণ ভক্তিবলে অজিত ভগবানকে জয় করিয়া থাকেন। ভক্তগণের অনিষ্ট করিবার শক্তি কাহারও নাই। সুদর্শন-চক্র সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের রক্ষা করিয়া থাকেন। ভক্তগণ প্রত্যেকে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে সমর্থ। ভগবৎসেবা ব্যতীত যাহা কিছু, ভক্তগণ সবই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। জীবমাত্রেরই এই ভক্তিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তের সেবায় জীবন অতিবাহিত করাই উচিত। কৃষ্ণভক্তির প্রভাব আমরা প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও অম্বরীষ প্রভৃতি মহারাজ-গণের জীবনীতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই।

গত ৭ই এপ্রিল সায়ংকালে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের আবিস্থাহরণ নাটমন্দিরে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রহ্লাদ মহারাজ কর্ত্তৃক দৈত্যবালকগণের প্রতি অমূল্য উপদেশের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়স হইতেই নিজের সুখের জন্য অন্য কোন চেষ্টা না করিয়া ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ সংসারে মানবজন্ম অতি দুর্ল্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য, কখন মৃত্যু হয় বলা যায় না; কিন্তু এজন্মের অবস্থিতির স্থিরতা না থাকিলেও পরমার্থপ্রদ অর্থাৎ ক্ষণিক ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে।

এ জগতে যে সুখ বলিয়া একটা কথা আছে তাহা ক্ষণিক, সুখরূপী দুঃখেরই প্রকারভেদ মাত্র। পূর্ব্বাদৃষ্ট বশতঃ বিনা যত্নেই এইগুলি আসিয়া জীবকে উত্তরোত্তর দুঃখের পর দুঃখই প্রদান করিয়া থাকে। অতএব সুখের জন্য কোন প্রয়াস করা উচিত নয়, যেহেতু তাদৃশ চেষ্টাদ্বারা অমঙ্গলই হইয়া থাকে। ভগবান্ মুকুন্দের পাদপদ্ম সেবায় যেরূপ আত্যন্তিক নিত্য শ্রেয়ঃ লাভ হয়, অন্য কোন কিছুর দ্বারা তাদৃশ মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

অর্থ জীবের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। নিজের প্রাণকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া অর্থের জন্য চোর গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করে, যোদ্ধৃগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে এবং বণিককুল বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে গমনাগমন করিয়া থাকে। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম যে অর্থ, অজিতেন্দ্রিয় ভোগিকুল নিজের অমঙ্গল দেখিয়াও তাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব, অনর্থের মূল যে অর্থ, তাহা কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিয়া অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করতঃ নিত্য মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়েন।

যে ব্যক্তি দুর্জনীয় দস্যুগণের প্রতি অনুরক্ত, যে ব্যক্তি স্নেহশীলা প্রিয়ার নির্জ্জন সঙ্গ, শিশুগণের মধুর আধ আধ আলাপ, হারানিমুখ বৃদ্ধ পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, পুত্রকন্যা, বহু পরিচ্ছদ, ভোগাগার গৃহ, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশ ও ভৃত্যাদির বিষয় স্মরণ করে, সে ব্যক্তি কোশকার কীটের ন্যায় মোহে আবদ্ধ হইয়া অনিত্যকে নিত্য বোধ করে, গৃহের সেবাকেই মঠ-সেবা বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। তখন পত্নী-পুত্র-গৃহ-ধনাদিতে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনের পরিবর্ত্তে ভোগবুদ্ধিতে ব্যস্ত হয় এবং পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরিবিমুখ সঙ্গকেই হরিসেবার অনুকূল বলিয়া মনে করে। অবশেষে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় পুত্রস্নেহপাশ, পল্লীসহবাস সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু তাহাকে হরিভজন হইতে নিত্যকালের জন্য পতিত করায়। অতএব জীবমাত্রেরই গুরুবৈষ্ণব-সেবাই জীবনে মরণে কৃত্য, অন্য কোন কৃত্য নাই।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রবণ

(৩)

আমরা গুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ করিতে পারি না বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রবণে অনুরক্ত-চিত্ত বলিয়া শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তদীয় বাণী শ্রবণ করাইয়া আমাদের কর্ণবেধ করিবার জন্য শ্রীগুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রবণের প্রাণবাণী শ্রীগুরুমুখপদ্ম-মন্দাকিনী হইতে অজস্র বেগে অবিরত প্রবহমান থাকিলেও আমরা তাহাতে অভিনিবেশ প্রদান করি না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রবণ করাইবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছেন, কতই না কৌশল জাল বিস্তার করিতেছেন, কত অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমাদের শ্রবণ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমাদের কর্ণ শ্রবণ যোগ্য না হইলে কোথা হইতে শুনিব?

আমরা গ্রাম্যগীত, গ্রাম্যনাটক, উপন্যাসাদি শ্রবণে যতটা উল্লাসিত হই, তাহার সহস্রাংশের একাংশ ও সত্যোদ্দীপনকারিত্বে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করি না, কারণ আমাদের সব ইন্দ্রিয় এখন বিষয়-বাসিত; তাহার এই ব্যাধি দূর না হইলে শ্রবণের কার্য্য হইবে না।

সদ্‌গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতবাণী শ্রবণ না করিয়া গুরুব্রুব, ভাড়াটিয়া পাঠক, লক্ষ্য অভিনয়কারীর নিকট শ্রবণ করিতে অনেকেই সমধিক ভালবাসেন; কারণ তাহাদের কীর্ত্তনে গ্রাম্যসুখ আস্বাদনের সুযোগ পাওয়া যায়। কোন সাধু যথার্থ তত্ত্ব তাহাদের গোচরীভূত করাইলেও পাপে মলিনচিত্ত তাহাদের কর্ণে সত্যবাণী প্রবেশ করে না। তাহারা শ্রীমজ্জীব-গোস্বামী কথিত শ্রবণক্রম অবলম্বন না করিয়া অবৈধ শ্রবণের চেষ্টা করিলে তাদৃশ প্রয়াস কতদূর কার্য্যকর হইবে, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

শ্রৌতগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্যত্র যে কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের অভিনয় বা প্রয়াস দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণকথা নহে, কিন্তু গ্রাম্যকথারই নামান্তর মাত্র। শ্রৌতবাণীই কৃষ্ণকথা, শ্রৌতবাণী শ্রবণেই শ্রবণের ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা; অশ্রৌতপন্থীর নিকট শ্রৌতবাণী কোথায়? আদার ব্যাপারীর নিকট জাহাজের খবর কোথায় পাওয়া যাইবে? তবে ভয়-ভেষজ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে হইলে গীতোক্ত—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

শ্লোকের অনুসরণ করিতে হইবে।

আমরা অশ্রৌতপন্থীর নিকট—যাহার নিজেরই শ্রবণ হয় নাই অথবা শ্রবণযোগ্য 'শ্রবণ' হয় নাই, তাহার নিকট কল্পকাল ধরিয়া শ্রবণ করিলেই বা কি হইবে, বৃথা শ্রম সার হইবে। তাদৃশ ব্যক্তির নিকট রামায়ণ শ্রবণ করিতে গিয়া রামচন্দ্রের সীতাবিরহ শ্রবণে মঙ্গলী গাম্ভীর বিরহ ব্যথা জাগিয়া উঠিবে, কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ অনুকরণ প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে, যশোমতীর বাৎসল্য ভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া মায়িক স্নেহ জড় পুত্তলীর উপর স্নেহ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। কারণ ঐ বাণীগুলীতে প্রাণ নাই—চেতন নাই। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর শ্রীমুখ-বিগলিত বাণী শ্রবণ উপেক্ষা করিয়া অচৈতন্য বাণীর আদর করিলে জড়াসক্তি বৃদ্ধি পাইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বহু দূরে বিক্ষিপ্ত করিবে। কিন্তু—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু বাঙ্‌মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা ভগবৎ স্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধু সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া যাহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত এবং তৎসন্নিধ্য মাত্র আপনা হইতেই শ্রবণপথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা পর বাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাহারা অন্য কোন ধর্ম্ম না করুন তথাপি ত্রিলোকে অন্যের অজিত আপনি তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন।)

অর্থাৎ—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয় বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

(ভা ২।২।৩৭)

যাঁহারা ভক্তগণের আত্মার প্রকাশক ভগবান্ শ্রীহরির কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয় দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের পাদপদ্ম সমীপে গমন করেন।

অর্থাৎ—

তজ্জন্যই আদি গুরু ব্রহ্মা "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে শ্রবণ বিধি নির্ণয় করিয়াছেন—"জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্" অর্থাৎ সাধুমুখবিগলিত বার্ত্তাই শ্রবণ করিতে হইবে এবং সেই বার্ত্তাই একমাত্র জীবনের জীবনস্বরূপ হইবে। তদ্ব্যতীত অন্যবার্ত্তা শ্রবণ করিবে না। ভগবদ্বাণী শ্রবণ ব্যতীত অন্য বাণী শ্রবণ করিলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া হরিকথা শ্রবণে নিষ্ঠা জন্মিতে বাধা প্রদান করিবে।

অনেক সময় স্ত্রীপুত্র আত্মীয়-স্বজনাদির বাণী আমাদিগকে আত্মহারা করিয়া—ভগবদ্বাণী 'শ্রবণ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদেরই বাণী শ্রবণে বলপূর্ব্বক নিযুক্ত করে। স্বজনাখ্য দস্যুগণের তাদৃশ অভিনয় উপেক্ষা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মেই নিরন্তর অবস্থান করা কর্ত্তব্য। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ সুরক্ষিত দুর্গে নিষ্কপটে অবস্থান না করিলেই ঐ দস্যুগণ আক্রমণ করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—কোন ব্যক্তি সংসারাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত সংযোগ করিতে ইচ্ছা করিলে দেবতাগণ স্ত্রীপুত্রাদিরূপে অর্থাৎ তাহাতে আবিষ্ট হইয়া নানা বিঘ্ন উৎপাদন করেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, এই ব্যক্তি আমাদিগকে অতিক্রম করত পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে আমাদিগকে নিকৃষ্ট হইতে হইবে।

অনেক সময় আমি মনে করি, আমার শ্রবণকার্য্য শেষ হইয়াছে, যেহেতু আমি এখন স্বয়ং কীর্ত্তন করিতে পারি। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক যে আমারই মঙ্গলার্থ কীর্ত্তনে অধিকার দিয়াছেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় যত অমঙ্গল অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি যখনই এরূপ মনে করি, তখনই বুঝিতে হইবে যে, প্রতিষ্ঠাশা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। কারণ আমি ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু মূর্খ আমি এইটুকু বোধ আমার নাই যে, যে ভগবদ্বাণী শ্রবণে শঙ্কর লালায়িত, শেষদেব সহস্রাননে যে বাণী কীর্ত্তন করিয়া শেষ না পাইয়া 'শেষ' নাম ধারণ করিলেন, সেই অনন্তশক্তিমান্ অনন্তদেবের বিষয় আমার কতটুকু বোধ হইয়াছে?

তজ্জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন
"লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।"

পরীক্ষিৎ মহারাজ, অম্বরীষাদি—মহাভাগবতগণও, "শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে" অর্থাৎ তাঁহারা মহাভাগবত হইয়াও অচ্যুত কথা শ্রবণে শ্রুতিদ্বয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং" বাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

সংসারাসক্ত, স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ পতিত আমি, 'আমি পিতা, আমি স্বামী, আমি পালক' প্রভৃতি অভিমানে মত্ত হ'য়ে অসত্যকে সত্য মনে ক'রে অনিত্য সংসার বা মাতাপিতা স্ত্রীপুত্রপরিবারের সেবাকেই প্রকৃত সেবা মনে ক'রে কোটিচন্দ্রসুশীতল নিত্যানন্দপাদপদ্ম ভুলে, তাঁর সেবা ছেড়ে দিয়ে নিজের দেহমনের সেবা করতে করতে নরকের দিকে চলে যাচ্ছিলাম। নরকযন্ত্রণাকে আমার শ্রেয়ঃ (?) ব'লে মনে করে নিয়েছিলাম মনে করেছিলাম লেখা-পড়া শিখেছি চাকরী বাকরী করবো, স্ত্রী-পুত্রাদি পালন করবো এবং বাপমায়ের মত মন্দির নির্ম্মাণ বা পুকুর প্রতিষ্ঠা, দানধ্যান প্রভৃতি দু-চারটে পুণ্য কাজ করবো এবং সুখেদুঃখে একরকম ক'রে জীবনটা কাটাব। এইরূপ নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরে আত্মহত্যা করবার বুদ্ধিই বাপ-মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলাম এবং তাঁদের কথামত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কচ্ছিলাম—কিসে নিজের বা আত্মীয়স্বজনের সুখ হয় সেই চিন্তায় ভরপুর ছিলাম। স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমি কোথায় চলে যাচ্ছি।

ছাদে উঠে আকাশে ঘুড়ি উড়ানোতে মত্ত বালকের ন্যায় কনককামিনীর নেশায় মাতোয়ারা আমি আমার পতনের বিষয় চিন্তা না-ক'রে গড্ডলিকার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি দেখে কোন এক মহা উদার সাধু আমার কাছে এসে অমৃত-বর্ষিণী ভাষায় বল্লেন, ওহে জীব, আর নেশায় মেতে থেকো না, এমন মাতাপিতা স্ত্রী পুত্র যে কত জন্ম পেয়েছ বা কত পাবে তার আর ইয়ত্তা নাই।

আমরা ২।৪ দিন বা ২।৪ বৎসর শ্রবণ করিলেই শ্রবণ কার্য্য সমাপ্ত হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন, যুগ যুগান্তর ধরিয়া শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বলেন,—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সংপ্রযুক্তম্॥

(ভাঃ ১১।১৪।২৬)

অর্থাৎ চক্ষু যেমন অঞ্জন সংযোগে সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার পুণ্য-গাথা শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা ক্রমশঃ বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব অর্থাৎ মদ্বিষয়ক সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি দর্শন করিতে যোগ্যতা লাভ করিতে থাকে।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

ঢাকায় সশস্ত্র ডাকাতি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ৭ই এপ্রিল উত্তর গেণ্ডারিয়ায় দিবা দ্বিপ্রহরে সদর রাস্তার উপর আর একটি সাংঘাতিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, রণধীর ঘোষ নামক একজন যুবক (বয়স ১৮ বৎসর) নারায়ণগঞ্জে পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙ্গাইয়া যখন গেণ্ডারিয়া ষ্টেশন হইতে উত্তর গেণ্ডারিয়ায় তাঁহার বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহার বাড়ীর নিকটেই রিভলবার ও ছোরাধারী দুইজন যুবক একটি বাগানের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। একজন ডাকাত তাঁহার গলা চাপিয়া তাঁহার দিকে রিভলবার লক্ষ্য করিয়া ধরে এবং ছোরা সহ অন্য ডাকাতটি তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখে। রণধীর বলেন যে তাঁহার নিকট টাকা নাই, কিন্তু ডাকাতেরা উত্তর দেয় যে তাহারা জানে, তাঁহার ধুতিতে ২৩৭৲ টাকা বাঁধা আছে। এই কথা বলিয়া তাহারা তাঁহার শরীর তল্লাসী করে এবং ঐ ২৩৭৲ টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য ধৃতা শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় গত ৭ই এপ্রিল তারিখে দুইটী অভিযোগে অভিযুক্ত হন। ১লা মার্চ্চ তাঁহাকে পুলিসে হাজিরা দিবার জন্য যে আদেশ দেওয়া হয়, উহা অমান্য করিবার অভিযোগে সঙ্কটশক্তি অর্ডিন্যান্সের ২১ ধারা অনুসারে তাঁহার প্রতি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, ৩০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইহা ছাড়া সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে তাঁহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হয়। দণ্ড দুইটি একসঙ্গে ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সহিত ধৃতা অন্য ৭ জন মহিলার প্রত্যেকের প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

জরুরী পরিষদের পতাকা অভিবাদন সম্পর্কে বাহিনীর অধিনায়ক শ্রীযুত যাদব ও অন্য ৪ জন এবং ডিক্টেটরের জন্য নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পণ্ডিত জহরলালের স্বাস্থ্য

বেরেলি হইতে প্রকাশ গত ৪ঠা এপ্রিল বেরিলি জেলে পণ্ডিত জহরলালের সহিত তাঁহার মাতা, স্ত্রী এবং শ্রীযুত আর, এস, পণ্ডিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুত পণ্ডিত নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন:—

দুই তিন দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রিপোর্ট চাহিয়া পাঠান। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল নিউম্যান তদনুসারে রিপোর্ট পেশ করেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁহার শরীরের উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে ও দক্ষিণ-পার্শ্বে এখনও মাঝে মাঝে বেদনা বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত জহরলালের ওজন কমে নাই। কাশি নাই এবং শরীরে ক্লান্তিও বোধ হয় না।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দ্বারা পরীক্ষার জন্য পণ্ডিত জহরলালকে অনুরোধ করিতে বলা হয়। ১৯৩১ সালে তাঁহার যখন প্লুরিসি হয়, তখন ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ জীবরাজ মেটা এবং ডাঃ আনসারী তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ হইলে জহরলাল এবিষয়ে বলিবেন বলিয়া মনে হয়। ইহাপূর্ব্বে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন যে, ডাঃ রায়ের দ্বারা উঁহাকে পরীক্ষা করিতে না দেওয়ার কোনও কারণ নাই।

ভগবতীর নিকট নর-বলিদান

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, কুসংস্কার কিভাবে একটি ৮ বৎসর বয়স্কা বালিকার প্রাণনাশের কারণ হইয়াছিল, তাহার এক মর্ম্মন্তুদ বিবরণ বাহরাইচের সেসন জজের এজলাসে মুসম্মত উজরাইর বিরুদ্ধে আনীত এক মামলায় পাওয়া যায়।

প্রকাশ যে, সুন্দাপুর গ্রামের কতিপয় স্ত্রীলোক গান গাহিতেছিল। অকস্মাৎ তাহাদের গলার আওয়াজ মোটা হইয়া যাওয়ায় তাহারা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া স্থির করে যে, এজন্য ভগবতী বা সরস্বতী সমীপে বলিদান আবশ্যক হইবে। তদনুযায়ী আসামী মেয়েটীকে ভুলাইয়া লইয়া যাইয়া কোদালীর আঘাতে হত্যা করে। স্বীকারোক্তিতে আসামী বলিয়াছে যে, তাহাদের গলার আওয়াজ মোটা হওয়ায় বলিদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল এবং বলির পর তাহাদের গলার আওয়াজ ভাল হয়। আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

পোষ্টমাষ্টারের কঠোর কারাদণ্ড

ফেণী হইতে প্রকাশ, মহাজনপুর পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুত দেবেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী একখানি ইনসিওর করা পত্রের মধ্য হইতে ৪০০ টাকা মূল্যের কারেন্সি নোট চুরি করা সম্পর্কে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

তাঁহার অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র মহাজনের নামে ২৫০ টাকা জমা ছিল। প্রকাশ, উক্ত মহাজনের নাম জাল করিয়া ঐ জমার টাকা তুলিয়া লইবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটী মামলা রুজু করা হইয়াছে।

জেল হইতে গান্ধীজীর পত্র

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি গান্ধীজী যারবেদা জেল হইতে কলিকাতার ভারতীয় বণিক সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত এম, পি, গান্ধীকে এক পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রে গান্ধীজী লিখিয়াছেন:—

"উপস্থিত আমার নিকট অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। সুতরাং তোমাকে এখন পুস্তক প্রেরণের জন্য কষ্ট দিব না। তোমার আমার নামের সাদৃশ্যের জন্য একটা অসুবিধাও আছে। আমার উদ্দেশ্যে লিখিত, কিন্তু তোমার ঠিকানায় প্রেরিত সমস্ত পত্রের (য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রেরিত) উত্তরও তোমাকে শেষ পর্য্যন্ত দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তুমি মহাত্মা নও।

আমরা (বল্লভভাই এবং আমি) ভাল আছি।

উপস্থিত দক্ষিণ হস্ত দিয়া আমি বেশী কাজ করিতে পারি না; সেই জন্য বাম হস্ত দিয়াই এই পত্রখানি লিখিলাম।

বাপুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।"

এক রাত্রিতে তিনটী ডাকাতি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ৫ই এপ্রিল ঢাকা সহরে তিনটী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় এক ব্যক্তি ৭৫ টাকা লইয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে আসিতেছিল; গেণ্ডারিয়া অঞ্চল দিয়া আসিবার সময় দুইজন রিভলভারধারী যুবক কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হন। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলে লোকজন আসিয়া পড়ে এবং যুবকদ্বয় পলায়ন করে।

গেণ্ডারিয়াতেই আর এক ব্যক্তি দুইজন যুবক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহার নিকট ২৩২ টাকা ছিল; যুবক দুইটী টাকা কাড়িয়া লইয়া লোকজন আসিবার পূর্ব্বেই পলায়ন করে।

প্রথম ঘটনা সম্পর্কে সূত্রাপুর পুলিস দুইজনকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

এই রাত্রিতেই বেগমবাজার অঞ্চলে তিনটী যুবক ছোরা লইয়া এক মুসলমান জমীদারের বাটীতে প্রবেশ করে। বাটীর পুরুষরা তখন বাটীতে ছিলেন না। যুবকরা মহিলাদের ছোরা দেখাইয়া একটী বন্দুক লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

কিশোরগঞ্জে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রকাশ, এই মহকুমার কটিয়াদি থানার এলাকাধীন বাণীগ্রামের শ্রীযুত নন্দকুমার গোস্বামী নামক একজন সঙ্গতিপন্ন অর্থবান দাদনকারী ও জনৈক দোকানদারের বাটীতে গত রবিবার রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় আগুন লাগিয়া যায়। প্রকাশ, অগ্নি আয়ত্তাধীনে আনিবার পূর্ব্বেই বাটীর কংকাল সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যায়। ঐ ঘটনা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের আন্দোলনের ফল বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে। উক্ত আন্দোলন ইতঃপূর্ব্বেই এই মহকুমায় ভীতির সঞ্চার করিয়াছে।

গান্ধীজীর বাণীতে রাজদ্রোহ

গান্ধীজীর উক্তি সম্বলিত পুস্তিকা "গান্ধীর বাণী" গ্রন্থকার শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রকাশক শ্রীযুত মদনলাল বর্ম্মা কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল শ্রীযুক্ত এস, কে, সিংহের আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। শ্রীযুত বর্ম্মা ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও এক শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১২ই এপ্রিল ১৯৩২

দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট আহত

পণ্ডিত মতিলালজীর সহধর্ম্মিণীর বর্ণনা

বঙ্গ গভর্ণরের উক্তি

বে-আইনী লবণ বিক্রয়ে গ্রেপ্তার

কাটোয়ায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বড়বাজারে ভীষণ চাঞ্চল্য

অর্থের লোভে নরহত্যা

ঘুমন্ত মহিলাকে গুরুতর আঘাত

মালব্যজীর আবেদন

সেনাদলের উপর গুলী

বাঁকুড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

নানা কথা

দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট আহত

নৈনীতাল হইতে প্রকাশ, ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারায় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এক উত্তেজিত জনতা সিভিল লাইনে প্রবেশের চেষ্টা করায় গত ৮ই এপ্রিল রাত্রিতে জনতা বিতাড়নের জন্য এলাহাবাদে দুইবার 'বাকসট' গুলী বর্ষণ করিতে হয়।

প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি নিক্ষেপের ফলে দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিসের দুইজন লোক আহত হইয়াছে।

জনতার মধ্যে কংগ্রেসের শোভাযাত্রীরা ছিল এবং পুলিস সেই জনতাকে বাধা দেয়, কিন্তু একদল লোক পুলিসের উপরে প্রস্তর নিক্ষেপ করায় তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত করা হয়। ইহা সত্ত্বেও সহরে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া লোষ্ট্র প্রভৃতি বর্ষিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট আহত হয়।

বঙ্গগভর্ণরের উক্তি

সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া লাট মহোদয় মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের দর্শ্ম প্রবণতার এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, মাড়োয়ারীগণ ভারতে বিলাতের স্কটল্যাণ্ড বাসীগণের আসনে অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ বিলাতে যেমন স্কটল্যাণ্ডবাসীগণ ব্যবসা ক্ষেত্রে অগ্রণী, ভারতেও মাড়োয়ারীগণ তেমনি ব্যবসা ক্ষেত্রে অগ্রণী। তিনি বলেন যে, ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে মাড়োয়ারীগণ বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। শাসক ও শাসিতগণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে সহায়তা করিবার প্রস্তাব করায় এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করায় লাট মহোদয় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও বলেন যে, ভারত সম্পর্কে পার্লামেন্টের ও ভারতের নিজস্ব আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে উক্ত সদ্ভাব বিশেষভাবে আবশ্যক।

বাঁকুড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, এই মর্ম্মে এখানে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ৫ই এপ্রিল তারিখে ওন্দা থানার এলাকাধীন নৃসিংহপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত হারাধন বোরাকের বাটিতে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতগণ গভীর রাত্রিতে সদর দরজা ভাঙ্গিয়া বাটিতে প্রবেশ করে এবং লাঠী ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা হারাধনকে গুরুতররূপে প্রহার করিয়া তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক তালাচাবি ছিনাইয়া লয়। অতঃপর দুর্বৃত্তেরা নগদ অর্থ ও অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করে। লুণ্ঠিত অলঙ্কারাদির মূল্যের পরিমাণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

অর্থের লোভে নরহত্যা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন একটী গ্রাম হইতে বিগত সোমবার দিবস রাত্রিতে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ গ্রামের এক জন ধনী মুসলমানের হত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, মৃত ব্যক্তি যখন তাহার গৃহে স্ত্রী ও শিশুদিগকে লইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন কয়েকজন লোক জোর পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে। গৃহকর্ত্তা তাহাতে প্রতিবাদ করিলে, প্রকাশ, সে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়। আঘাতের ফলে সে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর দুর্বৃত্তগণ ৭০ টাকা নগদ লইয়া সরিয়া পড়ে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩০শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩রা এপ্রিল, ২০শে চৈত্র, রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী-সহ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোলসুর নামক স্থানে শুভাগমন করেন। স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত পরমভাগবত শ্রীযুত কটিক চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের ভবনে স্বামীজী মহারাজ অবস্থান করিলে তত্রস্থ জমিদার কুলোদ্ভূত পরমভাগবত শ্রীযুত নৃপেন্দ্র নাথ মণ্ডল মহাশয়ের বিশেষ যত্নে ও আগ্রহাতিশয্যে সেইদিন সন্ধ্যায় গ্রামস্থ কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে এক বিরাট্ সভায় পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণে সকলেরই হৃদয় বিশেষ আকৃষ্ট হয়। পরম পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ ব্যাখ্যামুখে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি পুরাণ প্রভাকর শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন এবং তৎপরে শ্রীনারদ ও বসুদেব সংবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। সভাস্থ জনমণ্ডলী স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে অপূর্ব্ব ভাগবতবাণী শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীতি লাভ করেন যে, উত্তরোত্তর ঐ সকল কথা শ্রবণের প্রবল পিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হয়।

শ্রীযুত নৃপেন্দ্র বাবুর আগ্রহে পরদিবসও একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্ব হইতেই বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল—"মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য"। চারিদিক হইতে শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ শ্রীহরিকথা শ্রবণে সমুৎসুক হইয়া পূর্ব্ব হইতেই সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করেন। এমন কি সভায় বহু শত মুসলমানও উপস্থিত হন। হিন্দু মুসলমানে প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতৃবৃন্দ পরিপূর্ণ সভায় শ্রীপাদ স্বামিজী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে গুর্ব্বষ্টক গীত ও মহারাজ রচিত কীর্ত্তন গান করা হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র বাবু দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ জনমণ্ডলীকে স্বামিজী মহারাজের পরিচয় প্রদান করিলে পর স্বামিজী মহারাজের আদেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কিছুকাল শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন করেন ও পরে পরম পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রগম্ভীর নিনাদে সভাস্থল কম্পিত করিয়া যখন হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার সরল ও স্বাভাবিকী ওজস্বিনী ভাষায় বক্তব্য বিষয় আলোচনা আরম্ভ করেন, তখন সকলেরই হৃদয়ে যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ লহরী উদ্বেলিত হইয়া সকলকে পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিল। সকলে দেড় ঘণ্টাকাল স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলে, শ্রীপাদ স্বামিজী মহারাজ পরদিবস অবশিষ্টাংশ আলোচনার দিন নির্দ্ধারণ করেন। তৎপরে কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

সভাস্থ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই স্বামিজী মহারাজের ভক্তিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, নিরপেক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং অপূর্ব্ব বাগ্মিতা-শক্তি এবং সর্ব্বোপরি শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনের মহোল্লাস লক্ষ্য করিয়া প্রীত হন। সাধু-সঙ্গ যে সর্ব্বক্ষণ বাঞ্ছনীয় তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ সভায় মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিভিন্ন প্রকার স্তরের মানবের কথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। পরদিবস 'কর্ত্তব্য সম্বন্ধে' বিশেষ আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ঢাকা জেলায় অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব সম্পাদন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বালিয়াটি শ্রীমঠে গত ১৮ই চৈত্র হইতে অবস্থানপূর্ব্বক তত্তৎপ্রদেশে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতেছেন। ১৯শে চৈত্র হইতে দৈনন্দিন কীর্ত্তনোৎসব নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে যথারীতি সম্পন্ন হইতেছে;—(১) অরুণোদয় কীর্ত্তন, (২) প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন, (৩) মধ্যাহ্নে ভোগারতি কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মান, (৪) অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী (৫) সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন, পরে আদি ও অন্তে কীর্ত্তনসম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পরে ইষ্টগোষ্ঠী ও মহাপ্রসাদ সম্মান।

বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ নেমি মহারাজের স্বভাবসুলভ মর্ম্মস্পর্শী সুমধুর ভাগবত ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বালিয়াটীর সমূহ সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা এবং অন্যান্য গ্রামের বহু বহু নরনারী প্রত্যহ ভাগবত শ্রবণে সমাগত হইতেছেন। সুপরিসর নাট্যশালাটী সম্পূর্ণরূপে জনাকীর্ণ হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান পূর্ব্বক প্রত্যহই ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৯ই এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে 'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং' শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

চিত্তের উদ্বেগের হেতু উপস্থিত হইলেও ভক্তের চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না। কেহ শত্রুতা করে, আত্মীয়স্বজনের ক্লেশ বা মৃত্যু হয়, কোন সম্পত্তি নাশ হয়, কোন কলহ বা পীড়া হয়, তাহাতে ভাবভক্ত তাৎকালিক ক্রিয়ামাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ভগবৎপাদপদ্মে নিযুক্ত থাকায় ক্ষুব্ধ হইতে পারে না।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ সংখ্যার পর)

সমগ্র জাতির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কথা কীর্ত্তন করিয়া সুপ্ত জীবগণের নিত্য মঙ্গল বিধান করিয়াছেন মহাবদান্য-অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। বাল্যকাল হইতেই তিনি এই আত্মধর্ম্মের কথা কেবল ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির নিত্য মঙ্গলের জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই নিত্য মঙ্গলময়ী বাণী সমগ্র জগদ্বাসীর শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; কেবল যে বর্ত্তমানের জন্যই শ্রবণ করিতে হইবে, পরবর্ত্তীকালে শ্রবণ করিতে হইবে না, এরূপ নয়; ইহা নিত্যকালই নিত্য চিন্ময় জীবের শ্রোতব্য বিষয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, যাঁহার নামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত, তিনি নির্ব্বিশেষবাদী ছিলেন না, সবিশেষবাদী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সবিশেষ বিচারের কথাও আমরা বল্‌তে বসেছি। শুদ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষবাদীর যে বিচার সে বিচার থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারের পার্থক্য আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধসত্ত্ব ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সম্বন্ধে ধারণা নির্ব্বিশেষবাদীর মনগড়া ধারণার ন্যায় নহে। শ্রীচৈতন্যদেব পুরুষোত্তম পরমেশ্বর বস্তু। ব্যক্তিগত পরমেশ্বরের সহিত প্রত্যেক মানব ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট। Impersonalist শঙ্করাচার্য্য বা ম্যাক্সমুলারের প্রচারিত ধর্ম্মধ্বজিতার কোন কথার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের কোন কথাই সংশ্লিষ্ট নহে। অনেকে ভুল ক'রে তাঁহাকে মনগড়া কোনও নির্ব্বিশেষবাদীর অন্যতম মনে ক'রে যা'তা ধারণা করেন, কিন্তু তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবিগ্রহ সেবার আদর্শ জগতে প্রদর্শন ক'রেছেন ব'লে তাঁহাকে তথাকথিত হিন্দুগণের ন্যায় পৌত্তলিক বলিয়া ধারণা করিতে যাওয়া উচিত নহে। পুতুল পূজার উপদেশ তিনি কোনদিনই দেন নাই। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় জীবের নিত্যমঙ্গল প্রতিষ্ঠিত ইহা কীর্ত্তনমুখে বিশ্বে প্রচার করিয়াছিলেন।

অনেকে বলেন, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, আমরা অণুচিৎ জীব, তাঁহার পূজা কি করিয়া করিব।

নরাকৃত পুরীতে লক্ষ্মণদেশিক শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য সর্ব্বশক্তিমান বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অর্চ্চামূর্ত্তির উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বাক্যে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বললে ভুল করা হবে। তিনি শক্তিপরিণামবাদে ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বলিয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিতে গিয়া বিভিন্ন দেশোপাসকগণ Henotheist, Kathenotheist, Zoomorphist, বলিয়া পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বস্তু নহেন। নির্ব্বিশেষ বস্তুর বিচার অসম্পূর্ণ। নির্ব্বিশেষ বিচারমূলে Anthropomorphism (মানব-ধর্ম্ম ভগবানে আরোপ), Apotheosism (মর্ত্ত্যজীবে ভগবদ্বুদ্ধি আরোপ) এর উৎপত্তি।

অনেকে বলেন, abstract idea of God-Head বা নির্ব্বিশেষবাদ তা all pervading থাকুক কিন্তু আমরা সবিশেষ এর উপাসক কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন যে, প্রত্যেক জীব প্রত্যেক অঙ্গে, প্রত্যেক ক্রিয়ায় নিদ্রায় বা জাগ্রতাবস্থায়, জীবনে বা মরণে সর্ব্বাবস্থায় ভগবৎ সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্রীচৈতন্যদেব রূপসনাতন-শিক্ষায় ফল্গুবৈরাগ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ের দ্বারা কামক্রোধাদি রিপুগণকে বশীভূত করা যায় না।

খাবো, দাবো থাকবো আর ভগবানকে বাদ দিয়ে যে চিন্তা, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা স্বীকার করেন নাই।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

বিষয়গুলিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বাচিত করিয়া অর্থাৎ সকল বিষয়ই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবার উপকরণ এই বুদ্ধিতে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক নিরন্তর হরিভজনানুগত্যে হরিভজন করা যুক্তবৈরাগ্য।

বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত ছেড়ে যোগ, জ্ঞান, তপঃ ও সন্ন্যাসাদির ক্রিয়ার অনিত্যত্ব উপলব্ধি পূর্ব্বক আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের উদ্দেশ্য।

(ক্রমশঃ)

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্‌-এ)

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিঃ উৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম ঐকান্তিকী হরিভক্তি। ঐকান্তিকী হরিভক্তির সমান কিম্বা তদপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। হরি অন্য দেব দেবী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। একমাত্র হরিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্। হরির সমান কিম্বা হরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন পূজ্য বস্তু নাই। হরিনাম ও হরি একই বস্তু। অন্য কোন নাম হরিনামের সমান কিম্বা হরিনাম হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। এইরূপ হরিসেবাও সর্ব্বোত্তম। হরিসেবার সমান কিম্বা হরিসেবা হইতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। হরিই একমাত্র সেব্য। হরিসেবাই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং ঐকান্তিকী হরিভক্তি, কলিযুগের যুগধর্ম্ম, সর্ব্বধর্ম্মের সার।

হরিভক্তি অত্যন্ত সুলভ, বিশেষতঃ কলিযুগে। বর্ত্তমান কলিযুগ সমুদয় সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান কলিযুগের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, এই যুগে মহাবদান্যাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই প্রপঞ্চে তাঁহার জগন্মঙ্গল প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অসমোর্দ্ধ কৃপায় বর্ত্তমান কলিযুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হরিভক্তি—যাবতীয় জীবের পক্ষে অত্যন্ত সুলভ হইয়াছে।

কিন্তু এই ধন্য কলিযুগে হরিভক্তি সুলভ হইয়াও তদ্বিপরীত অর্থ প্রাপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমান যুগেও অভক্তি অভক্তিই আছে। বহির্ম্মুখতা কখনই হরিভক্তি নহে। এই পরিদৃশ্যমান জগতের আপামর সাধারণ সকলেই হরিবিমুখ। হরিবিমুখতাই আমাদের জগতে অবস্থানের একমাত্র কারণ। হরিবিমুখতা অপসারিত হইলেই আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগতে অবস্থান নিবৃত্ত হয়। যতদিন আমাদের এই জগতে অবস্থান থাকে ততদিন আমাদের হরিসেবোন্মুখতা সম্পাদিত হয় নাই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ শ্রীহরিবস্তু। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একই বস্তু। অন্য নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের সমান কিম্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্ ইহা যাঁহার বিশ্বাস হয় না তিনিই এই ধন্য কলিযুগেও কৃষ্ণকৃপা হইতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি যখন ঐকান্তিক বিশ্বাসের উদয় হয় কেবল তখনই জীবের হরিভক্তি সুলভ হয়।

কিন্তু—

গোরার আমি গোরার আমি
মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার
লইলে ফল ফলে॥
—প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে হরিভক্তি শিক্ষা দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্যানুশীলনই ধন্য কলিযুগের একমাত্র ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যদেবের আচার ও বিচারই প্রকৃত শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিমাত্রেরই একমাত্র গ্রহণীয়।

শ্রীল ষড়গোস্বামিপাদগণ তাঁহাদের রচিত বহু বিচারপূর্ণ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আচার ও প্রচারের প্রকৃত তথ্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তই আমাদের অবলম্বনীয়। গোস্বামিগণ রিপুষট্‌কের অধীন নহেন। নিজেকে গোস্বামী বলেন, অথচ ষড়গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তে স্বীকার করেন না, এরূপ ব্যক্তি গোস্বামীপদবাচ্যই নহে। প্রকৃত গোস্বামীদিগের পরস্পরের মতের অনৈক্য অসম্ভব। সুতরাং যে ব্যক্তির ষড়গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ আস্থা নাই, তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দ্বারা প্রতারিত হওয়ায় ষড়গোস্বামিগণকর্ত্তৃক উদ্ঘাটিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আচার ও প্রচারের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইবার অধিকারী নহেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আচরণ দ্বারা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্রের বিধি সম্পূর্ণরূপে পালনীয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাহারা সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুগধর্ম্ম শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন লঙ্ঘন কিম্বা শাস্ত্রবিধির বিরোধী শিক্ষা ও আচার গ্রহণ কিম্বা সমর্থন করেন, একমাত্র তাঁহারাই এই ধন্য কলিযুগেও অভক্তপদবাচ্য সন্দেহ নাই। এতাদৃশ ব্যক্তিগণের ঐকান্তিকী হরিভক্তি প্রদর্শনের যে অশাস্ত্রীয় গোস্বামিগণকর্ত্তৃক অননুমোদিত ক্রিয়ামুদ্রা উহাই বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বপ্রধান অশুভ ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট নিষ্কপট ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে সমর্থ।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-
দাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও
নন্দাম্বুধির ক্রমবর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে
ন, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া
টি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও
ভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান,
প্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-
সর তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য
ন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে
র্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত
ঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
স্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-
গ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক
ায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬
জী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ
াশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-
কাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা
য়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-
মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও
ভাষ্য, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে
ঐ স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ
অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী
বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম
কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ
পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম
হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০৷৷৹; দশম স্কন্ধ ১২৲;
ঐ ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য'
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত
অনুভাষ্য শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া
প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও
প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত।
প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক,
পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের
বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে
যদ্যপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের
সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায়
০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ।
যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার
সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।
যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-
মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে
পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর
কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-
গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা
খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী
তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত
হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-
নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-
ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির
পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে
শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার','গুরু-
বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'নিয়মফি, মায়াবাদ ও
প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবের কৃত্য',
'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুরক্ষুর
'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য',
'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী
মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-
নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ',
'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-
ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের
কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস',
'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'স্ত্রীমাত্রাধিকার',
'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?'
'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য',
'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন
লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক
ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত।
ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত
মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ
সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত
নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও
তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র
প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (দুই খানা
একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, আর উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ
১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য
দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত
কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৹।

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী
জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর
মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায়
বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের
সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-
অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার
—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-
ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা
ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও
তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম,
প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র
৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের
শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও
মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-
কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-
ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-
পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা
ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত।
ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা
শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর
আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-
ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা
—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশৈকবেদ্য,"
অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি
শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন'.
বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য
এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹
বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের
একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব
চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট
এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত একটী
সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা
বাঁধাই ৷৷৹ আনা, আবাধাই ৷৶৹ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত
গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পদ্যাবলীসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-
সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ
ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের
কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত
হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার
ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ লোচার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৯৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র সমন্বিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (৮২) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও নিত্যজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সুব্যবস্থা-সহ রেক্সিন-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ তত্তৎস্থানের স্থবির নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্তৎপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টির গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সচ্চিদানন্দ শ্রীল গোস্বামী প্রভুপাদ মহোদয় যত্নসহকারে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

সেনাদলের উপর গুলী

[illegible], গত ২৮শে মার্চ, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় [illegible] ঘাঁটি হইতে একদল সেনাকে [illegible] খারাবতি এবং [illegible] রাস্তার সংযোগস্থলে সেনা পোঃ নামক স্থানের উপকণ্ঠে আক্রমণার্থে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতে প্রেরণ করা হয়।

সেনাদলের এই লুক্কায়িতভাবে অবস্থানের বিষয় অবগত হইবা মাত্র নদীর তীর হইতে একদল বিদ্রোহী উক্ত দলের উপর গুলীবর্ষণ করে। গুলীবর্ষণকারী বিদ্রোহীরা সম্ভবতঃ সংখ্যায় ত্রিশজন ছিল এবং উহারা হয়ত মীরাটি [illegible] দলের লোক।

সেনাদলও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরে গুলী চালায়। মোট ২৫ বার গুলী করা হয়। কিন্তু অন্ধকারের জন্য কোনও বিদ্রোহী আহত হইয়াছে কি না, তাহা অবগত হইতে পারা যায় নাই। তবে যেরূপভাবে গুলী চালান হইয়াছিল তাহাতে মনে হয় যে, বিদ্রোহীরা আহত হইয়াছিল।

এক জন নায়ক মাঠের মধ্য দিয়া গুলী চালাইয়া যায় কিন্তু সে কোনরূপ আহত হয় নাই।

এক গুলী চালাইবার অব্যবহিত পরেই ভারপ্রাপ্ত হাবিলদার তাঁহার অধীন সিপাহীগণকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া একদলকে নালা নদীর পূর্ব দিকের পথে এবং আর একদলকে পশ্চিমের দিকে বনের পথে প্রেরণ করেন। উক্ত রাস্তার দূরত্ব এক মাইল পরিমিত।

কিন্তু বিদ্রোহীদের আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হেডকোয়ার্টারে ঐ সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করে।

পাট্টীতলায় অগ্নিকাণ্ড

পাট্টীতলা হইতে প্রকাশ, পাট্টীতলা থানার বিটের সরকার মহম্মদ নাসিরুদ্দীন মণ্ডল এবং পাট্টীতলার মহম্মদ মথিলাল সর্দ্দারের গৃহদ্বয় গত ৫ই এপ্রিল সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

এই সম্পর্কে গত ৭ই এপ্রিল হরিরামপুরের বিনয়কুমার সরকারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বে-আইনী লবণ বিক্রয়ে গ্রেপ্তার

মতিহারী হইতে প্রকাশ, বে-আইনী লবণ তৈয়ারী ও বিক্রয় করিবার অভিযোগে রক্সৌলের পুলিশ রামচরণ এবং অন্য ৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের নিকট বে-আইনী লবণ পাওয়া গিয়াছে।

আবার কারাগারে মৃত্যু

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, মানচু নামে আর একজন কয়েদী গত ৩১শে মার্চ লক্ষ্ণৌ ছাউনী জেলে মারা গিয়াছেন। তিনি টাইফয়েড রোগে ভুগিতেছিলেন। গত মাসে এটোয়া জিলার রাজনৈতিক কয়েদী মাতাদু হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ঐ জেলে মারা যান। উভয়েরই মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি জেলের মধ্যে হইয়াছে।

ঘুমন্ত মহিলাকে গুরুতর আঘাত

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, গত ৬ই এপ্রিল রাত্রিকালে বাগেরহাটের সংলগ্ন দাসানি গ্রামের শ্রীযুক্ত মতিলাল দাসের গৃহে অনেক ব্যক্তি প্রবেশ করে। মতিলাল বাবু, তাঁহার পত্নী এবং শিশু সন্তান ঐ সময় গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন। উক্ত অনধিকার প্রবেশকারী মতিলাল বাবুর পত্নীর শরীরে কয়েকটি গুরুতর আঘাত করিয়া তাঁহাকে সাংঘাতিকভাবে জখম করিয়া পলায়ন করে। আহত মহিলাকে চিকিৎসার্থে স্থানীয় হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই সম্পর্কে সন্দেহক্রমে মতি বাবুর এক ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অদ্ভুত জুয়াচুরি

বরিশাল হইতে প্রকাশ, পিরোজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক কৌতুকজনক মামলা
সম্ভবতঃ ইহাই এই প্রকারের প্রথম মামলা। কাঠগোড়ায় দণ্ডায়মান আসামীদিগকে গ্রেপ্তারকারীগণ কবীরুদ্দিন ফকীরের নেতৃত্বে একটি জুয়াচোরের দল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকাশ, তাহারা কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিতভাবে ও চাতুর্য্যের সহিত স্থানীয় বহু ব্যক্তির সহিত জুয়াচুরি করিয়া বহু পরিমাণ অর্থ অপহরণ করিয়াছে। তাহাদের অর্থ অপহরণের রীতি অত্যন্ত অদ্ভুত ও কৌতুকজনক।

প্রকাশ, কবীরুদ্দিন জিন (দুষ্ট আত্মার) "আলিমাম্‌ ডাকার সাহায্যে অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারে বলিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। আরও প্রকাশ, বর্ত্তমান মামলার কয়েকজন অভিযোগকারীর সম্মুখে সে তাহার কার্য্য দেখাইয়াছিল, তাহাতে অপর একজন আসামী মস্তাজুদ্দিন সাহায্যে শক্তিশালী দুই আত্মার প্রতি মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়াছিল। সে দুই আত্মার বিশেষ স্নেহের পাত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রকাশ, কবিরুদ্দিনের মস্তাজ তাহাদের নেতা। সে এখনও আইনের হাত হইতে আত্মগোপন করিয়া আছে। এই মামলায় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

মালব্যজীর আবেদন

কালিকট হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কেরলের অধিবাসীদের জন্য নিম্নলিখিত আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন,—

আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, স্বদেশী পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া, উক্ত পণ্য ব্যবহার করা। আমরা যাহা যতদূর পারি তাহা করা কর্ত্তব্য। সেজন্য আমি আমার প্রত্যেক দেশবাসীকে মালাবারের সকল নরনারীকে এরূপ অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন নিখিল ভারত স্বদেশী সঙ্ঘের সদস্য হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, চিকিৎসার্থ ঔষধ অথবা পুস্তক—এই যে দুইটি বিদেশী জিনিষের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা অতঃপর কেবল স্বদেশী দ্রব্যই ব্যবহার করিবেন। এইরূপ জাতীয় নীতির অনুসরণের ফলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে। আমি আশা করি, দেশমাতৃকার জন্য এই সহজ কাজটুকু করিতে কোন ভারতবাসীই পশ্চাৎপদ হইবেন না।

বড়বাজারে ভীষণ চাঞ্চল্য

প্রকাশ, চোরবাগানের চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মেসার্স জানকী দাস শিব নারায়ণ ফার্ম্মের বিংশতি বর্ষীয় নাগর মল কাউণ্টারের পৃষ্ঠদেশে কোনও ব্যক্তি ছুরিকাঘাত করিয়াছে। ইহার ফলে উক্ত অঞ্চলে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে [illegible]। আঘাত খুব গুরুতর হয় নাই। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে। এই সম্পর্কে এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

চুচুড়ায় জলে অপমৃত্যু

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, গত ৬ই এপ্রিল কনকাসিয়ালী অঞ্চলে একটী ৮ বৎসর বয়স্কা বালিকা জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, পুকুর ধারে খেলা করিতে করিতে সে অকস্মাৎ জলে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছে। প্রায় এক ঘণ্টাকাল বহু অনুসন্ধানের পর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

স্বদেশী প্রচারে শ্রীযুক্তা নাইডু

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু গত ৭ই এপ্রিল সকালে মুলজী জেঠা বাজারে স্বদেশী শাখার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। খাঁটি স্বদেশী দ্রব্যের ১৫০টি দোকান এখানে স্থানান্তরিত করিয়াছে।

পণ্ডিত মতিলালজীর সহধর্ম্মিণীর বর্ণনা

লাহোর হইতে প্রকাশ, "ট্রিবিউন" পত্রের অনৈক বিশেষ সংবাদদাতা এলাহাবাদ হইতে তারযোগে জানাইতেছেন, পরলোকগত মতিলাল নেহরুর সহধর্ম্মিণী বলিয়াছেন, গত ৮ই এপ্রিল রাত্রিতে পুলিস যখন জনতা আক্রমণ করে সে সময়ে তিনি একখানি চেয়ারে উপস্থিত ছিলেন। কোনও লোক তাঁহাকে ধাক্কা দেওয়ায় তিনি ভূতলে নিপতিত হন। তাঁহার দেহ ও মস্তকে প্রহার করা হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক হইতে রক্তস্রাব হইয়াছিল। কিছুক্ষণ তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইয়াছিল।

কাটোয়ায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কাটোয়া হইতে প্রকাশ, কাটোয়া রেল ষ্টেশনের ঠিক দক্ষিণে জনবহুল গ্রাম খাজুরডিহি গ্রামের মুসলমান পাড়ায় গত ৬ই এপ্রিল বেলা প্রায় ১২ টার সময় একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে ২ জন লোক অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, ১ জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে ও প্রায় ১ শত ৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। দৈবাৎ একখানি রন্ধনশালায় অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। অগ্নি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। শস্যাধার ও সমুদায় দ্রব্য ধ্বংস হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কতকগুলি গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুও নিহত হইয়াছে। বহুসংখ্যক লোক গৃহহীন হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের [illegible] প্রায় ২০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ২.
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩১শে চৈত্র বুধবার ১৩৩৮, ১৩ই এপ্রিল ১৯৩২

মিঃ জে এন সাহানীর বিবৃতি

পলাশীপাড়ায় বোমা নিক্ষেপ

লণ্ডনে কংগ্রেস পতাকা

নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে বিবাদ

চাটমোহরে ভীষণ কাণ্ড

উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহে ভীষণ অবস্থা

ডাঃ নটরাজের কারাদণ্ড

বিমানে আকস্মিক-মৃত্যু

মাণিকগঞ্জে ভীষণ ঝড়

বিলাত যাত্রায় বিহার লাট

দুইজন কনষ্টেবল প্রহৃত

নানা কথা

মিঃ জে, এন, সাহানীর বিবৃতি

শ্রীযুক্ত জে, এন সাহানী একদিনের জন্য লাহোরে আসিয়াছেন। তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,—

"সংবাদপত্রসমূহে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গুরুতর ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত এস, সি, মিত্রের প্রশ্ন উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন করার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। ঐ প্রশ্নের উত্তরে অথবা জায়গা প্রদানের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ উত্তরের বিরোধী যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। দিল্লী যদি কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য ব্যবস্থা করিবার কষ্ট স্বীকার না করিত, তাহা হইলে ৪৭ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম বৎসর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইত না।"

চাটমোহরে ভীষণ কাণ্ড

চাটমোহর হইতে প্রকাশ, পাবনা জিলার অন্তর্গত চাটমোহর থানার অধীন চাটরা গ্রামের এলাত প্রামাণিকের মাতাকে কে বা কাহারা খুব করিয়া গলায় দড়ি দিয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি গাছে লটকাইয়া রাখে। চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা বাবু উক্তগ্রামে আসিয়া প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া মৃত দেহ পরীক্ষার্থ পাবনা সদরে পাঠান। এপর্য্যন্ত খুনের কোনই কিনারা হয় নাই। যদি এই সকল খুনের কোন কিনারা না হয় তবে নিরীহ গ্রামবাসীদের বাস করা কঠিন হইবে।

বিবাহ বিচ্ছেদ

ম্যালকবন্স, এক সময়ে অভিনেতা হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। তিনি বর্ত্তমানে হলিউডের অন্যতম বিখ্যাত প্রযোজক। সুমিস দেভেঞ্জ নাম্নী জনৈক অভিনেত্রীকে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহ করার পর আর তাঁর স্ত্রীকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে দিতেছেন না। এই অজুহাতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদ-মামলা আনয়ন করিয়াছেন।

ফেণীতে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

ফেণী হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য ও জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সের ৪ ধারা অগ্রাহ্য করার জন্য শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র সিংহ চৌধুরী গ্রেপ্তার হন। ঐ নোটীশ অগ্রাহ্য করায় তাঁহাকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড বক্তৃতা দিবার জন্য ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে গোলযোগ

হ্যামিল্টন (বার্মুডা) হইতে প্রকাশ, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী স্যার রিচার্ড স্কুইয়ার্সের বিরুদ্ধে বেতন ব্যতীত অন্য ভাবে অর্থ গ্রহণের যে অভিযোগ করা হইয়াছে, গবর্ণর উহার তদন্ত করিতে অসম্মত হওয়ায় তথায় রাজনৈতিক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম ভারতীয় ষ্টেশনের 'ড্রাগন' নামক ক্রুজার বার্মুডা হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের রাজধানী সেণ্ট-জন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	২৪পরগণা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ফরিদপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। [এখা]নে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে [জন্ম]মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিদা। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ [প্র]দাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন [গো]পাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীযজ্ঞানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগবন্ধুজিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীচাঁদদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা লেন ষ্ট্রীট, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীজগগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিবিক্রম ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকাশী, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

গ্রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রাধাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীসনাতনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীর দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগন্নাথ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬ ৩১শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৩ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ বুধবার | ৩৭শ সংখ্যা

আসামে শিবরাহিত যজ্ঞ

(প্রাপ্ত)

গত ১৯শে চৈত্র শনিবার টেলিগ্রাম-যোগে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীপাদ নিমানন্দদাস সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এজি,বি,টি মহাশয় আসাম গোয়ালপাড়া জিলার অন্তর্গত ভাটীপাড়া গ্রামে শুভবিজয় করেন। সেখানে-বৈষ্ণব (?) সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রদর্শন করিবার জন্য একটী মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। এই বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ ভাগবতানুগ আসাম প্রদেশে এইরূপ ধরণের জীব জন্মা'তে পারে ইহা এতৎপূর্ব্বে জানা ছিল না। বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে ইহাঁদের হীন চেষ্টার স্বল্প আলোচনা তাঁহাদেরই মঙ্গলের জন্য এখানে করা গেল। "গারো মিরি যবনে হরিনাম লওয়ে। হেন হরিনামক শুন্ননে বিস্ময়ে॥"—এইরূপ অনুশাসনের দ্বারা যে শঙ্করদেব একদিন গারোকে পাহাড় হইতে নামাইয়া কীর্ত্তন ঘরে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, আজ কিনা তাঁহারই অনুগগণ এই অনুশাসনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কীর্ত্তন-ঘর হইতে পাহাড়ে উঠিতে যাইতেছেন। ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

এতদঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আশ্রিত বহু ভক্ত বাস করেন। ভাগবত বিচার-মূলে ইহারা মৎস্যাদি অমেধ্য দ্রব্য ভোজন, কৃষ্ণ-নৈবেদ্যরূপে অসিদ্ধ চালের ব্যবহার, ভাগবতবিরোধী আসুর-শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের আবাহন ও বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি ভক্তির বিনাশক জানিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের এই সমস্ত ভাগবত-বিরুদ্ধ কর্ম্মকে সমর্থন করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবগণকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্করপন্থী ও কেহ কেহ চৈতন্যপন্থী বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত আচার ও বিচার প্রণালীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা বহুবার এই সমস্ত বিচার প্রণালী শ্রবণও করিয়াছেন। এবং মৌখিক স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু মৎস্যাদি ভোজনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে নিজ নিজ সম্প্রদায়েরও বিরুদ্ধতা করিতে প্ররোচিত করিয়াছে। এইরূপ বিপর্য্যয় বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা বৈষ্ণবকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিতেছেন না।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে এই সকল ব্যক্তিই বৈষ্ণবগণকে সমাজ হইতে পতিত রাখিবার জন্য একটী সভা আহ্বান করিয়া নিজের মন্দভাগ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সভাতেও কোন পণ্ডিত লোক উপস্থিত ছিলেন না। এবং বোধ হয় কাহাকেও নিমন্ত্রণ করাও হইয়াছিল না। সভায় এই সমস্ত ব্যক্তিই বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে বহু অসার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, পতিলাদহনিবাসী শ্রীযুত গোপীনাথ দাস পণ্ডিত মহাশয়ই প্রগল্‌ভতার সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে ইহার ফলে সভার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা চৈতন্য-ভক্তাভিমানী ভাটিপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দাস পণ্ডিত মহাশয় তদীয় পক্ষের লোকের দ্বারাই বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইতে থাকেন। সকলেই তাঁহার বিষকুম্ভ-পয়োমুখ স্বভাবকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য সেই গ্রামের সরল-স্বভাববিশিষ্ট শ্রীযুক্ত বলীচরণ দাস পণ্ডিত মহাশয় তাহার কিছুদিন পরেই আরও একটী সভা আহ্বান করিয়া সেবাতীর্থ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্ব সভায় উপস্থাপিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেবাতীর্থ মহাশয় এই সকল বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত যে সিদ্ধান্ত তাহা ব্যক্ত করেন। সভায় বাচালতা প্রদর্শন করিতে গিয়া পতিলাদহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ দাস পণ্ডিত মহাশয়, সেবাতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হ'ন। এইরূপে লাঞ্ছিত পণ্ডিত মহাশয়গণ শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া আত্মসংশোধন করা অপেক্ষা বৈষ্ণবগণের অনিষ্টসাধনরূপ ব্রত গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপন পরিকল্পে তাঁহারা সমবেতভাবে এই সভার আহ্বান করেন।

সভাতে প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত ছিল। কিন্তু কোন বিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়ও নাই এবং সেইরূপ কোন ব্যক্তি সভায় উপস্থিতও ছিলেন না। নিমন্ত্রণ পত্র দেখিয়া বুঝা গেল যে, বৈষ্ণবগণের সহিত আচার বিচার সম্বন্ধে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভাতে শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর অধিকারী নামে একজন শঙ্করসম্প্রদায়ের উদর-ব্যবসায়ী ও দুই একজন জাতিগোস্বামী ও দুই একজন জাত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। ইহারা সকলে বৈষ্ণববিদ্বেষী এবং ইহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের বহর এতদঞ্চলে সকলের নিকটেই বিদিত আছে। কোন বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই এবং বলীচরণ বাবু বহু অনুরোধ করিয়াও সভায় সেবাতীর্থ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করাইতে পারেন নাই। ইহার দ্বারাই সভাতে কিরূপ নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রালোচনা হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

সভাতে রত্নেশ্বর অধিকারী মহাশয় ও গোপীনাথ মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণ অনেক সময় ধরিয়া গলাবাজী করিতে থাকেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে উঠিলেই তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হইতেছিল; যেন সভাটী তাঁহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, উহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও কথা বলিবার কোন অধিকার ছিল না। হিন্দুর ধর্ম্ম লইয়া যখন কথাবার্ত্তা হয় তখন তাহাতে হিন্দুমাত্রেরই কথা বলিবার অধিকার আছে, কিন্তু এই পণ্ডিত মহাশয়গণ সে নীতি মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। (ক্রমশঃ)

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ

'আমি কৃষ্ণের' এই বিচার যখন আমাদের প্রবল থাকে তখন আমরা কৃষ্ণসেবার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি। কিন্তু বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় সেবা ভুলে যাওয়ার জন্য ভোক্তাভিমান আমাদেরকে জয় করিয়াছে। বিরূপসেবা প্রবৃত্তির প্রাবল্য বশতঃ জীবের আর দুঃখের সীমা নাই। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞাত ভক্তি-সুকৃতি ফলে সাধুসঙ্গে ও তৎপদাশ্রয়ে জীবের পুনরায় শুদ্ধা বুদ্ধির উদয়ে কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়।

কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ বলিলে জীবের স্বীয় প্রীতি-সংগ্রহ নিরসন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দোৎপাদনকেই লক্ষ্য করে।

বদ্ধজীব বা মন, চক্ষু কর্ণাদি দশেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধাদি পঞ্চবিষয় আস্বাদন করে। ভোক্তাভিমানে এতৎপ্রকার বিষয় গ্রহণই ভোগ শব্দ বাচ্য।

ত্যাগ সম্বন্ধে দুই প্রকারের বিচার দেখা যায়। এক সম্প্রদায় বলেন, এ বিশ্ব ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই নশ্বর ও মায়িক, উহার ভোগবাসনাই জীবের বন্ধনের হেতু; অতএব জাগতিক সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া তদ্ভোগে সংযত থাকার নামই ত্যাগ।

অন্য সম্প্রদায় বলেন, জীবের ভোগবাসনাক্রমে তাহার ভোগের স্থল এই বিশ্ব। এ জগৎ মায়াশক্তির প্রকাশ। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয়, তবে আমি ও আমার বলিয়া জীবের যে আরোপিত সম্বন্ধ তাহাই মিথ্যা। এ জগতের যাবতীয় বস্তু, 'আমার ভোগ্য ও আমিই ইহার ভোক্তা' এই বুদ্ধিতে যে সংগ্রহ চেষ্টা তাহার নাম ভোগ। আর এ বিশ্ব ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ভগবানের ভোগ্য, আমিও তাঁহার ভোগ্য, এই বুদ্ধিতে বিষয়সকল ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে অনাসক্তভাবে সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ভগবৎসেবা করাকেই প্রকৃত ত্যাগ বলে।

বস্তু-সংগ্রহ ত্যাগকে প্রকৃত ত্যাগ বলিলে বিচার সুষ্ঠু হয় না; কারণ পুনরায় বস্তুসংস্পর্শে ভোগপ্রবৃত্তির প্রাবল্য দেখা যায়। বিচার করিয়া দেখিতে গেলে জাগতিক বস্তু ও জীব সকলই ভগবানের। কোন বস্তুই জীবের ভোগের জন্য নহে। এমন কি জীবও ভগবানের ভোগ্য বস্তু; এই 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' শ্লোকাবলম্বনে বিচারপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণের প্রীতির জন্য কৃষ্ণসেবানুকূল বস্তু যথাযোগ্য গ্রহণ ও সেবা-প্রতিকূল বস্তু সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন ইহার নামই প্রকৃত ত্যাগ। এরূপ ত্যাগ-বিচার অবলম্বনে কোন সময়েও

পরমার্থী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম-এ)

এই পরিদৃশ্যমান জগতে আপামর সাধারণ সকলেই যে সমুদয় উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ ভোগ কিম্বা ত্যাগ শব্দ দ্বারা সংজ্ঞিত হয়। বদ্ধাবস্থায় জীব আহার ও জড়েন্দ্রিয় তর্পণের উপকরণ সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে। যখন জাগতিক 'অর্থের' দ্বারা ভোগস্পৃহা চরিতার্থ হইতে পারে না এইরূপ ধারণা উদিত হয় তখন ভোগবাঞ্ছা পূরণে অসমর্থ জীব অর্থের প্রতি তাৎকালিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করে! কিন্তু এইরূপ ত্যাগী সম্প্রদায় ভোগের আবশ্যকতা অস্বীকার করে না। ভোগের অপ্রাপ্তি জন্য ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভেচ্ছায় তাহারা আত্মবিনাশরূপ উদ্দেশ্য বরণ করে। ভোগ অসম্ভব এবং পরিণামে ক্লেশকর উপলব্ধি করিয়া, ত্যাগী সম্প্রদায় ভোগরহিত জীবন পরিত্যাজ্য এইরূপ বিচার অবলম্বন করেন। ত্যাগী সম্প্রদায় দ্বারা জগতের ভোগী সম্প্রদায়ের শ্রমদ্বারা উপার্জ্জিত বিত্ত আত্মসাৎকৃত হয় তজ্জন্য ভোগী সম্প্রদায় ত্যাগী ব্যক্তিমাত্রকেই জগতের উন্নতির বাধা-স্বরূপ বিবেচনা করেন। ত্যাগী-সম্প্রদায়ের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহারা দায়িত্ব গ্রহণ করিতেও স্বীকৃত হন না।

ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই স্বীয় সুখ-অন্বেষণ করেন। ভোগিগণ জগতের অর্থ প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়া এবং ত্যাগিগণ জাগতিক অর্থ সংগ্রহের ক্লেশ হইতে বিরত হইয়া ভোগিগণের শ্রমজনিত অর্থদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করেন। এবম্বিধ সুখ ও তাহার ভোক্তা এবং উপকরণ সমস্তই অনিত্য এবং সীমাবিশিষ্ট। ত্যাগী ভোগ্য বস্তুর অভাবের ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ত্যাগী বিচার করেন যে, সম্পূর্ণ আত্মবিনাশ সাধিত না হইলে ভোগস্পৃহা নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং অনশন-নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারা তদ্দ্বারা আত্মবিনাশ সাধিত হইবে এইরূপ আশা পোষণ করেন। প্রকৃত পক্ষে ত্যাগী অলসতাদ্বারা আত্মবিনাশকামী ভোগী মাত্র। জাগতিক ভোগ ভিন্ন অন্য অর্থের অস্তিত্ব ত্যাগী কিম্বা ভোগী সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

জীবের একমাত্র মৃগ্য নিজের সুখ। ভোগী-সম্প্রদায় স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণকে সুখ বলিয়া বরণ করেন। তথাকথিত ত্যাগী-সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়তর্পণের সুখ কার্য্যতঃ অঙ্গীকার করিয়াও উহা সংগ্রহের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হন। এইরূপ নিবৃত্তির ফলে তাঁহারা জগতের আর্থিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হন এবং আত্মবিনাশ লাভ করেন।

ভোগী ও ত্যাগী এই উভয় সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র তৃতীয় সম্প্রদায় পরমার্থী নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরমার্থী সম্প্রদায়ও নিজের সুখ অন্বেষণ করেন। কিন্তু তাঁহারা জড় ভোগ এবং জড় ত্যাগ এতদুভয়ের কোন পন্থাই গ্রহণ করেন না।

পরমার্থী বিচার করেন যে জগতে সুখের অভাবের একমাত্র কারণ জড় শরীর ও জড় মন এই উভয়বিধ জড়ীয় উপাধিগ্রস্ত অবস্থা। জড় শরীর এবং অচেতন মন দ্বারা প্রকৃত সুখ সংগৃহীত হইতে পারে না। জড় শরীর ও জড় মনের ধ্বংস সাধন দ্বারাই বা কিরূপে সুখ লাভ হইতে পারে? জড় শরীর ও মনের তথাকথিত অভ্যুদয় দ্বারা অনিত্য সুখরূপ ক্লেশই লভ্য হয়। জড় শরীর ও মনের ধ্বংস দ্বারা নির্ব্বিশেষে অচেতন অবস্থা মাত্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সুখ লাভ করিতে হইলে শরীর ও মন-বিশিষ্ট অনুভবিতৃ ধর্ম্ম আবশ্যক। অথচ জড় শরীর ও মনের দ্বারা সুখানুভবিতৃ ধর্ম্ম সুষ্ঠুতা লাভ করিতে পারে না। জড় শরীর ও মনের পরিবর্ত্তে সুখানুভবিতৃ ধর্ম্মের সম্যক্ উপযোগী নিত্য শরীর ও মন লাভ করিতে পারা যায় কি না? কিন্তু বর্ত্তমান জড় শরীর ও মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দেহ ও মন লাভ হইলে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বানুভূতি পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা। তদ্রূপ পরিবর্ত্তন সাধনের চেষ্টা বর্ত্তমান অবস্থায় অপ্রাসঙ্গিক হয়। উহা ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র বিবেচ্য হওয়াই সঙ্গত। বর্ত্তমান দেহ ও মনের চেষ্টা, আদৌ ব্যক্তিত্বানুভূতি পরিবর্ত্তিত না হইয়া এবং বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বানুভূতির পূর্ণতা সম্পাদনার্থে—কিরূপে অবিচ্ছিন্ন, অমিশ্র নিত্য সুখলাভের সহায়ক হইতে পারে, ইহাই পরমার্থীর অনুসন্ধানের বিষয়।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

সাধু বল্লেন,—তুমি মূর্খ বালকের ন্যায় ভোগে ব্যস্ত হয়ো না, ভোগ করা তোমার ধর্ম্ম নয়। তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু নও, তুমি বিষ্ণুদাস। তোমার কৃত্য হচ্ছে তুমি যার, সেই প্রভু ভগবানের সেবা করা।

'নেশাখোর আমি অকস্মাৎ এ'রূপ প্রাণ কাড়া বাণী শুনে চম্‌কে উঠ্‌লাম এবং চকিত চিত্তে বল্‌লাম, "কে আপনি? কার এমন মধুমাখা মৃতসঞ্জীবনী বাণী আপনি আমার মত ঘরপাগলা মৃতভক্তের নিকট কীর্ত্তন ক'রছেন?"

তিনি মধুরকণ্ঠে বল্লেন, "আমি নিতাইদাস, প্রভুর আজ্ঞায় গৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত বিমল আত্মধর্ম্ম জীবের দ্বারে দ্বারে তাঁর প্রদত্ত বস্তুর পরিবেশণকারী সেজে প্রচার করছি।

সেই কথা শুনে ছুটে এলাম আমি জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে এত মহাবদান্য এত দয়াল তা' বদ্ধজীব আমি পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই।

প্রভু আমার পরম মঙ্গলময়। নিজগুণে কৃপা ক'রে তাঁর কেন নিজ জনকে আমার ন্যায় সংসারাসক্ত বিষয়কীটের নিকট পাঠিয়ে কেশাকর্ষণ ক'রে নিয়ে এলেন তাঁর ঐ অভয় অশোক অমৃতস্বরূপ কোটীচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে এবং নিযুক্ত করলেন শিবাবিরিঞ্চির বাঞ্ছিত দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবায়।

কিন্তু হতভাগ্য আমি—পতিত আমি করুণাময়ের ঐ অপার করুণা উপলব্ধি করতে পার্‌লাম না—তাঁর নিষ্কপট সেবা করতে পারলাম না—আমার নিত্যকালের পরম বান্ধবকে চিনতে পার্‌লাম না।

রোগী আমি ডাক্তারের ঔষধ খেতে না চাইলেও ভবরোগের বৈদ্যরাজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে ঠোঁটের ভিতর জোর ক'রে ঔষধ দিয়ে আমার রোগ সারাবার জন্য সচেষ্ট। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমার নিকট হরিকীর্ত্তন ক'রে আমার যাতে মঙ্গল হয়, আমি যাতে স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হই তজ্জন্য কত না কত ভাবে যে আমাকে সেবাশিক্ষা দিচ্ছেন তা' বর্ণনাতীত।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

পূর্ব্ব ব্যবস্থা।। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-
দাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও
নন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে
ন, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া
টি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও
গ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান,
প্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-
সর তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য
ন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে
হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত
রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
স্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-
আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক
য়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬
ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ
শিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-
শ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা
য়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্
চার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও
, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে
স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ
য়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী
, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম
উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ
ছাপা সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম
৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲;
৷ ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য'
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত
ভাষ্য শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া
শিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও
পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত।
অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক,
, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের
জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে
পি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের
স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায়
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ।
যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার
সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।
যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-
মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে
পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর
কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-
গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা
খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী
তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত
হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-
নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-
ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির
পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে
শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-
বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও
প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য',
'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুর
'সদ্ভক্তসঙ্গই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য',
'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী
মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-
নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ',
'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-
ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের
কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস',
'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার',
'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?'
'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য',
'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন
লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক
ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত।
ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত
মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ
সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত
নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও
তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র
প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা
একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ
১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য
দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত
কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী
জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর
মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায়
বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের
সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-
অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার
—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-
ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা
ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও
তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম,
প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র
৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের
শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও
মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, এযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-
কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-
ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-
পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা
ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত।
ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা
শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর
আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-
ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা
—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য,"
অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রুচিবৃত্তি
শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন',
বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারতাৎপর্য্য
এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০
বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের
একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব
চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট
এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী
সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা
বাঁধাই ০৷৷ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত
গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-
সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ
ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের
কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত
হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার
ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নারাতিরাজার কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লাহোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ১৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নাম সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। ডিমাই (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, নালাসের গীত শ্রীনামকন্ঠ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি যত্নব্যাবস্থা-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, গাথার ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার, বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ মহোদয়ের সময়কালে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা ।/১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, মর্ম্মানুবাদ ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আট পেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

[illegible]—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৫[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৸০ [illegible] কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—[illegible] ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিমানে আকস্মিক মৃত্যু

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বিখ্যাত বিমান নির্ম্মাতা স্যর আদামের অংশীদার মিঃ ইউসটেস সর্ট একজন প্রসিদ্ধ বেলুন-বিহারী। তিনি একখানি সামুদ্রিক পোত চালাইবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে পোতের পাটাতনের মধ্যে গিয়া পড়েন এবং শীতে এবং জড়তায় তাঁহার অঙ্গ শিথিল হইয়া যায়। পাটাতনেই বেলুনবিহারীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বাঁচাইতে পারে নাই। সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ইউসটাস অসাড় হইয়া গিয়াছিলেন। বেলুনবিহারীর বয়ঃক্রম ৬৯ বৎসর। ১৯০৮ অব্দ হইতে তিনি বিমান চালাইতে শিখিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে কতবার যে তিনি বেলুন ভ্রমণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

থানায় মহিলাদের প্রহার

নৈনীতাল হইতে প্রকাশ, গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে কংগ্রেসের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকা কাশী দশাশ্বমেধ থানায় তাঁহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তের রিপোর্ট স্থানীয় সরকার পাইয়াছেন। অভিযোগ সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু জানা আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, নিখিল পুলিশ পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবিকাকে আঘাত করিয়াছে। সংশ্লিষ্ট লোকগুলিকে অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহাদের বিচার হইবে।

বিলাত যাত্রায় বিহার লাট

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সস্ত্রীক ভূতপূর্ব্ব বিহার লাট স্যর হিউষ্টিফেনসন ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য সচিব স্যর জর্জ্জ রেণী ও বারদৌলী ঘটনার তদন্ত কর্ত্তা নাসিকের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর মিঃ আর জি, গর্ডন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একসঙ্গে 'ভাইসরয় অব-ইণ্ডিয়া' নামক জাহাজযোগে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন।

উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহে ভীষণ অবস্থা

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জের মধ্য দিয়া দারুণ উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে রবিশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রায় সব কয়েকটি কূপ, পুষ্করিণী ও ডোবার জল শুকাইয়া গিয়াছে। পানীয় জলের অভাবে লোকের ভীষণ দুরবস্থা দেখা দিয়াছে।

দাঙ্গা ও অগ্নিপ্রদান

টিনেভেলী হইতে প্রকাশ, কুপ্পাপুরাম গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে কতকগুলি মাড়োয়ার গুণ্ডা আসিয়া মদস্বামী চিবান নামক এক ব্যক্তির বাটীতে আগুন ধরাইয়া দেয়। নিকটে যাহারা আসিয়াছিল তাহাদিগের সহিত দাঙ্গাও করিয়াছিল। চিবানের দুইটী গো বৎস পুড়িয়া মারিয়াছে। চিবান পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে। দাঙ্গাকারীদের আরও অনেক অত্যাচার করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুলিস আসিয়া তাহাদিগের তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মাণিকগঞ্জে ভীষণ ঝড়

গলি (মাণিকগঞ্জ) হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি নালিতে যে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহাতে ৬টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। যে স্থান দিয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার উপর একটি ঘরও দাঁড়াইয়া নাই। ৭ জন লোক মারা পড়িয়াছে, ১২ জনেরও বেশী লোকের অবস্থা সাংঘাতিক। আহত ব্যক্তির সংখ্যা অগণিত। দশ হাজারেরও বেশী লোক একেবারে গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হইয়াছে। পূর্ব্বের বন্যার্জ্জনিত দুর্দ্দশা অপেক্ষা এই দুর্দ্দশা আরও শোচনীয়। লোকে অনশনে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঢাকা জিলার হিন্দু সেবা রিলিফ কমিটীর শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ দেব দুঃস্থের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য এখানে আসিয়াছেন।

পলাশীপাড়ায় বোমা নিক্ষেপ

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, সেদিন রাত্রিতে তেহট্ট থানার এলেকায় পলাশীপাড়া গ্রামে শ্রীযুত ফটিকচন্দ্র সিংহ নামক এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে বিস্ফোরক দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কতিপয় দুষ্টলোক খারাপ শ্রেণীর বোমা বা পটকা জাতীয় একটী জিনিষ নিক্ষেপ করে; ইহা খুব শব্দ করিয়া ফাটে।

পুলিস মেহেরপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত ঘটনাস্থলে যায়। বোমার কয়েকটা টুকরা পাওয়া গিয়াছে। ৮খানা বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে কিন্তু অপরাধজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

এই সম্পর্কে শ্রীযুত সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী নামক একজন কংগ্রেস-কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ডাঃ নটরাজের কারাদণ্ড

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ডাঃ নটরাজন গত ২৭শে মার্চ্চ এলিফ্যাণ্ট গেট রোড দিয়া শোভাযাত্রা লইবার জন্য চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, গত ৮ই এপ্রিল তিনি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পিকেটিংএর জন্য অভিযুক্ত আর ২ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ওয়াশারম্যানপেটে রাজপথের উপর বয়কট বাণী লিখিবার জন্য পুলিস গত ৮ই এপ্রেল ২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে বিবাদ

বোগদাদ হইতে প্রকাশ, বোগদাদের সেখ রাজান নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অনেক খুন, জখম, মারামারি, লুণ্ঠতরাজও হইয়াছে। ইহা সহিতে না পারিয়া সেখ রাজানের সহিত সংঘর্ষে মাতিয়াছে। ইয়াকুবী স্থান সামাওয়ায় সরকারী বিমান সৈন্যের সাহায্যে স্বসৈন্য প্রবল করিয়া লইয়াছে। উভয় দলের মধ্যে একটী ছোট খাটো যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সরকার পক্ষে দুইজন এবং সেখ রাজানের পক্ষে শতাধিক লোক নিহত হইয়াছে।

দুইজন কনষ্টেবল প্রহৃত

তমলুক হইতে প্রকাশ, বিগত ৬ই এপ্রিল তারিখে একজন হেড কনষ্টেবল ও একজন সাধারণ কনষ্টেবল রাধামণি-হাটের কয়েকজন তন্তুবায় কর্তৃক ভীষণভাবে প্রহৃত হইয়াছে। প্রকাশ, কিছুদিন যাবৎ রাধামণিহাটের মুসলমান ও হিন্দু তন্তুবায়দিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ চলিতেছিল। রাধামণিহাট বস্ত্র ব্যবসায়ের একটী বিশিষ্ট স্থান। হাটে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে তথায় কনষ্টেবলগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ঘটনার দিবস তাহারা যথারীতি তাহাদের কাজ করিতেছিল। প্রকাশ, সেই সময় কয়েক মুসলমান তন্তুবায় তাহাদিগকে [illegible] আক্রমণ করিয়া তাহাদের উপর [illegible] অত্যাচার করিয়াছে।

জমিয়ৎ নেতা গ্রেপ্তার

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, জমি[illegible] উলেমার সহকারী সভাপতি মিষ্টার কো[illegible] আমেদ গত ৮ই এপ্রিল প্রাতে দের[illegible] হইতে দিল্লী আসিয়া পঁহুছেন। তাঁহ[illegible] সঙ্কট শান্তি অর্ডিন্যান্স অনুসারে [illegible] ষ্টেশনেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জমিয়ৎ উল-উলেমার অধিনায়ক বসির আমেদ গত ৬ই এপ্রিল রাত্রি[illegible] গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে মীরাটে ফিরা[illegible] লইয়া যাইয়া মুক্তি দেওয়া হইয়া[illegible] বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, সঙ্কট[illegible] অর্ডিনান্স অনুসারে তাঁহার উপর [illegible] মর্ম্মে নোটীশ জারী করা হইয়াছে যে, তি[illegible] যেন দিল্লী প্রবেশ না করেন।

লণ্ডনে কংগ্রেস পতাকা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারতে দ[illegible] নীতির প্রতিবাদের জন্য ভারতীয় সমিতি কর্তৃক গত ৯ই এপ্রেল অপরা[illegible] ট্রাফালগার স্কোয়ারে এক বিরাট স[illegible] অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে উক্ত স্কোয়া[illegible] কংগ্রেস পতাকা উড্ডীয়মান হয়। স[illegible] ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ, জি, ক্রো[illegible] য়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করে[illegible] যাহারা বক্তৃতা দেন সকলেই একবা[illegible] "সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া" ভার[illegible] স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার অধিকার [illegible] ক্রোজিয়ারের এই "উইলিংডনী" মন্ত[illegible] প্রতিবাদ করেন।

ইহার ফলে ক্রোজিয়ারের সমর্থক ও তাঁহার বিপক্ষদলের মধ্যে সংঘর্ষ বা[illegible] পুলিস বাধা দেয় এবং লোকদের দ[illegible] মধ্য হইতে দুইজনকে সরাইয়া লইয়া যা[illegible]

গান্ধীজীর বন্ধুরা ভারত সম্ব[illegible] আলোচনার জন্য মিঃ লয়েড জর্জ্জের সা[illegible] গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা বৈশাখ শুক্রবার ১৩৩৮, ১৫ই এপ্রিল ১৯৩২

গান্ধীজীর স্পষ্ট উত্তর

মর্দ্দানে পুলিসের গুলী

দারোগার বাসায় বোমা

বাঙ্গালার প্রায় ১০০ জন রাজবন্দী চালান

মেদিনীপুর জেলে ফাঁসী

মেহেরপুরে জাতীয় পতাকা

নরহত্যার অভিযোগ

দক্ষিণ আমেরিকায় ভূমিকম্প

ঠারাঘাতে পত্নীহত্যা

দিল্লীতে জাতীয় সপ্তাহে গ্রেপ্তার

অসম সাহসিক ডাকাতি

নানা কথা

গান্ধীজীর স্পষ্ট উত্তর

গান্ধীজী উত্তরে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন, ভারত-সচিব, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার মধ্যে কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধির (গান্ধীজীর) সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেও উক্ত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তিনি ভারত-সচিব বা প্রধান মন্ত্রীর উপর দোষ দিতেছেন না। তবে তিনি দুঃখের সহিত জানাইতেছেন, বর্ত্তমানে কোন প্রকার আপোষ প্রস্তাব সম্বন্ধেই তিনি বিবেচনা করিতে পারেন না। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, স্যর স্যামুয়েল হোরের ভাবগতি এইরূপ যে, যে পর্য্যন্ত না কংগ্রেস নিজেই প্রকাশ্যে সন্ধি প্রার্থনা করিবে অথবা অধিকাংশ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া সরকারের নিকট শান্তি প্রস্তাব করিবে, সে পর্য্যন্ত কংগ্রেস দমনের কার্য্য নিশ্চয় চলিবে। দণ্ডনীতি ও শাসন সংস্কার উভয় সম্বন্ধেই ভারত সচিবের পূর্ণতা বিধানই উক্তি।

মর্দ্দানে পুলিসের গুলী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, মর্দ্দানে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পিকেটীংকারী লাল কোর্ত্তাধারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ গুলী চালাইয়াছিল। উক্ত পিকেটগণ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে নাকি অস্বীকার করে। তখন পুলিস পিকেটগণের উপর লাঠী চালায়। পিকেটগণের মধ্যে নাকি কতিপয় ব্যক্তি পুলিসের লাঠী-আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পুলিসের উপর প্রস্তর বৃষ্টি করে। ফলে কতিপয় পুলিস আহত হয়। তখন পুলিস উহাদের উপর গুলী চালায়। তখন লাল কোর্ত্তাধারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে কেহ মারা যায় নাই।

মেদিনীপুর জেলে ফাঁসী

বাঁকুড়ার মদনগোবিন্দ দলপতি এবং অপর তিনজন ব্যক্তির হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। গত ১২ই এপ্রিল প্রভাতে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে তাহাদের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

দারোগার বাসায় বোমা

গত সোমবার রাত্রিতে ১০টার অল্প পরে আমতা থানার দারোগা কিউ খানের বাসায় কে বা কাহারা একটা বোমা নিক্ষেপ করে।

বিস্ফোরণের সময় মিঃ খাঁ তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।

নিকটে যে ছাগলটা লম্বা দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল, বোমা বিস্ফোরণে সেটা জখম হইয়াছে। বাড়ীর কোন লোকজন আহত হয় নাই।

মেহেরপুরে জাতীয় পতাকা

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর আদালত গৃহের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার চেষ্টায় এবং জাতীয় ধ্বনি করায় ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়েন। রাত্রিতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

দিল্লীতে জাতীয় সপ্তাহে গ্রেপ্তার

জাতীয় সপ্তাহের উপসংহার উপলক্ষে গত ১৩ই এপ্রিল অপরাহ্ণে নিউ দিল্লীতে একটী শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। উক্ত শোভাযাত্রা উপলক্ষে ১৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পৌত্রী শ্রীমতী সত্যবতীও আছেন। জনতা ছত্রভঙ্গ হইতে অস্বীকার করায় পুলিশ জনতার উপর লাঠী চালায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান

মঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধুসূদন ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল. এম. এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীচৈতন্যদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্ররূপ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ গালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়গর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীহেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগীহাট, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীরাজশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৪ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ২রা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ৩৬শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যার সময় কৃপাম্বুধিবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিজয় ভবনের ত্রিতল ছাদে উপবিষ্ট হইয়া,—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম ।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড় গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত এই পয়ার-রাজি কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবের প্রত্যেকটী গুণ ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। 'কৃপালু' শব্দের ব্যাখ্যার পর যখন 'অকৃতদ্রোহ' ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—বৈষ্ণবগণকে কেহ হিংসা বা দ্বেষ করিলেও তাঁহারা কাহারও দ্বেষ, হিংসা কিংবা অপকারের বিষয় কখনও চিন্তা করেন না, তখন শ্রীধামবাসী প্রবীণ-ভক্ত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর মহোদয় এই 'অকৃতদ্রোহ' শব্দের সহিত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "ক্রোধভক্ত-দ্বেষি-জনে" এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "পশূনাং লগুড়ো যথা" প্রভৃতির সামঞ্জস্যের বিষয় পরিপ্রশ্ন করেন। তখন সর্ব্বপ্রথম "ভক্ত-দ্বেষী কে?' এই ভক্তদ্বেষীর প্রতি প্রকাশিত 'বৈষ্ণবের ক্রোধটী কি জিনিষ' এবং এই 'ক্রোধ প্রকাশের তাৎপর্য্য কি?' প্রভৃতি বিষয়সমূহ ও "পশূনাং লগুড়ো যথা" যে শ্লোকটীর অংশ, সেই শ্লোকটী সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় [illegible]।

ঐ দিবস তথায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি তাহার যে অংশটুকু স্মরণ আছে তাহারই কিয়দংশ প্রকাশার্থ প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

'ক্রোধ জিনিষটা কি?' এইটা আমাদের প্রথম বিচার্য্য বিষয়। আমাদের স্বার্থের হানি বা কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয়। সেটা কখনও ব্যক্তভাবে, কখনও অব্যক্ত-ভাবে প্রকাশিত হয়। আমার রাগ হয়েছে কিন্তু আমি সরলভাবে অথবা কপটতা ক'রে সেটা প্রকাশ কর্‌ছি না, সেটা অন্তরে অন্তরে পোষণ কর্‌ছি, এটা হচ্ছে অব্যক্ত রাগেরই অভিব্যক্তি। আর রাগটা চেপে না রেখে সঙ্গে সঙ্গেই তা'র প্রতিশোধ গ্রহণের যে চেষ্টা, তাহাই ব্যক্তরাগবিশেষ। কেউ আমাদের স্বার্থে বাধা দিলে, তাকে ব্যতিরেকভাবে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় আমরা সুযোগাপেক্ষায় রাগ পোষণ করি। আমাদের প্রধান শত্রু ষড়রিপুর অন্যতম এই ক্রোধকে জয় কর্‌বার জন্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধা হ'লেই যদি আমরা ক্রোধ প্রকাশ করি, তাহাতে আমরা আমাদের কৃষ্ণদাস্য ভুলে ক্রোধের দাস হ'য়ে পড়্‌বো। সেই জন্য শাস্ত্র বা মহাজনগণ রিপুদমনের উপায় প্রদর্শনে ব'লেছেন 'কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে, নিযোগ করিবে যথা তথা॥'

ভক্তদ্বেষী জনের প্রতি ক্রোধ কর্‌তে হবে, সে'টা ভজনের অঙ্গবিশেষ, তা' না করাটাই অন্যায়। তবে 'ভক্তদ্বেষী কে?'—এটার বিচার প্রথমেই করা দরকার। পরম আনন্দময়, সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদ্বন্ধু শ্রীভগবানের সেবা যা'রা করে না, তারা নিজের মঙ্গল তো করেই না, পরন্তু কৃষ্ণকার্য্য-বিদ্বেষ দ্বারা নিজের অমঙ্গলকে আহ্বান ক'রে, এমন যে ব্যক্তি তাহারাই কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তদ্বেষী, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে হবেনা। সেই অকৃষ্ণের উপাসনায় মত্ত ব্যক্তিগণের প্রতি উপেক্ষা বা ক্রোধ প্রদর্শন কর্‌তে হবে।

কিন্তু 'আমিই ভক্তবিদ্বেষী কি না?'—সে'টাই এখন আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কৃষ্ণসেবা কর্‌ছি, না কৃষ্ণসেবার ভাণ ক'রে ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণবিদ্বেষ কর্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌ছি, কৃষ্ণের প্রতি আমার কতটুকু অনুরাগ, আমি কৃষ্ণের ভোগ্য জিনিষ কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কর্‌তে যাচ্ছি কি না সেইটা পরীক্ষা করা দরকার।

আমি দেখ্‌ছি, আমি—আমার ভোগ-লোলুপ দেহ একজন ভয়ানক কৃষ্ণ-কার্য্যবিদ্বেষী। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা ও তাঁ'র সুখচিন্তা না ক'রে নিজসুখে, পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় ও লোকের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছি। আমি আমার নিজের দিকে একেবারেই তাকাচ্ছি না। এত বড় ভক্তবিদ্বেষী আমি, প্রথমেই আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর্‌তে হবে। প্রাতঃকাল থেকে নিদ্রার কাল পর্য্যন্ত এবং নিদ্রাবস্থায়ও ভক্তবিদ্বেষী আমাকে জুতা মেরে সর্ব্বক্ষণ ক্রোধ দেখাতে হবে। নিজেকে পবিত্র কর্‌তে হবে—নিজে যাতে আদর্শচরিত্র হ'য়ে মঙ্গল লাভ কর্‌তে পারি, নিজে যাতে নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণব-সেবা কর্‌তে পারি তজ্জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে, তবেই মঙ্গল। সকলেই হরিভজন কর্‌ছেন, আমার হরিভজন হলো না, এই মুহূর্ত্তেই ম'রে যেতে পারি সর্ব্বক্ষণ এই সব কথায় মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমে নিজের মঙ্গলের জন্য নিজের দুষ্প্রবৃত্তিগুলির প্রতি, কৃষ্ণভজনের প্রতিবন্ধক লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদি কুটিনাটিগুলির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'রে তাদের দমন কর্‌তে হবে। আমার নিজের দিকটাই আগে দেখা দরকার। তা না হলে অমঙ্গল এসে যাবে।

তারপর আমি ব্যতীত যারা আমার দেহ-সম্বন্ধী আত্মীয়-স্বজন, যারা গুরু-বিদ্বেষ বা কৃষ্ণকার্য্য-বিদ্বেষ কর্‌ছে এবং আমাকে ভোক্তা সাজাইয়া মায়ার দিকে আকর্ষণ করাচ্ছে তাদের প্রতি ক্রোধ দেখাতে হবে।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

ধাম দর্শন হয় না কেন ?

বৎসর বৎসর ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীধাম দর্শন ও পরিক্রমা করিতেছি, তথাপি আমার ধাম দর্শন হয় না কেন? সাধারণ গ্রামে ও নগরে যেরূপ ঘর, দুয়ার, নর, নারী, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, রোগ শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, আহার, নিদ্রা, প্রীতি, অপ্রীতি দেখিতে পাই, সেইরূপ শ্রীধামে যাইয়া ধাম পরিক্রমা করিতে করিতেও (?) ঠিক আমার দৃষ্টিতে সেই সবই দেখিতে পাই।

ইহা শুনিয়া কোন প্রচারক বলিলেন, মহাজন বলিয়াছেন—"গৌর আমার যে সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি ভকত সঙ্গে॥" অর্থাৎ মহাজনগণ শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে শ্রীধাম দর্শন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তুমি তাহা কর না তাই তোমার ধাম দর্শন হয় না।

তদুত্তরে আমি বলিলাম আমি নিজে নিজে ধাম পরিক্রমা ও দর্শন করি না, কিংবা তথাকথিত ভক্তনামধারিগণের সঙ্গেও শ্রীধাম ভ্রমণ করি না, আমি বর্ত্তমান যুগাচার্য্যবর্য্য এবং তদনুগ সহস্র সহস্র শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে (?) প্রতি বৎসরই ধাম পরিক্রমা করিতেছি (?) তথাপি আমার শ্রীধাম দর্শন হয় না কেন?

তথাপি তিনি বলিলেন—শ্রীধাম সচ্চিদানন্দ বস্তু, তাহা প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হন না, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হন। সেই চক্ষুটী এখন প্রাকৃত সেবায় ঢাকা আছে। শ্রীধাম প্রদর্শক আচার্য্য ঐ দিব্য চক্ষুটী খুলিয়া দেন।

আমরা যদি শ্রীধাম দর্শন করিতে ইচ্ছা করি তবে, নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত অন্যাভিলাষ, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাঞ্ছা রহিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আত্মনিবেদনাখ্য দ্বীপ অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমদাচার্য্য-চরণে আত্মনিবেদন করিতে হইবে, তাঁহার শ্রীপদরজে মস্তক অভিষিক্ত করিয়া নিষ্কপটে তাঁহার নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। সাধুমুখবিগলিত ধামাপরাধদশক মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবকে প্রাকৃত মনুষ্য বুদ্ধি, শ্রীমহাপ্রসাদে ভাত, ডাল বুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে কাষ্ঠ প্রস্তরাদি বুদ্ধি, শ্রীনামে শব্দ সামান্য বুদ্ধি, শ্রীধামে প্রাকৃত গ্রাম বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান না হইলে, শ্রৌতপন্থানুসরণ না করিলে আমাদের শ্রীধাম দর্শন হইবে না।

অনেক সময় আমরা আত্মনিবেদনের অভিনয় করি বটে, কিন্তু আমাদের প্রকৃত আত্মনিবেদন হয় না। কায়মনোবাক্যে, প্রাণ অর্থ বাক্য বুদ্ধি আমার বলিতে যাহা কিছু আছে সকলই নিষ্কপটে শ্রীগুরুচরণে নিবেদন না করিলে, দেহ, গেহ, কলত্রাদিতে অহং মম বুদ্ধি বজায় রাখিলে, ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে আত্মনিবেদন হয় না।

অল্পপুণ্যবান্ হইলে অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির অভাব থাকিলে জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিবার অধিকার হয় না, শ্রীধাম দর্শনের চক্ষু লাভ নয় না। তখন সাধুগণ সেই জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণ, বাক্য, বুদ্ধির কিয়দংশ ভিক্ষার ছলে গ্রহণপূর্ব্বক তাহা ভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ করেন। এইরূপ সাধুকৃপায় জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়। তখন ভাগ্যবান জীব নিষ্কপটে আত্মনিবেদন করিয়া ধামদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

কিন্তু দুঃসঙ্গ ফলে বিষয়াসক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকিলে আমরা সাধুগণের সেই অহৈতুকী অনুগ্রহকে অনুগ্রহরূপে সাদরে বরণ না করিয়া অহঙ্কার অপব্যবহার করি এবং শ্রীশ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব ও শ্রীধামের কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। এমন কি নিষ্কিঞ্চন পরদুঃখদুঃখী সাধুবর্গকে নিজের প্রাকৃত চশমায় দেখিতে গিয়া তাঁহাদিগকে পরধনলোলুপ বিষয়ী মনে করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে মহা অপরাধী হই। বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী উপস্থিত হইলে ভক্তিলতা ছিঁড়িয়া ফেলে। সুতরাং ধামদর্শন হয় না। শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী ও শ্রীধাম-দর্শনেচ্ছুগণের সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। 'বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র' জানিয়া যত্নপূর্ব্বক সাধুনিন্দা ও সাধুনিন্দাকারিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

উপরি উক্ত উপদেশ দিয়া তিনি নিম্নলিখিত পদটী কীর্ত্তন করিলেন।

কবে গৌর বনে, সুরধুনী তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ সুখ ছাড়ি,
নানা লতা তরু তলে॥
শ্বপচ গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি কৃষ্ণ-কোলাহল॥
ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব চরণ- রেণু গায় মাখি,
ধরি অবধূত বেশ॥
গৌড়-ব্রজ জনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজ-বাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥
দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য চিদানন্দ ময়॥

শ্রবণের ফলই বৈষ্ণবতা

(শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শব্দ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট কর্ণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার নামই শ্রবণ। শ্রবণ সাধারণতঃ দুই প্রকার। ভোগবাসনাযুক্ত অবস্থায় আমাদের কর্ণ ইতরব্যোমের মায়িক কোলাহল শ্রবণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ধাবিত হইয়া নিজেকে জড়ভোগের নেশায় মশগুল করিয়া রাখে। তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, কুরঙ্গগণ যেমন ব্যাধের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া উৎকর্ণ ভাবে কোন এক অজ্ঞাত পথের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়, কিন্তু সে জানে না সেই অদূরদর্শী, বিবেক বুদ্ধিহীন অনুধাবনের সীমা কোথায়। না জানিয়া অগ্নিকে স্পর্শ করিলেও যেমন হস্ত দগ্ধ হইয়া যায় তেমনি অদূরস্থিত যমস্বরূপ নিষাদ হরিণের ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য বংশীনাদ করিবার পরিবর্ত্তে তাহার বধ সাধন করিবার চেষ্টা যত্ন করে। সত্যপিপাসু বিবেক-বুদ্ধিযুক্ত জীবগণ নিজ আত্মকল্যাণ লাভের বাসনা বিন্দুমাত্র থাকাকালে ঐ হরিণের দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া পরব্যোমাগত অপৌরুষেয় শব্দব্রহ্ম শ্রবণ উদ্দেশ্যে কর্ণকে নিযুক্ত করিবার জন্য যত্ন-বিশিষ্ট হইবেন।

পরব্যোমপতি আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ হইতে আম্নায়-পরম্পরায় যে তত্ত্ব নারদ ব্যাস প্রভৃতি মহাজনগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই বস্তুর সুষ্ঠু শ্রবণই আমাদিগকে বিষয়কোলাহল হইতে নিবৃত্ত করিয়া চিন্ময় ধামে নিত্যারাধ্য প্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিবে। শ্রবণ কাহার নিকট হইবে? যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শাস্ত্রশাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন সেই সদ্গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতেই শ্রবণ করা উচিত। সদসদ্ বিচারকারী শ্রৌত শাস্ত্রের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া নিজের মনঃকল্পিত বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া যদি যে কোন ব্যক্তিকে গুরু-স্থানে অভিষিক্ত করিয়া তাহার মুখবিগলিত কথাকেই ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কথা বলিয়া গ্রহণ করি তাহা হইলে আত্মকল্যাণের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলকেই বরণ করা হইবে

শাস্ত্র বলিতেছেন—অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥ দুগ্ধ অতি পবিত্র এবং পরম উপকারী, উহা সেবনে শরীরের তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয়; কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট পানীয় সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সদ্গুরুমুখনিঃসৃত পবিত্র হরিকথামৃত পানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্যাকারে হরিকথার ন্যায় প্রতীত হইলেও উহা নামাপরাধেরই রূপান্তর মাত্র। এইরূপ নামাপরাধ শ্রবণ করা আদৌ মঙ্গলবিধায়ক নহে। পরন্তু মঙ্গলের পরিবর্ত্তে সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় অমঙ্গল আনয়ন করে, পরিশেষে উহাই নিরয়গমনের প্রকৃষ্ট পন্থারূপে পরিগণিত হয়।

কলিকালে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহার মূলে আদৌ সুষ্ঠু শ্রবণ আবশ্যক। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না। শ্রবণের মধ্যে পরমহংসকুলের প্রিয় বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, তাহাও বৈয়াসকি প্রভৃতি বৈষ্ণব-মুখবিগলিত হইয়া পরীক্ষিৎএর ন্যায় শুশ্রূষুগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে যেমন প্রকৃত তাৎপর্য্য সংরক্ষিত হয়, তেমনি পরীক্ষিৎ মহারাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শুকদেবের ন্যায় ভাগবতের বক্তৃগণের নিকট শ্রবণ করিলেই আমাদের কর্ণের সার্থকতা। শাস্ত্র বলেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে", তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত ভাগবতই গ্রন্থ-ভাগবতের উপদেষ্টা হইতে পারেন, আর যাহাদের বিষয়-পিপাসা প্রবল, বৈষ্ণববিদ্বেষই বৃত্তি, তাহাদের মুখে স্বকপোলকল্পিত মতের প্রচার ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের শব্দমাত্রও উচ্চারিত হন না।

এই সকল ব্যক্তি নিজেদের বংশানুক্রমে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহারা বৈষ্ণব নহেন, কারণ মহাজনগণ বলেন—আচারভ্রষ্ট, বৈষ্ণবের আনুগত্যহীন ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের নিকট হইতে শ্রবণ ব্যতীত কখনই বৈষ্ণব বলিয়া সাধুসমাজে পরিগণিত হইতে পারেন না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—রজাস্তের নববর্ষ উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

ত্যাগিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং গৌণ-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০৷৵০, দশম স্কন্ধ ১৮৲; একত্রে ৩০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের অন্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত মূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এরূপ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিষ্কপটতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবের কৃত্য' 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুর-স্ফুর্ত্তি', 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃগাদ্যধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'শাশ্বত-স্বাভাবিকী অর্থ্য পাদ্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য'. ভাগবত হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট খানা একত্রে) ভিক্ষা ৵০ আনা. অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণাভিনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্তৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৵০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, অবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলা ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

ইহারা এই গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা দরকার ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তকখানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানগ্রহ ভিষগ্‌প্রাসাদ

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কম্পোজ্বরের পাঁচন

সর্ব্ববিধ …রের অ…র্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

'পরবিদ্যাপীঠ'

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রীয় আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাকটিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, বাঁকুড়া;

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত …গদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) ৬নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ছাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

কুঠারাঘাতে পত্নীহত্যা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, জামালবাগের গোবাট গ্রামের সেখ কাশীম তাহার স্ত্রী সাকেদা বেগমকে হত্যা করার অভিযোগে চুচুড়ার দায়রা জজের আদালতে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী ও তাহার স্ত্রী উভয়ে আসামীর স্ত্রীর পিত্রালয়ে বাস করিত। ১৫ই জানুয়ারী তারিখে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আসামী বাহিরে গমন করিয়াছিল এবং সাকেদা বেগম ও তাহার ভগ্নী নুরজান এক সঙ্গে নিদ্রা যাইতেছিল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় নুরজান চীৎকার করিয়া বলে যে, কাশীম কুঠারাঘাতে সাকেদাকে হত্যা করিয়াছে। তাহার পিতা তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন করে ও সাকেদাকে ভীষণভাবে আহত অবস্থায় দেখে। তাহাকে তাহার পর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় সে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে।

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণীর বিবৃতি

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, এলাহাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোনাল্ডসন সংবাদপত্রের জন্য এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন :—

"দেখিলাম, একখানি কংগ্রেস বুলেটিনে শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরু এক বিবৃতি দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ, তিনি বলিয়াছেন যে, ৮ই এপ্রিল রাত্রিতে পুরুষোত্তমদাস পার্কে য়ুরোপীয়ান কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে প্রহার করিয়াছেন। হাঙ্গামার স্থলে একমাত্র য়ুরোপীয়ান কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তিনি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি, এইচ, মেশাপ। মিঃ মেশাপ শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণীকে কোনরূপ স্পর্শ করিয়াছেন বলিয়াও স্বীকার করেন না।

পোষ্টাফিসে চুরি

ফিত্রুগড় হইতে প্রকাশ, পূর্ণানন্দ রোডে একটি [illegible] পোষ্টাফিসে গভীর রাত্রিতে চুরি হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তস্করগণ নগদ ৪৫ টাকা ও ১৪৫ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প চুরি করিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় ভূমিকম্প

ভালপারেসো হইতে প্রকাশ, চিলির ভালপারিসো [illegible] অন্যান্য সহর বিস্তৃত ভূ-কম্পনের জন্য সারা রাত্রি আন্দোলিত হইয়াছিল। ভূ-কম্পের ফলে আণ্ডিজ পাহাড়ও কম্পিত হইয়াছিল।

আর্জ্জেণ্টাইনেরও অনেক স্থান হইতে ভীষণ ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আর্জ্জেণ্টাইন ও চিলির সীমান্তে ডেস্কাবেজাডোর ও হাকার গভীর আগ্নেয়গিরি, যাহা নিবিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, তাহা হইতে আবার ধূলি, প্রস্তরখণ্ড, ছাই, বালু প্রভৃতির সহিত ধূম বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই নির্গত দ্রব্যাদি কতক কতক উড়িয়া যাইয়া ৫ শত মাইলেরও অধিক দূরে বুয়েনাস্ আয়ারেসে যাইয়া পড়ে। বৈদ্যুতিক [illegible] বাহির হইয়া যাওয়ার ফলে টেলিগ্রামের আদান-প্রদানে বাধা ঘটিয়াছিল।

পাটাগোনিয়াতেও কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। সেখানে ডুমারো আগ্নেয়গিরি হইতে আবার অগ্ন্যুদগম হইতেছে। সেখানে ভূগর্ভের মধ্যে অনেক বিস্ফোরণ শব্দ শুনা গিয়াছিল।

আণ্ডিজের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমের স্থান নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে একদল এরোপ্লেন সান্টিয়াগ হইতে যাত্রা করিয়াছে।

অনুমান অনেক লোকজন মারা গিয়াছে। কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

হাজার টাকা অর্থদণ্ড

সুরাট হইতে প্রকাশ, সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট ১২ই এপ্রিল কংগ্রেস ধনভাণ্ডার সংক্রান্ত মামলায় রায় দিয়াছেন। ডাক্তার মান্নুভাই মারফাতিয়া ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং শ্রীযুত গোবিন্দলাল মারফাতিয়া ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। দণ্ড সংশোধক ফৌজদারী আইনের ১৭ (২) ধারা অনুসারে।

পুলিস গত জানুয়ারী মাসে মারফাতিয়ার আফিসে হানা দিয়া ৭৮৫৪০ টাকা গ্রহণ করে এবং উক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পরে কংগ্রেসের ১০৮০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া সরকারের আদেশে অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

বাঙ্গালার প্রায় ১০০ জন চালান

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, আজমীরের প্রায় ১ শত বাঙ্গালার রাজবন্দীকে অধিক রাত্রিতে কোটার নিকট ট্রেন হইতে নামানি হয়। তথা হইতে তাঁহাদিগকে লরীতে দেওলী লইয়া যাওয়া হয়। পথে কয়জন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা নাকি বনের মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। দেওলীতে গুরখা প্রহরী স্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা নেহরুর প্রতি মালব্যজী

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরুকে এক পত্র লিখিয়া তিনি "এই বয়সে ও এইরূপ স্বাস্থ্য লইয়া দেশমাতৃকার জন্য যে মহান ধৈর্য্য লইয়া দুঃখ বরণে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার জন্য সসম্মানে অভিনন্দন" জানাইয়াছেন। মালব্যজী আরও লিখিয়াছেন, ভারতের দেশপ্রেমিক নর-নারীদের মুক্তি—জন্মগত অধিকার—স্বরাজ লাভ অবধি ভগবান্ যেন আপনাকে বাঁচাইয়া রাখেন।

ট্রেণ ডাকাতির চেষ্টা

মঙ্গলবার দিবস পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের নীলফামারি ষ্টেশনের সন্নিকটে ১৯৮ নং ডাউন শিলিগুড়ী ঈশ্বরদী যাত্রীগাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি করার চেষ্টার সংবাদ সৈয়দপুরের সরকারী রেল পুলিস প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রিভলভার ও ছোরা লইয়া তিনজন যুবক একটী তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করে। উহারা রিভলভার দেখাইয়া দেবেন্দ্রমণি নামক জনৈক যাত্রীর নিকট হইতে তাহার টাকা পয়সাসহ একটী ব্যাগ ছিনাইয়া লয় করে। এই ঘটনার সময় ট্রেণখানি নীলফামারি এবং দারয়ানী ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে চলিতেছিল। কিন্তু ঐ কামরায় বহু যাত্রী ছিল। সে অবস্থায় তথায় থাকা নিরাপদ নহে বলিয়া দুর্বৃত্তগণ পলায়ন করে। সেই সময় অন্যান্য যাত্রীরা একটা হট্টগোল করিতে থাকে। তখন উক্ত যুবকগণ বিপদজ্ঞাপক শিকল টান দেয় এবং ব্যাগটি পরিত্যাগ করিয়া ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চম্পট দেয়। জোর পুলিস তদন্ত চালাইতেছে।

নরহত্যার অভিযোগ

কাঁথি হইতে প্রকাশ, ব্রজগুরুকে হত্যা করার অভিযোগে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, ঘোষ, কৃষ্ণ দাস, গোপাল দাস, সোনা দাস, মেনোসত ও কালী কুইলাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ও ১২০ ধারামতে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী কৃষ্ণদাস এক্ষণে পলাতক। তাহার পুত্র হরদাসের বহুদিবস ধরিয়া মৃত ব্রজর সহিত বিবাদ ছিল। ব্রজ গ্রামে কবিরাজের ব্যবসায় করিত। ব্রজর উপর তাহাদের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা বিগত সেপ্টেম্বর মাসে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য গোপাল দাস ও অপরাপর কয়েকজনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল।

১লা নভেম্বর তারিখে সন্ধ্যার পর ব্রজগুরু দাগদা হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। তথায় ব্রজ তাহার (কবিরাজী) ডাকে গিয়াছিল। তাহার প্রত্যাবর্ত্তনকালীন গোপাল ও তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার ঘাড় মটকাইয়া তাহাকে হত্যা করে। পরদিবস প্রাতে তাহার মৃতদেহ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অতঃপর আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অসম সাহসিক ডাকাতি

শ্রীযুত হরিচরণ ঘোষ পাতিপুকুরের অধিবাসী। তিনি বাগবাজারে দুধের ব্যবসায় করেন গত শনিবার দিবস শেষ রাত্রিতে তাঁহার পাতিপুকুরস্থ বাসভবনে এক অসমসাহসিক ডাকাতি হয়। বর্ত্তমানে দমদম পুলিস উক্ত ডাকাতির তদন্ত করিতেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অভিযোগকারী এবং বাড়ীর অন্যান্য লোক রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়িলে প্রায় ১০।১২ জন পশ্চিম দেশীয় লোক লাঠীসোটা সহ বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। উহারা বাড়ীর সদর দরজা ভঙ্গ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। প্রকাশ, দুর্বৃত্তেরা অভিযোগকারী এবং তাঁহার ভ্রাতাকে মারধর করে এবং বাড়ীর মহিলাগণের অঙ্গ হইতে সোনার গহনাপত্র ছিনাইয়া লয়। উহারা নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ২৪ শত পরিমিত টাকা লইয়া চম্পট দেয়। এপর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কাঁদি হইতে প্রকাশ, ভরতপুর থানার অন্তর্গত আলমাই নামক স্থানে গত ১১ই এপ্রিল প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ৭০টিরও অধিক কুটীর ভস্মীভূত হইয়াছে। ৬৬টি ছাগল জীবিতাবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রকাশ, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০০০ টাকা। ইহাতে বহুসংখ্যক দরিদ্র গৃহহীন হইয়াছে।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা বৈশাখ শনিবার ১৩৩৮, ১৬ই এপ্রিল ১৯৩২

মালব্যজীর পুত্রবধূ গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

রাজনৈতিক অবস্থা

সর্ত্তাধীনে গান্ধীজীর মুক্তি দিবার প্রস্তাব

উকীলের বাড়ীতে তালাচাবি

ব্যবস্থাপক সভায় মহিলা আসন

প্রধান সেনাপতির সফর

পুণায় নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য

নদীবক্ষে দুর্ঘটনা

ভারত সেক্রেটারীর প্রতি নোটীশ

২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড

নানা কথা

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, কুলিয়া সহর নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরগুলি সম্বৎসরকাল ধূল-ধূসরিত থাকে। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী মোটর-যানে অপরাহ্ণে রাস্তায় জলপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত যান যে গতিতে যৎটুকু জলপ্রদান করিয়া চলিয়া যায় তাহাতে ধূল কতদূর সংযমিত হয় তাহা বিবেচ্য। অনেকে বলেন, হ্রাস পাইবার পরিবর্ত্তে উহাতে যেন ধূলার মাত্রা বৃদ্ধিই পায়। একটু মন্থর গতিতে চালাইয়া রাস্তায় অধিক পরিমাণে জল-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া প্রভূত অর্থে ক্রীত যন্ত্রটীর সদ্ব্যবহারদ্বারা সহরবাসীর স্বাস্থ্যের আনুকূল্য করিতে আমরা উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।

লাইট-রেলওয়ে

অনেকবার লিখিবার পর কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের ট্রেণগুলির প্রত্যেকটী কক্ষে আলো প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিতে আলো বন্ধ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে চুরি ডাকাতির মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে—এমন সময় রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ঐ প্রকার দুর্মতি কেন হইল আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকার রাত্রিতে যাত্রিগণ কি প্রকার ভয়ের সহিত ট্রেণে গমন করেন, তাহা কি কর্ত্তৃপক্ষের হৃদয়ে একবারও স্থান পায় না? যদি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রিগণের সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করা তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অতি সত্বর গাড়ীগুলিতে আলো ব্যবস্থা করিবেন, নতুবা জনসাধারণ বুঝিবেন, যাত্রিগণের নিকট হইতে কেবল ভাড়া-সংগ্রহই রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের যাত্রিগণের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

রাজনৈতিক অবস্থা

ইতঃপূর্ব্বে কংগ্রেস আফিসে তালাচাবি দেওয়া হইয়াছিল। তথায় প্রবেশ করিবার জন্য অন্নদা সাহা ও শচীন্দ্র সাহা প্রভৃতি ৪ জন কংগ্রেসকর্ম্মী চৌমুহুনীতে গ্রেপ্তার হয়। তাহারা জামীনে খালাস আছে।

খিলপাড়া, রসিকপুর, লানতাজি ও পরশুরামের ২৩ জন স্বেচ্ছাসেবক ফৌজদারী আদালতে প্রবেশ ও কংগ্রেস জয়ধ্বনি করার জন্য গত ১২ই এপ্রিল গ্রেপ্তার হন; তাঁহাদিগকে থানার হাজতে কয়েক ঘণ্টা আটকাইয়া রাখিবার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মালব্যজীর পুত্রবধূ গ্রেপ্তার

বেনারস হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্রবধূ শ্রীমতী উষা মালব্য জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসের শোভাযাত্রা পরিচালনা করিবার জন্য গত ১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পুলিস টাউন-হলের নিকট শোভাযাত্রার গতিরোধ করে ও আরও অনেককে গ্রেপ্তার করে।

সমস্ত দিন হরতাল প্রতিপালিত হয়। কতিপয় মুসলমানও উহাতে যোগদান করিয়াছিল। প্রকাশ, সন্ধ্যাকালে টাউনহলের প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছিল; পুলিস সঙ্গে সঙ্গে উহা নামাইয়া লয়।

রাজবন্দীর পলায়ন

রাজনৈতিক সম্পর্কে অস্ত্র আইন অনুসারে পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী প্রেমকুমার মেও হাসপাতাল হইতে পলায়ন করিয়াছে। বাত্রেরজন্য মেও হাসপাতালে সে চিকিৎসিত হইতেছিল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুন দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনাচার্য্য দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীহংসবর ভাগবতশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগাড়া, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকা[রী] শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুপদজী, শ্রীনন্দ গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া

এখানে বহু কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সে[বা] বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃ[ষ্ণ] দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যাল[য়]

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দি[ল্লী]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞা[ন] আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচা[রী] শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীম[দ্] ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ ভগবান ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) বালকগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ২৫ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬. ৩রা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১৬ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ শনিবার — ৩৭শ সংখ্যা

আসামে শিবরহিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ সংখ্যার পর)

সভার পণ্ডিতগণের যেমন বিদ্যা তেমনই কাজ। তাঁহাদের একচেটীয়া গলাবাজী শ্রবণ করিতে করিতে সভাস্থ সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং যে যাহা পারে বলিতে লাগিলেন। অবশেষে সভা ভঙ্গ হইল। শিবরহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ লাঞ্ছিত হইয়া যিনি যেদিকে পারিলেন পলাইতে লাগিলেন এবং সভা হইতে বহু ব্যক্তি সেবাতীর্থ মহাশয়ের বাসায় আসিয়া সমবেত হইলেন। সকলেই তাহাদের এইরূপ আচরণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে তাঁহারা সেবাতীর্থ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। (১) বৈষ্ণবগণ কি বেদ-লঙ্ঘনকারী? (২) বৈষ্ণবগণ কেন শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের বিরোধী? (৩) বৈষ্ণবগণ কেন জাতির বিচার মানেন না? এবং (৪) মৎস্যাদি ব্যবহার করিয়াও কি কৃষ্ণভজন করা যায় না?

সেবাতীর্থ মহাশয় এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন যে, নিমন্ত্রণ-পত্রের ভাব ও ভাষা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, কতকগুলি অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহাই বিচার করিতে যাইতেছেন। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন তাহা তাঁহারা নূতন করিয়া আর কি বিচার করিবেন? ইহার বিচার তাঁহাদের গুরু শঙ্করদেব বহু পূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন। "বৈষ্ণব যাহে নকরে উপাসা মোহে অন্ধ মূঢ়মাত শুনা পিছে ভেবে, কৃষ্ণর চরণ, নোছোয়ে তাহার মতি॥" (কীর্ত্তনঘোষা) "হৃদয়ত রূপ হরি নাম যায় মুখে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য উদর ভরে সুখে। পাদোদক নির্ম্মাল্য মস্তকে থাকে যায়। বোলা হরি হরি সেই বিষ্ণু অবতার॥" (কীর্ত্তনঘোষা)। সুতরাং তাঁহারা যদি শঙ্করদেবকে মানেন, তাহা হইলে তাঁহারা বৈষ্ণবকে বিষ্ণু হইতে অভিন্ন জানিয়াই পূজা করিবেন। কমলাকান্ত ও গোপীনাথ পণ্ডিত মহাশয়গণ ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার নিকট এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান গুরুব্যবসায়িগণের শাস্ত্রবিগর্হিত আচরণকে নিন্দাও করিয়াছেন, তথাপি কেন তাঁহারা ইহাদিগকেই পুরোহিতরূপে বরণ করিয়া এই শিব-রহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবগণকে ইঁহারা বেদলঙ্ঘনকারী বলিয়া উপহাস করিতেছেন। "তোমার পরম জ্ঞান, মাধব দিয়োক মোক, যিটো থণ্ডে সুখে দুঃখে হীন। তুহি নারায়ণ দিয়া, শ্রবণ কীর্ত্তন ভক্তি, নোহো যেন বেদর অধীন॥" (কীর্ত্তনঘোষা) যে শঙ্করদেবের এই অনুশাসন অনুসারে বৈষ্ণবগণ বেদের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন ভক্তির যাজন করেন, রত্নেশ্বর অধিকারী প্রমুখ অবৈষ্ণবগণ সেই শঙ্করদেবের প্রতি কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সভাতে প্রকাশ করিলে আমরা বড়ই উপকৃত হইতাম। বেদের উপদেশ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। "জ্ঞানতো কর্ম্মতো করিয়া নর। হরি-কীর্ত্তনত করা আদর॥" (কীর্ত্তনঘোষা) বৈষ্ণবগণ বেদের জ্ঞান এবং কর্ম্মকাণ্ডে উপদিষ্ট বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের চরণ আশ্রয়পূর্ব্বক, শ্রী কীর্ত্তন করেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে বিশ্বাস থাকা কালে কাহারও নামাশ্রয় সম্ভব হয় না॥ "তাবৎ কৃষ্ণের ভক্ত নহে, ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম করে, কৃষ্ণের কথাও রতি যাহে মুপজয়। যেবে ভৈল কৃষ্ণকথা রত, নিত্য নৈমিত্তিক আদি যত, কথার বিরোধী জানি সবকে তেজায়॥" (নামঘোষা) এই ঘোষাতেই এই সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট রহিয়াছে

বৈষ্ণবগণ কেন শ্রাদ্ধ করিবেন না?— এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে রত্নেশ্বর অধিকারী প্রমুখ গুরুব্যবসায়িগণকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা 'শরণীয়া' না 'অশরণীয়া'। 'কর্ম্ম করি, বিপ্রে প্রেত কার্য্যক করয়। প্রেতর উছর্গা বস্তু সমস্তে আনয়॥ ইতো কর্ম্ম বিপ্রর নিন্দিতো তাকো জানি। ভোগ করে প্রেতর উছর্গা বস্তু আনি॥ এতেকে কহিলো ইসব আময়। এই তিন জনর শরণ নাহি কয়॥" (গুরুচরিত)। যাঁহারা প্রেতশ্রাদ্ধ করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা ভাগবতোক্ত 'শরণ' পাইবেন না। সুতরাং রত্নেশ্বর অধিকারী প্রমুখ অশরণীয়া-গণ শরণীয় বৈষ্ণবগণের ব্যাপার সম্বন্ধে আর অধিককাল অনধিকারচর্চ্চা না করিলে,— "পরম ঈশ্বর দেব, কৃষ্ণক নাপায় লাগ, জপ তপ যাগ যোগ দানে। একান্ত ভক্তর পদ-রেণু শুদ্ধ চিত্তে মাথে অভিষেক নকরয় মানে॥" (নামঘোষা),—এই ঘোষার অনুশাসন অনুসারে যেন এই সমস্ত শুদ্ধ-ভক্তের পদধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক শীঘ্র 'শরণ' পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। বৈষ্ণবগণ কর্ম্মকাণ্ডে উপদিষ্ট স্মার্ত্ত বিধির অনুশাসনে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম না করিয়া সাত্বত বিধি অনুসারে উহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। "পিতৃর শ্রাদ্ধর দিনা আনি বিষ্ণুর অন্নক। ভক্তিভাবে দেয় যিটো পিতৃদেবক॥

কোটি কল্প মানে তোষ্ট পিতৃ তৃপ্ত যাই॥ —ইহাই সাত্বত বিধি। ভক্তিপথের পথিক-গণ ভক্তিমার্গেই শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন।

ভাগবতে মাত্র দুইটী বর্ণাশ্রম স্বীকৃত হইয়াছে। শরণীয়াগণ দৈববর্ণাশ্রমী এবং অশরণীয়াগণ আসুর বর্ণাশ্রমী। আসুর বর্ণাশ্রমে দেহের বিচারেই জাতির বিচার। আত্মবৃত্তির অনুশীলনে নিত্য নিরত বৈষ্ণব-গণের ভিতরে এইরূপ বিচার নাই।

(ক্রমশঃ)

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রফেসর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র [illegible] সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার পিতা বৈষ্ণব ছিলেন, তিনিও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী; তথাপি তিনি বলেন যে, আপনারা যে ধর্ম্ম প্রচার করছেন, সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম most uncompromising. তাঁহার বিচার এই যে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক হরিভজন করাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। সংসারে থেকে হরিভজন হয় না বা সন্ন্যাস নিলেই হরিভজন হ'বে, শ্রীচৈতন্যদেবের এরূপ বিচার নয়। ব্রাহ্মণই কেবল ভগবৎসেবা করবে, অন্যে করতে পারবে না এরূপ ধরণের কোন কথা শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে নাই। ক্ষাত্র-নীতি, বৈশ্যনীতি, শূদ্রনীতি প্রভৃতি যে জাগতিক বিচার তা'র সঙ্গে আত্মধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। বহির্জ্জগতের চিন্তা-স্রোত অন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত। পিতামাতার নিকট থেকে আমরা যে দেহ লাভ করেছি বা যে জ্ঞান আমরা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি, তা' দুদিন পরে আর থাকবে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যাবে। যে চেতনধর্ম্ম বর্ত্তমানে রয়েছে বা নিত্যকাল থাকবে সেই চেতন আত্মার বিষয় আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

জাগতিক চিন্তাস্রোত নিয়ে রাবণের সিঁড়ি বাঁধার ন্যায় উন্নতির পথে অগ্রসর হ'লে আমাদের পণ্ডশ্রম হ'বে।

মায়ার দ্বিবিধ বৃত্তি—আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা। বহির্ম্মুখ জীবগণ আত্ম-বিস্মৃতিকালে স্ব-স্বরূপ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মায়ার দ্বিবিধ আবরণে আবৃত হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি বিমুখমোহিনী মায়ার এই দ্বিবিধ প্রভাব। মনুষ্যের প্রত্যেক বিচারের সহিত অচিন্ত্য ভেদা-ভেদতত্ত্বের সম্বন্ধ আছে।

আনন্দতীর্থে শুদ্ধভেদবাদবিচার অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বেরই একদেশগত বিচার। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত বিচারও তদ্রূপ; ভাগবতের মধ্যে এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের বিচার সুষ্ঠুরূপে বর্ণিত আছে।

মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ পরিহার করা কর্ত্তব্য। Ritualistic views [illegible] নিকট আলোচ্য বিষয় নহে। খৃষ্টান স্কুলের ন্যায় বিদ্যালয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কথা বলা নিষ্ফল। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে Prejudice থাকা বিপজ্জনক। শিশুদিগের মানসিক বৃত্তির উদারতা বিস্তারণকল্পে ধর্ম্মনীতি প্রচার হওয়া আবশ্যক। মনুষ্যের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে Comparative Study করা উচিত। পশুদিগের প্রতি বিচার একপ্রকার, মনুষ্যগণের প্রতি বিচার অন্য প্রকার; ভগবানের প্রতি এইরূপ বিচার প্রযোজ্য নহে। ভগবানের সম্বন্ধ নিরপেক্ষ। যে-শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম ও নীতি বর্জ্জিত তাহা সম্পূর্ণ Materialistic সুতরাং তাহা কুশিক্ষামাত্র। সে শিক্ষা শ্রীচৈতন্য শিক্ষার পরিপন্থী, অনাত্মিকা।

আজ বড়ই আনন্দের বিষয় যে, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় আমাদিগকে শিক্ষামূলে ধর্ম্ম ও নীতির প্রয়োজনীয়তার একান্ত আবশ্যক সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচারার্থ মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম; তথায় টাউনহলে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম, কিন্তু উক্ত হলের প্রেসিডেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ধর্ম্মের কথা হবে ব'লে তথায় হরিকথা প্রচার করতে দেন নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে একটা Comparative Studyর অভাবই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতি বাল্য-কাল হইতেই আমাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করা আবশ্যক। প্রত্যেক মানবেরই কতকগুলি সামাজিক নিয়মাবলীর মধ্যে মাত্র আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বর্ত্তমান কালে মানবগণের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার অভাব, উদারতার অভাব বশতঃ আপেক্ষিক Relativityর মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি আবদ্ধ আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে 'কেনেডি' নামক একজন ইংরাজ তাঁহার 'Chaitanya movement' নামক গ্রন্থে কতকগুলি অবাস্তব কথার উল্লেখ করিয়া চৈতন্যদেবের প্রচারিত সুবিমল ধর্ম্মে জঞ্জাল আনয়ন করিয়া-ছেন। ইহার কারণ এই যে, যাহাদের নিকট হইতে তিনি ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা চৈতন্যধর্ম্মের কথা কিছুই অবগত ছিলেন না। আর একজন ষ্টানলী সাহেব তাঁহার গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-দেবকে Unethical বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন; তাহাদের বিচারভ্রান্তি আমা-দিগকে অনেক সময় ভ্রান্ত করায়। সেইজন্য আমাদের নিবেদন, আমাদের নৈবেদ্য—Absolute truthএর কথা মানবজাতির নিকট হাতে পায়ে ধরে বলবো। আমাদের Poor health থাকা সত্ত্বেও সেটা আমাদের দেহ-মন নহে, সেটা আমাদের বর্ত্তমান খোলস, সেই দু'টা বাদ দিয়ে আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হ'য়ে আমাদের আত্মার কথা সমস্ত পৃথিবীতে তৃণাদপি সুনীচ অমানী এবং মানদ হ'য়ে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অকাতরে সহ্য ক'রে কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলের নিকট প্রচার করবো। শুধু জাতিবর্ণের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে, দেহ-মনের বিচারটাকেই প্রবল না ক'রে, আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মানবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। নাস্তিকগণ যে আলোচনায় সময়ক্ষেপ করছেন, সেই আলোচনা নির্গুণবাদ বা ক্লীবব্রহ্মবাদ, তা'তে তাঁ'দের নিত্যমঙ্গল সুদূরপরাহত। নাস্তিকগণের মধ্যে Scepticism (সন্দেহ-বাদ), Agnosticism (অজ্ঞেয়বাদ), Idealism (মায়াবাদ), Pantheism (নির্ব্বিশেষবাদ বা চিন্মাত্রবাদ) পাশ্চাত্য দেশে ও এতদ্দেশে মধ্যে মতবাদ দৃষ্ট হয়।

আবার চারিপ্রকার আস্তিক্যবাদের মধ্যে কেবল পুরুষোত্তমবাদ, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম ও বৃন্দাবনে রাধা-গোবিন্দের বিচার আত্মার উপাস্য বস্তুর উপলব্ধির ক্রমবিকাশ-পর্য্যায়ে দৃষ্ট হয়।

চৈতন্যদেবের কথা Theistic worldএ সম্যগ্ভাবে আলোচিত হোক্।

কোন সময় দিনাজপুরের Deputy Inspector আমাদের বাসায় এসে ব'লে-ছিলেন যে, বিদ্যাসুন্দর ও চণ্ডীদাস ব্যভি-চারী। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এখন আর সেরূপ ধরণের অন্যায় কথা শুনছি না।

চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ছোট লোকের ধর্ম্ম বা মূর্খের ধর্ম্ম নয়। আমরা এই জন্যই সমস্ত জাতির উপকারার্থে এত বড় উচ্চ কথা—আত্মধর্ম্মের কথা ব'লতে বসেছি। এই Greatest কথাগুলি প্রত্যেকের আলোচনা করা উচিত।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ'সব কথার সুষ্ঠুভাবে আলোচনা ক'রে জগৎকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবার জন্য নানাভাবে প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। তাতে National কথায় বাধা পড়েছে। আমরা বলছি—ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত Nationality কবি-কল্পনা-মাত্র।

অনেকে মনে করছেন যে, আমরা তাঁদের শত্রু কিন্তু আমরা জানি এজগতে আমাদের শত্রু কেউ নাই। আমরা সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করছি, কিন্তু লোকের ভোগে বাধা পড়ছে বলে তারা তাদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না ক'রে আমাদের কথা বিরুদ্ধভাবে গ্রহণ করছে। ইহা তাদের বিচারের ভুল ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আমরা সমস্ত ভারতে ভ্রমণ করছি—সকলের সঙ্গে আলাপ করছি। ঝগড়া করবো, প্রতিষ্ঠা নেবো, সমগ্র দেশবাসীকে অসন্তুষ্ট করবো—আমাদের এরূপ কোন অসদভিপ্রায় নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষ হ'য়ে এসব কথা শুনলেই অনা-য়াসে বুঝতে পারবেন।

'দ্যূতং, পানং, স্ত্রিয়ঃ, সূনা' প্রভৃতি কলির স্থানপঞ্চক জীবমাত্রেরই বর্জ্জন করা উচিত।

সবই ভগবৎসেবায় প্রযুক্ত হ'লে আমরা 'আরাধনানাং' শ্লোকের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারবো।

ভগবানের সেবা থেকে ভক্তের সেবা আরও বড়। আমরা জেসাস্, মহম্মদ প্রভৃতি কাহাকেও আক্রমণ করছি না। আমরা বাস্তব সত্যের বিষয় সকলের নিকট বলতে বসেছি। আমি নগণ্য, ছার, মূর্খ; আপনাদের নিকট কিছু বলবার মত ভাষা আমার নাই। আমাদের প্রতি যারা বিরূপ তাঁরা আমাদিগকে দয়া করুন যাতে আমরা প্রবলভাবে সত্যের প্রচার করতে পারি। অনেকেই মনে করেন, আমাদের ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি? আমরা জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত রাখিব ইহাই আমাদের নারায়ণের সেবা। ভিক্ষা হচ্ছে, দেনা হচ্ছে সব শোধ করবো, এক মুহূর্ত্তও বসে থাকবো না, কুঁড়ে হয়ে বসে থাকবো না।

কেবল ভারতে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রতি ঘরে ঘরে বিভিন্ন ভাষায় শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণী প্রচার হোক্ ইহাই আমার একমাত্র চিন্তা। আপনারা বিচারক, এ সব বিষয় বিচার করবেন।

শ্রীহরিবাসর ও উপবাস-তালিকা

শ্রীরামনবমী—২রা বৈশাখ শুক্রবার ১৫ই এপ্রিল।

একাদশী—৪ঠা বৈশাখ রবিবার ১৭ই এপ্রিল।

একাদশী—১৮ই বৈশাখ রবিবার ১লা মে।

একাদশী—২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৬ই মে।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী—৫ই জ্যৈষ্ঠ-বৃহস্পতি-বার ১৯শে মে।

একাদশী—১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ৩১শে মে।

একাদশী—১লা আষাঢ় বুধবার ১৫ই জুন।

একাদশী—১৫ই আষাঢ় বুধবার ২৯শে জুন।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

ভক্তিশাস্ত্রসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সৌরভগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-গৌণরসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-ভাজন আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বর্ণসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২২।৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৪০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার','গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুর 'সংস্কৃতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নূন্যাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীরাধভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী নামষ্টক মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন লেক্চেরার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসাময় গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ ৮৫০-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিবৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্রয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবৎপ্রেম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—শুদ্ধশাক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্‌-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলশোস্ত্রানি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষেপ আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নব সংস্করণ, ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, অনুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আন্তরিকতার সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তি হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

——পরবিদ্যাপীঠ——

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রশিক্ষা আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাকে জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৴১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত তারাপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ৬০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (এসিষ্টাণ্ট-ম্যানেজার) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিং প্রেস হইতে [illegible] এম. এ. বি. এল. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চট্টগ্রামে জোড়া ডাকাতি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, ফতেয়াবাদের বিনোদ রক্ষিতের গৃহে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বাড়ীর মহিলাগণের নিকট হইতে অলঙ্কার ও নগদে বহু টাকা অপহৃত হইয়াছে। এক সম্পর্কে জনৈক চৌকিদারের পুত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বর্দ্ধমপুর হইতেও ঐরূপ আর একটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমপুরে ডাকাতগণ অশ্বারোহণে আসিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড

শোলাপুর হইতে প্রকাশ, শোলাপুর বণিক সভার সভাপতি শ্রীযুত গোলাপচাঁদ হীরাচাঁদ সরকারের অর্ডিনান্সের নোটীশ অগ্রাহ্য করিয়া সহরের সীমানায় প্রবেশ করায় ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা ও 'বি' শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে। এত অধিক অর্থদণ্ড ইতঃপূর্ব্বে আর কাহারও হয় নাই।

নদীবক্ষে দুর্ঘটনা

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ গত ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যার প্রবল জোয়ারের বেগে একখানি সাম্পান উল্টাইয়া যাওয়ায় একজন বয়স্কা নারী ও ৩টি বালিকা সম্ভবতঃ নিমজ্জিত হইয়াছে। এক বৎসর বয়স্ক একটী শিশু এবং মাঝিকে নদী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। বিনা লাইসেন্সে সাম্পান পরিচালিত করায় মাঝিকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ভারত সেক্রেটারীর প্রতি নোটীশ

কান্দী হইতে প্রকাশ, জিনোর শ্রীযুত গোপীমোহন সিংহ দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৮০ ধারা অনুসারে সপারিষদ ভারতীয় সেক্রেটারীর প্রতি তাঁহার পুত্র সুধাংশুশেখর সিংহের উপর জরিমানা হিসাবে প্রাপ্ত ৫০টাকা এক মাসের মধ্যে ফেরৎ দিবার দাবী করিয়া এক নোটীশ প্রেরণ করিয়াছেন। সুধাংশুশেখর যাদবপুর টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র ও এক্ষণে জেলে অবস্থান করিতেছেন।

সর্ত্তাধীনে গান্ধীজীর মুক্তি দিবার প্রস্তাব

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ফ্রী প্রেসের স্পেশাল কমিশনার লিখিতেছেন,—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, গান্ধীজীকে যারবেদা জেলে লইয়া যাইবার পর তাঁহার সহিত ভারতসচিব সার স্যামুয়েলের প্রয়োজনীয় পত্র বিনিময় হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, সার স্যামুয়েল হোর এই সর্ত্তে গান্ধীজীকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করেন যে, গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিবেন যে, বিনা সর্ত্তে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার জন্য তিনি ওয়ার্কিং কমিটিকে পরামর্শ দিবেন অথবা নিজে ঐ আন্দোলন পরিচালিত করিবেন না। এরূপ করিলে সরকার ও কংগ্রেসের বিরোধিতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর সহিত পরামর্শ সম্ভব হইতে পারে।

সাবরেজিষ্ট্রারের প্রতি অভিযোগ

আদমদীঘীর সাবরেজিষ্ট্রার হেডক্লার্ক ও একজন পিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সসপেণ্ড করিতে অনুমোদন করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের ইনস্পেক্টর জেনারেলের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় মহিলা আসন

লাহোর হইতে প্রকাশ, পঞ্জাব প্রাদেশিক ভোটাধিকার নির্ণয় কমিটীর মহিলা সদস্য শ্রীযুক্তা চট্টোপাধ্যায় লোথিয়ান কমিটীর নিকট প্রেরিত রিপোর্টে এক স্বতন্ত্র মন্তব্যে পঞ্জাব প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা পাঁচটি আসন মহিলা সদস্যদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

সভায় কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি মাটারে অনুন্নত সম্প্রদায় এবং রাজভক্ত কর্ম্মীদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। কাইরা জেলার কলেক্টার ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। যাহারা গত আইন অমান্য আন্দোলনে রাজপক্ষে ছিল তাহাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হয়।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে একজন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক কলেক্টারের নিকটে গিয়া তাঁহার হস্তে একটী কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রদান করেন এবং তৎপরে সভায় কংগ্রেসের ইস্তাহার বিতরণ করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক তখনই সভায় ধৃত হন এবং সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

কলেক্টার আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

বোম্বাই ত্যাগের আদেশ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মহম্মদ করিম ও আর ২ জনকে গত ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্বদেশী বাজারে হানা দিয়া যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাদের মধ্যে শ্রীযুত বেদান্তমকে গত ১১ই এপ্রিল ছাড়িয়া দিয়া ১২ই এপ্রিলের মধ্যে বোম্বাই ত্যাগের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রেল ষ্টেশনে পিকেটিং

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, জাতীয় সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস পালনের জন্য কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা গত ১১ই এপ্রিল মধ্যাহ্নে জি, আই, পি ও বি, বি, সি, আই উভয় রেলের প্রধান ষ্টেশনে পিকেটিং করেন। জি, আই, পি রেলওয়ের প্রবেশ-দ্বার ৩টিতে পিকেটিং করিবার সময় ৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বি, বি, সি, আই রেলের বোম্বাই ষ্টেশনে পিকেটিং করায় ৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

প্রধান সেনাপতির সফর

সিমলা হইতে প্রকাশ, প্রধান সেনাপতি বর্ত্তমানে কাশ্মীর পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি আগামী ২৭শে এপ্রিল সিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

জাপানী সৈন্যের ট্রেণ বিপদ

টোকিও হইতে প্রকাশ, বিস্ফোরণের ফলে জাপানের একখানা সৈন্য বোঝাই ট্রেণ মাঞ্চুরিয়ার হারবিন হইতে ১৭ কিলোমিটার পূর্ব্ব দিকে লাইনচ্যুত হইয়া পাহাড়ের উপর পড়ে। তাহার ফলে ১১ জন নিহত, ১৯ জন গুরুতর আহত ও ৭৪ জন অল্প আহত হইয়াছে।

রক্ষণশীল নির্ব্বাচন

মেরিলিবোনের রক্ষণশীল সমিতি কর্তৃক ক্যাপ্টেন কানিংহাম রীড ঐ দলের একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সার বেসিল ব্র্যাকেটের সাহচর্য্যে ৮৬টি ভোট সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহারা কানিংহাম রীডকে চান নাই। যাঁহারা তাঁহাকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা হইয়াছিল ৯০। ক্যাপ্টেন কানিংহাম রীডকে নির্ব্বাচিত করায় রক্ষণশীলের উভয় দলের পার্থক্য বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে।

উকীলের বাড়ীতে তালা চাবি

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, উকীল শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার সুরের বাটীতে পুলিস তালা চাবী দিয়াছে। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারার মামলায় তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করা হইয়াছে। উক্ত ধারা অনুসারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হওয়ায় তাঁহার বাড়ীতে তালাচাবী দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদ পত্রের জামীন ২ সহস্র টাকা

লাহোর হইতে প্রকাশ, সংবাদ পত্র আইন অনুসারে 'দাদাকোহাৎ' নামক একখানি প্রাদেশিক ভাষায় মুদ্রিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের নিকট হইতে ২ সহস্র টাকা জামীন তলব করা হইয়াছে। ঐ সংবাদপত্রে বাহাওয়ালপুর রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুণায় নিষেধাজ্ঞা

পুণায় নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া যে জনসভা আহূত হইয়াছিল তাহাতে বক্তৃতা করিতে উদ্যত হইলে জিলা কংগ্রেসের পর তিন জন অধিনায়ককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাঁচজন মহিলা এবং দুইজন স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রেস আন্দোলনের অনুকূলে কার্য্য করিবার অপরাধে ছয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং ত্রিশ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১২৫৭ জন।

পাঞ্জাব কাউন্সিলের কার্য্য তালিকা

পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার আগামী এপ্রিল মে অধিবেশনের কার্য্য তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল এবং ২রা ও ৩রা মে সরকারের কার্য্যে অতিবাহিত হইবে এই ও যথাক্রমে বে-সরকারী বিল ও প্রস্তাবসমূহ এবং অবশিষ্ট তিন দিবস [illegible] ও ১১ই মে সরকারী কার্য্যে অতিবাহিত হইবে। ২৮শে এপ্রিল তারিখে ৫ই ও [illegible] তারিখের কার্য্যের প্রারম্ভিক [illegible] নির্ব্বাচন হইবে।

টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮৲
ষাণ্মাসিক ৪৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই বৈশাখ সোমবার ১৩৩৯, ১৮ই এপ্রিল ১৯৩২

ভারতের ভবিষ্যদ্বাণী

উত্তর আমেরিকায় অগ্ন্যুৎপাত

চলন্ত ট্রেণে আক্রমণ

গান্ধীজী ও ভারত সচিব

লাহোরে ধরপাকড়

জনতা কর্ত্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেট আক্রান্ত

চুচুড়ায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড

মেল ডাকাতি

চাঁদপুরে ভীষণ ডাকাতি

মোক্তারের দণ্ড

মিছিলে পুলিসের গুলী

নানা কথা

ভারতের ভবিষ্যৎবাণী

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ তিরুচানির সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় জ্যোতিষসঙ্ঘ গান্ধী জ্যোতিষ নিলয়ের স্বত্বাধিকারী তাহা-বাদে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছেন:—আগামী ২৮শে জুনের মধ্যেই কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ঐ তারিখের পূর্ব্বেই বিনাসর্ত্তে গান্ধীজী মুক্তি লাভ করিবেন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা সরকার এবং সরকারের সহিত যে সকল লোকের সংশ্রব আছে, তাহাদের চেষ্টাতেই এই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, গান্ধী-জীর কোষ্ঠী বিচার করিয়া উপরিউক্ত ভবিষ্যৎবাণী করা হইয়াছে। আগামী ২৮শে জুনের পর আর একটি মহাসমর বাধিবে বলিয়াও তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন এবং উহা কয়েকমাসকাল স্থায়ী হইবে। তাহার ফলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

চলন্তট্রেণে আক্রমণ

এলাহাবাদ হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে মনোহরগঞ্জ ও মনৌরি ষ্টেশনের মধ্যে গত ১৪ই এপ্রিল ৩০ নম্বর ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণে জগন্নাথপ্রসাদ চৌবে নামক ৩৫ বৎসর বয়স্ক মেল গার্ড ছোরার আঘাতে সাংঘাতিক জখম হইয়াছে।

প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ৮টার সময় ট্রেণের বিপজ্জ্ঞাপক শিকল টানা হয়। ফলে, ট্রেণের গার্ড মিঃ হ্যারিংটন বাহিরে হয়েন। ট্রেণে মেলের প্রায় ২ লক্ষ টাকা ছিল। তিনি প্রথমে সে সম্বন্ধে খোঁজ করেন। দেখেন, সে টাকা ঠিক আছে। তাহার পর তিনি ডাকের কামরায় যান; তথায় সর্টার একাকী ছিল। তিনি যাইয়া দেখেন, তাঁহার রক্তের নদী বহিতেছে—সর্টার কিছুক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় মেঝের উপর পড়িয়া আছে। আততায়ী—পলায়ন করা হয়, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ডাকের ব্যাগগুলি ঠিক নাই বলিয়া মনে হয়।

উত্তর আমেরিকায় অগ্ন্যুৎপাত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বুয়েন্স এয়ার্স হইতে সংবাদ আসিয়াছে আন্দিস আগ্নেয় গিরির ভস্ম, বারুদ গাড়ি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় আর্জ্জেনটাইন অঞ্চলে আর পড়িতেছে না। সরকারী সংবাদে প্রকাশ, এই অগ্ন্যুৎপাতে কাহারও ঘরবাড়ী নষ্ট হয় নাই। আরজেণ্টাইনের একজন সুদক্ষ ভূতত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন, আগ্নেয়-গিরির যাবতীয় ভস্ম এবং ধাতব পদার্থ এবার প্রভূত পরিমাণে বাহির করা হইয়া গিয়াছে সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে ভূমি-কম্পের কোনও সম্ভাবনা হয় নাই। বিশেষজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন আগ্নেয়গিরির অদ্ভুত ভস্ম অপকারী নহে, সিমেণ্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার সময় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক যে অঞ্চলে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে, সে অঞ্চলের লোকেরা ধীর, স্থির রহিয়াছে। চাঞ্চল্যের কোন চিহ্নমাত্র নাই, এবং রেলওয়ে কার্য্যও পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে।

লাহোরে ধরপাকড়

লাহোর হইতে প্রকাশ, পুলিস কাসুরি-রাজার গণিস্থ ডাকাতির তদন্ত শেষ করিয়াছে। ৭ জন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে। এই সম্পর্কে মোট ১২ জনের অধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এফ, সি, কলে-জের গ্রাজুয়েট শ্রীযুত বাণীপ্রসাদ, ডি, এ, ভি কলেজের ৪ জন ছাত্র ও চুঙ্গীর অফিসের কেরাণী ঐ ঘটনায় আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগ এই যে, বিপ্লববাদমূলক কার্য্য কলাপের সমর্থনকল্পে ঐ ডাকাতির চেষ্টা করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আগামী শুক্রবারে বোরষ্টাল জেলে ঐ মামলার বিচার আরম্ভ হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বর্ষামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসাবকারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীভবতারণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্র অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনবন্ধুনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ রোড, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কুঞ্জপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

বগাঁচায়, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং মায়াপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনারসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণগরার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপশুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীব দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া

এখানে শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাজগোপাল পাট

কাঠালপুলি, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬, ৫ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই এপ্রিল ইং ১৯৩২ সোমবার | ৩৮শ সংখ্যা

আসামে শিবরহিত যজ্ঞ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৭শ সংখ্যার পর)

বৈষ্ণবগণের নিকট অবৈষ্ণবগণের ভিতরে প্রচলিত জাতির বিচার একেবারেই অর্থশূন্য। যদি কৃষ্ণভজনই না হইল তাহা হইলে জাতির বিচারের মূল্য কি? কিন্তু বৈষ্ণবগণকে জাতিসামান্য বুদ্ধিতে দর্শন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ রহিয়াছে। যথা—"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ" (পদ্মপুরাণ)। গারো, মিরি, যবন যে কোন কুলে উদ্ভূত ব্যক্তিই হরিভজন করিতে পারেন। "চণ্ডালো হোয়য় যদি মোক্ত পরায়ণ। বেদবেত্তা বিপ্রতো অধিক সিটো জান॥" শরণীয়া চণ্ডালও অশরণীয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ। "জানিলো ব্রাহ্মণ জন্ম, হইবেন নলাগে তার, যিটো কৃষ্ণ কথাত রসিক। যৈতে তৈতে হৌক জন্ম, সি সি জন সর্ব্বোত্তম, যার শ্রদ্ধা হরি ভকতিত॥" (দশম)। সুতরাং অশরণীয়া ব্রাহ্মণও শরণীয়া চণ্ডালকে ভক্তি করিবেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেন। "মোর ভকতর সখি নলৈবা বিচার। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আদি সবে একাকার। দেবতো অধিক করি মান্য করে তাক। যি হেতু চণ্ডাল হুয়া ভজিলা আমাক॥ মোর ভকতর অবশেষ মোর জীউ প্রাণ। তাক যিটো ত্যজে মোর বধর সমান॥" শঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত অনুশাসনের অনুবর্ত্তনক্রমে বৈষ্ণবগণ যদি পরমার্থ-বিচারে জাতির বিচার ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহারা বৈষ্ণবগণের প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বে নিজগুরু শঙ্করদেবের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেই পারিতেন। আবার গারো গাবিন্দ আতৈ, নাদু বদলা আতা, মিকির শ্রীরাম আতা, যবন জয়হরি আতৈ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির উচ্ছিষ্টভোজী এই সমস্ত ব্যক্তি যখন জাতির বিচার না করার জন্য বৈষ্ণবের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে যান, তখন আমরা সূঁচ ও চালনীর বিবাদের কথা মনে করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে অপারগ হই। নিন্দা করিয়া বলে "সূঁচ তোর গায়ে দেখি একটা ছেঁদা" কিন্তু চালনী ভুলিয়া যায় যে তার গায়ে একটি নয় অসংখ্য ছেঁদা।

"বিষ্ণুক নিবেদি অন্ন ভুঞ্জে যিটো জানা সত্যে সত্যে কহো নাই পুনরাগমন॥" "হৃদয়ত রূপ হরিনাম যার মুখে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য উদরত ভরে সুখে॥" (কীর্ত্তনঘোষা)।

মৎস্যাদি অমেধ্য বস্তু বিষ্ণুর নৈবেদ্য রূপে ব্যবহৃতও হইতে পারে না এবং খাওয়াও যাইতে পারে না। "মৃগ মীন মহাসাধুনরে, মনর সন্তোষে তৃণজলে, হিংসাশূন্য হুয়া থাকয় জীবন ধরি। তথাপিতো ইতো ত্রিতয়র, কৈবর্ত্ত পিশুন ব্যাধ, ইতো জগতত তিনি অকারণ বৈরী॥" (নামঘোষা)। "পরর জীউ বধে আপুনার ভাল অর্থে॥ বুলিবা ইসব কথা কহিলা সব স্বার্থে॥" (ভক্তিরত্নাবলী)। "এ হরি কাহে ভকতি করে। ভেলা। * * সবাহুকো মারি পুরত উদারি নাহি করত ভূত দয়া॥" (বরগীত)। "গাঞ্জী, মৎস্য, মাংস আদি দুর্গন্ধ গোন্ধায়। সেহি মৎস্য মাংস খাই মহাপ্রীত পায়। উৎকৃষ্ট অমেধ্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে খাই আনি। এতেক প্রকার-তমোগুণী আক জানি॥" (শ্রীকৃষ্ণগীতা)। এইরূপে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই জীব হিংসা ও মৎস্যাদি আহার ভক্তির বাধকরূপেই উল্লিখিত আছে। কামরূপে মৎস্যাদি ব্যবহার চলিতে পারে, এইরূপ যুক্তির কোন মূল্য নাই। ভক্তের আহার্য্যরূপে বিষ্ণুনৈবেদ্য নিত্য ব্যবস্থিত থাকায় মৎস্যাদির ব্যবহার কোন দেশেই চলিতে পারে না। যদি ইহাই হইত, তাহা হইলে কামরূপীয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের বিধবাগণও মৎস্যাদি আহার করিতে পারিতেন।

উপসংহারে তিনি বলেন যে, বৈষ্ণবকে গুরু মানিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী চলিতে হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা যদি বৈষ্ণবেরই বিচার করিতে বসি, তাহাতে আমাদেরই মূর্খতা প্রকাশ পাইবে। কতকগুলি শৃগাল যদি পশুরাজ সিংহের বিক্রমকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে বন হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে কি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন? পণ্ডিতের প্রকৃত কার্য্য সমাজে অনাচার কিম্বা পাপাচারকে হ্রাস করা, উহা প্রবর্দ্ধিত করা নহে। যদি আমরা তাহা না করি, তাহা হইলে আমাদের উচিত ভাগবতানুগ অর্থাৎ লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গারো মিরি অধ্যুষিত পর্ব্বত প্রদেশে যাইয়া বাস করা, যেখানে আমাদের সমশীল ব্যক্তিগণ আমাদিগকে সানন্দে আলিঙ্গন করিবেন এবং যেখানে আমরাও অবাধে আমাদের বন্দুক, বর্শা, জাল, দাড়ি প্রভৃতি হিংসার সমুচিত ব্যবহার করিয়া ব্যাধ ও কৈবর্ত্তের তালিকা পুষ্টি করিতে পারিব।

তারের সংবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গত ৯ই এপ্রিল মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসমভিব্যাহারে মাদ্রাজ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ ভেলোর নামক নগরীতে শুভবিজয় করিয়া সমাগত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমীপে বক্তৃতাযোগে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

পরদিবস সায়ংকালে ভ্যানগুরু গ্রামের অধিবাসিগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে স্বামীজীদ্বয়কে আন্তরিক অভ্যর্থনা করত শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠোৎসব উপলক্ষে সাদর অভিনন্দন প্রদান করেন।

গত ১১ই এপ্রিল স্বামীজীদ্বয় শ্রীবিগ্রহ ও পৌত্তলিকতার পার্থক্য শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত শ্রীযুক্ত অড্ডগম্বলা সেশায়া আহাবালানে পাদপীঠ স্থাপনের ব্যয়ভার গ্রহণে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ নিষ্কপট সেবাপ্রাণতার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

অষ্টাদশ রহস্য

দেহযাত্রা এবং আত্মযাত্রার চিন্তা পরিত্যাগ করত অর্থাৎ নিজে দেহ ও আত্মার রক্ষাকর্ত্তা এইরূপ অভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্মে যে নিশ্চলা ভক্তি ও বিশ্বাস উহাকেই নির্ভরতা বলা যায়।

ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি-জনিত যে সুখ সেই সুখের অভিলাষ এবং তাহার জন্য যে যত্ন এই সমুদয়ই দেহযাত্রার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার। দেহযাত্রার চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ, প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারেই সকলে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং যে-ফল চিন্তার করণে বা অকরণে অবশ্যই ফলিবে, তাহাতে দুশ্চিন্তার প্রশ্রয় দিয়া বৃথা চিন্তার প্রয়োজন কি?

অবশ্যমুপভোক্তব্যম্ কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটিশতৈরপি॥ যানস্য মংসৈবাবমুপভুংক্তে শুভাশুভম্। বাচৈব বাচিকং কর্ম্ম কায়েনৈবতু কায়িকম্। যাদৃশেনৈব ভাবেন যদ্যৎকর্ম্ম নিষেবতে। তাদৃশেন শরীরেণ তত্তৎফলমবাপ্নুয়াৎ।

অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের সুখ বা দুঃখরূপ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ইহার জন্য চিন্তা পরিত্যাগ করা উচিত। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন:—

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ
প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥

এই প্রকারে সুখ-দুঃখ-রূপ যে ফল উহাকে কৃতকর্ম্ম-জনিত জানিয়া সুখে আকাঙ্ক্ষারাহিত্য ও প্রীতিরাহিত্য এবং দুঃখে দ্বেষরাহিত্যরূপ যে ভাব উহাকেই দীন দেহযাত্রা চিন্তা বলা যায়। যামুনাচার্য্য স্বামী বলিয়াছেন:—

"যদ্ যদ্ ভাবং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্ব-কর্ম্মানুরূপং, দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্। অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্, পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে যে কোন প্রকার ফলই প্রাপ্ত হই না কেন, স্বর্গ, নরক বা পৃথিবীর যে কোন স্থানেই বাস হউক না কেন, তজ্জন্য অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই আমার নাই। কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, হে ভগবন্! শরৎ কালের কমল হইতেও অতীব সুন্দর আপনার যে শ্রীপাদপদ্ম তাহা যেন জন্ম হইতে মরণকাল পর্যন্ত আমার স্মৃতিপটে জলন্তরূপে অঙ্কিত থাকে,—এই কৃপা করুন।

আত্মযাত্রা অর্থাৎ আত্মরক্ষার একমাত্র অভিপ্রায় ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবৎপ্রাপ্তিই যাঁহার লক্ষ্য ভগবানই তাঁহার আত্মযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। ভগবৎপ্রাপ্তি ব্যতীত জীবের যথার্থ স্বরূপের আবির্ভাব হয় না। সংসারাবস্থায় অজ্ঞান ও প্রকৃতি সম্বন্ধহেতু জীবের যথার্থ স্বরূপ তিরোহিত থাকে।

শ্রীহরিই আমার স্বামী—আমি তাঁহার দাস, এই সম্বন্ধ দৃঢ় জানিয়া প্রভুই আমাকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবেন; এ বিষয়ে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই এবং নিজের উদ্ধারযোগ্য কোন অনুষ্ঠানই আমার দ্বারা সম্ভবপর নহে। দাসত্বই আমার সম্বল, সুতরাং আমার ব্যক্তিগত সুবিধা বা অসুবিধার চিন্তা আর আমার নাই"—এই প্রকার যে চিত্তের ভাব তাহাকে "আত্মযাত্রাচিন্তা-দান" বলা যায়। আলোয়ার শ্রীকুলশেখর বলিয়াছেন—

ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং কথমহমিতি চেতো মাস্মগাঃ কাতরত্বম্। সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্।

অর্থাৎ হে মন! তুমি অগাধ দুস্তর ভবজলধি হইতে কি প্রকারে উদ্ধার লাভ করিবে তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হইও না, শ্রীনারায়ণ পাদপদ্মে যদি তোমার অচলা ভক্তি থাকে তাহাই তোমার উদ্ধারের কারণ হইবে।

এই প্রকারে দেহযাত্রা আর আত্মযাত্রার চিন্তাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহাকে 'নির্ভরতা' বলা যায়। এই নির্ভরতা সম্বন্ধে শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামী বলিয়াছেন,—

"পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্বং
প্রিয়সুহৃৎ
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি
জগতাম্।
ত্বদীয়স্ত্বদ্ভৃত্যস্তব পরিজনস্ত্বদ্গতিরহং,—
প্রপন্নশ্চৈবং সত্যহমপি তবৈবাস্মি
হি ভরঃ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! সমস্ত জগতের পিতা, মাতা, পুত্র, সুহৃৎ, গুরু ও আশ্রয় আপনিই, আর আমি আপনার দাসানুদাস। আপনি ব্যতীত আমার অন্য কোন আশ্রয় বা ভরসা নাই।

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকে ভগবান স্বয়ং এই নির্ভরতার উপদেশ দিয়াছেন, এই নির্ভরতার ফল ভগবান স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—

"যদি বাতাদি-দোষেণ মদ্ভক্তো
মাং চ ন স্মরেৎ।
অহং স্মরামি মদ্ভক্তং নয়ামি পরমাং গতিম্॥"

শ্রীগৌরগদাধর মঠে মহাসভা

গত ৪ঠা চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর চম্পহট্ট শ্রীগৌর-গদাধরমঠের প্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় পরিক্রমার যাত্রিগণ ব্যতীত স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী পল্লীর বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও অন্যান্য মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ দুইটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। আমরা তাহার মর্ম্ম ক্রমশঃ উদ্ধার করিতেছি।

শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের বন্দনা করিয়া স্বামিজী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

"ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র রুদ্র-মরুদ্গণ দিব্যস্তবে যাঁহার স্তব গান করেন, বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদান্ত সকল যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত হইয়া তদ্গতচিত্তে যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত পান না, সেই পরমাত্মারও পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বাবতারাবতারী শচীনন্দন গৌরহরি আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন, আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাপত্তি প্রার্থনামূলে অনন্ত প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তন-সেবা আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, সুতরাং তিনি আমাদিগকে কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনে সামর্থ্য দান করুন। সেই দিনই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শুভদিন, যেদিন আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তনে ঐকান্তিকতা লাভ করিতে পারি এবং সেই শুভদিনই আমাদের নিত্য আকাঙ্ক্ষণীয় দিন হউক।

ইহ-সংসারের ধর্ম্মের রজোগুণে উদ্ভব, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে লয়। কর্ম্মানুসারে জীব উচ্চানীচ যোনি লাভ করেন, মায়িক সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হইতে হইতে কিয়ৎকাল পরে ইহলীলা সম্বরণ করেন; ইহার মধ্যে মঙ্গলের কথা কিছুই নাই। অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই জীবাত্মার পরমধর্ম্ম, তাহাতেই কেবল তাঁহার নিত্যমঙ্গল অবস্থিত, তাহাতেই তাঁহার সম্প্রসন্নতা লাভ। সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে ভগবৎকথা শ্রবণ-প্রভাবে ভাগ্যবান্ জীবের গুরূপদিষ্ট ভজনক্রিয়াফলে অনর্থোপশান্তি-ক্রমে ভগবৎপাদপদ্মে ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবভক্তি ও তৎপরে প্রেমভক্তি লাভ হয়। গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন-লীলা-দ্বারা মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ "অন্যান্য সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশুক-প্রমুখ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদনুশীলনই যে আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতালাভের একমাত্র উপায়", ইহার আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষিও শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট সেই শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ অনুশীলনকেই নিঃশ্রেয়স্ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণ আমাদের 'বাড়ী ফিরিবার উদ্দেশ্য লইয়া' শ্রবণের ন্যায় নহে।

অর্থাৎ বাত কফাদি-দোষে প্রাণ বিয়োগ-সময় আমার ভক্ত যদি আমার স্মরণ না করিতেও পারেন, তাহা হইলেও আমি আমার ভক্তকে স্মরণপূর্ব্বক আমার ধামে আকর্ষণ করিয়া লই।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের গুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ হইলে আর আমাদের আয়ুষ্কাল বৃথা ব্যয়িত হয় না, নতুবা সূর্য্যদেব প্রত্যহই আমাদের আয়ুঃ হরণ করিয়া লইয়া থাকেন। আমরা আমাদের জাগতিক ধন, জন, বিদ্যা, মানসম্ভ্রম প্রভৃতি হানির দিনকেই সর্ব্বাপেক্ষা অশুভ বিবেচনায় তাহাকেই ভগবদনুশীলনের বিরোধী বলিয়া মনে করি, কিন্তু ভাগ্যবান্ জনগণ সেই সকল অশুভদিনকেই ভগবদনুশীলনের পক্ষে পরম শুভ বলিয়া বিবেচনা করেন, যেহেতু তদ্দ্বারা ভগবান আমাদের ইতরবিষয়াসক্তি খর্ব্ব করিয়া আমাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার ইঙ্গিতস্বরূপ বিশেষ করুণা বিস্তার করেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরতিই অশুভ এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-আরতিই শুভ। এই শুভাশুভ বিচার বিষয়ে অজ্ঞতাফলেই জীব ভয়শোকাদিতে অধিকতর মুহ্যমান হইয়া পড়েন। ভক্তরাজ শ্রীবাস তাঁহার পুত্রের স্বধাম-প্রয়াণে যেরূপ সহিষ্ণুতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনরাসে নর্ত্তনানন্দ ভঙ্গজনিত দুঃখের নিকট তাঁহার পুত্রবিরহ-জনিত দুঃখকে যেরূপ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিচারে গৃহস্থিত অন্য সকলের শোকাপনোদন করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ বিচারানুসরণ ব্যতীত নিরপেক্ষভাবে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দাস্বাদন কখনঃ সম্ভব হইবে না।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥

পূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও ঘ্রাণগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তম দূর তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে ধন্য হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত দুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-ভাজন আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক বিষয়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ- পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাক্‌কথন, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের আদ্যোপান্ত কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০, দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিগুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য' 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুরাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃম্যাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা -এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদরুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাণ্ডি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিশুদ্ধ গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু-নারায়ণ রায় এম. এ. পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (কাং) নয়নাভিরাম বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসংগীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্গে-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য...

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন বিষয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইঁহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ, যার জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছু তত্ত্ব অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সর্ব্বসিদ্ধান্ত এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাগত বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

চাঁদা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৲, সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কুঞ্জবিহারী ভক্তিকুমুদ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাদ্রাজে 'জাতীয় সপ্তাহ' উৎসব

গত ১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের শেষ দিন ছিল। সন্ধ্যাকালে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ সহরের বিভিন্ন স্থানে শোভাযাত্রা বাহির করে। ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হয়, উঁহাদের পশ্চাতে অনেক লোক চলিতে থাকে। পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। টেণ্ডায়পেটেও ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়।

'ইণ্ডিয়া তামিল ডেলী' পত্রের ম্যানেজার ও ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রা করিয়া চলিতে থাকায় গ্রেপ্তার হয়েন।

'বয়কট' বিজ্ঞাপন পত্র বিলি করার জন্য গত ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ২ জন বালক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

রাজমহেন্দ্রী জেল হইতে ৪৯ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মাদ্রাজে আনয়ন করা হইয়াছে।

মিছিলে পুলিসের গুলী

আরামবাগ হইতে প্রকাশ, গত ১১ই এপ্রিল তারিখে অপরাহ্নকালে আরামবাগ মহকুমার দেওয়ানগঞ্জে একটী শোভাযাত্রার উপর পুলিসের গুলী বর্ষণের ফলে ২ জন লোক নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, গোঘাট থানার এলাকাধীন দেওয়ানগঞ্জে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে গাজন মেলায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রায় ২০ হইতে ২৫ খানি গ্রামের লোক গত ১১ই এপ্রিল তারিখে দেওয়ানগঞ্জের হাটে সমবেত হয়। ঐ দিন অপরাহ্ন বেলায় দেওয়ানগঞ্জ হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া স্থানীয় তাড়ির দোকানের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় গোঘাট থানার আবিত্র বাবুর অধীন সেকালন ঐ শোভাযাত্রার অগ্রগমনে বাধা দেয়। প্রকাশ, শোভাযাত্রাকারীরা তাহাদের ধর্মসম্বন্ধীয় রীতিতে হস্তক্ষেপ করার অজুহাতে পুলিসের আদেশ পালন করিতে অসম্মত হয়। ইহাতে দুই দলে কলহ উপস্থিত হয় এবং সত্বরই উভয় পক্ষ হইতে লাঠি চলিতে থাকে। ফলে পুলিশ পক্ষের আদিত্যবাবু ও শোভাযাত্রাকারীদের পক্ষের মধ্য হইতে পঞ্চানন [illegible] তাহার কয়েক হাসপাতালে ঔষধাদির প্রাথমিক সাহায্য প্রদানের জন্য [illegible] হয়।

আরও প্রকাশ, ইত্যবসরে জমাদার ও আর ৪ জন কনষ্টেবল তাহাদের অস্থায়ী শিবির একসকড়ি সাহার মদের দোকানে দৌড়াইয়া যায় এবং তাহাদের রাইফেলগুলি লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। জনতা ভীতিপ্রদর্শনের ভাব লইয়া এককড়ি সাহার দোকান পর্যন্ত পুলিসের পশ্চাদ্ধাবন করায় তাহাদিগের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। প্রকাশ, প্রায় ৩০ বার গুলীবর্ষণ করা হইয়াছিল।

জগৎপুরের রাখাল মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং মণীন্দ্র সামন্ত আরামবাগ হাসপাতালে যাইবার পথে প্রাণত্যাগ করে। এতদ্ব্যতীত আরও ১১ জন আহত হয়। তন্মধ্যে মণীন্দ্র সিংহের অবস্থা শঙ্কাপন্ন বলিয়া প্রকাশ।

স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত কে, বাগচি এই ঘটনার তদন্ত করিতেছেন।

সীমান্ত প্রদেশের প্রথম মন্ত্রী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, এক্ষণে ইহা সঠিকরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সার আবদুল কোয়াম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম মন্ত্রী নির্বাচিত হইবেন। ইনি সীমান্ত প্রদেশের শাসন-সংস্কার লাভের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

গান্ধীজী ও ভারত সচিব

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ সম্পর্কে ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোরের সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, ইণ্ডিয়া অফিস তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

মোক্তারের দণ্ড

যশোহরের জায়রা বিচারকের অভিমত গ্রহণ করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি সি, সি, ঘোষ এবং বিচারপতি প্যাটারসন গত বৃহস্পতিবার ব্যবহারাজীব আইনানুসারে নড়াইলের মোক্তার ইন্দুভূষণ মিত্রের মোক্তারী ৩ মাসের জন্য বন্ধ করিয়াছেন।

বিধবা বিবাহ

কুমিল্লা বিধবা বিবাহ সহায়ক সমিতির চেষ্টায় ১৩৩৮ সালের বৈশাখ হইতে ৩০শে ফাল্গুন পর্যন্ত অনেক বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। কৈবর্ত্ত, সাহা ও যোগী জাতির মধ্যে অনেক জায়গায় বালবিধবার বিবাহ প্রায় চল হইয়া গিয়াছে; এই বৎসর মোট ৩৫টি বিধবা বিবাহ হইয়াছে।

ডাঃ কিচলুর উপর নিষেধাজ্ঞা

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই এপ্রিল রাত্রিতে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর সভাপতি মাষ্টার তারা সিং ও শিরোমণি আকালী দলের সভাপতি সর্দার তারা সিং ব্যতীত ডাঃ কিচলু ও মিউনিসিপাল কমিশনার ডাঃ সত্যপাল অরোরার উপরও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে।

জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে গত রাত্রিতে যে শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল, তাহাতে বয়কট ও পিকেটিংসূচক ধ্বনি করার জন্য ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মেল ডাকাতি

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, মেল ডাকাতি করিয়া দুর্বৃত্তেরা মাত্র ১১৫ টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা চিঠি এবং মনিঅর্ডারের সহিত একটি ১৫ টাকার ইনসিওর করা খাম ফেলিয়া গিয়াছিল। এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

চাঁদপুরে ভীষণ ডাকাতি

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, গত ১১ই এপ্রিল রাত্রিতে চাঁদপুরের জনৈক বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং মহাজন শ্রীযুত প্রসন্ন কুণ্ডুর বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। রাত তিনটার সময় ৮।১০ জন ব্যক্তি মুখে রঙ মাখিয়া অর্দ্ধেক প্যাণ্ট পরিয়া সশস্ত্র অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করে এবং গৃহবাসীদের নির্য্যাতন করিয়া লোহার সিন্দুকের চাবী গ্রহণ করে। তার পরে তাহারা নগদ ২৫৬ টাকা এবং ৫৬ ভরি স্বর্ণের অলঙ্কার লইয়া সরিয়া পড়ে।

প্রসন্নবাবুর ডান হাতে তীব্র আঘাত লাগিয়াছে। তাহারা একটী ধলা ও কয়েকটি টর্চ্চ ফেলিয়া গিয়াছে।

পুলিস বিশেষরূপ তদন্ত চালাইতেছে। গ্রামে ও সহরে ছোট বড় চুরি ডাকাতী লাগিয়াই আছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই সাব-ডিভিশনে [illegible] বড় রকমের ডাকাতী হইয়া গিয়াছে।

জনতা কর্ত্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেট আক্রা[illegible]

কোচিন হইতে প্রকাশ, [illegible] খৃষ্টানকে এর্ণাকুলাম হাসপাতালে [illegible] করা হইয়াছে। তাহারা সাংঘাতিকরূ[illegible] আহত হইয়াছে। কোচীনের সহরত[illegible] ইলাকচী এবং কুম্বাপল্লিতে ইজাভা[illegible] খৃষ্টানগণের মধ্যে হাঙ্গামার ফলে তাহ[illegible] আহত হয়।

প্রকাশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, জর্জের বিরুদ্ধে ইজাভাগণের কতি[illegible] অভিযোগের কারণ ছিল। কারণ ম্যাজি[illegible]ষ্ট্রেট নাকি তাহাদের উৎসব সম্ব[illegible] কতিপয় অনাবশ্যক ব্যবস্থা অবল[illegible] করিয়াছিলেন। সেজন্য ইজাভা[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটকে গালাগালি করে ও অ[illegible]মানিত করে। পুলিস আসিয়া ম্যাজি[illegible]ষ্ট্রেটকে জনতার হাত হইতে উদ্[illegible] করে। উক্ত ঘটনার ফলে খৃ[illegible] ইজাভাগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গা[illegible] হাঙ্গামা বাধে। তাহার ফলে উপরো[illegible] ৫ জন লোক সাংঘাতিকভাবে আ[illegible] হয়।

চুঁচুড়ায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, তথায় গোল[illegible] চক ময়দানে একজন অপরিচিত ব্যক্তি[illegible] মৃতদেহ জনৈক কনষ্টেবল কর্ত্তৃক আবি[illegible] হয়, পরে উহা মগরায় [illegible] বাঙালী সনাক্ত করা হইয়াছে। মৃত ব্যক্তি[illegible] [illegible] চিহ্ন দেখা যায় এবং [illegible] পশ্চাৎ হাত দুই হইতে রক্তের [illegible] লক্ষিত হইয়াছে। মৃতের পকেটে এক[illegible] শূন্যগর্ভ মণিব্যাগ এবং কলিকাতা বি[illegible]বিদ্যালয়ের ছাপ সংযুক্ত কাগজ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মৃত ব্য[illegible] বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন এবং তি[illegible] সন্ধ্যাকালে তাহার পত্নীকে সঙ্গে [illegible] একখানি ভাড়াটে গাড়ীযোগে কলিকাত[illegible] পথে চাঁপাডাঙ্গা অভিমুখে যাইতেছিলে[illegible] [illegible] গাড়ীর চালক আক[illegible] আলী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়া মৃ[illegible] অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে[illegible] মহিলাটিরও কোনও খোঁজ খবর পা[illegible] যাইতেছে না। গাড়ীখানি [illegible] আরামবাগ হাসপাতালে [illegible] হইয়াছে।

টেলি—

শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩৯শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১৯শে এপ্রিল ১৯৩২

দিবালোকে হত্যাকাণ্ড

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

ডাক লুঠের চেষ্টা

লাহোরে মোটর দুর্ঘটনা

শ্রীযুত সুভাষ বসুর চিঠি

প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের জেল

ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবৃতি

গ্রামবাসীদের সহিত ডাকাতের সংঘর্ষ

১০ হাজার নর-নারী বিপন্ন

উকীল পত্নীর সশ্রম কারাদণ্ড

টালীতে সশস্ত্র ডাকাতি

নানা কথা

প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যাকাণ্ড

কোয়েটা হইতে প্রকাশ, কোয়েটার অতিরিক্ত দায়রা জজ খাঁ বাহাদুর কে, পি, কাইকোবাদ এক ভীষণ হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে কালোয়ার সিং এবং মহম্মদ দীন নামক দুই ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে যখন কোয়েটায় পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হইতে থাকে সেই সময় ঐ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আসামীদ্বয় এক ডেয়ারী ফার্ম্মের কেরাণী কামনা দাসের স্ত্রীকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে। এই সময় সহরবাসীর মধ্যে ভূমিকম্পের জন্য ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। হত্যা করিবার পর আসামী-দ্বয় পলায়ন করে। হত্যার সূত্র বাহির করিতে পুলিসকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। তন্ন তন্ন করিয়া তদন্ত করিয়া গোয়েন্দা পুলিসের ইনস্পেক্টর সর্দ্দার সাহেব দিলদার সিং আসামীর পরিহিত একটি কোটের বোতামের সন্ধান করেন। বোধ হয় বোতামটি হত্যাকারীদের সহিত নিহত মহিলাটির বাধা প্রদানকালীন ধস্তাধ্বস্তির সময় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় উহা এত সাহায্যকারী হয় যে, তাহার ফলে আসামী-দ্বয়কে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। পরে অন্যতম আসামী কালোয়ার সিং অপরাধ সম্পর্কে এক স্বীকারোক্তি তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট করে। দায়রা জজের নিকটেও সে ঐ স্বীকারোক্তির পুনরুল্লেখ করিয়াছে।

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, নদীয়ার কংগ্রেস নেতা বলিয়া কথিত শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় গত ১৪ই এপ্রিল গ্রামবাসী-দের মধ্যে করবন্ধ আন্দোলন প্রচারো-দ্দেশ্যে তেহট্ট থানার এলাকাধীন চাঁদেরঘাট গ্রামে একটী সভার অনুষ্ঠান করিবার সময় গ্রেপ্তার হন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর একখানা নোটীশ জারি হয়। উক্ত নোটীশ অগ্রাহ্য করার জন্য পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। পাঠকের হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে, ঐ জিলায় করবন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে পুলিস তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ খোঁজ করিতেছিল।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বোম্বাই সমর-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক শ্রীযুত জে, এন, মৈত্র তাঁহার স্বগ্রাম শান্তিপুরে আগমন করায়, গত ৫ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই সরকারের প্রেরিত একখানি পরোয়ানা বলে তাঁহাকে শান্তিপুরে গ্রেপ্তার করা হয়।

শান্তিপুর থানায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য গত সোমবারে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

হরতাল ঘোষণা এবং করবন্ধ আন্দো-লন সম্পর্কিত ইস্তাহার বিতরণের জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েকঘণ্টা আটক রাখিবার পর অধিক রাত্রিতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডাক লুঠের চেষ্টা

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, ভোজেশ্বর ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে আবার সশস্ত্র ডাকাত কর্ত্তৃক ডাক লুঠ চেষ্টার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১২ই এপ্রিল রাত্রি প্রায় ৩ টার সময় ডাক রাণার যে সময় মাদারীপুর তারপাশা ডাক জাহাজের দিকে যাইতেছিল, সেই সময় কতিপয় লোক রিভলভার হস্তে তাহাকে আক্রমণ করে। তাহারা ব্যাগ কাড়িয়া লইতে না পারিয়া কয়েকটী গুলী করে। কিন্তু তাহাতে কেহ আহত হয় নাই। মাদারী-পুরের পুলিস ইনস্পেক্টার শ্রীযুত সুরেন্দ্র-নাথ সরকার ষ্টীমারে ছিলেন। তিনি গুলীর আওয়াজ শুনিয়া কতিপয় কনষ্টেবল সহ ঘটনাস্থলে যান। তখন ডাকাতরা পলাইয়া যায় তাহারা একটা নলা রিভলভার ফেলিয়া গিয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে নামমহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ. রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীহরিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদণ্ডিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীবিলাসানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণশহর শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুরুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকীর্ত্তন ঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, হুগলী

এখানে বহু শুভমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) নাদনগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৮ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬. ৬ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১৯শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ৩৯শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুগাচার্য্যবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কলিহত জীবকুলকে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীধামেশ্বরের সেবা-সুযোগ প্রদানার্থ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা উৎসবোপলক্ষে সপ্তাহাধিক এক মাসকাল শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন, শ্রীধামবাসী সেবকবৃন্দের সেবোৎসাহ বৃদ্ধি এবং শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনবন্যার প্লাবন প্রবাহিত করিয়া গত ১৭ই এপ্রিল রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভৃতি ভক্তগণসহ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শুভ যাত্রা করিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া মোটরযোগে হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকায়ন মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। তথা হইতে শীঘ্রই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভ বিজয় করিবেন।

গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীরামনবমী উপলক্ষে মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য গত ১৪ই এপ্রিল শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠে শুভাগমন করেন।

এতদুপলক্ষে ভক্তগণ যথারীতি পাঠ ও কীর্ত্তন সমাপনান্তে সমাগত প্রায় দেড়শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়-ধ্বনিসহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিগত ৯ই চৈত্র মঙ্গলবার শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতিতে শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর প্রকটোৎসব-বাসরে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সংকীর্ত্তনের পর পাঁচশতাধিক জনপূর্ণ প্রায় ১১।১২টী সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীঠাকুর-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হন। তৎপর সমিতির একনিষ্ঠসেবক ডাক্তার শ্রীপাদ সুরমুনিনন্দ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভুর প্রকটলীলা পাঠ করেন এবং তৎ-প্রসঙ্গে কলির অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবকুলের নিত্য মঙ্গল লাভের একমাত্র শ্রেয়ঃ পথ যে সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন তদ্বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দেন। এই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি আচার ও প্রচার জন্য শ্রীগৌর-সুন্দর ৪৪৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুর ধামে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীগর্ভ-সিন্ধুতে এই শুভতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রোপরাগচ্ছলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি যে কলির জীব মাত্রেরই অতীব আরাধ্য তাহা পাঠক মহোদয় বহু সিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্য দ্বারা বুঝাইয়া দেন। অতঃপর উপস্থিত সকলে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করেন

এই দিবস হেমকুমারী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ সেবাবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ ও উল্লেখ-যোগ্য। সংকীর্ত্তনের অন্যান্য দলপতি-গণের কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটবাসরে শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমার আরাধনা করায় বাস্তবিকই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় (হেড্ মাষ্টার পারমেথলীগঞ্জ এম,ই স্কুল), শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত দাস (ডাক্তার), শ্রীযুক্ত দেবগোবিন্দ বর্ম্মণ (হেড্ পণ্ডিত দড়িপত্তনি স্কুল), শ্রীযুক্ত দৈত্যমোহন সেন (ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী জলপাইগুড়ী রাজষ্টেট), জোতদার শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ রায়, জোতদার শ্রীযুক্ত হরকান্ত সরকার, জোতদার শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন কর্ম্মকার, জোতদার শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ প্রামাণিক, জোতদার শ্রীযুক্ত শিশুনাথ বর্ম্মণ।

সংস্কার-কার্য্য

মায়াপুর-মহেশগঞ্জ রোড

জলঙ্গী নদীর প্রাচীন খাত বর্ষার জলে প্লাবিত হওয়ায় তৎকালে যাত্রিগণের মহেশগঞ্জঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর আসিতে বড়ই অসুবিধা হইত। কৃষ্ণনগর সদর লোকালবোর্ড ঐ স্থানে একটী সুদীর্ঘ সেতু-নির্ম্মাণ এবং মহেশগঞ্জ-মায়াপুর রোডের অনেকটা সংস্কার করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের উপকার সাধন করিয়াছেন। এখন যাত্রিগণের মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বর্ষাকালেও পদব্রজে শ্রীধামে আসিতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহোদয় কঠোর পরিশ্রম দ্বারা স্বীয় তত্ত্বা-বধানে ঐ কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিয়া শ্রীধাম-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মায়াপুর-হুলোরঘাট রোড

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীধাম-বিরোধিদলের নানাপ্রকার বাধা পদদলিত করিয়া নদীয়া জেলাবোর্ড মায়াপুর-হুলোর-ঘাট রোডের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই শিবের ডোবার উপর একটী সুদৃঢ় লৌহ-সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হই-য়াছে; তদুপরি সেতুর উভয়পার্শ্বে বহু দূর পর্য্যন্ত মাটী ফেলিয়া উচ্চ করা হইয়াছে। এখন নবদ্বীপঘাট-ষ্টেশন বা সহর-নবদ্বীপ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে বর্ষাকালেও যাত্রি-গণ পদব্রজে আগমন করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি, জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃ-পক্ষগণ নদীয়ার প্রাচীন গৌরব শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন তথা ভারতের সর্ব্বস্থানের যাত্রিগণের শ্রীধামে আগমনের সুবিধার্থ যাহাতে বৎসরের সকল সময়ই ঐ রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী, মোটর বাস প্রভৃতি চলাচল করিতে পারে তন্নিমিত্ত উক্ত রাস্তাটী অবিলম্বে পাকা করিবেন

শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

জগতের লোক পুত্র, গৃহ, টাকাকড়ি, পাণ্ডিত্য, রূপ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি পার্থিব সম্পদ্ লাভকে মঙ্গল বিবেচনা করে, কিন্তু ঐ সকল কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে উহারা সমূহ অমঙ্গলের হেতু হইয়া পড়ে, ইহা বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক। কুন্তীদেবীর "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥" এই শ্লোকটী আলোচ্য। জন্মৈশ্বর্য্যাদিগুলি কামমদে মত্ত হইয়া মানুষ সাধুসঙ্গে বিমুখ হইয়া পড়ে। সুতরাং উহার মত্ততা হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

শ্রীভগবান্ ঐ ভাব-মাধুর্য্য ঔদার্য্য-লীলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং ভক্তভাবে স্বীয় ধামসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার নিত্যলীলাস্থলী শ্রীধামে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার নিজজনগণের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ী হরিকথা শ্রবণের অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবই আমাদিগকে অচৈতন্য গ্রাম-পরিক্রমার মোহ ছাড়াইয়া চৈতন্যধাম পরিক্রমার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আজ আমাদের পরিক্রমার ষষ্ঠদিন—নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ অর্চ্চনরূপমণ্ডল শ্রীগৌড়মণ্ডলে অর্চ্চনাখ্য ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত চম্পহট্ট পরিক্রমা। পরিক্রমা কাহাকে বলে, কেন আমরা পরিক্রমা করি, শ্রীধাম কি, অন্যান্য স্থানের সহিত শ্রীধামের কি পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। নতুবা কেবল 'এলাম, খেলাম', ইহাতে সুবিধা নাই। শ্রীচৈতন্যদেব নিজ নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলাসহ প্রপঞ্চে উদিত হইয়া স্বীয় আচরণ দ্বারা তাঁহার কথা তিনিই জানাইতেছেন; তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে, পরে নারদকে, তৎপরে বেদব্যাসকে, তৎপরে শুক-পরীক্ষিৎ শৌনকাদি ঋষিপ্রমুখ সকলকেই তাঁহার কথা বলিয়াছেন—নিত্য—শাশ্বত—পুরাণ—পুরাতন—সনাতন—সনাতন কথা বলিবার জন্যই মহাপ্রভুর আবির্ভাব, সেই কথা সদ্গুরুমুখামৃতদ্রবসংযুত হইয়া জীবের সেবোন্মুখ কর্ণপুটে প্রবিষ্ট হইলেই জীবের হৃদয় কৃষ্ণান্বেষণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন জীব "কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন" বলিয়া শ্রীধাম পরিক্রমা কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

সত্যযুগে ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপু দ্বারা জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীমদগর্ব্বিত জীবের কিরূপ কৃষ্ণ-কার্য্যবিমুখতারূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় সাধিত হয়, জীব কিরূপে অহংগ্রহোপাসক হইয়া কৃষ্ণ-কার্য্য বিরোধীফলে নিজ সর্ব্বনাশ নিজেই সাধন করে, তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ ভক্ত প্রহ্লাদ দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবলক্ষণা ভক্তিলাভই যে জীবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির পরিচয়, কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিলাভই যে সমস্ত বিদ্যার সার

ভক্তি, 'কৃষ্ণের আমি ও আমার কৃষ্ণ' বুদ্ধিই যে শুদ্ধ অহংমমাভিমান, তাহাই যে ভক্তের একমাত্র গৌরবের বিষয়, জগতের বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, তাহাও যে ভক্তের নিকট আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, জাগতিক কোন নীতিই যে ভক্তকে মোহিত করিতে পারে না, জাগতিক কোন বিদ্যাপাণ্ডিত্যই যে ভক্তের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, ভক্তের ভক্তি কিরূপ অব্যভিচারিণী অহৈতুকী অপ্রতিহতা পাতিব্রত্যনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য বা কিরূপ, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম পরিক্রমা হইতে সেই সকল বিষয়ই শিক্ষালাভ করিতে পারি। আদৌ ভগবৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদন না করিয়া নববিধাই হউক আর চৌষট্টি প্রকারই হউক, কোন প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজনেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ সাধিত হয় না। সেই জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বপ্রথমে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপে আমাদিগকে আত্মনিবেদন শিক্ষা দিয়াছেন। "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ, তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং, বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা।"—এই কয়টী কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য।

সমর্পিতাত্মা শিষ্যকে শ্রীগুরুদেব ভজনোন্নতি লাভের জন্য অর্চ্চনাধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। আজ আমরা অর্চ্চনদ্বীপে সেই অর্চ্চন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহ—এই তিনটীই অর্চ্চ্য বস্তু। অর্চ্চ্য, অর্চ্চক ও অর্চ্চন এই তিনটী তত্ত্বের বিচার সুষ্ঠু হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম এবং কৃষ্ণধাম ও গৌরধামে কোন ভেদ নাই। কৃষ্ণধামে যেমন বার্ষভানবীদেবীর কুঞ্জ মধ্যস্থলে, আর আটদিকে অষ্টসখীর কুঞ্জ, গৌরধামেও সেইরূপ। আমরা আজ যে স্থানে আগমন করিয়াছি, এইটি চম্পকলতা সখীর কুঞ্জ। কিন্তু তাহা দেখিবার নেত্র কোথায়?

"অঙ্গীকৃত চক্ষু যা'র বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

সেই স্থান, সেই লীলা, সেই পরিকর—সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা দেখিবার মত নেত্র নাই। যে ক্রমে শ্রীধাম পরিক্রমায় কথা, সেই ক্রম অনুসরণ করিতে পারিলেই আবার শ্রীধামকৃপায় আমরা সে মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারি, নতুবা কেবল গাছপালা বাড়ীঘর চত্বরই দেখিয়া বেড়াইব!

"দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"—এই বিচারটী না বুঝিতে পারিলে পূজা হয় না। 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'। অর্চ্চনকারীর সর্ব্বাগ্রে 'ভূতশুদ্ধি' বলিয়া একটী কৃত্য আছে, তাহা না হইলে তিনি অর্চ্চনই করিতে পারেন না। প্রাকৃত স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি নিবন্ধন তাহাতে স্ত্রীপুরুষ, বর্ণ আশ্রম প্রভৃতির অভিমান প্রবল থাকায় তদ্দ্বারা অধোক্ষজ বস্তুর সান্নিধ্য লাভ বা উপাসনা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পূজক এবং পূজোপকরণে 'তদীয়' বুদ্ধি না হইলে তাহা কখনই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর হয় না। সেই 'তদীয়' বুদ্ধির নামই ভূতশুদ্ধি 'নাহং বিপ্রো' শ্লোকে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" বাক্যে এই শুদ্ধ জীবের পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। 'কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণ' এই শুদ্ধ অহংমমাভিমানেই জীব পুণ্য-পাপ বিধৌতাত্মা—নিরঞ্জন হইয়া উপনিষদুক্ত 'পরম সাম্য' লাভ করিতে পারেন, তাহাতে পূজ্য, পূজক ও পূজার নিত্যত্ব প্রতিহত হয় না।

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ এবং কৃষ্ণস্বরূপ—একই অদ্বয়জ্ঞান সচ্চিদানন্দময় বস্তু, ইহাতে ভেদ-বুদ্ধি থাকা কালে জীব নানাপ্রকার অনর্থের দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকেন। 'নমঃ' 'স্বাহা' প্রভৃতি আত্মসম্প্রদানাত্মক মন্ত্রে নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলাবিশেষাত্মক কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে আহুতি প্রদান করিতে পারিলেই জীব মুক্তানর্থ হইয়া মন্ত্রের উদ্দিষ্ট 'উপাসনা' বিচারে সিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন "কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হয় সংসার মোচন। কৃষ্ণ নাম হইতে পায় কৃষ্ণের চরণ॥" বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমান প্রমত্ত জীব কখনও ভগবদুপাসনা করিতে পারে না, এই জন্য তাঁহার সদ্গুরুপাদপদ্মে 'নমঃ', 'স্বাহা' প্রভৃতি মূলক মন্ত্রদীক্ষার প্রয়োজন। জড়াহঙ্কার নিবৃত্তিমূলে স্ব-স্বরূপানুভূতিক্রমে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ পাদপদ্মে আত্মাহুতি প্রদানরূপ 'নমঃ' ও 'স্বাহা'র প্রকৃত অর্থ নিজ আচরণে প্রতিফলিত করিবার পরিবর্ত্তে যাঁহারা দীক্ষিতের অভিনয়ে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাদি অর্জ্জনের নিমিত্ত অর্চ্চনাদির কাপট্য প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ নিজ সর্ব্বনাশ নিজেরাই আবাহন করিয়া থাকেন, "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম 'নাম'॥" এই মহাজন বাক্যোদ্দিষ্ট বিচারে তাঁহাদিগকে চিরকালই পরাঙ্মুখ থাকিতে হয়।

যৎকিঞ্চিৎ

(৩)

আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন বিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানলীলা কর্‌ছেন। উলূকপ্রতিম আমি তাঁর কৃপা উপলব্ধি করতে পার্‌ছি না। তাঁর কৃপায় মায়ারচিত এই সংসার কারাগারের বিষয় উপলব্ধি ক'রেও এখনও তাঁর পাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় কর্‌ছি। তাই আমার দিব্য জ্ঞান লাভ হচ্ছে না, স্বরূপ জাগ্‌ছে না, অনর্থ যাচ্ছে না।

এখন বুঝ্‌ছি আমার দীক্ষা লাভ করা হয় নাই, গুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে গমন করা হয় নাই। কপটতা ক'রে এমন পরম বান্ধব—নিত্যকালের বান্ধবের সহিত প্রতারণা করতে গিয়েই তাঁ'র সেবা করার পরিবর্ত্তে তাঁ'র কাছ থেকে কিছু ভোগ সংগ্রহ করবার চেষ্টা উদিত হচ্ছে ব'লেই আমার এত অমঙ্গল—এত অসুবিধা—এত অনর্থ। আমি যদি নিষ্কপটে এক মুহূর্ত্তও তাঁ'র সেবা কর্‌তাম—তাঁ'র শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শুন্‌তাম, তা'হলে আমার সর্ব্বশুভোদয় হ'তো—শ্রেয়োলাভ হ'তো।

মন্দবুদ্ধি পতিত আমি, আমার এত গলদ থাক্‌লেও আমার একমাত্র আশা ভরসা এই যে তিনি পতিতপাবন, দীন-তারণ, জীবোদ্ধারণেই তাঁর এ প্রপঞ্চে অবতরণ। তাঁর দয়ার আর তুলনা নাই।

এত অযাচিত করুণা পেয়েও ধর্‌ছি না, শুনেও শুন্‌ছি না, বিচার কর্‌ছি না। তাই বলি আমার মত এমন পোড়াকপাল আর কার?

হে দীনবন্ধো! আমার ন্যায় পতিত এ জগতে আর পাবেন না। আমায় কৃপা করুন। আমি যেন যথাসর্ব্বস্ব আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে নিত্যকাল আপনার ও আপনার দাসানুদাসগণের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর বা পাদত্রাণবাহী হ'য়ে থাকতে পারি, এ যোগ্যতা এ অধমে নিজ গুণে কৃপা ক'রে প্রদান করুন। আপনার কৃপাই আমার সম্বল, আমি আর কিছু চাই না।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

॥ সুবর্ণ সুযোগ ॥

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও আলিঙ্গন, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, প্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তরসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহভাজন অধ্যাপক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক বিষয়সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্ শ্রীধরস্বামিপাদ কৃত ভাবার্থদীপিকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও ব্যাকরণ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাঠ ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৩০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, লোক, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কথাই পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা', 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুর সচ্চিন্তাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অশ্রৌত নহে', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঞ্চানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীব্রহ্মাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদকটিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। প্রাজদি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ।০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গোড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ— এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চারি ভাষ্যের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের নীচে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়গত পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রা প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

...—বার্ষিক ৯, ষাণ্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১, নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১, প্রতিকলম ৬, অর্দ্ধকলম ৩।০ ... কলম ২, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইটালীতে সশস্ত্র ডাকাতি

গত বৃহস্পতিবার দিবস মধ্য রাত্রিতে ইটালী থানার অন্তর্গত ৮এ, দক্ষিণ শিয়ালদহ রোডের গুরুপ্রসাদ রায় এণ্ড সন্সের গদীতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ইটালী পুলিস এই অসমসাহসিক ডাকাতি সম্পর্কে বর্ত্তমানে তদন্ত করিতেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গদীর লোকজন ঘুমাইয়া পড়িলে মোট ৬ জন বাঙ্গালী যুবক গদী আক্রমণ করে এবং গদীর লোকজনকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিয়া তাহাদের নিকট হইতে রিভলভার দেখাইয়া সিন্দুকের চাবি চায়।

প্রকাশ, দস্যুদল অতঃপর চাবিদ্বারা সিন্দুক খুলিয়া তাহার মধ্যে নগদ ও নোটে প্রায় চারশত পাঁচশত যে টাকা ছিল, তাহা লইয়া গদী হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারে সরিয়া পড়ে।

যখন দুর্বৃত্তগণ পলায়ন করিতেছিল সেই সময় গদীর লোকজনের চীৎকার শুনিয়া স্থানীয় লোকজন দস্যুগণের অনুসরণ করে। কিন্তু তাহারা একখানি ট্যাক্সি করিয়া সরিয়া পড়ে। প্রকাশ, ট্যাক্সিখানি ঘটনাস্থলের অতি নিকটেই অবস্থান করিতেছিল।

এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

উকীল পত্নীর সশ্রম কারাদণ্ড

আকোলা হইতে প্রকাশ, উকীল শ্রীযুত এন জি প্রধানের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বকুল বাঈ প্রধান আকোলা জিলা কংগ্রেসের ৯ম ডিক্টেটর। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ (১) ধারায় তাঁহার ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

জমিদারের কারাদণ্ড

পুরী হইতে প্রকাশ, সদর লোকাল বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান—বড় জামদার শ্রীযুত গঙ্গাধর মহান্তি কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্যে বড়ডাণ্ডায় শোভাযাত্রা পরিচালনের জন্য গ্রেপ্তার হন। তিনি ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আর এক মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বিদ্রোহী নেতা নিহত

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, থারাবডী থানার এলাকার অন্তর্গত চৌবযুগন গ্রামের নিকট ইনস্পেক্টার হউ, বা কুন বোহ ওয়াই নামক এক বিদ্রোহী নেতাকে গুলী করিয়া মারিয়াছেন। এই ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য হেনজাদা এবং থারাবডীর পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদ্বয় ৫০০ টাকা করিয়া পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট একটী দুইনলা বন্দুক ও একটী কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

---

১০ হাজার নর-নারী বিপন্ন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, দক্ষিণ আমেরিকার উদ্বেগের দিন এখনও কাটে নাই। মহাদেশের নানা স্থান হইতে রয়টারের সংবাদদাতারা ঐরূপই জানাইতেছেন।

আর্জ্জেণ্টাইনের আগ্নেয়গিরি-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম্যাসের এইরূপ আশঙ্কাসূচক ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন যে, আগ্নেয়গিরিগুলির এই অগ্ন্যুৎপাতের পর আবার ভূকম্পন দেখা দিবে। এক পক্ষ কালের মধ্যেই ভীষণ ভূকম্পের সম্ভাবনা। ফলে যে সকল অধিবাসী এখন আগ্নেয়গিরির ভস্মাদিবর্ষণ হ্রাস পাওয়ায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছে, ঐ এক পক্ষ কাল অতিবাহিত না হইলে তাহারা আর শান্তি পাইবে না।

বৈমানিকরা সোমবার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। তাঁহারা কিছুই দেখিতে পারেন নাই। চিলির যে সব বৈজ্ঞানিক গত ১৩ই এপ্রিল ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন, চিলির দিকের ভীষণতম আগ্নেয়গিরি কুইজাপু ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিতেছে।

হাজার হাজার প্রাণ যেখানে আগ্নেয়গিরির ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, মালারগুইর অধিবাসীরা আবার অক্সিজেন পাঠাইবার জন্য তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিপদ এখনও দূরীভূত হয় নাই। যে সকল লোক তাঁহাদের সাহায্যার্থ যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধূমের জন্য অগ্রসর হইতে পারেন নাই। মালারগুইর অধিবাসী সংখ্যা ১০ হাজার।

গ্রামবাসীদের সহিত ডাকাতের সংঘর্ষ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই এপ্রিল রাত্রিতে সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত এক গ্রামের শ্রীযুত মাখনলাল বসাকের বাটীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় বার জন ডাকাত টর্চ্চ ও মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বাটীতে প্রবেশ করে এবং গৃহবাসীদের নির্ম্মমভাবে নির্য্যাতন করিয়া নগদে ও গহনায় ১৫০০ টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

গ্রামবাসীদের সহিত পলায়মান ডাকাতদের এক যুদ্ধ বাধে, ফলে কয়েকজন গ্রামবাসী আহত হইয়াছে এবং দুই জন ডাকাত আহত হইয়া পলায়ন করিতে পারে নাই। একজন তৎক্ষণাৎ মারা পড়িয়াছে, অপরজনের অবস্থা হাসপাতালে অতি শোচনীয়।

পুলিস বিশেষরূপ খোঁজখবর লইতেছে। এ পর্য্যন্ত একটী গোয়ালা এবং একটি মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবৃতি

কাশী হইতে প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, ওয়েন নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

"কয়েকদিন পূর্ব্বে ঠাকুর হরপাল সিং বলিয়া কংগ্রেসের একজন স্বেচ্ছাসেবক (ইতিপূর্ব্বে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত) তাহার উকিল শ্রীযুত অমলক চাঁদের সাহায্যে এক আবেদন পেশ করিয়া এইরূপ অভিযোগ করে যে, ডিষ্ট্রিক্ট জেলে অত্যাচার করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া জানিতে পারেন যে উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮২ এবং ৫০০ ধারা অনুসারে ঠাকুর হরিপাল সিং এবং শ্রীযুত অমলক চাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।"

শ্রীযুত সুভাষ বসুর চিঠি

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সিয়োনী জেল হইতে তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকটে লিখিয়াছেন।

আপনি ইতঃপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে, আমার পাকস্থলীর কার্য্য ভালরূপে চলিতেছে না। এজন্য আমাকে আমার আহার অনেক কমাইয়া দিতে হইয়াছে। আহার্য্য হ্রাস করায় কয়েক দিন যাবত যন্ত্রণার উপশম বোধ করিতেছি কিন্তু প্রতিদিন দুই আহারের মধ্যবর্ত্তী কালে আমার পাকস্থলীর দক্ষিণ ভাগে জ্বালা অনুভব করি। এই জ্বালা দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে সীমারেখা অতিক্রম করা কর্ত্তব্য নহে। সম্প্রতি সাইয়াটিকা রোগ আসিয়া জুটিয়াছে। বারংবার ইনজেকসন প্রয়োগ ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন সত্ত্বেও গত ১৫ দিনে কোন উপকার লাভ হয় নাই।

এই সকল জানিয়া আপনি হয়ত মনে করিতে পারেন যে, আমি বড়ই অসুখী হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু উহা মোটেই সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে আমি অনেক সময়ে বুঝিতে পারিয়াছি যে, শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে চিন্তা করিতে পারি, তখন আমার চিন্তার মধ্যে গোলযোগ থাকে না। রোগ বৃদ্ধিকালে লোকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অধিকতর স্পষ্ট হয় এবং লোকের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। আধ্যাত্মিক ভোগকালের অবসানেই ব্যক্তিগত ভাবে আমি আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হই।

আমি সর্ব্বদাই বিশ্বাস করিয়াছি, মানব অদৃষ্টে ভগবানের উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, আমার সিয়োনী জেলে অবস্থান বিফল হইবে না। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই যে, আমি পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল মানুষ হইয়া জেল হইতে বাহির হইতে পারিব—কোনরূপ স্বার্থ চিন্তা না করিয়া মহৎ কার্য্যের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারি।

মেজের উপর মেজদাদা ভাল আছেন, তবে গত মাসে তাঁহার শরীরে শর্করার ভাগ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; উহা বহুমূত্রে পরিণত হইবে না বলিয়াই আমি আশা করিতেছি।

লাহোরে মোটর দুর্ঘটনা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই এপ্রিল রাত্রিতে একখানি মোটর গাড়ীর বেগ সংযত করিতে অসমর্থ হওয়ায় ফলে ফুটপাথে উঠিয়া পড়ায় ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। দুই জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক তথায় নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন হাসপাতালে মারা গিয়াছে। অপর তিন জনের অবস্থাও ভাল নহে।

প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের জেল

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, স্থানীয় পঞ্চায়েৎ য়ুনিয়নের সভাপতি সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি পিকেটিং করার অভিযোগে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও তিন সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

দৈনিক- সংস্করণ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ২১শে এপ্রিল ১৯৩২

গান্ধীজীর নিকট তার

মধ্যরাত্রে দুঃসাহসিক ডাকাতী

কুমিল্লায় ভীষণ হত্যাকাণ্ড

আদালতে চতুর্দ্দিকে শোভাযাত্রা

দারোগার গুলী বর্ষণ

দুর্ঘটনায় রেল কর্ম্মচারী নিহত

নিউজীল্যাণ্ডে ভীষণ দাঙ্গা

কনষ্টেবলের নামে গুরুতর অভিযোগ

দুই জনের ফাঁসী

বক্তৃতা দেওয়ায় গ্রেপ্তার

শিকারে শোচনীয় দুর্ঘটনা

নানা কথা

গান্ধীজীর নিকট তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরুর সম্বন্ধে সংবাদ জানিবার জন্য গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে শ্রীযুত আর, এস, পণ্ডিত গান্ধীজীকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার করিয়াছেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী সুস্থ এবং প্রফুল্ল আছেন। আমার শরীর এখন সুস্থ হইয়াছে।

কুমিল্লায় ভীষণ হত্যাকাণ্ড

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, চৌদ্দগ্রাম থানার এলাকাধীন কাশীনগর হইতে একটা ভীষণ নরহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদারের জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং জমিদার শ্রীযুত বগলাপ্রসন্ন মজুমদারের মৃতদেহ পথপার্শ্বে রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাঁহার দেহে কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। গত ১৪ই এপ্রিল প্রত্যূষে তিনি যখন তাঁহার বাড়ী হইতে সহরের দিকে সাইকেলে গমন করিতেছিলেন সেই সময় কয়েকজন অপরিচিত লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। ঐ ঘটনার সংবাদ পাইয়া উকীল শ্রীযুত চন্দ্রকুমার মজুমদার শ্রীযুত শশীকুমার মজুমদার ও শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন চৌধুরী ঘটনাস্থলে গমন করেন। পুলিস সত্বর ঘটনাস্থলে যাইয়া একটী লোককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত লোকটী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মৃতদেহটি পরীক্ষার্থ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বগলা বাবু কিছুকাল যাবৎ বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক আটক ছিলেন এবং মুক্তিলাভের পর হইতে তিনি সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন।

দারোগার গুলী বর্ষণ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বকরীদের পর্ব্ব নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইলেও এই পর্ব্বের সহিত সম্পর্কশূন্য একটা ব্যাপারে গোবন্দর গুণ্ডা অঞ্চলে—ভেণ্ডি বাজারে গত ১৭ই এপ্রিল বিশেষ গোলযোগ বাধিয়াছিল।

দারোগা মিঃ মরডীন ও তাঁহার আর্দ্দালী সাদা পোষাকে ভেণ্ডি বাজার দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহারা কয়েকজন বদমায়েসকে দেখিতে পান, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও তাহাকেও আবার পুলিস খুঁজিতেছিল।

তিনি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে, গুণ্ডার দল ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া পুলিস কর্ম্মচারীর উপর সহসা যুগপৎ আক্রমণ করিয়া বসে। গুণ্ডার দলে সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, মিঃ মরডীন রিভলভার বাহির করেন এবং আত্মরক্ষার জন্য গুলী চালান। গুলীটা কিন্তু একজন পথিকের পায়ে লাগে। ওদিকে বকরীদ উপলক্ষে নিকটে মোড়ে যে পুলিস দল পাহারায় ছিল, তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিপন্ন পুলিস কর্ম্মচারী সঙ্কেত করেন। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া, মিঃ মরডীনের একজন আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্যরা পলাইয়া যায়। মিঃ মরডীন, তাঁহার আর্দ্দালী ও আহত পথিকদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে জানা যায় যে, কাহারও আঘাত অধিক নহে।

দুই জনের প্রাণদণ্ড

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে প্রোমে ব্যাঘ্রবাহিনী বিদ্রোহ মামলার রায় প্রদত্ত হইয়াছে। ৪৬ জন আসামীর মধ্যে দুইজন প্রাণদণ্ডে ২ জন পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ৪০ জন যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আর দুইজন অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। ঐ, গিয়ান প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদ্বয়ের অন্যতম। গত ১২৩১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডি অহকুমার কর্তৃক আন্দোলনের সে একজন প্রধান পাণ্ডা ছিল। উক্ত আন্দোলনের ফলে পাদিনবিলে এক হাঙ্গামা হয়। তাহাতে ব্রহ্ম পুলিসের জনৈক দারোগা নিহত হয়। গত ২৪শে অক্টোবর তারিখে পাকেটকোনের আহকে ব্যাঘ্রবাহিনীর অন্যতম নেতৃবৃন্দ নিহত হয়।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৩০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৬. ৮ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২১শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৪০শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৭ই এপ্রিল শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীএকাদশী উপলক্ষে প্রত্যহ বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে জীবের গতি সম্বন্ধে পাঠ হয়।

জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস, যখন এই কথাটী ভুলিয়া যায় তখনই সে ধনী, পণ্ডিত, পিতা, পুত্র প্রভৃতি অভিমান করত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে। কারাগার সদৃশ এই সংসার দুঃখের আগার ব্যতীত আর কিছুই নহে। জননী জঠর হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত জীব কেবল অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও সাধুর সেবাই ইহা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়।

গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তগণ সমক্ষে মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তিদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় সম্বন্ধে বলেন যে, জীব কখনও কৃষ্ণমায়াকে জয় করিতে পারে না। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলে সাধুগুরু-কৃপায় জীব মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে। আর গুরুসেবা করলেই সমস্ত বৈষ্ণবের ও শ্রীহরির সেবা হইয়া যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই মায়ামুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা নিষ্কপটে করিলে তাঁদের আর কোন ভয় থাকে না; তাঁরা অনায়াসে কৃষ্ণসেবা লাভে সমর্থ হন। নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য জীবকুলের যে চেষ্টা সেইটাই হচ্ছে সব অনর্থের মূল। সেটাকে প্রথমেই ছাড়তে হবে। আমরা যা সাধনভক্তির ক্রমাদি দেখ্‌ছি, সমস্তই মনকে নিগ্রহ করবার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরুকৃপায় মন নিগ্রহ হ'লে আমরা সেবাযোগ্যতা লাভে সমর্থ হতে পারবো। মনুষ্যজন্ম ক্ষণভঙ্গুর অতএব আমাদের প্রত্যেকের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা অত্যন্ত প্রয়োজন

বিগত ১৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার প্রারম্ভে বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনারদ কর্ত্তৃক তচ্ছিষ্য শ্রীশ্রীমহামুনি বেদব্যাসকে শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রচারাজ্ঞা পঠিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহামুনি-প্রচারিত বেদ-চতুষ্টয় মধ্যে যজুর্ব্বেদের শেষাংশ ও অথর্ব্ব বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যবস্থাসমূহ এবং মহাভারতাদি পুরাণের মধুপুষ্পিত বাক্য-সমূহদ্বারা অনর্থপরায়ণ জীবকুলের উন্মুখী বৃত্তির উন্মেষ না হইয়া যে বহির্ম্মুখতার প্রাবল্যই বৃদ্ধি পায়, তাহা পাঠক মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৫।১৫ শ্লোক কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যামুখে অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় বহু সিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যদ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন।

জগতের লোকসমূহ কি উপায়ে সহজে বেদবাক্য সকল উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন এবং জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীশ্রীবেদব্যাস অতীব কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরাণ, ইতিহাস, মহাভারতাদি প্রচার করেন; ইহাতে তিনি গৌণভাবে বেদবাক্যসমূহ প্রচারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকে উহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্মাদিতে আসক্ত হইয়া পড়িতেছেন; শ্রীশ্রীদেবর্ষি নারদের উক্তিতে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে

সদ্‌গুরুর আনুগত্যে নিষ্কাম ভগবদ্‌ভজন ব্যতীত কেহই মুক্ত হইতে পারেন না। যতদিন পর্য্যন্ত জীব শুদ্ধভাবে কৃষ্ণ আরাধনা না করিবেন, ততদিন কর্ম্মের উচ্চাবচ হিসাবে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে, ইত্যাদি বহু সিদ্ধান্তবাণী আলোচনা করা হয়। পরে "গুরুদেব কৃপা-বিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন॥" পদটী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতানগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ভক্তসহ তথায় শুভাগমন করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যাদ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। প্রত্যহ অরুণোদয় কীর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন, মাধ্যাহ্নিক ও সন্ধ্যারাত্রিক ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি দৈনন্দিন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হইতেছে। গত ৬ই বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আগামী ৯ই বৈশাখ শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয় সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইতেছে। উৎসবের তালিকা :—

৬ই বৈশাখ—প্রাতে অরুণোদয়-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পাঠের আদিতে ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন।

৭ই বৈশাখ—প্রাতে অরুণোদয় কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ইষ্টগোষ্ঠী। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া নগর ভ্রমণ। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের বক্তৃতা প্রদান। বক্তৃতান্তে শ্রীনাম কীর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যনুষ্ঠান হইবে।

৮ই বৈশাখ—প্রাতে অরুণোদয় কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, সন্ধ্যারতির পর ভক্ত-সম্মেলন, শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা। পাঠের আদিতে ও অন্তে সংকীর্ত্তন।

৯ই বৈশাখ—উষাকীর্ত্তন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা গান ও সাধারণ মহোৎসব। মধ্যাহ্নে আরতি কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সমাগত ভক্ত ও দরিদ্রদিগকে শ্রীমহাপ্রসাদ সাদরে বিতরণ।

সকলের উপস্থিতি ও ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান প্রার্থনীয়।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত শেষ সংখ্যার পর)

পরব্যোমে পরমৌদার্য্যগোলোকের নিভৃতপ্রকোষ্ঠে শ্রীগৌরগদাধরের নিত্য সেবা বিরাজিত। ইতরব্যোমে প্রাপঞ্চাভিমানী আমি, আমাকে শ্রীগৌরগদাধরের নিজজনানুভূতিতে বর্ত্তমানে যে অর্চ্চকাভিমান, তাহাতে আরোপসিদ্ধা ভক্তির পরিচয় প্রদর্শিত; স্বরূপসিদ্ধ ভক্তিতে তাদৃশ আরোপের স্থল নাই, তাহাতে শুদ্ধস্বরূপাভিমানক্রমে শ্রীগৌরগদাধরের সাক্ষাৎ সেবা বর্ত্তমান, সেবা ও সেবকের মধ্যে কোন প্রাপঞ্চিক ব্যবধান নাই। আবার প্রাপঞ্চিক ব্যবধান তিরোহিত হইলেও পরব্যোমে সেব্য ও সেবকের মধ্যে সম্ভ্রমরূপ একটী মর্য্যাদামার্গীয় বিচার উত্থিত হইয়া সেবার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্যপ্রকটনে বাধা জন্মায়। তাদৃশ অন্তরায় দূরীকরণে শ্রীশ্রীরূপানুগবর্য্য সদ্গুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে আত্মনিয়োগই একমাত্র উপায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্বাসযুক্ত প্রেমাভিষিক্ত অহৈতুক বিস্রম্ভ সেবা-ফলে অনর্থনিবৃত্তি-ক্রমে শ্রীগৌরগদাধরের বিস্রম্ভ সেবা লাভ সম্ভব হয়, নতুবা শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কতকগুলি বাহ্য প্রক্রিয়াবহুল অর্চ্চনের দ্বারা জীব ভজনোল্লাসলাভের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ ভজনাবনতিই লাভ করিয়া বসিবেন।

———

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" প্রভৃতি ভাগবতীয় বিচারে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা রোমহর্ষণ সূত, ভগার্ণবামপ্রভৃতির বিচার বহুমানন-মুখে অর্চ্চনব্যাপারে তৎপরতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের একতাৎপর্য্যপরত্ব বুঝিবার পরিবর্ত্তে উভয় মার্গ হইতেই ভ্রষ্ট হন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সহিত নিত্যানন্দাদ্বৈতগদাধর-শ্রীবাসাদি ভক্তের ভেদ-কল্পনামূলে যে কেবল গৌরার্চ্চন বা কেবল নিত্যানন্দাদির অর্চ্চন-প্রচেষ্টা তাহা মূর্খতারই পরিচায়ক। পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরকাবই উপাস্য তত্ত্ব। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্বোপলব্ধিতেই পূজার শুদ্ধতা। শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়জাতীয় ভাবাঙ্গীকারী বিষয়জাতীয় স্বয়ংরূপ ভগবত্তত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দ বিষয়জাতীয় প্রকাশতত্ত্ব, শ্রীঅদ্বৈত বিষয়জাতীয় অবতারতত্ত্ব, শ্রীগদাধরাদি স্বয়ংরূপবিষয়ের স্বরূপশক্তি, শ্রীবাসাদি স্বয়ংরূপবিষয়ের স্বপরিকর। বিষয়জাতীয় উপাস্য ভগবানই স্বজনমুদ্রা-প্রকটনোদ্দেশে আশ্রয়জাতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসক ভগবান্ বা গুরুরূপে অবতীর্ণ। একই তত্ত্ব একজন সেবা করেন, আর একজন সেবা, এই সেব্য সেবকে অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচারের নিত্য-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ইহা অর্চ্চকের নিত্য আলোচ্য হওয়া আবশ্যক।

অর্চ্চক জানিবেন—সর্ব্বক্ষণ যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তিনিই গুরুদেব। নামাভাস বা নামাপরাধযুক্ত সাধক-জীব গুরু নহেন। বা প্রথমে নামাপরাধ-নামাভাসযুক্ত, পরে সাধনপ্রভাবে সিদ্ধ জীবও গুরুতত্ত্ব হইতে পারেন না; নিত্যমুক্ত নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বিগ্রহই শ্রীগুরুতত্ত্ব। যাঁহার ভুক্তিমুক্তি তত্ত্ব না, তাঁহার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গতত্ত্বে ভ্রমপ্রমাদাদির অবকাশ থাকায় তিনি শুদ্ধভাবে পূজা সম্পাদন করিতে পারেন না। অসত্যে সত্য বা সত্যে অসত্য বোধ অগুরু বা লঘুকে গুরু বোধ বা গুরুকে লঘু বোধ থাকাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নির্ব্যলীক হইয়া বা নিষ্কপটে আশ্রয় না করার জন্য 'আরাধনা' অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যাপারটী হইবে না, নিজেন্দ্রিয়তর্পণই হইয়া যাইবে।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্
পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

যদি গুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাপন্ন না হই, গৃহব্রত থাকিয়া যাই, তবে ধামপরিক্রমা, তীর্থপর্য্যটনাদি সাধন ভজন যতই না কিছু করি, কিছুতেই কিছু হইবে না, 'সূত্রগ্রন্থি অকলে বন্ধন'ই সার হইবে মাত্র। যদি কপটতা না ছাড়ি, সত্য বস্তু পাইব না, হরিপ্রেম তো দূরের কথা, বিষয়-বাসনাই দূর হইবে না।

———

অর্চ্চন-কার্য্যে 'ভূতশুদ্ধি' ব্যাপারটী সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিয়াও কপটতা ও অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইয়া নামাপরাধীর সঙ্গে অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে কখনও সুবিধা হইবে না। দশবিধ নামাপরাধের বিচার করিয়া সাধু ও অসাধুর সঙ্গ গ্রহণ ও বর্জ্জন বিষয়ে বিশেষ সাবহিত হইতে হইবে,—"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" সাধু মহাভাগবত বিচারে সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাগবত-দর্শন-বিচারপর হইয়া নিজ ভজনতৎপর হইলেও তিনি জীবমাত্রকেই সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভাগবত-সেবায় নিযুক্ত দেখিবার জন্য ব্যস্ত। তাই তিনি জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাবশতঃ জীবগণকে নানা উপায়ে সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ প্রদান করেন। সাধু সঙ্গ হইতে হইতেই অসাধুর সঙ্গে বিতৃষ্ণা জন্মে, নতুবা অসাধুসঙ্গদোষ কিছুতেই যাইতে পারে না। শ্রেষ্ঠ বস্তুর আস্বাদন না বুঝিলে লোকে নিকৃষ্ট বস্তু ছাড়িতে চাহে না। সাধুরা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বিচার দেখাইয়া উভয়ের সুবিধা ও অসুবিধা জীবের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দেন।

———

কৃষ্ণৈকশরণতাই সাধুর স্বরূপ লক্ষণ: ইহা থাকিলে আর সমস্ত গুণই তটস্থভাবে বর্ত্তমান থাকে। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥" 'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে।' ভক্তকে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ তাঁহার স্বকীয় সকল গুণে বিভূষিত করিয়া থাকেন। কামিনীকাঞ্চনাদি ত্যাগই সাধুতা নহে, জগদ্-ভোগ বা জগৎ-ত্যাগের কোনটীই সাধুত্বের নিদর্শন নহে। মৎস্যাদি অমেধ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে তৎপ্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া লোকে যেমন রুচি বদলাইবার জন্য নিরামিষাশী হইয়া থাকে, পরে আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত অমেধ্য ভক্ষণ চলিতে থাকে, অসাধুর ত্যাগের বিচারও সেইরূপ ভোগে রুচিবর্দ্ধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। জগৎকে ভোগ করিবার মালিকও আমি নহি, ত্যাগ করিবারও মালিকানা আমাতে নাই। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" এই ঈশোপনিষদের বিচার বুঝিবার চেষ্টা করা ভাল। ভক্তিময় জীবন যাপন করিতে হইলে "যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥" এই বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীল রূপপাদ যে যুক্তবৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীরূপানুগ গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

"আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥"

"যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া" ইহাই যুক্তবৈরাগ্য। শ্রীল রূপপাদ ফল্গুবৈরাগ্যের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন:—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

"শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।"

———

সাধুসঙ্গ না করিলে যুক্ত ও ফল্গু বৈরাগ্যের বিচার বুঝা যায় না। নিজে নিজে গুরু সাজিতে গিয়া আমরা হয় ভুক্তি না হয় মুক্তি-পিশাচীর কবলে পড়িয়া শাস্ত্রার্থের বিপর্য্যয় সাধন করি। কখন কনক-কামিনীতে আসক্তিরূপ দুষ্ট, আবার কখনও বা লোকের নিকট পূজা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষারূপ সূক্ষ্ম ভোগের দাস হইয়া পড়ি। দুস্তর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে হইলে বিশেষ চতুরতার আবশ্যক। সুচতুর কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত সে চাতুর্য্য বুঝিয়া উঠা যায় না।

———

কৃষ্ণই গুরুরূপে জগজ্জীবের মঙ্গলার্থ অবতীর্ণ হন। শ্রীগুরুদেব ব্যতীত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে মঙ্গল—চরম পরম মঙ্গল আর কেহ করিতে পারে না। এখানে নিঃস্বার্থ বলিতে প্রাকৃত স্বার্থশূন্যতা। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের একটি 'স্বার্থ' (স্ব+অর্থ) বা নিজ প্রয়োজন আছে, তাহা শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, তিনি তাঁহার সেই স্বার্থ জগতের কল্যাণার্থ উৎসর্গ করিয়া জগদ্বরেণ্য দাতাশিরোমণি—'ভূরিদ' জন। এমন অমন্দোদয়দয়ানিধি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে একটু এদিক ওদিক হইলেই আমাদের অবস্থা কিরূপ হয়—আমরা কিরূপ অবস্থা দিনসমূহ যাপন করিতে থাকি, তাহা কেবল ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারে।

———

শ্রীগুরুদেব যদি আমাদের যোগ্যতা বিচারপূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা এতদিন যে কোন্ অকূল পাথারে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম তাহার নিশ্চয়তা থাকিত না। তিনি কৃপা করিয়া অত্যন্ত অধম—দুরাচার—নির্গুণ—কুবিষয়-মদান্ধ আমাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন তাই আমরা তাঁহারই কৃপাশক্তিপ্রভাবে আজ তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তনসেবার সুযোগ লাভ করিতেছি। এই সুযোগ অবহেলা করিলে আবার যে আমরা কত জন্মজন্মান্তরের ব্যবধানে পড়িব, তাহার স্থিরতা নাই। (ক্রমশঃ)

———

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ২০শে এপ্রিল শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর রাসযাত্রা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গতকল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

নপুর্ব্ব ব্যবস্থা ! স্মুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-
াবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার আভ ও
ানন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে
ান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া
কাটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও
র্শগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান,
প্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-
ুসর তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য
ান। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে
র্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত
ঃখদুঃখী কৃপাম্বুগবর্ষ্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
স্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-
গ্রং আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক
্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬
ী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ
াশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-
াশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা
্যাছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমদ্-
াচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
র কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও
্বয়, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে
স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ
্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী
্সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম
জে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ
ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম
১ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲;
৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য'
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত
ভাষ্যে শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া
িত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও
ক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত।
ক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক,
পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের
জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে
প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের
স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায়
ছার সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ক্রমমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর্ষ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুরের 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃগাদ্যধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য হার; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঞ্চনদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদর্শনবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৷৵০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত, বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মহিষাদল রাজবংশের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামস্তুতি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধগণের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সুব্যাবস্থা-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

সূক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমৎবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ·০ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লোক্ব কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একখানি গ্রন্থ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা আনন্দনিধি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা ৴·০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মনিবেদন, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আর্ত্তি প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০ মাসিক ১৲ নগদ [illegible]

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৲

চুঁচুড়ায় আবার ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, কিছুকাল যাবৎ হুগলী জিলার কতিপয় স্থান হইতে প্রায় প্রত্যহ ডাকাতির সংবাদ আসিতেছে। এই মাত্র আরামবাগ মহকুমার কুরকুড়ী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষের বাটিতে একটি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একদলে প্রায় ১২ জন ডাকাত অস্ত্রশস্ত্র ও টর্চ লইয়া এবং মুখমণ্ডল চিত্রিত করিয়া ঐ বাটিতে হানা দেয়। গণেশ বাবু ঐ সময় বাটিতে ছিলেন না। তিনি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। দুর্বৃত্তেরা তাঁহার পত্নীর অলঙ্কারগুলি ছিনাইয়া লইয়া বাটির লোকজনদিগকে প্রহার করে। বাটির একজন লোক ভীত হইয়া লৌহ সিন্দুক খুলিয়া দি[illegible]। দস্যুগণ উহার মধ্য হইতে অলঙ্কার [illegible] সরাইয়া ফেলে। তাহারা মাটীর অভ্যন্তর [illegible] সমাহিত কতকগুলি সম্পত্তিও হস্তগত করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ডাকাতেরা প্রায় ৫০০০ টাকার মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়াছে।

দুর্ঘটনায় রেলকর্ম্মচারী নিহত

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র [illegible] ঢাকুরিয়া ষ্টেশনে চলন্ত গাড়ীতে উঠিবার সময় হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি একজন রেলওয়ের ক্রু্ম্যান, তাঁহার বয়স ২১ বৎসর।

প্রকাশ, শ্রীযুক্ত সেন ডায়মণ্ডহারবার হইতে কলিকাতার দিকে যে ১১৭ নং ট্রেন আসিতেছিল, সেই ট্রেণ ঢাকুরিয়া ষ্টেশনে থামিলে ষ্টেশন মাষ্টারকে একখানা চিঠি দিবার জন্য গাড়ী হইতে নামেন। ইতোমধ্যে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে তিনি গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিতে যান এবং হঠাৎ প্লাটফর্ম্মে ও ট্রেণের মধ্যে পড়িয়া গিয়া গুরুতর ভাবে আহত হন। তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল, তিনি শুক্রবার মারা গিয়াছেন। তিনি ৬ মাস পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ভবানীপুরে তাঁহার নিবাস ছিল।

শিকারে শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত শনিবার অপরাহ্ণে দমদম ষ্টেশনের নিকটস্থ রেলওয়ে বাঁধের উপর এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ইছাপুর কামান কারখানার সুপারভাইজার বলিয়া পরিচিত নাগের বাজারের মিঃ মীর আহম্মদ খান এই সম্বন্ধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং পুলিশ তাহার বন্দুক হস্তগত করিয়াছে। প্রকাশ, মিঃ আহম্মদ খান একটা দোনলা বন্দুক লইয়া রেলওয়ে বাঁধের নিকট পক্ষী ও কুম্ভীর শিকার করিতে যান। তাহার পশ্চাতে অনেক লোক সমবেত হয়। হঠাৎ তাহার বন্দুক হইতে গুলী বহির্গত হইয়া ৪ জনের শরীরে লাগে। একজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং অপর ৩ ব্যক্তি আহত হয়।

নিহত ব্যক্তির নাম আব্দু কেওয়ত সে দ্বাবিংশ বর্ষীয় পশ্চিমা হিন্দু ছিল। আহত ব্যক্তিদিগের নাম—[illegible] কেওয়ত আবদুল গণি এবং সেখ গফুর। রামদেওকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহার আঘাত মারাত্মক [illegible]। অপর ২ জন আহত ব্যক্তিকে কারমাইকেল মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

অপর প্রকাশ মিঃ আহম্মদ খান নিহত ব্যক্তির নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহার মুখে জল ঢালিয়া দেন এবং লোক [illegible] হইয়াছে, সুযোগে পলাইয়া যান। অতঃপর দমদম ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহাকে পুলিসে সমর্পণ করেন।

[illegible]

রত্নগিরীতে অগ্নিকাণ্ড

রত্নগিরী হইতে প্রকাশ, এই মাত্র এই স্থানে সংবাদ আসিয়াছে যে গত বুধবার রাত্রিতে মালওয়ানে ৪টি তাড়ির আড্ডায় অগ্নি সংযোগ হওয়ায় ২টি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বাকি দুইটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

প্রকাশ, ঐ দিন হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্ম্মির স্বাক্ষরিত কতকগুলি পোষ্টার সহরের সর্ব্বত্র দেওয়ালের উপর আটিয়া দেওয়া হয়। উহাতে আবগারী দোকানদারদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছে যে, যদি তাহারা 'দেশের আজ্ঞা' [illegible] তাহাদিগকে [illegible] শাস্তি দেওয়া হইবে।

নিউজীল্যাণ্ডে ভীষণ দাঙ্গা

আকল্যাণ্ড নিউজীল্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য সহর। এক তুমুল সংঘর্ষের ফলে এই সহরের শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। সংঘর্ষের জন্য "কিলোরেন" জাহাজের সৈন্যদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সংঘর্ষের ফলে শত শত বে-সামরিক ব্যক্তি ও পুলিসের এক বাহু লোক জখম হইয়াছে এবং এক হাজার পাউণ্ড পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে।

যে সকল সরকারী কর্ম্মচারীর মাহিনা শতকরা ১০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যে শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল, তাহার অবসানে [illegible] এই সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

প্রথমে টাউনহলের নিকটে পুলিসের সহিত সংঘর্ষ ঘটে। দাঙ্গাকারীরা ইট-পাটকেল ও বেতার খুঁটা ব্যবহার করে। [illegible] প্রায় প্রত্যেক জানালা চুরমার হইয়া যায়। সোনারূপার, পোষাকের, মদের ও তামাকের দোকানের উপরই তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। দাঙ্গাকারীদের মধ্যে অনেক যুবক ও স্ত্রীলোকও ছিল।

দাঙ্গাকারীরা এক স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ করিয়া যাহা পায় লুঠ করিতে থাকে। ২ ঘণ্টা ধরিয়া লুঠপাট চলে। তাহার পূর্ব্বে রাস্তার সকল আলো ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল।

২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। [illegible]

বক্তৃতা দেওয়ার গ্রেপ্তার

মেহেরপুর হইতে প্রকাশ, এই জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এম. এস, সি গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে চাঁদের ঘাটে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদানকাল গ্রেপ্তার হন। তিনি সকলকে চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদান করা বন্ধ [illegible]

এই মহকুমার অধিকাংশ মহাজন এ বৎসর ১লা বৈশাখ তারিখে তামাদি দলিলসমূহের জন্য মামলা দায়ের করেন নাই। কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ মত সালিশী সমিতি কর্ত্তৃক তাঁহাদের দাবী মীমাংসা করিতে রাজী হন। সকল মামলাই উভয় পক্ষের সন্তোষজনকরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। যে সকল অধমর্ণ নিতান্ত দরিদ্র তাহাদিগকে টাকা প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

কনষ্টেবলের নামে গুরুতর অভিযোগ

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, যে দিন ফৌজদারী আদালত ভবনে প্রবেশ করায় এবং কংগ্রেসের ধ্বনি করায় অভিযোগে যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া ফৌজদারী হাজতে লইয়া যাওয়া হয়, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত, দীনবন্ধু দে এবং হালামআলী কেন্দ্রী ম্যাজিষ্ট্রেট ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট এই মর্ম্মে এক অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে থানায় কতিপয় কনষ্টেবল লাথি বাঁশ প্রহার করিয়া এবং ঘুসী ও চাপড় মারিয়া গুরুতরভাবে পীড়ন করে। ফলে তাঁহাদের শরীরে গুরুতর আঘাত লাগে। আরও প্রকাশ যে, অনেক পথিক ঐ প্রহার দেখিয়াছেন। অব্যাহতি লাভের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি ঐ পীড়নের কথা সহরের কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট বলেন এবং তাঁহাদের আঘাতের চিহ্নও তাঁহাদিগকে দেখান।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শোভাযাত্রা

নাসিক হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই এপ্রিল দিনের বেলায় শত সনাতনীকে কালারাম মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছে। পুলিস কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া মহন্তরা অপরাহ্ণকালে শোভাযাত্রা সহকারে মন্দিরের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে। মন্দিরের বিগ্রহসমেত সনাতনীরা শোভাযাত্রা করিয়া বাহির করিবে কিন্তু মহন্তদিগের সহিত যাহাতে কোন প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য পুলিস সনাতনীদিগকে শোভা[illegible]

মধ্যরাত্রে দুঃসাহসিক ডাকাতি

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সাবডিভিশনের অন্তর্গত আমলাচিড়া গ্রামের রামনারায়ণ বিশ্বাসের বাড়ীতে গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে মধ্যরাত্রে ভীষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ৬ জন ডাকাত লাঠি [illegible] গৃহবাসীদের নির্য্যাতন করিয়া নগদ [illegible] ও গহনা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। [illegible] স্বামীর এক ভাইপো একটি অস্ত্র লইয়া ডাকাতদের একজনকে কিছুদূর পর্য্যন্ত তাড়া করে এবং তাহার দেহে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে। ফলাতে সে মারা [illegible] লোকটার বাড়ী ভাংলাকা গ্রামে, নাম মোকাম্মর মণ্ডল। দেহ পরীক্ষা করিবার জন্য মৃত লোকটীকে কুষ্টিয়ার সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে আনা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে পুলিস দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিস বিশেষ তদন্ত চালাইতেছে।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।　　সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয় কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুগন্ধিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম প্রভৃতি তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৶০, দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের গদ্যব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আশয়ের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে বৃহদাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়েছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নূন্যাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।৷০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী কৌবস্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময় অচিন্ত্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণা—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মানন্দ ও মনোনন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবী আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্য—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বদরদী শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতিনিবেদন' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত, পত্রিকা নহে) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর সন্দর্ভ কয়েক সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভি-বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বি-গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্র সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সং ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্য কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকা হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লী ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ সংখ্যার পর)

শাস্ত্র বলেন—স্বাহাপ্রণবসংযুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে দিলে মন্ত্রদাতাকে পতিত হইতে হয়। শোক মোহ-ভয়াদি প্রপীড়িত জীব মাত্রই যখন শূদ্র, তখন তাদৃশ শূদ্রজ্ঞানে আমাদিগকে মন্ত্রপ্রদান ত' মন্ত্রদাতার পক্ষে অসম্ভবই হইয়া পড়ে। কিন্তু বিচার এই যে, যে গুরুব্রুব নিজেই কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশনিবন্ধন শোক-মোহ-ভয়াদি-প্রপীড়িত, যাঁহার কৃষ্ণৈকশরণতা নাই, তিনি যতই কেননা মহাকুল প্রসূত হউন আর সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হউন, নিজেই যখন পতিত—শূদ্র, তখন অপর পতিত জীবকে তিনি কি করিয়া উদ্ধার করিতে পারেন? এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গেলে উভয়েই অন্ধকূপে পতিত হয়। যিনি পতিত, তাঁহারই পাতিত্যের আশঙ্কা; কিন্তু শ্রীগুরুদেব—পতিতপাবন, তাঁহার তাদৃশ আশঙ্কা থাকিতে পারে না। তিনি কৃষ্ণৈকশরণ—বেদদৃক্, মাংসদৃক্ নহেন, বেদদৃক্ মন্ত্রদাতা গুরুদেব মন্ত্রগ্রহীতা শিষ্যের স্বরূপদর্শনে নিত্য কৃষ্ণদাস বিচারে শিষ্যের মাংসদৃগভিমান বা শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া বেদদৃগভিমান বা ব্রাহ্মণত্ব প্রদানের জন্যই মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। গুরুব্রুবেরা পতিত হইবার ভয়ে শিষ্যকে স্বাহা-প্রণব-বিহীন এক স্বকপোলকল্পিত মন্ত্র প্রদান করেন, যাগ-সংস্কার লাভে অধিকার দেন না, শিষ্যকে 'দিব্যজ্ঞান-দীক্ষা' (?) দিয়াও যে শূদ্র, সেই শূদ্র রাখেন; কিন্তু তাঁহারা মাংসদৃগ্গণকে ঠকাইবার এত ছল অবলম্বন করিয়াও নিজেরাই মাংসদৃক্ থাকিয়া যান। শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজজনগণকে প্রাকৃত শুক্রশোণিতের বিচারে সংশ্লিষ্ট করিবার দুর্ব্বুদ্ধিমূলে আজকাল যে সকল জাতি-ব্রাহ্মণ, জাতিগোস্বামী, জাতিবৈরাগী নামধারি সম্প্রদায় মন্ত্রদাতার সজ্জায় নিজেরা নরক-গমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোককেও নিরয়পথের পথিক করিবার এক অদ্ভুত কৌশল বাহির করিয়াছে, তাহাদের সেই কৌশল-কবলে পড়িয়া যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীবসকল মুক্তের সজ্জায় পূর্ব্বপূর্ব্ব সিদ্ধমহাজনগণের দোহাই দিয়া—তাহারাই কেবল সিদ্ধপ্রণালী, সিদ্ধমন্ত্রাদি দিয়া জগদুদ্ধারণে সমর্থ ইত্যাদি প্রচার করিয়া জীবের নিত্যসিদ্ধস্বরূপোন্মেষের পথ চিরতরে কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে। সাধুনিন্দা গুরুবজ্ঞাদি নামাপরাধফলে নিজেরা অধঃপতিত হইতেছে, তৎসঙ্গে অন্য লোককেও

আত্মবঞ্চনা

আত্মবঞ্চনা বড়ই আপাতমধুর। আত্মবঞ্চনাকারী অর্থাৎ এই জগতের শতকরা শত জন ব্যক্তি আত্মবঞ্চনাকে একান্ত এবং চরম প্রয়োজন বিচার করিয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য দর্শন যাহার ভাগ্যে হয় নাই তাহার নিকট যে সৌন্দর্য্য প্রতীতি উপস্থিত হয় উহাই অহংগ্রহোপাসকের চিরন্তন উপাস্য (ভোগ্য ?)। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপিণী কুহকিনী মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি। উহাই জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিন্ময়রূপের অনুপাদেয় প্রতিফলিত বিকৃতি।

"আমি ভাল লেখক। আমার রচনানৈপুণ্য এবং সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ—বৈষ্ণবগণেরও প্রশংসনীয় (?) যেহেতু তাঁহারা আমার বাক্যে কিংবা রচনায় এ যাবৎ কখনও কোনপ্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ কিংবা চমৎকারিতা গুণের অভাব লক্ষ্য করেন নাই। যদি তাঁহারা কখনও আমার কোন ভ্রম দর্শন করিতেন তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই কৃপাপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিতেন! সুতরাং "আমি ভ্রমশূন্য"—ইত্যাদি প্রকারের ভাষা প্রয়োগকারীর কিম্বা মনোভাবপোষণকারীর পক্ষে আত্মবঞ্চনাই লভ্য হওয়া সঙ্গত।

"আমি ভাল লিখিতে পারি। যাহাকে লোকে সাধারণতঃ ভাল লেখা বলে তাহাই বৈষ্ণবের পক্ষে সেবানৈপুণ্য। গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ভাল লেখা ও বৈষ্ণবের ভাল লেখার মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে বৈষ্ণবের লেখার প্রতীয়মান কষ্টায় (?) সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই মেটে জিনিষ নহে। পক্ষান্তরে উভয় লেখকের রচনা-নৈপুণ্য এক হিসাবে সমজাতীয় বিচার্য্য হইলেও অন্য হিসাবে মাটিয়া ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। একই সৌন্দর্য্য যখন বৈষ্ণবগণের অনুমোদিত হয় তখন উহা প্রকৃত সৌন্দর্য্য নচেৎ উহাই তদ্বিপরীত বৈগুণ্যবিশিষ্ট ইত্যাদি।"

আত্মবঞ্চনা অনর্থযুক্ত অবস্থায় এত সহজ, অনিবার্য্য ও প্রীতিপ্রদ যে, শ্রেয়ঃপথের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়কেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল বলিয়া ভ্রম হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য দর্শনের অভাবই এই দুর্দ্দৈবের মূল কারণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইলেই নিজের রূপের প্রতি অহঙ্কারজনক মোহ স্বতঃই উপস্থিত হয়। নিজের সৌন্দর্য্য দর্শনকেই সচ্ছাস্ত্র গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ভীষণ নামাপরাধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মাদৃশ পুরীষের কীট হইতেও কোটি গুণে অধম কখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমান কিম্বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপেক্ষা উচ্চে (?) অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবার কোনপ্রকার যোগ্যতাই মাদৃশ অধমের থাকা অসম্ভব। ইহা দৈন্য নহে। জাগতিক বিচারে দৈন্যের কপট অভিনয় জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শঠতা। জগতের লোক দৈন্যের ভিখারী যেহেতু জগতের লোক উচ্চাকাঙ্ক্ষী। জগতের লোক সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা ও সর্ব্ব গুণের সর্ব্বাধিকারী হইবার জন্য সর্ব্বাবিশিষ্ট। জগতের লোক জগতের গুণী লোকের প্রশংসা করে এবং নিজেও গুণী হইয়া প্রশংসা পাইবার যোগ্য হইতে আকাঙ্ক্ষা করে।

বৈষ্ণব নিয়ম ইহার ঠিক বিপরীত। বৈষ্ণব জানেন যে শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র গুণী এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন। বৈষ্ণব জানেন যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা দ্বারা সর্ব্বসদ্গুণ লভ্য হয়। কিন্তু সমুদয় গুণের মালিক একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সুতরাং বৈষ্ণব কখনও গুণী হইবার আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট নহেন। বৈষ্ণব জানেন যে নিরপেক্ষ বিচারে একমাত্র তিনিই সর্ব্বসদ্গুণবর্জ্জিত। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দৈন্যের অভিনয় দাম্ভিকতা হইতেও হেয়। তজ্জন্য তিনি দৈন্যের অভিনয় করেন না এবং অপরের নিকট হইতেও প্রতিষ্ঠা লাভের আশা করেন না।

কিন্তু জগতে দৈন্য প্রদর্শনের ছড়াছড়ি। জাগতিক ব্যক্তিগণ দৈন্যের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে, কারণ দৈন্যের অভিনয়কারী অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাপ্রিয়। পরস্পরের দৈন্যের প্রশংসা দ্বারা পরস্পরের দাম্ভিকতা চরিতার্থ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। দৈন্য-অভিনয়কারী বিচার করে, "আমি দৈন্যগুণবিশিষ্ট সুতরাং অপরের সেব্য হইবার যোগ্য এবং অপরেরও আমার যোগ্যতা স্বীকার দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠালাভের উপকরণ হইবার তুল্য যোগ্যতা থাকা উচিত। আমাকে কার্য্যতঃ সেব্য বলিয়া স্বীকার না করিলে আমার যোগ্যতা অপর কর্ত্তৃক কিরূপে বাস্তবিকই স্বীকৃত হইতে পারে? সুতরাং যেহেতু আমার দৈন্য গুণ আছে, তজ্জন্য জগতের যাবতীয় ব্যক্তির কর্ত্তব্য আমার ভোগের উপকরণ হওয়া।" সুতরাং পরস্পরের ভোগের সুযোগবর্দ্ধনকারী দৈন্যের অভিনয় জাগতিক সভ্যতা ও শিষ্টাচারের মেরুদণ্ড হইয়াছে ইহা আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত সদ্গুণের একমাত্র আকর উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ প্রবৃত্তি নিরস্ত হইয়া প্রকৃত দৈন্যের উদয় হয় না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় 'অসদ্' গুণকে অপ্রাকৃত সদ্গুণের সমজাতীয় বলিয়া ভ্রম হয়। বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত দাস্যই স্বরূপের স্বাভাবিক অভিমান। উহা আদৌ অক্ষজজ্ঞানগম্য নহে। বৈষ্ণবের কৃপায় স্বরূপের বৃত্তি উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত জাগতিক গুণ ও যোগ্যতা অর্জ্জনের অবৈধ চেষ্টাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবার সহিত সমজ্ঞান হয় এবং সেইরূপ চেষ্টাদ্বারা ভীষণ আত্মবঞ্চনা সাধিত হয়।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" এই মহাজন বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসন্ধানের জন্য নিষ্কপটে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ না করিলে প্রাকৃত হেয় দাম্ভিকতার বৈচিত্র্যই অপ্রাকৃত দৈন্য বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার নাম "নিজেই গুরু সাজা"। ইহা গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ভীষণ নামাপরাধ। ইহা মত্তের সহিত সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। যিনি প্রাকৃতকে অপ্রাকৃতের সহিত সমজ্ঞান করিবার ধৃষ্টতা করেন তিনিই একমাত্র বঞ্চিত সন্দেহ নাই।

অধঃপাতিত করিতেছে। জানি না, গুরুব্রুবদলের এই লোকবঞ্চনা—আত্মবঞ্চনা-কার্য্য জগতের বক্ষে আর কত দিন ধরিয়া চলিবে! এখনকার লোকে আত্মমঙ্গল বুঝিয়া লইতে চাহিবে না?

যাঁহারা দীক্ষা দেন, অথচ "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং—নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিজ্ঞা জায়তে।" বিচার অবলম্বনে দীক্ষিতের প্রণবোচ্চারণে যোগ্যতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অশ্রদ্দধানে নামোপদেশ-হেতু নামাপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হন। ভগবৎ ভাগবত-সেবায় অধিকার লাভের জন্যই দীক্ষালাভ। শ্রীগুরুদেব দীক্ষিত জীবমাত্রকেই সর্ব্ববিধ ভজন যাজনে অধিকার দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই কেবল অর্চ্চনাদির অধিকার পাইবেন, আর কেহ পাইবেন না, এরূপ কোন বিধি শাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। নশ্বর, স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহের অভিমান মুক্ত হইয়া যে জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে আগ্রহান্বিত হইতেছেন, শ্রীগুরুদেব তাঁহাকেই কৃপা করিয়া তদুপায় বিধান করিতেছেন। এইরূপ বিধানে যাঁহারা দৌক্রবিচার উত্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় মাংসদৃক্সংজ্ঞার ব্যক্তি, বেদদৃগ্গণের বিচারানুসরণের মত কোন যোগ্যতা তাঁহাদের নাই। (ক্রমশঃ)

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১লা মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬, ৯ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১২শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ৪১শ সংখ্যা।

শ্রীধাম প্রচারিণী সভা
অষ্টত্রিংশৎ অধিবেশন
বিরহ প্রকাশ

৪৪৫ গৌরাব্দে যে দশজন ভক্ত গৌরপ্রিয় সেবানুষ্ঠান করিতে করিতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতিপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের বিরহে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে বিভিন্ন বক্তা তাঁহাদের সেবাকার্য্যের আলোচনা করেন। পাঠকগণের অবগাতর নিমিত্ত নিম্নে সেই সকল বিবরণ প্রদত্ত হইল

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এলাহাবাদের অবসরপ্রাপ্ত সেসন জজ পরলোকগত, (১) শ্রীমনোমোহন সান্ন্যাল মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের এলাহাবাদে হরিকথা-প্রচারকালে তিনি সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার সুরম্য উদ্যান ভবনে স্থান প্রদান করিয়া বহু লোককে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ দান করিয়াছিলেন এবং নিজেও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীনামাশ্রয় করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বিজনৌরের (২) লালা দ্বারকাপ্রসাদের পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি শ্রীহরিদ্বারে গঙ্গার সন্নিকটে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন প্রচারের জন্য একখণ্ড ভূমিপ্রদানার্থ নিজ পতিকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করিয়া হরিসেবায় সুকৃতি অর্জ্জন এবং শ্রীহরিনাম-আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাপাত্র রামজীবনপুর নিবাসী (৩) পরলোকগত শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সেবাসৌষ্ঠবের কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার জন্য বিরহপ্রকাশ করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক মহোদয় রাণাঘাটের (৪) শ্রীযুক্ত হারনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বধামপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া বিরহপ্রকাশ করেন।

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ করৌলার জমিদার (৫) ঠাকুরসাহেব শ্রীযুক্ত রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহ মহোদয় নানাভাবে শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের সেবা ও করৌলায় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে হস্তী, অশ্ব, রথ ও বাদ্যাদিযোগে অভ্যর্থনা, অভিনন্দন প্রভৃতি দ্বারা শ্রীগুরুপূজায় যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং করৌলা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্মানিত ব্যক্তি ও সর্ব্বসাধারণকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট হইবার যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি গুরুগৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের বিশেষ আদরের পাত্র। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহার ন্যায় প্রচার বান্ধবের বিরহে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নির্শাচটির জমিদার এবং বহু উৎকৃষ্ট কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী (৬) শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ভক্তিভূষণ মহাশয়ের স্বধাম প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরকুণ্ডের তটে "ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা" নামে একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বহু ধামযাত্রীকে বাসস্থান এবং বর্ত্তমানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতভবনের মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার সেই অপূর্ণ কার্য্য ভগবদিচ্ছায় অন্য কোন ভক্তের দ্বারা শীঘ্রই পূর্ণাপ্তি লাভ করিবে, আশা করা যায়। আমরা শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে স্বধামগত ভক্তিভূষণ মহাশয়ের জন্য বিরহ প্রকাশ করিতেছি। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ নারকানিবাসী (৭) শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের অকাল-প্রয়াণ বার্ত্তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি বিভিন্ন সময়ে দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি ও সুললিত কবিত্বপূর্ণ পদ্যাদি রচনা করিয়া পরসাহিত্য-প্রচারের সেবা করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা গোয়াবাগান-নিবাসী (৮) শ্রীযুক্ত নটকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের পরলোক-গমনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি 'গৌড়ীয়' পত্রে অনেক সময়ই অনেক পরিপ্রশ্নাদি করিতেন এবং দৈহিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি অতি সহিষ্ণু হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাদি আলোচনা এবং শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। তিনি দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের একটী সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ সরলতা ও নিষ্কপটতার আদর্শ আসাম দেশীয় (৯) ব্রহ্মচারী শ্রীযোগেন্দ্রের পরলোক-গমন-বার্ত্তার কথা উল্লেখ এবং তাঁহার সেবাপ্রাণতার কথা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিরহ-দুঃখ প্রকাশ করেন।

শ্রীপাদ নেমি মহারাজ (১০) ভক্ত শ্রীআশুতোষ নামক আর একটী গৌড়ীয়মঠসেবকের সেবার কথা বর্ণন করিয়া তজ্জন্যও বিরহদুঃখ প্রকাশ করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

[illegible] ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি-শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রীয় আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। [illegible] বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

[illegible] হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে [illegible], ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা [illegible] ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ [illegible] লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মশক্তিগ্রহ ঔষধালয়
[illegible] ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেমাঙ্গ পাচন

[illegible] জ্বরের [illegible] মহৌষধ

সকলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] ।৵০ আনা, পাইট ৸৶০ আনা, বোতল ১৷৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, [illegible]চোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার [illegible] গত ছয় মাস যাবৎ কাল যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল [illegible] মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রী[illegible] [illegible] রায় চৌধুরী (জমিদার [illegible]) [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। [illegible] কাউন্সিল [illegible], কলিকাতা।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

[illegible]—বার্ষিক ৬, ষাণ্মাসিক ৩, ত্রৈমাসিক ১৷০, মাসিক ১, নগদ [illegible]
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১, প্রতিকলম ৬, অর্দ্ধকলম ৩৷০
কলম ২, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

লবণ আইন অমান্যে গ্রেপ্তার

অকোলা হইতে প্রকাশ, অকোলা জেলায় প্রথম অধিনায়ক বলিয়া খ্যাত শ্রীযুত বনোয়ারীলাল নারায়ণ দাস সম্পাদ, লক্ষণ পাওয়ার, রামদেও লতী, শ্রীমন পজারী দালাল এবং তিলক জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র মাষ্টার চম্পালাল তুকীবন গত ১৭ই এপ্রিল লবণ আইন অমান্য করিয়া লবণ তৈয়ার করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

গুরুতর মোটর সংঘর্ষ

হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড রেল লাইনের চন্দ্রহাটী মাইলে রেল লাইনের উপর দিয়া যাতায়াতের যে রাস্তা আছে, সেখানে গত রবিবার দিবস অপরাহ্নে একখানি পাইলট এঞ্জিনের সহিত একখানা মোটর গাড়ীর সাংঘাতিক সংঘর্ষ হয়। ফলে মোটরের চালকসহ তিনজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং অপর তিনজন লোক আহত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজনের অবস্থা এখন গুরুতর।

প্রকাশ, উক্ত মোটরে মোটরের চালক সহ ছয়জন যাত্রী ছিল। মোটরখানি শ্রীরামপুর হইতে আসিতেছিল। উহা যে সময় উক্ত রাস্তা দিয়া রেল লাইনে প্রবেশের দ্বারের মধ্য দিয়া রেল লাইনের উপর আসিয়া উপস্থিত হয় ঠিক সেই সময় পাইলট এঞ্জিনখানিও তথায় আসিয়া পড়ে এবং মোটরের সহিত এঞ্জিনের ধাক্কা লাগে। ফলে মোটরখানি কিছু দূরে ছিটকাইয়া উল্টাইয়া পড়ে। ফলে উহার যাত্রিগণ উল্লিখিতরূপে আহত হয়। ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ব্রহ্মে নানাস্থানে ডাকাতি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, ব্রহ্মের বিভিন্ন জেলা হইতে অনেকগুলি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি বিদ্রোহী নেতা মারেট আং আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার কথায় প্রকাশ, তাঁহার দলের লোকজন এখনও সারাকানের অধীনে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে। থারাবড়ি, ইনসিন এবং পেগু জেলার যে সকল বিদ্রোহী এখনও ধরা পড়ে নাই, সেই সকল বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করিতে মিঃ মারেট আং কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

"থারাবড়ির একদল বেসামরিক পুলিসের সহিত গত ১২ই এপ্রিল তারিখে সকালে আলোকে বিদ্রোহী নেতা বো উইয়ের অধীনস্থ বিদ্রোহীগণের সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষের সহিত যে খণ্ডযুদ্ধ হয় তাহাতে একজন বিদ্রোহী এবং একজন পুলিস মারা যায়। ঐ বিদ্রোহীদলই গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে পুনরায় আর একস্থানে আর এক পুলিসদলকে আক্রমণ করিয়াছিল। বিদ্রোহী নেতা উট নিহত হয় ও একটি বন্দুক এবং উক্ত টোটা পুলিসের হস্তগত হয়।

কলিকাতায় গ্রেপ্তার

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত মাইজদি গ্রামের অধিবাসী অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকে কলিকাতার এক পরওয়ানা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার নিকট ছয় শত টাকা, কতকগুলি নূতন জিনিষ ও কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এইগুলি ১০৫ নম্বর গ্রেষ্ট্রীট কলিকাতা, বসন্ত ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তির। চক্রবর্ত্তী তাহার সঙ্গে থাকিত। কলিকাতা পুলিসের মতামতের জন্য তাহাকে আটক রাখা হইয়াছে।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

বন্দবিলা হইতে প্রকাশ, বাগেরপুর থানার অন্তর্গত পীপুর গ্রামের শ্রীযুত দয়াল ঘোষ এবং পঞ্চানন ঘোষের বাড়ীতে গত সোমবার ২২শে চৈত্র তারিখে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাত দল নগদ ৪০০ টাকা এবং ৫০০ টাকার অলঙ্কার লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

দয়াল এবং পঞ্চানন ঘোষ ভীষণভাবে আহত হন। তাঁহাদের অবস্থা গুরুতর; এ অঞ্চলে ভীষণ ভয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

পুলিস কনষ্টেবল নিহত

সিমলা হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বর্ম্মার অবস্থা সম্বন্ধে সরকারী বিবরণ এইরূপ:—

মারাট আং ও তাহার পুত্র পোস তাহার দলের আর একজনের ২টি বন্দুক ও একটি রিভলভার সহ গত ১৩ই এপ্রিল আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রকাশ, তাহার দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও তাহার লোকজন তাহার দল ছাড়িয়া যাইতেছে।

হেনজাদার অবাশই বিদ্রোহী সর্দার জে, উইকে গত ১৫ই এপ্রিল হেনজাদা থারাবাদী সীমান্তের নিকট গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। একজন বেসামরিক পুলিস কনষ্টেবল নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিচারাধীন ১০ জন আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৭৪ জন হাজতে আছে।

ধানের দর অল্পে অল্পে চড়িতেছে। কিন্তু এখনও ১ শতের কম।

ট্যাক্স আদায় সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে।

৩৩ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় গুজরাট সভার যে ৩৩ হাজার টাকা ছিল, বোম্বাই সরকারের আদেশ অনুসারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এইরূপ কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, টাকাটা কংগ্রেস আন্দোলনের সাহায্যার্থ ব্যবহৃত হইতেছিল।

পিকেটিংয়ে খৃষ্টান ছাত্র

ম্যাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর এই প্রথম ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ৩ জন ছাত্র গত ১৬ই এপ্রিল হাম্পাঙ্কাট্টার ডি কাজি ব্রাদার্সের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিতে যান। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে লইয়া যায়। পরে তাঁহাদিগকে তথা হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদে গ্রেপ্তার

হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) হইতে প্রকাশ, দ্বাদশ অধিনায়ক বলিয়া খ্যাত মহারাজ মহারাজ মাঘরাম গত রবিবার দিবস সকালে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

অকোলা জেলে অনশন

অকোলা হইতে প্রকাশ, অকোলা জেলে শ্রীযুত সদাশিবরাও ভুয়াং অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। বলপূর্ব্বক তাঁহার গোঁফ কামাইয়া দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি এই অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

চাঁদপুরে ডাকাতের আক্রমণ

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, কুকুরবাবুর দুই আনা ষ্টেটের নায়েব শ্রীযুত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী গত ১০ই এপ্রিল প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় কয়েক জন দুর্বৃত্ত তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ৫ শত টাকা ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করে। তাঁহার সঙ্গের পিওন ২ জনও গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। মধুবাবুর অবস্থা এখন সঙ্কটাপন্ন। মাজিগঞ্জের পুলিস ঐ ঘটনার তদন্ত করিতেছে এবং ১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রবারের এষ্টেটে অগ্নিকাণ্ড

মাদুরা হইতে প্রকাশ, মিঃ পালনী পর্ব্বতমালায় অবস্থিত ইণ্ডিয়ান প্লেণ্টার্স কোম্পানীর রবার এষ্টেটে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বহু পরিমাণে সঞ্চিত রবার ঐ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হইয়াছে। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

ইতালীর কনসাল-হত্যা

স্প্রিংফিল্ড (ইলিনয়েস) হইতে প্রকাশ, এখানকার ইতালীয় কনসাল জন পিস সেদিবস তাঁহার নবম বর্ষীয় বালক সমভিব্যাহারে তাঁহার ভ্রাতার আবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় কলের কামান চালক তাঁহাকে পথিমধ্যে হত্যা করিয়াছে। আততায়ীরা পলায়ন করিয়াছে, বালকটি অনাহত অবস্থায় রহিয়াছে।

খেতাঙ্গ ম্যানেজার আক্রান্ত

প্রকাশ, সেদিন [illegible] জনৈক ব্রহ্মদেশীয় কেরাণী [illegible] কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ [illegible]কে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। অপর কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহায়তায় মিঃ [illegible] আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দৈনিক—
শ্রীশ্রীগৌর নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৸৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪২শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩৮, ২৩শে এপ্রিল ১৯৩২

বিবাহে জুয়াচুরী

সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার

ট্রাঙ্কের ভিতর মৃতদেহ

দুইটী বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট

সরকারের ঘোষণায় শ্রীযুক্তা নাইডু

গোরা সৈন্যদের কারাদণ্ড

১৭ বৎসর কারাদণ্ডের পর মুক্তি

সিরাজগঞ্জে ডাকাতি

রুস ও জাপানে মনোমালিন্য

বিমান কর্ম্মচারীকে গুলী

নানা কথা

বিবাহে জুয়াচুরি

গত মঙ্গলবার ১৯শে এপ্রিল কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিগরের নামে একটী মামলা চলিতেছে।

মামলায় প্রকাশ, গত ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে হাবড়ার শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায় বলেন যে, সুশীল মাত্র ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়া ডিগ্রী জাল করত এম-এ পাস ও এম, এ, এম, এম, এফ, বলিয়া পরিচয় দেয়। সে আরও বলে যে, সে পূর্ব্বে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিল। অসহযোগ আন্দোলনে সে চাকুরী ত্যাগ করিয়াছে। এই বলিয়া সে ৩।৪টী বিবাহ করে ও ৪৫ হাজার টাকা করিয়া পণ লয় কোন কোন স্কুলে এম-এ পরিচয়ে মাষ্টারি করিতে যাইয়া সে ধরা পড়িয়াছে। এ বিষয়ে বিরুদ্ধে অনেক সাক্ষী দেওয়া হইয়াছে।

গোরা সৈন্যদের কারাদণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, মারী— ব্যারিয়ানে অবস্থিত ২য় বর্ডার রেজিমেন্টের সৈন্য আর্ম্মষ্ট্রং, স্মিথ, গ্রে ও হোল্টের দায়রার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। অভিযোগ, এক মুসলমান চা-বিক্রেতার পয়সা-কড়ি কাড়িয়া লইয়া সৈন্যরা তাহাকে হত্যা করে। দায়রা জজ মিঃ গর্ডন ওয়াকার গত ১৯শে ঐ মামলার রায় দিয়াছেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে রাওয়ালপিণ্ডির দায়রা জজ, আর্ম্মষ্ট্রং, স্মিথ ও গ্রেকে নরহত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে ও হোল্টকে চুরির অভিযোগে ২ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আপীলে হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ বাতিল করিয়া দিয়া জুরীর বিচারের আদেশ দেন। গত ১৯শে অপরাহ্ণে কাউন্সেলের সওয়াল জবাবের শেষে দায়রা জজ মিঃ গর্ডন ওয়াকার জুরীদিগকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহাদিগকে স্বাধীন ভাবে তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিতে বলেন।

জুরী সর্ব্বসম্মতিক্রমে সকল আসামীকেই নরহত্যার ব্যাপারে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন এবং অধিকাংশের মতে আর্ম্মষ্ট্রং, স্মিথ ও গ্রেকে চুরি ও সাংঘাতিক জখমের অভিযোগে এবং হোল্টকে সামান্য চুরির অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করেন।

জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আর্ম্মষ্ট্রং স্মিথ ও গ্রেকে ৫ বৎসর করিয়া ও হোল্টকে ২ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।

বিমান কর্ম্মচারীকে গুলী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, মীরানশাহের আর, এ, এফের বিমান বিভাগের [illegible] উত্তর ওয়াজির স্থান এজেন্সীর খাজুরী এবং মীরালির মধ্যে ভ্রমণ করিবার সময় সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছেন। তাঁহার গাড়ীর ত্রিশ গজ দূর হইতে একটী গুলী উহাতে আসিয়া লাগে। আততায়ী দাউর জাতির লোক, তাহার নাম শের জমন, বয়স ২৩ বৎসর। খাসাদারদের নিকট সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহাকে প্রথমে মত্ত ব্যক্তির মত হাঁটিতে দেখা যায় এবং সে বলে যে গাড়ীটিকে সে অতিকায় এক জানোয়ার মনে করিয়া গুলী করিয়াছিল।

সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা 'বেহালার পাঁচনের' ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি, দুই রংয়ে ছাপার জন্য ইহা দেখিতে সুন্দর হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে হিন্দুদের যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত থাকায় গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার একখানি ঘরে থাকিলে আর পঞ্জিকা দেখিবার আবশ্যক হয় না। দুই পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে মফঃস্বলে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বিনামূল্যে পাঠান হয়। ঠিকানা ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড পোঃ শ্যামবাজার কলিকাতা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রা[জকগণ]

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বর্দ্ধমান
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে, মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধন্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রী প্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউৎকল অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ যাদাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেমপ্রানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়ার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বহু ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ ২রা মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬, ১০ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ২৩শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ শনিবার ৪২শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিগত ২৫শে চৈত্র বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বাণীসেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীমহামুনি বেদব্যাস তৎগুরু শ্রীশ্রীদেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক তাঁহার মনের শান্তিলাভ ও জীবকুলের নিত্যমঙ্গলের জন্য পঞ্চম বেদ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন; তাহাই পাঠ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে পাঠক মহাশয় ব্যক্ত করেন যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গাবলম্বী ভোগী ও ত্যাগীকুল উভয়েই ভগবদ্বিরোধী, ভোগী সম্প্রদায় প্রকাশ্য ও ত্যাগী সম্প্রদায় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। এই সমস্ত বহির্ম্মুখ জীবকুলের মঙ্গল-মানসে শ্রীশ্রীমহামুনি বেদব্যাস শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডীয় কতকগুলি মধুপুষ্পিত বাণী ও নিন্দিত কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে নিন্দিত কর্ম্মপরায়ণ জনগণ কোন বিধি নিষেধের মধ্য দিয়া ক্রমে নিবৃত্তি-মার্গে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, সেই জন্য বেদব্যাসের জুগুপ্সিত কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ক্রমে ঐ জুগুপ্সিত ব্যবস্থাই মনুষ্যজাতি পরমোদার বোধ করায় সম্প্রতি শ্রীভগবত্তত্ত্ব অনুধাবন করিতে প্রায় সকলেই অসমর্থ।

যাহারা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মকে দেহমনের ধারণোপযোগী বস্তু বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে নরবুদ্ধি করিয়া মহা অপরাধ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব সচ্চিদানন্দাভিন্ন সেবকবিগ্রহ; গুরুপাদপদ্ম ধারণের যোগ্যতা একমাত্র আত্মারই আছে; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু ধারণের যোগ্যতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর নাই। ইন্দ্রিয়তর্পণ আশা দূরীভূত হওয়ার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুদেবের কৃপা। সাধুসঙ্গে সংস্কার আগত হইলে শ্রীগুরুদেব কারুণ্যঘনবারি বর্ষণ করিয়া থাকেন। ইহা পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত স্থূল বা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারযুক্ত সূক্ষ্ম দেহের প্রাপ্তিযোগ্য নহে। যাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, চতুর্ব্বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস চতুরাশ্রম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপদকমলে আত্মসমর্পণ করিয়া জন্ম মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন; তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় জুগুপ্সিত ব্যবস্থার ধার ধারেন না।

পাঠকগণ অবগত আছেন, কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর সর্ব্বসাধারণের পারমার্থিক উন্নতির নিমিত্ত যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে; পাঠের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীসংকীর্ত্তন হয়। শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীনাম-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবের পর নদীয়া, ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুর জেলা সমূহের কতিপয় স্থানে পাঠ, সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। গত ১লা বৈশাখ হইতে ৩রা বৈশাখ দিবসত্রয় স্বামিজী মেদিনীপুর জেলার 'মহাচোল' নামক স্থানে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া ৪ঠা বৈশাখ শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হ'ন এবং সন্ধ্যায় শ্রীমঠের সারস্বত নাটমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত শত শত শ্রোতৃমণ্ডলী পাঠ শ্রবণে ধন্য, কৃতার্থ ও আনন্দিত হন। যশোহর জেলার লোহাগড়া প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচারার্থ স্বামিজী মহারাজ গত ৫ই বৈশাখ পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ সেবকবৃন্দসহ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গত ১লা বৈশাখ হইতে ৪ঠা বৈশাখ দিবস চতুষ্টয় বেলগাছিয়া উলাচণ্ডীতলা হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজীর শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ওজস্বিনী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া হরিসভার সদস্যবৃন্দ ও উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতৃমণ্ডলী কৃতার্থ হ'ন। ৫ই বৈশাখ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারীজী উক্ত হরিসভায় 'হরিসভার' উদ্দেশ্য ও 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি-এ, পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর চেষ্টায় এবং 'গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের বর্ত্তমান সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর প্রচেষ্টায় 'শ্রীএকায়ন মঠ' কৃষ্ণনগর হইতে পরমসাহায্যকগণের সাহায্য সাধনায় প্রবস্থান জল-কোলাহল বর্জ্জিত সাধুসেবীর জ্ঞানশোভা-বিমণ্ডিত চূর্ণী-বিধৌত-পদ হংসখেল্য গ্রাম টৌলবাড়ী নামক সুরম্য হর্ম্ম্যে বৎসরাধিক কাল স্থানান্তরিত হইয়াছেন—এ সংবাদ পাঠকগণ বোধ হয় যথাসময়ে অবগত আছেন। জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সপার্ষদ গত ৪ঠা বৈশাখ শনিবার তথায় শুভবিজয়ের সংবাদও পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী পুরীর শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মঠরক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ ৭ই বৈশাখ বুধবার শ্রীএকায়ন মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গত ৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার রওনা হইয়া হংসক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ সংখ্যার পর)

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়" এই বিচার ছাড়িয়া যে-সকল ব্রাহ্মণব্রুব বার্দ্ধক্যের লোভে "দীক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ হইবেন শিক্ষাগুরু যে কোন বর্ণের হইতে পারেন"—এরূপ একটী অভিনব বিচার উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে নির্ম্মৎসর সাধুর সহিত এক বিচার করিতে গেলে 'সাধুনিন্দা' নামক একটী অতি ভয়ঙ্কর নামাপরাধের আবাহন করিতে হয়। দীক্ষা-গুরুতে ও শিক্ষাগুরুতে কোন ভেদ নাই। যিনি শিক্ষাগুরু, তিনিই দীক্ষাগুরু হইতে পারেন, তবে দীক্ষাগুরুর একত্ব ও শিক্ষাগুরুর বহুত্ব, ইহাই মাত্র ভেদ। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুতে ভেদদর্শনকারীর গুর্ব্ববজ্ঞা অবশ্য ভাবী।

———

সদ্গুরু দীক্ষিত শিষ্যের কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমুদয় চেষ্টা ভগবৎপর করিবার জন্য শিষ্যকে অর্চ্চনাধিকার প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রসাদ-সেবন-দ্বারা যাহাতে প্রপঞ্চ জয় করিতে পারেন, তজ্জন্য ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত সকলকেই ভোগ রাগ দিবার অধিকার দিয়া থাকেন; কিন্তু অসদ্গুরুব্রুব তাদৃশ অধিকার প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে শিষ্যের মনে শৈলী, দারুময়ী বা কোন ধাতুময়ী প্রতিমার সহিত লেখ্যা প্রতিমার ভেদবুদ্ধির উদয় করাইয়া ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শিষ্য আলেখ্য-মূর্ত্তিতে ভোগাদি প্রদান করিতে পারে, এরূপ একটী অপরাধমূলা কপট শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। ফলে প্রতিমার বিচারে অপরাধ প্রবেশ করায়, পূজা ব্যাপারটী শুদ্ধ না। অনিবেদিত দ্রব্য বিগ্রহসমক্ষে গ্রহণ করিতে করিতে প্রপঞ্চাসক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং সদ্গুরুপাদাশ্রয়ফলে আমরা অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে যাজন করিতে করিতে ভজনতাৎপর্য্যোপলব্ধি-ফলে কৃষ্ণে কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারি।

———

দীক্ষিতের অর্চ্চন কর্ত্তব্য। "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥" বিচার অর্চ্চনকারীর অবশ্য গ্রহণীয়। 'ভগবানকে পূজা করিব, ভক্তকে পূজা করিব না' এরূপ বুদ্ধি হইলে ভগবান্ পূজা গ্রহণ করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত কথিত "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে", "ঈশ্বরে তদধীনেষু", "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" প্রভৃতি কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের বিচার সদ্গুরুসন্নিধানে শ্রবণ আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তের প্রতি হিংসা দ্বেষ থাকিলে ভগবান্ পূজা গ্রহণ করেন না। শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিতে হইবে। গৃহস্থাশ্রমীর অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্চ্চন না করিলে বুঝিতে হইবে, হয় তিনি জাড্য বশতঃ না হয় ভগবৎপ্রীতিরাহিত্য হেতু অর্চ্চনে বীতশ্রদ্ধ। "শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চণ্ডালাদি-বিষ্ঠায়াং আকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥" শালগ্রাম পূজা ব্যতীত যিনি কিছু ভক্ষণ করেন তিনি আকল্প চণ্ডালাদির বিষ্ঠার কৃমিকীট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পূজারী দ্বারা পূজা হয় না। নিজের আরাধ্য বিগ্রহের নিজেই পূজা করিতে হইবে। যাহারা ঠাকুর পূজা করিয়া পয়সা লয়, তাহারা দেবলোপজীবী বলিয়া 'দেবল ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত। তাহারা শাস্ত্রানুসারে পতিত। দরিদ্র হইলেই যে পূজা হয় না, তাহা নহে,—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণিতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ ॥"

সামর্থ্য থাকিতেও উপচার কার্পণ্যহেতু বিত্তশাঠ্য দোষ হইবে। আমরা অর্চ্চন-কার্য্যটীকে যদি কনিষ্ঠাধিকারের কার্য্য জ্ঞানে অবহেলা করি অথবা উহার তত্ত্ব বুঝিবার প্রয়াস না করিয়া শ্রদ্ধাহীনভাবে অর্চ্চনপ্রক্রিয়া মাত্র করিতে থাকি, তবে উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ভক্ত্যোন্নতিলাভের পথ রুদ্ধ হইবে। সুতরাং সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবা-লাভের উপায় সাবধানচিত্তে শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রবণ ব্যতীত কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শনের আর অন্য কোন পন্থা নাই

অতঃপর স্বামিজী মহারাজ অদৈন্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আপনারা সকলেই পরম সৌভাগ্যবান্, যেহেতু আপনারা সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলময়ী কথা শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছেন। আপনারা সকলেই আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি নিষ্কপটে হইয়া সেই গুরুগৌরাঙ্গের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে পারি।

সাধনটা কি

ভোগবাঞ্ছা বশতঃ জীবকুল ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া জড় সুখের আশায় এই মায়ামিশ্রসম দুঃখময় সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে। যতদিন জীবের সংসারসুখ ভোগ করিবার দুরাশা ক্ষীণ না হয় ততদিন কোনক্রমেই ভগবানের সেবা করিবার প্রবৃত্তি উদিত হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত নিত্য সুকৃতিফলে কৃষ্ণকৃপাক্রমে সংসার বাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সাধুসঙ্গ করিবার স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে আগ্রহের সহিত হরি-কথা আলোচনা করিতে করিতে জীবের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়। তখন জীব সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তদানুগত্যে ভজন করিতে করিতে তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হয়।

ভগবানের কৃপা লাভ করিবার জন্য মায়াবদ্ধ জীবগণকে সাধন করিতে হয়।

কোমল শ্রদ্ধা লাভ করিয়া জীব যদি সাধন কার্য্যে আলস্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভগবৎ কৃপা লাভের আশায় বসিয়া থাকেন তাহা হইলে এ দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মটী বৃথাই চলিয়া যায় কোন ফল হয় না।

পরম করুণাময় কৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আবার প্রতিযুগে এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া দিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ভগবানের এত অযাচিত কৃপা সত্ত্বেও অজ্ঞ জীবগণ তাঁহার অমন্দোদয় দয়া গ্রহণ করিতে চাহে না বলিয়া জীবের এত দুর্গতি—এত অমঙ্গল।

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই জীবকে দর্শন দিতে পারেন। কিন্তু জীবের যদি কৃষ্ণকৃপালাভের তৃষ্ণা বলবতী না থাকে তাহলে ঈশ্বর দর্শন ঘটিলেও জীব তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারে না। এমন নিত্যানন্দময় বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অতি তুচ্ছ সংসার সুখের আশায় বৈকুণ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসে। প্রকৃত প্রবলা তৃষ্ণার অভাবই ইহার মূল কারণ। কলিকালে এত অল্প একটু সাধন করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার আগ্রহ যদি জীবের না জাগে তাহা হইলে তাহার ঈশ্বর লাভের জন্য যে তৃষ্ণা, তাহা প্রকৃত তৃষ্ণা নহে, তাহাকে তৃষ্ণাভাস বলিতে হইবে

সাধন বলিয়া যে একটী কার্য্যের কথা আমরা শুনিতে পাই, সেটী আর কিছুই নহে, কেবল ভগবদ্বিষয়ে তৃষ্ণাবৃদ্ধির কৌশল মাত্র। যত্ন ও আগ্রহের সহিত সাধন করিতে করিতে যাঁহার যতদূর তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, তিনি সেইরূপ কৃষ্ণকৃপা লাভ করিয়া থাকেন। তৃষ্ণা পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধিত হইলেই কৃষ্ণ প্রকাশিত হইয়া পড়েন, কিছুতেই থাকিতে পারেন না। এই সাধন কার্য্যটী বদ্ধজীবের ত্যাগ করিলে চলিবে না, যত্ন সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদরপূর্ব্বক যে পরিমাণে জীব সাধন গ্রহণ করিবেন, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে।

কেহ স্বীকার করুক আর নাই করুক, জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্য দাস, ভগবৎ-প্রীতিই (ভগবৎ-প্রেম) জীবের নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় সেই ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া বিষয়-প্রীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বদ্ধতা-প্রযুক্ত আপাত প্রেয়ঃ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় আমরা আমাদের নিত্য সেব্য ভগবানের সেবার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

যে উপায়ে সেই প্রীতিটী (প্রেম) জড় বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ে প্রকট করতঃ ভগবানের পাদপদ্মে স্থাপন করা যায় তাহার নামই সাধন।

শাস্ত্রে নানারূপ সাধন অঙ্গ লিখিত আছে। তন্মধ্যে হরিনামই সকল সাধনের সার। এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের আর অন্য গতি নাই। হরিনামই একমাত্র সাধন।

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র তাঁহারা অকপটে একান্তভাবে হরিনামাশ্রয় করেন। হরিনাম সাধন করিতে করিতে সিদ্ধিকালে তাঁহারা নামকেই সাধ্য-রূপে প্রাপ্ত হন, যেহেতু নামই সাধ্য, নামই সাধন, নাম ও নামী অভেদ। এই সাধন ব্যাপারটী সাধুসঙ্গেই হইয়া থাকে। অন্য উপায়ে হইতে পারে না।

———

শ্রীহরিবাসর ও উপবাস-তালিকা

শয়নৈকাদশী—৩০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৪ই জুলাই।

একাদশী—১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার ২৯শে জুলাই।

একাদশী—২৭শে শ্রাবণ শুক্রবার ১২ই আগষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী—৮ই ভাদ্র বুধবার ২৪শে আগষ্ট।

(কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।)

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন (নাটোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (রং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, বালকের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, যাত্রীসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামীকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সুব্যবস্থ-সহ বড় উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারুতাদৃষ্টের প্রমাণ, সরস ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজনতত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, অপ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম ভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুশৃঙ্খল শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৫০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, সার্ব্বভৌমাদি পাঠ-মহোদয় মহলকে এই গ্রন্থখানি উপহৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সমাধান দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত নতুন সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানগণের পাঠকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধলালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক, প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন ৮ পেজি আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

চাঁদা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৲ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৭ বৎসর কারাদণ্ডের পর মুক্তি

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের লাহোরের ষড়যন্ত্র মামলার কয়েদী সর্দ্দার কর্ত্তার সিং ও সুন্দর সিং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। গত ১০ই এপ্রিল তাঁহাদিগকে স্থানী জেল হইতে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা ১৭ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে

সরকারের ঘোষণায় শ্রীযুক্তা নাইডু

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি সরকার কর্ত্তৃক বে আইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেন যে, কংগ্রেস অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতি সুবিধা দানের জন্য গঠিত একটি আনুষ্ঠানিক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মাত্র এবং উহা অধিবেশনের অংশ নহে।

নূতন দিল্লীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতি বে আইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, অভ্যর্থনা সমিতি কংগ্রেসের অধিবেশনের সুবিধার জন্য স্থানীয় লোকদের দ্বারা গঠিত একটি সাময়িক প্রতিষ্ঠান মাত্র। সুতরাং উহা বা উহার সদস্যগণ ভারতীয় কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় অংশ নহে এবং তাঁহারা কংগ্রেসের আলোচনায় অংশ গ্রহণের বা ভোট দিবার অধিকারীও নহেন।

তিনি আরও বলেন যে, অভ্যর্থনা সমিতি বে-আইনী প্রচারিত হওয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনের কোন ক্ষতি হয় নাই এবং অস্থায়ী সভানেত্রীরূপে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের ৫৭তম অধিবেশনের কাজ চালাইয়া যাইতে থাকিবেন,—যদিও যে অবস্থায় অধিবেশন হইবে তাহা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

সর্ব্বশেষে তিনি বলেন যে, এই অধিবেশনের জন্য কেবলমাত্র ব্রহ্মদেশ ব্যতীত আর সকল প্রদেশ হইতে যেরূপ প্রতিনিধিদল প্রত্যাশা করা গিয়াছে তাঁহারাও আসিবেন ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ তাঁহার আছে।

সিরাজগঞ্জে ডাকাতি

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে রাত্রিতে সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত স্বর্ণার মাখমলাল বসাকের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। তাহাতে দুই জন ডাকাত ধরা পড়ে। দারোগা শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ খোঁজখবর লইতেছিলেন। দস্যুরা যমুনা নদীর তীরে প্রায় ১০ সের ওজনের রূপার গহনা প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আবিষ্কার করা হইয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে গ্রামবাসীরা যে ডাকাতকে আঘাত করে, সে মরিবার সময় বলিয়াছে যে, পুলিশে তাহাদের ৭ জনকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল কিন্তু পায় নাই। তিনজনকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, একজন জামিনে খালাস পাইয়াছে।

প্রকাশ ২০।২৫ জন লোক লাঠী, বর্শা, টর্চ্চ ইত্যাদি লইয়া মধ্যরাত্রের পরে দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে। ডাকাতগণকে গৃহস্বামী রামদাস্তের সাহায্যে কিছুক্ষণ বাহিরে রাখেন. ফলে ডাকাতেরা তাঁহাকে আহত করে। গৃহস্বামীর স্ত্রীকে তাহারা আহত করে। তারপর নগদ ৬০০ এবং কয়েক সহস্র টাকার গহনা লইয়া সরিয়া পড়ে। ইতোমধ্যে ৪ জন যুবক ইটপাটকেল ছুড়িয়া তাহাদের দুইজনকে আহত করে। সেই দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, মাঠে কয়েকটি গহনা ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। যে লোকটি পরে মারা যায় সে আর কতকগুলি সঙ্গীর নাম করিয়াছে।

অধ্যাপক আবদুল বারি গ্রেপ্তার

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিনায়ক অধ্যাপক আবদুল বারিকে গত ১৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তিনি তখন 'সার্চ্চ লাইট,' প্রেসের বাড়ীর একটি ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। কোতয়ালি পুলিসের দারোগা মুকিবর রহমন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন।

গোপালগঞ্জে ডাকাতের আক্রমণ

গোপালগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বাঁধাবাড়ীর সন্নিহিত পর মহাজন শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী করের বাড়ীতে গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে একটী দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার দিন রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় প্রায় ১০।১২ জন ডাকাত রামদা, বর্শা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করে এবং কুঞ্জবাবু ও তাঁহার পুত্র চন্দ্র বাবুকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দুইটা ষ্টিল ট্রাঙ্ক ও দুইটি ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স খুলিয়া নগদ অর্থে ও অলঙ্কারাদিতে ২০৭ টাকা হস্তগত করে। অতঃপর দুর্ব্বৃত্তগণ বলপূর্ব্বক লৌহ সিন্দুকের চাবি লইয়া উহা খুলিতে উদ্যত হয়, এমন সময় কুঞ্জ বাবুর অপর পুত্র কালী বাবুর ভীতিসূচক চীৎকারে তথায় বহু গ্রামবাসী উপস্থিত হয়। কালীবাবু ইত্যবসরে পশ্চাৎদিকের দরজা দিয়া পলায়ন করে। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া গ্রামবাসীরা যে সকল পটকা লইয়া আসিয়াছিল দস্যুগণ সেগুলি বিদীর্ণ করিয়া চম্পট দেয়।

কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কতিপয় ভারতীয় কলের ৩৫০ জন শ্রমিক অধিক পারিশ্রমিক ও পরিশ্রমের সময় কম করিবার দাবী করিয়া গত ১৮ই ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ভিক্টোরিয়া মিলের ধর্ম্মঘট চলিতেছে। শ্রমিকরা গত ১৯শে সভা করিয়া ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাওয়া স্থির করিয়াছে।

প্রকাশ, কাজের অভাবে প্রভাত মিলটি আগামী মাসে বন্ধ হইয়া যাইবে।

দুইটী বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, বিক্রমপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রমপুরের দুইটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পুড়িয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র এবং লাইব্রেরী একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। কে বা কাহারা এই ক্ষতি করিয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। পুলিস বিশেষরূপ খোঁজখবর লইতেছে।

রুশ ও জাপানে মনোমালিন্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, হারবিনের নিকট জাপানের সৈন্যপূর্ণ ট্রেণ উড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি কয়েকটি নূতন ঘটনার জন্য রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। জাপানীরা বলিতেছেন যে, হারবিনের ঐ ঘটনার জন্য রুশ সাম্যবাদীরা দায়ী। রুশিয়া তাঁহাদের সুদূর প্রাচীস্থিত রাজ্যে ৯ ডিভিশন সৈন্য সমবেত করিয়াছেন। তাহারা উত্তেজনার কারণ ঘটাইতে পারে।

পক্ষান্তরে রুশ কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, ভয় প্রদর্শনের কার্য্য করিবার জন্য জাপান রুশিয়ার "শ্বেত" গার্ডদিগকে নিযুক্ত করিতেছেন, এবং তাহার পর পূর্ব্ব চীনের রেলপথে যে সব রুশ কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদিগকে ঐ দোষে দোষী বলিতেছেন। গত কয়দিনে ঐ শ্রেণীর সকল কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহারা জাপানের সৈন্যের ট্রেণ উড়াইয়া দিবার ব্যাপারে সংসৃষ্ট—এইরূপ বলা হইয়াছে।

সোভিয়েট সংবাদপত্র সকল সুদূর প্রাচীতে যুদ্ধের আশঙ্কা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবেই আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা জাপানকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, সোভিয়েট রাজ্যের একটা অংশ সম্বন্ধে জাপান যেরূপ করিয়াছেন, তাহাতে বাধা দিবার জন্য রুশিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক প্রস্তুত।

ট্রাঙ্কের ভিতর মৃতদেহ

মঙ্গলবার অপরাহ্ণে লিলুয়ার নিকট পাতুপাড়ার একটি ট্রাঙ্কের ভিতর এক হিন্দুস্থানীর মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে সেখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

প্রকাশ, পাতপুর অঞ্চল দিয়া একটি হিন্দুস্থানী লোক মাথায় একটি ট্রাঙ্ক লইয়া যাইতেছিল। কয়েকজন যুবক তাহার নিকট ট্রাঙ্কের ভিতর কি আছে তাহা জানিতে চাহেন। লোকটী বলে যে ট্রাঙ্কের মধ্যে কতকগুলি মুলন্যান বস্ত্র ও যন্ত্রপাতি আছে; এইগুলি সে তাহার প্রভুর বাড়ীতে লইয়া যাইতেছে।

যুবকরা তাহাকে ট্রাঙ্কটি খুলিয়া দেখাইতে বলিলে সে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এবং ইহাতে বচসা আরম্ভ হয়। তাহার পর এই বলিয়া লোকটী ট্রাঙ্কটী সেইখানে রাখিয়া প্রস্থান করে যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য সে থানায় যাইতেছে। সেই অঞ্চলের লোকজন কিছুক্ষণ লোকটির জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু লোকটি ফিরিয়া না আসায় ট্রাঙ্কটা খুলিয়া ফেলা হয় এবং তাহার মধ্যে একটী পশ্চিমা লোকের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতদেহের কণ্ঠে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

সংবাদ পাইয়া পুলিস তখনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং মৃতদেহটী গ্রহণ করে। অপরাধীর সন্ধানের জন্য জোর তদন্ত চলিতেছে।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544.

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বাৎসিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই বৈশাখ সোমবার ১৩৩৯. ২৫শে এপ্রিল ১৯৩২

সরোজিনী নাইডু গ্রেপ্তার

ভদ্র মহিলার আত্মহত্যা

২ জনের প্রাণদণ্ড

কুমারী সত্যবতীর কারাদণ্ড

মিঃ সৌকৎ আলির বিবাহ

গুরুক্রবের কীর্ত্তি

চলন্ত ট্রেণে চুরি

মালব্যজীর পুত্রবধূ দণ্ডিত

পুলিসের গুলীতে আহত

চট্টগ্রামে ডাকাতের দৌরাত্ম্য

কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু

নানা কথা

গুরুক্রবের কীর্ত্তি

(শিষ্যকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা)

গত ২৮শে চৈত্র রবিবার তারিখের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত—

গত ১লা এপ্রিল উকীল মিঃ ডি, কে, ব্রহ্মচারী তাঁহার মক্কেল গোপালচন্দ্র কর্ম্মকারের পক্ষ হইতে ঢাকার মহকুমা হাকিমের আদালতে এক আবেদন পেশ করেন। উক্ত আবেদনে প্রকাশ যে, রাধাবিনোদ গোস্বামী নামক জনৈক গুরু ঢাকার বিশিষ্ট ধনী ললিতপ্রসন্ন সাহা শঙ্খনিধির বাড়ীর ম্যানেজার। উক্ত গোস্বামী মহাশয় গোপাল বাবুর শ্বশুরের গুরু। গোপাল বাবু তাঁহাকে খুব ভক্তি করিতেন। গোপাল বাবুর শ্বশুরের অনুপস্থিতিতে উক্ত গোঁসাই গোপালকে ৪২০০৲ টাকা অগ্রিম দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন যে, উক্ত টাকার পরিবর্ত্তে ললিত বাবুর একখানি পিতল বাটি তাঁহার নিকট বন্ধক রাখা হইবে। গোঁসাইয়ের প্ররোচনায় গোপাল বাবু উক্ত টাকা দেন, কিন্তু বন্ধকী তমঃসুক তাহাকে তখনই দেওয়া হয় নাই। গোঁসাই ও ললিত বাবু গোপালকে আশ্বাস দেন যে, তমসুক শীঘ্রই দেওয়া হইবে। কিন্তু কয়েকদিন পরে ললিত বাবু উক্ত টাকাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অস্বীকার করেন এবং গোঁসাইজীও গা-ঢাকা দেন। ২।১ দিন পরে গোঁসাইজীও গোপাল বাবুকে হাঁকাইয়া দেন। মহকুমা হাকিম গোপালকে জেরা করিয়া রাধাবিনোদ গোস্বামীর নামে পরোয়ানা জারী করিয়াছেন। মামলা মুলতুবী আছে।

সরোজিনী নাইডু গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে গত ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭-৩৫ মিনিটের সময়, দিল্লী যাইবার পথে বন্দরা ষ্টেশনে ফ্রন্টিয়ার মেলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা নাইডু ফ্রন্টিয়ার মেলে যাত্রা করেন, কিন্তু বোম্বাই হইতে দশ মাইল দূরে বন্দরা ষ্টেশনে পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ট্রেণ থামিয়া যায়। ডেপুটী কমিশনার খাঁ বাহাদুর কে, কে. পেটিগারাও এই ট্রেণে ছিলেন। তিনি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর কামরায় গিয়া, তাঁহাকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া রাখেন।

কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু

বাষ্টিয়া (কর্শিয়া) হইতে প্রকাশ, স্থানীয় আদালতে এক অসম্ভাবিত দুর্ঘটনার ফলে ১৫ জনেরও অধিক লোকের জীবন্ত সমাধি হইয়াছে। যে গৃহে সংশোধন আদালতের কার্য্য হইতেছিল, সেই গৃহের ছাদ আদালতের কার্য্য চলিবার সময় হঠাৎ ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া গৃহের মধ্যে পতিত হয়। ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার সাক্ষী এবং বাহিরের লোকজন প্রভৃতি যাঁহারা উক্ত গৃহে তখন ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঐ ধ্বংসস্তূপে জীবন্ত সমাধি লাভ করেন।

---

২ জনের প্রাণদণ্ড

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকার দায়রা জজ শ্রীযুক্ত এ. এন. সেন স্পেশাল জুরীর সাহায্যে গত ২০শে এপ্রিল একটী নরহত্যার মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। ঐ মামলায় ধুলাই আলি ও ইন্দুরী নামক তিনজন লোক অভিযুক্ত হয়।

জুরীগণ আসামীদের বিরুদ্ধে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করায় জজ ধুলাই ও ইন্দুরীর প্রতি প্রাণদণ্ড ও আলির প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামী ধুলাই তাহার পত্নী সৈয়দ আলির কন্যাকে যে কবীন (বিবাহের চুক্তি পত্র) লিখিয়া দেয় ঐ কবীন হস্তগত করার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আলিকে হত্যা করা হয়। নিহত ব্যক্তির সহিত আসামী ধুলাইয়ের সদ্ভাব ছিল না।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বাঁকুড়া
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে দ্বাদশোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধন্নেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন[illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রাকৃতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমাধব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭: শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবয়নাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাল্টু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, ঢাকা-[illegible]

রক্ষক—[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬, ১২ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ সোমবার | ৪৩শ সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৮ই এপ্রিল শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ চিরুলিয়া শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠে শ্রীচৈতন্যদেবের দান সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলেন, "অতীন্দ্রিয় বস্তু শ্রীভগবানের কথা কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা আমার আদৌ নাই। আপনারা সকলেই আমার গুরু এবং বন্ধু, তাহার কারণ, শ্রীভগবানের কথা কীর্ত্তন করিবার সুযোগ দিয়াছেন। ভগবান্ বলে একটী বস্তু আছে। সে বস্তুটী আমরা আমাদের প্রাকৃত চিন্তাস্রোতের দ্বারা চালিত হইয়া বুঝিতে পারি না। অহৈতুকী কৃপাময় ভগবান্ আচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়া আমাদের প্রাকৃত অভিমানের যাবতীয় চিন্তাস্রোত দূর করিয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। তখনই তাঁহার অহৈতুক কৃপায় তাঁহাকে জানা যায়। অদ্যকার বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, "শ্রীচৈতন্যের দান"। দাতাশিরোমণি শ্রীচৈতন্যদেব কি দান করিয়াছিলেন? ইহজগতে যে-প্রকার দান হয় সেইপ্রকার দান কিছু অধিক পরিমাণে করিতে গেলে অবশেষে দাতার আর কিছুই থাকে না। বলি মহারাজ জগতের সকলের নিকট দাতা বলিয়া পরিচিত আছেন। তিনি যখন দান করিতে বসিয়াছিলেন তখন শ্রীবামনদেব তাঁহার নিকট দানগ্রহীতারূপে প্রার্থী হইয়াছিলেন। শ্রীবলি মহারাজ দান করিতে গিয়া গৃহীতার নিকট বিপদাপন্ন বা পরাস্ত হইয়াছিলেন। লীলাময় ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য শ্রীবলি মহারাজ সমস্ত জগতের জীবকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

আমরা দাতা অভিমান করিয়া অনেক সময় বাকাল হইয়া পড়ি বা জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিয়া থাকি। শ্রীবলি মহারাজ যাঁহার জিনিষ সমস্ত তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া অবশেষে আত্মনিবেদন করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ংরূপ বস্তু শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া নিজেকে নিজে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার একটু দানের পরিচয় মানবেতর প্রাণীর ভিতর দেখিতে পাই; তিনি যখন মহাভাবে বিভাবিত হইয়া বা হরিনাম প্রেমে তন্ময় হইয়া ঝারিখণ্ডের পথে চলিয়াছিলেন সেই সময় বাঘে হরিণে মুখচুম্বন করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দানে বহির্দর্শনে দানের উপকরণ কিছু দেখা না গেলেও তিনি যাহা দান করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক জীবেরই অত্যন্ত আদরের। আমরা যখন শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে বা তাঁহার নিজজনের চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হই তখনই তাঁহার দানের উপকরণ আমাদের হৃদয়-রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে।

লক্ষ টাকা যাহার আছে তাহার এক টাকা নাই এটী কখনও সম্ভবপর নয়। মানব-জগতে বা মানব জাতির ভিতর বহু দিন ধরিয়া নিরাকার সাকার লইয়া শাস্ত্রের বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। জীব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অপ্রাকৃত বস্তুকে মাপিতে গিয়া এইপ্রকার বিপদাপন্ন হইয়া থাকে। বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার সঙ্গপ্রভাবে জীবকে অনেক রকম প্রলাপ বকিতে দেখা যায়। তাই শ্রীভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া সমস্ত জগৎকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার শরণাগত হও"। সে কথাও যখন জীব উপেক্ষা করিল তখন পরমদয়াল অবতার ভক্তভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরহরি আমাদের নিকট সপার্ষদে উদিত হইয়া "হরি বলে বাহু তুলে প্রেম দৃষ্টে চায়। করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥" এইপ্রকারে জীবের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যে-প্রকারে জীবের নিকট তিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন কলিকালে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কলিজীবের ভাগ্যের কথা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। আমার এমন কোন ভাষা নাই যদ্দ্বারা আমি কলিজীবের ভাগ্যের কথা বর্ণনা করি। যে কালে জীবের ধ্যান, যজ্ঞ, পূজা করিবার কোন যোগ্যতা বা সামর্থ্য নাই, সেই কালে স্বয়ংরূপ বস্তুর সপার্ষদে ভক্তভাবে আবির্ভাব—শুধু ভক্তভাবে আবির্ভাব নয় সন্ন্যাসলীলার অভিনয় পূর্ব্বক 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥' এই বাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে অসুরধারণ করিয়া জীবের দুর্বুদ্ধি ধ্বংস করিয়াছিলেন এবার অসুরধারণ করা দূরে থাকুক, সমস্ত জীবকে আত্মসাৎ করিবার জন্য বা স্বয়ং সমস্ত জীবহৃদয়ে উদিত হইবার জন্য বা সমস্ত জীবকে প্রত্যাতিজ্ঞ করিবার জন্য কোন্ বস্তুর অনুসন্ধান দান করিয়াছিলেন সেটী আমাদের অনুভবনীয় বা আলোচ্য বিষয়।

নিজেকে নিজে বিলাইয়া দিবার জন্য যে সন্ন্যাসলীলার অভিনয় তাহা তাঁহার নিজজন ভিন্ন আর কেহই জানেন না। যাঁহার কৃপাকটাক্ষে যাবতীয় জীবহৃদয়ের খেদ দূরীভূত হয়, যাঁহার কৃপাতে যাবতীয় শাস্ত্রের বিবাদ প্রশমিত হয়, যাঁহার কৃপা হইলে বহু জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি বিধৌত হয় সেই গৌরসুন্দরের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে সময় তিনি কাশীধামে উপস্থিত ছিলেন সেই সময় সুবুদ্ধিরায় নামক এক ব্যক্তি জাগতিক স্মার্ত্তবিচার অনুসারে পতিত বা সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি কাশীধামে গিয়া কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীকে জানাইয়াছিলেন যে, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি। কাশীর সমস্ত পণ্ডিত তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া তিনি গৌরসুন্দরের নিকট গিয়া যখন কাশীর পণ্ডিতগণের ব্যবস্থার কথা শুনাইলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব্যবস্থা দিয়াছিলেন,—এক কৃষ্ণ নামে তোমার সর্ব্ব পাপ যাবে। আর কৃষ্ণ নামে তুমি কৃষ্ণের চরণ পাবে॥

(ক্রমশঃ)

প্রায়শ্চিত্ত

সংজ্ঞা

"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং
নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি
স্মৃতম্॥"

প্রায়-শব্দ তপঃ এবং চিত্ত-শব্দ নিশ্চয়-বোধক; তপো-নিশ্চয়যুক্ত কর্ম্ম 'প্রায়শ্চিত্ত'। বস্তুতঃ পক্ষে পাপবিনাশক কার্য্যই 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দ-বাচ্য।

শ্রেণী-বিভাগ

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের বিচার-ভেদে প্রায়শ্চিত্তের বিধান তিন প্রকার। কর্ম্মী স্মার্ত্তগণ প্রায়শ্চিত্তের যে ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাহাতে যে দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, মাত্র সেইটীর কুফল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, অপর পাপের ফল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না এবং পাপ-বাসনার বিনাশ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত-কারী প্রায়শ্চিত্তের পরও পুনরায় অসহ্য-যাতনা-প্রসবকারী পাপ-কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্মিগণের প্রায়শ্চিত্তের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ কুরুকুলশিরোমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং
জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো
কথম্॥

কর্ম্মিকুলের প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ

পাপ করিলে ইহলোকে রাজদণ্ড ও লোকনিন্দাদি ভয় এবং পরলোকে নরক-পাতাদি ঘটিয়া থাকে; ইহা দেখিয়া শুনিয়া মানব পাপকে নিজের অহিতকর বলিয়া জানিতে পারে, কিন্তু ইহা জানিয়াও বিবশ হইয়া প্রায়শ্চিত্তের পরও মানব পুনঃ পুনঃ সেই পাপকর্ম্মই করিয়া থাকে। সুতরাং দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদিকে কি প্রকারে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলা যাইতে পারে?

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন-

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥

পাপাচরণসমূহ কর্ম্ম; আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও কর্ম্ম। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ সম্ভবপর নহে। কারণ ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষ। তাঁহাদের অবিদ্যা বিধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কার বশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপান্তরেরই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাদি প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত নহে। জ্ঞানিগণের বিচারে ভগবজ্‌জ্ঞানই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

জ্ঞান-পথের প্রায়শ্চিত্ত

জ্ঞানিগণের প্রায়শ্চিত্তবিধান সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে॥
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা।
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ
শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ

যে পথ্যে অর্থাৎ খাদ্যে রোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই, সেইরূপ খাদ্য যে ব্যক্তি গ্রহণ করেন, তাঁহাকে যেমন ব্যাধিসমূহ আক্রমণ করিতে পারে না, পরন্তু ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বব্যাধিরও নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ বিধি নিয়ম পালন করিয়া চলেন তিনিও ক্রমে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হ'ন। অগ্নি যে প্রকার বেণুগুল্ম দগ্ধ করিয়া থাকে, সেই প্রকার ধীর ধর্ম্মরহস্যবিৎ শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানিগণ চিত্তৈকাগ্রতা, অষ্টাঙ্গ-মিথুনরহিত ব্রহ্মচর্য্য, অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, যথার্থ ভাষণ, অহিংসাদি যম ও জপাদি নিয়মের প্রভাবে কায়-বাক্য বুদ্ধি কৃত সুমহান্ পাপকেও বিনাশ করিয়া থাকেন।

জ্ঞানপথের প্রায়শ্চিত্তের বিচার

অগ্নি অধিকাংশ স্থলেই বেণুগুল্মের মূলদেশকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে না করিতেই নির্ব্বাপিত হয়, ফলে মূল হইতে পুনরায় বেণুগুল্মের সৃষ্টি হয়; তদ্রূপ তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা পাপ নাশের পরেও পুনরায় পাপাঙ্কুরোদ্গমের আশঙ্কা আছে। তাই জ্ঞানিগণের বিচারানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের বিধান' শ্রবণ করিয়াও মহারাজ পরীক্ষিৎ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। মহারাজের এই অতৃপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সর্ব্বশেষে প্রায়শ্চিত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থার বর্ণন করিতে লাগিলেন—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥

ভক্তের বিচারে প্রায়শ্চিত্ত

ইহ-জগতের তপস্যাদি-নিরপেক্ষা কেবলা ভক্তির যাজক বাসুদেবপরায়ণ ভক্ত সুদুর্লভ। প্রভাকরের উদয়ে যেরূপ আনুষঙ্গিকভাবেই হিমাদি বিনষ্ট হয় তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ ঐকান্তিক ভক্তের ভক্তি-বলে আনুষঙ্গিকভাবেই পাপাদি সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ কোথাও নীহার থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ কেবল ভক্তির উদয়ে জীবের আর পাপাদিতে প্রবৃত্তি থাকে না।

সমূলে পাপ বিনাশ ভক্তির আভাসের কার্য্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উল্লিখিত উপদেশাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভক্তগণ পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত কোনও পৃথক্ অনুষ্ঠান না করিলেও তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তির আভাসেই পাপ ও পাপবীজ অবিদ্যা সমূলে ধ্বংস হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তগণ সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তই ঐকান্তিকী ভক্তির শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন, কারণ তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত ত' হইবেই অধিকন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কৃষ্ণপ্রেমও লভ্য হইবে।

মৎস্য সংযুক্ত প্রসাদ (!) গ্রহণের প্রায়শ্চিত্ত

যে ব্যক্তি— তিনি পুরুষই হউন, আর স্ত্রীলোকই হউন, স্ত্রীলোকগণের মধ্যে বিধবাই হউন, আর সধবাই হউন বা কুমারীই হউন—বাসস-স্বভাব-জনোচিত মৎস্যাদিতে আসক্তচিত্ত গোস্বামি-সন্তান-ব্রুব কর্ত্তৃক প্রদর্শিত গুরুর (?) আদেশ লঙ্ঘনজনিত পাপের ভয়ে তাঁহাদের প্রদত্ত মৎস্যসংপৃক্ত অন্নাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি ঐ প্রকার অন্ন গ্রহণের নিমিত্ত যদি বস্তুতঃই অনুতপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য হইবে ঐ প্রকার গুরুব্রুবের নাগ পাশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়া। তৎপর সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদাচারী প্রকৃত গুরুর কৃপালাভপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে শুদ্ধভক্তির অনুশীলনই তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। যবনরাজ হুসেনসাহ করোয়ার পানি সুবুদ্ধি রায়ের মুখে নিক্ষেপ করিলে তিনি (সুবুদ্ধিরায়) যখন শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দরের নিকট প্রায়শ্চিত্ত বিধান

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

আমরা অনেক সময় নিজেকে মায়ার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য যত্ন করি বটে কিন্তু পেরে উঠি না। মায়াকে জয় করবার শক্তি—মায়ার কবল থেকে উদ্ধার হবার ক্ষমতা বদ্ধজীবের নাই। স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহার ক'রে মায়ার কবলে পতিত হবার যোগ্যতা জীবের আছে বটে, কিন্তু মায়ার বন্ধন ছিন্ন করবার—মায়িক শৃঙ্খল খুলবার শক্তি তার নাই। ইন্দুর গুলো লোকে প'ড়ে খাঁচায় পড়তে পারে বটে, কিন্তু কেউ খুলে না দিলে নিজের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই বেরুতে পারে না। আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আমাদের পরম বান্ধব বৈষ্ণবগণ আমাদের বন্ধন খুলে না দিলে—এই সংসার-কারাগার থেকে আমাদের উদ্ধার না করলে আর আমাদের উপায় নাই।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

তপস্যা দ্বারা, গার্হস্থ্য ধর্ম্মদ্বারা, পূজন, জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির সেবা দ্বারা সংসার ধ্বংস হয় না। ভক্তের পদরজে অভিষিক্ত হ'তে পারলেই সব জ্বালা চুকে যায়। সংসার নিবৃত্ত হ'য়ে যায়।

যেস্থলে গ্রাম্যকথা হয় না, কেবল কৃষ্ণকথা হয়, সেইস্থলে নিরন্তর সেই কথা শুনতে শুনতেই মায়াসক্তি কেটে যায় এবং কৃষ্ণে মতি হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুকে বলছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পাদরজে অভিষিক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত গৃহব্রত মানবদিগের মতি কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারে না। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই জীবের সমস্ত অনর্থ নাশের একমাত্র হেতু।

প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

* * * * *

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

পূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-[illegible]গ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও [illegible]ন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে [illegible], তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়[illegible] [illegible]টি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও [illegible]ভগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, [illegible]াকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-[illegible]র তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য [illegible]। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে [illegible] হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত [illegible]ঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible]স্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-[illegible]ত আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক [illegible]য়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ [illegible] ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ [illegible]শিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা [illegible]াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্[illegible]াচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible]র-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও [illegible]ন্বয়, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে [illegible] স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ [illegible]ায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [illegible]সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম [illegible]জে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [illegible] ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [illegible] ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; [illegible] ৯০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত [illegible]ভাষ্যে ক্রান্তি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া [illegible]াশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও [illegible] প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [illegible] প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible]র, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible]ত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible]াপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [illegible]ত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [illegible]০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা সজ্জনে ৪৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়েছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিষ্কপটতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে- কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নামাপরাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৶০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীধামকাননবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ০॥ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজাধিরাজ বর্দ্ধমানের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রত্নতত্ত্বালোচক, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট রেক্সিন বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, বন্দনাদের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত ভুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মা

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহ। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি শোভাবিবর্দ্ধন বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ-সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

মুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্যোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ, সহজ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্পযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পারচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুসেবা—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রয়্যাল ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞাত বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সিদ্ধান্তবাণী শাস্ত্র-মতেোক্তি সমন্বয়কল্পে এই গ্রন্থামৃত উথিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবৎ-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পাথকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৹০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

বর্ণী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আশ শস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাঁচন

সর্ব্বা[illegible] রোগের অ[illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।॰ আনা, পাইট ॥৵॰ আনা, বোতল ১৵॰ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸॰, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৯৲, অর্দ্ধকলম সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে হাফটোন ব্লক, ছাপা হয়

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য

লেটার হেডিং মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব[illegible] কিশোর রায় চৌধুরী (আমবাড় খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

পুলিসের গুলীতে আহত

গত শুক্রবার করোনার মিঃ এ, কে, দত্ত জুরীগণসহ মণিরাজ সিংহ নামক ৩৬ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির মৃতদেহ পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রকাশ, হুগলী জেলার ছোটডোংগা গ্রামে নিহত ব্যক্তির বাসস্থান ছিল এবং তিনি হুগলী বোলগণগঞ্জে মেলা দেখিতে যাইয়া পুলিসের গুলীতে আহত হয়েন। পুলিস কি জন্য গুলি-বর্ষণ করিয়াছিল তিনি তাহা কিছুই জানিতেন না। পুলিসের রিপোর্টে প্রকাশ, ঐ ঘটনায় আরও কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছে। গত ১০ই এপ্রিল তারিখে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। মণিরাজ সিংহ প্রথমে তাঁহার স্বগ্রামে চিকিৎসিত হয়েন অবশেষে ১৪ই এপ্রিল তারিখে তাঁহাকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। হাসপাতালে তাহার দক্ষিণ পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। তিনি ২১শে এপ্রিল তারিখে মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ শব ব্যবচ্ছেদাগারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, যথা সময়ে শবদেহ পরীক্ষা করা হইবে।

মালব্যজীর পুত্রবধূ দণ্ডিতা

কাশী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা উষা মালব্যের প্রতি গত ২১শে এপ্রিল সশ্রম তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

জালিয়ানওয়ালা দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করিবার সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২০শে ৮ জন স্বেচ্ছাসেবিকাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় পুলিসের গুলী

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, বহু ব্যক্তি ভেড়ামারা পুলিস থানার অন্তর্গত চন্দনা নদীতে জোর করিয়া মাছ ধরিবার জন্য সমবেত হয়। তাহাদের উপর ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছিল।

পুলিস উত্তেজিত জনতার উপর গুলী চালায় ফলে, ৩।৪ জন লোক সামান্যরূপ আহত হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট খোঁজখবর লইতেছেন।

মিঃ সৌকৎ আলির বিবাহ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২১শে এপ্রিল অপরাহ্ণে ৩টার সময় খিলাফৎ কার্য্যালয়ে মিঃ সৌকত আলির সহিত মিসেস রায়ান নাম্নী এক ইংরাজ মহিলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মিসেস রায়ান করাচীতে সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। বোম্বাইয়ের কাজী কর্ত্তৃক এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়।

সম্প্রতি মিসেস রায়নের সহিত মিঃ সৌকৎ আলির আসন্ন বিবাহ লইয়া খিলাফৎ মহলে কিছু আপত্তি দেখা দেয়। তাঁহাদের মতে ইসলাম আইন অনুসারে ইহা সঙ্গত নহে। কিন্তু মিঃ সৌকত আলি সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি ১৮ বৎসর পূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়াছেন এবং এই দীর্ঘ দিন সেই বিবাহের স্মৃতি লইয়া ছিলেন। শেষ বয়সে এই দয়ার্দ্রহৃদয়া শিক্ষিতা ও সহানুভূতিসম্পন্না ইংরাজ মহিলার সহিত সাক্ষাতের ফলে তাহার মনে হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার কাজের সাহায্য করিতে এবং অবলম্বন হইতে পারিবেন।

মিসেস রায়ান ইয়র্কশায়ারের অধিবাসিনী। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের পর মিঃ সৌকত আলির সহিত তিনি ভারতবর্ষে আসেন।

বাইকুল্লায় খিলাফৎ কমিটীর কার্য্যালয়ের উপরের একটি ঘরে নীরবে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। মাত্র ছয়জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে দুইজন মুসলমান মহিলা। বরপাত্র পাত্রীকে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক দিবেন স্থির হইলে কাজী রেজিষ্টারে তাঁহাদের নাম লিখিয়া লন।

মিঃ সৌকত আলির প্রথম বিবাহজাত পুত্র মিঃ জাহিদ আলি বিবাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। বিবাহ পাকা হইয়াছে শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হন ও উহাতে বিশেষ আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে পিতা যাহাতে মিসেস রায়ানকে বিবাহ না করেন সে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন।

কুমারী সত্যবতীর কারাদণ্ড

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, স্বর্গীয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের দৌহিত্রী কুমারী সত্যবতী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স অনুসারে আঠারো মাস বিনাশ্রম এবং ফৌজদারী আইন অনুসারে ছয় মাস বিনাশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে একশত টাকা অর্থদণ্ডও তাঁহাকে দিতে হইবে, অক্ষমতা বিধায় আরও ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

দণ্ডাদেশ দিবার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—আমি বাধ্য হইয়া দণ্ডাদেশ একটু কঠিন করিলাম। দণ্ডাদেশ নরম হইলে আসামী যদি আর কখনও অপরাধ না করিতেন তাহা হইলে অবশ্য আদেশ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইত।

পতিনা বেগমের ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাঁহাকে একশত টাকা জরিমানাও দিতে হইবে। জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে আরও ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মানবেন্দ্র রায়ের মামলা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ,

মানবেন্দ্র রায় চুইজন জজের সম্মুখে তাঁহার আপীলের শুনানীর এবং সরকারের ব্যয়ে তাঁহার মামলার কাগজপত্র ও পুস্তক প্রভৃতি পাইবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, গত ২০শে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে শ্রীযুত রায় ১২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

চলন্ত ট্রেণে চুরি

শিয়ালদহের সরকারী রেল পুলিসে অপর একটী চুরির সংবাদ আসিয়াছে। গত বুধবার রাত্রিকালে শিয়ালদহ হইতে খুলনা অভিমুখে যে যাত্রীগাড়ী গিয়াছিল, সেই গাড়ীতে এই অ-মসাহসিক কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।

প্রকাশ, প্রাদম আলি নামক তৃতীয় শ্রেণীর একজন যাত্রী মণিব্যাগে করিয়া চার শত কুড়ি টাকা তাহার কোমরবন্ধের সহিত সযত্নে আবদ্ধ রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় কে বা কাহারা টাকা সমেত তাহার মণিব্যাগ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

পুলিস দোষীর সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছে।

ভারত সচিবের উক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই এপ্রিল ভারতীয় সংবাদপত্রে অভিযোগের ফলে ম্যাজিষ্ট্রেটের যে তদন্ত হয়, তাহার ফলে একজন নায়েব ও ৪ জন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে মামলা আনা হইয়াছে। ভারতীয় সংবাদপত্রে এইরূপ অভিযোগ করা হয় যে, বেনারসের ৮ জন নারী কংগ্রেসকর্মীকে থানায় লইয়া যাইয়া বেত মারা ও প্রহার করা হইয়াছিল। মহাসভায় কোন প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ঐ সংবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের আদালতে এই মামলার বিচার করিবেন।

চট্টগ্রামে ডাকাতের দৌরাত্ম্য

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, জিলার মফঃস্বল অঞ্চল হইতে প্রায় ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সর্ব্বশেষে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, একদল ডাকাত মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হাটহাজারী থানার এলাকাধীন কাঞ্চননগরের শ্রীযুত রজনীকান্ত নাথের বাটীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে। ঐ বাটীতে প্রবেশ করিয়া দস্যুদল বাটীর লোকজন কর্ত্তৃক প্রবলভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষে যখন সংঘর্ষ চলিতেছিল সেই সময় রজনীবাবু গুরুতররূপে আহত হন এবং ঐ আঘাতের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। যাহা হউক, দুর্বৃত্তেরা কিছুই লুণ্ঠন করিতে পারে নাই।

ভদ্র মহিলার আত্মহত্যা

গত শুক্রবার লালমোহন দে নামক জনৈক ৬২ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ তাহার ২৮ বৎসর বয়স্কা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর আত্মহত্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের নিমিত্ত করোণারের আদালতে হাজির হইয়াছিল।

বৃদ্ধের সাক্ষ্যে প্রকাশ, তাহার স্ত্রী তাহার সহিত ৫৩।৩ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে বাস করিত। ৯ই এপ্রিল ঘটনার দিন রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় যথাসময়ে অভ্যাসমত আফিং সেবন করিতে যাইয়া বৃদ্ধ দেখিতে পায় তাহার ডিবা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার পত্নী কেবলই তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। অবিলম্বে মহিলাটিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু তিনি রাত্রি তিন ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করেন।

রাসায়নিক পরীক্ষক ও সহকারী পুলিস সার্জ্জেন ডাক্তার এস, কে, গাঙ্গুলী তাঁহাদের সাক্ষ্যে বলেন, মহিলাটির পাকস্থলীতে আফিং পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহার দেহে প্রহারের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছে।

প্রকাশ, করোণারের প্রশ্নের উত্তরে মৃতার বৃদ্ধ স্বামী জানাইয়াছে যে, চতুর্থবার বিবাহে তাহার আপত্তি নাই।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২৬শে এপ্রিল ১৯৩২

নানা কথা

সরোজিনী নাইডু দণ্ডিতা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে গত ২৩শে এপ্রিল প্রাতে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। ডেপুটী কমিশনার মিঃ পেটিগারার সাক্ষ্য প্রদান কালে গত ২২শে এপ্রিল রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইলে পর তিনি কি ভাবে উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন সাক্ষী তাহাও বিবৃত করেন।

শ্রীযুক্তা নাইডু মামলায় যোগদান করেন নাই। তিনি বলেন, তাঁহার কিছুই বলিবার নাই।

সঙ্কটকালীন অর্ডিনান্সের ২১ ধারা অনুসারে তাঁহাকে ১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

সদলে মালব্যজী গ্রেপ্তার

দিল্লী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার পুত্র পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য, নাতি শ্রীধর, পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জামাতা শ্রীযুক্ত এস, আর, পণ্ডিত ডাক্তার মঙ্গল সিং ও শ্রীযুক্ত বামন কাপাদিয়াকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী থানকর ষ্টেশনে শিয়ালদহ এক্সপ্রেস হইতে অবতরণ করেন। পূর্ব্বের ব্যবস্থানুসারে একখানি মোটর গাড়ী তথায় তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহারা উক্ত মটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। যমুনা পুলের প্রবেশ পথে পুলিস তাঁহাদিগের গতিরোধ করে। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার আবদাস সামাদ উক্ত পুলিস দলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও তাঁহার সঙ্গীদিগের প্রতি তিনি একখানি নোটীশ জারি করান। উক্ত নোটীশে তাঁহাদিগকে দিল্লীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও তাঁহার সঙ্গিগণ এই নোটীশ অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। একখানি মোটর লরীযোগে তাঁহাদিগকে সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

সরোজিনী নাইডু দণ্ডিতা

অপহৃতা বালিকার উদ্ধার

সদলে মালব্যজী গ্রেপ্তার

বোম্বাই জেলে অনশন

মিঃ সুভাষ বসুর চিঠি

শ্বেতাঙ্গ মহিলার আত্মহত্যা

৭ বৎসর অনশনে জীবিত

রাজসাহীতে সশস্ত্র ডাকাতি

বাঁকুড়ায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সেনার বিপদ

মাষ্টার তারা সিং গ্রেপ্তার

সুভাষ বসুর চিঠি

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সিউনী জেল হইতে এক পত্রে কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতিকে জানাইতেছেন:—

"আমার শারীরিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন নাই, সম্ভবতঃ পাকস্থলীর কোনরূপ দোষের জন্য এইরূপ হইতেছে। কিন্তু ইহাতে আমি চিন্তিত নহি। যদি আটক থাকিবার সময় টুকু আমি আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপারে যাপন করিতে পারি তবে ইহাতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা পরামর্শ দান করিবেন। আপনার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আমার পিতৃদেব যে সারিয়া উঠিতেছেন সেজন্য আমি আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

---

৭ বৎসর অনশনে জীবিত

পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার একটী ২০ বৎসর বয়স্কা শিখ বালিকা এখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি নাকি ৭ বৎসরকাল কোনওরূপ খাদ্য গ্রহণ করেন নাই, বাতাস সেবন করিয়া বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল এবং মন প্রফুল্ল আছে।

কোন বৈজ্ঞানিক অথবা ডাক্তার এই বালিকাকে সন্ধ্যার না প্রাতে ১০নং রাসবিহারী এভিনিউতে 'গুরুদ্বার জগৎসুধারে' দেখিয়া আসিতে পারেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বাঁকুড়া
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীক কীর্ত্তন প্রচারমুখে বহুমহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধন্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহেমন্তমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমৎনারায়ণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপ্রবন্ধনভক্তি দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

(১১) শ্রীমোদক্রমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীবাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীবনমালিদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিবিলাস ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবঙ্কিমবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীসন্তোষানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণশহর শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, ও সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপশুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দে ঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুশরণজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগোপালজের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভগবান ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরাজগোপাল মঠ

কাঠালপুলি, ঢাকুরী, নদীয়া

রক্ষক—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৩ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৬শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ৪৪শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীএকায়ন মঠে মহোৎসব

গত ২০শে এপ্রিল বুধবার হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকায়ন মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুপরিচালনে অতীব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে সমাগত ভক্তগণ ব্যতীত শ্রীধাম-মায়াপুর হইতেও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমদ্ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু প্রমুখ পঞ্চদশ জন ভক্ত এবং কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত আসন হইতেও কতিপয় ভক্ত এবং গোয়াড়ী হইতেও শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্-এ, ভক্তিভূষণ প্রভৃতি ভক্তগণ হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকায়ন মঠে সমাগত হইয়াছিলেন।

উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ স্থানীয় বহু ভদ্রলোক এবং সমাগত ভক্তগণ সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষোড়শ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রমোহোৎসব, কাজির সহিত তাঁহার কথোপকথন এবং স্বয়ং যশোদানন্দনেরই শচীনন্দন হইয়া চতুর্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন-বিষয় পাঠ করিয়া উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দেন।

পাঠের পর উপস্থিত স্থানীয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রায় চারি শত ব্যক্তিকে শেচরান্ন, পুষ্পান্ন, পরমান্ন সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে প্রদান করা হয়।

প্রসাদ সম্মানের পর অপরাহ্ণে শ্রীল পরমহংস মহারাজ শ্রীযুক্ত সুধীরমোহন চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ভদ্রলোকের আগ্রহে সমাগত বহু ভদ্রলোকের সমক্ষে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল ধরিয়া মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য, অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মের হেয়ত্ব এবং নিত্য বা আত্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রাদির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। উক্ত বক্তৃতার চুম্বক সময়ান্তে প্রকাশিত হইবে।

গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকায়ন মঠের বার্ষিক মহোৎসব সমাপনান্তে গত ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার শিষ্যবৃন্দের প্রার্থনানুসারে কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীভাগবত আসন হইয়া আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী, সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ স্বগণসহ ১৮ নং ভ্রাউন লালগোলা ঘাট ক্যালকাটা প্যাসেঞ্জার ট্রেণে অপরাহ্ণ ৩ ঘটীকার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। পথিমধ্যে কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা ‘পঞ্চোপাসনা’ ও “শুদ্ধভক্তি’র মধ্যে পার্থক্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে শ্রীপাদ মধানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ শুদ্ধভক্তগণ প্রভুপাদের চরণান্তিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ শ্রীমায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের লোকাল সেক্রেটারী শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, এবং শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণনগর হইতে অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময় রওনা হইয়া রাত্রি ৯ ঘটীকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

উত্তর বঙ্গে প্রচার

বিগত ১০ই এপ্রিল বাটুলপাড়া গ্রামে এক মহতী সভায় হিন্দু মুসলমানে প্রায় ৬০০।৭০০ লোক একত্রিত হন। উক্ত সভায় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সেবকগণ নিমন্ত্রিত হন। মুসলমানগণের পক্ষ হইতে মেখলীগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেড মৌলভী সাহেব ইসলাম-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের “লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভং” শ্লোক আবৃত্তি করিয়া উহার ব্যাখ্যামুখে বহু সিদ্ধান্তপূর্ণ সুদার্শনিক তথ্যের অবতারণা করেন।

জীবমাত্রেই যে শ্রীভগবানের নিত্য সেবক, নিত্য ভগবৎসেবাই যে জীবের নিত্য স্বভাব এবং সেই স্বভাবের অনুশীলন দ্বারাই যে একমাত্র জীব নিত্যানন্দরসে আপ্লুত থাকিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারে, সেই স্বভাবের অভাব হইলে অর্থাৎ ভগবদ্‌বিস্মৃতি ঘটিলে দ্বিবিধতাপত্রয় ও জন্মমৃত্যুদ্বারা নিরন্তর প্রপীড়িত হইতে হয়, তাহাও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর উপসংহারে বলেন যে,—এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক কথা বুঝিতে হইলে প্রত্যেককেই সচ্চরিত্রবান্ সাধু হইয়া শাস্ত্রাদেশপরিপালনকারী সাধুর শরণাপন্ন হইতে হইবে। বক্তৃতা শ্রবণান্তে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও মৌলভী সাহেব শ্রীমদ্ভাগবতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন “ইহা অতি উচ্চভাবের কথা, যাহা অল্পবিদ্য সাধারণ মানুষ না বুঝিয়া অন্য প্রকার ধারণা করিয়া বসে। ইহা অতি অপূর্ব্ব শ্রোতব্য বিষয়, যাহা মানবমাত্রেরই পুনঃপুনঃ শ্রোতব্য। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে প্রত্যহ এইসকল সারগর্ভ কথা—বাস্তব মানুষ গঠনের কথা আলোচিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।”

সাধন হয় কি প্রকারে ?

সাধন না করিলে বদ্ধজীবের কৃষ্ণকৃপা লাভের আর উপায় নাই। এই সাধনা কি প্রকারে করা যায় এ বিষয় আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তাই আজ সেই সাধন বিষয়ের কিছু দিগ্‌দর্শন করিব মাত্র।

সাধন ইন্দ্রিয়দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সাধকের ইন্দ্রিয়গুলি দৃঢ় ও কর্ম্মপটু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যুক্ত আহার ও যুক্ত বিহার দ্বারা দেহটীকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ রাখিলে সাধনকার্য্য সুষ্ঠুরূপে করা যায়। যুক্তবৈরাগ্য না করিয়া শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেহের প্রতি অত্যাচার করিলে সকল ইন্দ্রিয় অপটু হইয়া পড়ে, এবং সাধনের পরিবর্ত্তে অবশেষে জীবনটী হারাইতে হয়।

অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির দেহ ও ইন্দ্রিয় কোনক্রমে সাধন কার্য্যে সমর্থ হয় না। দেহের অসুস্থতা না জন্মে এরূপভাবে আহার বিহার, সর্ব্ব কর্ম্মে যুক্তচেষ্টা এবং যুক্তনিদ্রা ও জাগরণ স্বীকার করিলে সাধনকার্য্যটী সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদুঃখ নাশ করে।

অন্তরেন্দ্রিয় মনকে শ্রুতশ্রম অসতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধরূপ অনর্থচতুষ্টয় হইতে রক্ষা করত শ্রীনামের স্মরণ মননে নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে অতিভোজন, অতিনিদ্রা, বিষয়প্রয়াস প্রভৃতি ভজন প্রতিকূল অভ্যাস হইতে রক্ষা করিয়া নামকীর্ত্তনরূপ সাধনে অবিরত রত থাকিতে হইবে। ইহা সাধকের কৌশল। ভক্তির অনুকূল স্বীকার ও প্রাতিকূল্য পরিহার বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্নের আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক ভজন-প্রতিকূল ব্যাপার ঘটে, বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তা পূর্ব্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট লাভে বিলম্ব ঘটায়। আজকার মত এই প্রাতিকূল্য বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব, এইরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হইবে না। যে বিষয়টী ভজনবাধক বোধ হইবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধনকার্য্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

সাধু সাধনের সর্ব্বপ্রধান সহায়। বদ্ধ জীবের হৃদয়টী অনর্থের এত বশীভূত যে, বহু চেষ্টা করিয়াও অনর্থ বিড়ম্বনা ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু সাধুসঙ্গে থাকিলে অনর্থগুলি কোন বলই প্রকাশ করিতে পারে না।

সাধুসঙ্গে সাধনকার্য্য নিতান্ত আবশ্যক। নামপরায়ণ শুদ্ধভক্তসঙ্গে নাম করিতে পারিলে সর্ব্বাপরাধ দূরীভূত হইয়া শীঘ্রই নামতত্ত্ব উদয় হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা যেন আমরা শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামরস লাভ করিতে পারি। শ্রীনামের কৃপা ব্যতীত আমরা আর কিছুই চাই না

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী)

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥"

স্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতিময়ী সেবাব্রত-ধৃক্ নিষ্কপট ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে কৃপা যাচ্ঞা করিয়া অদ্য মাদৃশ সেবাবিহীন জীবাধম উপর্য্যুক্ত অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ প্রবরের করুণাসিন্ধুর একবিন্দু স্পর্শ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এতদ্বিষয়ে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্যতার কথা জানিয়াও অহৈতুক করুণাময় দীনবন্ধু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অমন্দোদয়-দয়ার পরম চমৎকারিতা-বিষয়ে সামান্য কিছু বলিবার জন্য একান্ত বাসনা হইতেছে; আমার একমাত্র সম্বল, আপনার অপার করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ বৈষ্ণব ঠাকুরবর্গের পাদপদ্ম-পরাগ। নিখিল প্রাণীর নিত্যকল্যাণ-সুষমা শোভিত একমাত্র আভরণই ঐ বৈষ্ণবপাদপদ্মরেণু। তাই পতিতবান্ধব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"বৈষ্ণব চরণ-রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত।"

ভক্তি দেবীর বিনোদকারী ভক্তিবিনোদ

আনখকেশাগ্র বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধী বিশ্বমানব অভক্তি ও শুদ্ধভক্তিকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া অভক্তি-পূজনকেই ভক্তিসাধন বলিয়া জানে; সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং খণ্ড জড়ীয় দেশাদির বা স্ত্রী কুলের দেহমন সম্বন্ধীয় সাময়িক উন্নতি সম্পাদন প্রভৃতি বহুবিধ বহির্ম্মুখ-কর্ম্মসরণিকেই ভগবৎতোষণপর একান্ত সেবা-সরণি বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভীষণ বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পতিত হইতেছে।

ভক্তির অপ্রাকৃত চিজ্জ্যোতি-বিভূষিত স্বরূপ-শোভা দর্শনের পরিবর্ত্তে অভক্তির আপাত-মনোরম রূপ-জ্যোতির্ময়ী আলেয়াদীপ্তিতে বহির্ম্মুখ বিশ্বজনের চিত্তকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। গণনায়ক প্রাকৃত কর্ম্মিসঙ্ঘ অজ্ঞ মানব-কুলের ভ্রম উৎপাদন করাইয়া 'ভক্তি'র ছলনায় কত প্রাণকে যে মায়ারাক্ষসীর করাল কবলে আত্মদান করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবের আবরণ অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাঞ্ছা-রূপ কৈতবহীন শুদ্ধ আত্মবৃত্তির অপর মুখ্য নাম—'ভক্তি'। এই বেদগুহ্য পরম নির্ম্মলা ভক্তিস্বরূপের অপূর্ব্ব গোলোক-জ্যোতি সম্যগ্‌রূপে সুবিস্তারিত করিবার জন্যই স্বরূপশক্ত্যবতার ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রপঞ্চাগমনরূপ সুমহতী লীলা। পরম ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শচীদুলাল শ্রীগৌরসুন্দর আচণ্ডালে যে প্রেমভক্তিধন বিতরণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধুর যে অনাবিল স্রোতের কর্ণানন্দ কলধ্বনিতে নিখিল জীবের সর্ব্ব সন্তাপ হরণ করিয়াছিলেন,—যে পরাবিদ্যার মাধুর্য্যলীলামৃত-বন্যারূপ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-সুরধুনীর করুণাধারায় নীরস মরুভূমি তুল্য জীবহৃদয়সমূহকে সরস সেবাক্ষেত্র করিয়াছিলেন—কালক্রমে শ্রীগৌরসুন্দরেরই ইচ্ছায় সেই পরমাশ্চর্য্য কৃপা-ভাগীরথী শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণভক্তি-ভাগীরথীর পুনঃ প্রবাহ বিস্তারকারী অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিজাহ্নবীর ভগীরথরূপে বর্ত্তমান যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে অজস্র করুণামৃত বর্ষণ করিয়াছেন—কোটী কোটি কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াও সেই অত্যদ্ভুত করুণা-লহরীর সামান্যও দিগ্‌দর্শন হয় না।

পরবিদ্যাবধূ ভক্তিদেবীর জীবাতু—কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসব। নিখিল চেতনের উল্লাসবিধায়িনী—অকিঞ্চনা সেবাসুধাসিন্ধুর মাধুর্য্যস্বরূপিনী অনন্ত সৌন্দর্য্যবিভূষিতা শুদ্ধাসরস্বতী এই ভক্তিসুন্দরী। সর্ব্ব অনাদির আদিকারণস্বরূপ সচ্চিদানন্দ শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মতোষণেই ভক্তিদেবীর যাবতীয় চেষ্টা।

এই কৃষ্ণপ্রেমবিগলিতা ভক্তির বিজয়-বিবর্দ্ধন, পরমোজ্জ্বলা প্রকটন, সর্ব্ববিধ সৌষ্ঠব সম্পাদন, ভক্তির অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্যের বৈজয়ন্তী পতাকা বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে নিত্যকাল সংরোপণ এবং একমাত্র বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাতুল পদকমলে অহৈতুকী অমৃতময়ী ভক্তি প্রদানের জন্যই ঠাকুর মহাশয়ের অকৃত্রিম করুণাভাণ্ডার পতিতপাবনী লীলা প্রকাশ করিয়া সদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে; কি প্রকারে ভক্তিদেবীর তুষ্টি বিধান করিতে হয় তাহা তিনি অনুক্ষণ পূর্ণ চৈতন্যময় হরিসেবা-সুখময় অত্যুজ্জ্বল আদর্শ জীবনের দ্বারা জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন।

ভক্তিপ্রচার-প্রমোদ—ভক্তিবিনোদ

'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ॥'

এই বাস্তব বাণীর মূর্ত্তিমান্ আদর্শপরিপূর্ণতা ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে হীরকাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। হেতুরহিতা শুদ্ধা-ভক্তির সুষ্ঠু প্রচার—মহাজনানুমোদিত পথে নিত্যকাল অধিষ্ঠিত হইয়া আচারমুখে ভক্তির প্রচার ভিন্ন তাঁহার আর কোনও ইতর কৃত্য ছিল না; প্রকৃত আর্য্য বা আচার্য্যদেব ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরূপ-রূপানুগত্যে অহর্নিশ নামভক্তি প্রচার করিয়া দেখাইলেন যে, প্রকৃত আচার্য্যের কার্য্য ভক্তিতোষণ ব্যতীত অভক্তিতোষণ নহে। ভক্তিপ্রচারকের ছদ্মবেশ লইয়া অনেকানেক ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়তোষণাদিতে রত আছে, কিন্তু ঠাকুর মহাশয় কখনও সমন্বয়বাদীর কুযুক্তির বহুমানন করিয়া ঐ প্রকার কপট আচার্য্যাভিনয়কারিগণকে শুদ্ধ নামপ্রেম প্রচারক আচার্য্যবর্য্যের আসনে স্থাপন করিতে উপদেশ দেন নাই। যে-দিন জগদ্বাসী তাঁহার অপ্রাকৃত আচার-প্রচার-লীলার অপূর্ব্বতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইবে, সে-দিন আর ভণ্ড গৌরভোগী সম্প্রদায়, নাম-বিক্রয়ী সম্প্রদায়, অপ্রাকৃত সহজ প্রেমিক-কুলের কৃত্রিম অনুকরণে সজ্জিত প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়, আপনাদিগকে আচার্য্য বলিয়া জাহির করিয়া দস্যুবৃত্তি করিতে পারিবে না।

শুধু শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বঙ্গদেশে নহে, শুধু ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে নহে, কিম্বা পাশ্চাত্যদেশের কোনও প্রসিদ্ধ স্থান মাত্রে নহে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনর্পিতচর মহাদানের কথা—প্রত্যেক জীবের শাশ্বত চেতনধর্ম্মের কথা—একমাত্র জৈবধর্ম্মের নিগূঢ় বাণী শ্রীনাম-সেবায় পরমোপকারের কথা সমগ্র বিশ্বে প্রচার করিবার জন্যই এই ভূতলে গোকুলের চেতনবিগ্রহ ঠাকুর মহাশয় শুভাগমন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিবাসর ও উপবাস-তালিকা

একাদশী—১১ই ভাদ্র শনিবার ২৭শে আগষ্ট।

রাধাষ্টমী—২৩শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ৮ই সেপ্টেম্বর।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।   সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও ভক্তিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তদশের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহভাজন আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; মাত্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্য’ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক ‘অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়’, ‘চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার’, ‘নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ’, ‘কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য’, ‘পবিত্রতা ও নির্গুণতা,’ ‘নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ’, ‘ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার’,‘গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য’, ‘থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত’, ‘গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য’, ‘বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ’, ‘প্রেমাঙ্কুর’ ‘সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়’, ‘সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য’, ‘প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত’, ‘উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত’, ‘ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ’, ‘শোক-শাতন’, ‘প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি’, ‘সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ’. ‘সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়’, ‘কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য’, ‘গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য’, ‘অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস’, ‘অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন’, ‘নৃমাত্রাধিকার’, ‘অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য’, ‘সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?’ ‘সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য’, ‘দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য’, ‘জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল’—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান, নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী শ্রীবস্তু-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—“অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য,” অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদরুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের ‘প্রীতি-নিবেদন’, বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন; অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রোঃ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামকট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাবিষয়-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে প্রথমবার এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতে অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থায় উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্কর ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্র বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভু কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাং দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্র শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা।৵

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগ বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজন উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃ ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসম বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লাল বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরা প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথি ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কু প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গা ভাষ্য; কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকা হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আট বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩।০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

বিলাতে নূতন শুল্ক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আমদানী শুল্ক আইনানুসারে যে সকল পণ্যের উপর শতকরা দশ মুদ্রা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য আছে, কেবলমাত্র সেই সকল পণ্যের উপরেই অতিরিক্ত শুল্ক বসিবে। তবে গোধূম, ভুট্টা, চর্ম্ম, রবার, লৌহের গুড়া প্রভৃতি খাদ্য পদার্থের উপর এখন অতিরিক্ত শুল্ক বসিবে না।

পরামর্শ কমিটী এখন কোনও অভিযোগ শ্রবণ করিতে অক্ষম। বারো মাসের মধ্যে তাঁহারা শুল্কের হার কমাইতে বলিবেন না, বরঞ্চ যাহাতে উহা বৃদ্ধি হয় তাহারই পরামর্শ দিবেন। তবে যেখানে না হইলে নয়, সেখানে অবশ্য বিবেচনা করিবেন।

বোম্বাই জেলে অনশন

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কারাগারের কয়েকটি সুবিধা বন্ধ করিয়া দিবার প্রতিবাদকল্পে বাইকুল্লা জেলের যে ৪৫ জন রাজনৈতিক বন্দী প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আপোষ হওয়ায় তাঁহারা গত ২২শে এপ্রিল প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিয়াছেন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দস্তুর গত ২২শে এপ্রিল প্রাতে জেলে যাইয়া মীমাংসার বিষয় সাহায্য করেন। ইহা স্বীকার করা হয় যে, জেল হইতে ডাঃ জীবরাজ মেহতাকে স্থানান্তরে প্রেরণ সম্পর্কে এক ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হওয়াতেই এই সুবিধাগুলি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। বন্দীরা ৮ দিন প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। সুবিধাগুলি আবার দেওয়া হইয়াছে।

ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার আস্থা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার উপর যে সাধারণের আস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ব্যাঙ্কের সুদের হার হ্রাস হওয়ায় সূচিত হইতেছে। ব্যাঙ্কের সুদের হার হ্রাস পাইবে বলিয়া পূর্ব্বেই অনুমিত হইয়াছিল। উহার প্রতি সহরবাসীর আকর্ষণে বাজারে নূতন সাড়া দেখা দিবে বলিয়া সকলে আশা করিতেছেন। ইহা দ্বারা ব্যবসায়ীগণ ও শিল্পকারগণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে টাকা পাইবেন। এই সুদের হার হ্রাসের ফলে বার্ষিক ৫৲ মুদ্রা সুদে ২ হাজার কোটী মুদ্রার ঋণ রূপান্তরিত করিবার যে একটা বিরাট সঙ্কল্প আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বার্ষিক শতকরা এক মুদ্রা করিয়া সুদ উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে হ্রাস পাইবে। তাহাতে রাজকোষের বার্ষিক প্রায় ২ শত কোটী করিয়া টাকা আনুকূল্য হইবে। এ বৎসর ব্যাঙ্কের সুদের হার এই চতুর্থবার হ্রাস পাইল। বাণিজ্য শুল্কের নূতন পরিশিষ্টসমূহ গত ২১শে রাত্রি দশ ঘটিকার সময় প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্যাঙ্কের এই সুদ হ্রাস পাইয়াছে।

অপহৃতা বালিকার উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, টাঙ্গাইলের অন্তর্গত হেমনগরের গণেশচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি প্রতিবাসী রহমত শেখের সাহায্যে ঐ গ্রামের মাখনলাল বসাকের চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা তরুণী পত্নী সরস্বতী বসাককে ফুসলাইয়া সিরাজগঞ্জে লইয়া গিয়া তথায় লুকাইয়া রাখে। স্থানীয় হিন্দু সভা এবং ঐ সহরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টায় বালিকাকে উদ্ধার করিয়া তাহার স্বামীর নিকট প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে।

গণেশ পাল, রহমত শেখ ও জয়লাল আবেদিন শেখের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারানুসারে কার্য্য করিবার জন্য তদন্ত করা হইতেছে।

শ্বেতাঙ্গ যুবকের আত্মহত্যা

উৎকামণ্ড হইতে প্রকাশ, গত ২১শে এপ্রিল ওয়েলিংটনে ক্লার্কসন নামক জনৈক পঁচিশ বৎসর বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মৃতদেহ সিমাট্রি রোডে মস্তকচ্যুত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহের পার্শ্বে একটি দুই নলা বন্দুক পড়িয়াছিল। তদন্তের ফলে যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রকাশ, মৃত যুবক ওয়েলিংটনের নীলস্ গ্যারেজের অংশীদার ছিল।

পোষ্টাফিস বর্জ্জন আতঙ্ক

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পোষ্টাফিস সমূহ বর্জ্জন সম্পর্কে এখানে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। জেলা কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা যে, ২১শে এপ্রিল হইতে ২৮শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পোষ্টাফিস সমূহ বর্জ্জন করিবার জন্য কংগ্রেস এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস মহলে এই অভিযোগের প্রতিবাদ প্রকাশ পাইতেছে।

কংগ্রেস পক্ষের এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন। সেন্ট্রাল পোষ্টাফিস, সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস এবং আরও কয়েক স্থলে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে। নির্দ্ধারিত ডাকবাক্সে চিঠিপত্র ছাড়িবার জন্য জনসাধারণ স্বয়ং যাইয়া পোষ্টাফিসের কেরাণীর নিকট চিঠিপত্র প্রদান করিতেছে।

কংগ্রেস মহলের লোকেরা বলিতেছেন যে, ডাকবাক্সের চিঠিপত্র পুড়াইয়া ফেলিবার উপদেশ তাঁহারা দিতে পারেন না বা উহা তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন না। যাহা হউক, গত ২২শে এপ্রিল কোন ব্যক্তি একটি থামে সন্নিবেশিত ডাকবাক্সে জ্বলন্ত দিয়াশলাই নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বাঁকুড়ায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, গত শুক্রবার দিবস বেলা ১-টার সময় যে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়, তাহার ফলে বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ছয়ের পল্লীর কুড়িটীর অধিক দরিদ্র অধিবাসী গৃহহীন হইয়াছে। এই অঞ্চলে জলের অনটন বলিয়া আগুন নিভাইবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। অজ্ঞাত কারণে এই অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয় এবং সব কয়টি বাড়ী পুড়িয়া যায়। অগ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ পথের অপর পার্শ্বের একটি বাড়ীতে গিয়া পড়ে এবং সেই দিকেও আগুন লাগিয়া যায়। ফলে, প্রায় বাইশটি বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ কুণ্ডুর পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

মাষ্টার তারা সিং গ্রেপ্তার

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর সভাপতি ও অকালী নেতা মাষ্টার তারা সিংকে গত ২২শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫টার সময় ১৯৩২ সালের সঙ্কটশক্তি অর্ডিন্যান্সের ৩ ধারার দ্বিতীয় উপধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত অর্ডিনান্স অনুসারে তাঁহার উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল।

মুলতান জেল হইতে মুক্ত আটটি আকালী জাঠার লোকগুলি গত ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহারা [illegible] মামলায় দণ্ডিত হইয়াছিল।

মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সেনার বিপদ

হারবিন হইতে প্রকাশ, বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে অভিযানকারী মুরাই ব্রিগেড নামক জাপানী প্রহরী সৈন্যদলের প্রধান বাহিনীর এক বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিদ্রোহীরা উক্ত বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের প্রধান যাতায়াতের রাস্তাটি ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। ফলে জাপানী বাহিনীর পশ্চাদ্গমনের প্রধান পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ইম্পিয়ানোর পূর্ব্বে অবস্থিত চীনের পূর্ব্ব রেলপথের পূর্ব্ব শাখার কর্ত্তৃত্ব এখন প্রকৃত পক্ষে বিদ্রোহীরাই করিতেছে। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে।

স্বর্ণচোর গ্রেপ্তার

উরগাঁও হইতে প্রকাশ, রাম আচারী নামে একজন স্বর্ণকারকে গত ২১শে এপ্রিল রাত্রি ৯টার সময় বোরিংপেটের নিকটে গ্রেপ্তার করা হয়। খানাতল্লাস করা হইলে, তাহার জামার ভিতরের পকেটে ৯ শত টাকা মূল্যের ৩৯ তোলা স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। কোলার স্বর্ণখনির স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় খনি আইনের ৬ ও ১৩ ধারা অনুযায়ী তাহার বিচার করিবেন। এই গ্রেপ্তার ও দ্রব্যপ্রাপ্তির জন্য ক্রাইম ডিটেকটিভ বিভাগের রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারেরই। এইরূপ ৬ হইতে ৩৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের স্বর্ণ খানাতল্লাসের ফলে পাওয়া গিয়াছে।

দাঙ্গায় দুই জনের মৃত্যু

পাটনা হইতে প্রকাশ, এখানে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গেল যে, পাটনা জেলার অন্তর্গত বিহার মহকুমার থয়রা নামক গ্রামে কৃষকদের এক দাঙ্গার ফলে চার জন আহত হয়। পরে ইহাদের দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রকাশ, এই গ্রামের মুসলমান জমিদারের হিন্দু প্রজাদের মধ্যে কিছুদিন হইতে বাকী খাজনার জন্য মামলা প্রভৃতি চলিতেছিল। গত বকরঈদের সময় উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু গোলযোগ হইয়াছিল বলিয়া সতর্কতার ব্যবস্থা হিসাবে শান্তি রক্ষার জন্য পুলিসদল সহ জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেখানে রাখা হয়। ২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত অপ্রীতিকর কিছু ঘটে নাই। ফলে এই সময় পুলিসবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। পরে প্রজারা জমিদারদের জন্য কাজ করিতে অসম্মত হওয়ায় গোলযোগ বাড়িয়া উঠে। ফলে দাঙ্গা বাধে এবং উক্ত প্রকার ফল

দৈনি—   শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৶৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড]   সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি   [৪৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩৯, ২৭শে এপ্রিল ১৯৩২

পণ্ডিত মালব্যের কারাবাস

পোষ্টআফিসে পিকেটীং

কোয়েটায় বড়লাট

ট্রেণে হেড কনষ্টেবল নিহত

পোষ্ট অফিসে গুলীবর্ষণ

সর্দ্দার শিব সিং গ্রেপ্তার

খুন ডাকাতি ও চুরী

মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত জনৈক চোবে

আজমীরে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

সমাধিক্ষেত্রে মস্তক ছেদন

ডাক বাক্সে অগ্নি-সংযোগ

নানা কথা

পণ্ডিত মালব্যের কারাবাস

দিল্লী হইতে প্রকাশ, আরও অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, কিছুদিন যাবত পণ্ডিত মালব্যের স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে—ইহা বিবেচনা করিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষ পণ্ডিতজীকে দিবাভাগে জেলের মধ্যে তাঁহার পাচক ও ভৃত্য রাখিবার অনুমতি দিয়াছেন। ১৯৩০ সালেও তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। পণ্ডিতজীর গৃহচিকিৎসক ডাঃ মঙ্গল সিং তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। তাঁহাকেও অন্যান্য সঙ্গীর সহিত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আরও জানা গেল যে, গত ২৪শে এপ্রিল পণ্ডিতজীর গ্রেপ্তারের পর পুলিশ প্রথমতঃ তাঁহার মালপত্রগুলি কোতোয়ালীতে লইয়া যাইতে চাহে। কিন্তু পরে সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করা হয়। ফলে উহার মধ্য হইতে দুইখানি চিঠি হস্তগত করা হয়। অতঃপর মালপত্রগুলি বিরলা ভবনে যাইতে দেওয়া হয়।

কোয়েটায় বড়লাট

কোয়েটা হইতে প্রকাশ, বড়লাট লর্ড উইলিংডন ও তদীয় পত্নী লেডী উইলিংডন পররাষ্ট্র, প্রাইভেট ও মিলিটারী সেক্রেটারীগণ সহ গত ২৩শে এপ্রিল বেলা একটার সময় এখানে পৌঁছিয়াছেন। বড়লাটের এজেন্ট ও বেলুচিস্থানের চীফ কমিশনার ও বেলুচিস্থান বাহিনীর অধিনায়ক ও কোয়েটার পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্ত্তৃক বিমানপোতাশ্রয়ে তাঁহারা সম্বর্দ্ধিত হন। ৩১ বার তোপধ্বনি হইবার পর তাঁহারা মোটরে করিয়া রেসিডেন্টের আবাসে যাত্রা করেন।

খুন, ডাকাতি ও চুরি

সিদ্ধান্তবাগমায়া হইতে প্রকাশ, মহিষকোলার ললিত কর্ম্মকারকে খুন করিয়া ডাকাতে তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন লইয়া গিয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই।

বরাট গ্রামের একজন অর্থবান জোলার বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে তাহার পরিবারবর্গকে মারপিঠ করিয়া ডাকাতেরা যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে।

রূপপুর বাজারে এক বেশ্যার ঘরে সিঁধ কাটিয়া চোর প্রবেশ করিয়া তাহার অলঙ্কার, নগদ টাকা, কাপড় ইত্যাদি সমস্তই লইয়া গিয়াছে।

পোষ্ট অফিসে গুলীবর্ষণ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, সেণ্ট থামসের পোষ্ট আফিসে দস্যুদের গুলীতে একজন গোয়েন্দা পুলিশ নিহত ও দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে জানা যায় যে দস্যুদল পোষ্ট অফিসে হানা দিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছে। ইহাতে গোয়েন্দা পুলিসের সাহায্য চাওয়া হয় এবং পোষ্ট অফিসে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। গত ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় ৪ জন লোককে সন্দেহযুক্ত ভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখিলে এ সংবাদ গোয়েন্দা পুলিশদের জানান হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে দস্যুদল পুলিশের প্রতি গুলী ছোড়ে; ফলে একজন পুলিশ নিহত হয়। অপর দুইজনের অবস্থাও শঙ্কাজনক। দস্যুদল পলায়ন করিবার সময় পথে দলের একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আজমীরে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে এপ্রিল আজমীরে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। লৌহ ব্যবসায়ী রামদাসের মস্তক কে বা কাহারা চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার লোহার সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার একজন ভৃত্য পলায়ন

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বাঁকুড়া
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিক কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীমধুব্রত ডাক্তার এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেমপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীঅর্পিতবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভূষণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাজনগোপাল পাট

কাঠালপুর, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৪ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২৭শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ বুধবার | ৪০শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১১।৪।৩২ তারিখে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত লাউগ্রাবাদ গ্রামে একটী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল, স্থানীয় শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতাশ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ এতদ্রূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তৎপর দিবসও একটী বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই দিনও বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সমক্ষে ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য চারি ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ইহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় বাস্তবিকই বাস্তব সুদৃঢ় সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যকে আশ্রয় করিলে জগদ্বাসীর নিত্য মঙ্গল সাধিত হইবে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সকলে আরও বুঝিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে নামধারী যত মঠ, মন্দির, আখড়া-বাড়ি আছে, তৎসমস্তই শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচারের দ্বারা পরিশোধিত এবং পরিমার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। এবং তাহা হইলেই জগতের বাস্তবিক মঙ্গল সাধিত হইবে।

ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে

২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রিক ও সঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে, অপর দিকে শ্রীমঠের দ্বিতলে শ্রীল প্রভুপাদ উপবিষ্ট আছেন; শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বেদান্ত-বাচস্পতি, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতি-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ একে একে আসিয়া দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপবিষ্ট হইলেন। সকলের শ্রবণোৎসুক্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষি জনে' বাক্যের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রভুপাদ এই বিষয়টী কিছুদিন পূর্ব্বে একবার শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয় ভবনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সেই ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীনদীয়া-প্রকাশে ৩৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদতিরিক্ত শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—'হিরণ্য-কশিপু'-জাতীয় ব্যক্তিমাত্রই ভক্তদ্বেষী; প্রহ্লাদানুগ-গণ সর্ব্বদাই তাহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'হিরণ্য' শব্দের অর্থ সুবর্ণ বা প্রাকৃত ধন এবং 'কশিপু' শব্দের অর্থ শয্যা। যাহারা প্রাকৃত ধন ও সুকোমল শয্যায় আসক্ত, অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়া জগতের যাবতীয় দ্রব্য ভোগ করিতে প্রধাবিত, তাহারাই 'হিরণ্যকশিপু' আর প্রকৃষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদোৎপাদনই প্রহ্লাদের কার্য্য। হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদাই প্রহ্লাদের সেবাকার্য্যে বাধা প্রদান করিবে; সে তাহা না করিয়া পারে না; তাহাকে ঐ প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে, অন্ততঃ প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইতে না পারে তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশই প্রহ্লাদের 'হিরণ্যকশিপু'র প্রতি চরম দয়া। আমার দেহ, আমার স্বজন—যে কেহ আমাকে ভগবদ্ভক্তির পথে বাধা প্রদান করে, সেই ভক্তদ্বেষী; প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে হইলে, ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষিগণের প্রতি প্রকাশ করিতেই হইবে। শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং হিরণ্যকশিপুর বক্ষবিদারণদ্বারা ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রহ্লাদ স্বীয় ভক্তদ্বেষী পিতা হিরণ্যকশিপুকে 'অসুর' প্রভৃতি বাক্য-সম্ভাষণ দ্বারা 'ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষিজনে' বাক্যের জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে

'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে' ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ 'কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে' ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই বাক্যের অর্থ জানিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণ কর্ম্ম কি? তাহা জানা প্রয়োজন। জগদ্বাসীকে মায়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করাই প্রথম 'কৃষ্ণকর্ম্ম'। বহির্ম্মুখ ব্যক্তি সকলের অগ্নির প্রতি প্রধাবিত পতঙ্গের ন্যায় বিষয় ভোগের অভিলাষ ও প্রার্থনা থাকিলেও পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং—

"আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

—এই বাক্যদ্বারা কৃষ্ণ-কর্ম্মের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। গীতার "যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোসি, দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"—প্রভৃতি বাক্য কৃষ্ণ-কর্ম্মের গৌণ-প্রতীতি। "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥" "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"—প্রভৃতি শ্লোকে কৃষ্ণকর্ম্মের মুখ্য প্রতীতি। কামকে এই সকল কৃষ্ণ-কর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত করাই 'কামকে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে' বাক্যের তাৎপর্য্য। 'কাম' কামদেব শ্রীমদনের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে; তাহা না করিয়া নিজের সেবায় নিযুক্ত করিলে অর্থাৎ কামাসক্ত হইলে বিষধর সর্পকে আলিঙ্গনের ন্যায় মৃত্যু অনিবার্য্য। জানিয়া শুনিয়া বিষ খাওয়া বা সেধে ছেড়ে মৃত্যুরূপী ভোগের প্রশ্রয় দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। অতএব আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ থাকা কর্ত্তব্য—

'তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।'

সম্পত্তির জন্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(পূর্বপ্রকাশিত ৮৪শ সংখ্যার পর)

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক ভক্তিবিনোদ

অমন্দোদয়দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট-পূরক শ্রীল ভক্তিবিনোদ-পাদপদ্মে নিষ্কপট শরণাগতিরূপ অমল উপাদান লইয়া যেদিন আমরা উপস্থিত হইতে পারিব, সেদিন আমাদের অজ্ঞান তিমিরান্ধ নয়ন তদীয় অকৃত্রিম সেবাচেষ্টা-সুদর্শন প্রভায় সত্য সত্যই ভাবে উন্মীলিত হইবে। স্বরূপ আচার-প্রচারপরায়ণ ষড় গোস্বামীবর্গ এবং আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি যে প্রকার আচার চেষ্টা দ্বারা ভূতলে শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-পূর্ত্তির দিব্য আদর্শ সুপ্রকটিত করিয়াছেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তদ্রূপই পূর্ণমাত্রায় শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ সেবা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। যৎকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার মোহিনী নেশায় উন্মত্ত হইয়া তথাকথিত শিক্ষিত-মন্য সম্প্রদায় "আমাদের যাহা কিছু সকলই ভ্রান্তিপূর্ণ, ভগবান্ নাই, বেদ চাষার গান" ইত্যাদি মহাপরাধময়ী ধারণাকে পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সখিভেকী, চূড়াধারী, অতিবাড়ি, গৌরাঙ্গনাগরী ইত্যাদি ধর্ম্মধ্বজী অসৎকুল সমাজদেহের রক্ত সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ-অস্থিদের উপর পৈশাচিক নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল, যখন অপসাম্প্রদায়িকগণের ইন্দ্রিয়যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করাকেই অজ্ঞ জনসাধারণ 'গুরুপূজা' বলিয়া এতাদৃক হইতেছিল, আরও অসংখ্য প্রকার কদাচারের স্তূপে যখন ভারতের শুদ্ধভক্তি-গগন তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, অপ্রাকৃত গোস্বামী শাস্ত্রের নামে যখন অসদ্ব্যাক্ত-বর্গের দুরভিসন্ধিমূলে বাঁচত প্রাকৃত সহজিয়া ভাবদুষ্ট পুস্তকগুলি লোকের বিবর্ত বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত করিতেছিল, তখন এই পরম দয়াল মহাজন নিখিল শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ, উপনিষদাদি এবং চৈতন্যপ্রেষ্ঠ গোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্ত-শাস্ত্ররত্নাকর মন্থন করিয়া সহস্র ভাষায় শতাধিক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া জানাইলেন—ভক্তি কি বস্তু, ভক্তই বা কি বস্তু আর একমাত্র ভজনীয় শ্রীভগবানই বা কি বস্তু। জগতের দুঃখদৈন্য নিবারণের জন্য অনেকে অনেক চেষ্টা করেন সত্য, কিন্তু স্বরূপাবস্থিত হইয়া স্বরূপের বাণী কীর্ত্তন না করার দরুন তাঁহাদের সেই চেষ্টা নিরর্থকতায় পর্য্যবসিত হয়।

অহৈতুক কৃপাবারিধি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সদ্বৈদ্যরাজের ন্যায় জীবকুলের ভবরোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ত্রিতাপাদি অবর্ণনীয় অনন্ত ক্লেশের মূলীভূত কারণ-বীজ যে অনাদি ভগবদ্বিমুখতা, তাহা সাধারণ কর্ম্মীরগণের অনুসন্ধানের বিষয় নহে। কিন্তু এই অপ্রাকৃত গৌরশক্তি সম্পন্ন ভক্তবীর শাস্ত্রসিদ্ধান্তরূপ শাণিত অস্ত্রের দ্বারা জীবের মনোদম্ভপ্রসূত যাবতীয় অসৎ পীড়া-স্ফোটক আরোগ্য করিতে একান্ত দক্ষ। তদীয় মহাদান সিদ্ধান্ত-খনির মহামণি-মঞ্জুষা স্বরূপ—অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীগৌর-করুণাসিন্ধুর কৌস্তুভ স্বরূপ—অমা রজনীর সূচিভেদ্য অন্ধকারে একমাত্র আলোক-স্তম্ভ স্বরূপ—সাগর বক্ষে পথহারা পথিকের ধ্রুবতারা স্বরূপ—প্রেমামর কল্যাণ-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল-রসপূর্ণ ঐ অপ্রাকৃত সহজ ভাব-সুশোভিত শ্রীগ্রন্থরাজ। ঐ সমুদয় গ্রন্থরত্নমালার যে কোনও একটীর যদি কেহ নিষ্কপটে সেবা করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব জ্ঞানে মহাজ্ঞানী অর্থাৎ সকল জ্ঞানের মুকুটমণি কৃষ্ণজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারেন। এ বিষয়ে মাদৃশ দীনাধমের অধিক বলাই বাহুল্য; কারণ—'প্রেমপ্রদীপ' 'কল্যাণকল্পতরু' 'হরিনামচিন্তামণি' 'জৈবধর্ম্ম' ইত্যাদি গ্রন্থরাজের অকপট কৃপায় এই ভীষণ কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বিশ্বসংসারের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাগ্নির দাবদাহ হইতে আজকাল অনেকেই চিরতরে অব্যাহতি পাইয়া নিত্যকল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় শান্তি অনুভব করিতেছেন।

গৌরমনোহভীষ্ট-সাধনব্রতপরায়ণ ঠাকুরের অদ্ভুত দান-মাহাত্ম্যের বর্ণনা গাহিবার মত শক্তি এই পামরের বিন্দুমাত্রও নাই।

গৌরধাম প্রকাশক ভক্তিবিনোদ

ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ যখন কৃষ্ণাভক্ত লম্পটকুলের তাণ্ডব নৃত্যে কম্পিত হইতেছিল, যখন ভক্ত-ভগবৎ-পাদরেণুপূতঃ তীর্থস্থান-সমূহ বাউলকুল লোভী কামাতুরগণের কপট ব্যবসায়ের প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল,—অপ্রাকৃত ধামে যখন মাধবের কাম-সেবার পরিবর্ত্তে কড়ামায়া-পিশাচিনীর কাম-সেবার পণ্য-বিপণি স্থাপিত হইয়াছিল, তখন পতিতপাবনাবতার শ্রীশচীনন্দনের প্রকটভূমি অভিন্ন ব্রজমণ্ডল শ্রীমায়াপুর-ধাম লোকলোচন হইতে আপনাকে বহুদিন সুগোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনাচার, ধামের সেবার পরিবর্ত্তে কামের নৃত্য দেখিয়াই যেন ধামাধিপতি শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় প্রিয়ভূমিকে অতি যত্নে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আবার দয়াময় শ্রীগৌরসুন্দরেরই প্রেরণায় এবং নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত গৌরপ্রাণময় সাধুবর্গের অপ্রাকৃত নির্দ্দেশে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভু গৌর-জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর অর্থাৎ যোগমায়া-সেবিত লীলানিকেতন গৌরপুরকে পুনঃ প্রকাশিত করেন। অনেক মৎসর কপট ব্যক্তি নানাস্থানে গৌরধামের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু অনেকেই এজন্য অহৈতুক-কৃপাময় ভক্তিবিনোদ প্রভুর পদকমলে অপরাধী হইতেছে। কপটগণ নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবে। সজ্জন ভক্ত-সমাজ ধাম প্রকাশক ঠাকুর মহাশয়ের অপার কৃপা স্মরণে নিত্যকাল তদীয় চরণে শ্রদ্ধায় পুষ্পচন্দন প্রদান করিতেছেন। আজ গৌর-প্রকট-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে কোটি-কোটি যাত্রী ভক্তগদগদকণ্ঠে মাধবপ্রিয় ভক্তিবিনোদ প্রভুর জয়গাথা গান করিতেছেন। তদীয় বিরচিত 'ধাম-মাহাত্ম্য' 'নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ' নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ প্রভৃতি যিনি শুদ্ধপ্রপত্তি সহকারে আলোচনা করিবেন তিনিই শ্রীধামের অপূর্ব্ব মধুর মাহাত্ম্য ও অতি উচ্চ প্রেম পরাকাষ্ঠাময়ী ভাবসমূহের ঔদার্য্য মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। সুকৃতিমন্ত জনগণ আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীধাম-অন্তর্দ্বীপে সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন করিয়া ভক্তি-অনুকূল অন্যান্য সাধনাঙ্গ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

যুগাচার্য্য ভক্তিবিনোদ

আজকাল হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাটে, বা ক্লাবের মধ্যে, থিয়েটার-হলে, রেস্তোরাঁয়, প্লে গ্রাউণ্ডে তথাকথিত যুগাচার্য্য নামধারী মনোধর্ম্মীর প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ইহারা নিজ নিজ অপস্বার্থমূলে আত্মকল্পিত আচার্য্য সাজিয়াছেন। কিন্তু কালযুগের ধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন ইহাদের আচার প্রচারে অহৈতুক কৃষ্ণসেবার্থে পরিগৃহীত হয় নাই। নিরপেক্ষ সুধীগণ যদি সাধুভক্তের কৃপা-প্রভাবে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এ বিষয়ে একটু প্রত্যক্ষ করেন, তবেই দেখিতে পাইবেন যে, নিষ্কপটতাপূর্ণ অমল আত্মবৃত্তি ইহাদের কাহারও মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই। দেহ ও মন তাহাদের সম্রাট আত্মা-রূপী মালিককে ঘুম পাড়াইয়া 'চং' আচার্য্য সাজিয়া সরল লোকের চক্ষুতে ধুলি দিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতেছেন।

"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

—এই পরমসত্য বেদ বাণী ইহাদিগকে একান্তভাবে বর্জ্জন করিয়াছে। কেহ বা ভুক্তির কথা, কেহ মুক্তির কথা, আবার কেহ কেহ নানাবিধ অন্যাভিলাষের কথা প্রচার করিয়া নিজেকে নিজে যুগাচার্য্য বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন। কিন্তু যুগাচার্য্য ভক্তিবিনোদ জলদগম্ভীরধ্বনিতে গাহিলেন—"কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনই একমাত্র যুগধর্ম্ম; অপরাপর ধর্ম্ম কলির ধর্ম্ম—মায়ার ধর্ম্ম—বিরূপের ধর্ম্ম। নিখিলচেতনের একমাত্র ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম।"

জগতে বর্ত্তমানে যত প্রকার কথা ধর্ম্ম প্রচারের নামে চলিতেছে ঐ সমুদয় কুটিলগত্তপূর্ণ কলির কথা মাত্র। শুদ্ধ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ভিন্ন যে জীবের আর কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তির মূল পুরুষ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই ইহা সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন। আজ সমগ্র ভারতবাসী ন্যূনাধিক পরিমাণে কীর্ত্তনমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতেছেন। দিকে দিকে আজ নাম সূর্য্যের চেতনপ্রভা বিচ্ছুরিত হইয়া ভজনপরায়ণগণের চিত্তামোদ বর্দ্ধন করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের ভগীরথ, ভক্তিবিনোদ দয়ার অলৌকিক বিগ্রহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভিন্ন অপর কৃষ্ণেতর বাঞ্ছাসম্পন্ন মর্ত্ত্যজীবকে সুধীগণ কখনই যুগাচার্য্য কহেন না। গৌরশক্তিস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপার করুণাই মাদৃশ পতিতাধমের ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিলাভের একমাত্র শুভ সন্ধানী।

শ্রীহরিবাসর ও উপবাস-তালিকা

পার্শ্বৈকাদশী—২৫শে ভাদ্র শনিবার ১০ই সেপ্টেম্বর।

বামন-দ্বাদশী—২৬শে ভাদ্র রবিবার ১১ই সেপ্টেম্বর।

একাদশী—১০ই আশ্বিন সোমবার ২৬শে সেপ্টেম্বর।

একাদশী—২৪শে আশ্বিন সোমবার ১০ই অক্টোবর।

একাদশী—৯ই কার্ত্তিক বুধবার ২৬শে অক্টোবর।

গোবর্দ্ধন পূজা—১৩ই কার্ত্তিক রবিবার ৩০শে অক্টোবর।

উত্থানৈকাদশী বা ভূমী মহাদ্বাদশী ২৩শে কার্ত্তিক বুধবার ৯ই নভেম্বর।

একাদশী—৮ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ২৪শে নভেম্বর।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে

এ আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে ... সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। ... ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

... হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে ..., ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা ... ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা ... লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্বাবিধ ... রের অ... মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের ... ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥ আনা, পাঁচটা ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড়, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং ... যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ...গণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে ... ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

—বার্ষিক ৬৲, ত্রৈমাসিক ২৷০, মাসিক ১৲, নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥০, ... কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রীয় আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বা অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমা জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকাভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ... সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, চাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ... ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউজিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২৮শে এপ্রিল ১৯৩২

নদীয়ায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

অনশনের জ্বালায় সন্তান হত্যা

৩৫ জন দস্যুর ফাঁসী

মাদ্রাজে ডাক বাক্সে আগুন

কমিশনারকে গুলী

পেশোয়ারে জনতার উপর গুলী

লর্ড লরেন্সের মূর্ত্তি ভঙ্গ

দুদিনে আটশত গ্রেপ্তার

পোষ্টাফিসে রিভলবার যুদ্ধ

হরিপাল সশস্ত্র ডাকাতির মামলা

পুস্তিকা পাঠেও বিপদ

নানা কথা

নদীয়ায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মেহেরপুর (নদীয়া) হইতে প্রকাশ, এই মহকুমার অন্তর্গত মহাজনপুরের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী শ্রীযুত রোহিণীলাল কুণ্ডুর গুদামে সম্প্রতি আগুন লাগিয়া ৭০,০০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ৭০০০ হাজার মণ পাট ভস্মীভূত হইয়াছে।

লর্ড লরেন্সের মূর্ত্তি ভঙ্গ

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে এপ্রিল রাত্রি ৮টার সময় ৪জন শিখ হাতুড়ি ও অন্যান্য অস্ত্র সাহায্যে মল রোডে লর্ড লরেন্সের ব্রঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা যখন প্রস্তর মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিতেছিল, তখন বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করিতেছিল। প্রস্তর মূর্ত্তিটির দুইটী হাতে যে কলম এবং তরবারি ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়াছে এবং মূর্ত্তিটির তলদেশও ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

৩৫ জন দস্যুর ফাঁসী

মেক্সিকোসিটি হইতে প্রকাশ, মেক্সিকো প্রদেশের প্যাচো ডেল মাচো নামক সহর আক্রমণ করা সম্পর্কে ধৃত ৭০ জন দস্যুর মধ্যে ৩৫ জনের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

গত ২১শে এপ্রিল ১৭ জনের এবং ২২শে এপ্রিল ১৮ জনের, মোট ৩৫ জনের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

পোষ্টাফিসে রিভলবার যুদ্ধ

মার্সেলিস হইতে প্রকাশ, সেণ্টবার্ণা-বেষ্টিত একটী সহরতলী পোষ্টাফিসে পুলিস ও দস্যুদলের মধ্যে রিভলবার ছুড়িয়া একটী ছোটখাটো রকমের লড়াই হইয়া গিয়াছে। ফলে একজন গোয়েন্দা [illegible]

এবং আরও ২জন মারাত্মক ভাবে আহত হইয়াছে। বাঁচিবার আশা নাই।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে জানা যায় যে, দস্যুদল উক্ত পোষ্টাফিসটি লুণ্ঠন করার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া একদল গোয়েন্দা পুলিশ আনয়ন করা হয়। গত সন্ধ্যায় আফিস বন্ধ হওয়ার সময় ৪ জন লোককে টেলিফোন গাইড দেখার অছিলায় অপেক্ষা করিতে দেখিয়া জনৈক কেরাণীর সন্দেহ হয়। গোয়েন্দা পুলিশকে খবর দিলে তাহারা আসিবামাত্র ঐ লোকেরা কাউণ্টারের আড়ালে থাকিয়া কাউণ্টারের ছোট ছোট জানালা দিয়া গুলী করে। ৩ জন গোয়েন্দাকে গুলী করিয়া দস্যুরা পলায়ন করে। জনৈক পথিক একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কমিশনারকে গুলী

আজমীরের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৩শে এপ্রিল মীর ও মাড়োয়ারের কমিশনার মিঃ ই, সি, গিবসন, গত ২৩শে মধ্যাহ্নে এক যুবক আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তিনি যখন মধ্যাহ্ন কালে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডের আফিস হইতে সিটী ইন্‌স্পেক্টর খাঁ সাহেব সৈয়দ আহম্মদের সহিত বাহির হইতেছিলেন সেই সময় তিনি আক্রান্ত হন। প্রকাশ, আততায়ী ৪৷৫ হাত দূর হইতে কমিশনার লক্ষ্য করিয়া পাঁচটা রিভলভার গুলী করে; কিন্তু সকলগুলিই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। মিঃ সৈয়দ আহম্মদ বিশেষ তৎপরতার সহিত পশ্চাৎ দিক্ হইতে রিভলভার ধরিয়া ফেলেন। অবশেষে আক্রমণ কারীকে পরাভূত করিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করিবার সময় যে ধস্তাধস্তি হয় সেই সময়ও নাকি আরও কয়েকটা গুলী করে। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বাঁকুড়া
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাসুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধনেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১২

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরূপ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রী নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রভাকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমান দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীমহেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউৎকর্ষ অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এলাহাবাদ প্রয়াগ ষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিবাসন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

মাজরাম পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীচাক, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং মায়াপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনামসংকীর্তন ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

মরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীদয়পতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, ডাওড়া

এখানে বড়কুলমণি শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ ... ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ... গৌড়ীয় মঠ

... [illegible]

রক্ষক—শ্রীমহিমামোহন ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৫ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৮শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৪৬শ সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে মহোৎসব

গত ২রা বৈশাখ (১৩৩৯) শুক্রবার শ্রীরামনবমী দিবস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত আমলাজোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠের বাৎসরিক মহামহোৎসব বহু সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবদিবস অতি প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গল আরাত্রিক সমাপনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজকে অগ্রণী করিয়া মঠস্থ সেবকবৃন্দ ও স্থানীয় বহু ভক্ত এবং সজ্জনগণ এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির করেন।

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর ভোগারাত্রিক গীত সমাপন হইবার পরে গ্রামস্থ এবং নানাস্থান হইতে সমাগত স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে বহু ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আমলাজোড়ানিবাসী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্যক্তিগণ, বহু গরীব, দুঃখী, অনাথ, আতুর সকলেই বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ পাইয়া বহু আনন্দ সহকারে পুনঃ পুনঃ গুরু গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিতে দিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। ঐ দিবস রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় ৬।৭ শত লোকে প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ মঠে উপস্থিত হন। ইনি নানাস্থানে প্রচারকার্য্য করিতেছিলেন, মহোৎসবে যোগদান করিয়া সকলেরই বিশেষ প্রীতিসাধন করিয়াছেন।

সন্ধ্যায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সন্ধ্যা আরাত্রিক-কীর্ত্তন হওয়ার পর এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়, সভায় যে-সকল সভ্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েক জনের মাত্র নাম উল্লেখ করা গেল।

---

(১) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বি-এ, হেড মাষ্টার, (২) শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র শেঠ ইনস্পেক্টর রাণীগঞ্জ, (৩) ডাক্তার হরিদাস মুখার্জ্জী এম্-বি, (৪) শ্রীযুক্ত শশধর সরকার বি, এ, (৫) শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সরকার (৬) শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ঘোষ, ( ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার, (৮) শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন ভট্টাচার্য্য, (৯) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভার অধিবেশনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ঘোষ বি-এ, হেড মাষ্টার মহোদয় সভায় দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ সভ্যবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক এক নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। এতৎ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার বলিবার বিশেষ কিছু নাই; আপনারা আমাদের অতিথি, কিন্তু আমরা অতিশয় দীন। আমরা অন্তরের সহিত আপনাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আদেশে ও কৃপায় আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। এখানে যাহাদের ও যে মহাপুরুষগণের আগমনফলে অর্থাৎ এখানে শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও তদনুগত শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজাদি মহাপুরুষগণের আগমন ফলে এই স্থানে যে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার আমাদের সুযোগ হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা নিজদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি।"

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বিগত ৮ম বর্ষের ১১শ ও ১২শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে শ্রীল প্রভুপাদ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া শ্রবণ করান। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় দুইঘণ্টাকাল ধরিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামিজী মহারাজ বক্তৃতামুখে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট যে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার চুম্বক যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে,—"আমাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্যাদি ও সহায়তা দ্বারা যাঁহারা আমাদিগের হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করা আমাদের একান্ত আবশ্যক।

অতঃপর কতিপয় মহদন্তঃকরণ ব্যক্তির গুণাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর ঐ দিবস সভার কার্য্য সমাপন করা হয়। যে সকল ভক্তবৃন্দ এবং সদাশয় ব্যক্তি প্রচারকগণের সেবাময় প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা করা হয়।

ইঁহাদিগের মধ্যে (১) হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বি, এ, (২) জ্যোতিরাজ দাসাধিকারী, (৩) হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (৪) প্যারীমোহন ঘোষ, (৫) যোগীন্দ্রনাথ সরকার, (৬) আশুতোষ সরকার, (৭) হরিদাস সরকার, (৮) গণপতি সরকার, (৯) রাখালদাস সরকার, (১০) যমুনা মজুমদার বি-এ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাধুমুখেই ভগবৎকথা শ্রোতব্য

স্বীয় আশ্রিতজনগণকে বাঞ্ছিত বিবিধ পুরুষার্থরূপ ফল প্রদান করেন বলিয়া বেদই কল্পবৃক্ষসদৃশ। বেদের কথা বিস্তারিতভাবে পুরাণাদিরূপ অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণাদিরূপ অন্যান্য শাস্ত্রের যে বিবিধ পুরুষার্থরূপ ফল প্রদানের যোগ্যতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

পুরুষার্থরূপ ফল দ্বিবিধ, যথা, ঐহিক ও আপবর্গিক। ঐহিক ফলের নাম—ধর্ম, অর্থ ও কাম। আপবর্গিক ফলের নাম ভগবৎপ্রেম। ধর্ম, অর্থ, কাম-রূপ ফল নশ্বর, দোষদুষ্ট ও সংসার গতির প্রাপক; এজন্য উহা হেয় বলিয়া সজ্জনগণ কর্তৃক বিবেচিত হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রেমরূপ আপবর্গিক ফলের নিত্যত্ব ও সুস্বাদুত্ব হেতু সজ্জনগণ উহাকে সমাদরে বরণ করিয়া থাকেন।

ভগবদ্বস্তুকে আমরা চর্মচক্ষে দেখিতে পাই না, তজ্জন্য আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা সহসা লাভ করিতে পারি না। বেদাদি শাস্ত্রে ভগবানের কথা বর্ণিত আছে এবং তাহা হইতেই আমরা ভগবৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে এবং কি উপায়ে ভগবৎপ্রেম সহজে লাভ করা যায় তাহা অবগত হইতে পারি।

বেদাদি শাস্ত্রে ঐ সকল অতি গূঢ়ভাবে বর্ণিত আছে। নিজ চেষ্টায় অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য কখনই বুঝিতে পারা যায় না। তাই অনেক ভক্তপ্রবর বলিয়াছেন—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে", এই বাক্যটীকে কেহ তুচ্ছবোধ করিবেন না। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই এই বাক্যটীর সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে —

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

অর্থাৎ হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষ-ভাবনা-চতুর ভক্তবৃন্দ, শ্রীশুক-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্য প্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, ত্বক্ অস্থি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশরহিত তরল পানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল আপনারা মুক্তাবস্থায়ও পুনঃপুনঃ পান করিতে থাকুন, পরমমুক্ত

পরমার্থ-বাণী-বিজ্ঞান

(শ্রীযুক্তা প্রভা দেবী)

আমরা এই আপাতমনোরম, পরিদৃশ্যমান নশ্বর জগতের হেয় গুণে বিমুগ্ধ হওয়া পরমার্থ-বাণী-বিজ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হইতেছি। হেয়-গুণবিবর্জিত পরম বাস্তবসত্য অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের বাণী-বিজ্ঞানে বিজ্ঞ জন বৈষ্ণব ঠাকুর আমাদের এই বঞ্চনার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, একমাত্র নিত্য সত্য পরমার্থ-বাণী-বিজ্ঞান- কৃষ্ণকীর্তন-যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ পরমার্থ-বাণী-বিজ্ঞানপ্রদাতা যুগাচার্যবর্যের অহৈতুক-কৃপা-আবাহনে নিখিল বিশ্বের চেতন প্রাণীবর্গ আনন্দ-স্পন্দন লক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু হায়, আমার মত অযোগ্য কপট স্বার্থপর ব্যক্তিগণই এই কীর্তনবাণী-বিজ্ঞান যজ্ঞের আবাহনে বঞ্চিত হইবার যত্নাগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। নিতান্ত ভাগ্যহীন আমরা মনস্তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া দেহমনোধর্মের প্রাধান্য অবলম্বন করিয়া নিরয়বর্ত্মেরই অনুসন্ধানে প্রধাবিত হইতেছি। একমাত্র নিত্য সত্য কৃষ্ণ কীর্তনযজ্ঞে যোগদানের যত্নাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নাম অপরাধ অর্জন করিতেছি।

পরমদয়ালু দাতাশিরোমণি আচার্য্য বর্য্য আমাদের মত শ্রবণ-কীর্তন-বিহীন পুরুষগণও স্বর্গাদি সুখের ন্যায় উহাকে তুচ্ছ জ্ঞান না করিয়া নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিতে শুক-মুখ হইতে নিঃসৃত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রপক্ক অবস্থায় ফল বৃক্ষ হইতে চ্যুত হয় অর্থাৎ উহা আর বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষে সংলগ্ন থাকে না। সুতরাং প্রপক্ক ও গলিত ফলকে বৃক্ষেতে অনুসন্ধান না করিয়া যথায় উহা পতিত হইয়াছে সেই স্থানেই অনুসন্ধান করা বিধি। এই নিয়মানুসারে বেদরূপ বৃক্ষের প্রপক্ক ও গলিত ফলরূপ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন স্বতন্ত্রভাবে বেদের আলোচনা হইতে লাভ করা যায় না। গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে উহা আস্বাদনযোগ্য। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্বক সেবাবুদ্ধি সহকারে তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন ও বেদাদি শাস্ত্রের কথা পাঠ বা আলোচনামুখেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা ও ভগবৎপ্রেম আস্বাদন সম্ভবপর। অতএব "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে" এই মহাজনোক্তিটী যুক্তিরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে অবস্থিত।

অজ্ঞজনের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিষ্কপট শ্রৌতবর্ত্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত আমাদের শ্রবণেও আদর নাই। বিবরকথাপিপাসু বধির আমাদের শ্রবণবিবরে অভিমর্ত্ত্য মহাজনের অহৈতুক-কৃপাবিভূষিত কৃষ্ণ-কথামৃতধারা প্রবেশ অধিকার লাভ করিল না।

নিত্য বদ্ধ চিত্তকুহরে চেতনের বাণী উদ্বুদ্ধ হইল না। বিমুখমোহিনী মায়াই আমাদিগকে চিরবঞ্চিত করিয়া বিপথগমনে নিযুক্ত করিতেছে। আপাতমনোরম দৃশ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন লোভনীয় বস্তু দর্শনে প্রলুব্ধ করিয়া পরবিদ্যালাভে বঞ্চিত করিতেছে।

আমরা বাসুদেবপরাঙ্মুখ হইয়া অমৃতলাভে বঞ্চিত হইতেছি। সমুদ্রমন্থনকালে ভগবানের নিকট শরণাগত দেবতাগণ অমৃত লাভ করিলেন, আর মিথ্যাচারী কপট অসুরগণ মোহিনীর মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া অমৃত লাভে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হইল।

এই বর্ত্তমান সমস্যাক্ষেত্রে ঠিক সেই অপূর্বমোহন কাহিনীর প্রত্যক্ষ অনুভূতি আনয়ন করিয়াছে।

হে জগদ্গুরু করুণাবারিধে, আপনার নিত্যাশ্রিত নিষ্কপট সেবকগণকে আপনি এখনও অমৃতদানে তৃপ্ত করিতেছেন। আর কপট মিথ্যাচারী অসুরসদৃশ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার কৃপামৃত গ্রহণে অগ্রসর হইতেছে না।

হে প্রভো! আপনার আগমনে বসুন্ধরার কোমল বক্ষে পূর্ণ পরাশান্তি বিরাজ করিতেছে। আর আপনার সুসিদ্ধান্ত বাণীবিনোদ-সেবনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণের পদভরে ধরাদেবী দুঃখে পরিম্লান হইয়াই যেন সময় সময় কাতর আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছেন। এই প্রাকৃতিক বৈষম্য দৃশ্য একমাত্র আপনার নিষ্কপট সেবকগণই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আর একাধারে সকলে আপনার আনুগত্যে আপনার শ্রীচরণ-ছায়ে অবস্থিত হইয়া পরমার্থ-বাণী-বিজ্ঞানবন্যা আনয়ন করিতেছেন। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ দর্শন শ্রবণ বিহীন অজ্ঞজনকেও গৌড়ীয় গগনের বিজয়-বৈজয়ন্তীপতাকা প্রদর্শন করিতেছেন।

হে নিখিল বিশ্বের কল্যাণদাতা প্রভুপাদ! আপনার অভয়ামৃত চরণাম্বুজে মাদৃশ অযোগ্য দাস কেবলমাত্র প্রণাম বিধান পূর্ব্বক কৃপা ভিক্ষা করিতেছে। আপনি কৃপা করিয়া এই অযোগ্য দাসের বিষয়-বন্ধন মোচন করিয়া শ্রীপাদ পদ্মাম্বুজে আশ্রয় প্রদান করুন।

আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ [illegible] ভাবে আপনার অপার মহিমা বর্ণনে অসমর্থ, তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন; অতএব হে স্বামি আচার্য্যদেব, আমার অনন্ত অপরিসীম অপরাধের [illegible] প্রদানপূর্ব্বক আপনার অভয় পাদপদ্মান্তিকে শরণাগতি শিক্ষা প্রদান করুন।

যদি আমরা আপনার [illegible] পদে একান্ত শরণাগত হইতে পারি, তবে আমরা নির্ম্মল অন্তঃকরণে আপনার প্রদত্ত পরমার্থবাণীবিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব, ও নিরপরাধে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইতে পারিব বা বৈষম্য জগতের প্রাকৃত সুন্দরীর মোহিনীশক্তির বিবর্ত্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবনে অগ্রসর হইতে পারিব।

এহেন কর্ম্মকোলাহলময় বিষম সমস্যার দিনে আপনার নিষ্কপট বাণী সেবকগণই একমাত্র ধন্যবাদের পাত্র। নিখিল বিশ্বের আদর্শ প্রদর্শক, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাময়, বৈষ্ণবের আবিষ্কারকারী, অবিদ্যাহরণ-সাহিত্যের অদ্বিতীয় প্রচারক, বহির্ম্মুখজনে নিরতিশয় কৃপালু, অমন্দোদয় দয়ামৃত বিতরণকারী। আপনার কৃপাশক্তি-বৈভব বৈষ্ণবগণের সহিত আপনার শ্রীপাদকমল আমি নিরন্তর বন্দনা করি।

শ্রীহরিবাসর ও উপবাস-তালিকা

একাদশী—২২শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ৮ই ডিসেম্বর।

একাদশী—৯ই পৌষ শনিবার ২৪শে ডিসেম্বর।

একাদশী—২৩শে পৌষ শনিবার ৭ই জানুয়ারী।

জয়ন্তী মহাদ্বাদশী—২৪শে পৌষ রবিবার ৮ই জানুয়ারী

একাদশী—৯ই মাঘ রবিবার ২২শে জানুয়ারী।

ভৈমী একাদশী—২৪শে মাঘ সোমবার ৬ই ফেব্রুয়ারী।

বরাহদ্বাদশী—২৫শে মাঘ মঙ্গলবার ৭ই ফেব্রুয়ারী।

একাদশী—৮ই ফাল্গুন সোমবার ২০শে ফেব্রুয়ারী

একাদশী ও গোবিন্দ দ্বাদশী—২৪শে ফাল্গুন বুধবার ৮ই মার্চ।

একাদশী—৮ই চৈত্র বুধবার ২২শে মার্চ।

রামনবমী—২১শে চৈত্র মঙ্গলবার ৪ঠা এপ্রিল।

একাদশী—২৩শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ৬ই এপ্রিল।

কান্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কান্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুগন্ধিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারগত সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৩০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রাচীন-পুঁথ্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় [illegible]। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৮৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাব

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রাতিকূল্য'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায়বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ত্যাত্ম-অচিন্ত্যাত্ম-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদরুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ।) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলা ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। সারদিরাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্রম-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তিদ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তি মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও সেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের স্থান নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ নু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল গোস্বামী শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার শ্লোকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভজনবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নূতন সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

দুদিনে আটশত গ্রেপ্তার

গত ২৩শে এপ্রিল প্রাতে ৯টা হইতে ১১টার মধ্যে দিল্লীর চাঁদনীচকে জাতীয় মহাসভার ৪৭শৎ অধিবেশন হওয়ার সময় মোট প্রায় চারিশত প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ যখন লাঠি চালনা করিয়া প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দকে বিতাড়িত করিতেছিল, তখন তাহারা সবিস্ময়ে দেখিতে পায় যে, ১৫০ জন প্রতিনিধি ক্লক টাওয়ারের উপর উঠিয়া বিষয় নির্বাচনী সমিতির গৃহীত পাঁচটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমেদাবাদের লক্ষপতি ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুত রণছোড় দাস অমৃতলাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রতিনিধিগণের হাতে প্রস্তাবগুলির ছাপানো কপি ছিল। তাঁহাদের সকলেই প্রস্তাবগুলি মুখে মুখে উচ্চারণ করেন।

"কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হওয়ার অনেক পরেও ক্লক টাওয়ার এবং চাঁদনীচকের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের ধরপাকড় চলিতে থাকে। একশত আকালী স্বেচ্ছাসেবক মিছিল করিয়া কোতোয়ালির নিকটবর্ত্তী গুরুদ্বার মন্দির হইতে বহির্গত হয়। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইতে অস্বীকার করিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২৪শে এপ্রিল প্রাতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় যে চারিশত প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী এবং জয়রাণী দেবী প্রমুখ ১৩ জন মহিলা আছেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে উত্তর ভারতের বিশিষ্ট মুসলেম নেতা মোলানা আব্দুল লতিফ ও মোলানা হাফিজুল রহমান অন্যতম।

এই ধৃত ব্যক্তিদের লইয়া দিল্লী কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে গত দুই দিনের মধ্যে মোট প্রায় ৮০০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হরিপাল সশস্ত্র ডাকাতির মামলা

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, গত ২২শে এপ্রিল চুঁচুড়ার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছয়জন আসামীর বিরুদ্ধে "চার্জ্জ" গঠন করিয়াছেন। হরিপালে সশস্ত্র ডাকাতি করিবার চেষ্টা করায় অভিযোগে তাহারা অভিযুক্ত হইয়াছে। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হরিপাল ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিবার সময় তাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিল। সকল আসামীই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ও তৎসহ ১২০ (বি) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। রামপ্রতাপ দাস ব্যতীত অপর সকল আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০২ ও ২৯৯ ধারা অনুসারেও চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে। রিভলভার ও পিস্তল রাখার অভিযোগে দুইজন আসামী ঐ সকল ধারা ব্যতীত অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

আসামীগণ আপনাদিগকে নিরপরাধ বলে।

রাজবন্দীর মুক্তি

বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশ, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান নৃপেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীমান চিন্তামণি চক্রবর্ত্তী পোষ্টাফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করায় ৫ সপ্তাহের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। গত ১৮ই এপ্রিল তাহাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় তাহারা জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

পুস্তিকা পাঠেও বিপদ

নীলফামারি হইতে প্রকাশ, সহরে কংগ্রেস পোষ্টার বিতরণ সম্পর্কে বিগত ১৮ই এপ্রিল শ্রীযুত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক উক্ত পোষ্টার যখন পড়িতেছিলেন তখন তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে মুসলমান মহিলা গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে গমন করার সময় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস কমিটীর ডিক্টেটর বলিয়া বর্ণিত মুসলমান মহিলা সরকার বেগম এবং এডভোকেট রায়কৃষ্ণ টেণ্ডন, আসফালী ও জফলা প্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌ জেলে রাখা হইয়াছে।

সম্পাদক ও প্রেসরক্ষক অভিযুক্ত

লাহোর হইতে প্রকাশ, "নাটকান্ত" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করার অভিযোগে "পাঞ্জাব কেশরীর" সম্পাদক পণ্ডিত অমর নাথের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭ এবং ১২৪ (ক) ধারা অনুযায়ী চার্জ্জ আনয়ন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বীর্জ্জানন্দ প্রেসের কীপার লালা জগৎ নারায়ণের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ; ১১৭ এবং ১২৪ (ক) ধারানুযায়ী চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছে।

মেলায় বীভৎস দৃশ্য

প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে কিরূপ ভাবে ফাঁসী দেওয়া হয় উত্তর বৃটেনের এক মেলায় তাহা প্রদর্শন করা হইতেছে এন এলিস নামক একব্যক্তি জল্লাদের অভিনয় করিতেছে। সে পূর্ব্বে ২০ বৎসর কাল জল্লাদের কাজ করিয়াছে। সে সমগ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ২০৪ ব্যক্তির ফাঁসী দিয়াছে।

মেলায় যে কৃত্রিম ফাঁসী মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা ঠিক জেলের বর্ত্তমান ফাঁসী মঞ্চের ন্যায়। মেলার দর্শকগণ ঐ ব্যাপারকে বীভৎস লোমহর্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। হাডার সফীল্ড নামক স্থানে উক্ত মেলা হইয়াছে। ঐ স্থানের মেয়র টমাস সায়ারস কোনও সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, "আমার মনে হয় এইরূপ বিষয় প্রদর্শন করা সঙ্গত নহে ; ইহা অতি বীভৎস কার্য্য।"

মসলিপট্টমে নারী পুলিস

মসলিপট্টম হইতে প্রকাশ, স্বেচ্ছাসেবিকাগণ কর্ত্তৃক সংগঠিত শোভাযাত্রাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এই জেলায় নারী পুলিস কনেষ্টবল লওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, গত ২২শে এপ্রিল সামিদিমুরুল্লার স্বেচ্ছাসেবিকাগণ এই সব নারী পুলিশ কনষ্টবল কর্ত্তৃক ছত্রভঙ্গ হইয়াছে।

বিমানযোগে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, সি, ডব্লিউ স্কট গত ২৫শে এপ্রিল সকাল ৯-৩০টার সময় দমদম পোতাশ্রয়ে আসিয়া পৌঁছেন এবং বেলা ১০টার সময় রেঙ্গুণ যাত্রা করেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন যে, বাটলারের সময়ের চেয়ে তিনি আগেই যাইতেছেন তবে তাঁহার হিসাব মত সময়ের চেয়ে তিনি পিছাইয়া আছেন। এই বিলম্বটুকু তিনি অবিলম্বে সারিয়া লইবেন বলিয়া আশা করেন।

পেশোয়ারে জনতার উপর গুলী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে এপ্রিল এখানে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখের প্রতিপালন উপলক্ষে আংশিক হরতাল প্রতিপালিত হ[illegible] সহরে উহা লইয়া এক হাঙ্গামার সৃ[illegible] হয়। তাহার ফলে ফিসাওয়ালি বাজ[illegible] উত্তেজিত জনতার উপর গুলী চালাই[illegible] হইয়াছিল।

মাদ্রাজে ডাক বাক্সে আগুন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, বিমান ডা[illegible] চিঠির উপর কুদৃষ্টি পড়িয়াছে। আব[illegible] বিমান ডাকের ডাক বাক্সে কে আগু[illegible] ধরাইয়া দিয়াছিল। কোথাও কি[illegible] নাই, হঠাৎ বিমান ডাক বাক্সের ভিত[illegible] হইতে ধূম উত্থিত হয়। বাক্স তৎক্ষণা[illegible] খুলিয়া ফেলিয়া দেখা যায়, কতকগু[illegible] পোড়া কয়লা বাক্সের ভিতর রহিয়াছে[illegible] ভাগ্যক্রমে বাক্সে তখন দুইখানির বে[illegible] চিঠি ছিল না। চিঠি দুখানি যেম[illegible] তেমনি ছিল, গায়ে তাহার আঁচও লা[illegible] নাই।

বিমান ডাকের ডাকবাক্সে অ[illegible] প্রদান করিয়া একদল দুষ্ট লোক মজা[illegible] উপভোগ করিতেছে। একজন বিলা[illegible] মহিলা সে দিবস ডাক বাক্সে চি[illegible] ফেলিতে যাইতেছিলেন। এমন সম[illegible] ডাক বাক্সের ভিতর হইতে ধূম উঠি[illegible] দেখিতে পান। তৎক্ষণাৎ মহি[illegible] পোষ্টাফিসের কর্ত্তৃপক্ষকে খবর দেন বাক্স খুলিয়া দেখা যায়, বাক্সে আগুন আগুনে একখানি চিঠিও আধপোড় হইয়াছে। ক্লাউয়ার বাজার পোষ্টাফিসে এই কীর্ত্তি ঘটিয়াছে। জোর পুলি[illegible] তদন্ত চলিতেছে। তদন্তের ফলে আ[illegible] মোনয়ান ষ্ট্রীটে দুইজন লোক গ্রেপ্তা[illegible] হইয়াছে। উহাদিগের নিকট ন্যাকড় তেল, দেশলাই প্রভৃতি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে।

অনশনের জ্বালায় সন্তান হত্যা

তিনেভেলি হইতে প্রকাশ, তিনেভেলি জেলার কোন এক গ্রামে জনৈকা মা[illegible] সন্তানদিগকে খাইতে দিতে না পারিয়া তাহার সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করিতে যাইয়া পুলিশ কর্ত্তৃ[illegible] ধৃত হইয়াছে।

মুথু কুড়ুমনের বিধবাকে তাহার অস্থা[illegible] ভাইয়েরা খাইতে না দেওয়ায় এবং নিজে ভরণ-পোষণ করিতে না পারায় প্রথমত তাহার ৪ বৎসরের ছেলে ও পরে মায়ের মেয়েকে ফাঁসী দিয়া মারিয়া ফে[illegible] এবং নিজেও ফাঁসী লাগাইয়া মরিতে চেষ্টা করে। এই সময় পুলিশ আসি[illegible] তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

দৈনিক— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৸৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাংবাদের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তব্যাচস্পতি [৪৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই বৈশাখ শুক্রবার ১৩৩৯, ২৯শে এপ্রিল ১৯৩২

শ্রীযুত সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের রিকগনিসন্

পলাশীপাড়া বোমার মামলা

ভোট-যুদ্ধে রক্তপাত, সংঘর্ষ ও হত্যা

নাগপুরে পুনরায় অগ্নিকাণ্ড

পারিবারিক কলহে বোমা নিক্ষেপ

ভারত সরকারের নূতন ঋণ

ট্রেণ ও গাড়ীর ভীষণ সংঘর্ষ

কুমারী সুনীতি চৌধুরী

নদীয়ায় করবন্ধ আন্দোলন

দুইজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু

নানা কথা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের রিকগ্নিসন্

শ্রীধাম মায়াপুর, ২৮শে এপ্রিল

গত বৎসর শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক যে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে এই বিদ্যালয়ের রিকগনিশন্ প্রদান করিয়াছেন। এই অভিনব বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আমরা পরমানন্দিত হইব।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দেহের উত্তাপ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একটু করিয়া বাড়িতেছে। উত্তাপ বৃদ্ধির সময় তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়েন। পায়ের গোড়ালির বেদনাও এখনও রহিয়াছে।

ভারত সরকারের নূতন ঋণ

বিলাতের ভারত সরকার যে নূতন ঋণ গ্রহণ করিবেন তাহার সর্ত্তসমূহ ভারতের আর্থিক বনিয়াদের উন্নতি সূচিত করিয়াছে। সংবাদপত্র সকল উপরোক্ত মর্ম্মে মত প্রকাশ করিয়া জানাইতেছে যে, নূতন ঋণের ফলে নগদ জমার অঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিলাতে ভারতের আর্থিক গৌরবও বৃদ্ধি পাইবে।

"ফাইনান্সিয়াল নিউজ" পত্র ঘোষণা করিয়াছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বা বাহিরে ভারতবর্ষের ন্যায় অপর কোনও দেশ নাই যেখানে অধিকতর নিশ্চয়তার টাকা খাটান যাইতে পারে।

নাগপুরে পুনরায় অগ্নিকাণ্ড

নাগপুর হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহের অগ্নিকাণ্ডে ৭ শত গৃহের অধিবাসী আশ্রয়চ্যুত হইয়াছিল। পুনরায় শ্রমিক অঞ্চলে একটী অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহাতে [illegible] হইয়াছে। ৩ শত জন লোক আশ্রয়হীন হইয়াছে। প্রকাশ, রন্ধন করিবার সময় গৃহে আগুন লাগে। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

কুমারী সুনীতি চৌধুরী

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, ষ্টিভেন্স হত্যার মামলা সম্পর্কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরীকে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল কর্ত্তৃক ২য় শ্রেণীতে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রকাশ, তাঁহাকে ৩য় শ্রেণীতে নামান হইয়াছে। ইহার কারণ জানা যায় নাই।

নদীয়ায় করবন্ধ আন্দোলন

চাঁদেরঘাট হইতে প্রকাশ, শ্রীমতী সাবিত্রী দাসের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা গত ২৩শে এপ্রিল চাঁদেরঘাট য়ুনিয়ন আদালতে পিকেটিং আরম্ভ করেন। তাঁহারা মামলাকারীদের মামলা তুলিয়া লইবার জন্য এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণকে সদস্য পদ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন।

নাকাশীপাড়া থানার অধীন শিবপুর য়ুনিয়ন আদালতেও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ উপরোক্তরূপ পিকেটিং করেন।

প্রকাশ, এতদঞ্চলে যে করবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে, এই সকল পিকেটিং সেই সম্পর্কে চালান হইতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন	বাঁকুড়া
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীধরেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ দাসাধিকারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রাবণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীপ্রতাপকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীদামোদর দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তবান্ধবী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮৫মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

মাজখাদ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক - ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলিবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদিয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল্দু, ঠাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাঁ.গ্রা. নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, পৌত্ত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। কাশিমবাজারের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোফেসারের, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ঁড়) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও নিষ্কিঞ্চনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার চিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সেব্যবিষয়-সহ বহু ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্যাদি ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের রাস্তা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—ব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণ ধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোল্ডু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্ন জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী মহোদয়-সম্পাদকত্বে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার শ্লোকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নব সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄.০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২৷৷০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ ১৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৬ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২৯শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ শুক্রবার ৪৭শ সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে গত ১৮ই চৈত্র তারিখে কলিকাতা নগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ... শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শুভাগমন করেন।

প্রথম দিবস স্বামিপাদ বহু সজ্জন সমক্ষে সভায় শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপসম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ হইতে শিব ও দক্ষের আখ্যায়িকা পাঠ করেন। অতঃপর প্রহ্লাদচরিত্র ব্যাখ্যাত হয়।

স্বামিজী মহারাজ বলেন—প্রহ্লাদ যখন সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ডনীতিচতুষ্টয় অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে প্রেরিত হন, তখন গুরুপুত্রদ্বয় উক্ত নীতিচতুষ্টয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস। তুমি সব চেয়ে কোন্‌টী ভাল বলিয়া মনে করিয়াছ? এখানে হিরণ্যকশিপুর অধ্যয়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

কিন্তু তত্ত্বকোবিদ্ প্রহ্লাদ যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে যাইয়া বলিলেন—"হে অসুরবর্য্য! এখানে হিরণ্যকশিপু শব্দের অর্থ কনক-কামিনী প্রভৃতিতে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি।

আরও বলিলেন—যাঁহারা অসত্য বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া স্ব-পর ভেদবুদ্ধি বশতঃ উদ্বিগ্নধী তাঁহাদের পক্ষে (বিশেষতঃ আপনার পক্ষে) স্ব স্ব অবিনাশকারী অন্ধকূপসদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়া হরিপাদপদ্ম আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। পুনরায় অধীত বিষয় পিতাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—শ্রবণাদি নবধা ভক্তিই অধীতোত্তম। গৃহব্রতগণের কৃষ্ণে মতি স্বতঃ কিংবা ভূতক গুরুর প্রেরণায় হয় না। তাহারা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণ করিতে থাকে। কিন্তু স্বার্থের একমাত্র গতি বিষ্ণুপাদপদ্ম-কামনা বাহ্যবিষয়ে মতিহেতু জানিতে পারে না।

নিষ্কিঞ্চন পরমহংস মহা বৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না। এই সমস্ত কথা বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করেন। অজামিল উপাখ্যান পাঠ করিতে যাইয়া শ্রীনাম, নামাভাস এবং নামাপরাধ সম্বন্ধে বহুবিধ শিক্ষণীয় বিষয় উপদেশ করেন

তাঁহার বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইতেছে। তাঁহার ভাষাপারিপাট্য, কবিত্ব-চাতুরী, অলঙ্কারনীতি এবং অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন

স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত ... মোহন রায় চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার শ্রীভূপেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ...নাথ রায় চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ১লা বৈশাখ হইতে ৩রা বৈশাখ পর্য্যন্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার মহাডোল রূপচক গ্রামে মহাপাত্র মহাশয়দের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে "দেহ-মনে আত্মবুদ্ধিকারীই অমর আত্মার উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত; এই বিবর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে বৈষ্ণব-গুরুর নিকট নিষ্কপটে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যাহারা শ্রীভগবানের সেবা ছাড়িয়া পুণ্য-অর্থ-কামাদি উদ্দেশ্যে ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করে, তাহারা শ্রীভক্ত ও ভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষয়িষ্ণু ফল লাভ করে মাত্র।"—এই প্রকার সারগর্ভ উপদেশসমূহ কীর্ত্তন করেন।

প্রত্যহ বহু শ্রোতা উপস্থিত হইয়া স্বামিজীর মুখে ভাগবতের অপূর্ব্ব ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়াছেন। শেষদিন ভবরোগের মহৌষধি শ্রীহরিকথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পরম সুপথ্য মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া মহাপাত্র মহাশয় মহাসুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

বিগত ১৪ই বৈশাখ বুধবার হইতে আরম্ভ করিয়া আগামী ৩১ই বৈশাখ শনিবার পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের ... বার্ষিক মহোৎসব প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ এই উৎসবে যোগদান করিয়া বক্তৃতা ও পাঠ করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কলিকাতা বেলগাছিয়া হরিপ্রেমাশ্রম হরিসভার সভ্যগণের আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বিগত ১লা বৈশাখ হইতে এই বৈশাখ পর্য্যন্ত উক্ত আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যান পাঠ করিতেছেন। প্রত্যহ বহু সজ্জন ব্যক্তি ও মহিলা তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী প্রভুর শ্রীমুখে ভাগবতের নিরস্তকুহক সত্যবাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছেন।

আমলাজোড়া
শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে উৎসব
শ্রীপাদ স্বামী মহারাজের বক্তৃতা

স্বামিজী মহারাজ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন,—"আজ আমরা আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনের মহোৎসব উপলক্ষে উপস্থিত হ'য়েছি, আর এই স্থান ভজনানন্দী গুরুবর্গের পাদপদ্ম অভিষিক্ত স্থান।

এক্ষণে আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের কথা। হরিকথা বাদ দিয়ে যে উৎসব তাহাকে বাজে লোকের উৎসব বলে। হরিকথা মহোৎসব এবং মহাপ্রসাদ সেবা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কে? এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী মহারাজ গৌরসুন্দরের স্বরূপ বর্ণন মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' শ্লোক ব্যাখ্যা করেন, এবং বলেন যে, রামনৃসিংহাদি ও কৃষ্ণ অবতারের মারামারি কাটাকাটি হ'য়েছে; কিন্তু এবার কৃষ্ণ ভক্তভাবে গৌরমূর্ত্তিতে এসেছেন। জীবহৃদয়ে প্রেমবিষয়ক চৈতন্যদান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম ধারণ করিয়া আপনি আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। স্বামীজী "অবতার সার, গোরা অবতার" গীতিটী আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, অবতারের মধ্যে গৌরসুন্দরের অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব কত বেশী। নিতাই চৈতন্যের দয়ার কথা বিচার করিলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁহাদের মহাবদান্য অবতারে ব্রহ্মাদি দেবতাদের দুর্ল্লভ প্রেম আপামর সাধারণে বিতরিত হইয়াছে।

সুমেধা ব্যক্তিগণ তাঁকে সংকীর্ত্তন যজ্ঞে আরাধনা করেন। বাবা যেমন ছেলেকে নিজে বাবা ডাকিয়া বাবাবুলি শিখা দেন, গৌরসুন্দর নিজে স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভক্তভাবে কৃষ্ণারাধনা করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিয়াছেন।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের মধ্যে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ, এখানে ভগবানের বিবিধ অবতার আবির্ভূত হয়েছেন। এই ভারতবর্ষের মধ্যে আবার গৌরমণ্ডল ভূমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আমরা বহুভাগ্যফলে সেই গৌরমণ্ডল ভূমিতে জন্মলাভ করিয়াছি এবং গৌরভক্তগণের সঙ্গলাভ করিয়াছি। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন—"শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বাস।"

মহাপ্রভু যেমন নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরকে আদেশ করিয়াছিলেন—

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।

আজ আবার মদীয় আচার্য্যদেব সেই শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয় দয়ার কথা বিতরণ করিতেছেন। যার ভবরোগ হইতে মুক্তি হয় নাই, সে অপরকে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করাইতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতব" শ্লোক ব্যাখ্যা করেন, এবং উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে স্বামিজী মহারাজ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় জীবের প্রকৃত মঙ্গলের কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন ও বলেন যে, গীতার চরম শ্লোক "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এ-কথা যেকাল পর্য্যন্ত আমরা কায়মনোবাক্যে গ্রহণ না করব সেকাল পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল হ'বে না।

অতঃপর গৌরসুন্দরের দয়ার কথা ও গৌরভক্তগণের দয়ার কথা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের যে উক্তি—

'জগতের জীবের পাপ লইয়া মুঞি করি
নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ।'

এই পয়ার আবৃত্তি করিয়াই স্বামিজী মহারাজ অত্যন্ত আর্দ্র হইয়া বলিতে থাকেন যে, এত বড় দয়ার কথা জগতের কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এইরূপ জীবের জন্য আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার বিষয় তাই গৌড়ীয়মঠ আজ ভবরোগীর হাঁসপাতাল খুলিয়াছেন। দেহ-রোগ নিরাময়ের জন্য জগতে সহস্র সহস্র হাঁসপাতাল আছে কিন্তু তাতে জীবের অশান্তি অসুবিধা দূরীকৃত না হয়ে বেড়েই যাচ্ছে। হরিকথা শ্রবণের 'প্রপন্নাশ্রম' যদি জগতে প্রচুর পরিমাণে হয়, তবে আমাদের সত্য সত্যই মঙ্গল হবে।

তারপর স্বামিজী মহারাজ মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণনমুখে বলেন যে, সামান্য ডাল ভাত যেরূপ, মহাপ্রসাদ সেরূপ প্রাকৃত বস্তু নহে, কুমোর বাড়ীর পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ এক নহে, গঙ্গাজল ও অন্য জল এক নহে। প্রতিমা কথা কহিতে পারেন তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, এই কথা বলিয়া স্বামীজী সাঙ্গোপাঙ্গ বেশ প্রাঞ্জল আলোচনা করেন।

অতঃপর স্বামিজী মহারাজ বলেন যে, আমলাজোড়া নিবাসী ভক্তগণের আগ্রহ ও পরিশ্রম দেখে খুব সুখী হ'লাম। হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের জন্য আমাদের এরূপ আগ্রহ না থাকলে আমরা অসুবিধা ভোগ ক'রব, হরিকথার মহোৎসব শেষ হয় না, হরিনামে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন। এস্থানে তাঁর নিকট অপেক্ষার সময়। এইরূপ উৎসব ও মহোৎসবে যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন না হয়, তবে উৎসবটা বৃথা।

মন-নিগ্রহ

ষড়্বেগের অন্যতম মনোবেগের কথা সাধুগুরুমুখে বহুদিন থেকে শ্রবণ ক'রে আসছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে বিষয় প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করবার অবকাশ আমার হয় নাই। কেবল শুনেই গেছি মাত্র, বিচারাদি একদিনও ইচ্ছা ক'রেই করি নাই। জিনিষটী উপলব্ধি ক'রে সেটাকে দমন না করার যে কি কুফল তা এতদিনে এক আধটু বুঝতে পারছি। কোন বিষয় বুঝতে হ'লে সেটা ভাল ক'রে আলোচনা করা আবশ্যক নচেৎ সুবিধা হয় না, এটা আমরা প্রায় সকলেই জানি।

মন বড়ই চঞ্চল, সে চিন্তা না ক'রে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারে না। কৃষ্ণসেবানুকূল চিন্তা ব্যতীত অন্য যে কোন চিন্তাই বলুন না কেন, সবই মনোবেগের অন্তর্গত। জড় বিষয়ে আসক্তিবশতঃ ভয়, শোকাদি এবং দেহে আত্মবুদ্ধি, পুত্র কলত্র ও গৃহাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি, জড়ের সেবা করবার প্রবৃত্তি, সাধুগুরুবৈষ্ণবে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই মনোবেগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমি ভগবানের ভোগ্য এ কথাটা ভুলে গিয়ে 'আমি ভোগ করবো' এইটীই সকল মনোবেগের মূল। জড়-বাসনা থেকেই কাম-ক্রোধাদি যত অমঙ্গলের উৎপত্তি।

মনের কাজই হচ্ছে ভগবৎসেবায় বাধা দিয়ে নিজের সুখের জন্য চেষ্টা করা। জড় মন জড়ের সেবা, জড়ের চিন্তা ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। এই অস্থির মন কোনদিন হরিভজন করতে দেয় না। এই মনটা থাকতে আমাদের ভোগবুদ্ধি যাবে না, গুরুবৈষ্ণব-সেবা হবে না। সুতরাং এই মননিগ্রহ না হ'লে ভগবদ্ভজনের পথে অগ্রসর হবার আশা অতি অল্প। অতএব প্রত্যেকেরই মন-নিগ্রহ করবার জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

মুকুন্দসেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মনকে শান্ত করা যায় না। আবার মুকুন্দসেবা গুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত হ'তে পারে না। তাই মনোবেগ দমন করতে হ'লে সাধুগুরুর সেবা করতে হবে। গুরুবৈষ্ণবের সেবা করতে করতে তাঁদের কৃপা হ'লে জীব মনোবেগের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে ও ভোগবুদ্ধি হ'তে মুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ ক'রতে সমর্থ হয়।

যাঁ'রা মঙ্গলকামনা করেন, তাঁ'রা গুরুকৃপাই একমাত্র সম্বল জেনে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গুরুবৈষ্ণবের প্রীতির জন্য নিষ্কপটে তাঁদের সেবা ক'রবেন, তবেই তাঁ'রা কোনদিন না কোনদিন তাঁদের কৃপায় সমর্থ হ'য়ে নিত্যানন্দধনে ধনী হ'তে পারবেন ও অশেষ নিতাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে সেবকাভিমানে আনন্দানুভব করবেন।

যৎকিঞ্চিৎ

যে অদ্বয় জ্ঞান বস্তু, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই শব্দত্রয় দ্বারা স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন, তত্ত্ববিদ্গণ সেই অদ্বয়জ্ঞানকেই পরতত্ত্ব বলিয়া থাকেন।

'অদ্বয়' এই শব্দ দ্বারাই সেই তত্ত্ব বস্তুর অখণ্ডত্ব সূচিত হইয়াছে। অজ্ঞ বদ্ধ আমাদের বদ্ধ ধারণায় সেই অদ্বয় বস্তু হইতে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট অনুভূত হইতেছে, মুক্তাবস্থায় বাস্তবপ্রতীতিতে ঐ সকলের তত্ত্বস্বরূপ সহিত অনন্যসম্বন্ধযুক্তত্ব জানিতে পারা যায়।

বিশেষণকে অস্বীকার করিয়া বিশেষ্যের পরিচয় লাভ করিবার চেষ্টায় খ-পুষ্পের কল্পনা করা যাইতে পারে মাত্র, পরন্তু বিশেষণে বিশিষ্ট বিশেষ্য বস্তুরই সুষ্ঠু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু আবার বিশেষ্যের আশ্রয়ত্ব অস্বীকার না করিয়া, কেবল বিশেষণের কোন বাস্তব অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। বিশেষ্য বিশেষণের আশ্রয় হওয়ায়, বিশেষণকে বিশেষ্যের আশ্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় বস্তুরূপে দেখাইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং বিশেষণের বিশেষ্যের সহিত অনন্যাশ্রয়ত্ব সম্বন্ধ সিদ্ধ হওয়ায় উভয়েরই অদ্বয়ত্ব ও যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

'রক্তপুষ্প', এস্থলে পুষ্পকে অস্বীকার না করিয়া রক্তত্বের অধিষ্ঠান আশ্রয়াভাবে সিদ্ধ হইতে পারে না। যখনই বিশেষণ নিজের কোন পরিচয় দিবার চেষ্টা করিবে, তাহার সেই চেষ্টা বিশেষ্যের আশ্রয়ে সফলতা লাভ করিবে; অর্থাৎ কেবলশক্তির কোন স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। শক্তিমানে আশ্রয়েই শক্তির যাহা কিছু পরিচয়। সুতরাং বিশেষ্য ও বিশেষণের বা শক্তি শক্তিমানের বিষয় আশ্রয় সম্বন্ধবশে উভয়ের অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু তা বলিয়া পুষ্পের রক্তত্ব কিছু স্বয়ং পুষ্প নহে বা শক্তিমানের শক্তি কিছু স্বয়ং দ্বিতীয় বস্তু নহে। বিশেষ্য ও বিশেষণের বিষয় আশ্রয় সম্বন্ধবশতঃ অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হইলেও উভয়ের বিলাসে ভেদাধিষ্ঠান এবং বিষয়বিগ্রহে অভেদাধিষ্ঠান চিন্তাগম্য না নহে বলিয়া উক্ত অদ্বয়ে অচিন্ত্যভেদত্বই স্থাপিত হইয়াছে।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

উচ্চ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের [illegible] মহৌষধ

ব্যবহারের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের নমুনা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,

কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৲ সিকি কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে হাফটোন ব্লক, ছাপা হয়। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য লেটার হেডিং মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—প্রেসবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রী[illegible] কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার শালিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউজিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাশুলের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই বৈশাখ শনিবার ১৩৩৯, ৩০শে এপ্রিল ১৯৩২

নানা কথা

৪ জনের দ্বীপান্তর

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, হাইকোর্ট ...কের বিচারপতি চীল্ড এবং বিচারপতি ...উন গত ২৬শে এপ্রিল প্রোম বিদ্রোহ ...মলার রায় প্রদান করিয়াছেন। এই ...মলায় একদল বিদ্রোহী গত ১৯৩১ ...লের ৫ই মে তারিখে প্রোমের পুলিস ...পারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং অপরাপর কতিপয় ...লিশ কর্ম্মচারীকে নিহত করে এবং ...লা ...ন তারিখে সমবেত ভাবে ওয়েটিগান ...লিস ষ্টেশন আক্রমণের চেষ্টা করে কিন্তু ...তাতে অকৃতকার্য্য হয়।

প্রোমের স্পেশাল জজ ২০ জনকে ...ণ্ড করেন। ৪ জনের প্রতি মৃত্যুদণ্ড ...বং অবশিষ্ট লোকদের প্রতি যাবজ্জীবন ...দ্বীপান্তরের আদেশ প্রদত্ত হয় হাইকোর্টের ...বিচারপতিদ্বয় মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করিয়া যাব- ...জ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ডের আদেশ প্রদান ...করিয়াছেন। এক ব্যক্তিকে অব্যাহতি ...প্রদান করা হইয়াছে। অপর ১৪ ব্যক্তির ...আপীল না-মঞ্জুর হইয়াছে।

দৌলতরামের পত্নী গ্রেপ্তার

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, মেয়াদ ...অন্তে শ্রীযুক্ত দৌলতরামের পত্নী ...মুক্তিলাভ করিলে পর পুনরায় তাঁহাকে ...গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহার ...নিকট রাজনীতিক মহিলা কয়েদীগণের ...লিখিত কয়েকখানি চিরকুট পাওয়া যায় ...এবং সেইজন্যই তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার ...করা হইয়াছে। তিনি গ্রেপ্তারের পর ...জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আগামী ৩রা মে তাঁহার বিচার হইবে।

৪ জনের দ্বীপান্তর

৬ শত প্রতিষ্ঠান বে-আইনী

হুগলী নদীতে দুর্ঘটনা

পুলিস আইন অমান্যে অভিযুক্ত

দৌলতরামের পত্নী গ্রেপ্তার

পিস্তল রাখায় কারাদণ্ড

ভীষণ বিমান দুর্ঘটনা

ভবানীপুরে কনষ্টেবল লাঞ্ছনা

চুচুড়ায় ভীষণ ডাকাতি

সীমান্ত গ্রামবাসীদের জরিমানা

টীটাগড়ে ট্রেণ চাপা

হুগলী নদীতে দুর্ঘটনা

গত বুধবার ২৪ পরগণার জিলা ম্যাজি- ষ্ট্রেট মিঃ জে, ভি, ভি টুল ২ জন এসেসর- সহ হুগলী নদীতে এক বিষম দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করেন। প্রকাশ, ঐ দুর্ঘটনার ফলে দুইজন লোকের সলিল সমাধি ঘটিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বজবজের নিকটে নদীর মধ্যে ভাসমান বয়ার গ্যাসের আলোর গ্যাস পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন গ্যাস বোঝাই করিবার জন্য দুইজন খালাসী ও একজন গ্যাস মিস্ত্রী নৌকা- সহযোগে যাইয়া বয়ার মুখ খুলিয়া কার্য্য আরম্ভ করে। তৎকালে 'জলবালা' নামক মোটর বোটখানি লাল পতাকাসহ উক্ত বয়ার, চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দ্রুতগামী কোনও জলতরী যাহাতে উক্ত বয়ার নিকটে না আসে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে। উক্ত সতর্কতা অগ্রাহ্য করিয়া আই, জি, এন কোম্পানীর 'মালু' জাহাজ দ্রুতগতিতে উক্ত বয়ার পাশ কাটাইয়া যাইতে থাকে। ইহার ফলে বয়ার মুক্ত দ্বারপথে বয়ার মধ্যে জল প্রবেশ করায় বয়া ও তৎসংলগ্ন নৌকাখানি জলে তলাইয়া যায়। মোটরবোট দ্রুত ঘটনা- স্থলে পৌঁছিয়া নিমজ্জিত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় দুইজন ব্যক্তির খোঁজ মিলিতেছে না। এই ঘটনার তদন্তের রিপোর্ট যথাকালে সরকারের নিকট দাখিল করা হইবে।

চুচুড়ায় ভীষণ ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগের ৭ মাইল দক্ষিণস্থ মাণিকপাট গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুত পঞ্চানন সামন্তের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ১২ ৩০ মিনিটের সময় ১০।১২ জন ডাকাত নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঢেঁকির সাহায্যে দরজা ভাজিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। শ্রীযুত সামন্ত ডাকাতগণ কর্ত্তৃক ভীষণভাবে আহত হন। তাঁহার কাছ হইতে জোর করিয়া চাবী লইয়া ডাকাতেরা বাক্স ও ট্রাঙ্ক হইতে মূল্যবান গহনা লয়। তাহার পর সরিয়া পড়ে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	বৃন্দাবন	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বাঁকুড়া
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অসংখ্য ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে অকামমহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন ... প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবনাথ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধব দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্র ... প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীগোপালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীগুণনিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপশুপতিনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, ০,০৬

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সে... বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্য

১৩ নং হনুমান রোড দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি... আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্র... শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্না...

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ...

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় ম...

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মা...

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদ... সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি... শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি শ্রীপাদ ... ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্ম...

(৩১) ... গৌড়ীয় ...

... পুর, ঢাকা, ...

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর অধি...

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ ৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ৩০শে এপ্রিল ইং ১৯৩২ শনিবার ৪৮শ সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৪শে এপ্রিল রবিবার কলিকাতা হইতে কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শনাভিলাষী হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন। তাঁহারা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করত স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে কিছু হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, স্বামীজী মহারাজ, উত্তরে তাঁহাদের নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য বর্ণন মুখে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী বলেন,—"শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম নিত্য কালই আছে তাকে কেউ নষ্ট করিতে পারে না। সূর্য্যকে যেমন মেঘে ঢাকতে পারে না তবে মেঘের দ্বারা লোকলোচন আবৃত হয় মাত্র, সেইরূপ কালবশে ভক্তি ধর্ম্মে আবিলতা এসে উপস্থিত হয়। তখন জীবগণ ইন্দ্রিয়তর্পণকেই ভগবানের প্রতি ভক্তি বা সেবা বলিয়া চালায়।

যখন জীবকুল সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ স্বয়ং এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন; অথবা তাঁহার কোন নিজজনকে এ জগতে প্রেরণ করেন।

পূর্ব্বে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক এই শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বাপুজীবন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া বেদগোপ্য কৃষ্ণপ্রেম আচণ্ডালে বিতরণ করিয়াছেন। কোন প্রফেসার যদি কোন স্কুলের নীচের ক্লাসে গিয়া পড়ান তাতে তাঁর কিছু ক্ষতি হয় না উপরন্তু বালকগণের উপকার হ'য়ে যায়, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ নররূপে এ জগতে অবতীর্ণ হ'লেও তাঁর কিছু আসে যায় না, তবে মাঝখান থেকে আমাদের মঙ্গল হ'য়ে যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর পুনরায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় নরোত্তম ঠাকুর শ্যামানন্দপ্রভু এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এ প্রপঞ্চে উদিত হন। তৎপরে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন। বর্ত্তমানে মদীয় আচার্য্য জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ জগতের সমস্ত কুসিদ্ধান্ত ও ব্যভিচার শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা নিরাস পূর্ব্বক নানাস্থানে মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও পাক্ষিক পারমার্থিক পত্রিকা প্রকাশ দ্বারে দ্বারে প্রচারকগণকে প্রেরণ করত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্যহীন, অসংযতচিত্ত আমরা সংসারে প্রবেশ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কলঙ্কারোপ করিতেছি ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছি। পূর্ব্বে সেই জন্যই গুরুগৃহে বাসের ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে মদীয় গুরুদেব ভগবৎসেবা দ্বারা চিত্তকে সংযত করিবার জন্য অসংখ্য ব্যক্তিকে মঠে স্থান দিয়াছেন ও বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দান ও তৎসঙ্গে সঙ্গে হরিভক্তি শিক্ষা দিয়া সচ্চরিত্র করিবার জন্য এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং চরিত্রবান্ ধর্ম্মপথাবলম্বী শিক্ষকগণের দ্বারা বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিয়া বালকগণকে সুশিক্ষা প্রদানের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত স্বামীজী মহারাজ আত্ম-ধর্ম্মের কথা, জীবের কর্ত্তব্য, শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি প্রভৃতি বহু বিষয়ের মীমাংসা করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন।

স্বামীজীমহারাজের শ্রীমুখে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ বাস্তব সত্যের কথা শ্রবণে তাঁহারা পরমানন্দ অনুভব করেন।

গত ৭।১।৩৯ তারিখে শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা-কালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ বলেন, "চিত্তৈকাগ্র্য, অষ্টাঙ্গ-মৈথুনরহিত ব্রহ্মচর্য্য, অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, যথার্থভাষণ, শৌচ, অহিংসাদি, যম ও জপাদি নিয়মের প্রভাবে ধর্ম্মজ্ঞ-বিদ্ প্রজ্ঞাবান্ জ্ঞানিগণ কায়, বাক্য ও বুদ্ধিকৃত সুমহৎ পাপকেও অগ্নিদ্বারা বেণুগুল্ম বিনাশের ন্যায় দূরীভূত করিয়া থাকেন অর্থাৎ বাঁশঝাড়ের গোড়ায় আগুন দিলে বাঁশের অপসার হয় না পরন্তু ঐ জমীটী সারে পরিণত হওয়া উপকার সাধিত হয়, সেইরূপ চিত্তৈকাগ্র্যাদির দ্বারা পাপের মূল উৎপাটিত হয় না; কিন্তু কেবলমাত্র বাসুদেবপরায়ণ পুরুষই তপস্যাদি নিরপেক্ষ কেবলাভক্তির দ্বারাই পাপকে সমূলে সংহার করেন। প্রভাকর যেরূপ তদীয় রশ্মিদ্বারা হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকেন তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে পাপকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারেন।

উত্তমা ভক্তিকে শাস্ত্রে ক্লেশঘ্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্লেশ তিন প্রকার—(১) পাপ, (২) পাপবীজ, (৩) অবিদ্যা। পাতক, মহাপাতক, অতিপাতক প্রভৃতি সকলই পাপ। অপ্রারব্ধ প্রারব্ধভেদে পাপ দ্বিবিধ—যাহা অদৃষ্টরূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে এবং যাহার ভোগকার্য্য আরম্ভ হয় নাই তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ, উহা অনাদি ও অনন্ত। আর যাহা আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে তাহাকে প্রারব্ধ বলে। এই প্রারব্ধ পাপ প্রভাবেই নীচকুলে জন্মপরিগ্রহ প্রভৃতি হয়। ভক্তি এই অপ্রারব্ধ এবং প্রারব্ধ উভয়বিধ পাপকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে-প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

অনর্থ যায় কিসে ?

রোগের উপসর্গগুলি সুন্দরভাবে অবগত হইতে না পারিলে যেমন সেগুলি অপসারিত করা যায় না, ধান গাছ বা শ্যামা গাছ না চিনিতে পারিলে যেমন শস্যোৎপাদনের সম্ভাবনা হয় না, সেইরূপ অনর্থ বস্তুটী কি, তাহার স্বরূপই বা কি এবং কয়টী সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত না হইলে তাহা দূর করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

আমরা জানি, অর্থ অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ বস্তু নহে যাহা তাহাই অনর্থ বা অধন। অর্থের অসদ্ভাবকই যেমন অর্থাভাবের প্রধান কারণ বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ স্বরূপের অজ্ঞানতার ফলে কৃষ্ণদাসাভিমান বা 'আমি কে' এই আত্মপরিচয়টী বিস্মৃত হওয়ার জন্যই যত অনর্থের উৎপত্তি।

যেখানে আলোক সেখানে অন্ধকারের অভাব, আবার যেখানে অন্ধকার, সেখানে আলোকের অভাব। সেইরূপ অর্থ বা সেবাভাব যেখানে, সেই স্থানেই যত অনর্থের সমাগম। এই অনর্থই পরমার্থ-পথের প্রধান কণ্টকস্বরূপ। অনর্থ থাকিতে অর্থের (পরমার্থের) আশা স্বপ্নাতীত বা অলীক। সেই জন্য অনর্থের বিষয় আলোচনা হওয়া পরম প্রয়োজনীয় বিষয়।

হরিভজনের অন্তরায়-স্বরূপ যে অনর্থের কবলে আমরা কবলিত, তাহা চারি প্রকার—তত্ত্বভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। তত্ত্বভ্রম আবার চারিপ্রকার—স্বস্বরূপভ্রম, পরস্বরূপভ্রম, বিরোধীস্বরূপভ্রম ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-স্বরূপভ্রম। অসত্তৃষ্ণা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। হৃদয়দৌর্ব্বল্য—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও কুটিনাটি। অপরাধ—নামাপরাধ, সেবাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও নামীর চরণে অপরাধ।

তত্ত্বভ্রম হইতেই যত অনর্থের সৃষ্টি। আমি কে, আমার স্বরূপ কি, আমার উপাস্য বস্তুই বা কে, আমার কর্ত্তব্যই বা কি, এই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়টাই প্রথমেই বিচার করা আবশ্যক। এই স্বরূপ-জ্ঞানাভাবেই আমরা নানা অর্থের দাস হইয়া আমাদের পরম প্রয়োজন যে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবা তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্যাদি আছে এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই অনর্থের জননী-স্বরূপা এবং আমাদের সেবা-সোপানে আরোহণের প্রধান অন্তরায়।

বর্ত্তমানে এই সর্ব্বনাশকারী অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া আমাদের একটা অত্যাবশ্যক কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নিজে নিজে মুক্ত হইবার চেষ্টা কিঞ্চিৎ করিতেছি বটে; কিন্তু অনর্থের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না।

সর্ব্বক্ষণ কনককামিনী চিন্তায় রত দেহ-মনরূপ হিরণ্যকশিপুর হস্ত হইতে প্রহ্লাদানুগ আত্মার উদ্ধারের একমাত্র উপায় কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি। এতদ্‌ব্যতীত দেহ-মনের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার যে প্রচেষ্টা তা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রমমাত্র তা আমরা অনেকেই জানি।

আমরা দেখিতে পাই, দরিদ্র ব্যক্তি যতই রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখুক না কেন, নিজেকে মনে মনে যতই রাজা বলিয়া অনুমান বা অভিমান করুক না কেন, যতদিন সে ধনের মালিক হইতে না পারিবে, ততদিন কোনক্রমেই ধনী হইতে পারিবে না। যখন সে ক্রমে ক্রমে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বা ভাগ্যক্রমে কাহারও নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া ধনসম্পদে সমর্থ হইবে, তখন তাহার আর দারিদ্র্যতাপ থাকিবে না, আপনা হইতে ইহা অপগত হইবে। সেইরূপ কৃষ্ণধনে বঞ্চিত, অধমে যত্নকারী আমরা—বিষয়ভোগবাসনারূপ অনর্থযুক্ত আমরা যখন শুদ্ধভক্তপথে গমন করিতে করিতে শ্রৌত পথে অগ্রসর হইব বা বহু ভাগ্যফলে সন্ত আশ্রিত আকস্মিক কৃষ্ণকৃপা লাভে সমর্থ হইব, তখন আলোকাগমে অন্ধকার অপগত হওয়ার ন্যায় চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালোকে অজ্ঞানান্ধকার বা সর্ব্বানর্থ সমূলে উৎপাটিত হইবে।

সেবা না করিলেই অনর্থসমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবানকে ডাকিবার জন্য 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই মহাবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। আবার অন্যত্র সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবার বিধিও দেখাইয়াছেন; সুতরাং ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলেই সর্ব্বানর্থ নিবৃত্ত হয়।

অর্থাগমে যখন অনর্থের নিবৃত্তি, তখন পরমার্থলাভের একমাত্র উপায় যে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার উপর নিশ্চল সম্যক্ নির্ভরতার ন্যায় সেই অভয় অশোক শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগতিই যে অনর্থনাশের একমাত্র অদ্বিতীয় পন্থা তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

জড় কিরূপে ?

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

দেহ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিধ বস্তুই আমাদিগের অস্তিত্বের পরিচায়ক। এগুলি না থাকিলে আমাদিগের অস্তিত্বই স্বীকৃত হইত না। যদি বস্তুত এগুলি প্রাকৃত অর্থাৎ জড় হয় তাহা হইলে উহাদিগের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি কিরূপে সম্ভব? এই প্রশ্ন আমাদিগের স্বতঃই উদিত হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ এই দিকে তাঁহার অষ্ট প্রকার ভিন্না প্রকৃতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যথা

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো
বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অর্থাৎ ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টবিধ বস্তু শ্রীভগবানের ভিন্না অর্থাৎ অপরা প্রকৃতি।

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই উপাদানগুলি হইতে আমাদিগের দেহের উৎপত্তি, এবং এই দেহটী যে জড় তাহা আমাদিগের অনুধাবন সহজেই হয়; কারণ আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া থাকি প্রাণবায়ু বহির্গত হইলেই একটী ক্রিয়াহীন জড় সদৃশ বস্তু পড়িয়া থাকে, কিন্তু মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যে জড় ইহার কোন নিদর্শনই আমরা পাই না; পরন্তু আমরা দেখিতে পাই, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারই আমাদিগের জড় দেহের পরিচালক। যাহাদিগের পরিচালন করিবার শক্তি আছে তাহারা জড় কিরূপে ইহা আমাদিগের কল্পনাতীত। কারণ সাধারণতঃ জড় বলিতে যে বস্তুগুলি আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহাদিগের ঐরূপ কোন শক্তির নিদর্শন আমরা পাই না।

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ হইতে যেরূপ আমাদিগের স্থূল আবরণটী গঠিত হইয়াছে, সেরূপ যদি মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে আর একটী কোন আবরণ গঠিত হইয়া থাকে এবং এই উভয়ের পরিচালকরূপে আর একটী তৃতীয় বস্তু বর্ত্তমান, যাহা অলক্ষিতে আমাদিগকে এই ভবসাগরে নানাভাবে নর্ত্তন করাইতেছে, ইহাই যদি সত্য হয় অর্থাৎ নর্ত্তনকারীর ইচ্ছানুযায়ীই যদি আমরা পরিচালিত হই তাহা হইলে আমাদিগের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা নামক দুইটি অবস্থা কিরূপে সম্ভব হয়। কারণ নিজের কৃত্য বলিয়া ত কোন কৃত্যই থাকে না, তাহার জন্য আমরা বদ্ধ বা মুক্ত হইতে থাকি।

অতএব আমরা দেখিতে পাই, জীবাত্মা চিৎকণস্বরূপ, তাহার মুক্তাবস্থার কৃত্যই হইতেছে বিভুচিৎ শ্রীভগবানের সেবা করা। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে উহার ভগবদ্বহির্ম্মুখতা উদিত হয় অর্থাৎ সেবা-বুদ্ধির পরিবর্ত্তে ভোগবুদ্ধি আগত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই পিশাচী পাইলে যেরূপ আমাদের মতিচ্ছন্ন ঘটে তদ্রূপ জীবাত্মার অবস্থা হওয়ায় উহা এই প্রাকৃত জগৎকে ভোগ করিবার জন্য প্রধাবিত হয়। কিন্তু প্রাকৃত বস্তু ভোগ করিতে হইলে প্রাকৃত বস্তুর সাহচর্য্য ব্যতীত ভোগ অসম্ভব হওয়ায় শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে জীবাত্মা দুইটী জড়দেহ প্রাপ্ত হয়। এই দুইটীই আমাদিগের সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ নামে পরিচিত।

জড়দেহটী যেমন পঞ্চমহাভূত হইতে গঠিত, তদ্রূপ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহটীও মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ত্রিবিধ জড় উপাদানে গঠিত। ইহাদিগের মধ্যে জড়দেহটীর জন্মান্তর সময়ে পরিবর্ত্তন হয়, লিঙ্গদেহটীর পরিবর্ত্তন হয় না। উহা জীবের বদ্ধ হইবার সময় হইতে মুক্ত হওয়ার কাল পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য।

যতদিন পর্য্যন্ত জীবাত্মা এইরূপ জড়াভিভূত হইয়া বিচরণ করে, ততদিন উহার বিকারগ্রস্ত অবস্থা। এই অবস্থায় জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ প্রবল থাকায় চিৎসম্বন্ধ অর্থাৎ ভগবদ্‌সম্বন্ধ লুপ্তপ্রায় থাকে। কিন্তু জীবাত্মা চিজ্জাতীয় বলিয়া বিকারগ্রস্ত যেগুলিকে অঙ্গীকার করে সেগুলি জড় হইলেও আমাদিগের নিকট চেতনপ্রায় ক্রিয়াশীল প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

জীবাত্মার বিকৃত অর্থাৎ বদ্ধাবস্থার ক্রিয়াকলাপ মুক্তাবস্থার ক্রিয়াকলাপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বদ্ধাবস্থায় চিৎসম্বন্ধ লুপ্তপ্রায় থাকাতে জীবাত্মার জড়াভিনিবেশ প্রবল হয় এবং মন জড় হইতে যে-সকল প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে, বুদ্ধি তাহার উপরে সদসৎ বিচার করত যে জ্ঞানকে অঙ্গীকার করে তাহাই আমাদিগের অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জড়দেহটী ক্রিয়াশীল হয়। এইজন্য বদ্ধাবস্থায় জীবাত্মার যত কিছু ক্রিয়াকলাপ উহা চিৎমূলক না হইয়া জড়মূলক হয়। সুতরাং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রাকৃত অর্থাৎ জড়; কিন্তু আত্মবৃত্তির বিকারস্বরূপ বলিয়া উহারা জাড্যের অভিমান করে।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

পূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্তাঙ্গরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুবর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া রতি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপানুগপদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও আঘ্রাণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, প্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-গৌণ তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী কৃপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-পাত্র আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক বিষয়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত ভাবার্থদীপিকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও অনুবাদ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ প্রবিষ্কৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০, দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৩৩৷৵০।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্য শ্লোক-সংখ্যানুযায়ী বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সচিত্র জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে সুলালিত মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৩৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব সমাচার

প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় বাণী পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুরের সাহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃগাদ্যধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি চরিত্রহীনের প্রাকৃত'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৶০ আনা, আর্ট পেপারে বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ব্যাবিভাব, শ্রীবামভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ।৹০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী স্তবাবলীর মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয় স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার: আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের মানচিত্র, বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লাহোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্রসমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (রং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ অক্ষরে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুসংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ব্যবিষয় সহ ৭৬৫-উপরে বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

মধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ। এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও শ্রীবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, অন্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের নীচে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোম্যান কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ওঁবিষ্ণুপাদ সরস্বতী গোস্বামী শ্রীল প্রভুপাদ মহোদয়ের অনুমোদনে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আকারে পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানীগণের পাঠের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মনিবেদন, দৈন্য, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গ ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

ভবানীপুরে কনষ্টেবলের লাঞ্ছনা

সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে আসামীগণ পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা সহ ভবানীপুর শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট দিয়া গমন করিবার কালে কতিপয় কনষ্টেবল তাহাদিগের নিকট পাশ দেখিতে চাহে। তাহারা পাশ দেখাইতে অসম্মত হওয়ায় উক্ত কনষ্টেবলগণ শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হইবার আদেশ দেয়। শোভাযাত্রাকারিগণ ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বাক বিতণ্ডা আরম্ভ হয় এবং ঐ সময়ে আসামীগণ কতিপয় কনষ্টেবলকে মারপিট করিয়া আহত করে।

পুলিস আইন অমান্যে অভিযুক্ত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ভেণ্ডী বাজারের অন্যতম ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর পুলিসের নির্দেশাজ্ঞা অমান্য করায় গ্রেপ্তার হন। গত ২৬শে এপ্রিল তাঁহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। আগামী ২৮শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

ঐ একই রূপ অভিযোগে ভেণ্ডী বাজারের অন্যতম ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জীমজী প্রেমজীর বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী হয়। ঐ মামলার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য জেল হইতে সর্দ্দার খামন সিংকে আদালতে আনয়ন করা হয়। মামলার শুনানী চলিতেছে।

সর্দ্দার খমন সিং তাঁহার সাক্ষ্য দান শেষ হইলে, পর ম্যাজিষ্ট্রেটকে উদ্দেশ করিয়া জেলে নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা বলেন। তিনি বলেন "জেলরক্ষকগণ আমাদের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তোলে।" ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে জেল কমিটির নিকট সে সম্বন্ধে অভিযোগ জানাইতে বলেন।

টিটাগড়ে ট্রেণ চাপা

গত মঙ্গলবার প্রাতঃকালে টিটাগড় ষ্টেশনের সন্নিকটে জনৈক অপরিচিত মুসলমান চট্টগ্রাম মেল ট্রেণে কাটা পড়িয়াছে। প্রকাশ, নিহত ব্যক্তি লাইন অতিক্রম করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রেড্ডী ও শাস্ত্রী

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে এপ্রিল অপরাহ্ণে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে স্যার কে, ভি, রেড্ডী ও অনারেবল শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

কাশীতে হরতাল

কাশী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গত ২৫শে এপ্রিল এখানে হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সহরের প্রধান পথগুলিতে পুলিসের কড়া পাহারা ব্যবস্থা করিলেও কয়েক স্থান হইতে সন্ধ্যার সময় শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল এবং তাহার ফলে শ্রীযুক্ত এস, সি, দাস, বীণাপাণি দেবী প্রমুখ কয়েকজন মহিলা ও বিজয় ভট্টাচার্য্য, দ্বিজদাস ভট্টাচার্য্য, চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, অনীলকুমার গুপ্ত ও আরও তেত্রিশজন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস সম্পর্কে স্থানীয় কাশীর বিশিষ্ট মহিলা কর্মী শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবীর প্রতি ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২৫ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ডাক্তার চৈৎরামকে নোটীশ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে এপ্রিল অপরাহ্ণে পুলিস কমিশনার করাচীর ডাক্তার চৈৎরাম গিদওয়ানিকে এক নোটীশ দিয়া, কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করিতে এবং পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অনুমতি না লইয়া সহরের সীমানা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

স্থানীয় পুলিস গত ২৬শে রাত্রিতে বিঠল বাটিতে একটি ঘরে খানাতল্লাস করিয়া উহার একমাত্র বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে। ঘরটিতে খানাতল্লাস করিয়া অস্ত্রাদির কাগজ ও কাগজ প্রভৃতি পুলিস লইয়া গিয়াছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রসিকলাল উকীলকে গত ২৫শে [illegible] অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিস আবিষ্কার করে যে তাঁহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রসিদগুলিতে—'বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন কর' লিখিত আছে। এইরূপ রসিদ বহিগুলি হস্তগত করা হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্রের বাজারে পিকেটিংএ বিশেষ ভাবে যোগ দিবার জন্য শ্রীযুক্তা উকীলও কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

আততায়ীর গৃহে খানাতল্লাস

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, আততায়ীরে মিঃ নিবলনকে সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত করা সম্বন্ধে আরও যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, আততায়ী রাত্রিকালে, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অফিসের বাহিরে আক্রমণের পূর্ব্বে পায়চারী করিতেছিল।

ঘটনার পর আততায়ীর গৃহে খানাতল্লাস করা হয় এবং সেখানে ১৯টি খালি টোটা পাওয়া যায় বলিয়া প্রকাশ।

নানাদিক হইতে ধন্যবাদজ্ঞাপক তারসমূহ পাওয়া যাইতেছে।

আততায়ীকে যে ব্যক্তি ধরেন, সেই ইনস্পেক্টর তারেব আহম্মদকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করা হইয়াছে।

গত ২৫শে এপ্রিল টাউনহলে এক প্রতিবাদ মূলক সভা হয়। শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় আততায়ীর কার্য্যের নিন্দা করিয়া এবং জীবন রক্ষা হওয়ায় মিঃ নিবলনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব পাশ হয়।

আসামে জেল লাইব্রেরী

আসামের জেল বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেলের সম্মতিক্রমে এই প্রদেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও শিক্ষিত জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়া পত্র প্রকাশিত হইয়াছে যে, বন্দীবর্গের সুবিধার জন্য একটী জেল লাইব্রেরী খুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যেন পুস্তক সাহায্য করেন।

সীমান্ত গ্রামবাসীদের জরিমানা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, চন্দখাও গ্রামের নিকট এক বে আইনী সভা করিয়া আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় পরিপন্থী আচরণের জন্য উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ১৯৩১ সালের প্রথম সঙ্কট শক্তি অর্ডিনান্সের ২৬।১ ধারা অনুসারে পেশোয়ারের সবরখেলকা ন গ্রামের উপর ৩৫০ টাকা জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে।

পিস্তল রাখায় কারাদণ্ড

আলীপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, আহম্মদ মঙ্গলবার ভিবস ডিক্ নিয়ারা নামক একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে একটী নূতন পিস্তল ও ২৫টা তাজা কার্ত্তুজ রাখার অভিযোগে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, কোনক্রমে সংবাদ পাইয়া পুলিস গত ৩ই মার্চ্চ তারিখে আসামীকে একবালপুর রোড দিয়া যাইবার সময় গ্রেপ্তার করে এবং তাহার নিকট হইতে উপরোক্ত আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্ত্তুজ প্রাপ্ত হয়।

অর্ডিনান্সে জমিদারের পুত্র

বগুড়া হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে এপ্রিল সকালে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সেন নিয়োগীর পুত্র যতীন্দ্রনাথ সেন নিয়োগীকে বঙ্গীয় অর্ডিনান্স আইনে পুলিস জ্যোতিষবাবুর বাড়ীতে খানাতল্লাসও করে। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

'বি' শ্রেণী হইতে সি শ্রেণীতে

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, ছয়জন দণ্ডিত ছাত্রকে আলিপুর ডুয়ারের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট 'বি' শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলে প্রেরণের পর ডেপুটী কমিশনার তাঁহাদিগকে 'সি' শ্রেণীতে নামাইয়া দিয়াছেন।

৬ শত প্রতিষ্ঠান বে আইনী

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, সপারিষদ গভর্ণর নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

১। ফরিদপুর জিলার পাংশা থানার এলাকাধীন খোকসার সেবা সমিতি, ২। ২৪ পরগণা জিলা কংগ্রেস কমিটি, ৩। যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগাঁ কংগ্রেস কমিটী, ৪। বিষ্ণুপুর থানার এলাকাধীন বিষ্ণুপুর কংগ্রেস কমিটী, ৫। কোতোয়ালপুর থানার অন্তর্গত মদনমোহনপুর কংগ্রেস কমিটী।

উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে লইয়া বাঙ্গালা সরকার এ পর্য্যন্ত ৬০০ শত প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ভীষণ বিমান দুর্ঘটনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে মাল্টার দুইজন নৌ-সেনানায়কের এবং গ্যারিসনের একজন বিমানবাহিনীর অধিনায়কের জীবননাশ হইয়াছে। "গ্লোরিয়াস" নামক বিমানপোতের লেফ্টেনাণ্ট আর জিল "রেজোলিউশন" নামক পোতের মিঃ আর্চিবাল্ড হ্যামিল্টনকে বিমানবিহারের অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য একখানি সিপ্লেন বিমান যানে আরোহণ করিয়া বিমান বিহারে রত হন। সেই সময় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া সুদূর সমুদ্রের মধ্যে অবতরণ করিতে হয়। সে সময় সমুদ্রও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় ছিল। "ভিক্টোরিয়া" নামক ডেষ্ট্রয়ার [illegible] যখন তাঁহাদিগকে উক্ত জাহাজে উঠাইয়া লয়, তখন তাঁহাদিগকে মৃত অবস্থায় পায়। ঠাণ্ডা লাগিবার ফলেই তাঁহাদের মৃত্যু হয়।

দৈনিক

Regᵈ No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের, ডাক
অগ্রিম দেয়,
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান
সংখ্যা ৴০

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে বৈশাখ সোমবার ১৩৩৯, ২রা মে ১৯৩২

শ্রবণের সার্থকতা

আমরা জানি সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করলে জীবের শ্রেয়ঃ লাভ হয়, জীব জড়াভিমান পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। কিন্তু আমরা সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ তো করছি, তবে আমাদের মঙ্গল হচ্ছে না কেন, জড়াসক্তি বা ভোগবাসনা যাচ্ছে না কেন, কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি জাগে না কেন। এই প্রশ্নের সমাধানে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের শ্রবণ হচ্ছে না। অন্ন পেলে যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ আমার যদি শ্রবণ হ'তো তা'হলে নিশ্চয়ই আমার আর কোন অসুবিধা থাকতো না। আমরা মনে করি, শ্রবণ করা মানে কাহারও কাছ থেকে কোন কিছু শোনা। কিন্তু জীবের নিত্য মঙ্গলের একমাত্র উপায় যে শ্রবণ, সে শ্রবণটী এরূপ ধরণের জিনিষ নয়।

হরিকথা বা শব্দব্রহ্ম যাহা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়, সে বস্তুটী যখন গুরুরূপী কৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে আমাদের কর্ণকুহরে উপস্থিত হন, তখন সেই অপ্রাকৃত নিত্যমঙ্গলপ্রদ চেতনবাণী অতি মনোযোগের সহিত অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রে সেবোন্মুখ বৃত্তি নিয়ে শ্রবণ করতে হ'বে। নচেৎ শ্রবণ হবে না।

আমার ছেলেটী আমার কথা শুনে না বললে আমরা বুঝি যে, ছেলেটী আমার বাধ্য নয়, আমি যাহা বলি, তাহা সে পালন করে না। শ্রবণটী এই অর্থেই প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক, নচেৎ কেবল কাহিনী শুনাই হয়ে যাবে—সুবিধা হবে না। সেইজন্য সাধুগণ বলেন যে, জীবমাত্রেরই সাধু গুরুমুখে হরিকথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ ক'রে সেই বেদবাণীগুলি কায়মনোবাক্যে পালন করতে হবে। তবে আমাদের শ্রবণ সুষ্ঠু হ'বে ও আমরা তখন নিজের মঙ্গল বুঝতে পারবো। আর শ্রবণ ব্যতীত জীবের অন্য দ্বিতীয় উপায় যখন নাই, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত যখন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্বস্তু গ্রাহ্য নয়, তখন আমাদের সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণের জন্যই সচেষ্ট হ'তে হ'বে ও সেই শ্রবণ প্রকৃষ্টভাবে যাতে হয়, সেই উপায় সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। তাহা হ'লেই আমাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। অন্যথায় অনন্ত কোটী জন্ম শ্রবণের অভিনয় ক'রেও যদি শ্রোতবাণীগুলি পালন না করি তা'হলে কোন কালেই মঙ্গল হবে না।

যৎকিঞ্চিৎ

জ্ঞান অর্থে চিদেক রস। জড় বস্তু নশ্বর, তাহা আপনা হইতে চালতে পারে না কোন স্বামী জড়প্রতিযোগী-ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু ইহাকে সঞ্চালিত করে, সেই পদার্থই জ্ঞান। এই জ্ঞানের যে সকল শক্তি আছে, তাহারা ইহাকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না; অতএব স্বয়ং সিদ্ধ তাদৃশ বা অতাদৃশ তত্ত্বান্তর নাই, সুতরাং সেই জ্ঞান অদ্বয় বস্তু, ইহাই 'অদ্বয়জ্ঞান' "তত্ত্ব" এই শব্দে সেই জ্ঞান পরম পুরুষার্থ ও পরমসুখস্বরূপ বুঝা যাইতেছে, অতএব ইহা নিত্য। প্রাকৃত জগতে দেখা যায় যে একই রাজা তাঁহার দণ্ডদাতৃত্ব, প্রজাপালকত্ব, কৃপালুত্ব প্রভৃতি বহু শক্তি থাকিলেও তত্তৎ শক্তি প্রকাশে রাজা বহু হয়েন নাই, তিনি একই; তদ্রূপ এই পরতত্ত্ব বস্তুর ত্রিবিধ শক্তি—স্বরূপ শক্তি (যাহা হইতে চিন্ময় নিত্য সিদ্ধ ধাম পরিকরাদির প্রকাশ), তটস্থা শক্তি (যাহা হইতে জীব), মায়াশক্তি (যাহা হইতে প্রাকৃত জগদ্ভূত) আছে, তৎ সত্ত্বেও তিনি ঐ শক্তিত্রয়ের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া পরতত্ত্ব অদ্বয়।

পরতত্ত্বের ধর্ম্ম আছে, সে ধর্ম্ম শক্তি বর্গ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। যখন জ্ঞানীর চিত্তে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এই দুই ভাব পৃথক্কৃত না হইয়া উক্ত অদ্বয় জ্ঞান সামান্যতঃ অর্থাৎ চিৎ-সামান্যরূপে লক্ষিত হয়, জ্ঞানীহৃদয়ে অদ্বয়-জ্ঞানের সেই আবির্ভাব মাত্রকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়।

আর যখন যোগীর সমাহিত চিত্তে ঐ অদ্বয় জ্ঞান বস্তুর অন্তর্যামীত্ব-ধর্ম্ম পৃথক্কৃত হইয়া ঐ তত্ত্বই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কর্ত্তৃক সৃষ্টজগৎ ও অণুচিদংশ জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন এইরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বা অনুভূত হন, যোগীহৃদয়ে অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্বের সেই আবির্ভাববিশেষকে 'পরমাত্মা' বলা হয়।

আর যখন ভক্তের ভক্তিবিভাবিত অন্তরিন্দ্রিয়ে ও বহিরিন্দ্রিয় সকলেও ঐ তত্ত্বই পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টরূপে অর্থাৎ তাঁহার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপবৈভব, রূপ, গুণ, লীলাদি বহুবিধ ধর্ম্ম আদি এইভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বা অনুভূত হন, তখন সেই আবির্ভাবকে শ্রীভগবান্ বলা হয়।

ভক্তের নিত্যসিদ্ধ রসভেদে উক্ত ভগবদাবির্ভাবও বহুবিধ। শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য প্রভৃতি সার্দ্ধদ্বিবিধ রসের বিষয়বিগ্রহরূপে যে ভগবদাবির্ভাব অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবাসুদেব-কৃষ্ণ প্রভৃতি আবির্ভাবকে অংশাবির্ভাব বলা হয়; কারণ শ্রীভগবানের উক্ত আবির্ভাবত্রয়ের নিত্য আশ্রিতবর্গ তাঁহাদিগকে পঞ্চবিধ রসের পরিপূর্ণ বিষয় বিগ্রহরূপে সেবা করিবার সুযোগ লাভ করেন না। কিন্তু সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাবির্ভাবই পরিপূর্ণ ভগবদাবির্ভাব, কারণ সেই বিষয়-বিগ্রহ একটি স্বরূপে পঞ্চবিধরসের আশ্রয়বর্গের সেবা গ্রহণের লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন; তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দনত্বই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের পরিপূর্ণতম আবির্ভাব বলিয়াছেন—

"অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন"

(৭৪)

১৭৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১৩৮/৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ সরলাবালা দাসী সাং নওয়াপাড়া পোঃ মুড়াগাছা

চাপড়া থানায় তালুকহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৫ খতিয়ানে ·০১৯শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(৭৫)

১৮১ থাংজারী ৩২ দাবী ১৬৪৮/৩

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বিলা বিবি সাং গিরিধরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪১।১ খতিয়ানে ·৭১শঃ জমীর ১৶০ নিরিখে জমা মূল্য ২৲

(৭৬)

১৮৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১৫৶৩

ডিঃ কুমারেশ চক্রবর্ত্তী দিং সাং ধর্ম্মদহ

দেঃ বিপিনচন্দ্র ঘোষ সাং পাটুখাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় তেথরি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪৪ খতিয়ানে ১·২৯শঃ জমীর ১৲ নিরিখে জমা মূল্য ৫৲

(৭৭)

২১৭ থাংজারী ৩২ দাবী ৮২।৩

ডিঃ সুরবালা দেবী সাং হাসখালি

দেঃ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং রামনগর পোঃ হাঁসখালি

হাসখালি থানায় বড়চুপড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ১০০৭ খতিয়ানে ১৪·৫৮ শঃ জমীর ৯।০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৮)

২১৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৯৬৶৯

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং বীরনগর

দেঃ মেনাজ সরদার দিং সাং বগুলা পোঃ বগুলা

চাপড়া থানায় জাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭১ খতিয়ানে ৭·১৪ শঃ জমীর ৭৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৯)

২২১ থাংজারী ৩২ দাবী ২৪৮৶০

ডিঃ ষষ্ঠীদাস বক্সী সাং মাধবপুর

দেঃ হেকা মণ্ডল দিং সাং পটীয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পটীয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৯ খতিয়ানে ৩·৫৫শঃ জমীর ১০।৶ জমা মূল্য ১০৲

(৮০)

২২৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৫৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হেলু মণ্ডল দিং সাং পটীয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পটীয়া গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস অধীন ১০৭ খতিয়ানে ৬·৬৮ শঃ জমীর ১০৷৶৪ জমা মূল্য ১০৲

(৮১)

২৩৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৬৮৮০

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মধুপুর

দেঃ হাজারি সেখ গোড়া সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৮ খতিয়ানে ৮·০৪ শঃ জমীর ১০।০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৮২)

২৪৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৪০০৶৬

ডিঃ অনারেবল জাষ্টিস মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা

দেঃ জ্যোতীশচন্দ্র রায় সাং বিষ্ণুপুর পোঃ খালবোয়ালিয়া

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খালবোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৪৫ খতিয়ানে ৫·৬৫ শঃ জমীর ৭০।৶১৫ জমা মূল্য ৬৮৲

(৮৩)

২৬৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৫২।৶৬

ডিঃ দামিনীসুন্দরী দাসী সাং কলিঙ্গা

দেঃ অমূল্যকুমার দাস সাং ছোট-বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৯।৪৭ খতিয়ানে ১·৯১শঃ জমীর ১।৴ নিরিখে জমা মূল্য ২৫৲

(৮৪)

২৬৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৫০।৯

ডিঃ ঐ ঐ

দেঃ বিন্দুবালা দাসী সাং বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কলিঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২ খতিয়ানে ৫·২১শঃ জমীর ৭।৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮৫)

২৬৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৪০৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচুমণ্ডল সাং ছোট বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কলিঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১২ খতিয়ানে ১·৬২ শঃ জমীর ১।৴ নিরিখে জমা মূল্য

(৮৬)

৩০৫ থাংজারী ৩২ দাবী ২৯।৯

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মধুপুর

দেঃ আইনদ্দি সেখ সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬ খতিয়ানে ৩·৯৯ শঃ জমীর ৬৮৴৭॥ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮৭)

৩১৫ থাংজারী ৩২ দাবী ২০৬৶৯

ডিঃ আশুতোষ হালদার দিং সাং কলিঙ্গা

দেঃ দাশরথী সর্দ্দার দিং সাং ইছাপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৫—১১২ খতিয়ানে ১৭·১৪ শঃ জমীর ২৯৷৩ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৮৮)

৩১৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৫।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মতলেব তরফদার সাং ইছাপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৬—১৪৯ খতিয়ানে ৩·২৮ শঃ জমীর ৯৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৮৯)

৩১৭ থাংজারী ৩২ দাবী ৯৪৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ দাশরথি সর্দ্দার দিং সাং ইছাপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ১০৩ ১০৪ খতিয়ানে ৯·৪৮ শঃ জমীর ১৯।২ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৯০)

৩১৮ থাংজারী ৩২ দাবী ১১৯৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচু মণ্ডল দিং সাং ইছাপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১২।১২৬ খতিয়ানে ১৮·৩৯ শঃ জমীর ৩১৮/৮ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৯১)

৩১৯ থাংজারী ৩২ দাবী ১৩৩।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আহম্মদ ইছাহক বিশ্বাস সাং ইছাপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫০—৭১ খতিয়ানে ৩২·৩৮ শঃ জমীর ৬০৮৶০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৯২)

৩২০ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৮৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঋষিপদ সর্দ্দার সাং ইছাপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় ইছাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭ খতিয়ানে ১·২৭ শঃ জমীর ৫৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৯৩)

৩২৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১৭৯৲

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ নেয়ামতুল্লা সেখ কায়াজি সাং বাংলা মোল্লাপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শালিগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৯০।৩৯৪।৩৯৫ খতিয়ানে ৩১·৪০ শঃ জমীর ৪৫॥১৫ ও ২৭॥৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৯৪)

৫৯০ থাংজারী ৩২ দাবী ৮২৫।৶৩

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ রামপতি বাগ দিং সাং দুধকোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় দুধকোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৮—১০১ খাতয়ানে ৫·৭২ শঃ জমী ৮।৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৯৫)

৩৪০ থাংজারী ৩১ দাবী ৬৬৷৶৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ হারমণ্ডল দিং সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮৯ খতিয়ানে ৯·৪২ শঃ জমীর ২০৬৶১১ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৯৬)

১৩৮৩ থাংজারী ৩১ দাবী ৪২৴০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ গৌরেন্দ্রনাথ সরকার দিং সাং শিবনীবাস পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় পারচন্দননগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৪—৭৬ খাতয়ানে ১·১১ শঃ জমীর ১৸৶ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৯৭)

১৭৫০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৬৶৬

ডিঃ হৃষিকেশ সাহা মোং গোয়াড়ী

দেঃ মুরমহম্মদ মল্লিক দিং সাং বেনালী পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় বেনালী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধিন ৯৪।১ খতিয়ানে ·৯ শঃ জমীর ১।০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৯ই মে ১৯৩২

(১)

২৯৪৬ থাংজারী ৩১ দাবী ৪০/০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ জাহিরদ্দি সেখ সাং গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭৮।৪২।৮ খতিয়ানে ২-১৮ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২)

২৯৮৭ থাংজারী ৩১ দাবী ২৯॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আহাদ সেখ সাং গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫ খতিয়ানে ২-২৪ শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৩০৩৮ থাংজারী ৩১ দাবী ৩২।৶৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ ফতু সেখ দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সাহেবনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২ খতিয়ানে ১-৬২শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৩১০৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৩০৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আহাদ সেখ দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সাহেবনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১১ খতিয়ানে ১-১৬ শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৩০৩৮ থাংজারী ৩১ দাবী ২৪।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ফজু সেখ পুখুরিয়া দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৩ খতিয়ানে ১-০৮ শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৬)

৩১৩৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৪০৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ খেছু সেখ মণ্ডল সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সাহেবনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮ খতিয়ানে -৩৭ শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

৩১৪১ থাংজারী ৩১ দাবী ৪৪।/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ দলিল মণ্ডল সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০০ খতিয়ানে ৩-৭০ শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

৩১৫০ থাংজারী ৩১ দাবী ২১৲।৯

ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ কর সাং গোয়াড়ী

দেঃ রাখালদাস সিংহ সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কাঠালপোতা গং গ্রামে যোগমায়া অধীন কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৩২৩ খতিয়ানে ও হাসখালী মৌজায় ৯৭ খাতয়ানের ৬৪৯৲ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৯)

৩২৯৯ থাংজারী ৩১ দাবী ১০।৶০

ডিঃ জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মোক্তার সাং গোয়াড়ী

দেঃ প্রসাদদাসী দেবী সাং শান্তিপুর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দ-সড়ক গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৭—১২৯ খতিয়ানে ১২ শঃ জমীর ২৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

৩৩১৬ থাংজারী ৩১ দাবী ২১॥৶০

ডিঃ ম্যানেজার কাশিমবাজার রাজ ওয়ার্ডস ষ্টেট

দেঃ সতীশ গোপ দিং সাং নিদয়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্ঠশালী গঞ্জের-ডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫১৮ খতিয়ানে -১০ শঃ জমীর ॥৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

৩৩৩৭ থাংজারী ৩১ দাবী ১৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ বিজয় দাস কৈবর্ত্ত দিং সাং গঞ্জেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় গঞ্জেরডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৯৬ খতিয়ানে -২০ শঃ জমীর ৸৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৩৩৩৮ থাংজারী ৩১ দাবী ১।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ভরতচন্দ্র ঘোষ সাং গঞ্জেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় গঞ্জেরডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৫৭ খতিয়ানে -১২শঃ জমীর নিজাংশ ১/৮ জমা মূল্য ১০৲

(১৩)

৩৩৩৯ থাংজারী ৩১ দাবী ২৫/৯

ডিঃ

দেঃ নবীন দাস কৈবর্ত্ত সাং পূর্ব্বস্থলী পোঃ ঐ জেলা বর্দ্ধমান

নবদ্বীপ থানায় গঞ্জেরডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৯৭ খাতয়ানে -৫৫শঃ জমীর নিজাংশে ১।/৩ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

৩৩৪০ থাংজারী ৩১ দাবী ৯৮।/০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্যামাপদ গোপ দিং সাং গঞ্জের-ডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় গঞ্জেরডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫১৫ খতিয়ানে ৬-৭ শঃ জমীর নিজাংশে ১০।৶০ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(১৫)

৩৩৬০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৬৸৶৯

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ শ্যামচাঁদ ঘোষ দিং সাং কাষ্ঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কাষ্ঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭ খতিয়ানে -২৭শঃ জমীর ৫৲ জমা মূল্য ৫৲

(১৬)

৩৩৬১ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৮।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কাষ্ঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭ খতিয়ানে -২৭শঃ জমীর ৫৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

৩৩৯০ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৪॥৶০

ডিঃ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় দিং সাং মেহেরপুর

দেঃ তারাপদ ঘোষ দিং সাং এগ্রাকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় এগ্রাকপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৫ খতিয়ানে ২-০৯ শঃ জমীর ৫।৶৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

৩৪২৪ থাংজারী ৩১ দাবী ৬৬৶০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ কৃষ্ণভামিনী দাসী সাং পাটুরা-ডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৯ খতিয়ানে ৯-৬৭ শতক জমী ১৭৸৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৯)

১২ থাংজারী ৩২ দাবী ২৬৶৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ চারুবালা দাসী সাং কাষ্ঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কাষ্ঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৮ খতিয়ানে ৭-৭২ শতক জমীর ২৩।৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

২৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১৫১০/৯

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং বাড়াদী

দেঃ কালীপদ আচার্য্য সাং রিফাইৎ-পুর পোঃ দৌলতপুর

দৌলতপুর থানায় আমদহ গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ আচার্য্য অধীন ৪৪ খাতয়ানে ১-০ শতক ব্রহ্মত্তর জমী দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১২৯ খং ১২-৫৭ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৶০ অংশ মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৪৩ খতিয়ানে -৬৯ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ।৶০ অংশ মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৭০ খতিয়ানে ২ ২০ শতক নিষ্কর জমী দেঃ /০ অংশ মূল্য ৭৲

৫। ঐ থানায় হাসনপুর মৌজায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অধীন ১১০ খাত-য়ানে ৬-০৭ শতক ব্রহ্মত্তর জমী দেঃ ৶০ অংশ মূল্য ৫৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৯৮ খতিয়ানের -৪৪ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৶০ অংশ মূল্য আঃ ২৲

৭। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৭৪ খং -৩১ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ।০ অংশ মূল্য ২৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৫২ খাতয়ানে ১০-২৯ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৶০ অংশ মূল্য ১০৲

৯। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৭২ খতিয়ানে ১-০৬ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৲৩।— অংশ মূল্য আঃ ২৲

১০। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১৬৩ খং ১-৪৯ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৫৲

১১। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১০৩খং ১৪-৬০ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১০৲

১২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অধীন ১৯ খং ৩এঃ নিষ্কর জমী দেঃ ৵১৫ অংশ মূল্য ২৲

১৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৪৮খং ১৯৮ শতক নিষ্কর জমী মূল্য ৫৲

১৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২৬৮ খতিয়ানে ৩০ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৵০ অংশ মূল্য ২৲

১৫। ঐ থানায় রিফাইতপুর মৌজায় ২৯১ খতিয়ানে ৩-১২ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৵৩— অংশ মূল্য ২৲

১৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ২১৭ খং ৮-৭৫ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৴০ অংশ মূল্য ৫৲

১৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৫২ খতিয়ানে ৩২-৭১ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৵০ অংশ মূল্য ২৫৲

১৮। ঐ থানায় ও গাংনী ও আলমডাঙ্গা থানায় কালেক্টরীর ২৪০ নং তৌজীভুক্ত মহাল ২২৯১৮৵১॥ জমা দেঃ ৵৭।— ১০ তিন অংশ মূল্য ২৫৲

(২১)

৯৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৫৬

ডিঃ ম্যানেজার কাশীমবাজার রাজ-ওয়ার্ডস্ ষ্টেট

দেঃ কালী বিশ্বাস সাং দ্বীপচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় দ্বীপচন্দ্রপুর গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ১২০ খতিয়ানে ২৬ শতক জমীর ১৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২২)

৯৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬॥৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নসীরাম গোপ সাং গঞ্জেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানার কাঁঠশালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৪০৬ খতিয়ানে ১-২৮ শতক জমীর ১৮৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

৯৯ খাংজারী ৩২ দাবী ২৪।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ কৃষ্ণ গোপ দিং সাং গঞ্জেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় চরকাঁঠশালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৬০ খতিয়ানে ৩০ শতক জমী ১॥৴১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

১৩৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬৭।৴০

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ ভোলানাথ সিংহ রায় সাং বড়-চাঁদঘর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় চকগোবিন্দপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪২ খতিয়ানে ১২-১৫ শতক জমী ২৫।৵১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৫)

১৩৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৯৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সাতকড়ি ভট্টাচার্য্য সাং নলহাটী পোঃ নাকাশীপাড়া

কালীগঞ্জ থানার চকগোবিন্দপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৩০ খতিয়ানে ৫-৩৬ শতক জমী ১১৬৵৬ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(২৬)

১৪১ খাংজারী ৩২ দাবী ৪০॥৵৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ হাটু মণ্ডল দিং সাং ভাগা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ভাগা গ্রামে ডিঃ অধীন ৮০ খতিয়ানে ৩-১৫ শতক জমীর ৬৲৩ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২৭)

১৪২ খাংজারী ৩২ দাবী ৪০৮/০

ডিঃ শচীন্দ্র নাথ দত্ত দিং সাং বেল-পুকুরিয়া

দেঃ রাধারমণ পাল সাং ও পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় পোলতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৯১ খতিয়ানে ৬৮ শতক জমী ৪৵০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

১৪৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৬৸৵০

ডিঃ পরেশনাথ পালচৌধুরী দিং সাং বগুলা

দেঃ কৃষ্ণ ঘোষ সাং সেনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সেনপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮১—১৬৪ খতিয়ানে ১০-৮১ শতক জমীর ২৫।৵৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

১৫৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৬৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু সর্দ্দার দিং সাং সেনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সেনপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩২৬।৩২৭ খতিয়ানে ১৫-১৫শঃ জমীর ২৯৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩০)

১৫৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৩।৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং ১১৩ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ গোবিন্দ ঘোষ সাং গোবরা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় গোবরা গ্রামে ডিঃ অধীন ৮১৩ খতিয়ানে ২-৫৪ শতক জমীর ৮৸৵০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩১)

১৬২ খাংজারী ৩২ দাবী ২৭৲৬

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ শতদলবাসিনী দেবী সাং উসিদপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় উসিদপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৬৭ খতিয়ানে ৩-৪৭ শতক জমী দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৩২)

১৬৩ খাংজারী ৩২ দাবী ২৪।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ কান্তি মণ্ডল দিং সাং ভাজিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৪২ খতিয়ানে ১-৯৯ শতক জমীর ৩৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৩)

১৯৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২০৵৬

ডিঃ ফকিরমহম্মদ ওস্তাগর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ এছমাইল সেখ দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৯৯ খতিয়ানে ৩৪ শতক জমীর ২।০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৪)

২০০ খাংজারী ৩২ দাবী ৭৫০/৬

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ আজার রহমান মুন্সী দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মিড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০১।৩০২ খতিয়ানে ২-৫৬ শতক জমী ৫॥২ জমা মূল্য আঃ ২০৲

১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ২৮৬ খং ১ ২৬শঃ জমী ৩৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

২০৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৫॥৩

ডিঃ চৈতন্ত দাস বৈরাগ্য সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ অজিতকুমার কুণ্ডু সাং কৃষ্ণনগর নুতনবাজার পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় বাকইজুড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭৩ খতিয়ানে ৮-৫১ শঃ জমীর ১৫৸৵৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৬)

২১৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১২০।০

ডিঃ রণজিৎপালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ গোপীনাথ ঘোষ সাং বাগডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গং গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৮ খতিয়ানে ২১৬৵০ জমীর জোত জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৭)

২২৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২১।৵০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং রাঘুবিহ

দেঃ আমদাসুন্দরী দেব্যা সাং বেল-পুকুর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় দ্বীপচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫২—২৫৬ খতিয়ানে ৬-৩৯শঃ জমীর ৬॥৴০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

২২৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৮২।৵০

ডিঃ চৈতন্ত দাস বৈরাগ্য সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ যোগেন্দ্রনাথ মুকুল সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩১০৫ খতিয়ানে ১০-৬২শঃ জমীর ১২৵০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৯)

২২৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৯৩।৵৩

ডিঃ হেমচন্দ্র মণ্ডল সাং কুমারখালী

দেঃ যোগেন্দ্রকুমার ভৌমিক দিং সাং কেমিরদিয়াড় পোঃ ভেড়ামারা

গাংনী থানায় চরকাজিপুর গ্রামে নদীয়া মহারাজ অধীন ৩১৯০ খতিয়ানে ১৫০ ৮৭ শঃ জমীর ৩৮২৲ জমা মূল্য ৫০০৲

(৪০)

২৩০ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৬০৴

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

গাংনী থানায় কাজিপুর গ্রামে নদীয়া মহারাজ অধীন ২২৩০ খতিয়ানে ১১০-৪৪শ জমীর ১২৫৫৩ জমা মূল্য আঃ ২৫০৲

২। ঐ থানায় উত্তর কাজিপুর মধ্যে মহারাজ অধীন ৫৪ খতিয়ানে ৩৮-০৮ শঃ জমি ৫৫॥৴১ জমা মূল্য ১০০৲

(৪১)

২৫৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪৩॥৵৬

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং গোয়ালগাছা

দেঃ শিশুকুমার চক্রবর্ত্তী সাং থাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় থাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০০৪—১০১২ খতিয়ানে ১৩-৬৯শঃ জমীর ২১৮৵৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪২)

৩০২ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬৮।১॥০

ডিঃ মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু দিং সাং কুমারখালী

দেঃ সত্যেন্দ্র নাথ [illegible] দিং সাং কলিজা পোঃ বাজালখি

তেহট্ট থানায় আজিপুর গং গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৩৬৩।৴০ জমা মূল্য ১০০৲

(৩০)

১৫৯৮ খাজারী ৩১ দাবী ২০/৮

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ সাং কাঠাল-পোতা

দেঃ যশোদা ঘোষাণী সাং আমিরাডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মালঙ্গাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৯ খতিয়ানে ৬-৪৮এঃ জমীর মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

১৬০৮ খাজানী ৩১ দাবী ৫১/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কালাচাদ সেখ সাং তারানগর পোঃ মেহেরপুর

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫ খতিয়ানে ২-৫০এঃ জমীর ৫৮/৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

১৬১৯ খাজারী ৩১ দাবী ১০৵৬

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং বেথুয়া-ডহরী

দেঃ মহরম মুন্সী দিং সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬০২ খতিয়ানে ৬ ০৭এঃ জমীর ১১।১৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৩)

১৬ ৬ খাজারী ৩১ দাবী ১৮০৸৵০

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ কলম তরফদার দিং সাং জামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় জামনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৫ খতিয়ানে ২৩-৪৮এঃ জমীর ২৮৸৵৫ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৪)

১৬৭৭ খাজারী ৩১ দাবী ২১৸৵

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চক-হাতিশালা

দেঃ নটু সেখ ওয়ারী সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২২৩ খতিয়ানে ২-৩৪ শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(৩৫)

১৬৯৩ খাজারী ৩১ দাবী ২০২।৵৯

ডিঃ বদরিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ নজমদ্দ মণ্ডল সাং রায়পুর পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় বেতনা গ্রামে ডিঃ অধীন ২২৪ খতিয়ানে ১৯-৫৩এঃ জমীর ২০৵১২ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৬)

১৭৩৯ খাজারী ৩১ দাবী ১২।৵৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফকির মণ্ডল দিং সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৮১।১৩৬৪ খতিয়ানে ১ ৩২শঃ জমীর মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৭)

১৭৫১ খাজারী ৩১ দাবী ২২৵৬

ডিঃ হৃষীকেশ লাহা মোং গোয়াড়ী

দেঃ নুরমহাম্মদ মল্লিক দিং সাং বেনালী পোঃ হাসখালী

হাসখালি থানায় বেনালী গ্রামে ডিঃ অধীন ২২৮ খতিয়ানে ৯-৩০শঃ জমীর ১৩৵২ জমা মায় পুষ্করিণী সহ মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

১৮০১ খাজারী ৩১ দাবী ৩৯৸৵৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ হরিমোহন চক্রবর্ত্তী দিং সাং ভবানীপুর পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭৮—২৮১ খতিয়ানে ১৫ ২১ শঃ ব্রহ্মত্র জমীর মূল্য আঃ ২০৲

(৩৯)

১৮৪১ খাজারী ৩১ দাবী ২৩/৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে ম্যানেজার প্রমথনাথ ঘোষ মোং গোয়াড়ী

দেঃ বিহারী ঘোষ দিং সাং খাটুরা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

চাপড়া থানার টেংরা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৩ খতিয়ানে ২১৭ জমীর ২৸১০ জমা মূল্য আঃ ১০

(৪০)

১৮৪৪ খাজারী ৩১ দাবী ৪৫৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ

চাপড়া থানায় টেংরা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১২ খতিয়ানে ৫-৪৯শঃ জমীর ১৭৵৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪১)

১৮৬৭ খাজারী ৩১ দাবী ১৪০।৵০

ডিঃ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ পাঁচুগোপাল বিশ্বাস সাং প্রতাপপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় প্রতাপপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৩৭।৩১১।১৭৮।১১৭—১১৯।৫৬৯। ৫৭০ খতিয়ানে ১৯৵৩ জমা মূল্য ৬০৲

(৪২)

১৮৭২ খাজারী ৩১ দাবী ১০৬৸৵৩

ডিঃ হৃষীকেশ লাহা সাং গোয়াড়ী

দেঃ খোদাবকস মল্লিক দিং সাং বেনালি পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় বেনালি গ্রামে ডিঃ অধীন ২২৩ খতিয়ানে ৭ ৬১ শতক জমী ১৪৸৵৯ জমা মায় ঘর দুয়ার সহ মূল্য আঃ ২৫

(৪৩)

১৯০৯ খাজারী ৩১ দাবী ১৪৭৸৵৫

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাং ঘূর্ণী

দেঃ রমজান মণ্ডল দিং সাং জয়পুর পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় জয়পুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৭১।৭২২। ১৪ খতিয়ানে ১২-১০শঃ জমী ৫৸৵৮৵২॥ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৪)

১৯২০ খাজারী ৩১ দাবী ৭৬৮৵৩

ডিঃ বিনয়ভূষণ বন্দোপাধ্যায় দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ গিরীন্দ্রনাথ রায় দিং সাং দিগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় দিগম্বরপুর গং গ্রামে গবর্ণমেণ্ট অধীন ২৭৬।১১৩ খতিয়ানে ৯০৸৵৭॥ দরপত্তনী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৫)

১৯২৭ খাজারী ৩১ দাবী ১২২৸৵০

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ হৈমবতী দেবী দিং সাং খামার-শিমুলিয়া পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় পুঃ খামারশিমুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৬১ খতিয়ানে ২৭ ৮০ শতক জমী ৩৫৸৵৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৬)

১৯৬১ খাজারী ৩১ দাবী ১৪।৬

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ লক্ষ্মী বুনানী সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৮৬ খতিয়ানে -০৬ শতক জমী ॥৵৬ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

১৯৬২ খাজারী ৩১ দাবী ২৯॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ আছের বিশ্বাস দিং সাং মহেশ-চন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মহেশচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৯৭ খতিয়ানে ৭-৯৪ শতক জমী ৮/৯ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৮)

১৯৬৩ খাজারী ৩১ দাবী ৩৪।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মহেশচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮ খতিয়ানে ৭-৫০ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৯)

১৯৬৪ খাজারী ৩১ দাবী ১৩৫।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আবদুল লতিফ মণ্ডল সাং বাগ-বেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাগবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৬।২৫৮।৮০।৮৪।২৯৯।১৮ খতিয়ানে ৫-৬০ শতক জমী মূল্য আঃ ২৫৲

(৫০)

১৯৬৫ খাজারী ৩১ দাবী ৪২।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আমিরহোসেন বিশ্বাস সাং বাগবেড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাগবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৮৯ খতিয়ানে ১-১৮ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫১)

১৯৮৩ খাজারী ৩১ দাবী ৫৮৭॥৵৯

ডিঃ জিতেন্দ্র নাথ কর সাং মহানন্দ

দেঃ কানাইলাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় নাকাশীপাড়া মাজা-পুর প্রভৃতি গ্রামে জলকর আবাদি মহাল ৬১০৭৵০ জমা দেঃ ৴১৮ অংশ মূল্য ২৫০৲

২। কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক গ্রামে নদীয়া মহারাজ দিং অধীন ৮১০ খং -২৯ শতক জমী ১০।৪ জমা মায় বাড়ী ঘর দরজা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য ১০০০৲

(৫২)

২০০১ খাজারী ৩১ দাবী ২১৭।৵৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ শচীন্দ্রকুমার ঘোষ সাং আলফা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় আলফা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৩২।৫৬৩ খতিয়ানে ৫-৯৩ শতক জমী ৮।৵৭ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৩)

২০০৮ খাজারী ৩১ দাবী ৭৮।৯

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ গোপেশ্বর স্বর্ণকার সাং পদ্মমা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় পদ্মমা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫ খতিয়ানে ৫এঃ জমী ১২৵০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৫৪)

২০১৪ খাজারী ৩১ দাবী ২৬৸৬

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং হরিহরপুর

দেঃ ইব্রাহিম দফাদার সাং ম্যাচ-পোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ম্যাচপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬১ খতিয়ানে ১-৪৪ শতক জমী ৩৸৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৫)

২০১৬ থাংজা ৩১ দাবী ৩৩/০

ডিঃ ঐ

দেঃ বলরাম মণ্ডল দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২১ খতিয়ানে -৬৬ শতক ব্রহ্মত্তর জমী মুল্য আঃ ১০৲

(৫৬)

২৩ থাংজারী ৩২ দাবী ২০৵৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ পাঁচু ঘোষ হালসানা সাং হাতী-শালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪১৩।৪১৫—৪১৯ খতিয়ানে ৮-৭১ শতক চাকরান জমী মুল্য আঃ ৫০৲

(৫৭)

২৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৩৪৸১

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ পাল দিং সাং হাজরাপুর

দেঃ নয়ানবক্স মণ্ডল দিং সাং সাপুর পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানার মামজোয়ানে গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৪২ খতিয়ানে ২৯-৫১ শতক জমী ৫৮।/৬ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৫৮)

২৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৭০।/০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ দুলু বিবি দিং সাং কালীনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩২ খতিয়ানে ৬-৫৪ শতক জমী ১৵০ নিরীখ জমা মুল্য আঃ ৪০৲

(৫৯)

৩২ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৬॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ছমছদ্দিন সেখ সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭০০ খতিয়ানে ৩-৭৯ শতক জমী ৮/০ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৬০)

৬১ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৪৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ সহজ সেখ দিং সাং গোয়াল-চাদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার গোয়ালচাদপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪২ খতিয়ানে ১-০৬ শতক জমী ১৵১০ নিরীখ জমা মুল্য ১০৲

(৬১)

৬৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১৬৵৯

ডিঃ যতীদাস বক্সী দিং সাং মাধবপুর

দেঃ রতিকান্ত বক্সী দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার মাধবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮২,৬৯১ খতিয়ানে ২-৭১ শতক ব্রহ্মত্তর জমী মুল্য আঃ ৫৲

(৬২)

৬৪ থাংজারী ৩২ দাবী ১৭৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানার মাধবপুর গ্রামে গগন চন্দ্র বিশ্বাস অধীন ২১৯ খতিয়ানে ৫-৫৭ শতক নিষ্কর জমী মুল্য আঃ ১০৲

(৬৩)

৬৫ থাংজারী ৩২ দাবী ১৮৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানার পটীয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৭১।৭২—৮৩।১১৩—১৩৯ খতিয়ানে ৮-৬০ শঃ জমী ১১৸/০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৬৪)

১০৫৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৮/০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ ফকিরচাঁদ বিশ্বাস দিং সাং নূতন-গ্রাম পোঃ হাসখালী

হাসখালি থানার পায়রাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৩১—১০৫৭।৬৭।৮০ খতি-য়ানে ২৪-০৫ শঃ জমীর ৬৮॥১৭ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৬৫)

৮৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৩৫।৵০

ডিঃ অমিয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ কিতরাজ ভণ্ডাগার সাং শান্তিপুর পোঃ ঐ

হাসখালি থানার দক্ষিণপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭৯ খতিয়ানে ৩৬-৮৪শঃ জমীর ৬।৵১০ জমা মুল্য আঃ ১০০৲

(৬৬)

৯৮থাংজারী ৩২ দাবী ৩৬৵৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ ডেকেন সেখ সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৯৯ খতিয়ানে ১-১৪শঃ জমীর ১৵০ নিরিখে জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৬৭)

১০৮ থাংজারী ৩২ দাবী ১৮১॥৵৬

ডিঃ হরেন্দ্রনাথ রায় দিং সাং হাসখালি

দেঃ আশুতোষ বিশ্বাস দিং সাং ছোট মুড়াগাছা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৮৮।২৮৯—৪৫৯ খতিয়ানে ২৯-৯৬শঃ জমীর ৫১।০ জমা মুল্য ১০০৲

(৬৮)

১৩০ থাংজারী ৩২ দাবী ৩০॥৵৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ নছরদ্দিন মণ্ডল সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার পদ্মমালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৬৪ খতিয়ানে ১-৮২ শঃ জমীর গুটবন্দী জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৬৯)

১৩৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১০২৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু বিশ্বাস দিং সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার পদ্মমালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৭৭।৬১০ খতিয়ানে ৫-৬০ শতক জমী ২০৵৯ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৭০)

১৩৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৪।৵৬

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ আমিন মণ্ডল সাং পাটীকাবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার পাটীকাবাড়ী গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৩৩।৯৯৭।৯।১১০৭।৭৩৮ খতিয়ানে ৬ ৯০ শতক জমী ১৫৲১০ মুল্য আঃ ৫০৲

(৭১)

১৩৭ থাংজারী ৩২ দাবী ১০৫॥/০

ডিঃ ঐ

দেঃ খোকাই মল্লিক দিং পাটীকাবাড়ী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার পাটীকাবা[ড়ী] গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫৯।১৭২।৬০৩।৭৫৫ ১০-৪৯ শতক জমীর ২০/০ জমা মুল্য ৫০৲

(৭২)

১৪৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৩৷১

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় নাকাশীপাড়া

দেঃ ফরমান সেখ দিং সাং কালী-নগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৫২ খতিয়ানে ১-০৫ শতক জমী ১৵০ নিরীখ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৭৩)

১৫২ থাংজারী ৩২ দাবী ২৬৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বিলা বিবি সাং গিরিধরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪১ খতিয়ানে ১-২৩ শতক জমীর ১৵০ নিরীখ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(অতঃপর ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ /৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

(৪৩)

...খাংজারী ৩২ দাবী ৫০/৩

ঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

ঃ ফজল হক মাল্লক দিং সাং ধুবুলিয়া কৃষ্ণনগর

...কোতয়ালী থানায় দিগচন্দ্রপুর গ্রামে ...অধীন ২৭৩ খতিয়ানে ৫-২৫শঃ জমীর ...দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৪)

...১২ খাংজারী ৩২ দাবী ৬৬৶৯

ডিঃ প্রফুল্লনলিনী দাসী সাং বেলপুকুর

দেঃ অবিনাশচন্দ্র গোপ দিং সাং রুদ্রপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮।১ কাঠা জমী ১৯।৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৫)

৩১৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৩।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নিবারণচন্দ্র গোপ দিং সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় শঙ্করপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭২ খতিয়ানে ৬-৩৬ শঃ জমীর ...।৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৬)

৩১৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৭১।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অবিনাশচন্দ্র গোপ দিং সাং রুদ্রপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৭১ খতিয়ানে ৫-৭১শঃ জমীর ৮৮৩ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৪৭)

৩১৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৩২।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিঃ ...ধীন ৮ খতিয়ানে ১-৮০শঃ জমী ৮।৩ ...মূল্য আঃ ২০৲

(৪৮)

...১৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৭।৶৩

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ইয়াল মণ্ডল সাং শ্রীমায়াপুর ...ঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় বল্লালদিঘী গ্রামে ডিঃ ...ন ৬৬৪ খতিয়ানে -৮৮শঃ জমীর ...৶৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৯)

...৬ খাংজারী ৩২ দাবী ২৬।৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিং রায় সাং নাকাশী-...

দেঃ এমাদি মণ্ডল সাং পাঁচচাঁদপুর পোঃ ...গঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পাঁচচাঁদপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৩ খতিয়ানে ১-৪৫শঃ জমী ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫০)

৩২৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৪।৶৩

ডিঃ প্রফুল্লনলিনী দাসী সাং বেলপুকুর

দেঃ অবিনাশচন্দ্র গোপ সাং রুদ্রপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৯ খতিয়ানে ৪ ১৭শঃ জমীর ১৩।৶৬ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৫১)

৩২৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৮২/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জগদীশচন্দ্র প্রামাণিক সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় বামনপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৩-৩৮ শঃ জমীর ৪৩৮৶৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫২)

৩৩৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯।০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ মাজুদল হোসেন সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৭১ খতিয়ানে -২১শঃ জমীর ১/৩ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫৩)

৩৪৬ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩৫০।৶০

ডিঃ শ্রীকালীপদ সাহা সাং কুমারী

দেঃ কাজী গোলামকাদের দিং সাং আমঝামী পোঃ আলমডাঙ্গা

কুষ্টিয়া থানায় সাহাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৮।২৭৪ খতিয়ানে ২১৬৲৭ জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

(৫৪)

৩৪৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৶৩

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ কলেমান মণ্ডল দিং সাং নাইকুড়া হাসখালি

কোতয়ালী থানায় গোবরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২২২ খতিয়ানে -৬৫শঃ জমীর ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৪৲

(৫৫)

৩৪৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৫/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় গোবরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৬ খতিয়ানে ৪-০৪শঃ জমীর ৬৶৯ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৬)

৩৪৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৫৬৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় গোবরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৭ খতিয়ানে ৫-১৪শঃ জমীর ৮/০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৭)

৩৫০ খাংজারী ৩২ দাবী ৩১৮৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় গোবরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩২—১৩৪ খতিয়ানে ৭-৪৫শঃ জমীর ১৩৲৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৮)

৩৬৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৬৩।০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ গোলক সেখ সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় চরগোয়াড়ী গ্রামে ডিঃ অধীন ৩১৬০ জমীর মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৯)

৪০৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০৬৶৩

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

নাকাশীপাড়া থানায় পাটিকাবাড়ী গ্রামে ডিঃ অধীন ৪১৩নং মুলতৌজীর ১৭।। অংশ ৩৫।০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৬০)

৪০৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৩৯৮৶৯

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল সাং কুলগাছি

দেঃ মোহিনীমোহন মুখার্জ্জি সাং দেবগ্রাম পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৩১ খতিয়ানে ১৪৫-৭৭শঃ জমীর ২৫০৮০ জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

(৬১)

৪১০ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৪।৯

ডিঃ কুসুমকামিনী দেবী সাং বেলপুকুর

দেঃ ভদ্রেশ্বর সর্দ্দার সাং সুজনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সুজনপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৯৩ খতিয়ানে ২-৪৮ শঃ জমীর ৫।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬২)

৪২২ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৯/০

ডিঃ শৈলজাকান্ত ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ দ্বিজপদ ঘোষ দিং সাং বলাডাঙ্গা পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় বলাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৩ খতিয়ানে ৪-৮১শঃ জমীর ১৪।৶৪ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৩)

৪২৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ চন্দ্র সেখ দিং সাং পোলতা ... কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় পোলতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৫।২৬৬ খতিয়ানে -২০শঃ জমীর ১।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৪)

৪২৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০।/০

ডিঃ ঐ

দেঃ মহেন্দ্র হাজরা সাং সুজনপুর পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় সুজনপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৬৯ খতিয়ানে ১-৯৯শঃ জমীর ৬।৶৬ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৫)

৪২৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৬৩

ডিঃ আব্দুলগফুর দপ্তরী সাং দুর্গাপুর

দেঃ তাজেল মণ্ডল সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৬৭ ও অধীনস্থ খংসহ ২-৪৯শঃ জমীর ২৬৶৭ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৬)

৪৩৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৭২।৶৯

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ খোকন সেখ দিং সাং রাউতারা পোঃ দেবগ্রাম

কালীগঞ্জ থানায় ছোটআটকী গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৪ খতিয়ানে ৪ ১৪শঃ জমীর ৯৬৶০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৭)

৪৩৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৫।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নেদাই সেখ খাঁ সাং বড়আটকী পোঃ মাটিয়ারী

কৃষ্ণনগর থানায় বড়আটকী গ্রামে ডিঃ অধীন ২১৫।১৮৪।২২৮।৩৮ খতিয়ানে ২-০৩ শতক জমী ৬।৶৬ জমা মূল্য ১৫৲

(৬৮)

৪৩৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৪০।০

ডিঃ ঐ

দেঃ তোরাপ সেখ সাং বাজুতলী পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বড়আটকী গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৭ খতিয়ানে ২-৭৩ শতক জমী ৭৶৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৯)

৪৩৮ খাংজারী ৩২ দাবী ২৯৬৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বিবুজন্না [illegible] সাং [illegible] পোঃ মাটিয়ারী

কৃষ্ণনগর থানায় বড়আটকী গ্রামে

ডিঃ অধীন ২ খতিয়ানে ১-৫৭ শতক জমী ৪৵০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৭০)

৪৩৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৯৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ লোকমান সেখ সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

কৃষ্ণনগর থানায় রাউতারা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৮১।২৮২ খতিয়ানে ৯-৪২শঃ জমী ২৩/৩ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৭১)

৪৪০ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৪।/০

ডিঃ ঐ

দেঃ জমাদার সেখ খাঁ সাং বড়আটকী পোঃ মাটীয়ারী

কালীগঞ্জ থানায় বড়আটকী গ্রামে ডিঃ অধীন ২।৬১ খতিয়ানে ১-৮২ শতক জমী ৬৸/৩ জমা মূল্য আঃ ১৭৲

(৭২)

৪৪১ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০৩৵৯

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং বুড়াগাছা

ডিঃ কালীদাসী সাং কুমারখালী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কুমারখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫০।.৪১।১৪২ খতিয়ানে ১৬ ২ শতক জমীর ৪০৸৵৫ জমা মূল্য ৫০৲

(৭৩)

৪৪৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৫১৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ আজিম সেখ সাং চুণীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কুমারখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২ খতিয়ানে ২-৪৪ শতক জমী ৭।।৵১১। জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৭৪)

৫০৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৪৬৵৯

ডিঃ কালিকাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং হাটগ্যাছা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ভরতপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৬১ খতিয়ানে ৩-৫০ শতক জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৭৫)

৫০৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৭৸৵০

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল সাং কুলগাছি

দেঃ কাশীশ্বরী দেবী সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ অধীন ৭ খতিয়ানে -৪১ শতক জমী ৩।৵১২৮ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৭৬)

৫০৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৬৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মৃত্যুঞ্জয় দাস মোদক সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৬।৮২০।১৪৩।৯-৮ খতিয়ানে ৪০-৭৬ শতক জমী ১৬।৵১২ জমা মূল্য ৫০৲

(৭৭)

৫০৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৪।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় ফিদিরপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮৯।২৪৮।২৪৯।৭১ খতিয়ানে ৩-১৪ শতক জমী ৬৵৯।। জমা মূল্য ২০৲

(৭৮)

৫১৬ খাংজারী ৩২ দাবী [illegible]/৩

ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ রায় সাং চুর্ণী

দেঃ জোলসী ঘোষাণী সাং গঙ্গেয়ডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্ঠশালী গ্রামে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধীন ৫০২ খতিয়ানে ৭৮৸৵৬ জমা মূল্য আঃ .০০৲

(৭৯)

৩৬০ দেংজারী ৩২ দাবী ১৪০৮৲

ডিঃ যোগীন্দ্রকুমার ভৌমিক সাং ক্ষেমিবদিমাড়

দেঃ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী সাং মজলিসপুর পোঃ করিমপুর

করিমপুর থানায় মজলিসপুর গ্রামে রাজকৃষ্ণ চৌধুরী অধীন ২৪৫ খতিয়ানে ১২-১৪ শতক জমী ৩১।৵৪ জমা মূল্য আঃ ১৮০৲

২। গাংনী থানায় বেড়রামচন্দ্রপুর গ্রামে পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ১০৩ খতিয়ানে ২১-৩৪ শতক জমী ৩৩৵০ জমা মূল্য আঃ ২৯৫৲

(৮০)

৪০৭ দেংজারী ৩২ দাবী ১১২৬৲

ডিঃ লালমোহন কুণ্ডু সাং নবদ্বীপ

দেঃ রামদাসী বৈষ্ণবী দিং সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ গ্রামে রাধারমণ দাস বৈরাগ্য অধীন ৩৮২৪ খং -২ শতক জমী ১৵০ জমা মূল্য আঃ ৪০০৲

(৮১)

৪২৮ দেংজারী ৩২ দাবী ১৮১৫।/০

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ সাং আনন্দপুরী

দেঃ আজাহারআলি বিশ্বাস সাং ইব্রাহিমপুর পোঃ দামুরহুদা

দামুরহুদা থানায় ইব্রাহিমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৩৪—৩৪০ খতিয়ানে ৪০-৬১ শতক জমী ৯২/৩ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ১৫০৲

(৮২)

৩২১২ দেংজারী ৩১ দাবী ৩৭৮৲১০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ ভুতুল ঘোষ মণ্ডল দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় বাহাদুরপুর গ্রামে প্রফুল্লনলিনী দাসী অধীন ৭১ খতিয়ানে ১-৮৯ শতক নিষ্কর জমী মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রণজিৎ পালচৌধুরী অধীন ৯৭ খং ১-৭৬ শতক পিরোত্তর জমী মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩৯২ খতিয়ানে -৮৭ শতক জমী ৫৸/১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৮৩)

১৪০ দেংজারী ৩২ দাবী ১৬৬।।৵১৫

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং কানাইডাঙ্গা

দেঃ প্রাণকৃষ্ণ দাস সাং ঐ পোঃ দামুরহুদা

দামুরহুদা থানায় কানাইডাঙ্গা গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী দিং অধীন ৩১৩ খতিয়ানে ২১।৪ জমীর ১২।।৵৮ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৮৪)

৩৬৯ দেংজারী ৩২ দাবী ১৩৮৮/০

ডিঃ পাচুগোপাল ঘোষ সাং নবদ্বীপ

দেঃ পঞ্চানন ঘোষ সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ গ্রামে বিনয়কুমার নন্দী অধীন /২ জমীর ১৲ জমা মায় ঘর দরজা সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

(৮৫)

৫২২ দেংজারী ৩২ দাবী ১১৬২।।৵৬

ডিঃ তারকনাথ রায় সাং মামযোয়ানে

দেঃ কেদারনাথ সরকার সাং ঐ পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় চুনাড়িয়া গ্রামে ৫৭৯।৫৮০ খতিয়ানে ৮।।২।। জমী মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় মামযোয়ানে গ্রামে ১ খতিয়ানের অধীনস্থ খতিয়ান সহ ও ২ খতিয়ানে ২৯।০ জমী মূল্য আঃ ২০০৲

(৮৬)

১২৪ দেংজারী ৩২ দাবী ১১৯৩।।৵১০

ডিঃ সীতানাথ ঘোষ সাং কণ্ঠগঞ্জরা

দেঃ লক্ষ্মীকান্ত হালদার সাং ঐ পোঃ কুমারখালি

কুমারখালি থানায় কণ্ঠগঞ্জরা গং গ্রামে গিরিনাথ কুণ্ডু দিং অধীন ৪৭২।৪৭৫।৪৭৭ গং খতিয়ানে ৯।।৩।৵১০ জমীর ১৬৸১০ দুই জমা একত্রে মূল্য আঃ ৫০০৲

(৮৭)

৪১৬ দেংজারী ৩২ দাবী ৯৭০৵০

ডিঃ যশোহর লোন কোম্পানী লিমিটেড সোং যশোহর

দেঃ স্নেহপ্রভা দাসী দিং সাং রাণাঘাট পোঃ ঐ

রাণাঘাট থানায় রাণাঘাট গ্রামে রাণাঘাট পালচৌধুরী অধীন ।৩ জমীর ২।।৵৯ জমা মায় ঘর দরজা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০০৲

(৮৮)

৩৪৩০ দেংজারী ৩১ দাবী ২০৮০৲১০

ডিঃ মহম্মদ ফজলুল হক সাং ভৈরবনগর

দেঃ ফকিরচাঁদ মণ্ডল দিং সাং চাপড়া পোঃ বাজালখি

দামুরহুদা থানায় কানাইডাঙ্গা গ্রামে মেদিনীপুর জমিদারী কোং অধীন ৩৯৫ খতিয়ানে ১১-৪৪ শঃ জমীর ১৮৸৵৬ জমা মূল্য আঃ ২৫০০৲

ঐ থানায় বয়রা ও কানাইনগর গ্রামে ঐ অধীন ৪৯।৩৫ খতিয়ানে ১১ ৬৯শঃ জমার ৪২।।৩ জমা মূল্য আঃ ২৫০৲

(৮৯)

৬০ দেংজারী ৩২ দাবী ১৩৬৲

ডিঃ নারায়ণ দাস ঘোষ দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ শরৎচন্দ্র ঘোষ দিং সাং বলাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বলাডাঙ্গা গোয়ালপাড়া গ্রামে নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অধীন ৮০ নং ৫।।০ জমা মায় ঘর দরজা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ২৫৲

(৯০)

২০ মনিংজারী ৩২ দাবী ৭২৫৸৯

ডিঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণনগর

দেঃ ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে অধীন ৩৭৫—৬৮৩ খতিয়ানে ৩১-০৭শঃ নিষ্কর জমী মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় নদীয়া মহারাজ অধীন ১১৩৪—১১৩৬খং ৩-১১শঃ জমিঃ ৩৯।৵৮ জমা মূল্য ২২০৲

(৯১)

৫১ মনিংজারী ৩২ দাবী ২৪২।।৵৩

ডিঃ জ্যোতীশচন্দ্র গড়াই সাং দুর্গাপুর

দেঃ ইয়াকুব মল্লিক দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় দুর্গাপুর গ্রামে জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ২১০ ২৪৩।২১১—২১৫।২।৭।২।৮।২২০।২২১ খং ১০-০৮শঃ জমীর ১৪।৵৩ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য ১৭[illegible]

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৯৭ খং ২৩-৯৩শঃ ও দেনপুর মৌজায় ৭৬৩ খঃ ৪৮শঃ জমি মোট ২৩৮১ শঃ জমা ২৮।/৯ জমা দেঃ ।৶ অংশ মূল্য ৩০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুধীররঞ্জন গোস্বামী অধীন ২৭।৩০—৩৫ খতিয়ানে ১৭৮২০ঃ জমীর ৩১৸/৪ জমা দেঃ ।৵০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে বৈদ্যনাথ গোস্বামী অধীন ১৯৪ খঃ ২-৬৭ শঃ জমি ৩৸০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫৲

৫। ঐ থানার ঐ মৌজার ঐ অধীন ৩৯ খং ১২০শঃ জমি ৪৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

৬। ঐ থানার ঐ মৌজার ১৩২ খং ১ ৪৯ শতক জমি ১৸৩ জমা দেঃ ।৶ অংশ মূল্য ৫৲

৭। ঐ থানার ঐ মৌজার ১২৬ খং ৬৮ শঃ জমি ৬৷৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

৮। ঐ থানায় ঐ মৌজার ১১৫ খতিয়ানের ২৭-০৫ শঃ জমি ২৮।৵৮ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৪০৲

৯। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ১১৩ খং -২৮ শঃ জমি ১০৸০ জমা দেঃ ।৵০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

১০। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৩৪৫ খং ১-১৩ শঃ জমি ২৸৶ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫৲

১১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩৪৪খং ১২৬ শঃ জমি ৪৸৶ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৭০৲

(৯২)

১৮ মণিজারী ৩২ দাবী ১৫৮॥৶৯

ডিঃ পাচুমতি দাসী দিং সাং পলাশী

দেঃ নূরমহম্মদ সেখ সাং জানকীনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানার পলাশী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৯৫ খতিয়ানে ৫-৬৭ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৬৫৲

(৯৩)

১৯ মনিজারী ৩২ দাবী ১৫৩৶০

ডিঃ হৃষীকেশ কুণ্ডু সাং কাদিহাটী

দেঃ ইয়াকুব মল্লিক দিং সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার কাদিহাটী গ্রামে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩৭ খতিয়ানে ৩-৩১ শঃ জমীর ১২৲ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৮০৲

(৯৪)

১৬১ মনিজারী ৩২ দাবী ১৯৫।৶৯

ডিঃ তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী সাং নেদেরপাড়া

দেঃ হরিদাস রায় মিস্ত্রী সাং আমিনবাজার পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় আমিনবাজার মধ্যে প্রভাতকুমারী দাসী অধীন ২৫১৬ খতিয়ানে -০২ শঃ জমীর ॥৵৬ জমা মায় ঘর দরজা সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ মধ্যে রণজিৎপালচৌধুরী অধীন ২৯৪৩ খতিয়ানে -০৬ শঃ জমীর ১৸/৫ জমা মায় পাকা ঘর সহ মূল্য আঃ ৫০৲

(৯৫)

১৭৬ মণিজারী ৩২ দাবী ২৯৵৬

ডিঃ হিরুহরি ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ সরলা দাসী দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার বেলপুকুর গ্রামে হেতুলী দাসী অধীন ২৩২ খতিয়ানে -৫ শঃ জমীর ৩৸৶৩ জমা মায় ঘর দরজাসহ দেঃ ।/৬॥ = অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

(৯৬)

১৭৭ মণিজারী ৩২ দাবী ৩৭৮৸/৩

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড পক্ষে সেক্রেটারী কৃষ্ণনগর

দেঃ মন্মথনাথ পাল দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার গোবিন্দসড়ক মধ্যে নিশানাথ রায় অধীন ৬৯৯ খতিয়ানে -০২ শঃ জমীর ২৲১০ জমা মায় বাড়ীঘর সাজসরঞ্জামসহ মূল্য আঃ ৩০০৲

(৯৭)

১৯৩ মণিজারী ৩২ দাবী ৭৷॥৶৬

ডিঃ নিত্যপদ দে দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ যশোদালাল দাসী সাং ঐ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে গালকরাম ভট্টাচার্য্য দিং আধন ১২১৭ খতিয়ানে -২০ শঃ জমীর ২৸০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৯৮)

১৯৮ মণিজারী ৩২ দাবী ৫৫।৩

ডিঃ অধরচন্দ্র দাস সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ হরিদাস সেন সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মধ্যে ৩৩৭৯ নং খতিয়ানে নিকাংশে -৪৪ শঃ জমীর ৪/০ জমা মূল্য আঃ ৪৫৲

(৯৯)

৩৫৮ মণিজারী ৩২ দাবী ৪৭৫৶০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ মাখনচন্দ্র মাঝি দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৬২৪,১২ খতিয়ানে ৸১৸/ জমির ৫।০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১০০)

৩৭১০ মণিজারী ৩১ দাবী ২৮॥/৯

ডিঃ চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ বাহারালি সেখ সাং রাধাকান্তপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাধাকান্তপুর গ্রামে কুসুমকুমার মুখোপাধ্যায় অধীন ৬৭৩ খতিয়ানে -১৬ শঃ জমীর ১৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

(১০১)

৩৭১১ মণিজারী ৩১ দাবী ২৮৶/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কালী সেখ সাং রাধাকান্তপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাধাকান্তপুর গ্রামে কুসুম কুমার মুখোপাধ্যায় অধীন ৬০৮ খতিয়ানে ৯শঃ জমীর ॥৶০ জমা মূল্য ৫৲

২। ঐ থানার পানিঘাটা মৌজার উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধীন ১।১০ খং -০৬শঃ জমি মূল্য ২৲

৩। ঐ থানার রাধাকান্তপুর গ্রামে ঐ অধীন ২।৩ খতিয়ানে -২৬ শঃ জমীর ৸/৬ জমা মূল্য আঃ ২৲

(১০২)

৩০৭০ মণিজারী ৩১ দাবী ২৭০।৶০

ডিঃ রঘুনন্দন কালা সাং কাটালপোতা

দেঃ জয়দুর্গা দাসী সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে নদীয়া মহারাজ অধীন ৫৯৮ খতিয়ানে ৬/৩।৶০ জমীর ৮৲ জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ৩০

(১০৩)

৩৪৩২ মনিজারী ৩১ দাবী ৫২৸৶৬

ডিঃ বাঞ্ছারাম সরকার সাং পলাশডাঙ্গা

দেঃ দাশুরথী দে সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় পলাশডাঙ্গা গ্রামে শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় অধিন ৪৮ খতিয়ানে -৪৭ শঃ জমীর ১/০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২য় মুনসেফ আদালত

(১)

১৮৯৪ মণিজারী ৩১ দাবী ৪১৶০

ডিঃ বসন্তকুমার বিশ্বাস সাং বিষ্ণুপুর

দেঃ হাজারি দাই সাং দিগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মুকুন্দপুর গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ অধীন ২২০ খতিয়ানে ৪-৪৯ শঃ জমীর ১০৪১। জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২)

১৮৯৫ মণিজারী ৩১ দাবী ৪৬৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুবণ খাঁ সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার বিষ্ণুপুর গ্রামে ৭০৫।৭০৯ খতিয়ানে ১-৪১শঃ জমীর ২॥৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

১৫০ মণিজারী ৩২ দাবী ২৯০৸০

ডিঃ শ্যামাচরণ মজুমদার সাং বড়কান্দোয়া

দেঃ বিজয়কুমার সিংহ রায় দিং সাং সুধাকরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

কৃষ্ণনগর থানায় সুধাকরপুর গ্রামে ১০৭।৫ নং তৌজি মহাল দেঃ ৵১০ অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

২। নাকাশীপাড়া থানায় ঐ গ্রামে কবিনাথ রায় দিং অধীন পত্তনী ৲১৫ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে তরঙ্গিনী বর্ম্মণ্যা দিং অধীন পত্তনী অংশের ৲৫ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

১৬ মণিজারী ৩২ দাবী ৩৭।৶০

ডিঃ সতীশচন্দ্র চন্দ্র সাং ধর্ম্মদহ

দেঃ তারাপদ চন্দ্র সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধর্ম্মদহ গ্রামে নৃসিংহদাস সিংহ অধীন ২৭ খতিয়ানে -১১ শঃ জমীর ১॥৶০ জমা দেঃ ৷৹০ অংশ, মূল্য আঃ ২০৲

(৫)

১৮২০ মণিজারী ৩১ দাবী ৩৭৷/০

ডিঃ রাসমোহিনী দাসী সাং ভবানীপুর

দেঃ কাঙ্গালী দেবাকর সাং হাটরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮০ খতিয়ানে -৩৮ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

২০৬ মণিজারী ৩২ দাবী ২১৭৶০

ডিঃ মুকুন্দমুরারী অধিকারী সাং চাপড়া

দেঃ হাদেম বিশ্বাস সাং [illegible] পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় দীপচন্দ্রপুর গ্রামে জয়দুর্গা দাসী অধিন ৫ খতিয়ানে ৮-৯৯ শঃ জমীর ২৷০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬ খতিয়ানে ২৫-২৯শঃ জমীর ২৷০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ১০০৲

টেলি—

শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৩রা মে ১৯৩২

ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী

হাইলিনের নিকট ভীষণ যুদ্ধ

পুরে ভীষণ অ

সিরাজগঞ্জে বিধবা বিবাহ

অদ্ভুত আত্মহত্যার চেষ্টা

গফুর খাঁয়ের পুত্র দণ্ডিত

য় মুন্সেফ অপমানিত

কৃষ্ণনগর জেল হইতে মুক্তি

দোলাইগঞ্জে ডাকাতী

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য

ভীষণ বাত্যায় মৃত্যু

নানা কথা

ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাস জেলা বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবার সময় গত ৩০শে এপ্রিল আততায়ী কর্ত্তৃক আহত হন। বেলা ৩ ঘটিকার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রকাশ, তাঁহার বাহুতে গুলীর আঘাত লাগিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁহার অবস্থা সাংঘাতিক বলিয়া প্রকাশ। তমলুকের মহকুমা হাকিম মিঃ ... এবং শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ মিত্রও সদস্যরূপে ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, তাঁহারা প্রায় ১৮ বৎসর বয়স্ক একটি যুবককে তাড়া করিয়া ভূতপূর্ব্ব বিজ্ঞান-ভবনের রন্ধনশালায় তাহাকে গ্রেপ্তার করেন।

এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই বা কোনস্থানে খানাতল্লাসও হয় নাই।

আততায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাসকে ছয়টি গুলী করে। তিনটি গুলী লাগে। একটি গুলী তাঁহার বাহুতে বিদ্ধ হয়। একটি বক্ষে এবং তৃতীয়টি তলপেটে বিদ্ধ হয়। তিনটি গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মিঃ ডগলাসকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, একটী গুলী তাঁহার শরীর হইতে বাহির করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের অবস্থা তেমন সাংঘাতিক নয়। কলিকাতা হইতে তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য ধাত্রী আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গয়ায় মুন্সেফ অপমানিত

গয়া হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে এপ্রিল প্রাতে গয়ার তৃতীয় কোর্টের মুন্সেফ শ্রীযুত বারহাম দেও নারায়ণ সিং জনৈক মামলাকারী কর্ত্তৃক স্বীয় এজলাসে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। উকীল শ্রীযুত রামেশ্বর প্রসাদ নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লোকটিকে ধরিয়া পিয়নদের হস্তে সমর্পণ করেন। প্রকাশ, মুন্সেফ তাহার আততায়ীর বিরুদ্ধে একটা মামলা নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পরই গয়া বার এসোসিয়েশনের এক জরুরী সভা হয়। সভায় লাঞ্ছনাকারীর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

তিরুপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

তিরুপুর হইতে প্রকাশ গত ২৮শে এপ্রিল এরোদ পুরাতন রেল ষ্টেশনের নিকট আদি দ্রাবিড় অঞ্চলে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়। তাহাতে প্রায় বারটি তৃণনির্ম্মিত ঘর পুড়িয়া যায়। তাহাতে দুইটি ভাই মারা গিয়াছে। একটির বয়স ৭, আর অপরটির ৫ বৎসর বয়স।

অদ্ভুত আত্মহত্যার চেষ্টা

সংপ্রতি এলাহাবাদে এক অদ্ভুত আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রকাশ জনৈক পার্শী ট্যাক্সী চালক রিভলভার হাতে তাহার স্ত্রীকে বলে, তুমি চুপ না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব। তাহার স্ত্রী কথা বন্ধ না করায় সে প্রথমে ছাদ লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে, তারপরও যখন তাহার স্ত্রী বক্ বক্ করিতে থাকে তখন সে নিজেকে লক্ষ্য করিয়াই গুলী ছোড়ে তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

দোলাইগঞ্জে ডাকাতি

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে শ্রীযুত রজনীকান্ত দত্তের পুত্র শ্রীযুত উমারঞ্জন দত্তকে ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত নিজগ্রাম ভোটাল হইতে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। প্রকাশ, দোলাইগঞ্জ ডাকাতীর সম্পর্কেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে এখন পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে। বিচারার্থ তাহাকে শীঘ্রই ঢাকায় লইয়া যাওয়া হইবে।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ ১১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ২০শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ৩রা মে ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার ৫০শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

উত্তরবঙ্গে প্রচার

বিগত ৮ই বৈশাখ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে—

"ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥"
ভাঃ ৮।২২।২৪

শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পাঠক মহোদয় বলেন যে, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পুরুষ যে অর্থ বশতঃ মত্ত ও স্তব্ধ হইয়া ত্রিজগৎ এমন কি জগৎপতি আমাকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করে, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার তাদৃশ অর্থই হরণ করিয়া থাকি।

আমরা অনেকেই ভগবদ্বৈমুখ্য বজায় রাখিবার প্রয়াস লইয়া বলিয়া থাকি,—যাহারা নীতিধর্ম্ম কোনটীরই আদর করে না, তাহারা তো বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করে দেখা যায়। তদুত্তর—ঐ সকল নীতিধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত নরাকার নরেতর ধর্ম্মাক্রান্ত জীবসমূহের শ্রীভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্তির শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয় নাই, উহারা এত অপরাধী যে, অধর্ম্মাচরণ দ্বারা দীর্ঘ সময় নিরয়বাস ব্যতীত তাহাদিগের নিবৃত্তিরূপ সুবুদ্ধি উদিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই ভগবদ্বিদ্বেষী মহাপাষণ্ডী হইয়া বিষয়-সুখান্বেষণে কৃতিত্বলাভ করিয়া উত্তরোত্তর বিষয়সম্ভোগে প্রমত্ত থাকে।

বিষয়সুখপ্রমত্ত জনগণের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদ-জ্ঞান না থাকায় হিতাহিত বা বিবেকশূন্যতাই বিদ্যমান, সেই নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া যাহাকে অনুগ্রহ করেন তাহার 'তদ্বিশঃ বিধুনোমি' অর্থাৎ যে ধন পাইয়া আমরা প্রমত্ত হই, সেই ধন তিনি হরণ করেন। অতএব আমরা কত বড় ভাগ্যবান্! আমাদের ভোগের উপকরণ শ্রীভগবান্ বলপূর্ব্বক হরণ করেন। কিন্তু সেই বুদ্ধি আমাদিগের কোথায়? শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, ও সেবাবুদ্ধি লইয়া উপনীত না হইলে আমরা উক্ত শিক্ষা কোথায় পাইব? একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় নাই। এইরূপ ভক্তিধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত অধিকাংশস্থলেই কামকামীর সংসারোন্নতির প্রার্থনায় প্রতিধ্বনি অল্পবিস্তর লক্ষিত হয়।

এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতানুগ শুদ্ধভক্তগণ, তথাকথিত ভক্ত ও অভক্তগণের চক্ষুশূল। কারণ তাহাদিগের ভোগের অগ্নিতে ইন্ধন না দেওয়ায় শুদ্ধ ভক্তগণকে জগৎবিধ্বস্তকারী বলিয়া তাহারা ধারণা করে। যথার্থপক্ষে হরিবিমুখ জগৎ বা পাষণ্ড জগৎ অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করে না, পরন্তু অনাচার ব্যভিচাররত থাকিয়া বহু জীবের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে তাহাদের কলঙ্কিত স্বভাবের প্রতিচ্ছায়াপাত করিয়া, ভগবদুন্মুখ জগৎকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখাইতেছে, হরিবিমুখ তাহাদিগের অচিরাৎ মৃত্যু বা ধ্বংসই পরমশ্রেয়ঃ বা জগন্মঙ্গলকর। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এরূপ ব্যক্তির সম্বন্ধে বলেন;—

"কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ চরিত,
সুধাসার স্বাদ্ বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে!
* * *
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
* * * কেন না গেল মরিয়া॥

প্রভৃতি আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়।

প্রতি সপ্তাহে এই প্রকার নিত্য নূতন নূতন ভাবের ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী উত্তরোত্তর উৎসাহিত হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেছেন।

বাঁকুড়ায় প্রচার

সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ছয় জন ব্রহ্মচারী সহ গত ৬ই বৈশাখ তারিখে আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার অন্তর্গত নাহিয়া-বাঁধ গ্রামে শুভাগমন করেন। গ্রামবাসিগণ মহাসমারোহের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় চণ্ডীমণ্ডপে মহারাজদ্বয় 'চৈতন্যদেবের শিক্ষা' বিষয়ে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেন। তাঁহাদের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং এই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সমাগত মহোদয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দোল-গোবিন্দ ঘোষ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর ঘোষ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গিরিজা-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যমুনাবিহারী ঘোষ বি-এল মহাশয়গণের আগ্রহ ও উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

পরদিবস ৭ই বৈশাখ প্রাতে মহারাজগণ নগরসংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া গ্রামের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। এই সংকীর্ত্তনে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ অনেকেই যোগদান করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণান্তে মহারাজদ্বয় সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় আলোচনা করেন। এবং স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন। তৎপরে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় প্রোক্ত চণ্ডীমণ্ডপে মহারাজদ্বয় "শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার-প্রচারের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বহু জনসমাগমের মধ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

গত ৮ই, ৯ই, ১০ই ও ১১ই বৈশাখ তারিখে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ঘোষ মহাশয়দের বিষ্ণুমন্দিরের বারান্দায় রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত, অজামিল উপাখ্যান ইত্যাদি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত জনসাধারণকে চরিতার্থ করেন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

বিফল প্রয়াস

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং

যজতো মখৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনমার্গে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীহরির ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং উপরি উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কলিযুগে ধ্যান ধারণা অষ্টাঙ্গযোগাদির চেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী যেমন শৈবালদল পরিবেষ্টিতা হইয়া নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম বশতঃ পঙ্কিল বারিতে পরিণত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মায়া-সংস্পর্শে স্বরূপ-বিভ্রান্ত নিত্য শুদ্ধ চেতন জীব অন্যাভিলাষবশে তিমিরজাল-বিজড়িত-মতি হইয়া প্রোজ্ঝিত কৈতব নির্ম্মৎসর মহাভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া শতকণ্টকাকীর্ণ—সহস্র বিঘ্নসঙ্কুল অপ্রাকৃত আত্মধর্ম্মের পরিপন্থী বক্রগতি-বিশিষ্ট ভয়াবহ বন্ধুর অভক্তিপর পথের পথিক হইয়া বিষম সঙ্কটাপন্না দশায় পতিত হয়।

ধ্যানধারণাদি মনোধর্ম্মীর ত্রিতাপদগ্ধ ক্ষতস্থানে সাময়িক প্রলেপ প্রদানের অভিনয় করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা চঞ্চলমনের বিক্ষিপ্তাবস্থা দূরীকরণ তো দূরের কথা, অবনামত চিত্তকে আরও উত্তেজিত করিয়া, অনাদিকালের সঞ্চিত অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ধূমায়িত বাসনাবহ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবার পরিবর্ত্তে উদ্দীপিত করিয়া ভোক্তাভিমানে সর্ব্বগ্রাসের প্রয়াসে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। ধ্যানধারণাকারীর ভগবদ্ধ্যান তো দূরের কথা, সর্ব্বাগ্রে মুক্তপ্রগ্রহ অশ্বের ন্যায় অসংযত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সুসংযত করিবার জন্য সতত‌ই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে যাইয়া ঐ ইন্দ্রিয়গুলিই ধ্যাতার ধ্যেয় বস্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ধ্যানধারণা দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের সাময়িক সাম্যভাব দৃষ্ট হইলেও উহা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ভয়াবহ। ঐ সাম্যাবস্থাতে কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না; ঐ চঞ্চল মনের সম্বন্ধেই অর্জ্জুন মহারাজ আমাদের ন্যায় কাম-প্রপীড়িত দুর্ব্বলচিত্ত চঞ্চলমতি মানবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য বলিতেছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

সুতরাং স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, এই অনর্থগ্রস্ত মনের দ্বারা এই বিবদমান যুগে স্বল্পায়ু মানবগণকর্ত্তৃক ভগবদ্ধ্যান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। যদ্যপি স্বীয় পুরুষকারকে অগ্রণী করিয়া নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনকে ধ্যানোপযোগী স্থিরতায় পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া যায়, তখন দেখা যায় আকাশ-কুসুম রচনাকারী অসংযত মনের পরিচর্য্যাতেই ধ্যানকারীকে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া, 'উদ্বাহুরিববামন' হইয়া জন-সমাজে হাস্যাস্পদ ও বিফল মনোরথ হইতে হয়। তখন অহমিকার সুউচ্চ সৌধচূড়-সমারূঢ় আরোহবাদীর ক্ষুদ্র পুরুষকার যে কোথায় নির্ব্বাসিত হয় তাহাকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না; কাজেই মন তখন ভগবদ্ধ্যান না করিয়া রূপদর্শনকামী চক্ষু, শব্দ-শ্রবণমুগ্ধ কর্ণ, রসাস্বাদন লোলুপ রসনা, গন্ধাঘ্রাণপ্রিয় নাসিকা ও স্পর্শসুখামোদী ত্বক্ ইত্যাদি বিষয় গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের ধ্যানেই প্রমত্ত হইয়া পড়ে। এবম্বিধ অবস্থা যে ব্যক্তিগত কার্য্যকুশলতার অভাব নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, পরন্তু একমাত্র নিরাপদ ভক্তিপথ ব্যতীত যে কোনও অপথ বিপথ ও কুপথের স্বভাব ইহাই। সুতরাং অলীকসিদ্ধির নেশায় প্রলুব্ধ না হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামাশ্রয়ে নিঃশ্রেয়স্ লাভে যত্ন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যিনি নিত্য শাশ্বত শান্তিলাভের প্রয়াসী তিনি যেন এই দুর্লভ মানবজন্ম বৃথা অতিবাহিত না করিয়া অবিলম্বে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিত্যানন্দ লাভের অধিকারী হইবার জন্য যত্নবান্ হন; নতুবা দুস্তরা অনতিক্রম্যা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভের আর কোনও উপায় নাই; মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে,—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোনও বস্তু নাই

ভজনে পরীক্ষা

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিতে বাসনা করিলে যে কত রকম ধরণের পরীক্ষা আমাদের দিতে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কখনও সংসারজনিত দুঃখ, কখনও অর্থাভাব, মানসিক চাঞ্চল্য, কখনও রোগ-শোকাদি, আবার কখনও নানাপ্রকার প্রলোভনের বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে পরীক্ষার্থীরূপে বরণ করে।

এই পরীক্ষাগুলিকে আমরা অনেক সময় ভগবানের পরীক্ষা বলিয়া মনে করি। কিন্তু পরম করুণাময় ভগবান্ কখনও আমাদিগকে পরীক্ষা করেন না, তবে তিনি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে আমাদের যদি আত্মাভিমান আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তিনি আমাদের প্রতি কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের ক্ষুদ্রতা বা দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দেন মাত্র।

একবার সত্য করিয়া 'তোমার হইলাম' বলিয়া ডাকিলে যিনি আমাদিগকে কত আদরের সহিত হৃদয়ে তুলিয়া লয়েন, তিনি আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন এ'কথা সত্য সত্যই ভ্রান্তিমূলক।

তবে ভজন কালে যে-সকল পরীক্ষা আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় সেগুলি মায়ারই খেলা।

পরীক্ষাটা আর কিছুই নয়; আমি ভগবান্‌কে সত্য করিয়া ডাকিতেছি, না কপটতা করিয়া ডাকিতেছি ইহা দেখিবার জন্যই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী স্বয়ং আসিয়া কিংবা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা আমাদিগকে পরীক্ষা করেন।

স্বর্ণকার খাদমিশ্রিত স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য চাপরে দিয়া দগ্ধ করে। আমাদের ভজনে বাধাবিঘ্নাবা দুঃখকষ্টাদিও তদ্রূপ আমাদের হৃদয়মল দূর করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। সেই জন্য ভজনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তগণ ভগবানের কৃপা তাঁহার উপর অজস্রভাবে বর্ষিত হইতেছে জানিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত হরিভজনে প্রবৃত্ত হন।

শিশুর কোন দোষ হইলে জননী ক্রোধভরে তাহাকে ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেও সেই রোরুদ্যমান শিশু, জননী ব্যতীত তাহার আর জীবন ধারণের উপায় নাই জানিয়া কখনও তাহার জননীকে ত্যাগ করে না। সেইরূপ ভগবানের চরণে আমাদের অপরাধ হওয়া বশতঃ আমরা যেস্থানেই পতিত হই না কেন, আমাদের পরমবান্ধব গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে যতই তিরস্কারাদি করুন না কেন, মায়াদেবী আমাদিগকে যতই পরীক্ষা করুন না কেন, আমাদের যদি সরলপ্রকৃতি শিশুর ন্যায় জ্ঞান থাকে যে, হরিগুরুবৈষ্ণব, ব্যতীত আমাদের আর বাঁচিবার বা নিত্য মঙ্গলের উপায় নাই তাহা হইলে আমরা শিশুর ন্যায় কখনও আমাদের নিত্যসেব্য প্রাণের প্রাণ হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম ত্যাগ করিতে পারিব না বা-এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি কোনদিনও অন্তরে স্থান পাইবে না। যদি সরল না হইতে পারি সম্যগ্‌ভাবে শিশুর ন্যায় নির্ভর করিতে না পারি তাহা হইলে অসুবিধায় পড়িয়া যাইব। সেই জন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

নিতাইপদকমল কোটীচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়॥

দৃঢ়তার সহিত অভিন্ননিত্যানন্দ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই তদনুগত উক্তরণেচ্ছু ব্যক্তিগণের আর কোনও চিন্তা নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে পর্য্যন্ত যখন মায়াদেবী পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তখন আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকে যে তিনি পরীক্ষা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে এরূপ পরীক্ষাস্থলে নামাচার্য্যের কৃপা ভিক্ষাই আমাদের একমাত্র সম্বল। নাম-রসমত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা থাকিলেই সূর্য্যকিরণে শিশিরবিন্দু অপগত হওয়ার ন্যায় আমাদের সমস্ত অসুবিধা গুরুকৃপা লোকে অপসারিত হইবে ও আমরা তদনুগত্যে সাধনক্রমে শ্রেয়ঃপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব।

গুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা—তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা তাঁহাদের পাদপদ্ম দৃঢ়তার সহিত মস্তকে ধারণ করিয়া সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

লবমাত্র সাধুসঙ্গের ফলও দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যেতে পারে না। সঙ্গ অজ্ঞাতসারে হ'লেও সুফল প্রদান করে। না জেনেও আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়বেই সেইরূপ সাধুসঙ্গ করলে আমাদের মঙ্গল নিশ্চিত। এমন দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য সাধুসঙ্গ ছেড়ে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অসৎসঙ্গ করলে সংসারবন্ধন ঘটে, সাধুসঙ্গ করলে আর তা' ঘটে না, মুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণসেবা করতে পারা যায়।

ভক্তিসহকারে সাধুসঙ্গ ব্যতিরেকে সাধুগণের একমাত্র আশ্রয় ভগবানকে পাওয়া যেতে পারে না। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই সাধুসঙ্গে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞগণই এমন সৎসঙ্গ বর্জ্জিত হ'য়ে অসৎসঙ্গে রত হয় এবং ক্ষণিক সুখের জন্য মৎস্যের ন্যায় প্রাণ হারায় এবং এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ও সদ্গুরু কর্ণধার পেয়েও জীবন বৃথা নষ্ট ক'রে নিত্যানন্দলাভে বঞ্চিত হয় এবং ভোগরাশী বা অনিত্য বস্তুর পশ্চাদ্ধাবিত হ'য়ে নিরন্তর ত্রিতাপ ভোগ করতে বাধ্য হয়। তাই আমাদের দুর্দ্দশা দেখে শাস্ত্র বলেছেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ॥"

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, প্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' ভ্রান্ত-সম্প্রদায় খণ্ড শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পৃথক্ সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিষ্কপটতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুরের সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'ব্যবহারিক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও ছন্দঃসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৸০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মূল্য ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবৈশকরেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদমান্দিরস্থিতি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রত্নতত্ত্ববিশারদ, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাদের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক রঞ্জন" নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি দ্রষ্টব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

সূক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সম্ভাব্য নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা দ০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছু অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ[illegible] আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা দশ

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৶৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৯৲, অর্দ্ধকলম ৫৲ সিকি কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভীষণ বাত্যায় মৃত্যু

খুলনা হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই বৈশাখ বেলা তিনটার সময় খুলনা জেলার মাণিকপাড়া গ্রামে এক ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ফলে, অনুমান প্রায় দুইশত বাড়ীর টিনের ও খড়ের চাল ও ঘরের আসবাবপত্র কোথায় যে উড়িয়া গিয়াছে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ৪ জন লোক টিনের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বহু লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। তাহা ছাড়া গৃহপালিত গবাদি যে কত মারা গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্থানীয় নমঃশূদ্র যুবকবৃন্দ দুঃস্থ ও আহতদিগের সাহায্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

বাজাজ পল্লীর জরিমানা

ওয়ার্দ্ধা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত যমুনালাল বাজাজের পল্লীর যে জরিমানা হইয়াছে তাহা আদায়ের জন্য বচরাজ যমুনালাল এণ্ড কোম্পানী হইতে লোহার সিন্দুক সরাইবার সময় সরকারী কর্মচারীদের বাধা দেওয়ায় উক্ত কোম্পানীর ৪ জন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চাইলিজের নিকট ভীষণ যুদ্ধ

টোকিয়ো হইতে প্রকাশ, চাইলিনের নিকট ৬০০ হাঙ্গামাকারীর সহিত সারারাত্রিব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের ফলে এক জাপানী ডিটেট দুই শত হাঙ্গামাকারীকে বধ করিয়াছে এবং একটী বর্ম্মাবৃত ট্রেন দুইটী বন্দুক ও অন্যান্য দ্রব্য হস্তগত করিয়াছে। চাইলিন এখন জাপানীদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। হাঙ্গামাকারীরা গ্যাস সঞ্চালক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

লাহোরে যুবক গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোরের ডি, এ, ভি, কলেজের কর্মচারী সরাব দয়ালকে জিলা কোর্টের সাব-পোষ্টাফিসের বাহিরে জনৈক সাব ইন্সপেক্টর গ্রেপ্তার করিয়াছেন। প্রকাশ, সরাব দয়াল তাহার পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করে কিন্তু উহার মুখ বন্ধ না থাকায় উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ শিশিটী ফেলিয়া দেয়। শিশির ভিতরের দ্রব্য যে সকল স্থানে পড়িয়াছিল সেই সকল স্থানে অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

সহরের রাস্তা সমূহের ডাক বাক্সে অগ্নিসংযোগের চেষ্টার ফলে এ পর্য্যন্ত ৫০ খানিরও অধিক পত্র নষ্ট হইয়াছে এবং ২৭৫ খানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বালকের শোচনীয় মৃত্যু

কুমুদপ্রসাদ ব্রহ্ম নামক একটী ১৩ বৎসর বয়স্ক বালকের হাত দুইখানি রেল গাড়ীর চাকার মধ্যে পড়িয়া কাটা যাওয়ার ফলে খিদিরপুর ডকে উক্ত বালকের মৃত্যু হয়। শুক্রবার দিবস করোণারের আদালতে এই বালকের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত হয়। সাক্ষ্যাদি গ্রহণান্তর করোণার ও জুরীগণ এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, রেল গাড়ীর চাকার মধ্যে চাপা পড়ার ফলে দুর্ঘটনা ঘটে এবং বালকের মৃত্যু হয়। আলোকের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করেন।

বালিকা হরণের অভিযোগ

রংপুর হইতে প্রকাশ, পরিমল দেবী নাম্নী এক ১৪ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে তাহার পিতার নিকট হইতে হরণ করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে শিকারপুরের উকিল শ্রীযুত শশিভূষণ দাসকে গাইবান্ধায় গ্রেপ্তার করিয়া সেখান হইতে রংপুরে আনা হইয়াছে। তাঁহার পক্ষ হইতে জামীনের জন্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছিল। গত ২৮শে এপ্রিল সে আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছে। এই জন্য আবার সেসন জজের নিকট আবেদন করা হইবে। প্রকাশ, প্রথমতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে জামীন-যোগ্য ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছিল। কিন্তু বালিকা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এইভাবে এক বিবৃতি দেয় যে, উপরিউক্ত আসামী তাহার সতীত্ব নাশ করিয়াছে। তারপর নাকি জামিন যোগ্য ওয়ারেন্ট জারী করিবার হুকুম প্রত্যাহার করা হয়। আসামীর প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জে বিধবা বিবাহ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, এই মহকুমার ধানবাঁধি নামক মহল্লাতে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে গত সপ্তাহে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কাশীরাম দাস নামক এক ব্যক্তির পৌত্রী শ্রীমতী হরিদাসী দাসীর সহিত শ্রীযুক্ত রামচরণ দাস নামক ৩২ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, স্থানীয় হিন্দু সভার সম্পাদক শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও অপরাপর কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

গফুর খাঁয়ের পুত্র দণ্ডিত

পুনা হইতে প্রকাশ, কমিশনার আবদুল গফুর খাঁয়ের পুত্র সহরের পাঠানদিগের নেতা হজরৎগুলকে দুই বৎসরের জন্য সহরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া নোটিশ জারী করেন। সেই আদেশ অমান্য করার জন্য তিনি ১৫০৲ জরিমানা, অনাদায়ে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে পুনরায় এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, জরিমানা দেওয়ার পরও তিনি দুই বৎসরকাল সহরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য

পুণা হইতে প্রকাশ, কংগ্রেস কর্মী মিঃ ডি শি শেঠ সম্প্রতি যারবেদা জেল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটীর সীমার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার উপর এক নোটীশ দিয়াছিলেন, তিনি সে হুকুম অমান্য করায় তাঁহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০ টাকা জরিমানার হুকুম হইয়াছে। প্রকাশ, তিনি পুণা তালুকের মামলাৎদারের হুকুম না লইয়া ২৩শে এপ্রিল পুণা রেল ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। মিঃ শেঠ গত আইন অমান্যের সময় শোলাপুরে গিয়া সামরিক আইন অমান্য করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার প্রতি নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ইম্পিরীয়্যাল ব্যাঙ্কে পিকেটিং

নদীয়াদ হইতে প্রকাশ, ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে পিকেটিং করার জন্য উনবিংশ অধিনায়ককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; আরো দুইজনকে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চরমপত্র

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, কাশ্মীরের হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে মিঃ প্রেমনাথ বাজাজ গ্লান্সী কমিশনে কাজ করিয়াছেন। এক্ষণে এস, ডি, ইয়ংম্যানস এসোসিয়েশন তাঁহাকে প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন।

প্রথম হিন্দু ডিরেক্টর মিঃ কাক কাশ্মীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তিন দিনের সময় দিয়া এক চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সেই চরমপত্রে গ্লান্সী কমিশনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, কাশ্মীর হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা কাজে পরিণত করা সমীচীন নহে। গভর্ণমেন্টের কর্তব্য তাহাদিগকে কৃষিকর্ম্মের জন্য জমী ও কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তি দেওয়া। সম্প্রতি যে হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে "যুবকবৃন্দ, জাগ, উঠ, আত্মীয়ের দাবী কর"। প্রকাশ, এই সম্প্রদায় বিশেষ ভাবেই আন্দোলন চালাইতেছে, কর্তৃপক্ষও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রস্তুত।

কৃষ্ণনগর জেল হইতে মুক্তি

মেহেরপুর (নদীয়া) হইতে প্রকাশ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত মেহেরপুর মহকুমা কংগ্রেসের জনৈক বিশিষ্ট কর্মী ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের পর কৃষ্ণনগর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গোবিন্দপুরের শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ দত্তকে সম্প্রতি দমদম স্পেশাল জেল হইতে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

উজীর বেগমের বাড়ী দগ্ধ

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় উজীর বেগমের [illegible] স্থিত বাসভবন দগ্ধ হইয়াছে। [illegible] উনন হইতে প্রথমতঃ অগ্নির সূচনা হয় এবং ২ ঘণ্টা কাল লোকের অজ্ঞাতে [illegible] বিস্তৃত হইতে থাকে। ফায়ার ব্রিগেড ৫ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ হয়। আগুনে অট্টালিকার একাংশ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ সহস্র টাকা। একব্যক্তি জখম হইয়াছে। আর কেহ আহত হয় নাই।

কংগ্রেসকর্মীর দণ্ড

বারাণসী হইতে প্রকাশ, স্থানীয় টাউন কংগ্রেস কমিটির কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের প্রতি সম্প্রতি কারাদণ্ড ও জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাশী [illegible] কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখার্জ্জীর প্রতি গত ২৮শে এপ্রিল এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানার হুকুম হইয়াছে। জরিমানা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীধাম
দৈনিক ... নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক
ষাণ্মাসিক
ত্রৈমাসিক ১৷৶০
মাসিক ১০
নগদ সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩৯, ৪ঠা মে ১৯৩২

নানা কথা

আহত ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, গত ১লা মে শনিবার সন্ধ্যাকালে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, ডগলাস যখন জেলা বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন তখন তিনি আততায়ীর গুলীতে গুরুতর ভাবে আহত হন। প্রথমে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল; কিন্তু পরে হঠাৎ অবস্থা খারাপ হওয়ায় রাত্রি ৯টা ৪৩ মিনিটের সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শব ব্যবচ্ছেদে দেখা যায় যে, তাঁহার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও তলপেটে গুলী লাগিয়াছিল গত ১লা মে বেলা ৫॥ ঘটিকার সময়ে সামরিক প্রথায় তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হইয়াছে।

গুলী বর্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণে প্রকাশ, তিনি যখন জেলা বোর্ডের কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিতেছিলেন, তখন একব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার হইতে ৬টি গুলী ছোড়ে; তন্মধ্যে ৪টি গুলী তাঁহার শরীরে লাগে। দুইজন আততায়ী ছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এক ভাঙ্গা চালাঘরে রিভলভার সহ ধৃত হইয়াছে। তাহার নাম প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পণ্ডিত মালব্যজী অসুস্থ

"হিন্দুস্থান টাইমস" পত্রে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জেলা জেল হইতে যে সব বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে জানা যায় যে;

আহত ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু

শ্রীরামপুরে অসবর্ণ বিবাহ

পণ্ডিত মালব্যজী অসুস্থ

আহত ব্যক্তির চার মাইল হামাগুড়ি

ডাক পিয়ন খুন

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর ভ্রাতা

লাহোরে বিমান দুর্ঘটনা

সাব রেজিষ্টারের বিপদ

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

পুলিসে পুলিসে মামলা

লুকোচুরি খেলায় মৃত্যু

অসম্ভব রকম গরম ও মালব্যজীর দুর্ব্বল শারীরিক অবস্থার জন্য গত শনিবার ও রবিবারে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য রবিবার ও সোমবারে তিনি নিজ কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন। গত মঙ্গলবার হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একটু ভাল হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ডাঃ আন্সারী একই জেলে আছেন বলিয়া মালব্যজী তাঁহার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে অনুমতি দেন নাই!

পণ্ডিতজী যে ঘরে থাকেন, তাহার সামনে একটী ছোট আঙ্গিনা আছে। উহার দৈর্ঘ্য মাত্র ২২ ফুট ও প্রস্থ ১৬ ফুট। পণ্ডিতজী প্রাতে ও বৈকালে এখানেই বেড়াইতে পারেন। রাত্রিতেও তাঁহাকে ঘরের বাহিরে ঘুমাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিতজী এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও খুব প্রফুল্ল আছেন।

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, দৌলতপুর থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুরের সুরজান বিবি কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম শ্রীযুত এইচ, ব্যানার্জ্জীর এজলাসে তাহার স্বামী এরসাদ, পরীজান, এমানালী এবং সকীরুদ্দির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে, প্রায় ২০ দিন পূর্ব্বে তাহার স্বামী এরসাদ উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা তাহার দেহের নানাস্থানে উৎপীড়ন করিয়াছে। এই ঘটনা পরীজানের বাটীতে ঘটিয়াছিল। ঐ স্থানে এরসাদ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল।

সুরজান আরও বলে, তাহার সহিত পরীজানের সদ্ভাব ছিল না। পরীজানের প্ররোচনায় এরসাদ অপরাপর অভিযুক্তের সাহিত তাহাকে ৪ দিবস পরীজানের বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তৎপর সে থানায় এজাহার দেয় কিন্তু পুলিশ এজাহার অনুসারে কাজ না করায় সে মহকুমা হাকিমের নিকট আবেদন দাখিল করিয়াছে।

মহকুমা হাকিম সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমন জারী করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ২১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৪ঠা মে ইং ১৯৩২ বুধবার | ৩১শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে উৎসব

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে শ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠে মহামহোৎসবোপলক্ষে ঐ অঞ্চলে প্রচারার্থ শ্রীপাদ নেমি মহারাজ প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ঐ মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমদ্ ভাগবতব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন।

গত ৬ই বৈশাখ হইতে ৯ই বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয় পরম সমারোহে ঐ মঠের বার্ষিক মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ অরুণোদয় কীর্ত্তনসহ উৎসব আরব্ধ হইয়া অহোরাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন কোলাহলে মঠাঙ্গন ও পল্লীবীথিসমূহ মুখরিত ও দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। শতসহস্র সমাগত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই পরম সমাদরে বহু বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। বাতজীমূত-মন্দ্রাদি-সমাকুল নকুলিশ ত্রিদশপতি-প্রমুখ দেবগণ দৈবীমায়া বিস্তার পূর্ব্বক ঘনঘটাচ্ছন্ন করিয়া বিরাট নগর সংকীর্ত্তন-প্রমুখ উৎসবে বাধা প্রদান করিতে আসিলে শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ ও তদীয় চরণচারণগণাগ্রবর্ত্তী যুগাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ভুবনমঙ্গল জয়ধ্বনিতে বালিয়াটী-গগন ঘনঘটারিষ্টনির্ম্মুক্ত ও ধন্য হইয়াছিল। দৈবীমায়াজনিত ভীতিসমূহ উপেক্ষা করিয়া উৎসব পরম সমারোহে সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীনামোৎসব-যজ্ঞে শতসহস্র ব্যক্তিকে বহু বৈচিত্র্যময় শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইলে করুণানিদান শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদরূপ মুষল ধারায় বৃষ্টিপাত দ্বারা ধরা শীতল হইয়াছিল। আশীর্ব্বাদ-তৃষ্ণার্ত্ত তাঁহার দাসগণ তৃপ্ত হইয়াছিলেন ও পরমানন্দে আচার্য্যের জয়-ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীপাদ নেমিমহারাজের অবস্থান কালে বহু মতবাদী, উন্মার্গগামী, কর্ম্মী, মিছাভক্ত, অনাগতপূর্ব্ব আমন্ত্রকল্প জনগণও সমাগত হইতেন। স্বামিজীর-নিরপেক্ষ-সত্য মধুর বাক্যে তাঁহাদের নিজমত খণ্ডিত হইলেও অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন না। পরন্তু পুনঃ পুনঃ ও অনুদিন সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রবণ করিতে আসিতেন।

সম্প্রদায়বিশেষের শিক্ষিত গঞ্জিকাসেবী আচার্য্যের (?) শিষ্যগণ, গৌরনাগরী, সহজিয়া, ভুক্তিক্রোড় অভিনব মহামন্ত্র সমূহের ছড়াদার তক্তাওয়ালার মশালচিগণ, দৈকালিক মুণ্ডিতগুম্ফ সখীভেকী দলের তবলায় চাটিদারগণ, কুঞ্জর বন্ধু-যূথের ভাঙ্গাদলের আখড়াদার প্রভৃতি বহুমার্গিগণ বিবিধ বেশে আসিয়া স্বরূপ প্রকাশ করিলে তাহাদের তত্তৎ অনাম্নায় মতবাদসমূহ উৎমূলে নিরস্ত হইয়াছিল। অনাগতপূর্ব্ব ঐ সকল বিভিন্ন মতবাদিগণ প্রত্যহ স্বামিজীর নিকট আসিয়া শুদ্ধা হরিকথা শ্রবণে ধন্য হইয়াছিল। বিচারকুশল শ্রীপাদ নেমিমহারাজের নিকট তাহারা সর্ব্বদা সশ্রদ্ধভাবে সমাগত হইত। যদবাতদবা জনের অবতারবাদি কর্ম্মিসম্প্রদায়বিশেষের সানাইএর পোগণ যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের বৈভবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিত।

উৎসবকালে একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে স্বামিজী বলেন,—

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্তভাবে অনুরক্ত তাঁহাদিগের ফলোন্মুখ বীজ, কূট ও অপ্রারব্ধ ফল। এই পাপচতুষ্টয় ক্রমে-ক্রমেই বিলয়প্রাপ্ত হয়।

ফলোন্মুখ অর্থে প্রারব্ধ, বীজ অর্থে বাসনাময় বা প্রারব্ধের উন্মুখতা কারণ। কূট অর্থে বীজত্বের উন্মুখতা-কারণ। অপ্রারব্ধ কাল অর্থে যাহাতে কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই। কূট অপ্রারব্ধের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিবে। জীবের স্বরূপভ্রমের নামই অবিদ্যা।

ভক্তি আবার দ্বিবিধা— (১) সততা (সর্ব্বদা বর্ত্তমানা, নিষ্ঠাময়ী) ও (২) কাদাচিৎকী (যাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান নহে, কখনও কখনও উদয় হয়, সংজ্ঞা বা নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি আবার দ্বিবিধা—(১) আসক্তিমাত্রযুক্তা এবং (২) রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি আবার ত্রিবিধা—(১) রাগাভাসময়ী, (২) রাগাভাসশূন্য স্বরূপভূতা ও (৩) আভাসরূপা। তন্মধ্যে আভাসরূপা ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। ইহা দেখাইবার জন্যই রাগময়ী ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিময়ী ভক্তির মাহাত্ম্য বলিতেছেন। অর্থাৎ কাদাচিৎকী ভক্তির মধ্যে সর্ব্বানিম্না আভাসরূপা ভক্তিই যখন পাপ বিনাশ করিতে সমর্থা, তখন সংজ্ঞা ভক্তির অন্তর্গত রাগ-বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিমাত্রযুক্তা ঐকান্তিকী ভক্তির ত কথাই নাই।

সুতরাং দশবিধ অপরাধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। নামাভাসে পাপের মূল উৎপাটিত হইলে শুদ্ধনাম কীর্ত্তন হয়। নামাভাস সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটী আখ্যায়িকা পাঠ করেন।

স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বলেন, যশোদা যখন কৃষ্ণকে মাটিতে বসাইয়া দুগ্ধ নামাইতে যান তখন কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া দুগ্ধভাণ্ড ভগ্ন করিয়া মাখনাদি বানরগুলিকে দান করিতে লাগিলেন। উৎদগ্ধ—সেবা পরিত্যাগ করিয়া সকামচেষ্টা করিলে ভগবান্ ঐ বিষয়সমূহ মর্কটস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বণ্টন করিয়া দেন।

এইরূপে উৎসবে নাম-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে শ্রীপাদ নেমিমহারাজ সগণে ১০ই বৈশাখ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। তথা হইতে তিনি গুরুপাদপদ্মনির্দেশে মৈমনসিং শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

নির্ব্বন্ধসহকারে হরিনাম

ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। নির্ব্বন্ধসহকারে নিরপরাধে হরিনাম করিলে জীবের ভজনোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। নির্ব্বন্ধ অর্থে একাগ্রতা, কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া হরিনাম করার নামই নির্ব্বন্ধসহকারে হরিনামগ্রহণ।

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, প্রত্যহ একলক্ষ নাম না করিলে পতিত নাম যায় না বা তাঁহার হস্তে ভগবান্ কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অতএব সাধুগুরুসঙ্গে প্রত্যহ লক্ষ নাম করা যে শ্রৌতপন্থাবলম্বী কল্যাণকামীমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

এই বিধি পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তবে যে পরিমাণ নিয়ম অনুষ্ঠান করিলে আপনার ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইরূপ নিয়ম স্বীকার করিবেন। কারণ নিয়মের আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।

শ্রীহরিনাম নিষ্কপটচিত্তে একান্তভাবে কীর্ত্তন করাই বিধি। কিন্তু তাহা পালন না করিয়া যদি আমরা অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া আমাদের সংখ্যা নাম সমাপ্তির জন্য ব্যস্ত হই ও পুনঃ পুনঃ ঘড়ির প্রতি কটাক্ষপাত করি তাহা হইলে অনবধানরূপ অপরাধের কবলে আমরা পতিত হই। নামাপরাধ সংগ্রহ করি মাত্র। তাহাতে আমাদের শ্রেয়ঃ লাভের আশা নাই।

আমরা নাম অনুরাগবশতঃ এরূপ সঙ্কল্প করি যে, আমরা প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করিব, কিন্তু প্রত্যহ ঐরূপ নিয়ম রক্ষা করিবার সাধ্য যদি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে ভজনে প্রত্যবায় উপস্থিত হইবে। দুই চার দিবস ঐরূপ নিয়ম পালন করিতে করিতে অকস্মাৎ কোন বাধা উপস্থিত হইলে আমাদের নিয়ম রক্ষা হয় না, তখন আমরা মনোমধ্যে নিশ্চয় করি যে, "অদ্য নিয়ম রক্ষা করি, কল্যকার নিয়মের সহিত অবশিষ্ট নিয়ম রক্ষা করিব।" কিন্তু পরদিনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটাতে কোন নিয়মই রক্ষা হইল না। ক্রমশঃ এরূপ আচরণ দ্বারা ভক্তির প্রতি অনাদর উপস্থিত হয়, অতএব প্রত্যহ অনায়াসে যাহা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় সেইমাত্র নিয়ম পরিগ্রহ করাই উচিত, অধিক বা ন্যূন করিলে ভক্তির পুষ্টি হইবে না, উহা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

এই কি মুক্তি?

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

'মুক্তি'—এই কথাটী প্রায় সকল লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। 'মুক্তি'—এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়াও যেন অশান্তিদগ্ধ মানব একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন—একটু শান্তি পাইয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের মুখে নানা রকম 'মুক্তি'-কামনা লাগিয়াই আছে।

কিন্তু মায়ারই মনোধর্ম্মী জীব মুক্তির প্রকৃত স্বরূপটী জানেন না। তাঁহারা যাহাকে মুক্তি বলিয়া আরাধনা করেন, যে কাহাকে মুক্তিপ্রদ জ্ঞান করেন বা যে সাধনাকে চরম মুক্তি বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা বাস্তব মুক্তি নহে। পরে আমরা এ সম্বন্ধে সাধু ও শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করিব, এক্ষণে বিভিন্ন পন্থাবলম্বী মানবের কয়েকটী ধারণাই কিঞ্চিৎ আলোচ্য বিষয়।

জগতের আধ্যাত্মিকগণ ত্রিবিধ প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। যথার্থ মুক্তপুরুষ অধোক্ষজ সেবকগণ ইহাদিগকে কর্ম্মী, অন্যাভিলাষী ও জ্ঞানী এই তিনটী সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া থাকেন। যদিও নানা জনের নানা ধারণা তথাপি মুক্তি সম্বন্ধে ইহাদের প্রতীতিও ত্রিবিধ মূল পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

পুণ্য লাভেচ্ছু কর্ম্মীর ধারণা—"কর্ম্ম করিতে করিতেই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া স্বর্গসুখের ভাগী হইব। ভগবান্ তো আমারই কর্ম্মাধীন; আমি যদি সৎকর্ম্ম করি তবে তিনিও তুষ্ট হইয়া শুভ ফল দিবেন। আমার মুক্তি শুধু আমারই কৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে।" তাঁহারা স্বর্গলোকে প্রচুর ভোগোপকরণের অধিপতি হইয়া ভোগের নেশায় কালহরণ করাকেই 'মুক্তি' বলিয়া জানেন। সরস্বতী' 'লক্ষ্মী' 'ষষ্ঠী' শীতলা' 'সত্যনারায়ণ' 'মঙ্গলচণ্ডী' 'শনি' ইত্যাদি দেব দেবীর পূজা, এমন কি তাঁহারা যে গৃহাধিষ্ঠিত শ্রীশালগ্রাম বিগ্রহের সেবা পূজার অভিনয় করেন, তাহাও ঐ প্রভূত স্বর্গসুখ আদায় (?) করিবারই উদ্দেশ্যে। দুঃস্থ পীড়িতের জন্য চিকিৎসালয়, আতুরাশ্রম, জলসত্র, অন্নসত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণে যে ধনী কর্ম্মীদের উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয় তাহাও অনেক সময় স্বর্গ কামনার প্ররোচনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। যদিও বা কেহ স্বর্গসুখের বাসনাশূন্য হইয়া ঐ প্রকার প্রাকৃত মঙ্গলানুষ্ঠান করেন, তাহারও তাহাতে একটা আত্মপ্রসাদের বাঞ্ছা আছে। ঐ যে 'অপরের হিত করিলাম' বলিয়া একটা তৃপ্তি, ঐটীকেই অনেকে 'মুক্তি' বলিয়া জ্ঞান করেন। শুধু এই আত্মপ্রসাদ নামে পরিচিত মনোপ্রসাদ লাভের জন্য অনেক ব্যক্তিকে বহু কষ্টসাধ্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যায়।

পাশ্চাত্য দেশের নীতিবাদী কর্ম্মিগণ পরোপকার করাকেই 'মুক্তি' বা স্বর্গপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জানেন। কিন্তু আধুনিক কেহ কেহ আবার জাগতিক নানাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ দ্বারাই 'মুক্তি' প্রাপ্য বলিয়াই প্রচার করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগের বিশ্ব-দরবাররঞ্জিত অত্যাভিলাষী সভ্যগণের 'মুক্তি' ধারণাটী আবার কিছু বৈচিত্র্যযুক্ত। নবীন বিশ্ব বেদ-বেত্তা আরোহবাদী মনীষিবৃন্দের নব ভাবধারাপুষ্ট 'মুক্তিমানসী' যে কি চাহেন কি ভাবেন, কোন্ স্বপ্নরাজ্যে বসিয়া আকাশ কুসুমের মালা গাঁথেন, তাহা সহসা বুঝা দুরূহ ব্যাপার। লঘুপরিচ্ছদ ভূষিতা নৃত্যচঞ্চলা সেই 'মুক্তি মানসী' যে অজ্ঞাত কল্পলোকের কোন্ মানস সরোবরের দিকে বলাকার মত উড়িয়া চলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া উঠা কিছু সমস্যার বিষয়। সুদর্শন-ভাস্করের রূপাকরোজ্জ্বল ভক্তকুল জানেন, আর সর্ব্ব বৈচিত্র্য লীলাময় শ্রীভগবান্ জানেন—এই সমুদয় জড় প্রহেলিকা। বিশ্বমানবের শ্রদ্ধাসম্বর্দ্ধিত প্রাকৃত কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তি' সম্বন্ধে যাহা গাহিয়াছেন, তাহা এবং নব্য রাসিয়ার মাক্সিম্ গোর্কী প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণের গ্রন্থাদি ও টলষ্টয়ের প্রচারিত ভাবপ্রবাহ সম্বন্ধে যদি কেহ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুকৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন তবে নিশ্চয় সেই 'অরূপ রূপের' কুরূপ দেখিয়া বীতস্পৃহ হইবেন। মনোধর্ম্মপর বিশ্বসভায় কোটীকণ্ঠে অভিনন্দিত সুকোমল কুসুম মালিকাকে ও শুদ্ধচেতনের উপাসকবৃন্দ কালান্তক সদৃশ ভুজঙ্গহার বলিয়াই জানেন।

অসংখ্য জড়ীয় বন্ধনকে, যে বন্ধন নিত্যসেব্য শ্যামকিশোরের সেবার পরিপন্থী

যৎকিঞ্চিৎ

হরি, গুরু ও বৈষ্ণব এই তিনটী পরস্পর অভিন্ন, গুণাতীত ও জগজ্জীবমাত্রেরই পূজ্য বস্তু। এঁদের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। এই তিনটী বস্তু প্রাকৃত জ্ঞানগম্য নয়। কিন্তু আমরা জড়েন্দ্রিয় চক্ষু আদির দ্বারা ইহাঁদিগকে জান্‌তে চাই বা দেখ্‌তে চাই বলে আমাদের অমঙ্গল হয়। এই বাস্তববস্তুর বিষয় জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে সেটী জান্‌তে হ'লে শ্রবণমুখেই জান্‌তে হবে। নচে' জানা যাবে না।

কিন্তু এই শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন ক'রে যদি আমরা আগে শ্রবণ না ক'রে শ্রীবিগ্রহ, গুরু, বৈষ্ণব, ধাম, মন্দিরাদি অপ্রাকৃত বস্তুকে দেখ্‌তে যাই তা'হলে কাঠ, পাথর, মানুষ, ইটপাটকেল দেখ্‌বো। তাহাদিগকে আমার ভোগের বস্তু ব'লে মনে হবে। কিন্তু শ্রবণ প্রভাবেই দর্শন সম্ভব এবং সেই দর্শনই প্রকৃত দর্শন। যাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট থেকে বহুদিন ধ'রে কায়মনোবাক্যে হরিকথা শুনেছেন বা শুন্‌ছেন, তাঁ'দের চক্ষু নির্ম্মিত হয়েছে ও প্রকৃত দর্শনের যোগ্যতা তাঁ'রাই লাভ ক'রেছেন। যদি আমাদের সাধুমুখে শ্রবণটী সুষ্ঠুভাবে হয়, তবে বস্তু দর্শন হতে পারে। আর তা' না হ'লে শ্রবণহীন দর্শনে কখনও বস্তুর স্বরূপ দর্শন লাভ করা যেতে পারে না। শ্রবণ না ক'রে অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা চালিত হ'য়ে, ভগবদ্বস্তু দর্শন কর্‌তে গেলে ভোগবুদ্ধি বা মেটেবুদ্ধি এসে অপরাধ জন্মায়।

তাই যাতে আমরা অপরাধের মধ্যে প'ড়ে না যাই তজ্জন্য পরমকরুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ আমাদের এই দুই কর্ণের নিকট সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী বীণাবাদ্যে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে দর্শনযোগ্যতা প্রদানের জন্য সচেষ্ট। কিন্তু আমরা এমন করুণাবতার আচার্য্যবরের অমন্দোদয় দয়াটী উপলব্ধি কর্‌তে কেউ চেষ্টাও কর্‌ছি না, এমনি আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি। কিন্তু গুরুদাসগণ আমাদিগকে জোর ক'রে শ্রবণ করাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরই নাম অযাচিত কৃপা।

সেই মায়ারজ্জুকে বহুমানন করাটা কি রকম? মোহ সমুদ্রে ডুবিয়া কি বাস্তব রত্ন উত্তোলন করা যায়? খড়িগোলা কি যথার্থ দুগ্ধের উপকারিতা প্রদান করিতে পারে? অন্ধকার কি দিনমণির দীপ্তি প্রকাশ করে? (ক্রমশঃ)

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওপাড়ের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (২৮) নরক্কো বাঁধাই মূল্য ২৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বড় উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুগম নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্‌

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিশুদ্ধ বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতামৃত প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুত্রাণ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে স্পষ্ট সু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একখানি গ্রন্থ-মাত্র জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলাপসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাব রেজিষ্ট্রারের বিপদ

শিলচর হইতে প্রকাশ, সিনিয়র অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার গুলেশ্বর আলি ও আর একজনের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগগুলির তদন্ত শেষ করিয়া বিচারার্থে তাঁহাদিগকে দায়রা সোপর্দ করিয়াছেন। জালিয়াতি, দলিলাদির রদবদল, দাগাবাজি ও অপরাধ সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছে। উক্ত সব রেজিষ্টার ও আর একজন আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনের ৮১ ধারানুসারেও অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে।

৩ জন আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা পরস্পরের সহযোগে শ্রীযুক্ত ডোরাজ সিং নামক জনৈক মহাজনপন্থী অন্ধ পাঞ্জাবদেশীয় ব্যক্তিকে কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করে।

উক্ত সাব রেজিষ্টার ও আর একজন আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বাকী সকলকেই জেলের হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ডাক পিয়ন খুন

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ডিসেম্বর মাসে বালিয়া জিলার বংশীদিহে ডাকপিয়ন রামদাস দোসাদকে কে বা কাহারা যেন খুন করিয়াছিল, সংযুক্ত প্রদেশের ডাক বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন সেই হত্যাকারী বা হত্যাকারীদের যে সন্ধান দিতে পারিবে তাহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

লাহোরে বিমান দুর্ঘটনা

লাহোর হইতে প্রকাশ, বিগত ২০শে এপ্রিল তারিখে লাহোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এক বিমান দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে, মিঃ কৃষ্ণকুমার সান্যাল নিহত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি, এইচ. ডিগনী এই সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিঃ সান্যাল এই বিমানের যাত্রী ছিলেন ও মিঃ চন্দ্রপ্রকাশ দাওয়ান এই বিমানখানি পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনিও কথঞ্চিৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। উভয়েই পাঞ্জাব "ফ্লাইং ক্লাবের" সদস্য ছিলেন এবং উক্ত বিমানখানি ঐ ক্লাবেরই সম্পত্তি। ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে মিঃ সান্যালের দৈবযোগে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

ভারত সরকারের বিমান পরিদর্শক মিঃ প্রেন কর্তৃকও এক তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পুলিশে পুলিশে মামলা

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, চাঁদপুর (ত্রিপুরা) জি. আর. পি পুলিস সাব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন চাটার্জ্জী দিনাজপুরের সদর পুলিস ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে স্থানীয় সাব জজের এজলাসে ২৩০০০ হাজার টাকার ক্ষতি পূরণের দাবী করিয়া এক মামলা রুজু করিয়াছেন। প্রকাশ, বিবাদী শ্রীযুত মহিমচন্দ্র সরকার বাদীর বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে নাকি এক পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট এক রিপোর্ট করিয়াছেন যে, বাদী বিদায় লইয়া বালুরঘাটে স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে যে সভা ও শোভাযাত্রা হইয়াছিল তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই রিপোর্টের ফলে বাদীকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা পর্য্যন্ত রুজু করা হইয়াছিল। তারপর মামলা না চালাইয়া তাঁহাকে স [illegible]

অতঃপর এই সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্ত

বিবাদীর উপর দেওয়ানী আইনের ৮০ ধারা অনুসারে এক নোটীশ দেন। সেই নোটিশের নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি এই মামলা রুজু করেন। প্রকাশ, মামলা রুজু হওয়ার পর আবার নাকি তাঁহাকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে।

চীন জাপানের মিটমাট

টোকিও হইতে প্রকাশ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ ধীরভাবে বিবেচনা করিতেছেন। চীন জাপানের মধ্যে মিটমাটের ব্যাপারে এই বোমা বিস্ফোরণের প্রভাব বিস্তৃত হইবে না। এ বিষয়ে জাপান সরকার কোনরূপ প্রতিবাদের কল্পনাও করিতেছেন না। কারণ, ঘটনাস্থল অস্থায়ী জাপানী সামরিক অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। বোমা নিক্ষেপকারীও জাপানী প্রজা। তবে সাময়িক ভাবে চুক্তি পত্র স্বাক্ষরে বিলম্ব একটু ঘটিবেই। সরকারী মহলে এইরূপ আশা করা যাইতেছে যে, যথাসম্ভব সত্ত্বর চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন। বোমা নিক্ষেপের সংবাদে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ঘটনার সমালোচনায় তাঁহারা সংযত ভাষায় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে বিলম্বের কথারই প্রাধান্য দিয়াছেন। মিঃ সিগেমিটসু গুরুতর ভাবে আহত হইয়াও ঘটনার বিবরণী এবং বর্ত্তমানে শান্তি কথাবার্ত্তা চালাইতে তাঁহার অপারগতার কথা উল্লেখ করিয়া কতিপয় বিবৃতিপত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত বিবৃতিসমূহ বলিয়া যান এবং একজন উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লন। তিনি উহাতে বিগ্রহ নিবারণের জন্য সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

লুকোচুরি খেলায় মৃত্যু

মথুরা হইতে প্রকাশ, লুকোচুরির খেলার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ফলে, একটি ভিক্টর নামক একটী ৯ বৎসর বয়স্ক স্কুলের ছাত্র মারা গিয়াছে। প্রকাশ, মথুরা জেলের সন্নিকটে কোমরপুরের ওয়াই, এম, সি এর যে দেশ বিদ্যালয় আছে,

বালকটী গিয়া বাক্সে প্রবেশ করিবা মাত্র বাক্সের উপরের ডালাটী পড়িয়া যায় এবং উহার শিকল আপনাই কড়ার মধ্যে গিয়া আটকায়। বালকটি বাক্সের মধ্যে হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে কিন্তু অপারগ হয়। ফলে, দম বন্ধ হইয়া সে মারা যায়।

ঘটনার বিষয় কেহই কিছু জানিত না। একটী বালকের পুস্তক ঐ বাক্সের মধ্যে ছিল। সে বই লইবার জন্য বাক্সটি খুলিলে উহার মধ্যে তাহার সঙ্গীর মৃতদেহ দেখিতে পায়। ঐ দৃশ্যে সে ভীত হইয়া পড়ে।

দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তদন্তে হঠাৎ দৈবদুর্ঘটনায় দম বন্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরামপুরে অসবর্ণ বিবাহ

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে এপ্রিল শ্রীরামপুরে অসবর্ণ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র হিন্দু—নাম এস, সি, মোদক, পাত্রীর নাম শ্রীনীরবালা সরকার তিনি স্থানীয় হাসপাতালের এক ধাত্রী। এই বিবাহের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, বর ও পাত্রীর আত্মীয়গণ এই বিবাহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহটী হিন্দুমতেই সম্পন্ন হয়। আহারাদিও ভারতীয় রীতিনীতি অনুযায়ী হইয়াছিল।

আহত ব্যক্তির ৪ মাইল হামাগুড়ি

কনিষ্টন হইতে প্রকাশ, গত ১১ই এপ্রিল কনিষ্টনে ডোভ্যাগ পাহাড়ে উঠিতে গিয়া জনৈক ডাক্তার নিজে ও তাঁহার সঙ্গী—একজন পুরুষ ও অপরজন স্ত্রীলোক আহত হইয়াছেন। যখন তাঁহারা ১৭১ ফুট উচ্চ উঠিয়াছেন সেই সময়ে তাঁহাদের দড়ি ছিঁড়িয়া যায়। এই তিন ব্যক্তির নাম :—ডাঃ জন ক্লাটন ডগডন (৩১), মিস ভেরা ব্রাউন (২৭) ও মিঃ এচ ডব্লিউ টিলম্যান (৩৪)

মিস ব্রাউন বোধ হয় কেবল মাত্র মিঃ টিলম্যানের দীনত্বের জন্যই রক্ষা পাইয়াছেন। পতনের পরই মিঃ টিলম্যান অজ্ঞান হইয়া যান। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসা মাত্র মিস ব্রাউনের জন্য সাহায্য আনার্থ তিনি চার মাইল

তাঁহাকে আনিতে হয়।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর ভাতা

"বঙ্গবাণী"র প্রতিনিধি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ীর খরচ বাবদ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ২ শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-বীমার প্রিমিয়ামের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তিনি ১৮১৮ সালের ৩ আইনে ধৃত হইয়া মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সিউনী সাব-জেলে আবদ্ধ আছেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫২শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২২শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ৫ই মে ১৯৩২

পণ্ডিত মালব্যের মুক্তি
গান্ধীজীর মুক্তিতে আতঙ্ক প্রকাশ
গান্ধীজীর বাণী
ডাকাতের সর্দ্দার গ্রেপ্তার
ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা
ছাত্রের ৫ বৎসর কারাবাস
রেলষ্টেশনে গ্রেপ্তার
কারাগারে শোচনীয় মৃত্যু
রাজবন্দীর মুক্তি
লণ্ডনে অলৌলিক ব্যাপার

নানা কথা

পণ্ডিত মালব্যের মুক্তি

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার পুত্র পণ্ডিত গোবিন্দ এবং পৌত্র শ্রীধর ৪৭তম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিতে যাইবার জন্য দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার হন। তাঁহারা গত ২রা মে রাত্রিতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর আরও দুইজন সঙ্গী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে একটী মোটরে করিয়া গাজিয়াবাদে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখান হইতে কাশী অভিমুখী এক ট্রেণে তুলিয়া দেওয়া হয়।

দিল্লীতে কংগ্রেসের উপলক্ষে ধৃত ৭৮ জন কংগ্রেসের লোক ও ১৩ জন মহিলাকেও গত ১লা মে রাত্রিতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

গান্ধীজীর বাণী

মেসার্স বসু, লাজপত রায়, সেনগুপ্ত ও মিসেস নাইডুকে কলেজে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল তাহা আমি জানি। দেশের বিশিষ্ট লোকের সম্পর্কে আসিয়া ছাত্রসম্প্রদায়ের ভাবধারা যাহাতে উচ্চখাতে প্রবাহিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই সকল বড় বড় লোককে কলেজে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিবার রীতি কলেজে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

কারাগারে শোচনীয় মৃত্যু

শিবসাগর হইতে প্রকাশ, গোলাঘাটের বিশিষ্ট কংগ্রেস সেবিকা শ্রীমতী ধারিকা দাসী গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে স্থানীয় কারাগারে হৃদরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে জেলের মধ্যে মহিলাটির গর্ভপাত হইয়াছিল। স্থানীয় কতিপয় ভদ্র লোকের অনুরোধে কারাকর্ত্তৃপক্ষ লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত বি, সি, গোস্বামীকে এই সর্ত্তে মহিলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সম্মতি দেয় যে, শবদেহ লইয়া কোনরূপ সভা বা শোভাযাত্রা করা হইবে না। কিন্তু মহিলাটির মৃত্যু সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ জাতীয় পতাকা হস্তে হাসপাতালের দুয়ারে যাইয়া উপস্থিত হয়েন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপীঠের সদস্যগণের উপর ১৪ (৪) ধারামতে নোটীশ জারী করা হয়। কিন্তু তাঁহারা উক্ত নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ আঠার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তের জনকে মুক্তি দিয়া পাঁচ জনকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছিল।

পরদিবস বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শ্রীযুত বলরাম গোস্বামী ও বিপিনচন্দ্র বড়ুয়াকে দুই শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে দুই-মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দেওয়া হয়। রাধাচরণ দত্ত, বেনীরাম দত্ত ও ধ্যানীধর দত্তকে পচিঁশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে উহা-ভোগ করিতে হইবে। আসামীগণ সকলেই জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ছাত্রের ৫ বৎসর কারাবাস

ঢাকা হইতে প্রকাশ, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এন, চট্টোপাধ্যায় বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ বি ধারা অনুসারে মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্র অচ্যুত ঘটককে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, ইছাপুর (মুন্সীগঞ্জ) ডাকঘর ডাকাতি মামলা সম্পর্কে অচ্যুতের খোঁজ হইয়াছিল। ১৯৩০ সালের ১২ই অর্ক্টো তাহার বাটীতে হানা দিয়া, একটী কেশের মধ্যে দুইটী অব্যবহৃত বোমা, ছোরা ও কতকগুলি রাজদ্রোহাত্মক কাগজপত্র দেখিতে পায়। তাহার পর হইতে অচ্যুত পলাতক হয়। গত জানুয়ারী মাসের শেষ অংশে হাওড়া ষ্টেশনে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

সে অপরাধ অস্বীকার করে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপ্রণবানন্দ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউত্তম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদিনবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতট, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসুদেববিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা, কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ফুলকুশা, চিরকুশা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকীর্ত্তন দে মহিষ্য।

(২৬) রাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভগবানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) হাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬, ২১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৫ই মে ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৫২শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিগত ৯ই বৈশাখ শুক্রবার পারমেশলী গঞ্জ গ্রামে পরলোকগত জনৈক ভদ্রমহোদয়ের গৃহে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সেবকগণ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। কে নামাপরাধী? কাহার নাম হয় না, তাহা ধরিবার উপায় সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের—এই শ্লোকটী উদ্ধার করেন,—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈ
হরিনাম ধেয়ৈঃ।
নবিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে
জলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ॥"
২।৩।২৪ শ্লোক

অর্থাৎ হরিনাম গ্রহণ সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, হায়! তাহার হৃদয় পাষাণ সদৃশ কঠিন।

শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি পাঠে আরও অবগত হওয়া যায়,—বহুবার হরিনাম গ্রহণ করিয়াও যদি কাহার হৃদয় দ্রবীভূত না হয়, তবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি নামাপরাধী। সর্ব্ব শক্তিমান নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণ মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। এই সকল প্রতিবন্ধক দ্বারাই হৃদয়-বিকার প্রতিহত হয়। নামাভাস মাত্র প্রতিবন্ধক থাকিলে, উচ্চারিত নামাক্ষর নামাপরাধ মাত্র। অপরাধীর চিত্ত লৌহ সদৃশ কঠিন, সুতরাং হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াও উহা দ্রবীভূত হয় না।

যদিও হরিনামে চিত্ত দ্রবতার বাহ্য লক্ষণ অশ্রু ও পুলক, তথাপি ঐ অশ্রু ও পুলক সকল সময়েই যে চিত্তদ্রবতার প্রকাশক হইবে, তাহা বলা যায় না। তাহার প্রমাণ স্বরূপে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে,—

কিছুকাল পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে ধবল শ্মশ্রুগুম্ফবিশিষ্ট জনৈক প্রবীণ ভাগবত-পাঠকের পাঠ শ্রবণে একটী বৃদ্ধা ক্রন্দনের রোল উপস্থিত করায়, সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী হইতে তাহার সাত্ত্বিক ভাব উপস্থিত মনে করিয়া অনেকেই তাহার পদধূলা আমস্তক সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপর পাঠান্তে, কোন সত্যানুসন্ধিৎসু দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষ তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বৃদ্ধা বলেন, তাহার একটী বড় আদরের রামছাগল হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সেই সময় হইতে তিনি বড় দুঃখী; আজ আবার পাঠক ঠাকুরের ঐ প্রকার দাঁড়ি গোঁফ দোলান দেখিয়া বৃদ্ধার পাঁঠা-জননীর কথা স্মরণপথে উদিত হওয়ায় নির্ব্বাপিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি কাঁদিয়াছেন।

শ্রীল রূপপাদ বলেন,—কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ পিচ্ছিল চক্ষু। তাহারা এত ভাবপ্রবণ যে, সামান্য একটু সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেই তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু পতন হয়। ইহার মূলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। এতৎপ্রসঙ্গে পাঠক শ্রীরাধাচরণ ভক্তিশাস্ত্রী বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোক রূপ কষ্টিপাথর দ্বারা যদি অন্ততঃ আমার হৃদয়টীকে কষিয়া দেখি, তাহা হইলে আমি সকল সময়েই নামাপরাধী আছি। হৃদয় দৌর্ব্বল্যের পরিস্ফুট ভাব আমাতেই বিদ্যমান। তবে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ ও গুরুবর্গের অভয়বাণী "ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং" প্রভৃতিই একমাত্র নিরাশ প্রাণের পূর্ণ আশা। পাঠান্তে,—"হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইনু" পদ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কলিকাতা নগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমিমহারাজ ১৪।১।৩৯ তারিখে ময়মনসিংহ নগরীস্থ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে পদার্পণ করিয়া বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণের নিকট শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

কালেক্টারীর সেরেস্তার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত (গুপ্ত) মহাশয় স্বামিজী মহারাজের প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার এইপ্রকার সেবাবৃত্তি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

নিমন্ত্রণ পত্র

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

গত ১৪ই বৈশাখ বুধবার হইতে অত্র সহরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠে দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ২৫শে বৈশাখ পর্য্যন্ত উৎসব চলিবে। এতদুপলক্ষে মঠে প্রতিদিন পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইতেছে। ২৫শে বৈশাখ সাধারণ মহোৎসব হইবে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক, বাগ্মিপ্রবর **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমিমহারাজ** উৎসবে যোগদান করিয়া বক্তৃতা ও পাঠ করিতেছেন। মহাশয়ের সবান্ধবে উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। ইতি—

শ্রীশ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ
সেহড়া, ময়মনসিংহ
৫ই বৈশাখ, ১৩৩৯ সন।

হরিজনকিঙ্কর—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ,
(বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক)
শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী (মঠ রক্ষক)।

সেবা তালিকা

প্রত্যহ ঊষায়—মঙ্গল আরতি ও কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও কীর্ত্তন, সন্ধ্যায়—আরতি, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

সুবর্ণ সুযোগ

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষ বিংশতি।
কৃময়ো রুদ্র সংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং॥
ত্রিংশলক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ১৩৮)

এই চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর কোনও অজ্ঞাত সুকৃতিবলে দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ পরম অর্থদ মনুষ্য জন্মটা পাওয়া গিয়াছে, বাস্তবিকই ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু মানবমাত্রেরই উচিত সুচতুরতার সহিত জীবের একমাত্র স্পৃহ্য বস্তু, পরম প্রয়োজনীয় নিত্যধন কৃষ্ণ-প্রেমা লাভ করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা উৎপাদন করা।

চৌরাশীলক্ষ যোনী ভ্রমণকালে প্রত্যেক অবস্থাতেই আহার বিহার ও ইন্দ্রিয়তর্পণো-পযোগী উপকরণসমূহ পাওয়া গিয়াছিল। পরমকারুণিক পরমেশ্বর যে যেরূপ অধি-কারী তাহাকে তদনুরূপ বিষয় ভোগ করিতে দিয়াছেন সে বিষয়ে কিছু মাত্র কৃপণতা করেন নাই। কিন্তু এবার এই যে সুরাসুরবাঞ্ছিত দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অন্যান্য জন্ম অপেক্ষা অতিরিক্ত একটী পরমাশ্চর্য্য বস্তু দান করিয়াছেন তাহা একমাত্র মনুষ্য ব্যতীত অপর কোনও জীবে দৃষ্ট হয় না, সেই পরমাশ্চর্য্য অপার্থিব বস্তুটীর নাম ভগবদনুশীলনরূপ স্বতন্ত্রতা, এই স্বতন্ত্রেচ্ছার ব্যবহার বৈপরীত্য ফলেই জীব স্বকর্ম্মানুযায়ী ফলস্বরূপ জন্মমরণ-মালা পরিগ্রহ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে অনন্ত দুঃখপূর্ণ সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই দুঃখজনক ভবার্ণব হইতে উদ্ধারের জন্য মানবমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সদ্-গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি বিধানপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করত পরমানন্দঘন শ্রীনন্দ-নন্দনের শ্রীশ্রীপাদপদ্ম সেবা-সম্পত্তি লাভ করা, যেহেতু—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

এ সুবর্ণসুযোগ হেলায় পরিত্যাগ করা কাহারও পক্ষে শুভদ নহে। এই সুবর্ণ সুযোগের সময় যিনি প্রভূত ধনরাশি উপার্জ্জনে নিযুক্ত হইবেন তিনি অনাদি-কাল বঞ্চিতই থাকিয়া যাইবেন, আবহমান-কাল তিনি পরিতাপানলে দগ্ধীভূত হইবেন। মনুষ্য জন্ম সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরমার্থ-প্রদ হইলেও ক্ষণভঙ্গুর ধর্ম্মাশ্রিত অনিত্য পদ্মপত্রস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল। জীবগণ সর্ব্বক্ষণ কালের কবলে কবলিত রহিয়াছে, কাল কখন যে তাহার বিজয় ডঙ্কা নিনাদিত করিয়া অজ্ঞাত প্রদেশে যাইবার জন্য শমন জারী করিবে, তাহা কেহই জানে না।

মানুষ কত সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কত নিত্য নূতন আশার নেশায় ভরপুর হইয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে সাধের সংসার পত্তন করিয়া নবোদ্যমে বিরাট্ কর্ম্মবিশ্বে অবতরণ করে; কিন্তু হায়! অর্ব্বাচীন মানবের সকল আশা উদ্যমকে দলিত মথিত নিষ্পেষিত করিয়া কাল ক্ষিপ্রগতিতে তাহার স্বীয় কর্ম্ম কুশলতা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব করেন না। মানুষ তাহার জীবনের সমগ্র অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও শক্তি নিয়োজিত করিয়া বহু আয়াসে, বিপুলাগ্রহে প্রচুর পরিশ্রমে, তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ও প্রাণঢালা যত্নে যাহা গড়িয়া তুলে নির্ম্মম কালের অলক্ষিত কঠোর বজ্রমুষ্টির এক মুষ্টাঘাতেই তাহা সৈকতী গৃহের ন্যায় নিমেষ মধ্যেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

যে মানব আপনাকে ব্রহ্মার ন্যায় আয়ুষ্মান জ্ঞানে কত আশা আনন্দ হৃদয়ে লইয়া চলিয়াছে; সুদূর ভবিষ্যতের রঙ্গীন সুখচ্ছবি যাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতি পলে পলে অদৃষ্টপূর্ব্ব কত ভাবি সুখের উন্মাদনায় উদ্বেলিত করিয়া সিদ্ধির নেশায় প্রলুব্ধ করিতেছে, সেই হতভাগ্য মানব জানে না যে, তাহার অগণিত মুকুলিত আশালতা-বীথিকার গ্রাহক আজ স্বয়ং কাল পুরুষ! হায়! সকল আশা আনন্দকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সুখরবি যাহার জীবনের মধ্যাহ্ন-গগনেই চির অস্তমিত হইবে। প্রভাতা-রুণের নবরাগ বঙ্কিমচ্ছটা উদ্ভাসিতা বিশ্ব প্রকৃতির চারু অঙ্গের শ্যাম শোভা-সন্দর্শন-মুগ্ধ অক্ষিযুগল আজ চিরমুদ্রিত হইবে। কে জানিত, বসন্ত-প্রভাতের বিকচ গোলাপ সৌরভ সুধাস্নাত গন্ধবহ আর তার পরিমল, বিহ্বল নাসিকার মধুগ্রাহ-লালসা পূর্ণ করিবে না; মুগ্ধ মানব জানে না যে, ফুল্লমল্লিকাপীযূষ পানোন্মত্ত মধুপ-পুঞ্জের সুমধুর গুঞ্জন ধ্বনি, মধুমাধবী সমাগমে কিশলয়বান্ধব পিককুলের ললিত ঝঙ্কারগীতিশ্রবণপিপাসু কর্ণকুহর আজ প্রিয়তম পরিজনবর্গের মর্ম্মন্তুদ হৃদয়বিদারক বিষাদময়ী বিদায় গীতিকা শুনিতে শুনিতে চিরঅর্গলাবরুদ্ধ হইবে। ভ্রান্ত মতি, জানিয়াছিল কি? যে, বিষয় গ্রহণের দ্বার-স্বরূপ কামোন্মত্ত ইন্দ্রিয়গুলি ও তাহাদের

এই কি মুক্তি?

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

(২)

'মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া।''—এই বাণীর উপাসক বর্ত্তমান কালের অত্যাভিলাষী সমাজ, সাহিত্য, রীতি, নীতি। এইযে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, গীতিবিহ্বলা ধরিত্রী সুন্দরী—ইহার অনন্ত বন্ধনের মধ্যেই ভগবান্ বা মুক্তির অমল স্বাদ উপলব্ধি করিব। প্রতিটী বন্ধন, তাঁরই প্রকাশমান রূপ, অতএব তাহার বন্দনা গাহিব, নৈবেদ্য প্রস্তুত করিব।''—ইহাই যেন নবীনের আরাধকদের প্রচার্য্য বিষয়।

মোহ বন্ধনের কৃত্রিম আনন্দ,—তাহাতো চিদানন্দ নহে, জড়ানন্দেরই ক্ষণিকের মনোরম ভঙ্গিমাত্র! মরণের পাংশু অন্ধকার যখন মোহানন্দের আধার পেলব কুসুমগুলিকে শীর্ণ করিবে, কাল নিদাঘের প্রখর তাপে যখন সেগুলি ঝরিয়া যাইবে, তখন কোথায় থাকিবে জড়ীয় প্রগতির পুলকোচ্ছ্বাস! অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচারকারী কোন কোন বিখ্যাত মনোধর্ম্মোপদেষ্টা আবার বলেন—'সংসারের কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া ভগবানের সেবা হয়না—লীলাময়ের চরম দান এই মায়ার সংসারে বিন্দুমাত্র তাচ্ছিল্য করিলেও রাজা চঞ্চল মন তাহার গন্তব্য স্থান—ভোগের ভোগবতীতীরেও সুখের স্বর্গে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বেই পথশ্রান্ত পথিকের ন্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে মধ্যপথেই সমাধিশয্যা রচনান্তে চিরনিদ্রিত হইবে? কালপ্রভাবে হতভাগ্য মানবের যাবতীয় অধ্যবসায়, আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, একাগ্রতা, ধৈর্য্য, পরাক্রম, শক্তি কালসাগরের অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই তো মানবজীবনের স্থিরতা ও পুরস্কার! এইরূপ পুরস্কার তো ত্রিগুণাত্মিকা জড়াপ্রকৃতির উপাসক-গণ প্রতিনিয়তই লাভ করিয়া মুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় বহ্নিরূপ অনন্ত দুঃখপূর্ণ সংসৃতিতে আত্মবিসর্জ্জন দিতেছে; তথাপি জীব-ভ্রাতা সদ্গুরুচরণে শরণাগত হইয়া সাধের জীবন কলিকাটীকে প্রস্ফুটিত ও প্রফুল্লিত করিয়া শ্রীচৈতন্যপুরুষের শ্রীচরণে আত্মাঞ্জলি দেওয়ার কোনই প্রয়াস দৃষ্ট হয় না, তাই কলিপীড়িত জনগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া এই সুবর্ণসুযোগের দিনে ভূরিদাতা শ্রীচৈতন্য-চরণচারণগণ ত্রিতাপক্লিষ্ট বঞ্চিত বিশ্ব-বাসীকে নিত্যানন্দ দানে কৃতার্থ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

''হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ।
চৈতন্যচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম্॥''

আর নিস্তার নাই। তা' তিনি যত বড়ই ভাগবত হউন না কেন। এমন কি যে ভক্তি অন্য সব প্রকাশ (?) তুচ্ছ করিয়া কেবল নামকীর্ত্তনেই মগ্ন থাকে, আমরা তাহারও প্রশংসা করিনা।

অনেকানেক দেহমনোধর্ম্মী অন্যকামী আবার 'দেশের মুক্তি' 'জাতির মুক্তি' 'নারীর মুক্তি' বন্দীর মুক্তি' 'সাম্যবাদের মুক্তি' 'শ্রমিকের মুক্তি' ইত্যাদির নাম দিয়া মুক্তি সম্বন্ধে বহুবিধ পরিচ্ছিন্ন ধারণার বশবর্ত্তী। কেহ বা আবার সনাতনশাস্ত্র-বশবর্ত্তীতা ও বর্ণাশ্রম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পরামর্শ দেন। এই প্রকার নানা কামনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবকুল চরম প্রয়োজন শ্রীভগবৎ-সেবন বাদ দিয়া, তাহাদের মনোধর্ম্মের সুদৃশ্য খাতা হইতে, খাজে জমা স্বরূপ (?) শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কথাটী ঘষিয়া ঘষিয়া উঠাইয়া দিয়া হৃদয়মধ্যে বিরাটদেহ কামনাদানবীর আসন রচনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানিগণ সংসারকে চিরদুঃখের আগার এবং কর্ম্মফল প্রাপ্য স্বর্গসুখও কালবশে ক্ষয়িষ্ণু জানিয়া, কষ্ট বৈরাগ্যাবলম্বনে কর্ম্মনিবৃত্তিপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মালোচনামুখে সবিশেষ শুদ্ধ-চৈতন্যের বিলোপ (?) সাধনকেই মুক্তি বলিয়া উপাসনা করেন। জীবস্বরূপের পৃথগব-স্থিতি বা সেব্য-সত্তা স্বীকারেও ক্লেশের সম্ভাবনা জ্ঞান করত তাঁহারা পূর্ণচেতন রহিত চিন্মাত্রাবস্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ ঘৃণ্য মুক্তির প্রার্থী। তাঁহারা প্রথমতঃ জ্ঞানকেই সেই মুক্তির প্রাপক সাধনরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রার্থিত মুমুক্ষা লাভের পর আবার জ্ঞানেরই উচ্ছেদকামী। কোন কোন মায়াবাদী আবার উপেয় মুক্তি উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, ভক্তিধর্ম্মযাজনের মুদ্রা প্রদর্শন করেন। তাহাদেরও ঐ সাযুজ্য মুক্তিই কাম্যধন। ইহা যেন প্রচলিত প্রবাদবচনেরই অন্যতম উদাহরণ। যে ডালে বসিয়া আছে সেই ডালই কাটিতেছে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মুক্তি আদায় করারূপ প্রয়োজনের সম্বন্ধ ততক্ষণই ভগ-বানের একটু পূজা করা দরকার। তারপর নির্ব্বিশেষমুক্তি লাভ করিব অর্থাৎ ভবদুঃখ-জলধি পারের কাণ্ডারী ভগবানকে হনন (?) করিয়া আমিই ব্রহ্মরূপ ভগবান্ হইয়া বসিব। তখন কে আর পরমেশ্বরের ধার ধারে? ইহারই নামান্তর প্রচ্ছন্ন ভোগী—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। হায়! ইহাপেক্ষা কৃতঘ্নতা আর কি হইতে পারে। হায় কামনা-পিশাচি! তুমি কতরূপেই যে নৃত্য করিতেছ; তোমার প্রবঞ্চনার আর শেষ নাই!

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।　　সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-বাধি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও নন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে [চা]ন, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয় [ন]াটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও [স্পর্শ]ভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, প্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-[র]সর তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য [হউ]ন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে [সম]র্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত [প]রদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [সর]স্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-[ভাজন]গ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক [অধ]্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ [পে]জী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ [প্রক]াশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-[প্র]কাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা [হই]য়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমদ্ভগবৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-[মধ্ব]াচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী [ঠা]কুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও [প্রা]তিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে [ঐ]ক স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ [অধ্য]ায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী [শ]ব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম [কা]গজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ [প]র্য্য ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম [হই]তে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; [সম]গ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত [অনুভা]ষ্য শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া [প্র]কাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও [প্র]ত্যেক পয়ারের পৃথক্ সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [প্র]ত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [প]য়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [সং]ক্ষিপ্ত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [কখনও] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [স]হিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় [২৫]০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিগুর্ণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'বিষয়সক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈধভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমারুরুক্ষুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের মর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ০॥ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাড়োল রাজসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্তনাচার্য্য, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহু উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে শ্রেষ্ঠ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থমুক্ত উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজ বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নব প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে মান সম্ভ্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

চতুরাচে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে বলীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমাপ্ত যন্ত্র ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ॥৴০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে এবং ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সিকিকলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

—পরবিদ্যাপীঠ—

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদ্ধানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে হাফটোন ব্লক, ছাপা হয়।	বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য	লেটার হেডিং মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ কাল যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিমা) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে [illegible]—কৃষ্ণকান্তি [illegible] এম্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকবিভাগের আয় বৃদ্ধি

"টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রের সিমলা-স্থিত সংবাদদাতা বলেন,—ডাক মাশুল বৃদ্ধি করার ফলে ডাক বিভাগের কাজ কমিয়াছিল এবং ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। এখন নাকি এই আয় একটু বৃদ্ধি পাইতেছে। শীঘ্রই নূতন টিকিট প্রচলন করা হইতেছে। তিন পয়সা দামের গাঢ় সবুজ বর্ণের সাড়ে তিন আনা দামের গাঢ় নীল বর্ণের টিকেট শীঘ্রই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে। বিমান ডাকের টিকিটের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে পুরাতন টিকেট শেষ হইয়া গেলেই নূতন ধরণের টিকেট বাহির করা হইবে।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা

'হিন্দু পত্রে' জনৈক ইংরাজ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখেন, এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে একজন ইংরাজ মহিলা উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন- আপনার কাগজে জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক সরল এবং নিরপেক্ষভাবে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। আমিও একথা বিশ্বাস করি যে, বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন করা এখনও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কি ভাবে কাজে অগ্রসর হইতে হইবে, এই বিষয়ে আমি তাঁহার অথবা অন্য কোন ইংরাজের একটী পরিকল্পনা জানিতে পারিলে সুখী হইব। এদেশে এমন অনেক ইংরাজ নরনারী আছেন যাঁহারা ভারতবর্ষকে লর্ড বার্কেনহেডের ইচ্ছায় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন। আপনার প্রবন্ধলেখক এবং আমি নিজে এই দলের ইংরাজ।...যাহাতে উভয় দেশের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং উভয় দেশের পক্ষে মারাত্মক অবস্থার প্রতিকার অসম্ভব না হইয়া পড়ে তজ্জন্য আমি আমার সমভাবলম্বী ইংরাজগণকে একটা কোন প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিতেছি।

গান্ধীজীর মুক্তিতে আতঙ্ক প্রকাশ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে এপ্রিল রাত্রে কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া এখানকার সংবাদপত্র সমূহে এত বেশী আলোচনা হয় নাই।

"মর্ণিংপোষ্ট" পত্রিকা এই ভাবিয়া অত্যন্ত আশঙ্কা বোধ করিতেছেন যে, স্যার স্যামুয়েল হোর এবং গবর্ণমেণ্ট এখনও পূর্ব্ব-নীতি মানিয়া চলিতেছেন। কাগজটির মতে এই নীতির ফলেই ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই সমস্ত হাঙ্গামায় পতিত হইয়াছে। "মর্ণিংপোষ্ট" বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না যে, সমস্ত গণ্ডগোলের যিনি মূল, সেই ব্যক্তিকে (গান্ধীজীকে) মুক্তি দিয়া ঠিক আয়ার্লণ্ডের মত তাঁহাকে বিচারকের আসনে বসাইবার জন্য প্রস্তাব হইতে পারে। ভারতের শাসনকার্য্যের জন্য বৃটিশ রাজনৈতিকগণকে এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে দেখিতে হইবে, তাহা কাগজটি ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদের উচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত ভারতবর্ষে অবস্থান করা, কারণ উহা ভিন্ন আর কোন পথ নাই এবং আর যাহা আছে, তাহা হইতেছে ভারতের এবং ইংলণ্ডের লোকের সর্ব্বনাশ।

"ডেলী টেলিগ্রাফ" দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, মিঃ গান্ধীর সহযোগিতা লাভের সর্ত্তস্বরূপ তাঁহার সহিত কোন লাভের সর্ত্ত হিসাব করিতে হইবে—এরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

"ডেলী মেল" বলিতেছেন যে, বিতর্কের সময় মিঃ চার্চ্চিল যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে যদি গবর্ণমেণ্ট ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তন হইতে সংযত থাকেন, তবে উক্ত বক্তৃতার ফল খুব ভাল হইবে, সন্দেহ নাই।

রাজবন্দীর মুক্তি

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত কুমিল্লা কংগ্রেস কমিটীর ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ, "ডিক্টেটর" বর্ণিত শ্রীযুত কুমারেশ চন্দ্র রায়, কুমুদরঞ্জন রায় ও গোরাচাঁদ রায়চৌধুরী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় গত জানুয়ারী মাসে প্রত্যেকে তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় দমদম অতিরিক্ত স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গত ২৯শে এপ্রিল রাত্রে তাঁহারা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

নরহত্যার অভিযোগে অপরাধী

হনোলুলু হইতে প্রকাশ, নিউইয়র্কের বিশিষ্টা রমণী মিসেস ফর্টেস্কু, তাহার জামাতা ভাভাল লেফটানাণ্ট ম্যাসি ও যুক্তরাষ্ট্রের দুই জন নাবিক কাহাওয়াই নামে হাওয়াইয়ের এক দেশীয় অধিবাসীকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। কাহাওয়াই মিসেস ম্যাসির উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। জুরীগণ সকল আসামীকেই নরহত্যার অভিযোগে অপরাধী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের সকলকেই ক্ষমা প্রদর্শন করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। বিচারক ৬ই মে তারিখের পূর্ব্বে দণ্ড সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন না।

রেলষ্টেশনে গ্রেপ্তার

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুর রেলষ্টেশনে স্থানীয় স্বদেশী লীগের হিন্দী ইস্তাহার বিলি করিবার সময়ে শ্রীযুত কেশব বসু ধৃত হইয়াছেন। তাঁহাকে সারারাত্রি রেলওয়ে পুলিশের হাজতে রাখা হয়। গত ৩০শে এপ্রিল তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ২ শত টাকার জামিনে খালাস দিয়াছেন। আগামী ৩রা মে মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে। অনুসন্ধানে প্রকাশ, তাঁহাকে রেলওয়ে আইনের ১২২ ধারা ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংশোধন আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী চালান দেওয়া হইয়াছে। পুলিস নাকি উক্ত ইস্তাহারের নিম্নলিখিত অংশে আপত্তি করিয়াছে—"স্বদেশী বস্ত্র ক্রয়কালে তোমাকে যাহাতে অন্য দেশীয় বস্ত্র প্রদান করিয়া প্রতারিত করা না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিও।" "চিনির দর বেশী, তাহার মধ্যেও ভেজাল আছে সুতরাং সর্ব্বদা গুড় ব্যবহার করিবে।"

লণ্ডনে অলৌকিক ব্যাপার

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রুডি স্নেনিডার একজন অষ্ট্রীয়ান যুবক। সম্প্রতি লণ্ডনে তিনি একটী আশ্চর্য্যজনক ভৌতিক কাজ প্রদর্শন করিয়াছেন।

সেদিন খুব ভোরে ১০।১১ জন লোক রুডির ঘরে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন—তাঁর এই ভৌতিক কাণ্ড পরীক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ যাঁহারা ঐসব ব্যাপার দেখান তাঁহারা নিজের দেহের উপর বা খুব সন্নিকটে ঐ সব দেখাইয়া থাকেন। রুডি কিন্তু যে স্থানে ঘটনাটি দেখান হইবে সেস্থান হইতে বেশ একটু দূরে রহিলেন। প্রফেসার ডি, এফ, ফ্রেসার হ্যারিস ও তদীয় পত্নী রুডির হাত ধরিয়া রহিলেন। অপর দুইজন বিজ্ঞান-অধ্যাপক একটী অদৃশ্য রশ্মি-যন্ত্র স্থাপন করিয়া রাখিলেন। যন্ত্রটীর বিশেষত্ব এই যে উহা হইতে বহির্গত আলোক-রশ্মির উপর কিছুর ছায়া পড়িলেই একটী ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। আলোক-রশ্মির সম্মুখে একখানি রুমাল রাখা হইল এবং চারিটী ক্যামেরা উহার দিকে মুখ করিয়া স্থাপিত হইল।

ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।— সব ঠিকঠাক হইয়া গেল, সকলেই উৎসুক নয়নে রুডির পানে চাহিয়া রহিলেন অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল রুডি সম্মোহিত হইয়া গিয়াছেন, খুব জোর জোর তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে—যেন একখানি ইঞ্জিন। শীঘ্রই তাহার দেহে ভর হইল এবং প্রেতাত্মার কথা শুনিতে পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রুমালখানি দুলিতে দুলিতে শূন্যে উঠিয়া গেল এবং আপনা আপনি গেরো বাঁধা হইল। আর রুমালের খুঁটটি দেখা গেল একটী শিশুর হাতের মুঠির মধ্যে রহিয়াছে। চক্ষের সম্মুখে সমস্ত ঘটনাটি বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল—এমন কি অশরীরী শিশুর আঙ্গুলের নখগুলি পর্য্যন্ত। ঘণ্টাটিও ইত্যবসরে বাজিয়া উঠিল। যেখানে যে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন—কেহই সেটিকে নাড়েন নাই; রুডির হাত যেমন ধরা তেমনই রহিয়াছে। এদিকে অশরীর শিশুর হাতটি আস্তে আস্তে অধ্যাপকের নিকটে আসিতে লাগিল। এই সময় একজন তাঁহার কোটের বোতামের গর্ত্ত হইতে একগোছা ফুল লইয়া রুমালখানির গায়ে নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ফুলগুলি কুড়াইয়া লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া সমস্ত ঘরময় ছড়াইয়া দিল।

লালা অচিন্তরাম গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, জনসেবক সমিতির লালা অচিন্ত রাম গত ৩০শে এপ্রিল অপরাহ্নে সংশোধিত আইনের ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার বাসভবন, সার্ভেণ্টস অব দি পিপল সোসাইটির আফিস, দ্বারকা লাইব্রেরী, এবং ঐ সমিতির অন্যতম সভ্য লালা জগন্নাথের বাসভবনও খানাতল্লাস হয়। পুলিস ১৯২৯ সনের কংগ্রেস ফর্ম্মের দুই তিন কপি লইয়া গিয়াছে। এই খানাতল্লাস প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়াছিল।

ডাকাতের সর্দার গ্রেপ্তার

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, চাঁদপুরের শ্রীযুত প্রসন্নকুমার কুণ্ডু নামক এক ব্যক্তির বাটীতে সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে ৬। লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ডাকাতদলের সর্দার বলিয়া কথিত নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত রাইপুরের ব- কুদ্দিস ও গ্রেপ্তার হইয়াছে। উক্ত বাবুর ও আর কয়েক ব্যক্তির লুণ্ঠিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ মালিকগণকর্ত্তৃক সনাক্ত হইয়াছে।

দৈনিক

শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C15. 44

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।॰
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩শে বৈশাখ শুক্রবার ১৩৩৯, ৬ই মে ১৯৩২

গুলীতে কনষ্টেবল নিহত

শ্রীমতী উষা মালবীয় লক্ষ্ণৌ জেলে স্থানান্তরিত

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে বোমা

মেঘনা নদীতে নৌকা ডুবি

পত্নীহত্যায় দ্বীপান্তর

কমিশনারের উপর আক্রমণ

৭জনের প্রতি মৃত্যুদণ্ড

জমিদার বাড়ীতে পুলিসের পাহারা

ট্রেণের কামরায় অগ্নিকাণ্ড

ডাকঘরে শিখ গ্রেপ্তার

চুচুড়ায় ডাকাতি

নানা কথা

গুলীতে কনষ্টেবল নিহত

নৈনীতাল হইতে প্রকাশ, ডাকাত-দলের সর্দ্দার ভুল্লা শাহ যুক্তপ্রদেশের তিনটি বিভিন্ন জিলায় নানা প্রকার অপরাধ করিয়া বেড়াইতেছে, এইরূপ সন্দেহবশে উহার সন্ধান করিবার সময়, গাড়োয়াল পাহাড়ে পুলিস কনষ্টেবল শ্রীযুক্ত কাদে সিং গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে। ডাকাতদল প্রকাণ্ড একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পুলিস পক্ষ তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে। এক জন ডাকাত আহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে তাহারা পলাইয়া যাইতে সমর্থ হয়।

সম্প্রতি পাকড় ধোয়াও করিয়া দলের কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহারা বিচারের প্রতীক্ষায় আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে বোমা

সালেম হইতে প্রকাশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রামস্বামী নাইডুর বাটীতে একটা অদ্ভুত ধরণের বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই। এই অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

পত্নীহত্যায় ছাত্রের দ্বীপান্তর

বরিশাল হইতে প্রকাশ, লোমহর্ষণ পত্নীহত্যার মামলায় স্থানীয় মেহেরগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ছাত্রের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, উপরি-উক্ত সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কারণ-বশতঃ তাহার নব পরিণীতা পত্নী প্রফুল্ল-বালাকে পছন্দ করিত না এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে একখানি নৌকায় আরোহণ করাইয়া ভ্রমণে বহির্গত হয় এবং পথিমধ্যে তাহাকে হত্যা করে। এই অপরাধের সকল চিহ্ন লুপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে এবং যাহাতে মৃতদেহটি জলের উপর ভাসিয়া না উঠে তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ঐ মৃতদেহ নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করে।

তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ ৯জন জুরীর সাহায্যে এই মামলার বিচার করেন। জুরীগণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন করেন এবং জজ জুরীদের সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ প্রদান করেন। সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুহ সরকার পক্ষে এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় আসামীপক্ষ সমর্থন করেন।

৭ জনের প্রতি মৃত্যুদণ্ড

কাশী হইতে প্রকাশ, মীর্জ্জাপুর দাঙ্গা সম্পর্কে গত ৩রা মে দায়রা জজ ৭ জনের প্রতি মৃত্যুদণ্ড এবং ২৫ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন, ৫০ জন আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। প্রায় এক বৎসর কাল ধরিয়া এই মামলা চলিয়াছিল।

ট্রেণের কামরায় অগ্নিকাণ্ড

খুর্দ্দারোড হইতে প্রকাশ, ১৭ই এপ্রেল তারিখে কেন্দুপাদ এবং কেওঞ্জর রোড ষ্টেশনের মধ্যে ১নং ডাউন ট্রেণের বি, এন, ৮৪১ নং উচ্চশ্রেণীর একটী বগীতে আগুন লাগিয়া যায় এবং উহা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। বৈদ্যুতিক তারের কোন দোষে কিম্বা ইঞ্জিন হইতে জলন্ত কয়লা পড়িয়া এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয় বলিয়া অনুমান। কাহারও মৃত্যু বা কোন যাত্রী আহত হয় নাই, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্ত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ গৌরশিলা-লয়ায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীবাসুদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবয়নাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দে ঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকমলেশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোবিন্দ মাধব

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাঙ্গগোপাল বাটী

কাঠালগুড়ি, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৩শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৬ই মে ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ৩০শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের যুগাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শিষ্য অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ বাঁকুড়ায় গত ৭ই বৈশাখ তারিখে পদার্পণ করায় অত্রস্থ কামারপাড়া দোলতলা নিবাসী ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে এক মহতী সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমক্ষে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে স্বামিজী মহারাজ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যেরূপ আদর্শ-প্রচার-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের সহিত তাদৃশ প্রচার প্রণালীর বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয় অচৈতন্য জীবহৃদয়ে প্রকাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ধর্ম্ম জগতের যেরূপ অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা বলিবার ভাষা আমার নাই।

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূক না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ

আমরা তাঁহারই দয়ায় যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ এই সভায় কীর্ত্তনীয় বিষয়

প্রথমতঃ আমরা দেখি যে, শ্রীল প্রভুপাদ উৎসবাদির আয়োজনের ঘটায় আপামর কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনসাধারণকে কৃষ্ণোন্মুখী করিবার ছলে বিনাব্যয়ে থাকিবার স্থানাদি ও প্রসাদাদি বিতরণে মুক্ত হস্ত। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও যোগমার্গের লোকঠকানপন্থাগুলি সমূলে বর্জ্জন করিয়া ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয়শূন্য শ্রৌতপন্থায় আর্যনীতির প্রথায় জগন্মঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারায় স্বয়ংই গ্রামে, গ্রামে, নগরে, নগরে, পরিভ্রমণ করিয়া এবং অযাচিতভাবে তাঁহার নিজজন-গণকে প্রত্যেক দ্বারে প্রেরণ করিয়া নিত্য মঙ্গলের দানভাণ্ডার খুলিয়াছেন। জীবদুঃখে ব্যথিত-হৃদয় অমন্দোদয়-দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ-রূপে জীবেদয়া—নামেরুচি ও বৈষ্ণবসেবনের দ্বারায়ই লভ্য তাহা আদর্শরূপে শ্রীধাম সেবা, পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন, ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলন ও পরীক্ষা প্রবর্ত্তন, লুপ্ততীর্থ সমূহ উদ্ধারসাধন, দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপন, পারমার্থিক সমাজ সংগঠন, ভাগবত-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন, পারমার্থিক সম্মেলন, সমগ্র ভারতে গৌরপাদপীঠ প্রকটন, গৌড়ব্রজ, ক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমণ ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের হোতারূপে শ্রীনামযজ্ঞে সমস্ত চেতন জীব-জগৎকে অনুপ্রাণিত ও লুব্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান কীর্ত্তন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অচৈতন্যবিশ্বকে শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক অভিনব অতুলনীয় প্রেমাস্পদ রাজ্যে প্রেরণ করাই তাঁহার কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

ওহে মোহান্ধ জীব! এই কলিযুগে যুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। অখিলরসামৃত সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনাম নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত এবং নাম-নামী অভিন্ন। পরব্যোম-শব্দাবতার শ্রীকৃষ্ণনাম জাগতিক শব্দ শব্দীর ন্যায় নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড, অতুলনীয়, অভিনব, নিত্যমঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তু। এই বাস্তব বস্তুই সাধকের উপায় ও উপেয় এবং সাধন ও সাধ্য

আজ আবার ভারতের ভাগ্যাকাশে অমন্দোদয়-দয়াবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভুর নিজজন ভক্তিসিদ্ধান্তসূর্য্যরূপে উদিত হওয়ায় তাঁহার সুশীতল স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল বিবিধ কিরণ-ছটায় সমস্ত কুমতবাদ-রূপ কুজ্ঝটিকা কোন্ সুদূর প্রদেশে ত্রাসিত শঙ্কিত হৃদয়ে পলায়নপর দেখিয়া সাধুসমাজ অতুলনীয় পরমানন্দে বিভোর হইয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তসূর্য্যের সঘনে জয় গুণগানে সমস্ত দিক্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া নিজকে কৃত-কৃতার্থ মানিতেছেন। এস ভাই, আমরাও সকলে সেই জয়গুণকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ধন্য হই।

আজকে রাত্রি অধিক হইয়াছে আপনারা আমার শ্রীগুরুদেবের অভিন্ন-বিগ্রহ হইয়াও শ্রোতারূপে আমাকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সুযোগদানে পরম পবিত্র করিয়াছেন, তজ্জন্যে আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করি।

পরিশেষে শ্রীপাদ ভুবনমোহনদাসাধি-কারীর কৃষ্ণকীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে সভা ভঙ্গ হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—কৃষ্ণবিস্মরণই জীবের দুঃখের কারণ বা পতিত্বের কারণ। পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দর যাবতীয় জীবের দুঃখবিমোচনের পতিতাদোষ দূর করিবার জন্য কৃপাপরবশ হইয়া ধাম এবং পরিকরসহ অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন। পতিত জীবের অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতা হওয়ার দরুন বা কৃষ্ণবিস্মরণ হওয়ার দরুণ সে তাহার নিজস্ব সম্পত্তি হারাইয়া মায়ার সঙ্গপ্রভাবে কতই যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, কতই না সামাজিক লাঞ্ছনা গঞ্জন ভোগ করিতেছিল, তাই দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। যাবতীয় জীবহৃদয়ে যুগপৎ সমানভাবে উদিত হইতে পারেন যিনি তিনিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই যে জীবের ভোক্তা হইতে পারে। কৃষ্ণই একমাত্র জীবের ভোক্তা। জীব কৃষ্ণের সেবার উপকরণ। জীব যেদিন হইতে কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়াছে সেই দিন হইতেই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির নিকট হইতে উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া বা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিরূপগত অভিমানে অভিমানী হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার নিকট কতই যে দয়ার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে অধৈর্য্য বা বিস্মিত হইতে হয়।

ভয় কাহার ?

ঈশ্বরের মায়া কর্ত্তৃক জীবের ভয় উৎপন্ন হয়, সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করেন, মায়ার উপাসনা করেন না। মায়াকে ভোগ করিতে যাইয়া জীবের দেহাত্মাভিনিবেশ হয়। দেহাহঙ্কার স্বরূপের অস্ফুরণেই হইয়া থাকে। এই যে স্বরূপের অস্ফুরণ তাহা মায়াভিভূত জীবেরই হইয়া থাকে।

অণুচিৎ জীব তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার বৈষম্যে অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবশে ঈশশক্তি মায়াকে ঈশাশ্রিত সুতরাং তাঁহারই সেবোপকরণ জানিবার পরিবর্ত্তে নিজ ভোগ্য জ্ঞান করায় অর্থাৎ একমাত্র অদ্বয়-জ্ঞানের অধিষ্ঠান ব্যতীত খণ্ডপ্রতীতিতে দ্বিতীয় বস্তুর বৈকারিক জ্ঞানোদয়ে এবং নিজেকে অহঙ্কারবিমূঢ় কর্ত্তা বা ভোক্তা জ্ঞান করত অহঙ্কারোদ্দীপ্ত দর্শনে খণ্ড-প্রতীতির অনুভাব্য বিষয়সমূহকে মাধবাশ্রিত বা অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জানিবার পরিবর্ত্তে স্বীয় ভোগ্য জ্ঞান করায় জীবের ভয় উৎপন্ন হয়।

ঈশবৈমুখ্যই সংসাররূপ যে দুঃখ ব্যাধি তাহার হেতু। ব্যাধির যে ধর্ম্ম ঔষধের ধর্ম্ম ঠিক তাহার বিপরীত। সেই কারণেই ঔষধ দ্বারা ব্যাধির প্রতীকার হয়। সংসাররূপ ব্যাধির নিদান—যার যখন ঈশ্বরবৈমুখ্য, তখন তদ্বৈপরীত্যময় ঈশসাম্মুখ্যই তাহার ঔষধ জানিতে হইবে।

স্বরূপবিস্মৃত ঈশবিমুখ জীব স্বীয় চেষ্টা-বলে স্ব-স্বভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যদি সেই জীব শব্দ ও পরব্রহ্মে-নিষ্ণাত নিষ্কিঞ্চন আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি সহকারে উপনীত হন তাহা হইলে আচার্য্যকৃপায় জীবের সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয় এবং স্বরূপের স্ফূর্ত্তিক্রমে 'ঈশাবাস্য' দর্শনে দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। অদ্বয়-জ্ঞানাশ্রিত হওয়া নিবন্ধন জীবের দ্বিতীয়াভি-নিবেশ ধ্বংস হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশাভাবে স্বরূপবিস্মৃতি ঘটে না। সুতরাং ঈশোন্মুখ জীবের নিকট ভয়ের অধিষ্ঠান থাকে না।

জীবের দুর্গতি

(শ্রীসুরেশচন্দ্র অধিকারী)

অনাদি কাল হইতে জীবগণ কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতার ফলেই কৃষ্ণদাসী মায়ার কবলে পতিত হইয়া অনন্তকাল দেবীধামের তাপ-ত্রয়ে দগ্ধীভূত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥'' চৈঃ চঃ

জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করত সংসার দুঃখ ভোগ করে। ''জলজা নবলক্ষাণি, স্থাবরা লক্ষ বিংশতি। ক্রিময়ো রুদ্র সংখ্যাকাঃ দশ লক্ষাণি পক্ষিণঃ। ত্রিংশৎ লক্ষাণি পশব-শ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥'' বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, তৃণ ও গিরি প্রভৃতি স্থাবর নামে অভিহিত। জীবগণ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য সুখভোগ করিতে পারে না; প্রাকৃতিক পীড়নে তাহাদিগকে নিরন্তর নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, দাবানল প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করে। প্রকাণ্ড কাণ্ডবিশিষ্ট মহীরুহরাজি প্রচণ্ড ঝটিকাঘাতে সমূলে উৎপাটিত হয় এবং দাবানল উৎপন্ন হইয়াও তাহাদিগকে সমূলে ভস্মসাৎ করিতে পারে। যে বৃক্ষ এককালে উন্নত মস্তকে আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ অথবা ভস্মীভূত হইয়া পরমাণুতে পরিণত হইতে পারে বটে—কিন্তু তাহাদের জৈব শক্তি বিলুপ্ত হয় না। কালে তাহারা নক্র, মকর ও মৎস্যাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। তৎপরে ক্রিমি কীট এবং পক্ষী যোনিতে কতেক লক্ষ বার ভ্রমণ করত দুঃসহ যন্ত্রণা উপভোগ করে, তাহার পর তাহারা পশু যোনি প্রাপ্ত হইয়া কখন মাংস আবার কখনও বা কন্দ মূলাদি আহার করত জীবন ধারণ করে এবং দুর্ব্বল প্রাণিগণের উপর সর্ব্বদা পীড়ন করে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অপরাপর জীবের অনিষ্ট সাধনের প্রবৃত্তি হয়।

তদন্তে অপর যোনি প্রাপ্ত হইয়া জীবগণ কখনও বায়ু, কখনও বা মেধাদি অশনপূর্ব্বক নিত্য নানা দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করিয়া থাকে। তৎপরে তাহারা গবাদি গ্রাম্য পশুকুলে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে পারে না। নিষ্ঠুর মানবগণের দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা অপহৃত হয়, তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, যষ্টিতাড়িত এবং প্রায়ই নিহত হইয়া থাকে। দুঃসহ স্বজাতি-বিয়োগরূপ ক্লেশও তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাহারা কি করিবে, মনুষ্য তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বলবান্। এইরূপে বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া ক্রমে তাহারা মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। তাহা আবার সহজে নহে জীবনের মধ্যে কচিৎ যদি তাহারা কিছু পুণ্য করে, তাহা হইলেই এই সুদুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য হইয়াও সুখ পায় না, হতভাগ্যেরা প্রথমে অতি নিকৃষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর কর্ম্মানুসারে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর কুলে উপিত হইতে থাকে। তাহাতেও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের নিস্তার নাই। দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক ও পরিতাপাদিতে তাহাদিগকে নিরন্তর কষ্ট ভোগ করিতে হয়। তাহাতে আবার কাহার কাহারও এক একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভাব অথবা আধিক্য হইতে দেখা যায়। কেহ কানা, কেহ খঞ্জ, কেহ বধির, কেহ মূক, বা অন্ধ, কাহারও বা একটী পদ, হস্ত অথবা অন্য কোন অঙ্গ বিকল থাকে। কেহ শিররোগ, কেহ শূল রোগ, কেহ বা কুষ্ঠ রোগাদিতে নিরন্তর নিপীড়িত হইতে থাকে।

জীবগণ সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মবশে স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে জরায়ু মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে পর শুক্র-শোণিতের সংমিশ্রণে তাহাদের স্থূল দেহ গঠিত হইতে থাকে এবং সপ্তম মাসে পূর্ণ অবয়ব লাভ করত অষ্টম মাসের প্রারম্ভে তাহার শরীরে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি জন্মে। তখন জননীর আহার্য্য কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ ও রুক্ষাদি রসে দহ্যমান হইয়া ভীষণ কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে। তৎ-কালে তাহার মনোমধ্যে নানা দুঃখের চিন্তা লক্ষিত হয়। সে সেই সমস্ত চিন্তায় আকুল হইয়া এই বলিয়া মনে মনে বিলাপ করে;—হায়! হায়!! আমি কি পাপী কি হতভাগ্য। পূর্ব্বজন্মে স্ত্রীপুত্র ও পরিবার বর্গের ভরণপোষণার্থে কত লোকের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছি, কত লোকের ধন ধান্য ক্ষেত্র গৃহাদি অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছি, কত লোকের স্ত্রীহরণ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বিষম শোক শেল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছি। হায়! আজি তাহার ফলভোগ করিতেছি। আমি কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যে দারা পুত্রগণকে ভরণ-পোষণ করিয়াছিলাম, তাহারা এখন কোথায়? হায়! এই দেহ পাপ হইতে জাত, অতএব আর কেহ যেন এ হতভাগ্যের মত কখন পাপ না করে এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিয়া স্বীয় দুঃখ নিবারণার্থে শিববিরিঞ্চির প্রপূজিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল ধ্যান করিতে থাকে।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

আজকাল আমরা অনেকে প্রভুর সেবক ব'লে অভিমান কর্‌ছি বটে, কিন্তু সেবকের একমাত্র কর্ত্তব্য যে সেব্যের সেবা করা, তাঁর বাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা, তাঁর মনোভীষ্ট প্রচারে সহানুভূতি প্রদর্শন করা, কই এগুলির সম্বন্ধে তো একেবারেই লক্ষ্য কর্‌ছি না। বাজে সংবাদ পত্র পড়্‌তে খুব উৎসাহ দেখ্‌ছি, কিন্তু প্রভুর কৃপাপ্রদত্ত বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের সেবা কর্‌বার প্রবৃত্তি তো হচ্ছে না। এই কি প্রভু-সেবার আদর্শ, এই কি প্রভুর প্রতি প্রীতির চরম ফল? প্রভু নিজগুণে দয়া ক'রে বৈকুণ্ঠবাণী বিতরণ কর্‌তে চাইলেও আমরা নানারূপ ছলনা দেখাইয়া তা শ্রবণ কর্‌বার অছিলা প্রদর্শন করি। প্রকৃত প্রভু-সেবক যিনি, তিনি আমাদের ন্যায় কখনও প্রভুর দ্বারা নিজের সেবা করিয়ে নিতে চান না, প্রভুর বাণী শ্রবণ কর্‌তে অনিচ্ছুক হন না। সংসারাসক্তিরূপ ভব-রোগে অশান্ত আমরা আমাদিগকে হরি-নাম ঔষধ বিতরণ ক'রে সুস্থ কর্‌বার জন্য পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুপাদপদ্ম অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে গ্যালন্ গ্যালন্ চিৎরক্ত ব্যয় কর্‌ছেন। কেবল বল্‌ছেন সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ কর, সাধুসঙ্গ কর। যদিও সর্ব্বক্ষণ ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গ কর্‌তে না পার, তথাপি শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ কর, শাস্ত্র পাঠ ও বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহের সেবায় দৈনন্দিন জীবন যাপন কর্‌তে শিখ, তা'হলেই মঙ্গল হবে, দুঃখ দূরে যাবে, পরাশান্তি পাবে। কিন্তু বধির আমরা শুনি কই।

কোটীচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে যত দিন না পার্‌বো, আশ্রয়াভিমানরূপ কপটতা যতদিন না ত্যাগ কর্‌বো, যতদিন শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বাণীকেই আমার একমাত্র সম্বল ব'লে না বুঝতে পার্‌বো, যতদিন প্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারে আত্মনিয়োগ না কর্‌বো ততদিন যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই থাক্‌বো, প্রভুর কথা বুঝ্‌তে পার্‌বো না। সংসার ভোগ কর্‌বার স্পৃহা বা নিজের সুখেচ্ছা যাবে না, প্রভুকে নরোত্তম ব'লেই বিব্রত থাক্‌বো।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, প্রতিজ্ঞা, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের নাতিদীর্ঘ বিবরণ-গ্রন্থ। নাজিরাবাদের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোজ্জ্বল হোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হঃ) মরক্কো বাধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলগীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সংবলিত-সহ বঙ্গ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ৲৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিত্রাদির প্রমাণ, সারর্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে দাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল গোস্বামি শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে এই গ্রন্থামৃত উথিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা 'অনর্থনিবৃত্তি' ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আদর্শ সংস্কার সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানপ্রদ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার মেহের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলে সমাপ্য ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

চাঁদা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৲ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রংও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজকিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার বালিয়া) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ দিল্লি। করপোরেশন হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

নরহত্যার মামলা

গত সোমবার আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত এস, কে গাঙ্গুলীর এজলাসে বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার তিনজন বন্ধু ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা (হত্যা) মতে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, জেলা চব্বিশ পরগণার বারুইপুর থানার অধীন ধাপধপি গ্রামের এক দেবমন্দিরে নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে একজন সেবাইত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বিধবা পত্নী মঙ্গলা দেবী ও চার বৎসর বয়স্কা বালিকা কন্যাকে সেবাইতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া উক্ত সেবাইতের ভ্রাতুষ্পুত্র বিধু তাহা নিজ দখলে আনিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু মঙ্গলা দেবী নিজে দেবসেবায় যাবতীয় কার্য্য নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখেন। ইহাতে আসামী বিধু উক্ত মহিলাটিকে একাধিকবার লাঞ্ছনা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিশাকালে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ মঙ্গলাদেবীর চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করে এবং পর দিবস দেখা যায় মঙ্গলাদেবী রজ্জুবন্ধনে মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। আসামী বিধু রটনা করে যে, মঙ্গলা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

কিন্তু প্রতিবেশীগণ বিধুর কথায় আস্থা স্থাপন না করিয়া ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনার আনুপূর্ব্বিক তদন্তের আদেশ দেন। তদন্তের ফলে পুলিশ জানিতে পারে, মঙ্গলা আত্মহত্যা করে নাই, কে বা কাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। মামলা চলিতেছে।

— —

মৃত্যুশয্যায় রাজবন্দীর জননী

বোলপুর হইতে প্রকাশ, রাজবন্দী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি বোলপুরে অন্তরীণ আছেন। তাঁহার মাতা ফরিদপুর জিলায় নিজ বাটীতে অত্যন্ত পীড়িতা। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় শায়িতা জননীকে দেখিতে যাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বারংবার ছুটি প্রার্থনা করেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই।

জাল সম্পাদক গ্রেপ্তার

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, সিটি পুলিস প্রতারণার অভিযোগে এ, পি, পাল নামক একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, লোকটা নাকি আপনাকে পাইয়োনিয়ার প্রেসের সম্পাদক বলিয়া প্রকাশ করিয়া সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেয় যে, তাহার অনেক লোকের প্রয়োজন, এই ভাবে সে বহু লোকের নিকট হইতে জমানতরূপে ১৫ টাকা আদায় করিয়া, তাহাদিগকে নিয়োগ পত্র দিয়াছে। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে তাহারা সকলেই প্রতারিত হইয়াছে। পি এন, এস, মুদালিয়ারকেও এই ভাবে অনেক টাকা দিয়া প্রতারিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মুদালিয়ার এস, পি পালের সহিত নাকি "সিমল কর এণ্ড কোম্পানী" নাম দিয়া একটা ব্যবসায় খুলিয়াছিল, পুলিস মুদালিয়ারের সন্ধানে ঘুরিতেছে।

ডাকঘরে শিখ গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, ৬জন শিখের নিকট একটী জাতীয় পতাকা এবং "পোষ্টাফিসে টাকা জমা দিও না"—লিখিত একটি কার্ড ছিল। তাঁহারা আনারকলি পোষ্টাফিসে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল এবং জনগণকে টাকা জমা দিতে নিষেধ করিতেছিল। তাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ২৮শে এপ্রিল হইতে কংগ্রেস এই নূতন কার্য্যপদ্ধতি আরম্ভ করিয়াছে।

মদের দোকানে পিকেটিং

মেহেরপুর হইতে প্রকাশ, শিবনাথ মণ্ডল, সুধাকর রায় ও কৃষ্ণপদ দে স্থানীয় মদের দোকানে পিকেটিং করিতেছিল, সেই সময়ে পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

লাহোরে বিষম চাঞ্চল্য

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ২রা মে বেলা ১০টা ১০ মিনিটের সময় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রহরীর রাইফেল হইতে অকস্মাৎ গুলী ছুটিয়া যাওয়ায় বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ঘটনায় কেহ আহত হয় নাই। উচ্চ শব্দ শুনিয়া বিরাট জনতা ও কয়েকজন পুলিসের লোক তথায় সমবেত হয়। এই ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

—

জমিদার বাড়ীতে পুলিসের পাহারা

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, কোতাইয়ের জমিদার শ্রীযুত কালীপদ বাবুর বাড়ীতে কেশপুর থানার কয়েকজন পাঠানকে মোতায়েন রাখা হইয়াছে। তাহারা এই বাড়ী পাহারা দিতেছে। কালী বাবুকে স্পেশাল কনষ্টেবল হইয়া কাজ করিতে হুকুম করা হইয়াছিল, তিনি সে হুকুম অমান্য করায় গত ২৭শে এপ্রিল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কালীবাবুর বাড়ীও বে-আইনীজনক কাজের আড্ডা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে কালী বাবুর ভাই এই ধরণের হুকুম অমান্য করায় তাঁহার প্রতি দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

চুচুড়ায় ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, ২ দিবস পূর্ব্বে চন্দননগরের অন্তর্গত পালসিনির শ্রীযুত বটকৃষ্ণ দাসের বাটীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, রাত্রি ২ ঘটিকায় শ্রীযুত দাস দ্বারে আঘাত করার শব্দে নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়েন। ঐ সময়ে ৬ কি ৭ জন লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীযুত দাসের পত্নী ও তাঁহার সন্তানদিগকে লাঞ্ছিত করিতে থাকে এবং শ্রীযুত দাসকে ছোরা দ্বারা হত্যা করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে। ইহার পর ডাকাতেরা বাক্স ও সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ অর্থ ও অলঙ্কার লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যায়।

ডাকাতেরা মালকোছা এবং গালপাট্টা পরিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের সহিত লাঠী, মশাল এবং ছোরা ছিল, তাহারা হিন্দী ভাষায় কথা কহিয়াছে।

মেঘনা নদীতে নৌকা ডুবি

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, বাচ্চর হইতে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও অপর ১১ জন আরোহী সমেত একখানা সাম্পান নৌকা গত ২রা মে অপরাহ্ন কালে নোয়াখালীর সন্নিকটে ভীষণ ঝড়ে উল্টাইয়া যায়। ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পানাউল্লা, পুলিস ইনস্পেক্টর বি, মখর, চট্টোপাধ্যায়, উকীল শ্রীযুত নগেন্দ্র সুর ও কতিপয় মাঝির নৌকা বাহিয়া উপরোক্ত সাম্পানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। কিন্তু ইতোমধ্যে কাওসার যুবক তরঙ্গ সমাকুল নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যাবতীয় আরোহীকে তীরে টানিয়া আনিতে সমর্থ হয়েন।

—

১৮ জন মহিলার দণ্ড বহাল

লাহোর হইতে প্রকাশ, কোন বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং প্রকাশ করিবার অপরাধে ১৮ জন মহিলার প্রত্যেকের প্রতি ৪ মাস কারাদণ্ড ও ৩০ টাকা জরিমানার আদেশ হয়। তাঁহাদের পক্ষ হইতে হাইকোর্টের ব্যবহারাজীব সমিতি যে আপীল করিয়াছিলেন, গত ২রা মে তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে। বিচারপতি মিঃ জনষ্টোন দলীপ সিং দুই জনকে অব্যাহতি দিয়াছেন, আর সকলের দণ্ড বহাল আছে।

— —

শ্রীমতী উষা মালবীয় লক্ষ্ণৌ জেলে স্থানান্তরিত

কাশী হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যাকালে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের পুত্রবধূ শ্রীমতী উষা মালবীয় এবং অপর কয়েকজন মহিলা বন্দীকে কাশী সেন্ট্রাল জেল হইতে লক্ষ্ণৌ জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

—

যুদ্ধ বিরতি চুক্তি

সাংহাই হইতে প্রকাশ, চীন জাপানের যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে গত ৩রা মে নামের স্বাক্ষর দান হইবে।

চীনা দস্যুরা জাপানের জনৈক পাদ্রীর সহচরকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিবার পর হইতে উক্ত পাদ্রী কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই পলাতক পাদ্রীর অন্বেষণে জাপান চাপি অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে বিস্তর নৌ-সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে।

—

কমিশনারের উপর আক্রমণ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, আজমীর মারওয়ারার কমিশনার মিঃ গিবসনের উপর আক্রমণ করিতে যাইবার অজুহাতে রামচন্দ্র বীজপৎ নামক এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছিল। বিচারের জন্য আসামীকে আজমীরের অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সে দিবস হাজির করা হইয়াছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯ ধারা অনুসারে আসামীকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। কিছুক্ষণ শুনানীর পর মামলা মুলতুবী আছে।

—

স্বামীর গৃহে ক্রোক

লাহোর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত পিণ্ডিদাসের যে জরিমানা হয় তাহা আদায় করিবার জন্য স্থানীয় পুলিস এক ক্রোকী পরোয়ানা লইয়া লালা পিণ্ডিদাসের বাটীতে হানা দেয় এবং খাট, সাড়ী ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া যায়। প্রকাশ, লালাজী তাঁহার স্ত্রী ও তিনি কন্যাকে দেখিবার জন্য জেলে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতেই এই ক্রোক করা হয়।

দৈনি— শ্রীপ্রাণ[illegible]

Reg No C1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

[illegible] হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৪শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩৯, ৭ই মে ১৯৩২

সাংহাইয়ে যুদ্ধ বিরতি

শোক সভায় সপারিষদ বঙ্গীয় গবর্ণর

স্বদেশী প্রচারে বিপত্তি

রায়পুর জেলে প্রায়োপবেশন

জনৈক উকীলের দণ্ড

হিন্দু রমণীর ওকালতি পাস

মালব্যজীর বিবৃতি

পুত্রের অপরাধে পিতার দণ্ড

উদ্ধত শ্বেতাঙ্গের অর্থদণ্ড

ডাক্তার জীবরাম হেমতা গ্রেপ্তার

সোফিয়া সোমজী গ্রেপ্তার

নানা কথা

আবহাওয়া

শ্রীধাম মায়াপুর ৬ই মে।

শ্রীমায়াপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে একানেককাল বৃষ্টি না হওয়ায় গ্রীষ্মের প্রকোপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সকলেই অনুক্ষণ বৃষ্টির আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। চাষিগণ জলাভাবে চাষকার্য্যে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকের এই প্রকাশ বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা দর্শনে বরুণদেব কৃপাপরবশ হইয়াই গত কল্য অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বারিপাত করিয়াছেন। অদ্যও সকাল হইতেই সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং মধ্যে মধ্যে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইতেছে।

এইবার চাষীদের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের লোকেরাও এত দিনের গ্রীষ্ম ভোগের পর একটু শীতল হইয়া শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

মালব্যজীর বিবৃতি

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর স্যার স্যামুয়েল হোরের বিবৃতির সমালোচনা করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিবৃতিতে প্রকাশ, ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব স্থাপন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইলে উভয় দেশেরই গৌরব বৃদ্ধি হইবে। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য স্বাধীন জাতি যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইলে, ভারতও সেইরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিবে। কংগ্রেস স্পষ্টই বলিয়াছে এইরূপ বন্ধুত্ব সংস্থাপনই কংগ্রেসের প্রয়োজন।

স্যার স্যামুয়েল হোরকে লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত মদনমোহন বলিয়াছেন, আন্তর্জাতিক স্বার্থ বিষয়ে যাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা আছে এরূপ তিনজন সদস্যের সাহায্যে একটী কমিশন গঠন করিয়া ভারতে প্রবর্ত্তিত কঠিন কঠিন আইনের আলোচনা এবং তদন্ত করা হউক।

তারপর তিনি বলিয়াছেন, যতদিন ভারতের ৮০০০০ অধিবাসী জেলের ভিতর থাকিবে, ততদিন স্বরাষ্ট্র গঠনে ভারত সরকারের সহায়তা করা ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব হইবে।

হিন্দু রমণীর ওকালতি পাস

কুমারী সুরভি সিংহ ১৯৩১ অব্দে রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বি-এল পাশ করিয়াছেন। ইনিই ব্রহ্মদেশে প্রথম ভারতীয় মহিলা—যিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল পাশ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী মেয়ে ব্রহ্মদেশে ওকালতি পাশ করেন নাই। ছোটকাল হইতেই ইনি লেখাপড়া ও অন্যান্য নানা বিষয়ে খুবই পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

ইহার পিতা প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট (বেসিন, ব্রহ্মদেশ)। কুমারী সুরভি ছোটকালে বেসিনে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর কিছুকাল 'গোখেল মেমোরিয়াল'এ থাকেন ও শিক্ষালাভ করেন। পরে ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া প্রাইভেট আই-এ, পরীক্ষা দেন। ১৯৩০ অব্দে বেথুন কলেজে ইংরাজী ভাষায় অনার্স লইয়া বি এ, পাশ করেন। কুমারী সুরভি সিংহের আশা ও উদ্যম প্রশংসনীয়। আশা করি, তিনি জীবনে সকল রকম সফলতা লাভ করিবেন।

উদ্ধত শ্বেতাঙ্গের অর্থদণ্ড

ডায়মণ্ড হারবার রোডের এম, এইচ, মাইলান নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। সে একবালপুর লেনস্থিত কর্পোরেশন পার্কের মালিকে প্রহার করিয়াছিল।

প্রকাশ, উক্ত শ্বেতাঙ্গ পার্কের ফুল ছিঁড়িতে আরম্ভ করিলে, মালী তাহার প্রতিবাদ করে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্বেতাঙ্গটি মালীকে মুষ্ট্যাঘাতে জর্জ্জরিত করে। আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ২৪শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ৭ই মে ইং ১৯৩২ শনিবার | ৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩রা মে মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানরণ নাটমন্দিরে সমাগত ভক্তবৃন্দসমীপে সাধুসঙ্গের ফল কীর্তনমুখে বলেন, ভগবদ্ভক্তগণ নিত্যকাল হরিকথা আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিরন্তর হরিসেবা-পরায়ণ। সুতরাং শ্রীগোবিন্দ সততই তাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্রাম করেন। ভক্তগণ সেবাসাহায্যে সতত ভগবানের সহিত বাস করেন। সুতরাং যাঁহারা সেই সকল ভক্তের সঙ্গলাভ করেন তাঁহাদেরও নিত্য-মঙ্গল হয়। ভগবৎসঙ্গিগণ জীবের হৃদয়ে ভক্তিলতাবীজ রোপণ করিয়া জীবের নিত্য-মঙ্গল বিধান করেন। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম প্রয়োজন এবং ইহা ভক্তসেবা-দ্বারাই তৎকৃপায় লভ্য। কৃষ্ণভক্তের সহিত এক নিমেষমাত্র সঙ্গ হইলে যে অসীম মঙ্গল লাভ হয় তাহার সহিত সার্ব্বভৌমাদি পদ, স্বর্গাদি রাজ্য বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা হয় না। কারণ সার্ব্বভৌমাদি পদলাভে জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। স্বর্গাদি রাজ্য হইতেও পুণ্য ক্ষয় হইলে ভ্রষ্ট হইতে হয়। জন্মমরণমালা বা ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার লাভরূপ মুক্তি লাভ করিয়াও যদি ভগবৎসেবা বা প্রেমানন্দানুশীলন না হয় তাহা হইলে তাহাও আত্মবিনাশরূপ অনর্থ, জীবের পরম অকল্যাণ মাত্র। ভোগে বা ত্যাগে নিত্য কল্যাণ নাই। সাধুসঙ্গে নিষ্কপট হরিকথা শ্রবণফলেই জীবের চরম কল্যাণ উদিত হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত আর মঙ্গলের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যাকালে বলেন,—

"নিখিল-শ্রুতি-মৌলি রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

নিখিল শ্রুতি যাঁর পাদনখের গুণাবলী কীর্ত্তনের সহিত আরতি করিতেছেন, হে মুক্তকুলের উপাস্য হরিনাম! আপনাকে আমি আশ্রয় করি। মুক্তকুলের কীর্ত্তনীয় শব্দ ভগবান্ অমুক্তগণের জিহ্বায় স্ফুরণ হন না। শাস্ত্র বলেন—

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বাৎ
নামনামিনোঃ॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং নাম-নামীতে অভিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণনাম মুক্তকুলের জন্য, তবে বদ্ধ কি কখনও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে পারিবে না। উত্তরে শাস্ত্র বলেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা বহির্বিষয়াসক্ত ব্যক্তির জিহ্বায় কীর্ত্তন হয় না। কিন্তু সেবোন্মুখ জনগণের জিহ্বায় স্বতঃ স্ফুরণ হয়। ভূ ধাতু যাৎ করিয়া ভবেৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই ক্রিয়াটী বিধিলিঙ্ হওয়ায় আমাদের কোন প্রকার সংশয় করিতে হইবে না, ইহাই বুঝাইতেছে। শুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতে হইলে অবশ্য সদ্গুরু স্বীকার্য্য। সদ্গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে বেদ বলেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" (মুণ্ডক)। যদি বলেন কৌলিক গুরু ত্যাগ করিয়া পুনরায় সদ্গুরু গ্রহণ শাস্ত্রসঙ্গত কিনা?

উত্তরে শাস্ত্র বলেন—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্
বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

অর্থাৎ অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নিরয়প্রাপ্তি হয়, এ কারণে পুনরায় বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণবগুরু স্বীকার্য্য, সুতরাং শ্রীভগবানকে যাঁহাদের আবশ্যক আছে, তাঁহারা অবশ্যই সদ্গুরুর পাদাশ্রয় করিবেন। গুরুদেবের পাদপদ্মে সম্যগ্‌রূপে প্রণত হইতে হইবে। শরণাপত্তি না থাকিলে সদ্গুরু গ্রহণেও সুবিধা হয় না।

এই প্রকার সদ্গুরু স্বীকার করিয়া নাম করিলে অচিরে নামাপরাধ দূর হইয়া নামাভাসের উদয় হয়। নামাভাস চারি প্রকার যথা—সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ, হেলা। অজামিলের সঙ্কেত নামাভাসে মুক্তির কথা শুনা যায়। তাঁহার অন্তিম কালের নাম পুত্র-স্মৃতিজনক নহে পরন্তু বিষ্ণু উদ্দীপক। নামাভাস পরাশান্তির কারণ। প্রতিবিম্ব নামাভাসে ব্রহ্মনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দেখা যায়।

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

একদিন কৃষ্ণ স্তনাকাম হইয়া যশোমতির নিকট আসিলেন। দুগ্ধমন্থনরতা যশোমতি কৃষ্ণকে কোলে করিয়া স্তন দান করিতে লাগিলেন। যশোমতি দেখিলেন উনানের উপরটি উথলাইয়া পড়িতেছে। তিনি তখন তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে মাটিতে রাখিয়া ছুটিয়া গেলেন। এদিকে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া দুগ্ধভাণ্ড ভগ্ন করিয়া ঘরের যাবতীয় ছানা, মাখন বানরকে অর্পণ করিতে লাগিলেন।

এখানে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইবার কারণ কি? তাঁর উদ্দেশ্য এই, সাক্ষাৎ আমার সেবা পরিত্যাগ করিয়া বিষয় রক্ষা করিতে গেলে আমি তাঁর যাবতীয় বিষয় বানর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বণ্টন করিয়া দিই। আবার যশোমতি যখন রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে গেলেন, কৃষ্ণ দেখাইলেন যে, তাঁহাকে অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। এই জন্যই প্রথমবার বাঁধা পড়িলেন না। আর একবার বাঁধা পড়িলেন কেন? তাহার কারণ প্রণত ভক্তের নিকট ভগবান্ নিত্য বশীভূত। শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। জগতের যত বড় এম্, এ, ডি প্রভৃতি হউক না কেন অক্ষজ-জ্ঞানে তাঁর কাছে পৌঁছিতে পারে না। বড় তুলসীর গুটী ঠেকিলেই যে সুবিধা হইবে তাহা নহে।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রীগৌরগদাধরমঠে

শ্রীপাদ সাগর মহারাজের বক্তৃতা

'ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য', 'মূকং করোতি বাচালং' 'শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং,' 'যস্য দেবে পরাভক্তি,' 'বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ' 'আনন্দলীলাময়বিগ্রহায়', 'নমো মহাবদান্যায়', 'শ্রীমদ্‌রূপপদাম্বুজ-বিবৃতিঃ', নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়', 'হে কৃষ্ণকরুণাসিন্ধো'', 'তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গি','মহাভাব-স্বরূপা', প্রভৃতি শ্লোকের আবৃত্তি দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনা করিয়া স্বামীজী তাঁহার স্বভাব-সুলভ ভাবগদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—

"শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌর হরি নিত্যকাল আপনাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি-লাভ করুন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি, আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইতেছি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিজ-জনগণ আজ আমাদিগকে অর্চনাখ্য দ্বীপে আনয়ন করিয়াছেন। সুতরাং অর্চনের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা হউক।

ভজনাঙ্গ অনেক প্রকারের, তন্মধ্যে নয়টীকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার তাহার মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কীর্ত্তনদ্বারা সর্ব্ববিধ ভক্ত্যঙ্গই সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইয়া থাকে। "এক অঙ্গ সাধে, কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ।"—কেহ এক অঙ্গ সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যেমন শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহলাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, অর্চনে পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে কপিপতি, সখ্যে অর্জুন এবং আত্মনিবেদনে বলি; আবার অম্বরীষাদি ভক্ত বহু অঙ্গ সাধন করিয়াছেন। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব।"—যদিও কলিকালে অপর আটটী ভক্ত্যঙ্গও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তথাপি সে সকল কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই সাধন করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—"যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ"—সুধীগণ সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন তাহাতে স্পষ্টভাবে নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত আছে।

'কীর্ত্তন' শব্দের তাৎপর্য্য সদ্‌গুরুমুখ-পদ্ম-বিগলিত শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-পরিকর বৈশিষ্ট্য লীলা শ্রবণপূর্ব্বক কায়মনো-বাক্যে—সর্ব্বতোভাবে তদনুশীলন। এই রূপ কীর্ত্তন সংযোগ ব্যতীত কোন প্রকার ভক্ত্যঙ্গই সুষ্ঠুরূপে যাজিত হইতে পারে না। অর্চনাঙ্গে কীর্ত্তন-সংযোগ যাঁহার যত উত্তমরূপে হইতেছে, তিনি তত মুক্তানর্থ হইয়া অর্চনসিদ্ধি লাভ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি অপার কারুণ্য বিতরণপূর্ব্বক শ্রীনামরূপে এবং শ্রীনামই আবার রূপ ধারণ করিয়া শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরগদাধরের অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহ নিত্যকাল আমাদের অর্চনের বিষয়। অর্চন ব্যতীত আমাদের কৃষ্ণ কীর্ত্তনের সুবিধা হয় না। মুক্তকুল ব্যতীত নিরপরাধে শ্রীনামকীর্ত্তনে কাহারও অধিকার নাই। অর্চন ব্যতীত আমাদের শ্রীনামে নিষ্ঠা, রুচি বা আসক্তি হয় না। এজন্য শ্রীল রূপপাদ চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে "আদৌ গুরু পদাশ্রয় তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি শিক্ষণম্।" গুরুদেব দীক্ষা প্রদান করি। অর্চনাধিকার দেন। শ্রদ্ধা সহকারে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগে অর্চন করিলে চিত্তবিক্ষেপ এবং চিত্তের কদর্য্যভাবসমূহ দূর হইয়া যায়। শ্রীভগবানের অর্চ্চা মূর্ত্তি সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ।" ভেদ বুদ্ধি করিলেই সর্ব্বনাশ। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী * * যস্য বা নারকী সঃ" ইহা শ্রীল ব্যাসদেবের শ্রীমুখ-বাক্য। যাঁহারা দাম্ভিকতা করিয়া শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, বলেন—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো-রূপ কল্পনা," তাঁহারা ভগবচ্চরণে মহা অপরাধী। (ক্রমশঃ)

গোড়ায় গলদ

(শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

"ভক্তির বশ ভগবান্" এই প্রবাদবাক্যটী আমাদিগের বিশেষ পরিচিত। কিন্তু কিরূপ ভক্তির বশ যে তিনি, তাহা আমাদিগের অন্ততঃ আমার জানা ছিল না। গৌড়ীয়-মঠের সংস্রবে আসিয়া জানিলাম শ্রীভগবান্ যে ভক্তির বশ তাহার নাম শুদ্ধভক্তি; আর সেই ভক্তি যাঁহারা যাজন করেন তাহাদিগের নাম শুদ্ধভক্ত। অতএব শুদ্ধভক্ত পর্য্যায়ভুক্ত হইবার জন্য আমার প্রাণটী একটু অধীর হইয়া উঠিল।

শেষে জানিতে জ্ঞাত হইলাম শুদ্ধভক্ত হইতে হইলে শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় করার একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া শুদ্ধভক্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইল; অতঃপর নিঃসঙ্কোচে ঠিক হইল শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণই বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্ত এবং তদনুযায়ী গৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য পরমহংসকুলশিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট দীক্ষা-প্রার্থী হইয়া দীক্ষা প্রাপ্ত হইলাম।

শুদ্ধভক্ত স্বীকার করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে একটী বৎসর অতিবাহিত হইবার কারণ দীক্ষা-ক্রিয়া আমার ইতঃপূর্ব্বে আর একবার সম্পন্ন হইয়াছিল তজ্জন্য সেইটীকে বাতিল করিয়া পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ করিতে আমাকে অনেক চিন্তা, যুক্তি ও তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কেন না আমার ধারণা ছিল গুরুত্যাগ করা একটা মহা অপরাধ সুতরাং গুরু, অগুরু, গুরুর-স্বরূপ ইত্যাদি জটিল তত্ত্ব মীমাংসিত না হইলে পুনরায় ঠকিবার সম্ভাবনা থাকায় আমাকে বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হইতে হইয়াছিল।

যাহা হউক যখন বহু অনুসন্ধানের পর সদ্‌গুরুর সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলাম তখন মনটা আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল এবং নিজে যে একজন শুদ্ধভক্ত, সে বিষয়ে বেশ একটু অভিমানও জন্মিল।

এইরূপে ভক্ত অভিমানে যখন মশগুল হইয়া আছি তখন অকস্মাৎ একদিন সম্ভবতঃ ভগবদ্‌প্রেরণাক্রমে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কৃত "জৈবধর্ম্ম" পাঠকালে "অনর্থ-মুক্ত ব্যক্তিগণই শুদ্ধভক্ত" এই বাক্যটী আমার নয়নগোচর হওয়ায় কে যেন একজন অন্তর হইতে ফুকারিয়া বলিয়া উঠিল ওহে ভক্তাভিমানি, ঐ শুন কাহার নাম শুদ্ধভক্ত। অতএব সাবধান! অনর্থ কাহাকে কহে ঐগুলি একটু বিচার করিয়া দেখ তুমি ঐ অনর্থে পতিত আছ কি না, নচেৎ প্রকৃত সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও বঞ্চিত হ'বে।

তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অবগত হইলাম অনর্থ চারিপ্রকার যথা (১) "স্বরূপ-ভ্রম" অর্থাৎ আমি কৃষ্ণদাস ইহা ভুলিয়া বদ্ধজীবগণ স্ব-স্বরূপ হইতে দূরে পড়িয়া দেহ-মনের সম্পর্কিত বস্তুগুলিকে 'আমি আমার' জ্ঞান করিয়া আত্মধর্ম্ম যে ভগবদ্‌সেবা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। (২) "অসত্তৃষ্ণা" অর্থাৎ সদ্‌বস্তু যে কৃষ্ণসেবা লাভ উহার পরিবর্ত্তে পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি প্রার্থনা বদ্ধজীবগণের প্রবল হইয়াছে। (৩) "অপরাধ" বহু প্রকার যথা—নামাপরাধ ধামাপরাধ, সেবাপরাধ, ইত্যাদি (৪) "হৃদয়দৌর্ব্বল্য" অর্থাৎ ভগবদ্‌সম্বন্ধবিহীন হইয়া শোক, ভয় ও আলস্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া পড়া।

এই গুলি বিচার করিয়া নিজের অবস্থার সহিত মিলাইতে যাইয়া দেখি ওগুলি আমাতে প্রায় পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, অথচ নিজেকে ভক্ত বলিয়া ঘোষিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। যদিও একটু আধু পাধু ভাব আমাতে আছে সেটীও ঐ ভক্তাভিমান-জনিত—প্রকৃত দৈন্য নহে। অতএব নিজেকে শুদ্ধভক্ত বলিয়া ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে বা নিজেকে শুদ্ধভক্ত-পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিবার পূর্ব্বে আমরা কতটা অনর্থ-মুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছি তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিচার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ আত্মপরীক্ষার অভাব হেতু যে কোন একটি অন্যাভিলাষের বীজ অন্তরে নিহিত থাকিয়া আমাদিগের অজ্ঞাতসারে উহা বৃহদাকার ধারণ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

কৃষ্ণসেবা মূল ইহা ভুলিয়া অন্য কোন বস্তুর প্রার্থী হইলেই গোড়ায় গলদ হইয়া যাইবে। অতএব, সাবধান!

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

গুরুসেবাটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না ব'লেই এত অসুবিধা এসে পড়েছে। প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বস্ব দিয়ে প্রভুর সেবা কর্‌তে হবে, প্রভুর কোল আলো হ'য়ে যেতে হ'বে, দূরে থাক্‌লে সুবিধা হ'বে না। কিন্তু আমরা তো আমাদের কোনটীও দিয়ে সেবা কর্‌ছি না। তবে লালাবাবুর বেগার দেওয়ার ন্যায় মালাটা দিন টান্‌ছি বটে, তাতে কিন্তু সুবিধা হবে না। গুরু-বৈষ্ণব সেবা বাদ দিয়ে, গৃহে আসক্ত হ'য়ে রয়েছি ব'লেই আমার এই দুরবস্থা। প্রভুর এই জীবোদ্ধার লীলায়—মহামহাবদান্য-বতারে সকলেই ত'রে গেল আমাদের মধ্যে আমিই কেবল পড়ে রইলাম কেবল কপটতার জন্য—সেবার অভিনয় ক'রে ভোগ কর্‌বার জন্য—কৃষ্ণের সুখের কথা ভুলে গিয়ে নিজসুখ অনুসন্ধানের জন্য।

তাই বলি ভাই সব, আপনারা আমার ন্যায় কেউ আর কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবেন না। প্রভুর সেবা করুন—কায় মন, বাক্য ও অর্থ সমস্ত দিয়ে সেবা করুন। এ জগতে প্রভু ছাড়া আর আমাদের নিত্যকালের বন্ধু কেউ নাই। যাঁ'দের বন্ধু বা আত্মীয় মনে কর্‌ছি তাঁরা আমার ভক্তিপথের—নিত্য মঙ্গলের প্রচ্ছন্ন শত্রু ব্যতীত কেহ নহেন। বিচার করুন তাহা হইলে বুঝ্‌তে পার্‌বেন অন্যথায় অসুবিধায় পড়ে যাবেন।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তরসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ‖০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাঞ্জল তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী এবং অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০ দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৩০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আভাসের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের পদ্যে জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত মূল অক্ষরে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

'রূপানুগবর্য্য' প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমাঙ্কুর 'সচ্চিকুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'বৃথাপ্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'মাধ্বস্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৵০ আনা, আর্ট পেপার বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ‖০।

শ্রীল প্রভুপাদের

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ্যানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যমাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ আমিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রতিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ‖০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। ... রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ ... বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ৪০ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট ... নবকো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, নামাদের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত প্রবন্ধকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহুজ্ঞাতব্য-বিষয়-সহ বৃহৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধুর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুত্রাণ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুষ্ঠুভাবে শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মোটা বড় কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একখানি গ্রন্থ হইতে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও অবগাহনী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ গোস্বামী মহারাজ মহোদয়-সম্বন্ধকালে এই গ্রন্থ যুক্ত টীকিত করিয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ৬৯০ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ৯ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

[illegible] স্বাবধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে। [illegible] ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

[illegible]—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥৹

[illegible] কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

——পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। [illegible] আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। [illegible] বৎসর ছাত্রগণ [illegible] সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রংএ ৪ রংএ হাফটোন ব্লক, ছাপা হয়। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য লেটার হেডিং মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

দ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। [illegible] পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খানিয়া) [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদিগের অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিবেন, তাই নাকি তাঁহারা প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহারা খাদ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পুত্রের অপরাধে পিতার দণ্ড

কবিগঞ্জ হইতে প্রকাশ, সংপ্রতি উকিল শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের উপর এই মর্ম্মে এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহার পুত্র নিখিলেশচন্দ্র মিত্রের যে জরিমানা হইয়াছে তিনি কেন সেই জরিমানার টাকা দিবেন না তিনি যেন তাহার কারণ প্রদর্শন করেন।

ডাকঘরে পিকেটিং

লাহোর হইতে প্রকাশ, দুইজন স্বেচ্ছাসেবক দানরাম রোড ডাকঘরে পিকেটিং করার জন্য ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শিক্ষকের উপর নোটীশ

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সোনামুখী নারায়ণপুর এম, ই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত দিবাকর দাসের প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটীশ দিয়াছেন। তাঁহারা কি জন্য আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কেন তাহাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হইবে না। তাহার কারণ যেন তাঁহারা প্রদর্শন করেন।

বালিকা নিমজ্জিত

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত নলিনীদাসগুপ্তের ১৩ বৎসর বয়স্কা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা গত ২রা মে সকাল ৯॥০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্করিণীতে স্নান করিবার সময় ডুবিয়া যায়। দুর্ঘটনার ১৫ মিনিটের মধ্যে তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু কোন সুফল হয় না।

সোকিয়া সোমজী গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, পুলিশ গীরগাঁওয়ের অন্তর্গত ভাতওয়াদীর একটী বাড়ীতে হানা দিয়া বহু কাগজপত্র ও নগদ ৯৪০ টাকা হস্তগত করিয়াছে। প্রকাশ, কংগ্রেসকর্ম্মী। এই স্থানে গোপনে কাজ চালাইতেছিলেন। এই বাড়ী হইতে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অমান্য করায় তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

খুন করিবার চেষ্টা

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে এপ্রিল শেষ রাত্রিতে কাপ্তান ডি, পি, লামার্টকে কে বা কাহারা যেন আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি ক্যান্টনমেন্টের রয়াল আরটিলিয়ারীর নিকট নিজের বাংলায় ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহাকে সকাল বেলা অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, কে বা কাহারা যেন তাহার মস্তকে ভোতা অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়াছে তাঁহার অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতেছে।

ডাক্তার জীবরাজ মেহতা গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, প্যারেল কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালের 'ডীন' ডাক্তার জীবরাজ মেহতা সম্প্রতি বীজাপুর জেলে স্থানান্তরিত হন। বীজাপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, রবিবার প্রাতে তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া, সন্ধ্যা ৭টার সময় পুলিসে হাজির হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি হাজির না হওয়ায় পুলিস সেই রাত্রিতেই তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করে। সোমবার প্রাতে বিচারে তাঁহার প্রতি সঙ্কটকালীন অর্ডিনান্সের ২১ ধারা অনুসারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই শত টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

রায়পুর জেলে প্রায়োপবেশন

নাগপুর হইতে প্রকাশ, রায়পুর জেলের দুইশত রাজনৈতিক কয়েদী প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। জনৈক বৃদ্ধ রাজনৈতিক কয়েদীকে শাস্তিস্বরূপ নির্জ্জন কক্ষে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সাংহাইয়ে যুদ্ধ বিরতি

জেনিভা হইতে প্রকাশ, সাংহাইয়ে সাময়িক যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, লীগ পরিষদে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

চীন জাপান যুদ্ধ বিরতির জন্য যে সকল সঙ্ঘ গঠন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৫নং চাহে। জাপান অদূর ভবিষ্যতে সাংহাই হইতে সৈন্য সরাইয়া লইলেই লীগের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

প্রস্তাবের আরও মর্ম্ম এই যে, সাংহাই হইতে জাপানীরা সৈন্য সরাইয়া লইলেই মার্চের প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

সাংহাই চুক্তি জাপান যদি মানিয়া না লয় তাহা হইলে মিশ্র কমিশন তাহার তৎক্ষণাৎ বিচার করিবেন।

স্বদেশী প্রচারে বিপত্তি

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে এপ্রিল অপরাহ্ণে স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনে স্থানীয় স্বদেশী লীগের হিন্দী নোটিশ পত্র বিলি করার সময়ে শ্রীযুত কেশব বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি রেলওয়ে পুলিশের হেপাজতে রাখা হয় এবং সকালে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে হাজির করানো হয়। তিনি ২০৲ টাকা জামিনে খালাস পান। ৩রা মে তাঁহার মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে,—রেলওয়ে নিয়মের ১২২ ধারা এবং সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারা অনুসারে তাঁহার বিচার হইবে। প্রকাশ তিনি যে বিজ্ঞাপন বিলি করেন, পুলিশের নিকট নাই, বিজ্ঞাপনের দুইটি অংশ আপত্তিজনক বিবেচিত হইয়াছে। অংশ দুইটি এই—"(১) স্বদেশী কাপড় ক্রয় করিবার সময় দেখিবেন, স্বদেশীর পরিবর্ত্তে অন্য কাপড়ের দ্বারা প্রতারিত না হন।" (২) 'চিনির দাম অত্যন্ত বেশী, তাহার সবদা ভেজাল করি। সুতরাং সর্ব্বদা গুড় ব্যবহার থাকিবেন।

শোকসভায় সপারিষদ বঙ্গীয় গবর্ণর

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাসের মৃত্যুতে সপারিষদ বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুর শোক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, এক বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানেই মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডি বিদ্রোহকারীদিগের হস্তে নিহত হইয়া। গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার পরিবার ও বন্ধুবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

হাইকোর্টে কংগ্রেসের প্রচার পত্র বিলি

মঙ্গলবার দিবস হাইকোর্টে বিচারপতি শ্রীযুত এ, কে, রায়ের এজলাসে কংগ্রেসের ধ্বনি করায় এবং কতিপয় প্রচারপত্র নিক্ষেপ করায় ছয় জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

জনৈক উকীলের দণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, এলাহাবাদের জেলা আদালত সমূহের উকীল মিঃ রাম মোহনলাল এক মামলার শুনানীর সময় ছোট আদালতে তাঁহার জবানবন্দী দিবার সময় আদালতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই কারণে তাঁহাকে অভিযুক্ত না করিবার কারণ প্রদর্শন জন্য তিনি মিঃ জষ্টিস মুখার্জ্জী ও মিঃ জাষ্টিস বেনেটের আদালতে উপস্থিত হন। হাইকোর্টের মতে তাঁহার জবানবন্দী আদালতের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করিতে পারিত এই মর্ম্মে উপরিউক্ত জবানবন্দী দেওয়া হইয়াছিল যে, এক্ষণে প্রধান বিচারপতি বিচারকগণকে তাঁহাদের কার্য্যে তৎপর করাইতে পারিতেন। 'এক্ষণে তিনি এখানে নাই।'

মিঃ রাম মোহনলাল বিনাসর্ত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। বিচারপতিগণ মত প্রকাশ করেন যে, এইরূপ উক্তি করিলে তাহা ক্ষমার যোগ্য নহে। সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করিয়া বিচারপতিগণ উক্ত উকীলকে ৭৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন ও ১০০ টাকা পরিমাণ অর্থ হাইকোর্টের কার্য্যের বাবদ দরুণ প্রদান করিতে আদেশ করেন। ঐ পরিমাণ অর্থ তাঁহাকে এক পক্ষের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে। তাহা অনাদায়ে তাঁহাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

দৈনিক—

অবতরণ

Reg NoC1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মাশুলাদির হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৫শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে বৈশাখ সোমবার ১৩৩৯. ৯ই মে ১৯৩২

নানা কথা

মসিয়ে ডুমারকে গুলী

প্যারিস হইতে প্রকাশ, একজন রাসিয়ান পথে প্রেসিডেন্ট মসিয়ে ডুমারকে গুলী করিয়াছে। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

প্রেসিডেন্ট মসিয়ে ডুমার যখন মোটরে করিয়া হ্যালিজুরের দিকে যাইতেছিলেন, সেই সময় একজন রাসিয়ান তাঁহার গাড়ীতে গুলী করে। প্রেসিডেন্টকে বিউজন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। আততায়ীর পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই।

সোলোমন রথচাইল্ডের প্রাঙ্গণে প্রেসিডেন্ট যখন ভূতপূর্ব্ব সৈনিকদের সাহিত্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতেছিলেন, সেই সময় গুলী করা হয়। প্রকাশ, আততায়ীর নাম ডাক্তার গুর্গোলফ, সে যথাক্রমে রাষ্ট্রনীতিক মাঃ যে ক্লড ফ্যারেরে এবং গোয়েন্দা মসিয়ে গুইচার্ডকে লক্ষ্য করিয়া আরও দুইবার গুলী করিয়াছিল। মসিয়ে গুইচার্ড আততায়ীর নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লন এবং আততায়ীকে গ্রেপ্তার করেন।

দুর্ব্বৃত্ত রাসিয়ানটি সামনাসামনি স্থান হইতে মসিয়ে ডুমারের প্রতি তিনবার গুলী করে এবং সে গুলির প্রত্যেকটি তাঁহার তলপেটে গিয়া বিদ্ধ হয়। প্রেসিডেন্ট ডুমারের তলপেটে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করা হয়, কিন্তু তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

মসিয়ে তার্দিউ এবং আভ্যন্তরিক বিভাগের মন্ত্রী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া গিয়াছেন।

মসিয়ে ডুমারকে গুলী

কারাগারে সন্তান প্রসব

শ্রীবিগ্রহ চুরি

ময়মনসিংহ জেলে অনশন

মুন্সীগঞ্জে বিধবাবিবাহ

বজ্রাঘাতে অনেকের মৃত্যু

মেডিকেল কলেজে চুরি

পত্নীহত্যার সঙ্কল্প

বাগেরহাটে ভীষণ ডাকাতি

বৃষ্টিহীন শিলাপাত

মিঃ সুভাষ বসুর চিঠি

মুন্সীগঞ্জে বিধবা বিবাহ

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, লোহাজঙ্গের শ্রীযুত যদুনাথ কুণ্ডু বি এ সোনাতলির এক যুবতী বিধবা শ্রীমতী রাধাকুঞ্জ পালকে হিন্দু নিয়মানুসারে বিবাহ করিয়াছেন। বরকন্যা উভয়েই তিলি জাতীয়। কালীমন্দিরের বর্ত্তমান পুরোহিত শ্রীযুত শ্যামাচরণ বিশ্বাস বিদ্যারত্ন স্মৃতিভূষণ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। বিবাহে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মেডিকেল কলেজে চুরি

গত শুক্রবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মেডিকেল কলেজ হইতে গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে দেড় শত বোতল সুরাসার অপহরণ করিবার অপরাধে সুভেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক উক্ত কলেজের জনৈক কর্ম্মচারী অভিযুক্ত হইয়াছিল।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সাক্ষ্যদান কালে বলেন, আসামী তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছে যে সে ঐ ঔষধ চুরি করিয়া জনৈক ঝাড়ুদারের নিকট প্রতি বোতল দুই টাকা হিসাবে বিক্রয় করিয়াছে। মামলার শুনানী স্থগিত আছে এবং আসামীকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য মামলায় ঝাড়ুদারকে আসামী ভুক্ত করা হইয়াছে।

মিঃ সুভাষ বসুর চিঠি

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সিউনী সাব জেল হইতে মিঃ এস মুকুন্দলালের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন, আমি এখানে ভাল নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার কোন উপায় নাই। যার উপায় নাই, তাহা সহ্য করিতেই হইবে।

শ্রীবিগ্রহ চুরি

শ্রীধাম-পুরীস্থিত চক্রতীর্থে গৌরকিশোর আশ্রম নামে একটী আশ্রম কিছুদিন হইল স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ আশ্রমের "সোণার গৌরাঙ্গ" নামে বিগ্রহ স্থাপিত হইয়া ঐ আশ্রমের সেবকগণ দ্বারা পূজিত হইতেছিলেন। আজ ১০।১২ দিন পূর্ব্বে রাত্রে শয়ন ঘরে চোর ঢুকিয়া ঐ শ্রীবিগ্রহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কারাদি চুরির কথাই প্রায় শুনা যায়, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ চুরির কথা প্রায়ই শুনা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিন্ময় নামের সহিত কোন প্রাকৃত মূল্যবান ধাতুর নামের সংমিশ্রণের জন্য কি তিনি চোরদ্বারা অপহৃত হইলেন? বা মঠের সেবকগণের কোনরূপ অনাচারের জন্য তিনি অন্তর্হিত হইলেন তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুই জানেন।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৬শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৯ই মে ইং ১৯৩২ সোমবার | ৫৫শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ গত ৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার নৈপুরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—"যাঁহার কৃপায় মূক বাচালত্ব প্রাপ্ত হয়, পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে সেই পরম করুণাময় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমি সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি।

আমরা স্বভাবত দেখিতে পাই গুরু-বৈষ্ণবকে প্রণাম করিলে তাঁহারা বলেন, 'কৃষ্ণে মতিরস্তু।' কলিহত জীবের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে আজ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু জগজ্জীবকে কি আশীর্ব্বাদ কর্'ছেন?

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যিনি মালিক তিনি বলদেব। তিনি স্বয়ং প্রকাশ-বস্তু, কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু। "এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥" বলদেবই শেষশায়ীরূপে দশ প্রকারে কৃষ্ণসেবা ক'রে থাকেন। সেই বলদেব সমস্ত বলের মালিক। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং-রূপ বস্তু, সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্তিমান কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীশচীনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত জীবহৃদয়ে উদিত হউন এইটী তিনি আশীর্ব্বাদ করছেন। সেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই কলিহত জীবের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে ইহ জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্, তিনি যাবতীয় জীবের একমাত্র প্রাণারাম। সমস্ত জীবহৃদয়ে ভগবদ্মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার জন্য তাঁহার প্রপঞ্চে অবতরণ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যাহা দেওয়া হয় নাই তিনি তাহা কলিতে অকাতরে বিলিয়ে দিলেন; সেই চৈতন্যদেব আমাদিগকে যে জিনিষ দিয়েছিলেন, সেই নির্ম্মল উজ্জ্বল রসটী দেবতাগণ এমনকি নারায়ণ পর্য্যন্ত পান নাই। সেই রসে জাগতিক কোন হেয়তা, অবরতা নাই বা উহা ইহ জগতের দাম্পত্য প্রণয়ের ন্যায় নহে, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তভাব বা রাধিকার ভাব-কান্তি নিয়ে এসেছিলেন; সেই কৃষ্ণ-নিজজনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্‌তে পা'র্‌লে সেই সঙ্গ-প্রভাবে আমাদের মায়িক জগতের যত প্রকার চিন্তাস্রোত সব বিদূরিত হইয়া ভগবদ্-বিষয়ে অনুভূতি লাভ করায়। সেই যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ই কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ জীবহৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর। তিনি আমাদের সমস্ত জীবের একমাত্র মূলাধার।

বৈষ্ণবগণ কখনও পৌত্তলিক নন; বৈষ্ণবেরা শ্রীবিগ্রহ পূজা করেন, জীবমাত্রেই বৈষ্ণব; কিন্তু কতকগুলি লোক শ্রীবিগ্রহসেবা পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক্যবাদকে অবলম্বন পূর্ব্বক জগতের যাবতীয় বস্তুতে ভোগনেত্রে দৃষ্টি করিয়া অনায়াসে নরকের পথে গা ঢালিয়া দিতেছে, বাস্তবিক জগতের কোন বস্তু আমাদের ভোগ্য নয়। ভগবদ্ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণদাসসূত্রে সকলেই আমাদের পূজ্য।

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ কিন্তু আমাদের ভোগময় নেত্রে দেখ্‌তে গিয়ে কাঠ পাথর দর্শন ব্যতীত অন্য কোন দর্শন হয় না।

যথা—

"অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

সেই পরতত্ত্ব বস্তু যে শ্রীভগবান্ তাঁ'কে জান্‌তে হ'লে সর্ব্ব প্রথমে গুর্ব্বাশ্রয় আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

"চক্ষু দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।"

চক্ষু দান দিয়ে যিনি ভগবজ্‌জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করান তিনিই শ্রীগুরুদেব' কাণে একটা ফুঁকা দিলেই যে তিনি গুরু হইবেন তাহার কোন কারণ নাই। এক অন্ধ কখনও অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

বর্ত্তমান জগতের বিচার হচ্ছে যিনি গুরু তিনি আবহমান কাল গুরু থাকিবেন আর শিষ্য আবহমান কাল শিষ্য থাকিবে। যে সকল ব্যক্তি আবহমানকাল ধরিয়া গুর্ব্বভিমান করিতেছেন তিনি যদি শিষ্যকে পাতিত্য ধর্ম্ম হইতে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুত্ব কোথায়? গুরুব্রুবগণ গুর্ব্বভিমান করিয়া সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে পাতিত্যধর্ম্ম হইতে ছুটী করাইয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করাইয়া দিবেন বলিয়া শিষ্যত্বে বরণ করিতেছেন, কিন্তু হায়! তিনি নিজেই পতিত, কিরূপে অপরকে পাবন করিবেন। অতএব লোকপ্রতারণা দ্বারা আমাদের কিরূপে মঙ্গল হইবে। গুরুদেব ঐ রকম দেহাভিমানী প্রকৃতি জাত কোন ব্যক্তি বিশেষ নহেন। যিনি আমার গুরু তিনি সমস্ত জগতের গুরু। যেমন সূর্য্য সকল ঘরের সূর্য্য। এমন সুতন্ন ও মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রে যদি গুর্ব্বানুগত্যে ভগবদ্দাস্যাভিমান না করি তা হ'লে আমরা আত্মঘাতী। সত্য বস্তুকে আদর কর্‌তে আমরাত কেহই শিখ্‌লাম না। সত্য কথা বল্‌তে গেলেই জগতে টেকা দায়। তাই তুলসীদাস বল্‌ছেন,—

"সাচ্চা কহেত মারে লাঠ্‌ঠা ঝুটা জগৎ
ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল
বিকাই॥"

যেদিন আমরা কপটতা পরিহারপূর্ব্বক সত্যতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গুর্ব্বানুগত্যে হরি-ভক্তির কথা জান্‌ব, সেই দিন আত্মমঙ্গল লাভ কর্‌তে পার্‌ব।

'হরিভক্তি আছে যার সর্ব্বদেব বন্ধু তার'
হরিভক্তিকে আশ্রয় কোরে ভগবদ্দাস্যাভিমান কর্‌তে হবে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যেবা ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

সেই মায়াপিশাচীর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে জগৎ-পিতা যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ভজনা করা একান্ত প্রয়োজন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

শ্রীগৌরগদাধরমঠে শ্রীপাদ সাগর মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪শ সংখ্যার পর)

'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর ইহার উপর ॥''

এইরূপে বিষ্ণু নিন্দা করিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের যে বিষ্ণু পূজার ছলনা দেখা যায়, তাহা কেবল আত্মবিনাশেরই কারণ হইয়া থাকে।

শ্রীঅর্চ্চা কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর নহেন, পুতুল নহেন; তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্‌ সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রবণ, মথুরা (কৃষ্ণবসতিস্থলে) বাস এবং শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন এই পাঁচটী। অল্পসঙ্গ হইতেও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। পুতুল ঠাকুর বুদ্ধি বা ঠাকুরে পুতুল বুদ্ধি উভয়ই অপরাধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সাক্ষীগোপালের পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া সাক্ষী প্রদানলীলা, গোপীনাথের ক্ষীর চুরির কথা প্রভৃতি ঐতিহাসিক কল্পনা নহে, গল্প নহে, পরম সত্য উপাখ্যান। ভক্তের সেবিত বিগ্রহ ভক্তের জন্য কত কি করেন! ভক্তের হৃদয়ের ধন বাহিরে প্রকটিত হইয়া ভক্তের হৃদয়ানন্দ বিধান করেন। ভক্ত শ্রীবিগ্রহকে "সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" দেখিয়া থাকেন। বিপ্রসত্য পালনার্থ ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে গিয়া গোপালকে কহিলেন "এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে সাক্ষী দেহ, তবে সব লোকে শুনে ॥" কৃষ্ণ কহিলেন—"প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি।" তাহা শুনিয়া বিপ্র কহিলেন—"প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥ প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য করণ ॥" তাহা শুনিয়া গোপাল কহিলেন —"শুনহ ব্রাহ্মণ, তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন।"

ভক্তের সহিত ভগবান্‌ এইরূপ সাক্ষাদ্‌ ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, ভক্তের দ্রব্য চাহিয়া কাড়িয়া খান, ভক্তের সেবা লইবার জন্য পথ চাহিয়া থাকেন। অভক্ত শ্রীভগবানের ঐ সকল লীলা-রসে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার চিদ্বিলাসে নানারূপ সন্দেহ উত্থাপন করিয়া আত্মবঞ্চিত হন, তিনি শ্রীবিগ্রহকে নিশ্চল প্রতিমা বুদ্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারেন না, তাঁহাকে ভালবাসারও প্রয়োজন মনে করেন না, পরন্তু হন তাঁহাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়েন, না হয় বাহ্যে স্বীকারের ছল দেখাইয়া তাঁহার দ্বারা নিজ উদরভরণের সুবিধা করিয়া লন। শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহে বিন্দুমাত্র প্রীতি থাকিলে তাঁহাকে দেখাইয়া তাঁহার নাম মন্ত্র বেচিয়া কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্যহৃদয়ে স্থান পাইত না। ঠাকুরসেবার নাম করিয়া, ভাগবত পাঠের নাম করিয়া যে কত দুষ্প্রবৃত্তি জীবহৃদয়কে কলুষিত করিতেছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীবিগ্রহের প্রীতিমূলা সেবা না থাকাতেই লোকের চিত্ত শুদ্ধভক্তগণের ভগবদ্‌ ভাগবতসেবা-সৌষ্ঠব দর্শনে মাৎসর্য্যাক্রান্ত হয়, ঠাকুরসেবায় ঠাকুরের ভক্তগণকে অধিক অর্থাদি ব্যয় করিতে দেখিলে তাহাদের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে মনে করিয়া তাহারা হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন (?) করিয়া অনেককেই বলিতে শুনা যায়— "অতি মনোহর দর্শন, দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়" ইত্যাদি। কিন্তু ইহা কেবল মুখের কথা মাত্র, জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐহিকের বিষয়-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতেছে, ততক্ষণ তাহার কৃষ্ণরূপ-দর্শনের আভাসও লাভ হয় নাই। কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য দর্শনকারীর চিত্ত কি আর কোন সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারে? শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শন (?) করিয়া অভিভাগবতের দর্শনানুকরণে কেহ তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়া প্রতিষ্ঠার্জ্জন করিতে চাহিলেও শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার সে কপটতা ধরিয়া ফেলেন; অজ্ঞজ দর্শনে ভগবদ্দর্শনের অপূর্ণতা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীজগন্নাথ অজ্ঞজনাদির নিকট তাঁহার ভুবনমোহন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন রূপের পূর্ণ প্রকাশ সঙ্কুচিত করিয়াছেন। অভিন্ন জগন্নাথ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌরহরিই কৃপা করিয়া তাঁহার সেই স্বরূপের রূপ মহিমা প্রচার পূর্ব্বক ভক্তহৃদয়ে স্বরূপ-রূপানুগত্য জন্য আনন্দ বিস্তার করেন। শ্রীগৌরকৃপায় গৌরজনগণই তাঁহাদের চিন্ময় নেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্যামসুন্দররূপে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপজ মোহে চির আকর্ষিত—চির বিমোহিত—চির প্রলোভিত হইয়া থাকেন। রূপের ভাণ্ডার যিনি, তাঁহার অতুলনীয় রূপের আভাস মাত্রের দর্শন-সৌভাগ্য হইলে আর কি কখনও অনিত্য কালক্ষোভ্য নশ্বর বস্তুর রূপ দর্শনের স্পৃহা থাকে? জড়ীয় রূপরসাদি আমাদিগের চিত্তকে এখন বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে; এরূপ চঞ্চলচিত্ত লইয়া কি আর শ্রীবিগ্রহের দর্শন হয়? শ্রীভগবান্‌কে

জীব ও মায়া

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য)

"জীব—শক্তিতত্ত্ব কৃষ্ণ—শক্তিমত্তত্ত্ব" সেই শক্তিমত্তত্ত্ব কৃষ্ণের পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ শক্তি। পরাশক্তি চিৎ বা অন্তরঙ্গা আর অপরা শক্তি অচিৎ, (জড়) বা বহিরঙ্গা।

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চমহাভূত ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী তন্মাত্র, এই প্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়। মনঃশব্দে প্রধান, বুদ্ধি

সেবার (?) বিনিময়ে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ বণিগ্‌বৃত্তি ত্যাগ করিয়া 'আমার ঠাকুর, ঠাকুরের আমি' এই ভাবে ঠাকুর সেবা করিতে পারিলেই ঠাকুর আমাকে দর্শন দিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া নিষ্কপট গুরু সেবা ফলে গুরুপাদপদ্ম হইতে গুরুকৃপায় যে ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-পরিকর বৈশিষ্ট্য-লীলা-মাহাত্ম্য শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ হয়, তৎফলস্বরূপেই আমাদের ভগবদ্রূপ-দর্শনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে এবং তখনই শ্রীভগবানের নামে, শ্রীবিগ্রহে আমাদের প্রীতি স্বাভাবিকী হইতে থাকে, তাঁহাতে সাক্ষাদ্‌ ভগবদ্‌বুদ্ধি হয়। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সেবা বাদ দিয়া বা তাহাতে তাদৃশ মনোযোগ দিবার প্রয়োজন না বুঝিয়া যাহারা স্বাধীন ভাবে ভগবদন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, শ্রীভগবান্‌ কখনও তাহাদের দর্শনের বিষয়ীভূত হন না। আমরা নিষ্কপট হইয়া গুরুপাদাশ্রয় করিতে পারি না, তাই শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহ সেবায় আমাদের প্রীতি হয় না।

পতিব্রতা সতী যেমন নিজ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া পতিসেবা করেন, শ্রীভগবৎ ভাগবত সেবায় সেইরূপ আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গ নিয়োগ করিতে হইবে, কোন অঙ্গ নিয়োগ ত্রুটী করিয়া ধনৈষণা, পুত্রৈষণা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা প্রবল করিলে আর সেবা বলিয়া কিছু হইল না। সেবার ছলনা কখনই কৃষ্ণানুরক্তির পরিচয় নহে, তদ্দ্বারা কোটী জন্মেও কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন হইবার আশা নাই। সুতরাং ছলনা কপটতা ত্যাগ করিয়া যাহাতে আমরা সত্য সত্য গৌরগদাধরের সেবা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাপত্তি আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

শব্দে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার শব্দে সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিবিধাহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়। এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব অর্থাৎ যাহার মূলে পঞ্চভূতাত্মক স্থূল জগৎ ও মন, বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ জগৎ। ইহাই কৃষ্ণের অপরা বা জড়া প্রকৃতি অথবা বহিরঙ্গা শক্তি।

ইহা হইতে পৃথক্‌ আর একটী পরা প্রকৃতি আছে,—সেই প্রকৃতিই চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। উহা এই জগতে পরিপূর্ণ। ভগবানই একমাত্র চিৎ বা জ্ঞানময় বস্তু। তাঁহার একটী স্বরূপ বা আত্মশক্তি আছে। সেই স্বরূপ শক্তি হইতে পৃথক্‌ প্রায়, অথচ তাঁহার ছায়ার ন্যায় যে শক্তি প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম "মায়া শক্তি"। স্থূল ও লিঙ্গময় জড় ব্রহ্মাণ্ড সেই মায়াপ্রসূত। জীবতত্ত্ব মায়াতত্ত্বের অতীত। জীবের শুদ্ধসত্ত্বা, শুদ্ধ অহঙ্কার, ও মনোবৃত্তি,—সমস্তই মায়ার অতীত কোন পরাশক্তিগঠিত।

জীব তটস্থা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত এই জড়জগৎ উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবকে তটস্থাশক্তি বলা যায়।

জীব-নির্ম্মাণ-কার্য্যে মায়ার কোন অধিকার ছিল না; মায়া প্রবিষ্ট হইয়া জীবের যে জড়ভাবান্বিত অণুবুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রতীত হইতেছে, তাহাই কেবল মায়ার কার্য্য।

এই মায়া সম্বন্ধ হইতে পরিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ জড়-ভাবান্বিত অণুবুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রতীতি হইতে ছুটি লইয়া স্ব-স্বরূপে জীবের অবস্থানকে 'মুক্তি' বলে। মুক্তি হইলে মায়া-নির্ম্মিত অহঙ্কার পর্য্যন্ত থাকে না! কিন্তু জীবের স্বতঃসিদ্ধ যে-সকল চিন্ময়ী বৃত্তি আছে, উহারা শুদ্ধরূপে কার্য্য করিতে পারে। অতএব জীব ভগবানের একটী শক্তিবিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তিই জীবশক্তি। ইহা চিচ্ছক্তির ও মায়াশক্তির সন্ধিস্থানে অবস্থিত। উভয় জগতে (চিৎ ও মায়ার জগতে) যাওয়ার যোগ্যতা আছে বলিয়া জীব তটস্থা। অবিদ্যা-নাম্নী কর্ম্মসংজ্ঞা মায়াশক্তি।

মায়া-উন্মুখী জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, বদ্ধ ও স্থূল-সূক্ষ্মদেহে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আর চিদুন্মুখী জীব কৃষ্ণোন্মুখ থাকায় মুক্ত, স্থূল সূক্ষ্মাতীত চিদ্দেহে ভক্ত বা সেবাপরায়ণ।

কান্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুগন্ধিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২॥৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রৌত স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কদাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত [illegible] কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিগুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'স্মার্ত্ত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ত্য-অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসুভাবর্ত্তী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীদয় স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশ কবে?" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষদগ্ধচিত্তবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ২৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজানি রাজলাকের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত লেক্চরর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং,) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাখ্যাসহ বক্ষ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক, প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বৈশ্বানর পাচন

[illegible] রোগের অব্যর্থ মহৌষধ

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে এবং ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

—বার্ষিক ৯, ষাণ্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১, নগদ ১৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১, প্রতিকলম ৬, অর্দ্ধকলম ৩৸০ [illegible] কলম ২, [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

—পরবিদ্যাপীঠ—

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। গত ৩ বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড্, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

[illegible]মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপু[illegible] নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, চাটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীনন্দকিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৬ন্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন [illegible] ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

কুমারী রেণুকা সেনের পত্র

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, রাজবন্দী কুমারী রেণুকা সেন বি-এ, তাঁহার দাদা-মহাশয় মুন্সীগঞ্জের সরকারী উকীল, শ্রীযুত উমাচরণ সেন বি-এলকে হিজলী জেল হইতে এক চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি অনশন ব্রত ভঙ্গ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

পোষ্টাফিসে পিকেটিং

লাহোর হইতে প্রকাশ, আনারকলী পোষ্টাফিসে পিকেটিং করিবার অভিযোগে দুইজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সংপ্রতি তাহাদিগের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগের এক জনের প্রতি ৪ মাস ও অন্য জনের প্রতি দেড় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বৃষ্টিহীন শিলাপাত

দৌলতপুর হইতে প্রকাশ, গত ৩রা মে অপরাহ্নে দৌলতপুর ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে ভীষণ শিলাপাত হইয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিলাটির ওজন দুই পাউণ্ডের অধিক হইবে। কয়েকজন লোকের ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। কতকগুলি পাখীর মৃত্যু হইয়াছে। চাল ঘর এবং পাকা বাড়ীরও ক্ষতি হইয়াছে। ৮০ বৎসরের বৃদ্ধও ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ ঘটনা দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

দৌলতপুর হইতে কয়েক মাইল দূরের কতকগুলি গ্রামের উপর দিয়া এক ভীষণ ঘূর্ণীবায়ু বহিয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ গুরুতর বলিয়া প্রকাশ। বহু পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। প্রাণহানির সম্ভাবনাও আছে।

বজ্রাঘাতে অনেকের মৃত্যু

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, কালিগঞ্জ ফরিদপুর জেলার একটী প্রসিদ্ধ ব্যবসাস্থল। কিন্তু কি জানি, কোন্ অপরাধে আজ কালিগঞ্জের ভীষণ অবস্থা হইয়াছে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু ও ঝঞ্ঝানিলে কালিগঞ্জ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী সাত আটখানি গ্রাম ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। এক ঘণ্টাকাল প্রবল বাত্যার প্রকোপে অনেকের ঘর বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। বড় বড় গাছ পড়িয়া রাস্তা আটকাইয়া গিয়াছে। আম আর নাই বলিলেই হয়, ঝড়ের ঝাপ্টায় সব পড়িয়া গিয়াছে।

শুধু ঝড় নহে, করকাপাত ও বজ্রাঘাত সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়াছিল, বড় বড় করকা জমি ছাইয়া ফেলিয়াছিল। করকাগুলি এক একটি ছোট ইট খণ্ডের ন্যায়, কাজেই তাহা দেখিবার জন্য সকলেরই একটা উৎসব হইয়া থাকে। এক জন কৃষকের বাটীতে আর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কৃষকের বাটীর মেয়েরা ও ছেলেরা সেই শিল কুড়াইতে যায়, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন হইয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হয়। বজ্রাঘাতে তৎক্ষণাৎ সাত জনের মৃত্যু হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকজনের অবস্থাও খুব সঙ্কটাপন্ন।

বিদ্রোহী নেতা নিহত

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, দাম্বাইয়ুর ৪ মাইল উত্তর পশ্চিমস্থিত একটি গ্রামে বিদ্রোহী পো মাইঙ গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক দারোগার গুলীতে নিহত হইয়াছে। উক্ত বিদ্রোহী মাবিন জেলায় বিদ্রোহ ঘটাইতে চেষ্টা পাইয়াছিল।

নিহত বিদ্রোহীর নিকটে কতকগুলি রক্ষাকবচ প্রভৃতি ছিল।

পত্নী হত্যার সংকল্প

পাটনা হইতে প্রকাশ, জনৈক নেপালী ক্রুদ্ধ হইয়া কি ভাবে তাহার পত্নী ও একজন মোটর চালককে হত্যার সঙ্কল্প করে পাটনার কোতোয়ালী পুলিসের নিকট তাহা বর্ণিত হয়। সহকারী পোষ্টমাষ্টার জে গ্রেগের নেপালী চৌকীদার মনবাহাদুর জানিতে পারে যে পোষ্ট মাষ্টারের মোটর চালক তাহার পত্নীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধে লিপ্ত হইতে চাহে। চৌকীদার রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়কে হত্যা করিবার ভয় দেখায়। ক্রোধে লোকটি এতদূর উত্তেজিত হয় যে সারারাত্রি সে মোটর চালকের সন্ধান করে এবং তাহার পত্নীকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়।

চৌকীদারের ক্রোধের বিপজ্জনকভাব বুঝিতে পারিয়া পোষ্ট মাষ্টার কোতোয়ালী পুলিসকে সংবাদ দেয় এবং তাহারা উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে লইয়া যায়।

গোয়েন্দার হাতে রাজা সাহেব

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ৫ই মে অপরাহ্নে দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ের জোলারবাগ ষ্টেশনে এক কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছে। সি, আই, ডি বিভাগের প্রায় ১২ জন লোক কালাকঙ্করের রাজা সাহেবের পশ্চাদনুসরণ করিতে থাকে। প্রকাশ, রাজা সাহেবের কোটের পকেটে তাহার রিভলভার ছিল, ঐ রিভলভারের কিয়দংশ তাহার পকেট হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দুই জন ভ্রাম্যমান গোয়েন্দা চর উহা দেখিতে পায়। রাজা-সাহেব যখন ষ্টেশনের ভারতীয় ভোজনাগারে যাইয়া উপবেশন করেন তখন একজন সার্জ্জেণ্ট এবং অপর একজন সাধারণ পোষাক পরিহিত গোয়েন্দা তাঁহার নিকট যাইয়া রিভলভারের লাইসেন্স দেখিতে চাহে। উত্তরে রাজা সাহেব বলেন, তিনি তালুকদার, সুতরাং অস্ত্র আইন তাঁহার পক্ষে প্রযোজ্য নহে। অতঃপর গোয়েন্দারা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

পঞ্জাবে ১১৩৩ জন দণ্ডিত

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ৫ই মে পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত জ্যোতিঃ প্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে সার হেনরী ক্রেক বলেন যে, গত ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত পঞ্জাবে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ১১৩৩ জন লোক দণ্ডিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ২০ জন প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য হইয়াছেন আর ২৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য হইয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে পঞ্জাবে এ পর্য্যন্ত মোট ৮১ জন মহিলা দণ্ডিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৬ জন প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরূপে, ৩০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর ও ৩৫ জন তৃতীয় কয়েদীরূপে গণ্য হইয়াছে।

কারাগারে সন্তান প্রসব

নাগপুর হইতে প্রকাশ, যাহা পরিহাস বলিয়া মনে হইয়াছিল, উহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গত ৬ই মে সন্ধ্যাকালে যে পাঁচটি মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তন্মধ্যে উমাবাঈ নামক এক সুন্দরী রমণী সীতাবলদি থানায় অপ্রত্যাশিত ভাবে এক সন্তান প্রসব করিয়াছে। তাহাকে নিকটতম প্রসূতি আগারে লইয়া যাওয়া হয়। প্রসূতি এবং প্রসূত উভয়ের অবস্থাই ভাল আছে।

ময়মনসিংহ জেলে অনশন

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, স্থানীয় জেলের একজন রাজনৈতিক বন্দী অপকৃষ্ট খাদ্যের অভিযোগে প্রায় একপক্ষ কাল যাবৎ অনশন করিয়া আছেন। নেত্রকোণা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত শান্তিচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিগণও উক্ত অনশন ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা কৃষ্ণাদেবী গ্রেপ্তার

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত দৌলৎরামের পত্নী শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল জেল হইতে সম্প্রতি মুক্তি পাইয়াছিলেন। গান্ধী দিবস উৎসবে যোগদান করায় তাঁহাকে গত ৫ই মে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) কংগ্রেসের ২১শ অধিনায়িকা ছিলেন।

বাগেরহাটে ভীষণ ডাকাতি

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, কলপাড়ায় দলিলদ্দি সেখের বাটীতে এক অসমসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ মারাত্মক অস্ত্রাদি সহ ডাকাতেরা বাটীর মালিককে প্রহার করে এবং নগদ ১,৪৭০ টাকা এবং ৯০০৲ টাকার গহনা লইয়া পলায়ন করে।

কয়েক জন গ্রামবাসী, কয়েক জন দোকানদার এবং বাগেরহাটে এক জন শকটচালককে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২রা মে কৃষ্ণনগরের শ্রীযুত কেশবলাল নস্করের বাটীতে এক ডাকাতির চেষ্টা হয়। কিন্তু গোলযোগ হওয়ায় ডাকাতেরা পলাইয়া যায়।

ফেণীতে সশস্ত্র দস্যুদলের উপদ্রব

ফেণী হইতে প্রকাশ, গত সোমবার রাত্রি প্রায় ১ ঘটিকার সময় ফেণী থানার এলাকাধীন ধালিয়ায় শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র কবিরাজের বাটীতে একটী দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২০।৩০ জন যুবক হাফপ্যাণ্ট পরিয়া এবং লাঠী দা ও টর্চ্চ লাইট লইয়া ঐ বাড়ীতে হানা দেয় এবং নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১০০০৲ টাকার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে। বাটীর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বাটীর লোকজনদিগকে অস্ত্র দ্বারা জখম করা হইয়াছিল। তদন্ত চলিতেছে।

কয়েদীর আত্মহত্যার চেষ্টা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, পুলিসের পাহারায় এক কয়েদী কাটপাডী ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় ছিল। প্লাটফর্ম্ম হইতে রেল লাইনের উপর লাফাইয়া পড়িয়া সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ট্রেণ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় সে বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছে।

তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ হয়।

ডেলি— শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ — জয়তঃ

Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১০ই মে ১৯৩২

নানা কথা

ঢাক বাজাইয়া ডাকাতি

কান্দি হইতে প্রকাশ, কান্দি মহকুমার অন্তর্গত গুড্ডা নামক গ্রামে গত মঙ্গলবার রাত্রিতে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বৃটিশ রাজত্বের প্রথম যুগের ডাকাতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঐ রাত্রিতে ৭০ জনের অধিক লোক জনৈক মহাজনের বাড়ী আক্রমণ করে।

মধ্য রাত্রিতে ঢাকের শব্দে নিদ্রিত গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠে এবং দেখিতে পায় একদল সশস্ত্র ডাকাত মশাল হস্তে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে, তাহাদের হস্তস্থিত প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোকে গ্রাম আলোকিত হইতেছে এবং তাহাদের চীৎকারে নৈশগগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ডাকাতদিগের সহিত ৩টা কি ৪টা বন্দুক ছিল। তাহাদের চীৎকারের মাঝে মাঝে বন্দুকের শব্দ উত্থিত হইতেছিল। গ্রামবাসীরা প্রথমতঃ মনে করেন, বিবাহের শোভাযাত্রা চলিয়াছে কিন্তু অল্পকাল পরেই যখন শোভাযাত্রার লোকেরা শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র দত্তের বাটী ঘিরিয়া তন্মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা পাইল, তখন গ্রামবাসীদের ভ্রম ঘুচিল। মহাজন বৃন্দাবন বাবুর দুই জন মুসলমান প্রহরী ডাকাতদিগকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। বাধা পাইয়া ডাকাতেরা প্রহরীদ্বয়কে গুলী করে। আহত হইয়াও বিশ্বস্ত প্রহরীদ্বয় আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে থাকে। অপর দিকে নিকটস্থ কতিপয় গৃহের উপরি ভাগ হইতে ডাকাতদিগের উপর ইষ্টক বৃষ্টি হইতে থাকে। ফলে অনেক ডাকাত আহত হয়। ডাকাতেরা প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য আবারও গুলী চালায়, কিন্তু সুরক্ষিত প্রতিবেশীদের কোনই ক্ষতি হয় না। তাহারা ডাকাতদিগের উপর অনবরত লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। অবশেষে বাধ্য হইয়া ডাকাতেরা চম্পট দেয়। তাহারা কোন দ্রব্যই লুণ্ঠন করিতে পারে নাই।

আহত প্রহরীদ্বয়কে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ঢাক বাজাইয়া ডাকাতি

মেদিনীপুরে নূতন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আহত

চট্টগ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

কংগ্রেস অফিসে তালা

চলন্ত ট্রেণে বোমা

চুচুড়ায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

পুলিসের সহিত হাঙ্গামা

মাধবপুরে ডাকাতের অত্যাচার

মৌলানা সৌকৎ আলী

কৃষ্ণনগর সংবাদ

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, বেআইনী ঘোষিত শিবপুর কংগ্রেস কমিটীর অধিনায়ক শ্রীযুত গোপীনাথ বিশ্বাস ও শ্রীযুত দুর্গাপদ মণ্ডলকে নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া করবন্ধ আন্দোলন চালাইবার জন্য শিবপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদের যথাক্রমে ২ বৎসর ও ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী শ্রীযুত মণিভূষণ বিশ্বাস ও আর একজন স্বেচ্ছাসেবক করবন্ধ আন্দোলন, প্রচার ও ধ্বনি করার জন্য গ্রেপ্তার হন। কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে ৩মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আহত

গত ৬ই মে ইং গোদাবরীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চার্লস হেণ্ডার্শন বাড়ীর উপর তালা হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছেন। তাঁহার দুই পায়েই লাগিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

কুষ্টিয়া হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ৫ই মে ঝটিকা প্রবাহিত হইবার সময় সহরের উপকণ্ঠে বারাদি গ্রামের জনৈক স্ত্রীলোকের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। গত ৫ই মে ঐ সময়ে জগতী গ্রামের ২ জন স্ত্রীলোকও বজ্রাঘাতে আহত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ২৭শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১০ই মে ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ৫৬শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা মে বুধবার দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য মঠে ভক্তগণ সমীপে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার ও মনকে শান্ত করিবার উপায় কীর্ত্তনমুখে বলেন,—বদ্ধজীবকুল সর্ব্বক্ষণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বিষয়ভোগবাসনায় অস্থিরচিত্ত; এতাদৃশ মূঢ়ব্যক্তিগণের পক্ষে হরিচরিত কীর্ত্তনই এই কামক্রোধাদি নক্রমকর-সমাকুল ভবসাগর পার হইবার একমাত্র উপায়। ইহা প্রত্যক্ষ,পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-ভাবে দেখা গিয়াছে।

বদ্ধজীব নিজের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের আশ্রয়ে দেহাভিমানবশতঃ 'আমি আমার' এই ভ্রমে পতিত হইয়া এই দুঃখময় সংসারে ডুবিয়া যান। সেই অনিত্য বিষয়ে আসক্তি হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়ই হরি-লীলা গান। হরিলীলা গান দ্বারাই জীব বিষয়সাগরে নিমজ্জন হইতে রক্ষা পান। ভগবান্ অধোক্ষজ হরি জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় না হওয়ায় হরিলীলা কথনে ও শ্রবণে জীবের কোন অমঙ্গল হয় না, পক্ষান্তরে তাহাতে জীবের দেহোপাধিদ্বয়ের ভোগ্য বিষয়াভাবে দেহীর (আত্মার) নিত্য সেবা-প্রবৃত্তি উদিতা হয়। সেবাকালে সেব্য বস্তুকে ভোগ্য বস্তু বলিয়া মনে করিতে হয় না।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

আমরা নানা উপায়ে মনকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু নিরন্তর কামলোভাদি-রিপুবশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবার দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন করিলে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

বদ্ধজীব মৎসরতাবশে কাম, ক্রোধ, লোভাদির ক্রীড়াপুত্তলী। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া কামাদির দাস হইয়া পড়ায় ইহজগতে বাস করা তাঁহার পক্ষে বড় ক্লেশকর হইয়াছে। সেই জন্য যোগিগণ চিত্তবৃত্তি নিরোধার্থ যে অষ্টাঙ্গ যোগপন্থা বলেন, তাহার অনুগমন করিবার জন্য অনেকের প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধনপথে অভীষ্ট লাভের পূর্ব্বেই কামাদি বৃত্তিসমূহ পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন উপস্থিত করাইয়া সিদ্ধির ব্যাঘাত করে। মুকুন্দের সেবা করিবার কালে সেরূপ কোন প্রতি-বন্ধক আসিয়া কিছু করিতে পারে না। মুকুন্দ পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য বস্তু। তাঁহার পরিচর্য্যাও নিত্য, মুক্ত, পূর্ণ ও শুদ্ধ বস্তু ব্যতীত অন্য প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে না। অর্থাৎ অনিত্য, অশুদ্ধ, অপূর্ণ ধর্ম্মের বশবর্ত্তীতায় মুকুন্দসেবা সম্ভবপর নহে। অষ্টাঙ্গযোগাদির পন্থায় ঐ অভাব-গুলি সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য সাধনে নানা অসুবিধার ফলে জীবের ফল-প্রাপ্তি দুঃসাধ্য, কিন্তু মুকুন্দসেবা হইতে মুকুন্দ ব্যতীত অন্য বস্তুসেবারূপ অনর্থের বিদ্যমানতা নাই।

মুকুন্দপাদপদ্ম অভয়, অশোক ও অলোভনীয়। হরিসম্বন্ধি বস্তু বিঘ্নরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সকল সময়েই মুকুন্দ-ভাবকগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মুকুন্দসেবকগণের অনুষ্ঠানসমূহের নিত্যতায় কেহই বিঘ্ন সাধন করিতে পারে না। অনাত্ম স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ কালক্ষোভ্য সাধন প্রণালীর চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ নহে।

হরিসেবক, হরিসেবা ও হরি—ত্রিবিধ বিচিত্রতায় বৈকুণ্ঠ বস্তু। মায়িক, ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের অন্যতম ব্যাপার নহে। হরিবিস্মৃতিফলেই জীবের সেবাপ্রবৃত্তি পরি-বর্ত্তিত হইয়া সুখদুঃখে নিযুক্ত হয়। তাহাতে নিত্যত্ব, অখণ্ড জ্ঞান ও আনন্দ নাই। যে স্থানে উপায় ও উপেয়ে ভেদ বর্ত্তমান, তথায় বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। ভগবদ্ভক্তিতে উপায় ও উপেয় স্বতন্ত্র নহে।

ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রস্তাবিত সাধন-প্রক্রিয়া জীবের অনর্থ নিবৃত্ত করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্যাভ্যন্তরে জনৈক মানব প্রবিষ্ট হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বৃক্ষ হইতে যষ্টি সংগ্রহপূর্ব্বক পশু-কুলকে বিতাড়িত করিতে পারিলেই তিনি নির্ভয়ে বনবাসী হইতে পারেন। তাদৃশ যষ্টি সংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাকে হিংস্র পশুগণ আক্রমণ করিল। ফলে তাঁহার পঞ্চত্বলাভ ঘটিল, প্রস্তাবিত অভীষ্ট সিদ্ধির কিছুই হইল না। যষ্টি সংগ্রহের চেষ্টা তাঁহার সাধনফল উৎপন্ন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিফলমনোরথ করাইল। সাধন-কালে রক্ষকের অভাবে যে ফললাভের অসুবিধা ঘটিল, তাহা দীনবৎসল ভগবানের চরণ-সেবা পরিহারের জন্য। ইহা তাঁহার মৃত্যুকালে সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইল। যদি তিনি সংরক্ষিত হইয়া ভগবদাশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ প্রকার বিপদ ঘটিত না। আমরা যদি সাধুগুরুর আনুগত্য ত্যাগ করিয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হই, তাহা হইলে আমরাও পদে পদে বিপদে পতিত হইব ও কোনকালে মনকে নিগ্রহ করিতে পারিব না। ভগবান্ ও ভক্তগণের সেবাই যে সর্ব্বানর্থনিবৃত্তির ও নিত্যমঙ্গলের একমাত্র উপায় এই কথা সকল শাশ্বত শাস্ত্র ও মহাজনগণ তারস্বরে আমাদিগের মঙ্গলের জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বর্ত্তমানে কলিকোলাহলপ্রমত্ত কলিকাতা মহানগরীকে ধন্যাতিধন্য করিবার জন্য তথায় অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া অগণিত লোকের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ প্রত্যহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছেন।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-ব্যাধি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সৌরভগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তরসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-ভাজন আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বর্ণসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা, সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; মোট ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নিগুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুরাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিষ্ঠাদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যস্থিতি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রৌতৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদমান বুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজসাহি রাজবাটীর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) রয়েল বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামচিন্ত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বাবিষয়-সহ বঙ্গভ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্‌, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রয়-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্‌ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্‌—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক, প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতি কলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সিকি কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বালিকা হত্যার চেষ্টা

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে শ্যামাপদ পদান নামে এক ব্যক্তি প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের কালিদাসী নাম্নী এক বালিকাকে হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

প্রকাশ, বালিকার সহিত উক্ত লোকটির ঝগড়া আরম্ভ হইলে সে বালিকার মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্রে আগুন ধরাইয়া দেয়।

বালিকাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আসামীকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

কংগ্রেস অফিসে তালা

বিক্রমপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী সম্প্রতি বে-আইনী সমিতি বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় যে বাটীতে উক্ত কংগ্রেস কমিটী স্থাপিত ছিল পুলিস সম্প্রতি সেই বাটীতে উপস্থিত হয় এবং ২টি প্রধান প্রকোষ্ঠ তালাবদ্ধ করে। একজন ভদ্রলোক গত ২ মাস কাল উক্ত বাটীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই।

চট্টগ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, ১০ জনেরও অধিক সশস্ত্র ডাকাত গত ৫ই মে রাত্রিতে কেলিশহর গ্রামের পূর্ণসদাগর নামক এক ব্যক্তির বাটীতে দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং বাটীর লোকজনদিগকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া চম্পট দেয়। উল্লিখিত আক্রান্ত বাটীর চতুর্দ্দিকে যে সকল প্রতিবেশী সমবেত হইয়াছিলেন, দুর্বৃত্তগণ তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করে।

ফরিদপুরে ভীষণ ঘূর্ণীবায়ু

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা মে রাত্রিতে রাজগঞ্জ, চরভরিরামপুর ও অন্যান্য গ্রামসমূহে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বহু কুটীর উড়িয়া গিয়াছে এবং কয়েকজন লোক ও বহু গৃহপালিত পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঐ সংবাদ পাইয়া, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সাহায্য প্রদানের জন্য উপদ্রুত অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। এখনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

চলন্ত ট্রেণে বোমা

কাইরো হইতে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রীর ট্রেণ তান্তা ষ্টেশন পার হইয়া যাইবার সময় এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে দুইজন পাহারাদার নিহত ও অন্য তিনজন আহত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী সিদকি পাশা, শিক্ষা মন্ত্রী, পরিষদের সহকারী সভাপতি প্রমুখ যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ট্রেণে ছিলেন, বোমা বিস্ফোরণের ঠিক পূর্ব্বেই ট্রেণটি ষ্টেশনে থামিয়া যাওয়ায় তাঁহারা অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়াছেন।

চুঁচুড়ায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া চুঁচুড়া পুলিসের শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কতিপয় গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারী ও কয়েকজন কনষ্টেবল সহ গত ৪ঠা মে হুগলীতে গমন করিয়া, ডাক্তার হরিশচন্দ্র চৌধুরীর বাটীতে হানা দেন। কন্‌ভোকেশনে গুলী মারা সম্পর্কে ৯ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কুমারী বীণাদাসের একখানি মুদ্রিত বর্ণনা ও তৎসহ তাঁহার একখানি চিত্র পুলিস খানাতল্লাস করিয়া লইয়া গিয়াছে। ডাক্তার চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে চুঁচুড়া পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে। কিসের সম্পর্কে এই গ্রেপ্তার করা হইল, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

মেদিনীপুরে নূতন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, হিজলী বন্দী নিবাসের কম্যাণ্ড্যাণ্ট মিঃ বার্জ্জ আই-সি-এস, মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এখানে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

পুলিসের সহিত হাঙ্গামা

ম্যাঙ্গালোরের এক সংবাদে প্রকাশ, গুজ্জাপুর তালুকের একটা গ্রামের তাড়ি ও মদের দোকানে পিকেটিং হইতেছে, একটা তাড়ির দোকানে বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক জড় হইয়াছিল। পুলিস তাহাদিগকে সরিয়া যাইতে বলে তাহারা সে কথায় কর্ণপাত না করায় পুলিস তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এই ব্যাপারে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক পড়িয়া যায়। ইহাতে সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা নাকি পুলিসকে লাঠী দিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করে। ফলে জনৈক সাব্‌‌ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কনষ্টেবল আহত হইয়াছে। তারপর পুলিসের লোকজন নিকটবর্ত্তী একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা করে। পরের দিন প্রাতঃকালে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অকুস্থলে আসিয়া এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া গিয়াছেন। ইতোমধ্যে পুলিসেরও জোর তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে।

মৌলানা সৌকতআলী

প্রকাশ, মৌলানা সৌকতআলী শীঘ্রই বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়া আফগানিস্থানে যাত্রা করিবেন। তাঁহার নব পরিণীতা পত্নীও তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। তাঁহার আফগানিস্থান যাত্রার তারিখ এখনও স্থির হয় নাই কিন্তু তিনি বর্ত্তমান মাসের মধ্যভাগে বোম্বাই সহর ত্যাগ করিবেন।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতিবাদ

কটক হইতে প্রকাশ, প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কতিপয় রাজনৈতিক বন্দীকে স্থানীয় জেল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া সম্বলপুরে লইয়া যাইবার পথে যখন রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হয়, সেই সময় একজন বন্দী কংগ্রেস সংক্রান্ত ধ্বনি করায় পুলিস তাহাকে প্রহার করে।

কটকের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ডি, পি, শর্ম্মা আই, সি, এস, গত ৫ই মে স্থানীয় সংবাদপত্রে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেছেন, কাহারও উপর মারপিট করা হয় নাই। ঘটনার বিবরণ এই যে, একজন রাজনৈতিক বন্দী পীড়িত হওয়ার অজুহাতে সম্বলপুরে স্থানান্তরিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সিভিল সার্জ্জনের অনুপস্থিতে পরীক্ষার্থ তাহাকে এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয় যে, বন্দীকে সম্বলপুরে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারিবে। তদনুযায়ী কার্য্য করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিলে চাঞ্চল্য

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, হিন্দুর ধর্ম্ম ও দান সম্বন্ধীয় সম্পত্তির সুব্যবস্থার জন্য একখানি খসড়া আইন বোম্বাই সরকার ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে সিন্ধু প্রদেশে বহু বাওয়া ও মোহান্তের মধ্যে আতঙ্কের ফল হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবিত খসড়া আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য সুক্কুরের সাধবেল্লার প্রধান ধর্ম্মমন্দিরের মোহান্ত বাওয়া হরনাম দাসের আমন্ত্রণে সুক্কুরে তাঁহাদের এক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সিন্ধু হিন্দু সম্মেলন ও সিন্ধু হিন্দু পঞ্চায়েৎ যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মন্দির ও অন্যান্য ধর্ম্ম ও দান সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

মাধবপুরে ডাকাতের অত্যাচার

বাঁকুড়া হইতে মাধবপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, হাফপ্যাণ্ট পরিহিত একদল ডাকাত বর্শা প্রভৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র এবং বৈদ্যুতিক টর্চ্চ লইয়া ব্রজ জুনার বাটীতে প্রবেশ করে। তাহারা বাটীর লোকজনকে প্রহার করিয়া, বাক্স প্রভৃতি খুলিয়া ফেলে এবং সে গুলির ভিতরের জিনিষপত্র চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। ব্রজর মাতা বাধা দিতে যাওয়ায় উহারা তাঁহার বুকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতের ফলে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া লোহার একটি ডাণ্ডা দিয়া এক ডাকাতকে আঘাত করিলে সে বর্শা চালাইয়া উহার শোধ লয়। বাক্সগুলি ভাঙ্গিবার পর তাহারা মহিলাদের গহনা পত্র ছিনাইয়া লইবার দিকে মনোনিবেশ করে এবং সেই সময় মহিলাদের শরীর দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায়। ইতোমধ্যে এই বাটীর একটী অল্প বয়স্কা বালিকা ডাকাতদের দৃষ্টি এড়াইয়া প্রাচীরের বাহিরে যাইতে সমর্থ হয় এবং প্রতিবেশীদের সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু ডাকাতদলের কয়েকজন লোক বাহিরে ছিল। তাহারা প্রতিবেশীদের কাছে আসিতে দেয় না।

প্রতিবেশীরা ব্রজের সাহায্যে জন্য আসিবার পূর্ব্বেই ডাকাতেরা যাহা কিছু পায় তাহাই লইয়া প্রস্থান করে। ব্রজর মাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ।

বজ্রাঘাতে পিতা-পুত্রীর শোচনীয় মৃত্যু

বহুদিনের পর পাবনায় গত ৫ই মে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সহরের অনতিদূরে দুলপুর নামক একটি গ্রামে একজন মুসলমান ও তাহার কন্যা তাঁহাদের কুটিরের বারান্দায় বসিয়া থাকিবার সময় বজ্রাহত হন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে।

দৈনিক—

শ্রীশ্রীগৌর
সংবাদ

Reg NoC1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৶৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩৯, ১১ই মে ১৯৩২

বেলডাঙ্গায় সশস্ত্র ডাকাতি

আবগারী কর্ম্মচারী প্রহৃত

বালিকার অদ্ভুত সাহস

লণ্ডনে ভূগর্ভস্থ রেলপথ

পণ্ডিত জহরলাল অসুস্থ

স্বামীর বিবাহে পত্নীর আত্মহত্যা

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের অর্থদণ্ড

এঞ্জিনসহ ছয়খানি গাড়ী উল্টান

দিল্লী বৈঠকের আলোচনা

বন্দীর মুক্তি ও জেলে পক্ষাঘাত

তমলুকে মোটর দুর্ঘটনা

নানা কথা

বেলডাঙ্গায় সশস্ত্র ডাকাতি

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, গত সোমবার ২রা মে রাত্রিতে বেলডাঙ্গা থানার অধীনস্থ হরিগঞ্জ গ্রামের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথের গৃহে আনুমানিক ১৫।২০ জন সশস্ত্র দস্যু ডাকাতির চেষ্টায় প্রবেশ করে ও গৃহস্বামীকে মারধর আরম্ভ করে। ইত্যবসরে গ্রামস্থ অধিবাসীগণ জমা হয়। তখন দস্যুগণ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে গ্রামবাসীগণ বাধা দেয়। দস্যুগণ বন্দুক হইতে গুলী চালাইতে আরম্ভ করে। গ্রামবাসীগণ প্রাণভয়ে দূরে সরিয়া পড়ে; ইত্যবসরে দস্যুগণ পলায়ন করে। দস্যুগণের গুলীতে একজন আহত হইয়াছে। তাহাকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

বালিকার অদ্ভুত সাহস

বিলাতে একব্যক্তি সিংহকে পোষ মানাইয়া সিংহের খেলা দেখাইয়া বেড়াইত। সম্প্রতি একদিন খেলা দেখাইবার সময় ঐ ব্যক্তির ১৯ বৎসর বয়স্কা এক কন্যা পিতার সহিত সিংহের খাঁচায় প্রবেশ করে এবং একটা সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রায় তিন মিনিটকাল নৃত্য করে। দুঃখের বিষয় ঐ সময় একটা সিংহ কুপিত হইয়া বালিকার পিতাকে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের ফলে তাহার মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর বালিকা ঐ দুঃসাহসিক ক্রীড়া দেখান পরিত্যাগ করে নাই। সে সম্প্রতি হাসিতে হাসিতে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমে একটা সাপের মাথা নিজের মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী একেবারে বিস্মিত আতঙ্কে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। তখন সিংহদমনকারী এক যুবককে সঙ্গে লইয়া সেই বালিকা সিংহের খাঁচার ভিতরে যাইয়া প্রবেশ করে এবং নাচ দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়া দেয়। আশ্চর্য্য এই যে, যে সিংহটা তাহার পিতাকে আক্রমণ করিয়াছিল সেই সিংহটাই আবার বালিকার প্রতি নজর হানিতে আরম্ভ করে। সঙ্গের যুবকটী তখন সেইটাকে তাড়াইয়া দেয়।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের অর্থদণ্ড

পুনা হইতে প্রকাশ, রয়েল ট্যাঙ্ক বাহিনীর সৈনিক লেফটানান্ট এ এইচ বাটলার বিনা লাইসেন্সে রেজেষ্টারীকৃত নহে এমন একখানি মোটর গাড়ী চালনা কালে নয় বৎসর বয়স্কা এক ভারতীয় বালিকাকে চাপা দিয়া তাহার মৃত্যু সংঘটনের অভিযোগে গত ৫ই মে পুনার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মোটর সহজে থামাইতে পারা যায় এমনভাবে সতর্কতার সহিত মোটর চালনা করা তাহার উচিত ছিল। তিনি আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারা ও মোটর আইনের ৫ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করেন এই দুই ধারা অনুসারে তিনি আসামীর প্রতি ৪ শত টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেন উহা ব্যতীত মোটর বিধি অনুযায়ী আরো দুই অভিযোগে আসামীর ২৫ টাকা করিয়া দণ্ড হয়।

বালিকার অসাবধানতার বিষয়ও ম্যাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন। জরিমানার টাকা হইতে দুইশত টাকা বালিকার পিতাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বৈষ্ণবমতোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী..ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু,

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিধা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ বেহেরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) কাননগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ২৮শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১১ই মে ইং ১৯৩২ বুধবার | ৫৭শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৫শে বৈশাখ রবিবার তারিখে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে একটী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত মহোৎসবোপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীপাদ ঈশানদাস অধিকারী ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর আনুগত্যে মৃদঙ্গকরতালাদি সংযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন এবং প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেন।

পাঠান্তে উপস্থিত ৩।৪ শত ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বরিশাল জেলানিবাসী ধর্ম্মপ্রাণা জনৈকা বর্ষীয়সী মহিলার অর্থানুকূল্যে উক্ত মহোৎসবটী সম্পন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবোদ্দেশ্যে এই প্রকারের আনুকূল্যের দরুণ বাস্তবিকই তিনি ধন্যবাদার্হ।

বিগত ১০ই বৈশাখ শনিবার ত্রিস্রোতা-পয়স্তিনিবাসী জনৈক খ্যাতনামা ভদ্র-মহোদয়ের গৃহে শ্রীশ্রীভক্তি সেবক সমিতির কয়েকজন সেবক যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন। এইটী একটী অভিনব স্থান। ঐ স্থানটীতে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে মানবের বসতি ছিল; তাহারপর কালের প্রভাবে বিশ্বের নশ্বরতা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীভগবদিচ্ছায় ত্রিস্রোতা নদীর খর-স্রোতে জনপদটী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। পুনরায় ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঐস্থানে ১০ মাইল দৈর্ঘ্য ও প্রায় ২।৩ মাইল প্রস্থ একটী দ্বীপের সৃষ্টি হয়। অদ্যাবধি ঐ দ্বীপের উত্তর ভাগে ত্রিস্রোতা নদী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে একত্র মিলিত হইয়াছে। দ্বীপের সৃষ্টি হইতে বিগত ৮০।৯০ বৎসরের মধ্যে বহু লোকের বসতি স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এপর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শুভ বিজয়োৎসব শ্রীহরি-কথালোচনা বা সংকীর্ত্তন ঐ দ্বীপে হয় নাই।

সমিতির সেবকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সকলেই পরমোৎসাহে সন্ধ্যা ৭টায় তথায় উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চাবিগ্রহ আনিয়া শ্রীভাগবতাসনের মঞ্চে স্থাপন করেন। সকলে পরমানন্দে শ্রীল প্রভুপাদকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির সহিত পাঠ আরম্ভ করেন।

পাঠে, শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা হয়। বক্তা বলেন,—মনুষ্য জাতি মাত্রেরই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ একান্ত কর্ত্তব্য; শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন গতি নাই, থাকিতেও পারে না; কারণ এরূপ শুদ্ধ ভাবে হরি-ভজনের শিক্ষা আর কুত্রাপি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমরা ভাষাভিজ্ঞ নহি, শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, ইত্যাদি কাল্পনিক চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইয়া মনুষ্যজীবনকে বৃথা ক্ষয় করা কর্ত্তব্য নহে। এই স্থানটীতে যেমন কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই জলস্রোত মাত্র ছিল, আবার সামান্য সামান্য বালুকা রাশি জমিয়া জমিয়া এত বড় একটী গ্রামের সৃষ্টি হইল, সেই প্রকার শ্রীভাগবত-কথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে হৃদয়ে ভক্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেই শব্দ-ব্রহ্মের চেতনময়ী বাণীর চেতন ক্রিয়া আরম্ভ হইবেই; কোন প্রকার জাগতিক বিদ্যা বুদ্ধির অপেক্ষা উহাতে নাই।

বিগত ১৫ই বৈশাখ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে বন্দনা ও পঞ্চতত্ত্ব নাম কীর্ত্তনের পর, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনাম-পরায়ণ ভক্তমাহাত্ম্য পাঠ হইয়াছে। পাঠক বলেন :—

"সদ্গুরু পদাশ্রিত শুদ্ধনামপ্রাপ্ত শুদ্ধ-নামপরায়ণ সাধুই একমাত্র পবিত্র ব্যক্তি; জগতে তেমন ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ। ঐ সাধু দর্শনেই জগৎ পবিত্র হয়। "গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার (সাধুর) গুণ"।

সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ এই কলিকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন। তাই 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—শ্রীভগবদ্বাণীতে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, যাবতীয় কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করত জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা পরিহার করিয়া ভক্তিধর্ম্ম যাজন করাই সর্ব্ব জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। ভক্তিধর্ম্ম যাজনে যাবতীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মও সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হয়। তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

যে ভগবানের নাম শ্রবণে, রূপ দর্শনে, মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে, সদ্য সদ্যই চিত্ত পর্য্যন্ত পরিশুদ্ধ হইয়া জীবমাত্রেই সমস্ত অমঙ্গল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন, সেই ভগবন্নামপরায়ণ সাধুগণ যে কত পবিত্র ও উন্নত তাহা ব্যক্ত করিবার মত ভাষার সৃষ্টি অদ্যাবধি হয় নাই। সেই ভক্তের জাতি ও ভগবানের জাতি একই। কারণ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের পুত্র, ভৃত্য, কলত্র প্রভৃতিরূপে শ্রীভগবানেরই এক পরিবার ভুক্ত। সেই ভক্তের হস্তেই শ্রীভগবান্ আহার করেন। শুদ্ধভক্তের হস্তেই ভগবান্ আহার করেন তাহা নহে, ভক্তের মুখেও তিনি ভোজন করেন। সুতরাং যাহারা ভগবদ্ভক্তকে জাতিসামান্য বুদ্ধিতে, অন্য জাতি বা দুর্জ্জাতিত্বে আরোপ করেন, তাহারাই শাস্ত্রীয় বিচারে হীনজাতি-ভুক্ত হইয়া হীনজাত্যাচার, মৎস্য, মাংস ভোজনলিপ্সা, অবৈধ স্ত্রীসম্ভোগপিপাসা ও পরপীড়ন প্রভৃতি অসদাচারে—ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী ভাগ্যহত জীব নামে অভিহিত হন। তাহারা ভগবদ্ভক্ত ও ভগবচ্চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। "হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম, তোমা (ভক্ত) স্থানে অপরাধের নাহিক এড়ান।"

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

সন্দেহ নিরসন

(১)

[বালেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ পড়িয়া মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া "কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিলে গুরুবজ্ঞা অপরাধে পতিত হইতে হয় কি না" প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটী প্রশ্ন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলে পূজ্যপাদ মহারাজ স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া কালীচরণ বাবুর পূর্ব্বপরিচিত পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উত্তর শ্রবণ করিতে আদেশ করেন। ভক্তিশাস্ত্রী পণ্ডিত মহাশয় কালীচরণ বাবুর সন্দেহ নিরসনার্থ যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।
—নঃ সঃ]

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্ –

শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধানতম লীলাক্ষেত্র শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পরমপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমার যথাজ্ঞান আপনার সন্দেহ নিরসনার্থ কয়েকটী কথা জানাইতেছি। আশাকরি, একটু মনোযোগ ও প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিলে আপনার চিত্তচাঞ্চল্য অপনোদিত হইতে পারিবে।

প্রথমতঃ, ভক্তি নিরপেক্ষা এবং ভক্তির সেবকও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রিতগণ বলদেবের বলে সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ হইয়া বাহ্য জগৎ বা ব্যবহারিক জগৎকে ভ্রূক্ষেপ করেন না, বরং তাহা আপনাদিগের শাসনাধীনে পরিচালন করিয়া থাকেন। নতুবা পরমার্থ-পথের বৈশিষ্ট্য কোথায়? 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। দুর্ব্বল, পরাপেক্ষী, ব্যবহারিক জগতের মুখাপেক্ষী ব্যক্তির পক্ষে সদ্‌গুরু আশ্রয়ের ছলনা বিড়ম্বনামাত্র। পূর্ব্ব মহাজনগণের ব্যবহার বিশেষভাবে চিন্তনীয়। আমরা যদি সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, আমাদের প্রকৃতই দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা গুরুর আশ্রয় হইয়াছে এবং তদীয় চরণ সেবার কিঞ্চিৎ অধিকারও পাইয়াছি, তাহা হইলে সমগ্র ব্যবহারিক জগৎ, তথাকথিত কুলগুরু বা জাত্যন্ধের ন্যায় অজ্ঞানগুরু বা লৌকিক, ব্যবহারিক গুরুবর্গগণ একদিকে এবং আমরা একদিকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ থাকিব এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়াও শ্রীগুরুদেবের সম্মান রক্ষার্থে সযত্ন থাকিব। অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন, ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত না হইলেও সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের রক্ষাবিধান করিবেন। তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবার চেষ্টা করিলে দুই কুলই নষ্ট হইবে এবং গুরুর প্রতি অপরাধ সঞ্চিত হওয়ায় আমাদিগকে অনন্তকালের জন্য রৌরবে পতিত হইতে হইবে। সুতরাং খুব সাবধানে এই পরমার্থ-পথে আমাদিগকে বিচরণ করিতে হইবে। অতএব যদি আমরা প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি বলিয়া দৃঢ়তা ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পরীক্ষা করিবার জন্য শত কিছু বিপদ আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে একমাত্র সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক শ্রীহরিসেবার কার্য্য করিতে থাকিব, কাহারও কোন বিতর্কে বা আমার উপরে পতিত দোষারোপে ক্ষণেক কিম্বা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবা হইতে বিচ্যুত হইব না।

হাতী বাজার দিয়া যাইবার সময়ে শত শত কুকুর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও হাতী কখনও তাহাদের দিকে তাকাইবার প্রয়োজন বোধ করে না। আমার প্রাক্তন কর্ম্মফল আমি ভোগ করিব এবং তাহাই আমার নিত্যমঙ্গলার্থ ভগবানের অভিপ্রেত, এই বিচার লইয়া দৈন্যসহকারে চলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ পরমার্থ পথে প্রবেশ করিতে গেলেই মায়াদেবী তাঁহার অধিকার লোপের আশঙ্কায় নানা মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বলতার ছিদ্র দেখিয়া তাঁহাদিগকে নিজাধীনে ফিরিয়া পাইবার প্রয়াস করেন। ইহা সদ্‌গুরু আশ্রয়ের প্রধানতম পরীক্ষাগুলির অন্যতম। এতদিন ত পরমার্থ পথের ধার গুরুকুলের শরণাগতিতে থাকা হইয়াছিল, কৈ, তখন কোন প্রকার সামাজিক বা ব্যবহারিক পীড়া বা উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই! যেই প্রকৃত ধর্ম্মরাজীর আশ্রয় হইয়াছে, অমনি সমস্ত বিষধরসর্প আক্রোশের সহিত দংশন করিতে ছুটিয়াছে। ব্যবহারিক জগৎ অক্ষজজ্ঞানে কেবল আসুর প্রকৃতিতে পরিচালিত। সুতরাং সুর-প্রকৃতি তাহাদের চক্ষুতে সহিবে কেন? পেচক কদাপি সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারে না। ধর্ম্মধ্বজী লৌকিক গুরুকেরগণ বা তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিসকল শুক্রাচার্য্যের বা তৎপুত্রদ্বয় যণ্ড ও অমর্কের শিষ্য, সুতরাং তাহারা শ্রীনারদ শিষ্য প্রহ্লাদের প্রতি আসুর ক্রোধের সম্পূর্ণতার প্রতিমূর্ত্তি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রদত্ত যাবতীয় লাঞ্ছনা, তাড়না প্রয়োগের সাহায্য করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিবে? তবে দেবর্ষির শাসনাধীন বলিয়াই কোন উপদ্রব যেমন প্রহ্লাদের একটী মাত্র কেশেরও হানি করিতে পারে নাই, তদ্রূপ, আমরা সদ্‌গুরুর আশ্রিতরূপে পরিচয় দিবার সৎসাহস পোষণ করিলে সমগ্র জগতের নিখিল প্রচেষ্টা আমাদের কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না, বরং শ্রীগুরুচরণে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া নিত্যকল্যাণপথ সুগম করিয়া দিবে। লোকদেখান ভজন ও প্রকৃত ভজন এক পদার্থ নহে। জগতের বাজারে লৌকিক গুরু ও বৈকুণ্ঠদূত একরূপে দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত মর্ম্মবেত্তা তাঁহারা সামান্য কাচের ও কোহিনূরের পার্থক্য সহজেই ধরিয়া ফেলেন এবং কাচ ফেলিয়া কোহিনূরের আদর করেন।

শ্রীহরিনাম

(২)

প্রাকৃত জগতে আজ কোন ব্যক্তির 'কৃষ্ণ' এই নাম রাখিলাম কিন্তু মৃত্যুর পরে পুনরায় সেই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিলে তখন তাহাকে অপর কোন নামে বিশেষিত করিব। এখানে নামের নশ্বরত্ব-ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে।

বৈকুণ্ঠ নাম সেই প্রকার নহে, বৈকুণ্ঠ-নামের নিত্যতা নিবন্ধন তদীয় অপ্রাকৃত নামেরও নিতান্ত নিত্যসিদ্ধ; যেহেতু 'অভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ।'

শ্রীহরিনাম 'শুদ্ধ',—কেন না, তিনি জড়সংশ্লিষ্ট নহেন। জড় বস্তুসমূহ তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতি মাত্র। বহিরঙ্গা শক্তি, শ্রীহরির সত্তার অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাঁহার স্বরূপের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা নহেন, অতএব মায়ার কোন ক্রিয়াই তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মায়াধীশত্বই তাহার কারণ; সুতরাং মায়িক কোন নাম অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণে প্রযুজ্য নহে এবং 'কৃষ্ণ' এই অপ্রাকৃত শব্দও মায়িক শব্দরাশির অন্যতম নহে। যেখানে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতীতি জন্মাইবার উদ্দেশ্যে 'কৃষ্ণ' এই শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, সেখানে ঐ কৃষ্ণনাম মায়িক।

শ্রীহরিনাম 'পূর্ণ,'—শব্দের ব্রহ্মরূপত্ব সিদ্ধ হওয়ায় (শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ) অর্থাৎ শব্দই মূলপ্রমাণ এবং শ্রুতিই সেই শব্দ। শ্রুতি ব্রহ্মের বাচক ব্রহ্মই শ্রুতির বাচ্য, সুতরাং শব্দের সহিত ব্রহ্মের বাচ্য বাচক সম্বন্ধ থাকায় শব্দই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মই শব্দরূপে অবতীর্ণ। সেই ব্রহ্ম ব্যাপকধর্ম্মবিশিষ্ট। বেদে ব্রহ্ম শব্দে অসীম গুণবিশিষ্ট এই অর্থ গ্রহণ করায়, ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যবৃত্তি সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত দ্বিভুজমুরলীধররূপে দৃষ্ট হইলেও ব্যাপকত্ব-ধর্ম্মে চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রতি অণুপরমাণুতে তদীয় সত্তার অধিষ্ঠান আছে। শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ ব্যাপকত্ব ধর্ম্ম থাকায় শ্রীভগবানাভিন্ন তদীয় অপ্রাকৃত নামও ব্যাপকত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং হরিনাম পূর্ণ।

শ্রীহরিনাম 'মুক্ত'। মুক্ত বলিবার হেতু এই যে, প্রাকৃত জগতে যেমন যাহার দ্বারা লেখা যায় তাহার 'কলম' এই নাম রাখা হইয়াছে, লেখাক্রিয়ার সাহায্যকারী বস্তুটা এখানে 'কলম' এই শব্দ বা নাম দ্বারা বদ্ধ হইলে উপাধিবিশিষ্ট হইল। কৃষ্ণনাম তদ্রূপ নহে, কোন বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষকে 'কৃষ্ণ' এই শাব্দিক উপাধি দ্বারা বদ্ধ করা হয় নাই, পরন্তু সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই চৈতন্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণনামরূপে অবতীর্ণ। কৃষ্ণ কোন উপাধিকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় পরিচয় দেন না, সুতরাং কৃষ্ণনাম মুক্ত।

শ্রীহরিনাম হরি হইতে 'অভিন্ন',—কেন না কৃষ্ণ এই নামটী কৃষ্ণের কোন উপাধি নহে। উপাধিদ্বারা বস্তুর পরিচয় জড়জগতের বস্তু সম্বন্ধেই হয়। বৈকুণ্ঠধামে উপাধি বলিয়া বস্তু নাই, সেখানে সবই স্বরূপ বস্তু, সেখানে জড়ের প্রবেশাধিকার নাই; সেই কারণ কোন জড় উপাধি, পরিপূর্ণ চেতনে প্রযুক্ত হইতে পারে না। জড় উপাধি দ্বারা পূর্ণ চেতনের পরিচয় লইবার অবৈধ চেষ্টা করিলেও তাহাকর্ত্তৃক কখনও পূর্ণ-চেতন হরি বাধ্য হইয়া জড় শব্দসামান্যে স্বীয় প্রাকট্য বিধান করিবেন না। এইরূপ নামাপরাধীর সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"

শ্রী শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ"

বৈকুণ্ঠনাম বৈকুণ্ঠ পার্ষদের সেবোন্মুখ জিহ্বাপ্রাঙ্গণে বিপ্রলম্ভ রসের বিষয় হইয়া নিরন্তর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। সেই বৈকুণ্ঠনাম আদিগুরু হইতে আম্নায়-পারম্পর্য্যে অবরোহ-পথে অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনপথে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামকট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সজ্জীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুমূল্য-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্ম বিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলশোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। নামমাত্র লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯, ষাণ্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১, নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১, প্রতিকলম ৬, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সকি কলম ২, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দিল্লী বৈঠকের আলোচনা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ৬ই মে বোম্বাইয়ের বিকানীর হাউসে রাজন্য পরিষদের পরিচালকের উদ্যোগে সামন্ত-রাজ এবং সচিবদিগের একটি সভা হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় নওয়ানগরের জামসাহেব সভায় উপস্থিত হইতে না পারায়, বিকানীরের মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়র, ভূপাল, কলহাপুর, কচ্ছ, আলওয়ার, দাতিয়া, ধর, ইদার প্রমুখ ত্রিশটি সামন্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার উদ্যোক্তা পরিষদ পরিচালক মহোদয় সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, দিল্লীতে রাজন্যবর্গের যে বৈঠক বসিয়াছিল, সেই বৈঠকে স্বরাষ্ট্র গঠনের একটা খসড়া হইয়াছিল। এক্ষণে সেই খসড়ার কোন সংশোধন বা পরিবর্ত্তন এ সভায় হইবে না।

দিল্লী বৈঠকে যে সকল রাজন্য প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে উক্ত বৈঠকের কার্য্যাবলী জ্ঞাপন করা এবং তাঁহারা যাহা জানিতে চাহিয়াছেন তাহার উত্তর প্রদান করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

আরও অনেক বিষয়ের আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়।

বন্দীর মুক্তি ও জেলে পক্ষাঘাত

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, স্বেচ্ছাসেবক তুলসীদাস এবং দৌলতরামের দণ্ডকাল শেষ হওয়ায় তাঁহাদের দুইজনকে গত ৭ই মে প্রাতঃকালে সেন্ট্রাল জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ না দিতে এবং হায়দ্রাবাদ ত্যাগ না করিতে বলা হইয়াছে।

সাহিত্যির তিনজন অধিনায়ক বিভিন্ন প্রকার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

প্রকাশ, শ্রীযুক্ত সংঘারাম মীরপুরী সেন্ট্রাল জেলে পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

আবগারী কর্ম্মচারী প্রহৃত

আবগারী বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী মহম্মদ ঈশাককে প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে লাঠী ইটক ও হকি খেলিবার লাঠী লইয়া একটি অবৈধ জনতায় অংশ গ্রহণ করিবার অভিযোগে দাউদ বাহাদুর ও ধনপতি শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী দমদম রোডে সরকারী কার্য্যে রত ফরিয়াদী ও তাঁহার দলের অন্যান্য লোককে গুরুতর আঘাত প্রদান করিবার ফলে আসামীগণের বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। আসামীদ্বয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে যথাক্রমে ২ মাস ও ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

লণ্ডনে ভূগর্ভস্থ রেলপথ

লণ্ডনের ভূগর্ভস্থ রেলপথের উন্নতি ও বিস্তার সাধন জন্য বর্ত্তমানে বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। পিকাডিলী, হাইড পার্কের কোনও অন্যান্য স্থানে রাস্তার মধ্যভাগে খাতের উপরে কাষ্ঠ ও ক্যাম্বিসের আবরণ দৃষ্টে মধ্য লণ্ডনের অধিবাসীরা উক্ত কার্য্যের বিষয় অবগত হইতেছেন।

পিকাডিলী রেলপথের বিস্তার সাধন বর্ত্তমানে একটি প্রধান কার্য্য। ফিনসেবেরি পার্ক হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে বার্ণেটের নিকটবর্ত্তী ককফষ্টার্শ পর্য্যন্ত উক্ত রেলপথ বিস্তৃত হইবে। প্রায় ৫ মাইল নূতন রেলপথ প্রস্তুত করিয়া উহা করা হইতেছে। আগামী জুলাই মাসে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। উক্ত কার্য্যে ২ হাজার লোক ২ বৎসরের অধিক কাল কার্য্য করিয়াছে এবং প্রায় ৩ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ডবল লাইন প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তার স্থাপন ও জনসাধারণের গমনাগমনের জন্য কয়েকটী নূতন পুল প্রস্তুত করা হইয়াছে। পুরাতন ধরণের ষ্টেশনগুলি ইস্পাত ও কংক্রিটের সাহায্যে পুনরায় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। রাত্রিকালে গাড়ীগুলি রাখিবার জন্য বিস্তৃত স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। বাসের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় রেলপথ বিস্তৃত করা হইতেছে। নূতন রেল ষ্টেশনের কার্য্য অপসারিত হইলেই নূতন রেলপথ যাত্রমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিবে। আধুনিক রেল ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন সহর প্রস্তুত হইবে।

স্বামীর বিবাহে পত্নীর আত্মহত্যা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ৭ই মে প্রাতে নড়চিতে এক শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। শ্রীযুত এস, এন, অবস্থির অষ্টাদশ বর্ষীয়া পত্নী শাড়ীতে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রকাশ, শ্রীযুত অবস্থির সম্প্রতি আর একটী বালিকাকে বিবাহ করে এবং উহা তাঁহার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে।

চীৎকার শুনিয়া শ্রীযুত অবস্থির নববিবাহিতা পত্নী তাঁহাকে উদ্ধার করিতে ছুটিয়া যায়; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

এঞ্জিনসহ ছয়খানি গাড়ী উলটান

মাদুরা হইতে প্রকাশ, গত ৭ই মে প্রাতে আন্দাজ ৮-৩৭ মিনিটের সময় একখানি ব্যালট ট্রেণের এঞ্জিন এবং ছয়খানি গাড়ী পোলাচী পালঘাট রেল লাইনের মিনাক্ষীপুরম্ এবং কোলাঙ্গোডা ষ্টেশন দ্বয়ের মধ্যে উল্টাইয়া পড়িয়া যায়। ফলে প্রায় পাঁচজন কুলী আহত হয়। পোলাচী এবং কোলাঙ্গোডা ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছে সম্ভবতঃ গত ৭ই মে হইতে গাড়ী পাল্টাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

তমলুকে মোটর দুর্ঘটনা

তমলুক হইতে প্রকাশ, গত ৫ই মে অপরাহ্ণে আর একটী মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। দুর্ঘটনার ফলে জগৎপতি দে নামক এক ব্যক্তির একটি ৭ বৎসর বয়স্ক বালক মস্তকে আহত হইয়াছে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। সেখানে তাহার অবস্থা ভাল নয়।

হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ড বহাল

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কানপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্পর্কে বিচারের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক আপীল হইয়াছিল। বিগত কয়েক দিবস ধরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই মামলার সম্পর্কে বিচার হইতেছে।

গত বৎসরের ২৬শে মার্চ্চ তারিখে কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য মুস্তাফা আমেদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। মিঃ জাষ্টিস বিং ও মিঃ জাষ্টিস থম গত ৭ই মে ঐ দণ্ডাদেশ বাহাল রাখিয়াছেন। দণ্ডাদেশ প্রদান করিবার সময় বিচারপতিগণ বলেন যে, আসামী অপর কয়েকজন ব্যক্তির সহিত খুন, ডাকাতি ও নানারূপ অত্যাচার করিয়াছে এবং মুস্তাফা আমেদ এই হত্যাকার্য্যসমূহে নেতৃত্ব করিয়াছিল।

ডাকাতির সম্পর্কে গ্রেপ্তার

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, খানাকুলের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে শ্রীযুত গণেশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে সম্প্রতি যে দুঃসাহসিক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে নামাতা গ্রামের সাধন নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঘটনার দিন রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় প্রায় কুড়ি জন ডাকাত বাটীতে প্রবেশ করে। তাহারা উপরে গিয়া বাটির লোকজনকে জাগায় এবং তাঁহাদের নিকট চাবীর থলিয়া দাবী করে। কয়েকজন বাক্সগুলি খুলিয়া ফেলে এবং কতকগুলি জিনিষ ও বন্ধকী দলিল পত্র হস্তগত করে। বাটির লোকেরা ভয়ে ভয়ে লোহার সিন্দুক খুলিয়া দিলে, কেহ কেহ তাহা হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া লয়। অতঃপর তাহারা চার হাজার টাকার অধিক মূল্যের এই সকল জিনিষ লইয়া পলায়ন করে।

এই দলের লোকগুলি গালপাট্টা পরিয়া মুখে রং মাখিয়া আসিয়াছিল এবং বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা বলিতেছিল।

পণ্ডিত জহরলাল অসুস্থ

"হিন্দুস্থান টাইমস" পত্রের বেরেলীস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে শীঘ্রই বেরেলী জেলা জেল হইতে কানপুর জেলা জেলে স্থানান্তরিত করা হইবে। গত সোমবার পণ্ডিতজীর মাতা, স্ত্রী ও কন্যা জেলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজীর এখনও মৃদু জ্বর হইতেছে এবং বুকের দক্ষিণ দিকে বেদনা আছে।

অগ্নিকাণ্ডে ১৫ হাজার টাকার ক্ষতি

ইউনাও জিলার সোহো গ্রামে সংপ্রতি এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ইহাতে প্রায় ১৫ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে। স্থানীয় জমিদার মিঃ রামপাল সিংহের ক্ষতিই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মাশুলাদি অগ্রিম দেয়
বাৎসিক ১০৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৮-শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১২ই মে ১৯৩২

পার্শ্বেলের মধ্যে রিভলভার

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা

বিবাহ শোভাযাত্রায় গুলী

ভারতীয় যুবকের উদ্যম

উড়ো জাহাজে বজ্রপাত

সভায় পুলিস ডাকিয়া শান্তি স্থাপন

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

মাণিকগঞ্জে সশস্ত্র রাহাজানি

নদীতে সশস্ত্র জলদস্যু

ডাকাতির মোকর্দ্দমা

মাদ্রাজে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

নানা কথা

পার্শ্বেলের মধ্যে রিভলভার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকা আবগারী পুলিশ স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে একটী পার্শ্বেলের মধ্যে হইতে একটী রিভলভার, কয়েকটি কারতুজ এবং অন্য কয়েকটি দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছে। পার্শ্বেলটি ঢাকার একটি পেশোয়ারী ফল বিক্রেতার ঠিকানায় ডাকে পাঠান হয়। কিন্তু সে তাহা লইতে অসম্মত হয়। পুলিস পোষ্টমাষ্টার এবং অন্যান্য সাক্ষীর সম্মুখে পার্শ্বেল খুলিয়া দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হয়। ফলবিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিবাহ শোভাযাত্রায় গুলী

গত রবিবার রাত্রিতে হাওড়া জিলার কদমতলার শানপুর নামক স্থানে গুলী-বর্ষণের ফলে মহাবীর গোসাই নামক একজন হিন্দুস্থানী নিহত ও অম্বালা রাউত ও ধনপাল সিং নামক দুইজন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, বিবাহের একটী শোভাযাত্রা যখন ডোমপুরে যাইতেছিল, সেই সময় কয়েকজন শকটচালক শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। উভয় পক্ষের কলহ হইতে মারপিট আরম্ভ হইয়া যায়। আরও লোকজন আসিয়া পড়ায় শকট চালকগণ আবার শোভাযাত্রীদের আক্রমণ করিয়া ভয়ের কারণ ঘটায়; তাহার ফলে শোভাযাত্রার অনুগমনকারী জনৈক পুলিস [প্রহরী গুলী বর্ষণ করে এবং তাহার এইরূপ ফল হয়।

পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

নদীতে সশস্ত্র জলদস্যু

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, বেসীন নদীতে কিউনীয়েগী দ্বীপের নিকটে একটা নৌকা নোঙ্গর করা ছিল। এমন সময়ে গত ২রা মে সকালে একদল ডাকাত দা' ও লাঠি প্রভৃতি লইয়া তাহাতে উঠে এবং মাঝিদের অভিভূত করিয়া নদীতে পাল তুলিয়া যাত্রা করে। অতঃপর তাহারা মাঝিদের নৌকার পাটাতনের নীচে আটকাইয়া বন্ধ রাখে। পরদিন সকালে যখন মাঝিরা মুক্তি পায় তখন দেখে যে ডাকাতদল প্রায় ৬৬০৲ শত টাকা মূল্যের দ্রব্য লইয়া উধাও হইয়াছে।

উড়ো জাহাজে বজ্রপাত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইম্পিরিয়াল বিমান পোত 'হিরাসিয়ানে'র টনব্রিজের উপর বজ্রপাত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উহার চালক এবং যাত্রীগণ রক্ষা পাইয়াছে। প্যারিস যাইবার জন্য বিমানপোতখানি ক্রয়ডন হইতে রওনা হইবার ১৫ মিনিট পরেই উহাতে বজ্রপাত হয় এবং ফলে বিমানপোতখানি অচল হইয়া পড়ে। কতকগুলি জানালা, এবং আসন উড়িয়া গিয়াছে এবং দুইখানা পাখা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেহ আহত হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে চালক বিমানপোতের গতি ফিরাইয়া নিরাপদে অবতরণ করেন। আর একখানা বিমানপোতে যাত্রীরা পুনরায় প্যারিস যাত্রা করেন।

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

মাদুরা হইতে প্রকাশ, গত ৮ই মে কোলেস্পোদে ও মীনাক্ষীপুরমের মধ্যে যে ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে একজন ফায়ারম্যান ও ১১ জন কুলী আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। মহম্মদ চাঁদ রাউথার নামক জনৈক কুলীকে যখন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইতেছিল, সেই সময় মারা যায়।

চথিয়া নাম্নী একজন স্ত্রীলোক কুলীকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালেই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাকী কয়েকজনকে ঔষধ দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। পোল্লাচী ও পালঘাটের মধ্যে যাত্রী ট্রেণ চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবেণীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীসজ্জন ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতীশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগদানন্দদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ২৯শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১২ই মে ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৩৮শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বালিয়াটি গদাইগৌরাঙ্গমঠে বার্ষিক মহোৎসব সমাপনান্তে গত ১৪ই বৈশাখ ২০শে এপ্রিল পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ মৈমনসিং শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনোপলক্ষে মৈমনসিং সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় দুর্গাবাড়ীর সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে স্বামীজী ৩০শে এপ্রিল ও ৪ঠা মে বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষয় ছিল "জীবের ধর্ম্ম"। শিক্ষিত জনমণ্ডলিপরিবৃত মৈমনসিং সহরে স্বামীজির বাগ্মিতা, বিচারকুশলতা এবং জটিল বৈষ্ণবদর্শনের সুসিদ্ধান্তসমূহ অতি সরল ও সহজ ভাষায় হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বহু শিক্ষিত জনমুখে সত্বর সম্প্রসারিত হওয়ায় গৌড়ীয়মঠের প্রতি মাৎসর্য্যপরায়ণ হইয়া জনৈক বৈষ্ণব পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী সাধু (?) বহু জনগণ সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্বের অশাস্ত্রীয়ত্ব এবং গৌড়ীয়মঠের ও গৌড়ীয় মতের বিরুদ্ধে বহু আলোচনা করেন।

৪ঠা মে তারিখের বক্তৃতামুখে শ্রীপাদ নেমিমহারাজ শ্রীচৈতন্যের অবতার সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও বিচারমূলে স্থাপন পূর্ব্বক নাঙ্গা জটিল গঞ্জিকাসেবী সাধুগণের (?) পাণ্ডা পদপ্রয়াসী মৎসররাজ বৈষ্ণবার্ক ধুরন্ধর কে (?) "পাইকের বড়াই" পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকাশ্য সভায় গৌড়ীয় প্রাণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্ব এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মতের সৎসিদ্ধান্ত ও সনাতনত্ব নাশ করিবার শাস্ত্র ও বিচার দেখাইবার জন্য আহ্বান করেন।

স্বামীজি আরও বলেন যে, দামঘোষের বেটা শিশুপাল কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব অস্বীকার করার জন্য, কংস জরাসন্ধাদি মানব হইয়াও দৈত্য নামে পরিকীর্ত্তিত। সেইরূপ শাস্ত্রগত প্রমাণ-বাস্তিত অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীনন্দনের পূর্ণভগবত্তা যে স্বীকার না করে সে দৈত্য মধ্যে গণ্য। অতএব মহাজনগণ সচ্ছাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"চৈতন্য না মানিলে তারে দৈত্য মাঝে গণি"।

স্বামিজী ধর্ম্মসভার উদ্দেশ্য, ধর্ম্মপ্রচারকগণের ধর্ম্ম, ধর্ম্মমন্দিরগুলির উদ্দেশ্য যুক্তি বিচার দ্বারা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। স্বামিজী বলেন, "ধর্ম্ম প্রচারকগণ অধর্ম্মের আক্রমণ হইতে সর্ব্বদা ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য; তাঁহারা কদাচ ঈশ্বরবিরোধ ও ঈশ্বরবিরোধকারিগণকে প্রশ্রয় দিয়া জগৎনাশের কারণ হইবে না। পরন্তু ধর্ম্ম-গগনে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত তাদৃশ জগজ্জঞ্জাল ঈশ্বর-বিরোধী—গৌর-বিরোধিগণের দুরভিসন্ধি লোকলোচনে ধরিয়া না দিলে তাঁহাদের স্বধর্ম্মের অপালনজন্য প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়। লুণ্ঠিতদ্রব্যসহ পলায়মান তস্করকে লোকলোচনীভূত করিয়া দিলে চোরের উপকার হয়, জগতের উপকার করা হয় এবং গৃহস্থের হৃত দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্তি হেতু উপকার হয়; অতএব এরূপ কল্যাণময় কার্য্য প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, আপনাদেরও কর্ত্তব্য,—মাদৃশ ধর্ম্মপ্রচারকগণের ত' কা বাত্তা। এখন এই দুর্গাবাটীর ন্যায় ধর্ম্মমন্দির গুলির ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া স্বাভাবিক যে, অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মকে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক, অসৎ হইতে সৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অসতের জগজ্জঞ্জালত্ব এবং সতের জগৎ কল্যাণকরত্ব প্রখ্যাপন পূর্ব্বক মায়াব্যাতিক্রান্ত জীবগণের ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করা, মানবের দেহের রক্তাদিক ধন দ্বারা নির্ম্মিত গ্রাম্য ধর্ম্মমন্দির সমূহ, ব্যবহার বার্ত্তা বা গ্রাম্য অথবা গৃহমেধীয় বার্ত্তালোচনার স্থান হওয়া কদাপি যুক্তি বিচার-সঙ্গত হইবে না।

শ্রীপাদ নেমিমহারাজের এইরূপ হৃদয়গ্রাহী, বিচারপূর্ণ, গুরুগম্ভীর সস্নেহ বাক্য শ্রবণে সভাস্থ শ্রোতৃগণ সকলেই স্বামিজীকৃত গৌরবিরোধী ও গৌড়ীয়মঠ বিরোধিগর্হণের কর্ত্তব্যতা এক বাক্যে স্বীকার করেন এবং সেই ব্যবহারজীবি সহকারী সম্পাদক (দুর্গাবাটীর) সেই প্রকাশ্য সভায় দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে স্বামিজীর নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন পরবর্ত্তী দিবসত্রয় এই দুর্গাবাটীতে রামকৃষ্ণ মিশনের বক্তৃতার জন্য বিজ্ঞাপিত ও অনুমতি প্রদত্ত হইলেও শ্রোতৃগণের অনুরোধে সম্পাদক তৎপরদিবস পুনরায় শ্রীপাদ নেমিমহারাজের একটী বক্তৃতার জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করেন,—তদনুসারে গত ৬ই মে স্বামিজী দুর্গাবাটীতে "বৈষ্ণব-দর্শন" সম্বন্ধে একটী বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এ-দিবস সভায় প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রায় ৩০০ শত জন বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। সকলেই একবাক্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারবত্তা ও শ্রীপাদ নেমিমহারাজের বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং অনেকে বলিয়াছেন যে, দুর্গাবাটীর নাটমন্দিরে এযাবৎ এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা আর কখনও হয় নাই। সমগ্র মৈমনসিংহ সহরে এইরূপে গৌড়ীয়মঠের যশোগান হইতেছে।

প্রথম দিবসের বক্তৃতা সম্বন্ধে স্থানীয় সংবাদপত্র 'চারুমিহির' লিখিয়াছেন :—"কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমিমহারাজ গত ২৭শে বৈশাখ সন্ধ্যায় 'জীবের ধর্ম্ম' নামে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন; পরদিবসও তাঁহার বক্তৃতা প্রদানের কথা ছিল, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির জন্য তাহা হইতে পারে নাই। বক্তা অতি সুন্দর ভাবে দর্শন-শাস্ত্রের এই জটিল বিষয়টি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত এবং সুবক্তা সন্দেহ নাই।"

সন্দেহ নিরসন

(২)

প্রাকৃত দেহের দ্বারা হরিভজন হয় না, সদ্‌গুরু পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ সর্বতোভাবে করা হইলে অপ্রাকৃত দেহ উদিত হয়, তখন ভগবৎসেবায় অধিকার হয়। সুতরাং অস্থিমাংসশোণিত পূযাদিময় যে শরীরটা মাতাপিতা হইতে পাওয়া গিয়াছিল, সেই শরীরটার উপর যাহাদের দাবিদার আছে, তাহারা তাহাদের পাওনাটা আদায়ের অসুবিধা বিবেচনা করিয়া অবশ্যই পীড়ন প্রয়োগ করিবেই। তাহা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমাদের আছে বুঝিয়াই ত সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করা হইয়াছে? অথবা আশ্রয়ের পূর্ব্বে যদি আমাদের এই বিষয়ে চিন্তার অভাব থাকে তাহাতেই বা দোষ কি? সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে” ইত্যাদি শরণাগতির গীতটী দৃঢ়-ভাবে নিজ জীবনে প্রয়োগ করিলেই তাহা কাটাইবার পথ তিনি দেখিবেন। আমরা তো স্বত্বত্যাগ করিয়া দেহ এবং প্রাণ, গুরু-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছি ; তবে এখন যাহা আমার অধীন নয়, এইরূপ আমার দেহের বা প্রাণের মায়ার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা কি আছে? ‘উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ’ নীতি যদি অবলম্বন করিয়া থাকি, তবেই আমাদের তথাকথিত পদাশ্রয়ের ছলনা গুরুদেব অন্তর্যামিসূত্রে বুঝিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন। একমাত্র গুরুদেবতাত্মা না হইতে পারিলে কোন-প্রকার মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। মায়াদেবীর পরীক্ষায় দৃঢ়হৃদয়ের পরিচয় পাইলে অবশ্য তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। বাহ্য জগৎ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মা শক্তির পরিণাম বইত নয়, সুতরাং ভীত হইবার প্রয়োজন কি? সম্রাটের নিত্য সেবক কি কখন নিম্নতন কর্ম্মচারীর চোখ-রাঙ্গানীর ভয়ে অস্থির হয়? সমাজ, আত্মীয়, স্বজন, পরিবারবর্গ এমন কি দেহ, প্রাণ, পিতা, মাতা প্রভৃতি গেলেও তাঁহারা একান্ত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আত্মকল্যাণকামী। যাহারা আমা-দিগকে কল্যাণপথে বাধা দিবে, তাহারাও প্রতিকূলভাবে আমাদের হিতৈষী। তাহাদের সঙ্গে আমাদের কিছু সাহচর্য্য নাই ; কেবল তাহারা যে, আমার স্বরূপ বুঝিতে এই সাহায্যটুকু করিল, তজ্জন্য হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। কিন্তু পৃথিবীতে তাহাদের সঙ্গে কৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য হইতে দূরে থাকিব।

“গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ (ভাঃ ৫।৫।১৮) শ্লোক আলোচ্য।

তৃতীয়তঃ, ইতঃপূর্ব্বে যদি প্রকৃত গুরু-পাদপদ্ম আমরা আশ্রয় করিয়া থাকি এবং পরে তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া পুনরায় অন্যকে আশ্রয় করি, তবে গুরুত্যাগ দোষে অধঃপতন নিশ্চয়। এখন বিচার্য্য হইতেছে, কুলগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা প্রকৃত পারমার্থিক গুর্ব্বাশ্রয় কি না? তাহা দ্বারা এ যাবৎ আমার নিত্যমঙ্গল কিছু হইয়াছে কি না? আমি যাঁহাকে গুরু-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, তিনি আমায় বঞ্চনা করেন নাই ত? অথবা আমার যোগ্যতার অভাবে আমি তাঁহার কৃপা ধারণ করিতে অপারগ হই নাই ত? আমি গুরুর সহিত কিরূপ সম্বন্ধ যুক্ত? শুধু বাৎসরিক দক্ষিণা দিয়াই নিশ্চিন্ত কি না? দিব্যজ্ঞানের কতটা অংশ আমার অনুভূতিতে আসিয়াছে? অন্ততঃ কিছু আলোক পাইয়াছি কি? সাধুতে, শাস্ত্রে দৃঢ়শ্রদ্ধা গাঢ়তর হইতেছে কি? তাহা মৌখিক না আন্তরিক? প্রকৃতই আমি তাদৃশ গুরুর কৃপা লাভের পর হইতে ভজনরাজ্যে উন্নীত হইবার কোন্ সোপানে আসিয়াছি? এইগুলির উত্তরে আমার হৃদয় যদি অনুকূল বাক্য বলে, তবে নিশ্চয়ই আমি পুনরায় হুজুগে মাতিয়া অপরের আশ্রয় করার নারকীয় অপরাধে লিপ্ত হইয়াছি। নতুবা বুঝিতেই হইবে যে, হয় আমি লঘু ব্যক্তিকে, পতিতকে, ভণ্ডকে, ব্যবহারিক জনকে, মন্ত্রবিক্রয়ী ব্যবসায়ীকে গুরু বলিয়া মানিয়া বঞ্চিত হইয়াছি, (আমার পথপ্রদর্শক স্বয়ং অন্ধ হইলে আমাকে চিরকাল ভ্রান্তপথে ভ্রমণ করাই-বেন, সন্দেহ নাই) না হয় মহাজন ব্যক্তি আমার অযোগ্যতা দেখিয়া, শিষ্যের গুণ নাই বিবেচনা করিয়া আমার খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য কেবল বঞ্চনা করিয়াছেন মাত্র। বিষয়ের নেশা আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের একটি নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিতে চাহিয়া-ছিল, তিনি ভোগ দিয়া যথেষ্ট শিক্ষা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমার অজ্ঞানতা তাঁহাকে বুঝিতে না দিয়া যদি প্রতারিত হইয়া থাকি, তজ্জন্য আমারই দোষ। পরে নেশাটা কিছু ছুটিলে যখন আপন ভুল বুঝিতে পারি, তখনই তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ধাবিত হই। পোষাকী গুরু দ্বারা যদি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যাইত, তবে মহাজনগণ বিপরীত উপায় দেখাইলেন কেন? ভগবদ্ভক্তি কি শুধু কলিযুগের এই ৪।৫ শত বৎসরের আমদানী, না সত্য-যুগাদিতেও ছিল? শাস্ত্রাদিতেও ত সদাচার মধ্যে আচার্য্য-পদাশ্রয় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য মধ্যে গণিত হইয়াছে। আমাদের ষড়্‌গোস্বামী বা পরবর্ত্তী শ্রীল শ্যামানন্দ, ঠাকুর নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীনিবাস প্রমুখ গুরুবর্গ আত্তিসহকারে নূতন গুরু আশ্রয় করিলেন কেন? তাঁহারাও ত ব্যবহারিক গুরুর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অবজ্ঞা করিবার জন্য অপরাধী বিবেচিত হইতে পারিতেন? শ্রীজীবগোস্বামীর ভক্তি-সন্দর্ভের বিচারে ‘পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।’ এই বাক্যটির সার্থকতা কি? কোথায় প্রযোজ্য ও কাহা কর্ত্তৃক প্রযোজ্য।

গুরু কি শৌক্রধারায় নিশ্চয়ই হইবেন, এইরূপ নিয়ম আছে? তাহা হইলে ষড়্‌-গোস্বামীর বা পরবর্ত্তী অধিকাংশ মহা-জনেরও গুরুগিরি করা চলেই না।

শ্রীহরিনাম

(৩)

ভূতাকাশে আবির্ভূত হয়েন বলিয়া বৈকুণ্ঠনাম কিছু মায়িক হইয়া যায়েন না। মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না “যাহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিষ্ঠান।” সূর্য্য যেমন স্বীয় সত্তা সূর্য্যমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াও জগতের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজেই কিরণরূপে জগতে অবতরণ করেন, কিন্তু সেই জন্য সূর্য্যে পৃথিবীর কাদামাটী লাগিয়া যায় না। কেহ যদি সূর্য্যকিরণকে এই পৃথিবীরই বস্তুবিশেষ মনে করেন, তদ্রূপ মনন যেমন ভ্রমাত্মক, তদ্রূপ শ্রীগুরুমুখ-গোমুখী বিগলিত বৈকুণ্ঠ নাম কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ-পথের পথিক হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেও জড় জগতের শব্দসমূহের অন্যতম জ্ঞান করিলে আমা-দের শব্দ বিজ্ঞানের বিচার-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিবে।

শ্রীহরিনাম ‘চিন্তামণি’—চিন্তামণি বলিবার অর্থ এই যে, চিন্তামণির নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়, তদ্রূপ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেই নামাভিন্ন বিগ্রহ স্বয়ং কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। ইহাই জড় নাম হইতে বৈকুণ্ঠ-নামের বৈশিষ্ট্য। অপ্রাকৃত জগতে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যে চিদ্বৈচিত্র্য থাকিলেও তৎসমস্তই এক অদ্বয়জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার।

নামই বস্তুর পরিচয় দান করে। বস্তু চেতন হইলে নামের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নামোচ্চারণকারীর নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রাকৃত জগতে নাম ও বস্তুর মধ্যে ব্যবধান থাকায় কীর্ত্তনকারীর কীর্ত্তনকালে নামী উপস্থিত না হইতেও পারে। অধি-কন্তু যে নামীর উদ্দেশ্যে যে নাম ব্যবহৃত হইতেছে সেই নামের উদ্দিষ্ট বস্তু পরি-চ্ছিন্ন হওয়ায়, অর্থাৎ ব্যাপক-ধর্ম্মবিশিষ্ট না হওয়ায় কীর্ত্তনকারীর কীর্ত্তিত নাম দূরস্থিত বস্তুর নিকট পৌঁছে না ; কিন্তু বৈকুণ্ঠনাম সেই প্রকার নহে। বৈকুণ্ঠ নামই হরি, যেমন স্বয়ংরূপে গোলোকে অবস্থান করিয়াও ব্যাপক-ধর্ম্মবশতঃ অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণুতে ব্যাপিয়া আছেন, তদ্রূপ শ্রীহরিনামও চিদ্ব্যোমে অনাহতভাবে কীর্ত্তিত হইলেও ব্যাপক ধর্ম্মে ভূতাকাশেও তদীয় অধিষ্ঠান সম্ভবপর হইয়াছে। যাবতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের চিৎ-সমন্বয় একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব এবং সেই কারণেই কীর্ত্তনকারীর কীর্ত্তনকালে শ্রীহরিনামই স্বয়ং হরিরূপে ভক্তের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনের বিষয়ীভূত হয়েন।

“প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥”

(ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই যে হরিকে পাই-বার একমাত্র উপায় তাহা শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—

‘হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি সাধনের উপায় ও উপেয় বিভিন্ন বস্তু। কর্ম্ম কিছু কর্ম্মফল নহে, যোগরূপ সাধনও কিছু যোগীর কাম্য বস্তু নহে। কর্ম্ম ও যোগ সাধনে সিদ্ধি লাভ ঘটিলে আর ঐ সকল সাধনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না, কিন্তু শ্রীহরিনাম তদ্রূপ নৈমিত্তিক সাধন মাত্র নহে। সাধ্য ও সাধনের অদ্বয়ত্ব নিবন্ধন সাধক হরিনাম কীর্ত্তনকালে হরিকে লাভ করিলেও হরিনাম ত্যাগ করেন না ; কারণ উপায় ও উপেয় একটাই বস্তু। হরিই হরিনাম—হরিনামই হরি। সুতরাং সাধন ও সিদ্ধি উভয়কালেরই নিত্য আশ্রয় হওয়ায় অন্যান্য সাধনাপেক্ষা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনেরই অধিক উপযোগীতা দৃষ্ট হয়।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্ত-রসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহ-বিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ, উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲ "মোট ৪০৲।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগ-গণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুরাঙ্কুর 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরু-ক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীপার্থভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বদরুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ০৷৷ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাজিতপুর রাজ্যাধিপ কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রত্ন-তত্ত্বাব্বেষী, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (৫২) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাদের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, আর্ত্তিমঙ্গল, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীগোস্বামী-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবাট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াগ্রগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিবৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোম্বাই কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিবরক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল গোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

আদর্শ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আদর্শ সমাজের সঙ্গত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহলোদ্ধার পাচন

সর্ব্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ||৴০ আনা, বোতল ১৴০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

শুল্ক—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩।০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। গত ৩ বৎসর ছাত্রগণ বৃত্তিত্বের সহিত গবর্ণমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে হাফটোন ব্লক, ছাপা হয়। | বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য | লেটার হেডিং মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ একন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানার সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত তারণাথ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষার ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহুর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (আমদার পাড়িয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ [illegible] ব্রহ্মচারী অক্ষকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাদ্রাজে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ফ্লোয়ার বাজারের মেসার্শ গিয়ানচাঁদ চেল্লারাম ও সেনাবন ষ্টোর্শে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, টেলিগ্রাফের জনৈক পিয়ন সকলে সর্ব্বপ্রথম ধূয়া দেখিতে পায়, তারপর সে চীৎকার করিয়া উঠিলে সেখানে বহুলোক জড় হয় পুলিশ ও দমকল সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ঐস্থলে গিয়া আগুন নির্ব্বাপিত করিবার ব্যবস্থা করে। প্রকাশ, যে বাড়ীতে এই অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, সে বাড়ী রেশম ও পশমের কাপড়ে বোঝাই ছিল। তারপর আগুন নিবাইবার সময়, যে ভাবে চারিদিকে জল ছিটাইয়া দেওয়া হয় তাহাতেও কিছু ক্ষতি হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই বাড়ীতে আরও একবার এই প্রকার অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, সেই দোকানের নিকটে কতগুলি কুলী ঘুমাইতেছিল তাহারাই প্রথম একটা ঘর হইতে ধূয়া বাহির হইতে দেখে। তারপর তাহারা ব্যাপারটা দোকানের মালিককে জানায়। তিনি দোকানের নিকটেই থাকেন। অতঃপর দমকল সংবাদ পাইয়াই সেখানে আসিয়া হাজির হয় ও অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করে।

এই ব্যাপারে কত টাকার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা এখন পর্য্যন্তও স্থির হয় নাই তবে অনেকেরই ধারণা হইতে বহু টাকারই ক্ষতি হইয়াছে। দোকানের মাল ইনসিওর করা ছিল।

আদেশ অমান্যে কঠোর দণ্ড

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, রাজসাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জের পূর্ব্বতন সম্পাদক শ্রীযুত ননী গোপাল মৈত্র এম, এল, সি, স্বীয় থানায় হাজিরা দিতে অস্বীকার করায় তাঁহার প্রতি ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ কুলবন্ত সহায়, মিঃ ম্যাকফারসন, মিঃ ফজল আলি ও মিঃ জেমসকে লইয়া গঠিত ফুলবেঞ্চে একটী উল্লেখযোগ্য আইন ঘটিত সমস্যার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয়টি ছিল, খাজনা বৃদ্ধির সময় বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে কি না?

বিচারপতিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান দেশব্যাপী আর্থিক দুরবস্থা মামলা রুজু হইবার পর হইয়াছে, তথাপি খাজনাবৃদ্ধি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবার সময় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

মাণিকগঞ্জে রাহাজানি

মাণিকগঞ্জ হইতে প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে সিঙ্গাইর থানার অন্তর্গত গোবিন্দল ও দাসেরহাটির মধ্যবর্ত্তী এক মাঠে এক রাহাজানী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, যাদবচন্দ্র সাহা ও বেণীমাধব সাহা সন্ধ্যায় চান্দগ্রাম হাট হইতে নূতন এক বাণ্ডিল কাপড় লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। এমন সময় প্রায় ১০।১২ জন লোক তাহাকে ফেলিয়া দিয়া কাপড়ের বাণ্ডিল এবং কিছু টাকা লইয়া পলায়ন করে।

ডাকাতির মোকদ্দমা

আলিপুর পুলিশ দুইটী ডাকাতি মোকদ্দমার তদন্ত করিতেছে। প্রথম মোকদ্দমার বিবরণ এই যে, ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত জামাই তলা গ্রামের চাঁদচন্দ্র মণ্ডলের গৃহে প্রায় চার জন লোক জোর করিয়া প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোকদিগকে প্রহার করে এবং নগদে এবং অলঙ্কারে বহু টাকা লইয়া প্রস্থান করে। কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহা সঠিক জানা যায় নাই। ডাকাতদের হস্তে লাঠি, ছোড়া, অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং মশাল ছিল।

দ্বিতীয় মোকদ্দমার বিবরণে প্রকাশ যে, বজবজের অন্তর্গত ডোঙ্গারিয়া গ্রামের বিজয় আনকারীর গৃহে প্রায় আটজন লোক হানা দিয়া প্রায় দুইশত টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে

রাজবন্দীর মুক্তি

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস এবং হরলাল আনকারী দুইজন উকীল স্পেশ্যাল পুলিশ কর্ম্মচারীরূপে কাজ করিতে অস্বীকার করায় ২ মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন গত ৬ই মে প্রাতে তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করা হইয়াছে।

পিংলার শ্রীযুক্তা চারুবালা পালকে পিকেটিং করার অপরাধে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছিলেন। দণ্ডকাল পূর্ণ হওয়ায় গত ৬ই মে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, দাসচরের শ্রীযুত জিতেন্দ্রকুমার চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী "স্বাধীনতা দিবসে" এক সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার প্রতি এক মাস কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রতি দণ্ডকাল শেষ হওয়ায় তিনি কুমিল্লা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সভায় পুলিশ ডাকিয়া শান্তি স্থাপন

নাগপুর হইতে প্রকাশ, প্রায় ৬ বৎসর অধিবেশন মুলতুবী থাকার পর গত ৭ই মে কাম্পতিতে নিখিল ভারত অনুন্নত সম্প্রদায়ের সভা হয়। অপরাহ্ন ৫টার সময় সভা আরম্ভ হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত সভামণ্ডপ জনশূন্য থাকায় সওয়া ছয়টায় সভার কাজ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত খুব সামান্য সংখ্যক প্রতিনিধিই সভায় যোগদান করিয়াছেন। আসাম হইতে কেহই আগমন করেন নাই। মিলের অশিক্ষিত শ্রমিক প্রভৃতি লইয়া সভায় মোট ৫০০ শত লোক জমায়েত হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ গুরুদাস প্রথমে তাঁহার অভিভাষণ ইংরেজীতে পাঠ করেন। এমন সময়ে বোম্বাইয়ের রাজভোজ সভার বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। ইহাতে সভায় তুমুল হট্টগোল আরম্ভ হয়। অবশেষে পুলিশ ডাকিয়া শান্তি স্থাপন করা হয়। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপ হট্টগোল চলিয়াছিল। মিঃ রাসকলাল বিশ্বাসের প্রস্তাব অনুযায়ী রায় সাহেব মুনস্বামী পিল্লাই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণ ইংরাজীতে পাঠ করেন।

ভারতীয় যুবকের উদ্যম

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতীয় ছাত্র জি, পি, নায়ার একাকী বিমানযোগে ভারত যাত্রা করিয়া নূতন কৃতিত্ব প্রদর্শনের মনস্থ করিয়াছেন। এই জন্য কার্ডিফ সহরের মেয়র তাঁহাকে সরকারীভাবে এক বিদায় অভিনন্দন দিবেন।

রিভলভার ও বন্দুক চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, উকীল ললিতমোহন রায়ের নাতি সুনীলবরণ রায়কে গত ৪ঠা মে তারিখে লাকুল্যাণ্ড বাঁধের ধার দিয়া বেড়াইবার সময় পুলিশ ধরিয়া লইয়া যায়। তাহার স্বীকারোক্তি লিখিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে সতীরপাড়ার ললিত বাবুর বাড়ী হইতে একটি রাইফেল, একটা রিভলবার ও কিছু গুলীবারুদ চুরি যায় ঐ গুলি পরে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে সতীরপাড়া ও নরসিংদীর তিনটী যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ই তারিখে নারায়ণগঞ্জে এই ধৃত যুবকদের বিচার হইবে।

আসামীর দুইবৎসর দণ্ডভোগের পর মুক্তিলাভ

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ নিয়োগী দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর গত ৫ই মে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। একজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীকে অপমানিত করায় গত ১৯৩০ সালের ২৪শে জুলাই খুলনা আদালতে তিনি দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

চিঠির বাক্স অন্তর্হিত

বারাণসী হইতে প্রকাশ, সকালে দশাশ্বমেধের কালী মন্দিরের নিকট অবস্থিত এক চিঠির বাক্স হইতে চিঠি আনিতে গিয়া ডাকপিয়নরা দেখে সেখানে উক্ত বাক্সের কোন চিহ্নই নাই। মনে হয় রাত্রিতে কেহ বাক্সটিকে সরাইয়াছে। ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে পুলিসে রিপোর্ট করিয়াছেন।

সর্দ্দারজীর প্রতি নোটীশ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, বাকী খাজনার জন্য জমি বাজেয়াপ্ত করা হইবে বলিয়া গুজরাট কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ভাবে মিঃ বল্লভভাই পেটেলের উপর সরকার এক নোটিশ জারী করিয়াছেন।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg. No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার ১৩৩৯, ১৩ই মে ১৯৩২

ডাক্তারের হাতে হাতকড়ি

চুরির দায়ে ভদ্র মহিলা

২ হাজার কর্ম্মীর মুক্তি

বে-আইনী লবণ তৈয়ারী

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

ফরিদপুরে ৯ জন নিহত

সিরাজগঞ্জে বিধবা বিবাহ

দিনাজপুর জেলে অনশন

ট্রেণ-ডাকাতির চেষ্টা

মাদ্রাজে শোচনীয় কাণ্ড

উত্তর কলিকাতায় ডাকাতি

নানা কথা

ডাক্তারের হাতে হাতকড়ি

হুগলী হইতে প্রকাশ, হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব ডিক্টেটর ডাঃ আশুতোষ দাস এম-বির প্রতি সংপ্রতি শ্রীরামপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট যে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন, গত ৮ই মে তাঁহার হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়া তাঁহাকে শ্রীরামপুর সাবজেল হইতে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

২ হাজার কর্ম্মীর মুক্তি

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত ডিসেম্বর মাসে সাধারণ ভাবে প্রায় দুই হাজার কংগ্রেস-কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহারা ভবিষ্যতে আর কংগ্রেসের কোন কাজে আত্মনিয়োগ করিবে না, এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতিপত্র লিখিয়া দেওয়ায় তাহাদিগকে আবার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে আরও অনেককে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে বলিয়া মনে হয়।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, সংপ্রতি মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ওয়া যে ফকিরহাট থানার এলাকাধীন মালতলী গ্রামে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, আল্লাবন্দী মোল্লা নামক জনৈক লোক রাত্রিতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল সেই সময় একজন লোক কোন রকমে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া তাহার দক্ষিণ চক্ষুর উপর গুলী করে। ফলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

ট্রেণ ডাকাতির চেষ্টা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ৭ই মে ভোর ৬টার সময় স্থানীয় পুলিস, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। ইতঃপূর্ব্বে এই ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে আরও তিনবার খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। এই বার লইয়া মোট ৪ বার এই বাড়ীতে খানাতল্লাস হইল। প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে যে শিলিগুড়ী গোয়ালন্দ যাত্রী গাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস হইয়াছে। প্রফুল্ল বাবুর আত্মীয় অনীরেন্দু সেনশর্ম্মাকে এই সম্পর্কে ইতঃপূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জে বিধবা বিবাহ

সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকাধীন ধানবন্ধী গ্রামে সিরাজগঞ্জ হিন্দু-সভার উদ্যোগে মাহিষ্য শ্রেণীর মধ্যে ১০ই মে রাত্রিতে একটি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী নাম্নী একজন ২০ বৎসর বয়স্কা বিধবার সহিত ৩৫ বৎসর বয়স্ক শ্রীযুত ভগীরথচন্দ্র দাস নামক জনৈক ব্যক্তির বিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, বি, সিরাজগঞ্জ হিন্দুসভার সভাপতি শ্রীযুত কুলকুণ্ডলিনীপ্রসাদ গুপ্ত বি, এল, সহ-সভাপতি কাপ্তেন পি. লাহিড়ী এম, বি, সম্পাদক শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার অন্নদাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এম, বি, ডাক্তার সারদাকিঙ্কর রায়, শ্রীযুত যোগেন্দ্র-নারায়ণ দত্ত বি, এল, প্রভৃতি বহু স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবাহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভুইনাগাতের শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী পুরোহিতের কার্য্য করেন এই বিবাহ লইয়া এই মহকুমার মাহিষ্য মধ্যে ২টি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	জলন্ধর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও প্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বহামহোৎসবাদি ভজনানুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজগবন্ধু ভক্তিদাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধুসূদন ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রমথগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার ভক্তাধি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবঙ্কবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলাকা প্রসাদ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীশ্যামলদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ... ব্রহ্মচারী ...

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরহরানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণশহর শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী

সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কূর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যাল

১৩ নং হনুমান রোড নিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবি আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্ম শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্না

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, ম

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ও ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্ম

(৩১) মদনগোপাল

কাঠালবাগান, ঢাকা, মা

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২২ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ৩০শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১৩ই মে ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ৩৯শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই এপ্রিল (১৯৩২) তারিখে শ্রীসরস্বতী পঞ্চমী তিথি ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ, শ্রীচৈতন্যমঠের, শ্রীযোগপীঠের, শ্রীবাস-অঙ্গনের ও শ্রীঅদ্বৈতভবনের সেবকবৃন্দ ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে একত্র সমবেত হইয়া ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আনুগত্যে কীর্ত্তনমুখে উক্ত তিথিপূজা সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পঞ্চতত্ত্ব এবং গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর বন্দনা ও জয়গানান্তে শ্রীকৃষ্ণভোগতাৎপর্য্যরহিত জড়বিদ্যালোচনার হেয়ত্ব এবং পরাবিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সুদৃঢ়া রতিপ্রদায়িনী পরাবিদ্যার পারতম্য-সূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের পরতমতা ও একমাত্র প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা আমাদের প্রথমতঃ চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়। দর্পণ ধূলিদ্বারা আবৃত থাকিলে যেমন তাহাতে কোন মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় না, তদ্রূপ আমাদের চিত্তদর্পণ যদি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ ধূলিদ্বারা আবৃত থাকে, তাহা হইলে কীর্ত্তন-সম্রাট আমাদের চিত্তপটে তাঁহার স্বরাজ্য বিস্তার করিবেন না। যথেচ্ছাচারিতারূপ অন্যাভিলাষ, ভোক্তৃঅভিমানরূপ কর্ম্ম এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা আত্মহননরূপ শুষ্ক জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেই আমাদের চিত্তদর্পণে সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৭ই মে শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে অসৎসঙ্গের কুফলবর্ণনমুখে বলেন,—"অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীর বশীভূত ও মূঢ় অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিলে জীবের সমস্ত গুণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অসৎসঙ্গপ্রভাবেই জীবের আর দুর্গতির সীমা নাই।

নিত্যকৃষ্ণদাস জীব দুঃসঙ্গ বশতঃ সেব্যপ্রভুর সেবাবিমুখ হইয়া যখন ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগপরবশ হন, তখন তিনি স্ত্রৈণ-পুরুষের সঙ্গপ্রভাবে নারীর অঞ্চলধৃক্ পুরুষের বহুমানন করেন ও তাহাকে গুরুজ্ঞানে স্বয়ং স্ত্রৈণ-শিষ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করেন।

মায়া নানাপ্রকারে বিভিন্নরূপ ধরিয়া জীবকে ভগবানের নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত করে; তখন জীব অজ্ঞতাবশতঃ মায়াগ্রস্ত হইয়া গৃহকে যোষিদজ্ঞানে, গৃহিণীকে আশ্রয় জ্ঞানে সেবা আরম্ভ করিয়া ভোগে প্রমত্ত হন। তখন তাহার যাবতীয় সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়। চেতনতার অপব্যবহার ফলে জীব ভগবৎ-সেবা পরিহার পূর্ব্বক স্ত্রীসেবারূপ অপবিত্রতায় নীত হন। ভগবৎসেবাবিস্মৃত আধিকারিক দেবাভিমানী ব্রহ্মা একদিন স্বীয় দুহিতার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হন। সেইকালে তাঁহার ভগবৎ-স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল।

জীব মাত্রেই বৈষ্ণব। বিষ্ণুর সেবা করাই তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম। ভোগ্যগণের মধ্যে বস্তুবুদ্ধিতে যোষিতের সঙ্গই বদ্ধজীবকে যেরূপ মুগ্ধ করে, তাদৃশ অভিনিবেশ অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যোষিতে আবদ্ধ জনগণ নিজের স্বরূপোপলব্ধি হারাইয়া সর্ব্বদা স্ত্রীর ভৃত্যগিরিতে দিনপাত করে। ঐ প্রকার স্ত্রীপাদতাড়িত ভৃত্যবর্গের সঙ্গক্রমে জীবের সেইরূপ রুচি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ ও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

বিগত ১৬ই বৈশাখ গেলেন্সাহাটনিবাসী জনৈক ভদ্রমহোদয়ের গৃহে শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতির সেবকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। বক্তৃমহোদয় বলেন,—"একসময় দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"আমি এতদিন জানিতাম, আপনিই একমাত্র সর্ব্বজীবের আদিপুরুষ,—পরম পুরুষ, আপনাকেই সকলে আরাধনা করিতেছেন ও করিবেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি আপনি নিজেই নিরন্তর আরাধনায় নিরত। বুঝিলাম, আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আরও কেহ আছেন, যাঁহার আরাধনায় আপনি পরমাবিষ্ট; অতএব তিনি কে, এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের কি প্রকার সম্বন্ধ ব্যক্ত করুন।" এতচ্ছ্রবণে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিলেন,—"হে বৎস! তুমি সেই পরাৎপর পরমপুরুষ অনাদির আদি সর্ব্বজীবারাধ্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা অবগত হইবার জন্য আমাকে প্রশ্ন করিয়া বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছ; যেহেতু আমি সেই অনাদিরাদি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তনে সুযোগ পাইলাম।'

ব্রহ্মা বলিলেন,—"বৎস নারদ! আমি এই বিশ্বস্রষ্টা হইলেও স্বপ্রকাশ ভগবানের বিশ্ব-প্রকাশের পুনঃ প্রকাশক মাত্র। তাঁহারই স্বীয় মায়াসংযোগে, তাঁহারই শক্তিতে, আমি এই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করি। সেই সৃষ্ট জীবগণ মায়া কবলিত হইয়া আমাকেই পরমপুরুষ ভগবান্ বলিয়া আরাধনা করায় মহাভ্রমে নিপতিত হইতেছে। যাহারা সেবাতৎপর নহেন, তাহারাই মায়াগ্রস্ত হইয়া হরিবৈমুখ্য সংসারাদি দুঃখ লাভ করেন। মায়া জীবগণকে ভগবদ্বিমুখ করিয়া রাখিতেছেন; ইহা যদিও শ্রীভগবানের অভিপ্রেত নহে, তথাপি কৃষ্ণসেবিকা মায়া, তাঁহার প্রভুর সেবায় বিমুখ জনগণকে অধিকতর বিমুখী করিয়া ত্রিতাপ জ্বালায় নিক্ষেপ করতঃ গৌণভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনোন্মুখী করিবার সহায়ক হন। কিন্তু তিনি নিজে ভগবানের নিকট বিলজ্জমানা হইয়া বহু দূরে অবস্থান করেন। যাহারা মায়াপিশাচীগ্রস্ত মতিচ্ছন্ন হইয়া বলেন, ভগবান্ মায়া মিশাইয়া আসেন বা তিনিও মায়াকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হন, তাহারা মহা অপরাধী—ভগবদ্বিদ্বেষী—নাস্তিক।"

কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রীহরিনাম

(৪)

কৃষ্ণ এই শব্দটী জড়জগতের কোন বস্তু নির্দ্দেশক আভিধানিক শব্দ-বিশেষ নহে। যেখানে 'কৃষ্ণ' এই আভিধানিক শব্দকে বাস্তব কৃষ্ণ নিয়া কল্পিত হইতেছে, কিম্বা 'কৃষ্ণ' এই বৈকুণ্ঠ নামপ্রভুকে জড়জগতের বস্তু সমূহের পরিচয় দিবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট আভিধানিক শব্দ-মাত্র বলিয়া গৃহীত হইতেছে, তদ্রূপ বিবর্ত্তাশ্রিত 'কৃষ্ণ'-নাম চৈতন্যের বিগ্রহ অধোক্ষজ কৃষ্ণ-নাম নহে। উহা জড়ে চিদারোপ চিদ্বস্তুতে জড়ারোপ মাত্র। অপরাধ মাত্র—কৃষ্ণ-মায়াকে কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম হইতেছে। সর্পে রজ্জু ভ্রম বা রজ্জুতে সর্প ভ্রম যে-প্রকার বিরুদ্ধ বিবর্ত্তের উদাহরণ তদ্রূপ অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামে জড় শব্দসামান্য বুদ্ধি বা জড় শব্দকেই বৈকুণ্ঠ-শব্দ বুদ্ধি এতদুভয়ই বিরুদ্ধ বিবর্ত্তাশ্রিত নামাপরাধ। নাম-গায়ক যাহাতে ঐ প্রকার বিবর্ত্তকবলিত না হয়েন তাহার জন্য শাস্ত্র শ্রীনামাবিজ্ঞানবিদ্ সাধুর নিকট হইতেই কীর্ত্তন শ্রবণের আদেশ দিয়াছেন।

ঐ প্রকার নামাপরাধ বহু জন্ম কীর্ত্তন করিলেও কীর্ত্তনকারীর কোন বাস্তব মঙ্গল লাভ হইবে না; বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ চাই। কারণ শাস্ত্র বলেন,—"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।" শ্রীগুরুপারম্পর্য্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-পথে অবতীর্ণ একমাত্র অনাহত বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণেই জীবের অশেষবিধ পাপরাশি ধ্বংসীভূত হয় এবং সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের সাধন-পরিপাকে ক্রমপন্থায় চতুর্ব্বর্গ-তুচ্ছকারী পরম প্রয়োজন পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা পর্য্যন্ত লাভ হয়।

সেই শুদ্ধ হরিনামের সেবা করিলেই সমস্ত ধ্যানপূজাদি সফল হইবে। হরিনাম-কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ধ্যান পূজাদির যত্ন দেখাইলেও অথবা নিবৃত্ত-অনর্থ মুক্তপুরুষের আনুগত্যে অর্থাৎ গুর্ব্বানুগত্যে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন না করিয়া বদ্ধাবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও, ভাগবত-কথিত নিরস্ত কুহক বাস্তবসত্য বস্তুর সহজ ধ্যান বা কীর্ত্তন হইবে না। তাহা মনের কারখানায় তৈয়ারী মায়িক পুতুলের মায়িক নাম কীর্ত্তন হইয়া যাইবে, তাহাদ্বারা হরি-নামাভিন্ন-বিগ্রহ হরিকে পাওয়া যাইবে না।

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

সাধুই শুদ্ধভাবে শুদ্ধ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন। সাধুর কীর্ত্তিত নাম আমরা শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ করিলেই মায়া-মুক্তিক্রমে আমাদের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হইবে। লব্ধ-স্বরূপ জীবের শুদ্ধচিত্তেই শ্রীহরিনাম-প্রভু স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥"

শ্রীহরিনাম অধোক্ষজ বস্তু। জৈব ইন্দ্রিয় সমূহ শ্রীহরিনামের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। শ্রীহরিনাম জৈবেন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু নহেন, কিন্তু জীব যখন স্বীয় জড়াহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনাম প্রভুর শ্রীপাদ-পদ্মে প্রণতি বিধান করেন তখন সেই শরণাগত ভক্তের শুদ্ধ জিহ্বাকর্ণ হরিনাম সেবার যোগ্যতা লাভ করেন। তাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীহরিনাম প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন এবং সেই শুদ্ধনাম গ্রহণ ফলেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি চেষ্টা দ্বারা যে অধোক্ষজ ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সেই অজিত ভগবানকেও জয় করিতে পারা যায়—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রি-
লোক্যাম্॥

শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করিতে হইলে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। হরিজনগণের স্বভাব বর্ণনপ্রসঙ্গে গীতা বলিয়াছেন—"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাম্" ইত্যাদি।

শ্রুতি বলেন—"এতৎ সামগায়ন্নাস্তে"। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

"মন্ত্রতন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব॥"
"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো
মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং
ব্রজেৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের পথ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম অথচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদানকারী। অন্যান্য সাধনে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের কোন এক বর্গ লাভ সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু শ্রীনামভজনে জীব উক্ত চতুর্ব্বর্গ ফলের সহিত পঞ্চমপুরুষার্থ (যাহা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামীর সম্পূর্ণ অজ্ঞান) 'কৃষ্ণপ্রেমা' পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন।

চতুর্ব্বর্গ ফলকামী ব্যক্তির অধিকার অনুপাতে বেদশাস্ত্র অন্যান্য গৌণ সাধনের উপদেশ করিলেও মুখ্যভাবে শ্রীনামভজনেরই উপদেশ দিয়াছেন—আমরা সেই বেদ-মন্ত্র উদ্ধার পূর্ব্বক বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্-বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।

২। ওঁ তৎ সৎ ওঁ পদং দেবস্য নম সাব্যন্ত শ্রবস্য শ্রব আপন্ন মৃক্তং নামানি চিদ্দাধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ন্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ॥

৩। ওঁ তমু স্তোতারঃ পূর্ব্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন। আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন সুমতিং ভজামহে।

[ঋগ্বেদ মন্ত্র]

অর্থাৎ হে বিষ্ণো! আমরা তোমার 'বিষ্ণু' এই নাম জানিয়া, তোমার নাম চিৎস্বরূপ সর্ব্ব প্রকাশক, পরব্রহ্ম পরমানন্দ স্বরূপ ইহা বুঝিয়া এবং ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার নামোপাসনা করি।

আত্মস্বরূপ তুমি যেমন দুর্জ্ঞেয় তোমার নাম ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাদৃশ দুর্জ্ঞেয় নহে। তোমার নামের দ্বারাই তোমার আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং সেই জন্য আমরা তোমার নাম ভজন করি।

হে পরম পূজ্য! আমরা তোমার পদারবিন্দে বহুবার নমস্কার করি। তোমার পদানুধ্যানে, তোমার নামকেই ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া তোমার সাক্ষাৎকার লাভজনিত পরম মঙ্গল লাভের জন্য তোমার অপ্রাকৃত নামেরই স্মরণ গ্রহণ করি। তোমার এই নামই ভক্তগণের চিত্তশোধক। তোমার নামই পরব্রহ্মস্বরূপ। হে বিষ্ণো, তুমিই সুপ্রসিদ্ধ ভগবান্। আমরা তোমার নামের দ্বারাই তোমার স্তব করি।

হে বিষ্ণো, আমরা অন্য কোন প্রকারে তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহি, কেবল তোমার নামই ভজনা করি। ইহাতেই তোমার স্মরণ মননাদি সর্ব্বপ্রকারে উপাসনা সিদ্ধ। অতএব তোমার শ্রীনামই আমাদের উপাসনার একমাত্র বিষয় হউক।

শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন, আর শ্রীবিগ্রহ হইতে অভিন্ন তদীয় শ্রীনাম আরও অধিক জয়যুক্ত হউন, যেহেতু সেই অতীন্দ্রিয় নামাশ্রয়েই অতীন্দ্রিয় বস্তু শ্রীহরিকে লাভ করা যায়।

হরি ওঁ তৎ সৎ

সন্দেহ নিরসন

(৩)

চামড়ার থলিয়া যদি গুরু হয়, তবে গোস্বামীদের বৃথা পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থাদি প্রণয়নের লাভ কি ছিল? গীতা, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবতআদি সাত্বত শাস্ত্র দর্শন বা মহাজনমুখ হইতে শ্রবণের অভাবে আমাদের মূর্খতাই এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ দোষী।

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও গুরুতে মানববুদ্ধির মত গুরুতম পাপ আর ত্রিজগতে আছে কি? অতএব কোন গুরুর বংশ বা উত্তরাধিকারসূত্রে বা দানবিক্রয়াদি দ্বারা সম্বন্ধিত ব্যক্তিবিশেষের কুল অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয়-গুরু-লক্ষণযুক্ত না হইয়াও গুরু থাকিবেন এবং শিষ্যবংশের শাসন গ্রহণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগ্রাহ্যভাবে ব্যবহারেও পারমার্থিক সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহার প্রমাণ কোন শাস্ত্রে বা মহাজনগণের সদাচারে নাই, পরন্তু বিপরীত ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। গুরুর পরীক্ষা ও শিষ্যের পরীক্ষা ব্যতীত পরস্পরের সম্বন্ধদ্বারা বর্ত্তমানে জগতে এই প্রকার গুরুচার্য্যের অযুগ দলের প্রাবল্য নানাবিধ অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বাগ্রে গুরুতত্ত্বটী উত্তমরূপে শ্রবণ, অধ্যয়ন, বিচার, অনুশীলন করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই কি?

সম্প্রদায়-বৈভব-পরীক্ষার ফল

স্থান শ্রীচৈতন্যমঠ
কাল—২০শে ফাল্গুন ১৩৩৭,
৪৪৪ গৌরাব্দ

মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী।

২। শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী শ্রীভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও গন্ধগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তরসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে ধন্য হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত রসতত্ত্বার্থী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহভাজন আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমচ্ছ্রীধরাচার্য্য-কৃতা ভাবার্থদীপিকা টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ, উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'নিয়মাক্ষি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', প্রেমাঙ্কুরের 'সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়', ''সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'মাতৃ-স্মৃতিবিধি অনুষ্ঠ পালা', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক-চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরতিবৃদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলায় ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., পিএইচ. ডি., বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র সম্বলিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (২১) সবুজ বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাখ্যাবিষয় সহ বহুত উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তি মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্বদ্গোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার সহ বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আদর্শ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৷৹, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রানুকূল আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। ৯৷১০ বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে হাফটোন ব্লক, ছাপা হয়।	বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য	লেটার হেডিং মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বোসপাড়া ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীবরীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পানিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিঃ ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উকিলের গৃহে বোমা বিদারণ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, সোয়ানার সহরের উকিল শ্রীযুত পোকলীর গৃহে এক বোমা বিদারণের ফলে একটী বালিকা জখম হইয়াছে। ঐ সহরটী নাগপুর হইতে প্রায় ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

ডাক্তারের বিপদ

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে সঙ্কটশক্তি আইনানুসারে এই মর্ম্মে এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে এক মাসের জন্ত তিনি যেন এই জিলার বাহিরে কোথায় অবস্থান না করেন. ইতঃপূর্ব্বেও তাহাকে এই আইনানুসারে একবার আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

ছোরার আঘাতে মৃত্যু

মাদ্রা হইতে প্রকাশ, সামকান্ত নামে এক ব্যক্তি ইউনিয়ন বোর্ড নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে ছোরা বিদ্ধ হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইনি একজন ধনশালী ব্যক্তির পুত্র। এই ঘটনার সংস্রবে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে শোচনীয় কাণ্ড

ত্রিপাঠী হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত লাছুরাম গঙ্গারাম নামক জনৈক বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁহার কেরাণীকে সঙ্গে লইয়া মাদ্রাজে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গমন করেন। মাদ্রাজ হইতে তাঁহার মৃতদেহ এখানে আনা হইয়াছে। প্রকাশ, তিনি মাদ্রাজের গোডাউন ষ্ট্রীটে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দিনাজপুর জেলে অনশন

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, রাজবন্দীরা স্থানীয় জেলে ৪ দিন প্রায়োপবেশনে ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের অভিযোগ দূর করিবেন এই আশ্বাস দেওয়ায় তাঁহারা গত ৭ই মে প্রভাতে অনশন বন্ধ করিয়াছেন।

এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই লইয়া স্থানীয় জেলে ৪ বার প্রায়োপবেশন করা হইল।

উত্তর কলিকাতায় ডাকাতি

জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর এ ফজলুল করিম গত সোমবার এক ডাকাতির মামলার উপসংহার করিয়াছেন। এই মামলায় গৌরীশঙ্কর বৈজনাথ ক্ষেত্রী, শিউপ্রসাদ ব্রাহ্মণ এবং গণেশ বেনিয়া ছোরা মারিবার ভয় দেখাইয়া রামনারায়ণ যোশী নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে জোড়াপুকুর স্কোয়ারের নিকটস্থ সেন্ট্রাল এভেনিউতে নগদ ১০ টাকা, একটা সোনার আংটি এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ কাড়িয়া লওয়ায় অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট গৌরীশঙ্করের প্রতি ১ বৎসর, গণেশ বেনিয়ার প্রতি ২ বৎসর এবং বৈজনাথ ও শিউপ্রসাদের প্রত্যেকের প্রতি ১৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

বীভৎস কাণ্ড

কাঁথি হইতে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার রাত্রিতে গ্রামের কয়েকজন লোক ননীগোপাল হাজরাকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া লইয়া যায় ও তাহারা তাহাকে তাহাদিগের সহিত একটা বাড়ীতে ডাকাতি করিতে বলে। ননীগোপাল তাহাদের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় তাহারা তাহাকে এমন গুরুতরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করে যে, তাহাতেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তারপর তাহারা তাহাকে মৃত মনে করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় সেখানে কয়েকজন লোক আসিয়া পড়ে। তাহারা তৎক্ষণাৎ ননীগোপালকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়।

ফরিদপুরে ৯ জন নিহত

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, জিলা বোর্ড ও দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুত প্রমথনাথ গুহ একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইতেছেন :—

গত বৃহস্পতিবার হরিরামপুর ও আর ৫টি গ্রামে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা বহিয়া যাওয়া সংবাদ পাইয়া আমি গত মঙ্গলবার উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনে যাত্রা করি। গ্রামবাসীদের দুঃখ কষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাহারা একেবারেই গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। লোকের বাড়ী ঘর বৃক্ষাদি ও ফসলসমূহ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৯ জন লোক ও ১২টি গরু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রায় ১০০ শত লোক গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। কয়েকজনের অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন। উপদ্রুত অঞ্চলের লোক গত ঝড়ায় সমস্ত সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। জিলা বোর্ড ও দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতির পক্ষ হইতে আমি গ্রামবাসীদিগকে চাউল ও ঔষধ প্রদান করিয়াছি। বাহিরের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। সাহায্য যতই অল্প হউক না কেন, তাহা ধন্যবাদের সহিত যথারীতি গৃহীত হইবে।

মহিলা কর্ম্মীর কারাদণ্ড

বেনারস হইতে প্রকাশ, দিল্লী কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গ্রেপ্তার হইলে শোভাযাত্রা বাহির করার জন্ত ২৪শে এপ্রিল শ্রীমতী কমলা দেবী নামে কাশীর যে বিশিষ্ট মহিলা কর্ম্মী গ্রেপ্তার হন, তিনি গত ৭ই মে ২ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি দার্জ্জিলিঙ্গের এম, সি, দাসের সহধর্ম্মিণী, ইহারা কিছুকাল এডিনবার্গে বাস করেন, তথায় ডাঃ দাস চিকিৎসা কার্য্য করিতেন।

কেদার সিং নামক একজন অল্পবয়স্ক বালক কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য করিবার জন্ত কোন গ্রামে গ্রেপ্তার হয়, বেনারস জিলা জেলে গত মঙ্গলবার তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারক তাহার অল্প বয়স দেখিয়া তাহাকে ৪ বৎসরের জন্ত সংশোধনাগারে পাঠাইয়াছেন।

শ্রীমতী সুবর্ণ বালা দেবী ও বীণাপাণি দেবী কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও শেষোক্ত ব্যক্তি ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও শেষোক্ত ব্যক্তি এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ড অথবা আর ৩ সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সিমলায় বাঙ্গালার গভর্ণর

সিমলা হইতে প্রকাশ, বাঙ্গালার গভর্ণর ১২ই মে সিমলায় পৌঁছিয়াছেন এবং ১৫ই মে সিমলা ত্যাগ করিবেন।

যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর ১৩ই মে সিমলায় পৌঁছেন এবং ১৫ই পর্য্যন্ত সিমলায় অবস্থান করিবেন।

রাজপ্রতিনিধি এবং লেডী উইলিংডন ২০শে জুন এক উদ্যান ভোজের ব্যবস্থা করিবেন।

দিল্লীর সহিত বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় সহরের টেলিফোনের সংযোগ ঘটাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। মাদ্রাজের সহিত দিল্লীর যে যোগ স্থাপিত হইবে উহা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ লাইন। বোম্বাই কলিকাতার যোগ স্থাপনের লাইন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডকে টেলিফোনে সংযুক্ত করিবার চেষ্টাও শীঘ্র হইবে।

চুরির দায়ে ভদ্র মহিলা

আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নপূর্ণা দেবী নাম্নী জনৈক ভদ্র মহিলাকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। প্রকাশ, উক্ত মহিলা কোনও প্রতিবেশীর নিকট হইতে সাময়িক কোনও উৎসব উপলক্ষে গহনা চাহিয়া আনিয়া তাহা আর প্রত্যর্পণ করেন নাই।

উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিচারপতি মল্লিক ও বিচারপতি রেমফ্রির এজলাসে আবেদন করা হইলে বিচারপতিদ্বয় মহিলাটিকে জামিনে মুক্তি দিয়া রুল জারী করিয়াছেন।

বে-আইনী লবণ তৈয়ারী

বারুণী গ্রামে বে-আইনী লবণ তৈয়ারী করিবার অপরাধে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুত ক্ষীরোদবরণ চাটার্জ্জীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সংপ্রতি সংশোধিত ফৌজদারী ধারা অনুসারে তাহাকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। গত আন্দোলনের সময় তিনি খুলনা ডিষ্ট্রীক্ট কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ভাবে কাজ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার প্রতি এক বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ট্রেণে রিভলভার প্রাপ্তি

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট লাইসেন্সশূন্য রিভলভার রাখার অভিযোগে ত্রিপুরা জেলার পোড়ার সিদ্দিকার রহমনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন। গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে নোয়াখালি রেলওয়ে ষ্টেশনের ট্রেণে সন্দেহজনক ব্যক্তিগণের প্রতি নজর রাখার কথা উঠে, উক্ত ব্যক্তির দেহ খানাতল্লাস করা হইলে একটি রিভলভার পাওয়া যায়। আসামী নাকি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক স্বীকারোক্তি করিয়াছে। তাহাতে সে বলিয়াছে যে তাহার এক পরিচিত ব্যক্তি রিভলভারটি লইয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে বলিয়াছিল।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

"দৈনিক পত্র"

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ৩১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৪ই মে ইং ১৯৩২ শনিবার। | ৬০শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১১ই মে বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তনমুখে বলেন,—"চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। পরমকরুণাময় অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত জীবের আর দ্বিতীয় মঙ্গলজনক পথ নাই। অসদ্বিষয়ে আসক্তিই জীবের দুঃখময় সংসার-বন্ধনের কারণ কিন্তু উহাই আবার সাধুগণের প্রতি বিহিত হইলে মোক্ষের দ্বারস্বরূপ। যে সাধুগণের সঙ্গ বা সেবা করিলে জীবের সর্ব্বানর্থ বিদূরিত হইয়া নিত্যমঙ্গলের উদয় হয়, সেই ভগবৎপ্রিয় সাধুগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা নিষ্কাম অতএব শান্ত, সহিষ্ণু, দান্ত—জগজ্জীবের মঙ্গলপ্রদাতা, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট, ত্যক্তস্বজনবান্ধব ও সর্ব্বদা শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রত।

—

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে দুঃসঙ্গ জনিত সমস্ত দোষ বিদূরিত হয় ও ভগবানের বীর্য্যজ্ঞাপক হৃৎকর্ণরসায়ন কথার আলোচনা হয়। জীব ঐ সকল কথায় শ্রবণফলে অতি সত্বর শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম লাভ করেন। শ্রীহরির প্রতি আত্মার যে নিষ্কাম স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহা মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ও সালোক্যাদি মুক্তি দাসীর ন্যায় ভগবদ্ভক্তের অনুগমন করিলেও অব্যভিচারী সেবক মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলপ্রাপ্য স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠলোক কালক্ষোভ্য বা অনিত্য নহে। ভগবদ্ভক্ত নিত্যকাল নিত্য ধামে বাস করিয়া সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করত গুরুপাদপদ্মে আত্মনিয়োগ করিয়া একান্তভাবে ভগবদ্ভজনপরায়ণ তাঁহারাই ঐরূপ সেবালাভে সমর্থ।

—

ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি সকলেই ভগবানের অধীন। ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই সংসারভয় নিবারণ করিতে পারেন না। আবার শুদ্ধ ভক্তিযোগ ব্যতীত ভগবানের কৃপালাভ হয় না বা চিত্ত স্থির হয় না। অতএব ভক্তিযোগ লাভের একমাত্র উপায় যে মহৎসঙ্গ বা মহতের সেবা, জীবমাত্রেরই সেই দেবদুর্ল্লভ বৈষ্ণবসঙ্গ লাভের জন্য ও তাঁহাদের প্রীতিবিধানার্থ কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়; তাহা হইলে সেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপায় আমাদের চিত্ত স্থির অনিবার্য্য ও সেবানন্দ লাভ অবশ্যম্ভাবী।

—

কিছুদিন পূর্ব্বে খুলনা জেলার অন্তর্গত বাঁকাভবানীপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ অধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে বাগেরহাটের ভূতপূর্ব্ব উকীল, স্থানীয় জমীদার শ্রীযুক্তবাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁকা ভবানীপুরস্থ বাটীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বক্তৃতা প্রদান করেন।

—

স্বামিজী বলেন যে, কৃষ্ণনাম মুক্তকুলেরই উপাস্য। দ্বাদশ বৈষ্ণব এবং তাঁহাদের অনুসরকগণই কৃষ্ণনামের উপাসনা করিতে পারেন। অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণকে যাঁহারা জানেন তাঁহারাই ভক্ত বলিয়া খ্যাত। সচ্চিদানন্দ একমাত্র প্রাণারাম বস্তু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই "রসো বৈ সঃ" বাক্যে উদ্দিষ্ট।

—

অদ্বয়জ্ঞান বস্তুই একমাত্র বেদ্য। শুশ্রূষু ও কৃতিগণ সদ্য তাঁহাকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন। ভগবান্ কল্পিত বস্তু নহেন। তাঁহার পরিণাম বা বিকার নাই; তাঁহার শক্তির পরিণাম আছে। যাঁহারা ভগবচ্ছক্তির পরিণাম স্বীকার করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব।

—

চিজ্জগতে বিচিত্রতা নিশ্চয়ই আছে, নচেৎ এজগতে বিচিত্রতা কি করিয়া আসিল? এ জগতের বিচিত্রতা চিজ্জগতের বিচিত্রতার বিকৃত এবং হেয় প্রতিফলন।

—

নিজসুখতাৎপর্য্যহেতু আমরা ভৃত্যকে বেতন দিই এবং দেবতাগণকে উৎকোচ প্রদান করি। উভয়তঃ ভক্তির কোন কথা নাই, কেবলমাত্র বণিগ্বৃত্তিরই তাণ্ডব লীলা পরিদৃশ্যমান।

—

বৃন্দাবনে যে লীলা হয় তাহাতে ইহ জগতের ন্যায় সেবকের আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার অবকাশ নাই। সেখানে সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সকলকেই আকর্ষণ করেন। সেখানে সমস্তই অপ্রাকৃত; ইহ জগতের হেয়তা, অবরতা এবং কালক্ষোভ্যতা বর্জ্জিত সে স্থান।

—

আচার্য্যগণ আমাদিগকে শাসন করেন, তাঁহারা আপনি ধর্ম্ম আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দান করেন।

—

আমরা প্রাকৃত সম্ভোগে মত্ত হইয়া চিল্লীলাকে জড় লীলার সহিত ভ্রম বশতঃ এক মনে করি। ফলে আমরা চিজ্জগতের উৎকর্ষ অনুভব করিতে না পারিয়া আউল, বাউল প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া অধঃপতিত হই।

—

কৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহ বিষ্ণু। বস্তুতঃ কৃষ্ণ ও বিষ্ণু একই, কিন্তু রসভেদে পার্থক্য আছে।

—

যে বস্তুকে ভগবান্ বলি তাঁহাকে সাকার বলিলেও ভুল হয়, আবার নিরাকার বলিলেও ভুল হয়। তিনি যুগপৎ সাকার ও নিরাকার হইবার ক্ষমতার অধিকারী।

—

যাহারা ভাগবত পাঠ করিয়া উদর পূরণ করিবার প্রয়াসী তাহাদের দ্বারা ভাগবত পাঠ হয় না। ভাগবত সেব্য বস্তু। অধোক্ষজ বস্তুর জ্ঞান যে সমস্ত মহাত্মার আছে তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের আদর করেন। শাব্দিক অবতারের অনুশীলনকারী ব্যক্তিগণ ভাগবত বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই "কৃষ্ণ" শব্দের অর্থ অবগত আছেন।

—

সন্দেহ নিরসন

(৪)

আর একটী বিশেষ কথা এই যে, গুরুদেব অভিন্ন নিত্যাইচাঁদ। শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশে দেখা যায় যে, যে মহাজনের নিকট কাহারও অপরাধ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকটেই অপরাধ ক্ষমা-প্রার্থনা করাইয়া মহাজনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কেন? তিনি ত' স্বয়ং কৃষ্ণ, সকলেরই অন্তর্য্যামী, অতএব নিজেই সংশোধন করিতে অনায়াসে সমর্থ ছিলেন, তথাপি অনুগবর্গের দ্বারা এই রূপ নিয়মানু-বর্ত্তিতা দেখাইলেন কেন? অতএব আমাদের যদি পূর্ব্বেই পারমার্থিক গুর্ব্বাশ্রয় সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইলে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ সর্ব্বান্তর্য্যামী এই গুরুদেব আমাদিগের ভ্রম ধরাইয়া দিলেন না কেন? অথচ গুর্ব্বপরাধী নারকী আমাকে অঙ্গীকার করিয়া তিনিও কি পূর্ব্বাচার্য্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন অপরাধে লিপ্ত হইলেন? আমার ন্যায় নারকীকে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মন্ত্রজীবের মত প্রতিষ্ঠাদি লাভের অপেক্ষা আছে এইরূপ মর্ত্ত্যবুদ্ধি লইয়া মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অভিন্ন-বলদেবের বিচারই আমাদের যাবতীয় দুর্দ্দৈবের মূল হইলেও আমরা কি জ্ঞাতসারেই তাহা করিতে থাকিব? আরও একটি বিচার, ধরিলাম পূর্ব্বের কুলগুরু সত্যই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, সমুদয় শাস্ত্রীয় গুরুলক্ষণে অলঙ্কৃত এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী নহেন, অথচ আমার হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেন, তাহা ত' বহুদিনের বিষয়তাপে শুষ্ক হইয়া বিনাশ পাইল। আমি তাঁহার বীজে, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বারি সেচন করি নাই বা অনর্থ, কুটিনাটি আগাছা উৎপাটন করি নাই, অথবা উপযুক্তরূপে অর্চ্চনাদি খাদ্যে পুষ্টি করিবার যত্ন করি নাই; তাহার দশা কি হইল, সংক্ষেপে অনুমেয়। সুতরাং পুনর্ব্বার সংস্কারের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে বলিতে পারেন; প্রাকৃত বীজের তুল্য তাহা বিনশ্বর নহে, তথাপি বৃহৎ প্রস্তরাকৃতি পুঞ্জীভূত অপরাধসমূহ অঙ্কুরো-দ্গমে বিঘ্ন করিয়া রাখিয়াছে, পুনরায় বলদেব সেই প্রস্তর অপসারিত না করিলে উপায় কি?

গুরুদেব যোগ্য শিষ্যকে তাপ, পুণ্ড্র, মন্ত্র, নাম ও যাগ এই পঞ্চ সংস্কার দিয়া দেহ অপ্রাকৃত করেন। কৌলিকগুরু মন্ত্র মাত্র দিলেন, তথাপি তিনি ত' আমাকে অঙ্গীকার করিলেন না। আমি যেই শূদ্র, মুচি, চণ্ডাল, তাহাই থাকিলাম। অমেধ্য পদার্থাদি পূর্ব্ববৎ আমার অবি-চারেই খাদ্য থাকিল। শ্রীবিগ্রহ পূজা ত' দূরের কথা, স্পর্শাধিকারও আমায় দিলেন না। বিশেষতঃ এই প্রকার শিষ্যক্রববংশ অনাদি অনন্ত কালের জন্য তথাকথিত কুলগুরু-বংশের বাণিজ্য-কার্য্যে সহায়ক থাকিলেন। এইগুলি কোন্ শাস্ত্রানুমোদিত বিচার? কেবল পরম্পরা আচরিত এই অজুহাতে মূর্খতাই কি চিরকাল বিধান-মধ্যে গণ্য হইবে? শাস্ত্রজ্ঞানহীন বা শাস্ত্রে অশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ উদ্ভট ব্যবহার প্রচলিত রাখিয়া আপনাদিগের আগ্রহক দল পুষ্ট করিবার স্বাভাবিক প্রয়াস করিবেই; তাহাতে সদ্গুরুর আশ্রিতগণের কিছু আসিয়া যায় না।

মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে ১৭৯ তম অধ্যায়ে ২৫শ শ্লোকে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

ভোগ্য বিষয়ে লিপ্ত, কর্ত্তব্যবিমূঢ়, এক-মাত্র হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি নাম মাত্র গুরু শব্দে পরিচিত হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগই বিধি। লোভী বা কেবল খাতিরে দীক্ষাদাতা ও দীক্ষিত ব্যক্তি উভয়েই অভিশপ্ত হন। অক্ষয় নরক তাঁহাদের স্থান। "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ বিষ্ণু-পরায়ণস্য অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ মনোবৃত্তিদ্বারা শাস্ত্রীয় বিধানে শ্রীকৃষ্ণতোষণের অভাব ঘটিলে তাঁহার ত্যাগ শাস্ত্রবিহিত।

প্রাকৃত জগতে দেখা যায়, শিষ্যের যোগ্যতা বৃদ্ধিক্রমে অধিকার বাড়িলে, ন্যূনাধিকারে প্রতিষ্ঠিত আচার্য্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অধিকারে স্থাপিত আচার্য্যের নিকট অভিগমনে অনুমতি দিয়া তাঁহাকে আপন অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানবান্ দেখিতে পাইলে অধিক সুখ উপভোগ করেন। কিন্তু মৎসর গুরুব্রুব শিষ্যের বৃদ্ধিতে আত্মমর্য্যাদা পাছে হীন হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় অনন্তকাল তাঁহাকে আপন অধীনে রাখিবার চেষ্টায় স্বাতন্ত্র অধিকার-গুলি প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ থাকেন। পারমার্থিক ব্যাপারেও অধুনা মাৎসর্য্যবশে ঈদৃশ ব্যবহার কলির উপযোগিরূপে প্রচলিত থাকিয়া গৌরব পাইয়া আসি-তেছে। আমাদের অনাচার-দোষে বা মূর্খতায় কোন পারম্পর্য্য কদাচার কদাপি শাস্ত্রবিহিত বলিয়া চলিতে পারে না।

আমরা গুরু স্বীকারকালে প্রণতি-পূর্ব্বক তৎপ্রদত্ত তিলকাদি স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং গুরুদেবের প্রদত্ত তিলকের অমর্য্যাদা দ্বারা গুর্ব্বপরাধ সঞ্চয় করিয়া কদাপি কেহ হরিভজন বা পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং যদি আমাদের সদ্গুরুর আশ্রয় বিচারে স্বীকৃত হয়, তবে তিলক বিচারও মীমাংসিত হইয়া যায়।

শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম, সনক, এই চারি সম্প্র-দায়ের চারিপ্রকার তিলকের অর্চ্চামূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যমঠে সকলেই মন্দির চূড়ায় দর্শন করিয়াছেন। আবার গৌড়ীয় সম্প্রদায়েও হরিমন্দিরাকৃতি ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের প্রচলন রহিয়াছে তাহাও গৌড়ীয় ও চৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের শীর্ষে শোভিত আছে। শাস্ত্রোক্ত হরিপদাকৃতি ও হরিমন্দিরাকৃতি এই উভয় তিলকই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে গৃহীত দেখা যায়। যথা পদ্মপুরাণে—

একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি॥

আবার—

নাসাদি কেশপর্য্যন্তং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্॥

শ্রীহরিমন্দিরতিলকই চিরপ্রসিদ্ধ, শ্রীমন্মহাপ্রভুরগণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক। তবে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরাধারাণী-কৃপা-বেশে শ্রীনূপুরাঙ্কিত পুণ্ড্রবিধান পাইয়াছেন বা শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভু কোন কারণে ঈষৎ পৃথগাকার তিলকের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ বিষয় সাম্প্রদায়িক কলহ ব্যর্থমাত্র। কৃপাবিষ্ট মহাজনগণ কাহারও বাধ্য নহেন। সুতরাং তত্তৎ-শিষ্যকুলমধ্যে সাম্প্রদায়িক তিলকের প্রচলন অনিবার্য্য। অতএব আমাদের গুরু নির্ব্বাচনই তিলকধারণের প্রমাণ। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের হিরণ্যকেশীয় শাখায় উক্ত আছে—"হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্। মধ্যে ছিদ্রং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ ভবতি॥" অর্থাৎ যাঁহার শরীরে হরিপদচিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তিনি ভগ-বানের প্রিয় হয়েন এবং তিনিই পুণ্যশীল। মধ্যস্থলে ছিদ্রযুক্ত ধারণ করেন, তিনি মোক্ষলাভ করেন।

তিলকসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব অবরত্ব বিচার কেবল ত্রিপুণ্ড্রাদির সহিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের প্রকারভেদমধ্যে কোন বিচার শাস্ত্রে আছে কিনা, আমি জ্ঞাত নাই। বৈষ্ণবের পক্ষে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই বিহিত। ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিত ললাট দর্শনে সচেল স্নানের বিধান স্কান্দে দৃষ্ট হয়। তাহা শ্রীহরির প্রীতির কারণ নহে।

অশ্বত্থপত্র, বংশপত্র বা পদ্মকলিকার স্মার্ত্তসম্মত ও আসুর। উহা শুক্রাচার্য্যাদির দ্বারা প্রসূত ও নিষ্ফল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সাময়িক পত্রিকা মধ্যে সমস্ত বিচার লেখা অসম্ভব। বিশেষ বিচারের আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পণ্ডিতবর্গকে বাটীতে আহ্বান করিয়া অথবা শ্রীমঠে উৎসবাদিকালে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে পারিবেন। মোটের উপর আমাদের হৃদয়ের দৃঢ়তার মূল যত অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ব্যবহারিক জগৎ ক্রমে ততই নিস্তেজ হইতে থাকিবে। ঐকান্তিকতা, শরণাগতি সদাচারের সহিত কৃষ্ণপ্রীতিহেতু গুর্ব্বানু-গত্যে শ্রীহরিসেবা করিতে থাকিলে সঙ্ক-বিপদ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইবে। জীবন পণ করিয়া শ্রীগুরুচরণ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। তিনিই আমাদের সমুদয় ভজনবিঘ্ন বিনাশ করিবেন। বিঘ্ন উপস্থিত হইলে আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের ঐকান্তিকতা পরীক্ষার্থ গুরুপাদপদ্মেরই কৌশল-বিশেষ মাত্র।

শ্রীধাম-শোভা

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থান এবং তাঁহার বিচিত্র বিলাসভূমি এই শ্রীধাম মায়াপুরে স্বেচ্ছাময় ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রাগারে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে স্বীয় প্রকট-লীলা বিস্তার করিয়া কলিহত জীবের উদ্ধারের উপায় স্বীয় জীবনে আচরণ দ্বারা জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন ত্রিগুণময়ী জড় মায়ার অধিকৃত বিমুখ মোহিনীজালাবৃত ভূমিতে অপ্রাকৃত লীলাবিলাসপরায়ণ শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-ক্ষেত্র হইতে পারে না, তাই তিনি নিত্য-কালেই মায়ার পরপারে অপ্রাকৃত ধামে পারকরসহ লীলারসাস্বাদন করিয়া থাকেন।

অপ্রাকৃত শ্রীনবদ্বীপধামকে যদি আমরা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত ভাবিয়া মনে করি বা প্রাকৃতত্বে আরোপ করিয়া বিচার-পরায়ণ হই তাহা হইলে আমাদের শ্রীধাম-শোভা দর্শন ত হইবেই না পক্ষান্তরে অপরাধ সঞ্চিত হইয়া আমাদিগকে বিষম অনর্থে নিপাতিত করিবে। প্রাকৃত অভিমান সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত— শ্রীধাম-প্রদর্শনকারী প্রকৃত মহান্ত গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীধামের একটী ধূলি-কণাও আমার দর্শন হ'তেছেনা।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফসেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

সম্পূর্ণ ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-ব্যাধি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীরূপ-পদকমলের সৌন্দর্য্যদর্শন ও সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীরূপকথামৃতের পান, অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন, তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তরসের তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ধন্য হউন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী রূপানুগবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বীয় সম্পাদনে তদীয় স্নেহবিগ্রহ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে নূতন টাইপে ছাপা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থ-বিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবৃহৎ তাৎপর্য্যাদি বিবৃত, শ্লোকসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ, উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৮৲; দশম স্কন্ধ ১২৲; ... ৮০৲।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের যাবতীয় কার্য্য পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণপ্রান্তে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাঁহারা এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাঁহারা গোস্বামি-মহারাজের জীবনী প্রকাশিত হইলে ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ জীবনীর কিছু পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন তাহা খণ্ড খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। গত ফাল্গুনী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আচার্য্যপ্রকট-বাসরে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য', 'পবিত্রতা ও নির্গুণতা,' 'নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ', 'উজ্জ্বাব্রতের নিয়ম ও নিরমাগ্রহবিচার', 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'গ্রহণকালে বৈষ্ণবভক্তের কৃত্য', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃ-কৃত্যের স্বরূপ', 'প্রেমারুরুক্ষুর 'ঠকুতাই প্রয়োজনীয়', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী বাদ', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'প্রাকৃত-প্রীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'দুঃসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ভক্তের কৃত্য', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'নৃমাত্রাধিকার', 'ভজনকারীর জ্ঞাতব্য', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'বিষয়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—এই ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও চৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ...

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়, গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অধিকার-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যোচিত ... কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মতবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীগৌরদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," ধর্ম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরতিবৃত্তি, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', ধর্ম্মধ্বজিতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ। গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের অনুকম্পার প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুদ্রোহ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একখানা গ্রন্থ ভাল করিয়া জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নব সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্ বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আত্মনিবেদন প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। শ্রীগৌড়ীয় প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

দৈনিক— নবদ্বীপ Reg. No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬৲
ষাণ্মাসিক ৪৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬১শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর — ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৯, ১৬ই মে ১৯৩২

যারবেদা জেলে গান্ধীজী

মাঙ্গালোরে ভীষণ দুর্ঘটনা

প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর

তুতিকোরিণে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মিঃ ডগলাসের শেষ চিঠি

চিঠির বাক্সে আগুন

পথিমধ্যে মুন্সেফ আক্রান্ত

অলঙ্কার অপহরণের চেষ্টা

চুচুড়ায় ডাকাতি

হাইকোর্ট ভবনে পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা

সভায় সশস্ত্র গুণ্ডামী

নানা কথা

যারবেদা জেলে গান্ধীজী

পুণা হইতে প্রকাশ, সবরমতী আশ্রমের শ্রীযুত নারায়ণ রাও খারো গত ১২ই মে যারবেদা জেলে গিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজীকে তিনি বেশ সুস্থ এবং প্রফুল্ল দেখেন। গান্ধীজী সুতাকাটায় এবং একটি সিজার মেসিনের সাহায্যে সীবন শিক্ষায় অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তিনি এক-শিক্ষার্থীর ন্যায় আগ্রহ সহকারে সীবন শিক্ষা করিতেছেন।

প্রতি পক্ষের দিন অন্তরে যারবেদা জেলের বি এবং 'সি' শ্রেণীর ছয়জন কয়েদীকে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়।

প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, গত ১২ই মে চরমুগরিয়া পোষ্টাফিস লুটের মামলার রায় বাহির হইয়াছে। এই মামলার বিচার স্পেশাল ট্রাইবিউনালে হয়। ফরিদপুরের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ আর, এস, সেন (প্রেসিডেণ্ট), মিঃ বি, বি, গোস্বামী ও খান সাহেব মোঃ আক্রামুজ্জমান (মেম্বারগণ) দ্বারা ট্রাইবিউনাল গঠিত হইয়াছিল। বিচারে আসামী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা (নরহত্যা) অনুসারে প্রাণদণ্ড এবং আসামী সুরেন্দ্রনাথ করের প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা (ডাকাতি) অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। অপর তিন জন যুবকের প্রত্যেকের প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা অনুসারে ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। অপর তিন জনের বয়স ১৭ বৎসরের কম বিধায় লঘুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাদের বাড়ী ঢাকা জেলায়।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ১৪ই মার্চ্চ মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকাধীন চরমুগরিয়া সাব পোষ্টাফিসে ঐ ৫ জন যুবক হানা দিয়া ৩৮০০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করে, পরে ২০০০৲ টাকা তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হয়।

প্রকাশ যে, তাহারা লুণ্ঠিত টাকা-পয়সা লইয়া যখন পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, তখন স্থানীয় লোকেরা তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করে। তাহারা যখন বুঝিতে পারে যে, তাহাদের পলায়ন করা অসম্ভব তখন তাহের খাঁ নামক একজন স্থানীয় লোককে ডাকাতেরা ছোরার আঘাতে নিহত করে। তাহের ডাকাতদিগকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল।

মিঃ ডগলাসের শেষ চিঠি

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, আসল কথা, প্রকৃত প্রস্তাবেই আমার জীবন গুরুতরভাবে বিপন্ন হইয়াছে। আমার বাড়ী দিনরাত দুইজন প্রহরী গুলীভরা বন্দুক ও সঙ্গীন লইয়া পাহারা দিয়া থাকে। সাধারণ পোষাকে রিভলবার লইয়া একজন কনেষ্টবল সঙ্গে না থাকিলে আমি আমার বাড়ীর চৌকাঠের বাহিরে এক ফুট যাইতে পারি না। আমার উপর সবচেয়ে বড় কড়া আদেশ এই যে, দিবারাত্রি আমার সঙ্গে একটী গুলীভরা রিভলবার রাখিতে হইবে। কোন জনসভা বা লোকসমাগমে উপস্থিত থাকিতে আমাকে একপ্রকার নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমি সি-আই-ডি'দের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট ৪টা দিনে সতর্ক থাকিবার জন্য সাঙ্কেতিক সংবাদ পাইয়াছি—উহা ছাড়া আমি "মিঃ পেডির দুইজন হত্যাকারীর" নিকট হইতে এই প্রকার বেনামা চিঠি পাইয়াছি যে, আমি শীঘ্রই নিহত হইব। আমি এই চিঠি হাসিয়া উড়াইয়া দিই। কিন্তু সি-আই-ডি'গণ তাহা করে নাই। তাহারা দেখিতে পাইয়াছে যে, মিঃ পেডিকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া যে সব চিঠি লেখা হইয়াছিল তাহার হাতের লেখা আর এই লেখা একই প্রকার।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬, ২রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৬ই মে ইং ১৯৩২ সোমবার | ৬১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ১৩ই মে শুক্রবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজমোহন গোস্বামী, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী বি-এল, প্রভৃতি ভক্তগণসমভিব্যাহারে কলিকাতা মহানগরীস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ২-২৪ মিনিটের গাড়ীতে রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে উপস্থিত হন। নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল-চৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী, ডাঃ শচীন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম-বি (হোমিও), ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্ এম্-এফ্ প্রমুখ ভক্তমহোদয়গণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ভক্তিপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করেন। তথা হইতে মোটরযোগে শ্রীল প্রভুপাদ, আচার্য্যত্রিক প্রভু ও মহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহার গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য প্রদান করেন।

পরমহংস মহারাজ মোটরযোগে শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছিলে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ উচ্চ সংকীর্ত্তনসহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীধামে স্যার দেবপ্রসাদ

শ্রীল প্রভুপাদ যে ট্রেণে আসেন স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে-টি, সি-আই-ই সি-বি-ই, এম্-এ, এল্-এল্-ডি, সুরিরত্ন, বিদ্যারত্নাকর, জ্ঞানসিন্ধু মহোদয়ও শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনার্থী হইয়া স্বীয় স্ত্রী ও জামাতা য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত মহিমামুকুল হাজরা এম্-এ, বি-এল্ সহ সেই ট্রেণেই কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে উপস্থিত হন। নদীয়ার স্বনামধন্য জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী এবং কৃষ্ণনগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তথা হইতে তিনিও রাজর্ষি সহ মোটরযোগে শ্রীধামে উপস্থিত হন। তিনি নবদ্বীপ ঘাটে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছিলে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কীর্ত্তনযোগে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন।

রাত্রে প্রসাদাদি সম্মানের পর সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন, দাক্ষিণাত্য এবং নীলাচল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমূহের আলোচনা হয়।

পরদিবস ১৪ই মে শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় ও তদীয় জামাতা য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত মহিমামুকুল হাজরা মহোদয় সহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করেন স্কুলে উপস্থিত হইলে প্রধান শিক্ষক শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর সকলে আসনে উপবিষ্ট হইলে স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী, কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক মহাশয় স্যার সর্ব্বাধিকারী মহোদয়কে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রটী পাঠ করেন, পাঠান্তে স্কুলের কতিপয় ছাত্র স্তোত্রাদি পাঠ করেন। তদনন্তর স্কুলের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দসহ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের একটী আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের পরিদর্শনোপলক্ষে আহূত সভায় যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্সেলার ডাক্তার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও তদীয় জামাতা য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত মহিমামুকুল হাজরা এম-এ, বি-এল, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হেডমাষ্টার, বি-এ, ও স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত গৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত ১২ই মে বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে বর্ত্তমান যুগাচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাপাত্র পরম ভাগবত বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভুর গৃহপ্রবেশোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু ব্রহ্মচারিবৃন্দসহ শ্রীনামসংকীর্ত্তনযোগে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির ও নূতন গৃহাদির চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করত কীর্ত্তন-রোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করেন। বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হওয়ার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে গৃহব্রত ও গৃহস্থের পার্থক্য বর্ণনমুখে গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন হয়। স্কুলবোর্ডিংয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি প্রদানপূর্ব্বক নূতন গৃহে নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন প্রসাদ সম্মান করেন।

ভাগবত প্রসঙ্গ

(১)

বেদ যাঁহাকে প্রাকৃত বাক্য ও মনের অগোচর তত্ত্ব—অবাঙ্মনসোগোচর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই শ্রীভগবত্তত্ত্বকে যখনই আমরা আমাদের কুণ্ঠাযুক্ত বিচার যুক্তির অন্তর্গত করিবার দাম্ভিকতা প্রদর্শন করি, তখনই 'নানা মুনির নানা মত হইয়া পড়ে।

কেনোউপনিষদ্ বলেন—"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনো যদ্বাচোবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ।—অর্থাৎ শ্রীভগবান শ্রোত্র, মনঃ, বাক্য, প্রাণ, চক্ষু সকলেরই অন্তর্যামী-নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত। তাঁহার আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গ যখন স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইতে থাকে, তখনই ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ে।

তাই কেনোপনিষৎ পুনরায় আমাদিগের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের আরোহ-চেষ্টাকে নিরাকরণ করিয়া বলিতেছেন—"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ" অর্থাৎ "তিনি আমাদের প্রাকৃত চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন এবং ইহাও জানি না যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়।" কঠোপনিষদেও ঐরূপ দেখিতে পাই—"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।" এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি নিখিল সচ্ছাস্ত্র সমূহে সর্ব্বত্র একই কথা পাওয়া যায়।

পঞ্চম বেদ মহাভারত (ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২) বলেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" অর্থাৎ যে অপ্রাকৃত ভাব মানবের বাহ্যমুখ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অগম্য, সুতরাং অচিন্ত্য, তাহাকে জড় প্রত্যক্ষানুমানাদিমূলক যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত করিতে যাওয়া কখনই উচিত নহে, যেহেতু যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ। বেদান্তসূত্রও বলেন—'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে অতীন্দ্রিয় বস্তুর অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টার নাম তর্ক বা আরোহ বা অশ্রৌতপন্থা। অপ্রাকৃত তত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, সামান্য প্রাকৃত বিষয়েও উহার প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সরল পয়ারচ্ছন্দে কহিলেন—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বর-তত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥"

* * * *

পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে॥"
(মধ্য ৬।৮২,৮৭)

অবরোহ বা শ্রৌতপন্থাই ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ব্রহ্মস্তবে ঐরূপ উপায়েরই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" শ্লোকে শ্রীভগবান্ যে জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই স্বতঃ স্ফূর্ত্তি-লাভ করেন, তাহা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

শাস্ত্রে শ্রীভগবান্‌কে পাইবার যে সরল সহজ রাজপথ—শ্রৌতপন্থা বা মহাজনানু-গত্যের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা আমরা দুর্দ্দৈববশতঃ ধারণা করিয়া উঠিতে না পারিয়া আমাদের মনোধর্ম্মকেই মহাজন করি এবং জড়বিশেষ বা তাহা হইতে উত্থিত কোন এক জড়নির্ব্বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দাম্ভিকতার চরম সীমায় উপস্থিত হই। 'নিজে খুব বুঝি' এইরূপ একটী ধারণা এমনই বদ্ধমূল হয় যে, শেষে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া পড়ে। নিজ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিজে ভ্রান্তপথে চালিত হইলেও না হয় একজনের উপর দিয়াই যাইত, কিন্তু স্বমতের অনুবর্ত্তী করিয়া একজন অনেকের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই হইতেছে পরম পরিতাপের বিষয়।

শ্রীভগবানের কৃপা-প্রার্থনা-মূলক আনুগত্য থাকিলে ভগবান জীবকে তাঁহার তত্ত্ব জানিবার সকল সুবুদ্ধিই প্রদান করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনিই জীবহৃদয়ে শুদ্ধ-বুদ্ধির প্রবর্ত্তক। শুদ্ধহৃদয়ই শ্রীভগবানের বসিবার আসন; তিনি তাঁহাকে পাইবার জন্য কাহারও নিষ্কপট ব্যাকুলতা দেখিলে নিজেই সেই ভাগ্যবান্ জীবহৃদয়ে নিজ আসন সংপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর যাঁহারা দাম্ভিক হইয়া ভগবৎকৃপা প্রার্থনা করিবার কোন আবশ্যকতা না বুঝিয়া বিদ্যাধন কুল তপস্যাদির মদে মত্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী হইয়া ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছারূপ ভগবদ্বিমুখ-তাকেই অত্যন্ত উপাদেয় ফলস্বরূপে বরণ করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা জীবের দুর্দ্দৈবের পরিচয় আর অধিক কি থাকিতে পারে!

নাম-মাহাত্ম্য

(শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী)

জয় জয় মহামন্ত্র আগম পুরাণ তন্ত্র
শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্ববেদ সার।
বদ্ধজীবে দয়া করি গোলোক বিহারী হরি
কৃষ্ণ-নামরূপে অবতার॥
তোমার অপার শক্তি তুচ্ছ করি ভুক্তি মুক্তি
কৃষ্ণভক্তি দিতে বলবান।
জয় জয় নাম প্রভু না সেবিনু আমি কভু
কৃষ্ণভিন্ন নহ তুমি আন॥
তোমার করুণা হ'লে রূপ-গুণ লীলা মিলে
চিত্ত শুদ্ধি অনায়াসে হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে সারাৎসার একমাত্র বীর্য্যধর
সর্ব্বশক্তি তোমাতে বৈসয়॥
ভব বিরিঞ্চি আদি গায় নাম নিরবধি
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ ধরি।
নারদাদি চতুঃসন নামানন্দে নিমগন
সকলের কীর্ত্তনীয় হরি॥
ভাগবত শাস্ত্রে কয় শ্রীপ্রহ্লাদ মহোদয়
মহাভাগবতবর হয়।
শ্রীনামের আশ্রয়েতে পর্ব্বতানল জলেতে
হস্তী, সর্প-বিষ কৈল জয়॥
শ্রীঅনন্তদেব যেহো সহস্র মুখেতে তেহ
নিরবধি কৃষ্ণনাম গায়।
মহিমার নাহি অন্ত বলিল সেই অনন্ত
কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হয়॥
সালোক্যাদি মুক্তিচয় কিংবা চতুর্ব্বর্গ হয়
নামের সমতা কভু নয়।
নামের সেবনফলে শ্রীনামীর কৃপা মিলে
নাম-নামী স্বরূপ জানায়॥
শ্রীনাম-মহিমাকণ না জানিত কলিজন
শ্রীচৈতন্যপ্রভু দয়াময়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে এসে প্রকটিল গৌর দেশে
নামসূর্য্য করিলে উদয়॥
ভূত প্রেত নিশাচর চোর দস্যু বাটপার
নামসূর্য্য উদয় জানয়।
যোগ, যাগ, কর্ম্ম, ধ্যান সাযুজ্যাদি ব্রহ্মজ্ঞান
চতুর্ব্বর্গ গেল পলাইয়া॥
পঞ্চতত্ত্ব মিলি আসি নবদ্বীপে গৌরশশী
জীবভাগ্যে হইল উদয়।
দ্বাদশ গোপালগণ চৌষট্টি মহান্ত জন
অগণিত গৌরভক্ত হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামোপরি স্থাপিলেন গৌরহরি
দয়ালের শিরোমণি প্রভু।
তাঁহার শ্রীরাঙ্গা পায় রতি না জন্মিল হায়
মোচার নিস্তার নহে কভু॥
অপার করুণাময় প্রভু নিত্যানন্দ রায়
শ্রীনামের হট্ট বসাইল।
যত গৌরভক্তগণ সে হাটের মহাজন
শ্রদ্ধা মূল্যে নামরত্ন দিল॥
হরিনাম-চিন্তামণি পাইয়া কাঙ্গাল ধনী
কলিভয় দূরীভূত হৈল।
হরের্নাম বিনা ভাই কলিকালে গতি নাই
নাই নাই নাই জানাইল॥
নাম অপরাধ দশ আর হয় নামাভাস
প্রচারিল যেই মহোদয়।
নামের আচার্য্য শ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গের নিত্য-শ্রেষ্ঠ
ঠাকুর শ্রীহরিদাস হয়॥
খণ্ড খণ্ড হউ দেহ প্রাণছাড়ে তাল সেহ
কৃষ্ণনাম ছাড়া নাহি যায়।
এইত তাঁহার বাণী বৈষ্ণব-জগতে ধ্বনি
অদ্যাপিও ভক্তগণ গায়॥
আচার প্রচার নাম করিলেন অবিরাম
নামতত্ত্ব জগতে জানায়।
দশ অপরাধ ত্যজে যদি কৃষ্ণনাম ভজে,
তবে শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম পায়॥
সেবোন্মুখ জিহ্বায় কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পায়
নাম-নামী এক তত্ত্ব হয়।
হেন কৃপাময় প্রভু না ভজিনু আমি কভু
আর মোর কি হবে উপায়॥
নাম-প্রভু দয়াময় একান্তে হও সদয়
দশ অপরাধ ক্ষম তুমি।
তোমার করুণা বই মোর কোন গতি নাই
পতিত ঘৃণিত জীব আমি॥
হেন কোন পাপ নাই যাহা আমি করি নাই
বিষ্ণু বৈষ্ণব অপরাধী।
যোগ্যতা বিচার কৈলে
কোটি কল্পেও দয়া না মিলে
নাম তুমি দয়ার বারিধি॥
মোরে প্রভু কৃপা কর অপরাধ না বিচার
পাপরাশি কিছু নাহি ধর।
তোমার দয়ার পাত্র আমারে পাইলে মাত্র
দশ অপরাধ ক্ষমা কর॥
কৃষ্ণনাম নাহি ভজি সদা অপরাধে মজি
এমন পাষণ্ডী হবে আমি।
মহামন্ত্র হরিনাম কৃপা করি অবিরাম
জিহ্বায় স্ফুরিত হও তুমি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্ ভাগবতরূপ দর্শন-শক্তি বিহীন অন্ধদৃষ্টি ব্যক্তিগণকে দিব্যচক্ষু প্রদানের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতার্করূপে উদিত হইয়াছেন। সেই ভাগবত-সূর্য্যের কৃপালোকে উদ্ভাসিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের ভাগবতত্ত্ব জানি-বার আর কোন উপায় নাই। শ্রীমদ্-ভাগবতের শরণ গ্রহণ যাহার যত বিলম্ব হইতেছে, তিনি ততই ভগবৎপাদপদ্ম হইতে দূরে নীত হইতেছেন। আবার সেই ভাগবতের শরণ লইতে গিয়া তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবার দুর্ব্বুদ্ধি না হয়, এবিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রাঙ, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রোসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর স্বরচিত কএকটী অনুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আধাবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী ভাবাম্বুজ-প্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মর্ত্ত্যলোকে শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীদয় স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন; শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুময়মাধুর্য-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজের শ্রবণে কথেয়া," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়বিগ্রহবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধাহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

[illegible] দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আদি শদ্ধের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চোদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, রোগ হইতে উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আশুতোষ নন্দীর ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান গুণ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৸০ কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রশিক্ষা আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। গত বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকা-বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১৬৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, [illegible], কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীবঙ্কিম কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৩৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন বাইল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ৩রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১৭ই মে ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ৬২তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১১ই মে বৃহস্পতিবার দিবস রাত্রিকালে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীধাম মায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার পরম-ভাগবত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন প্রভুকে অনর্থ নিবৃত্তি ও হরিভক্তি-লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা প্রশ্নাবলীর সুসমাধান করিয়া সমাগত ভক্তগণকে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

তিনি বলেন, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই হরিভক্তি লাভ করা যায়; এতদ্ব্যতীত হরিভক্তিলাভের দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিসেবারত কৃষ্ণৈকশরণ গুরু-বৈষ্ণবগণ অযোগ্য আমাদিগকে যে সেবাকার্য্য কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করেন, আমরা যদি 'গুরু-বৈষ্ণবের সেবাদ্বারাই আমাদের সর্ব্বসিদ্ধি হইবে' এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত একমনে তাঁহাদের কৃপা-প্রদত্ত সেবা তাঁহাদিগের প্রীতির জন্য প্রাণ-পণে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করি, গুরু-বৈষ্ণব-প্রদত্ত সেবা করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য থাকিতে পারে, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যদি আমাদের না হয়, তাহা হইলে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে আমরা যে কোন কর্ম্মই করি না কেন,—শ্রবণ, কীর্ত্তন, লিখন, পঠন, ভ্রমণ, শিক্ষাপ্রদানাদি সব কর্ম্মই সেবা মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ ভক্তি আখ্যায় আখ্যাত। কিন্তু আমরা যদি দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত আমাদের একমাত্র কৃত্য জ্ঞানে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা না করি বা প্রতিষ্ঠাশার জন্য সেবাভিনয় করি তাহা হইলে উহা সেবা বা ভক্তি না হইয়া কর্ম্মে পর্য্যবসিত হইবে; তাহাতে নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে না। অতএব গুরু-বৈষ্ণবের প্রকৃত সঙ্গ ও তদ্বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসই, অনর্থ নিবৃত্তি ও হরিভক্তির মূল।

তিনি আরও বলেন, আমরা সাধারণতঃ অনবধান ব্যাপারটী কেবল নামগ্রহণের সময়ই ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু এটী সর্ব্ববিষয়েই প্রযোজ্য হইতে পারে। অন-বধান জিনিষটী আর কিছুই নয়, যখন যে কার্য্য করি সেই সেই কার্য্যের সময় অন্য কোন চিন্তার নামই অনবধান। আমরা ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ গ্রহণ করিতে গিয়া যদি প্রসাদে ডাল ভাত বুদ্ধি করি, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে গিয়া কাঠ পাথর দেখি, বৈষ্ণবকে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি করি বা কৃষ্ণ-সেবার সময় কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা করি, তাহা হইলে তাহা অনবধানরূপ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। অতএব আমরা যে কোন সময় যে কোন সেবা-কার্য্যই করি না কেন, সেই সেই কার্য্য আমাদের নিত্য কৃত্য জানিয়া সাধুগুরুর আনুগত্যে কায়মনোবাক্যে করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপায় অনর্থাদি বিদূরিত হইয়া থাকে। কোন মূল্যবান বস্তু পাইয়া আমরা যদি তাহার মূল্য না জানি তাহা হইলে তাহাতে যেমন অবহেলা আপনা হইতেই আসিয়া যায়, সেইরূপ আমরা যতদিন না আমাদের শ্রেয়ঃ বস্তু হরিগুরুবৈষ্ণবের বিষয় সম্যক্-ভাবে অবগত হইব, যতদিন সেই চিন্ময় বস্তুর সহিত চিন্ময় জীব আমরা সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে না পারিব ততদিন নানারূপ বাধাবিঘ্ন ও অপরাধাদি আসিয়া আমাদের ভজন খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিবে। সেইহেতু সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবার জন্যই সর্ব্বপ্রথমে সাধু-সঙ্গে হরিকথা শ্রবণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা। তবে হরিভজন করিতে গিয়া আমাদের যত প্রকার বাধাবিঘ্ন আসুক না কেন, গুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবাফলেই সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার ন্যায় সমস্তই অপসারিত হইয়া হৃদয়কে নির্ম্মল করিবে। গুরুবৈষ্ণবের প্রীতির জন্যই তাঁহা-দের সেবা করিব এবং তাঁহাদের কৃপায় সেবাপ্রবৃত্তি যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এইরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের পাদপদ্মে জ্ঞাপন করিব, নিজের সুখের জন্য কিছু প্রার্থনা করিব না, তাহা হইলেই আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে।

এতদ্ব্যতীত তিনি যোগমায়ার ছায়াবিকার মায়ার বিষয় ও চৈতন্যচন্দ্রের দয়াবিচার, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিরন্তর বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্মকথা আলোচনা করিবার জন্য অনেক উপদেশ প্রদান করেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বাতোয়াল কাছারীর নায়েব পরমভাগবত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস অধিকারী মহোদয় হরি-গুরুবৈষ্ণব সেবার্থ তাঁহার কষ্টার্জ্জিত অর্থের দ্বারা আনুকূল্য বিধান করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার ভক্তিমতী সাধ্বী পত্নীর এইপ্রকার সেবাপ্রাণতা সর্ব্বসাধারণের আদর্শস্থল।

নিমন্ত্রণ পত্র

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ

আগামী ৫ই, ৬ই ও ৭ই জ্যৈষ্ঠ জেলা জলপাইগুড়ির অধীন পাটগ্রাম থানার অন্তর্গত চাপড়াবান্ধা ষ্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে বুড়িমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠাশ্রিত শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির সেবক পরমভাগবত বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীপাদ রাধাচরণ দেব গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তি-শাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহাশয় বক্তৃতা করিবেন। অতএব মহোদয়গণের সপরি-করে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ইতি—

বিনীত

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় প্রধান

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক

সভার বিবরণ

৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে কীর্ত্তন ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার

প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে ৩টা হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন।

ভাগবত প্রসঙ্গ

(১)

শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্নতত্ত্ব ভাগবত ; "তাঁহাকে আমি আমার প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া লইব," "আমিও ভাগবত বুঝি" ইত্যাকার অভিমান থাকিলেই সর্ব্বনাশ। মহাজনেরা বলিয়া থাকেন,—"ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান। সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥" "ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যা'র। সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিসার॥" (চৈঃ ভাঃ ৭।২১)। "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"—ভক্তিদ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন, প্রাকৃত বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা ভাগবত বুঝা যায় না।

ভক্ত-ভাগবতের নিকটেই গ্রন্থ ভাগবত আলোচ্য। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর বলিয়াছেন—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥" শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত-বিচারে অবহেলা করিলে তাহার ভাগ্যে কখনও ভগবদ্দর্শন ঘটিবে না। তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ চৈতন্য মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে। চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে॥"

কৃষ্ণভক্তিবিহীন সদ্গুরুর নিকট ভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রবণ ব্যতীত আবার সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসকেই 'সিদ্ধান্ত' ও 'রস' বলিয়া ভ্রম হইবে, তাহাতে শ্রীভগবানের আদৌ প্রীতি নাই। শ্রীভগবানের নিষ্কপট কৃপা লাভের জন্য ব্যাকুলতা থাকিলেই জীবের সদ্গুরুপাদপদ্মে শরণাপত্তি ও তৎ শ্রীমুখে ভাগবত সিদ্ধান্ত শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হয়। অর্থাৎ মূলে সেই একই কথা ভগবৎ কৃপায় ভাগবত কৃপালাভ আবার ভাগবত কৃপায়ই ভগবৎকৃপা লাভ। শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিজজনের কৃপা প্রার্থনাই ভক্তি-নিমজ্জিত আমাদের একমাত্র উপায়। এরূপ নিষ্কপট কৃপা-প্রার্থনা না থাকাতেই আমরা অধুনা কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী প্রভৃতি হইবার দুর্ভাগ্য বরণ করিতেছি।

কাটোয়াতে একদিন

(জনৈক যাত্রি প্রেরিত)

কলির প্রভাবে কূট-বুদ্ধি-সম্পন্ন বিষকুম্ভ পয়োমুখ ব্যাধগণ সরল প্রকৃতির ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে সত্যের মুখোসাবৃত সুমধুর ভাষ-রঞ্জিত কপটতা পরিপূর্ণ বাক্য-জালে আবদ্ধ করিয়া নানা প্রকারে ক্লেশ প্রদানের নিমিত্ত বিবিধ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর জনৈক ব্যাধের জালে নিপতিত একজন আসাম দেশীয় নিরীহ ব্যক্তিকে ঐজাল হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত একদিন কণ্টকনগরে যাঁহাকে চলিত ভাষায় 'কাটোয়া' বলে, যে স্থান কোনও সময় অন্যাভিলাষ কর্ম্ম জ্ঞান প্রভৃতি কণ্টকে আবৃত থাকিলেও জগদ্গুরু লীলাভিনয়কারী অভিন্ন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছেন, যে স্থানে দাসগদাধরপ্রভু ও তদীয় পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা শিষ্য শ্রীপাদ যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী অবস্থান করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণকে ধন্য করিয়াছিলেন সেই পবিত্রক্ষেত্রে গমনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। অবশ্য ঐ জাল কাটোয়াতে পতিত হয় নাই ; উহা কাটোয়া হইতে কলিকাতা অভিমুখী ২।৪ টা ষ্টেশনের পরবর্ত্তী একটী স্থানে—যাহা নবদ্বীপান্তর্গত কোনও একটী দ্বীপ বলিয়া মহাতীর্থ হইলেও কালের কুটিলা গতিতে বঙ্গবাসীর নিকট ভীষণ ব্যাভিচারের স্থান বলিয়া পরিচিত, সেই স্থানে কোনও এক মৎসর ব্যক্তি কর্ত্তৃক পতিত হইয়াছিল। দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত এই মৎসর ব্যক্তির কবলে পতিত হইয়া যাত্রিগণকে যাহাতে লাঞ্ছনা ভোগ না করিতে হয় তন্নিমিত্ত আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করিব। এই ব্যক্তিটীর নাম মনে হইলে তৎসঙ্গে কোনও প্রাকৃত কবির—

"হৃদয়ের রক্ত দিয়া কর পর উপকার।
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদান
তার॥"

— এই কথাটী স্বতঃই স্মৃতিপথে জাগরিত হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্দির হইতে হুলোরঘাট (শ্রীধাম মায়াপুর ও কোলদ্বীপ বা সহর নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গা ও সরস্বতী সঙ্গমস্থলে খেয়াঘাট) এক ক্রোশ ; ঐস্থান হইতে ই, আই আর. লাইনে নবদ্বীপ ষ্টেশন এক ক্রোশ। নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে চারিটী ষ্টেশনের পর ২৪মাইল দূরে কাটোয়া ষ্টেশন। রাত্রি ১০ ঘটিকার পর কাটোয়ায় উপস্থিত হইলাম। কাটোয়ায় কাহারও সহিত পরিচয় না থাকিলেও রেলওয়ে সাবইন্সপেক্টর বাবুর সৌজন্যে রাত্রিকালে বিশ্রামের কোনও অসুবিধা হয় নাই ; তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রভাতে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে প্রাতঃকালীন স্নিগ্ধ সমীরণে ভ্রমণ করিতেছি—এমন সময় বহু ভাগ্যফলে স্মৃতিপথে উদিত হইল পূজ্যচরণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নলিখিত গীতিটী—

"গোর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি
প্রণয়ি ভকত সঙ্গে॥"

গৌরপদাঙ্কপূত 'কাটোয়া' নগরে উপস্থিত হইয়াছি কিন্তু গৌরসুন্দরের প্রণয়ি ভক্তের সঙ্গে নহে—একাকী সুতরাং মহাতীর্থের গৌরলীলাস্থান দেখাইবে কে ! শ্রীধাম-মায়াপুরে গৌরসুন্দরের প্রণয়ি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থলী দেখাইয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন ; তাঁহাদের কীর্ত্তন-মাধুরী-সুধা পানে মাদৃশ অনপযুক্ত ব্যক্তিও পরমার্থপথে প্রবেশের নিমিত্ত নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই এই স্থানে তাঁহাদের অভাব বড়ই অনুভব করিলাম। ভারতের অনেক বিখ্যাত তীর্থ-ক্ষেত্রে তাঁহাদের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি—তাঁহাদের মঠসমূহে অবস্থান করিয়া ধন্য হইয়াছি। তাই আমার মনের একান্ত বাসনা—তাঁহারা কণ্টক নগরেও শুদ্ধভক্তি-প্রচারের একটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া যাত্রিগণকে বুঝাইয়া দিন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিপথ ভোগী ও ফল্গুত্যাগিগণের নিকট অজ্ঞতানিবন্ধন কণ্টকপূর্ণ বোধ হইলেও পরম ধর্ম-জগতে প্রবেশের উহাই একমাত্র পথ ; এই পথ কণ্টকাকীর্ণ নহে—উহা সহজ, সরল ও মসৃণ এবং পুষ্পাস্তীর্ণবৎ সুকোমল। কিন্তু "দর ছাগলা পাতা খা পাতা খেয়ে স্বর্গে যা'-কল্পনা-কথার জপকারী অন্ধবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ এই পথে প্রবেশ লাভ করিতে অযোগ্য।

আজ যদি শুদ্ধভক্তের সঙ্গ পাইতাম, তাহা হইলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস লীলাভিনয়ের স্থান সন্দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে লোকাশনকের সন্ন্যাস লীলায় উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য, সন্ন্যাস-লীলার সময় শ্রীধাম মায়াপুরের যে সকল ভক্তবৃন্দ কাটোয়াতে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের শুদ্ধ গৌরভক্তি ও বিবিধ ভক্তি কার্য্যানুষ্ঠান, শিষ্য হইবার ছলেও গৌরসুন্দরের মন্ত্রদান দ্বারা ভারতী গোস্বামীকে কৃপা, ভক্তবর মধু নাপিতের সৌভাগ্য, গৌর ও নিত্যানন্দগণ দাস গদাধর প্রভুর প্রেমভক্তি প্রচার, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দাস-গদাধরপ্রভুর বিরহোৎসব ও ভক্তগোষ্ঠীর সম্মেলন প্রভৃতি কত বিষয়ের শুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়া আজ ধন্য হইতে পারিতাম এতদ্ব্যতীত এই কণ্টক নগরেরই নিকটবর্ত্তী যাজিগ্রাম ও শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর ও মুকুন্দ, রঘুনন্দন, নরহরি, চিরঞ্জীব ও সুলোচন প্রমুখ ভক্তবৃন্দের পূত পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ জীবনী ও লীলাস্থলাদি সন্দর্শনে আজ কতই ধন্য হইতাম।

'আমি খুব বেশী বুঝদার' এই অভিমানসহ ভগবান্‌কে বুঝিতে প্রবৃত্ত হই। প্রথমে আমরা ভগবান্‌কে নিজের দেশ কাল পাত্র-সাম্যে দেখিতে যাই, কিন্তু তাঁহার নশ্বরস্থান শোচা ধর্ম্ম দর্শনে জড় বিশেষ হইতে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া একটী জড়নির্ব্বিশেষ ধারণায় সমাধি লাভ করি। তখন বলিয়া থাকি—"ভগবানের জন্ম কর্ম্ম কিছুই থাকিতে পারে না, প্রাকৃত আকার যখন সমস্তই নশ্বর কালক্ষোভ্য, তখন পরমেশ্বরতত্ত্ব নিশ্চয়ই নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ; তবে লোকে যে তাঁহার নাম-রূপাদি প্রচারিত আছে, তাহা অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কল্পনা মাত্র ; কোন কোন সাধক প্রারম্ভিক অবস্থায় রূপ কল্পনা করিয়া পরিণামে নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন ইত্যাদি।" আমাদের বিলাসে যেহেতু আমরা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের পরিবর্ত্তে দুঃখ,শোক, ভয়, মোহাদি লাভ করিয়া বিরক্ত হই, সেহেতু ভগবানের 'বিলাস' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, ইহাই আমাদের ধারণা। ভগবত্তত্ত্বকে প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিতে যাইয়া এইরূপ কত যে আত্মবঞ্চনামূলক অসৎ সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। 'আমাদের নাম-রূপ-গুণ লীলাদি সমস্তই থাকিবে, কিন্তু যেহেতু তাহারা কালক্ষোভ্য সেহেতু ভগবানের উহা থাকিবে কেন ?' —এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই জীব মায়াবাদী, নিরাকার ব্রহ্মবাদী প্রভৃতি অসদ্ভাবলম্বী হইয়া থাকে। অচিন্ত্য বিষয়কে চিন্তা করিবার দুষ্প্রবৃত্তিরূপ আরোহপন্থাবলম্বনই এই সকল আত্মবিনাশকর মতবাদের হেতু।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রাং৬, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-বহ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও নন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই মূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট। পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৵৹ আনা, আবাধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥৹।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মসার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও ষড়ভুজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই গ্রাহকসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জারতের নিয়ম ও নিরম্বুগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কান্ত্যানন্দদায়িনী শ্রীবস্তু-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামভানব, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপ্রেষ্ঠতা ও সত্যাপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজের প্রবর্ত্তৈক বেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥৹ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

জার্ম্মাণ মন্ত্রীর পদত্যাগ

বার্লিন হইতে প্রকাশ, জেনারেল গ্রোয়েনার রাজরক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়াছেন, তবে স্বরাষ্ট্র-সচিবের কার্য্য এখনও তিনি চালাইতে থাকিবেন।

নাৎসী দলের "মারমুখো" সৈন্যদলকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য হিণ্ডেনবার্গ যে অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছিলেন, তাহাতে জেনারেল গ্রোয়েনার, ডাঃ ব্রুয়েনিং এবং বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

আগামী ৬ই জুন জার্ম্মান পার্লামেণ্টের পুনরায় অধিবেশন হইবে এবং ইতোমধ্যে সম্ভবতঃ মন্ত্রীসভার মধ্যে কিছু অদল বদল হইবে, কিন্তু ব্রুয়েনিং গবর্ণমেণ্ট কোনক্রমেই পদত্যাগ করিবেন না।

স্বাস্থ্যহানির জন্যই জেনারেল গ্রোয়েনার পদত্যাগ করিলেন বলিয়া সরকারীভাবে প্রকাশ। কিন্তু পার্লামেণ্টারি মহলের অভিমত এই যে, নাৎসী দলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সেনাপতিগণ ও রাজ্য রক্ষা বিভাগীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণের ষড়যন্ত্রের জন্যই তিনি পদত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের মত এই যে, হিটলারের "মারমুখো" সৈন্য দলকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া ঠিক হয় নাই। কারণ, বৈদেশিকদিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই সেনাদল রক্ষাকবচ ছিল।

ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচলু

লাহোর হইতে প্রকাশ, মহরম উপলক্ষে ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচলু দিল্লী হইতে অমৃতসরে যাইতেছিলেন; তাঁহাকে লুধিয়ানা ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ডাঃ কিচলু গত ১৩ই মে লুধিয়ানা ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের এক নোটিশ জারি করিয়া তাঁহাকে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে যে, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর অনুমতি ব্যতীত তিনি লাহোর ও জলন্ধর বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। মুক্তির পর গত ১২ই মে সকালে তিনি দিল্লী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ডাঃ কিচলুর গ্রেপ্তার সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ডাঃ কিচলুকে লুধিয়ানা ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়া গাড়ী করিয়া লাহোর আনা হয়। কোর্টের মধ্যে তাঁহাকে কয়েক মিনিট মাত্র রাখিয়া ট্রেনযোগে তাঁহাকে রাওয়ালপিণ্ডিতে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাঁহার উপর ডেপুটী কমিশনার এক নোটিশ জারি করিয়া তাঁহার পাঞ্জাব প্রবেশ নিষেধ করা হয়। প্রকাশ যে, তিনি দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

গান্ধীজীর সহযোগ লাভের চেষ্টা

"হিন্দু" পত্রের বোম্বাইস্থিত সংবাদদাতা উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন—আমি অবগত হইলাম যে, গোলটেবিলের পরামর্শ কমিটির অধিবেশন পুনরায় স্থগিত রাখা হইবে। উহার কারণ এই যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত মুসলমানেরা সভার অধিবেশনে যোগদান করিতে চাহেন না।

প্রকাশ যে, যদি পরামর্শ কমিটির অধিবেশন না বসে, তবে জন কয়েক ভারতীয় দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আগামী শরৎকালে লণ্ডনে পাঠান হইবে। এই কমিটী মন্ত্রিসভার সঙ্গে একযোগে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের একটা খসড়া বিল তৈয়ার করিবেন। এই বিলে প্রথমে বিভিন্ন প্রদেশে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার কথা থাকিবে এবং নির্বাচনগুলি শেষ হইলে পরে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব দেওয়া হইবে।

এই শাসন সংস্কারে কি ভাবে গান্ধীজীর সহযোগ লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে বড়লাট নাকি মেজর মিলনারকে বলিয়াছেন যে এই চেষ্টার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া আইন-অমান্য আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিতে চাহেন। মে মাসের উপর পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন আইনের খসড়া পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিছু করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

লক্ষ্ণৌয়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, অনুকূল বাতাসে লক্ষ্ণৌয়ের ছয়মাইল দূরবর্ত্তী মামদাবাদ নামক গ্রামের ৬২ খানি খড়ো বাড়ী ও গোলা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। প্রকাশ, একখানি পতিত বাড়ীতে আগুন লাগে এবং ক্রমে উহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বাড়াগুলি পুড়িতে থাকে। প্রয়োজনীয় দরকারী কাগজপত্র রক্ষা করিতে যাইয়া একটী যুবক পুড়িয়া মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

ভুলক্রমে বিষ গ্রহণ

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনের পর একটি মুসলমান পরিবারের পাঁচ জন লোক অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং পরে পাগল হইয়া যায়। প্রকাশ যে, মশলার পরিবর্ত্তে ভুল করিয়া ধুতুরার গুড়া ব্যবহার করায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। একই কারণে এই বাড়ীর পোষা কুকুরটী নিহত হইয়া যায়।

ভীষণ ট্রেণ ডাকাতি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই মে অপরাহ্নকালে ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে একটী ভীষণ ট্রেণ ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই ডাকাতিতে রিভলবারের ভয় দেখাইয়া ৩২ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসাম বেঙ্গল রেলপথের ২২৪ নং ডাউন ট্রেণ ভৈরব হইতে ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলে একজন লোক হঠাৎ বিপদ সঙ্কেতজ্ঞাপক শিকল ধরিয়া টানে এবং ট্রেণখানা মুসলিম হলের কাছে থামে। উহার পর কয়েকজন যুবক রিভলবার লইয়া ঐ ট্রেণে উঠে ও ২ একজন মাড়োয়ারী ও একজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে আন্দাজ ৩২ হাজার টাকা ছিনাইয়া লয়।

ট্রেণখানাকে অকস্মাৎ থামিতে দেখিয়া ট্রেণের গার্ড ব্যাপারটি দেখিবার জন্য ট্রেণ হইতে নামে, সে ঐ ব্যাপার দেখিবামাত্র তাহার উপর গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। গুলীটী তাহার বক্ষদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। ডাকাতেরা তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে অবতরণ করে; নিকটেই নীলক্ষেত রোডের উপর একখানা মোটর প্রস্তুত ছিল, তাহারা তাহাতে উঠিয়া বসিয়া পলায়ন করে।

ট্রেণখানা আহত গার্ডকে লইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থল ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ পরে ঢাকা ষ্টেশনে পৌঁছে।

ডাকাতদের ব্যবহৃত মোটরখানা সহরের বংশাল অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মোটরের একটি টায়ার কাটিয়া গিয়াছিল। মোটরখানার ভিতর কতকগুলি টাকা পড়িয়াছিল। আততায়ীদের এপর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গার্ডকে অবিলম্বে মিটফোর্ড হাসপাতালে লওয়া হয়। তাহার অবস্থা নাকি সঙ্কটজনক।

তমলুকে বৃদ্ধ আহত

তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার গোকুলনগর গ্রামে এক বাড়ীতে অর্জ্জুনচন্দ্র মণ্ডল নামক এক ৬২ বৎসরের বৃদ্ধকে আহত অবস্থায় কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হইয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ উরুতে বন্দুকের গুলীর আঘাত রহিয়াছে। তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রকাশ, গত ৬ই মে অপরাহ্ণ ৪টার সময় গোকুলনগর গ্রামে উক্ত অর্জ্জুন মণ্ডলের বাটির নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে একদল লোক লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। থানার দারোগা কয়েকজন পুলিসসহ উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

জনতা ছত্রভঙ্গ করার কিছু পরেই পুলিস গ্রাম ঘেরাও করিয়া পাঁচজন লোককে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের মধ্যে দুইজনকে হাজতে রাখিয়া অবশিষ্ট তিনজনকে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

শাকরাইলে বিধবা বিবাহ

গত ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৯ সাল গুপ্তিপুর নিবাসী ৺মহেশচরণ দাসের পুত্র শ্রীমান মঙ্গল চন্দ্র দাসের (মাহিষ্য) সহিত শাকরাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজচন্দ্র কাঁড়ারের বাল-বিধবা কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর (মাহিষ্য) শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ ক্ষেত্রে বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

বেলিয়াঘাটায় সশস্ত্র ডাকাতি

বেলিয়াঘাটা থানার পুলিস সম্প্রতি এক দুঃসাহসিক ডাকাতির তদন্ত কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। প্রকাশ, গত শুক্রবার গভীর নিশীথে কলিকাতা সহরের বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে জুমা বাই লেনের বাড়ী নফরচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আনুমানিক বারজন পশ্চিমা ও বাঙ্গালী তীক্ষ্ণ লাঠি ও ছুরিকা হাতে উপরোক্ত ভদ্রলোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া পরিবারস্থ লোকজনকে মারপিট করিয়া নগদ ও গহনায় প্রায় পাঁচশত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

টেলি— শ্রীধাম মায়াপুর

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৩শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৯, ১৮ই মে ১৯৩২

ভীষণ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণরের সিমলা যাত্রা

কুমিল্লায় ডাক লুঠ

বোমা বিস্ফোরণে বিপত্তি

চট্টগ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

পলাতক আসামীর সশ্রম কারাদণ্ড

মুন্সীগঞ্জে লোমহর্ষণ ডাকাতি

৮৯ জন আকালী শিখ দণ্ডিত

আকস্মিক ট্রেণ দুর্ঘটনা

নবদ্বীপ ষ্টেশনে জুলুম

নার্শিং হোমে ম্যাকডোনল্ড

নানা কথা

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

জোরহাট হইতে প্রকাশ, তেজপুর জিলার অন্তর্গত কলন্দপুর নামক স্থানে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আরোহী-পূর্ণ একটা মোটরলরীর গতি পরিবর্তন-কালে উহা একটা বৃক্ষের সহিত ধাক্কা খাইয়া পরিখায় পতিত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। ২ ব্যক্তি লরী চালকের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ নিহত হয়। অপর এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়ার কালে তাহার মৃত্যু ঘটে। ১১ জনের আঘাত গুরুতর। তাহাদের কেহ কেহ হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে।

কুমিল্লায় ডাক লুঠ

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গোপাল দে ও সারদা বসু নামে তিনজন বাঙ্গালী যুবক রিভলভার লইয়া এক ডাক হরকরাকে আক্রমণ করে এবং ডাকব্যাগ লইয়া পলায়ন করে। উক্ত ডাক হরকরা ডাক লইয়া রামচন্দ্রপুর হইতে মুরাদ নগর যাইতেছিল এবং ডাক ব্যাগে প্রায় ৮২৫৲ টাকা ছিল। ডাক-হরকরার চীৎকারে গ্রামবাসীরা আসিয়া ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ডাক-ব্যাগ সহ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে তাহাদের নিকট হইতে দুইটি পাঁচ-ঘরা রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, ভোর চারিটার সময় মেসার্স আবদুল বারেক [illegible]

সওদাগরের কাঠের গুদামে প্রথমে আগুন লাগে এবং উহা বিস্তৃত হইয়া শ্রীযুক্ত এস, সি, ঘোষাল, জে, সি, ঘোষালের বাড়ীতে ও অগ্রদূত ভবনে গিয়া লাগে এবং সমগ্র অঞ্চলটি অগ্নিশিখায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মেসার্স কে, পি রায় চৌধুরীর কাঠের গুদামও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

জনসাধারণ যখন এই অগ্নিকাণ্ডের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, তখন আগুন নিভানো শক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আগুনের কারণ এখনও জানা যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা হইবে। প্রকাশ, গুদামগুলি বীমা করা ছিল।

বোমা বিস্ফোরণে বিপত্তি

লাহোর হইতে প্রকাশ, একজন রেলকর্মচারী যখন একটি বোমা তুলিয়া লইতেছিল তখন বোমাটি হঠাৎ ফাটিয়া যাওয়ায় তাহার দুইটি হাতই উড়িয়া গিয়াছে।

মুন্সীগঞ্জে লোমহর্ষণ ডাকাতি

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, সেরাজদিখা থানার অধীন ইছাপুর হইতে এক লোম-হর্ষণ সশস্ত্র ডাকাতির ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও আর এক জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

গত ১৩ই মে রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় বার জন লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির বাড়ী আক্রমণ করে তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। বাড়ীর নেপালী প্রহরী প্রতিরোধ করিতে গিয়া আহত হয়। তাহার পর ডাকাইদল যতীশ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাথায় রাম দা দ্বারা এমন ভাবে আঘাত করে যে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। ডাকাতরা বাড়ীর আর কয়েক ব্যক্তিকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে, যাহাতে তাহারা প্রতিরোধ করিতে না পারে। তাহার পর ডাকাত দল বহু নগদ টাকা ও অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

জগদীশ বাবুর মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য এখানে আনীত হইয়াছে। আহত নেপালী প্রহরী হাসপাতালে রহিয়াছে; তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক। পুলিস তদন্ত চালাইতেছে। এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই মে ইং ১৯৩২ বুধবার | ৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৪ই মে সন্ধ্যার পর বর্ত্তমান যুগাচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ভক্তিবিজয় ভবনের ত্রিতল ছাদে উপবিষ্ট হইয়া সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট যে অমৃতবর্ষিণী ও অনর্থবিনাশিনী শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনোপদেশ করেন, তাহারই কিয়দংশ যাহা তাঁহার কৃপায় আমার স্মৃতিপথে আছে তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

সমাগত ভক্তমণ্ডলীর শ্রবণ-পিপাসা লক্ষ্য করিয়া অন্তর্যামী শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, ৪।৫ দিন পূর্ব্বে আমি যখন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন একদিন কলেজের কয়েকটী শিক্ষিত ও একজন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ যুবক আমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করেন:—

"আমরা বুঝেও বুঝি না কেন? আমরা শুনছি, জানছি যে মিথ্যাকথা বলা অন্যায়, জীবহিংসা শাস্ত্রবিগর্হিত ও পাপজনক, তথাপি এ সকল অন্যায় কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি আমাদের হচ্ছে কেন?"

তদুত্তরে আমি যুবকগণকে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা বেলা ৮ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ২॥ ঘণ্টা ধরিয়া উক্ত বিষয় অনুভাবে বুঝাইয়া দি। আমি এখন সেই প্রশ্নেরই সমাধান অল্প কথায় বল্‌তে চেষ্টা করবো।

আমি বুঝেও বুঝ না কেন, এই প্রশ্নের সমাধান করা প্রত্যেক জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় সর্ব্বাগ্রে 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' শ্লোকের অবতারণা করিয়া যুবকগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

বিস্মৃতি বা বিস্মরণ ব'লে একটা শব্দ আমরা দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে প্রকৃত বিষয়টী ভুলে যাওয়া। যা শুনলাম, তা মাথায় ধরে রাখ্‌তে পারলাম না, ঘড়ির দম ফুরিয়ে যাওয়ার ন্যায় শ্রবণীয় বিষয়টী বিস্মৃত হ'য়ে অন্য কিছু ক'রে বসলাম। এর নামই হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এতেই আমাদের যত অমঙ্গল, যত অসুবিধা সেই জন্যই শ্রুত বিষয়টী যত্নের সহিত মনে রাখ্‌তে হবে ও নিজে আচরণ ক'রে জগতের লোকের নিকট কীর্ত্তন করতে হবে। আমাদের নিত্য শ্রেয়ঃলাভ যাতে হয়, গুরুমুখশ্রুত সেই নিত্য মঙ্গলপ্রদ চেতনময়ী বাণীগুলি কণ্ঠভূষণ স্বরূপে সর্ব্বক্ষণ ধারণ ক'রে ভজনপথে অগ্রসর হ'তে হবে। আর তা না ক'রে যদি সিদ্ধান্ত বিচার, শ্রৌতপ্রণালী বাদ দেই তাহ'লে আমাদের সব ভুল হ'য়ে যাবে। ভালমন্দ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, কাম ও প্রেমাদির বিষয় উপলব্ধি করবার শক্তি আমরা চিরতরে হারিয়ে ফেলবো এবং অবশেষে অনর্থকবলিত হ'য়ে ধর্ম্মপথ থেকে বিচ্যুত হব।

এত বড় একটা জিনিষ, যেটা জীবের সর্ব্বক্ষণ বিচার্য্য সেই 'বুঝেও বুঝি না কেন' আমাদের দোষ কোথায়, এগুলি প্রত্যেকের প্রত্যহ নিরন্তর বিচার করা আবশ্যক।

আমরা যদি সর্ব্বক্ষণ সাধুর শ্রীমুখ থেকে ক্রমাগত শ্রবণ করি এবং শ্রুতবিষয়গুলি সর্ব্বক্ষণ বিচার করি, আমাদের কোথায় ভুল হচ্ছে, কিজন্য আমাদের কৃষ্ণেতর পিপাসা বাড়ছে, এগুলি যদি তন্ন তন্ন ক'রে নিজে অনুসন্ধান করি, তা' হ'লেই আমাদের মঙ্গল হয়—বুঝেও বুঝি না, শুনেও শুনি না, দেখেও দেখি না প্রভৃতি হৃদয়দৌর্ব্বল্যের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

এতদ্ব্যতীত বিচার ছেড়ে দিলে বা শ্রুত বাক্যাদি স্মৃতিপথে রাখ্‌তে না পারলে, প্রকৃত বিষয়টী ভুলে গেলে মঙ্গলের আশা খুবই কম। অতএব আমরা যেন সর্ব্বক্ষণ আমাদের সম্বন্ধ ঠিক রাখ্‌তে পারি, প্রভুর সেবা যেন সর্ব্বক্ষণ করতে পারি, তজ্জন্য গুরুবৈষ্ণবচরণে কৃপা প্রার্থনাপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত বিচারপরায়ণ হইয়া নিষ্কপটে সেবাকার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে সেবাফলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

বিগত ২২শে বৈশাখ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা-গীতির পর,—শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহারাজ যযাতির উপাখ্যান পাঠ করা হয়—পাঠের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে যাইয়া পাঠক মহাশয় বলেন—প্রজ্বলিত বহ্নিতে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইলে উহা নির্ব্বাপিত না হইয়া যেমন বহুগুণে জ্বলিয়া উঠে সেই প্রকার ভোগেচ্ছায় ভোগের ইন্ধন যোগাইলে, সদ্য তাহার আকর ভোগপিপাসা অনন্তগুণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমন কি, চাতুর্ব্বর্ণ ভোগে আসক্ত হইলেও ভোগপিপাসার নিবৃত্তি হয় না ক্রমে বাড়িয়া হৃদয়কে কলুষিত করে।

সংসারের কণ্টক স্বরূপ আমরা এরূপ বহু ব্যক্তি আছি, যাহারা স্বৈরাচার ব্যভিচার ও অসদাচার বিস্তার প্রয়াসে স্বীয় পুত্র পৌত্রকেও পর্য্যন্ত এমন হেঁয়ালি আবৃত্তি করিয়া উপদেশ দিয়া থাকি,—"আগে ভোগী, পাছে যোগী"। অর্থাৎ যতদিন ভোগে সমর্থ থাক ততদিন ভোগ ত্যাগ করিও না। অসমর্থ পক্ষে তাহাদির ব্যবস্থা। "মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান"। বৃদ্ধ বয়সে একটু শাস্ত্র টাস্ত্র পড়িলে বা শুনিলেই পুণ্যবান হওয়া যাইবে, অজামিল এত পাপ করিয়া মৃত্যু সময়ে নারায়ণ নামোচ্চারণে মুক্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে আমাদের বিশ্বাস আছে, তবে সকল কথা বিশ্বাস করিলে সংসার চলিবে কি প্রকারে! আমাদের সংসার চলার অনুকূলে শাস্ত্রের কথা যতটুকু পাই, তাহাই বিশ্বাস করি।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের মানচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজসাহী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্তন অধ্যাপক, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত ও ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; জ্যোতির্বিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিদ্যাবারিধি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বড়) সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ১॥০, ডাঃ মাঃ সহ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণাম অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অনন্তরণিকাদি সম্বলিত ঘন-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শসংখ্যক দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে অসাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সদাচারিত্ব নির্দ্দেশ ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও সর্ব্বজনবোধ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রী মহোপাধ্যায় প্রায় মহোদয় মহাশয়কে এই গ্রন্থানুভূতি উৎসর্গ হইয়াছেন। আদি সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় উক্ত স্থানের বিবরণ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে গ্রথিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আত্মনিবেদন, প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নবীন প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিকুসুম এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নবদ্বীপ ষ্টেশনে জুলুম

বিগত ২৫ এপ্রেল তারিখে কটকে নদীয়া-প্রকাশ পাঠাইবার জন্ম শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস নবদ্বীপ ষ্টেশনে গিয়াছিল; ঐ গাড়ীতে শ্রীযুত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয়ের আসিবার প্রস্তাব থাকায় প্লাটফর্ম টিকিট নিবার পর তাঁহার জন্ম সে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। ইহাই মহেন্দ্রের অপরাধ। তজ্জন্য কাটোয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২৫শে এপ্রেল তাহাকে কাটোয়ার আদালতে উপস্থিত থাকিবার জন্ম রেলওয়ে য়াক্টের ৪২ (২) ধারার অনুসারে অপরাধের শমন দেন। কিন্তু ৪২ (২) ধারার অপরাধ রেলওয়ে কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে। মহেন্দ্র শমন পাইয়া নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ মহাশয়ের সহিত কাটোয়ার আদালতে উপস্থিত হয়। রেলওয়ের কর্ম্মচারী না হওয়ায় উক্ত ধারা অনুসারে তাহার অপরাধের ন্যায্য কারণ না থাকায় ৪২ (২) ধারা পরে ১২২ ধারার অপরাধে পরিবর্ত্তিত হয়। রেলওয়ে ষ্টেশনে অনধিকার প্রবেশ ঐ ধারার মর্ম্ম। কাটোয়ার মহকুমা হাকিম বলেন যে, বাদীপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় তিনি মকদ্দমা করিতে অসমর্থ। সুতরাং আসামী যখন তাহার শমনে হাজির হইয়াছে, আর দিন দিয়া পুনরায় হাজির হইবার হুকুম দেন। এবং আসামী ২৪শে বৈশাখ আদালতে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। হাকিম মহেন্দ্রকে যে দিন উপস্থিত হইবার হুকুম দেন, ২৪শে বৈশাখ পুনরায় সেই দীক্ষিত ব্রহ্মচারী প্রকাশক মহাশয় ও মহেন্দ্র নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ার আদালতে উপস্থিত হন, কিন্তু সেইদিন হাকিম বাহাদুর নিজ কার্য্যে রাঁচি চলিয়া যান। দ্বিতীয় হাকিমকে সেই মকদ্দমা বিচারের অনুমতি না দেওয়ায় তিনি পুনরায় ২৮শে বৈশাখ মকদ্দমার বিচারের দিন দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গত ২৫ এপ্রেল এই মহেন্দ্র নাথেরই বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ ষ্টেশন পর্য্যন্ত ভাড়া ১৮/১০ ও পেনাল্টি ১৲ টাকার দাবী প্রার্থনা করায় উক্ত মহেন্দ্রের নামে ২৶১০ টাকার ডিসট্রেস ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। ২৮শে বৈশাখ আরবে তৃতীয় দিবস মহেন্দ্রনাথ ক, আই, আর ভূতপূর্ব্ব ট্রাফিক ম্যানেজারের হেডক্লার্ক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র দত্ত শিক্ষক মহাশয়ের সহিত পুনরায় কাটোয়ার আদালতে হাজির হয়। ঐ দিন হাকিম বাহাদুর অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া তাহার অপরাধের জন্ম ৩৲ তিন টাকা অর্থদণ্ড করেন। (যদি মহেন্দ্র তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্ম সাক্ষী সাবুদ লইয়া তথায় উপস্থিত হইত, তাহা হইলে আরও গুরুতর দণ্ড হইবে বলিয়া) 'সে অপরাধ করিয়াছে' এই মিথ্যা উক্তি করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাকে অর্থদণ্ড ৩৲ টাকা দিতে হইয়াছে।

বলাবাহুল্য—সাধারণ বিচারে মহেন্দ্র নিরীহ ভদ্রলোক, সত্যবাদী ও ধর্ম্মজীবনযাপনে ব্রতী। তজ্জন্য তাহার সহিত প্রত্যেক বারেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকদ্বয়কে ৩ বার কাটোয়া যাইতে হইয়াছিল। তথাপি এই প্রকার বিধান জুলুম কি না, কর্ত্তৃপক্ষগণ বিচার করিবেন।

প্রথমতঃ ৪২ (২) ধারায় অপরাধ মহেন্দ্রের দ্বারা সম্ভবপর নহে ইহা বুঝাইবার জন্যই নদীয়া-প্রকাশের প্রকাশক মহাশয় ও কলিকাতা উকিলের পরামর্শ লইয়া উভয়কে কলিকাতা হইতে কাটোয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই রেলওয়ে পুলিশ সাব্‌-ইন্‌স্পেক্টারকে এই সকল ঘটনা বিজ্ঞাপিত করেন। তিনিও ৪২ (২) ধারার অপরাধ মহেন্দ্র কর্ত্তৃক হইতে পারে না বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং আদালতে উহা প্রকাশ করায় অবশেষে অভিযোগের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়। যে ধারার অপরাধ সে-দিবসেই উহার বিচার হইয়া গেলে উক্ত ৩৲ টাকা অর্থদণ্ডের উপর দিয়াই জুলুম বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু তাহা না হইয়া সেই অপরাধের জন্ম ডিস্‌ট্রেস্ ওয়ারেণ্ট বাবদ যে ২৶১০ আদায় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা কতদূর আইনসঙ্গত, তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই।

যে ব্যক্তি কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ রেল ষ্টেশনে ভাড়া না দিয়া গাড়ী চড়িয়াছিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহার নিকট ১৲ টাকা পেনাল্টী আদায় সত্ত্বেও তাহাকে কলিকাতা হইতে একদিন ও নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে ২ দিন কাটোয়া পর্য্যন্ত যাইতে বাধ্য করা হইয়াছে,—ইহা কিরূপ ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে, গভর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগ তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

হাকিম বাহাদুরের রাঁচি গমনের দিন মোকদ্দমার বিচার শেষ না হওয়ারই বা কারণ কি? উক্ত দ্বিতীয় হাকিম বাহাদুর—যিনি মহকুমার চার্জ্জে ছিলেন, তিনি বিচার করিয়া দিতে পারিতেন না? অপরাধের জন্ম ডিস্‌ট্রেস্ ওয়ারেণ্ট বাহির হইল, সেই অপরাধের জন্য পুনরায় ৩৲ অর্থদণ্ড করা কিরূপ বিচারসঙ্গত হয়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং অনুমিত হয় যে, এই অভিযোগকারী কোন অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই এই নিরীহ মহেন্দ্রের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতীকার করিয়া মহেন্দ্রের ক্ষতিপূরণ করিবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আর এইরূপভাবে নিরীহ ব্যক্তির প্রতি অন্যায় দণ্ডের যথাবিধি প্রতীকার হউক, গভর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগের নিকটও আমাদের প্রার্থনা।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, চিকবলপুর (কোলার জিলা) হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ১৩ই মে মহীশূর ষ্টেট শাখা রেলওয়ের উড্ডা্লা এবং ডাঙ্গানহালী ষ্টেশনের মধ্যে একখানি ট্রেণ লাইনচ্যুত হওয়ায়, ৩ জন আরোহী নিহত এবং ৫ জন আহত হইয়াছে, এবং তৃতীয় শ্রেণীর একখানা গাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়াছে।

রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন।

নার্সিং হোমে ম্যাকডোনাল্ড

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এখনও নার্সিং হোমেই রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুতে অস্ত্রোপচার হইয়াছে। তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভালই আছে, চক্ষুর অবস্থাও মন্দ নহে।

অস্ত্র সঙ্কোচ সম্মেলনের যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিনিধি মিঃ হিউগ গিবসন মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নার্সিং হোমে গিয়াছিলেন। অস্ত্রসঙ্কোচের প্রতিনিধি মিঃ আরম্যান হেণ্ডারসনও তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আগামী সপ্তাহের শেষ ভাগে নার্সিংহোম হইতে বাহির হইয়া লোসিমাউথ যাইবেন। তথায় কিছুদিন তিনি অবস্থান করিবেন।

পলাতক আসামীর সশ্রম কারাদণ্ড

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুশীল দাসগুপ্ত ইতঃপূর্ব্বে পুটিয়া ডাক লুটের মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়াছেন। ডালহাউসি স্কোয়ার বোমার মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত দীনেশ চন্দ্র মজুমদার ও মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত শচীন্দ্রনাথ করের সহিত মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করার বিচারার্থ তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস. সি. চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে উপস্থিত করা হয়।

সেন্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর এম, দাস আই, এম এস, জেলার ও কয়েকজনের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সকল বন্দী সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন এবং গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় প্রায় মিঠাইয়ের সময় তাহাদিগকে সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু ঐ তারিখের পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে তাঁহারা জেল হইতে পলায়ন করেন।

সেন্ট্রাল জেলে ভীতিসূচক ঘণ্টা বাজান হইলে পুলিস ও জেল কর্ম্মচারিগণ তথায় আগমন করিয়া দেখিতে পান একখানি বক্র লৌহদণ্ড ও কয়েক খণ্ড বস্ত্র জেলের সীমা প্রাচীরের নিকট অবস্থিত শান্ত্রির ঘাটির মধ্যে সংযুক্ত অবস্থায় একখানি মইয়ের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। বন্দী সুশীল দাস গুপ্তকে পরে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত চাকুরিয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়।

সরকার পক্ষের কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইবার পর আসামী অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

---

৮৯ জন আকালী শিখ দণ্ডিত

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে এপ্রেল সেন্ট্রাল পুলিস ষ্টেশনের সম্মুখে যে ৮৯ জন আকালী শিখকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল গত ১৩ই মে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আইমারের বিচারে তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে গবর্ণরের সিমলা যাত্রা

সিমলা হইতে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর গত ১৪ই মে অপরাহ্নে সদলে নাইনীতাল যাত্রা করিয়াছেন।

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৪শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১৯শে মে ১৯৩২

ময়মনসিং জেলে দুর্ঘটনা

গুহায় ৮০ জন নগ্ন সন্ন্যাসীর সহিত পুলিসের যুদ্ধ

রাজপথে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

জাপানের প্রধান মন্ত্রী গুলীতে গুরুতর আহত

মান্দালয়ে সশস্ত্র ডাকাতি

ডায়মণ্ডহারবারে বিধবা বিবাহ

খুলনায় বিষম কাণ্ড

দেউলি ক্যাম্প জেলের ব্যবস্থা

মিঃ মালব্যের আবেদন

বোম্বায়ে হিন্দু—মোস্লেম সংঘর্ষ

হাইকোর্টের উপর বক্তৃতা

নানা কথা

ময়মনসিং জেলে দুর্ঘটনা

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ, ময়মনসিংহে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে জেলের বাটী ও দেওয়ালের কিয়দংশ ভূপতিত হওয়ার ফলে সর্ব্বসমেত ৬০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১৬ জন কয়েদী, ৩৭ জন বিচারাধীন কয়েদী, ২জন ওয়ার্ডার, ২ জন দর্শক ও ৩ জন কনষ্টেবল। অপরাপর প্রায় এক শত ব্যক্তি আহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৩৫ জনের অবস্থা সাংঘাতিক এবং ৬৫ জনের আঘাত সেরূপ গুরুতর নহে। গুরুতর ভাবে আহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ৫ জন ওয়ার্ডার, ৩০ জন অপরাধী ও বিচারাধীন কয়েদী ছিল। যে সমস্ত ব্যক্তির আঘাত অল্প তাহাদের মধ্যে ১৫ জন ছিল ওয়ার্ডার ও ৫০ জন অপরাধী ও বিচারাধীন কয়েদী। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আহত ব্যক্তিদিগের জন্ম প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসার জন্ম তাহাদিগকে সূর্য্যকান্ত হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। তথায় আহতদিগের অবস্থা ভাল হইয়া আসিতেছে।

রাজপথে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কলিকাতা পুলিস সম্প্রতি কোনও অজ্ঞাতনামা আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত জনৈক বাঙ্গালী মুসলমানের হত্যা সম্পর্কে তদন্ত কার্য্যে ব্যাপৃত আছে।

প্রকাশ, গত শনিবার রাত্রে নিহত ব্যক্তি কাশীমপুরের সেন্ট্রাল এভেনিউ ও কলুটোলা ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় সে একখানি দোকানের সম্মুখে একাকী দাঁড়াইয়া থাকে এবং তাহার জনৈক বন্ধু নিকটবর্ত্তী একখানি বিড়ির দোকানে বিড়ি কিনিতে যায়, এই সময়ে একজন অপরিচিত লোক অকস্মাৎ তাহার পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া সাংঘাতিক ভাবে তাহার দেহে ছুরিকা বসাইয়া দেয়। সে আহত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। তাহার বন্ধু শব্দ শুনিয়া দ্রুত ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখিতে পায় রক্তাক্ত দেহে আহত ব্যক্তি ভূমিতে পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিস সত্বর ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতে থাকে।

অনুমান করা যাইতেছে যে, কোনও স্ত্রীলোক সম্পর্কে নিহত ব্যক্তির উপর আততায়ীর আক্রোশ ছিল।

খুলনায় বিষম কাণ্ড

খুলনা হইতে প্রকাশ, স্থানীয় কালেক্টরীর নায়েব নাজির শ্রীযুত শিবেশ্বর দেব কয়েকদিন যাবৎ কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। প্রকাশ, গত বুধবারে যথারীতি অফিসের কার্য্য করিয়া তিনি গৃহাভিমুখে গমন করেন। তদবধি তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আরও প্রকাশ, তিনি রাত্রিতে যে ঘরে নিদ্রা যাইতেন, সেই ঘরে রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

মান্দালয়ে সশস্ত্র ডাকাতি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, মান্দালয়ের ফোর্ট ডাফ্রিণের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী উইজিয়াম গ্রামে বিগত ৪২। মে তারিখে ৪ জন লোক বন্দুক ও শান পিস্তল লইয়া একটি বাটী আক্রমণ করে ও ঐ গ্রামের এক ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা করে ও অপর এক ব্যক্তিকে আহত করিয়াছে। আক্রমণকারীগণ গ্রামের মোড়লের প্রতি গুলী ছুড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাহারা ঐ বাটীর দুইজন পুরুষ ব্যক্তিকে দা'য়ের দ্বারা ভীষণভাবে আহত করে। ১৩২৮ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে।

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিপ্রভু। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১২৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগৎভারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীবন্দনানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাসাধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযুতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউক্লেন অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনবন্ধুনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মাগাজ্ঞা প্রয়াগ ই, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরঘুনাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিবানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আলালযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) বালেশ্বরগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া,

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম, সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্যামসুন্দর গোপাল পাট

কাঁঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ৫ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১৯শে মে ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৬৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯, ১৭ই মে ১৯৩২ অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকা। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয়-ভবনের দ্বিতলে ভক্তগণ-বেষ্টিত হইয়া ইষ্টগোষ্ঠী-প্রসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় কটক হইতে শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ও বালেশ্বর হইতে গবর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয় সমাগত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত আসন পরিগ্রহ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাবু কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, তাঁহার জনৈকা আত্মীয়া, তিনি (মধুসূদন বাবু) বৈষ্ণব হইয়া মৎস্যাদি গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণে অতিশয় দুঃখিতা হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছেন,—"দেখ মধুসূদন, আমরা বংশপরম্পরায় শাক্ত; সুতরাং মৎস্যাদি ভোজন আমাদের ধর্ম; ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়া তোমার বৈষ্ণব হওয়া কিছুতেই উচিত হয় নাই। তুমি অতি-সত্বর বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শাক্ত হও।" তদুত্তরে মধুসূদন বাবু লিখিয়াছেন—"আমি শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভ করিয়া যাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি—মৎস্যাদি খাওয়া ধর্ম্মের অঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, ঐগুলি নীতিরও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য্য। আমার বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমার মাতৃদেবী অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছেন আমার ষষ্ঠবর্ষীয়া কন্যা পর্য্যন্ত মৎস্যাদি খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। আশা করি ফেরং পত্রে আমি জানিয়া সন্তুষ্ট হইব যে, আপনিও অমেধ্যাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন।'

মধুসূদন বাবু আরও বলিলেন, বালেশ্বরস্থ জনৈক ভদ্রমহোদয় মধুসূদন বাবুকে তাঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঐ নিমন্ত্রণে যোগদান না করায় নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক দুঃখিত হইয়া মধুসূদন বাবুর নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আচ্ছা আপনি ত' গতকল্য ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে—

"শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা
পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

অর্থাৎ কৃতি শুশ্রূষু ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ করিলে সদ্য ও তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন। এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়াছেন কি না। ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইলে কৃষ্ণেতর কার্য্যে মন কিছুতেই নিযুক্ত হইবে না। যদি কৃষ্ণেতর কার্য্যে যত্ন দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন নাই এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠও শ্রবণ করা হয় নাই। আমরা আরও দেখিতে পাই, শাস্ত্র আদেশ করছেন—'যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" অবৈষ্ণবের নিকট ভাগবত শ্রবণের নিমিত্ত আদেশ করেন নাই; কারণ অবৈষ্ণব ভাগবতের অর্থ বুঝিতে অসমর্থ; সুতরাং তিনি অপরের নিকট কি প্রকারে ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন? জাগতিক বিদ্যায় ভাগবতের বিচার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভাগবতের বিচার হৃদয়ঙ্গম হইলে ভৃতক-পাঠক-বৃত্তি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। ভৃতক-পাঠক কখনও বৈষ্ণব নহেন, সুতরাং তাঁহার নিকট কখনও ভাগবত শ্রবণ করিতে নাই। আপনার বাটিতে ভাগবত পাঠ বোধ হয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই হইয়াছিল এবং হয়ত রাসপঞ্চাধ্যায়ের কোন অংশ পাঠ হইয়াছে। আমার রাস-পঞ্চাধ্যায় শ্রবণের অধিকার হয় নাই! অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে রাস-পঞ্চাধ্যায় পড়া এবং অনধিকারী ব্যক্তির নিকট রাস পঞ্চাধ্যায় ব্যাখ্যা করা যে নিতান্ত অন্যায় তাহা পতিতপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বহিরঙ্গ সঙ্গে নামসঙ্কীর্ত্তন ও অন্তরঙ্গ সঙ্গে রসাস্বাদন লীলাদ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আপনি ঠিক ঠিক ভাবে আমাকে বলুন ভাগবতশ্রবণের ফলে যদি ঈশ্বর বস্তুতই আপনার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমি আপনার পদানত হইব।"

মধুসূদন বাবুর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভদ্রলোকটী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকট কিছুকাল হরিকথা শ্রবণ করিলেন।

নিষ্কপট-হৃদয় মধুসূদন বাবু পুনরায় বলিলেন বর্ত্তমানে আমার একটী অভিমান হইয়াছে—সেটী এই যে, জগতে যত বড় পণ্ডিতই হউক না কেন গৌড়ীয় মঠের নিকট যিনি মস্তক অবনত না করেন তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা কিছুমাত্র হয় নাই, তাঁহার সঙ্গ দুঃসঙ্গ জ্ঞানে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

খুলনা জেলায় প্রচারকালে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঘুষুড়ি গ্রামে এক বিরাট সভায় ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে স্বামিজী বলেন যে, যে ভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ বিস্তার করেন তিনিই শ্রীধাম-মায়াপুরে অবতীর্ণ হন।

আমাদের উপাধি শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি-প্রদত্ত, কিন্তু উপাস্য, উপাসক এবং উপাসনা নিত্য। শাস্ত্রের বিচারে আমরা অন্ধ; যিনি আমাদের অন্ধত্ব দূর করিয়া দিব্য-জ্ঞান দান করেন, তিনিই গুরু। তদ্দত্ত দিব্য চক্ষুসাহায্যে আমরা ভগবদ্দর্শন করিতে পারি।

যাঁহারা চিদ্বিলাস স্বীকার করেন না, দৃশ্য, দ্রষ্টা এবং দর্শনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা যত বড় ত্যাগীই হউন না কেন, তাঁহারা ভক্ত আখ্যা পাইবার দাবী করিতে পারেন না।

ধর্ম্মধ্বজী-স্ত্রী সঙ্গীর বাহ্য ও গুহ্য চিত্র

সাধুসঙ্গই এক কথায় বৈষ্ণবাচার এবং অসৎসঙ্গ ত্যাগই ব্যতিরেকভাবে বৈষ্ণবাচার। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তগণ অসাধু, তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীসঙ্গিগণের কপটতা এত অধিক যে, তাহাদিগকে সহজে ধরা যায় না। তাহাদের দুইটী মূর্ত্তি থাকে, একটী বাহ্য আর একটী আভ্যন্তরীণ। তাহাদের কেবল বাহ্য চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইলে তাহাদিগকে সাধু বলিয়াই মনে হইবে এবং সাধুসঙ্গ করিতে গিয়া দুঃসঙ্গ হইবে। সুতরাং কাহারও সঙ্গ করিতে হইলে তাহার অন্তর ও বাহির সমান কি না এবং তাঁহার কোন গুহ্য চিত্র আছে কি না, তাহা বিশেষ সতর্কতার ও চতুরতার সহিত দেখিতে হইবে।

যাহাতে তাহারা অবৈধ কার্য্যটা অবাধে চালাইতে পারে, যাহাতে তাহাদের পাপ-কালিমা লোকলোচনের দৃষ্টিপথে না পড়ে তজ্জন্য তাহারা নানাপ্রকার কৌশলজাল বিস্তার করে। শত সহস্র কীটের আবাসস্থলী অতি দুর্গন্ধময় গলিত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত দেহটীকে বিবিধ মনোরম গন্ধদ্রব্য সংলিপ্ত নয়নমনোভিরাম বিচিত্রবর্ণের পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করার ন্যায় তাহারা পাপ-পঙ্কিল ঘৃণিত চিত্রকে ঢাকাইবার জন্য চন্দ্রাবলোর ন্যায় সাধুগণের অনুকরণ পূর্ব্বক অঙ্গ জন নয়ন-মনোহারী বেশভূষা, হাব ভাব বচন-মাধুরী, নম্র ব্যবহারাদি, তপ জপের কঠোরতা দৈন্যাদি, গঙ্গা যমুনা তুলসী শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ গ্রন্থভাগবত ও ভক্ত ভাগবতে কপট ভক্তি দেখাইয়া থাকে।

তাহারা অজ্ঞজনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেও বিজ্ঞজনের, এমন কি তাঁহাদের সেবকানুসেবকের চক্ষেও ধূলি দিতে পারে না। ভক্তের বেত্রাঘাতে যেরূপ ছদ্মবিপ্রের কপটতা অচিরেই প্রকাশিত হইয়াছিল ও সে তখন বাপ বাপ বলিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেইরূপ কলিবৈরীর অনুচরগণ সুদর্শনের আনুগত্যে যখন কলির চর যোষিৎসঙ্গিগণের কপটতা ধরিয়া ফেলেন তখন তাহারা কলিবৈরীর চৈতন্যবাণীরূপ অঙ্কুশের ভয়ে বাপ বাপ বলিয়া পলায়ন করে।

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গিগণ যখন যথেচ্ছাচারিতাফলে সমাজ কর্ত্তৃক এমনকি স্বজনগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয় তখন তাহারা ধামবাসছলে ধামাপরাধ করিবার জন্য শ্রীধামে (?) আসিয়া সাধুর বেশে গোপনে অত্যাচার করে।

নিজের সাধুত্ব জাহির করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে তাহারা একটী কৌশল অবলম্বন করে। তাহাদের প্রকৃত বয়সটী গোপন করিয়া তাহার সহিত বিশ পঞ্চাশ বা ততোধিক যোগ করিয়া ৭০ কেহ ৮০ কেহ ১০০ কেহ বা ১২০ অথবা ১৫০ প্রভৃতি বয়সের কথা প্রচার করে। তখন মূর্খ লোক বলিয়া থাকে, "অহো! সাধুর কি মহিমা ইহাকে দেখিলে ত পঞ্চাশের অধিক মনে হয় না। এইরূপে সমাজতাড়িত চরিত্রহীন বঞ্চকগণ অজ্ঞলোকের নিকট কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের পন্থা সৃষ্টি করে।

যাহাতে তাহাদের গুপ্ত ব্যভিচার কেহ বুঝিতে না পারে, যাহাতে তাহাদের চরিত্রে কেহ বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না করে তজ্জন্য তাহারা আর একটী গুহ্য কৌশল বিস্তার করে—তাহারা তাহার যোষাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করে এবং তাহার যোষা তাহাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করে।

নিজের বৈরাগ্য প্রচার করিবার জন্য তাহারা লোককে দেখাইয়া এক বেলা সামান্য খাদ্য গ্রহণ করে ও বহু নিরম্বু উপবাসের অভিনয় করে, কিন্তু গোপনে বহুবার তাহাদের যোষাগণের প্রদত্ত বিবিধ ভাল ভাল দ্রব্য ভোজন করিয়া জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগ চরিতার্থ করে।

ধর্ম্মধ্বজী স্ত্রীসঙ্গিগণের কপটতা এত অধিক যে তাহারা যাবতীয় ব্যভিচারে রত থাকিয়াও যাহাতে তাহাদের চরিত্রে কেহ সন্দিহান না হন তজ্জন্য সকলকে শুনাইয়া বলে,—"মিথ্যা, কপটতা, লাম্পট্য, নেশার বশীভূত হওয়া, নামাপরাধ প্রভৃতি অনাচার-রত ব্যক্তিগণ অসাধু, আমি তাহাদের মুখ দেখি না বা সঙ্গ করি না ইত্যাদি"।

তাহারা নিজেকে খুব নিরপেক্ষ বলিয়া পরিচয় দিলেও কার্য্যতঃ দেখা যায় অতিশয় তোষামোদপ্রিয়। লোকের মনোরঞ্জনের জন্য নানাপ্রকার প্রচেষ্টা করিতে থাকে এবং সব কথাই অনুমোদন করে।

কেহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ, কেহ বয়োবৃদ্ধ সাধুর বেশ ধারণপূর্ব্বক কথা বলিতে না বলিতেই নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ভাবকালি দেখাইয়া থাকে। কপটতা পূর্ব্বক কথাগুলি এত মিষ্ট বলে যে অজ্ঞলোকে মনে করে যে, বিনয়ের খনি।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোষার চিন্তা করিলেও লোককে দেখায় যেন দীর্ঘকাল ধ্যান-নিমগ্ন আছি।

গঙ্গা, যমুনা স্নানে বাহ্যিক নিষ্ঠা দেখাইলেও, দৈনিক অপবিত্রভাবে স্নানের অভিনয় করিলেও তাঁহারা তাহাকে নিজ পাপ স্খালনের যত্ন মনে করে এবং স্নানের পর দ্বিগুণ উৎসাহে পাপ কার্য্যে লিপ্ত হয়। তাহারা জানে না গঙ্গা, যমুনা অন্তর্যামী, অন্তরের কপটতা বুঝিতে পারেন।

ধর্ম্মধ্বজী স্ত্রীসঙ্গিগণ গ্রাম ছাড়িয়া ধামবাসে নিষ্ঠা যথেষ্ট দেখাইয়া থাকে, কিন্তু অবাধে অসৎকার্য্য চালাইবার সুযোগের জন্যই তাহাদের ধামবাসের অভিনয়।

দিব্যদর্শনরূপ সার্চ্চ লাইটের দ্বারা তাহাদের চিত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে এইরূপ অসংখ্য কালিমা দেখিয়া বিস্মিত-স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং 'দেখ্ কলিযুগ তেরি তামাসা, দুঃখ লাগে আউর হাসী।' সাবধান! এইরূপ কলির-চরের কবলে যেন কেহ না পড়েন।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

[শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য লিখিত]

(১)

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
আচার্য্যৌ শ্রীসনাতনং শ্রীগোপালভট্টপাদাশ্রয়ে।
যৎ-প্রসাদাজ্জগত্যস্মিন্ অপূর্ব্বা সাত্বতী স্মৃতি
বন্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুং মহাবদান্যমীশ্বরম্?
অযাচিত কৃপানিধিং পতিতদীনতারকম্॥
সর্ব্বে যূয়ং কৃপালবো দত্ত কৃপাবলম্বনম্।
বৈষ্ণবব্যবহারো মে যথা স্ফুরেন্মনাগপি॥
রাগিণাং ব্যবহারস্তু স্বত এব প্রবর্ত্ততে।
অতঃ সনাতনস্বাতন্ত্র্যাৎ বিধাবত্র প্রবাচ্যতাম্

ব্যবহার শব্দের অর্থ

প্রচলিত বাঙ্গালাভাষায় প্রযুক্ত "ব্যবহার" শব্দ হইতে সংস্কৃতভাষায় এবং প্রাচীন বাঙ্গালাভাষায়—বিশেষতঃ প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রযুক্ত "ব্যবহার" শব্দের কিছু অর্থগত বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্ব্বত্র ইহার অর্থ—আচরণ Conduct; অন্যত্র ইহার অর্থ—পরমার্থের বিপরীত মায়িক প্রতীতি-গত জাগতিক ব্যাপার। "ব্যবহার" শব্দে অর্থি-প্রত্যর্থীর ব্যাপার সম্বন্ধে রাজপুরুষ কর্ত্তৃক প্রযোজ্য ও বিচার্য্য বিধি বিধান সকলকেও নির্দ্দেশ করেন।

ব্যবহার—পরমার্থের বিপরীত

অণু সচ্চিদানন্দ নিত্য আত্মার যাহা মুখ্য প্রয়োজন বা প্রকৃত স্বার্থ, তাহা পরমার্থ। ভগবৎসেবা বা ভক্তি আত্মার মুখ্য স্বধর্ম্ম, যেহেতু নিত্যচেতন ও স্বরূপে উদ্বুদ্ধ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্মই—ভক্তি। অতএব ভক্তিই পরমার্থ। অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্ম-সম্বন্ধী ব্যাপারই—পরমার্থ। এতদ্ব্যতিরিক্ত ও এতদ্বিপরীত যাহা কিছু,—যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নাই, যাহা সুপ্ত আত্মার গৌণ-সম্বন্ধী ব্যাপার, অর্থাৎ স্বরূপবিস্মৃত ও স্বরূপধর্ম্মচ্যুত আত্মার দেহমনোগত ঔপাধিক ধর্ম্ম ও ব্যাপার,—তৎসমস্তকে "ব্যবহার" শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে অতএব 'দেহ-মন-সম্পর্কীয় মায়িক ব্যাপারই "ব্যবহার"।

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের ব্যবহারে ভেদ

দেহমন-সম্বন্ধী ব্যাপার হইলেও বৈষ্ণবের এবং বৈষ্ণবেতরের ব্যবহার সম্পূর্ণ পৃথক্। কারণ, শুদ্ধবৈষ্ণব (বৈষ্ণবক্রব নহে) বাস্তব পরমার্থ। সুনির্ম্মল আত্মার অর্থাৎ শুদ্ধ-স্বরূপের উপাধিদ্বয়কে কোন প্রকার প্রাধান্য দিবার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রভু আত্মার অনুগত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য, এবং তিনি তাহাই করিয়া থাকেন। পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা, কৃষ্ণসেবাই তাঁহার পরম প্রয়োজন। ধর্ম্মাদি অপর চতুর্ব্বর্গ ঔপাধিক প্রয়োজন বলিয়া পরমার্থীর প্রয়োজনীয় ত' নহেই, পরন্তু পরম প্রয়োজন প্রেমভক্তির পরম অন্তরায়। পক্ষান্তরে উপাধিগত ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গই বৈষ্ণবেতরের পরম আদরণীয় সাধ্য বস্তু। সুতরাং বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা অতি হেয় ও পরিত্যাজ্য, তাহাই অপরের পক্ষে পরম উপাদেয় ও গ্রাহ্য।

বৈষ্ণবের পরমার্থ বিচার

বৈষ্ণবের পরিত্যাজ্য অবৈষ্ণবের গ্রাহ্য ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মকে [অর্থাৎ অর্থ এবং কামের নির্ব্বিঘ্ন আহরণ ও উপভোগের উদ্দেশ্যে অর্থ-কামের আনুকূল্যকারী বিবিধ দেবপূজা, যাগযজ্ঞাদি পুণ্যানুষ্ঠান, ও সামাজিক নীতি বা সুশৃঙ্খলতাকে] সাধ্য পরমার্থবিচার করিয়া থাকে। ইহারা ঐহিক অর্থকামকে পারত্রিক ভোগ-সুখের আশায় ধর্ম্মকর্ম্মের অধীন করিয়া রাখে। কেহ কেহ বা ধর্ম্ম ও কামের অধীন করিয়া অর্থকে (ঐশ্বর্য্যকে) পরমার্থ বিচার করে। আবার কাহারও নিকট ধর্ম্ম অর্থের সহায়তায় কামই পরমার্থ বলিয়া বিচারিত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—ইহারা পরস্পর এতই বিজড়িত ও সাপেক্ষ যে বস্তুতঃ ইহাদের পরমার্থ-ব্যবহার-গত তাত্ত্বিক কোন ভেদ নাই। পারত্রিক ধর্ম্ম অর্থ কামের তুলনায় ঐহিক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা ভোগজীবনকে ব্যবহার বলা হয় মাত্র।

কাম্যিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙ, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাত্ত্বতমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝতে পারিবেন না তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজ আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা ; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

চৈতন্য ভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন ; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাবিভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রুচিবৃদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মহারাজ বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. পাঞ্জ লাহোর, বেদাস্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ডিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সুচ্যবিষয়সহ রয়েল-আর্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা। (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধ-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশমালা, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত নির্দ্ধারণ ভাষা, বিবৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লাক রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও মনোহারী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ... গোস্বামী প্রভুপাদ মহোদয়-করকমলে এক প্রস্তাবনা লিখিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। নামমাত্র লেখাপড়া-জান লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্র প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আশ্রমের সঙ্গত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানগ্রহ ভিক্ষাশ্রম

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকেট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

—পরবিদ্যাপীঠ—

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদ্ধানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ প্রতিষ্ঠের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে হাফটোন ব্লক, ছাপা হয়।	বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য	লেটার হেডিং মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আগমন পথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাসী, বরিশাল। অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন। শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি—

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৯, ২০শে মে ১৯৩২

রামনগরে সশস্ত্র ডাকাতি

ঢাকায় দারোগাকে প্রহার

পুলিসে ডাকাতে সংঘর্ষ

কলম্বোয় গান্ধীজীর সুটকেস্

কাশীতে বোমা প্রাপ্তি

মহরমে এলাহাবাদে সংঘর্ষ

সার্জ্জেণ্ট লাঞ্ছনার অভিযোগ

ট্রেণ উল্টাইবার চেষ্টা

নার্শিং হোমে সম্রাট

লবণ গোলা আক্রমণে গ্রেপ্তার

বহরমপুরে ডাকাতি

নানা কথা

রামনগরে সশস্ত্র ডাকাতি

গত ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার দিবস রাত্রি ১২টার পর শ্যামপুর থানার এলাকাধীন রামনগর গ্রামে রাখালচন্দ্র দাসের বাটীতে ২০।২৫ জন ডাকাত, লাঠী, তরবারি ও বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দরজা ভাঙিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিছানাপত্রে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নি দেখিয়া পার্শ্বের বাটির লোকেরা দৌড়াইয়া আসে এবং ডাকাত দেখিয়া তাহাদিগকে বাধা দিতে যায়। তাহাতে তাহারা বন্দুকের গুলী ছোড়ে তৎক্ষণাৎ একজন গ্রামবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও ৪ জন আহত হয়। আহত লোকেরা উলুবেড়িয়া হাঁসপাতালে আছে। ডাকাতেরা গহনা ও নগদে প্রায় ১ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে।

পুলিসে ডাকাতে সংঘর্ষ

লাহোর হইতে প্রকাশ, ফেরোজপুরে একদল পুলিসের সহিত রতন সিং নামক একজন ডাকাতের দীর্ঘকাল ব্যাপী সংঘর্ষের ফলে একজন পুলিস কনষ্টেবল আহত হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত রতন সিং সহরের বাহিরে একটী উচ্চভূমির পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পুলিসও ঐ স্থানটি ঘিরিয়া ফেলে। অতঃপর উভয়পক্ষ হইতে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ গুলী চলিতে থাকে। পরে অন্ধকারের মধ্যে ঐ ডাকাত অদৃশ্য হইয়া যায়।

লবণ গোলা আক্রমণে গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ওয়াদালার লবণ গোলা গত কংগ্রেস আন্দোলনের সময় যেখানে বহুবার আক্রমণ করা হয়, গত ১৫ই মে প্রাতে ৯টার সময় তথায় জরুরী পরিষদের সদস্যদের নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা আক্রমণ করে। পুলিসের পাহারার ব্যবস্থা খুব বেশী পরিমাণেই ছিল সশস্ত্র প্রহরীরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহারা দিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর কাঁটা তারের বেড়া ও গভীর পরিখা দ্বারা সমগ্র অঞ্চলটী ঘেরা ছিল স্বেচ্ছাসেবকরা জলা জায়গার মধ্য দিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া অস্থায়ী বেড়া ডিঙাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পুলিসের লাঠী চালনা তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। জরুরী পরিষদের ২ জন সদস্য ও ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবক—যাহারা লবণ গোলার গারওয়ার্ড বা ডইওয়াল্লা অঞ্চলের দিকে কিংবা প্রধান ফটকের দিকে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। যে ২ জন স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হয়। এই লবণ-গোলা আক্রমণ দেখিবার জন্য বিস্তর দর্শক উপস্থিত হইয়াছিল। পুলিস কমিশনার ও প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দস্তুরের আদেশে তাঁহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।

প্রকাশ, গত ১৫ই মে প্রাতের ওয়াদালা লবণ গোলা আক্রমণের সম্পর্কে মোট ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নার্শিং হোমে সম্রাট

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, সম্রাট নার্শিং হোমে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে দেখিতে গিয়াছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল তিনি নার্শিং হোমে মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সম্বন্ধে ভালই রিপোর্ট দিয়াছেন। মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের চক্ষুর অবস্থা ভাল আছে এবং স্বাস্থ্যও ভগ্ন হয় নাই।

কাশীতে বোমা প্রাপ্তি

বেনারস হইতে প্রকাশ, ভিক্টোরিয়া পার্কে—যেখানে পুলিস কনষ্টেবলরা সাধারণতঃ প্যারেড করিয়া থাকে, গত ১৪ই প্রাতে তথায় একটা বোমা দেখা যায়। পুলিস সংবাদ পাইয়া উহা লইয়া যায়। কেহ হতাহত হয় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হোমলোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্ছরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পঞ্চবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীস্বধবজনমি দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমদুপম ন্যায়গোবিন্দ, শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসার্ব্বভৌম দাসাধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীসদাদেব দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম,

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবহরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

মর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভূষণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বামনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬, ৬ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২০শে মে ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ৬৫তম সংখ্যা

প্রভুপাদের কথামৃত

পাঠকগণ ৭ম বর্ষ ৬৪ সংখ্যা "নদীয়া-প্রকাশে"র সাময়িক প্রসঙ্গ পাঠে অবগত আছেন, উড়িষ্যা প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে দীক্ষান্তে তাঁহার নবজীবনের সহিত ব্যবহারিক জগতের কতিপয় ব্যক্তির যে-প্রকার ব্যবহার হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, "গৌড়ীয়-মঠের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের সাধুসঙ্গ কিছুমাত্র হয় নাই—তাহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাজ্য।"

'দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন'-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ-কৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগ ৪র্থ প্রেমভক্তিলহরীস্থ একাদশ শ্লোক ও দ্বাদশ শ্লোক—

"আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গোহথ
ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো
নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ
প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥"

—আবৃত্তিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন 'প্রথমেই শ্রদ্ধা।' "শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ 'গুরু-বাক্যে বিশ্বাস'। শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস হে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥" যাঁ'র গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা নাই, সে পরমার্থ পথে প্রবেশের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যাঁ'র গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, তিনি ঐ শ্রদ্ধার ফলে সাধুসঙ্গ করেন। সাধুগণ সর্ব্বদাই ভজন করিয়া থাকেন; সুতরাং সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়। 'ভজন' আরম্ভ হইলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়।

যাহা অর্থ নহে তাহাই অনর্থ। অর্থ শব্দেও প্রয়োজনীয় বস্তুকে বুঝায়। প্রয়োজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ও কাষ্ণ সেবা। সুতরাং 'অর্থ' শব্দে কৃষ্ণ-সেবা ও কাষ্ণ-সেবাই লক্ষিতব্য বস্তু। কৃষ্ণ ও কাষ্ণ-সেবা বাদে যাবতীয় কার্য্যই অনর্থ। ভজন-ক্রিয়ার ফলে এই অনর্থ নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ ভজনকারী ব্যক্তি কৃষ্ণ-সেবা ও কাষ্ণ-সেবা ব্যতীত অপর কোন কার্য্যই করেন না।

অনর্থ নিবৃত্তির পরে কৃষ্ণকাষ্ণ সেবায় ঐকান্তিকী নিষ্ঠার উদয় হয়। ঐ 'নিষ্ঠা' হইতেই সেবায় স্বাভাবিকী রুচি উৎপন্ন হয়। 'রুচি' হইতে সেবায় আসক্তি জন্মে। 'আসক্তি' হইতে 'ভাবের' উদয় এবং 'ভাব' হইতে প্রেমের প্রকাশ।

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই সাতটী সাধন-ভক্তির অন্তর্গত। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী, অর্থাৎ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া ও অনর্থ-নিবৃত্তি পরমার্থ জগতের রেচক ঔষধ (purgative). রেচক ঔষধ দ্বারা ভালরূপে অন্ত্র (intestines) পরিষ্কার না করিলে যে প্রকার কুইনাইনের ক্রিয়া ভাল হয় না, তদ্রূপ পরমার্থ জগতের এই রেচক ঔষধের ক্রিয়া ভাল না হইলে অর্থাৎ শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ ও ভজনক্রিয়ার বলে অনর্থগুলি সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত না হইলে ভজনে নিষ্ঠার বা নৈরন্তর্য্যের উদয় হইতে পারে না।

দুঃসঙ্গ অনর্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তত্ত্বভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ—এই চারিটী অনর্থ। ইহা-দিগকে অতি সাবধানে দূর করিতে হইবে। প্রথম তিনটী বিশেষতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী দুঃসঙ্গ প্রশ্রয় দিয়া সাধককে অপরাধী করে। পরে সে ভজনরাজ্য হইতে চির-তরে বহিষ্কৃত হয়। অনেকে ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময় ভদ্রপোষাকধারী দুষ্টলোকের সঙ্গ করিয়া থাকে; ইহা হৃদয়দৌর্ব্বল্যেরই পরিচায়ক। সাধক দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৬।২৬) বলেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-
মুক্তিভিঃ॥"

পুরূরবা উর্ব্বশীর দুঃসঙ্গে পতিত হইয়া-ছিল। উর্ব্বশী চলিয়া গেলে পুরূরবা শোকে অধীর হইয়া বহুকালব্যাপী অনুতাপ করেন, পরে বিবেক লাভ করিয়া দুঃসঙ্গের ফল উপলব্ধি করেন। এই আখ্যায়িকাটী উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ব'লে-ছেন—হে উদ্ধব, এই নিমিত্তই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ সাধুগণ সাধু উপদেশদ্বারা তাঁহার যাবতীয় ভক্তি প্রতিকূল বাসনা বন্ধন ছেদন করেন। দুঃসঙ্গের বিষময় ফল অল্প বিস্তর সকলেরই পরিজ্ঞাত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গ আদর করা দূরে থাকুক, কিছুতেই নিকটে আসিতে দিবেন না। আমাদের ভক্তিসুধাকর প্রভুর (কটক রেভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, ভক্তিসুধাকর) জীবনী দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের প্রশস্ত উদাহরণ। দুঃসঙ্গ-শৃগাল তাঁহার ভয়ঙ্কর সিংহনাদে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মধুসূদন বাবুর সহিত ইতঃ-পূর্ব্বে আমার বেশী সময় আলাপ হয় নাই। তিনি আজ যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। গৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাসই (con-viction) সর্ব্বোৎকৃষ্ট।—(Best of all convictions). সাধন-রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে এই বিশ্বাসকেই মূল ভিত্তি করিতে হইবে।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

[শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য লিখিত]

(২)

বৈষ্ণবের পরমার্থ বিচার

ধর্ম্মার্থকামিগণের মধ্যে যাহারা আরও কিছু অগ্রসর এবং বিচারপর, তাঁহারা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে সুদুর্লভ চরম পরমার্থ বিচার করিয়া পারলৌকিক ভোগকেও অপেক্ষিক পরমার্থ বিচারপূর্ব্বক ঐহিক ভোগজীবনকে "ব্যবহার" বা ব্যবহারিক জীবন বলিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত অপর এক শ্রেণীর লোক চতুর্থ পুরুষার্থ সাযুজ্যমুক্তিকেই একমাত্র পরমার্থ বিচার করিয়া থাকেন। তাদৃশ ত্যাগীর নিকট ভোগজীবন অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগজীবন উভয়ই "ব্যবহারের" অন্তর্গত হইলেও সাংসারিক জীবনই মুখ্যতর "ব্যবহার" পদবাচ্য।

কিন্তু ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ (অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ধর্ম্মার্থকামরূপ ভোগ, এবং ফল্গুত্যাগের আবরণে প্রচ্ছন্ন ব্যতিরেকী-ভোগরূপ মোক্ষ) ঔপাধিক কামাবস্থা বলিয়া শুদ্ধ আত্মার স্বরূপগত স্বাভাবিক ধর্ম্মও কাম্য নহে। অতএব সাত্বত শাস্ত্রের বিচারে ইহারা (ভোগ ও ত্যাগ) আদৌ পরমার্থ পদবাচ্য নহে,—'ব্যবহার' মাত্র বলা যাইতে পারে।

বৈষ্ণবের ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য

ফল্গুত্যাগীর নিকট ভোগের ধর্ম্ম বা জীবন 'ব্যবহারিক' মাত্র কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট দেহমনোধর্ম্মগত "ভোগ ও ত্যাগ" উভয়ই 'ব্যবহারের' অন্তর্গত হইলেও বৈষ্ণবের "ব্যবহারিক" জীবন "ভোগ ও ত্যাগ" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কারণ শুদ্ধবৈষ্ণবের "ভোগ" ও "ত্যাগ" বলিয়া কিছুই নাই। জগতের সকল বস্তুই 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' বিচারে তাঁহার নিকট বিষ্ণুসেবার উপকরণ ও বিষ্ণুবস্তু, যুক্তবৈরাগ্যই তাঁহার অনুসরণীয় আদর্শ। সেবাই তাঁহার 'সাধ্য' সেবাই তাঁহার 'সাধন'। মায়িক জগতে জড় দেহমনে আবদ্ধ থাকাকালে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সেবানুশীলনের দ্বারা সুপ্ত সেবাবৃত্তির বিকাশ-সাধন করাই তাঁহার একমাত্র কৃত্য। পূর্ণ-স্বরূপাবস্থিতি লাভপূর্ব্বক নিত্যধামে নিত্য সেবানন্দ প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানে, এবং স্বরূপসিদ্ধির পরেও দেহে অবস্থানকালেও যে জীবনযাপন প্রণালী, তাহাই বৈষ্ণবের 'ব্যবহার'। অতএব ত্যাগী ও ভোগীদিগের ন্যায় বৈষ্ণবের 'ব্যবহার' পরমার্থ হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন নহে তাঁহাদের সকল কার্য্যই হরিসেবানুকূল।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"—এই পরমার্থনীতিই তাঁহাদের জীবনে সর্ব্বত্র সুব্যক্ত ও অনুস্যূত। শুদ্ধভক্তের লৌকিক অনুষ্ঠান, কর্ম্মকাণ্ডীয় বৈদিক অর্থাৎ স্মার্ত্ত অনুষ্ঠান, ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্যই ভক্তিজীবনের,—সেবাধর্ম্মের—অধীন। ভক্তের সেবাজীবন আরম্ভ হইতে সিদ্ধিলাভের পরকাল পর্য্যন্ত এক নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড অনন্ত সেবাপ্রবাহ মাত্র। ভগবৎসেবাময় জীবনযাপন প্রণালীই—বৈষ্ণবের ব্যবহার এবং তাহাই আমাদের আলোচ্য।

আলোচ্য ব্যবহার

কিন্তু সিদ্ধমহাত্মগণের—মহাভাগবতগণের শুদ্ধ অপ্রাকৃত সেবাময় জীবন আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। মহাভাগবতগণ পূর্ণভাবে কৃষ্ণপরতন্ত্র বলিয়া স্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। নিম্ন নিম্ন অধিকারীর বিধাননিষেধ তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। তবে তাঁহারা পতিত বদ্ধজীবের প্রতি অহৈতুকী অপার কৃপাবশতঃ জীবহিতার্থে আদর্শস্থাপনোদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কখনও কখনও কিছু কিছু বিধিনিষেধ গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে সুতরাং মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর—ভগবৎসেবানুকূল জীবনযাপন প্রণালী আমাদের আলোচ্য "ব্যবহারের" অন্তর্গত বিবেচিত হইতে পারে।

দৈব আসুর বর্ণাশ্রম

"দৈববর্ণাশ্রমই" বৈষ্ণবের 'ব্যবহারিক জীবন। অবৈষ্ণবের ব্যবহারিক বা সামাজিক জীবন—আসুরবর্ণাশ্রম। আমরা শ্রীগীতাবাক্য হইতে জানি—

'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ—'। (গীতা ১৬।৬)

এই জগতে দুই শ্রেণীর লোকসৃষ্টি, দৈব এবং আসুর। পদ্মপুরাণ ইহা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

বিষ্ণুস্মৃতিলাভেচ্ছু, বিষ্ণুসেবকগণ দৈবসৃষ্টি বা দেবতা। এতদ্ভিন্ন যাহারা দেহমনের অধীন হইয়া দেহমনের তর্পণকে লক্ষ্য করিয়া দেহমনের তর্পণময় জীবন যাপন করে, তাহারা আসুর সৃষ্টি।

বৈষ্ণবের ব্যবহারে আশ্রমগত ভেদ

মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর চতুরাশ্রমগত ভেদহেতু তাঁহাদের ব্যবহারেও পার্থক্য আছে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—চারি আশ্রমেই মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর সম্ভাব হইতে পারে। বৈষ্ণবতার (অর্থাৎ বিষ্ণুসেবাপরায়ণতার) তারতম্যানুসারে মধ্যমত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বিচারিত হয়—কেবল আশ্রমানুসারে নহে। প্রত্যেক আশ্রমস্থ কনিষ্ঠ অধিকারী যে কোন আশ্রমের মধ্যম অধিকারীর শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য স্বীকার করিবেন, এবং আনুগত্য করিতেও পারেন। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ" রূপ বিধি, এবং "বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ"-রূপ নিষেধ, চতুরাশ্রমগত উভয় অধিকারীর পক্ষেই তুল্য। তথাপি প্রত্যেক আশ্রমীর উক্ত বিধিনিষেধের অনুষ্ঠান প্রকারে কিছু কিছু ভেদ আছে। এবং গৃহীবৈষ্ণবের অনুষ্ঠান প্রকার বিশেষভাবে ভিন্ন। গৃহীবৈষ্ণবের ব্যবহারই এই প্রবন্ধে মুখ্যভাবে আলোচ্য।

সদাচারময় ব্যবহার

শুদ্ধভক্ত গৃহীর কৃষ্ণসেবাময় জীবনে বা ব্যবহারে কৃষ্ণপূজাই নিত্য, মুখ্য এবং কেন্দ্র। সদ্গুরুচরণে শ্রীকৃষ্ণের নামমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণপূজা নিত্য কর্ত্তব্য, এবং তন্নিমিত্তই যত আচার বা ব্যবহার, শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই পরম সদাচার। তাহাই পরম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সদাচারাত্মক, এই সদাচার বা মুখ্য ব্যবহার এবং এতদনুগত অপর সকল সদাচার ভক্তগৃহীর অবশ্য পরিপালনীয়। 'গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচার পরিপালনম্।' ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থানের পর হইতে শ্রীকৃষ্ণস্মরণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া নিত্য পক্ষ মাস কৃত্যাদি সমস্তই সদাচার স্বরূপ বা সদাচারের অঙ্গ॥ (হঃ ভঃ বিঃ এবং দিগ্দর্শিনী) শ্রীকৃষ্ণকে—শ্রীকৃষ্ণপূজাকে কেন্দ্র করিয়াই বৈষ্ণবগৃহীর সমস্ত সংসার, ব্যবহার বা সেবাজীবন।

ব্যবহারিক জীবনের মূল সূত্র

কৃষ্ণপাদপদ্মবিস্মৃত পুনঃ কৃষ্ণস্মৃতিলাভেচ্ছু দৈববর্ণাশ্রমীর সেবাজীবনের মূল সূত্র—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

জীবনের প্রতি দিনে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে ভগবান্‌কেই স্মরণ করিতে হইবে, ইহাই মূলবিধি। এবং কোন অবস্থাতেই কখনও ভগবান্‌কে বিস্মৃত হইবে না, ইহাই মূল নিষেধ। আর যত বিধিনিষেধ এই দুই মূল সূত্রেরই অধীন।

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে আমরা জানি, অণুসচ্চিদানন্দ নিত্য কৃষ্ণদাস জীব নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারপূর্ব্বক বিভু সচ্চিদানন্দ প্রভু কৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তি মহামায়ার রাজ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং কৃষ্ণপাদপদ্ম ও নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সংসারে জন্ম-মরণমালার অধীন হইয়া নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতি একদিনের দুই দিনের নহে—একজন্মের দুইজন্মের নহে, পরন্তু ইহা বহু বহু জন্মের—লক্ষ লক্ষ জন্মের বিস্মৃতি। জীব অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণবিস্মৃত। সেই কৃষ্ণস্মৃতি পুনরায় লাভ করিতে হইলে জীবনের সকল কার্য্যকে যে সেই স্মৃতির উদ্দীপনার অনুকূল করিতে হইবে, সমগ্র জীবনকে যে কৃষ্ণস্মৃতিসেবাময় অবশ্যই করিতে হইবে, ইহা কিছুই অযৌক্তিক নহে। কৃষ্ণবিস্মৃতির সুযোগ দিয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর স্মরণে, আলোচনায় অনুরাগ প্রদর্শন করিলে কৃষ্ণস্মৃতিলাভ সুদূরপরাহত হইবেই।

মূল সূত্র অনুশীলনের উপায় ও ভট্ট গোস্বামীর সিদ্ধান্ত

কি উপায়ে বিষ্ণুর সতত স্মরণ সাধিত, এবং বিষ্ণুর বিস্মরণ নিবারিত হয় তৎসম্বন্ধে শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামী 'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্" এই গীতোক্ত বাক্যের বিচার পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"হে অর্জ্জুন! মৎ-শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ-যজনাদিকঃ সর্ব্বোঽয়ং বিধিঃ, মত্ত্যক্তেন সংসারবন্ধনমোচনত্বাৎ। এতদ্ভিন্নো-হন্যঃ সকলদেবতা-যজন-যাগ যজ্ঞাদিকো নিষেধঃ, মদ্যজনং বিনা নশ্বরত্বেন পুনঃ পুনরাবর্ত্তনত্বাৎ।" (সঃ ক্রিঃ দীঃ)॥

বৈষ্ণবের সংজ্ঞা

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন! আমার (কৃষ্ণস্বরূপের) শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ যজন প্রভৃতি এতৎ সমস্ত বিধি; কারণ আমার সম্বন্ধহেতু এতৎসমস্ত নিত্য সত্য, এবং সংসারবন্ধনমোচনের কারণ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল দেবতার যজন, যাগ, যজ্ঞাদি সমস্তই নিষেধ। কারণ আমার ভজন বিনা সমস্তই নশ্বর বলিয়া পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর হেতু মাত্র। অতএব বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা এবং তাহার অনুকূল সকল অনুষ্ঠানই বিধি। ইহা ভিন্ন বৈষ্ণবের অন্য কোন বিধি হইতে পারে না—পদ্মপুরাণোক্ত বৈষ্ণবের সংজ্ঞা হইতেও আমরা জানিতে পারি। যথা—

"গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিজল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ-শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একান্ত প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৵০ আনা, অবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

বাহির হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-কীর্ত্তনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভাবনা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সঙ্কর্ষণ ও প্রাকৃত সঙ্কর্ষণ, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ ব্যাসপাদ, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তবিমুক্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র।

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবপ্রণাম, দাসাদের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত ৬৬-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেইসব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রার্থনামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতানুতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশ্রিত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লেক ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলবেদশাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা [illegible]

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পাথকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। [illegible] প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাঁইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৸৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদ্ধানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রাক্ত আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল। অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, চাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীবরীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৫নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতায় নানাস্থানে খানাতল্লাস

গত সোমবার প্রাতঃকালে গোয়েন্দা পুলিশ সহরের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে নানাস্থানে খানাতল্লাস করিয়া গৌরদাস ও মিহিরলাল প্রমুখ সাতজন যুবককে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কেন্দ্র ইলিসিয়ম রোডে লইয়া গিয়াছে।

গৌরদাস ছাত্র এবং মিহিরলাল কোনও ছায়া চিত্র উৎপাদনকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। অপর যুবকগণ সকলেই ছাত্র।

প্রকাশ, সহরে অনুমোদিত এবং আপত্তিকর বিজ্ঞাপ্তি পত্র বিতরণ সম্পর্কে এই সকল খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

ক্রুকে প্রহারের অভিযোগ

ই, বি, রেলওয়ের ক্রু শ্রীযুত কে, সি, মুখোপাধ্যায়কে প্রহার করিবার অভিযোগে ডায়মণ্ড হারবার শাখার সংগ্রামপুর ষ্টেশনের জোবাব আলী শিয়ালদহ দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে।

প্রকাশ, বিনা টিকেটে ভ্রমণ করিবার অভিযোগে উক্ত ক্রু, আসামীকে সংগ্রামপুরের ষ্টেশন মাষ্টারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। গত সোমবারে উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

বহরমপুরে ডাকাতি

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, বহরমপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ডাকাতীর সম্পর্কে ৪ জনের তিন জনকে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে।

আগামী ২০শে মে তারিখে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট বহরমপুর জেল প্রাঙ্গণে মামলা বিচার করিবেন।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অর্থ তহবিল

রংপুর হইতে প্রকাশ, রংপুর কো-অপারেটিভ আপনায় ব্যাঙ্কের ১২৪৭৪ টাকা তছরূপ হওয়ার সম্পর্কে ১২০ বি ধারা (ষড়যন্ত্র) ও ৪৭৭ ধারা (হিসাবে গোলযোগকর) মতে ছয়জন আসামীর বিরুদ্ধে গত ১২ই মে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল।

অপর ৫ জন আসামী একাউণ্টেণ্ট শরৎচন্দ্র নন্দী নিজকে অপরাধী বলিয়া করে এবং বিচারে তাহার চারি মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সেক্রেটারী সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কেসিয়ার সতীশচন্দ্র দাস, কেরাণী বীরেন্দ্রলাল দত্ত, সরকারী হিসাব পরীক্ষক যোগেশচন্দ্র চাকী নিজদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়াছে। তাহাদের বিচার পরে হইবে।

সার্জ্জেণ্ট লাঞ্ছনার অভিযোগ

লোচন সিং নামক জনৈক শিখ বাসচালক বৃষ্টল হোটেলের সম্মুখে জনৈক সার্জ্জেণ্টকে মারপিট করার অপরাধে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় এস, কে, সিংহের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় আসামী সার্জ্জেণ্টকে মারপিট করে নাই, অপর পক্ষে সার্জ্জেণ্টই আসামীকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল এবং তদ্দরুণ চিকিৎসার জন্য তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাইতে হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা ডিসমিস করিয়াছেন।

কলম্বোয় গান্ধীজীর সুটকেস্

কলম্বো হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর কতিপয় পুস্তক ও দ্রব্যাদি সহিত একটি সুটকেস এই মাসে কলম্বোর পোরমিট অফিসের কর্তৃপক্ষ বে-ওয়ারিশ সম্পত্তি হিসাবে তাঁহাদের সাধারণ নিয়ম অনুসারে নীলাম করিয়া দিতেছেন।

গান্ধীজীর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুত আলুবিহারে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া নীলাম হইতে দেন নাই। শ্রীযুত আলুবিহারে সংপ্রতি ভারতে যাইয়া তথায় আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কারাদণ্ড ভোগের পর কলম্বোয় গিয়াছেন। তিনি গান্ধীজীর ঐ সুটকেসের বিষয় অবগত হইয়া পোরমিট কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রমাণ দিয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন।

সুটকেসটি চামড়ার, উহার উপর এম, কে, জি, গান্ধীজীর নামের আদ্যাক্ষর লেখা। গত জানুয়ারী মাসের প্রথমে ওলন্দাজ জাহাজ পিলস্‌বার স্থানীয় এজেণ্টরা সুটকেসটি পোরমিট অফিসে জমা দেন। দাবীদার কেহ না আসিলে ৩ মাস পরে উহা পোরমিট কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি হইয়া যাইত। আর তাঁহারা সুটকেসটি ৩ মাস রাখার জন্য গুদাম ভাড়ার খরচ আদায়ের নিমিত্ত উহা নীলাম করিতেন।

মহরমে এলাহাবাদে সংঘর্ষ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, দারাগঞ্জে মহরমের শোভাযাত্রার ২ দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৬ জন আহত হইয়াছে। ঢঙ্কা বাজাইবার অধিকার লইয়া দুই দলে গোলযোগ বাধে। বচসা ক্রমে মারামারিতে পরিণত হয় এবং লাঠী চলিতে থাকে। আহতদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে; ৩ জনের অবস্থা সাংঘাতিক।

ট্রেণ উল্‌টাইবার চেষ্টা

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত জানুয়ারী মাসে হাওড়া-বেনারস এক্সপ্রেস ট্রেণ লাইন চ্যুত করিবার জন্য উপর্য্যুপরি দুইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কে বা কাহারা এই ভীষণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল তাহার তদন্ত হইতেছে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, খাঁ আগামী ২৪শে মে হইতে ইহার তদন্ত আরম্ভ করিবেন। পাটনা ডিষ্ট্রিক্ট জেলের মধ্যেই তদন্ত হইবে। ব্যারিষ্টার মিঃ এস, পি বর্ম্মা সরকার পক্ষ অবলম্বন করিবেন।

মোটর গাড়ী চুরির মামলা

মেসার্স ফ্রাঙ্ক রস এণ্ড কোম্পানীর অফিসের নিকটে অবস্থিত একখানি অষ্টিন মোটর গাড়ী অপহরণ করিবার অভিযোগে মিষ্টার আর, হিগিনস্ কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবারে তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মিষ্টার হিগিনসের কার্য্যে সহায়তা করিবার অভিযোগে সহযোগী আসামী মিষ্টার জে, পার্কিনস্ ৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন

বিপ্লবাত্মক কার্য্যের অভিযোগ

বিপ্লবাত্মক কার্য্যে তথাকথিত সম্পর্কের অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিসের বিশেষ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক ধৃত শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ধীরেন পাত্র, শরৎ রায় চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গোবিন্দমোহন সাহা ও নীরেশ গুহকে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবার অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

সন্দেহক্রমে ধৃত সতীশ ঘোষ গৌরমোহন দাস ও অপর ৩ জন লোককে আগামী ২০শে মে পর্য্যন্ত পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঢাকায় দারোগাকে প্রহার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, দোহারের সাব ইনস্পেক্টর শ্রীযুত হরিনাথ চন্দকে প্রহার করার সম্পর্কে কয়েকব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ৩২৫ এবং ৩৩২ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হন। গত ১৫ই মে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এম, বসুর এজলাসে বিচার আরম্ভ হয়। তাঁহাদিগকে বিরুদ্ধে কেবল ১৪৭ ধারা গঠন করা হইয়াছে। অন্য অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। ২রা জুন পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে। শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসামীপক্ষ সমর্থন করেন।

গুরু আঘাতের অভিযোগ

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রায়বাহাদুর কামিনীকুমার দাসকে চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে ছোরা দ্বারা আহত করিবার অভিযোগে প্রফুল্লকুমার দাস অভিযুক্ত হইয়াছে, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। গত সোমবারে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট গুরু আঘাত প্রদানের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৬ ধারা অনুসারে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে। আগামী ২০শে মে পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে। ঐ দিন পর্য্যন্ত আসামীকে ৫০ শত টাকার জামীনে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

শ্রীনগর সত্যাগ্রহে বিচার

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই মে সহরের নানাস্থানে বহু জন-সভা বসে। শনিবার সন্ধ্যায় ৭ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও হাইকোর্টের উকীল দশম অধিনায়ক মিঃ জিয়ালালকিলাম আছেন। শনিবার রাত্রে ১০টার পর তাঁহার উপর এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করা হয় যে, তিনি যেন অবিলম্বে কোন পল্লীগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তথায় যাইয়া প্রত্যহ জেলদারের নিকট রিপোর্ট দেন। গত ১৫ই মে শীতলনাথে বক্তৃতা করিবার সময় তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার গ্রেপ্তারের পর হিন্দুরা দোকান-পাট বন্ধ করিয়া পূর্ণ হরতাল পালন করে। আন্দোলন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। প্রত্যহ হাজার হাজার নূতন বুলেটিন বিলি করা হইতেছে

দৈনি— শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
...র হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৬শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৯, ২১শে মে ১৯৩২

চাঁপাডাঙ্গায় জোড়া ডাকাতি

মেদিনীপুরে অতিরিক্ত পুলিস

মধ্যরাত্রে স্ত্রীকে হত্যা

রিভলভার ও টোটা চুরি

বোম্বায়ে ৮২৫ স্থানে লুণ্ঠন

মহরমে কলিকাতায় হাঙ্গামা

জাপানী মন্ত্রী নিহত

ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সদস্যের উক্তি

রাঙ্গী খনির দুর্ঘটনা

মুন্সীগঞ্জে বিরাট হিন্দুসভা

মাদারীপুরে ডাক লুট

নানা কথা

চাপাডাঙ্গায় জোড়া ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, তারকেশ্বরের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত চাঁপাডাঙ্গা নামক গ্রামে এক রাত্রিতে জোড়া ডাকাতি হইয়াছে। ঘটনার দিবস রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় ৫ জন লোক শ্রীযুত হরিদাস হাজরার গৃহ প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ছোরা, লাঠি এবং ছুরী প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করিয়া আহত করে বলিয়া প্রকাশ। ডাকাতগণকে পশ্চিম দেশীয় লোক বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীযুত হাজরা নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ডাকাতগণ তাঁহার একখানি ঘরের মেজে খুঁড়িয়া ফেলে ও বাক্স দেরাজ প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাহার মধ্য হইতে নগদ ও অলঙ্কারপত্রে বহু টাকা অপহরণ করে। যখন বাড়ীর মধ্যে লুণ্ঠন কার্য্য চলে তখন বাড়ীর বাহিরে কতিপয় ব্যক্তি পাহারায় নিযুক্ত ছিল। এই বাড়ীতে লুণ্ঠন কার্য্য শেষ করিয়া ডাকাত দল যখন চলিয়া যায় তখন তাহারা পথে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র জানার গৃহেও আক্রমণ করে এবং গৃহস্বামীকে গুরুতর ভাবে মারধর করিয়া কতকগুলি মূল্যবান দ্রব্য লইয়া চম্পট দেয়।

মধ্যরাত্রে স্ত্রীকে হত্যা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর সাবডিভিসনের অন্তর্গত জঙ্গীপাড়া থানার নিকটের এক গ্রাম হইতে এক শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে। রাত্রি ১টার সময় হোপনা নামে এক ব্যক্তি কিছুদূরে তাহার পুত্রদের বাটীতে গমন করিয়া বিনা আপত্তিতে তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে লইতে বলে। তাহার দুই পুত্র পিতার দ্বিতীয় বিবাহের পর পৃথকভাবে বাস করিতেছিল। তাহারা হোপনার সহিত যাইবার সময় হোপনাকে ক্রোধান্বিত অবস্থায় জঙ্গলে প্রবেশ করিতে দেখে। দুই ভাইয়ের চীৎকারে কয়েক জন গ্রামবাসী আসিয়া দেখে, হোপনা এক ঝোপের মধ্যে পড়িয়া গলায় কাটা অবস্থায় আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং তাহার পত্নী তাহাদের ঘরের দরজায় রক্তাক্ত অবস্থায় মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। প্রকাশ, হোপনা মধ্য রাত্রিতে জাগিয়া তাহার স্ত্রীকে এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা বলিতে দেখে। ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে হত্যা করে এবং ঐ ব্যক্তিকে তাড়া করে, কিন্তু সে পলাইয়া যায়। তাড়া দিয়া ফিরিবার সময় সে তাহার পুত্রদের ডাকিয়া আনে এবং আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করে। হোপনাকে এখন পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে।

বোম্বায়ে ৮২৫ স্থানে লুণ্ঠন

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই মে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ৩২ জন নিহত ৩২২ জন আহত হইয়াছে। পুলিস ২৬ বার গুলী চালায়। প্রায় ৫ শত জায়গা লুণ্ঠিত হইয়াছে, ২৪টি বাড়ীতে অগ্নি প্রদান করা হয়। প্রায় ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শনিবার হইতে মোট ১০০ জন নিহত ও ১০০১ জন আহত হইয়াছে পুলিসকে ৭ বার গুলী চালাইতে হইয়াছে; প্রায় ৮২৫ জায়গা লুণ্ঠিত হইয়াছে, ৮ টি বাড়ীতে অগ্নি প্রদান করা হয়; প্রায় ১৯০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; মন্দির ও মসজিদে আক্রমণ করা হইয়াছে ৫ বার।

জাপানী মন্ত্রী নিহত

টোকিও হইতে প্রকাশ, জাপানের প্রধান মন্ত্রী নিহত হওয়ায় জাপানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। টোকিও ওসাকা কোচ এবং নায়াগার কোম্পানীর কাগজের বাজার বন্ধ রহিয়াছে। ওসাকার তুলার বাজারও বন্ধ।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্ত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, তারপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ সাহায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজনার্দ্দন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধূপম ন্যায়গোবিন্দ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাসাধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমুক্তসিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম. এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটি, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এলাবাদ প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগৌরাদেব দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের। বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কা

১৩ নং হনুমান রোড নিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবি আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্র শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্না

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামো

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয়

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল.

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃ সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরাঙ্গানন্দ ব্র

(৩১) বাসনগোপাল

কল্যাণপুর, ঢাকা, নর্থ

রক্ষক—শ্রী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৩০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৬. ৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২১শে মে ইং ১৯৩২ শনিবার | ৬৬তম সংখ্যা

পরমগুরুদেবের সমাধিমন্দিরে

সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে কয়েক-দিবস অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তগণসমীপে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ১৭ই মে মঙ্গলবার বেলা ৯৷৷০ ঘটিকার সময় পরমা-রাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের পরমগুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের কুলিয়া নূতন চড়াস্থিত সমাধিমন্দির পরিদর্শন ও সেবার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কুলিয়ায় শুভবিজয় করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী. শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যা-লোক, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ ঈশানচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী. গভর্ণমেণ্টের অডিটার শ্রীযুত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী. শ্রীপাদ মুকুন্দ-বিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাকোদণ্ড, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্ম-চারী, শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে নদী পার হইয়া বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ সুললিত স্বরে গুরুবন্দনা ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সমাধিকুঞ্জ মুখরিত করেন।

কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সমাধিমন্দিরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সমাধি-মন্দিরের প্রতি তত্রত্য লোকের অশ্রদ্ধা ও সেবাশৈথিল্য দর্শন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন ও সেবা-কার্য্য সুন্দরভাবে পরিচালনার্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণকে উপদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ নদী পার হইয়া সপার্ষদ মোটরযানে আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণনগর অভিমুখে যাত্রা করেন।

অনন্তর বেলা ১২ ঘটিকার ট্রেণে কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করত শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে প্রচার

গত ১৪ই মে শনিবার এলাহাবাদ 'ল' কলেজের হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহা-রাজের যাহা আলোচনা হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল।

নবীন বাবু—আপনাদের এখানে আসিলে প্রাণে বড় শান্তি পাই অন্যত্র কোন বিষয় চিন্তা অথবা অনর্থক সময় নষ্ট করার জন্য বিবিধ বাজে কথার আলোচনা হয়। সব সময় আসিতে পারি না, বিষয়-কাজে সময় হইয়া উঠে না।

শ্রৌতী—বিষয় ত' একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কাজে সময় নিযুক্ত করা দরকার। মনুষ্য জন্ম পাইয়া যদি কেবল ইতর বিষয়ের চিন্তায়ই কাটাইলাম, তবে আর মনুষ্য জন্মের সার্থকতা কোথায়? শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনা করুন, তাঁহার দয়ার বিষয় আলোচনা করুন, প্রকৃত বিষয়ের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

নবীন বাবু—অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জড় বিজ্ঞানেরই আদর করেন, ঈশ্বর বিষয়ে স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা experiment করিয়া দেখাইয়া দিলে তবে স্বীকার করিব।

শ্রৌতী—যতদিন পাপে চিত্ত মলিন থাকে, ততদিন ঈশ্বর-বিষয়ে সত্যবুদ্ধি জন্মে না। গীতা বলেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

জীবের ভগবানে আস্তিক্য বুদ্ধি বহু বহু জন্ম অতীত হইলে হইয়া থাকে। তাহার মূল একমাত্র সাধুসঙ্গ। "কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।" মাতাল, গাঁজাখোর, স্ত্রৈণ প্রভৃতি অসদ্ব্যক্তির সঙ্গক্রমে আমাদের চিত্তবৃত্তি অসদ্বস্তুতে অভি-নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। আর সাধুর সঙ্গক্রমে তাঁহাদের গুণসকল আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। তাই শাস্ত্র তারস্বরে সাধু-সঙ্গ-মাহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গফলে বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়, মনের যে কাম, তাহাকে সংযত করিতে হইলে সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন দরকার

নবীন বাবু—শিক্ষিত ব্যক্তিদের ঈশ্বর-বিষয়ে নাস্তিকতার আরও একটী কারণ এই যে, অনেক সাধুর বেষধারী ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছুটিয়া গিয়াছে। বাহিরে সাধুর বেষ, কিন্তু তাঁহারা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত জঘন্য বৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

[শ্রীপাদ যদুবর বাদাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য লিখিত]

(৩)

বৈষ্ণবের সংজ্ঞা

যিনি যথাবিধি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুসেবাপরায়ণ, অভিজ্ঞগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করেন। এতদ্ভিন্ন অপর সকলেই অবৈষ্ণব। "বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।" (হঃ ভঃ বিঃ)। ইহা বৈষ্ণবের সাধারণ লক্ষণ। "ভগবদ্‌ভক্তিহেতুব্রতপরতা"—ইহা বিশেষ লক্ষণ। ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্যই ভগবদ্ভক্ত্যুৎপাদক বিষ্ণু ব্রত-পূজাদিপরায়ণ ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত।

বৈষ্ণবতার মূলে বিষ্ণু দীক্ষা

বিষ্ণু-পূজাপরায়ণতাই বোধ। কিন্তু এই বিধি অনুসরণের মূলে বিষ্ণুদীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথা বৈষ্ণবজীবনের আরম্ভই হয় না। পাঞ্চরাত্রিক বিধানে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে—পঞ্চসংস্কার পূর্ব্বক শ্রীভগবন্নামমন্ত্রে উপদিষ্ট ও দীক্ষিত না হইলে বিষ্ণুসেবারূপ বিধির অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাবিধিতে দীক্ষিত হইলেই শুদ্ধ বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়। উক্ত দীক্ষাবিধানে দীক্ষিতজন দ্বিজত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসনায় সুষ্ঠু যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। বৈষ্ণবতার মধ্যেই ব্রাহ্মণত্ব অনুস্যূত, এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ ব্যতীত ব্রহ্মণ্যদেবের সেবা করিতে পারা যায় না। তত্ত্বসাগরোক্ত শ্লোকই এই বিষয়ে প্রমাণ,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

সদ্‌গুরুসকাশে পঞ্চসংস্কারময়ী বিষ্ণু-দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া, অথবা অবৈষ্ণব গুরুব্রুব হইতে কিংবা বৈষ্ণবব্রুব গুরু (?) হইতে বিষ্ণুদীক্ষা (?) গ্রহণ করিয়া (অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় মাত্র করিয়া) বিষ্ণুসেবাবিধির অনুষ্ঠান, প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবজীবন নহে। উহা যাদৃচ্ছিক অবৈধ অনুকরণমাত্র। ইহাতে নিজ স্বতন্ত্রতাহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিষ্টগণ-প্রদর্শিত মার্গে অনাদর সূচিত হয় এবং গুর্ব্বপরাধ ঘটে। (হঃ ভঃ বিলাসে দিগ্‌দর্শিনী)।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু বৈষ্ণব-জীবনের স্বরূপ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ (কৃষ্ণ) দীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

বৈষ্ণবের জীবনের স্বরূপ

সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য, ইহাই জীবনের আরম্ভ। সদ্‌গুরুর নিকট কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক দীক্ষাগুরু বা শিক্ষা-গুরু হইতে কৃষ্ণসেবাদি শিক্ষা, ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবের সেবা, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-গণের উপদিষ্ট ও আচরিত সদাচারের অনুসরণ—ইহাই সূত্রাকারে বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবন। সুতরাং বিষ্ণুসেবার মূলে গুরুবৈষ্ণবের সেবা অবস্থিত, এবং বৈষ্ণবসেবা ব্যতিরেকে বিষ্ণুসেবা সম্ভব হয় না। বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও সেবারহিত বিষ্ণু-সেবা শুদ্ধভক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তাই ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা"? বৈষ্ণবসেবা ত্যাগ করিলে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ সংঘটিত হয়; মহাজনপ্রদর্শিত পথের অননুসরণহেতু বিষ্ণুসেবা হইতে বিচ্যুতি ঘটে। তাহা বিষ্ণুসেবার পরিবর্ত্তে বিষ্ণুমায়ার সেবাতে পর্য্যবসিত হয়। অতএব বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবাই বিধি, ইহার বিপরীত অনুষ্ঠানই নিষেধ।

বৈষ্ণব সেবার প্রয়োজনীয়তা

বৈষ্ণবের সেবা ও সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অবৈষ্ণবের সঙ্গ করিলে কৃষ্ণভক্তির বিঘ্ন হয়। অনুকূলভাবে সজ্জনের সঙ্গ, এবং ব্যতিরেকভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ—মুখ্য বৈষ্ণব আচার। "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর"। অবৈষ্ণবমাত্রেই দুঃসঙ্গ, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"। 'সাধুসঙ্গে হরিনাম'—ইহাই বৈষ্ণবজীবনের মুখ্য সাধন।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট সম্পাদনই গুরু সেবা

শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সম্পাদনই মুখ্য ও প্রকৃষ্ট গুরুসেবা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশোদ্ধারকালে কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্ম ও বাসুদেব বিপ্রদ্বয়কে প্রদত্ত উপদেশ হইতে তদীয় মনোঽভীষ্ট আমরা জানিতে পারি। যথা, কূর্ম্মবিপ্রের প্রতি—

* * *

"গৃহে রহি নিরন্তর কৃষ্ণনাম লৈবা॥"

* * *

"যারে দেখ তারে কহ "কৃষ্ণ" উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ—"

বাসুদেবের প্রতি,—

"—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কর তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বত্র সর্ব্বতোবিজয়ী পরমবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন যজ্ঞই কলি-যুগের পরম উপায়রূপে আচার্য্যমুখে প্রচার করিয়াছেন।

"সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

অঙ্গী-গুরুসেবা

জগতে উক্ত শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপনই শ্রীগুরুদেবের একমাত্র মনোঽভীষ্ট ও কৃত্য। কায়মনোবাক্যে, 'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া-বাচা'—সর্ব্বকালে সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু-দেবের এই অভীষ্ট-সম্পাদনচেষ্টা ও তাহার সর্ব্ববিধ আনুকূল্য করাই—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সেবা; এই সেবা অঙ্গী। শ্রীগুরুদেবের অঙ্গসেবাদি অন্য সকল প্রকার সেবা ইহার অন্তর্ভূত ও অধীন। শ্রীগুরুদেবের অভীষ্ট সাধনই—বৈষ্ণবসেবাই বস্তুতঃ প্রকৃষ্ট সাধন।

গুরুসেবার মুখ্য উপায়—কীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীগুরুদেবের উক্ত 'কৃষ্ণ-উপদেশরূপ' ও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞরূপ অভীষ্টসম্পাদন সেবা একমাত্র কীর্ত্তনদ্বারাই সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়।

কীর্ত্তনে শ্রবণ-সাপেক্ষতা

'কীর্ত্তন' আবার শ্রীগুরু বৈষ্ণবের মুখ হইতে 'শ্রবণ' সাপেক্ষ। সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবগণের সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন কৃত্য নাই। কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ গুরুবৈষ্ণবের মুখে কৃষ্ণমহিমময়ী বীর্য্যবতী চেতনময়ী, হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন হরিকথা কীর্ত্তিত হইতে থাকেন। তাঁহাদের মুখে ঐরূপ হরিকথা 'শ্রবণফলে' অঙ্গী গুরুসেবা সম্পাদনে—কীর্ত্তনে অধিকার ও শক্তি লাভ হয়। অবৈষ্ণব-মুখে হরিকথা কীর্ত্তিত হন না এবং তাহা শ্রবণে কোন ফল হয় না। তাহা হলাহল-মাত্র—কৃষ্ণকথামৃত নহে। তাহা কুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ, তর্কপূর্ণ, কাল্পনিক ও অসৎ, অতএব সমূহ অকল্যাণকর। উহা প্রাণহীন,—জীবের সুপ্ত আত্মাকে কখনও জাগাইতে সমর্থ নহে।

শ্রৌতপথে শ্রবণ

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

হরিকথামৃতধারা একমাত্র আম্নায়-পারম্পর্য্যেই—শ্রৌতধারাতেই জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অতএব সদ্‌গুরু-মুখে 'শ্রবণ' পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্যে কীর্ত্তনই মুখ্য গুরুসেবা। এইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনময় প্রাত্যহিক জীবনই বৈষ্ণবের আদর্শ ব্যবহারিক জীবন। তাঁহার প্রতি-দিবসের নিত্যনৈমিত্তিক সকল কার্য্য এই লক্ষ্যে এতদনুকূলে অনুষ্ঠিত হইলেই তাঁহার ব্যবহারের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয়। কৃষ্ণার্থে নিখিলচেষ্টাময় জীবনই বৈষ্ণবের প্রকৃত ব্যবহার।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

অনেক দিন ধ'রে অনেক কথাই তো শুনবার অভিনয় করলাম, কিন্তু এঁচড়ে পাকা বুদ্ধি তো গেল না—এ পাষাণ হৃদয় তো গললো না। থাক্, ভাল হওয়া বা বৈষ্ণবের সেবক ব'লে অভিমান করা তো দূরের কথা; এখন বৈষ্ণবের সেবা বা কৃপা পাওয়ার স্পৃহা লাভের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবকে কৃপা করবার সঙ্কল্পেই বুদ্ধি জেগে গেল দেখ্‌ছি যে! হায়! হায়! এটা অপরাধের পরিণাম ছাড়া আর কি! কোথায় সাধুসঙ্গ করবো, তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে হরিভজন করবো, না তার বদলে প্রতিষ্ঠাশা ও অন্যান্য অনর্থাদি জুটে আমার পরম অর্থের (গুরুবৈষ্ণব সেবার) পথে কণ্টক হ'য়ে দাঁড়ালো। এর কারণ, জিনিষটী বুঝ্‌তে না পারা ব্যতীত আর কিছুই নয়; শ্রৌত পথ ছেড়ে মনোধর্ম্মে চালিত হওয়াই এ বিপদাগমনের হেতু। সেবাবৃত্তি জাগে নাই ব'লেই ভোগবৃত্তি যাচ্ছে না। লোক দেখানো কনক-কামিনী ত্যাগের অভিনয় ক'রেছি বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা-রমণীকে ভোগ করবার বা জাগতিক অন্যান্য কৃষ্ণভোগ্য বস্তুগুলি ভোগ করবার দুরাশা তো এখনও হৃদয় থেকে যায় নাই। আমার যে সেবা ঠিক হয় নাই, সম্বন্ধ ঠিক হয় নাই, তাই ঠিকে ভুল হ'লে যেমন গোলমাল হয়, আমারও সেরূপ গলদ জমেছে। তাই বলি ভাই সব, স্থির হ'য়ে একটু বিচার করুন, অনুসন্ধান করুন, নিজেকে নিজে পরীক্ষা করুন, তা' হ'লেই সমস্ত বুঝ্‌তে পারবেন, কৃপার যোগ্য বৈষ্ণব—না আমি।

বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠ বস্তু; ভগবান্ সেই বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বিহার ক'রে থাকেন। জীবোদ্ধারার্থেই আমার গুরু-পাদপদ্মের নিষ্কপট সেবক বৈষ্ণবগণের এ প্রপঞ্চে প্রভু-সঙ্গে অবতরণ। এই সজ্জীব-বান্ধব বৈষ্ণবগণ বদ্ধজীব আমাদিগকে সেবা-শিক্ষা প্রদান করবার জন্য—অভয়, অশোক, নিত্যানন্দময় কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমাদের প্রতি যে কত ভাবে কৃপা প্রদর্শন করছেন তাহা বর্ণনাতীত।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ০॥ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান,—নিখিল-শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ, ভিক্ষা ॥৹।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান—

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, যুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়বিমুক্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥৹ টাকা মাত্র।

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাণী রাসমণির দৌহিত্র কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ডিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু তথ্যবিষয়-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধক ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী সঙ্গীত প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশাক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে দাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি স্বাধ্যায় করিলে পারমার্থিক সাধ্য কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল গোস্বামি পাদ-মহোদয়-মণ্ডলকলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আদি শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥० আনা, প্যাকেট ॥৵० আনা, বোতল ১৵० আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸०, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩।० সকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ কম করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।
অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।
শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জামদার শালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউজিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাদারীপুরে ডাক লুঠ

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই মে আঙ্গারিয়ার ডাকলুটের সময় যুক্ত যজ্ঞেশ্বর দর ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে এবং যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মোটর লঞ্চে করিয়া মাদারীপুরে আনা হইয়াছে। যজ্ঞেশ্বরের মস্তকে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে; তাহাকে আদালতে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় মিত্রের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার জবানবন্দী লইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অতিকষ্টে কথা বলিতে পারিলেও সে কোন জবানবন্দী দেয় নাই।

যজ্ঞেশ্বর, ইন্দুভূষণ এবং যোগেশের বাটীতে খানাতল্লাস হইয়াছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

রাজী খনির দুর্ঘটনা

পাটনা হইতে প্রকাশ, হাজারিবাগ জেলার লেভী রাজী নামক অভ্রের খনিতে গত এপ্রিল মাসে ভয়ানক দুর্ঘটনা সম্পর্কে খনি ইনস্পেক্টর একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। খনিটির চারিধারে পাহাড়। পাহাড়ের শিখ দেশ হইতে মাপিলে খনিটির গভীরত্ব হয় ৩১৫ ফুট।

ইনস্পেক্টর অতঃপর খনিটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়া বলিতেছেন—যে দিবস দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে দিবস খনিতে ৪২ জন লোক কাজ করিতেছিল। অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত কার্য্য সুশৃঙ্খল চলিবাতে এমন সময় খনির বড়বাবু উপরে উঠিয়া দেখেন, কোথা হইতে একটা ধূম নির্গত হইতেছে। বড়বাবু তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া সমস্ত খনিকারদিগকে খনির বাহিরে যাইতে বলেন, কিন্তু তাঁহার সে আদেশ নিম্নতলে যাহারা কাজ করিতেছিল তাহাদের কর্ণগোচর হয় নাই।

পুরাতন সাফটে আগুন লাগিয়াছিল। ক্রমে সেই আগুন নূতন সাফটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায় নূতন সাফটের দিকে আসিতে দেওয়া হয় নাই। ৩নং লেভেলও আগুন লাগিবার সম্ভাবনা ছিল, কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় সেটাও রক্ষা হইতে পারে নাই।

ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সদস্যের উক্তি

নাগপুর হইতে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ সরকারের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সদস্য ও গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য শ্রীযুত এস বি, তাম্বে "হিতবাদের" প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন—নূতন শাসন-সংস্কার বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া আমি মনে করি না। যদি সকল সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং তাহাদের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকটা চিড়িয়াখানায় পরিণত হইবে। চিড়িয়াখানাতেই বিশেষ বিশেষ জীব নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে রাখা হয়। দায়িত্বশীল সরকারে ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন সব সদস্য থাকা আবশ্যক, যাঁহারা প্রাদেশিক ব্যাপার সঙ্কীর্ণভাবে দেখিবেন না। রাজনৈতিক অবস্থা গত জানুয়ারী মাসে যেরূপ ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নহে। বয়কট আন্দোলন কোনরূপ হৈ চৈ ব্যতিরেকেই প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। আইন ও শৃঙ্খলা অর্ডিন্যান্স ব্যতীতই রক্ষা করা যাইত এবং এখনও করা যায়।

শ্রীযুত তাম্বে স্পষ্ট করিয়া কোন কথা না বলিলেও এমন সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার অভিমত—বাঙ্গালা, পঞ্জাব, বিহার আসামে যদি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন কেন্দ্র বজায় থাকে, তাহা হইলে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে য়ুরোপীয় সদস্যরা এরূপ ক্ষমতা পাইবেন, যাহাতে সরকারের ভাঙ্গা গড়া তাহাদেরই করতলগত হইবে। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসিবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ বর্ত্তমান।

মুন্সীগঞ্জে বিরাট হিন্দু সভা

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, বাঙ্গেলার বিধবা বিবাহ সাহায্য সমিতির শ্রীযুত গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ১২ই মে তারিখে বিক্রমপুরের অন্তর্গত মেজপাড়ার একটি বিরাট হিন্দু সভায় শুদ্ধি সংগঠন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় উচ্চ শ্রেণীর বহু হিন্দু ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য শ্রীযুত সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও শ্রীযুত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত মদনমোহন দাসকে যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া একটা শক্তিশালী কমিটী গঠন করা হয়।

মহরমে কলিকাতায় হাঙ্গামা

মহরম উৎসবের শেষ দিন, অর্থাৎ গত ১২ই মে মঙ্গলবার অপরাহ্নে, সার্কুলার রোডে 'মূক ও বধির' বিদ্যালয়ের নিকট এক শোচনীয় দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার সময় ঐ অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয় এবং ফলে দুইজন পুলিশ গুলী চালাইতে বাধ্য হয়।

প্রকাশ, বেলা প্রায় তিনটার সময় রাজাবাজার হইতে একটি শোভাযাত্রা তাহাদের তাজিয়া কারবালা পুষ্করিণীতে নিমজ্জিত করিবার জন্য মাণিকতলার যাইতেছিল। শোভাযাত্রা যখন মূক ও বধির বিদ্যালয়ের নিকট পৌঁছায়, সেই সময় নাকি কয়েক খণ্ড ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাতে কয়েকজন শোভাযাত্রীর অল্পাধিক আঘাত লাগে। গোলযোগের ধ্বনি শুনিয়া অনুগামী অন্যান্য শোভাযাত্রীদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে এই বাড়ীর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড জনতা সমবেত হয় এবং এই বাড়ীর উপর হইতে ইষ্টক প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া শোভাযাত্রীরা প্রস্তর খণ্ড ও সোডার বোতল প্রভৃতি উহার উপর নিক্ষেপ করিতে থাকে। ইহার ফলে বাড়ীর কয়েকটি জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া যায়।

শোভাযাত্রীদের সহিত যে পুলিস দল যাইতেছিল, তাহারা জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার প্রয়াস পায়, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দৌরাত্ম্য পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হইয়া যায় এবং পুলিসদের উদ্দেশ্যে প্রস্তরখণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে, তাহার ফলে কয়েকজন পুলিস ও সার্জ্জেণ্ট আহত হয়। গোলযোগ বাধিতে দেখিয়া, মেলায় যাহারা দোকান করিয়াছিল তাহারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করে এবং ঘটনাস্থল হইতে মাণিকতলা বাজার পর্য্যন্ত সমস্ত দোকান অল্পক্ষণের মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়।

রিভলভার ও টোটা চুরি

করাচী হইতে প্রকাশ, মীরপুর রসালোর দারোগা আবদুল্লা খাঁ কোন মামলার শুনানী সম্পর্কে করাচীতে অস্থায়ীভাবে যে রাটিতে বাস করিতেছিলেন, সেখান হইতে তাঁহার ছয়নলা একটা রিভলভার ও ১২টা কার্ত্তুজ চুরি গিয়াছে; পুলিস এই বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

রাজবন্দীর কঠোর শাস্তির সংবাদ

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, জনৈক রাজবন্দী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় তাহাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত কিশোরী মোহন চৌধুরী গত ১৩ই মে সন্ধ্যায় জেল পরিদর্শন করিয়াছেন।

অভয়ঙ্করের মোটর

নাগপুর হইতে প্রকাশ, অভয়ঙ্করের মারকোয়েট মোটর বিক্রয়ের জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ফলে নাগপুরের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৩ জনের নিকট হইতে উহা ক্রয়ের প্রস্তাব পাইয়াছেন। যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। তিনি ১৬ শত টাকা দিতে চাহিয়াছেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে মোটরখানা নীলামে বিক্রয় করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

মেদিনীপুরে অতিরিক্ত পুলিস

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ, গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই মেদিনীপুর সহরের জন্য অতিরিক্ত পুলিসের ব্যবস্থা করিতেছেন। সহরের অধিবাসীদের এই পুলিসের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপই এইরূপ করিবার কারণ।

আটক বন্দীর মামলা

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, বিনা অনুমতিতে হিজলী আটক-বন্দিশালা হইতে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যে তারের বেড়া পর্য্যন্ত গমন করার অভিযোগে আটক বন্দী খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে গত ১৭ই মে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারের জন্য হাজির করা হইয়াছিল। কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও তাহাদিগকে জেরা করার পর আরও সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য মামলা মুলতুবী আছে।

আসামী বলেন যে, ওয়ার্ডারদের প্ররোচনায় এই মামলা মিথ্যা করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। আরও হিজলীতে গুলীবর্ষণ দুর্ঘটনার পর তাহারা বন্দীদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট আছে।

টেলি- ‘শ্রীধাম’ — নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার।
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৯, ২৩শে মে ১৯৩২

নানা কথা

বেরেলী জেলে নেহেরুজী

বেরিলি হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর জননী, সহধর্ম্মিণী ও কন্যা বেরিলির জিলা জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

তাঁহার এখনও অল্প২ জ্বর হইতেছে, উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে। প্লুরেসির জন্য তাঁহার বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে যে বেদনা অনুভব হইতেছিল, তাহা এখনও বর্ত্তমান।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইয়াছেন, তিনি ২৭শে তারিখে এখানে আসিতেছেন।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের আত্মীয়রাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন তিনি এখনও রাত্রে কষ্ট পাইতেছেন, মাঝে মাঝে জ্বর হয়।

বেরেলী জেলে নেহরুজী

হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা ও মামলা

চা-বাগানে হত্যাকাণ্ড

ডাকাত ও গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ

বোম্বায়ে ১৪৬ জন নিহত

কুমারী মীরাবাঈয়ের কারামুক্তি

বরিশালে চুরি ও ডাকাতি

সুভাষ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ

এলাহাবাদে মোটর দুর্ঘটনা

পাটনা জিলায় বিধবা বিবাহ

কালেক্টরী প্রাঙ্গণে মৃতদেহ

চা-বাগানে হত্যাকাণ্ড

আসাম উপত্যকা জিলার দায়রা জজ মিঃ লেথব্রিজ জুরীগণের সহিত একমত হইয়া পীতাম্বর কাহার নামক এক ব্যক্তিকে হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। প্রকাশ, আসামী গত ১০ই জানুয়ারী রবিবার ঢুমকী চা বাগানের কুলী মহেশ্বরকে কুঠারাঘাতে হত্যা করিয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নিহত মহেশ্বর তাহার পত্নী জানকীর সহিত রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ জানকী জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে পায় তাহার স্বামী রক্তাক্ত দেহে বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং আসামী পীতাম্বর একখানি কুঠার হস্তে তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। জানকী প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলে পীতাম্বর দৌড়াইয়া পলায়ন করে। পর দিবস পীতাম্বরকে গ্রেপ্তার করা হইলে সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল।

গত শুক্রবার হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ এস সি, মল্লিক, বিচারপতি মিঃ পেটারসন ও বিচারপতি মিঃ রেমফ্রি আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন।

বিচারপতি মিঃ মল্লিক অভিমত প্রকাশ করেন, আসামীর হত্যার উদ্দেশ্য কিছুই প্রকাশ পায় নাই। ইহা ব্যতীত ঘটনার দিন রবিবার থাকায় মনে হয় ঐ দিবস অত্যধিক মদ্য পান বা গঞ্জিকা সেবনের দরুণ আসামী অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ঐরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

———

এলাহাবাদে মোটর দুর্ঘটনা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, একটী মোটর দুর্ঘটনার ফলে ডাক্তার কে, এন, কাটজুর পত্নী এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের খ্যাতনামা এডভোকেট মিসেস কাটজু গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন ও তাঁহার মোটর চালকের মৃত্যু হইয়াছে। গত ১৮ই মে প্রাতে এলাহাবাদ সহরের ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী সোরাম নামক স্থানের নিকটে ঐ দুর্ঘটনা হয়। ঐ মোটরের অন্যান্য আরোহীরা সামান্য আঘাত পাইয়াছেন।

ঐ মোটরখানি গত ১৮ই মে রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকার সময় লক্ষ্ণৌ হইতে যাত্রা করিয়া এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী হইলে মোটরের চাকা হইতে এক প্রকার শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। তখন বেলা প্রায় সাড়ে ৮ ঘটিকা। প্রকাশ, মোটরচালক ঐ শব্দ নিবারণ করার জন্য মোটরের জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া তাহার নিজের বসিবার স্থানে উপবেশন করিয়া দেখিতে পায় যে, গাড়ীখানি রাস্তার শেষপ্রান্ত দিয়া চলিতেছে। রাস্তার মধ্যস্থ স্থান দিয়া চালাইবার অভিপ্রায়ে সে গাড়ীখানি ঘুরাইবার চেষ্টা করিবামাত্র উহা পড়িয়া যায় এবং আরোহীরা সকলেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিরক্ষক পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরাবির্ভাবোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্রীবাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, তারপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকান্তানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজনার্দ্দন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাসাধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্মথিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার রুক্মাঙ্গ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীভবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রসাদ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদক্রমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিবিক্রম ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

যাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুরুলিয়া, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেশঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনলালজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া.

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হয়; জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব জীবনবৃত্ত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট। পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর স্বরচিত কতকটী অনুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা কাগজ ৷৷০ আনা, আর্টপেপার ৷৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'ভক্তিসন্দর্ভের' কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

চৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিরসক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাক্ত ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্য আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শিক্ষা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যপ্রাপ্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ভগবৎসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদ্দৃষ্টিবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভ-মণি প্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

আদর্শ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আদর্শ সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে সব শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

... গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ কোন্ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা উচিত ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

যকৃৎ প্লীহার স্ফীতাবস্থায় জ্বর ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥০ সকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। গত বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় ...

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল। অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ... সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) ৮৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন রাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশ সরকার পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে বেরিলী জেল হইতে দেরাদুনে স্থানান্তরিত করিবার বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই সম্মতি দিয়াছেন, তবে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের পরীক্ষার কথা থাকায় তাঁহাকে এখনও স্থানান্তরিত করা হয় নাই।

আরও জানা গেল যে কাশীপুরের রাজার ভ্রাতা কনওয়ার আনন্দ সিংহকে দেরাদুনে প্রেরণের বিষয়েও মাননীয় স্বরাষ্ট্র সদস্য আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে।

কুমারী মীরাবাঈয়ের কারামুক্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়ায় কুমারী মীরাবাঈ (কুমারী শ্লেড) মঙ্গলবার রাত্রিতে আর্থার রোড জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কারামুক্তির পরেই গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পুণা যাত্রা করেন।

প্রকাশ, যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি করিয়াছেন।

কুমারী শ্লেড ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, পাঠকবর্গের তাহা বোধ হয় স্মরণ আছে।

কালেক্টরী প্রাঙ্গণে মৃতদেহ

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে মে কালেক্টরী আদালতের প্রাঙ্গণে একটী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ-চিহ্ন আছে। উক্ত শবের পার্শ্বে কেরোসিন তৈল পূর্ণ একটি বোতল ছিল। মনে হয়, ঐ ব্যক্তি সম্ভবতঃ মধ্যবয়স্ক; কিন্তু শব পরীক্ষার জন্য উক্ত মৃতদেহ জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

গোলাবর্ষণ শিক্ষায় বিপত্তি

কোয়েটা হইতে প্রকাশ, ৭ম সংখ্যক মাউণ্টেন ব্যাটারীর লোকজন যখন গত ১৮ই মে ক্যাম্প নামক স্থানে গোলাবর্ষণ শিক্ষা করিতেছিল, সেই সময় একটা কামানের গোলা অপ্রত্যাশিতভাবে ফাটিয়া যায়। গোলাটি কামানের মুখ হইতে বাহির হওয়ামাত্র ফাটিয়া যায়। ফলে একজন ল্যান্স নায়েক মারা গিয়াছে ও ৪ জন গোলন্দাজ জখম হইয়াছে।

আইরিশ মহিলা দণ্ডিতা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, সর্দ্দোপালকে প্রেপ্তার করিবার জন্য চলিয়া আসা করা হইয়াছিল। তাহাকে অস্ত্র আইনের অভিযোগে মিষ্টার জাফর আলীর পত্নী আইরিশ মহিলা সাবিত্রী দেবী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। জুরীগণ এক বাক্যে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করায়, তিন ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছে।

নাপিতের দুঃসাহসিক কাণ্ড

গত বৃহস্পতিবার জনৈক পশ্চিমা গাড়োয়ানকে আহত অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার্থ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, জোড়াসাঁকো রাজেন্দ্র মল্লিক লেনে উক্ত গাড়োয়ানের সহিত একজন নাপিতের বচসা হয় এবং নাপিত ক্রুদ্ধ হইয়া গাড়োয়ানের গলদেশে ছুরিকা বসাইয়া দেয়। স্থানীয় পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

ডাকাতে ও গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ

বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই মে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ১০ অথবা ১২ জন লোক বন্দুক ও লাঠি লইয়া বেলডাঙ্গা থানার এলাকাধীন রামনগর গ্রামে শ্রীযুত পশুপতি হালদারের বাটীতে প্রবেশ করে এবং ৫০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। দস্যুদলের সহিত গ্রামবাসীদের সংঘর্ষের ফলে প্রায় ১০ জন গ্রামবাসী আহত হয় এবং একজন ডাকাত ধরা পড়ে। ধৃত ডাকাতকে পরে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করা হয়। পুলিশ পরে আরও ৫ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

পুলিস মহলে প্রচার কার্য্য

কানপুর হইতে প্রকাশ, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সমর পরিষদের নামে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন সমূহ গত ১৮ই মে ডাকযোগে বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়িতে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। উহাতে পুলিশদিগকে কংগ্রেস বিরোধী কার্য্য ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা ও মামলা

লাহোর হইতে প্রকাশ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা সংক্রান্ত ৯টি মামলার মধ্যে ম্যাজি-স্ট্রেট মিঃ বি, এইচ, ডিসনে গত ১৮ই মে একটি মামলা শেষ করিয়াছেন। মিঃ ডিসনে গত ৪ মাস হইতে এই সকল মামলার বিচারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বর্ত্তমান মামলায় ৪ জন মুসলমান —গোলাম মুস্তাফা, ইলামদীন, আবদুল কারিম ও লালদীন গত ২৭শে ডিসেম্বর রঙ্গমহলের দোকানদার লালচাঁদকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনিয়া আবদুল কারিমকে অব্যাহতি দিয়াছেন। তিনি লালদীন ও ইলামদীনকে দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ৩ জনকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

বরিশালে চুরি ও ডাকাতি

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গইলা গ্রামের কবিরাজ শ্যামা রমণ শীলের বাড়ীতে সম্প্রতি এক ভীষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ১২ জন লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ মধ্যরাত্রে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে। তাহার পর লক্ষ্মীনারায়ণকে ভীষণভাবে প্রহার করিয়া বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া সরিয়া পড়ে।

ঐ দিন রাত্রে আরও তিনটি বাড়ীতে চুরি হওয়া গিয়াছে। চোরেরা জোর করিয়া মহিলাদের গাত্র হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

পুণাতেও বিষম ঝড়

পুণা হইতে প্রকাশ, পুণা হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দূরবর্ত্তী মালাভালি ও লোনাভালার মধ্যবর্ত্তী স্থানের উপর একটী বিষম ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে ঐ অঞ্চলে ঘর বাড়ীর খুব ক্ষতি হইয়াছে। লোনাভালার নিকট টাটা কোম্পানীর বিদ্যুৎ সরবরাহে তার জখম হয়। ফলে রাত্রিতে পুণা সহর অন্ধকারে ছিল। টেলিফোন ও টেলিগ্রামের তারের ক্ষতি হইয়াছে। এখনও কোন মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোম্বাই ও পুণার মধ্যে যাতায়াতে ট্রেনের বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

কংগ্রেস কর্ম্মীর লাঞ্ছনা

মাদ্রাজ হইতে মুত্তুস্বামী নৈকেন নামক জনৈক পরিচিত এক ব্যক্তি নিজেকে কংগ্রেসকর্ম্মী বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক গত ১৯শে মে প্রাতঃকালে "হিন্দু" কার্য্যালয়ে আসিয়া বলেন যে উর্দ্দিপরিহিত পরিচ্ছদভূষিত দুইজন লোক তাঁহার বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটিয়া দিয়াছে।

তিনি বলেন, গত ১৮শে সন্ধ্যায় কতকগুলি কংগ্রেস পুস্তিকাসহ আরাক্কোনম হইতে ট্রেনযোগে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করেন। পথে ট্রেনের মধ্যে তিনি কতকগুলি পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছিলেন এবং যে দুই জন লোক তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটিয়া ফেলিয়াছে তাহারাও উক্ত পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই দুইজন লোক তাঁহাকে বলপূর্ব্বক চেৎপুতে ট্রেন হইতে নামাইয়া একখানি মোটর গাড়ীতে করিয়া এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া যায় এবং তাঁহার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্ত্তন করে। তাহারা তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার কালে তাঁহার চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল।

পাবনা জিলায় বিধবা বিবাহ

পাবনা জেলার অন্তর্গত সমাজ গ্রামে ধীবর সম্প্রদায় মধ্যে গত ২৫শে বৈশাখ তারিখে বিধবা বিবাহ বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। সমাজ-গ্রামনিবাসী শ্রীমান অভয়াচরণ হালদার নামক একজন যুবক ঐ গ্রামের শ্রীযুত কুঞ্জচরণ হালদারের শিবুদাসী নাম্নী ১৭ বৎসর বয়স্কা এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যাটি প্রথম বিবাহের ১ বৎসর মধ্যেই বিধবা হয়। তাঁহাদের কুলপুরোহিত এই বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছেন শুনিয়া অনেক ভদ্রলোক এই বিবাহে উত্তেজিত ছিলেন।

বোম্বায়ে ১৪৬ জন নিহত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, তার প্রেরণের সময় পর্য্যন্ত গত ২০শে মে ৬ জন নিহত ও ৯৬ জন আহত হইয়াছে ইতঃপূর্ব্বে আহত ১৭ জন গত ২০শে মারা গিয়াছে। ফলে মোট মৃত্যু হইল ২৩ জনের মধ্যে প্রায় ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দাঙ্গা আরম্ভ হওয়া অবধি মোট নিহত হইল ১৪৬, আহত ১২৫৭ জন। প্রায় ৪০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সুভাষ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের হিসাব সম্পর্কে নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত আর, এস, রুইকর উক্ত কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছেন। পাঠক জানেন সুভাষ বাবু বর্ত্তমানে রাজবন্দীরূপে সিওনী জেলে অবস্থান করিতেছেন।

টেলি— শ্রীধাম' নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৮-শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২৪শে মে ১৯৩২

বড়লাটের নিকট তার

প্রতারণায় ব্যারিষ্টার দণ্ডিত

তিনশত মাওয়ালী গ্রেপ্তার

পেশোয়ারে আবার পিকেটিং

ডাঃ নীরেন দত্ত গ্রেপ্তার

গয়ায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

জিলা স্কুলে ভীষণ ডাকাতি

মহিলাকে আহত করার অভিযোগ

দারোগাকে প্রবঞ্চনা

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে আগুন

লাহোরে মহরমের হাঙ্গামা

নানা কথা

বড়লাটের নিকট তার

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক মাননীয় ভারত-সচিব এবং রাজপ্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

কিস্তীবন্দী ভাবে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে তীব্র বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তাহার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন এবং একযোগে বাঁধন-কষণ সহ স্বায়ত্ত-শাসনশীল কেন্দ্রীয় শাসন তন্ত্র প্রবর্ত্তন ব্যতীত কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ভবিষ্যতের জন্ম রাখিয়া প্রাদেশিক শাসন সংস্কার দিলে তাহাতে অশান্তির উপশান্তি হইবে না, বরং তাহাতে অবস্থা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে।

তিনশত মাওয়ালী গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বাই সহরের অবস্থা এক্ষণে স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছে। এই দাঙ্গায় যে পরিমাণ জীবন ও সম্পত্তি ক্ষয় হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে একটা অনুমান করা অসম্ভব। ইহাতে বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে অচল হইয়াছে।

গত ২০শে মে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক। শান্তি-কামী হিন্দুমুসলমান নাগরিকগণ সহর ছাড়িয়া তাহাদের স্ব স্ব নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল মাত্র গুণ্ডা ও পুলিসের দল তথায় বাস করিতে-ছিল।

এই দাঙ্গা সম্বন্ধে বোম্বাই সহর ছাড়িয়া দশ হাজারের অধিক লোক পলায়ন করিয়াছিল।

লাহোরে মহরমের হাঙ্গামা

লাহোর হইতে প্রকাশ, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলায় কোন গ্রামে হিন্দু মুসলমানে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে ২৬ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে একজন পরে মারা গিয়াছে।

প্রকাশ, তাজিয়া খুব উঁচু ছিল। সেজন্য রাজপথে অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়া তাহা লইয়া যাওয়া অসম্ভব হয়। মুসল-মানেরা গাছটির ছোট ছোট কয়েকটি ডাল কাটিয়া দিবার প্রস্তাব করে কিন্তু হিন্দুরা তাহাতে আপত্তি করে এই ব্যাপার হইতেই ক্রমে মারামারি ও দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

ডাঃ নীরেন দত্ত গ্রেপ্তার

সান্তাহার হইতে প্রকাশ, গত ৩১শে মে এখানে বগুড়া জেলা যুবক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইবার কথা ছিল। উক্ত অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ নীরেন দত্ত সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স আইনের ৪র্থ ধারানুসারে এক নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

জিলা স্কুলে ভীষণ ডাকাতি

যশোহর হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই মে রাত্রিতে স্থানীয় জিলা স্কুলে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন দুর্বৃত্ত তালা ভাঙ্গিয়া আফিস কক্ষে প্রবেশ করে। স্কুলের প্রহরীরা তাহাদিগকে বাধা দেয় কিন্তু দস্যুগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে একটি খুটির সহিত বাঁধিয়া রাখে এবং ছুরি দেখাইয়া তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করে।

বিস্তৃত বিবরণ এখনও জানিতে পারা যায়।

দারোগাকে প্রবঞ্চনা

লাহোর হইতে প্রকাশ, ২ জন স্থানীয় দালাল ও আর একজন লোক জনৈক দারোগাকে ৬ হাজার টাকার সম্পর্কে প্রবঞ্চনা করিবার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুসারে মামলা সোপর্দ্দ হইয়াছে। প্রকাশ, তাহারা দারোগাকে ঠকাইবার জন্য একখণ্ড জমী অন্যায়ভাবে বন্ধক দিয়াছিল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ময়মনসিংহ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে যথাসময়ে উৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪৬১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরাবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকমলনয়ন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসদাভকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীমুকুন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রায়বাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেমপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলনরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীসুসংহতানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়ারকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনলজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৩রা ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬. ১০ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২৪শে মে ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ৬৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২০শে বৈশাখ মঙ্গলবার সায়ংকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ হরিকীর্ত্তন সহযোগে তমলুকের শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির হইতে শ্রীহরিসভাস্থানে গমনপূর্ব্বক গুর্ব্বষ্টক ও শরণাগতি কীর্ত্তন করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ, কাব্যতীর্থ মহোদয় স্বামিজীর পরিচয় প্রদানমুখে গৌড়ীয়মঠের প্রচার বৈশিষ্ট্যের কথা মুখবন্ধস্বরূপে কীর্ত্তন করেন। অনন্তর স্বামিজী মহারাজ তাঁহার আবেগময়ী ওজস্বিনী ভাষায় জীবের ধর্ম্মের সনাতনত্ব, অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মাবলীর প্রাদেশিকতা, মনোরাজ্যের বিবিধ সোপান, নামকীর্ত্তনের সর্ব্বপ্রয়োজন-সাধনতা এবং বর্ত্তমানযুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বতোমুখী প্রচারপ্রণালীদ্বারা শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহতা ও পরমকারুণিকতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ১॥ ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর গৌরবিহিত কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। দুই জন খ্যাতনামা মুন্সেফ ও ধর্ম্মপ্রাণ কতিপয় উকীল প্রমুখ উচ্চ শিক্ষিত প্রায় ২০০ শত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক স্বামিজীর বক্তৃতা-শক্তির, গৌড়ীয়মঠের প্রচারবিভাগের এবং আচার্য্যদেবের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ২২শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার, তমলুক সহরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত শ্রীরামকুমার দাসের নবনির্ম্মিত প্রাসাদের উপরিতলে প্রায় দ্বিশতাধিক বিশিষ্ট উকিল, মোক্তার অফিসার, গণ্যমান্য সুশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচরিতামৃতের শ্রীরূপশিক্ষার "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" এই শ্লোকের ও পরবর্ত্তী ছয়টী শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে নানাবিধ জগন্মঙ্গলকর উপদেশের অবতারণা করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছেন। সায়াহ্নে নগরসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সহরের অর্দ্ধাংশ পরিক্রমায় শতাধিক লোক যোগদান করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে সূর্য্যোত্তাপে ধরণী সন্তপ্ত ছিল; কিন্তু নগরকীর্ত্তনান্তে গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করা হইলে ঐস্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত দ্বারা দেশ শীতলতা লাভ করে। তাহা দেখিয়া শ্রোতৃগণ বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের প্রভাবে তাদৃশ পার্থিব মঙ্গলের সহসা আগমনে বিস্মিত হয়েন এবং গৌড়ীয়মঠের জয়ধ্বনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করেন। অনন্তর "অনাদি করম ফলে" ইত্যাদি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ১১ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

গত ২৪শে বৈশাখ শনিবার দিবস ভাণ্ডারবেড়া গ্রামে স্বামিজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীসনাতনের প্রতি উপদেশ পাঠ করিয়া জীবের স্বরূপজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। আদিতে ও অন্তে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করা হয়।

গত ২৫শে বৈশাখ রবিবার দিবসেও উক্ত ভাণ্ডারবেড়া গ্রামে প্রায় ৫০০ শিক্ষিত গণ্যমান্য সজ্জন উপস্থিত থাকিয়া রাত্রি ১২॥টা পর্য্যন্ত হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর প্রভু বর্ত্তমান জগতে মানবগণের মধ্যে ধর্ম্মালোচনার পর্য্যায়াবলীর আলোচনা করিলে শ্রীপাদ বিপিনবিহারী দাসাধিকারী গীতার ভক্তিবাদ বর্ণন করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিচরণ ব্রহ্মচারী তেজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান জগতের ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারাবলীর উল্লেখপূর্ব্বক প্রত্যেক বিবেকীর এই মানব অপসারণের আবশ্যকতা বিষয় উপদেশ দেন। অনন্তর স্বামিজী অতীব বিনয় সহকারে প্রায় ১॥ ঘণ্টা কাল জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য, মানবজন্মের বৈশিষ্ট্য, দেবগণেরও মানবজন্মাশা, হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় বর্ণনমুখে গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যপ্রবরের অসমোর্দ্ধতা প্রমাণিত করেন। অতঃপর গৌরবিহিত কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

গত ২৬ বৈশাখ, সোমবার পূর্ব্বোক্ত স্থানে ৮টা হইতে ১২॥টা পর্য্যন্ত গৌরবিহিত কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর প্রভু পরা ও অপরা বিদ্যার পার্থক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; পরে বিপিনবিহারী প্রভুর কর্ত্তৃক চরিতামৃতের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য বর্ণিত হইলে পণ্ডিত অনাদিচরণ ব্রহ্মচারী মহাপ্রভু প্রচারিত জীবকল্যাণের উপায়সমূহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক জগতে কিরূপে প্রচারিত হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। স্বামিজী মহারাজ দৈন্য প্রকাশপূর্ব্বক জীবসেবার প্রকৃত তাৎপর্য্য নানাশাস্ত্রের বাক্য উদ্ধার করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেন। প্রায় ৩॥ ঘণ্টা কাল সভাস্থ সজ্জনমণ্ডলী সম্পূর্ণরূপে অপূর্ব্ব সংসিদ্ধান্ত সমূহ শ্রবণ করিয়াছেন। প্রত্যহ অবসরকালে সমাগত জিজ্ঞাসুগণকে তাঁহাদের প্রশ্নের সদুত্তরে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে। ক্রমশঃ স্থানীয় লোকের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করায় সোমবার দিবসও একটী অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র জানা হেড্‌মাষ্টারের বাটীতে বক্তৃতা দ্বারা ভাগবতকথা আলোচিত হয়। বহু সুশ্রদ্ধ জনমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া প্রচারকগণের সুসিদ্ধান্ত কর্ণপুটে পান করেন।

গত ২৮শে বৈশাখ বুধবার সিমুলিয়া গ্রামে ৯ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০ শত লোকের সমক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামিজীর গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দানুভব করেন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

বৈষ্ণবের ব্যবহার

[শ্রীপাদ যজ্ঞবর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য লিখিত]

(৪)

দশ সংস্কারাদির সামাজিক কর্ত্তব্য

গৃহী বৈষ্ণবের গৃহস্থোচিত কিছু সামাজিক কর্ত্তব্য আছে। তাহা মুখ্যতঃ দশ-সংস্কারাত্মক ও নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক হইলেও তাহা অবশ্য করণীয়। দৈব-বর্ণাশ্রমবিধান বহু সহস্র শতাব্দী হইতে লুপ্তপ্রায়। সমগ্র সমাজই আসুর সমাজ বা স্মার্ত্ত। শ্রী-সম্প্রদায়ে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাবিধান প্রচলিত থাকাহেতু দৈব-বর্ণাশ্রম কিয়ৎপরিমাণে শ্রী-সম্প্রদায়িগণের মধ্যে দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট কালে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে তদীয় পার্ষদ গোস্বামিবর্গ এবং শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় আচার্য্য শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তমঠাকুরের অভ্যুদয়কালে দৈববর্ণাশ্রম-বিধি কিছু কিছু প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরে প্রায় তিন শতাব্দীকাল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজের মহা অন্ধকারময় যুগ। তখন শুদ্ধবৈষ্ণব ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ (অর্থাৎ বিদ্ধবৈষ্ণব সমাজ) স্মার্ত্তবিধানেরই অনুসরণ করিত। সাত্বত স্মৃতি অনাদৃত ও অজ্ঞাত হইয়া সকলের স্মৃতি পরিত্যাগ করিয়াছিল। অধুনা বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অভ্যুদয়ে দৈববর্ণাশ্রমের পুনঃ প্রবর্ত্তনের এবং সাত্বতস্মৃতির পুনঃ অনুসরণের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। তথাপি দৈববর্ণাশ্রমী শুদ্ধভক্ত অতীব বিরল। বিদ্ধবৈষ্ণবগণও স্মার্ত্তাচার এবং সাত্বতবিধিসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, সর্ব্বত্র অবৈধ স্মার্ত্তের প্রাচুর্য্য ও প্রাবল্য।

গৃহীর প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক

অল্পসংখ্যক শুদ্ধবৈষ্ণবের মধ্যেও অগৃহী-বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অন্ততঃ বহুল পরিমাণে স্মার্ত্তসমাজ হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া জীবনযাপন করিতে পারেন। গোস্বামিবর্গ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট শুদ্ধভক্তি প্রচারোদ্দেশে বিশেষ প্রয়োজনস্থলে কোন কোন আচার বিষয়ে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। কিন্তু গৃহীবৈষ্ণবগণকে স্মার্ত্তসমাজ ও অসদাচারময় পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই বাধ্য হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অতএব সদাচারের বিধিনিষেধ উভয় বিষয়েই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ হইতে পারেন না। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত গৃহী-শুদ্ধভক্ত সময়ে সময়ে বিধির অনুসরণেও সম্পূর্ণ স্মার্ত্তনিরপেক্ষ হইতে পারেন না। নিষেধের পরিপালনেও তদ্রূপ।

মুখ্য কার্য্যত্রয়

নিষেকাদি শ্মশানান্ত সংস্কার ও অনুষ্ঠান সকলের মধ্যে উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই তিনটী অপরিহার্য্য এবং অধুনা প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্যগুলি অপরিহার্য্য নহে বলিয়া অধুনা সেই সকলের অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র সকলে করেন না। তন্মধ্যে বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই দুই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন গৃহিগণের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই দুই ব্যাপারে সাত্বত বিধি পূর্ণভাবে অনুসরণ করা এবং স্মার্ত্তনিরপেক্ষ হওয়া, অর্থাৎ অবৈষ্ণবের সহিত ব্যবহার বর্জ্জন করা অসম্ভবপ্রায়। কদাচিৎ ব্যতীত অবৈষ্ণব ও বিদ্ধবৈষ্ণবের সহিত বৈবাহিক আদানপ্রদান না করিয়া গত্যন্তর নাই। অতএব এইরূপ ক্ষেত্রে সাত্বত বিধি অনুসৃত হইতে পারে না। তাহার মধ্যেও শুদ্ধভক্ত বরকর্ত্তা হইলে কোন কোন স্থলে তিনি সাত্বতপদ্ধতি অনুসরণে কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারেন। কন্যা-কর্ত্তাও স্থলবিশেষে (অর্থাৎ বরপক্ষ যখন তাঁহার নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হয়) এইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু এতাদৃশ ব্যাপার কদাচিন্মাত্র সম্ভবপর হইতে পারে। সচরাচর হয় না। এরূপস্থলে শুদ্ধভক্তের বর বা কন্যা নির্ব্বাচনে বিশেষ বিচার এবং সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। বরকন্যার পিতামাতার স্বভাবচরিত্র, বংশের চিন্তাধারা এবং বর কন্যার স্বভাবচরিত্র তাহাদের শিক্ষা আস্তিক্যবুদ্ধি ইত্যাদি যথাসাধ্য অনুসন্ধান, নির্ণয় ও বিচার পূর্ব্বক বর-কন্যা নির্ব্বাচন করিবেন।

বিবাহের অপ্রয়োজনীয়তা

বস্তুতঃ স্বরূপসিদ্ধিলিপ্সু শুদ্ধভক্তের পক্ষে যৌনসম্বন্ধ (বিবাহ) অপরিহার্য্য ও অবশ্য করণীয় ব্যাপার নহে। আত্মবিস্মৃত মায়াবদ্ধাবস্থায় ভোগলিপ্সাবশতঃ ইহার প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে মাত্র। স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণদাস জীবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অবকাশও আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাঁহার ভোক্তাভিমানও হইতে পারে না। একমাত্র ভোক্তাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবকাভিমানই তাঁহার নিত্য স্বরূপসিদ্ধ ভাব। সেই ভাব লাভের জন্য বিবাহের একান্ত প্রয়োজন নাই। সেবা-বৃত্তির উন্মেষের পথে তদুদ্দেশ্যে নিজকে একান্ত সেবাবিমুখতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং সেবোন্মুখতা হইতে বিক্ষিপ্ত না হইয়া পড়িবার জন্য বিবাহিত জীবনের কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে।

বিবাহের উদ্দেশ্য

ভোগসঙ্কোচ, সেবার প্রসার এবং কৃষ্ণ-স্মৃতিলাভ—ইহাই বিবাহিত জীবনের লক্ষ্য। সর্ব্ব অনাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসার করাই সর্ব্বকালে লক্ষ্য।

শ্রাদ্ধ—বৈষ্ণবের অপ্রয়োজনীয়

শ্রীপাদ ভট্টগোস্বামী গৃহী শুদ্ধভক্তের জন্য দশ-সংস্কারের সাত্বতপদ্ধতি বিধান করিয়াছেন। কিন্তু অবৈষ্ণবের প্রেত-শ্রাদ্ধের মত কোন শ্রাদ্ধ-পদ্ধতির ব্যবস্থা করেন নাই। পরন্তু বিষ্ণু ভিন্ন অপর দেবতার পূজাদি এবং পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। করিলে, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বশতঃ অধঃপতন হইয়া থাকে। কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আগম স্মৃতি পুরাণাদি কোথাও বৈষ্ণবের (অর্থাৎ বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত শুদ্ধভক্তের) পিতৃদেবার্চ্চনাদি বিহিত হয় নাই। "শ্রীবিষ্ণু মন্ত্রাদীক্ষিত বর্ণাশ্রমাদি-শৈব শাক্ত-গাণপত্যাদি-ব্যতিরেকানন্যশরণ বর্ণাশ্রমসঙ্করান্ত্যজাদীনাং গৃহস্থ ভক্তানাং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং ক্বাপি বেদে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রাগম স্মৃতি-পুরাণাদৌ চ নাস্তি, এতেষাং এতাস্মিন সত্যপি সেবানামাপরাধো জায়তে।" (সঃ ক্রঃ দীঃ)॥

বৈষ্ণবের অশৌচাভাব শ্রাদ্ধ মহোৎসব

শুদ্ধভক্তের প্রেতত্বপ্রাপ্তি নাই, অতএব প্রেতশ্রাদ্ধও নাই। নিত্য শুদ্ধ পূত কায়ের অশুচিতার অভাবহেতু তাঁহার অশৌচ-ব্যবহারও নাই। তাঁহার বিষ্ণু পূজার নিত্যত্বহেতু তিনি অশৌচাচরণ পূর্ব্বক অর্চ্চনারহিত হইতে পারেন না। অতএব স্মার্ত্তবিধানানুরূপ "অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েহহ্নি" কোন শ্রাদ্ধকার্য্য তাঁহার অনুষ্ঠেয় নাই। তাঁহার অনুষ্ঠেয় প্রেতশ্রাদ্ধ-কার্য্য না থাকিলেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত এবং তদীয় অনুগ মহাজন-গণের আচরিত অনুষ্ঠানানুসারে বৈষ্ণবের দেহত্যাগ উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান আছে। তাহা প্রেতশ্রাদ্ধ বা আত্মশ্রাদ্ধাদিবাচ্য নহে। পরন্তু উহা "শ্রাদ্ধমহোৎসব,"—অর্থাৎ মহোৎসব অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শ্রদ্ধা-প্রদর্শন এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মহোৎসব অনুষ্ঠান। ইহাতে কেবল শ্রাদ্ধকর্ত্তার শ্রদ্ধা প্রদর্শনমাত্র নহে। শ্রদ্ধাপাত্রগণেরও ভগবদুচ্ছিষ্ট-মহাপ্রসাদে আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন আছে। (দিগ্‌দর্শিনী)॥

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

নিঃশক্তিক জীব আমরা, আমাদের ভগবানের সেবা কর্‌বার কোন যোগ্যতা না থাক্‌লেও কত আদরের সহিত সাধুরা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে নানা সদুপদেশ দিয়া আমাদের ন্যায় অযোগ্য অধম ব্যক্তি-গণকেও যোগ্যতা প্রদানের জন্য কোটী হস্ত প্রসারণ কর্‌ছেন। তাঁ'দের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই পরমানন্দপূর্ণ কৃষ্ণকে আমাদিগকে বিলিয়ে দেবার জন্য—পরমার্থ ধনে বঞ্চিত হতভাগ্য আমাদিগকে কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী কর্‌বার জন্য তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্র। এই পরমদয়াল, দীনবন্ধু, অসহায়ের একমাত্র সহায় বৈষ্ণবগণের দয়ার আর তুলনা নাই। কিন্তু হত-ভাগ্য আমরা—ধনমদে, বিদ্যামদে, প্রাকৃতা-ভিমানে মত্ত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা-কামী আমরা তাঁ'দের সেই অযাচিত কৃপার বিষয় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্‌ছি না, স্বপ্নেও ভাব্‌ছি না। তাঁ'দের কৃপা উপলব্ধি ক'রে তাঁ'দের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া বা তাঁ'দের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য হওয়া তো দূরের কথা, আমরা বৈষ্ণবদাসাভি-মানের পরিবর্ত্তে নিজেকেই বৈষ্ণব ব'লে অভিমান কর্‌ছি এবং আমি একজন পণ্ডিত, আমি একজন বক্তা, আমি একজন লেখক, আমি একজন বেশ ভাল সেবক ব'লে অহঙ্কার কর্‌ছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার সৌভাগ্যের দিকে, আমার প্রতি আমার প্রভুবর্গের কৃপার বিষয় এক মুহূর্ত্তও তো চিন্তা কর্‌ছি না।

আমি মনে করছি যে, আমি বৈষ্ণব-গণের যথেষ্ট উপকার কর্‌ছি, বৈষ্ণবগণ আমার দ্বারা অনেক সুবিধা ভোগ ক'র্‌ছেন, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমার মাথায় এসে আমাকে গ্রাস ক'র্‌ছে। আমি এখন 'উল্টো বুঝ্‌লি রামের' পাল্লায় পড়ে গেছি। যখন কপাল ভাঙ্গে তখন নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা ধরণের দুর্ব্বুদ্ধি এসে জীবকুলকে অধর্ম্মের পথে—ভোগের পথে নিয়ে যায়। আমি আরও ভাবি যে, আমার ন্যায় বেশী সেবা কেউ ক'র্‌তে পারে না। আমি কায়, মন, বাক্য, পাণ্ডিত্য ও অর্থাদি দ্বারা বৈষ্ণবের সেবা কর্‌ছি, বৈষ্ণবগণকে কৃতকৃতার্থ কর্‌ছি।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি নাঙলাকের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রাপ্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্রসমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ৩॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সংস্থাবিষয়-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাহিত্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর- নিত্যানন্দ—অদ্বৈত কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এতাদৃশ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাগত বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ৬৯৬ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়গত পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রতারণায় ব্যারিষ্টার দণ্ডিত

ব্যারিষ্টার শ্রীযুত সজনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১ হাজার ৮ শত টাকা ও ৯৪ হাজার ৭ শত টাকা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল শ্রীযুত এস, কে সিংহের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর টি এন, সাধু সরকারের পক্ষ সমর্থন করেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, পিয়ারীলাল মল্লিক ও রায় যুগলকিশোর সেনের মামলায় হাইকোর্ট আসামীকে রিসিভার নিযুক্ত করেন। ঐ সম্পর্কে উক্ত টাকার কোম্পানীর কাগজ তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি উহা আত্মসাৎ করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক অভিযোগে ২-বৎসর সশ্রম ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে প্রত্যেক অভিযোগে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। উভয় দণ্ড পর পর চলিবে।

লক্ষ্ণৌয়ে অধ্যাপক গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে মে রাত্রিতে পুলিশ খানিয়াকে মান্দর বাড়ীতে হানা দিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ও পূর্বের দুইজন ব্যতীত আরও দুইজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং প্রচুর কংগ্রেস ও স্বদেশী পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে।

পিকেটিং সম্পর্কে একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পেশোয়ারে আবার পিকেটিং

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে মে নগরের উপকণ্ঠস্থিত গ্রাম হইতে কতিপয় লালকোর্ত্তা পেশোয়ারে বিদেশী-বস্ত্রের দোকানে পুনরায় পিকেটিং আরম্ভ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইলে পুলিস তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। গত ১৯শে মে আটজন লালকোর্ত্তা অ.চষিতে কাপড়ের বাজারে আসিয়া দেখা দেয় এবং পিকেটিং আরম্ভ করে। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হয় নাই।

মহিলাকে আহত করার অভিযোগ

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালী যুবক শ্রীমতী কিরণশশী শূর নামে একজন মহিলাকে স্বেচ্ছায় সাংঘাতিক ভাবে আহত করার জন্য অভিযুক্ত হন। শ্রীরামপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, কে মৈত্রের নিকট সেই অভিযোগের বিচার হইয়াছে। বিচারে আসামীর ১০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুইমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

শ্রীমতী রমা দেবী গ্রেপ্তার

কটক হইতে প্রকাশ, প্রসিদ্ধ মহিলা কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীমতী রমা দেবী গত ২০শে মে সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাসের পরে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাকে অবিলম্বে কারাগারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। খানাতল্লাস করিয়া তাঁহার বাটী হইতে কয়েকখানি পুস্তক, কিছু কাগজপত্র ও কংগ্রেস পতাকা হস্তগত করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে স্বাধীনতা দিবস পালন সম্পর্কে উক্ত মহিলা কর্ম্মচারীর চার শত টাকা জরিমানা হইয়াছিল। প্রকাশ, বর্ত্তমান কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে উৎকল প্রদেশে এ পর্য্যন্ত ১৬২৭ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বিবাহ সভায় পুলিস

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে পলাতক কয়েক জন আনোয়ারার শ্রীযুত বিপিন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এক বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিবেন, এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়া একদল পুলিস ইউরোপীয় কর্ম্মচারীসহ বিপিন বাবুর বাড়ী ঘেরাও করে। যে সময় বিবাহ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু খানাতল্লাসের জন্য বিবাহ আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বর ও অপর ২ জনকে বাহিরে আনা হয়। পরে বর ও অপর ১ জনকে মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু পুলিস অপর যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

মহরমে দাঙ্গা

লাহোর হইতে প্রকাশ, সরকার মহলে জানা গিয়াছে, সমগ্র পাঞ্জাবেই মহরম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। কেবল গুরুদাসপুর জিলার দীননগর নামক স্থানে সামান্য গোলযোগ ঘটে। তাহার ফলে প্রায় ৯ জন সামান্য আহত হইয়াছে।

বরিশালে বহু গৃহে খানাতল্লাস

বরিশাল হইতে প্রকাশ, বানারিপাড়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শ্রীযুত ভূপেশ গুহ ঠাকুরতা; শ্রীযুত কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত পরীক্ষিত পাল, শ্রীযুত অমূল্য চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত উপেন্দ্র রায় ও শ্রীযুত শিশির ঘোষের বাটিতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে কিন্তু অপরাধজনক কিছুই পায় নাই। শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত বসুর বাটীতে ডাকাতির সম্পর্কে অধিকাংশ বাটিতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

ঘিএর টীন ও টাকা চুরি

লাহোর হইতে প্রকাশ, লিজার কুগামাড় ও আলি মহম্মদ প্রত্যেকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহারা যথাক্রমে একজন খরিদ্দারের পকেট হইতে তিন টাকা ও এক টিন ঘি চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

বোম্বাই দাঙ্গার শান্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষের প্রবল চেষ্টার ফলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অবস্থার যে উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহা বজায় আছে এবং অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নিরাপত্তার কতকগুলি লক্ষণ দেখা দিলেও এখনও লোকে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। ক্রফোর্ড ও ভুলেশ্বর বাজার ২০শে মে খুলিয়াছিল। গেজেটে প্রকাশ, সামরিক "কোম্পানী"গুলি প্রত্যাহার করা হইতেছে। কারখানা অঞ্চলেই দুইদিন ধরিয়া খুব গোলযোগ চলিতেছিল, কিন্তু গত ২০শে মে এই অঞ্চলের অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত শান্ত।

হাঙ্গামা আরম্ভ হইবার পর হইতে ১২০০ মাওয়ালী হাজতে প্রেরিত হইয়াছে। হাঙ্গামার অঞ্চলগুলিতে পরিভ্রমণ করিলে দেখা যায় যে, সপ্তাহব্যাপী লুঠ তরাজের ফলে ভাঙ্গা ইট, কাঠ ও অন্যান্য বস্তু পথে পথে স্তূপাকারভাবে পড়িয়া আছে। হিন্দুদের সাহায্য করা ব্যতীত মাওবী সাহায্য সমিতি বহু মুসলমানকেও করিয়াছেন। "গভর্ণরকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কেবল মৌলানা সৌকত আলীই মুসলমানদের মধ্যে যাদুকরের মত কাজ করিতে পারেন" এই মর্ম্মে গত ২০শে প্রাতে ফ্রী প্রেস মৌলানা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, নাগরিকদের আপোষ-সমিতির এক বিবৃতিতে উহা সমর্থিত হইয়াছে।

গয়ায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

পাটনা হইতে প্রকাশ, গয়া জিলার বড়গঞ্জে—ওয়ারিসালিগঞ্জে গত ১৭ই তারিখ সন্ধ্যাকালে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে বলিয়া একমাত্র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গোলযোগের কারণ, ওয়ারিসালিগঞ্জের বাজারে একটি মন্দিরের খুব নিকটে তাজিয়া রাখা হইয়াছিল। হিন্দুরা ঐ তাজিয়া রাখার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলে মারামারি বাধিয়া যায়। তাহার পর খুব দাঙ্গা হয়। দোকানপাট লুট ও মন্দির অপবিত্র করা হয়

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্তের পর প্রায় ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করেন। পরে তাহাদের মধ্যে অনেককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অনেকে ভয়ে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া গিয়াছে। বাজার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ আছে। পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থান হইতে গুণ্ডারা যাইয়া নাকি তথায় সমবেত হইতেছে। প্রধান প্রধান হিন্দু ব্যবসায়ীরা প্রতীকার ও ব্যবস্থার জন্য লাটের নিকট তার করিয়াছেন।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে আগুন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জর্জ টাউনের তিনখানা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে কে বা কাহারা আগুন ধরাইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। পুলিস কমিশনার আসামীদের সন্ধান পাইবার আশায় ৫ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

সেটেলমেণ্টের কার্য্যে বাধা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগের ভোলানাথ মাইতি সেটেলমেণ্টের কার্য্যে বাধা দান করিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া চার মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও বিশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে তাঁহাকে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ওয়ার্দ্ধায় বোমা বিদারণ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ওয়ার্দ্ধার নিকটে এক গ্রামে বোমা বিদারণের সংবাদ এখানে আসিয়াছে। ফলে একটী স্ত্রীলোক এবং শিশু আহত হইয়াছে। প্রকাশ, বোমাটি টেনিস খেলিবার বলের আকারে ছিল।

টেলি— শ্রীধাম' — নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৯, ২৫শে মে ১৯৩২

গান্ধীজীর মুক্তি-বাণী

অসাবধানে মোটর চালনায় দণ্ড

জেলে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

শেঠ রণছোড়লাল দণ্ডিত

মাদারীপুরে মেল ডাকাতি

উড়োজাহাজ ও ট্রেণে সংযোগ

পুলিশের সহিত সংঘর্ষ

দিল্লী কংগ্রেসের প্রতিনিধির জেল ও জরিমানা

হাওড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

ডাঃ সোহন সিং দণ্ডিত

মাণিকগঞ্জে হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

গান্ধীজীর মুক্তি বাণী

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক বিখ্যাত জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন যে, ২৯শে মে ও ৪ঠা জুনের মধ্যে গান্ধীজী মুক্তিলাভ করিবেন। অতঃপর বড়লাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে এবং তাহার ফল শুভ হইবে।

— —

জেলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র

নাগপুর হইতে প্রকাশ, একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সিউনী জেল হইতে তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার দেহের ওজন ২৮ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে এবং সিউনীর উত্তাপ তাঁহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন।

———

মাদারীপুরে মেল ডাকাতি

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, কালেশ্বর হইতে আর একটি ডাক লুটের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দামুদিয়া হইতে পালংয়ের ডাকের ব্যাগ সমূহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় চারিজন লোক ডাক হরকরার নিকট হইতে ব্যাগগুলি ছিনাইয়া লয়। ডাকাতগণের মধ্যে দুইজনকে গ্রামবাসীরা গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আর সকলে ব্যাগগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

পুলিশের সহিত সংঘর্ষ

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, ২২শে মে পেশোয়ার জেলার অন্তর্গত কাব্বা দাউদজাই নামক স্থানে বিদ্রোহী দল ধরপাকড় আরম্ভ হইলে একজন বিদ্রোহী নিহত এবং দুইজন আহত হয় ও দুইজন পলাইয়া যায়। ৬ জন বিদ্রোহী গড়্‌হিমোগিনের নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলে লুকাইয়া আছে—এই সংবাদ পাইয়া ৯ জন পুলিশ ১১ জন সশস্ত্র গ্রামবাসী সমভিব্যাহারে একখানি কুটীরের মধ্যে বিদ্রোহীদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। তখন উভয় পক্ষ হইতেই গুলী চলে, বিদ্রোহীগণের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয় এবং পুলিশপক্ষ তাহাদের নিকট হইতে একটা গুলীভরা রিভলবার ও টোটা রাখিবার একটা বেল্ট এবং কতকগুলি কার্তুজ হস্তগত করে। পুলিশ দল কিংবা গ্রামবাসীদের কেহই আহত হয় নাই।

হাওড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

বগুড়া জিলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রামে সারদা বেওয়া বলিয়া এক স্ত্রীলোকের বাটিতে এক রোমাঞ্চকর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, প্রায় মধ্যরাত্রিতে প্রায় ১৬ জন ডাকাত উক্ত স্ত্রীলোকের বাটিতে হানা দেয়। সারদা এবং বাটীর অন্য লোকজন তখন ঘুমাইতেছিল। ডাকাতগণ সারদার ঘরে দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে, বন্দুক লইয়া বাটীর লোকজনকে ভয় দেখায় এবং বাক্সগুলির চাবী তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে বলে। ইতোমধ্যে ভুবন ভাণ্ডারী প্রমুখ কয়েকজন গ্রামবাসী ডাকাতির সংবাদ পাইয়া বিপন্ন ব্যক্তিদের উদ্ধার করিতে আসে। ভুবন ও অন্যান্য সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকাতদের ধরিবার চেষ্টা করিতেই তাহারা গুলী চালায় এবং তাহার ফলে, ভুবনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ও অপর চার জন আহত হয়।

অতঃপর ডাকাতগণ সারদার বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র লইয়া পলায়ন করে।

পুলিশের জোর তদন্ত চালাইতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভগবদ্ভক্তাভিরাম দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার ভক্তশাস্ত্রী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা লয়াগ ষ্ট. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগন্নাথ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৪ঠা ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬ ১১ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫শে মে ইং ১৯৩২ বুধবার | ৬৯তম সংখ্যা

প্রভুপাদের মাদ্রাজে বিজয়

হাওড়া ষ্টেশনে

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে দক্ষিণদেশের ভক্তগণের আগ্রহে গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে শনিবার মাদ্রাজ-মেলে মদ্রদেশে শুভবিজয় করিয়াছেন। প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন—পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি এ গৌড়ীয় সম্পাদক ও শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন এবং শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী। পথিমধ্যে [illegible] শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের যোগদানের কথা।

মাদ্রাজ মেল হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছাড়ে (রেলওয়ে) অপরাহ্ণ ৪-৪৮ মিনিটের সময়। গোস্বামী মহারাজ তাঁহার অনুগগণের কয়েকজনসহ গৌড়ীয় মঠের মোটরযোগে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তাহারও বহু পূর্ব্বে মহানগরীর বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ কেহ বাসে, কেহ টেক্সিতে, কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে কেহ বা পদব্রজে প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ, শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ, গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী, পুলিশ ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত মোহিতলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় বি-এ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র ব্রহ্ম ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর অধিকারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসী, শ্রীপাদ যশোদানন্দ অধিকারী, ভাগবতভূষণ শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি, শ্রীজগত্তারণ অধিকারী বি-এ, ভক্তিবান্ধব, শ্রীপাদ জনার্দ্দন ঘোষ, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ব্রহ্মদাস গোস্বামী, শ্রীপাদ ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি এ, বি-এল, শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী, এল, এম, এফ, শ্রীঅয়স্কান্ত সান্যাল ও শ্রীউদ্ধারণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য

ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে উপস্থিত হইলেই ভক্তগণ মহোল্লাসে আচার্য্যপ্রবরের জয়ধ্বনিতে গগন কম্পিত করিয়া অতি যত্নে শ্রীগুরুদেবের কক্ষটী বিবিধ পুষ্পে সুসজ্জিত করিলেন এবং উপবেশনের নিমিত্ত আসনাদি সজ্জিত করিলেন এবং দ্রব্যাদি ট্রেণে উঠাইলেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ মোটরযান হইতে অবতরণ করিলে ভক্তগণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী বি এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় প্রণামান্তে শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে মালা পরাইয়া দেন, তৎপর "জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কি জয়" ভক্তগণের হৃদয়ের এই সাবেগ ধ্বনির মধ্যে গোস্বামী মহারাজ ট্রেণে আরোহণ করিয়া ভক্তগণকে বিবিধ সেবাকার্য্যে আদেশ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলেই ট্রেণ ছাড়িবার হুইসেল্ পড়িল এবং ভক্তগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পুনরায় সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তৎপর মদ্রদেশবাসিগণের সৌভাগ্যে বিস্মিত ভক্তগণের গভীর নিঃশ্বাস ও ম্লান মুখ উপেক্ষা করিয়া ট্রেণটী ছাড়িয়া দিলেও শ্রীল প্রভুপাদের সস্নেহ কৃপাদৃষ্টি কক্ষটী দৃষ্টির বহির্ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তগণ লক্ষ্য করিলেন।

তমলুকে প্রচার

গত ২৯শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার। তমলুক থানার পশ্চিমভাগে ২॥ ক্রোশ দূরে সিমুলিয়া গ্রামের বিন্ধ্যবাসিনীর প্রাঙ্গণে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। আদৌ শ্রীভুবনমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ গৌড়ীয়গণ কর্ত্তৃক শরণাগতি কীর্ত্তনান্তে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ ... লাল বিদ্যাসাগর মহোদয় দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথঞ্চিৎ আভাস ব্যাখ্যামুখে গৃহব্রত ও গৃহস্থের পার্থক্য ও মানবগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীপাদ বিপিনবিহারী দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীগীতাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সত্যস্বরূপ নিত্যপ্রেম, অভ্যাস, বৈরাগ্য, শ্রৌতপথ প্রভৃতি বহুবিধ বিচারের অবতারণা করেন। অনন্তর শ্রীপাদ অনাদিপ্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় হরিলীলা কীর্ত্তনের অধিকারিত্ব, সেবোন্মুখতা, জীবের অনিত্যতা, মনুষ্যত্ব, বেদানুগমার্গ, দেবপূজা, স্বর্গচ্যুতি, মুক্তি, জগৎপিতার সেবা, নৈতিক চরিত্র, গুরু-পরিচয়, বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ গুরুগম্ভীর স্বরে শ্রুতিপ্রমাণাবলী-সম্বলিত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের গ্লানি তন্নিরসনের উপায়, ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বৈশিষ্ট্য, গৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালীর বিবিধ ধারা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাদান-লীলা, সনাতনশিক্ষায় জীবের স্বরূপ, নচিকেতার আত্মজ্ঞান, অর্চ্চাবিগ্রহ তত্ত্ব ও কলির স্থান-পঞ্চক বিশ্লেষণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন। সভায় উপস্থিত পাশ্চাত্যশিক্ষিত বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দ একাগ্রমনে এই সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও ধন্য হইয়াছেন।

অনুকরণ ও অনুসরণ
এক নহে

আমাদের ভজনোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে বৈষ্ণবের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুসরণ ব্যতীত মঙ্গল হয় না সত্য, কিন্তু কপটতা আর মৎসরতাবশে অনুসরণের পরিবর্ত্তে অনুকরণ করিয়া মহাজনের অবজ্ঞা করিলে মহা অমঙ্গল উপস্থিত হয় এবং অনন্ত নিরয়ের পথে অগ্রসর হইতে হয়।

যাহাতে আমরা ঐপ্রকার অপরাধরূপ মহাগহ্বরে পতিত না হই তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করিয়া অনুকরণ ও অনুসরণের পার্থক্য বুঝিয়া না লইলেই দুঃসঙ্গ বশতঃ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী, মৎসরতা প্রভৃতির দ্বারা চালিত হইব তখন অনুকরণ করিয়া লোকবঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তিই প্রবল হইবে।

সুতরাং দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন পূর্ব্বক বৈষ্ণবের আনুগত্যে শুদ্ধগৌরাঙ্গ গৌড়ীয়ের সেবায় ব্রতী হইলেই আমরা স্ব স্ব অধিকার বুঝিয়া গুরুজনের অনুকূল আচরণ প্রতিপালনে সমর্থ হইব। তাহা হইলে ঐরূপ কপটতা থাকিবে না, অন্তর বাহিরে সমান ব্যবহার দেখা যাইবে এবং যথার্থ অনুসরণ করিতে পারিব।

যাহাতে আমরা অনুসরণের ছলনায় অনুকরণপ্রিয় হইয়া আত্মবঞ্চিত না হই তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপাখ্যান আলোচনা করিয়া অনুকরণ ও অনুসরণের পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একদিন এক বড় লোকের বাড়ীতে একজন ভক্ত মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্য বাজাইয়া নৃত্য গীতাদি করিতেছেন। বিষ্ণুভক্ত নাগরাজ তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া কালীয়দমন লীলা গান করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণের মহিমা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ঠাকুর হরিদাস প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন তখন শ্বাস প্রশ্বাসের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি দৃষ্ট হইল এবং ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নামাচার্য্য ঠাকুরের অলৌকিক ভাবাবলী দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণরেণু অঙ্গে লেপন করিতে ও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং ভক্ত তখন নিজ নৃত্যগীতাদি বন্ধ করিয়া সম্ভ্রমের সহিত একধারে করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তথায় একজন ঢঙ্গবিপ্র ছিল। সমাগত সজ্জনবৃন্দ জগদ্গুরু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করায় ও তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করায় উক্ত ব্রাহ্মণের হিংসার উদয় হইল এবং নিজেকে জাহির করিবার বাসনা বলবতী হওয়ায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অকৃত্রিম ভাবাবলীর অনুকরণ করিবার জন্য ভাবভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার অভিনয় করিল। সে ভাবিয়াছিল আমার কপটতা কেহ বুঝিতে পারিবে না, সকলেই আমাকে যথেষ্ট সম্মান করিবে ও আমার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে।

ভক্ত তাহার কপটতা বুঝিতে পারিয়া ঘাড়ে মুড়ে আশে পাশে সজোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন তখন সেই বঞ্চক বেতের প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া বাপ বাপ বলিয়া পলায়ন করিল।

ইহা দেখিয়া দর্শকগণের এক প্রশ্নের উদয় হইল; তাঁহারা করযোড়ে বিনীতভাবে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভক্ত! হরিদাস ঠাকুর যখন নৃত্য করিতেছিলেন তখন আপনি নিজ নৃত্যাদি বন্ধ করিয়া হাত যোড় করিয়া একধারে থাকিলেন কিন্তু এ ব্রাহ্মণও ত তাঁহারই মত ভাবভঙ্গী দেখাইতেছিল তবে তাহাকে বেত্রাঘাত করিলেন কেন?

তদুত্তরে বিষ্ণুভক্ত নাগরাজ ভক্তের মুখে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহাতে গূঢ় রহস্য আছে, যদিও অকথ্য তথাপি আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য সমস্ত বলিতেছি। ঐ ব্যক্তি কপট ও বঞ্চক এবং মহা অপরাধী। তোমরা হরিদাস ঠাকুরকে যথেষ্ট ভক্তি করিলে তাহা দেখিয়া সে মৎসরতাবশে ও প্রতিষ্ঠাশামূলে রাজস ভাবকালি দেখাইতে উদ্যত হইয়াছিল এবং লোক-বঞ্চনা করিয়া নিজেকে প্রকট করিবে ভাবিয়াছিল। তাই তাহার ঘাড়ে মুড়ে বেত মারিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলাম এবং তাহার কপটতা সকলকে জানাইয়া দিলাম। এরূপ না করিলে সে লোক বঞ্চনা করিত ও নিজেও বঞ্চিত হইয়া নিরয়ের পথে অগ্রসর হইত। ইহা বলিয়া নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন :—

বড় লোক করি লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই॥

উপরি উক্ত ঢঙ্গবিপ্র যে ভাবকালি দেখাইয়াছিল তাহার নাম অনুকরণ। ঐরূপ অনুকরণের দ্বারা জীবের কোন মঙ্গল হয় না বরং শ্রীগুরু বৈষ্ণবচরণে অপরাধ অর্জ্জিত হওয়ায় অনন্ত নরকের যাত্রী হইতে হয়।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

[শ্রীপাদ যতিবর বাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য লিখিত]

(৫)

বৈষ্ণবের অশৌচাভাব
শ্রাদ্ধ মহোৎসব

এই শ্রাদ্ধমহোৎসবে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন বিচার নাই। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় পরম প্রিয়পার্ষদ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর তাঁহাকে স্বয়ং সপার্ষদ সংকীর্ত্তনমুখে পুরীক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিয়া মধ্যাহ্নেই মহাপ্রসাদের দ্বারা হরিদাস ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তসমাজে ইহাই মুখ্য আদর্শরূপে সর্ব্ববিধি মৌলিরত্নরূপে বিরাজ করিতেছে। এতদনুসারে শ্রীপাদ-ভট্টগোস্বামী শ্রাদ্ধমহোৎসব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শাস্ত্রবাক্যে সূত্রাবধি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন :—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং
ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো
নরঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ কূর্ম্মপুরাণবাক্য)

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায়
কল্পতে॥
(হঃ ভঃ বিঃ পাদ্ম বাক্য)

ভক্ত্যা ভোজ্যঞ্চ যৎকাঙ্ক্ষেদ্দানবেদ্যাগ্র
ভোক্তরি।
নরেভ্যঃ পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী
যতোঽভবেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ বিষ্ণুধর্ম্ম-বাক্য)

স্বশাখৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বন্ধূন্
দ্রাবণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ
সমর্পয়েৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ প্রহ্লাদপঞ্চরাত্রবাক্য)

বৈষ্ণবের দেহত্যাগে উক্ত আচরণ ও বিধিবাক্য সকলই অন্ত্যেষ্টি এবং শ্রাদ্ধ-মহোৎসব সম্বন্ধে চরম বিধি? প্রাগুক্ত সূত্র-স্থানীয় আচরণ এবং শাস্ত্রবাক্যসকলের তাৎপর্য্যালোচনা করিলে আমরা যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কার্য্য ও বিধি অবগত হইতে পারি। অপর সকল বিধি ও কার্য্য ইহাদের অধীন।

বালুকা-দান বা প্রোথিত করা ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবের জন্যই বিহিত। গৃহীবৈষ্ণবগণ দেহের অগ্নিসংস্কার করিবেন, বা গঙ্গাজল-সমাধি দিবেন। ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবের আচরণ গৃহিগণের আচরণীয় নহে। দেশ-কাল অবস্থানুসারে ত্যক্তগৃহগণেরও অন্ত্যেষ্টি আচার দেশকালাবস্থোচিত ভাবে অনুষ্ঠেয় হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—শুদ্ধবৈষ্ণবের অশৌচাভাব-হেতু অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিবসের ন্যায় শ্রাদ্ধ মহোৎসবের কোন নির্দ্দিষ্ট দিন নাই। তথাপি শুদ্ধবৈষ্ণবের আগমবিধানে পঞ্চসংস্কারে দীক্ষাহেতু বিপ্রত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া সামাজিক বিপ্রোচিত আচারে একাদশাহে "শ্রাদ্ধ" দিন নির্দ্দিষ্ট হইতেও পারে। এবিষয়ে—দেশকাল পাত্রাবস্থা বিচারে শ্রাদ্ধমহোৎসবকর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে, এবং তাহাতে অধর্ম্ম বা অনাচার হইবে না। ইহা মনুপ্রোক্ত 'আত্মতুষ্টি'-রূপ প্রমাণস্বরূপে বিচারিত ও পরিগৃহীত হইবে।

শ্রাদ্ধমহোৎসবে ভগবদ্বিমুখ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত সামাজিকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া দান দক্ষিণা অন্নাদির দ্বারা তুষ্ট করার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা ষড়্‌বিধপ্রীতিসঙ্গের অঙ্গীভূত নহে। ইহা সুতরাং ব্যতিরেকভাবে অসৎসঙ্গত্যাগ এবং ভক্ত্যঙ্গ। এইরূপে দানাদিদ্বারা তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া বঞ্চিত করিলে নিজেদের সেবাকার্য্যের ও সদাচারানুষ্ঠানের কোনপ্রকার বিঘ্ন ঐসকল ব্যক্তিদ্বারা উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাই এই বিধানের তাৎপর্য্য।

শ্রীপাদ-ভট্টগোস্বামী সৎক্রিয়াসার-দীপিকায় উপনয়নকাল-বিচারে বলিয়াছেন—"গর্ভাষ্টমেঽব্দে বাঽষ্টমেঽব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নং কর্ত্তব্যম্। তদসম্ভবে ষোড়শ-বর্ষপর্য্যন্তমুপনয়নাধিকারঃ। অতঃপরং সাবিত্রীপতিতো ব্রাহ্মণো নোপনেতব্য ইতি।'

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণসুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির ... অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই মূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের অন্তরঙ্গ প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট। পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী অনুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥৹ আনা, অবাধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য গ্রন্থ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত বুঝতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥৹।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দক্ষব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঠের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীল স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীগীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ /৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রায়োপবেশনে রাজবন্দী

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, বরিশালের [illegible] রায় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র [illegible] মুখোপাধ্যায় গত ১৮ই [illegible] জেলা হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাকে রাজসাহীর [illegible] থানায় [illegible] রাখা হইয়াছে। অদ্যাপি তাঁহার [illegible] স্থির করা হয় নাই। একটি [illegible] মধ্যে তাঁহাকে রাখা হইয়াছে। তিনি [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়াছেন।

দিল্লী কংগ্রেসের প্রতিনিধির জেল ও জরিমানা

[illegible] হইতে প্রকাশ, দিল্লী কংগ্রেসের [illegible] জেলার [illegible] মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০্ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও দেড় মাস কারাদণ্ডে সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স আইনানুসারে দণ্ডিত হইয়াছেন। [illegible] মুক্তিদান করিয়া [illegible] তাঁহাদের উপর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক বহিষ্কারের আদেশ জারী করিয়াছেন।

ডাঃ গোহন সিং দণ্ডিত

লাহোর হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] কারণে [illegible] একটী [illegible] কার্নটিন [illegible] আন্দোলনের [illegible] করিবার অভিযোগে ডাঃ গোহন সিং ও আর ১০ জন গ্রেপ্তার হন। ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] বিক্রম [illegible] ফৌজদারী আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে ৯ মাস হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ডাঃ গোহন সিং-এর অর্থদণ্ড করা হইয়াছে।

রেল ষ্টেশনে পিকেটিং

[illegible] হইতে প্রকাশ, স্থানীয় রেল ষ্টেশনের টিকিট ঘরে পিকেটিং করিবার সময় ৬ জন [illegible] ২০শে মে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া [illegible] করায় ১৬ জন লোককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহে মোক্তার গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, স্থানীয় বারের মোক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এবং আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। টাঙ্গাইল মহকুমার চরপাড়া চৌধুরী ডাকাতির মামলা সম্পর্কে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আর একটি মামলা সম্পর্কেও শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু [illegible] একবার গ্রেপ্তার [illegible] না।

শেঠ রণছোড়লাল দণ্ডিত

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২০শে মে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ সাহেব [illegible] স্থানীয় কলওয়ালা শেঠ রণছোড়লালের প্রতি নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। শেঠ রণছোড়লাল দিল্লীতে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আদালতের কার্য্যে যোগদান করেন নাই; [illegible] তাঁহার বিচার হইয়াছিল।

আদালত হইতে তাঁহাকে কিছু বলিবার আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে রণছোড়লাল বলেন, তাঁহাকে দ্বিতীয় বার যে নোটীশ দেওয়া হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে যে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিবেন না বলিয়া লিখিত [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] কোন প্রতিশ্রুতি দান করেন নাই। এরূপ কোন প্রতিশ্রুতিপত্র থাকিলে, তিনি উহা আদালতে উপস্থিত করিতে [illegible]।

রণছোড়লালকে সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; কিন্তু [illegible] তাঁহাকে [illegible] ভাবে ছাড়িয়া এবং একটী নোটীশ দিয়া পুলিসের নিকট হাজির দিতে বলা হয়। [illegible] দিন পরে তাঁহাকে আর একটি নোটীশ দিয়া বলা হয় যে, পুলিসে হাজিরা দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।" পরে এই নোটীশ নূতন করিয়া প্রয়োগ করা হয়। এই নোটীশ [illegible] নহে। রণছোড়লাল কংগ্রেসে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য দিল্লী যাত্রা করেন এবং সেইখানে গ্রেপ্তার হন।

অসাধু দারোয়ানের কারাদণ্ড

গত শনিবার ঘোড়াগাড়ীর তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজেদ আলী বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ছয় হাজার টাকা অপহরণ করিবার অপরাধে বড়বাজারের ব্যবসায়ী শিউনারায়ণ আগরওয়ালার দরোয়ান মনধান ব্রাহ্মণকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ উক্ত দারোয়ানকে এক খানি ছয় হাজার টাকার হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া টাকা আনিবার জন্য প্রেরণ করিলে, সে টাকা ভাঙ্গাইয়া তাহা লইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

রিভলভার ও কার্তুজ আবিষ্কার

গত শুক্রবার গভীর রাত্রিতে জনৈক অজ্ঞাতনামা বাঙ্গালী যুবক লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়া গমন করিবার কালে একটি ছয়ঘরা রিভলভার ও এগারটী তাজা কার্তুজসহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। যুবকটির নিকট ঐ সকল জিনিসের দরুণ কোনও লাইসেন্স ছিল না। প্রকাশ যুবকটিকে অসময়ে রাজপথ অতিক্রম করিতে দেখিয়া পুলিস যাইয়া তাহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তিনি তাহার সদুত্তর দিতে অক্ষম হওয়ায় তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার অঙ্গ বস্ত্র খানাতল্লাস করিয়া পুলিস রিভলভার ও কার্তুজ প্রাপ্ত হয়।

অসাবধানে মোটর চালনায় দণ্ডিত

গত ১৬ই মে তারিখে [illegible] শ্রীরামপুর রোডে অসাবধানে মোটর বাস পরিচালিত করিয়া একখানি লরীর সহিত ধাক্কা লাগাইয়া উক্ত [illegible]

[illegible] দিবস শিয়ালদহ কোর্টে ২০ টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে ১০ দিনের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। রাস্তার উল্টা দিক দিয়া বাস চালনা করার এক অভিযোগও তাহার নামে আনীত হইয়াছিল।

ময়মনসিংহ জেলে অনশন

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল ময়মনসিংহ জেলে অনশন ধর্ম্মঘট চলিতেছে। এক্ষণে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ঐ সংবাদ সত্য নহে।

রামচন্দ্র বাপতের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, আহমীর মাড়োয়ার বিভাগের কমিশনার মিঃ ই, সি গিবসনকে হত্যার চেষ্টা করিবার অপরাধে আসামী রামচন্দ্র বাপতের ৭ বৎসর, পুলিস ইন্সপেক্টর সৈয়দ আলিকে হত্যার চেষ্টা করিবার অপরাধে তিন বৎসর এবং অস্ত্র আইনের অপরাধে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। প্রথম দুই দফা দণ্ড একসঙ্গে চলিবে, অর্থাৎ আসামীকে মোট ১০ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মাণিকগঞ্জে হত্যাকাণ্ড

মাণিকগঞ্জ হইতে প্রকাশ, মাণিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত বালিয়াজুরী গ্রাম হইতে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, বালিয়াগঞ্জের মাথম চৌধুরী গত ১৯শে মে রাত্রে এক সঙ্গীত বৈঠকে যখন গান করিতেছিল, তখন রাধাবল্লভ সাহা দা লইয়া হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং এক আঘাতে মাথম চৌধুরীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। হীরালাল কর্ম্মকার নামে আর এক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সাংসারিক বিরোধই এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলিয়া মনে হয়। রাধাবল্লভ ফেরার হইয়াছে। মাথমের মৃতদেহ "পোষ্টমর্টেম" পরীক্ষার জন্য আনীত হইয়াছে। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

উড়োজাহাজ ও ট্রেণে সংযোগ

"ফ্লাইং স্কটসম্যান" নামক ট্রেণ ও ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লাইনের উড়োজাহাজ 'হেরাক্লিস' এর যাত্রিগণ গত ২০শে মার্চ্চ এক অপূর্ব্ব ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। প্রাপ্তদের নিকটে উভয়েই যখন চলমান তখন ট্রেণের যাত্রীরা উড়োজাহাজের যাত্রীদের সহিত বেতার টেলিফোন যোগে কথাবার্ত্তা করিয়াছেন। এই উভয় যানই তখন ঘণ্টায় প্রায় ৯০ মাইল বেগে যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে উভয়ের ব্যবধান প্রায় পাঁচ মাইল হইয়াছিল।

নেপালীর আত্মহত্যা

আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য) হইতে প্রকাশ, ত্রিপুরা সামরিক সৈন্যদলের বিক্রম কোম্পানীর এক জন নেপালী সামরিক রক্ষী নিজের রাইফেলের সাহায্যে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার নাম হরিপদ বয়স ২২।২৩ বৎসর, আত্মহত্যার কারণ জানা যায় নাই।

শ্রীধাম
টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২৬শে মে ১৯৩২

কয়লার খনিতে দুর্ঘটনা

শ্রীধাম-মায়াপুরে আবহাওয়া

লাহোরে ২১ জনের কারাদণ্ড

মহরমোপলক্ষে সাহাপুরে ভীষণ হাঙ্গামা

বোম্বাই দাঙ্গায় মৃত্যু

স্বপ্নে দৃষ্ট পিতার মৃত্যু সত্যে পরিণত

দোলাইগঞ্জে রাহাজানি

কনষ্টেবলের কাজ করিতে আদেশ

গৃহ-বিবাদে সর্ব্বনাশ

উড়োজাহাজে একাকী সাগর পার

বালেশ্বরে মহরমে দাঙ্গা

নানা কথা

শ্রীধাম মায়াপুরে আবহাওয়া

ইতঃপূর্ব্বে এখানে গ্রীষ্মাধিক্য ও অনাবৃষ্টি হেতু লোকের খুবই কষ্ট ও শস্যাদিরও বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল। গত রবিবার হইতে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছে। বৃষ্টিপাতহেতু এখানের শস্যের ও লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে। গরম একেবারেই নাই। তবে ক্রমাগত ২।৩ দিন ধরিয়া যেরূপ বৃষ্টি ও ঝড় হইয়াছে সেইরূপভাবে আর দিন বৃষ্টিপাত হইলে লোক সকলের কষ্ট ও ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশী ছিল।

কয়লার খনিতে দুর্ঘটনা

কলোন হইতে প্রকাশ, ডাটনগেঞ্জ নিকট উবগেটাফল্ডের কয়লার খনিতে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পাঁচজন খনিকার ২০০০ ফুট উচ্চ হইতে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। খনিতে যাহারা কাজ করে তাহাদিগকে বেশীর ভাগ সময় খনি হইতে অনেক অধিক উচ্চে উঠিতে হয়। অনেক সময় খনিদারদিগের অনেক বিপদ ঘটিয়া থাকে। সিঁড়ি ধরিয়া উঠিবার সময় একটু অসাবধান হইলেই উহারা পড়িয়া যায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। পাঁচ জন লোক সিঁড়িতে উঠিবার সময় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া অনেক নীচুতে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

লাহোরে ২১ জনের কারাদণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, ২০শে মে ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইনের ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী মুলতানীরাম এবং অপর ১০ ব্যক্তির এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড, ডাঃ সোনামলের ৬ মাস কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড এবং দুর্গাদাস ও অপর ৮ ব্যক্তির ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

গত ১৩ই মে বাজাজহাট্টায় পিকেটিং করায় দুইজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের ৪ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের অভিযোগে জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট মুসলমান কর্ম্মী আবদুল মজিদ আতিক ও রামদাসের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইনের ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ গঠিত হইয়াছে।

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য চৌধুরী আফজল পাঞ্জাব কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব ডিক্টেটর গোলাম মহিউদ্দিন অধ্যাপক রতন চাঁদ ভাটিয়া এবং 'বি' শ্রেণীর অপর দুইজন বন্দীকে গত রাত্রিতে মুলতানের নূতন সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বালেশ্বরে মহরমে দাঙ্গা

বালেশ্বর হইতে প্রকাশ, মহরম শোভাযাত্রা সম্পর্কে দুইদল শোভাযাত্রী-দের মধ্যে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, ফলে ৮ জন আহত হইয়াছে।

দাঙ্গা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল সশস্ত্র কনেষ্টবলসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়াছেন, দাঙ্গাকারীদের মধ্য হইতে ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দোলাই গঞ্জে রাহাজানী

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ২১শে মে উকীল শ্রীযুত যতীন্দ্র মুখার্জীর পুত্র প্রবীর মুখার্জী বি-এ ঢাকায় একটী বই বাঁধায়ের দোকান খুলিয়াছেন। তাঁহাকে দোলাই গঞ্জের রাহাজানি সম্পর্কে গত ২২শে মে দোকানের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ তাঁহার পিতার গৃহেও খানাতল্লাস করিয়াছে। কিন্তু দোষণীয় কিছু নাকি পাওয়া যায় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধ মুখার্জী বি, এ, বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে ধৃত হইয়া আবদ্ধ আছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রাত্যহিক শ্রীনাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বৈষ্ণবসেবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪৮১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরাবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তবৎসল দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাথকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার রক্ষাকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রপ্রাণ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এলাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, মামগাছি, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রামবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেমপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।
সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী
সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী
সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী
সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।
সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকীর্ত্তি দেঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন।
সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৫ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬. ১২ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২৬শে মে ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৭০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার মেদিনীপুরের অন্তর্গত সিমুলিয়া গ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক গুপষ্টক ও শরণাগতি কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ নন্দলাল কাব্যতীর্থপ্রভু পৌত্তলিকতা ও পৃথিবীতে অবতীর্ণ শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের পার্থক্য তুলনামূলে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের বর্ণনা করেন। পরে শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী মহাশয় নানাবিধ প্রমাণসহ সদ্গুরু চরণ আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা ও অবিলম্বে সুযোগ গ্রহণপূর্ব্বক মানবজীবনের চরিতার্থতা সাধন বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিচরণ ব্রহ্মচারী তদীয় স্বাভাবিক ওজস্বিনী ও আবেগময়ী ভাষায় জীবের স্বরূপ ও সম্বন্ধতত্ত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট করেন।

অনন্তর স্বামিজী মহারাজ তদীয় দৈন্যপূর্ণ বিনয়সহকারে ইসলামধর্ম্মের একেশ্বরবাদ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, চরম প্রয়োজন ও অভিধেয়তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। শ্রীযুক্ত গদাধর হাইত মহাশয় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের পক্ষ হইতে একটী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। ঐ দিনের সভায় স্থানীয় কয়েকটী মুসলমানের সহিত তাঁহাদের পরম-বিজ্ঞ মৌলবী শ্রীযুক্ত আমিরুদ্দিন সাহেব ও মুন্সী ইসুফ সাহেব উপস্থিত থাকিয়া রাত্রি ১॥০টা পর্য্যন্ত হরিকথা শ্রবণপূর্ব্বক অতীব সন্তোষ লাভ করেন। কীর্ত্তন ও গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির পর সভা ভঙ্গ হইলে মৌলবী সাহেব অতীব দৈন্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক পরদিন প্রাতঃকালে কিছু হরিকথা আলোচনার্থ স্বামিজী মহারাজকে আহ্বান করেন।

পরদিবস প্রভাতে স্বামিজী অনতিদূরস্থিত তদীয় আবাসে বিদ্যাসাগরপ্রভুসহ উপস্থিত হইয়া কোরাণের সহিত বেদের তুলনামূলে বেদের বৈশিষ্ট্য ও অসমোর্দ্ধতা-স্থাপনপূর্ব্বক উভয় ধর্ম্মের প্রয়োজনতত্ত্বে ভগবদ্দাসত্বের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবহারিক জীবহিংসা ও পারমার্থিক জীবহিংসাদির ব্যাখ্যা দ্বারা তথায় উপস্থিত বহু সহৃদয় শিক্ষিত ইসলামীয় ধার্ম্মিকগণকে মুগ্ধ করেন। প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল উভয় পক্ষের ধর্ম্মবিষয়ে প্রামাণিকতার মূল্য, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সমালোচনায় নানাবিধ অভিনবতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া মৌলবী সাহেব প্রমুখ সজ্জনবর্গ বিনীতভাবে অভিনন্দন সহকারে বিদায় গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, বৈদিক-তথ্য জানিবার আগ্রহ বহুদিন হইতে হৃদয়ে সাগ্রহে ধারণ করিয়া এতদ্দেশে পণ্ডিতম্মন্য ভট্টাচার্য্যগণ সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। আজ আপনাদিগের নিকট সুযুক্তিপূর্ণ তথ্যসমূহ জানিতে পারিয়া ধন্য হইলাম এবং আপনাদিগের প্রচার দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের অবশ্যম্ভাবী সম্মিলনদ্বারা জগতের প্রকৃত নিত্যকল্যাণ সাধিত হইবে, বুঝিলাম। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদানান্তে তাঁহারা উদকান্ত অনুগমন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করেন।

গত ৩১শে বৈশাখ শনিবার শ্রীপাদ ভুবনমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়গণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ গৌরবিহিত কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিগোস্বামিবরের আদেশক্রমে শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর মহোদয় সাহিত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, শব্দের বিষয়ক্রট প্রভৃতি বৃত্তি, হরিনামামৃত ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য, শ্রীগোস্বামিপ্রভুগণের অহৈতুকী কৃপা ব্যাখ্যায় ও দীক্ষার আবশ্যকতা, বর্ত্তমান প্রচলিত দীক্ষাপ্রণালী এবং প্রকৃত পারমার্থিক দীক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষেপ বিবৃতি প্রকাশ করেন।

শ্রীপাদ বিপিনবিহারী দাসাধিকারী মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের আবশ্যকতা, শরণাগতির প্রাথমিক ঔচিত্য, কৃষ্ণসংসার নির্ম্মাণ, প্রসাদ সেবনে প্রাসঙ্গিক ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয় বিশদভাষায় ব্যক্ত করেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিচরণ ব্রহ্মচারী প্রভু হরিকীর্ত্তনে অধিকার, সময়ের অমূল্যতা, বৈষ্ণবের কৃপাবৈশিষ্ট্য, শ্রবণ ফল, বহ্বীশ্বরবাদ, পাষণ্ডতা, কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধতা, বৈষ্ণবের আরাধনার আশ্রম প্রয়োজনীয়তা, অবতার-তত্ত্ব, গৌরাবতার, মহাবদান্য-লীলা বিচারমুখে ব্যাখ্যা করেন।

অনন্তর স্বামিজীমহারাজ বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রাকৃত অহৈতুকী প্রীতি, সংসারে আসক্তির পরিণাম, সজ্জনের দুর্লভতা, পরীক্ষিতের আত্মনাশ, প্রায়োপবেশন, শরণাগতি, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে শিক্ষা, অসাধুতা ও সাধুতা, ভগবানের ভক্তের অধীনতা, সীতাহরণে দশাননের পাপহেতু চণ্ডীর পরকীয় ত্যাগ, বৈষ্ণবতার মধ্যে ব্রাহ্মণতার অনুস্মৃতি, গুরুর তত্ত্ববিচার, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের প্রাপ্তি ও পরিবর্ধনের উপায় প্রভৃতি বহু বিষয় উপদেশ দান করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণম্

আদ্য পরীক্ষা

প্রথম বিভাগ—শ্রীকৃষ্ণমোহন বিষ্ণু বি, এস্ সি।

দ্বিতীয় বিভাগ—শ্রীরাসবিহারী দাস

কাব্য

দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিশ্র।

২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রাঙ, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাব নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির স্বরূপ এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই গ্রন্থ সহজে লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিত্র ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত। পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী স্তব মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা ॥৹ আনা, বাঁধাই ৷৵৹ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য গ্রন্থ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥৹।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমৎপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বলব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ আনন্দদায়িনী বৈবস্ব-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামনাবতার, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি, মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীরূপ সনাতন মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, লোককল্যাণ ও রথসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরথযাত্রা, বৈষ্ণব, শ্রীশ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ভগবৎসেবার নিত্যতা—এই নয়টী অমূল্য বক্তৃতাসমন্বিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অভেদেকত্বেন প্রবৈদৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুভক্তিপ্রবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র।

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বামনি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত লাহোর,. বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ডং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এক নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের স্থান নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

শ্রী [illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার - বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড - শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীজৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ৬০ স্থানের নির্দ্দেশ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছেন। এক বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নব সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

টেলি- শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৯, ২৭শে মে ১৯৩২

ভারতে লবণ সরবরাহ

মধ্য রাত্রে নারীহত্যার চেষ্টা

স্ত্রীকে ছোরা দ্বারা আঘাত

ভারতের দুর্দ্দশার প্রতিকার

দেরাদুন জেলে জহরলাল

বালিকা বধূর শোচনীয় মৃত্যু

চলন্ত ট্রেণে চুরি

বোম্বায়ে ৭ জন জখম ও ১ জনের মৃত্যু

হাওড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

যুক্তপ্রদেশে ৯ হাজার দণ্ডিত

মুন্সীগঞ্জে বজ্রপাতে মৃত্যু

নানা কথা

ভারতে লবণ সরবরাহ

সিমলা হইতে ২৩শে মের সংবাদে প্রকাশ, পরিষদ-গৃহের কমিটী-কক্ষে লবণ প্রস্তুতকারীদের একটি বৈঠক বসিবে। ভারত সরকারের, তথা বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা সরকারের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। লবণ সরবরাহের জন্য ভারতকে যাহাতে পরমুখাপেক্ষী হইতে না হয়, তৎসম্পর্কে পরিষদ কমিটীর যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল, সেই রিপোর্টের আলোচনা করাই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য।

ভারতের কোন গোলা কত লবণ সরবরাহ করিতে পারিবে এবং তাহার জন্য দরক না কত হইবে, সেই সম্বন্ধে এবং এতদ্ব্যতিরেকে আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে এই বৈঠকে আলোচনা হইবে।

রাজকর্ম্মচারী এবং প্রস্তুত কারকদিগের প্রতিনিধি লইয়া বৈঠকে বিশ জন উপস্থিত থাকিবে।

স্ত্রীকে ছোরা দ্বারা আঘাত

প্রকাশ, পারিবারিক কলহের ফলে মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্নে হাওড়া জেলার বেনিয়াপাড়ার এক বাড়ীতে সেখ আবদুল তাহার স্ত্রী সাকিনা বিবিকে এবং তাহার শাশুড়ীকে ছোরা দ্বারা আঘাত করে। হাওড়া পুলিস উক্ত মুসলমানটীকে তাহার স্ত্রী এবং শাশুড়ীকে ছোরা মারিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আক্রমণকারী তাহার স্ত্রীর সহিত বালিগঞ্জে বাস করিত। সম্প্রতি তাহার স্ত্রী বেনিয়াপাড়ায় তাহার মাতার নিকট আসিয়া কিছু দিবস অবস্থান করে। গত রবিবার দিবস তাহার স্বামী সেখানে যায় এবং বালিকাটীকে বাড়ীতে লইয়া আসিতে চায়। কিন্তু স্ত্রী সেখান হইতে তাহার স্বামীর সহিত আসিতে অস্বীকার করে। তাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা হয় এবং আসামী সেখান হইতে চলিয়া আসে। মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্নে আসামী পুনরায় তাহার শাশুড়ীর বাড়ীতে যায় এবং স্ত্রী সাকিনা বিবিকে ছোরার আঘাতে আহত করে। মাতা কন্যাকে রক্ষার্থে অগ্রসর হইলে তাহাকেও আসামী ছোরা দ্বারা আঘাত করে। তখন বালিকার মাতা চীৎকার করিয়া উঠে। তাহা শুনিয়া স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাওড়া থানায় লইয়া যায়। বালিকা এবং তাহার মাতাকে হাওড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেখানে তাহাদের চিকিৎসা হইতেছে। অভিযোগ সম্বন্ধে পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

দেরাদুন জেলে জহরলাল

কানপুর হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর এখনও সামান্য জ্বর হইতেছে, এবং তিনি দেরাদুন জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

হাওড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

হাওড়া জেলার পরাণ সাহার লেনে জনৈক ভদ্র লোকের গৃহে সম্প্রতি এক অসমসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ১১।১২ জন পশ্চিম দেশীয় লাঠী এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঐ ভদ্র লোকের বাড়ী আক্রমণ করে এবং নগদ ও অলঙ্কারপত্রে প্রায় ৭ শত টাকা লইয়া চম্পট দেয়। এ সম্বন্ধে জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে ধামসেবোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসুদেবকারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাসাধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসত্যাঙ্কুশম ব্রহ্মচারী, শ্রীপণ্ডিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার ভক্তিকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীধরদাস ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্‌লিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরঘুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামভীম দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ব্রাহ্মণগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৬ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৭শে মে ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ৭১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মাদ্রাজদেশবাসী ভক্তগণের বিপুল আগ্রহ আহ্বানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপার্ষদে গত ২১শে মে শনিবার মাদ্রাজ মেলে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ২৩শে মে সোমবার প্রাতে মাদ্রাজে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন।

তদীয় কারুণ্যস্নেহধারায় আপ্লুত বহু সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি পথিমধ্যে বালেশ্বর, কটক, খুরদা রোড এবং ভিজাগাপট্টম ষ্টেশনে পরমহংস গোস্বামী মহারাজকে বিশেষ সমারোহে অভ্যর্থনা করেন।

গত ২৪শে মে মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা কীর্ত্তনমুখে বলেন যে, যতদিন আমরা জগদ্দর্শন করবো, ততদিন আমরা দ্রষ্টা (ভোক্তা) সেজে ভগবদ্ভোগ্য বা তাঁহার দৃশ্য বস্তুগুলিকে আমার দৃশ্যজ্ঞানে দর্শন করতে যাবো ততদিন আমার প্রকৃত দর্শনাভাব জানতে হবে; কিন্তু যখন গুরুবৈষ্ণবসেবাফলে আমি নিজেকে নিজে চিনতে পারবো যে, আমি দ্রষ্টা নহি, আমি দৃশ্য ও ভোগ্য, জগৎ আমাকে দর্শন করুবে, জগৎ-দর্শন করবার যোগ্যতা বা অধিকার আমার নাই তখন আমার মঙ্গল। নচেৎ ভোগবৃত্তি থাকাকালে, সেবক হ'য়ে আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা প্রভৃতির অভিমান থাকাকালে সেবা করা অসম্ভব ও স্বপ্নাতীত। তাই শাস্ত্র ব'লেছেন, দর্শনের পূর্ব্বে শ্রবণ কর। সাধুমুখে অবিরত হরিকথা—অনর্থবিনাশিনী চৈতন্যবাণী শ্রবণ করতে করতে দর্শন ঠিক হবে—নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হবে; তখন সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে নিত্য মঙ্গলের একমাত্র উপায় গুরু-বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া আমাদিগকে গুরুপাদপদ্মের অপরিসীম সৌন্দর্য্য দর্শনের সুযোগ প্রদান করবে এবং তখন আমরা বুঝতে পারবো, জীবনে, মরণে, শয়নে স্বপনে ইহকাল ও পরকালে সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় আমাদের কৃত্য হচ্ছে এক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা, যাঁর সেবা বর্ত্তমানে আমরা বহু ভাগ্যফলে তাঁর অযাচিত কৃপায় লাভ করতে পেরেছি। আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ আমরা সেবা জিনিষটা বুঝে উঠতে পারছি না। শ্রদ্ধাভাবই তার মূল কারণ। অতএব যা'তে গুরুবৈষ্ণবের বাক্যে দৃঢ় শ্রদ্ধা স্থা[পন] করতে পারা যায় তজ্জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই সচেষ্ট থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলেই অন্তর্য্যামী গুরুপাদপদ্ম আমাদের আর্ত্তি দেখে আমাদিগকে চিদ্বল প্রদান করবেন।

তমলুকে প্রচার

শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের মহাবদান্যবর যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগ বাগ্মীপ্রবর পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ নন্দলাল রায় বিদ্যাসাগর মহোদয়, অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিচরণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও কার্ত্তনীয়াসহ এতদ্ অঞ্চলের সুরুচিশালী ব্যক্তিগণের প্রার্থনায় আহূত হইয়া অজস্র ধারায় অবিদ্যা-বিনাশিনী পরবিদ্যাপীঠের বস্তু শমনক ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আপামর জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে মুক্তকণ্ঠে বিতরণ করিয়া কত যে অন্ধ আতুর মূক ব্যক্তিরও সৌভাগ্যোদয় করাইতেছেন তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীপাদ বিদ্যাসাগর প্রভু স্বভাবতঃই অমানী মানদ ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে যুগাচার্য্য প্রভুপাদের কৃপাশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া কীর্ত্তনীয় সদাহরির আদর্শ, শ্রৌতপন্থায় শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের পরম লোভনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-শোভায় বহু জীবকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের নিত্য মঙ্গল লাভের যেরূপ সুযোগ প্রদান করিতেছেন, মনে হয় এইরূপ সুযোগ তমলুকবাসীকে ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ কখনও দিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। প্রত্যেক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কি ততোধিক কাল শ্রবণ-পিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হওয়ায় এতদঞ্চলে এক অপূর্ব্ব অলৌকিক ভাবের অবতারণা হইয়াছে। এতদ্দেশের জগজ্জঞ্জালকর ভক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ যে সকল কুমতবাদ বহু দিবস হইতে এতদ্দেশবাসীর জীবনমরণের সহচর বন্ধুরূপে তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অপরাধপেশী ব্যক্তিগণের কবলে পতিত জীব-কুলকে এক অজ্ঞান সংস্কারে দৃঢ়রূপে চালিত করিয়া নিত্যকালের জন্য নরকপথে লইয়া যাইতেছিল, আজ তাহা নিরসনপূর্ব্বক মহা সুকৌশলী পরাবিদ্যাধ্যাপক প্রভু নিজ আচরণে গুরুপাদপদ্মের পরম লোভনীয় পরাবিদ্যাসম্পদে সেই সমস্ত নরকপথের পথিক ও সহচরগণের সমস্ত অজ্ঞানতা দূর করিয়া অমঙ্গল ও অতৃপ্তি কোন সুদূরপ্রদেশে চিরনির্ব্বাসিত করিবার মানসে অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সেবাপ্রবৃত্তির ফলে এক অতুলনীয় অকুণ্ঠ অখণ্ড দান-ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ কত শত জীব বহু দূরদূরান্ত হইতে আসিয়া বিদ্যাসাগর দানভাণ্ডারের মহা মূল্যবান্ ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ মণিমাণিক্য সংগ্রহে চিরদারিদ্র্য দূর করিয়া শিবিরাধিপের গোলকনাথ ও বাঞ্ছনীয় বৈকুণ্ঠানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের জয় ঘোষণা করিতেছেন। বিদ্যাসাগর প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন-মঞ্চ যেখানে একদিন প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন সেখানে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের বিনীত কাতর প্রার্থনায় প্রণোদিত হইয়া একদিনের পরিবর্ত্তে চারিদিন পর্য্যন্ত কীর্ত্তনযজ্ঞে মূর্ত্তমন্ত্রীরূপে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বহুজনের অজ্ঞান তিমিরকে চিরতরে নির্ব্বাসিত ও জলাঞ্জলি দিয়া অবস্থানদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতেছেন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

সংসারের বোঝা

বহু জন্মজন্মান্তরের অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে সাধুমুখে শুনিয়াছিলাম যে, গৃহব্রতগণ সংসারে বাস করিয়া সংসারের সার বস্তুটী বাদ দিয়া 'স' অর্থাৎ ভার বা বোঝাটীকে বহন করে; তাই গৃহব্রতগণের দুঃসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক সংসারের বোঝাটী ফেলিয়া দিয়া সৎসঙ্গে বাস করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ফলে সারাৎসার কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন লাভের জন্য সাধুর কাছে আসিয়াছিলাম।

কিন্তু দুরন্তা দৈবীমায়ার মোহন চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া সৎসঙ্গবাসের অভিনয় করিয়াও সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারি নাই, নিজের বলিতে পৃথক্ "কিছু" রাখিয়াছি। সেই "কিছুর" এমনি আকর্ষণ যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিবার জন্য যতবার যাহা সংগ্রহ করিয়াছি ততবার তাহা হইতে 'অণু কিছু' আকৃষ্ট করিয়াছে। এইরূপে সেই কিছুর পেটটী এত পুষ্ট হইয়াছে—তাহার ভার এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, সাধারণ একজন সংসারীর বোঝা অপেক্ষা আমার বোঝাটীর ভার অধিক।

সংসারের বোঝা ও ভজনের সংসারের বোঝা এক নহে। আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য যে বোঝা বাঁধা যায় তাহাই সংসারের বোঝা আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে বোঝা বাঁধা যায় তাহা ভজনের সংসারের বোঝা। সংসারের বোঝার প্রত্যেক বস্তুকে আমি ভোগ্যরূপে দেখি এবং তাহাদিগকে ভোগ করিতে গিয়া কৃষ্ণদাসত্ব ছাড়িয়া তাহাদেরই দাস হইয়া পড়ি; কৃষ্ণভজনের পরিবর্ত্তে সেই বস্তুগুলিই আমার ভজনীয় হইয়া পড়ে। শয়নে স্বপনে সর্ব্বদাই তাহাদের চিন্তা ছাড়িতে পারি না, আবার পরিণামে দুঃখ, ভয় শোকাদি প্রাপ্ত হই। কিন্তু যাহারা ভজনের সংসারের বোঝা বাঁধেন তাঁহারা সমস্ত দ্রব্যজাতকেই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পিত কার্ষ্ণ বস্তুরূপে, সেব্যরূপে দর্শন করেন এবং প্রত্যেক বস্তুটী দর্শন করিয়া রসনাম, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকাম সেবানন্দে প্রমত্ত হন, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তায় বিভোর থাকেন।

আমি যে বোঝাটী বাঁধিয়াছি তাহাকে ত' আমি কার্ষ্ণবস্তুরূপে দেখি না! তাহাকে ত' আমি সেব্যরূপে দেখি না! তাহা দেখি। ত' আমার হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাবৃত্তি উন্মেষিত হয় না এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য ত' কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তার উদয় হয় না। কেবল অন্তরে সতত ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা ও নামে হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবার অভিনয় করিতেছি মাত্র।

হে দুষ্ট মন! তোমার যদি বিষয় ভোগ করিবার প্রবৃত্তি ছিল, সংসারের বোঝা বাঁধিবার আবশ্যকতাই যদি ছিল, তবে সোজাসুজি বিপরীত বেশে সংসারের বোঝা বাঁধিয়া বিষয় ভোগ করাই ত' উচিত ছিল, এখন বিষয় ছাড়িয়া আসিয়া বৈরাগীর বেশে আবার বিষয় ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছ কেন?

ওহে দুষ্ট মন! এ প্রশ্নের উত্তর দিবার তোমার যোগ্যতা নাই। ইহার উত্তর শ্রৌতপন্থায় শ্রবণ করিয়াছি। তোমার দোষ নাই, ইহা আমারই দোষ। আমার সঙ্গই হইয়াছে [illegible]। তুমি আমার গোমস্তামাত্র। মনিব যখন অসতর্ক থাকে তখনই গোমস্তা মনিবের সর্ব্বনাশ করে। গোমস্তার স্বভাবই হইয়াছে ঐরূপ; সুতরাং মনিবের অসতর্ক হওয়াটাই বেশী দোষের কথা। তোমার মনিব যে আমি আত্মা, সেই আত্মার 'মনিব' বৃত্তিটী এখন সুপ্ত আছে তাই এই সুযোগে তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছ, ইহা আমারই দোষ কারণ আমি এমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। সেই ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য সাধুগণ শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। পাছে বাণী কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে সেইজন্য আমি অনবধানতারূপ অঙ্গুলিদ্বারা কর্ণের দ্বার দুইটী বন্ধ রাখিয়াছি। তাই পুনরায় আমার এ দুর্দ্দৈব, এহেন দুর্গতি! সেই পারত্রিক বোঝা আবার অবৈধরূপে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আমি [illegible]।

শ্রীভগবানের কৃপা অহৈতুকী। যাদৃশ অজ্ঞ জীব একান্ত বিপথগামী হইলেও তিনি তাহাকে কৃপা করিতে ছাড়েন না। আমরা অনর্থে বদ্ধ হইয়া নিত্য কৃষ্ণপ্রেমধন পরিত্যাগ করিলেও তিনি সেই পরমধন দান করিবার জন্য, আমরা তাহা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি যাহাতে লাভ করিতে পারি তজ্জন্য তিনি নানা প্রকার কৌশল প্রকাশ করেন ও আমাদের আসক্তির বস্তু হরণ করিবার ব্যবস্থা করেন। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেজন্য শোক, দুঃখ না করিয়া উহা শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ এইরূপ বিচার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই আমরা পুনরায় শ্রেয়ঃপথে অগ্রসর হইতে পারিব।

তাই বলি হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমার মত দম্ভবর্ত্তী, কপটী, বাগ্মী হইয়া কেহ বঞ্চিত হইবেন না, সংসারের বোঝা ফেলিয়া আসিয়া পুনরায় বোঝা বাঁধিবেন না কিম্বা সংসারে বাস করিয়াও গৃহব্রত হইয়া সংসারের বোঝা বাঁধিবেন না অথবা সংসারের বস্তুগুলি হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অর্পণ না করিয়া সংসারের বোঝা জ্ঞানে তাহা পরিত্যাগ করিয়া ফল্গুবৈরাগী হইবেন না। যাহাতে আমরা অন্যাভিলাষ, ভোগ মোক্ষাদি বাসনা মুক্ত হইয়া নিষ্কপটে সেই পরম ধনের প্রার্থী হইতে পারি, যাহাতে সেইধনে ধনী হইতে পারি, তজ্জন্য আসুন আমরা সকলে মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনা পদটী অন্তরের সহিত কীর্ত্তন করি।

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহসুখ বিদ্যা ধন জন ॥
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি ॥
নিজ কর্ম্ম গুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই ॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥
সম্পদে বিপদে তাহা থাকু সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে ॥
পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু বিনোদ-সেবক হৃদয়ে ॥

বৈষ্ণবের ব্যবহার

[শ্রীপাদ যতিবর বাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য লিখিত]

(৭)

বৃত্তি বিচারের লক্ষ্য

কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবোন্মুখতা লাভের বিশেষ বাধাজনক বৃত্তিগুলি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাজ্য। কৃষ্ণসেবাই উদ্দেশ্য বা পরম প্রয়োজন। তদুদ্দেশ্যে অনুকূলভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্যই বৃত্তি এবং বৃত্তির বিচার। বৃত্তিকে সেবানুকূল করিবার পরিবর্ত্তে, স্বয়ং বৃত্তির একান্ত অনুগত হইয়া পড়িলে, সেবাকে বৃত্তির অধীন করিয়া ফেলিলে, সেবা শুষ্ক ও রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কৃষ্ণসেবার জন্যই বৃত্তি। বৃত্তিই সেবা নহে, মুখ্য নহে; উহা গৌণ।

উক্ত লক্ষ্য ও বিচার অবলম্বন ব্যতীত বর্ত্তমানকালে পারমার্থিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনীতিক বিপ্লবের দিনে, বর্ণসাঙ্কর্য্য, বৃত্তিসাঙ্কর্য্য ও বৃত্তিবিপর্য্যয়ের দিনে, এবং দৈব ও অসুরবর্ণাশ্রমেরও বিশৃঙ্খলতার দিনে বর্ণনিরূপণ এবং বর্ণোচিত বৃত্তি নিরূপণ ও অনুসরণ অতীব দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ব্যাপার।

বর্ণ এবং বৃত্তিনিরূপিকা প্রকৃতি

কিন্তু রাজশাসন-ব্যবস্থায় এবং সামাজিক ব্যবস্থায় গুণানুরূপ বর্ণনির্দ্দেশ ও কর্ম্মবিভাগের ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রকৃতিদেবী গুণকর্ম্মবিভাগ নিরূপণে বিরত হন নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গুণ-কর্ম্মানুসারে লব্ধ যোগ্যতায় অনুরূপ বৃত্তির প্রতি স্বতঃই রুচি প্রদর্শন করে এবং স্বতঃ পরিচালিত হইয়া তাহাই অবলম্বন করে। প্রকৃতি কর্ত্তৃক গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ—এইরূপ বর্ণ ও বৃত্তি নিরূপণ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জীবগণ স্বার্থবশতঃ মুখে স্বীকার না করিলেও, কার্য্যতঃ প্রকৃতির বিভাগই অনুসরণ করে। কারণ, মায়াধীশ বিষ্ণুর প্রপত্তি ভিন্ন দুরত্যয়া গুণময়ী মায়ার বিধান লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বৃত্তিব্যপদেশে এবং সমাজে অবস্থানহেতু সামাজিক নানা কার্য্যবশতঃ বৈষ্ণবেতর নানা বর্ণ ও ম্লেচ্ছাদির সম্পর্ক বৈষ্ণবেতর পক্ষে অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই সকল স্থলে কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অনুক্ষণ সতর্ক থাকিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সঙ্গ সযত্নে বর্জ্জন করিবে। তাহাও যথাযোগ্য শিষ্টাচারপূর্ণ বাহ্য সঙ্গমাত্র হইবে, কোন প্রকার 'প্রীতি লক্ষণ' আন্তরিক সঙ্গ হইবে না। প্রতিবেশী সামাজিকগণের সহিত ব্যবহারিক প্রীতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেও তাহাদের অনুরোধ-উপরোধে তাহাদের গৃহে কোন প্রকার অন্নাদি, এবং অপর কোন দেবতার,—এমন কি বিষ্ণুরও প্রসাদ নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। অবৈষ্ণবগণ তাহাদের পূজিত বিষ্ণু দেবতাকেও অপরাপর দেবতার সহিত সমপর্য্যায়ে বিচার করে। অবৈষ্ণব পূজিত বিষ্ণুর এবং অন্যান্য দেবতার প্রসাদনির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ—বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে; কারণ, তাহাতে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ ঘটে। যে গৃহে বিষ্ণুর শুদ্ধ অর্চ্চা নাই, তথায় অন্ন পানীয়াদি গ্রহণ অকর্ত্তব্য।

(হঃ ভঃ বিঃ)।

চিত্ত-সম্বন্ধীয় ব্যবহার

বিত্তাদিবিষয়ক আদান-প্রদান বিবাহাদি ব্যবহারে তত্তৎ সময়ের শাসকবর্গের অনুমোদিত ও প্রচলিত বিধি এবং পদ্ধতি-সকলের দ্বারাই বৈষ্ণবগণ পরিচালিত হইবেন। এ বিষয়ে বৈষ্ণবের জন্য বা বৈষ্ণবশাস্ত্রের কোন স্বতন্ত্র বিধান নাই।

প্রবন্ধোহয়ং বৈষ্ণবানামাজ্ঞয়া রচিতো ময়া।
তেষাং চেৎ প্রীতি-মাবহেৎ তদা স্যাম্মে
কৃতার্থতা ॥

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

পূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট ও পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুমধুর সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বেদান্তদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসবাণী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতা সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, জগতের দম্ভ ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের মত, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অলৌকিকতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রূচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বাহ্যমুগ্ধতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৷৷০ টাকা মাত্র।

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ [illegible] বাপের [illegible] বিবরণ-গ্রন্থ। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব [illegible] মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত [illegible] অপূর্ব চিত্র ও [illegible] প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত [illegible] বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। [illegible] বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২, টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত [illegible] নামকীর্ত্তন, শ্রীনামকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনবদ্বীপ-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, [illegible] শ্রী[illegible] শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধবিদের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। [illegible] গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

— শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক [illegible]। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-[illegible] টীকাকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] সহ বঙ্গ[illegible] বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা। (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক [illegible] কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্য [illegible]। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে [illegible] সম্বোধন [illegible] বিবৃতি, তারতম্যের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত উপযোগী [illegible] প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—[illegible], [illegible] ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ [illegible] প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ১, টাকা, আবাঁধা ১৮০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গ্রন্থ পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৮০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২, টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-[illegible] জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় [illegible] বিষয়ক এই-রূপ সরল ও [illegible] গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] শাস্ত্র [illegible] এই গ্রন্থামৃত [illegible]। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার [illegible] বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় [illegible] স্থানের বিবরণ ও গ্রন্থকারের পরিচয়াদি-সম্বলিত [illegible] সংস্করণ ভিক্ষা ॥০ দশ আনা মাত্র।

হরিনাম চিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৮০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভক্ত, বিশ্বাসী ও জ্ঞানীগণের পাঠকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। [illegible] সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲, নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০, সিকি কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চলন্ত ট্রেণে চুরি

গত সোমবার দিবস ডাউন চট্টগ্রাম ডাক গাড়ীর জনৈকা মহিলা যাত্রী শিয়ালদহের রেল পুলিসের নিকট তাঁহার একটি সুটকেশ উক্ত ডাক গাড়ীর মহিলাদের কামরা হইতে অপহৃত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করেন। প্রকাশ, ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক মহিলাদের কামরায় আরোহণ করিয়াছিল এবং রাণাঘাট ষ্টেশনে সে ট্রেন হইতে অবতরণ করে। ঐ বালকটি ঐ সুটকেশটি লইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে সরিয়া পড়ে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। উহাতে নগদ টাকা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল। তাহার পরিমাণ কত তাহা জানা যায় নাই।

মুন্সীগঞ্জে বজ্রপাতে মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে মে প্রভাতে সহসা প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই বৃষ্টির ফলে শস্য জন্মাইবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

মুন্সীগঞ্জ থানার অন্তর্গত গণকপাড়ার এক জন মুসলমান রমণীর বজ্রপাতে মৃত্যু হইয়াছে।

ঝড়ে বহু বাটী ভূপতিত

শিবগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত ২২শে মে রাত্রিতে এখানে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অনেক বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, অনেক বড় বড় গাছ উপড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে। ঝড় মাত্র ১৫ মিনিট-কাল স্থায়ী হইয়াছিল কিন্তু বৃষ্টি সারা রাত্রি ধরিয়াই হইয়াছিল. কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আমের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

বালিকা বধূর শোচনীয় মৃত্যু

গত মঙ্গলবার কলিকাতার করোনার শ্রীযুত এস. কে, দত্তের এজলাসে ১০ নং রামমোহন সাহা ষ্ট্রীটের গোলাম হোসেন নামক এক ব্যক্তির উনবিংশতি বর্ষীয়া বধূর মৃত্যুর তদন্ত সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ-কালে স্বামীগৃহে বধূর উপর অমানুষিক অত্যাচার শোকাবহ বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে।

মধ্য রাত্রে নারীহত্যার চেষ্টা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ ২৩শে মে ইসমাইল নামক একজন ভারতীয় ট্যাক্সিচালক এবং মহম্মদ ইব্রাহীম নামে তাহার একজন সহকর্মী মিসেস ম্যাক এচারিণ আইভি ব্রুকস নামে একজন য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান নারীকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে হরণ করে এবং তাহাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করার জন্য অভিযুক্ত হয়। গত ২৩শে মে তারিখ পশ্চিমভাগীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহাদিগকে হাজির করান হয়।

পুলিস কনষ্টেবল মীর আবদুল্লা সাক্ষ্য প্রদানকালে বলে যে, ২রা এপ্রিল তারিখে রাত্রে সে যখন রোদ দিতেছিল সে সময় সে দেখিতে পায় যে, একটা মোটরগাড়ী কোকাইন রোডের উপর দিয়া অতি দ্রুত যাইতেছে। কিছু পরে সে স্ত্রীলোকের আর্তধ্বনি শুনিতে পায়। সে দিকে দৌড়াইয়া গিয়া মিসেস ম্যাক এচারনকে রক্তাক্তকলেবরে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখে। সে গাড়ীটিকে ধরিতে অসমর্থ হইয়া আর একটি গাড়ীতে করিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। জনৈক ব্রহ্মদেশীয় ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহার শরীরে পাঁচ যায়গায় আঘাত লাগিয়াছে এবং মাথার খুলির এক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ম্যাক-এচারিন ৬ই দিন হাসপাতালে অচৈতন্য অবস্থায় ছিল। ৯ই মে পর্য্যন্ত তাহাকে হাসপাতালে অবস্থান করিতে হইয়া-ছিল।

রাকস রেজিমেণ্টের বিংম্যান বলে যে, সিনেমা হইতে ফিরিবার সময় সে একটী ট্যাক্সি আহ্বান করে। রাত্রি এগারটার সময় সে মিসেস ম্যাক-এচারিণকে পথে দেখিতে পাইয়া ট্যাক্সিতে তুলিয়া লয়। পরে সে তাহাকে মিংগালাদন পর্য্যন্ত লইয়া যায়। সেখান হইতে ম্যাকএচারিন একা ঐ ট্যাক্সিতে প্রত্যাবর্তন করে। দুই জন আসামীকেই সনাক্ত করে। মামলা চলিতেছে।

ষ্টীমারে মৃত্যু

নাগাপত্তম হইতে প্রকাশ, বি, আই, এস, এন, কোম্পানীর 'এলিফ্যাণ্টা' নামক ষ্টীমার ডাক লইয়া গত ২১শে মে সকালে নাগাপত্তমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মলয় হইতে যাহাদিগের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার কথা ছিল, তাহারাও এই ষ্টীমারের যাত্রী ছিল। আবহাওয়ার গোলযোগে রাস্তায় জাহাজখানিকে বড় বেগ পাইতে হইয়াছে। এলিফ্যাণ্টা ৫০০ শত যাত্রীকে এখানে নামাইয়া দিয়া অবশিষ্ট ১৫০০ যাত্রী লইয়া মাদ্রাজ রওনা হইয়াছে।

তদন্তে জানা গিয়াছে, সাতজন যাত্রী নাগাপত্তমে আসিবার সময় জাহাজে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। যাহারা মাদ্রাস রওনা হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে নানাপ্রকার ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে!

'এলিফ্যাণ্টা' কার্য্য শেষ করিয়া এবার রেঙ্গুণ রওনা হইবে।

বোম্বাইয়ে ৭ জন জখম, ১ জনের মৃত্যু

এক সপ্তাহ পরে সহরের অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হইয়া আসিতে থাকিলেও লোকের ত্রাস, নিশ্চিন্ততার অভাব। এখানে সেখানে প্রবাহ ও জনতার আক্রমণ চলিতেছে। ফলে লোকের দুশ্চিন্তা এখনও কাটে নাই।

২৩শে মে ৩ জন লোক আহত হয়, তন্মধ্যে একজন মারা গিয়াছে। ইহা ছাড়া দিনটী শান্তিতেই কাটিয়াছে। ডোলতয়াদী নামক স্থানে রাত্রিতে হিন্দুরা একজন মুসলমানকে ছোরা মারে। লোকটী পরে মারা গিয়াছে। সমস্ত দিনে মোট ৭ জন আহত হয়। তন্মধ্যে কেবল এক জনই মারা গিয়াছে।

মাধব বাগে কয় মাস পূর্ব্বে কবরস্থান আবিষ্কৃত হয়, প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। একজন হিন্দু সেই স্থানে জায়গাটিয় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে পুলিস তাহাকে তাড়া করিয়া যায়। ফলে সে আহত হইয়াছে। একজন গুণ্ডা ছোরা লইয়া যাইবার সময় রাত্রিতে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে ৯ হাজার দণ্ডিত

নাইনীতাল হইতে ২৩শে মে সরকারী সংবাদে প্রকাশ, গত সপ্তাহে বেনারসে ও সীতাপুরে ২টা বোমা ফাটে। কিন্তু তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই।

লোকজনকে খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখিতে বলিয়া কোন কোন জিলায় প্রচারপত্র বিলি করা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত ৯১১৮ জন দণ্ডিত হইয়াছে। ক্ষমা প্রার্থনা করায় ছাড়া পাইয়াছে ২২০১ জন। গত সপ্তাহে অর্ডিন্যান্স অনুসারে ২১ জন ও সাধারণ আইন অনুসারে ৬৯ জন দণ্ডিত হইয়াছে।

ভারতের দুর্দ্দশার প্রতীকার

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, পাঞ্জাবে শিখ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লীগের শাখা শিখ স্বদেশী লীগের সেক্রেটারী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—"নিখিল ভারত স্বদেশী সঙ্ঘের সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আগামী ২৯শে মে নিখিল ভারত স্বদেশী দিবস প্রতিপালনের নিমিত্ত তাঁহার স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়া একটা নিবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন। শিখগণ পণ্ডিত মালব্যের নির্দ্দেশানুযায়ী ঐ দিবসের কার্য্যতালিকা যথাযথভাবে প্রতিপালনে অন্য কাহারও পিছনে পড়িয়া থাকিবে না। এজন্য প্রত্যেক শিখকে ব্যক্তিগতভাবে এবং শিখ জাঠা ও শিখ প্রতিষ্ঠান সমূহকে ঐ সম্পর্কে চেষ্টা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে; ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট জনগণের দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারই একমাত্র উপায়।

বালেশ্বরে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

বালেশ্বর হইতে প্রকাশ, বিগত ১৮ই মে নিউ মার্কেটে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করায় শ্রীমতী দেবী এবং সারদামণি তাঁহাদের ৫০৲ অর্থদণ্ড ও একমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বে আইনী কংগ্রেস ইস্তাহার বিলি এবং বিক্রয় করার অভিযোগে শ্রীযুত দোল গোবিন্দ পুরুষোত্তম মিশ্র এবং সৈয়দ হাসামখাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিগত ১৫ই মে পাটনা ক্যাম্প জেল হইতে নির্দ্দিষ্ট সময় কারাদণ্ড ভোগের পূর্ব্বেই তিনজন কংগ্রেস কর্ম্মীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তরাজ্যে কাষ্ঠমুদ্রা

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ওয়াশিংটনে টেনিনোতে কাষ্ঠমুদ্রা প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে কখনও এরূপ হয় নাই। স্থানীয় সিটি জেনস ব্যাঙ্ক কার্য্যবন্ধ করায় জরুরী মুদ্রারূপে কাষ্ঠ মুদ্রা বাহির করা হইয়াছে। নোটিনোর বণিক সমিতির উহার জন্য গ্যারান্টি দিয়াছেন। ৬ মাসের জন্য উহা প্রচলিত থাকিবে। ৪ হাজার ডলার মূল্যের মুদ্রা বাহির করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮ শতটী ডলার কাষ্ঠ নির্ম্মিত, অবশিষ্টগুলি কাগজের কাষ্ঠ নির্ম্মিত মুদ্রাগুলি ডলার, ৫০ সেণ্ট ও ২৫ সেণ্ট মুদ্রা।

টেলি— শ্রীধাম — নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৮০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৯, ২৮শে মে ১৯৩২

বৃটেনে প্রবল বন্যা

ভারত সচিবের প্রতি মিঃ হর্নিম্যান

৭০ জনের প্রাণদণ্ড

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ৪ জন জখম

শ্রীরামপুরে ভীষণ ডাকাতি

প্রধান মন্ত্রীর ভারত কথা

মালব্যজীর পুত্রবধূ গ্রেপ্তার

পেশোয়ারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

রেল ষ্টেশনে বিস্ফোরণ

মুকুন্দলাল সরকার গ্রেপ্তার

রাশিয়া ও জাপানে সংঘর্ষ

নানা কথা

বৃটেনে প্রবল বন্যা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিডল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে ভীষণ বন্যা হইয়াছে। কয়েক দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ায় ইংলণ্ডে বন্যা আসিয়া পড়িয়াছে। চারিজন লোক বন্যার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

ডাবী সহরে লোকজন নাই। অনেকের বাটী ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৫০০,০০০ পাউণ্ড। সহর ও গ্রামাঞ্চল হইতে লোকে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। দোকানপাট জলে ভাসিতেছে। রাস্তার লোক চলাচল বন্ধ হইয়াছে, গাড়ী ঘোড়া আর চলিতেছে না। টেলিগ্রাফের কাজও বন্ধ রহিয়াছে।

---

৭০ জনের প্রাণদণ্ড

পাইমিও হইতে প্রকাশ, কাম্না-বিদ্রোহ সম্পর্কে ৯৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে এক মামলায় ৭০ জনের প্রাণদণ্ড ও ২২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্ট একজন খালাস পাইয়াছে।

শ্রীরামপুরে ভীষণ ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে মে প্রায় রাত্রি ৩ ঘটিকায় হীরালাল যখন তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণসহ নিদ্রা যাইতেছিল, তখন ১০।১২ জন সশস্ত্র পশ্চিমা ডাকাত গৃহের দ্বার ভঙ্গ করিয়া, গৃহে প্রবেশ করে। হীরালাল সহসা জাগিয়া উঠিলে, ৩।৪ জন ডাকাত তাহাকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া, তাহার মাথায় লাঠীদ্বারা আঘাত করে এবং কোথায় অর্থ আছে তাহা প্রকাশ করিতে বলে। অপর কয়েকজন ডাকাত হীরালালের স্ত্রীর বস্ত্র কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া তাহাকে ও তাহার স্বামীকে পুড়াইয়া মারিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে থাকে। হীরালালের জ্যেষ্ঠপুত্র পিতা মাতার সাহায্যার্থে আগমন করিলে ডাকাতরা তাহাকে প্রহার করিয়া একটা খুটির সহিত বাঁধিয়া রাখে। অতঃপর দুর্বৃত্তগণ বাক্স ও সিন্দুক ভঙ্গ করিয়া অর্থ ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ লুণ্ঠন করে। মহিলাদের অঙ্গ হইতেও অলঙ্কার কাড়িয়া লওয়া হয়, ঐ সময়ে তাঁহারা আহত হয়েন।

দুর্বৃত্তরা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহাদের সঙ্গে লাঠি ছুরি বৈদ্যুতিক মশাল প্রভৃতি ছিল। তাহাদের মধ্যে হিন্দী ভাষায় কথোপকথন চলিয়াছিল।

মালব্যজীর পুত্রবধূ গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্রবধূ—শ্রীযুক্ত মুকুন্দ মালব্যের সহধর্ম্মিণী গত ২৩শে মে ক্লক টাওয়ারের নিকট সভা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাকে আর ৪ জনের সহিত শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিস অবশিষ্ট লোকজনকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। পরে আবার জনতা হইলে তাহাও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অনেক লোককে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে। সভা বসাইবার জন্য আর চেষ্টা করা হয় নাই।

রেল ষ্টেশনে বিস্ফোরণ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, রবিবার সন্ধ্যাকালে ২ জন যাত্রী কয়লাপট্টির রেল ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল। সেই সময় তাহাদের মধ্যে একজন কি একটা জিনিষ মাড়াইয়া ফেলে। ফলে তাহা ফাটিয়া যায়। ইহাতে ঐ ২ জন যাত্রীই আহত হইয়াছে। পুলিস এখন এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজ পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমামণ্ডলের ও অন্যান্য শত্রুগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, চারণদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়গোবিন্দ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাসাধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দকিশোর দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীধরেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীহরিনারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) ঠাকুরের সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীঈশ্বর ভাণ্ডারী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধবদাস অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীগোপালদাস।

(১০ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ সজ্জেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য নাথ, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীহরিপ্রিয় দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদক্ষিণামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকৃপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনন্দীমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিগ্রহ, শ্রীসান্দীপনি পাণ্ডা।

২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

উদয়কুণ্ড, চিরকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামচাঁদ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু শুভমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৭ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৮শে মে ইং ১৯৩২ শনিবার | ৭২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৩০শে বৈশাখ শনিবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর নামক গ্রামে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, জগতে ভগবান্ ব'লিয়া একটী কথা শুনিয়া আসিতেছি। সেই ভগবানের তিনটী শক্তি আছে, যথা অন্তরঙ্গা শক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। সেই অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, আর তটস্থা জীবশক্তি। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, শ্রীভগবান্ মায়াধীশ আর জীব মায়াবশযোগ্য। জীব যখন নিজের স্বরূপ অবস্থা ভুলিয়া যায়, তখন সে মায়ার প্রদত্ত বস্তুতে আমি আমার বুদ্ধি করে। এই ভ্রম যিনি দূর করিতে পারেন তিনিই শ্রীগুরুদেব। মায়ার সঙ্গপ্রভাবে ঐ ভ্রম উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া অন্ধকার।
যেথা কৃষ্ণ সেথা নাই মায়ার অধিকার।

কৃষ্ণে যা'দের মতি আছে তা'দের কাছে মায়া বা কাল আসিতে পারে না। যেখানে সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন হয়, সেখানে মায়ার অধিকার নাই। মায়া দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া পলায়ন করে। ভগবদ্ভক্ত যেখানে কীর্ত্তন করেন, সেইখানে ভগবান্ বিরাজমান থাকেন। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না যোগিদিগের হৃদয়ে থাকি না, আমার ভক্তগণ যেখানে গুণগান করেন আমি সেইখানে থাকি। আমরা যে কীর্ত্তন করি সে'টী প্রকৃত কীর্ত্তন নয় - সে'টী মায়া। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন নয়। যেমন আমার অঙ্গ, আমার ছাড়া নয়, সেইরূপ ভগবানের অঙ্গ হচ্ছে ভগবানের ভক্ত। আশ্রয়-জাতীয় শ্রীভগবান্—শ্রীগুরুদেব, তিনিই একমাত্র কৃষ্ণধনের মালিক। যদি আমরা তাঁহার শরণাগত হই তাহা হইলে তিনি সেই ধনে ধনী করেন। কৈ আমাদের সে সৌভাগ্য কোথায়? আমাদের স্বভাব মায়ার দিকে অগ্রসর হওয়া।

যে আমায় নিত্য বিষয় উপলব্ধি ক'রতে দেয় না, সেইটী মায়া। জীবের ঐ প্রকার দুর্দ্দশা দর্শন ক'রে ভগবান্ বল্‌ছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" আমার মায়া দুরতিক্রমা, কিন্তু যদি কেহ নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে আমাতে প্রপন্ন হয়, সেই ব্যক্তি মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

প্রপত্তি স্বীকার করতঃ যে ব্যক্তি কৃষ্ণ-ভজন করে তা'কে কৃষ্ণ নিজেকে দান করেন। যে ব্যক্তি প্রপত্তি স্বীকার না করিয়া কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হয়, সে পুনরায় ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হয়। অতএব গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণ-ভজন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার আনন্দপুর গ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ দিব্য স্তবের দ্বারা যাঁহার স্তব ক'রে থাকেন, সামগা ব্রাহ্মণসকল বেদগানের দ্বারা নিত্যকাল যাঁর গান ক'রে থাকেন, তদ্গতমনা ঋষিসকল সমাধিলব্ধ অবস্থায় যাঁকে দর্শন করে থা'কেন সুরসকল অসুর সকল যাঁর অন্ত পান না, সেই স্বয়ংরূপ বস্তু রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের হৃদয়ে নিত্যকাল স্ফূর্ত্তি লাভ করুন।

মায়াকর্ত্তৃক দুইটী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া উহাকে আমি মনে করি, কিন্তু সেটী আমি নয়; স্থূল সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত জীব। জীব বস্তুটী এই দুইটী বস্তু হইতে পৃথক্। যথা—বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপদান। এ স্থলে ভাণ্ড, তৈল, বর্ত্তিকা এবং আগুণ এই চারিটির সহিত পরস্পর সম্বন্ধ আছে। চেতন অভাব হইলে এই শরীর কখনও পরিচয় দিতে পারে না। তখন এইটার নাম মড়া। ঐ দেহ—বর্ত্তিকা, মন রূপ ভাণ্ড, বাসনা রূপ তৈল ঐ সমস্ত থাকিলেও আলো জ্বলিবে না যদি অগ্নিরূপ চেতন ক্রিয়া না থাকে।

বাস্তব বস্তু শ্রীভগবান্ তাঁহার সহিত সকলের সম্বন্ধ আছে; জগতে তিনটী বস্তু দেখিতে পাই, ঈশ্বর, চেতন ও জড়, শ্রীভগবান্ যেদিন থেকে আছেন সেইদিন হইতে চেতন ও মায়া আছে। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ আছে। তিনি প্রভু, জীব তাঁর দাস। এক কৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি। যাবতীয় বস্তু শ্রীভগবানের সেবা। অতএব কুহকিনী মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে পতিতোদ্ধারণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতঃ কৃষ্ণভজনে রত হওয়াই জীবের কৃত্য। অতএব সকলে আসুন নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করি।

গত ২৩শে মে সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে ভক্তবৃন্দকে জীবের কর্ত্তব্য, সেবা জিনিষটা কি, কার সেবা করা উচিত, আমরা কে এবং প্রকৃত সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি প্রভৃতি অমূল্য বিষয়গুলি অতি সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। মঠবাসী সেবকবৃন্দ স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে প্রত্যহ এইরূপভাবে হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিত্যমঙ্গল লাভ করিতেছেন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

ভাগবত-প্রসঙ্গ

(১)

আধ্যক্ষিক জ্ঞান ও অধোক্ষজ জ্ঞানের পার্থক্য সাধুসঙ্গে না বুঝিয়া কেবল-জ্ঞানবাদীরা তাঁহাদের প্রাপঞ্চিক ভূমিকা হইতে যে জ্ঞানের পরিকল্পনা করেন, তাহার প্রচার-ফলে সনাতন জীবাত্মস্বরূপের নিত্যা স্বাভাবিকী বৃত্তি ভগবদ্ভক্তির উদ্বোধন-কার্য্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কেবল-জ্ঞান যে জীবকে প্রাপঞ্চিক সংস্কার হইতে কখনও মুক্তি প্রদান করিতে পারে না, ঐকান্তিকী ভক্তির উদয়ক্রমে কোন জ্ঞানচেষ্টা না করিলেও যে সেই মুক্তি আপনা হইতে উপস্থিত হয়, ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির যে, কোন প্রকার সাফল্য প্রদানেরই সামর্থ্য নাই অথচ ভক্তির আনুষঙ্গিকফলেই যে ঐ সকলের চরম ফল আপনা হইতে লভ্য হয়, কৃষ্ণভক্তিই যে অভিধেয়-প্রধান, এ সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ অধোক্ষজ জ্ঞানগন্ধ-বর্জ্জিত মানবের ভাগ্যে হয় না, তাই তাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানাদিকে ভক্তির মুখানিরীক্ষক আদেশ-পালনকারী ভৃত্যরূপে জানিবার পরিবর্ত্তে কর্ম্মজ্ঞানাদিকেই ভক্তির প্রভু সাজাইবার ধৃষ্টতা বা স্পর্দ্ধা করিতেছেন।

কেবল-জ্ঞানবাদীরা শব্দপ্রমাণ স্বীকারের বাহ্য অভিনয় মাত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক জড়েন্দ্রিয়সাধ্য বিচার সাপেক্ষ প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণাবলম্বনে বস্তুবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরতত্ত্ব এবং তৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে স্বকপোল-কল্পনা-প্রসূত যে এক একটী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বাহির করিতেছেন, তাহা জগতের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইতেছে। প্রকৃত-পক্ষে তাঁহাদেরই অপদেশ-ফলে মানব-সমাজ আজ স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ পাইয়া দারজীবকে অধঃপাতে কলির উৎকট তাণ্ডবনৃত্যের অবসর দিতেছেন। ধাত্রী দেবী আজ মানুষের কলির অত্যাচারে অত্যন্ত দীনা হীনা ক্ষীণা মন্মাহতা হইয়া রোরুদ্যমানা। অপক্ক জ্ঞানোন্মত্ত অনাত্মক কালচরণ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম-রূপ গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য লীলাবলীর অস্বীকার পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-পুরুষোত্তম-পঞ্চরাত্র বিহিত ভগবদ্ভক্তগণের ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ অনাদর পূর্ব্বক যে সকল নানা অসম্মতবাদ উত্থাপন করিতেছে, তাহাতে জগতের যে কি ভীষণ অপকার সাধিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা অবর্ণনীয়। মানবের ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ মহদপরাধেরই এই বিষময় পরিণতি।

মাৎসর্য্য হইয়া বেদদ্রুক্ হইবার স্পর্দ্ধা করিলে জনীক মধুপুষ্পিতবাক্যে অন্তাকৃত-মতি হইয়া বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য-স্বরূপা ভক্তির স্বানন্দসুখদ-সৌন্দর্য্যদর্শনে বঞ্চিত হইতে হয়। বেদদর্শনের চক্ষু-দানকার্য্য বেদদ্রুক্ ভাগবতানুগ সম্প্রদায়েরই নিজস্ব। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত যাঁহারা নিজ চেষ্টায় বা তদ্রূপ ভাগবতানুগত্য বিহীন গুরুব্রুবের উপদেশে বেদ বুঝিবার দাম্ভিকতা অর্জ্জন করেন, তাঁহারাই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক কৃষ্ণেতর কর্ম্মজ্ঞানাদি অসৎসিদ্ধান্তে রুচি প্রদর্শন পূর্ব্বক বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে অপ্রামাণ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হন। শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসর সাধুগণোপাস্য পরম ধর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারা মৎসর মাৎসর্য্যগণের সমুদয় কপটতা প্রকাশ করিয়া অজ্ঞ মানবসমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন, সেই হেতুই ভক্তিহীন জ্ঞানী কর্ম্মী-সমাজের সম্মিলিত চেষ্টা হইতেছে ভাগবতার্থকে বিপর্য্যস্ত করা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রচারার্থ কেবল-জ্ঞানের পোষক না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতকেই অমল প্রমাণরূপে স্বীকার পূর্ব্বক তদাবিষ্কৃত শুদ্ধ জ্ঞান বিরাগ-ভক্তি সহিত নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধান্তের সমাদর করায় তথাকথিত জ্ঞানী মহাশয়গণের সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়িয়াছে মহাপ্রভুর ও তাঁহার ভক্তগণের উপর।

সনাতন বেদধর্ম্মের বিলোপ সাধনার্থ অসুরকুল কর্ত্তৃক চেষ্টা হইলে শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বেদধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর যখন "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।" - এই ভগবদাদেশ পালনার্থ কলিযুগে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সুপ্রাচীন আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে অশুদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদে রূপান্তরিত করিয়া বেদ-তাৎপর্য্যবিরুদ্ধ মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রচারদ্বারা অসুর মোহন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, যখন আচার্য্য-প্রবর্ত্তিত এই মায়াবাদ-স্রোত ভক্তিবিরোধী নানামতবাদের মূল প্রস্রবণ-স্বরূপ হইয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন সেই মহাবেগবান্ অসজ্জনাদ-স্রোতের গতিরোধ করে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজ, শুদ্ধদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ; কিন্তু তাঁহাদের স্রোতবেগ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত না হওয়ায় অবশেষে অবতীর্ণ হইলেন গ্রন্থ-ভাগবত হস্তে লইয়া ভক্তভাগবতরূপধৃক্ সপার্ষদ সর্ব্বাবতারাবতারী সর্ব্বকারণকারণ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি স্বয়ং।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদ, বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সংস্থাপন দ্বারা গৌতমীয় নৈয়ায়িক ও কণাদীয় বৈশেষিক মতবাদ-প্রচারক তার্কিক, জৈমিনীয় মীমাংসা প্রচারক মীমাংসক, শঙ্করীয় কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচারক মায়াবাদী, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী, অগ্নিবংশজ নিরীশ্বর কপিল প্রচারিত সাংখ্যমতবাদ প্রচারক প্রকৃতিবাদী, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র-প্রচারক কৈবল্যমতবাদী যোগী, মহর্ষি-বিষ্ণুহারীত প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারক স্মার্ত্ত তথা অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ ও আগম (তন্ত্রশাস্ত্র) প্রভৃতির প্রচারক পৌরাণিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি সমস্ত মতবাদী সম্প্রদায়ের যাবতীয় অসৎসিদ্ধান্ত বা ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া জীব কল্যাণ বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু জীবোদ্ধার ব্যপদেশে তীর্থভ্রমণ লীলাকালে শূন্যবাদী নাস্তিক বৌদ্ধগণ পর্য্যন্তও নামসংকীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যাঁহারা, তাঁহারাই কেবল মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই বিরাট নামসংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানে বিরোধভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ

(৩)

রোগী হ'য়ে ডাক্তারের চিকিৎসা করতে যাচ্ছি ব'লে, ক্ষুদ্র নগণ্য বিষয়কীট আমি, আমার পরমবান্ধব নিত্য মঙ্গলময় বৈষ্ণবগণের মঙ্গল বা উপকার ক'রতে যাচ্ছি ব'লেই আমার আসল কাজে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় বাধা পড়ে যাচ্ছে—বৈষ্ণবসেবারূপ অমূল্য মণি ছেড়ে কাচরূপ অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর জগৎ ভোগ ক'রবার প্রবৃত্তি জাগছে, প্রতিষ্ঠাশা এসে আমাকে গ্রাস ক'রে হরিভজন থেকে চ্যুত করছে। আমার 'পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং' শ্লোকের স্থায় অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অভক্ত, সদ্গুণবিবর্জ্জিত, কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্ত নির্গুণ আমি, আমার প্রতি অযাচিতভাবে বর্ষিত বৈষ্ণবকৃপাটীকে ধ'রতে না পেরে নিজের মঙ্গলের কথা চিন্তা না ক'রে 'আমি বৈষ্ণবের সহায়তা করছি' ব'লে অভিমান ক'রছি। মনে ক'রছি বৈষ্ণবগণ আমার এত ভালবাসেন, তাঁদের নিজের কিছু সুবিধার জন্য। কিন্তু তা নয় ভাই। বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞেও না বুঝয়। আমার পোড়া কপাল তাই বুঝতে পা'রছি না। পিতা যেমন রোগ সারাবার জন্য ছেলেকে রসগোল্লা দিয়ে ঔষধ খাওয়ান, বৈষ্ণবগণও সেইরূপ ভবরোগী আমাকে, কপট আমাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে হরিভজন করাবার জন্য, আমার ভবরোগ দূর করবার জন্য চেষ্টা করছেন, আমার নিত্য মঙ্গল ক'রে দেবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। তাই বলি ভাই সব, আমায় কৃপা করুন, 'বৈষ্ণবকে কৃপা করতে বসেছি' এই বোকামিটা আমার যেন আর না থাকে।

বৈষ্ণবগণ আমার স্থায় নির্গুণ পঙ্গুকে নিজগণে কৃপাপূর্ব্বক দেবদুর্ল্লভ শিব-বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ভগবৎসেবা দিয়েছেন, সেই কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ ক'রে সেই পরম করুণাময় বৈষ্ণবগণের জুতাবরদার হ'য়ে, তাঁদের নিত্য ভৃত্য হ'য়ে যেন নিত্যকাল থাকতে পারি ইহাই এই দাসাধমের বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা।

আমি এখন বু'ঝছি যে তাঁহাদের কৃপাই আমার সম্বল, নচেৎ আমার মঙ্গল হবে না। আবার শাস্ত্র বলেছেন,—বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য যত্নবান্ হও, তা'হলেই মঙ্গল হ'বে, আর তা না হ'লে তাঁ'দের সঙ্গ করবার অভিমান ক'রেও ভোগের মধ্যেই থেকে যাবে—সেবানন্দে বঞ্চিত হবে। তাই বলি ভাই সব, যদি মঙ্গল চান তবে আসুন প্রাণভরে সমস্বরে সেই পতিতোদ্ধারণ প্রভুর জয়গান ক'রে আত্মার তুষ্টি-বিধান করি—

জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
বৈষ্ণবঠাকুর জয় পরম করুণাময়
দীনহীন জগতির গতি॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট ও পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী অনুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোনও খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইতেছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসজ্জন সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামীপাদ, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রসকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রতিষ্ঠা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরঙ্গাবির্ভাব, বৈষ্ণবী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এক নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুচিত্তবৃত্তি, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র।

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজনারায়ণের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লাহোর... বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত নির্দ্দেশন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুত্যাগ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল গোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৶১৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

রাশিয়া ও জাপানে সংঘর্ষ

হারবিন হইতে প্রকাশ, অনেকে মনে করিতেছেন, ঘটনা পরম্পরা যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সোভিয়েট ও জাপানের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। মুকডেনে জাপানের যে প্রধান সামরিক কেন্দ্র ছিল উহা এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং তাহার পর জাপানের "ডিক্টেটর" জেনারেল হন্জো এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। এই সঙ্গে সংবাদ পাওয়া গেল যে, জাপানী সৈন্য দল চীনের পূর্ব্ব রেলপথের পূর্ব্ব দিকের শাখা এবং ড়ুঙ্গারী নদীর তীর ধরিয়া দ্রুত রাশিয়ার সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

পেশোয়ারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে মে রাত্রিতে চারসাদ্দা বাজারে আগুন লাগিয়া যাওয়ায় প্রায় এক হাজার দোকান ও বাটী ভস্মীভূত হইয়াছে। প্রবল বাতাসে আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গত ২৪শে মে প্রাতঃকালে আগুন নিভান হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ অজ্ঞাত, তবে দৈবাৎ এইরূপ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

ট্রেনে বিপত্তি

২৩শে তারিখ বেলা ১২টা ৫৪ মিনিটের সময় ১৪নং হাওড়া নাগপুর আপ প্যাসেঞ্জার খুরদা ষ্টেশন হইতে ছাড়িবার অল্প পরেই উহাতে এক দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনের এঞ্জিনের দিকে তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় বগিখানার চাকা পথচ্যুত হইয়া পড়ে। ফলে বগিখানাকে ট্রেন হইতে কাটিয়া দিতে হয়। এই কারণে ট্রেনের প্রায় ৫ ঘণ্টা দেরী হইয়া যায়। কেহ কোনরূপ আহত হয় নাই।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ৪ জন জখম

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে মে অপরাহ্নে এলাহাবাদ সহরের চাকিয়াপুর নামক স্থানে কতিপয় বালক পরস্পরের উপর তরমুজের খোলা ফেলিয়া এক কলহের সৃষ্টি করে। ক্রমে এই কলহ তাহাদের পিতাদের মধ্যে দাঙ্গায় পরিণত হয়। ৪ জন জখম হইয়াছে, এক জনের অবস্থা গুরুতর। পুলিস ঘটনাস্থলে যাইয়া হাঙ্গামা আর বাড়িতে দেয় না।

এলাহাবাদ সহরের সাকিয়াপুর অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানে মারামারির ফলে অনেক লোক জখম হইয়াছে।

কোন হিন্দু বালক এক মুসলমান বালকের গায়ে তরমুজের খোলা ফেলিয়াছিল। তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে প্রথম মারামারি উপস্থিত হয়। ক্রমে উহাদের অভিভাবকরাও এবং তাহার পর উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনও উহাতে যোগদান করে।

এই হাঙ্গামার সংবাদ পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল গুলিতে যাইয়া পৌঁছিলে লোকে চঞ্চল হইতে থাকে। এমন সময় পুলিস আসিয়া শান্তি স্থাপন করে।

প্রধান মন্ত্রীর ভারত কথা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ২৪শে মে "কংগ্রেসের পন্থা অবলম্বন করায় গত বৎসর ভারতের গঠিত চুক্তির পথে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছে"—'এম্পায়ার ডে' রেডিওতেও প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—"যে দেশ নির্দ্ধারিত কার্য্য সমাপন করিতে অক্ষম হইয়া পরাভব স্বীকার করে, সে দেশ পৃথিবীর অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকে, শুধু তাহাই নহে, সভ্যতা এবং স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া বিপ্লবী হইয়া উঠে, বৈরীভাব সৃজন করিতেও তাহারা পটু হয়। সে সকল দেশ সভ্যতা ও স্বাধীনতার নিঃশঙ্কচিত্তে এইরূপ অপব্যবহার করে। সে দেশের রাজনীতি দায়িত্ব-বোধশূন্য এবং গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে নাই।"

শ্রীযুত অম্বিকা চক্রবর্ত্তী আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, ২৩শে মে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচারাধীন আসামী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘ দিন স্থানীয় সেণ্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন।

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, স্পেশাল ট্রাইবুনালে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার পর অম্বিকা বাবু এখানে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু সে সময় তিনি ক্ষয় রোগে অসুস্থ ছিলেন। বিচারকালীন নানারূপ উদ্বেগ তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হইবে বলিয়া চিকিৎসকগণ অভিমত ব্যক্ত করায় তাঁহাকে তখন বিচারার্থ উপস্থিত করা সম্ভব হয় না। সেই সময় হইতে তিনি সিউড়ী এবং মেদনীপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন।

সীমান্তে পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, ২৩শে মে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার জন্য চরসাড্ডায় কতিপয় লালকোর্ত্তা গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই চরসাড্ডা লালকোর্ত্তাদের কেন্দ্র। সীমান্ত-গান্ধী খাঁ আবদুল গফ্ফার খাঁর সদর ও স্বগ্রাম উট মাঞ্জাই হইতে ইহা মাত্র ২ মাইল দূরে।

নোয়াখালিতে প্রবল ঝড়

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে মে রাত্রি হইতে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হয়। নদীর জল ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, প্রবল তরঙ্গাঘাতে নদী-তীরস্থ অনেক বাড়ী নিমেষের মধ্যে নদীগর্ভসাৎ হয়। গৃহস্থগণ তাহাদের জিনিসপত্র রক্ষা করিবারও সময় পায় নাই। সাবজজ শ্রীযুক্ত মাখন মুখোপাধ্যায় ও ডেপুটী অফিসার বাধ্য হইয়া যথাক্রমে জজ আদালতে এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বিল্ডিংয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব নদীর প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। পুলিস-ব্যারাক ও জিলা স্কুলগৃহের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। কনেষ্টবল এবং কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান যুবক দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিতেছেন। সর্ব্বত্র ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

মুকুন্দলাল সরকার গ্রেপ্তার

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ২৫শে মে নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকারকে গত ২৫শে মে তারিখে তাঁহার বাস ভবনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, সম্প্রতি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি যে আবেদন প্রচার করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭ ও ১১৮ ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে।

ভারত সচিবের প্রতি মিঃ হর্ণিম্যান

বোম্বাই হইতে ২৫শে মে তারিখে প্রকাশ, মিঃ বি, জি, হর্ণিম্যান ভারত সচিব সার স্যামুয়েল হোরের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন—

'বোম্বায়ের দাঙ্গা সম্পর্কে' আমি এক প্রবন্ধ লিখিয়া বলিয়াছিলাম যে, দাঙ্গা দমন বিষয়ে কর্তৃপক্ষ অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে একটা উপেক্ষার ভাবও দেখা গিয়াছিল। এই জন্য বোম্বাই সরকার সঙ্কট শক্তি অর্ডিনান্স অনুসারে "ক্রনিকল" পত্রিকার নিকট দুই দফায় মোটা জামীন দাবী করিয়াছেন। যে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এই হাঙ্গামার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। অর্ডিনান্সের এইরূপ ব্যাখ্যার যদি আপত্তি না করা হয় তাহা হইলে সম্প্রতি বোম্বাই হাইকোর্ট যে রায় দিয়াছেন তদনুসারে আইন অমান্যের সম্পর্ক-শূন্য সাধারণ শাসন কার্য্য বিষয়েও সরকারের আচরণের আলোচনা করা কোন সংবাদপত্রসেবীর পক্ষেই সম্ভব হইবে না। ২৯শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে আপনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, সংবাদপত্রগুলি যাহাতে হিংসা মূলক কার্য্য ও বিপ্লববাদের প্রেরণা জাগাইতে না পারে, সেইজন্য প্রেস অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জনমত প্রকাশে বাধা দেওয়া উহার উদ্দেশ্য নহে, আপনার এই আশ্বাসে সংবাদপত্রগুলি বিশ্বাস করি।"

শ্রীযুত অভয়ঙ্করের পীড়া

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ২৪শে মে শ্রীযুক্ত অভয়ঙ্কর স্থানীয় জেলে আবদ্ধ আছেন। কর্তৃপক্ষ বন্দী এবং দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে লৌহ নির্ম্মিত এক পর্দা রাখিবার ব্যবস্থা করায়, তিনি আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন না। শুনা যাইতেছে, তাঁহার পেটের দক্ষিণদিকে 'গুল্ম' (টিউমার) জন্মিয়াছে। তদুপরি মূত্রনালী প্রদাহের জন্য তাঁহার প্রস্রাব সরল হইতেছে না।

জেলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসককে পরীক্ষা করিবার অনুমতি দেন নাই বলিয়া, শ্রীযুত অভয়ঙ্করের আত্মীয় স্বজন এবং অসংখ্য বন্ধুবান্ধব এই পীড়ার সংবাদে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন

কানপুর হইতে প্রকাশ, শুনা যাইতেছে, জমিদার-কৃষাণ-সভা কংগ্রেসের কয়বন্ধ আন্দোলন দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান সংখ্যা ।/৹

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৯, ৩০শে মে ১৯৩২

কাহার চিন্তা করি ?

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

একটা না একটা চিন্তা ভিন্ন আমরা থাকিতে পারিনা। আমাদের চিত্তের ধর্ম্মই চিন্তা করা। মনের এই মনন-ধর্ম্ম সর্ব্বদাই তাহার কর্ত্তব্য সাধনে যত্নশীল। পরম-মঙ্গলালয় শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের অশোকামৃত শ্রীপাদপদ্মযুগল বিস্মৃত হইয়া জাগতিক নশ্বর বিষয় সমূহের চিন্তনেই আমাদের মনোদেবতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পরিদৃষ্ট হয়।

"আমার পিতা আমাকে কত স্নেহ করিতেন, জননী কত ভালবাসেন, ভ্রাতা ভগিনী কে কিরূপ স্বভাবের, কি প্রকারে স্বজনাখ্য দস্যুবর্গের ইন্দ্রিয়-তোষণে সমর্থ হইব" ইত্যাদি প্রকারের কত চিন্তা সর্ব্বদা আমার হৃদয়কে মথিত করিতেছে। অহো! মায়াদেবীর কি বিশ্বজন-মন-বিমোহিনী কারু-কৌশল! কত না চিত্র বিচিত্র মিথ্যা মোহে ভুলাইয়া আমাদের স্মরণ-মন্দিরে নিজ আবির্ভাব-পীঠ রচনা করিয়াছে! মায়াবিনীর মোহন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া তাহার চাতুরী-নৈপুণ্য বুঝিবার শক্তিও যে হারাইয়া ফেলিয়াছি; এমনি মোহ-ঘোর!

স্মরণের পটে স্মরণীয় কে? কাহার নিত্য সুশীতল চন্দন-স্নিগ্ধ শ্রীপাদপদ্ম স্মৃতি জীবহৃদয়ের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া নিত্যানন্দ-ধনের অধিকারী করে—চির অবিনাশী শ্রেয়ঃ-সম্পদ-শ্রী বিতরণ করে এ'কথা আমরা কবে বুঝিব? মায়া-নাগিনীর মোহপাশ হইতে কে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারেন, সে খবর আমরা রাখি কি? হায়! বিষয়-মলের ধ্যানই কি এই সুদুর্ল্লভ মানবজীবনের একান্ত কৃত্য? আমাদের এই অসৎ-চিন্তাবিষ্ট জীবন ধারণের বিন্দুমাত্র সার্থকতা কোথায়?

অসৎ চিন্তা কাহাকে বলে? হরি-সম্বন্ধ-বিহীন যাহা কিছু, যত কিছু বস্তু সমুদয়ই অসাধু, তৎসমুদয়ই জীবের বন্ধনের একমাত্র কারণ; অতএব প্রাকৃত বিচারে দেশহিতৈষিতা বিষয়ক বা দরিদ্র ব্যক্তি-গণের সাহায্য বিষয়ক ইত্যাদিরূপ চিন্তা-গুলিও নিতান্তই অসচ্চিন্তারই প্রকার ভেদ মাত্র। জগতে সৎ বলিয়া যাহা প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা নিত্য বিশুদ্ধ বস্তু বা সৎ-বস্তু নহে। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা সম্বন্ধীয় বস্তু ব্যতীত সবই মেকী। উহা যেন "গিল্টীর গহনা"।

যদি নিষ্কপটতা দ্বারা পবিত্রীকৃত স্মরণ-মণিমন্দিরে নিত্যকালের জন্য সাধু-গুরুবর্গের শ্রীপাদ-পীঠ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলাম, যদি অনুক্ষণ দয়াল শিরোমণি সাধুবর্গের অতিমর্ত্ত্য মহিমা প্রোদ্ভাসিত পদনখর শোভার স্মৃতি কিরণে চিত্তভবন পরিপূর্ণ না রহিল, তবে এই জড়পিণ্ড সদৃশ দেহধারণের প্রয়োজন কি? ধরণীর ভার বৃদ্ধিমাত্র। পরমকারুণিক মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার ন্যায় পাপিষ্ঠাধমের প্রতি অনন্ত করুণা-প্রকাশে আজ কোটি কোটি বৈকুণ্ঠ-সূর্য্যপ্রভায় দিগ্‌দেশ আলো-কিত করিয়া এই প্রপঞ্চে শুভাগমন করিয়াছেন; শত সহস্র সেবাব্রতধ্বক্ পূত-চরিত্র মহাপুরুষ তদীয় চেতনাহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই প্রিয়- সেবাকার্য্য সম্পাদনে যথাসর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছেন। আজ সমগ্র ধরণী অমল-সত্য-সঞ্জীবনী-ধারায় স্নাত হইয়া সেবাসৌষ্ঠবে সুশোভিতা। কবে আমি অনুক্ষণ সেই সেবাপ্রাণ গুরুসেবকগণের অপূর্ব্ব সেবাপদ্ধতির চিন্ময় রাগিনী স্মরণ করিয়া ধন্য হইব? কবে পুলক-পরিপূরিত চিত্তে নব-নবায়মান চিদ্‌সুষমা সুরভিযুক্ত তাঁহাদের সেবা প্রসূনা-ঞ্জলির মাধুর্য্য বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করিব? কবে আমার এই সেবাবিহীন অধন্য দিবস-গুলি চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সেবাকথা-স্নিগ্ধ চৈতন্য-প্রভাদীপ্ত অমল ঊষার উদয় হইবে? দিবসরাত্রি কেবলই সেবা-রাগিনীর সুর-সাধনায় পরম পরিপূর্ণতা লাভ করিবে? প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক মানবশ্রেষ্ঠ আচার্য্য-বর্য্যের প্রশস্তি-গীতির ললিতছন্দে তন্ময়তা লাভ করিব—চেতনের জাগ্রত উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ আত্মা কবে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-সুধা-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া রহিবে—হরিকথা-শ্রবণের দ্বারা কীর্ত্তন হইবে, কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবে সতত চিত্তমন্দিরে স্মরণীয় বিগ্রহের স্মরণ-মঙ্গল ধ্বনিত হইবে। সেদিন কবে হইবে? সেই পরম শুভদ দিবস জয়যুক্ত হউন।

অন্যান্য বিষয়ের আপাতমোহকরী চিন্তা আমাদিগকে দুশ্চেদ্য মায়ানিগড়ে বন্দীকৃত করে; সে চিন্তা—চিন্তানাগিনীর দংশন-বিষে বিনাশ করে। হায়! বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির মোহান্ধ সেবক আমরা, আমাদের নিকট অসৎ চিন্তাগুলি বড়ই সুখময় বোধ হয়, কিন্তু পরিণাম যে কি ভয়াবহ তাহা একবার ভাবিয়া দেখি কি? আমরা যে ভব-রোগী! বিকারগ্রস্ত রোগীর যেমন কুপথ্যেই ব্যাধির আরাম হইবে বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস থাকে এবং পীড়াবর্দ্ধক কুপথ্য প্রদানকারী শত্রুকেই পরম মিত্র বলিয়া জ্ঞান হয়, আমরাও তেমনই আমাদের বিবর্ত্তাশ্রিত জ্ঞানের দ্বারা জড়ীয় বিষয় ও জড় স্মৃতির ইন্ধনপ্রদাতাগণকেই আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

জীবজগতে প্রকৃত দয়ার্দ্রচিত্ত সাধু-বৈষ্ণবগণ কি বস্তু, তাঁহাদের জীবে দয়ার আদর্শ, তাঁহাদের যথার্থ বিশ্বহিত প্রচেষ্টা, তাঁহাদের মহাবদান্য দান-প্রণালী ও তাঁহাদের শ্রীচরণকমলের অন্তর্ভুক্ত গুণাবলী অহরহঃ স্মরণের একান্ত বিষয় হওয়া উচিত। যখন আমরা সর্ব্বক্লেশহারী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের অসীম করুণার কথা ভুলিয়া যাই, তখনই অবিদ্যাভূমিআবৃত রৌরবে বাস করি। নরক কোথায়? শ্রীহরিসেবার কথা চিন্তা না করিয়া জড়-বস্তু চিন্তাই জ্বলন্ত নরক। তাহাই জীবের চরম অকল্যাণের মূলীভূত কারণ।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

(৫২)

৩৪২ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৮॥৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচু সেখ সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৯৬ খতিয়ানে ১-২০ শঃ জমীর ৩টবন্দী জমা মুল্য ১০৲

২। ঐ থানায় মহাখোলা মৌজায় ডিঃ অধীন ২৩০,২৩১ খতিয়ানের ১-০৪শঃ জমি ৩টবন্দী জোত মুল্য ৮৲

(৫৩)

৩৪৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৪২৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ জমু সেখ দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৩৩ খতিয়ানে ২-৩৮ শঃ জমীর ৭।৶১৫ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৫৪)

৩৪৪ খাংজারি ৩২ দাবী ১৬৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ তৈয়দালী বিশ্বাস সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪১৭ খতিয়ানে -৫৮ শঃ জমীর মুল্য ৫৲

(৫৫)

৩৪৬ খাংজারী ৩২ দাবী ২৫॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হামদেল মিঞা সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৬ খতিয়ানে -৮১ শঃ জমীর মুল্য আঃ ৫৲

(৫৬)

৩৪৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৫॥/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফিনু মণ্ডল সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৫,১০৭ খতিয়ানে ১-৯৫শঃ জমীর মুল্য আঃ ১৫৲

(৫৭)

৩৪৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৪৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ফইম মণ্ডল দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৫১ খতিয়ানে ৬-১২শঃ জমীর মুল্য আঃ ২০৲

(৫৮)

৩৫২ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আরজান সেখ সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৪ খতিয়ানে ১-৫১ শঃ জমীর মুল্য আঃ ৮৲

(৫৯)

৩৬৯ খাংজারী ৩২ দাবী ১২২।৶৯

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ পাল সাং হাজরাপুর

দেঃ কাজার মণ্ডল দিং সাং গাজনা পোঃ হাসখালী

হাসখালি থানায় গাজনা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৮২ খতিয়ানে ২১-৮০ শঃ জমীর ২৫॥৬ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৬০)

৩৭৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৫২৶০

ডিঃ বসন্তকুমারী দেবী সাং হাসখালি

দেঃ আব্বাছ মণ্ডল সাং কৈখালী পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় কৈখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ২১৭ খতিয়ানে ৭ ০১শঃ জমীর ৭॥০ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৬১)

৩৮১ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৩/৩

ডিঃ হরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সাং খলিশাদ

দেঃ জগৎপতি মুখোপাধ্যায় দিং সাং ধম্মদা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় দহকুল্লা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৮০ খতিয়ানে ৫-৩৮শঃ জমীর ॥৶২ জমা মুল্য আঃ ৪০৲

(৬২)

৩৮২ খাংজারী ৩২ দাবী ৬১৮/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় দহকুল্লা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৫৮ খতিয়ানে ৮-২৩শঃ জমীর ১৩/৮ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৬৩)

৩৮৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২৪৯।৶৬

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ সৌদামিনী দাসী সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিঃ অধীল ৭৯৭ খতিয়ানে ৪২-২৫শঃ জমীর ৩৪ ৶৩ জমা মুল্য আঃ ২০০৲

(৬৪)

৩৮৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৮৪॥৶৯

ডিঃ নীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ রামপদ পাড়ি সাং ময়ূরহাট পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় মদনা গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৩ খতিয়ানে ও অধীন ৯৪—১০৩খং ৩২/৪॥৶ জমীর ৩৭৶৮ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৬৫)

৪০১ খাংজারী ৩২ দাবী ১০২৶৯

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ যুগল বাগদী সাং বাদকুল্লা পোঃ ঐ

হাসখালি থানায় বাদকুল্লা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৯ খতিয়ানে ৫-৮৭শঃ জমীর ১৪৮/৬ রায়তি মকররী জমা মুল্য ৩০৲

(৬৬)

৪০২ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৯॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপাল গাইন দিং সাং পাতুয়া পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় সিমুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৬০।৬১।৮৯।১৫০।৩৭৯,৪১৫ খতিয়ানে ১৩/৮/ জমীর ১৩,৯ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৬৭)

৪০৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭ ৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সাবিত্রী দেবী সাং বাদকুল্লা পোঃ ঐ

হাসখালী থানায় বাদকুল্লা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪৯ ও অধীন ২৫০ খতিয়ানে -২৫ শঃ জমীর ১/৩ জমা মুল্য আঃ ২৲

(৬৮)

৪০৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৬,৬

ডিঃ ঐ

দেঃ তকবুল মণ্ডল দিং সাং পাতুয়া পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় পাতুয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২২।২৩,৩১।৩৬,৩৯।১৫৩।৫৪।৭৫।৮৯ ১৩৩ খতিয়ানে ৪-৭৩ শঃ জমীর ১৪।/১ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৬৯)

৪০৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৪০॥/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আছের মণ্ডল দিং সাং পাতুয়া পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় পাতুয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪ খতিয়ানে ৩-১৯শঃ জমীর ৫॥৶০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৭০)

৪০৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৯'/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ফিরোজ খাঁ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

হাসখালী থানায় পাতুয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৯ খতিয়ানে ৬-১১শঃ জমীর ১২॥৶১ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৭১)

৪০৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৮৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গোপাল গাইন দিং সাং পাতুয়া পোঃ হাসখালী

হাঁসখালী থানায় বাদকুল্লা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৭।৯৭।১৮৫ খতিয়ানে ৫-৩২ শঃ জমীর ১৬৲ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৭২)

৪২৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৪॥/৩

ডিঃ আকমান আলি বিশ্বাস সাং মুড়াগাছা

দেঃ রজবালী মণ্ডল সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪০ খতিয়ানে ২-৭৪শঃ জমীর ৭॥৶০ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৭৩)

৪৪৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৫।/৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরি সাং নাটুদহ

দেঃ নটু মণ্ডল দিং সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩১১ খতিয়ানে ৩৪-৮২শঃ জমীর মুল্য আঃ ৫

(৭৪)

৪৪৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৮।/৯

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ড মোং মধুপুর

দেঃ বাহর মণ্ডল দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৬ খতিয়ানে ২ ১১শঃ জমীর ৯।/০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৭৫)

৪৬২ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৬॥/০

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ গোপাল ঘোষ দিং সাং বড়িরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ১০৮ বিনবস্তু লক্ষ্মী গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৬ খতিয়ানে ১ ৬০শঃ জমীর ৮৮/৬ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৭৬)

৪৬৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৩১১/৩

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং আড়ংঘাটা

দেঃ রামপদ পাড়ি সাং ময়ূরহাট পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় মদনা গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৯ ও অধীন ৮০—৯২ খতিয়ানে ২৯-৬৬শঃ জমীর ৪৯৮৬ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৭৭)

৪৬৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৬৮৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ রজনী ঘোষ খ্রীষ্টান সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০৯ খতিয়ানে ২ ৯০শঃ জমীর ৯৶৫ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

অতঃপর ৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দেঃ মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৩১ খতিয়ানে ১৪৫-৬৭শঃ জমীর ২৫০৮০ জমা মুল্য আঃ ৩০০৲

(৪৯)

৫২৮ খাংজারী ৩২ দাবী ২২৫৮৶৩

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ অখিলদ্দি মালিতা দিং সাং আস্‌সিহরী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার আস্‌সিহরী গ্রামে ৮৫—৯০ খতিয়ানে ১৭-১৭শঃ জমীর ৩৩৶৯ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৫০)

৫৪০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭।৶৩

ডিঃ ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য সাং ঘুর্ণী

দেঃ পাচুগোপাল সরকার সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ঘুর্ণী গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৩ খতিয়ানে ১-২৯শঃ জমীর ৪৮/১০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৫১)

৫৫০ খাংজারী ৩২ দাবী ২৮৮৶০

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং কুলগাছি

দেঃ চেয়ারম্যান লোক্যালবোর্ড মোঃ কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৭৩ খতিয়ানে —০৫শঃ জমীর ৩॥৶১০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৫২)

৫৫১ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৩।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত দিং সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ অধীন ২১১ খতিয়ানে ২-৬০ শঃ জমীর ৮৶০ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৫৩)

৫৫২ খাংজারী ৩২ দাবী ৩১৮৬

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রফুল্লকুমারী দেবী দিং সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৯৮ খতিয়ানে -৬৮ শঃ জমীর ৬৮৶১৯॥ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৫৪)

৫৫৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৮৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ অধিন ২৫৭ খতিয়ানে ৩-৭৩ শঃ জমীর ৮।৶২ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৫৫)

৫৫৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৫০৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত দিং সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে ডিঃ অধীন ৮১২ খতিয়ানে -৪৫ শঃ জমীর ৬৮৶১৫ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৫৬)

৫৭২ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬১॥/৩

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ দেদার মণ্ডল দিং সাং মোল্লাপাড়া শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় মোল্লাপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৮।৬৯ খতিয়ানে ২২-০১ শঃ জমীর ২৪॥৯ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৫৭)

৫৮৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৪।৶৩

ডিঃ কালীপদ সরকার দিং সাং সরডাঙ্গা

দেঃ খুকী বিবি দিং সাং গোমাঘর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় গোমাঘর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫১৭ খতিয়ানে -৬০ শঃ জমীর ৫৲ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৫৮)

৫৯২ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭০৮৶৩

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ হেমেন্দ্রনাথ রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় তেতিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৯—৩৩১ খতিয়ানে ১৭-৬৬ শঃ জমীর মুল্য আঃ ১০০৲

(৫৯)

৫৯৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪৫।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ তারাবিলাস কবিরাজ সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় তেতিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৩২—৩৩৫ খতিয়ানে ১২-৩০ শঃ জমীর ২০॥/৭ জমা মুল্য আঃ ১০০৲

(৬০)

৬১৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৫৩৮/৬

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং বাগুটীয়া

দেঃ কাজি গোলাম কাদের সাং কামগামি পোঃ আলমডাঙ্গা

আলমডাঙ্গা থানায় কামগামি গ্রামে কানাইলাল সাহা দিং অধীন ১২৪৬।১২১৬ খতিয়ানে ১০-২শঃ নিষ্কর জমীর ৫॥৶৩ বসতি জমা সায় বাড়ীঘরসহ মুল্য ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে আলিমদ্দিন অধীন ১৪৯ খতিয়ানে -৭১শঃ জমীর ৫॥৶০ জমা দেঃ ৶১০ অংশ, মুল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে হামিদ মণ্ডল দিং অধীন ১৮শঃ জমি ৬।/৩ জমা দেঃ /১৫ অংশে হাটবাজারসহ মুল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় কানাই লাল সাহা দিং অধীন ১২২৪ খতিয়ানের -০৮শঃ চান্দিনা জমি ১৮৶৫ জমা দেঃ /১৫ অংশ মুল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ডিঃ অধীন ৪ খতিয়ানের -১৫ শঃ জমি ৯॥০ জমা দেঃ ৶০ অংশ মুল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় কাজী গোলাম দরবেশ দিং অধীন ২৯৫খং ২৪-১২ শঃ জমী ২৯।/৯ জমা মুল্য আঃ ১০০৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ৯৫ খতিয়ানের ৭-৮৯শঃ জমী ১০৶৬ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১৫ খতিয়ানের ৫-২৬শঃ জমি ১॥৶৯ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৬১)

৬৫৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৯৮৶৩

ডিঃ রমণীকান্ত রায় মোঃ কাছারী করিমপুর

দেঃ অমূল্যরতন বিশ্বাস সাং তালদহ পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় তালদহ গ্রামে ডিঃ অধীন ৫১১ খতিয়ানে ৪-৭১শঃ জমীর ৬৶৩ জমা মুল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানায় তালদহ মৌজায় ডিঃ অধীন ৬.৮ খঃ ১৪ ৪৫ শঃ জমী ২৬॥৶ জমা মুল্য আঃ ৭০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৬৭—২৬৯ খতিয়ানে ৪-৪৮শঃ জমী সমেত ইমারত দেঃ ॥০ অংশ মুল্য আঃ ৩০৲

(৬২)

৬৯১ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৮।৶৯

ডিঃ নাজমুল্লা ভস্তাগর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ পঞ্চানন সেন সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় নাক্সরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮৫ ও অনিষ্ট খতিয়ানসহ ২৬-৭৬শঃ জমীর ৩৮৲ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৬৩)

২৩৮ মণিজারী ৩২ দাবী ১৬০৶৬

ডিঃ কুসুমকামিনী দেবী সাং দেবগ্রাম

দেঃ নজর সেখ দিং সাং জানকীনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় পলাশী গ্রামে সুশীলা-দাসী দিং অধীন ২৮৯ খতিয়ানে ১৭-৮২শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মুল্য আঃ ৮০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় রিয়াজতুল্লা মুন্সি অধীন ৯৭৫ খতিয়ানের -৩৩শঃ জমী ২৮০ জমা মুল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে বামনদাস মুখোপাধ্যায় অধীন ৮৮৪ খতিয়ানের -৮৭শঃ জমি ৪৲ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৬৪)

৫১৩ মনিজারী ৩২ দাবী ১১৭৮৬

ডিঃ সেজুয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাং সেজুয়া

দেঃ যশোদাদুলাল প্রামাণিক সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী অধিন ৭০২ খতিয়ানে ৩-৪০ শঃ জমীর ৯৲ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৬৫)

৫২৫ মনিজারী ৩২ দাবী ১১২৮৶৬

ডিঃ হারাধন সরকার সাং তেজনগর

দেঃ ইয়াকুব মণ্ডল সাং পলাশী পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় পলাশী গ্রামে রাখাল-দাস সাহার অধীন ৯৫৭ খতিয়ানে ১-৭৩ শঃ নিষ্কর জমীর দেঃ ॥০ অংশ. মুল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুশীলা দাসী দিং অধীন ২৪০।১ খতিয়ানের ১-৬৮ শঃ জমি উটবন্দি জমা দেঃ ॥০ অংশ মুল্য ২০৲

(৬৬)

৫২৬ মনিজারী ৩২ দাবী ৮৫৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ছবদার মণ্ডল সাং পলাশী পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় পলাশী গ্রামে রাখাল-দাস সিংহ দিং অধীন ৯১৭ খতিয়ানে ১-৭৩ শঃ নিষ্কর জমী সায় পুষ্করিণী ও স্বত্বল সহ দেঃ ॥০ অংশ মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুশীলা দাসী দিং অধীন ২৪০।১ খতিয়ানে ১-৬৮ শঃ নিষ্কর জমীর ৮১ নিরিখে জমা সায় পুষ্করিণী দেঃ ॥০ অংশ, মুল্য আঃ ২০৲

(৬৭)

৫৮৫ মনিজারী ৩২ দাবী ৪৭৸০

ডিঃ অনিয় পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ শুকলাল পোদ্দার সাং হটলা গোরিবডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় জালালখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ৭০ খতিয়ানে ১৩ ১৬ শঃ জমীর ৩৭।৶৯ জমা দেঃ $\frac{১}{৪}$ অংশ মুল্য ২৫৲

(৬৮)

৩৩১২ মনিজারী ৩১ দাবী ৫৬॥/৩

ডিঃ রণজিৎপাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ রতিকান্ত সরকার দিং সাং কৃষ্ণনগর বেদেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১১৪ খতিয়ানে -১৬ শঃ জমীর ৯৮৶৮ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৬৯)

৩৪২৯ মণিজারী ৩১ দাবী ২৪৮৶৹

ডিঃ নিতাই দাস বৈরাগ্য দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ কিশোরীমোহন গোস্বামী দি সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ গ্রামে গোপাল ভট্টাচার্য্য দিং অধীন ২৬১৬ খতিয়ানে /৩ জমীর ১৲ জমা মুল্য আঃ ১৫০৲

(৭০)

৫৫৭ মণিজারী ৩২ দাবী ৮৩৶৹

ডিঃ পাচুগোপাল মালাকর সাং কৃষ্ণনগর মালিপাড়া

দেঃ যমুনা দাসী সাং শান্তিপুর সুতরাগড় পোঃ শান্তিপুর

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে চারুবালা দাসী দিং অধীন ৯৪০ খতিয়ানে -৫শঃ জমীর ১া৹ জমা মায় ঘর ইত্যাদি মুল্য আঃ ৭০৲

(৭১)

৪১৭ দেঃজারী ৩২ দাবী ১১৯৬৲

ডিঃ মলিনাবালা দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ প্রণবকুমার সেন সাং কৃষ্ণনগর ঘুড়িপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর ঘুড়িপাড়া মধ্যে দেলজান বিবি অধীন ।২দ জমীর ৪.০ জমা মায় ঘর ইত্যাদি দেঃ এক চতুর্থ অংশ মুল্য আঃ ২৫০৲

(৭২)

৫৫৫ দেঃ জারী ৩২ দাবী ৭৮০।/৹

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘুর্ণী

দেঃ দয়ালহরি গড়াই দিং সাং ঐ পাচবেড়িয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ঘুর্ণী পাচবেড়িয়া গ্রামে ।২ নাথরাজ জমীর মায় ঘর দরজা সহ মুল্য আঃ ১০০৲

(৭৩)

৬২৮ দেঃজারী ৩২ দাবী ৭৮৩॥৫

ডিঃ তিনকড়ি মিস্ত্রী সাং নবদ্বীপ

দেঃ তাহার উদ্দিন সেখ সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ গ্রামে নন্দলাল চৌধুরী অধীন ৩৩০ খতিয়ানে /১ কাঠা জমীর ১৲ জমা মায় পাকা কুঠারী সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মুল্য ৪০০৲

(৭৪)

৬৩৪ দেঃ জারী ৩২ দাবী ২০৬৶১০

ডিঃ ললিতমোহন সাধুই দিং সাং ভজেশ্বর

দেঃ রহমতুল্লা মণ্ডল সাং সেওড়াতলা পোঃ কালিগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার সেওড়াতলা গ্রামে উর্ম্মিলাসুন্দরী দাসী দিং অধীন ১১০ খতিয়ানে ৯ ৮৩শঃ জমীর ১৮৵৯ জমা দেঃ ॥৹ অংশ, মুল্য আঃ ১০০৲

(৭৫)

৬৬৫ দেঃ জারী ৩২ দাবী ৫৭৫॥/১৫

ডিঃ ঐ

দেঃ শশী মল্লিক দিং সাং সেওড়াতলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাটগাছা গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল অধীন ২৯৬।২৮৯ খতিয়ানে ৩-৮৭শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ৮০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে উর্ম্মিলাসুন্দরী দাসী দি অধীন ৫৯ খতিয়ানে -৯৪ শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ৩০৲

৩। ঐ থানার সেওড়াতলা গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল দিং অধীন ১৬ খতিয়ানের -১২শঃ জমি ওটবন্দি জমা মুল্য ২৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১৬ খং ৪-৯০শঃ জমি ওটবন্দি জোত মুল্য ১২৩৲

৫। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১৫ খং ২-১৪শঃ জমি ৩দ৹ জমা মুল্য ৫০৲

৬। ঐ থানার চকবেগে মৌজার রামরঞ্জন মল্লিক অধীন ১৫৭খং ৪-০৭ শঃ জমি মুল্য ১০০৲

৭। ঐ থানার হাটগাছা গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল অধীন ১৩২ খং ৩-১৫শঃ জমি মুল্য ১০০৲

(৭৬)

৬৮৫ দেঃজারী ৩২ দাবী ১১০৩দ৶১৫

ডিঃ তারাপ্রসন্ন বাক্‌চি সাং নবদ্বীপ

দেঃ বিজয়গোপাল পাঠক সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ গ্রামে কৃষ্ণনগর মহারাজ অধীন ১০১২ খতিয়ানে ৩।৹ জমীর ৩।৶৹ জমা মায় বাঁশঝাড় ইত্যাদি মুল্য আঃ ৫০০৲

(৭৭)

৭০৮ দেঃ জারী ৩২ দাবী ১৬১০/১০

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাত্র সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বিনোদগোপাল বিশ্বাস সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানার কৃষ্ণনগর মহিশালাপাড়া মধ্যে যদুনাথ ঘোষ অধীন ।২ জমীর ১দ৶৹ জমা মায় ঘর দরজা সাজ সরঞ্জম ইত্যাদি সহ মুল্য আঃ ৭০০৲

(৭৮)

৩৪৪৯ দেঃ জারী ৩১ দাবী ৬৫৬।৶১০

ডিঃ তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় সাং নবদ্বীপ

দেঃ সুকুমারী দেবী সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ গ্রামে রামগোপাল গুপ্ত অধীন /৪ জমীর ॥১০ জমা মায় বৃক্ষ ও ঘর দরজা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মুল্য আঃ ২০০৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

১২৬৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩৫॥৶৬

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেংলা দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ সামসুদ্দিন বিশ্বাস দিং সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার শ্যামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫৩—৩৬২ খতিয়ানে ও চকশ্যামনগরের ২১১—১১৩ খতিয়ানে র ৫৫-৮৫ শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ১০০৲

(২)

১৬০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৯।৹

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯০ খতিয়ানে ২-২৩শঃ জমীর ১৪৶৬ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৩)

১৬১০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২৫৶৹

ডিঃ অশ্বিনীকুমার নন্দী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কুসুমকুমারী চৌধুরাণী সাং শিবনিবাস পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

নবদ্বীপ থানার গাদিগাছা গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪০৮—৪২৬ গং খতিয়ানে ২২-৬৬শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমী মুল্য আঃ ১০০৲

২। চুয়াডাঙ্গা থানার পোনারসতী গং গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৭২—৭৫ গং খতিয়ানে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর দেঃ ।৶১৩। অংশ মুল্য আঃ ২০০৲

৩। কৃষ্ণনগর থানার চাঁদঘর মৌজায় ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৫—১০৭ গং খতিয়ানের নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ।৶১৩ অংশ মুল্য ২০০৲

(৪)

১৬৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৶৩

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

পাঁচু সেখ সাং বানগড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শালিগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধিন ১১৪ খতিয়ানে ১০১৮ শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মু[illegible]

(৫)

১৬৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪৭॥/৯

ডিঃ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ নিত্যগোপাল রায় দিং সাং দিগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার প্রতাপপুর গং গ্রামে কালেক্টরী অধীন ২৩৶৫ জমা দেঃ ॥৴৪॥ অংশ মুল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন বার্ষিক ১২০৶৪ জমা মুল্য ২৫৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ১৬৭ খতিয়ানের ১২-৫১ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মুল্য ১০৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে ললিতগোপাল রায় অধিন ৭৫৶৹ পত্তনী জমা দেঃ দ৹ আনা অংশ মুল্য ১০৲

৫। ঐ থানার ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২৩।৬৩৪ খতিয়ানের ৯৭ ৫০ শঃ ও ২২-৭৪ শঃ জমি ৮৯/৹ পত্তনী জমা মুল্য ২০৲

৬। ঐ থানার করগুনা গ্রামে ১০৭ খতিয়ানের ১১ ৭৮ শঃ ব্রহ্মত্তর জমি মুল্য ১৫৲

৭। হাসখালি থানার রামনগর ও উমারপুর গং গ্রামে ৪৬৯।১৯৯ ১৫৫ খতিয়ানের ৬২-৪৬ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ।৶৬ অংশ মুল্য ১৫৲

(৬)

১৭৪০ খাংজারী ৩১ দাবী ৬১।৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং রনাঘাট

দেঃ বাঁশী মণ্ডল সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫০।১৩৭৩ খতিয়ানে ১-২১শঃ জমীর ২০দ৶১৭॥ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৭)

১৮০৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৩৮/৩

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ যতীন্দ্রনাথ নাথ দিং সাং বেথুয়াডহরী পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানার বেথুয়াডহরী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১১ খতিয়ানে -৪৩ শঃ নিষ্কর জমির মায় ও কুঠারী কোঠাঘর ও সাজ সরঞ্জাম সহ মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ডিক্রীদার দিং অধীন ৩৩—৩৫ খতিয়ানের ৩০৮ এঃ নিষ্কর জমি তন্মধ্যে ৩৪ খং -৯শঃ জমি বাদে বাকী ২ ৯৯ শঃ জমি মুল্য ২৫৲

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩২

(১)

১৮৫৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৩/০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকদাংশাপা

দেঃ বেনায়ত সেখ সাং কালিনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার কালীনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬০ খতিয়ানে ১-৯৭ শঃ জমীর ৯।৶৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২)

২৮৫৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৫৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কটক সেখ খোড়া দিং সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সোণাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৩১ খতিয়ানে ৪-৮৫ শঃ জমীর ১০৩৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

২৮৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৭।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ভৈরব মণ্ডল সাং কালিনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সোণাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬২ খতিয়ানে ২-৩৭ শঃ জমীর ৯৸১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

২৮৬০ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৩৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ সার্থক বিশ্বাস দিং সাং কালিনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সোণাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ১০৪৮ খতিয়ানে ১-২১ শঃ জমীর ৮৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

২৮৬১ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৪।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ছোলেমান মণ্ডল বাগবেড়ে দিং সাং কালিনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সোণাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৫ খতিয়ানে ৩-৯৩ শঃ জমীর ১৬৶৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

২৮৬২ খাংজারী ৩১ দাবী ৬০৶

ডিঃ ঐ

দেঃ বিলাত মণ্ডল সাং কালিনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সোণাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০১৮ খতিয়ানে ১-২২ শঃ জমীর ৯।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

৩০৫১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৩।৶৯

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ নুরমহম্মদ মণ্ডল দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সাহেবনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৫ খতিয়ানে ১৯-৩৫ শঃ জমীর ৬১৷৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮)

৩১৪০ খাংজারী ৩১ দাবী ৩১৶৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ সাং কাঠালপোতা

দেঃ হাজারি সেখ দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৬ খতিয়ানে ১-৬০ শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

৩১৯৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১২৶৯

ডিঃ সৌরিশচন্দ্র রায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ জুব্বার সেখ সাং তেঘরি নূতন পাড়া পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৩ খতিয়ানে ২-৭৫ শঃ জমীর মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

৩২৯২ খাংজারী ৩১ দাবী ২১৸৶৬

ডিঃ ম্যানেজার, কাসিমবাজার রাজ-ওয়ার্ডষ্টেট

দেঃ রহমান সেখ সাং সোণাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সোণাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৮২৮ খতিয়ানে -৫৫ শঃ জমীর ১৷৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

৩৩৩১ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৭৶৩

ডিঃ সৌরীশচন্দ্ররায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ দাশরথি ঘোষ দিং সাং কালিনগর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৯৩।৩৯৪ খতিয়ানে ৯-৫২ শঃ জমীর মূল্য আঃ ২৫৲

(১২)

৩৩৩৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১৯৩।০

ডিঃ ম্যানেজার চেৎলাজিয়া ওয়ার্ডষ্টেট কৃষ্ণনগর

দিঃ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় সাং হাতিশালা পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৭৮ খতিয়ানে ২৮৷৶০ জমা দরপত্তনী মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

৩৪০২ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৪।৶০

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ নদেরচাঁদ ঘোষ সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার হাসাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩১ খতিয়ানে ৭-০৩ শঃ জমীর ২২৶৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৪)

৩৪০৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১০১৪৷৶৯

ডিঃ ম্যানেজার চেৎলাজিয়া ওয়ার্ডষ্টেট

দেঃ বৈদ্যনাথ পাল দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। নাকাশীপাড়া থানার যুগপুর গ্রামে অন্নপূর্ণা দাসীর অধীন ৯ খতিয়ানে ৩-৪৭ এঃ জমী ১৷৶১০ জমা মূল্য ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৫।৬ খতিয়ানে ১-২৯ শঃ জমি ১৲৮ জমা মূল্য ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৫।২ খতিয়ানে -৬১শঃ জমী ১।৶৮ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৬ খতিয়ানে ৪৬শঃ জমী ১৷০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১৮ খতিয়ানে ৬২শঃ জমী নিষ্কর মূল্য আঃ ২০৲

৬। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১২৫ খতিয়ানে ৭৭শঃ জমী মূল্য আঃ ২৫৲

৭। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৭৪ খং ৪২শঃ জমী মায় পাকাবাড়ী মূল্য আঃ ১০০৲

৮। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৮৬ খতিয়ানে ৫-২০ শঃ জমা ১৭৷৶১০ জমা বাগানাদি মূল্য ১০০৲

৯। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৮৩ খতিয়ানে ৬-৩০ এঃ জমী মূল্য আঃ ১০০৲

১০। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৮৬ খতিয়ানে ৮৭শঃ জমী মায় পাকাবাড়ী মূল্য আঃ ১০০৲

(১৫)

৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৬৸৶০

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ গোপীনাথ ঘোষ দিং সাং চৌগাছা পোঃ নবদ্বীপ

কোতয়ালী থানার সরডাঙ্গা গ্রামে যোগমায়া দাসীর অধীন ৩২৬ খতিয়ানে ৮-৮৪ জমীর ২৯৶৭৷ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৬)

২৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৬৸৶০

ডিঃ পরেশনাথ পালচৌধুরী সাং বয়রা

দেঃ খানী সর্দ্দার সাং সেনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সেনপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২১৬ খতিয়ানে ৯—৬৩ শঃ জমীর ১৬৶৯ জমা

(১৭)

৩৯খাংজারী ৩২ দাবী ২৭৲৩

ডিঃ ম্যানেজার কাশিমবাজার রাজ-ওয়ার্ডষ্টেট

দেঃ সতীশচন্দ্র গোপ দিং সাং বলাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানার চরকাষ্টশালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫৭ খতিয়ানে -১৩শঃ জমীর ১৷৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

৪০ খাংজারী ৩২ দাবী ২৯।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ভরত ঘোষ সাং গজেরডাঙ্গা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ নাথার চরকাষ্টশালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৫৮ খতিয়ানে ১-১৪ শঃ জমীর ২৸৶ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

৪১খাংজারী ৩২ দাবী ৩৪/০

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুল গোপ সাং গজেরডাঙ্গা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার চরকাষ্টশালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭৪ খতিয়ানে -২৮ শঃ জমীর ২৷০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

৪২ খাংজারী ৩২ দাবী ২০৶৭

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচু সেখ দিং সাং পালিগ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

কোতোয়ালী থানার তাতলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৩৬ খতিয়ানে ১৫শঃ জমীর ২৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১০০খাংজারী ৩২ দাবী ৪৮।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নিমাইচাঁদ ভট্টাচার্য্য সাং যুগী পোঃ পূর্বস্থলী

কোতয়ালী থানার দিগচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৮ খতিয়ানে ৭-২৬ শঃ জমীর ১০৷৶০ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(২২)

১০২ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৶৬

ডিঃ মন্মথনাথ মুখার্জ্জী সাং মহৎপুর

দেঃ নিকুঞ্জ ময়রাণী সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার মহৎপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩২১ খতিয়ানে -১০এঃ জমীর ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৩)

১০৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩৬।/৩

ডিঃ রণজীৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ পাঁচুসদ্দার দিঃ সাং সুবর্ণবিহার পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিঃ অধীন ১১১৬ খতিয়ানে ২৫.৬০ শঃ জমীর ৮।।৵০ জমা মুল্য আঃ ১০০৲

(২৪)

১২১ খাং জারী ৩২ দাবী ৭১৶৬

ডিঃ রঘুনাথ সাহা সাং ছোটকাদোয়া

দেঃ গিরীন্দ্রনাথ সাহা দিং সাং বড় কাদোয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বড় কাদোয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩।।০ বিঘা জমীর ২০৲ জমা মুল্য আঃ ৩০৲

(২৫)

১৪৩ খাং জারী ৩২ দাবী ১৪।/০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং কলিকাতা

দেঃ ইমানালি সেখ সাং রাধাকান্তপুর পোঃ কালিগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাধাকান্ত পুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২১০ খতিয়ানে ১-৮৪ শঃ জমীর ৪৸১০ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(২৬)

১৬৫ খাং জারী ৩২ দাবী ৪০।।৩

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং গোয়ালমারী

দেঃ পদ সেখ দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় বৃত্তিকৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৭ খতিয়ানে ৪-৪৮শঃ জমীর মুল্য আঃ ১০৲

(২৭)

১৮৫ খাং জারী ৩২ দাবী ২৫।/৬

ডিঃ রণজিত পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ অন্নদাচরণ রায় সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪৩০ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ২৸০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(২৮)

২০৩ খাং জারী ৩২ দাবী ১৬৩।৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফজলহক মল্লিক সাং ধুবুলিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ধুবুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০৯ খতিয়ানে ৮-০০শঃ জমীর দেঃ ।/আ// অংশ রায় কোটাঘর মুল্য আঃ ৩৫৲

(২৯)

২৭৬ খাং জারী ৩২ দাবী ২০৶৭

ডিঃ ম্যানেজার, কাশিমবাজার রাজ-ওয়ার্ডষ্টেট

দেঃ সন্ন্যাসীদাস কৈবর্ত্ত সাং খাওরা-ডাঙ্গা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্টশালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৩৬ খতিয়ানে -৬১শঃ জমীর ৸/৯ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৩০)

২৭৮ খাংজারী ৩২ দাবি ৫৩৻৬

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকহাতিশালা

দেঃ ফণী ঘোষ দিং সাং সোণাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সোণাতলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫২৩ খতিয়ানে -৮৩ শঃ জমীর ৭।।৯ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৩১)

২৯৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৪৸৵০

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী সাং বেলপুকুর

দেঃ নিরঞ্জন ঘোষ দিং সাং রাম-চন্দ্রপুর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় শঙ্করপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫ ৪৫ শঃ জমীর ১৭৸৶ জমা মুল্য ৫০৲

(৩২)

২৯৬ খাংজারী ৩২ দাবী ২৭৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৫ শঃ জমীর ৩/০ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

৩৩

২৯৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৩৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২-৪৫ শঃ জমীর ৭৸৵০ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৩৪)

২৯৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৮৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১-৪২ শঃ জমীর ৪।।/ জমা মুল্য ২০৲

(৩৫)

৩৩০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯১৵৩

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ খেপাচাঁদ ঘোষ দিং সাং ভারুই-ডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় ভারুইডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭ খতিয়ানে ২/২।৵ জমীর মুল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

৩৩২ খাং জারী ৩২ দাবী ২৯।।৶

ডিঃ ম্যানেজার, কাশিমবাজার রাজ-ওয়ার্ডষ্টেট

দেঃ সুধাংশু ঘোষ সাং গঙ্গেরডাঙ্গা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্টশালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৭০ খতিয়ানে ৪৫শঃ জমীর ১৻৫ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৩৩৩ খাং জারী ৩২ দাবী ১৫৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নগেন্দ্র গোপ সাং গঙ্গেরডাঙ্গা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্টশালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৪১২ খতিয়ানে—৪শঃ জমীর ।।৵০ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

৩৩৫ খাং জারী ৩২ দাবী ২০।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভরত ঘোষ সাং গঙ্গেরডাঙ্গা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্টশালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৫৬ খতিয়ানে—৫৮শঃ জমীর ১/ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৩৯)

৩৫৯ খাং জারী ৩২ দাবী ৩১।৶৩

ডিঃ রামনাথ ভট্টাচার্য্য দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ যাদুবিবি দিং সাং বামুনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় বামুনপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬০৪ খতিয়ানে ১-০১ শঃ জমীর ২৸০ জমা মুল্য ২০৲

(৪০)

৩৬৮ খাং জারী ৩২ দাবী ৫৬৲

ডিঃ তারাদাস মুখোপাধ্যায়, সাং নেদিয়ারপাড়া

দেঃ মৌলবী আহম্মদহোসেন সাং খেতুর পোঃ গোদাগাড়ী

কোতয়ালী থানায় তেতিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৩ খতিয়ানে ৯-৪৩ জমীর ১৩।।০ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৪১)

৩৭৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯৫৸৶০

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ মফেল মণ্ডল দিং সাং হিজুলী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় হিজুলী গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৭—৮৩ খতিয়ানে ১৭-৪৬শঃ জমী ও কৃষ্ণনগর মৌজার ৪০৫ খং ৩৯শঃ ও গোপালপুর মৌজায় ১৪ খং ৬০শঃ জমী মোট ১৮-৭৫শঃ জমী ৩১।।৶০ জমা মুল্য ৫০৲

(৪২)

৩৯৯ খাং জারী ৩২ দাবী ২৮৸৭

ডিঃ পুরাণচন্দ্র সাহা দিং সাং শান্তিপুর

দেঃ এছমাইল সেখ দিং সাং কোমপুকুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় দেবগ্রাম গ্রামে ২৬৫৬ খতিয়ানে ২-২৫শঃ জমীর ৫৶০জমা মুল্য আঃ ৫৲

(৪৩)

৪১৪ খাং জারী ৩২ দাবী ১০৭৸৩

ডিঃ ম্যানেজার কাশীমবাজার রাজ-ওয়ার্ডষ্টেট সাং বহরমপুর

দেঃ রামলাল সেখ দিং সাং ভাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ভাতলা গ্রামে ৩৮৬ খতিয়ানে ৭-৭৩শঃ জমীর ৩টবন্দী জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৪৪)

৪৩৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৭।৵৯

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ জাকির সেখ সাং বড় আটাগী পোঃ মাটীয়ারী

কালীগঞ্জ থানায় বড় আটাগী গ্রামে নৃসিংহপ্রসাদ সেন দিং অধীন ৮১।১৮৪। ৪৯১।২৩৯ খতিয়ানে ২-৪১শঃ জমীর ৭৶৬ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৪৫)

৪৫৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০।।৵৬

ডিঃ রণজিৎপাল চোধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ জ্ঞানদা সুন্দরী দাসী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় নশিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬১ খতিয়ানে ১-৩০শঃ জমীর ৪৻৬ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

৪৯০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯।।৶০

ডিঃ জহরীলাল দাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ নগেন্দ্রনাথ শুকুল সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় রাধানগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৭ খতিয়ানে —১৭শঃ জমীর ৩৲ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৪৭)

৪৯৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৮।৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ দিলদার সেখ দিং সাং পচাচাঁদপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পচাচাঁদপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৮ খতিয়ানে ১-৭শঃ জমীর ৩।।০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৪৮)

৫০৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০০।।৩

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং কুলগাছি

(৮)

১৮৪৬ খাং জারী ৩১ দাবী ২৫৯৶৩

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং পাহাড়ী

দেঃ সৌরেন্দ্রনাথ সরকার দিং সাং বনীপাম পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

হাঁসখালি থানায় বেনালী ও পায়রা-দা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৯৬—৩৯৮ খং পাড়াডাঙ্গার ১২০৯—১২১২ খতিয়ানের ১৮২শ জমার ৫৯৷৶১০ জমা মুল্য ১০০৲

(৯)

১৮৬৫ খাং জারী ৩১ দাবী ৬৩৭৷৶৩

ডিঃ মনোরঞ্জন পালচৌধুরী সাং হাতীশালা

দেঃ রাখাল নিকারী দিং সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধনঞ্জয়পুর গ্রামে ... পালচৌধুরী অধীন ৭২৩ খং ... জমী বাৎসরিক নিরিখের ৫৲ হিসাবে জমা ... অংশ মুল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ধনঞ্জয়পুর গ্রামে বঙ্কু নিকারী দিং অধীন ৮৪৪ খং লিখিত ৮শঃ জমি ৩৶৬ জমা দেঃ ।০ অংশ, মুল্য আঃ ১০৲

(১০)

৮৭৫ খাং জারী ৩১ দাবী ৪৮৶০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং হাতীশালা

দেঃ পটাই ঘোষ দিং সাং চণ্ডীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় চণ্ডীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২ খং ৯-৫০শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ১০৲

(১১)

৮৭৬ খাং জারী ৩১ দাবী ৫৫৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ জামাতালি মণ্ডল দিং সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮১।১৮২ খং ১৫-২৫শঃ জমীর ... জমা দেঃ ৮৶৬॥ অংশ মুল্য ১০৲

(১২)

৯৫০ খাং জারী ৩১ দাবী ৫৫৮৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং গাড়াপোতা

দেঃ নাজিরবিবি দিং সাং ফুলবাড়ী পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় মুচিপোতাবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৩২১ খং ১৭-৮১শঃ জমীর ৩৷৶৩ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

২০৪৬ খাং জারী ৩১ দাবী ৩৫৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জনরদ্দি সেখ মিস্ত্রী সাং মাদিয়া দ্বীপচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় দ্বীপচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪২ খং ৭-২৬শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ১০৲

(১৪)

২০৪৭ খাং জারী ৩১ দাবী ৩০॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় দ্বীপচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪২ খতিয়ানে ৭-২৭শঃ জমীর ১৯৶৩ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(১৫)

৬ খাং জারী ৩২ দাবী ৩৬॥৩

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ ফকিরচাদ মণ্ডল সাং মাদীয়া দ্বীপচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মাদীয়া দ্বীপচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৮ খতিয়ানে ৫-০৭শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ১০৲

(১৬)

৮ খাং জারী ৩২ দাবী ৭১৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ বিপিন ঘোষ দিং সাং শ্রীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৫৯ খতিয়ানে ৭-১৮শঃ জমীর মুল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৬২ খং ২-৫৫শঃ জমীর ১৯৶৯ জমা মুল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৫৬০।৫৬১ খতিয়ানের ৬৬শঃ জমী মুল্য ৫৲

(১৭)

৯ খাং জারী ৩২ দাবী ১৪৩।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ এরাজ সেখ সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৯০ খতিয়ানে ৮৭শঃ জমীর মুল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধিন ৬৪৪ খং ৭১শঃ জমি মুল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৩২৩ খতিয়ানে ৭৩শঃ জমীর মুল্য আঃ ৫৲

(১৮)

৩৩ খাং জারী ৩২ দাবী ৫৭৫৶৩

ডিঃ কালিকুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং দক্ষিণপুর

দেঃ কানাইলাল সিংহরায় সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

চাপড়া থানায় বৃত্তিহুদা গং গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৯৩ খতিয়ান ও তালুকতদার ১৮৭ খং লক্ষ্মীগাছার ৬২২ খং গোখুরাপোতা ৩২৬ প্রভৃতি খং জমী ৫৩২॥৶০ পত্তনী জমা মুল্য আঃ ৩০০৲

(১৯)

৭৩ খাং জারী ৩২ দাবী ২১৪॥৶৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ পচু মণ্ডল দিং সাং গাড়াপোতা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় গাড়াপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৭।২৬৮ খতিয়ানে ২৬৮৪ জমীর ৫।৶৮॥ জমা মুল্য আঃ ৮০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০৫।৩০৬ খং ৪১॥৩০ জমি ১০৶১৯৮০ জমা মুল্য ৯০৲

(২০)

৭৪ খাং জারী ৩২ দাবী ২০৮০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আনেছন বেওয়া সাং ভবানীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২২।২৩ খতিয়ানে ৫৯শঃ জমীর ২।৯ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(২১)

৯৯ খাং জারী ৩২ দাবী ১১৭৮৶০

ডিঃ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং সাং চাঁদেরঘাট

দেঃ নিস্তারবালা দাসী সাং ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় জিধা গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৩৪ খতিয়ানে ৬-৫৬শঃ জমীর ১৬৶১০ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(২২)

১০৯ খাং জারী ৩২ দাবী ৭৯৮৶৩

ডিঃ থাকমণি দেবী দিং সাং রাণাঘাট

দেঃ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সাং রাণাঘাট আমলকীতলা পোঃ ঐ

হাসখালি থানায় ছুটিপুর গ্রামে ১৬ খতিয়ানে ১০৶২ পত্তনী জমা মুল্য ৩৫৲

(২৩)

১১৩ খাং জারী ৩২ দাবী ৩১॥৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ষষ্ঠীদাস প্রামাণিক সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৫৫ খতিয়ানে ৯৩শঃ জমীর ৫॥৶৯ জমা মুল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪০৩ খং ৪২শঃ জমি ৪৲ জমা মুল্য ২৲

(২৪)

১১৫ খাং জারী ৩২ দাবী ১৫২॥৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কুমেদ দেবী সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ১২০ খতিয়ানে ১-৮৮শঃ জমীর ১৪৶৩ জমা মুল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৪০০ খতিয়ানের ৭০শঃ জমি ৭॥৶০ জমা মুল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ৭১৯।৭২২।৭২৩ খতিয়ানে ২-৯১শঃ জমীর মুল্য আঃ ১৫৲

(২৫)

১৪০ খাং জারী ৩২ দাবী ২৫॥৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ ছোরাতন বেওয়া সাং দেবগ্রাম ডাঙ্গাপাড়া পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫১৪ খতিয়ানে ১-৪৬শঃ জমির ১৶০ নিরিখে জমা মুল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১৪৭ খাং জারী ৩২ দাবী ৮৯॥৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ শরৎচন্দ্র ঘোষ দিং সাং পাটুলিডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিলকুমারী গ্রামে ডিঃ অধীন ২০৩—২৩৫ খতিয়ানে ১৯-৩২ শঃ জমীর ২২।৶৪ জমা মাব খব ইত্যাদিসহ মুল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

১৮০ খাং জারী ৩২ দাবী ৩৭৭৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ শৈলেশচন্দ্র পাল দিং সাং যুগপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় কাককুলী গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫৯—১৬১ খতিয়ানে ৪-১৭ শঃ জমীর ৭৮৶০ ৯।। জমা মুল্য আঃ ২০৲

(২৮)

২২১ খাং জারী ৩২ দাবী ২১।৶০

ডিঃ ষষ্ঠীদাস বর্ম্মা দিং সাং মাধবপুর

দেঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ দিং সাং কাটগড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কাটগড়া গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস অধীন ৯২ খতিয়ানে ৪-০২ শঃ জমীর ৫৮৶৪ জমা মুল্য আঃ ১০৲

টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৪তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৩১শে মে ১৯৩২

জেলে পণ্ডিত জহরলাল

মাদ্রাজে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

অর্থের লোভে নরহত্যা

জজের দেহরক্ষী আক্রান্ত

ঝড়ে ১১ জনের মৃত্যু

দাগী চোর নিহত

কারাগারে শিবশঙ্কর চৌধুরী

ঝড়ে জলপথে বিপত্তি

৪৫ হাজার নরনারীর দণ্ড

৮টা বোমা সহ ৩ জন যুবক গ্রেপ্তার

মাণিকগঞ্জ মেল ডাকাতি

নানা কথা

শান্তিপুর নবদ্বীপ ঘাট লাইট রেলওয়ে

শান্তিপুর নবদ্বীপ ঘাট লাইট রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর বগীগুলিতে আলোর অভাবে যাত্রীদের যে কি প্রকার অসুবিধা হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে ধারণা করিতে পারে না। এখন সন্ধ্যার সময় প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং অন্ধকারে অন্য সময় অপেক্ষা এই সময় যাত্রীদের ভীতি শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। অনেক লেখার পর কর্ত্তৃপক্ষ কোন কোন সময় আলোর ব্যবস্থা করেন। আবার মধ্যে মধ্যে বন্ধ করেন। যখন আলোর ব্যবস্থাও হয়, আলোগুলি এরূপ যে উহা ঝড় আরম্ভ হইতে না হইতেই নিভিয়া যায়। অধিকাংশ সময় বিশেষতঃ দিনের বেলা আলোর স্থানগুলি শূন্য থাকায় বৃষ্টিতে সমস্ত বগী এবং যাত্রীদের বস্ত্রাদি ভিজিয়া যায়। উহাতে তাঁহাদের শুধু যে ক্ষণিক অসুবিধা হয়, তাহা নহে, অধিকন্তু স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। যাত্রিগণের এই সকল অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া আমরা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণকে অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন

আপ ও ডাউন উভয় ট্রেণেই মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে বেশ যাত্রীর সমাগম হয়, অথচ তথায় যাত্রীদের অবস্থানের একটীও ঘর নাই। যাত্রিগণ সাধারণতঃ ট্রেণ ছাড়িবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে হাটিয়া আসিয়া তাহারা ষ্টেশনে একটুও বিশ্রামের স্থান পায় না। এখন ঝড় বৃষ্টির দিন; অনেক সময় ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই যাত্রিগণকে ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়, তাহারা দাড়াইবার একটুও স্থান পায় না। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছাবার পূর্ব্বে অনেক সময় যাত্রিগণ ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে এবং ঐ ভিজে অবস্থায়ই তাঁহাদিগকে ট্রেণে যাইতে হয়। তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। এই সকল অসুবিধার প্রতি ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে অতি সত্বর মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে পুরুষদের জন্য একটী এবং স্ত্রীলোকদের জন্য একটী যাত্রি-শেড প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি।

শান্তিপুর সন্দেশ

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটী এতদিন সহরের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য ক'রে অনেক সুবিধা করেছেন সত্য কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁদের কার্য্য-শৈথিল্য দর্শনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। রাস্তায় অনেক দিন হ'তে আলো বন্ধ হয়েছে, মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় ও টোল প্রভৃতির সাহায্যাদিও কমে গেছে। পরলোকগত অতুলবিহারী মৈত্র মহোদয় প্রদত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে মঞ্জুরী ১০০ শত টাকা সাহায্যও আর দেওয়া হয় না! রাস্তায় জল দেওয়া তো দূরের কথা। চোরপুকুরে পানীয় জলের টিউবওয়েলটি নষ্ট হয়েছে, সে দিকেও কারো লক্ষ্য নাই। ট্রাঙ্ক রোডের এবং সূত্রাগড় বাজারের হালপাতালের অবস্থা শোচনীয় বলেই মনে হয়। খেয়াঘাটেও বিশ্রামের স্থান না থাকায় যাত্রীদের রৌদ্রে খুবই কষ্ট হয়। এই অত্যাবশ্যক কার্য্যাবলীর দিকে মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃপক্ষগণের কৃপাদৃষ্টি পড়লে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

ঝড়ে ১১ জনের মৃত্যু

কালিকট হইতে প্রকাশ, কালিকট ও সহরতলীর উপর দিয়া মঙ্গলবার রাত্রিতে যে ঘূর্ণী বায়ু বহিয়া গিয়াছে, তাহার ফলে ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, তন্মধ্যে শিশুর সংখ্যা চার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১০ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩১শে মে ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ৭৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যাগ্রণী ও বিষ্ণুপাদ-পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারোদ্দেশ্যে সগণে মদ্রদেশে শুভবিজয় করিয়াছেন এ সংবাদ পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, গত ২৮শে মে শনিবার দিবস তিনি সপার্ষদে তথা হইতে উটাকামণ্ডে শুভবিজয় করিয়াছেন। পরমহংস গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে মানবের চরম-কল্যাণের কথা শ্রবণ করিয়া মদ্রদেশবাসী আজ কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে পরমহংস মহারাজের শ্রীমুখে ভাগবততাৎপর্য্য শ্রবণাভিলাষী হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন এবং বহু ব্যক্তি তাঁহার পাদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সংসারবন্ধনছেদনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছেন।

প্রসিদ্ধ বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ময়মনসিংহের শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া সম্প্রতি তিনি কলিকাতা মহানগরীস্থ গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় অমল পুরাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতেই ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যহ বহু ব্যক্তি স্বামীজীর শ্রীমুখে অনর্থ-বিধ্বংসিনী শ্রীভাগবতীবাণী শ্রবণপিপাসু হইয়া শ্রীমঠে সমাগত হইতেছেন। প্রত্যহ শ্রোতার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। সকলেরই এই কীর্ত্তনযজ্ঞে শ্রোতৃরূপে যোগদান করিবার অধিকার আছে।

কৃষ্ণনগরে

সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বিগত ১৩ই মে (১৯৩২) শুক্রবার দিবস কলিকাতা হইতে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে-টি, সি-আই-ই-সি-বি-ই, এম্ এ, এল্-এল্ ডি, সুরিরত্ন, বিদ্যারত্নাকর, জ্ঞানসিন্ধু মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থী হইয়া স্বীয় স্ত্রী ও জামাতা অ্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত মহিমামুকুল হাজরা এম্-এ,বি-এল্ সহ শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করেন। ১৪ই মে শনিবার দিবস প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহোদয় তদীয় জামাতা শ্রীযুক্ত মহিমামুকুল হাজরা মহোদয়সহ শ্রীধাম-মায়াপুরের বিভিন্ন স্থান দর্শন এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শন করিয়া অনুন্নত জাতির শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে নব-নির্ম্মিত কৃষ্ণনগরের অনাথেশ্বর (শিব) মন্দির ও পাঠশালার দ্বারোদ্ঘাটন করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্ন ৮॥ ঘটিকার সময় তথায় উপস্থিত হন। এতদুপলক্ষে উক্ত পাঠশালায় একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্, ডিষ্ট্রীক্ট জজ, এডিসনেল জজ, মুন্সেফ, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রফেসারগণ, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে গৌড়ীয়-মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয়ও উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-সাধারণের আগ্রহ ও সম্মতিক্রমে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার প্রারম্ভে কয়েক জন বক্তা যথাক্রমে নিম্ন শ্রেণীর জাতির মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকার কুসংস্কার, কুঅভ্যাস, কদাচার এবং তজ্জন্য অন্যান্য উন্নত জাতির নিকট তাহারা কিরূপ ঘৃণ্য ও নগণ্য জাতিরূপে পরিগণিত, একমাত্র শিক্ষার প্রচলনেই তাহাদের এই সমস্ত দুর্দ্দশা দূর হওয়া সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয় বর্ণনমুখে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিলে সভাপতি শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহোদয় সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশমুখে বলেন,—

"বহুকাল শিক্ষাবিভাগের নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আমার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমানে শিক্ষার যে প্রণালী চলিতেছে, তদ্দ্বারা অনুন্নত জাতির যে কোনপ্রকার উন্নতি হইতে পারে, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের দেশের অশিক্ষিত বা অনুন্নত জাতির মধ্যে যে প্রকার নৈতিক-জ্ঞান, ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মনীতি স্বাভাবিক ছিল বা আছে, তাহা নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে— বর্ত্তমান শিক্ষা প্রভাবে। আমি ভারতের বাহিরে—ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে দেখিয়াছি, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত গৃহের লোকের এই সকল অনুন্নত জাতির দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করাইবার চেষ্টা করেন নিজেরা স্বয়ং যে সমস্ত কার্য্য করিতে অপমান বোধ করেন, তদ্দেশের ধনবান ভদ্রলোকসকল সেই সমস্ত কার্য্য নিজেরা সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা নিজদিগকে অপমানিত জ্ঞান করেন না। যে শিক্ষার দ্বারা এই সমস্ত অনুন্নত জাতির বাস্তবিক মঙ্গল হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমস্ত অনুন্নত জাতি যাহাতে উন্নত জাতির দ্বারা ঘৃণিত না হন, তজ্জন্য অনুন্নত জাতি অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন।

এটর্ণি-কার্য্যসূত্রে অনেকস্থলে আমি দেখিয়াছি, এই সমস্ত অনুন্নত জাতি যে সমস্ত মিথ্যাকথা বলিতে বা অন্যায় কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন না, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই সমস্ত পাপকার্য্য করিবার জন্য বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। অনুন্নত জাতিসমূহের আর্থিক ও সামাজিক দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উন্নতির জন্য বহুকাল হইতে আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত।"

অনন্তর এই মহৎকার্য্যের সাহায্যকারী কালেক্টর বাহাদুর ও অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তিগণের ভূয়সী প্রশংসামুখে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভার কার্য্য সমাধা করা হয়।

অনর্থ

অনর্থ অর্থে যাহা 'অর্থ' অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বস্তু নহে, তাহাকেই বুঝায়। এখন দেখা যাউক কোন্ বস্তু আমাদের প্রয়োজনীয়।

সর্বাগ্রে 'আমি' বা 'আমার' পরিচয় লাভ হইলে আমার প্রয়োজনীয় বস্তুরও পরিচয় পাওয়া যাইবে। যখন 'আমি' শব্দে দেহ-মনকে লক্ষ্য করা যায়, তখন যাহা আমার প্রয়োজনীয় বস্তু, 'আমির' প্রকৃত অর্থ বোধ হইলে তাহা আর দেহ-মনের বদ্ধ "আমির" প্রয়োজনের সঙ্গে মিল হয় না।

যখন 'আমি' বলিতে কোন জড়ীয় দেশ কাল পাত্র হইতে উৎপন্ন কোন স্থূল বস্তুকে বুঝায়, তখন একটী জড়ীয় অহংকার 'আমি'তে আরোপিত হইয়া দেহকেই 'আমি বলিয়া বিচার করা হয়। কখনও বা তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত বিচার-বশে কেহ কেহ বলেন যে, 'আমার হাত আমার পা' ইত্যাদি শব্দ যখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে তখন দেহটী আমি না হইয়া তদতিরিক্ত কেহ অর্থাৎ মনই 'আমি' শব্দবাচ্য।

এই দেহ-মনে আরোপিত 'আমির' প্রয়োজন 'শুদ্ধ আমির' প্রয়োজন হইতে ভিন্ন।

বদ্ধজীবমাত্রেই পূর্ব্বোক্ত আমির অভিমানে নিজ পরিচয় দিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাহাদের প্রয়োজন স্থূলদেহের সুখ-বিধানার্থ। প্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়মান কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমানবশে বদ্ধজীব জড়াহংকার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

বদ্ধজীবের প্রয়োজন—স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান। তন্নিমিত্ত তাহাদের প্রয়োজন—'অর্থ' নামে অভিহিত।

সস্যরত্নাকরা ভূমি ধান্যানি পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
অর্থ ইত্যভিধীয়তে॥

বদ্ধজীবের দেহসুখার্থ উপরিউক্ত দ্রব্যগুলির প্রয়োজন অর্থাৎ সস্যরত্নাকরা-ভূমি, ধান্য, পশু, স্ত্রী প্রভৃতি। ইহারা 'অর্থের' অর্থাৎ প্রয়োজনের উপযোগিতা হেতু 'অর্থ' নামে অভিহিত।

শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বরচিত ভজনরহস্য মধ্যে বদ্ধজীবের চারিপ্রকার অনর্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

মায়ামুগ্ধস্য জীবস্য জ্ঞেয়োঽনর্থশ্চতুর্বিধঃ।
হৃদ্দৌর্ব্বল্যাপরাধোঽসত্তৃষ্ণা তত্ত্বভ্রমঃ॥

অর্থাৎ মায়ামুগ্ধ জীবের অনর্থ চতুর্বিধ—স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ।

স্বতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব এবং বিরোধী বিষয়ে জীবের স্বরূপভ্রম ঘটিয়া থাকে। ঐহিকৈষণা পারত্রিকৈষণা, ভুক্তিবাঞ্ছা ও মুক্তিবাঞ্ছা এই চতুর্বিধ অসত্তৃষ্ণা।

তুচ্ছাসক্তি, কুটিনাটী, মাৎসর্য্য ও প্রতিষ্ঠাশা—এই চারিপ্রকার হৃদ্দৌর্ব্বল্য।

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ এবং অন্য জীবে ভ্রমরূপ চারিপ্রকার অপরাধ।

এই অনর্থাগমের কারণ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
(ভাঃ ১।৭।৪-৫)

ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে শ্রীমদ্ ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তৎ-পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব জড়াতীত হইয়াও জড়াভিমানবশে অনর্থগ্রস্ত হইয়া আপনাকে জড়দেহ ও মন বুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্ত্তৃত্বমূলে সংসার বাসনা লাভ করে।

এই অনর্থ নিবৃত্তির উপায় স্বরূপে শ্রীল ব্যাসদেব দেখিলেন—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ-
মধোক্ষজে।

সুতরাং—

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত
সংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে
পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহ-
ভয়াপহা॥"

অধোক্ষজ ভগবানে অব্যবহিত ভক্তিযোগই অনর্থ উপশমের একমাত্র উপায় জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব অনভিজ্ঞ জনগণের মঙ্গলের নিমিত্ত সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। তাহার শ্রবণফলে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ ভয়-শূন্যা ভক্তি উৎপন্ন হয়।

কিন্তু বদ্ধজীব স্বয়ং ভাগবত পঠনাদি দ্বারা লাভবান্ হইতে পারিবেন না বলিয়া ভাগবত শ্রবণার্থ অপর ভাগবতের নিকট যাইতে হইবে। স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত শ্রবণফলে প্রথমেই শ্রদ্ধা জন্মিয়া সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া আরব্ধ হইলে ক্রমে অনর্থ নিবৃত্ত হইবে।

ভাগবত-প্রসঙ্গ

(২)

ভক্তিহীন জ্ঞানীসমাজ অপ্রাকৃত বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে গৌরাবতার-রহস্য, স্বয়ং ভগবানের নিজ নাম-প্রেমপ্রদানলীলা, স্বয়ং রূপের কৃষ্ণান্বেষণলীলার তাৎপর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার উদার বুদ্ধির অভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তদনুগ-সম্প্রদায়ের বিচার-সিদ্ধান্তের প্রতি যে সকল সঙ্কীর্ণ ধারণা পোষণ করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া তাহাকেই তাঁহাদের জ্ঞানগৌরব বিচার করেন, বস্তুতঃ তাহাই তাঁহাদের অজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা চূড়ান্ত পরিচয় প্রদান করে।

'জ্ঞান' কাহাকে বলে, মহাপ্রভু 'জ্ঞান শূন্যা ভক্তি সাধ্যসার' বলিয়া যে জ্ঞান নিরাকরণ করিলেন, সে 'জ্ঞানে'র তাৎপর্য্য কি? জ্ঞানশূন্য হইয়া অজ্ঞতা অর্জ্জনই কি মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত? 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার' বাক্যে কি 'ব্রহ্মবিজ্ঞান' পরিত্যক্ত হইয়াছে? অহো! জ্ঞানিব্রুব সমাজ 'ভক্তি' সম্বন্ধে কি ভ্রান্ত ধারণাই না পোষণ করেন!

শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে যে পরম প্রয়োজন প্রেমভক্তিরূপ রহস্য ও সেই রহস্যের প্রাপ্ত্যুপায় স্বরূপ অভিধেয়-সাধনভক্ত্যঙ্গ সহিত কৃষ্ণকার্ষ্ণি বিজ্ঞানানুভব সমন্বিত পরমগুহ্য সম্বন্ধ-জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানেরই মূর্ত্তাবস্থা বা পরিচয়ই 'ভক্তি'। ভক্তের জ্ঞান ও ভক্তি পৃথক্ তত্ত্ব নহে, ভক্তই যথার্থ জ্ঞানী, তাঁহারই জ্ঞানের প্রকৃত সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রাপঞ্চিক ভূমিকাকে কেন্দ্র করিয়া আরব্ধ জ্ঞানের যে নির্ভেদব্রহ্মচিন্তারূপ একটী শেষ পরিণতি, তাহার প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে নিরর্থক জানিয়া কৃষ্ণকৃপা-প্রাপ্তির জন্য 'কৃষ্ণ আমি তোমার' বলিয়া যে একটী নিষ্কপট প্রেমাপ্তিমূলক আত্ম-সমর্পণ, তাহাই শুদ্ধজ্ঞানের প্রথম ভূমিকা। সেই ভূমিকার অবস্থান ব্যতীত প্রাপঞ্চিক ভাবনাবর্ত্তে কল্পকোটি কাল ভ্রমণ করিয়াও জ্ঞানিব্রুবের ভাগ্যে কখনও অপ্রাকৃত চমৎকারিতা-পরিপূর্ণ ভূমিকাবস্থিত রস-বস্তুর সান্নিধ্য লাভ ঘটিবে না। শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই রস আস্বাদিত হইয়া থাকেন। মক্ষিকার মধুপূর্ণ কাচভাণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইয়া মধু আস্বাদনের কল্পনার ন্যায় জ্ঞানী 'ব্রহ্মানন্দাস্বাদন' বলিয়া একটী অবস্থার কল্পনা করিলেও ভক্তি ব্যতীত তাঁহার বুদ্ধি কখনও শুদ্ধা হইতে পারে না। ইহা মহাজন-বাক্য—ধ্রুবসত্য।

আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রয়াসকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে অনুকূল ভাবে ভগবদনুশীলনস্পৃহা জাগরূক হইলেই মহাপ্রভু তাহা সাধ্যবস্তু-সান্নিধ্য-লাভের পথ বলিয়া স্বীকার করেন। সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্ব-সংরক্ষণ-বিচার আসিলে জ্ঞানিব্রুবের এতাবৎকাল বঞ্চিত সমস্ত জ্ঞানের গর্ব্ব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, এই জন্য তিনি মহাপ্রভু কিছু নয়, ভাগবত কিছু নয়, কৃষ্ণ একটী রূপক তত্ত্ব মাত্র ইত্যাদি কত কি অপরাধের কথা বলিতে বসেন! ইহাতে তাঁহার লাভ কি? ব্যাস-শুকাদি মহাজন অপেক্ষা বড় পণ্ডিত হইতে গিয়া জ্ঞানিব্রুব যে সর্ব্বনাশ—আত্মবিনাশ বরণ করিতেছেন, তাহাতে এযাবৎ তাঁহার কি সুখ লাভ হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা কি তাঁহাদের দলের কেহ নিষ্কপটে বলিবেন?

'মাছ না পাইয়া ছিপে কামড় মারা' ন্যায়াবলম্বী জ্ঞানিব্রুব-সমাজ যে কৃষ্ণ-ভক্তের 'বিরহ'কে আধ্যক্ষিক জ্ঞান-মার্গাবলম্বীর ঈশ্বর সম্বন্ধে 'সংশয়ে'র সহিত এক বলিয়া একটী আজগুবি সিদ্ধান্ত জাহির করিয়াছেন, ইহা বড়ই হাস্যাস্পদ হইয়াছে। আজকাল Altruism বলিয়া একটা মতের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের দলের লোকেরা জ্ঞানিব্রুবদলের ঐরূপ mentality সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন? হা ভগবান্! জীবের এ মৎসর স্বভাব কি আর যাইবে না? নিজে ছাই ভস্ম যাহা কিছু ভাল বলিয়া বুঝিব, লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য অর্থ আছে বলিয়া মুদ্রাযন্ত্রও সুলভ বলিয়া তাহাই কি প্রচার করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইব? আমাদের বুঝাটা আমাদেরই মধ্যে চাপা থাকা ভাল নয় কি? অথবা তাহা প্রকাশ হইয়া একপক্ষে ভালই হইতেছে, উহারা ব্যতিরেকভাবে ভক্তির মহিমাই সুস্পষ্ট করিতেছে এবং ভক্তগণের প্রতি বিদ্বেষভরে তাহাদের হৃদয়ের লুক্কায়িত কপটতা বাহিরে প্রকাশ করিয়া ব্যতিরেকভাবে ভক্তগণের অভক্তি-সিদ্ধান্তের নিরর্থকতা ও হেয়তা এবং ভক্তিসিদ্ধান্তের উপাদেয়তা-বিচার দৃঢ়ীকরণ ও তৎফলে তাহারা তাঁহাদের অভক্ত-সঙ্গবর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্পরূপ আশীর্ব্বাদলাভের সুযোগ পাইতেছে।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।।৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।।৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৵৹ আনা, আবাধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।।৹।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ 'অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীল স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীগীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষদরবিভুক্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধাহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।।৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত লেক্চোরার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (কং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১।০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাদের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বহুচ্ছ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীসাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মোটা বড় কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।০ টাকা মাত্র।

বেদান্তসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীজৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাগত বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতিসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে উত্তম কাগজে গৌড়ীয় সুবৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা "গৌড়ীয়" ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৶৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩।০

[illegible] মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে—কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জেলে পণ্ডিত জহরলাল

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে মে গোরক্ষপুর জেলা জেলে, সামরিক বিভাগের জনৈক সার্জন, সিভিল সার্জন ও নিউল্যাণ্ড এবং কলিকাতার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, পণ্ডিত জহরলালকে পরীক্ষা করেন। প্রকাশ, পণ্ডিতজীর দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বুকের ব্যাথা এবং জ্বর এখনও আছে। ডাক্তারগণ পণ্ডিতজীকে পার্বত্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করিতে সুপারিশ করিয়াছেন।

অর্থের লোভে নরহত্যা

যশোহর হইতে প্রকাশ, ২৫শে মে সম্প্রতি আবিষ্কৃত এক হত্যার সম্পর্কে যশোহর সহরের গোয়েন্দা বিভাগের দুইজন কনেষ্টবল নগেন্দ্রনাথ দাস ও আবদুল হামিদ গ্রেপ্তার হওয়ায় সহরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিগত ২১শে মে তারিখে প্রাতে মৌলবী বরোদের কাশীনাথ নামক একব্যক্তির উদ্যানে একটি মৃত দেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। মৃতদেহে সাংঘাতিক [illegible] অনেক [illegible] ছিল। পরে ঐ মৃতদেহটী ননীগোপাল ঘোষ নামক এক [illegible] বলিয়া সনাক্ত হয়। ননীগোপাল [illegible] অধিবাসী, সে একটি ব্যাঙ্কে ১০০০ টাকা জমা দিবার জন্য যশোহরে আগমন করিয়াছিল। মৃত দেহ আবিষ্কৃত হইলে দেখা যায় যে তাহার নিকট হইতে ঐ অর্থ অপহৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে জেলা পুলিশ [illegible] চালাইতে এবং উপরোক্ত দুইজন কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, এই ঘটনার সংশ্লিষ্ট অপর একজন [illegible] পুলিশ জানিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু সে এযাবৎ পলাতক আছে। আরও প্রকাশ, এখানে অনুসন্ধানের ফলে যশোহর সহরে গোয়েন্দা বিভাগের আফিসের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে একটী [illegible] পুলিশ আবিষ্কার করিয়াছে। যে স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণী হইতে রক্তমাখা একটা [illegible] [illegible] গিয়াছে এবং হত্যা [illegible] খাড়টি ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

কারাগারে শিবশঙ্কর চৌধুরী

বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেসের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর চৌধুরীর [illegible] টাকা জরিমানা আদায়ের জন্য কাটোয়া মহকুমার [illegible] গ্রামে তাঁহার বাড়ীর দরজা জানালা, আসবাবপত্রাদি ক্রোক করিয়া নীলাম করা হয়। সেই সমস্ত বহন করিতে কোন যানবাহনাদি না পাওয়া যাইলে, স্থানীয় য়ুনিয়ন বোর্ডের এক ব্যক্তি সমস্ত জিনিষ ক্রয় করে। শিবশঙ্কর বাবু টীপ সহি না দেওয়ায়, দমদম জেল অফিসে সাংঘাতিক রূপে আহত হন, পাঠকবর্গের তাহা স্মরণ থাকিতে থাকিতে পারে। তাঁহাকে এক্ষণে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হইয়াছে। এখনও তিনি উত্থানশক্তি রহিত, মাথায় খুব যন্ত্রণা হইতেছে। বিশেষরূপ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই বলিয়া শুনা যায়।

৮টা বোমাসহ ৩ জন যুবক

বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ডু, বলাইচন্দ্র দে কিষণলাল [illegible] ৮টা বোমা, [illegible] বোমা ও [illegible] নিকট রাখিবার অভি[illegible] বারাকপুর আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে।

আসামীদিগকে কাঁকিনাড়া রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

মাদ্রাজে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার [illegible] রামনাদ জেলার [illegible] নামক গ্রামে নাদার ও মুসলমানদের মধ্যে বিষম দাঙ্গার ফলে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।

প্রকাশ, ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু দিন হইতে বিরোধ চলিতেছিল। তাহার পর গত রবিবারে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে একজন মুসলমান নিহত হয় বলিয়া প্রকাশ। সেদিনের ঘটনায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য আরও বাড়িয়া যায়।

২৪শে মে অপরাহ্নে প্রায় এক শত মুসলমান নাদারদের অঞ্চলে যাইয়া আক্রমণ করিয়া বসে বলিয়া প্রকাশ। তাহারা নাদারদের ঘর বাড়ী জখম করে। বিস্তর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া লাঠী চালাইয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। ফলে আবার শান্তি স্থাপিত হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিসের ঘাটি বসে।

তাহা হইলেও পর দিন আবার দাঙ্গা বাধে। পুলিসকে আবার লাঠী চালাইতে হয়। তাহার ফলে কয়েকজন জখম হইয়াছে।

[illegible] আর [illegible] বাঁধে,

[illegible]

সেজন্য পুলিস উভয় সম্প্রদায়ের ১১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মাণিকগঞ্জ মেল ডাকাতী

মাণিকগঞ্জ হইতে প্রকাশ, ২৬শে মে পুলিস মাণিকগঞ্জ মেল ডাকাতীর পূর্ণ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুত হরেন্দ্রলাল বসাকের পুত্র শ্রীযুত বলরাম বসাক, নিবারকুমার মজুমদার এবং সাহাপাড়ার আর ১ জন যুবক এই মামলায় আসামী। প্রমাণের অভাবে তাঁহাদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

দাগী চোর নিহত

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, ২৭শে মে টঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত কাঠাদিয়া গ্রাম হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, কেদোর আলি নামে এক জন দাগী চোর ২৫শে মে রাত্রিতে একটী পানের বরোজে প্রবেশ করে। সে অনেক পান তুলিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। এমন সময় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি সড়কী ছোড়া হয়। পরে চীৎকার শুনিয়া আশেপাশে লোক আসিয়া জমা হয় এবং তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। ফলে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

পুলিস সংবাদ পাইয়া সেখানে গমন করিয়া মৃতদেহটিকে শবব্যবচ্ছেদাগার পরীক্ষা করিবার জন্য ২৭শে মে তারিখে সকালে এখানে আনয়ন করিয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না।

ঝড়ে জলপথে বিপত্তি

কালিকট হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহে ঝড়ের জন্য কালিকট ও অন্যান্য বন্দরের কাজে বাধা পড়িয়াছিল। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ থাকায় কালিকটের বন্দরে এক খানা নৌকা বিধ্বস্ত হইয়াছে। আর একখানা বোঝাই সহ জলমগ্ন হইয়াছে। সেখানাও জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে খুব জখম হইয়াছিল।

প্রায় ৬০ খানা বোঝাই নৌকা এখান হইতে ৭ মাইল দূরে আটক পড়িয়া থাকে। কয়েকখানা নৌকা বাঁচাইবার জন্য উহার মালপত্র কতক কমাইয়া দিতে হয়।

জজের দেহরক্ষী আক্রান্ত

ঢাকা হইতে প্রকাশ, কতিপয় অজানা লোকে রমনায় লাট প্রাসাদের নিকট এক জন পশ্চিমা কনেষ্টবলকে গত ২৭শে মে রাত্রিতে লোহার ডাণ্ডা দিয়া বিষম প্রহার করিয়াছে ও তাহার গুলীভরা ছয়নলা রিভলভার কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। আহত কনেষ্টবলকে মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তথায় তাহার অবস্থা এখনও সাংঘাতিক।

অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ শ্রীযুত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের জজরূপে ঢাকায় ডাকলুঠ ও অন্যান্য মামলার বিচার করেন, ইনা পাঠক জানেন। উক্ত কনেষ্টবলটি তাঁহার শরীররক্ষার কাজে সংপ্রতি নিযুক্ত হইয়াছিল। গত ২৭শে মে রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় বিপিন বাবু প্রত্যহ দিনের মত রমণায় তাঁহার সান্ধ্য ভ্রমণের পর যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন, সেই সময় উক্ত কনষ্টেবলও তাঁহার পাছু পাছু যাইতেছিল। এমন সময় কতিপয় লোক পশ্চাৎদিক হইতে লোহার ডাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করে। ফলে সে অজ্ঞান হইয়া যায়। এই সুযোগে আক্রমনকারীরা তাহার রিভলভারটি লইয়া পলাইয়াছে।

বিপিন বাবু আহত হন নাই। তিনি তখনই পুলিসে সংবাদ দেন। পুলিস আসিয়া কনেষ্টবলকে হাসপাতালে লইয়া যায়।

আক্রমনকারীদের কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

৪৫ হাজার নরনারীর দণ্ড

সিমলা হইতে প্রকাশ, ১৯৩২ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনে কত লোক দণ্ডিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে এসোসিয়েটেড প্রেস নিম্নলিখিত সরকারী সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন।

(১) আন্দোলন আরম্ভ হইতে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা চুয়াল্লিশ হাজার সাত শত তিপান্ন।

(২) প্রত্যেক মাসে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মোটামুটি হিসাব—জানুয়ারী—চৌদ্দ হাজার আট শত; ফেব্রুয়ারী—সতর হাজার; মার্চ্চ—ছয় হাজার সাত শত এবং এপ্রিল—পাঁচ হাজার ছয় শত।

(৩) ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের শেষে জেলে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সংখ্যা—বত্রিশ হাজার পাঁচ শত চল্লিশ।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাপ্তাহিক হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৯, ১লা জুন ১৯৩২

সি আই ডির আত্মহত্যা

কানপুরে বোমা ও রিভলভার

মালব্যজীর আবেদন

গ্রেপ্তার ও মুক্তি

বালিকার জীবন রক্ষা

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

বোম্বায়ে পুনরায় অশান্তি

দুঃসাহসিক চুরি

মিঃ এমারীর বক্তৃতা

ম্যাকডোনাল্‌ডের ফোন-বার্ত্তা

নানা কথা

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

নদীয়া জেলার প্রধান নগর কৃষ্ণনগর প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। তাই ধর্ম্ম-পিপাসু ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণ যখন বিশ্বার গৌরব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গার্হস্থ-লীলা নিকেতন প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ কৃষ্ণনগর সহরটীও দর্শন করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকদের নিকট কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ণন যাহা শ্রুত হয় তাহা বড় লজ্জাকর। রাস্তার ধূলা ও ড্রেনের দুর্গন্ধ পথিকের প্রাণ-বায়ু রুদ্ধ করে। ভজলোক মেথরেরা অধিক বেলা পর্য্যন্ত রাস্তা দিয়া ময়লা বহন করিয়া প্রাতঃকালীন স্নিগ্ধ সমীরণকে পর্য্যন্ত ময়লার গন্ধ বহন কার্য্যে নিযুক্ত করে। যাঁহাদের সহরের রাস্তা দিয়া প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহা ভালরূপে অবগত আছেন। ধূলি ও গরমে সহর-বাসী ক্লিষ্ট হইলে তাঁহাদের দুঃখ লাঘবার্থ যখন বরুণদেবের কৃপায় বারি বর্ষিত হয়, তখন আবার সহরবাসীদের ভাগ্যে রাজপথ সমূহের স্থানে স্থানে জল কয়েক দিনের জন্য সঞ্চিত হয়—রাস্তাসমূহ এমনই সুসংস্কৃত! ঐ সঞ্চিত জলে ও অপরিষ্কৃত যায়গায় মশকেরা বেশ বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। এই ভাবে কৃষ্ণনগর ম্যালেরিয়ার বেশ একটী ধ্বংস-লীলার স্থানে পরিণত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইবে তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও হেল্‌থ অফিসারের সৌজন্যে ডোবা গুলিতে কেরোসিনাদি নিক্ষেপ, কলেরার আক্রমণের আশঙ্কায় প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা এবং বিনামূল্যে ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ব্যবস্থা দরিদ্রদের নৈরাশ্যে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সুতরাং রাস্তাগুলি সংস্কৃত ও ড্রেণগুলি পরিষ্কৃত করিবার এবং ময়লাদি আরও জোরে পরিষ্কারের ব্যবস্থাদ্বারা সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা কি মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তব্য নহে? যে রাস্তাটী সহর হইতে কৃষ্ণনগর রোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহা এত খারাপ যে, মোটর-বাসে যাইবার সময় প্রতি মুহূর্ত্তে বাস উল্টাইয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। অন্য রাস্তা না থাকায় এই রাস্তাটী দ্বারাই প্রত্যহ বাসগুলি নবদ্বীপ ঘাট যাতায়াত করে সুতরাং যাত্রিগণের সঙ্কট লক্ষ্য করিয়া এই রাস্তাটী অবিলম্বে সংস্কৃত করিবার জন্য আমরা মিউনিসি-প্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

হেল্‌থ অফিসার মহোদয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুগ্ধে জল দেওয়া কিছু দিন বন্ধ ছিল কিন্তু পুনরায় কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই পুষ্টিকর খাদ্যটী যাহাতে ভেজাল না হইতে পারে তন্নিমিত্ত আমরা পুনরায় তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ম্যাকডোনাল্ডের ফোন-বার্ত্তা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে মে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড লোসিমাউথ হইতে ওয়াসিংটন এবং নিউ ইয়র্কের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত টেলিফোনে কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন,—এ কথা আমেরিকার পুরবাসীর মধ্যে কাহারও আর জানিতে বাকী নাই।

কিন্তু প্রকাশ হইলে হইবে কি ওয়াসিংটনের রাষ্ট্রীয় মহল টেলিফোনে কথার আভাস মাত্র দেন নাই। উপরন্তু বলিয়াছেন মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ডের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের টেলিফোন কোন কথাই হয় নাই।

রাষ্ট্রিয় মহল গোপন করিলেও কথাটি চাপা নাই। যাহারা জানিবার তাহারা জানিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড বৃটেন ও আমেরিকার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কারণ ক্ষতিপূরণ সম্মেলনের কথা টেলিফোনে হয় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে দোলমহোৎসবাদি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধুসূদন ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানে দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্মথিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীচণ্ডিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীন্যাসংশানন্দ ব্রহ্মচারী

সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকীর্ত্তি দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১১ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১লা জুন ইং ১৯৩২ বুধবার | ৭৫তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রেরিত শুদ্ধভক্তি প্রচারক যতি-প্রধান শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে গত ৩০শে মে সোমবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ মদ্রদেশস্থ ভলোর প্রভৃতি-স্থানে হরিকথা প্রচারোদ্দেশ্যে শুভযাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ উক্ত মঠের শাখা কটকস্থিত শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বিগত ২৪মে তারিখে অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হওয়ায় কটকবাসী সজ্জনমণ্ডলী বিশেষ আহ্লাদিত ও উৎসাহান্বিত হইয়াছেন।

স্বামিজী মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ করিয়া নিরস্তকুহক সত্য কি তাহা সত্যপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যহ বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক স্বামিজীমহারাজের প্রচারবৈশিষ্ট্যে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমঠে আগমন করিয়া পরিপ্রশ্ন দ্বারা নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেছেন।

"নানা মুনির নানামত" এই প্রবাদ বাক্যটী আমাদের দেশে চির প্রচলিত থাকিলেও কিরূপ অবস্থায় নানা মুনির নানা মত এবং কিরূপ অবস্থায় নানা মুনির এক মত হইতে পারে ইহা স্বামিজী মহারাজ, বৈকুণ্ঠগতি কামনায় সহস্র বর্ষ ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষিগণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অতি সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, যখন আমরা আমাদের দেহ ও মনোধর্মে অবস্থিত হইয়া আমাদের প্রয়োজন বিচার করি, তখনই আমাদের মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়, কিন্তু যদি আমরা কোন আত্মারাম সাধুসমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত একান্ত শ্রেয়ঃকথা জিজ্ঞাসু হই তখনই দেখিব যে, একমাত্র অদ্বিতীয় শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত আমাদের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।

গত ২১শে মে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যদেশযাত্রা-পাঠ প্রসঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ তীর্থভ্রমণ ও সাধুসঙ্গের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন।

সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় তীর্থ-ভ্রমণও যেন আমাদের একপ্রকার লৌকিক ব্যবহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে অর্থ থাকিলেই দেশভ্রমণ-কামনা জাগিয়া উঠে। কিন্তু তাদৃশ দেশভ্রমণ ছলনায় তীর্থ গমনে কোন ফল হয় না। তীর্থে স্নানাদি করিয়া সংসারের আসবাব, ছেলের খেলনা ইত্যাদি লইয়া পুনশ্চ বাড়ী ফিরিয়া থাকি। অথবা তীর্থে বাস করিলেও প্রতি দিন (পত্রাদির দ্বারা) সংসারের সংবাদ লইতে কুণ্ঠিত হই না। তাদৃশ তীর্থবাস কিরূপ, তাহা সুধী-গণের বিবেচ্য। বিশেষতঃ যদি সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবা উপেক্ষা করিয়া তীর্থে গমন করি, তবে আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি আর কেহই নাই।

ভাগবত বলেন—তীর্থ, প্রতিমাদির অপেক্ষা বদ্ধজীবের নিকট সাধুসঙ্গের উপযোগিতা অধিক। কেননা প্রথমোক্ত বস্তুগুলির দীর্ঘকাল সেবার ফললাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সাধুগণ দর্শন-মাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। লবমাত্র সাধুসঙ্গে যে ফল লাভ হয়, তাহার সঙ্গে অনন্তকাল সাধ্য দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থবাস যজ্ঞাদিরও তুলনা হয় না।

কর্ম্মফলাসক্ত বদ্ধ জীবের পুণ্যাশায় তীর্থ স্নানাদির চেষ্টা হস্তীস্নানবৎ বৃথা, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াতে ঈশ্বর-পুরীর দর্শন প্রাপ্তিতে বলিলেন,—

(প্রভু বলে) গয়া যাত্রা সফল আমার
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেই ক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ চৈঃ ভাগবত ভাষ্যে লিখিয়াছেন— * * "শ্রীগৌরসুন্দর গয়া-তীর্থ অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিকরূপে দিব্য-জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রয়ে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে বহু সৌভাগ্যফলে ভগবদ্ভক্তি-বীজদাতা অকিঞ্চন শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের দর্শনে প্রাপঞ্চিক অনাত্ম আধ্যাত্মিক তর্কমূলক অশ্রৌত-বিচার স্তব্ধ হয় এবং শুদ্ধভক্তির অত্যুজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ মহিমা জীবহৃদয়ে প্রকাশিত হয়। উহাই তীর্থযাত্রার ফল।"

মহাজনশিরোমণি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বকৃত "কল্যাণকল্পতরু"-গীত-পুস্তিকায় লিখিয়াছেন—

মন তুমি তীর্থে সদা রত।
* * *
তুমি চহ ভ্রমিবারে এ সকল বারে বারে
মুক্তি লাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম নিরর্থক পরিশ্রম
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ স্থির করি নিজ চিত্ত
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
* * *
যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থান বৃন্দাবন
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে মুক্তি দাসী সেই খানে
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন ভূমি তথা বৃন্দাবন
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

ভাগবত-প্রসঙ্গ

(৬)

বেদান্তবাগীশোপাধিক অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের 'ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন' নামক একখানি বৃহদায়তন পুস্তকের দু'একটী কথা দেখিবার দুর্ভাগ্য হইয়াছিল। তাহাতেই তিনি বৈষ্ণব-দর্শনের প্রতি যে কত অধিক বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া পুস্তক-খানি পুনরায় স্পর্শ করিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ-রূপে তিরোহিত হইল এবং পুস্তে স্পর্শন-জন্য অনুতপ্ত হইলাম। ধর্ম্মের তত্ত্ব' নাম দিয়া শিক্ষিতাভিমানী সমাজ এত অধিক উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে ধারণায়ও আনিতে পারি নাই। তিনি নাকি ব্রহ্মধর্ম্মাবলম্বী। স্যার জগদীশের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, কোপার্নিকাসের জ্যোতিষ তত্ত্ব, ডারুইনের ইভলিউশন থিওরি বা ক্রমবিকাশবাদ প্রভৃতি মত যেরূপ পূর্ব্বে অযুক্ত বলিয়া লোকে অনাদর করিলেও পরে আদর করিয়াছেন, তাঁহার ধারণা তাঁহার নব্য মতও নাকি তদ্রূপ, এখন লোকের অপছন্দ হইলেও পরে পছন্দ হইবে। যাঁহারা পছন্দ করেন করুন, আমরা কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমরা যেন ঐরূপ ভগবান, ভক্ত ও ভক্তিবিরোধি মতবাদ হইতে চিরকালই তফাৎ থাকিতে পারি। জড়বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতির সিদ্ধান্তের ন্যায় পরতত্ত্ব মানব-কল্পনার বিষয়ীভূত নহে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধেই আমরা বলিয়াছি, অচিন্ত্য বিষয়কে চিন্তা করিতে গেলে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষচতুষ্টয়-দুষ্ট মানবীয় চিন্তাস্রোতকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত হইতে দিলে তাহা কখনও ভগবদ্ভাগবত-তত্ত্বসিন্ধুসমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর কেহ হয়ত' ক্ষুদ্র খাতোদকে প্রবেশ করিয়া তাহাতেই চিরজীবন মুগ্ধ হইয়া থাকিবে। ভগবৎভাগবত কৃপা-প্রার্থনামূলে ভাগবতানুগত্যে যে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানলাভের চেষ্টা, তাহাই সুফল প্রসব করিতে পারে।

আমরা শিশুকাল হইতে যেরূপ সংসর্গে লালিত পালিত হইতে থাকি, বয়োবৃদ্ধির সাথে সাধারণতঃ সেই সংসর্গজ স্বভাবই আমাদের উপর ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করে। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত-কর্ম্মানুসারে আমরা ভক্ত বা অভক্ত মাতা-পিতা ভ্রাতা বন্ধু প্রভৃতির সঙ্গ লাভ করিয়া তদনুরূপ স্বভাব লাভ করিয়া থাকি। পরম ধার্ম্মিক রাজা অঙ্গপুত্র বেণ বাল্যকাল হইতেই অধর্ম্মাংশোদ্ভূত মাতামহ মৃত্যুর অনুগামী হওয়ায় অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইয়া-ছিল, আবার বেণাত্মজ পৃথু পরম ধার্ম্মিক, ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার। হিরণ্যকশিপু-পুত্র প্রহ্লাদ মাতা-কয়াধুগর্ভে অবস্থানকালে দেবর্ষি নারদের সঙ্গপ্রভাবে পরম হরিভক্ত হইয়াছিলেন। ঐরূপ সাধুসঙ্গের প্রভাব শাস্ত্রে ভূরি ভূরি বর্ণিত আছে। আমরা ভাগ্যহীনতাদোষে শিশুকাল হইতে বিকৃত মস্তিষ্ক নানামতবাদীর সঙ্গক্রমে ভক্তিহীন স্বভাব লাভ করি। বয়োবৃদ্ধিকালে তাহারই বিষময় ফল পরিপক্ক হয় মাত্র। শুদ্ধভক্ত সঙ্গলাভ অত্যন্ত সৌভাগ্যের পরিচয়।

শ্রীচৈতন্য বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ মহজনগণ বলেন—"কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগ বা ত্যাগ তৃষ্ণা বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রাকৃত বিচরণকালের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। মুক্তগণের শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ পঠন ও বিচারণ ব্যতীত আর অন্য কোন কৃত্য নাই। জড়ভোগরত অযুক্ত ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ভাগবত মহিমা শ্রবণ করিলে তাঁহাদের নশ্বর ভোগাসক্তি নিত্য-কালের জন্য রুদ্ধ হইবে, তাঁহারা মুক্তানর্থ হইয়া শ্রীভগবানের নিত্যসেবাধিকার লাভ করিবেন।"

শ্রীনারদোপদেশে শ্রীব্যাসদেব ব্রাহ্মণগণ-পরিবৃত সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটবর্ত্তী বদরীবৃক্ষসমূহে পরিশোভিত 'শম্যাপ্রাস' নামক স্বীয় আশ্রমে ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মনকে সম্যক্‌রূপে সমাহিত করিয়া কান্তি, অংশ ও স্বরূপ শক্তি সমন্বিত পূর্ণ-পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে অবস্থিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। এই মায়াই তাঁহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ আবরণ করে এবং জীবচিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে। জীব সেই মায়ামুগ্ধ হইয়া সত্ত্ব-রজস্তমো গুণাত্মক জড়াতীতিক তত্ত্ব হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণযুক্ত জড়দেহ ও মন বুদ্ধি করে এবং তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানোত্থ ভোক্তৃত্ব-কর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হয়। শ্রীব্যাসদেব অতীন্দ্রিয় ভগবানে অব্যবহিত ভক্তিযোগই জীবের এই মায়ামোহ-মুগ্ধতারূপ অনর্থ পরম্পরার একমাত্র উপায় বিচার করিয়া সেই উপায়ানভিজ্ঞ জীবসকলের মঙ্গল বিধানার্থ শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য পারমহংসী সংহিতা রচনা করিয়াছেন।

ভগবানের দয়া

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী)

ভগবানের দয়ার অবধি নাই। তাঁহার অবাধ্য সন্তান বদ্ধজীব তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিতেছে দেখিয়া তিনি দয়াপরবশ হইয়া নানা প্রকারে তাহাদিগকে নিজ অশোক অভয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কিরূপে জীবন ধারণ করিবে তজ্জন্য ভগবান্ মাতৃস্তন্যে ক্ষীর সঞ্চার করিয়া রাখেন। তাঁহার অজ্ঞান সন্তানগণের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য আরও বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তথাপি আমাদের যখনই কোন অসুবিধা ঘটে—স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে, তখনই আমরা বলিয়া থাকি ভগবানের দয়া নাই।

ভগবানের দয়া সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত থাকিলেও আমরা তাহা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। সূর্য্যের আলোক বৃক্ষ, লতা, প্রস্তরাদি সর্ব্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ হইলেও আধারানুযায়ী তাহার কম-বেশী প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠ অপেক্ষা কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক অধিকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কোন কাচে সূর্য্যালোক পতিত হইয়া তৎপ্রভাবে তুলা প্রভৃতি দগ্ধ করিতেও সমর্থ হয়। এইরূপ চিৎসূর্য্য শ্রীভগবানের কৃপালোক সর্ব্বত্র প্রকাশিত থাকিলেও যাঁহাদের হৃদয় কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, ভগবানের কৃপালোক তাঁহাদের হৃদয়ে অধিক পরিমাণে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

ভগবানের কৃপা-প্রবাহ পরম-পাবনী গঙ্গার ন্যায় নিরন্তর নিখিল জগৎকে ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হইলেও শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা অভাগাগণ তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। ভগবদ্দয়া সকলের পক্ষে সুলভ হইলেও যাহারা তাহা গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাহারাই কেবল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে তাহারা মুখে ভগবানের দয়ার প্রার্থী বলিয়া প্রকাশ করিলেও অন্তরে কিন্তু তাহারা ভিখারী না হইয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশে অন্য অন্য বস্তুর অভিলাষই করিয়া থাকে, এবং তদ্বস্তুর বিনাশে শোক করিতে করিতে বলিতে থাকে,—"আমার উপর ভগবানের দয়া নাই।"

মূর্খ, ভোগী জীব নিজ ভোগ সুখার্থ স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন পশু, বিত্ত প্রভৃতি অনিত্য বস্তুরই বহুমানন করিয়া থাকে এবং ধন-জনে পরিপূর্ণ সংসার লাভকেই ভগবানের দয়ার সীমা ধারণা করে। আর তত্তদ্বস্তুর আধিক্য বা ন্যূনতাকেই ভগবানের দয়ার আধিক্য বা ন্যূনতা বিচার করে।

যেমন কাষ্ঠ প্রস্তরাদির উপর সূর্য্যালোক পতিত হইলে তাহাতে অধিক ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ কাষ্ঠ পাষাণ-হৃদয় ভোগী জীবের উপর ভগবদ্দয়ার প্রভাব বিস্তৃত হয় না। পরন্তু নির্ম্মল-হৃদয় সাধুগণ ভগবৎ-কৃপার ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াও সর্ব্বদা ভগবানের অনুকম্পার ভিখারী। প্রারব্ধবশে স্ব স্ব সুখ-দুঃখ ভোগ প্রাপ্তিতে তাঁহারা ভগবানের প্রতি স্তুতি বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করেন না। কিন্তু তাহা ভোগ করিতে করিতে কেবল ভগবদ্দয়ারই প্রার্থী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয় নিষ্পাপহেতু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল বলিয়া ভগবৎকৃপা অনায়াসে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ধন্য হন এবং অপরকেও ধন্য করিয়া থাকেন।

কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রকাশের ন্যায় ভগবৎকৃপা বৈষ্ণবগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। অজ্ঞান অভাগা আমরা ভগবৎ কৃপা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া—গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া ভগবদ্দয়া কৃপাপূর্ব্বক বৈষ্ণবের দ্বারে জগতের সেবাবিমুখগণের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মায়া-মুগ্ধ জীব ভগবদ্দয়া গ্রহণ করিতে চাহে না বলিয়া তিনি সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে মূর্ত্তিমতী দয়া স্বরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাই পরম দয়াল শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

> চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
> বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

শ্রীভগবানের দয়া গ্রহণের পাত্র তিনিই হইতে পারেন, যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে শ্রীহরির পাদপদ্মকে একমাত্র পূজ্য বলিয়া বরণ করিয়াছেন।

> যেষাং স এষ ভগবান দয়য়েদনন্তঃ
> সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্
> তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
> নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥
> (ভাঃ ২।৭।৪২)

ভগবদ্দয়া সর্ব্বত্র সম হইলেও শুদ্ধ-ভজনকারিগণের নিকট উহা সমধিক প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবদ্দয়ার উপলব্ধি করিতে হইলে ভগবানের দয়াবতার সাধুগণের শরণই একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহারা ভগবানের পূর্ণ কৃপার ভাণ্ডারী, এবং ভাণ্ডার উজাড় করিয়া বিলাইয়া দিলেও তাহা আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রাঙ, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবেশ এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৩০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা ; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

চৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন ; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা; অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিয়সজ্ঞি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের কৌপ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক ভর্গ ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আমার নিত্যপ্রভু শ্রীনর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অশোকমভয়ম্ প্রবদৈব কবেদ্যা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বদরিদ্রবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৬০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরাবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদ্ধতি অনুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। গত বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পত্র	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকা বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ী খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, বাখরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বৌবাজার ষ্ট্রীট, [illegible], কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার [illegible] গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (আমলার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বালিকার জীবন রক্ষা

গুজের খাঁ হইতে প্রকাশ, গুজের খাঁর সাবজজ একটি মুসলমান বালিকার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তিনি রেলপথের ধার দিয়া বেড়াইয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পান যে, বালিকাটি আত্মহত্যার জন্য রেলপথে শুইয়া আছে। তখন ট্রেন আসিতেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি বালিকাটিকে টানিয়া আনেন।

পুলিস সংবাদ পাইয়া সেখানে আসে, বালিকাটি এখন পুলিসের হেপাজতে আছে।

বোম্বায়ে পুনরায় অশান্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে সন্ধ্যায় বোম্বায়ে আবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আত্মপ্রকাশ করে। ফনাসবাড়ীতে এক জন মুসলমান পথিক হিন্দুগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হয়। এই ব্যক্তি মুসলমান প্রধান অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় লয় এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে। ফলে মুসলমান প্রধান অঞ্চলের এবং জে জে হাসপাতালের নিকটবর্ত্তী স্থানের হিন্দুরা আক্রান্ত হয়। একটা আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হওয়ায় হিন্দুদের দোকানগুলি তখনই বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু মারপিট সংবাদ প্রেরণের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এখন পর্য্যন্ত ১জন নিহত ও ১৪ জন আহত হইয়াছে। আহতদিগের মধ্যে ১১ জন মুসলমান, তিন জন হিন্দু।

কানপুরে বোমা ও রিভলভার

কানপুর হইতে প্রকাশ, সহরের একটা বাড়ীতে দুইটা বোমা, একটী রিভলভার, ১২০টা কার্ত্তুজ ও রাসায়নিক দ্রব্যপূর্ণ তিনটা বোতল পাওয়া গিয়াছে। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিস সমভিব্যাহারে এই বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়াছেন। তাঁহারা এই বাড়ী হইতে ৩৬ খানি পুস্তক ও কতকগুলি কাগজপত্রও লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, যে বাড়ীতে এই সমস্ত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, শিউনারায়ণ নামক জনৈক ভদ্রলোক সেই বাড়ীর মালিক।

মিঃ এমারীর বক্তৃতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষণশীল সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ এমারী বলেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সম্ভবতঃ য়ুরোপ অসম্পূর্ণরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা আমাদের অবস্থা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইবে। মিঃ এমারী আরও বলেন, বহুদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর মুদ্রামানকে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে লুসেন বৈঠকের ফলে বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। সকল সমর ঋণ পরিশোধ করা হইলেও দুর্দ্দশার অতি সামান্য মাত্র উপশম হইবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি তাহাদের আর্থিক নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ঋণ প্রদানে অধিকতর প্রস্তুত হয় তাহা হইলে পৃথিবীর উপকার হইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে সম্ভবতঃ ঋণ প্রদানে প্রস্তুত নহে। যথাসম্ভব অল্প সময়ে একটি মাত্র উপায়ে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে। ব্রিটিশ ষ্টার্লিং প্রথার প্রবর্ত্তনই একমাত্র উপায়।

গ্রেপ্তার ও মুক্তি

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে মে অপরাহ্নে জর্জ টাউনে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেট করিবার অভিযোগে পুলিস ৬ জন পুরুষ ও মহিলা কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করা হয়। কংগ্রেসের বিজ্ঞপ্তিপত্র বিলি করিবার অভিযোগে ২ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগকেও মুক্তি দান করা হইয়াছে।

সি আই ডির আত্মহত্যা

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ, নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস নামে জনৈক সি আই ডি কনষ্টেবল গত ২৯শে মে দুপুরবেলা দার্জ্জিলিং সেক্রেটারিয়েটের নিকট সিডাজবাগের ফটকে তাহার নিজ রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। সে রাজসাহী হইতে স্পেশাল ডিউটিতে এখানে আসিয়াছিল। সার্জ্জেণ্ট টমাস সেক্রেটারিয়েটের ফটকের নিকট সে সময় পাহারা দিতেছিল; সে গুলীর আওয়াজ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে যায় এবং দেখে যে, কনষ্টেবল মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। একটী গুলী তাহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল। পুলিস বলে যে ইহা আত্মহত্যা। মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

মালব্যজীর আবেদন

বারাণসী হইতে প্রকাশ, "আমার আবেদনে দেশবাসী যেরূপ সাড়া দিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। স্বদেশী আন্দোলনকে আরও প্রসারিত, আরও গভীরতর করিবার উদ্দেশ্যে দেশবাসী "স্বদেশী দিবস" পালন করিতেছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্র হইতে আমি যে সব সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই যে, বৃটিশ ভারতের সর্ব্বত্র স্বদেশী দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। আমি এখন পর্য্যন্ত দেশীয় নৃপতিবৃন্দ এবং দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট সমূহের অধিবাসীগণকে স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহাদের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিশেষভাবে কোন আবেদন জানাই নাই। কিন্তু তাহা করিতেছি।

"স্বদেশী অর্থ আমার দেশ" এবং স্বদেশী অর্থ "আমার দেশের লোক বা জিনিষপত্র" ভারতবর্ষ বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের যেমন দেশ—দেশীয় নৃপতিবৃন্দ এবং দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের তেমনি দেশ। কাজেই আমাদের সকলের মাতৃভূমির মঙ্গলকল্পে স্বদেশী আন্দোলনের পোষকতা করা বৃটীশ ভারতের অধিবাসীদের যতখানি কর্ত্তব্য—দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণেরও ঠিক ততখানি কর্ত্তব্য এবং ইহা সকলের পক্ষেই তুল্যরূপ সুবিধার বিষয়।

দুঃসাহসিক চুরি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত গোবিন্দ পালের দোকান হইতে গত ২৮শে মে রাত্রে চুরি হইয়া গিয়াছে। চোর চালা কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রায় নগদ ৭০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি পীড়িত

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তিকে গত ২৭শে পুলিসের কড়া পাহারায় ভেলোর সেন্ট্রাল জেল হইতে মাদ্রাজ লইয়া আসা হয়। তাঁহাকে মাদ্রাজ "অনুতাপাগারে" লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির শরীরের অবস্থা কিছুকাল হইতে খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, তিনি অন্ত্ররোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া ভেলোর জেলের চিকিৎসক সন্দেহ করিয়াছেন।

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তিকে ২৮শে মে জেনারেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে; এখানে তাঁহাকে পরীক্ষা করা হইবে। প্রকাশ, অস্ত্রোপচার আবশ্যক হইলে তিনি মুক্ত হইতে পারেন।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩২

(১)

১৬১০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২৫৶

ডিঃ অশ্বিনী কুমার নন্দী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কুসুমকুমারী চৌধুরাণী সাং শিবনীবাস পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় চাঁদপুর মৌজায় দেঃ ৷৵১৩৷ অংশ নিষ্কর এবং ৷৷৵৩৷৷= অংশ ডিক্রীদার ও সুরেন্দ্রনাথ রায় দিং নিষ্কর অধিন জমা ১ ৫-১১৭ খতিয়ানে ৩-৪শঃ মাটিয়ারী মৌজায় ৫৬৪—৫৭২ খং ১৩-১৭শঃ ফুলবাড়ী মৌজায় ২৯৭—৩০০খং ১২-০৩শঃ বানপুর মৌজায় ৪৭১—৪৮৮খং ১৩-৭২শঃ কৃষ্ণপুর মৌজায় ৪৬৭—৪৭০খং ১০-০৪শঃ মাজদিয়া মৌজায় ৩১৭১—৩১২।৪ খতিয়ানের ১ ১২শঃ নিষ্কর জমি ও চুয়াডাঙ্গা থানায় পোনারনাথি গ্রামে ৭২—৭৫খং ২-৩০শঃ উমাপুর মৌজায় ১২৭৮—১২৯২ খং ১৮-০৬ শঃ, গোপালখালি মৌজায় ৪৫৭-৪৬২ খং ১৮-৭১শঃ মনোহরপুর মৌজায় ৬৬৭—৬৭৩খং ১৮-২৮শঃ ভেতুলিয়া মৌজায় ১২৬—১২৯ খং ৭-৭১ শঃ হাসাদহ মৌজায় ৬৯৪—৬৯৬ খং ২ ৮২ শঃ, আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের ৪৪০—৪৪২ খং ২—৪২শঃ ভবানীপুর গ্রামের ১০২—১০৪ খং ১৪—৪২শঃ দক্ষিণচাঁদপুর গ্রামের ৪১৯—৪২১ খং—৯৮শঃ মদনা গ্রামের ১১৪—১৩৩ খং ১৮-২৪ শঃ রাজিয়াপোতা গ্রামের ২২—২৫ খং ১৬-২৫ শঃ সিংহনগর গ্রামের ৯৮।১—১০০ খং ৪—২৬ নিষ্কর মধ্যস্বত্ব জমি এই উভয় প্রকারের জমার মূল্য ২০০৲

২। থানা নবদ্বীপের অধীন গাদিগাছা মহেশগঞ্জ ও মাজদিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন মহেশগঞ্জ গ্রামের ১১৩ নং ২২-৬৬ শঃ জমি ১৭৩৲ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য ১০০৲

৩। থানা কৃষ্ণগঞ্জ অধীন বিষ্ণুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২৯ খং ২২-৯৮ শঃ নিষ্কর জমি দেঃ ।০ অংশ মূল্য ২৫৲

টেলি— শ্রীপ্রেস, নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অগ্রিম মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫.
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২রা জুন ১৯৩২

মৃত ম্যাজিষ্ট্রেটের শেষ পত্র

ডায়মণ্ডহারবারে বিধবা বিবাহ

মুগুরাঘাতে পুত্রহত্যা

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে খানাতল্লাস

অদ্ভুত সন্তানপ্রসব

তূলার গুদামে অগ্নিকাণ্ড

দাঙ্গায় ৫ জনের মৃত্যু

উকিলের উপর নোটিশ

১৩ বৎসর যাবৎ অনশন

ঝাড়ুদারের গৃহে চুরি

ডাকাইতি ও হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

মৃত ম্যাজিষ্ট্রেটের শেষ পত্র

"আমি হিজলী বন্দীশালা হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্র দেখিয়াছি। হিজলী এখান হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত পত্রের লেখক লিখিয়াছে,—"আমরা এখন আর কাহাকেও বাদ দিব না—এমন কি বাঙ্গালীদিগকেও নহে।" উহা বেশ উপভোগ্য বটে।

মিঃ ডবলিউ, সি, ডগলাস বলেন, এই ১৮ই জানুয়ারী তারিখের পত্রই তিনি সর্ব্বশেষ পাইয়াছিলেন।

মুগুরাঘাতে পুত্র হত্যা

ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রকাশ গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রে, মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ১৬নং লাট নিবাসী ভুতনাথ নস্কর তাহার একমাত্র পুত্র জ্যোতিষ চন্দ্র নস্করকে তাহার নিকট রাত্রে থাকিতে বলে কিন্তু পিতার মস্তক মধ্যে মধ্যে বিকৃত হয় বলিয়া সে পিতার নিকট থাকিতে অস্বীকার করে। স্ত্রীর অনুরোধে পুত্র পিতার নিকট শয়ন করিতে যায় সেই সময়ে পিতা মুগুর দ্বারা পুত্রের মস্তকে আঘাত করে। সেই আঘাতে পুত্রের মৃত্যু হয় পিতা আদালতে অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে যে তাহার মাথাঠিক না থাকায় সে এই কার্য্য করিয়াছে।

অদ্ভুত সন্তান প্রসব

কাশীপুর (যশোহর) ২৭শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ কিছুদিন পূর্ব্বে ভুমুং জিলা গ্রামে জনৈক স্ত্রীলোক একটী অদ্ভুত সন্তান প্রসব করিয়াছেন। সন্তানটির পশ্চাতে আট অঙ্গুলী প্রমাণ একটা লেজ বিদ্যমান আছে। প্রসূতি ও সন্তান উভয়েই সুস্থ আছেন।

দাঙ্গায় ৫ জনের মৃত্যু

বোম্বাই হইতে প্রকাশ গত ২৮শে মে প্রাতে দাঙ্গার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ে। ছুরিকাঘাতের খবর অধিকাংশই মুস্লিমপল্লী হইতে আসিতেছে। আজ দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মোট ৫ জন মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে একজন পূর্ব্বদিনের দাঙ্গায় আহত হইয়াছিল। অদ্য এপর্য্যন্ত আহত হইয়াছে ২১ জন।

তূলার গুদামে অগ্নিকাণ্ড

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে মে ভোরে তুলার বীজ নিষ্কাষণ কলসমূহে আগুন লাগিয়া তিনটি কল সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

ডাকাইতি ও হত্যাকাণ্ড

গত ১২ই মে রাত্রিকালে সিরাজদীঘা থানার ইছাপুরা গ্রামের শ্রীযুত যতীশ মুখোপাধ্যায় নামক এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। অনুমান ১২ জন লোক নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া দালানে প্রবেশ করে। বড়ার নেপালী প্রহরী ডাকাতদিগকে বাধা প্রদান করে, কিন্তু শেষে গুরুতররূপে আহত হওয়া শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ডাকাতেরা যতীশ বাবুর ভ্রাতা জগদীশ বাবুর মাথায় রামদাওএর আঘাত করে। ফলে তৎক্ষণাৎ জগদীশ বাবুর মৃত্যু হয়। অপর কয়েকজন লোককে ডাকাতেরা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে। অতঃপর অলঙ্কারপত্র সমেত বহু টাকাকড়ি লইয়া দুর্বৃত্তেরা পলায়ন করিয়াছে। আহত নেপালী হাসপাতালে আছে; জগদীশ বাবুর মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মান্দ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি		১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন: এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে একামতোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ প্রাণবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভগবজ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপ্রণবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীনারদ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুপতি দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীহরবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীন্যাসংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধি শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ভাজনপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ভাজনপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১২ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ২রা জুন ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৭৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ নারমানিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস-অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে ৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন :—

রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু ন্যাসিশিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দর ঔদার্য্যময়-বিগ্রহ। তিনি সন্ন্যাস-লীলার অভিনয় পূর্ব্বক স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়ে কৃষ্ণান্বেষণ ক'রে জগৎজীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইহজগতে অবতীর্ণ। সেই ঔদার্য্যময় বিগ্রহ, মহাবদান্য-প্রবর শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের হৃদয়ে নিত্যকাল স্ফূর্তি লাভ করুন। বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। আমরা বৈষ্ণবগণকে শিক্ষাগুরু বলিয়া থাকি। সেই শিক্ষাপ্রদাতা বৈষ্ণবঠাকুর আমার হৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজ করুন। নিজেকে নিজে মার্জ্জন করবার জন্য এক কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রৌত বিষয় চর্ব্বিত চর্ব্বন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তাঁহার অবশেষ গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।

ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥

বৈষ্ণবের এই উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করাই যেন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রতে পারলে অনায়াসে মায়ার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। ভোক্তা অভিমান করত শ্রীভগবানকে তাঁহাদেরই ন্যায় সম জাতীয় বুদ্ধি করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার জন্য যে সব ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা কখনই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারিবেন না। সেই বৈষ্ণবেরা কৃপা করিয়া যদি আমাকে কিঞ্চিৎ দয়া করেন তবে যদি সেই বস্তুকে জা'নতে পারি। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে পারিলে সংসার-পিপাসা সমূলে উৎপাটিত হয়।

জগতের লোক যে সব বস্তুর সঙ্গ করিতেছে তাহারা সেই সেই বস্তুর গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে পারেন। যখন আমরা আত্মস্থ হই, তখন জা'নতে পারি কি বস্তু নিয়ে আমরা কালাতিপাত করিতেছি। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় হইয়াছে সাধুসঙ্গ। সঙ্গ বলিতে আমি অনেক প্রকার বুঝি। যেমন পিতা পুত্রের সঙ্গ করিয়া থাকেন, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গ করেন, ছাত্র মাষ্টারের সঙ্গ করিয়া থাকেন ইত্যাদি। ইহজগতে যাহাকে আমরা সঙ্গ বলে দে'খতে পাচ্ছি সেই সঙ্গ নিত্য নয়। সঙ্গ কি, বা সঙ্গ কে ক'রছে এ'টী যদি আলোচ্য না হয় তা'হলে সাধুসঙ্গ হয় না। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ করিতে পারেন। সাধুসঙ্গ হয় না কেন?

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু
সজ্জেত বুদ্ধিমান।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-
মুক্তিভিঃ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেন। যা' করিয়াছি তা করিয়াছি আর করিবনা। 'জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ।' যখন হিরণ্যকশিপু স্নেহ-পরবশ হইয়া বাৎসল্য রসে একদিন প্রহ্লাদ মহারাজকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন বলত বাপ তুমি কোনটীকে সাধু বলিয়া জানিয়াছ, তখন সেই ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ নির্ভীক চিত্তে বলিয়াছিলেন—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং।
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ॥
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং।
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥

হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত দেহিগণের পক্ষ হইতে বনে গমন করিয়া হরিকে আশ্রয় করাই সাধু বলিয়া জানিয়াছি। 'অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহে আবদ্ধ হইয়া যে-সব ব্যক্তি হরিকে আশ্রয় না করিল তাহারা আত্মঘাতী। জীব যখন মায়াগ্রস্ত হয় তখন তাহারা প্রত্যেক বস্তুকে ভোগ করিতে চায়। উক্ত স্বভাবটী নিত্য নয়, উহা বিরূপের ধর্ম্ম। যদি ইহজগতের যাবতীয় বস্তু আমার হইত তাহা হইলে কেন আমার সহিত যায় না। যে বস্তু যাহার, সে বস্তু তাহার সহিত নিত্যকাল থাকে। শ্রীভগবান্ এবং ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা নিত্য। আমার স্বভাবে ভগবান্ একমাত্র চিন্তনীয়।

"আমি'ত তোমার তুমি'ত আমার
কি কাজ অপর ধনে।"

যেদিন শ্রীভগবানকে আমার বলিতে পারিব এবং আমি তাঁহার হইতে পারিব, সেইদিন জগতের যাবতীয় বস্তু আমাদের নিকট তুচ্ছ হইবে। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমার নিকট আধিপত্য বিস্তার করিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ আনয়ন পূর্ব্বক ভবসংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত করে। কিন্তু জীব যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বায় অবস্থিত হয় তখন ভগবান্ বস্তুটী উপলব্ধ হয়। আপাততঃ নাশক বস্তুকে নিত্য বলিয়া মনে করা স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। জীব কখনও ভোক্তা হইতে পারে না। যেদিন হইতে ভগবানকে ভোক্তার আসন হইতে চ্যুত করিয়া নিজে ভোক্তা অভিমান করত জগতের যাবতীয় বস্তুকে ভোগ্যরূপে বরণ করিতে চায়, সেদিন হইতে মায়া কেশে ধারণ করিয়া কত ভাবে নির্য্যাতন করে তাহা কি এক বারও জীবসমূহের চিন্তনীয় বিষয় হয়? জীব যে অমৃতের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া ভুলিয়া গিয়াছে।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

—এই কথা মুক্তকণ্ঠে ভগবান জানাইয়া দিতেছেন তবুও আমরা দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি অভিমান করি। সাধুগুরুর চরণাশ্রয় করিয়া এই অভিমান ত্যাগ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যাত্র সমাজে ভাবের কোলে, সম্মাতি গান। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনবান

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজসাহী রাজগাবেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সুব্যবস্থিত সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারে কিরূপ সুন্দরভাবে জ্ঞানাদবৈরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের রাস্তা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—সাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলারঙ্গ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আশ্রমের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহাশোর পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৴০ আনা, পাইন্ট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ যাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৮৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

—— পরবিদ্যাপীঠ ——

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রনাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। গত বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে হাফটোন ব্লক, ছাপা হয়।
বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য
লেটার হেডিং মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকা বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত তারাপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ কাল যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমণীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৮নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ক্যাটল ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডায়মণ্ডহারবারে বিধবা বিবাহ

ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রকাশ গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার উকীল বাবু অতুলানন্দ খাসনল মহাশয়ের ডায়মণ্ডহারবারস্থ বাটীতে মগরাহাট থানার অন্তর্গত জালাসী গ্রামের ভুবনচন্দ্র হাতির পুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র হাতির সহিত করিণডাঙ্গা নিবাসী বিধবা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে বরের গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক বরানুগমন করিয়াছিলেন।

এ সকল বিবাহ বাবু গদাধর হালদার মহাশয়ের চেষ্টায় ও প্রযত্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বাঁকুড়া জিলার থানা খাতড়া, গ্রাম কাঁকড়াদাঁড়ার বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ একটি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গ্রাম সমস্ত গ্রামখানি ধ্বংস হইয়াছে। গ্রামবাসীর তরফ হইতে জিলা বোর্ডের নিকটও সাহায্যের আবেদন পাঠান হইয়াছে।

চুঁচুড়ায় গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, বে-আইনী সঙ্ঘের সদস্য হওয়ার অভিযোগে শ্রীযুত গৌরচন্দ্র দত্ত ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিপের কার্য্যে বাধা প্রদান করার অভিযোগে শ্রীযুত জীবনচন্দ্র গরাই ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রতি ৩০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় আরও দেড়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

উকিলের উপর নোটীশ

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, ২৮শে মে বিনা লাইসেন্সে একটী ছয় ঘরা রিভলভার রাখিবার অভিযোগে ভবানীপুরে ধৃত ফণী রায়ের পক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত বিজয়রঞ্জন মিত্র, ভবানীপুর ক্যাম্প কোর্টে আসামীর বিচারের ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়া সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন; উহাতে জানান হইয়াছে যে, ভবানীপুরে বিচার হইলে উক্ত উকীল আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না; কারণ জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক আইনানুযায়ী এক নোটীশ জারী দ্বারা তাঁহার দিনাজপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকার বাহিরে গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বলেন যে নোটীশ জারী করা হয় নাই, আসামী এরূপ কোনও উকীল নিযুক্ত করিয়া বিজয়বাবু ফণীর পক্ষ সমর্থনার্থ ভবানীপুরে যাইবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। পরদিবস উহার বিচার আরম্ভ হইবে এইরূপ স্থির হয়।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে খানাতল্লাস

২১শে মের সংবাদে প্রকাশ মাণিকগঞ্জের উকিল ও অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারিণী কৃষ্ণ সেনের গৃহে ঢাকা ট্রেণ ডাকাতি সংস্রবে খানাতল্লাস হইয়াছে।

পুত্রগণসহ জননী গ্রেপ্তার

লৌহজঙ্গ পুলিস গত ২১শে মে প্রাতে শ্রীযুত ভগবৎ তালুকদারের গৃহে হানা দেয় এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত লৌহজঙ্গ কংগ্রেস কমিটীর "ডিক্টেটর" শ্রীযুক্তা নলিনীবালা তালুকদার তাঁহার তিন পুত্র সহ (শচীন্দ্র ও সুবোধ) গ্রেপ্তার করিয়াছে। বিচারার্থ তাঁহাদিগকে মুন্সীগঞ্জ পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জমাদারের গৃহে চুরি

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ পরাগ জমাদার নামক জনৈক জমাদারের বাড়ীতে গত বুধবার এক চুরি হইয়া গিয়াছে নগদ ৭০০০ টাকা এবং ৬০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি অপহৃত হইয়াছে। টাকা এবং অলঙ্কারাদি মাটির নিম্নে পোতা ছিল। পুলিশ এ সম্পর্কে জোর তদন্ত চালাইতেছে এবং সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহার নিকট হইতে অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু নগদ টাকা পাওয়া যায় নাই।

মাতাল সৈনিকের কাণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে মে মধ্য রাত্রিতে আগ্রিপদ থানার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে গুলীর শব্দে জনসাধারণ ভীত হইয়া উঠে। প্রত্যেকের মনেই এই আশঙ্কা হয় যে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং সকলেই ঘরের মধ্যে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে থাকে

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হইতেছে এই যে, তিন জন সৈনিক রাইফেল সহ পুলিশ থানার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় শূন্যে গুলী নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং বাহিরে রাস্তার উপর যাহারা শয়ন করিয়াছিল কিম্বা ইতস্ততঃ চলা ফেরা করিতেছিল তাহাদের লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইতে থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ গুলীর আঘাতে কেহই আহত হয় নাই। অনতিবিলম্বেই পুলিস এবং সৈন্যবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং উক্ত তিন জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করে। ঐ সময় সৈনিকগণ মাতাল অবস্থায় ছিল তাহাদিগকে পরে আদালতে হাজির করা হয়।

---

১৩ বৎসর যাবৎ অনশন

ভিজাগাপট্টমের এক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, গজাপুড়ী নিবাসী পাপাম্মা নাম্নী অনুমান ৩০ বৎসর বয়স্কা একটী তাঁতি জাতীয়া মেয়ের প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রকাশ যে, গত ১৩ বৎসর যাবৎ এই মেয়েটী এক বিন্দু জল কিংবা এক গ্রাস খাদ্য গ্রহণ না করিয়া আছেন। তাঁহার শরীরের গঠন কৃশ বটে কিন্তু তাঁহাকে স্বাস্থ্যসম্পন্না বলিয়াই মনে হয় এবং তাঁহার ৩টি সন্তান হইয়াছে। ভিজাগাপট্টমের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কয়েকজন উকিল তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানেন যে, একদিন তাঁহার স্বামীর ঘর হইতে পিতার বাড়ী যাওয়ার সময় তিনি রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। এই অবস্থায় তাঁহাকে ভিজাগাপট্টম হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে তাঁহার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু তিনি মুখ বিস্তৃত করিতে পারিতেন না, কিংবা কথা বলার শক্তিও তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে ১৫ দিনের উপর হাসপাতালে রাখিয়া ডাক্তারেরা তাঁহার মুখ খুলিতে তাঁহাকে কথা বলাইতে ও খাওয়াইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হয়। কিন্তু তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্যের কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায় এবং ডাক্তারগণ তাঁহার এই অবস্থার কোন কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ২ বৎসর পর তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে বিদায় দেন তারপর হঠাৎ একদিন পাপাম্মার মুখ খুলিয়া যায় এবং তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত বাস করিতেছেন এবং না খাইয়াই সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ করিতেছেন। তিনি বলেন যে, কোন সময়ের জন্যই তাঁহার পিপাসা কিংবা ক্ষুধা বোধ হয় না। এই অবস্থায় তিনি ৩টী সন্তানের জননী হইয়াছেন।

নদীবক্ষে ভীষণ দুর্ঘটনা

সিরাজগঞ্জ, ২২শে মের খবরে প্রকাশ গত ২১শে মে প্রাতঃকালে সিরাজগঞ্জ ঘাট হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে গহনা নামক একখানি খেয়া নৌকা 'টাইগ্রিস' নামক একখানি ফ্লাটের সহিত ধাক্কা লাগিয়া তৎক্ষণাৎ উল্টাইয়া যায়, ফলে ৩ জন মহিলা ও একটি ৪ বৎসর বয়স্ক বালক ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঐ ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, 'নায়ক' নামক খেয়া নৌকাখানি সিরাজগঞ্জ হইতে এবং বেলকুচী থানার এলাকাধীন কান্দী ডী নামক একটী গ্রামের ষ্টিমার ঘাট পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। ঘটনার দিন উক্ত নৌকাখানি ঐ গ্রাম ও ঘাট হইতে কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইবামাত্র যমুনার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যায় এবং উল্লিখিত ফ্লাটের সহিত ধাক্কা লাগিয়া তৎক্ষণাৎ উল্টাইয়া যায়। প্রকাশ নৌকার মাঝি ব্যতীত ঐ খেয়ার মধ্যে মোট ১৩ জন আরোহী ছিল, তন্মধ্যে ৩জন মহিলা ও একটি ৪ বৎসর বয়স্ক বালক উক্ত মহিলাদের এবং লোকটীর সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু বহু চেষ্টায়ও তাহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারা যায় নাই। পুরুষ আরোহীরা সকলেই সন্তরণ করিয়া তীরে উঠিতে সমর্থ হন। লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে মাঝি পলায়ন করিয়াছে।

মানিকগঞ্জে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

মাণিকগঞ্জ হইতে প্রকাশ মাণিকগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদত্ত ওয়ারেণ্ট অনুযায়ী, পুলিশ মাণিকগঞ্জ লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া তাঁহার নিজ হিসাবের খাতা এবং অন্যান্য কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। তাহারা লোন আফিসের হিসাবও পরীক্ষা করিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার কুমুদনাথ চৌধুরী সেক্রেটারী নরেশচন্দ্র রায় ও ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পুত্র মোক্তার প্রিয়নাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে, তহবিল তছরূপ বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা ও হিসাব জাল করিবার অভিযোগে থানায় এজাহার প্রদত্ত হওয়ায় তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। এই ব্যাপারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

টেলি— “শ্রীধাম”
নবদ্বীপ

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৯, ৩রা জুন ১৯৩২

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে সভা ও শোভাযাত্রা

গত রবিবার কৃষ্ণনগর সহরে এক বিরাট শোভাযাত্রা বড় বড় রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া টাউনহলে আসিয়া থামিয়া যায়। সেখানে উকীল শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক সভা হয়। স্বদেশী কার্য্য চালাইবার জন্য সভায় একটী পরামর্শ সংসদ এবং আর একটি পরিচালক সংসদ গঠিত হয়। শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল পরিচালক সংসদের যথাক্রমে সভাপতি এবং সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

দিনাজপুরে প্রচণ্ড ঝড়

প্রকাশ গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ ভোর সকাল হইতে দিনাজপুর জেলায় প্রায় ২৪ ঘণ্টা কালব্যাপী ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হয়। তাহার ফলে তপন থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে প্রায় হাজার গরু, মহিষ মাঠে মারা গিয়াছে। অনেক জায়গায়ই এই প্রকার গরু মহিষ মরিয়া গিয়াছে শুনা যাইতেছে।

ডগলাস্ হত্যার বিচার

গত ৩১শে মে তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগলাসকে হত্যা করিবার জন্য প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য নামক যে যুবককে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহার বিচার করিবার (১) ২৪পরগণার জিলা ও সেসন

কৃষ্ণনগরে শোভাযাত্রা

জাতীয় পতাকা অভিবাদনে ৪১ জন গ্রেপ্তার

দিনাজপুরে প্রচণ্ড ঝড়

ঢাকায় বে-পরোয়াভাবে খানাতল্লাস

ডগলাস্ হত্যার বিচার

খুলনা ও ২৪ পরগণায় জলপ্লাবন

শতাধিক বাটী ভস্মসাৎ

দারোগার গৃহে রিভলভার চুরি

কমন্স সভায় ভারত-কথা

পিস্তল তৈয়ারে কঠোর দণ্ড

বোম্বাইতে খণ্ড যুদ্ধ

জজ মিঃ কে, সি নাগ এম-বি-ই, বার এট-ল, (২) বর্দ্ধমানের জিলা ও সেসন জজ মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে আই-সি-এস (৩) ও মেদিনীপুরের ডেপুটী কালেক্টর খান বাহাদুর মৌলভী মহম্মদ মামুদ স্পেশাল ট্রাইবিউনালের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মিঃ কে, সি, নাগ প্রেসিডেণ্ট ভাবে কাজ করিবেন।

দারোগার গৃহে রিভলভার চুরি

প্রকাশ, শ্রীরামপুরের জনৈক দারোগার গৃহ হইতে একটী ছয়ঘরা রিভলভার, পনরটি তাজা কার্তুজ, নগদ পঞ্চাশটী টাকা চুরি গিয়াছে। আরও প্রকাশ, ঐ সকল দ্রব্য খোয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দারোগার জনৈক আত্মীয় উধাও হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বোম্বাইতে খণ্ড যুদ্ধ

এত দিন যাবৎ বোম্বাই নগরে যে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলিতেছিল, তাহাকে একটা খণ্ড যুদ্ধ বলিলেই চলে। ২৫শে মে পর্য্যন্ত সংবাদে ১৫৫ জন নিহত এবং ১৬৭৮ জন আহত বলিয়া প্রকাশ। ইহাদের অধিক সংখ্যকই নাকি হিন্দু। সরকারের কঠোর বন্দোবস্তে সহরে শান্তি স্থাপিত হইলেও এখনও একটু একটু জের চলিতেছে। প্রায় আট শতের উপর লোক গ্রেপ্তার হওয়া প্রকাশ।

হাসানাবাদ গুলীর মামলায় ১৮ জন লোকের আত্মসমর্পণ

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দেবনাথ এবং অপর ১৭ জন ব্যক্তিকে হাসানাবাদ গুলীর মামলা সম্পর্কে খোঁজা হইতেছিল। প্রকাশ, গত ১লা জুন তাঁহারা ধরা দিয়াছেন এবং আত্মপক্ষসমর্থন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুত এইচ, আর চৌধুরী, বি বি, দাসগুপ্ত পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। দুই জন ব্যতীত আর, সকলকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাণ্ডকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দ্রস্থিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীহয়ত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এমালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅধদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগৌড়, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ফুসুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সে বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যাল

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞা আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচা শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্র

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় ব সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তির শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচা

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৩ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ২০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৩রা জুন ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ৭৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৪শে মে এলাহাবাদ-প্রবাসী শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া মঠসেবক-গণের নিকট বলেন,—"আমি ব্যাধি বশতঃ মনে বড়ই অশান্তি বোধ করিতেছি। আপনারা দয়া করিয়া মন্ত্র দিয়া আমার দেহ শুদ্ধ করিয়া দিউন, তাহা হইলেই প্রাণে শান্তি পাইব।"

শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় জগতের প্রায় শত জনেরই এইরূপই আশা ও আকাঙ্ক্ষা। আমরা ভোগ-সুখার্থ সতত যত্নবান্; কিন্তু যখনই তাহাতে কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন কোন ছলে উহা অপসারিত করিতে পারিলেই মনে করি যে আমাদের শান্তি হইবে। কিন্তু শান্তি কোথায়, তাহা অন্বেষণ করি না। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নিম্নলিখিতরূপ উত্তর প্রদান করেন।

"আপনি বর্ত্তমানে যে অশান্তি লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা আপনার দু'দিনের অশান্তি নহে, অনাদিকাল হইতে এই যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতে-ছেন। মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া দেহ শুদ্ধ করিলেই আপনার ব্যাধি নিরাময় হইয়া যাইবে, তৎপরে আবার দ্বিগুণ বেগে ভোগের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেন এইরূপই আপনার অন্তরের অভিপ্রায়। কিন্তু দেহের শুদ্ধি দ্বারা ব্যাধি নিরাময় করিয়া প্রাণে শান্তি পাইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করা বৃথা। শরীর ব্যাধির আগার। শুধু যে ব্যাধিই আমাদের যন্ত্রণা দেয় বা ভোগে বাধা প্রদান করে, তাহা নহে, কিন্তু 'ত্রিতাপ' বলিয়া একটী কথা বোধ হয় শুনিয়াছেন, বদ্ধজীব মাত্রেই এই ত্রিতাপে জর্জ্জরিত। ধনী, দরিদ্র, সুস্থ, রোগী, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, যুবক—সকলকেই ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয়। তাহার মধ্যে ব্যাধি একটী তাপ মাত্র।

ধনী বিলাসের বিচিত্রতার মধ্যে শায়িত হইয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার মত আর সুখী কে আছে? কিন্তু দুই দণ্ড পরে তাঁহার সেই সুখস্বপ্ন আকাশ-কুসুমের মত অলীক হইয়া যায়। বলবান্ ব্যক্তি শারীরিক বলের মত্ততায় ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কিন্তু দু'দিন পরে সেই সবল শরীর শৃগাল কুক্কুরের পদগোলকে পরিণত হয়। এইরূপ অনিত্য জগতের সকল বস্তুই অনিত্য। এই যে দুঃখ অশান্তিপূর্ণ সংসার, ইহার মূলে কি আছে, তাহা কি কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন? কেনই বা আমরা এ'জগতে এইরূপ দুঃখাদিতে প্রপীড়িত হই তাহারও কারণ কেহ চিন্তা করেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু বলেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥

তাহা হইলে বুঝুন যে কৃষ্ণপাদপদ্ম বিস্মৃতিই আমাদের সকল দুঃখের কারণ সেইটী পুনরুদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেই সুখ বা শান্তি লভ্য হইবে। যতদিন ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি বা অন্যাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিব, ততদিন শান্তির আশায় ধাবিত হওয়া মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায়। শান্তির বিনিময়ে দ্বিগুণ অশান্তিই লভ্য হইবে, কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই শান্তি স্বতঃই দাসী হইয়া আপনার সেবা করিবে। শ্রীমহাপ্রভু বলেন,—

কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি সিদ্ধিকামী—সকলই
অশান্ত॥

শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রতাপ অরণ্য মহারাজ নারনানিবাসী শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ দাস-অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে ৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন :---

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে,
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।

যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড় বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটীই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা।

শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইলে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

এই প্রকার শৃগাল কুকুরের খাওয়া হাড়মাংসের থলেতে আমি বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যে-দিন সত্য সত্যই নিষ্কপটে আমরা বুঝিতে পারিব সাধুসঙ্গই একমাত্র কর্ত্তব্য সেই দিন শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের হৃদয়-রাজ্যে অধিষ্ঠান করিবেন। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করাই আত্মার বৃত্তি। সে বৃত্তিতে যখন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, তখন শ্রীভগবান আমার নিকট সেবারূপে উদিত হইবেন। তখন আমি যে নিত্যকৃষ্ণদাস তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইব।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

ভাগবত-প্রসঙ্গ

(৫)

বৈকুণ্ঠলোকে জনগণের আদি শিক্ষা বিশ্বকর্তা ব্রহ্মা; সেই ব্রহ্মা হইতে গুরু পরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মসম্প্রদায়ের শ্রুতিসকল আম্নায় নামে অভিহিত হয়। মুণ্ডক (১।১।১,২।১।৩) বলেন—'সেই আম্নায় বা ব্রহ্মবিদ্যাই সকলবিদ্যার প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ, উহার দ্বারাই সর্বাংকৃত অক্ষর পুরুষকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বিশ্বকর্তা ভুবন-পালক অধিকারী ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বকে সেই আম্নায় বা ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ সহকারে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।" বৃহদারণ্যক (৪।৫।১১) বলিয়াছেন—"ঐ মহাপুরুষের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্বেদ, ইতিহাস (রামায়ণ, মহাভারতাদি), পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবতাদি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ), উপনিষৎ (ঈশ, কেন, কঠ একাদশ উপনিষৎ), শ্লোক অবিপরীত মন্ত্রাদি ছন্দোগ্রন্থ সূত্র (প্রধান প্রধান ঋষিপ্রোক্ত বেদান্ত-সূত্রসমূহ), অনুব্যাখ্যা (ঐ সকল বেদার্থ-সূত্রের অবিপরীত ভাষ্যাদি) প্রভৃতি সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে।" এই সমস্তই আম্নায় নামে কথিত হইয়া থাকে। আম্নায় শব্দের যথার্থ বেদ। সুতরাং পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশাস্ত্রশিরোমণি বেদ হইতে আদৌ ভিন্ন নহেন। গরুড়পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥" এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের ব্যাখ্যা দ্বারা সমৃদ্ধিত। বেদ না মানিলে যেমন নাস্তিক হইতে হয়, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত না মানিলে বেদাদি শাস্ত্র মানিবার অভিনয়কারী নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্কপট আনুগত্য ব্যতীত বৈদিক তাৎপর্য আদৌ উপলব্ধ হইতে পারে না। এজন্য মধুপুষ্পিত বাক্যে ভুলিয়া হইয়া জীবসকল যাহাতে বেদের অন্তর্গত কর্ম জ্ঞানাদি নিরর্থক গুষ্কভারক্লেশময় গ্রহণে বিমুগ্ধ না হয়, তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই কলি-প্রপীড়িত নষ্টচক্ষু ব্যক্তিগণের নিকট স্বতঃ-প্রকাশমান শ্রীমদ্ভাগবতাকারে উদিত হইয়াছেন।

আমরা যদি সর্বাতীত সর্বাশ্রয় সর্বাচিন্ত্য অপ্রাকৃত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে অনাদি-সিদ্ধ সৎপুরুষপরম্পরায় অবতীর্ণ লৌকিক ও অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের একমাত্র নিদান, অপ্রাকৃত বচন-লক্ষণাত্মক বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ। অপৌরুষেয় বেদবিহিত তর্ক ব্যতীত শাক্য, উলূক, অক্ষপাদ, ক্ষপণক, কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ দুষ্ট পুরুষ-প্রবর্তিত শুষ্কতর্কপন্থাবলম্বনে বৈদিকবেদ্য বাস্তব-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হইতে পারে না বলিয়াই 'তর্কা-প্রতিষ্ঠানাৎ' সূত্রের অবতারণা। আবার "মন্তব্য" প্রভৃতি শ্রুতির বলে উপনিষদ্বেদ্য পরমপুরুষ শ্রীব্রহ্মকে যদি অনুমান-বেদ্য বলিয়া পূর্বপক্ষ হয়, তন্নিরসনকল্পে 'শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ' অর্থাৎ উপনিষদাদি শাস্ত্রই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র হেতু" এই সূত্রবাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বিষয়ে শাস্ত্রেরই একমাত্র প্রমাণত্ব সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্মের অত্যন্ত অতীন্দ্রিয়ত্ব-হেতু ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের অবিষয় হওয়ায় একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাই "ব্রহ্ম এই প্রকার" ইহা অবগত হওয়া যায়। শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদ তৎকৃত সূত্রভাষ্যে স্কান্দবচন উদ্ধার পূর্বক কোন্ কোন্ শাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—

> ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
> মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।
> যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্।
> অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং
> কুবর্ত্ম তৎ॥"

অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব, ভারত ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থসকল শাস্ত্রনামে অভিহিত এবং ইহাদের অনুকূল শাস্ত্র-সকলও শাস্ত্র বলিয়া প্রকীর্তিত। তদ্ব্যতীত গ্রন্থসকল শাস্ত্র নহে উহারা কুবর্ত্ম-মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং পূর্বোক্ত শাস্ত্রসকলই ভগবজ্জ্ঞানের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য।

ভগবত্তত্ত্ব শাস্ত্রবেদ্য, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টীকৃত হইলেও 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' এই সূত্রে শ্রুতির শব্দমূলত্ব অর্থাৎ শ্রুতির মূলই যে শব্দ এবং ঐ শব্দই যে ভগবৎস্বরূপ-বোধের হেতু, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শব্দ অর্থে শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বেদবাক্য। অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববিষয়ে এই অপৌরুষেয় বেদবাক্যই একমাত্র প্রমাণ।

বেদশাস্ত্রই শ্রীভগবানকে জানিবার একমাত্র উপায় হইলেও সম্প্রতি উহার দুষ্পারত্ব, দুরধিগম্যত্ব এবং তদর্থনির্ণায়ক মুনিগণের মধ্যে পরস্পর মতের অনৈক্য-হেতু পরমার্থ-জ্ঞান লাভের জন্য বেদ-স্বরূপ বেদার্থনির্ণায়ক ইতিহাস-পুরাণাত্মক শব্দেরই বিচার কর্তব্য এবং এই নিমিত্তই পুরাণাদির আবির্ভাব। শ্রীমন্মহাভারতে ও মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ (বেদার্থং স্পষ্টীকুর্যাদিত্যর্থঃ)" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদার্থসকলকে স্পষ্টীকৃত করিতে হইবে। মহাজনেরা বলেন-"পূরণাৎ পুরাণম্" অর্থাৎ বেদের পূরণ-কল্পেই ইহার পুরাণ নাম হইয়াছে। যেমন অপরিপূর্ণ কনক-বলয়ের কনকাংশ কখনও ত্রপু অর্থাৎ সীসক দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে না, সেইরূপ যাহা বেদ নহে, তদ্দ্বারা বেদের পূরণ সম্ভব হয় না।

আনন্দ-পথের যাত্রী

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

(২)

আমাকে নিত্যানন্দপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যাহারা অনুক্ষণ অনন্ত বিধরূপে করুণা বর্ষণ করিতেছেন, আমি চিরদিন মায়াদাসীর কপট স্নেহ-ক্রোড়ে অচেতন হইয়া থাকিবার জন্য দুষ্পুদ্ধিবশিষ্ট থাকিলেও যাঁহারা আমাকে জাগ্রত করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে উদাত্ত ধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনে রত আছেন, সেই অচ্যুত-পথের একনিষ্ঠ পান্থগণই জানেন সেই চেতনকিরণোদ্ভাসিত সেবা-সরণির যাবা বাগিনী। নিজে নিজে আমি কিছুতেই সেই নিত্যানন্দবিগ্রহ, অপ্রাকৃত-ব্রজনব্যবদ্বন্দ্ব চিল্লীলা মিথুনের শ্রীচরণ-সেবা-সম্পদ লাভ করিতে পারিব না। কোন প্রকারেই এখানে আনন্দ-পথের একনিষ্ঠ পথিক হইতে পারিব না। সেবার নামে অধিকতর ভোগেই প্রমত্ত হইব, ত্যাগের নামে প্রচ্ছন্ন বিষয়াভিলাষী হইব, তপের ছলে অনাচারে ডুবিব, পূজার আবরণে ব্যভিচারে পতিত হইব, ধ্যানের কাপট্যে অনাচ্ছন্নতার কুনাট্যে মজিব। মায়াদেবী আমাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া কলি-সহচর দস্যুদিগের অসৎকবলে পাতিত করত সর্বনাশ ঘটাইবে। যদি প্রকৃতই সেবানন্দ চাই, সর্বাগ্রেই আমাকে নিরন্ত-প্রাণ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীসাধু গুরুদেবের নিষ্কপট আনুগত্য-ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইবে, নতুবা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইব। আনন্দলাভের পরিবর্তে চরম নিরানন্দের দাবদাহে দগ্ধীভূত হইব। শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা সুখময় সেবা তদ্দাস্যাভিজ্ঞ বৈষ্ণব মহাজনগণই জীবগণকে মরুতৃষ্ণাতুল্য জড়ানন্দাসক্তি হইতে মোচন করত গোলোকানন্দের অমৃতপ্রবাহিনীতে অভিষিক্ত করিতে পারেন—শ্রীচৈতন্য সিদ্ধান্ত সুরধুনী-ধারায় সর্বাত্মসমর্পণ বিধান করাইয়া আনন্দধাম বা চিদ্ধামে অবস্থিত করিতে পারেন, এমন অহৈতুক কৃপাসিন্ধু আর কে আছে? যিনি পূর্ণচেতন তিনিই ত' পরিপূর্ণ চেতনবিগ্রহের কথা জানেন। অপরে—জড়ানন্দকামী অন্ধ জনে কি জানিবে সেই বৈকুণ্ঠানন্দের অনন্ত সম্পদকাহিনী?

রে দুষ্টমন! তুমি ত' অনাদিবহির্মুখতা-বশতঃ জড়ীয় সুখের সংগ্রহকামনায় কত বিষ্ঠাগর্তে রমণ করিয়াছ, কত অমেধ্য দ্রব্যে তৃষ্ণাযুক্ত হইয়াছ। অনন্ত কামনা-কুট্টনী তোমাকে নাকে দড়ি দিয়া উচ্চাবচ কত যোনিতে পরিভ্রমণ করাইয়াছে, এখনও কি তোমার জড়সুখকামনা অন্তর্হিত হয় নাই? আইস, এখনও সময় আছে, ঐ যে পূর্ব তোরণ দ্বারে আর তর মধুর রাগিনী শুনা যাইতেছে, মধুর হইতেও সুমধুর কৃষ্ণ-কীর্তনের দ্রাবক-ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া তোমারি মতন কত বিপথমুগ্ধ দীন জন ঐ যে দলে দলে ঐ নবারুণরাগ-দীপ্ত সত্য পথের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তুমি কি আসিবে না? যদি যথার্থ নিত্যানন্দস্রোতে ভাসমান হইতে চাও, তবে এখনও আইস, ত্বরা সত্বরায় নিষ্কপট-আর্তিপ্রসূনটিকে উপায়নস্বরূপে লইয়া ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক গৌরবাণী-বিনোদ বিগ্রহের শ্রীচরণমূলে উপস্থিত হও।

কে কে আছ আনন্দপথ কামী, অমল চেতনবৃত্তিতে উদ্বোধিত হইবে কি? ঐ বিঘ্নহরণ সেবানন্দ-প্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুপাদ-কমলে শরণ গ্রহণ কর। রম্য চিদ্ঘন সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজ প্রিয়জনকে এই নিরানন্দাক্রান্ত জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, প্রত্যেক জীবকে স্বরূপের আনন্দগীতিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। রে অসত্তৃষ্ণাবিষ্ট মন! তোর চেতনের বৃত্তি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তুই দয়ালশিরোমণি আচার্য-দেবের অমৃত-মধুর চেতনঝঙ্কার শুনিতে পাইতেছিস না কেন? শ্রীচৈতন্যসিদ্ধান্ত সুধা শ্রীশ্রীপ্রভুবর্যের প্রকাশ-করুণার বন্দনা গীতিতে সুরত জীবকুল হর্ষমুখর আনন্দোদ্বেগ হইয়া উঠিয়াছে, তুই নীরব কেন? ঐ বন্দনীয়, কীর্তনীয়, স্মরণীয় প্রকাশবিগ্রহের মহিমা-গানেই যে তোর একমাত্র আনন্দ নিহিত। বাস্তব আনন্দের আর অন্য পন্থা যে নাই।

> আনন্দ লভিতে যদি তব প্রয়োজন।
> অনুক্ষণ কর তবে শ্রবণ কীর্তন॥
> শ্রীচৈতন্যবাণী দ্বারা চিত্ত রসায়ন।
> সে প্রবাহে অহরহঃ করহ মজ্জন॥
> ধন্য তার বৃথা নাহি জীবন ধারণ
> শ্রীহরিকীর্তনে যার পূরিত বদন॥

কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রাঙ, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসি[ন্ধু]

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রেষ্ঠতম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে কা[র্য্য]শেষ হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক স্তূপ ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্ববিজয়, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব ও জীবের স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষতা ও সত্যাপেক্ষতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বেদব্যাস, শ্রীগীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্‌-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনাম কীর্ত্তন ও ভগবানের নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অতোঽত্যন্তং প্রবৈশকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদর্শনচিন্তামণি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাকনি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৯৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

'গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।/০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।/০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামীকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাখ্যা-সহ বহুত উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজ তীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুগম নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন বাধা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।/০ আনা।

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবকৃত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর-নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোল্ড বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল গোস্বামি শাস্ত্র মতোদধি মন্থন-ফলে এই গ্রন্থামৃত উথিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ✓১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, নিষ্ঠাপ্ত, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুমানিত পাচন

সর্ব্ব বিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, প্যাকেট ৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩।০ সকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

—পরবিদ্যাপীঠ—

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয়প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আসিবার খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ...সিংহ, ১২৭, বোম্বাইবোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ডাক্তার মহাশয় মাত্র ২০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জামদার পালিয়া) ক্লাইভ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শতাধিক বাটী ভস্মসাৎ

প্রকাশ, গত সপ্তাহে লাহোর হুশিয়ারপুর জিলায় ধামিওয়াল গ্রামে একখানা বাড়ীতে আগুন লাগে। আগুন চারিদিকে বিস্তারলাভ করার ফলে শতাধিক বাটী ভস্মসাৎ হইয়াছে। প্রায় ১৫০টী পরিবার নিরাশ্রয় হইয়াছে।

ডাক বিভাগের কেরামতী

"হিন্দুস্থান টাইমস" পত্রে প্রকাশ যে, বিগত ১৯২৯ সনের ২রা আগষ্ট তারিখে কাশীধাম হইতে একব্যক্তি "হিন্দুস্থান টাইমস" কাগজে একখানা চিঠি লিখেন। এই চিঠির উপরে "পোষ্ট বক্স ৭৮ দিল্লী" এই ঠিকানা খুব স্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। কিন্তু চিঠিখানা সময় মত "হিন্দুস্থান টাইমস" অফিসে বিলি হয় নাই। অবশেষে ৭ বৎসর ১০ মাস পর্য্যন্ত বহুস্থানে ঘুরাইয়া গত ১৬ই মে তারিখে এই চিঠিখানা "হিন্দুস্থান টাইমস" আফিসে বিলি করা হইয়াছে। অনেক সময়ে চিঠিপত্র বিলি হইতে দেরী হয় বটে, কিন্তু কাশী হইতে একখানা চিঠি দিল্লীতে বিলি করিতে ৭ বৎসর ১০ মাস সময় লাগে—এই দৃষ্টান্ত বিরল।

সাধুর আশ্চর্য্য চিকিৎসা

সেকান্দ্রাবাদের ১৮ই মের সংবাদে প্রকাশ যে রামা নামে একব্যক্তি হায়দ্রাবাদ সহরের মনবতলনের এক পুকুরে ঘাস কাটিতে ছিল। তখন হঠাৎ একটা গোখরা সাপ ঘাসের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, তাহার পায়ের ডিমের উপর দংশন করে। কয়েক মিনিট মধ্যেই লোকটী অবসন্ন ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে। চতুর্দিকের লোকেরা আসিয়া উহাকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু কেহই উহার কোন সাহায্য করিতে পারে না। ঐ সময় জনৈক সাধু সেখান দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি জনতা দেখিয়া, ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকল কথা শুনিয়া, তিনি কতকগুলি ময়ূরের ডানার পাখা আনিয়া দিতে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বলিলেন। এক ব্যক্তি কিয়ৎকাল পর তাহা আনিয়া দিল। তখন সর্পদষ্ট ব্যক্তির মরমর অবস্থা। সাধু ঐ পাখার কতক তাঁহার "ছিলিমে" ভরিয়া পর্য্যন্ত লোককে উহার ধুম চৈতন্যহীন লোকটীর নাকে ফু দিয়া দিতে বলিলেন এবং সাধু নিজে উহার শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবর্ত্তনের প্রক্রিয়া করিতে থাকিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লোকটী উহাতেই ক্রমে চেতনা পাইতে থাকিল। এইরূপ যখন তাহার বিশেষ চৈতন্য লাভ ঘটিল, তখন সাধু উহাকে ঐ ধুম টানিতে দিলেন এবং তাহাতেই লোকটী পূর্ণসুস্থ হইল। সাধু যাওয়ার কালে বলিয়া গেলেন যে ময়ূর পাখার ভস্ম মধু সংযোগে ব্যবহার দুর্দ্দমা বমন রোগের নিশ্চিত ঔষধ। জনতার সাহসশীল ব্যক্তিরা সাপটাকে খুড়িয়া বাহির করে ও উহাকে মারিয়া ফেলে।

বে-পরোয়াভাবে খানাতল্লাস

প্রকাশ গত ২৮শে রাত্রিতে ঢাকার ঠাঠারিবাজার যুগীনগর ও কাপ্তানবাজারে বে-পরোয়াভাবে পুলিসের খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার চলিয়াছিল। এই ভাবে যে সংবাদ বাহির হইয়াছে সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে পুলিস কোন বাড়িতেও খানাতল্লাস করে নাই, তাহারা কাহারও বিরুদ্ধে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও লইয়া যায় নাই। তাহারা এইসমস্ত অঞ্চলের বাড়ী বাড়ী গিয়া বাড়ীর মালিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছে তাহাদিগের বাড়ীতে একটু বেশী বয়সের কোন বালক থাকেন কিনা, তারপর তাহারা সেই সেই সকল বালক ও যুবককে পোষাক পরিয়া তাহাদিগের অনুগমন করিতে বলে। এইভাবে তাহারা মোট ৩৯ জনকে থানায় লইয়া যায়। বাকী রাত্রিটুকু এই সকল বালক ও যুবককে থানায়ই অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তারপরের দিন সকাল বেলা তাহাদিগকে ইংরাজীতে এই কয়েকটী কথা লিখিতে দেওয়া হয়—আমাদের গ্রামে একটা ভাল প্রতিষ্ঠান আছে। জিনিস ক্রয় করিবার জন্ম তুমি ১০০ টাকা পাঠাইয়া দিবে। অক্ষয় কেমন আছে। প্রস্তুত থাকিও।" অতঃপর তাহাদিগের নাম ধাম, পিতার নাম, তাহারা কি করে প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করা হয়। তারপর তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবার কয়েকজনকে সোমবার বেলা ১টার সময় গোয়েন্দা বিভাগের আফিসে যাইতে বলা হয়।

কমন্স সভায় ভারত কথা

প্রকাশ গত ৩০শে মে অপরাহ্নে লণ্ডন কমন্স সভায় রক্ষণশীল ভারতীয় কমিটীর সভাপতি স্যার হ্যারল্ড ক্র্যাফট বলিয়াছেন, ভারতে বিপ্লব দমন করিতে হইলে সাধারণের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গদেশে যাঁহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের ভার দিবার কথা হইতেছে, তাঁহারা কখনও সাধারণের অভিমত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন নাই। বিপ্লবের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। বিপ্লব দমনের চেষ্টা না করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন গঠিত হইতে পারিবে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন যদি মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেই সকলে উহা গ্রহণ করিবে ভারতকে এখন পাশ্চাত্য ধরণের সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্র দিলে চলিবে না। প্রজাতন্ত্রমূলক শাসতন্ত্র ভারতে এখন চলিবে না, ভারতবাসী উহা লইতেও ইচ্ছুক নহে। ভারতকে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি অংশ বলিয়া মনে করিতে হয় তাহা হইলে ভারতকে অনেক দায়িত্বপূর্ণ ভার প্রদর্শন করিতে হইবে। ভারত সরকার নিজের হাতের অনেক কাজ ভারতবাসীকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। তবে বিশেষ দায়িত্বের কার্য্য ক্রমশঃ দিতে হইবে।

খুলনা ও ২৪ পরগণায় জলপ্লাবন

প্রকাশ, খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ বিভাগে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে। গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার অপরাহ্নে প্রায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং সন্ধ্যার পর হইতে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে ও তৎসহ বারিবর্ষণ হইতে থাকে। এইরূপে সমস্ত রাত্রি অবিরাম বর্ষণে কাটিয়া যায়। ১০ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকাল হইতে বায়ু ক্রমশঃ প্রবল বেগ ধারণ করিতে থাকে, তাহার ফলে পল্লীবাসী কৃষকগণের অধিকাংশ চালা ঘর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। স্থানীয় নদীসমূহে স্বাভাবিক জোয়ারের জল অপেক্ষা ৬ ফিট জল বৃদ্ধি পায়। ফলে লোনা নদীর তীরস্থ বাধ ভাঙ্গিয়া শতাধিক গ্রাম লবণজলে নিমগ্ন হইয়াছে। গরু, ছাগল প্রভৃতি বহুশত গৃহপালিত পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে. পল্লীবাসীরা অতি কষ্টে জীবনরক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের দুঃখের সীমা নাই, ধান্য চাউল প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। পানীয় জলের পুষ্করিণী সকল লবণজলে প্লাবিত হওয়ায় পানীয় জলের অভাবে মানুষ গরুর যার পর-নাই কষ্ট হইয়াছে, খাদ্যাভাবে গরু বাছুর মরিতেছে।

জাতীয় পতাকা অভিবাদনে ৪১ জন গ্রেপ্তার

প্রকাশ, গত ২৯শে মে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়পতাকা অভিবাদনের জন্য ৪১জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। রিপণ বিল্ডিং ও মাদ্রাজ কর্পোরেশনের বাটির উপর জাতীয়পতাকা উড়িতে দেখা যায়। উহা পরে নামাইয়া লওয়া হয়।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

করাচী হইতে প্রকাশ, ১৭৮ ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যে সময় নবাবশা হইতে রোরিকোটরি অঞ্চলে সারডারিন্ড যাইতেছিল, সেই সময় উহার পশ্চাতের ৩ খানা গাড়ী পথচ্যুত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে একখানা গাড়ীতে ২টা ঘোড়া ও ২ জন ভৃত্য ছিল। এই ঘোড়া লইয়া যাওয়ার গাড়ীখানা উল্টাইয়া যায়। ফলে ভৃত্য ২ জন ও একটী ঘোড়া সামান্য জখম হয়। তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

পিস্তল তৈয়ারে কঠোর দণ্ড

ট্রাম কোম্পানীর সোনাপুকুরস্থিত কারখানার শিক্ষানবীশ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু গত সোমবার আলীপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব-এ-সি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

প্রকাশ, তিনি উক্ত কারখানায় একটী বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের সহায়তায় কাঠের অটোমেটীক পিস্তলের অনুকরণে একটী পিস্তলের হাতল তৈরী করিবার কালে ধরা পড়িয়াছিলেন।

মাণিকগঞ্জে ভীষণ খুন

মাণিকগঞ্জের এলাকার শানিয়াজুরীতে এক ভীষণ খুনের বিবরণ ২১শে মের সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ গত ১৯শে রাত্রিতে মাখন চৌধুরী নামক একব্যক্তি এক গানের দলে যখন গান করিতেছিল, তখন রাধাবল্লভ সাহা নামে একব্যক্তি হঠাৎ একটা দা নিয়া আসিয়া এক কোপে উহার দেহ হইতে মাথাটা কাটিয়া পৃথক করিয়া ফেলে। হীরালাল কর্ম্মকার নামেও এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। পারিবারিক কলহই নাকি এই অপরাধের হেতু। রাধাবল্লভ পলাতক আছে। জোর পুলিশ তদন্ত হইতেছে।

পাঁচথুপীতে ডাকাতি

কান্দী হইতে প্রকাশ গত বুধবার রাত্রিতে পাঁচথুপী গ্রামের কোদ্দাপাড়ার শ্রীযুক্ত নীলরতন মণ্ডলের বাটিতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা বাটীর লোকদিগকে মারপিট করিয়া প্রায় ১২০০৲ টাকা নগদে ও অলঙ্কার লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ তিনকড়ি ঘোষকে চালান দিয়াছে।

টেলি- শ্রীধাম — নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৮-তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৯, ৪ঠা জুন ১৯৩২

আকস্মিক মোটর-দুর্ঘটনা

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা

মুসলমানে মুসলমানে সংঘর্ষ

সতীর সহমরণ

পুলিশের আচরণে ভারত-সচিব

লাহোর কর্ম্মীদের দণ্ড

ভারত সরকারের নূতন ঋণ

মুক্তির পরে গ্রেপ্তার

পাটনা ষড়যন্ত্র মামলার রায়

ভেন্স হত্যার মামলা

নানা কথা

আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনা

শ্রীমায়াপুর ৩।৬।৩২

গতকল্য অপরাহ্ণ প্রায় ৩-৩০ সাড়ে তিনটার সময় একখানি ট্যাক্সি কৃষ্ণনগর হইতে যাত্রীসহ নবদ্বীপ ঘাট অভিমুখে যাইতেছিল। পথিমধ্যে ভিতরখালি গ্রামের সন্নিকটে একটী বৃদ্ধ মুসলমান হঠাৎ আসিয়া গাড়ীর উপর পড়ে। গাড়ী চালক লোকটীকে বাঁচাইবার জন্য বহু চেষ্টা সত্ত্বেও লোকটা গাড়ীতে চাপা পড়িয়া বিশেষ আক্রান্ত হইয়াছে। কিছু সময়ের মধ্যে উক্ত গ্রামের বহু লোক আসিয়া জড় হয়।

ট্যাক্সিতে যে আরোহিগণ ছিলেন তাঁহারা অবিলম্বে আহত লোকটী অন্য আর একটী বাসে চড়াইয়া হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। আহত ব্যক্তি পরবর্ত্তী অবস্থা এখনও জানা যায় নাই।

গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা

শ্রীমায়াপুর ৩।৬।৩২

গতকল্য রাত্রে শ্রীমায়াপুরের সন্নিকট বল্লালদিঘী গ্রামনিবাসী বোলন্তা হালদার নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার নিজ শয়ন-গৃহের কড়িতে এবং গলায় দড়ি সংলগ্ন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

প্রকাশ, বোলন্তা কালীসাধনা করিতে গিয়া ভয় পায় এবং তথা হইতেই মস্তিষ্কের কিছু বিকৃত ঘটে, তৎফলে সে একাকী এক ঘরে বাস করিত এমন কি সে তাহার মাতাকে পর্য্যন্ত তাহার শয়নগৃহে রাত্রে থাকিতে দিত না।

তাহার মস্তক বিকৃতি হেতুই সে এইরূপ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া সকলের অনুমান।

সতীর সহমরণ

প্রকাশ সিন্ধু দেওয়ানী আদালতের অবসরপ্রাপ্ত জনৈক নাজির থাঁচাঁদ হীরামণ্ডলীর সম্প্রতি পক্ষাঘাত রোগে মৃত্যু হইয়াছে। সে তাহার পত্নীর সহিত করাচীতে কন্যার সহিত দেখা করিতে আসে। এমন সময় তাহার অসুখ করে। ডাক্তাররা হতাশ হইয়া মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন। এমন সময় তাহার স্ত্রী স্বামীকে বলে, "আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও।" সে শপথ করিয়াছিল যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সে সতীরূপে প্রাণত্যাগ করিবে।

মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দিয়া বাহির হয় যে, সে তাহার পত্নীকে সঙ্গে লইবে; কিছু পরে তাহার মৃত্যু হয়।

পরে তাহার স্ত্রী স্বামীর চিতার পাশে এক শয্যায় শয়ন করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়; স্বামী ও স্ত্রীকে এক চিতায় দাহ করা হইয়াছে।

ভেন্স হত্যার মামলা

গত ৩১শে মে ভিন্স হত্যার মামলা নূতন পথে চালিত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী চীৎ সেহনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে অভিযোগ প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। কিন্তু সরকার পক্ষে কৌঁসুলী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০ ধারা অনুসারে অভিযোগ গঠন করিবার জন্য মিঃ জে, পি, ডুয়েল আই, সি, এস ও জেলা ও দায়রা জজ হানলাওয়াল্ডর নিকট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেন। উভয় পক্ষই আপনাপন কৌঁসুলী লইয়া মিঃ ডুয়েলের সম্মুখে উপস্থিত হন। তখন প্রশ্ন উঠে যে, দায়রা জজ হানলাওয়াল্ডর অধিকার রেঙ্গুন পুলিস আদালতের উপর আছে কি না।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরোগচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জনাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীধৃতধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী – শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অক্ষয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগৰ্ভার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলনরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৪ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬ ২১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৪ঠা জুন ইং ১৯৩২ শনিবার | ৭৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

তারমায় প্রচারকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বলেন,—

কর্দ্দমের পত্নী দেবহূতি মনুর কন্যা। মনুকন্যা নারদের কাছ হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তখন তিনি বলিয়া ছিলেন বৈষ্ণবকে পতিত্বে বরণ কর। নারদের উপদেশ অনুসারে দেবহূতির পিতা, মাতা, কন্যা দেবহূতিকে কর্দ্দম ঋষির করে সমর্পণ করেন। তিনি দেহেন্দ্রিয়ের সুখপিপাসা পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশবর্ষ কাল কর্দ্দমের সেবা করিয়াছিলেন। সেই সেবা ফলে কর্দ্দম ঋষি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সঙ্গ দান করিয়া ছিলেন। তাহার ফলে দেবহূতি চারটী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে কপিলদেব দেবহূতির গর্ভে উদিত হইয়া ছিলেন। কপিলদেব মাতৃ-কুক্ষিতে থাকা কালে কর্দ্দম ঋষি তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বা তাঁহার অভীষ্ট দেবতার সন্তোষ বিধানার্থে পুনরায় নির্জ্জন বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন দেবহূতি আর্ত্তনাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কর্দ্দম ঋষি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অভয় দান করিলেন, বলিলেন তুমি দুঃখিত হইও না তোমার গর্ভে যে সন্তান আছে সে-বালক সামান্য বালক নয়, সাক্ষাৎ ভগবান্ কপিলদেব। তোমার অসন্তোষের কিছুই নাই, তাঁহার নিকট হইতে তোমার আত্ম-মঙ্গলের যাবতীয় উপদেশ পাইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তদীয় অভীষ্টদেবের মনোভীষ্ট-প্রচারক প্রবরগণের অন্যতম পরমপূজ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ গত ৩১শে বৈশাখ তমলুক থানার অন্তর্গত ভাণ্ডারবেড়্যা গ্রামবাসী পরম শ্রদ্ধালু ভাগবত শ্রীল রত্নেশ্বর রায় মহাশয়ের ভবনে শুভ-বিজয় করেন। তিনি উক্ত পণ্ডিতবরের সহিত পাষণ্ডদলন ও পতিতোদ্ধারণ লীলা-প্রচারমুখে আহূত ও অনাহূত ভাবে প্রতি দ্বারে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া রত্নেশ্বর বাবুর সৌজন্যে ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া চারিদিন যাবৎ শত শত শিক্ষিত ও গণ্য মান্য গ্রাম্যপ্রধান সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণের সমক্ষে গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয়াদি বর্ণন করেন। রত্নেশ্বর বাবু বৈষ্ণবোচিত সেবাপরায়ণতার ও আন্তরিকতার জন্য তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আশাকরি গৌর-সুন্দর সত্বরই তাঁহাকে অন্তরঙ্গ সেবায় নিয়োগ করিবেন।

উক্ত গ্রামবাসী 'কাকগেছ্যা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের' প্রধান শিক্ষক সজ্জন-প্রবর শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র জানা বি, এ. মহাশয় তদীয় ভবনে বিশিষ্ট জনবর্গের এক বিরাট সভার আয়োজন করিয়া ত্রিদণ্ডি-স্বামীর শ্রীমুখে প্রায় ৩ ঘণ্টা ব্যাপিনী শুদ্ধ-হরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক এতদূর মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন যে, ক্রোশাধিক দূরস্থিত পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র জমিদারীর অন্তর্গত সমগ্র প্রজাবর্গকে বিশুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করাইয়া সমুদয় কলুষ দূরীভূত করিতে ও তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধানার্থ অতি বিনীতভাবে আহ্বান করেন। স্বামীজী মহারাজ সপরিকরে অন্যান্য গ্রামে প্রচারক্রমে তাঁহার নিকটে নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইতে না পারিলে তাঁহার বলবতী উৎকণ্ঠা তাঁহাকে পুনরায় স্বামীজীর সহিত সুদূর গ্রামে সাক্ষাৎ করায়।

অনন্তর স্বগণসহ স্বামিজী মহারাজ ৭ই জ্যৈষ্ঠ চিক্‌চন্দোনা উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে সাগ্রহে বিদ্যালয়ের কার্য্য অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করাইয়া ভক্ত-গণকে স্থান প্রদান করেন এবং হরিকথা শ্রবণার্থ প্রায় ১০।১২ খানি গ্রামের সজ্জন-বর্গকে সমবেত করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় প্রায় ৭।৮ শত স্ত্রীপুরুষ সমবেত হইয়া রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। পরদিবস হইতে অহোরাত্র অবিরল ধারায় বারিপাত সত্ত্বেও গোকুলবাবুর উদ্যম ও আগ্রহে প্রত্যহ স্বামিজীর বাসস্থানে বহু-জিজ্ঞাসু আগমন পূর্ব্বক অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন। আবার তিনি সপরিকর স্বামিজী মহারাজের সর্ব্ববিধ সেবাসৌষ্ঠব বিধান ও দৈন্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত সৎকার করিয়াছেন। সামান্য পল্লীগ্রাম মধ্যে এইরূপ পুণ্যকালের আদর্শ ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার প্রজাবর্গের প্রকৃত মঙ্গল প্রদানে এতদূর সমুৎসুক ইহা বর্ত্তমান যুগে অত্যন্ত সুদুর্লভ হইয়াছে। গোকুলবাবু শুদ্ধহরি-জনসেবায় তদীয় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সমগ্র মানবজাতির নিকট সত্যযুগের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহাকে নিত্যকল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করুন।

তমলুকপ্রদেশে হরিকথা প্রচারকার্য্যে সহায়কগণের অন্যতম খড়িডাঙ্গর গ্রাম-নিবাসী শ্রীল কুমুদেশ মহাপাত্র মহাশয়ের অপার চেষ্টা অতীব ধন্যবাদার্হ। তাঁহার সুযোগ্যপুত্র শ্রীমান্ কালাচাঁদ মহাপাত্রকে স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে সেবাকার্য্যে দিয়া প্রকৃত হরিজনোচিত কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীমান্ কালাচাঁদ মহারাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া নিরলসভাবে ও নিষ্কপটে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া প্রাণপণে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বহুল প্রচারকার্য্যে প্রায় সপ্ত দিবস যাবৎ সর্ব্বাপেক্ষা সেবানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ বহুস্থানে আমন্ত্রিত হইলেও সময়াভাববশতঃ তিনি সমস্ত স্থানে প্রচার করিতে পারিতেছেন না। এতদ্-ঞ্চলে বহু লোক এই প্রচার ফলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার ও আচার্য্যদেবের প্রতি সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন, এবং বিভিন্ন গ্রামে ঐ বাণীর স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণার্থ অনুরোধ করায় স্বামিজী বিদ্যাসাগর প্রভুর উপর ভারার্পণ করিয়াছেন। অনেকে শীঘ্রই জগদ্‌গুরু শ্রীআচার্য্যদেবের কৃপাগ্রহণার্থ সমুৎসুক আছেন।

শ্রেয়ঃকথা

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু, তাঁহার সম্যক্ প্রকারে আনন্দ বিধানের নামই—'আরাধনা' এবং ইহা জীবমাত্রেরই শুদ্ধস্বরূপের নিত্যা বৃত্তি। ভুক্তি বা মুক্তিসুখস্পৃহা জীবাত্মস্বরূপের স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের বৃত্তি। উহাতে ঔপাধিক প্রয়োজনসাধন-নিমিত্ত যে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছার একটা বাহ্য অভিনয় মাত্র দেখা যায়, তাহা কখনই কৃষ্ণারাধনা নহে। সেইজন্য মহাজনগণ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, কর্ম্মজ্ঞানাদি অনাবৃত, কৃষ্ণোদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তিময়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনকে 'উত্তমা ভক্তি' নাম দিয়া তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে আবার কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ", ভক্তি ব্যতীত আর কিছু দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার উপায় নাই। 'ভক্তি' ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞানাদিকে যাঁহারা ভগবৎ প্রাপ্ত্যুপায় বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা ঈশ্বর, জীব ও মায়াতত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন।

শ্রীভগবানের জীবস্বরূপা পরা প্রকৃতি-সম্ভূতা জৈবজগতের উৎপত্তি অবধিই যে একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আকর্ষক কৃষ্ণ এবং আকৃষ্ট জীবের মধ্যে সেই 'আকর্ষণ' নাম্নী বৃত্তিটীর প্রকাশই যে 'ভক্তি' নামধেয় এবং "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইহা যে স্বয়ং ভগবানেরই শ্রীমুখ-বাক্য, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অনুমান প্রমাণাদিকে সম্বল করিয়া তর্কাশ্রয়ে যাঁহারা শ্রীভগবান্ ও তদ্ভজন সম্বন্ধে নানারূপ বিচার উত্থাপন করেন এবং নিজেরা যাহা বুঝিয়াছেন তাহাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখেন, তাঁহাদের সহিত বৃথা বাক্যবিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিবার পক্ষপাতী আমরা নহি। জন্মজন্মান্তরীণ পুঞ্জীভূত সুকৃতি ফলে নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ব্যতীত অনাদি-বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব আমাদের ভগবান, ভক্ত ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার শেষ হয় না। শ্রীভগবান্ কে, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি, সম্বন্ধ কিছু থাকিলে তৎপ্রাপ্তি অভিধেয় কি এবং তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনীয় প্রয়োজনই বা কি—এ সকল বিষয়ে অজ্ঞতা ব্যতীত আর না সম্বন্ধে নানারূপ মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। সদ্গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন বিচার শ্রবণ করিতে থাকিলেই আরাধনার বিচার সুবোধ্য হয়।

ভাগবত-প্রসঙ্গ

(৫)

বেদ যাহা কিছু প্রতিপাদন করেন, ইতিহাস পুরাণও তাহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, বেদও যেমন অপৌরুষেয় ইতিহাস পুরাণও সেইরূপ অপৌরুষেয়। বিশিষ্ট-একার্থপ্রতিপাদক পদকদম্বের অপৌরুষেয়ত্বহেতু বেদ ও ইতিহাস পুরাণাদিতে কোন ভেদ না থাকিলেও ঋগাদি বেদের উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য থাকায় এবং ইতিহাস-পুরাণাদির ঐরূপ কোন বৈশিষ্ট্য না থাকায় যাহা কিছু ভেদ লক্ষিত হয়।

মাধ্যন্দিন শ্রুতিতে যাজ্ঞবল্ক্যের স্বপত্নী মৈত্রেয়ীর প্রতি "অরে মৈত্রেয়ি! ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি সমস্তই সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বাস হইতে নির্গত হইয়াছে" এইরূপ উক্তি হইতেও পুরাণাদির বেদাভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত মহাভারতেতিহাসকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে। সামকৌথুমীয় শাখায় ছান্দোগ্যোপনিষদেও (৭।১।২) উক্ত হইয়াছে—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্॥" অর্থাৎ হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ এবং প্রসিদ্ধ বেদ সকলের মধ্যে যাহা বেদ বলিয়া গণ্য, এরূপ ইতিহাস পুরাণাখ্য পঞ্চমবেদ অধ্যয়ন করিতেছি।" এইরূপে সর্ব্বত্রই ইতিহাসপুরাণাদির বেদাভিন্নত্ব প্রসিদ্ধ।

বায়ুপুরাণে ইতিহাস পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলিবার একটা বিশেষ কারণ এরূপ বর্ণিত আছে যে, অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা—এই ঋত্বিক্চতুষ্টয় যথাক্রমে যজুঃ, ঋক্, সাম ও অথর্ব্ববেদ হইতে তাঁহাদের চাতুর্হোত্র যজ্ঞ কর্ম্ম নিষ্পাদন করেন বলিয়া ঋষিদিগকে চতুর্ব্বেদ এবং ইতিহাস পুরাণাদি দ্বারা সেই কার্য্য-নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হয়। সুতরাং যাহারা বেদ হইতে ইতিহাসপুরাণকে ভেদবুদ্ধি করেন, তাঁহারা বেদবিরোধী অসুর-পর্য্যায়ে পরিগণিত। [illegible] বেদগ্রন্থের দুই এক শাখা মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ নিরূপণ করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনতার কার্য্য। অচিন্ত্য বিষয়কে প্রাকৃত চিন্তার অন্তর্গত করিবার ধৃষ্টতা করিতে গিয়া তাহার মধুপুষ্পিত বাক্যে জড়ীভূতমাত্র হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু লভ্য হয় না। এজন্য মহাজনগণ সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত নামক নিগমকল্পতরুর সুপক্বফলই আস্বাদন করিতে বলিয়া থাকেন।

মৎস্যপুরাণে পুরাণসকলের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিভাগ কথিত হইয়াছে। পুরাণসকল ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্নাভিন্ন কথাময় হইয়াছেন। সাত্ত্বিক কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজসিক কল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য এবং তামসিককল্পে অগ্নি ও শিবের মাহাত্ম্য অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমোময় সঙ্কীর্ণ কল্প সকলে সরস্বতীর ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ('সরস্বতীর' শব্দে নানা বাণ্যাত্মক সরস্বতী দ্বারা উপলক্ষিত নানা দেবতার এবং 'পিতৃগণের' শব্দে 'কর্ম্ম পিতৃলোক' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য প্রতিপাদিত পিতৃলোকপ্রাপক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইয়া থাকে)। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে—বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবত পুরাণ, গরুড় পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহ পুরাণ—এই ছয়টি সাত্ত্বিক পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টী রাজসিক এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টি তামসিক পুরাণ। বিভিন্ন অধিকারিভেদে এইরূপ সাত্ত্বিকাদি ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস পুরাণসকলের মধ্যে শ্রীহরির মাহাত্ম্য-প্রধান সাত্ত্বিক পুরাণসকলই শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত শুদ্ধভক্তি-রসময় পরমহংসকুলোপাস্য সর্ব্ববেদান্তসার পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বপ্রধান।

সত্ত্বাদি গুণতারতম্য বিচারে সাত্ত্বিকাদি পুরাণসকলের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয় করিতে গেলেও অসঙ্গত হইবে না, যেহেতু 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্' অর্থাৎ সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, 'সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্' অর্থাৎ সত্ত্বগুণই ব্রহ্মদর্শনের দ্বার ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে যখন গুণতারতম্য-বিচারে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তখন পরমার্থ অর্জ্জনের নিমিত্ত যে সাত্ত্বিকপুরাণসকলের শ্রেষ্ঠতা নিরূপিত হইবে তদ্বিষয়ে আর কথা কি? সেই সকলের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতাভিধেয় পুরাণরাজ—"পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ" অর্থাৎ অতিশয় পূর্ণ। এই অতিশয় পূর্ণতা সম্বন্ধে গরুড়পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, ভারতার্থের নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ বেদার্থের বিস্তারক, দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত শতবিচ্ছেদসংযুক্ত, (অর্থাৎ ৩৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত) অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক আবির্ভূত গ্রন্থরাজরূপে বর্ণনপূর্ব্বক তাহাকে "পুরাণানাং সামরূপঃ" বাক্যে বেদসকলের মধ্যে যেরূপ সামবেদ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপে পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রীনারদীয় পুরাণ বলিয়াছেন—
"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥" অর্থাৎ হে বরাননে, আমি বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থকে অধিক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কারণ, সকল বেদই পুরাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বেদ যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা পরোক্ষে বলিয়াছেন। তাঁহার উপক্রম উপসংহারের সামঞ্জস্য না থাকায় অর্থবোধ বড়ই দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিসকল বেদের প্রকৃত অর্থ-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবতানুগত্য ব্যতীত বেদ বুঝিতে গিয়া উহার শুদ্ধভক্তি-তাৎপর্য্য ব্যতীত বিপরীত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া বসে। শ্রীমদ্ভাগবতে বেদার্থ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টীকৃত। সুতরাং কলিতে অজ্ঞানান্ধ জীবগণ সংসদর্শন ছাড়িয়া বেদ-দর্শন লাভ করিতে হইলে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতার্কেরই শরণ গ্রহণ করুন। "ভদ্রসামৃতপূর্ণা নাস্তি সাম্প্রতিঃ কচিৎ।"

স্কন্দ-পুরাণে পুরাণশিরোমণি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,
"শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ॥
যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"

অর্থাৎ "এই কলিকালে যাহার গৃহে ভাগবত নাই, তাহার আর অন্যান্য শত-সহস্র শাস্ত্র সংগ্রহের কি সার্থকতা আছে? এই কালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত নাই, তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়াই গণ্য করা যায় না, বিপ্র হইলেও সে চণ্ডালাধম। হে নারদ, কলিকালে যে যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, সেই সেই স্থানে দেবগণের সহিত ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং আবির্ভূত হন। যে ব্যক্তি প্রযতাত্মা হইয়া নিত্য ভাগবত-শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল লাভ করেন।"

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাব নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির প্রভাব এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই মূল্যবান গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব জীবনচরিত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট। পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী অনুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আধাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনানন্দীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস।' গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে শেষ হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষরে) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিষয়সক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাস্ত্র-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামভার্গবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীহরি স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবিম্রাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনাম কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্ভার। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিধবাচিত্তবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাড়াজোল রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাপ্তি (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, রঘুনাথ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি গুরুত্বব্যাবৃত্তসহ বহুল উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এবং গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের স্থানাদি নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সমুদ্ধৃত শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি অনুশীলন করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এত-দূর সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি শ্রীমদ্ মহোদয়-সম্পাদনকালে এই গ্রন্থানুক্রমণিকা সংযোজিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষেপ আশয়সহ পারপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্ বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লাহোর কর্ম্মীদের দণ্ড

প্রকাশ পাঞ্জাব কংগ্রেসের ৩৩তম অধিনায়ক [illegible] সহধর্ম্মিণী শ্রীমতি শীলা দেবী ও শ্রীমতি রামপিয়ারীর মামলার রায় প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে ৩ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। প্রথমোক্তকে "বি" ও শেষোক্তকে 'সি' শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

"প্রতাপের" স্বত্বাধিকারী মহাশয় কৃষ্ণের পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, ডাঃ প্যারীলাল ও আর ৪ জন শ্রীমতী শীতা দেবীর সহিত গত ১৫ই তারিখে গ্রেপ্তার হন তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, শোভাযাত্রা বাহির করার ও আনারকলিতে পিকেটিং করার। শ্রীযুত নরেন্দ্র ও আর ৪ জন ৪ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং ১৫ জন মুক্তি পাইয়াছেন।

বাঁকুড়ায় পুলিসের ঘাটি

প্রকাশ, সম্প্রতি পুলিস বাঁকুড়া জিলার কর্ম্মী শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র পালিতের বাড়ী দখল করিয়াছে। সেখানে কয়েকজন পুলিস সব সময়ের জন্যই অবস্থান করিতেছে। সুশীল বাবুর বাড়ীর পুকুরে গ্রামের বহু ভদ্র মহিলাকে স্নানাদি করিতে হয়। এই বাড়ী পুলিসের ঘাটিতে পরিণত হওয়ায়, তাহাদিগের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

কমন্স সভায় স্যার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছেন,—সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হেতু যদিই গভর্ণমেন্ট হিন্দু মুসলমান একযোগে কার্য্য করিবেন না, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।

লরেন্স মূর্ত্তিভঙ্গের মামলা

লর্ড লরেন্সের প্রস্তরমূর্ত্তি স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া দিবার অভিযোগে লাহোরের ৪ জন শিখের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে। গত ৩০শে মে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওইসের এজলাসে সে মামলার আর একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

সরকারী সাক্ষী একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ কজিন জেরায় বলিয়াছেন, প্রস্তরমূর্ত্তির সংস্কারের জন্য ১২ শত টাকা লাগিবে বলিয়া একটা অনুমানিক হিসাব পেশ করা হয়। কিন্তু সরকার ৭৫০ টাকার ঠিকার প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রকাশ, জিন্নাৎ নেসা বিবি শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহার স্বামী হচি মহম্মদ ও তাহার ভ্রাতা নূরমহম্মদের বিরুদ্ধে গত বুধবারে একটি মামলা উপস্থিত করিয়াছে

মকদ্দমার বিবরণে প্রকাশ, ফরিয়াদী উপযুক্ত সময়ে খাদ্য প্রস্তুত করিতে না পারায় আসামীদ্বয় উত্তপ্ত লৌহদণ্ড দ্বারা তাহার অঙ্গে সেঁকা দিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণের বিরুদ্ধে সমন জারির আদেশ দিয়াছেন।

পাটনা ষড়যন্ত্র মামলার রায়

পাটনা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডাদেশে দণ্ডিত সুরজনাথ চৌবের পক্ষ হইতে পাটনা হাইকোর্টে আপীল করা হয়। প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ দালের নিকট উক্ত মামলার শুনানী হয়। গত ২১শে বিচারপতিদ্বয় উক্ত আপীলের আবেদন সম্পর্কে রায় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে আসামীকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে আদেশ দিয়াছেন।

মুসলমানে মুসলমানে সংঘর্ষ

বেরিলিতে জুলাহা ও ভিস্তি নামক দুই মুসলমান দলে সংঘর্ষ বাধিবার ফলে দুইজন নিহত ও দুইজন গুরুতর আহত হইয়াছে। প্রকাশ, একটা বালক একটা সুতার গুলি চুরি করায় অপর দলের লোক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়। ইহাতে সংঘর্ষের সূচনা হয়। উভয় দলের লোক ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া উপস্থিত হয়। একজন তৎক্ষণাৎ নিহত হয়। তিন জন গুরুতর আহত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক জনের হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে।

আটজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের নূতন ঋণ

প্রকাশ ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, আগামী ৬ই জুন হইতে ১৩ই জুন পর্য্যন্ত সরকার শতকরা সাড়ে পাঁচটাকা সুদে অপরিমিত টাকা কর্জ্জ করিবেন। নগদ টাকা, ট্রেজারী বিল বা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শতকরা ছয় টাকা সুদের বণ্ডের বিনিময়ে আটানব্বই টাকায় একশত টাকার মূল্যের নূতন ঋণ পত্র পাওয়া যাইবে। আগামী ১৯৩৮ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সরকার আলোচ্য ঋণ পরিশোধ করিবে।

মুক্তির পরে গ্রেপ্তার

প্রকাশ মজঃফরপুর, চন্দ্রশেখর সিং নামক জনৈক লোককে পাটনার ক্যাম্প জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাকে আবার রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়। হুকুম অমান্য করিবার জন্য এই নামের আরও একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পাটনা ক্যাম্প জেল হইতে পূর্ব্বোক্ত যুবকের সবিশেষ বিবরণ তারযোগে পাওয়ার পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

দেশীয় বণিকদের পত্রের উত্তরে ভারত সরকার

সম্মিলিত ভারতীয় বণিক সমিতি অটোয়া সম্মেলন সম্পর্কে ভারত সরকার সকাশে যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন ভারত সরকার তাহার উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, ভারতীয় বণিক সভা প্রকাশ্যে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন অটোয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। এ অবস্থায় সম্মেলনে সদস্যদের নামও তাঁহাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধিনির্ব্বাচিত হইবেন কিনা তাহা জানিতে চাহিবার অর্থ কি ভারত সরকার তাহা বুঝিতে অক্ষম। উক্ত পত্রে সম্মিলিত বণিক সমিতিকে আরও জানান হইয়াছে যে, বিলাতের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজ ব্যয়ে নিজেদের স্বার্থের নিমিত্ত অটোয়ায় নিজেরা প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধিগণ সম্মেলনের বৈঠকে স্থান না পাইলে বা সরকারী কাগজপত্র তাঁহাদিগকে দেখান না হইলে বিলাতের সরকার কোনও রূপে দায়ী হইবেন না। অটোয়া সম্মেলনের জন্য ভারত সরকার ছয় জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং শীঘ্রই কতিপয় পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হইবে। ইহার উপরে ভারতের কোন ও বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে যদি অটোয়ায় নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, ভারত সরকার আশা করেন, তাহা হইলে সরকার-মনোনীত ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রয়োজন মত তাঁহাদের সাহায্য পরামর্শ করিতে আনন্দ লাভ করিবেন। অবশ্য তাঁহাদিগকে কোনও বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিতে বা বৈঠক সংক্রান্ত কাগজ পত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া হইবে কি না তাহা সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন থাকিবে।

স্বহস্তে পত্নীর নাসিকা ছেদন

প্রকাশ গত ২০শে মে দিনাজপুর কলু নামক একজন মেথর তাহার স্ত্রীর নাক কাটিয়া থানায় গিয়া হাজির হয়। তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করান হইলে সে বলে, "ঘটনার দিন সকালবেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি, স্ত্রী বিছানায় নাই। তারপর তাহাকে আমার একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে পাই। ইতঃপূর্ব্বেও সে বহুবার এই ধরণের অপরাধ করিয়াছে। মেথরদিগের মধ্যে পঞ্চায়েৎ বসিয়াছিল, তাহারাও তাহাকে সংশোধন করিতে পারে নাই। এই ব্যাপারে আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছিল তাই এইদিন বাড়ী আসিয়া তাহাকে বিশেষভাবে প্রহার করি। তাহাতেও আমার রাগ না পড়ায় তাহার নাক কাটিয়া ফেলিয়াছি।"

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা করেন।

পুলিসের আচরণে ভারত সচিব

প্রকাশ গত ৩০শে মে কমন্স সভায় ভারতীয় পুলিসের অত্যাচারের কথা উঠিয়াছিল। বেনারসে ভারতীয় পুলিস ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা-সরমের হানি করিয়া মারপিঠ করিয়াছে, এই অভিযোগের উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছেন—"এ কথা সম্পূর্ণ অলীক"।

তারপর স্যার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছেন—ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে প্রকাশ, ঐ সকল স্ত্রীলোক, 'আজ' নামক একখানি ভারতীয় সংবাদপত্রের সহকারী ম্যানেজারের হস্তের ক্রীড়নক মাত্র ছিল। উক্ত সংবাদপত্রেই এই সকল অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, পুলিসের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ মিথ্যা। স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাসরমের হানি করা হয় নাই অথবা তাহাদিগকে মারপিঠ করা হয় নাই। রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পর্কেই ঘটনাটি উদ্ভাবিত হইয়াছে প্রতিশোধ লইবার জন্যই হউক অথবা পুলিস যাহাতে কংগ্রেসের রমণী ভলান্টিয়ারদিগকে কিছু না বলে এই উদ্দেশ্যেই হউক ব্যাপারটি গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল স্ত্রীলোকদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের কেহই নাই। একজন বাদে সকলেই হিন্দু বিধবা অসদ্ভাবে স্বামীঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

টেলি- শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৯তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৯, ৬ই জুন ১৯৩২

হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা

অগ্নিকাণ্ডে ৪০ খানি বাড়ী ভস্মীভূত

ডগলাস হত্যার জের

দেবালঙ্কার অপহরণে কারাদণ্ড

কারাগারে সাধুর মৃত্যু

"জনমতের" প্রকাশ বন্ধের আদেশ

মজুরদিগের ধর্ম্মঘট

রাজসাহীডাক লুঠ মামলার শুনানী

শ্বেতাঙ্গিনী হত্যার চেষ্টা

ম্যাজিষ্ট্রেটকে জুতা ও কিল ঘুষি

ক্ষুধার জ্বালায় শিশুহত্যা

নানা কথা

হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা

আমেদাবাদ জিলার মোদাশা গ্রামে হিন্দু মুসলমানে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। প্রকাশ, এক হিন্দু বালিকা রাজপথ দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় জনৈক মুসলমান তাহাকে স্পর্শ করে। ইহাতে স্থানীয় হিন্দুগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুসলমানকে আক্রমণ করে। সেই অঞ্চলের অন্যান্য মুসলমান তখন ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে এবং দাঙ্গা বাধিয়া যায়। যাহা হউক পুলিস অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করে।

কয়েকজন সামান্য আহত হইয়াছে; তন্মধ্যে একজন ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে।

ডগলাস হত্যার জের

মেদিনীপুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কলিকাতার সম্প্রতি যে দুই জন যুবককে (নিরাপদ মুখোপাধ্যায় ও অপর একজনকে) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, সশস্ত্র সার্জ্জেণ্টের পাহারায় গত ১লা জুন রাত্রিতে তাহাদের মেদিনীপুরে আনা হইয়াছে। তাহাদের ২রা জুন মধ্যাহ্নে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। তাহারা জেল হাজতে স্থান পাইয়াছে।

কারাগারে সাধুর মৃত্যু

রাজপুতানার অন্তর্গত ক্ষুদ্র রাজ্য শাহপুরা হইতে প্রকাশ যে, তথায় কারাগারে একজন সাধু হঠাৎ মারা গিয়াছেন। বহুদিন সাধুর প্রতি এরূপ সন্দেহ ছিল যে, বিপ্লবী দলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে। ফলে তাঁহাকে কোন রাজনৈতিক কারণে প্রায় এক মাস আগে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্বেতাঙ্গিনীকে হত্যার চেষ্টা

প্রকাশ, রেঙ্গুণে মিসেস ম্যাক্‌ফ্রিন নাম্নী জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনীকে হত্যা করিবার চেষ্টায় অভিযোগে ইসমাইল খাঁকে এবং তাহাকে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিবার অভিযোগে মোটরচালক অলিনকে পশ্চিম বিভাগের মহকুমা হাকিম দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। হাইকোর্টের দায়রায় উভয়েরই বিচার হইবে। বর্ত্তমান মাসের শেষে সম্ভবতঃ এই মামলার বিচার হইবে।

ক্ষুধার জ্বালায় শিশুহত্যা

অনাহারের বৃশ্চিক জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সংপ্রতি জনৈক স্ত্রীলোক একটী শিশুকে হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, জব্বলপুরে একটি শিশুর হাতে একখণ্ড রুটি দেখিয়া একজন দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতা স্ত্রীলোক তাহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। এই ব্যাপারে শিশুটি এমন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

মুক্তির পর গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত মহেন্দ্রমোহন রায় বি, এ, বোলাদির জমিদার শ্রীযুত রাজেন্দ্রমোহন রায় এম, এর পুত্র। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গত ১লা জুন তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে জেলের ফটকেই তাঁহাকে পুনরায় মীর্জ্জাপুর ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কান্দীতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

কান্দি হইতে প্রকাশ, শালগ্রাম পল্লীস্থিত কোনও একটি মসজিদের নিকটে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা লইয়া যে, সাম্প্রদায়িক কলহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কান্দীর মহকুমা হাকিমের সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করায় তাহা গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে নাই। তিনি গত ২৬শে ও ২৭শে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া উভয় পক্ষের মামলা লিখিয়া লইয়া মীমাংসার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন।

ভাগবত প্রসঙ্গ

(৭)

অতএব পরমার্থতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের সর্ব্বশাস্ত্রসার সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ শ্রীভগবানের পরমমঙ্গলময় শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা যে একমাত্র কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। তবে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, অহৈতুক কৃপাময় ব্যাস শুকাদি সর্ব্বজ্ঞ মহাজনগণের নিত্যমঙ্গলময়ী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করিয়া যদি আমরা তাঁহাদের অপেক্ষাও বেশী বুঝিবার দাম্ভিকতা বা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদের অজ্ঞতার জন্য আমরাই শ্রীভগবৎকৃপালাভে বঞ্চিত হইলাম। শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীভাগবতরূপে উদিত হইয়া কলিজীবকে যে অযাচিত কৃপা বিতরণ করিতেছেন, সেই কৃপালাভে বঞ্চিত হওয়ার ন্যায় জীবের দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে। যাঁহার আশ্রয় গ্রহণে জীব মুক্তকাম হইয়া পরানন্দের অধিকারী হইতে পারেন, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণে চেষ্টিত না হইয়া বাক্‌তাণ্ডব করিয়া কি ফল হইবে? সদ্গুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রবণ কীর্ত্তন সেবা ব্যতীত আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। যাঁহারা ইহাতে কুতর্ক উত্থাপন করিতে চাহেন করুন, কিন্তু আমরা যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই নিষ্কপট সেবা নিরন্তর প্রার্থনা করিতে থাকি। ভাগবত-সেবা পাইলেই আমরা ধন্য হইব।

গত ২৮শে চৈত্র রবিবার তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে আমাদের ৮৩শ সংখ্যক নদীয়া প্রকাশের প্রাকৃতভজন পাঠান্তে উক্ত শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী নামক জনৈক গোস্বামীপুত্রের কীর্ত্তি পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ইহাই কি তাঁহার নামের সার্থকতা? শ্রীবার্ষভানবী-দেবীর বিনোদন কার্য্য কি প্রাকৃতেন্দ্রিয় তর্পণ পিপাসা? শুনিতে পাই, তিনি নাকি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া বেড়ান? এই কি তবে তাঁহার ভাগবতপাঠের ফল! অধর্ম্মরাজ কলির প্রিয় নিবাস জাতরূপের নেশা না কাটিলে কি আর স্বরূপের রূপানুগত্যে রতি জন্মায়? প্রাকৃত পাণ্ডিত্য দ্বারা যদি ভাগবত পঠন পাঠন করা যাইত তবে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর পণ্ডিত দেবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন না—

* * বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবতের অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥

তবে ভাগবতপাঠে অধিকারী কে? তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন কহিতেছেন,—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার॥"

ভাগবত বেদান্ত সূত্রের শ্রীমাধ্বভাষ্য ধৃত শ্রুতি বলেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"—অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রে সেই ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" সুতরাং শ্রীভগবানে পরানুরক্তির নাম ভক্তি হইলে এবং একমাত্র সেই ভক্তি দ্বারাই ভাগবতার্থ গ্রাহ্য হইলে আমাদের শৌক্র ব্রাহ্মণব্রুবত্ব' শৌক্র গোস্বামীত্ব, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির মদমত্ততার স্থান কোথায় থাকে?

কর্ম্মিগণের ক্রিয়াকাণ্ডবহুল ফলভোগতাৎপর্য্যপর যাগযজ্ঞের ন্যায় ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন একটী ব্যাপার নহে। "তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ"—সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে মনুষ্যের স্বরূপ জাগরিত হইয়া উঠে; তিনি তখন আত্মার নিত্যবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিরসের আস্বাদন সৌভাগ্য লাভ করায় তাঁহার জড়রসতৃষ্ণা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয়, মুক্ত ভাগবত-স্বরূপ শ্রীস্বরূপরূপানুগ সাধুজন সঙ্গে শ্রীভগবানের নাম-রূপ গুণ পরিকর বৈশিষ্ট্য-লীলানুকীর্ত্তন-স্মরণাদিতে নিখিল কাল যাপনই তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক কৃত্য হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবতই জীবের সর্ব্বমঙ্গল-প্রদাতা, "তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।"

প্রকৃত আশীর্ব্বাদ কি

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী)

হরিভজন না করিলে জীব কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী হইয়া পড়ে। তাহারা অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, বিদ্যা প্রভৃতি নশ্বর বস্তু কামনা করে। যাহাদের ঐ সকল বস্তুর অভাব নাই তাহাদিগকেই ভাগ্যবান মনে করে, তাই নিজেরাও ঐ প্রকার ভাগ্যবান্ হইবার আশায় সাধুগণের নিকট ঐরূপ আশীর্ব্বাদেরই (ধন পুত্রাদি বৃদ্ধি হউক, রূপবতী ভার্য্যা লাভ হউক ইত্যাদি) প্রার্থী হইয়া থাকে এবং তথাকথিত সাধুগণও আশীর্ব্বাদের ছলে লোক-বঞ্চনা করিয়া থাকে।

যে বস্তু দু'দিন পরে নষ্ট হয়, যাহা ক্ষণিক আনন্দ দিয়া পরে শোক দুঃখের কারণ হয়, সেইরূপ বস্তু পাইলেও জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয় না। সুতরাং সেরূপ 'বস্তু লাভ হউক' ইহা বলাকে আশীর্ব্বাদ বলে না। লৌকিক বিচারে, মায়ামুগ্ধ জীবের বিচারে উহা আশীর্ব্বাদ হইলেও পারমার্থিক বিচারে বরং অমঙ্গলেরই কথা; কারণ, প্রকৃত ধনে ধনী হইতে না বলিয়া অধন লাভ হউক বলা হইতেছে।

আমরা প্রকৃত আশীর্ব্বাদ কি তাহা না বুঝিয়া অমঙ্গলের কথাকেই আশীর্ব্বাদরূপে বরণ করি; তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রকৃত আশীর্ব্বাদ কি তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নগরভ্রমণকালে দিব্যরূপ বিস্তার পূর্ব্বক দেবগণকেও মোহিত করিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন—চল এখন শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ী যাই। শান্তিপুর যাইতে মধ্যপথে গঙ্গার নিকটস্থ ললিতপুর গ্রামে এক গৃহস্থ সন্ন্যাসী(?) আছে। পথের পার্শ্বেই তাহার ঘর দেখিয়া গৌরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বাড়ীটী কাহার? নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন—একজন সন্ন্যাসীর গৃহ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে উভয়েই হাসিতে হাসিতে সেই গৃহে উপস্থিত হইলে, শ্রীগৌরসুন্দর মানদধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য সন্ন্যাসীকে (?) প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরহরির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অলৌকিক রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন—"ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যা-লাভ।" ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকৃত আশীর্ব্বাদ কি জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য বলিলেন—

প্রভু বলে গোসাঞি এ নহে আশীর্ব্বাদ।
হেন বল তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ॥
বিষ্ণুভক্তি আশীর্ব্বাদ অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি তোমার যোগ্য নয়॥

নিজেকে বিজ্ঞ অভিমানী সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বলিল—ভাল কথা বলিলে লোক ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে যায় ইহা কেবল শুনিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখিলাম—এ ব্রাহ্মণ-বালকের সেইরূপ ব্যবহার দেখিতেছি, ইহাকে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়া ভাল ভাল বর-দান করিলাম তাহা শুনিয়া আমাকে ভাল বলা ত' দূরের কথা উল্টে আবার আমাকে দোষ দিতেছেন। ইহা বলিয়া তিনি মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে ব্রাহ্মণ কুমার! তুমি আমার আশীর্ব্বাদের নিন্দা করিতেছ কেন? পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ উত্তম কামিনী ও বহু কনক সম্ভোগ করিতে না পায় তবে তাহার জীবন বৃথা। সুতরাং আমি এমন সুন্দর বর দিলাম তাহাও নিন্দা করিতেছ? যদি তোমার কেবল বিষ্ণুভক্তি হয়, কিন্তু ধন না থাকে তবে কি খাইবে বলত?

অজ্ঞ সন্ন্যাসীবরের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কপালে হস্ত দিয়া হাস্য করিতে করিতে সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে নিম্নলিখিত অমূল্য উপদেশামৃত দান করিয়াছেন—

ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়॥
শুন শুন সন্ন্যাসী গোসাঞি যে কহিব।
নিজ কর্ম্মে যে আছে সে আপনে মিলিব॥
ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।
বল তার ধন বংশ তবে কেন মরে॥
জ্বরের নিমিত্ত কেহ কামনা না করে।
তবে কেন জ্বর আসি পীড়য়ে শরীরে॥
শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু কর্ম্ম।
কোন মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম॥
বেদেও বলয়ে স্বর্গ বলে জনা জনা।
মূর্খ প্রীতি যে হয় বেদের করুণা॥
বিষয় সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ॥
চিত্ত বুঝি কহে বেদ বেদের কি দোষ॥
ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে।
শুনিয়া চলয়ে সব বেদের কারণে॥
যে তে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥
এই বেদ অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয় সুখে মজে॥
ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি।
কৃষ্ণ ভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই॥

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙ্গে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসি[ন্ধু]

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তাহারই জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৩॥ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে ... শত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

[শ্রী]চৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও উৎসঙ্গ শ্রীমহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সব পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এ পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়' 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি বক্তৃতারত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড লোকাপেক্ষতা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, ব্যাসপূজায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়কটিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বহির্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড— শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹, মাসিক ১৲ নগদ ৻৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৫৲, অর্দ্ধকলম ৩৷৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম. এস. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও

টেলি— — নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৭ই জুন ১৯৩২

নানা কথা

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া, ৬।৬।৩২

গতকল্য বেলা প্রায় ২ টা হইতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঐ সময় মায়াপুর গ্রামে এমানালি মণ্ডল নামক জনৈক মুসলমান গ্রামবাসীর ৫।৬ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা বাটীর নিকটবর্ত্তী একটী পুষ্করিণীতে একাকী স্নান করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া মারাগিয়াছে। প্রায় সাড়ে তিনটার ৩॥ সময় বৃষ্টি থামিলে অনুসন্ধান করিতে করিতে পুষ্করিণীতে মৃত অবস্থায় তাহাকে পাওয়া যায়।

অমৃতসরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, গত ৩রা মে নরসিং দাস সেনের লালা দৌলতরামের বাড়ীতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে প্রায় হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র দমকল আসিয়া আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করায় ব্যাপারটা বেশীদূর আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যে ভাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল তাহাতে হয়তো অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র গ্রাম ভস্মীভূত হইবে এই প্রকার আশঙ্কাই হইয়াছিল। কিন্তু, দমকলের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মকুশলতায় সেই আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

মাদ্রাজে অত্যধিক উত্তাপ

মোক্তার শ্রীযুত রমণীকান্ত রায়ের আত্মীয় শ্রীযুত নীরেন্দ্রকিশোর মজুমদারকে

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

ভারতীয় শ্রমিকদের প্রত্যাবর্ত্তন

অমৃতসরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বৃটীশ দ্রব্য বর্জ্জন প্রচারে দণ্ড

মাদ্রাজে অত্যধিক উত্তাপ

কুমিল্লায় ডাকাতের নৃশংস অত্যাচার

মেক্সিকোয় ভীষণ ভূমিকম্প

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল

প্যারিসে শ্রীযুত বিঠলভা

৩ জন মুসলমান অভিযুক্ত

সেনগুপ্তের ভ্রাতা গ্রেপ্তার

পুলিস অনুসন্ধান করিতেছে। স্থানীয় পুলিশ সেইজন্য গত ৩রা জুন প্রাতে উক্ত রমণীকান্ত রায়ের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে ওখানে প্রাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুত নীরেন্দ্র মজুমদারের পল্লীভবনেও পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে।

প্যারিসে শ্রীযুত বিঠলভাই

শ্রীযুত বিঠলভাই প্যাটেল স্বাস্থ্যহানি হেতু ভিয়েনায় চিকিৎসাধীনে ছিলেন। চিকিৎসার ফলে একটু সুস্থ হইয়া তিনি প্যারিসে আসিয়াছেন। শ্রীযুত বিঠল ভাই ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের একজন ভূতপূর্ব্ব স্পিকার। প্যারিসের সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণ তাঁহার প্রমুখাৎ ভারতের কিছু শুনিতে চাহিলে শ্রীযুত বিঠলভাই বলিয়াছেন—"পৃথিবীর চারিধার ঘুরিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

মেক্সিকোয় ভীষণ ভূমিকম্প

প্রকাশ, ভূমি-কম্পের ফলে মেক্সিকোয় বহুলোকের মৃত্যু হইয়াছে; নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা ষাটের অধিক। এইরূপ ভীষণ ভূমিকম্প গত দশ বৎসরের মধ্যে হয় নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। কয়েকটি সহর ও সহরগুলির নিকটবর্ত্তীস্থান বিলুপ্ত হইয়াছে। গুয়াদালাজারায় ক্ষতির পরিমাণও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই স্থানে ত্রিশজনের মৃত্যু হইয়াছে।

সেনগুপ্তের ভ্রাতা গ্রেপ্তার

পুলিস শ্রীযুত জে. এম, সেন গুপ্তের জনৈক ভ্রাতা শ্রীযুত ফণী সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়াছেন। তিনি শ্রীযুত নিবারণ দাশ নামে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য কোলিসহরে গিয়াছিলেন।

---

২ জন গ্রেপ্তার

সংপ্রতি পুলিস, দার্জিলিঙে গোল্ডেন মসজিদের সন্নিকটস্থ একটা বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি জিনিষ পাইয়াছে। সেই সমস্ত জিনিষের সাহায্যে বোমা তৈয়ারি করা হইত বলিয়া লোককে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় জেলায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৬ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬. ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ৭ই জুন ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ৮০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঠেকোচক নামক স্থানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজের আনুগত্যে শ্রীঅনাদিচরণ ব্রহ্মচারী এক বৃহৎ সভায় শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচারীজী নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন,—অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি বদ্ধজীব কোন দিনই তাহার বিবেক বুদ্ধি পাণ্ডিত্য সাহায্যে জানিতে পারে না। এমতাবস্থায় অযোগ্যতাসত্ত্বেও তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত কথাগুলির যতটুকু স্মৃতিপথে আছে তদংশবিশেষের আলোচনার প্রয়াস পাইব মাত্র। কারণ গুরুমুখনিঃসৃত শ্রৌত বাণীর অনুকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য।

শাস্ত্র বলেন,—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥

বিষ্ণুভক্ত হইয়া পাঁচদিন জীবনধারণও শ্রেষ্ঠ কিন্তু অবৈষ্ণব কল্পকাল বাঁচিলেও জগতের কোনপ্রকার মঙ্গল হয় না।

আমরা যাহারা হরিকথা শ্রবণ করিব তাহারাই অনুপস্থিত। দেহ উপস্থিত আছে বটে, তবে উৎকর্ণ মন অনুপস্থিত। মন এ সময় তাহার খেয়াল লইয়াই ব্যস্ত। হরিকথা যদি শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রবণ করি তবেই আমরা লাভবান্ হইব, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ না করিলে আমাদের শ্রবণ নিরর্থক হইবে।

[illegible]। কৃতকর্ম্মের ফল নশ্বর এবং সংসারপ্রাপক; সেগুলি বস্তুও নশ্বর। ধন, ঐশ্বর্য্য, দারা, পুত্রাদি সকলই অনিত্য। দেহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। জাগতিক বস্তুমাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বরশীল। আমাদের বাস্তব কর্ত্তব্যের অনুশীলন করিলে নিজেদের গন্তব্য পথ দেখিতে পাই। পরীক্ষিৎ মহারাজ সপ্তাহমাত্র জীবনকাল জানিয়া সেই অত্যল্পকাল মধ্যেই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেক মানবেরই নিত্য প্রয়োজনীয় এবং বাস্তব মঙ্গলপ্রদ কি তাহা জানা উচিত। দণ্ড্য জীব দণ্ডের কারণ জানিতে পারিলে তখন ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করি। আমরা অমৃতের সন্তান, নিত্য শাশ্বত বস্তুর মৃত্যুভয় কেন?

আমি কে? কেন আসিয়াছি? কতদিন থাকিব? এ সকল বিষয় এক সময়ও ভাবিয়াছি কি? ভেকগুলি বর্ষার জল পাইয়া আনন্দে কোলাহল দ্বারা যেমন মৃত্যুরূপী সর্পকে আহ্বান করে, আমরাও তদ্রূপ গ্রাম্য কথায় অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া মৃত্যুকেই সাদরে আহ্বান করিতেছি। কর্ম্মিত সম্বন্ধের পরিণাম আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, তবুও বিবেকের—প্রকৃত কর্তব্য বুদ্ধির উদয় হয় না। সাধুর মুখে আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিলেই আমাদের প্রকৃত কর্তব্য বুঝিতে পারিব। আমরা স্বীকার করি বা না করি আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া যাহাতে কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া পুনঃ পুনঃ এই সংসারবন্ধন নিগড়ে নিষ্পেষিত না হইতে হয় তজ্জন্য [illegible]-উপায়স্বরূপ সাধুগুরুর চরণে নিষ্কপটে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত মঙ্গল-লাভের উপায় শ্রবণ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে তৎপ্রতিপালনে যত্নশীল হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য।

কলিকাতা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ভক্তসঙ্গে শুদ্ধভক্তি প্রচারার্থ হাওড়া জেলার অন্তর্গত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুত গৌর অনুগ্রহ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে আগমন পূর্ব্বক ২৯শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উক্ত ব্যাখ্যা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই পরম প্রীতিলাভ করেন। তৎপর দিবস বাসুদেবপুর নিবাসী শ্রীনিবাস চন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে বহু শ্রদ্ধাবান ও ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার ব্রহ্মচারীজী থাগরা গ্রামে কবিরাজ শ্রীযুত জলেশ্বর মণ্ডল মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া এক বিরাট সভায় "মনুষ্য জীবনের কর্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজীর বাগ্মিতা এবং যুক্তিপূর্ণ [illegible] হৃদয়ঙ্গম করিয়া সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলী [illegible] বক্তৃতা [illegible] প্রকাশ করিলে পরদিন [illegible] পুনরায় সভার আয়োজন হইয়া [illegible], [illegible], [illegible] মনুষ্য জীবনের কর্তব্য যে একমাত্র আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা এবং তাহার একমাত্র উপায় [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করা, ব্রহ্মচারীজী [illegible] বুঝাইয়া দেন। [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভুর মুখারবিন্দে বাণী শ্রবণ করিয়া সদ্গুরু চরণাশ্রয়ের [illegible] উপলব্ধি করিতে পারেন এবং মনুষ্যজীবনে যে অশেষ [illegible] এবং [illegible] বুঝিতে পারেন। মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর আনুগত্যে শ্রীভগবানের আরাধনা করা একান্ত কর্তব্য।

ঐ দিবস সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য,—শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার বাগ বি এ কাব্যতীর্থ শ্রীযুত [illegible] মণ্ডল, শ্রীযুত উমাচরণ চক্রবর্তী, ডাঃ কে, এন্ হালদার এম, এ, [illegible] ডাঃ মতিলাল মণ্ডল প্রভৃতি।

পরদিবসও ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসি

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হয়; জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিত্র ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আধাবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে কার্ ... শত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজ আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সম্যালোচিত প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মী প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ... মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের কুসুমের সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা আকর্ষণীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ... বিবেক—প্রত্যেকেই এক একখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও পদ্যানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উদ্যাপনের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ত্রিসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশটি বক্তৃতা বক্ষে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীনবদ্বীপধাম মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী ব্রজভক্তানন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীগুরুপাদপদ্ম, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীভগবানের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনঃপাঠ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বদরূচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আধুনিক নিয়মে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥৹ আনা, প্যাকেট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

1—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অৰ্দ্ধকলম ৩॥৹

কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ, ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রশিক্ষা পাঠের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। গত বৎসর ছাত্রগণ উপাধির সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আশ্রম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ যক্ষা রোগে ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীনবীন কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার [illegible]) [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাউটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বীমা কোম্পানীর সহিত প্রতারণায় দণ্ডিত

লাহোর কয়েকটি বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে কয়েক সহস্র টাকা প্রতারণা করিয়া লওয়ার জন্য ৮ জন পুরুষ ও একটি নারীর বিরুদ্ধে যে মামলা দুই বৎসর যাবৎ চলিতেছিল। সে মামলার রায় বাহির হইয়াছে।

বিগত ১৯২৭ সালে আসামীগণ অমৃতসর ও পাতিওয়ালায় উক্ত বিষয়ে ষড়যন্ত্র করে। আসামী সাধুসিং স্বরূপদাস সিং নাম নামকে পাতিওয়ালার একজন সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা ও ভূস্বামীরূপে বর্ণনা করিয়া, ভারত বীমা কোম্পানীর নিকট ৩৫ হাজার টাকা, প্রভিন্সিয়াল বীমা কোম্পানীর নিকট ৩০ হাজার টাকা, এবং লক্ষ্মী ও অন্যান্য বীমা কোম্পানীর নিকট অনেক টাকার বীমা করে। কিছুকাল পরে উক্তনামা স্বরূপদাস সিং নিজের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনা করিয়া দেয়। মুদ্রাঙ্কিত পারো দেবী মহিন্দর কাউর—এই নাম গ্রহণ করিয়া মৃত সর্দ্দারের বিধবা পত্নীরূপে উক্ত বীমা কোম্পানীগুলির নিকট হইতে ঐ অর্থ আদায় করে।

স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রমানাথ লুথরা আসামী সাধুসিং, চমনসিং, অমরসিং এবং রামপ্রসাদকে ৫ বৎসর করিয়া এবং চানন্দর সেন ও নাথাসিংকে দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দুই বৎসর কাল সদ্ভাবে থাকিবার জামিন স্বরূপ পারো দেবীকে ২ হাজার টাকা দিতে হইবে। মঙ্গরাম ও লছীরাম খালাস পাইয়াছে।

দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলপথে খাদ সৃষ্টি

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ গত সাতদিন হইতে এখানে প্রত্যহ সকালে বৃষ্টিপাত হইতেছে। এই অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে গত ২রা জুন দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলপথের কয়েক স্থানে মাটি ধ্বসিয়া গিয়াছে। রেললাইন বেঁকে। প্রায় আটটি স্থানে খাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃহত্তম খাদটি দার্জ্জিলিং হইতে ১০ মাইল দূরে তিনধারার নিকট। ইহাতে রেলপথ বন্ধ হইয়া যায় এবং দার্জ্জিলিং মেলের পরবর্ত্তী ট্রেণের দুই ঘণ্টা বিলম্ব ঘটে। সমীপবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে কুলীরা আনিয়া পথ পরিস্কার করিবার পর, ট্রেণ পুনরায় চলিতে থাকে। কোনও জীবননাশ বা ক্ষতি ঘটে নাই।

প্রাতঃভ্রমণে গ্রেপ্তার

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, কুমিল্লা সত্য আশ্রমের যুবক কর্ম্মী শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদারকে ২রা জুন প্রাতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি সেই সময় ডিষ্ট্রিক্ট জজের বাসভবনের নিকটস্থ একটি পথে সাইকেলে করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই পথে লোকজন নিত্য চলাচল করে। প্রকাশ প্রাতঃভ্রমণের পর তিনি যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় প্রহরীরা সন্দেহবশতঃ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে এবং তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করে।

---

৬ জন মুসলমান অভিযুক্ত

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, খাঁ বাহাদুর আমানুল্লার হত্যাকাণ্ডের পর ৩১শে আগষ্ট তারিখে উকীল শ্রীযুত দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের বাটীতে লুটপাট করিবার জন্য ৬ জন মুসলমান অভিযুক্ত হয়। অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে তাহাদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ২রা জুন নরউইচে নরফোকের সহিত ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দফার খেলায় ভারতীয় দল ১ শত ৮১টি রান করিয়া সকলে আউট হইয়া যান। তাহার পর নরফোক দল খেলিতে নামিয়া প্রথম দফার খেলায় ৪৯টি রান করিয়া সকলে 'আউট' হন।

তাহার পর দ্বিতীয় দফার খেলা আরম্ভ হয়। ভারতীয় দল ১ জন 'আউট' হইয়া ৫০টি 'রান্' করিলে খেলা শেষ হয়।

নওগাঁওয়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা

নওগাঁও হইতে প্রকাশ, গত ১লা জুন সহর ও সহরতলীর উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে এবং বারম্বার ভীষণ বজ্রপাত হইয়াছে। প্রকাশ বজ্রাঘাতে নওগাঁও থানার অন্তর্গত গোলা গ্রামের ইলামদী প্রামাণিকের স্ত্রী, ভগিনী ও এক পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এই তিনজনই কি এক ঘরে ছিল; তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, মাতার ক্রোড়ে শায়িত একটী শিশু বাঁচিয়া গিয়াছে।

মহকুমায় ঝড়ে ৭ শত গাভী ও মহিষ নিহত হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে।

বৃটিশ দ্রব্য বর্জ্জন প্রচারে দণ্ড

প্রকাশ, চুচুড়ার নরেন পাল ও ভবতোষ দাস নামক দুইজন যুবক হুকুম অমান্য করিয়া একটা সভার অধিবেশন করিয়াছিল বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে এক মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহারা বৃটিশ দ্রব্য বর্জ্জন করিতে লোককে উৎসাহিত করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে আর এক দফায় অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সংপ্রতি তাহাদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ও এই দণ্ড একই সময় চলিবে।

কারাদণ্ড হ্রাস

ফেরোজপুরের জমাদার লীগের সেক্রেটারী সর্দ্দার মহীন্দ্র সিং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ও ১৫৩ এ ধারায় যথাক্রমে ১ ও ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। লাহোর হাইকোর্টে বিচারপতি শ্রীযুত দলীপ সিংহের এজলাসে এই মামলার আপীলের বিচার হইয়া গিয়াছে। সর্দ্দারজী আপীলেও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তবে তাঁহার দণ্ডের পরিমাণ প্রত্যেক ধারায় এক বৎসর করা হইয়াছে এবং উভয় দণ্ড একসঙ্গে ভোগ হইবে।

গাঁজার দোকানে পিকেটিংএ কারাদণ্ড

প্রকাশ আরামবাগের শ্রীযুত নলিনীকান্ত ঘোষ গাঁজার দোকানে পিকেটিং করায় তাঁহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। কংগ্রেসের শোভাযাত্রা বাহির করায় শ্রীযুত নন্দলাল নিয়োগীর প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই একই অপরাধের জন্য আরামবাগের শ্রীযুত হরিপদ নন্দীকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। বে-আইনী সমিতির সদস্য বলিয়া শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দের প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বৃটেনের ঋণ পরিশোধ যুক্ত রাষ্ট্রের সহিত একই সর্ত্তে

রাজকোষের অর্থনৈতিক পরিচালক মিঃ ইলিয়ট কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন। হুভারের স্থগিত ব্যবস্থা অনুসারে বৃটেনের যে ঋণ পরিশোধ এতদিন স্থগিত আছে, তাহা বার্ষিক শতকরা চারিমুদ্রা সুদ হারে সায় সুদ সবলক টাকা পুনরায় পরিশোধ করিতে হইবে। পরিশোধ করিবার সময় যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে যে সকল নূতন সর্ত্ত হইয়াছে, সেই সর্ত্তেই সকল দেশের সহিত কার্য্য চলিবে

কিশোরগঞ্জে খানাতল্লাস

প্রকাশ, নেত্রকোণায় রেলওয়ে পুলিশের সার্জ্জেণ্ট ডেনিয়েল সর্দ্দিগর্ম্মীর ফলে গত ২রা জুন নেত্রকোণায় মারা গিয়াছে।

মসলিপটমের সংবাদে প্রকাশ, সর্দ্দিগর্ম্মীর ফলে গত ২রা জুন মসলিপটমে ২ জন মারা গিয়াছে। উত্তাপের পরিমাণ ১৪৪ ডিগ্রী।

টেলিগ্রাফের তার কর্ত্তিত

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, বি, এন, ডবলিউ রেলপথের ভগবানপুর ও বিধুপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী টেলিগ্রামের তার কে বা কাহারা কাটিয়া দিয়াছে। একদল পাঞ্জাবী পুলিসকে উক্ত ষ্টেশনসমূহে মোতায়েন করা হইয়াছে। রাত্রিকালে তাহারা চৌকিদারদিগের সহিত রেললাইনের নিকট পাহারা দিয়া বেড়ায়।

ভারতীয় শ্রমিকদের প্রত্যাবর্ত্তন

নেগাপটম হইতে প্রকাশ, বি, আই, এস, এন, কোম্পানীর 'রোহনা' জাহাজ নেগাপটম বন্দরে নোঙ্গর করিয়াছে। মালয় প্রত্যাগত ১৪ শত ভারতীয় শ্রমিক এখানে অবতরণ করিয়াছে। জাহাজখানা প্রায় ১৩ শত ঐরূপ শ্রমিককে মাদ্রাজে লইয়া যাইতেছে। মালয় হইতে আসিবার পথে জাহাজে ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কুমিল্লায় ডাকাতের নৃশংস অত্যাচার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত দীননাথ ভাওয়ালের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার দিন রাত্রে প্রায় ৫০ জন সশস্ত্র ডাকাত গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহবাসীদের নির্ম্মমভাবে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করে। বৃদ্ধ ভাওয়াল ও তাঁহার পত্নী বিশেষভাবে প্রহৃত হন। তাহার পর ডাকাতেরা নগদে ও গহনায় ৩ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। প্রকাশ, শ্রীযুত ভাওয়াল কয়েকজনকে চিনিতে পারিয়াছেন, পুলিশ খোঁজ খবর লইতেছে

টেলি— শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৯, ৮ই জুন ১৯৩২

কৌশলে খুন

ট্রেণচাপায় দুইজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু

ঢাকা ট্রেণ-ডাকাতির জের

তার কাটার জের

কান্দী বোমার মামলা

নেহরুজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি

ভারতীয় বৈমানিকের কৃতিত্ব

পুত্রের অপরাধে পিতার দণ্ড

ভেন্স হত্যার মামলা

জরিমানা অনাদায়ে পিতার উপর নোটিশ

কনষ্টেবলের গৃহে বিস্ফোরণ

নানা কথা

কৌশলে খুন

কান্দী হইতে প্রকাশ, জয়ন্তপুর গ্রামের আলাই সেখকে খুন করা অপরাধে গিদ্ধু বিবি, তাহার স্বামী মুরু সেখ, মনু সেখ ও নিমিয়া সেখ দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। প্রকাশ যে, আলাই সেখ গিদ্ধু বিবির নিকট কুপ্রস্তাব করে। গিদ্ধু তাহার স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া আলাইকে রাত্রিতে ঘরে আসিতে বলে। সে ঘরে প্রবেশ করিলে মুরু প্রভৃতির কয়েকজনে তাহাকে খুন করে।

ঢাকা ট্রেণ ডাকাতির জের

প্রকাশ কায়েতটুলির শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে ঢাকা ট্রেণ ডাকাতির সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগকে ২রা তারিখে ২ শত টাকার জামানে খালাস দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কান্দী বোমার মামলা

প্রকাশ পুলিস কান্দী বোমার মামলার সম্পর্কে শ্রীযুত নিখিলরঞ্জন গুহ রায়, মধুসূদন সেন গুপ্ত, শিবকৃষ্ণ দাঁ উমাপদ সিংহ এবং কমলরঞ্জন দাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ৪ ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) এবং ৩৩৬ ধারা অনুযায়ী অভিযোগপত্র দাখিল করিয়াছে। মুর্শিদাবাদের জিলা জজ মিঃ বিক্তার আই-সি এস ১৩ই জুন তারিখে বহরমপুরে মামলার বিচার করিবেন। [illegible] প্রকাশ।

ভারতীয় বৈমানিকের কৃতিত্ব

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ রাজকৃষ্ণ রাও কুমারী আকেইকে সঙ্গে লইয়া একখানি 'জিপসীমথ' বিমানযোগে ভূপৃষ্ঠ হইতে পনর হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। বিমানপোতের আরোহীযুগল তথায় তীব্র শীত অনুভব করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণরাও কোননের রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছেন।

ভেন্স হত্যার মামলা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, ভেন্স হত্যার মামলার আসামী পক্ষের কৌশুলী হাইকোর্টে এক নূতন আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। এই আবেদনে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালত দায়রা জজ পুনর্বিচারের আবেদন গ্রাহ্য করিতে পারেন কি না।

সোমবার পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত থাকে এবং দায়রা জজ ৮ই জুন পর্য্যন্ত পুনর্বিচারের আবেদন শুনানী মুলতুবী রাখিয়াছেন।

কনষ্টেবলের গৃহে বিস্ফোরণ

ত্রিবেণী হইতে প্রকাশ, পুলিস লাইনে জনৈক কনষ্টেবলের গৃহে ভীষণ বিস্ফোরণ শব্দ শোনা যায়। এইরূপ শব্দকে এই দ্বিতীয়বার বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ বলিয়া সন্দেহ করা হয়। কেহই আহত হয় নাই।

পাঠশালার শিক্ষকের দুর্ব্বুদ্ধির জের

বরিশাল হইতে প্রকাশ আবদুল রহমান নামক জনৈক ব্যক্তি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আবদুল আজিজ নামক জনৈক ব্যক্তি মক্তবের শিক্ষক. প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নামে প্রেরিত ৬৮৶০ টাকার মণিঅর্ডার অসদুপায়ে আত্মসাৎ করে। পোষ্ট আফিসের ইন্সপেক্টরের অভিযোগ অনুযায়ী আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামী নিজের দোষ স্বীকার করে। বিচারে তাহার ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৭ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৮ই জুন ইং ১৯৩২ বুধবার | ৮১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভু গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাগাণ্ডা নামক গ্রামে জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "শ্রীঅম্বরীষ চরিত" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

— —

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বুরুল গ্রাম নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের আহ্বানে গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বুরুল গ্রামে শুভাগমন করেন, গঙ্গার ঘাট হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং ব্রহ্মচারিজীকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া জমীদার শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ মহাশয় অভ্যর্থনা করিয়া নিজ ভবনে লইয়া আসেন। ঐ দিবস জমীদার-ভবন-প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয় এবং ব্রহ্মচারী প্রভু 'সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে দার্শনিক সিদ্ধান্তপূর্ণ সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিলে সভাস্থ শিক্ষিত জনমণ্ডলী পরদিবসও অসমাপ্ত বিষয়টীকে সমাপ্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে পুনরায় একটী বিরাট সভার আয়োজন হয়। ঐ দিবস সভাতে ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ বাগ্মিতা দ্বারা এবং ওজস্বিনী ভাষায় সনাতন-ধর্ম্মই যে বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র সর্ব্বজীবের নিত্য পরম ধর্ম্ম তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন। সকলেই বৈষ্ণব দর্শনের সনাতনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সার্ব্বজনীনত্ব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দুই দিবস বক্তৃতার পর ব্রহ্মচারীজী ঐ স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজ-চরিত্র ক্রমাগত তিন দিবস পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। যে সকল ব্যক্তি পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

— —

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার জনৈক অজ্ঞাত কুলশীল যুবক 'বালক জগবন্ধু' নামে পরিচয় দিয়া কলিযুগপাবন তারকব্রহ্ম নামের—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই "হরে" স্থলে "হরি" বলিয়া প্রচার করত উত্তর বঙ্গ অঞ্চলের শাস্ত্রজ্ঞানহীন বহু সরল ধর্ম্ম বিশ্বাসীগণকে বিপথগামী করিতেছেন।

বালক পরিচায়ক, উক্ত যুবকের ভাবভঙ্গীতে সন্দিহান হইয়া মথুরাগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত হারমোহন রায় সরকার মহাশয় সন্দেহ নিরসনার্থ শ্রীশ্রীনবদ্বীপসিদ্ধান্তপ্রচার-সেবক সমিতির সেবকগণকে পত্রদ্বারা বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। হুজ্জন-পরিকল্পিত নাম শ্রবণ অবধি জানিয়া সমিতির সেবকগণ প্রথমে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন; অতঃপর সেই বেশধারীকে, ত্রিস্রোতা নদীর পশ্চিম পারে সমিতির নিকটবর্ত্তী পল্লীতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ বর্ম্মণ নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে লইয়া আসিয়া ক্রমে দুই দিবস যাবৎ পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইয়া সমিতির সেবকগণকে যাইতে অনুরোধ করায় সেবকগণ সাধারণের উপকারার্থে যাইতে বাধ্য হন।

বহু জনপূর্ণ এক সভা তথায় আহূত হয়। সভার মধ্যে শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় উক্ত যুবককে তারকব্রহ্ম নামের বিপর্য্যয় ঘটাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন শাস্ত্র মানেন না, এরূপ বলেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি একজন অবতার, তাহার কথা শাস্ত্রের সহিত মিলিলেও মিলিতে পারে, তিনি শাস্ত্রের অনুগত হইয়া কিছু বলিবেন না, বরং শাস্ত্রেরই তাহার আনুগত্য করা উচিত প্রভৃতি বহু বহু অশ্রাব্য কথা উদ্গীরণ করেন। এই প্রকার পাষণ্ড মতের প্রশ্রয় দিয়া অধিক সময় আলোচনা সঙ্গত নহে মনে করিয়া ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় গৌড়ীয়-কণ্ঠহার হইতে ৩১২ পৃষ্ঠাধৃত ৩১ হইতে ৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেন। সভাস্থ সুধীমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"সভাস্থ সজ্জন মণ্ডলী! সাবধান! আপনারা এই যুবককে বালক সাধু বলিয়া মনে করিয়া যে প্রকার ভ্রমে পতিত হইতেছেন এবং তারকব্রহ্ম শ্রীনাম কীর্ত্তন পরিহার করিয়া হুজ্জন-পরিকল্পিত ছড়ার শরণ লইয়াছেন, ইহাতে অচিরাৎ জগৎ আরও অত্যধিক পাষণ্ড মতে পরিপুষ্ট হবে। ইনি নামের আবরণে নূতন রূপে একটা বিপ্লব ঘটাইবার জন্য জনসংঘে আগত হইয়াছেন। অতঃপর সমিতির সেবকগণ কালবিলম্ব না করিয়া তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া আসেন।

উহাদের চক্রান্ত ধরা পড়ায় স্থানীয় সকল লোক যখন চাপ দিয়া ধরিলেন, তখন বালক ঐ যুবক তাহার ভিতরের সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ যাহা বলিয়াছেন উহাই ঠিক, আমার উদ্দেশ্য উহাদের জন্যই সিদ্ধ হইল না।

তারের সংবাদ

উটাকামণ্ড ৪।৬।৩২

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আগামীকল্য চিফ্ মিনিষ্টারের সভাপতিত্বে 'পিকচার প্যালেস' বক্তৃতা প্রদান করিবেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে সম্প্রতি 'ফার্ণ হিল' হইতে "রোজ ভিলা, এলপিল্"-এ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রচারকগণ ইতোমধ্যে হায়দ্রাবাদের প্রাইম মিনিষ্টার সার কিষেণ প্রসাদ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভাগবত ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদলিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব জীবনচরিত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝতে পারিবেন না। তৃতীয়সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

প্রকাশিত হইয়াছে কি? শত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাল জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিনিবেদনের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ভাই, পাঠক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিদ্ধভক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাস্ত্র কঠোর স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশেষ সম্বন্ধে বক্তৃতা সংকলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যধর্ম্ম, শ্রীগুরু আশীর্ব্বাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিষ্ণুর নাম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অধ্যায় মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকহিতৈষিতা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরথযাত্রা, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমহাপ্রভুর সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনাম-কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্ভারে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অন্যোন্যভাবেঃ শ্রবণৈঃ কবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দাস্য ও বিশ্বদর্শনবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কোহিনূর তুলিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঔদ্ভিদ, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাকাশিপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ডি.) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্গের-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ৩৭০ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

নেহরুজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি

প্রকাশ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভগ্নী, শ্রীমতী ও সন্তান গত ৩০শে মে কেলে তাঁহার সহিত ... যান। প্রকাশ, জওহরলালের ... আসিয়াছেন। তাঁহার ... তাঁহার শরীরের ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক মূর্ত্তি অপবিত্র

পুরুলিয়া জেলার ... থানার অন্তর্গত শোলা-গিড়িত ইব্রাহিম মিঞা নামে এক ব্যক্তি শিবমূর্ত্তিকে অপবিত্র করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগ প্রকাশ যে, ৩০শে মে শোলাগিড়ির সন্ধ্যায় লোকে শিব মন্দিরে মূর্ত্তির সম্মুখে ... দেখা যায়। ইব্রা হিম মূর্ত্তিটিকে ... নিকটে এক গর্ত্তে রাখিয়া দেয় এবং মূর্ত্তিটির উপর প্রস্তর দ্বারা কয়েকবার আঘাত করে ও তাহার উপর একটি পেয়াজ রাখিয়া দেয়। গ্রামবাসীরা সংবাদ পাইয়া মন্দিরে আসিয়া অন্বেষণের পর সেই গর্ত্ত হইতে শিবমূর্ত্তি উদ্ধার করে। সংবাদ পেয়ে পুলিস ইব্রা হিমকে গ্রেপ্তার করিয়া ঐ দিনই বিচারার্থ পাঠাইয়া দেয়।

পুত্রের অপরাধে পিতার দণ্ড

প্রকাশ, পাইকপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন সেন এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। টাঙ্গাইবাড়ী থানায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য তাঁহার ২৫ টাকা অর্থদণ্ড হয়। তাঁহার পিতাকে তাঁহার নিকট হইতে জরিমানা কেন আদায় হইবে না, তাহার কারণ দেখাইতে বলা হইয়াছিল। পিতা ত্রিপুরা জেলার আমাদাবাদ গ্রামের অধিবাসী। তিনি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া কারণ দেখান। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য পরোয়ানা বাহির হয়। কিন্তু তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় কিছুই ক্রোক করিতে পারা যায় নাই। পরে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মুন্সীগঞ্জে লইয়া যায়। তিনি গত ৪ঠা জুন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সঙ্কট ... আইনের ২৮(২) ধারা অনুযায়ী ২৫ দিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আলোয়ারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, সহরের বাহিরে শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিস্তর হিন্দু সমবেত হয়। তাহার পর এই সম্পর্কে হিন্দুদের একটা বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। অন্যদিকে কোন মুসলমান পীরের সাংবাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে মুসলমানদেরও একটী বড় শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই উভয় মিছিলে সংঘর্ষ ঘটে। অতঃপর এই সংঘর্ষের কথা প্রচারিত হইলে সহরে দাঙ্গা বাধিয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

কানপুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

এথারটন ওয়েষ্ট মিলের সূতা কাটা ও বয়ন বিভাগের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পাবনায় ডাকাতী

পাবনা হইতে প্রকাশ গত ২১শে জুলাই রাত্রিতে বেরা পুলিশ থানার অধীন মোহনগঞ্জের নেপালচন্দ্র বৈরাগীর বাটীতে একটি ডাকাতি হয়। সেই সম্পর্কে যতীন্দ্র ওরফে ঘেন্টা সরকার ও অপর ৫ জন লোক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। দায়রা জজ একদল জুরীর সাহায্যে সম্প্রতি উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। মামলায় প্রকাশ, দস্যুগণ প্রজ্বলিত মশাল দ্বারা ও লাঠির আঘাতে গৃহস্বামীকে আহত করিয়া লোহার সিন্দুক খুলিবার কৌশল তাহার নিকট হইতে অবগত হয় এবং তাহার মধ্যস্থ সমুদায় দ্রব্য লুণ্ঠন করে। জুরীগণ এক যোগে আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করায় জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া আসামীদিগকে অপরাধের গুরুত্বানুসারে ৪ বৎসর হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্নরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বোম্বাই সরকারের সদস্য ও মন্ত্রীর সংখ্যা হ্রাস

বোম্বাই সরকারের সংবাদ সরবরাহ বিভাগের এক সংবাদে প্রকাশ, এই প্রেসিডেন্সীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া গভর্ণর সঙ্কল্প করিয়াছেন, তিনি তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যের সংখ্যা ও মন্ত্রীর সংখ্যা হ্রাস করিবেন।

শাসন পরিষদের ৪ জন সদস্যের স্থানে দুইজন ও তিনজন মন্ত্রীর স্থানে দুইজন মন্ত্রীর দ্বারা কাজ চালান হইবে। এই সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে।

তাই অর্থসচিব সার গোবিন্দ প্রধান ও স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ জি, এ, টমাস পদত্যাগ করিয়াছেন।

১৫ই জুলাই হইতে তাঁহাদিগের পদত্যাগ কার্য্যকরী হইবে। মন্ত্রী মৌলবী সার রফিউদ্দীন আমেদও পদত্যাগ করিয়াছেন।

জামিন দিতে অস্বীকারে কারাদণ্ড

তেজপুরের জনৈক কংগ্রেসকর্ম্মী জামীন দিতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৮ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হন। তিনি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ শত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

জৈনদের পূজিত দেবতা অপহরণ

আম্বালা হইতে প্রকাশ জৈনদিগের পবিত্র দেবতা শ্রীপরেশনাথজীর মূর্ত্তি নষ্ট করা হইয়াছে ও অম্বিকা দেবীর মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে। এই জন্য জৈনগণ এক সভা করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। কাংড়া দুর্গের এই মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন শিল্পের নমুনা রক্ষা করিতেছিল। যাহারা এই কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে জৈনগণ সরকারকে অনুরোধ করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর নূতন মন্ত্রিসভার কার্য্য-পদ্ধতি

বার্লিন হইতে প্রকাশ প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ রিচষ্টাগ (জার্ম্মাণ পার্লামেণ্ট) ভঙ্গ করিলে পর নূতন গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার প্রধান বিষয়—অন্যান্য শক্তির সহিত শান্তিপূর্ণ ভাবে সহযোগিতা, সাম্য, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা।

উক্ত কার্য্যপদ্ধতির প্রায় সমস্ত অংশেই জার্ম্মাণীর দুরবস্থার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। উহাতে জনসাধারণকে জাতীয় একতা স্থাপন এবং আর্থিক ও আধ্যাত্মিক সঙ্কট অতিক্রম করিতে বলা হইয়াছে।

মন্ত্রিসভা বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও রূপ অঙ্গীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, মন্ত্রীসভা কাজ করিবেন, কার্য্য দ্বারা যেন উহার বিচার করা হয়"।

অব্যাহতির পর গ্রেপ্তার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, নলচিটি ডাক লুটের মামলার আসামী শ্রীযুত নলিনী সেন, জিতেন বিশ্বাস, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার বসু রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল বসু রায়, হরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়, অবরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং শান্তিরঞ্জন গত ১লা জুন অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন; কিন্তু শ্রীযুত নলিনী সেন, জিতেন বিশ্বাস এবং নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবলম্বে সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

তার কাটার জের

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, বি, এন ডবলিউ রেলপথের ভগবানপুর ও বিষ্ণুপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী টেলিগ্রামের তার কে বা কাহারা কাটিয়া দিয়াছে। একদল পাঞ্জাবী পুলিশকে উক্ত ষ্টেশনসমূহে মোতায়েন করা হইয়াছে। রাত্রিকালে তাহারা চৌকীদারদিগের সহিত রেল-লাইনের নিকট পাহারা দিয়া বেড়ায়।

জরিমানা অনাদায়ে পিতার উপর নোটীশ

ভাজিগ্রাম হইতে প্রকাশ বীরভূম জেলা যুবক সমিতি ও মুরারই থানা কংগ্রেস কমিটির জনৈক কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সন্দার সত্তি সিংহ ২১শে মে তারিখে মুরারই গ্রামে এক জনসভায় বে-আইনী ইস্তাহার বিলি করিবার সময় গ্রেপ্তার হন। গত ২৩শে মে তারিখে রামপুরহাট সাবডিভিসনাল অফিসারের বিচারে তাঁহাকে ৩ তিন সপ্তাহ কারাদণ্ড ও ৫০ পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে পিতার নিকট হইতে আদায় করা হইবে বলিয়া তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত সন্দার শিবশঙ্কর সিংহের নামে নোটীশ দেওয়া হইয়াছে।

ট্রেণচাপায় দুইজন স্ত্রীলোকের মৃত্যু

বেরিলী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, যে, রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করার সময় ট্রেণ চাপায় দুই জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

RegNoC1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ৯ই জুন ১৯৩২

বন্দীর মুক্তির আদেশ

হাওড়া জেলায় খানাতল্লাস

শ্বেত গ্রেপ্তার

কামালপুরে ভীষণ ডাকাতী

আলওয়ারে দাঙ্গা

বড়বাজারে ২ জন গ্রেপ্তার

হিজলির রাজবন্দী দণ্ডিত

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

রাজবন্দির আত্মহত্যা

অমৃতসরে ৫০ জনের অধিক গ্রেপ্তার

পিকেটিংএ কারাদণ্ড

নানা কথা

বন্দীর মুক্তির আদেশ

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, মহারাজা [illegible]তীয় কাশ্মীরী পণ্ডিত, রাজনৈতিক [illegible]ী এবং বিচারাধীন ব্যক্তিগণকে মুক্তি [illegible]ার হুকুম দিয়াছেন। তবে এই [illegible]ের সর্ত্ত এই যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে [আ]ন্দোলনে যোগ দিবেন না, এইরূপ [মুচ]লেকা দিতে হইবে।

শ্বেতাঙ্গ গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, সি, ভি, [হা]ইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক [মি]ঃ ডানকানকে নৈনীতালে জরুরী ক্ষমতা [আই]নের অর্ডিন্যান্স এবং প্রেস আইন [অন]ুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, [ত]িনি কংগ্রেস বুলেটিন প্রকাশিত করেন [ব]লিয়া পুলিশ সন্দেহ করে। তাঁহার [ব]াড়ীতেও জোর খানাতল্লাসী করা হয়। মিঃ ডানকান একজন ইংরাজ, এলাহাবাদে তাঁহার বিচার হইবে।

আলওয়ারে দাঙ্গা

আলওয়ার হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৯শে মে হিন্দু ও মুসলমান শোভাযাত্রীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। সরকারী অশ্বারোহী সৈন্যদল কর্ত্তৃক পশ্চাদিক দিয়া আক্রমণের আশঙ্কায় মুসলমান শোভাযাত্রীরা সম্মুখে আগাইয়া আসে এবং তাহার ফলে পদাতিক বাহিনীর একজন অফিসার ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যান। উক্ত অফিসার সৈন্যদের উপর ভিড় আসিয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া চারিবার গুলী বর্ষণের আদেশ দেন। ফলে ২জন মুসলমান নিহত হয়। রাস্তার দাঙ্গায় ৭জন তরবারির আঘাতে আর একজন মারা যায়। ৩০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এক ঘণ্টার মধ্যে এই সকল ঘটনা হয় এবং তাহার পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিজলীর রাজবন্দী দণ্ডিত

প্রকাশ গত সোমবার হাই-কোর্টের বিচারপতি মিঃ জ্যাক ও বিচারপতি শ্রীযুত মিত্রের এজলাসে হিজলীর বন্দিবাসে আটক রাজবন্দী শ্রীযুত সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে হিজলী হইতে মালদহ জেলার রাতুয়া নামক একখানি গ্রামে স্থানান্তরিত করিবার কথা হইলে, তিনি সরকারের ইচ্ছানুযায়ী তথায় যাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তাঁহাকে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

দায়রা জজের এজলাসে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিয়া কোনও ফল লাভ না হওয়ায় হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে।

রাজবন্দীর আত্মহত্যা

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ, যে, দেউলী বন্দী নিবাসের রাজবন্দী শ্রীযুত মৃণালকান্তি রায় আত্মহত্যা করিয়াছেন। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ঘটনার তদন্ত হইতেছে। সরকার মৃতের আত্মীয়-দিগকে শোচনীয় সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীযুত রায় চৌধুরী ও অপর কয়েক ব্যক্তিকে দেউলীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মান্দ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনানুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নলিনীকান্ত পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীজনার্দ্দনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীবরেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

মানবাধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়াও, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়,

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ষাড়গোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৮ই ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৯ই জুন ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৮২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের জনৈক সেবক নারমা নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে ৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—

আমরা জানি যে ভগবান আছেন, কিন্তু ভগবান যে কি বস্তু তা' আমরা উপলব্ধি ক'রতে পারছি না। আমরা ত গুরুপাদাশ্রয় করি নাই এবং গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রবার ইচ্ছাও নাই। যদি গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে পারি তবে তিনি জানিয়ে দেন ভগবান কি বস্তু এবং তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি।

প্রথমতঃ আমাদের বিচার ক'রে দেখা কর্ত্তব্য গুরু কাহাকে বলে। শ্রীগুরুদেব আমাদের ন্যায় বদ্ধজীব নহেন। তিনি ভগবদভিন্ন বিগ্রহ—আশ্রয় জাতীয় ভগবান্। আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবকে উদ্ধার ক'রবার জন্য ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করে আচার্য্যরূপে আমাদের নিকট উদিত হন।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

সেই ভগবান্ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বিশেষ নহেন। তিনি অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বস্তু। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য তাঁহাতে বিদ্যমান। সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানকে কিরূপে দে'খব বা কিরূপে অনুভব করব? জড় বস্তু মাত্রেরই একটী স্থূল আকার আছে, সেই স্থূল আকার থাকার দরুন জড়বস্তু সকল দেখ্‌তে পাই এবং অনুভব ক'রতে পারি। কিন্তু ভগবানের ঐ প্রকার স্থূল আকার না থাকার দরুন আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লক্ষ্য হয় না। এইজন্য জ্ঞানিগণ ভগবানকে নিরাকার নির্বিশেষ ব'লে চিরতরে ভগবৎ-স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত থাকে। ভগবানের আকার আছে, অতএব তাঁ'র চেতনময় স্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই, ঐ চেতনময় স্বরূপটী তাঁ'র আকার। সেই আকার আমরা কেবল আমাদের শুদ্ধ চেতনময় চক্ষে বা ভক্তি চক্ষে দেখ্‌তে পাই। জড় চক্ষে দেখা যায় না।

নিত্যারাধ্য বস্তু শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রকে ভুলে যাওয়ার দরুণ আমরা অনন্তকাল ধ'রে মায়ার কবলে কবলিত হচ্ছি। সেই কুহকিনী মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে হ'লে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য।

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

যেদিন নিষ্কপটে সরল চিত্তে ভগবানকে আত্মসমর্পণ করতে পা'রব, সেই দিন দুরতিক্রম্য মায়ার হস্ত থেকে উদ্ধার পেতে পা'রব। শ্রীভগবানকে জানতে হ'লে সর্ব্ব প্রথমে গুরুপাদাশ্রয়ই একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য জীব নহেন; তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবানরূপে ইহ জগতে অবতীর্ণ হন কেবল আমার ন্যায় বদ্ধজীব সমূহকে উদ্ধার করবার জন্য। ভগবানকে জানতে হ'লে একমাত্র গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করা আবশ্যক। গুর্ব্বাশ্রয় না ক'রে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক নিজে গুরুর আসন গ্রহণ করত লোক-প্রতারণা ক'রলে মঙ্গল লাভ হ'বে কিরূপে? মায়ার এমন প্রভাব যে জীবকে তাহার প্রলোভনে প্রলোভিত ক'রে ত্রিতাপ জালে আবদ্ধ করে। তখন জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হ'য়ে মায়ার অধীনতা স্বীকার করে

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

সুখ দুঃখ ব'লে দুইটা শব্দ চিরকাল শ্রবণ ক'রছি কিন্তু প্রকৃত সুখ যে কিরূপ তাহা অনুভব ক'রতে অসমর্থ। তবে যেদিন আমরা নিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রতে পারব, সেই দিন নিত্য সুখ ও নিত্য শান্তি এবং নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হ'ব। জীব নিত্যসুখের অনুসন্ধান না ক'রে মায়ার কবলে কবলিত হচ্ছে দেখে পরদুঃখ দুঃখী মহাজনগণ ইহ-জগতে অবতরণ করেন। সেই মহাজন-গণের আনুগত্যে ভগবদ্ভজন করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রে কৃষ্ণ ভজন না ক'রে যদি মায়ার দিকে ধাবিত হই, তা' হ'লে পুনরায় চৌরাশিতে যেতে হ'বে।

আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য মহাত্মগণ জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ব'লছেন—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

ওঠ জাগো আর ঘুমাইও না, ভগবান্ তোমাদের নিত্যকালের আরাধ্য বস্তু, তোমরা সেই ভগবানকে ভুলে যাওয়ার দরুণ বন্ধনে অনন্ত নরক-যাতনা ভোগ ক'রছ। এখন স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। বিরূপের দর্প পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হও। এ সংসার ক্ষুরের ন্যায় ধার বিশিষ্ট ও দুঃখকারিণী। শ্রীভগবানকে জানবার যে পথ তাহা অতীব দুর্গম, সেই দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে শ্রীভগবানকে জানতে হ'লে জীবহিতৈষী গুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করাই একমাত্র উপায়। এই কথা কেবল আমাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করাবার জন্য দেশে দেশে নগরে নগরে সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ক'রছেন। আমরা এতই পিশাচগ্রস্ত হ'য়েছি যে তাঁ'দের কথা কোন কালের জন্য শ্রবণ ক'রলাম না; আমাদের যে কি পাবলাম তা' কি আমরা একদিনের জন্যও ভেবেছি।

শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হয়ে।
মহোৎসব করিবে এই দেহ লয়ে॥

এই কুক্কুর শৃগালের ভক্ষ্য দেহের এতই অহঙ্কার! এহেন অনিত্য বস্তুকে বহু মনন ক'রবার জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে গুর্ব্বানুগত্যে বিরূপের দর্প ছেড়ে দিয়ে স্বরূপের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলে নিত্যমঙ্গলময় যে শ্রীভগবান্ তাঁকে জানতে পা'রব।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রং-এ, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-[illegible] নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও [illegible]ধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে [illegible], তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, [illegible] হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির [illegible] এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্র ব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে [illegible] [illegible] প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-[illegible] সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার [illegible] [illegible] সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের [illegible] প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব [illegible] ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট [illegible] শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী [illegible] মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা [illegible] ৷৷ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনরসিকের নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য [illegible] শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত [illegible] বুঝতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

প্রকাশিত হইয়াছে — শত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (দেবাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা ; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন ; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উদ্ভ্রান্তের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শান্ত স্বভাবের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কামনিস্যন্দিনী কৌস্তুভ বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশটি বক্তৃতা দ্বারা সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, শ্রীল স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, উৎকলবিজয়, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীভাগবতের ধর্ম্ম, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিকথার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাস্যন্দিনী বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"[illegible] শ্রবণৈ কবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দাম্ভিক ও বিদগ্ধপ্রতিমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজবি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵৹, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵৹ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুচিত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি বিরুদ্ধমতের প্রমাণ, সারগ্রাহী ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৷৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ অঙ্কিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। 'নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মন্থোদধি-মন্থনকলে' এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵৹ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। যৎ সংস্করণ, ভিক্ষা ৶৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। না ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে দশম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে—বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯, ষান্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ২॥৹, মাসিক ১, নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১, প্রতিকলম ৬, অর্দ্ধকলম ৩॥৹ সিকি কলম ২, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পদ্ধতি অনুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। পারমার্থিক আদর্শের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। গত বৎসর ছাত্রগণ [illegible] গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রং এ	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আগ্রিম পথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মার ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৪৩ [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হাওড়া জেলায় খানাতল্লাস

গত ৫ই জুন রবিবার হাওড়া খুরুট রোডে কালী বাবুর বাজারে হাওড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। মৌলবী জালালুদ্দীন হাসেমী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিলিলিয়াস পার্কের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে খানাতল্লাস হয় এবং সেখানে সম্মেলন সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র পাইয়া পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, শিবপুরে শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্তের গৃহেও খানাতল্লাসের ফলে সম্মেলন সংক্রান্ত কাগজপত্র পাইয়া পুলিস তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করে। হাওড়া পুলিস উক্ত রাত্রে খুরুটে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বাগের বাড়ী এবং বহু কংগ্রেস কর্ম্মীর বাটী খানাতল্লাসী করে।

রবিবার প্রাতে কালীবাবুর বাজারে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালোবরণ ঘোষ ও সম্মেলনের সভাপতি জালালুদ্দিন হাসেমী অভিভাষণ পাঠ করার পর ছয়টি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কিছুক্ষণ পর হাওড়া থানার দারোগা মকিম সাহেবের নেতৃত্বে একদল লাঠিধারী পুলিস ও কয়েকজন সার্জ্জেণ্ট আসিয়া সম্মেলন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করে। এবং সমবেত লোক সকল স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ না করায় পুলিস ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং পরে ১৬ জনকে ছাড়িয়া দেয়।

অপরাহ্ণে এক শোভাযাত্রা কংগ্রেসের পতাকা হস্তে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরীর অধিনায়কত্বে শিবপুর মন্দিরতলা হইতে বহির্গত হইয়া সহর প্রদক্ষিণ করিয়া হাওড়া থানায় গিয়া পুলিস লাঠি চালাইয়া শোভাযাত্রাকারিগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং শোভাযাত্রার অধিনায়ক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী, মনমোহন দাস, সন্তোষ দত্ত এবং অপর একজনকে গ্রেপ্তার করে।

গণ্টুরে গ্রেপ্তার

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, চীনা বাজারে বে-আইনী শোভাযাত্রা বাহির করার অভিযোগে প্রাদেশিক ডিক্টেটর বলিয়া বর্ণিত শঙ্কর রাজুকে বিগত ২১শে মে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ৪ঠা জুন তাহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় আরও তিনমাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

গণ্টুর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, তথায় এপর্য্যন্ত মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অমৃতসরে নূতন সভাপতি গ্রেপ্তার

প্রকাশ, গত ৪ঠা জুন প্রাতে ১০ ঘটিকার সময় কতিপয় ব্যক্তি পাঞ্জাব প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের ১৮শ অধিবেশন অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা করেন। ইহারা নিজদিগকে সম্মেলনের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেন। পুলিশও তাঁহাদের কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল। সর্দ্দার কেবল সিংহ একটি জাতীয় পতাকা এবং একটী বিগল লইয়া বাজার কেশরিণে আগমন করেন। এই স্থানে সম্মেলন হইবার কথা ছিল। তিনি প্রস্তাবগুলি পাঠ করিতে না করিতেই পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত

আচার্য্য রামদেবের স্থানে সর্দ্দার প্রতাপ সিং এম, এ, মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

কামালপুরে ভীষণ ডাকাতি

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, কামালপুরের ধনী মহাজন ও তালুকদার শ্রীযুক্ত মহিমাকিশোর বণিকের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ১৬ হইতে ২০ জন যুবক রুমালে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া গত ৩০শে মে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় উক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা প্রথমে পশ্চিমা দ্বারবানের উপর পতিত হয় এবং তাহার পরে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক দরজা ভাঙ্গে। মহিম বাবু অসুস্থ হইয়া সে সময় প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন, প্রকাশ, তিনি ডাকাতদিগকে তাড়া করিলে গুরুতররূপে প্রহৃত হন। ইতোমধ্যে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজকিশোর খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়ন করেন। ডাকাতেরা তাহার পর লৌহ সিন্দুক ও কাঠের বাক্সসমূহ ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও বহু সহস্র টাকার অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করে। আরও প্রকাশ যে, ডাকাতির পূর্ব্বে বাজিতপুর ও কাটিয়াদির মধ্যে টেলিগ্রাফের তার কর্ত্তিত হইয়াছিল। ডাকাতদের নিকট টর্চ্চ লাইট ও তিনটি বন্দুক ছিল। তাহারা সম্ভবতঃ লোকসকলকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ বন্দুকের আওয়াজ করিয়াছিল। অন্ধকারের মধ্যে তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং কোন্ দিকে চলিয়া যায় তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না।

বড়বাজারে ২ জন গ্রেপ্তার

প্রকাশ গত রবিবার বৈকালে বড়বাজারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার সময়ে বে-আইনী ঘোষিত বি, পি, এস, এ'র স্বেচ্ছাসেবক বলিয়া বর্ণিত শ্রীযুক্ত কানাই চরণ মাঝি ও শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দুইজন যুবক বড় বাজারের পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন।

অমৃত সরে ৫০ জনের অধিক গ্রেপ্তার

গত ৪ঠা জুন অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় অমৃতসরে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪জন মহিলা। তাঁহারা শোভাযাত্রা সহকারে বাহির হইয়াছিলেন। বাজারে তাঁহাদের সহিত আরও লোক সমবেত হইলে অমৃতসরের শ্রীমতী হাসাম দেবী নিজকে পাঞ্জাব প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের সভানেত্রী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং কয়েকটী প্রস্তাব পাঠ করেন প্রস্তাবগুলি দিল্লী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের অনুরূপ বলিয়া কথিত। পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে ও কোতোয়ালীতে লইয়া যায়। কোতোয়ালীতে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। সম্মেলন বলিয়া কথিত ব্যাপারটী মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। সম্মেলন সম্পর্কে ৫০ জনেরও অধিক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

জানা গিয়াছে যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর রোগের প্রকৃত অবস্থা অবগতির জন্য গত শনিবার প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকায় তাঁহার দেহ রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল এখনও জানা যায় নাই।

যমুনায় জল বৃদ্ধিতে কৃষকগণ শঙ্কিত

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, যমুনা নদীর জল দ্রুত বাড়িতেছে। ফলে আশু বন্যা হইবার আশঙ্কা হইতেছে। যদি তাহা হয় তবে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বিশেষ করিয়া আউস ও আমন ধান্য যাহা এখনও তেমন বড় হয় নাই তাহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সাময়িক বৃষ্টির অভাবে এবং বিলম্বে রোপিত হওয়ায় ধানগাছ এখনও তেমন বড় হইতে পারে নাই। যমুনার জল দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক ও জোতদারগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এ বৎসর ধান্যের আবাদ বহুল পরিমাণে হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এত অধিক ধান্যের আবাদ আর কখন হয় নাই। যদি এখন জল কমিয়া যায় এবং বিলম্বে বর্ষা আসে তাহা হইলে ধান্য খুব বেশী জন্মাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্যথায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় পুনরায় আর এক দুর্বিপাকের সৃষ্টি হইবে।

পিকেটিংএ কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ গত ৬ই জুন প্রাতঃকালে মুসজী জেঠাবাজারের ফটক খোলা হইতে বাসন্তী রংয়ের বস্ত্র পরিহিত তিনজন স্বেচ্ছাসেবিকা ও তিনজন স্বেচ্ছাসেবক কাপড়ের দোকানে পিকেটীং আরম্ভ করেন। তাহাদিগকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীযুত দেবধর গণপৎকে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করায় অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ৬ই জুন ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মেক্সিকোয় ভীষণ ভূমিকম্প

প্রকাশ সমুদ্রের উচ্ছ্বাস এবং আগ্নেয়গিরিরাজের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে মেক্সিকোয় ৪ শতেরও অধিক লোক হত এবং আহত এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন হইয়াছে। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত টোনাটলান, সান ব্লাস এবং মাঞ্জানিলো নগরত্রয় জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া গিয়াছে এবং সহস্র সহস্র মৃত মৎস্য তটে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

বোম্বাই আন্দোলনের মাথা

প্রকাশ বোম্বাই দাতব্য জরুরী হাসপাতালের নিকটবর্ত্তী একটী ঘরে গোয়েন্দা পুলিস অতর্কিতে হানা দেয়। সেখানে শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর দীক্ষিতকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ে আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইবার সময় হইতে ইনি কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষুতে ধূলা দিয়া গা ঢাকা দিয়া ফিরিতে ছিলেন। বোম্বায়ের আন্দোলনের তিনি প্রধান নেতা বা মাথা বলিয়া পুলিসের ধারণা।

শ্রীধাম
টেলি— —
নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

সাতাহোর হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৯, ১০ই জুন ১৯৩২

নদীয়ায় গ্রেপ্তার

হিন্দু মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার

মাদ্রাজে ভীষণ ডাকাতি

প্রতিশ্রুতিতে বন্দীদের মুক্তি

যশোহরে ভীষণ দাঙ্গা

গ্রামপথে কাবুলী হত্যা

ম্যাজিষ্ট্রেটের রিবলভার চুরি

কলের শ্রমিকরা আক্রান্ত

দোকানে অগ্নি-সংযোগ

সরকারের নিকট গান্ধীজীর পত্র

পোষ্ট মাষ্টারের কারাদণ্ড

নানা কথা

নদীয়ায় গ্রেপ্তার

গত ৫ই জুনের এক সংবাদে প্রকাশ নাকাশীপাড়ার দারোগা ১২ জন সশস্ত্র পুলিসসহ শ্রীযুত চক্রপাণি মণ্ডলের বাড়ী ঘেরাও করে। প্রকাশ শ্রীযুত মণ্ডল ইউনিয়ন আদালতে পিকেটিং করিয়া নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়াছিলেন। সে সময় শ্রীযুত মণ্ডল বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী আসিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

পুলিস শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বাটীতেও হানা দিয়াছিল। তিনি সে সময় বাড়ী ছিলেন না।

মাদ্রাজে ভীষণ ডাকাতি

মাদ্রাজ ভীমভরম হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, উহার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে গাঙ্গেয় নামক এক ব্যক্তির গৃহে ডাকাতগণ রিভলভার লাঠি ও তরবারি প্রভৃতি লইয়া আক্রমণ করে। গাঙ্গেয়ের পুত্র ডাকাতদলকে বাধা প্রদান করিলে ডাকাতদলের গুলীতে সে হস্তে ও স্কন্ধে আহত হয়। ডাকাতগণ বাড়ীর লোকজনকে মারধর করিয়া নগদ ও অলঙ্কার পত্রে প্রায় ২ লক্ষ পরিমিত টাকা লইয়া উহারা চম্পট দেয়। চারি লক্ষ টাকার দলিল পত্রও অপহৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ১২ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

যশোহরে ভীষণ দাঙ্গা

প্রকাশ যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়া থানার এলাকার কয়েক জায়গায় ৩ দিন যাবৎ নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, এই দাঙ্গার ফলে ৪ জন লোক মারা পড়িয়াছে এবং কয়েকজন জখম হইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ই ফরিদপুর ও খুলনা জেলা হইতে বহু রামদাও, সড়কী ও বন্দুকধারী লোক আমদানী করিয়াছে। উভয় পক্ষে নাকি প্রায় ৫ সহস্র লোক সংগৃহীত হইয়াছে।

সংবাদ পাইয়া পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সশস্ত্র পুলিসবাহিনীসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অবস্থা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অঞ্চলের সাধারণ লোক অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে।

এই দাঙ্গার কারণ অতি তুচ্ছ। ৫ আনা দামের মাছ কেনা লইয়া ২ জন নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। সেই সামান্য কারণ হইতেই নাকি এই ভীষণ দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের রিবলভার চুরি

রংপুর হইতে প্রকাশ, কুড়িগ্রামের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর রিভলভার চুরির সম্পর্কে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি হাজতে আছেন।

স্বাক্ষর জাল করিয়া সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ

প্রকাশ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানায় পুলিস নাথনীরাম হাজাম নামক জনৈক পশ্চিমাকে উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের নিকট চালান করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নাথনী হাজাম নামক অপর এক পশ্চিমার সেভিংস ব্যাঙ্কের পাশ বই হস্তগত করিয়া তাহার স্বাক্ষর জাল করিয়া পার্শীবাগান পোষ্ট আফিস হইতে তের শত টাকা তুলিয়া লয়। আসামী পরে ঐ টাকা নিজের ছেলের নামে উক্ত পোষ্ট আফিসেই জমা রাখিয়াছিল। পুলিস ঘটনার তদন্ত করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মান্দ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

মঠস

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসদরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানে দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীহরিহর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলাকা প্রসাদ রোড, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীস্বপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদর্শিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভবানন্দদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

খাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চিরুলিয়া, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় তুলসী শ্রীগোপালদেব সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্যামগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ ১৯শে ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১০ই জুন ইং ১৯৩২ শুক্রবার ৮৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ এবং শ্রীল নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ, মহোদয় যখন তমলুকে এবং তৎসন্নিকটস্থ স্থান সমূহে প্রচার করিতেছিলেন সেই সময় একদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীপাদ নন্দলাল প্রভু বলেন,—

আমরা যে পৃথিবীতে বাস কচ্ছি এই পৃথিবীর উপরে ছয়টী লোক নিম্নে আর সাতটী লোক বর্ত্তমান। এই সমস্তই ভোগের স্থান। আমরা প্রত্যেকেই আনন্দ পাইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করি, জীব মাত্রেই আনন্দ অনুসন্ধান ক'রছে; কিন্তু এই চতুর্দ্দশ ভুবনের জীব সকল যে বস্তু থেকে আনন্দ পেতে চেষ্টা কচ্ছে সে সকল বস্তু খণ্ড বস্তু এবং বঞ্চনাময় মাত্র; এই জন্য তদ্দ্বারা নিষ্কল আনন্দ আসতে পারে না, পরন্তু নিরানন্দই লাভ হ'য়ে থাকে। আমাদের এই চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে অজ্ঞাতসুকৃতিফলে যদি কোন মহাজনের কৃপায় তাঁহার সঙ্গ লাভের সুযোগ হয় তবেই তাঁর কাছ থেকে কিছু আত্ম-কল্যাণের কথা শুনতে পাই। তখন যে আনন্দ পাই সেইটাই বাস্তব আনন্দ। সাধুগুরুর নিকট থেকেই আমরা প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পেতে পারি।

———

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে অমূল্য রত্নরাশি র'য়েছে তাহা দুর্ভাগ্য মানব জাতি বুঝে উঠতে পারেন না। চরিতামৃতের পয়ারগুলি সামান্য বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত দেখে অনেকেই অগ্রাহ্য করে থাকেন। এমন কি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সংস্কৃত কলেজের অনেক অধ্যাপক বলেন, চৈতন্যচরিতামৃত একটা পচা পুঁথি মাত্র, এ'টা ছোট লোক বৈষ্ণব গুলোর নিজেদের মত স্থাপন করবার জন্য। কিন্তু বিচার ক'রলে দেখ'ব যে এর চেয়ে বড় কথা পৃথিবীতে আর নাই। শ্রীমদ্ভাগবত মন্থন ক'রে যে নবনীত পাওয়া গিয়েছিল তাহা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য লীলা গ্রন্থে সংক্ষেপে লিখে গিয়েছিলেন। তাহাই আবার বিস্তারিত ক'রে প্রকাশ ক'রবার জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং মদনমোহন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হ'য়েছিলেন। 'এ গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥' শুক পক্ষীকে যেরূপ আমরা বুলি শিখাই সেইরূপে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং মদনমোহন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে এই গ্রন্থ লিখেছেন। চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রত্যেক অধ্যায় মদনমোহ-নেরই এক একটী মূর্ত্তি বিশেষ। শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থের মূল্য পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থের মূল্য হইতেও অনন্তকোটীগুণে অধিক।

আজকাল পরোপকার ক'রবার জন্য বহু অনুষ্ঠান হয়েছে, এই পরোপকারকে সকলেই বড় কাজ বলে জানেন। পৃথিবীর অভাব যে একটু মোচন ক'রতে চেষ্টা করে তা'কেই আমরা পরোপকারী বলে জানি। আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপেক্ষা আরও অনেক লোক বিদ্বান হয়েছেন, কিন্তু তিনি অনেক প্রকার দয়ার কার্য্য ক'রেছেন ব'লে তাঁর নাম এত বড়। আমরা দে'খবো তিনি যে বিধানে পরোপকার ক'রেছেন তাহা বাস্তবিক পরোপকার কি না।

অনেক লোকেই পরোপকার করেন, কিন্তু ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে কাহাকে পরোপকার কর্ত্তে শাস্ত্র আদেশ দিলেন, না যিনি মানুষ হ'য়ে জন্ম সার্থক ক'রেছেন তাঁকে।

ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম-সার্থক করি কর পরউপকার॥

———

প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর মধ্যে ভারত-বর্ষই শ্রেষ্ঠ স্থান। কেননা ভগবান্ নানা-ভাবে ভারতবর্ষে যত অধিক রূপে এসেছেন —কল্যাণ শিক্ষা দিয়েছেন, এরূপ আর কোথাও দেন নাই। আবার জড় বিদ্যাতেও ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান অধিকার কোরেছে। মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম, দেবতারা পর্য্যন্ত এই মনুষ্য জন্ম পা'বার আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকেন। তাহার প্রমাণ ব্রহ্মা হরিদাস রূপে, শিব অদ্বৈতরূপে এসেছিলেন; সুতরাং মনুষ্য শরীরই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শরীর। মনুষ্য জীবন ব্যতীত পরোপকার করা যায় না। ইতর প্রাণীও পরোপকার করে; কিন্তু সার্ব্বজনীন পরোপকার এটা নয়। পর শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ উপকার কোনটী এ'টা আমাদের চিন্তার বিষয়। প্রাকৃত জগতের উপকার ক্ষণিক।

———

উপকার সার্ব্বজনীন হওয়া আবশ্যক, নচেৎ শ্রেষ্ঠ উপকার হ'তে পারে না। জীবের মধ্যে মানুষ অতি অল্প। ইতর প্রাণী এবং অচেতন বস্তুরও উপকার কিসে হ'তে পারে দেখা আবশ্যক। স্বরূপ যতক্ষণ জানা না যায় ততক্ষণ উপকার করা হয় না। স্বরূপ জ্ঞানের অভাবে উপকার ব্যাবহারগুলি বন্ধন হয়ে যাচ্ছে, তদ্দ্বারা কখনও কর্ম্মের ছুটি হয় না; শ্রেষ্ঠ উপকার হচ্ছে কর্ম্মের শৃঙ্খল মুক্ত করা। জীবকে স্বরূপে উন্মুখ ক'রে দেওয়ার নামই শ্রেষ্ঠ উপকার, আর সেই উপকার যাঁহারা করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ উপকারক বা সাধু। আজ সেই সমস্ত সাধুবর্গের অন্যতম মুখ্যাচার্য্যবর্য্যের অভিন্ন-বিগ্রহ স্বামীজী মহারাজ আমাদের বাস্তব উপকারের এবং অভাব পূরণের জন্যই উপ-স্থিত হ'য়েছেন। আমরা আজ তাঁহার নিকট থেকে প্রকৃত উপকার কি তাহা জেনে নিয়ে নিজেদের ব্যবহারে প্রদর্শিত ক'রবো। সাধুবর্গ আমার অভাব পূরণ ক'রলে আমি আবার অন্য লোকের অভাব পূরণ ক'রতে পারবো; কিন্তু যদি দুর্ভাগা আমরা আজ সাধুর কাছ থেকে আমাদের আত্ম-কল্যাণের কথা জেনে না নেই তা' হ'লে আবার অনন্ত কোটি বার কীট পতঙ্গাদি জন্ম লাভ ক'রে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে।

———

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা; অবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

প্রকাশিত হইয়াছেকা শিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজী আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

চৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। চান কি, বিষয়—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে সংসার-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম নিদ্দায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঙ্গলোদয় কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, জীবের স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, জীবের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোক-সেবা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, সেবন, শ্রীগীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্‌-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এক নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্ভার। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অলোকসত্ত্বং প্রবৈশ করেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রুচিমুক্তি, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাংলার রাজা বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রোফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্সক-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াগ্রগণ্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিশুদ্ধ বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাম্প্রত ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল গোস্বামী পাদ-মহোদয়-মহাজনকলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আধারসহ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ. পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ [illegible]

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

কবিরাজ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ১৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲. অৰ্দ্ধকলম ৩৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রাভ্যাস আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। গত ৩ বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আমাদের এই ছাপাখানায়—

৩ রং ও ৪ রংয়ে	বিবাহের নিমন্ত্রণ	লেটার হেডিং মেমো,
হাফটোন ব্লক,	পত্র, কার্ড,	ফরম, খাম, জমিদারী
ছাপা হয়।	বিবাহের পদ্য	চেক, বিল ইত্যাদি

অতি সুন্দরভাবে অতি শীঘ্র ছাপা হয়, ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ, আপনার যদি কিছু ছাপার কার্য্য থাকে আমাদের জানাইলেই দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিব।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ বৈকাঠী, বরিশাল অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১২৭, বোগরাতোলা ষ্ট্রীট, চাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ কাল যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (স্বাঃ) শ্রীবীরেন্দ্র [illegible] রায় চৌধুরী (জমিদার পানিহাটী) ৪৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। [illegible] হাউসিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী [illegible] এম্‌, এ, এফ্‌, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও [illegible]

পোষ্ট মাষ্টারের কারাদণ্ড

রংপুর হইতে প্রকাশ নাহদাবাদী পোষ্টাফিসের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র রাও কতকটা মণিঅর্ডারের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এন, সি, মিত্রের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন. সংপ্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলের শ্রমিকরা আক্রান্ত

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ প্রায় ৯ জন লোক ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্র সহ হয়ালাল মিলের কাপড়ের শ্রমিক ও শ্রমিকদের ১ জন সর্দারকে আক্রমণ করে। ঐ ব্যক্তিরা তখন কলে কাজ করিতে যাইতেছিল। পুলিস শীঘ্রই ঘটনাস্থলে আগমন করে। ফলে আক্রমণকারীরা পলাইয়া যায়। আহত-দিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

যশোহর জিলা ছাত্র সমিতির সভ্য গ্রেপ্তার

যশোহর হইতে প্রকাশ জিলা ছাত্র সমিতির সভ্য শ্রীযুত অনন্তকুমার মিত্র, অধীরকুমার সেন, মঞ্জেশ্বর রায় এবং সুধাংশু করকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স আইনের ১৪৭ ও ১২০ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকে ২ শত টাকার জামিনে খালাস পাইয়াছেন।

কান্দী বোমার মামলা

কান্দী হইতে প্রকাশ শ্রীযুত নিখিল রঞ্জন গুহ রায়, মধুসূদন সেনগুপ্ত, উপেন্দ্র সিংহ, কমলরঞ্জন দাস এবং শিবকৃষ্ণ দাঁ কান্দী বোমা-বিভ্রাটের সম্পর্কে অভিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ বিভার আই-সি-এস তাঁহাদের বিচার করিবার জন্য স্পেশাল জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, ১৩ই জুন তারিখে বহরমপুর জেলের ভিতর বিচার আরম্ভ হইবে।

গ্রামপথে কাবুলী হত্যা

রামপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে দুই জন কাবুলী সুদখোর হাতিয়াবান্ধা থানার কিছু দূরে এক গ্রাম্য রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে কে বা কাহারা তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে। তাহাদের সাথে কিছু টাকা ছিল। সম্ভবতঃ সেই টাকার লোভেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। পুলিস বিশেষরূপে খোঁজখবর লইতেছে, কিন্তু দুর্বৃত্তদের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

হিন্দু বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, জনৈক মুসলমান যুবককর্ত্তৃক একজন হিন্দু বালিকাকে অপহরণ সম্পর্কে হিন্দুদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুত স্বামী দাসের স্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী ২রা মে, তারিখে সন্ধ্যাকালে খালের ধারে জল আনিতে গিয়াছিলেন। এমন সময়ে একজন মুসলমান যুবক তাঁহাকে জোর করিয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। লক্ষ্মীদেবীর গাত্রে প্রায় ১৫০০৲ মূল্যের অলঙ্কার ছিল। অপহরণকারী পরে সেই গহনাসমূহ তাঁহার স্বামীকে ফিরাইয়া দিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে নাকি ব্যাপারটি কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হয়। কিন্তু তাঁহারা যুবকটিকে ধরিবার কোনও চেষ্টা করেন না। শেষে পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট দরবার করা হইলে বালিকাটিকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তিনি উদ্ধার করিয়া আর একটি মুসলমানের হাতে দেন। বালিকাটির বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। তাহাকে ইতিমধ্যে জোর করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। স্বামীর বার বার আবেদন সত্ত্বেও বালিকাটিকে কোন অ-মুসলমানের হাতে বা হাতছাড়া করার ব্যবস্থা করা হয় নাই। এখনও বালিকাটিকে সত্যকার অভিভাবকদের হস্তে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই।

এই ব্যাপারে এখানকার হিন্দুরা বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। কেন না, এখ ও অপহরণকারীকে উপযুক্ত সাজা দেওয়া এবং বালিকাটিকে অভিভাবকদের হস্তে ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা না করিলে, এইরূপ দুর্বৃত্ত মুসলমান ভবিষ্যতে আরও হিন্দু বালিকাকে অপহরণ করিয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ভয় পাইবে না। এখানকার স্থানীয় মুসলমান মণিষিগণ এই ব্যাপারে হিন্দুদের মতই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

সরকারের নিকট গান্ধীজীর পত্র

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, যদি শ্রীমতী মীরা বেনকে (মিস শ্লেড) জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সাপ্তাহিক সাক্ষাৎকারের যে সুবিধা সরকার প্রদান করেন তাহার সুযোগ তিনি গ্রহণ করিবেন না বলিয়া গান্ধীজী সরকারকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন। পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, জেল হইতে মুক্তিলাভের পর শ্রীমতী মীরা বেনকে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ইহাও প্রকাশ, গান্ধীজী যারবেদা জেলে তাঁহার সত্যাগ্রহ আশ্রমের ইতিহাস লিখিতেছেন।

আর অল্প কয়েক দিন পরেই গান্ধীজী মুক্তি লাভ করিবেন বলিয়া জ্যোতিষীগণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া নাকি গান্ধীজী বিশেষভাবে আমোদ অনুভব করেন। মুক্তির সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোনরূপ উদ্বেগই বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া প্রকাশ।

প্রতিশ্রুতিতে বন্দীদের মুক্তি

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ কাশ্মীর সরকার নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন।

কাশ্মীর মহারাজ সংপ্রতি ভোটাধিকার কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর কার্য্যের পক্ষে অনুকূল অবস্থা আনয়নের জন্য এই মর্ম্মে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে সংপ্রতি অস্থায়ীভাবে জারী করা রেগুলেশন সকল ও আদেশ অনুসারে সকল সম্প্রদায়েরই যে সব লোক দণ্ডিত হইয়াছে ও বিচারাধীন আছে, তাহারা মুক্তি পাইবে। তবে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে তাহারা ভবিষ্যতে সকল প্রকার আন্দোলন হইতে বিরত থাকিবে।

এই আদেশ আপাততঃ মিরপুর জায়গীরাত রাজাউরি তহশীলে প্রযুক্ত হইবে না। তথায় অবস্থা আবার পূর্ব্বের মত হইয়াছে বলিয়া কাশ্মীর সরকার মনে করেন না।

এ পর্য্যন্ত যে সকল লোক প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহারা সকলে ছাড়া পাইয়াছে।

এগার পয়সা অনাদায়ে বুকে ছোরা

লাহোর হইতে প্রকাশ গাড্ডিয়ানজান গোয়ালমণ্ডিতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। হিন্দু মাংস বিক্রেতা ঈশ্বর দাসকে, ওয়াজদাল সা নামক মুসলমান জুতানির্ম্মাতা ছোরার আঘাতে নিহত করে।

প্রকাশ, আততায়ী সা মৃতের জনৈক ভৃত্যের নিকট হইতে প্রাপ্য ১১ টি পয়সা আদায় করিতে অতি প্রত্যুষে মৃতের দোকানে যায়। আততায়ী উক্ত ভৃত্যের নিকট এক জোড়া জুতা বিক্রয় করিয়াছিল তাহার দরুন এগার পয়সা বাকি ছিল। সে সময় ভৃত্য দোকানে উপস্থিত না থাকায় আততায়ী মৃতের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য দাবী করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি তাহাকে বলে যে, সে ঐ পয়সার জন্য দায়ী নহে। অন্য সময় আসিয়া সে যেন তাহার প্রাপ্য পয়সা আদায় করিয়া লয়। কিন্তু তবুও আততায়ী বারংবার তাহার প্রাপ্য পয়সা তাহার নিকট দাবী করে। প্রকাশ, ইহাতে মৃত ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া তাহাকে গালাগালি করে। তখন আততায়ী একখানি ছোরা বাহির করিয়া তাহা দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করে। ছোরা মৃত ব্যক্তির হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করিয়া যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হয়। আততায়ী হাতে-নাতে গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দোকানে অগ্নি সংযোগ

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জের সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আমিনুল্লা সিরাজগঞ্জের ব্যবসায়ী মহিম শীল এবং হীরালাল শীলকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

খোদা সেখ নামে জনৈক দোকানদার অভিযোগ করে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে রাত্রে আসামীরা তাহার দোকানে অগ্নি সংযোগ করে। ফলে কয়েকটি দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছিল।

লীলাবতী নাগের তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র নাগ ৪ঠা তারিখে তাঁহার কন্যা কুমারী লীলাবতী নাগের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক তার প্রাপ্ত হন যে হিজলী জেলে অনশন-ব্রত গ্রহণ করার জন্য ৫ সপ্তাহকাল তাঁহাদের যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হয় নাই, ৪ঠা তারিখ হইতে তাহা আবার দেওয়া হইয়াছে।

জেলে মশারি ব্যবহার

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, আসাম গভর্ণমেণ্ট শ্রীহট্ট জেলের রাজবন্দীদিগকে মশারি ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২০শে ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১১ই জুন ইং ১৯৩২ শনিবার | ৮৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

তমলুকে প্রচারকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী মহারাজ বহু জনাকীর্ণ এক সভায় বলেন, "আমার অযোগ্যতা থাকিলেও যে বৈকুণ্ঠপুরুষ ছলে বলে কৌশলে বহু রূপে আমাকে আত্ম-কল্যাণের জন্য শ্রীহরিকথা শ্রবণ এবং কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়াছেন, যিনি বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার দ্বারা সমস্ত কুমত-বাদকে ধ্বংস করিতেছেন—যিনি অচেতন জীবকে চেতন-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বৈকুণ্ঠ গমনে সুযোগ দিতেছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের অভয় চরণারবিন্দ জয়যুক্ত হউন

অদ্য ভগবান্ প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শচীগর্ভসিন্ধু-মাঝে অবতীর্ণ হইয়া কলিজীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর জানাই-লেন যে, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত কলিহত জীবের আত্মমঙ্গল লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। তিনি জানাইলেন বৈষ্ণব মহা-জনের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে নিরপরাধে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে করিতেই নামাভিন্ন নামীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। সাধুবেশধারীর নিকট গেলে কোনদিনই সুবিধা হ'বে না, প্রকৃত সাধুর চরণ আশ্রয় করা আবশ্যক। সাধু বেশের ভিতর নাই, তাহা হইলে যাত্রার দলের নারদও সাধু হইতেন। সাধু একমাত্র তাঁহারাই যাঁহা-দের কাম কৃষ্ণসেবাতে অর্পিত হইয়াছে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষীর প্রতি নিয়োজিত হইয়া থাকে এবং লোভ কেবলমাত্র সাধুসঙ্গে হরিকথাতেই আছে।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে বহু ভাগ্যফলে কোন সুকৃতিশালী মানব প্রকৃত সাধু দর্শন পাইয়া থাকেন এবং সেই সাধুর কৃপাতেই তাঁহার নিকট হইতে ভক্তিলতার বীজ লাভ করিয়া থাকেন। সাধু তখন জানাইয়াছেন যে, বিষয়াশক্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই শ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র উপায়।

বিমুখ-মোহিনী মায়াদেবী আমাদিগকে মোহিত করিয়া কলুর বলদের ন্যায় নিরন্তর কর্ম্মবিপাকে ফেলিয়া উচ্চাবচ বিভিন্ন যোনিতে নিরন্তর ভ্রমণ করাইতেছেন। জাতি, কুল, ধন এবং পাণ্ডিত্য মদে মত্ত থাকিলে আমরা প্রকৃত সাধুর সন্ধান পাই না, অথবা পাইলেও তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া নিজের অমঙ্গলকে বরণ করি। ধন, জন, পাণ্ডিত্যে ভগবানকে পাওয়া যায় না, কেবল ভক্তিতেই ভগবান্ বশীভূত হন।

ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত জীব গুরুদেবকে কৃষ্ণ বলিয়াই জানেন। কৃষ্ণসেব্য-বিগ্রহ, গুরুদেব সেবক-বিগ্রহ। প্রকৃত সদ্গুরুর-চরণাশ্রিত ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণে কোন প্রকার অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহার সকল প্রকার আচরণই কৃষ্ণভক্তির অনুকূল। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাবতীয় বস্তুই তিনি হেলায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন, এমন কি প্রতিকূল সমাজ এবং লোকাচারকেও পরিত্যাগ করিতে তিনি কিঞ্চিৎ মাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না।

লোক দেখান গোরা ভজা
তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
যাহা রাম তাহা নাহি কাম।
যাহা কাম তাহা নাহি রাম॥

বর্ত্তমানে গোস্বামী-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী বহু ব্যক্তি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের যাবতীয় কার্য্যই অবাধে সম্পন্ন করিতেছেন, এমন কি সাধারণ নীতিগুলিও উল্লঙ্ঘন করিতে তাহারা বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। এই সকল ব্যক্তি গোস্বামী নামের কলঙ্ক। গোস্বামী অর্থে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ—গো-দাস নহে। যাঁহারা ষড় বেগকে সর্ব্বপ্রকারে জয় করিয়াছেন তাঁহারাই গোস্বামী। শ্রীগুরু-দেবই ষড় বেগজয়ী এবং গোস্বামী।

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা বেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টি বেগ যে ব্যক্তি বিশেষরূপে দমন করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ষড় বেগজয়ী গোস্বামী।

আসক্তই আমাদের বন্ধন। এই জগতের বিষয় আসক্তি থাকা পর্য্যন্ত—দেহের সম্বন্ধীয় বস্তু বা ব্যক্তিকে আসক্তি থাকা পর্য্যন্ত কখনও বিষয় আসক্ত হইবে না। বাসনা কামনা হৃদয়ে সতত বর্ত্তমান রাখিয়া বাহ্যিক অনুষ্ঠান বজায় রাখিলে তার কোনই মূল্য নাই, সে শুধু ছিদ্র হাঁড়িতে জল রাখার ন্যায় সার্থক হয়না। প্রকৃত সাধুতে এবং কেবল বেশমাত্র-ধারীতে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী মহারাজ ভক্তগণ সহ মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চলের চিঙ্গুড়দোনা প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে গোবর্দ্ধা নিবাসী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর বাটীতে বিশেষরূপে আহূত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথা হইতে স্বামিজী বাকরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার জানা মহাশয়ের বাটীতে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়ার কথা বহুলভাবে প্রচার করিয়াছেন।

সম্প্রতি স্বামিজী মহারাজ পিছলদা গ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে উক্ত গ্রামে বহুলোকের সমক্ষে স্বামীজী শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওলাদের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধা মূল্য ১।০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, নাভিনদর্শীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের কাহিনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বক্তৃ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপট্টে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব – গৌর – নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহোদয় মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশ্চর্য্য পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

টেলি— শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিক পত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৯, ১৩ই জুন ১৯৩২

নানা কথা

আট শত যাত্রী নিরাশ্রয়

লাগোয়া হইতে প্রকাশ বালোনাঙ্গো দ্বীপের আগবুরার মুখে টিভা নামক স্পেন দেশীয় একখানি ষ্টীমার ফাঁসিয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে ষ্টীমারের আট শত যাত্রী ষ্টীমার ছাড়িয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িয়াছে। যাত্রীদিগের এখন বড়ই বিপদ। তাহারা বড়ই কষ্ট পাইতেছে। যে স্থানে জাহাজখানি ফাঁসিয়াছে, সেখানে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ, সেখানে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? যাত্রীদিগের উদ্ধারার্থ দুইখানি ব্রিটিশ ষ্টীমার প্রেরিত হইয়াছে।

যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন

খুলনা হইতে প্রকাশ গত বৎসর ১৯শে আগষ্ট তারিখে রামপাল থানার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ডাকাতী ও হত্যা সম্পর্কে মেজাদ্দি হাওলাদার, মুকাদ্দর তালুকদার এবং এমুদ্দি সেখ অভিযুক্ত হয়। দায়রা জজ শ্রীযুত এস, কে, গাঙ্গুলী সেই মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

জজ আসামীকে দোষী ও তিন জনকে নির্দ্দোষ বলেন; জজ অধিকাংশ জুরীর অভিমত গ্রহণ করিয়া, সকল আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ব্যাঘ্র শিকারে বিপত্তি

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, দিনাজপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এল, সি,

৮শত যাত্রি নিরাশ্রয়

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন

যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন

প্রধান বিচারপতির গৃহে চুরি

ব্যাঘ্র শিকারে বিপত্তি

নেহরু দেরাদুনে স্থানান্তরিত

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

দারোগার রিভলভার চুরি

২ লক্ষ টাকা অপহৃত

তীর্থস্থানে বালক নিমজ্জিত

জেলে রাজবন্দীর মৃত্যু

গুহ সহরের প্রায় ৮ই মাইল পশ্চিমে বিরল গ্রামের নিকট একটী বাঘ শিকার করিয়াছেন। বাঘটা ২ জন সাঁওতালকে জখম করে। তাহাদিগকে সদর হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। একজনের অবস্থা খারাপ।

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

এলাহাবাদ চাপরাসের এক সংবাদে প্রকাশ বাবরাজ নামক স্থানে পুলিসে কংগ্রেসের একটী শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। তাহারা বহু স্বেচ্ছাসেবকের নিকট হইতে জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লয়, এবং তাহাদের ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে, প্রকাশ গ্রামবাসীরা ঐ ধৃত স্বেচ্ছাসেবকদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। ফলে তাহাদের আক্রমণে কয়েকজন পুলিস সামান্য জখম হয়। পরে আরও পুলিস যাইয়া পৌঁছিলে অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসে। এই সম্পর্কে ১৪ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জেলে রাজবন্দীর মৃত্যু

আসাম হইতে প্রকাশ, মদনমোহন রায় নামে শ্রীহট্টের এক জন কংগ্রেসকর্মী গৌহাটী জেলে মারা গিয়াছেন। তাঁহাকে শ্রীহট্ট জেল হইতে গৌহাটী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, রবি শস্যের জন্য সরকার ও জমীদারদের খাজনা আদায় ধীরে ধীরে চলিতেছে। পল্লীগ্রামে করবন্ধ ও কংগ্রেসী আন্দোলনের পাল্টা জবাব দিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে চেষ্টা চলিতেছে।

প্রকাশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপর এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন জমীদার ও প্রজাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং কংগ্রেস আন্দোলন ও করবন্ধের বিরুদ্ধে সভা করিয়া বা অন্যরূপে প্রচার কার্য্য চালান। কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ আন্দোলন করিলে তাঁহার ফল কিরূপ হয় তাহা প্রজাদিগকে বুঝাইয়া দিতে বলা হইয়াছে।

ঐ উদ্দেশ্যে সামরিক ও বে-সামরিক পেন্সনভোগীদের লইয়া সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টাও চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতজ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজনরঞ্জন [illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রী[illegible] ন্যায়কোবিদ, শ্রী[illegible]ধর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানে দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীগন্ধস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণ[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]ধর ভক্তশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রধার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানাথ পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রী বনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর, [illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, [illegible] ভক্ত দুর্গাদাস।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রেয়ঃ কথা

এ-সংসারে 'প্রিয়' বলিয়া আমাদের যাহা কিছু আছে, তন্মধ্যে 'আত্মা' অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান—সমস্তই নিজ আত্মাকে রক্ষা করিতে, তাহার তুষ্টিবিধান করিতে আমরা সর্ব্বতোভাবে ব্যস্ত হইয়া থাকি, কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাকে সম্যক্‌প্রকারে প্রসন্ন হইতে দেখি না। ইহার কারণ কি? কারণ এই মাত্র বলিতে পারি যে, আত্মা যাহা চান, তাহা পান না। বাক্‌শক্তিহীন বালক যেমন ক্ষুধাদির জন্য ক্রন্দন করিতে থাকিলে মাতা তাহা না বুঝিয়া তাহাকে ক্রীড়নকাদি অন্য বস্তু দিলেও তাহার ক্রন্দন নিবৃত্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ আত্মা যাহা চান তাহা না পাইলে তাঁহার অশান্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

বেদোপনিষদ্ [illegible] (শ্বেতাশ্বতর ৪।৭ মন্ত্র) বলিয়াছেন—"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥" অর্থাৎ কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই দেহবৃক্ষে অজ্ঞানপ্রযুক্ত মায়াবিমোহিত হইয়া তুচ্ছ-দুঃখহেতু [illegible] জন্য শোক করেন। যখন আবার ইহাতেই তাঁহার পরম প্রিয়তম সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকমুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন।" শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৩৭) বলেন—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥" অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ জীবের [illegible] মায়াবশতঃ [illegible] দেহস্বাভিমানরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সেইজন্য তাহাতে অভিনিবেশবশতঃ দেহ প্রভৃতি দ্বিতীয় বস্তুতে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে। অতএব বুদ্ধিমান্ জীব [illegible] শ্রীগুরুদেবকে পরম প্রেষ্ঠ বিচারে [illegible] পূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে সেই কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে ভজন করিলে [illegible] হন।

সর্ব্বকারণ-কারণ জীবনাথের পরম ধর্ম্ম, যাহা [illegible] সুখশান্তি [illegible] হইয়া শ্রীভগবৎ-প্রীত্যর্থে-সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেই আত্মা সম্যক্‌প্রকারে প্রসন্ন হন। আত্মা প্রসন্ন হইলে শোকমোহাদি মায়িক ধর্ম্ম আসিয়া আর আমাদিগকে পীড়া প্রদান করে না। প্রিয় তাঁহার প্রিয়তমের আরাধনা না করিতে পারিলে তাহার শান্তির সম্ভাবনা কি করিয়া হইতে পারে? অশান্তির হেতু অনুসন্ধান না করিয়া কেবল হাহুতাশ করিয়া মরিলে কি হইবে? আনন্দ আত্মার প্রাপ্য বটে, কিন্তু সেই আনন্দের আকরস্থল কোথায়, কি প্রকারে সেই আনন্দ লাভ হইতে পারে, আনন্দের স্বরূপ লক্ষণ কি ইত্যাদি সদ্‌গুরুপাদপদ্মে প্রণত হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণের ধৈর্য্য অবলম্বন না করিলে শান্তি বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য লিখিত)

(১)

'বৈষ্ণবের ব্যবহার' এই বাক্য দ্বারা বদ্ধজীবের প্রতি বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা ও দয়ার আচরণই লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব যখন কৃপাপূর্ব্বক এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন বদ্ধজীবের সহিত তাঁহার এক প্রকার সম্বন্ধ উদিত হয়। উক্ত সম্বন্ধ বদ্ধজীবের পরম-মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপে ভগবদিচ্ছাক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রমতে 'বৈষ্ণব ব্যবহার' কোনো বিধি নিষেধের দ্বারা নিয়মিত হয় নাই।

বৈষ্ণব অপ্রাকৃত [illegible] আকারের অতীত [illegible] তাহার কোনো জাগতিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় নাই। বৈষ্ণব যখন [illegible] আচরণ করেন তখনও [illegible] তাঁহার [illegible]

[illegible] বৈষ্ণবের [illegible] করেন না। বৈষ্ণবের [illegible]। উহা প্রাকৃত [illegible] না। বৈষ্ণবের দেহ, [illegible], ক্রিয়া, মুদ্রা অপ্রাকৃত ও চিন্ময়।

এই জগতে আসিয়া [illegible] বৈষ্ণব ঠাকুর বদ্ধজীবের ন্যায় [illegible] শয়ন, ভোজন, [illegible] ও দেহত্যাগরূপ মুদ্রাদি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকটিত করেন। কিন্তু ঐ সমুদয় ব্যাপার বদ্ধজীবের জন্মমৃত্যুর ন্যায় প্রাকৃত ঘটনা [illegible] উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বদ্ধজীবের সমুদয় কার্য্য জড়দেহ ও মনের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রাকৃতিক ব্যাপার। বদ্ধজীব প্রাকৃত [illegible] হইয়া জড়দেহ ও মনের দ্বারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। বদ্ধজীব তদ্রূপ অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা অপরজ্ঞান সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়। বদ্ধজীবের কর্ম্মানুষ্ঠান এবং জড়ীয় জ্ঞান সংগ্রহদ্বারা জাগতিক অর্থ (চতুর্বর্গ) অর্থাৎ পারমার্থিক হিসাবে 'অনর্থ' মাত্র লাভ হয়। বদ্ধ জীবের কর্ম্ম ও ও জ্ঞানই তাহার ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের কারণ কর্ম্ম ও জ্ঞানদ্বারা জীবের বদ্ধাবস্থা প্রবর্ত্তিত

বৈষ্ণব এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও কখনও কর্ম্ম করেন না এবং কর্ম্মপ্রবৃত্ত জ্ঞানও সঞ্চয় করেন না। বৈষ্ণবের দেহ ও মন ঔপাধিক বস্তু নহে। বৈষ্ণবের দেহ ও মন বদ্ধজীবের দেহ ও মনের ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। বৈষ্ণবের দেহ ও মনের যাবতীয় কার্য্য অপ্রাকৃত হরিসেবা। বদ্ধজীবের পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তুতম স্বর্গ এবং পাপানুষ্ঠান দ্বারা অধর লোকসমূহ লব্ধ হয়। বদ্ধজীবের জ্ঞানানুশীলন দ্বারা সত্য, জনঃ, মহঃ তপঃ প্রভৃতি উর্দ্ধতর লোকসমূহে পরিমিত কালের জন্য অবস্থিতি ঘটে। এই সমুদয় প্রাপ্তি জড়-ভোগ ও জড়ত্যাগ চেষ্টা প্রসূত। জড়ীয় সুখদুঃখময় এবং নশ্বরধর্ম্মবিশিষ্ট। উভয় লোকে বদ্ধজীবের স্বকৃত কর্ম্মাদির ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদি ভোগ সমাপ্ত হইলে পুনরায় প্রারম্ভক কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়।

বদ্ধজীব এই মর্ত্ত্যভূমিতে আসিয়া পুনরায় কর্ম্ম এবং তদ্দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়। বদ্ধজীবের দেহ ও মন প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্গত এবং অধীন। বদ্ধজীবের দেহ ও মন প্রকৃতির নিয়মাধীন হইয়া চলিবার যোগ্যতাবিশিষ্ট এবং প্রকৃতিচালিত হইলেই তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মে অবস্থিত হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম না মানিলে বদ্ধজীবের দেহ ও মন অসহ্য দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যু হইলে দেহ নষ্ট হইয়া যায় এবং মন তাহার সমুদয় সঞ্চিত জ্ঞানের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বহু কষ্ট ভোগ করে। মৃত্যুর পরে মন বাসনাসমূহের তীব্র তাড়নায় ভীষণ কষ্টে পতিত হয় অথচ স্থূলদেহের অভাবে বাসনা অনুরূপ ভোগ সংগ্রহ করিতে পারে না। স্থূলদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক মন অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ বাসনার অনুরূপ জড়ভোগ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং বদ্ধজীবের জীবিতাবস্থা ও মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা উভয়ই দুঃখবহ সন্দেহ নাই। জীবিতাবস্থায় যে পরিমাণে সুখ দুঃখাদি ভোগ ও জ্ঞান সঞ্চয় সম্ভব হয়, মৃত্যুর পরে তদনুরূপ অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। যাহারা স্বীয় জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তাবর্জ্জিত হইয়া অন্ধের ন্যায় দেহ ও মনোধর্ম্মের দাসত্বে নিযুক্ত হয় তাহাদিগকে জীবিতাবস্থায় অল্প সুখ এবং বহু কষ্টভোগ এবং জীবিতোত্তর কালে ভীষণ দুঃখে পতিত হইতে হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী-কৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি বিশেষ মনোযোগের সহিত জীবমাত্রেরই সর্ব্বদা আলোচ্য শ্লোক যথা—

"অত্রাপ্যহ্নুতে নিত্যং দুঃখশ্রেণী পরত্র চ।
দুঃসহা শ্রূয়তে শাস্ত্রাত্তীর্য্যেদপি তাং সুধী॥"

হঃ ভঃ বিঃ ১।২৪

অর্থাৎ ইহলোকে নিত্য দুঃখ-পরম্পরা অনুভব করিতে হয় এবং শাস্ত্রে শোনা যায় যে পরলোকেও দুঃসহ দুঃখরাশি ভোগ করিতে হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তি এই দুঃখ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, ইহা নিশ্চয়ই সুসঙ্গত।

স্থূলদেহ ও মনদ্বারা আত্মেন্দ্রিয় প্রীত্যর্থে যে-সমুদয় কার্য্য কৃত হয় তাহাই কর্ম্ম। জড়ীয় উপাধিতে ঐ সমুদয় সুখদুঃখ ভোগ সাধিত হয়। জীবাত্মা সুখ দুঃখের ভোক্তা নহেন। দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি সংঘটিত না হইলে জীব স্বীয় স্বরূপে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয়েন না। ভোক্তা অভিমান করিবার যোগ্যতা জীবাত্মার স্বভাবগত। সেবক অভিমানই জীবাত্মার স্বরূপের প্রকৃত এবং মুখ্য ধর্ম্ম। তটস্থশক্তিহেতু এই উভয়বিধ অভিমানের সম্ভাবনা জীবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। যখন জীবাত্মা ভোক্তা অভিমানগ্রস্ত হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে তখনই তাহার জড়াপ্রকৃতির কবলিত হইবার যোগ্যতা উপস্থিত হয়। জড়াপ্রকৃতি তখন তাহার ভোক্তা অভিমান চরিতার্থ করিবার অনুরূপ দুইটী ঔপাধিক দেহ তাহাকে প্রদান করেন। এই দুইটী আগন্তুক দেহ জীবাত্মার স্বরূপের সেবক অভিমান আচ্ছন্ন করিয়া ভোক্তা অভিমান মাত্র তাহার স্ফূর্ত্তির বিষয় রূপে উপস্থিত করে। জীবাত্মা জড়ের মোহে অভিভূত হইয়া ঔপাধিক দেহদ্বয়ের দ্বারা জড়ভোগ সংগ্রহে নিযুক্ত হয়। কিন্তু এই সমুদয় ভোগ জড়দেহে পর্য্যবসিত হওয়ায় তদ্দ্বারা জীবাত্মার ভোগের বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াও কাম্যঃ সম্যক্‌ তৃপ্ত হইতে পারে না। জীবাত্মার স্বরূপে ভোক্তা অভিমানের সম্ভাবনা থাকিলেও, তদ্দ্বারা ভোগ প্রবৃত্ত পক্ষে সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ, জীবাত্মা স্বরূপে চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ। সুতরাং চিচ্ছক্তির আনুগত্যে কৃষ্ণসেবাই জীবাত্মার স্বরূপে সম্ভব।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আদর্শ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ করিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

চাঁদা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৻৫।
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৯৲, অর্দ্ধকলম ৫৲ কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

[illegible]

NOTICE FOR SALE

A brick built pucca building belonging to this Dept. with a pucca kitchen, privy aud compound wall on 2 B— 12 K— 15 Ch of land at Haringhatta 10 miles from Kanchrapara is for sale. The value of the building with land is Rs. 5216/-. Intending purchasers msy obtain full descriptions of the building from the undersigned to whom all offers should be intimated.

M. K. Bhattacharji., B. Sc., B. E., I.S. E,
Executive Engineer, Nadia Rivers Dvn.

Dated Berhampore,
The 9th. June 1932

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিঃ নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ [illegible] হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

বৎসর ম্যাদী স্থির আমানত শতকরা বার্ষিক	৯।৶
,,	৮॥০
,,	৮৲
মাস ,,	৭॥০
,,	৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশ ,,	৪॥৶০
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা ,,	৩৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—গত ছয় মাস অন্তর [illegible] সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের [illegible] পাঠাইলেও চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ অনুযায়ী কলিকাতা [illegible] আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা [illegible] আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। [illegible] হইবে।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ, [illegible] ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত [illegible] বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট [illegible] উত্তীর্ণ হইতেছেন।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ ([illegible]) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে [illegible] ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক [illegible] হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ কম [illegible] চিকিৎসা [illegible] বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় [illegible] করুন।

শ্রী[illegible]

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিক পত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩১শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৪ই জুন ১৯৩২

চুচুড়ায় ভীষণ ডাকাইতি

বে-আইনী সমিতিতে কারাদণ্ড

নেহরুজীর দেরাদুন গমন

অগ্নিকাণ্ডে ৫ শত লোক গৃহহীন

শ্বেতাঙ্গ মোটরচালক দণ্ডিত

সদস্যের নিকট বন্দীদের পত্র

ইনস্পেক্টরের পুত্র বন্দী

ভারত সরকারের নূতন ঋণ সংগৃহীত

১৪॥ সের আফিমসহ গ্রেপ্তার

জনৈক বিকৃত মস্তক সৈনিক অভিযুক্ত

শোভাযাত্রায় কারাদণ্ড

নানা কথা

চুচুড়ায় ভীষণ ডাকাইতী

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, ঐ জেলায় সম্প্রতি এক দুঃসাহসিক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। মগরার উত্তরপূর্ব্বে ৫ মাইল দূরে হংসেশ্বরী গ্রামের শ্রীমতী থাকমণি দাসীর বাটীতে ঐ ডাকাইতী হইয়াছে।

ঘটনার দিবস রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় প্রায় ১৫ জন লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঐ বাটীর প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। বাটির মালিক উক্ত মহিলা চীৎকার করিয়া উঠিলে তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করা হয়। বাটীর অপর সকলেও অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এই গোলমাল শুনিয়া শ্রীযুত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে দুর্বৃত্তগণ পলায়ন করে। পলাইয়া যাইবার সময় ডাকাইতগণ প্রায় ৩৪০ টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে। ইতি মধ্যে গ্রাম্য রক্ষীদলের লোকজন এই ডাকাইতীর সংবাদ পাইয়া ঐ বাটীর দিকে আগমনকারী পুলিসদিগের অনুসরণ করে। আসিবার সময় রাস্তায় তাহারা কয়েকজন লোককে সন্দেহজনক ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখে। প্রকাশ, তাহারা তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলে সেই কয়েকজন লোক পালাইবার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানেই তিনজনকে ধরা হইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

নেহরুজীর দেরাদুন গমন

প্রকাশ পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ৭ই জুন প্রাতে দেরাদুন জেলে আনীত হইয়াছেন।

এই উভয় সম্মানিত বন্দীকেই দেরাদুন হাওড়া এক্সপ্রেসে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এক্সপ্রেস দইওয়ালা নামক যে ষ্টেশনে থামে না, তথায় এ দিন ট্রেণখানি থামাইয়া তাঁহাদিগকে নামাইয়া লওয়া হয়। সেখানে একজন ইংরাজ—সম্ভবতঃ তিনি পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি নেহরুজী ও পন্থজীকে সঙ্গে করিয়া সেলুন কারে দেরাদুন লইয়া যান।

জহরলালজীকে প্রফুল্ল দেখায়। পন্থজী দুর্ব্বল; তিনি মোটর হইতে নামিয়া ছড়ির সাহায্যে গমন করেন।

শ্বেতাঙ্গ মোটর চালক দণ্ডিত

প্রকাশ গত শুক্রবার সরকারী রেল বিভাগের কয়লা খনিসমূহের সহকারী অধ্যক্ষ মিঃ জি, এ, কয়ভার অসাবধানতার সহিত মোটর চালাইবার অপরাধে অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাসের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। প্রকাশ, আসামী গত ১০ই আগষ্ট রাত্রি সাড়ে ১০টার সময় চৌরঙ্গী রোডে অত্যধিক ক্ষিপ্রবেগে মোটর চালাইয়া জেকব সাভার নামক এক ব্যক্তিকে চাপা দিয়া আহত করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭৯ ও ৩৩৮ ধারা মতে এক শত ও দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে নয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জরিমানা আদায় হইলে আহত জেকব সাভারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দুইশত টাকা দেওয়ার আদেশ হইয়াছে।

পুলিস ইনস্পেক্টরের পুত্র বন্দী

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বসন্তকুমার সেনের পুত্র শ্রীযুত লোকেন্দ্র নাথ সেনকে বঙ্গীয় আইনের অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় জেলে রাখা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	তমলুক
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীধরণীধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীচৈতন্যদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনবন্ধুর্জ্জিনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদণ্ডিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্কলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রেয়ঃ মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?

অমন্দোদয়-দয়াবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর একদিন প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন রায় রামানন্দ প্রভুর নিকট উত্থাপন করিয়া নিখিল জীবের ঐকান্তিক শ্রেয়ের বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—
রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ
পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেবলেহন্তে শ্রেয়ো
বৈ মনুজাদয়ঃ॥

জীবের সংখ্যা অনন্ত। যেরূপ রজোরাশির সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ জীবেরও সংখ্যা করা অসম্ভব; এই জন্য রজের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মনুষ্য কুলে কেহ কদাচিৎ শ্রেয়ের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনটী শ্রেয়ঃ কোন্‌টী অশ্রেয়ঃ- তাহা ভোগাসক্ত চিত্তে ধারণা করিতে পারেন না বলিয়া দেহ-মনের সুখ বিধানকেই 'শ্রেয়ঃ' বলিয়া নিশ্চয় করেন।

আমরা অভাবগ্রস্ত জীব স্ব-স্ব অভাব-নিবৃত্তিতেই আমাদের শ্রেয়ঃ নিহিত আছে মনে করিয়া তাহাতেই যত্নবান্ হই অর্থাৎ ধনহীন ব্যক্তি ধন প্রাপ্তির দ্বারা তদভাব মোচনের যত্ন করেন। পুত্রহীনের পুত্র প্রাপ্তিকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া পুত্রার্থে নানা দেব দেবীর শরণাপন্ন হন। রোগী সুস্থ হওয়াকেই শ্রেয়ঃ বিচার করেন; কিন্তু তাঁহারা ইহা কখনই ধারণা করেন না যে, অন্য প্রকার অভাব আসিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার নিপীড়িত করিবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন মহাভাগবত উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে শ্রেয়ের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—হে উদ্ধব, আমার মায়া দ্বারা মোহিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্ম্ম ও অভিরুচি অনুসারে নানা প্রকার শ্রেয়ঃ নির্ণয় করিয়া থাকেন। কেহ ধর্ম্ম, কেহ যশ, কেহ কাম, কেহ সত্য, কেহ দম কেহ শম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ দান ভোজনাদি, কেহ যজ্ঞ তপস্যা এবং কেহ বা ব্রত, নিয়ম, যমাদিকেই পুরুষার্থ বলিয়া বিচার করেন, কিন্তু ঐ সমুদয়ের প্রাপ্য ফলস্বরূপ লোকসকল অনিত্য, কর্ম্মজনিত দুঃখমিশ্রিত, মোহময়, ক্ষুদ্র, মন্দ এবং শোক-পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আমাতে অর্পিতাত্মা ভক্তগণের মৎপ্রাপ্তি দ্বারা যেরূপ সুখ হয়, বিষয় বাসনা বশীভূত লোকদিগের তাদৃশ সুখ কোথায়? অর্থাৎ শ্রীভগবানের উত্তর এই যে, ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ।

মহারাজ চিত্রকেতু একদিন মনে করিয়াছিলেন যে, পুত্র প্রাপ্তিতেই তাঁহার শ্রেয়ো লাভ হইবে; কিন্তু মহর্ষি অঙ্গিরা ও দেবর্ষি নারদের কৃপায় তাঁহার এই ভ্রম বিদূরিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের উপদেশে নশ্বর জগতের ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-সুখের মমতা ত্যাগ করিয়া অনন্তের উপাসনাতেই মনোনিবেশ করিয়া অনন্ত-সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন।

শ্রেয়ো বিষয়ে অনভিজ্ঞ বদ্ধজীব আমরা শ্রীভগবদ্বাণী উপেক্ষা করিয়া বিষয় সুখেই শ্রেয়ো লাভের প্রয়াস করিয়া থাকি এবং যাহারা আমাদের তাদৃশ বাসনানলে ইন্ধন প্রদান করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদিগকেই আমরা হিতৈষী, সাধু, মহাত্মা প্রভৃতি সংজ্ঞায় সজ্জিত করি। কিন্তু তাঁহারাও প্রকৃত পক্ষে সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখের নিবৃত্তি কিরূপে হয়, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, মৃত্যুর সমীপে বর্ত্তমান থাকিতে কোন্ কামনা বা কোন্ পদার্থ আমাদিগকে সুখী করিতে পারে? যেমন বধ্যস্থানে নীয়মান ব্যক্তি পায়স পিষ্টকাদি ভোগ্য পদার্থ বা কামিনীসঙ্গ প্রভৃতিতে সন্তোষ লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ মরণশীল জীবের কোন বস্তুই তৃপ্তি দানে সমর্থ হয় না।

তজ্জন্য পরমহংস মুকুটমণি শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—"কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।"

তাঁহারা সারাসার বিবেকবান, স্বচ্ছ, মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের সঙ্গে আমরা আমাদের প্রকৃত শ্রেয়ের উপদেশ পাইয়া থাকি। তাঁহারা নিষ্কপটে সর্ব্বজীবের হিতচেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা নিজহিত না চাহিলেও তাঁহারা তাহা প্রদানের নিমিত্ত নানাপ্রকার ছল বল কৌশলজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিপ্রলিপ্সাদি দোষরহিত অর্থাৎ অপরকে বঞ্চনা করিয়া নিজস্বার্থ সিদ্ধির বাসনা তাঁহাদের নাই; তজ্জন্য তাঁহারা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে বিনা চাহিলেও বলপূর্ব্বক নিঃশ্রেয়সের বিধি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মঠ মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া—সাময়িকপত্রাদি প্রকাশ করিয়া—মহাপ্রসাদ বিতরণাদি দ্বারা প্রভৃতি ভাবে শ্রেয়ঃ বিতরণের চেষ্টা করেন। তাঁহারা 'সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ' এবং 'সর্ব্বদোষহর'। অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বদ্বন্দ্বের অপহারক ও সকল সঙ্গদোষ বিনাশক।

হায় হায়, মূঢ়মতি জীব আমরা প্রকৃত শ্রেয়ঃ, প্রকৃত স্বার্থ, বাস্তবিক মঙ্গলের বিধান পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতনে যত্ন করিতেছি। পতিতপাবন বৈষ্ণব ঠাকুরগণ আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধানের নিমিত্ত কতই না চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" অজ্ঞান অবোধ আমাদের মঙ্গল সম্পদে অনাস্থা। হে ঐকান্তিক শ্রেয়োপ্রার্থী ভাইগণ, আসুন শ্রেয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত না হইয়া একান্তিক শ্রেয়ো বিতরণকারী ভাগবত-বাক্য অবধান করুন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য লিখিত)

(২)

জীবাত্মার স্বরূপে ভোগবাঞ্ছার সম্ভাবনা থাকিলেও ভোগের সম্ভাবনা নাই। ভোগবাঞ্ছা জীবাত্মার স্বরূপের গৌণীবৃত্তি বলা যাইতে পারে। উহা জীবাত্মার স্বরূপের নিজা বৃত্তি নহে। ভোগের নিমিত্ত ঔপাধিক দেহ পরিগ্রহের অপেক্ষা থাকে। কিন্তু ঔপাধিক দেহ ভগবদিচ্ছায় মায়ার লভ্য হইলেও উহা তাহার স্বভাবের গৌণীবৃত্তির অবৈধ অনুশীলনের কথঞ্চিৎ সুবিধা প্রদান করে। শক্তি কখনই প্রকৃত ভোক্তা হইতে পারে না। চিচ্ছক্তির সহিত জড়শক্তির ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধ নহে

উন্নত স্তরে অবস্থিত হইলেও উভয় শক্তির ক্রিয়াই একমাত্র ভগবদিচ্ছাক্রমেই সম্ভব হয়। মায়াশক্তি চিচ্ছক্তিরই ছায়াস্বরূপা। কিন্তু মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তির মধ্যে কোন বিলাস সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। চিচ্ছক্তি সূর্য্যালোকের সহিত তুলনা করিলে মায়াশক্তিকে অন্ধকারের অনুরূপ বিচার করাই সঙ্গত হয়। সুতরাং চিচ্ছক্তির সহিত মায়িক শক্তির আদান প্রদান সম্ভব হয় না।

চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ জীব যখন ভোক্তা অভিমান করে, তখন তাহার শুদ্ধচৈতন্যশক্তি সুপ্ত হইয়া মিশ্র চেতনশক্তির ন্যায় অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ভোক্তা অভিমান প্রবল হইলে জীবের শুদ্ধচেতনের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া অচিৎ জগতে বিকৃতভাবে খ্যাপিত হয়। অচিৎ জগতের সহিত অস্বাভাবিক সম্বন্ধ অনুশীলনের জন্য দুইটী ঔপাধিক অচিৎ দেহও তাহার সেই সঙ্গে লভ্য হয়। অচিৎ জগতে ঔপাধিক দেহদ্বয় দ্বারা জীবাত্মা ভোগসংগ্রহরূপ চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। শুদ্ধচিৎকণ জীবের স্বরূপে ভোগ কখনই লভ্য হইতে পারে না। জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ জড়ভোগ দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকে। জীবাত্মা ঔপাধিক দেহ ও মনকে নিজের স্বরূপ ভ্রম করিয়া ঔপাধিক দেহ ও মনের অচিৎ জগতের সহিত সম্বন্ধ দ্বারা একপ্রকার মিশ্র অনুভূতি প্রাপ্ত হয়, যাহা সে ভোগ বলিয়া কল্পনা করে। জীবাত্মার ভোগবাঞ্ছা তাহার চিন্ময় দেহ দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ভোগবাঞ্ছা জীবের স্বরূপের বিরুদ্ধা প্রবৃত্তি। স্বরূপের বিরুদ্ধা প্রবৃত্তি কিরূপে জীবের চিত্তে উদিত হয় উহা দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার সন্দেহ নাই। উহা তাহার তটস্থ গঠন। অণুত্ব এবং চেতনের স্বাধীনতার অপব্যবহার ফল বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কারণার্ণবশায়ী যখন মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন তখন সেই ঈক্ষণ-প্রভাবে জীবের মায়াদর্শন সম্পাদিত হয়। যে সমুদয় জীব মায়ার ভোক্তা হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হয় তাহারা তৎক্ষণাৎ মায়াকর্ত্তৃক কবলিত হয়। অর্থাৎ মায়াকর্ত্তৃক তাহাদের ভোগের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে।

মায়া কারণার্ণবশায়ীরই একাংশ হইতে উদ্ভূত ব্যাপার বিশেষ। কারণার্ণবশায়ী ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। উপাদান কারণরূপে কারণার্ণবশায়ী—মায়ার উৎপত্তির হেতু। কারণার্ণবশায়ী নিমিত্ত উপাদান কারণরূপে স্বীয় তটস্থাশক্তি পরিণত অনন্ত অণুচিৎ জীববৃন্দের অবৈধ ভোগবাঞ্ছার পূরণ করিয়া থাকেন।

মায়ার সান্নিধ্য প্রাপ্তি হইলেই জীবের ভোগবাঞ্ছা হওয়া অনিবার্য্য এরূপ নহে। ভোগবাঞ্ছা জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছাবিশেষ। উহা জীব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদাই পরিহার করিতে সমর্থ। জীবের মায়া-সান্নিধ্য ঈশ্বর ইচ্ছায় সাধিত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু জীব স্বয়ং ভোগবাঞ্ছা না করিলে মায়া তাহাকে কদাপি স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছার দ্বিতীয় কারণ নাই। জীবের স্বভাবও উহার কারণ বলা যাইতে পারে না। কারণ, ভোগবাঞ্ছা না করাও জীবের স্বভাব এবং উহাই তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম, কারণ জীবের গঠন চিন্ময়। মায়াকবলিত হইবার যোগ্যতা জীবের পক্ষে ঔপাধিক।

BENGAL SURVEY SCHOOL

(MAINAMATI HILLS.)

P. O. SURVEY SCHOOL, DT. TIPPERA.

Applications for admission to the first year class accompanied by a Registration fee of Rs. 3/- will be received by the Principal upto the 30th june 1932. Admission Rules and form of application may be obtained from the principal's office.

R. L. Banerjee
Principal.

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৵ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজ আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা। অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ নিন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরমাধুর্য্য-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষতা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, ঈশ্বরাভিমান, সেবক, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীভগবৎসেবার নিত্যতা—এই নয়টি প্রদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অশোক অভয় অমৃতাধার কবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়চিন্তা, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', সহিষ্ণুতা ও কীর্ত্তন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত বক্তৃতাবলীতে সিদ্ধান্তসার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বরোগের [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমাপ ... ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।। আনা, পাইট ।।৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০
... কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮।।০
১	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৲
৬	মাস	,,	,,	,,	,,	,,	৭।।০
৩	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে					,,	,,	৪।।৵০
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক						,,	৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট্ পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর

পরবিদ্যাপীঠ

এখানে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের পন্থানুসরণে বিনা খরচায় ছাত্রগণকে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্য আচারের সহিত শিক্ষাপ্রদানই এই বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। প্রতি বৎসর ছাত্রগণ কৃতিত্বের সহিত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম, ... [illegible]

আদেশ অবহেলায় দণ্ড

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ জানাকে খানাকুল থানায় প্রতি সোমবার বিশ্রাম দিতে বলা হইয়াছিল, তিনি সেই আদেশ অবহেলা করার জন্য আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দুবে এবং অপর একজন স্বেচ্ছাসেবক ১০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

গহনা লুণ্ঠনে অভিযুক্ত

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ৮ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার ডাকাতি করার সম্পর্কে পুলিস ৬ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিয়াছে। তন্মধ্যে সত্যনারায়ণ নামে একজন দালাল ও তাহার পুত্রও আছে। প্রকাশ, আরও ২ জনকে পাওয়া যাইতেছে না।

বালককে ৬ ঘা

কাশী হইতে প্রকাশ, ৭০ জন কংগ্রেসকর্ম্মী সিটী-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে মাত্র ৮ জন। জন কংগ্রেসকর্ম্মী খিলাফত করিয়াছেন। ৪ জন বালককে ৬ ঘা করিয়া বেত্রাঘাত করা হইয়াছে।

জনৈক বিকৃত মস্তক সৈনিক অভিযুক্ত

লাহোর হইতে প্রকাশ, সামরিক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ক্যাপ্টেন ল্যাম্বার্ট আই, এম, এস, কে হত্যা করিতে চেষ্টা করিবার অভিযোগে ইষ্টসেল সৈন্যদলের সৈনিক জন নর্টন গোরা-বাজারের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

গত ৩০শে এপ্রিল প্রত্যূষে ক্যাপ্টেন ল্যাম্বার্ট আই, এম, এস, তাঁহার বাঙ্গলোতে নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন।

আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার এই মর্ম্মে একখানি আবেদন পত্র দাখিল করেন যে, আসামী বিকৃত মস্তিষ্ক। তাহার মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে সৈনিক বিশেষজ্ঞের নিকটে প্রেরণ করা উচিত।

সরকারী উকীল খাঁ সাহেব কালাজার আলী বলেন আসামীকে মানসিক রোগের হাসপাতালে প্রেরণ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই।

আসামীকে ১৫ দিনের জন্য মানসিক রোগের হাসপাতালে প্রেরণ করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন।

আগামী ২৪শে জুন পর্য্যন্ত মামলার শুনানী মুলতুবী আছে। ঐ দিন বিশেষজ্ঞের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হইবে। ক্যাপ্টেন ল্যাম্বার্ট হাসপাতালে ছিলেন না।

শোভাযাত্রায় কারাদণ্ড

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, স্বাধীনতা দিবসে এক শোভাযাত্রায় যোগদান করার জন্য মৌলবী মহম্মদ আলি, আশ্রাফ আলি, চেরাগ আলি, শরৎচন্দ্র সরকার, শশীকুমার ভৌমিক, বীরেন্দ্রচন্দ্র নাগ, আবদুল মজিদ, শেখ মিঞা, এলাহি বক্স, ফজলুর রহমান, সোনাম আলি ও অপর একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম ৭ জনকে ৮ই জুন তারিখে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অপর পাঁচজন মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সদস্যের নিকট বন্দীদের পত্র

বেনারস হইতে প্রকাশ, ফৈজাবাদ জিলা জেলের ৪ জন "বি" শ্রেণীর কয়েদীর এক সপ্তাহ অনশন শেষ হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহারা যুক্তপ্রদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্যের নিকট পত্র পাঠাইয়াছেন।

বে-আইনী সমিতিতে কারাদণ্ড

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, বে-আইনী সমিতির সদস্য হইবার অভিযোগে কালী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। উক্তরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত অপর ৩ জন লোকের প্রত্যেককে ম্যাজিষ্ট্রেট গত বৃহস্পতিবারে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ভারত সরকারের নূতন ঋণ সংগৃহীত

কারেন্সির কনট্রোলারের প্রকাশিত বিবরণীতে প্রকাশ, ১০ই জুন পর্য্যন্ত ভারত সরকারের নূতন ঋণ প্রায় মোট ১১ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

কমিশনারের প্রশংসা আকর্ষণ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, বড়বাঁকির তহশীলদার কর বন্ধ আন্দোলন দমনে এবং গত বৎসর উক্ত জিলার একটি মেলায় দাঙ্গার সময় যে ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন স্থানীয় কমিশনার তাহার প্রশংসা করেন। তহশীলদারের কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি কালেক্টরী হইতে একটী বাজেয়াপ্ত রিভলভার তাঁহাকে দিবার অরামর্শ দেন। প্রকাশ, সপরিষদ গবর্ণর সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

এলাহাবাদে বিপন্নদের সাহায্য

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, শিলাবৃষ্টিতে এলাহাবাদ জিলায় যে সকল গ্রামবাসী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন, সাহায্য কমিটী তাহাদের ৯ শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন, যাহাদের গবাদি পশু মারা গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক গরু প্রতি ২০ টাকা ও যাহাদের ঘর নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ঘর প্রতি ৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

কূপ ঝালাইতে টোটা পিস্তল

দেরাদুন হইতে প্রকাশ, ঠিকাদার কাছারীর কূপটি ঝালাইবার সময় উহার মধ্য হইতে ২ ডজনের অধিক পিস্তল, অনেক টোটা এবং একটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে। ট্রাঙ্কে কতকগুলা শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রাদি ছিল। কূপের মধ্য হইতে এই সকল জিনিষপত্র পাওয়া যাওয়ায় সহরে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। লোকে দলে দলে জিনিষগুলি দেখিতে যায়, পুলিস সেগুলি দখল করিয়াছে।

১৪॥ সের আফিমসহ গ্রেপ্তার

কলিকাতা আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ শুক্রবারে বাবুলাল নামক এক ব্যক্তিকে ১৪॥০ সের গোলা আফিমসহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। উহার মূল্য প্রায় ২২ শত টাকা। বাবুলাল ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেণ হইতে হাওড়া ষ্টেশনে অবতরণ করিলে আবগারী কর্ম্মচারিগণ তাহাকে গ্রেপ্তার করেন।

গাড়োয়ানদের সত্যাগ্রহ

কলিকাতার হালসী বাগানে কোন প্রসিদ্ধ তেলের কলে গরু ও মহিষের গাড়ীর গাড়োয়ানরা সত্যাগ্রহ করিতেছে। তাহার ফলে গত কয়দিন হইতে গাড়োয়ানেরা গ্রেপ্তার হইতেছে। প্রকাশ, বৃহস্পতিবার ৩৩ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। গাড়োয়ানরা বলে লরী চালাইবার ফলে তাহাদের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইতেছে। তাই তাহারা লরীর গতিরোধ করিবার জন্য সত্যাগ্রহ করিতেছে।

ঘূর্ণীবাতাসে ২ শত গৃহ বিধ্বস্ত

ত্রিচুরের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে ত্রিচুর ও তাঞ্জোরের ধীবরদিগের প্রায় ২ শত গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে এই অঞ্চলের সকল কূপগুলি বালুকাপূর্ণ হওয়ায় পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব উপস্থিত হইয়াছে। ধীবরদিগের ক্ষতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তাহারা সাহায্যের জন্য মৎস্য বিভাগে আবেদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে।

খাদ্যপরীক্ষককে ঘুঁষির মামলা

প্রকাশ কলিকাতা কর্পোরেশনের খাদ্য পরীক্ষক শ্রীযুত শৈলেনকুমার চক্রবর্ত্তীর মুখে ঘুঁসি মারিবার অভিযোগে দারোগা শা শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। মামলা মুলতুবি আছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত খাদ্য পরীক্ষক গত বৃহস্পতিবার প্রাতে সাউথ শিয়ালদহ রোডে আসামীর দোকানে উপস্থিত হইয়া উক্ত দোকানের খাদ্য পরীক্ষা করিতে চাহেন। আসামী ঐ সময়ে তাঁহার মুখে ঘুঁসি মারে।

অগ্নিকাণ্ডে ৫ শত লোক গৃহহীন

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যমুনা নদীর তীরে মহিলা নামক গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই চাষী। এক বাড়ীতে অগ্নি লাগে। বাতাস প্রবলবেগে বহিতে থাকে বলিয়া অগ্নি দ্রুতবেগে সঞ্চারিত হইয়া অন্যান্য গৃহে লাগে। গ্রামে মোট ৮০টি গৃহ ছিল। তন্মধ্যে মাত্র ২টি গৃহ অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ফলে ৫ শত ব্যক্তি গৃহহীন হইয়াছে, সকলকে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে তিন জন লোক মারা গিয়াছে, ১২ জন আহত হইয়াছে এবং ৯৫টি গৃহপালিত পশু নিহত হইয়াছে।

টেলি— শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সডাকমূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বাগ্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিকপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১৬ই জুন ১৯৩২

দিবাভাগে সশস্ত্র ডাকাতী

পাচন প্রস্তুতে দণ্ডিত

চলন্ত ট্রেণে বোমা

জেল পরিবর্ত্তন

মিঃ চেম্বারলেনের বক্তৃতা

সৈনিকের আত্মহত্যা

অস্পৃশ্য সভায় মালব্যজী

যশোহরের রাজবন্দীর মুক্তি

ছোরায় পুলিস আহত

বালকের আকস্মিক মৃত্যু

কারাগারের মধ্যে চুরি

নানা কথা

দিবাভাগে সশস্ত্র ডাকাতি

গত রবিবার অপরাহ্ণে ৬৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট সারদাপ্রসাদ ও অপর এক ব্যক্তির বিড়ির দোকানে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গত রবিবারে বেলা প্রায় ৩ টার সময় যখন দোকানের মালিকরা নিদ্রিত ছিল, সেই সময় ২ জন লোক ছোরা লইয়া উক্ত দোকানে উপস্থিত হয়, এবং একটি সুটকেশ ও একটা ষ্টীলট্রাঙ্ক লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। তাহারা বলে, তাহাদের নাম সেখ করিম ও সেখ ইউসুফ। দোকানের মালিকরা জাগরিত হইলে তাহারা ছোরা মারিবার ভয় দেখাইয়া টাকা চাহে। দোকানের মালিকরা টাকা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তাহারা ছোরা ঘুরাইতে আরম্ভ করে এবং চীৎকার করিলে হত্যা করিবে তাহাদিগকে এইরূপ ভয় দেখায়। দস্যুগণ অনন্তর উক্ত দোকান হইতে ১টী সুটকেশ ও ১টী ষ্টীলট্রাঙ্ক লইয়া ছোরা ঘুরাইতে ঘুরাইতে গমন করিতে আরম্ভ করে। দস্যুগণ উক্ত দোকান হইতে বাহির হইবামাত্র দোকানের মালিকরা চীৎকার করেন। ফলে, ঐ অঞ্চলের বহু লোক দস্যুগণের অনুসরণ করে। ঐ সময়ে পুলিস অনুসরণে যোগদান করে। পুলিস ছোরা ও উক্ত দ্রব্যসহ আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদিগকে রড়তলা থানায় লইয়া যায়।

গত সোমবারে উভয় আসামীকে উত্তর কলিকাতায় পুলিসের ডেপুটী কমিশনারের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাহাদিগকে বিচারার্থ জোড়াবাগানের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

পরে, উভয় আসামীকে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এম, ফজলুল করিমের আদালতে উপস্থিত করা হয়। উভয় আসামীকে আগামী ২৩শে জুন পর্য্যন্ত পুলিসের হেপাজতে রাখিবার জন্য তিনি আদেশ দিয়াছেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ছোরার আঘাতে পুলিস আহত

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে পশ্চিম দেশীয় একটি লোক ছোরার আঘাতে একজন কনষ্টেবলকে গুরুতররূপে আহত করিয়াছে। প্রকাশ, কনষ্টেবলটি আক্রমণকারী এবং তাহার একজন সঙ্গীকে তাহাদের পরিচয় এবং অন্যান্য খবরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে ঐ ব্যক্তি ছোরার দ্বারা আঘাত করে। প্রকাশ, গত শুক্রবার দিবস রাত্রিতে স্থানীয় পুলিস এই মর্ম্মে এক সংবাদ পায় যে, দুইজন পশ্চিম দেশীয় লোক নিজ পার্শ্বে আগ্নেয়াস্ত্রসহ সহরে আসিয়াছে। সেই সংবাদ অনুসারে কনষ্টেবলটি ঐ লোক দুইটিকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত অনুসরণ করে। হাজিপুর যাইবার জন্য যখন তাহারা ট্রেণে উঠিতেছিল, তখন কনষ্টেবলটী উহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে সে ছোরার আঘাতে আহত হয়। আক্রমণকারীরা পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু রেল পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আহত কনষ্টেবল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

—:০:—

গত ১৪ই জুন (১৯৩২) ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৯) মঙ্গলবার দশহরা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১৫ই জুন বুধবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হয়েন নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ২৪শে ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬. ২রা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১৬ই জুন ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার { ৮৭৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দিব্যজ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবারকালে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয় বলেন,—

স্বরূপ বিভ্রান্ত জীব আমরা, তাই আমাদিগের সংসারাদি গতি লাভ হইয়াছে। এই দেবী ধাম বা মায়িক-ধাম সংসার,—অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন। যেমন ঘন ঘটাচ্ছন্ন অমাবস্যা রজনীতে, আলোকাভাবে নিজাবয়ব দৃষ্ট হয় না, সেই প্রকার এই অজ্ঞান তিমিরে নিক্ষিপ্ত জীব আমরা আমাদিগের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং আমরা ইহ পর জগতের গন্তব্য পথেরও কোন প্রকার সন্ধান জানি না।

আলোক যেরূপ বহু বহু লক্ষ কোটি শতাব্দীর তিমিররাশি ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট করিতে সমর্থ, সেই প্রকার,—শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত জ্ঞানাঞ্জন বিস্তৃত শলাকা-দ্বারা প্রজ্জ্বালিত প্রদীপ, আমার লক্ষ লক্ষ জন্মের—অনাদিকালের স্বরূপ-বিভ্রান্তি অভ্রান্তরূপে নিরাস করিয়া স্বরূপ প্রদর্শন করে; ইহার নামই দিব্য-জ্ঞান বা স্বরূপ-দর্শন। স্বরূপানুভূতিতে কোন তর্ক বা সন্দেহের অবকাশ নাই; তবে একটীর নিতান্ত পক্ষে প্রয়োজন, যাহার নাম—"শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস।" সুদৃঢ় বিশ্বাস দ্বারাই তত্ত্ববস্তু দর্শন লাভ হয়।

উদাহরণ স্থলে বলা যাইতে পারে—আমরা পাঠার্থী হইয়া যখন প্রথম বিদ্যালয়ে যাই, তখন বর্ণ-পরিচয়কালে শিক্ষক মহাশয় আমাদিগকে যে বর্ণের যে নাম, শিক্ষা দেওয়ার সময় আমরা শিক্ষক মহাশয়ের কথা সুদৃঢ় বিশ্বাসে গ্রহণ করি বলিয়া ক্রমে বর্ণপরিচয়াদি শেষ করিয়া ফলা বানান ও সংযুক্তাক্ষর শিক্ষা করিয়া পরে নিজে নিজেই যে কোন পুস্তক পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করি। শিক্ষক মহাশয়ের শিক্ষা যে অভ্রান্ত তাহাও বুঝিয়া তাঁহার প্রতি অচলা শ্রদ্ধা আনয়ন করি। আর যদি বিদ্যালয়ে যাইয়াই শিক্ষক মহাশয় ও আমার পূর্ব্বাগত পাঠার্থীদিগের সহিত এঁচড়ে পাকার ন্যায়াবলম্বনে তর্ক উপস্থিত করি,—"এইটী যে "অ" তাহার প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ না দেখাইলে বিশ্বাস করি না।" তাহা হইলে আমার বিদ্যা, শিক্ষার প্রথমেই লয় প্রাপ্ত হইবে। আমিও বিদ্যালাভে বঞ্চিত থাকিয়া অবিদ্যা-প্রপীড়িত হইব।

এইরূপে আমরা যাহারা শ্রীগুরুদেবের নিকট বা তৎসেবকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিবিধ তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগের সেবাময় অমূল্য সময় বিনষ্ট করিতে যাইয়া বলিয়া থাকি,—আপনারা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, ইহাই যে একমাত্র সত্য (বাস্তব) পন্থা তাহার প্রমাণ কি? আপনারা কি ভগবান্ দেখাইতে পারেন? অন্যান্য পন্থায় যে ভগবান্ দর্শন হয় না আর ভাগবতানুগ পন্থানুসরণে ভগবান্ পাওয়া যায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি? আমাদিগকে দেখাইতে পারেন? যদি পারেন তাহা হইলে আপনাদিগের কথা বিশ্বাস করিব, ইত্যাদি কত প্রকার বাচালতা প্রকাশ করিয়া গুরু বৈষ্ণবগণকে বিরত করিয়া অজ্ঞান তিমিরেই নিমজ্জিত থাকি।

শব্দ-ব্রহ্মে নিষ্ণাত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখবিনিঃসৃত বাণী বা শব্দব্রহ্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনই দিব্য জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। অতীন্দ্রিয় স্বয়ম্প্রকাশ তত্ত্বসমূহ যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত নহেন, তাহা চিজ্জড় সমন্বয়বাদী প্রাকৃত সহজিয়াগণের বোধগম্য হয় না। তাঁহারা মনে করেন, মনাদি ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা চেষ্টা করিলেই তত্ত্ব-জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের আয়ত্তাধীন করা যায়। বাস্তব পক্ষে প্রত্যক্ষানুভূতির চেষ্টাই নাস্তিকতা। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দব্রহ্মের দিব্যালোক অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করায়।

আমরা যখন শ্রীগুরুদেবের নিরস্ত-কুহক সত্যবাণী বাস্তব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব, তখনই শ্রবণের ক্রিয়া চিদানুভূতি আরম্ভ হইবে। এই প্রকারে ক্রম-পন্থায় শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সত্য অবধানের সহিত বাস্তব সত্য কথা কীর্ত্তনস্পৃহা লাভ হইলে ক্রমে শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর পাত্রতায় উপস্থিত হইবে। তখন জগৎ মিথ্যা, নৈমিত্তিক ও অনিত্য ধর্ম্মপন্থাগুলির ভেদ দর্শন করিয়া ভাগবদ্ধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম সব এক, এরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে। অনবধান করিবে না। কোনটী বাস্তব ও কোনটী অবাস্তব এবং কোন্ পন্থদ্বারা কোন্ বস্তু পৌঁছান যাইতে পারে, জ্ঞান মার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিচার ও যোগমার্গে পরমাত্মা দর্শন, ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধির চরম পর্য্যায় আর ভক্তি-মার্গে ভগবান নিত্য স্বভাব নিত্য প্রভু ভগবানের নিত্য সেবা-সুখ নিত্যানন্দ লাভ, যাহার নিকট ব্রহ্মানন্দ অক্ষসুখ গোষ্পদতুল্য বোধ হয়। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির তর তম বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান হইলেই দিব্য জ্ঞানের ক্রিয়া আরম্ভ হইল বুঝিতে হইবে। কারণ জগতে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের উপাসক ব্যতীত আর কোন উপাসক নাই।

শ্রীগুরুদেবের চেতন বাণীতে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেবোন্মুখী যুক্তযোগ-সহ শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

"গুরু-মুখ পদ্ম বাক্য, হৃদে করি মহাশক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশ॥"

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ রঘুরত্ন স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৹॥ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের কুসুমের সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাক্ত ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উদ্ধবদাস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অনর্থ-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কাম-সন্দায়িনী বৈকুণ্ঠ বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-[illegible], শ্রীমদ্ভাগবত-[illegible], শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible], অপ্রাকৃত [illegible] ও প্রাকৃত সহজিয়াগণ, প্রভৃতি [illegible]। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—[illegible], মঙ্গলের [illegible], [illegible] মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ [illegible] ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীনিত্যানন্দের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমদ্ভাগবত [illegible], শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও [illegible]—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা একত্রিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—[illegible] ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, [illegible], শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, [illegible], শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের [illegible], [illegible] নিত্যতা—এই কয়টী প্রামাণিক বক্তৃতা [illegible]। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"[illegible] অবৈষ্ণবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ই:) সাদা বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসার গীত, নামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, ষাড়ভুজ্যগীতি, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনবদ্বীপ-ধামাষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীরূপপদ্ধতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বহুচ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের যাবতীয় নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীত সমূহ প্রত্যেক শ্লোকের নীচে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পারতন্ত্র্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্রেষ্ঠ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তকখানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুস্থলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে সংকুচিত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাঁইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥০ সকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটীভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	মেয়াদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮॥০
১	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৲
৬	মাস	,,	,,	,,	,,	,,	৭॥০
৩				,,	,,	,,	৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে					,,	,,	৪॥৵০
চল্‌তি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক						,,	৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট্ পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী **টিউবওয়েল** (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী "**টিউবওয়েল**" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য **টিউবওয়েল** কম খরচায় মেরামত করি।

বি. এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

শ্রীনবদ্বীপ-পাঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—শ্রীনি[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অথবা রামায়ণ পাঠের মত (যাহা আমার) পাঠাইলে রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখা হয়। যে আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ বৈকাটী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিঃ ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিঃ চেম্বারলেনের বক্তৃতা

প্রকাশ, কমন্স সভায় ফাইন্যান্স বিলের তৃতীয় পাঠ শেষ করিবার সময় বৃটেনের রাজস্ব সচিব মিঃ নেভিল চেম্বারলেন যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে বৃটীশ জাতির ভবিষ্যতের আশা উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

মিঃ চেম্বারলেন বলিয়াছেন—আগামী শরৎকালে বৃটেনের ট্যাক্স বৃদ্ধি করিতে হইবে, এরূপ আমি বলি নাই। বর্ত্তমান সময়ে রাজস্ব কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। উহার বাস্তব কারণ কিছুই দেখিতেছি না। বর্ত্তমান জাতীয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বে বৃটেনের যে অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ছিল, তাহা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে এবং লোকের বর্ত্তমান নূতন শাসনতন্ত্রের উপর একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এ কথা সত্য, কিন্তু আমাদের ব্যবসা বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছে। টাকা দিবার যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে পাইকারী জিনিষের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদিগের এই ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদরণীয় হইয়াছে।

আমরা পাউণ্ডের মূল্য একরূপ ঠিক রাখিয়াছি। পাউণ্ডের মূল্যের উত্তর বিশেষ হেতু শিল্প বাণিজ্যের কোন হানি হইবে না। জুয়া উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি এবং কতকগুলি জিনিষের উপর শুল্ক বসাইয়াছি। বেশীর ভাগ লোকেই ইহা অযথা বলিয়া মনে করে নাই। আমাদিগের এখন টাকার বাজার সস্তা এবং উহার অভাবও হয় নাই।

— —

যশোহরের রাজবন্দী মুক্তি

যশোহরের নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি পূর্ণ কারাভোগের পর দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি ১০ই জুন সন্ধ্যাকালে যশোহরে পৌঁছিয়াছেন।

পাঁচিয়ার শ্রীযুক্ত রজনীবিলাস মিত্র ৪॥ মাস কারাভোগের পর যশোহর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মিত্র দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

জেল পরিবর্ত্তন

শ্রীযুক্তা অমিয়বালা দেবী যশোহর জেলে ছিলেন। গত ১০ই জুন তাঁহাকে খুলনা জিলা জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় যশোহর জিলা জেল হইতে দমদম জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

———

মদ্য প্রস্তুতে দণ্ডিত

প্রকাশ, শনিবার জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক শোভারাম এবং রাম নামক দুই ব্যক্তি বিনা পাশে 'পচাই' বা দেশী মদ্য প্রস্তুত করার অভিযোগে প্রত্যেকে ৮ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

—— —

কাঁথিতে ১৪৪ ধারা জারী

কাঁথি হইতে প্রকাশ, গত ১০ই মে তারিখে কাঁথি সহর ও সহরতলী হইতে তিন মাইলের মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন সভা বা শোভাযাত্রায় জনসাধারণকে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া কাঁথি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ৯ই তারিখে কাঁথিতে ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন।

১০ই তারিখে জমাদার কাজী সাহেব ডাক্তার রাসবিহারী পাল মহাশয়ের বাসায় আসিয়া তাঁহার দেখা না পাইয়া তাঁহার নামে ১৪৪ ধারার নোটীশ লটকাইয়া দিয়া গিয়াছে।

৯ই তারিখে ভগবানপুর থানার বিশিষ্টকর্ম্মী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুছাইত, জয়কেশ গায়েন ও থানার ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মাইতির উপর ৮ই জুন হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে কাঁথি মহকুমার কোন সভা সমিতিতে যোগদান ও বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়া ১৪৪ ধারার নোটীশ জারী হইয়াছে।

————

সৈনিকের আত্মহত্যা

পুনা হইতে প্রকাশ, পুনার 'কিংস ওন্ স্কটিশ বর্ডারার' সৈন্যদলের প্রাইভেট আর, শার্প গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই সৈনিকটি প্রায় দেড়টার সময় কিরকী অস্ত্রাগারের বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। সেই সময় হতাশার বশে সে রাইফেলের সাহায্যে নিজের মাথায় গুলী করে।

— —

মুন্সিগঞ্জে ১৪৪ ধারা

মুন্সিগঞ্জ হইতে প্রকাশ, মুন্সিগঞ্জ ও উহার নিকটবর্ত্তী ইউনিয়নগুলিতে আরও ২ মাসের জন্য সভা, শোভাযাত্রা ও অন্যান্য প্রচার কার্য্য নিষেধ করিয়া মুন্সিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে একটি নূতন নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন। এইরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল, প্রত্যেক বার উহা ২ মাস কাল বলবৎ ছিল।

———

কারাগারের মধ্যে চুরি

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই জুন লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত দত্তপাড়ার সতীশ নন্দন একজন দাগী চোর। সে পূর্ব্বে চৌর্য্যাপরাধে কয়েকবার দণ্ডিত হয়। শেষবারের দণ্ডভোগকালে সে ৪ বৎসরকাল আত্মগোপন করিয়া থাকে। এই লোকটা আবার ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪৫৭ এবং ৩৮০।৭৫ ধারায় অভিযুক্ত হইয়া দায়রা জজ কর্ত্তৃক ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ১৯২৮ অব্দের ১৮ই জুন তারিখে সতীশ চৌর্য্যাপরাধে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ঐ সময়ে সে আনোয়ার আলীর পুত্র ফজর আলী বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। তাহাকে মেদিনীপুর কারাগারে বন্দী রাখা হয়। মুক্তির পূর্ব্বে তাহাকে স্থানীয় কারাগারে আনয়ন করা হয় এবং বিগত নভেম্বর মাসের ১৯শে তারিখে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঐ দিন রাত্রিকালে সতীশ জনৈক কারারক্ষীর কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া তাহার জিনিষপত্র চুরি করে। সতীশের প্রতি কারারক্ষীর সন্দেহ হওয়ায় তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করা হয়। এবং তথায় অধিকাংশ অপহৃত জিনিষ পাওয়া যায়। পুলিস সতীশের বাড়ী অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রথমতঃ ভুল করে, কেন না, সে ফজর আলী নামে নিজ পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু সতীশের পরিচিত স্থানীয় কারাগারের জনৈক জমাদার নিকট সতীশের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া পুলিস অবশেষে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে পুনরায় অভিযুক্ত করিতে সমর্থ হয়।

————

বালকের আকস্মিক মৃত্যু

কান্দি হইতে প্রকাশ, রূপপুরের পরলোকগত বিষ্ণুচন্দ্র ঘোষের পুত্র এবং কান্দির রাজ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ১১ই জুন অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বালকটি পাকা কালো জাম খাইবার লোভে একটি কালো জাম গাছে উঠে এবং অকস্মাৎ তথা হইতে মস্তক নিম্নের দিকে পড়িয়া যাওয়ায়, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে, বালকটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

চলন্ত ট্রেণে বোমা

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, ফরিদপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হবিবর রহমনের উপর গত ১৩ই জুন রাত্রি ৮টার সময় বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তখন ট্রেণ সবেমাত্র (ই, বি, রেলের) রাজবাড়ী ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া ফরিদপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল।

বোমাটা তাঁহাদিগকে লাগে নাই, পরবর্ত্তী খালি কামরার উপর পড়ে। তাহার ফলে সে কামরার জানালা এবং অন্যান্য স্থান চুরমার হইয়া গিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে আছেন। তাঁহারা নিরাপদে ফরিদপুরে পৌঁছিয়াছেন। আক্রমণকারীর সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

————

অস্পৃশ্য সভায় মালব্যজী

কাশী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গত ১২ই জুন রাত্রিতে অস্পৃশ্যদিগের এক সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা সমর্থন করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্প্রতি এখানে যুক্তপ্রবেশ আদি হিন্দুদের অনুন্নত সম্প্রদায় সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহার পক্ষ হইতে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে স্মারকপত্র প্রেরণ করা হইবার কথা আছে, সভায় তাহার প্রতিবাদ করা হয়। বহু উচ্চ জাতীয় হিন্দুও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

— —

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড } সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা আষাঢ় শুক্রবার ১৩৩৯, ১৭ই জুন ১৯৩২

ডাকাতের ভীষণ দৌরাত্ম্য

উত্তাপে এক দিনে দশ জন লোকের মৃত্যু

চুঁচুড়ায় দুঃসাহসিক ডাকাতি

একই সময় তিনটী পুত্র সন্তান প্রসব

লোমহর্ষণ নরহত্যা

...য় সম্মিলনে ধর-পাকড়

কটকে ১৩৮ জন গ্রেপ্তার

শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ

অত্যাশ্চর্য্য চুরি

পুত্রের অপরাধে বৃদ্ধ পিতা ও ভ্রাতা দণ্ডিত

বোম্বাই সহরে অশান্তি

নানা কথা

ডাকাতের ভীষণ দৌরাত্ম্য

গত ১১ই জুন শনিবার হাওড়া জিলার আমতার নিকটবর্ত্তী পানপুর গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা সংখ্যায় ১০।১২ জন ছিল। তাহারা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, এই গ্রামের শ্রীযুত আচার্য্য দেবের বাড়ীতে ডাকাতি করে। তাহাদিগের সঙ্গে জ্বালান মশাল ছিল। তাহারা সেই সমস্ত মশাল বাড়ীর চারিদিকে দাড় করাইয়া দিয়া, বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। বাড়ীতে তখন একজন বৃদ্ধ ব্যতীত আর কোন পুরুষ মানুষ ছিল না। তাই স্ত্রীলোকেরা ডাকাত দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। সেই বাড়ীর চারিদিকে একটু দূরে কয়েকখানি বাড়ী ছিল। সেই সমস্ত বাড়ীর লোকজন ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছাদে উঠে। তারপর তাহারা প্রজ্বলিত মশালের আলোতে ডাকাতদিগের কীর্ত্তিকলাপ সমস্তই দেখিতে পায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা কেহই নাকি ডাকাতদিগের কাজে বাধা দিতে অগ্রসর হয় না, অগ্রসর হইতে সাহসও করে না। ইতোমধ্যে ডাকাতরা দড়ি দিয়া সেই বৃদ্ধকে বাঁধিয়া বাড়ীর যে সমস্ত স্থানে ধন সম্পত্তি লুক্কায়িত থাকিবার কথা সেই সমস্ত স্থানে তাহার সন্ধান করিতে থাকে। তারপর তাহারা বাড়ীর মহিলাদিগের পরিহিত অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয়। একজন স্ত্রীলোক তাহাদিগের কাজে একটু বাধা দিতে চেষ্টা করায় তাহারা তাহাকে এমনভাবে এক আঘাত করে যে, তাহাতে তাহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

কটকে ১৩৮ জন গ্রেপ্তার

কটক হইতে প্রকাশ, রবিবার প্রাতে কটকের নিকট উৎকল প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন বসাইবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে গত ১৩ই জুন নির্ব্বাচিত সভাপতিসহ মোট ১৩৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কটকের

ভূতপূর্ব্ব সাব-জজ শ্রীযুত গগণ চৌধুরী ও আরও অনেকের বাটীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

চুঁচুড়ায় দুঃসাহসিক ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, চুঁচুড়ার সাব-ডিভিশনে বাঁশবেড়িয়া পুলিশ থানার এলাকাধীন একটী গ্রামে শ্রীযুত সুরেন্দ্র-নাথ ঘোষের গৃহে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

মধ্যরাত্রির পর প্রায় ৮ জন অস্ত্রযুক্ত লাঠি ও প্রজ্বলিত মশাল সহ দ্বার ঠেলিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে গৃহের অধিবাসী-দিগের নিকট হইতে চাবি সংগ্রহ করিয়া অলঙ্কারে ও নগদে প্রায় এক হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়। এই ডাকাতি সম্পর্কে শেখপুরের অধর ভুঁইঞা এবং আরও তিন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বোম্বাই সহরে অশান্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১২ই জুন প্রাতে এক গলির মধ্যে জনৈক হিন্দুকে আহত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হই-য়াছে

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পঞ্চম সপ্তাহ চলিতেছে কিন্তু অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। শনিবারের উপদ্রবে আবার চাঞ্চল্য উপস্থিত হই-য়াছে। পুলিশ এখনও পাহারা দিতেছে। কাপড়ের প্রধান প্রধান বাজার ১৩ই জুন তারিখে খোলা হয়; লোক সমাগমও পূর্ব্বের মত হইয়াছে।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙ, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-[illegible]-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

[illegible] বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রেষ্ঠতম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব [illegible] ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় [illegible] এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি [illegible] মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷৹ আনা, আবাঁধাই ।৶৹ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।৹।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজী আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগীশ্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী [illegible] ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। [illegible] শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব সম্পদ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিরনাগ্রহবিচার', 'পিয়সখি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের ভাবনা', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লক্ষণ অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মুক্ত-নিঝর—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—[illegible] ভক্তি, মঙ্গলোদয় [illegible] কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি [illegible] মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, [illegible] ও [illegible] কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী রসভাবমাধুরী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র

তৃতীয় খণ্ড [illegible] শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীব্রহ্মাবির্ভাব, [illegible], শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনঃপ্রাপ্তি, [illegible] নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজঃ [illegible] বেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্দদ্বৈরূপ্যবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বাহ্যশুদ্ধতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

রাজনৈতিক ডাকাতি

মিঃ আবদুল রহমান মিঠা খাঁ নামক একস্থানে বাস করেন। বিগত বুধবার দিবস তাঁহার গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। মিঃ আবদুল রহমান ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই যে, ইহা সাধারণ চুরি, না কোন গোয়েন্দার কার্য্য।

প্রকাশ, বিগত বুধবার দিবস মিঃ আবদুল রহমান বাহিরে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার গৃহের দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হয়। বেলা ৫ ঘটিকার সময় তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে, তাঁহার গৃহের দ্রব্যাদি বিশেষতঃ তাঁহার চিঠি পত্র লুণ্ঠিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তিনি দেখেন যে, তাঁহার গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির বহু প্রকার দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও সে দ্রব্যগুলি অপহৃত হয় নাই। ইচ্ছা করিলে চোর সে সমস্তই লইতে পারিত। প্রত্যেক বাক্সই খোলা হইয়াছিল ও সেগুলি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি মূল্যবান দ্রব্যগুলির জন্য পরীক্ষিত হয় নাই, কেবলমাত্র চিঠিপত্রের জন্যই সেগুলিকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

উক্ত চোরগণ তাহাদের চুরির উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার একটী গ্রামোফোন লইয়া পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু তাহারা প্রায় দুই ঘন্টা ধরিয়া মিঃ আবদুল রহমানের চিঠিপত্র পরীক্ষা করিয়াছিল।

মিঃ আবদুল রহমান পুলিসকে আহ্বান করিলে তাহারা জবানবন্দী লিখিয়া লইয়াছে। তাহাদের তদন্ত চলিতেছে।

মিঃ আবদুল রহমান মনে করেন যে, ইহা একটি রাজনৈতিক ডাকাতি। কারণ অনেক স্থানে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই কার্য্যে তাহাদের কিছুই লাভ হয় নাই। কেবলমাত্র অপহৃত গ্রামোফোনটিই তাহাদিগকে তাহাদের এই কষ্টের জন্য সান্ত্বনা প্রদান করিবে।

শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ গত ১২ই জুন প্রাতঃকালে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় মোক্তার শ্রীযুত আনন্দচরণ বর্দ্ধনের গৃহের পুরোভাগে তৃণাচ্ছাদিত জমীতে জলপাইগুড়ী জিলা রাজনৈতিক সভা বসে। প্রকাশ, পুলিসের প্রবল বাধা সত্ত্বেও মফস্বল হইতে প্রায় একশতেরও অধিক প্রতিনিধি সহরে আসিয়া পৌছেন। প্রায় ২ শত ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন, তন্মধ্যে মহিলারাও ছিলেন।

সভাপতি শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ ধীরাজমোহন সেনের মুদ্রিত অভিভাষণগুলি পুলিস পূর্ব্বে লইয়া যাওয়ায়, তাঁহারা সভায় সাময়িক উত্তেজনার বশে বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের অভিভাষণের পর সভায় কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভান্তে সহরের রাস্তা দিয়া একটি বিপুল শোভাযাত্রা বাহির হয়। স্থানীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত শ্রীনাথ হোড়ের গৃহের সম্মুখে শোভাযাত্রাকারীদিগের সহিত পুলিসের সাক্ষাৎ হয় এবং সভাপতি খগেন্দ্রবাবু অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ধীরাজমোহন বাবু, কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ও ফণীন্দ্রনাথ সরকার নামক দুইজন প্রতিনিধি ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ ভৌমিক নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে।

উক্ত ভদ্রলোকদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পর, পুলিস লাঠির আঘাতে অবশিষ্ট সকলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। প্রকাশ, প্রাতঃকালে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সভা বসায়, পুলিস বিচলিত হইয়াছে।

একই সময় তিনটী পুত্র সন্তান

সম্প্রতি মেদিনীপুর সহরের পাটনা বাজারের এক জন স্ত্রীলোক একই সময় ৩টি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিল। সন্তান ৩টি ১০ ঘন্টা মাত্র জীবিত ছিল। স্ত্রীলোকটী জাতিতে তেলী।

উত্তাপে এক দিনে দশ জন লোকের মৃত্যু

কানপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই জুন সারা দিনরাত অসহ্য উত্তাপে সহরবাসী উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তাপবশতঃ দশ জন লোক মারা গিয়াছে। সমস্তই গরম বাতাস বহিতেছে।

লোমহর্ষণ নরহত্যা

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ চাষ থানার এলাকাধীন রাখীটিকার শ্রীযুত যোগেন্দ্র দে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সাপ্তাহিক হাট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন।

প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার যোগেন্দ্র বাবু একটি ভৃত্য সহ হাটে নানাবিধ জিনিষপত্র ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। হাট ভাঙ্গিবার পর অন্যান্য সহযাত্রীর সহিত তিনি যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন মধ্যপথে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁহাদের আক্রমণ করে। তিনি না দৌড়াইয়া নিকটবর্ত্তী নদীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময় দুর্বৃত্তগণ একখানি বল্লমের দ্বারা তাঁহার দেহ বিদ্ধ করে এবং তদ্দ্বারা তিনি ভূপাতিত হইয়া জল প্রার্থনা করেন। অতঃপর টাঙ্গি দ্বারা তাঁহার দেহে গুরুতরভাবে এমন কয়েকটি আঘাত করা হয়, যাহার ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। আততায়ীগণ তখন তাঁহার নিকট হইতে ১৫০ টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

মৃতদেহটিকে পুরুলিয়া ব্যবচ্ছেদের জন্য আনা হইয়াছে।

গোলটেবিলের পরামর্শ সমিতি

সিমলা হইতে প্রকাশ, পার্লামেন্টের কমন্স মহাসভায়, গোলটেবিলের পরামর্শ সমিতির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব যাহা প্রকাশ করেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই সম্পর্কে স্থানীয় সরকারী মহলে তদন্ত করিয়া জানা গেল যে, আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে সম্ভবতঃ উক্ত সমিতির বৈঠক পুনরায় আরম্ভ হইবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয় নাই বলিয়াই এ পর্য্যন্ত উহার অধিবেশন হওয়ার পক্ষে অসুবিধা হইয়াছে। গোলটেবিল সম্মেলনের নিয়োজিত কমিটি ত্রয়ের একটি কমিটির নির্দ্ধারণ দাখিল না হওয়ায় উহার অন্যতম কারণ। যাহা হউক, গোলটেবিলের পরামর্শ সমিতির দপ্তরখানা উহার আগামী বৈঠকের কার্য্য তালিকা প্রণয়নে ব্যস্ত। উক্ত কমিটির বৈঠক পক্ষ কালেরও অধিকাল স্থায়ী হইবে এবং সভার কার্য্য অত্যন্ত অধিক হইবার সম্ভাবনা।

রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে ধর-পাকড়

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, পুলিশ গত ১১ই জুন অপরাহ্নে ভিক্টোরিয়া উদ্যান হইতে গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচন কমিটীর ৬ জন সভ্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ডিক্টেটরও আছেন। তাঁহারা সম্মেলনে উত্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব সমূহের খসড়া করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রতিনিধির ব্যাজ ধারণ করিয়াছিলেন।

পুত্রের অপরাধে বৃদ্ধ পিতা ও ভ্রাতা দণ্ডিত

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, লাকসাম থানার এলাকাধীন জাওরা গ্রামের শ্রীযুত রাজকুমার ভট্টাচার্য্য, মজিদ মিঞা, ফারিং মিঞা, এবং হবিবুল্লা মিঞাকে পুলিস চৌকিদারী খাজনা দেওয়া বন্ধ করিতে বলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।

রামচন্দ্রপুর বাজারে পিকেটিং করার জন্য বীরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী চান্দিনার সাব রেজিষ্টারের আফিসে কর্ম্ম করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সাবরেজেষ্ট্রী অফিসে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি এক নোটীশ জারী করিয়াছেন। শশীবাবু বিনোদবাবুর গৃহে অবস্থান করিতেন। প্রকাশ, বিনোদবাবুর প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারী হইয়াছে যে, তিনি শশীবাবুকে তাঁহার গৃহে থাকিতে দিতে পারিবেন না।

শশীবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চান্দিনা থানার এলাকাধীন রবকাউরতা গ্রামের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ে কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা করেন প্রকাশ, জিলা কর্ত্তৃপক্ষ হীরেন্দ্রকে কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা দিতে উক্ত চিকিৎসালয়ের প্রধান চিকিৎসককে নিষেধ করিয়াছেন।

দানাপুরে ৩টি বোমা বাহির

পাটনা হইতে প্রকাশ দানাপুরে নাসরিগঞ্জ মহাল্লায় ৩টা বিস্ফোরক পূর্ণ বোমা পাওয়া গিয়াছে—এই সংবাদে এখানে বিশেষ চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নাথনি নামক এক ব্যক্তি ও তাহার পিতা দেওশরণ প্রসাদ এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

টেল— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিক পত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা আষাঢ় শনিবার ১৩৩৯, ১৮ই জুন ১৯৩২

রমণীর আত্মহত্যা

বেরিলি জেলে প্রহার

মুন্সীগঞ্জে ডাকাতি

ইঞ্জিনের সহিত লরীর সংঘর্ষ

শ্রীযুত দেবধরের অভিভাষণ

ঢাকায় শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ

মন্দিরে জোড়া বোমা

দাম্পত্যকলহে নরহত্যা

ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যু

পথিমধ্যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

আজমীরে জোড়া বোমা

নানা কথা

রমণীর আত্মহত্যা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, কয়েক দিবস পূর্ব্বে লেডী ওয়ালসের হঠাৎ মৃত্যু হয়। রমণীর শবদেহ শব ব্যবচ্ছেদাগারে পরীক্ষা করা হয়। রমণী আত্মহত্যা করিয়াছেন। আত্মহত্যা করিবার সময় রমণী নাকি উন্মাদ হইয়াছিলেন।

মৃতা রমণীর স্বামী স্যার সিরিল ওয়ালস্ তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন—লেডী ওয়ালস একজন ফরাসী রমণী। গত ২৫শে এপ্রেলের পর হইতে তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাদিগের মধ্যে কোনও ঝগড়া বিবাদ ছিল না। আমার অর্থকাঠিন্য হওয়াতেই আমার সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগে নাই। আমি ভারতে রাজসরকারের চাকরি করিতাম, এখন পেনসন্ ভোগ করিতেছি, আমার আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। কিন্তু আমার স্ত্রীর মেজাজ বড় কড়া ছিল, সে আমার অবস্থা বুঝিতে পারিত না।

বিচারক বলিয়াছেন—স্ত্রীলোকের এরূপ আচরণ বড়ই দুঃখের বিষয়। হয়তো স্ত্রীলোকটি অতিরিক্ত মাত্রায় সুরাপান করিয়াছিল, তাই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রমণী অতিরিক্ত ব্যয় করিত, দায়িত্ববোধ আদৌ তাহার ছিল না, অতিরিক্ত উষ্ণমস্তিষ্ক ছিল এবং মাথার অবস্থাও ভাল ছিল না। রমণীর স্বামী খুব ধৈর্য্যশালী, দয়াবান এবং স্ত্রীর অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে।

—

শ্রীযুত দেবধরের অভিভাষণ

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ভারত সেবক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সমিতির সদস্যগণ ও তাঁহাদের বন্ধুগণ ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত জি, কে, দেবধর উক্ত সমিতির সভাপতিরূপে বক্তৃতা দান করেন। হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি কেশবরাও ও স্যার দোরাব টাটার মৃত্যুতে উক্ত সমিতির যে ক্ষতি হইয়াছে বক্তা তাহার উল্লেখ করেন।

উক্ত সমিতির সদস্যগণ গত বৎসরে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, বক্তা তাহার প্রধান কার্য্যের উল্লেখ করেন। শ্রীযুত শাস্ত্রী ও শ্রীযুত যোশী গোল টেবিল বৈঠকে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, বক্তা তাহার উল্লেখ করেন। সামাজিক কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন, পল্লীসংস্কার কার্য্য বিস্তৃত হইতেছে। উহা উক্ত সমিতির কার্য্যপদ্ধতির প্রয়োজনীয় অংশ। জনসাধারণের কার্য্য বিভাগের কার্য্যও বিস্তৃত হইতেছে। বহু যুবক সমিতির কার্য্যে যোগদান করিতে প্রস্তুত। সমিতির আর্থিক অবস্থা আশঙ্কার কারণ। নাগপুরের পরলোকগত রাও বাহাদুর লক্ষ্মীনারায়ণ মধ্যপ্রদেশের কার্য্যের জন্য ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও সমিতির অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাব জন্য জনসাধারণের অর্থসাহায্য হ্রাস হইয়াছে। বক্তা আশা করেন, সাধারণের হিতৈষী ব্যক্তিগণ সাহায্য প্রদান করিবেন।

মুন্সীগঞ্জে ডাকাতি

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, সহকপাড়ার ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র দাসের গৃহে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তদল নগদ টাকা ও মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ ২৯শে ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৬, ৪ঠা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই জুন ইং ১৯৩২ শনিবার ৮৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৫ই জুন বুধবার শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত জনৈক ভক্ত শ্রীমঠের আবিষ্কারণ নাট্য-মন্দিরে সাধুসঙ্গের বিষয় কীর্ত্তনমুখে বলেন, -সাধুসঙ্গই জীবের নিত্যমঙ্গলের একমাত্র উপায়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" কিন্তু সাধুসঙ্গ কিরূপে করিতে হয় তা' অনেক সময় আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সাধুর নিকট ব'সে থাকা বা তাঁ'র নিকট বসবাসের অভিনয় ক'রলেও সাধুর সঙ্গ করা হয় না। সাধুর প্রকৃষ্ট অনুসরণ করার নামই সাধুসঙ্গ। 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি' শ্লোকে আমরা সাধুসঙ্গের বিষয় জানিতে পারি। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রীতি-গ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা, এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান এই ছয় প্রকারে সাধুর সঙ্গ করিলে ভক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

প্রকৃত সাধুর সঙ্গ না করিয়া যদি আমরা মায়াবাদী, মুমুক্ষু, বুভুক্ষু বা বিষয়ী ও অন্যাভিলাষীর সঙ্গ করি তা'হ'লে তাহাদের সঙ্গদোষে ভক্তি হানি হয়। এই সব ব্যক্তির নিকট আপন ভজন-কথা কখনও প্রকাশ করিতে নাই বা ঐরূপ অশ্রদ্ধদানে হরিনামোপদেশ দান অপরাধ-জনক। ঐ ত্রিবিধ দলের লোকের নিকট হইতে তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ভোজন করিলে তাহাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগপ্রবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে কভু না হয় কৃষ্ণের ভজন॥' ত্রিবিধ বিষয়ীকে খাওয়াইতে নাই। ভোজন করা ও করান এই উভয় ক্রিয়াতেই প্রণয় বৃদ্ধি হয়। স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান-প্রদান, রহস্য-নিবেদন, শ্রবণ ভোজন ও ভোজ্যপ্রদান রূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য। এই অসৎসঙ্গাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করাই নিত্যমঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ইহাই নিত্যানন্দপ্রদ।

বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের প্রারম্ভে গুরুবৈষ্ণব বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবতের দক্ষযজ্ঞ বিবরণ পাঠ হয়। পাঠক বলেন,—দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করিয়া এবং পরমা ভক্তিমতী সতীদেবীর সমক্ষে শিবনিন্দা করিয়া কি-প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

দক্ষ, বিষয় ভোগে পটু থাকিয়া আধ্যা-ত্মিক জ্ঞানে গর্ব্বিত হইয়া বৈষ্ণবরাজ শিবকে জামাতা বুঝিতে যে-প্রকারে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, শিবের কৃপায় তাহার ফল হাতে হাতে পাইলেন। শুধু দক্ষই পাইলেন তাহা নহে, সেই শিব-নিন্দায় (বৈষ্ণব নিন্দায়) যাহারা অনুমোদন করিয়াছিলেন তাহারাও শিবের দণ্ড হইতে কেহই বাদ যান নাই। বৈষ্ণব নিন্দা যে কত বড় অপরাধ, তাহা বৈষ্ণবের কৃপা ভিন্ন বুঝা যায় না। বৈষ্ণবের পূজা বাদ দিলে স্বয়ং বিষ্ণুও সেই পূজা গ্রহণ করেন না। দক্ষযজ্ঞই তাহার প্রমাণ। শিব নিমন্ত্রিত না হওয়ায় যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু প্রথমে সেই যজ্ঞে উপস্থিত হন নাই। যখন দক্ষরাজ, শিব কর্ত্তৃক দণ্ডপ্রাপ্তিই একমাত্র শিবকৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন, তখনই যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু সেই যজ্ঞ-স্থলীতে প্রকটিত হইলেন।

আমরা এই দক্ষযজ্ঞ আলোচনা করিয়া একটী অতি বড় কল্যাণপ্রদ ঘটনা অবগত হইলাম। বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ কখনও আত্মকল্যাণকামীর কল্যাণপ্রদ নহে। সেখানে বৈষ্ণব-নিন্দা হয় কোন কল্যাণ-কামীই তথায় উপস্থিত থাকিবেন না। অবশ্য পূর্ব্ব-কথিত জিহ্বা ছেদন ও দেহ-ত্যাগ ব্যবস্থা ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত সাধারণের সম্ভবপর নহে। যে কর্ণে ভক্তনিন্দা প্রবেশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, সেই কর্ণে শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কখনও প্রবিষ্ট হইবে না। আমরা যদি মনে করি,—"অসজ্জনগণ বৈষ্ণব-নিন্দাত্মক কি বলে, শুনিয়া রাখি, আমরা যদি ঠিক থাকি তাহা হইলে কি ক্ষতি হইতে পারে?" নিন্দাও শ্রবণ করিব আর বৈষ্ণব মুখে ভাগবতও শুনিব, ইহা বড়ই অমঙ্গলপ্রদ বুদ্ধি। অসজ্জনমুখে বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ-পিপাসা অসতে প্রীতির লক্ষণ। অসৎসঙ্গে প্রীতি থাকিলে নিরন্তর সাধুর নিকট বাসপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণের ভান করিলেও সাধুর একটী কথাও শ্রবণপুটে প্রবিষ্ট হইবে না। আমরা এত হরিকথা শ্রবণ করিয়া একটীও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না কেন? তাহার প্রধান কারণ বৈষ্ণব-নিন্দারূপ কদর্য্য আমাদিগের শ্রবণ-দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া সেই চেতনবাণীর একটীও আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। কেবল হরিকথা শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের অভিনয় করি মাত্র। এজগতে যত প্রকার শত্রু আছে, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ও প্রবল শত্রু বৈষ্ণব-নিন্দক, বৈষ্ণব-নিন্দক মাতা পিতা হউন, ভাই বন্ধু হউন, আগামিক গুরু, কুল গুরু যে কেহ হউন তাঁহাদের সঙ্গ সর্ব্বথা পরি-বর্জ্জনীয়। এমন কি তাঁহাদিগের মুখদর্শন সম্ভাষণ প্রভৃতি হইতে বিরত থাকিতে পারিলে অচিরাৎ আত্মমঙ্গল লাভে ভাগ্য-বান্ হওয়া যায়। বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণে আয়ু, যশ, ধন, মান ও ইহপরকালের সুখ এবং যাবতীয় সৌভাগ্য নষ্ট হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা পাঠের পর "ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ" পদটী কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

শ্রেয়ঃ কথা

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়;
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

চৈঃ চঃ মঃ ।২২।৫১

শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত বৈষ্ণব বা সাধুর কৃপা ব্যতীত ভজন-বিঘ্ন অপসারণপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিলাভ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্তি দূরের কথা, প্রাকৃত বুদ্ধি রূপ সংসারই বিনষ্ট হয় না। নিজের দুষ্ট মনকে আদৌ 'বৈষ্ণব' বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া, তাহার ভালমন্দ বিচারকে বিন্দুমাত্রও এতমানন না করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিখিল কল্যাণগুণ-সমুদ্র জ্ঞানে তাঁহাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার 'ভালমন্দ' বিচারকে নিরস্তুকুহক পরম সত্য-বিচারে, সেই সত্য-পালনে তৎপর হইলেই আমরা শ্রেয়ঃপথের পথিক হইতে পারিব, নতুবা মনোদস্যের দাস হইয়া চিরজীবন ভ্রান্তপথে চালিত হইতে থাকিব।

শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট-সেবা যাঁহার যে পরিমাণে হইতেছে তিনি সেই পরিমাণে গুরুকৃপা উপলব্ধি করিয়া পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীগুরুদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ প্রিয় পার্ষদগণই তাঁহার মনোঽভীষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে ভজন-সাথী জ্ঞানে তাঁহাদের নিকট গুরু-সেবার পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক সেবা-কার্য্যে ব্রতী না হইয়া নিজের রুচি-অনুযায়ী সঙ্গ স্বীকারপূর্ব্বক দীর্ঘজীবনব্যাপী সাধন-ভজনের অভিনয় করিলেও মুক্তানর্থ হইবার সৌভাগ্য হয় না।

ভজন-বিজ্ঞ ভজন-সাথীসকলের সঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক আমরা যে গৃহান্ধকূপকে মঠ-মন্দির, সভা-সমিতি প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সম্পাদন করিতে চাই, স্মরণ-মননাদি সেবার কল্পনা করি, বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান-দ্বারা মঠবাসের সাধ মিটাইতে চাই, প্রবন্ধ লিখন, বক্তৃতা-প্রদান, ভিক্ষা-সংগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা 'মঠবাসী অপেক্ষা আমি কোন্ অংশে ন্যূন' ভাবিয়া শ্রীগুরুদেবের অনুগত স্নেহপাত্রগণের মধ্যে একজন হইতে যাই, তদ্দ্বারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ-লাভ কতটা সম্ভব হয়, ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী বা কাপটানাটা, লাভেচ্ছা, নিজের শ্রদ্ধার সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা কতটা বাড়িতে বা কমিতে থাকে, তাহা বিশেষ-রূপে বিচার্য্য।

গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস স্বর্গচ্যুত সয়তানের প্যান্ডিমোনিয়াম রচনার ন্যায় হইয়া থাকে। আচার্য্য বা আচার্য্যচরণ-চারণগণের সঙ্গ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেই তাঁহার সরলতা বা সাধুতা সম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাস সংরক্ষণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকে না। আমাদের ভ্রমপ্রমাদাদি দোষদুষ্ট মন শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট-সেবা সম্বন্ধে কোন সদ্‌যুক্তি প্রদান করিতে পারে না; অসৎসঙ্গও থাকিবে অথচ গুরুসেবাও চলিবে—এইরূপ ধারণা লইয়া সে গুরুসেবা সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি অবলম্বন করে, সেই সকল যুক্তি গুরু বৈষ্ণব কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইলেও তাহা গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করে না, কারণ উহাতে আমাদের সেবা-প্রাণতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয় না।

মহাজনেরা বলেন—"তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ। সেই কার্য্য করায় যা'তে হয় ভববন্ধ॥" মনে ভাবি, বিষয়-কার্য্য করিলেও বিষয় আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে হয় তাহার বিপরীত। সাধনাবস্থায়ও অপক্কাবস্থায় আমরা, এই অবস্থায় সঙ্গ-বিচার সম্বন্ধে সাবহিত না হইলে—"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না কৃষ্ণপদে পায় প্রেমধন॥" সাধকের কোথায় কোন্ ত্রুটি হইতেছে, তাহা ভজনবিজ্ঞ বৈষ্ণব ব্যতীত কে আমাদিগকে জানাইয়া দিবে? আমি ত' মনে করি, আমি যাহা করিতেছি, তাহাই ভজন হইতেছে, কিন্তু তাদৃশ ভজনের ফল-স্বরূপ কি লাভ হইতেছে, সাধুগুরুর সঙ্গলাভের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে কি না, শ্রীনাম গ্রহণ-কালে নামদাতা গুরুদেবের কৃপার কথা স্মৃতিপথে জাগরিত হইয়া হৃদয়ের বজ্রসম কাঠিন্য বিদূরিত এবং হৃদয় সরস হইতেছে কি না, এসকল বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যদি চিত্তে ভজন উন্নতি লাভের জন্য কোন স্পৃহার উদয় না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, ভজন-সাধন কিছুই হইতেছে না। সুতরাং সাধু সাবধান!

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য লিখিত)

(৫)

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই ধরাধামে সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের সেবাধিকার কলিহত জীবের দ্বারে দ্বারে উপযাচক হইয়া শ্রদ্ধামূল্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু জীবের অদৃষ্ট এতই মন্দ যে ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমধনের পরম প্রয়োজনীয়তায় কিছুতেই তাহার বিশ্বাস হইতেছে না। 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ সুদৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরম উদার। শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রীগৌরসুন্দর অধিকতর উদার।

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
নাম লইলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
গৌর নিতাইনামে নাহি অপরাধ বিচার।
নাম লইলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

গৌরনিত্যানন্দের নাম লইলে অতি ঘোরতর অপরাধ করিয়াও ভগবৎপ্রেমরূপ পরমার্থ লাভ হয়।

"গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিল
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুই যাই বলিহারি॥"

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

গৌরপার্ষদগণ এবং স্বয়ং মহাপ্রভুর এই সমুদয় উক্তির মহাবদান্য তাৎপর্য্য বিন্দুমাত্রও যাহার উপলব্ধির বিষয় হয় সেই পরমসৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৃন্দের পরম ঔদার্য্যময় জীব উদ্ধার এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানলীলা নিত্য।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এই জগতে যিনি সেই ভুবনমঙ্গল লীলা দর্শনসৌভাগ্য লাভ করেন তিনিই সর্ব্বজীবের উদ্ধারের নিমিত্ত উহা সর্ব্বকাল সকল জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু মাদৃশ দুর্ভাগাগণ এই সমুদয় সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতেও পশ্চাৎপদ হয়।

বদ্ধজীবের অনিত্য ভোগের প্রতি কি ভয়ানক আকর্ষণ! পতঙ্গ যেরূপ জলন্ত অনলে প্রাণবিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত, বদ্ধজীব তদ্রূপ জড়ভোগে প্রমত্ত হইয়া হিতাহিত বিবেক উপেক্ষা করিয়া নিজের অমঙ্গল বরণ করিবার জন্য অত্যধিক লালায়িত। নিজের শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং অমঙ্গল অনুসন্ধানে নিযুক্ত চঞ্চলমতি মায়াগ্রস্ত জীবের কর্ণে শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমঙ্গল নাম কিরূপে প্রবেশলাভ করিবে?

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণতত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম, রূপ, গুণ একই বস্তু। শ্রীগৌরাঙ্গের নিষ্কপট দাসগণের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর নাম শ্রবণ দ্বারা কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা মাদৃশ বহির্ম্মুখ এবং অপরাধীরও আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের নামের প্রতি সরল বিশ্বাস উদিত হয়—যদি শ্রীগৌরসুন্দরের পতিতপাবন চরিত্র আমাদের অনুশীলনীয় হয়। কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ কলিজীবের প্রতি সদয় হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক স্বীয় সেবা-আদর্শ দ্বারা কলিজীবকে যুগধর্ম্ম পালনের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রীতিময়ী শ্রীকৃষ্ণ-সেবার একমাত্র সরল সহজ জীবন্ত আদর্শ। শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্র সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা মাদৃশ অধমেরও শ্রীমদ্ভাগবতকথিত পরম নির্ম্মৎসর প্রোজ্ঝিতকৈতব আত্মধর্ম্মে প্রবেশ অধিকার লাভ হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র যাঁহার প্রকৃত কর্ণগোচর হইয়াছে তাঁহারই চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়াছে। তাঁহার বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের যোগ্যতা উদিত হইয়াছে। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ নাম উচ্চারণের পরেও অসচ্চরিত্রতা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নামের প্রকৃত মাহাত্ম্য শ্রুতিগোচর হয় নাই। অনেক সাধুবেশধারী কপট ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্রের কদর্থ করিয়া তাহাদের অপস্বার্থ সিদ্ধির সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। সেরূপ মুখে শ্রীগৌরাঙ্গনাম উচ্চারণকারী অন্তরে কলির চেলাদিগের শিব্যত্ব দ্বারা গৌরবিদ্বেষ মাত্র লভ্য হয়। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী এই সমুদয় ভণ্ডামি দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা হয় না, তাহা তাঁহার রচিত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি অদ্ভুত কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতের ভাষায়,—

"গৌরার আমি, গৌরার আমি,
মুখে বলিলে নাহি চলে।
গৌরার আচার, গৌরার বিচার,
লইলে ফল ফলে॥"

"গৌরাভজা লোক রক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥"
"সরল হইলে গৌরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥"

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র আলোচনা করিয়াও গৌরার আচার ও বিচার গ্রহণবিষয়ে উদাসীন, তাঁহার তথাকথিত গৌরাভজা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। গৌরার আচার ও বিচার গ্রহণ কলিজীবের পক্ষে সম্ভব এবং উহাই কলিযুগের একমাত্র ভগবৎসেবা প্রণালী।

——

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

BENGAL SURVEY SCHOOL

(MAINAMATI HILLS.)

P. O. SURVEY SCHOOL, DT. TIPPERA.

Applications for admission to the first year class accompanied by a Registration fee of Rs. 3/- will be received by the Principal upto the 30th june 1932. Admission Rules and form of application may be obtained from **the principal's office.**

R. L. Banerjee
Principal.

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির

সং

জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজ আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্ত্রহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসজয়ন্তী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ ভাগবত, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা এক টাকা মাত্র

৩। **তৃতীয় খণ্ড**— লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বেদান্ত, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজই প্রবর্দ্দেশকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকৃচিবৃদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজার প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।**

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র নারায়ণ রায় এম. এ. প্রোফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৩৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত ; প্রাচীন রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। ডিমাই (?) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, মহাজনের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রসাদ, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাগত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সুব্যবস্থিত বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে কাহারও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়মণ্ডলের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবালয়াদির পরিচয় সহ যাতায়াতের ভাবনা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় সুবিচারিত সম্মোদন জ্ঞান, বিস্তৃত বিবৃতি, টীকাভাষ্যের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিমূলক নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানা পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কাশীর লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নব সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিঃ ওঃ প্রেস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম, এম, এফ- কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও

আজমীরে জোড়া বোমা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, আজমীরের একটী হিন্দু হোটেলে দুইটী শক্তিশালী বোমা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ কতকগুলি রেটিয়ে পাওয়া গিয়াছে।

বেরিলি জেলে প্রহার

বেরিলি হইতে প্রকাশ, বেরিলি জেলের রাজনৈতিক কয়েদী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কয়েদী ওয়ার্ডার কর্তৃক বিষম প্রহৃত হন। তাঁহার আহত স্থান এখনও সারে নাই। প্রকাশ, জেল কর্তৃপক্ষ উক্ত ওয়ার্ডারকে শাস্তি দিয়াছেন।

বেরিলি জিলা জেলের কর্ম্মচারীদের কার্য্যনিয়ম ভঙ্গ সম্বন্ধে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা উক্ত সভায় যে সব প্রশ্ন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে, বেরিলি জনসাধারণ তাহার ফলাফলের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ইঞ্জিনের সহিত লরীর সংঘর্ষ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ই, বি, রেলওয়ের বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্যারাকপুর হইতে নিম্নলিখিত তার করিয়াছেন :—

রাত্রি প্রায় ২টা ৩৫ মিনিটের সময় ৫৯৮ নং মালগাড়ী ট্রেন যখন ব্যারাকপুর ও পলতা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন এল ২-৩ নং ফটকের নিকট একখানি মাল বোঝাই মোটর লরীর সহিত ইঞ্জিনের সংঘর্ষ লাগে। ফলে কেশবপুরের তুলসীচরণ দাস, শিবপুরের সুরতচন্দ্র দাস এবং অজ্ঞাত স্থানীয় জাফর আলী নামক তিনজন আরোহী আহত হয়।

আহত সুরতচন্দ্র দাসকে যখন ১৩১ আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণে করিয়া কলিকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তার প্রাণ বিয়োগ ঘটে। অপর দুই আহত ব্যক্তিকে উক্ত হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২ জন বিপ্লবী গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, সহর পুলিস কর্ত্তার সিং ও রাম সাগর নামক ২ জন লোককে কোম্পানী বাগে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিস তাহাদের নিকট হইতে একটা ৫ ঘরা রিভলভার ও একটা ছোরাওয়ালা বন্দুক পাইয়াছে।

প্রকাশ, এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ২ জন বিপ্লবী সহরে আসিয়া কোম্পানী বাগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সংবাদ পাইয়া চক কোতোয়ালীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সৈয়দ হোসেন ও দারোগা নারায়ণ সিং এক দল কনেষ্টবল লইয়া উক্ত বাগানে গমন করে ও তাহাদের কে গ্রেপ্তার করে।

কর্ত্তার সিংএর নিবাস ঝেলাম জিলায়; রামসাগর কানপুরের ডি, এ, ভি কলেজের ছাত্র।

আহত যুবকের মৃত্যু

কাঞ্জিভরম হইতে প্রকাশ, ২৩শে মে লাঠী চালনার ফলে যে যুবকটি হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল, গত ১৪ই জুন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার কপালের ক্ষত বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল। তদন্তে এরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে তাহার কপালে প্রস্তর খণ্ডের আঘাত লাগায় যে ক্ষত হইয়াছিল তাহারই ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গত ২৩শে মে তারিখে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ মোটরের সম্মুখে জাতীয় পতাকা স্থাপন করিয়া একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছত্রভঙ্গ হইতে অসম্মত হইলে শোভাযাত্রায় লাঠী প্রয়োগ করা হইয়াছিল। প্রকাশ, জনতা ইষ্টক প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করায় সমস্ত জনতার উপর লাঠী চালাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এবং তাহার ফলে কয়েকজন আহত হইয়াছিল।

পথিমধ্যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে প্রকাশ, দাউদপুর গ্রামের সুরেশচন্দ্র সাহাকে সংপ্রতি কে বা কাহারা যেন খুন করিয়াছে। সুরেশ বাবু এই গ্রামের একজন সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। কোন কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যাইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে তিনি যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময় পথে তাঁহাকে খুন করা হয়। এই সম্পর্কে পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে। ইতোমধ্যে এই গ্রামের উমেশচন্দ্র রায়, ১ জন নমঃশূদ্র ও দুইজন কাপালীকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে। তাহাদিগের সকলকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আনা হইয়াছে।

সশস্ত্র ডাকাতী

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, বস্তি জিলার আলীপুর গ্রাম হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রায় চল্লিশ জন দস্যু লাঠী আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত গ্রামের জমিদারের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পরিবারের কর্ত্তা ও তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়া নগদ ও প্রায় তিন হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করে।

দাম্পত্যকলহে নরহত্যা

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ, মানভূম সম্বলপুরের দায়রা জজ একটি কৌতূহলোদ্দীপক নরহত্যার মামলার বিচার কার্য্য শেষ করিয়াছেন। এই মামলায় ইছাগড় থানার অধীন কামাদি গ্রামের ভিকুগোপ তাহার ভ্রাতা ভোকা গোপ, খুদা ও বুটচাঁদ গোপ এবং আর এক ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে অভিযুক্ত হয়।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, বরভার গ্রাম নিবাসী ভাদুসিং গোপের সহিত ভিকুর ভগিনী জলেশ্বরীর বিবাহ হয়। গত কার্ত্তিক মাসে স্বামী স্ত্রীতে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, স্ত্রী স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া ভ্রাতার নিকট চলিয়া আসে। চারি মাস পরে লক্ষ্ণ তাহার ভ্রাতা দুইজনের সহিত স্ত্রীকে আনিতে যায়। স্ত্রী স্বামী-গৃহে আসিতে অস্বীকার করে এবং ভ্রাতাও ভগিনীকে পাঠাইতে রাজী হয় নাই। ফলে, উভয় পক্ষে কলহের সৃষ্টি হয়। ক্রুদ্ধ ভিকু দুইটি তীর ছোড়ে, ফলে একটা তীর দুইজনের কণ্ঠ ভেদ করিয়া যায় এবং তাহার মৃত্যু ঘটে। অপর তীরটি ভাদুর পায়ে লাগায় আহতাবস্থায় তাহাকে কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকিতে হয়। স্ত্রীও লাঠি দ্বারা স্বামীকে আঘাত করে। অপর আসামীও প্রহারে যোগ দেয়।

এসেসরদিগের সহিত একমত হইয়া দায়রা জজ ভিকুকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারানুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ভোকাকে ৩২৪ ধারানুসারে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। বুটচাঁদ ও কান্টু মুক্তি পাইয়াছে।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে রাধাইমুড়ী গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, সে সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তাহাতে গ্রামের প্রায় সমস্ত বাড়ীই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সময়ে আত্রাই ছিলেন। তিনি দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইতোমধ্যে প্রায় ৩ শত মণ চাউল বিতরিত হইয়াছে। এই গ্রামেও এই সম্পর্কে এক সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মন্দিরে জোড়া বোমা

তিনেভেলী হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি পুলিস কনেষ্টবলের বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপের সম্পর্কে পুলিস গত শনিবার রাত্রিতে কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করে এবং দুইটি বাড়ী হইতে বোমা তৈয়ারীর কিছু দ্রব্য ও বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্ত হয়। পুলিস রামস্বামী পিলাই নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহারই বিবৃতি অনুসারে মন্দিরের মধ্যে সংপ্রযুক্ত মণ্ডপের এক কোণে এক মূর্ত্তির পিছন হইতে দুটী বড় বোমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আরও দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করান হইলে তিন জনকেই হাজতে রাখার আদেশ হইয়াছে।

ঢাকায় শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই জুন অপরাহ্ণে শোভাযাত্রা সহকারে জনসন রোড দিয়া গমন করার জন্য, ছয় জন মহিলা ও তিনজন যুবককে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছেন। প্রকাশ, মহিলা ও যুবকদিগের একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা কংগ্রেস সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ওয়াইজ ঘাটের দিকে যাত্রা করিয়াছিল। ফৌজদারী আদালতের নিকট আসিবামাত্র পুলিস শোভাযাত্রাকারীদিগের গতিরোধ করেন। পুলিস শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিয়া, ৯ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যু

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সরাচরের শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বণিক সোয়ারীকান্দা ডাকাতি মামলা সম্পর্কে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক্ট জেলে আবদ্ধ ছিলেন। প্রকাশ, কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমার দুর্দ্দৈব

(শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শাস্ত্রানুগত্যে জানিতে পারি যে, স্বয়ং-রূপ প্রভু শ্রীচৈতন্য জীবজগতের আত্যন্তিক কল্যাণার্থ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুরূপে প্রপঞ্চে প্রকটলীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় আচার প্রণালীর আশ্রয়ে একমাত্র সেব্য ভগবান্ গৌরসুন্দরের সেবা-পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিতেছেন। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এইটুকু শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করি যে, শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট কৃপায় জীবের নিত্যকল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অপর কোন মহাপুরুষ কেন, তেত্রিশ কোটী অমরগণের নিকট হইতে আমাদের অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেও উহা একমাত্র আত্মবিনোদকারী কৃষ্ণভক্তি হইতে আমাদিগকে অনন্তকোটী যোজন দূরে অবস্থিত রাখে। অমরগণের সেবায় আমরা নিত্য মঙ্গল লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের দেয় বস্তু ভোগ করিতে করিতে আমরা ক্রমশঃ অঘটন ঘটন-পটীয়সী মায়ার ক্রীড়নক হইয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতে হইতে এই জগৎ কারাগারে অনন্তকাল ব্যাপিয়া বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ রূপ অত্যন্ত দুঃখ লাভ করি। আমরা মায়াদেবীর প্রদত্ত পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ এবং মন, বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহ লাভ করিয়া, কখনও দেহ ও মনের সুখ-সাধনকেই আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ বলিয়া তাহারই সেবা-ছলনার ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির ব্যাপারেই অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ি; কখনও উৎকট বিষয়-বাসনা হইতে নিবৃত্তির জন্য ত্যাগীর সাজে সজ্জিত হইয়া বহু প্রকার কৃচ্ছ্র সাধনাদি দ্বারা নানা প্রকার দুর্দ্দশা লাভ করত নিজের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হই।

শ্রীগুরুদেব স্ব-স্বরূপ তত্ত্ব ভাগ্যবান্ কৃপাপাত্রের হৃদয়ে প্রকট করিয়া সেবা-চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ আলোকে স্নাত করাইয়া বিমল আনন্দ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেব মুকুন্দ প্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গরঞ্জন, ব্রজ নবযুবদ্বন্দ্বর কেলি-কলা-নিপুণ, রাধাকৃষ্ণের-অপার নাম মধুরিমা রূপ মধুরিমা, গুণ-মধুরিমা, এবং লীলা মাধুরী প্রতিক্ষণ আস্বাদন করিয়া, অপরকে আস্বাদন করাইবার জন্য কত ভাবে, কত কৌশলে, কত পারিপাট্যের সহিত ঔদার্য্য মাধুর্য্য লীলার পরাকাষ্ঠা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিতেছেন; হায়! আমার এমনই দুর্দ্দৈব, আমি সে সুষমা দেখিয়াও দেখিতেছি না।

ভবাটবীতে ভ্রাম্যমাণ বণিকের ন্যায় চক্রবাকসদৃশ স্ত্রীরূপে মুগ্ধ হইয়া ধূলিকন্দরবৎ কন্দর্পবেগে আমি একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি। কখনও বা ভবাটবীর মধু-ঝঙ্কার সদৃশ স্ত্রী-পুত্রাদির কলভাষণ আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে; কখনও বা কর্ণানন্দবিধায়িনী কুলু কুলু নিনাদিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় পরোক্ষ-বাদ বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যাবলীর প্রলোভনে প্রমত্ত হইয়া ধর্ম্মাদি সঞ্চয়ের জন্য বিপুল কর্ম্ম-কাণ্ডের আবাহনে যত্ন করিতেছি।

হে প্রভো! বৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্যে (বিপুল কর্ম্ম-কাণ্ডের পরিবর্ত্তে) গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রচুর পরিচর্য্যার নব-নবায়মানত্ব শ্রীকৃষ্ণের সুখোপলব্ধিতে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা আমার ন্যায় বিমুগ্ধ জীবকে কর্ম্ম জড় বিচারোত্থ তীর্থস্নানাদি পুণ্যাত্মাদিতে অবগাহনে দেহশুদ্ধিরূপ প্রক্রিয়া ভোগাভিনয়ের নিরর্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমি এমনই মূঢ়মতি, আপনার অপ্রাকৃত তত্ত্ব মর্ম্ম [illegible] করিয়া মঙ্গলময় বাণী শ্রবণে বধির হইয়া নিরয়গামী হইতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে আমি ঘোর নারকী।

আপনার অমায়ায় দয়ার মহিমা কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে অবান্তর ভোগ পিপাসায় মত্ত হওয়ার ফলে আপনার অশোক অভয় অমৃত-আস্বাদস্বরূপ পাদপদ্ম বিচ্যুত হইয়া রমণীর মনোরঞ্জন করিতে করিতে তাহারই ক্রীড়নক হইয়া পড়িতেছি।

হে অখিল বিশ্রুত লোকপাবনাবতার, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার কর্ণবেধ সংস্কার সম্পাদন করিয়া আত্মারামের কীর্ত্তন শ্রবণে অপূর্ব্ব সুযোগ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি আপনার পাদপদ্মে অকপট সেবা-ছলনা করিয়া প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু হে অন্তর্দর্শী আমার কপটতা সম্পূর্ণভাবে ধরিয়া ফেলিয়া আপন কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সেবাদানে—আমার নিত্য মঙ্গল বিধানে যত্ন করিতেছেন। আমি আপনার অসীম স্নেহের দাক্ষিণ্য স্মরণ কি দিতে বসিয়াছি, সে কথা বলিয়া আমার হৃদয়ের নীচতা, ক্রূরতা প্রকাশ করিতেও লজ্জাবোধ করিতেছি। আমার ন্যায় পাষণ্ডের কি গতি হইবে জানি না! আপনি অদোষদর্শিতা গুণে পুনরায় আমাকে শ্রীচরণ-কমলের রেণু করিয়া রাখুন ইহাই আমার সর্ব্বক্ষণের প্রার্থনা।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য লিখিত)

(৬)

কলিযুগে যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদর্শিত পথ সম্যক অবগত হইয়া উহা সরল চিত্তে অবলম্বন করেন নাই—তাঁহাকে ভগবৎ সেবায় অবস্থিত বলা যাইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীকৃষ্ণচরণে ঐকান্তিকী প্রেমভক্তির আদর্শ স্বীয় আচরণ দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আচরিত এবং প্রচারিত প্রণালীর নাম শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে সরলভাবে যোগদানে অত্যন্ত অপরাধযুক্ত ব্যক্তিরও অধিকার আছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য শ্রীনামের কৃপায় শ্রীনামেরই অন্তর স্বরূপে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের প্রভাবে বদ্ধজীবের অনর্থমুক্তিক্রমে তাহার শুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য অমুক্ত জীবের উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন অনুকূলের যুগোচিত উপাসনা পদ্ধতি রূপে বিহিত করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত সনাতন কলিযুগধর্ম্ম 'শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা উহা সাধারণ্যে প্রচার নিষেধ, ইহাই গোস্বামিগণকর্ত্তৃক অনুমোদিত সঙ্গত সিদ্ধান্ত। শ্রীনাম শুদ্ধভাবে কীর্ত্তিত হইলে সমুদয় তত্ত্ব সাধকের অনর্থযুক্ত চিত্তে স্বয়ং উদিত হয়েন। কৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রভাবে কলিযুগে আচার্য্য ও প্রচার্য্য বিষয় নহে। যাঁহারা ইহার বিপরীত আচরণ করেন অর্থাৎ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদি কথনে নিযুক্ত হয়েন—তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আচার ও বিচার-পদ্ধতি গ্রহণ না করায় যুগধর্ম্ম হইতে পাতিত্য দোষদুষ্ট হইয়া নিজের এবং শ্রোতার অবৈধ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় প্রদান করেন মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত পরম নির্ম্মৎসর সাধুগণের অর্থাৎ পরমমুক্তকুলের আচরিত একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন দ্বারা পরমার্থ সাধিত হয়। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে যুগধর্ম্ম বিভিন্ন। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে বিষ্ণুর অর্চ্চন এবং কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ভগবৎ প্রণীত তত্তৎ যুগোপযোগী সনাতনধর্ম্ম। সনাতন-ধর্ম্ম বস্তুতঃ এক হইলেও উহার সাধনপ্রণালী সকল যুগে এক নহে। যুগধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম সাধনের যুগোপযোগী পদ্ধতি। যুগধর্ম্ম ভগবান্ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। ভগবান্ ব্যতীত অপরে যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দররূপে গোলোকের শ্রীশ্বেতদ্বীপাখ্য প্রকোষ্ঠে তাঁহার নিত্য পার্ষদবৃন্দ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ভক্তলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের সেবা কাহারও লভ্য হয় না। কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রপঞ্চে তাঁহার পরম ঔদার্য্যময় শ্বেতদ্বীপলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ধাম এবং পার্ষদগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় আচরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কলিযুগধর্ম্মরূপে স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং সাধুগণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ধর্ম্মই আচরণ করেন। সাধুগণের আনুগত্যে যুগধর্ম্ম-পদ্ধতি অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠান করাই একমাত্র যুগাবিহিত নিত্য সনাতন ধর্ম্ম। যাবতীয় শাস্ত্র যুক্তিদ্বারা এবং প্রতিপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক স্থাপিত যুগধর্ম্ম ষড়্গোস্বামী প্রমুখ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিরপেক্ষভাবে ঐ সমুদয় অমূল্য গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহা অবগত হইতে পারা যায়।

শ্রীগৌরসুন্দর স্থাপিত যুগধর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত কি না, তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু অনর্থযুক্ত অবস্থায় জীবের শাস্ত্রার্থ সিদ্ধান্ত নিরূপণের অধিকার নাই। যে সমুদয় মহাজন শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ এবং ভগবচ্চরণে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান এবং স্বীয় আচরণে শাস্ত্রবিধি সম্পূর্ণরূপে পালন করেন কেবলমাত্র তাঁহারাই যুগধর্ম্মের প্রকৃত শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য নিরূপণ করিবার অধিকারী। জাগতিক ব্যাপারেও বিশেষজ্ঞদিগের মতই আদৃত হইয়া থাকে। পারমার্থিক বিচারে তদ্রূপ শ্রদ্ধাবান, আচারসম্পন্ন এবং শাস্ত্রজ্ঞ মহাজনগণের সিদ্ধান্তই একমাত্র গ্রহণীয়।

———

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি

BENGAL SURVEY SCHOOL

(MAINAMATI HILLS.)

P. O. SURVEY SCHOOL, DT. TIPPERA.

Applications for admission to the first year class accompanied by a Registration fee of Rs. 3/- will be received by the Principal upto the 30th june 1932. Admission Rules and form of application may be obtained from the principal's office.

R. L. Banerjee
Principal.

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! **সুবর্ণ সুযোগ!!**

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, যাহা হইতে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হয়: জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৵৹, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে **প্রকাশিত হইয়াছে**

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজ আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এক গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাস্ত্র-কঠোর স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কৃষ্ণ-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীনর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এক নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রৌতপৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥৹ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক মূল্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ২৲
ত্রৈমাসিক ১৷৵০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভাগবতের সর্বত্র মঙ্গল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯১তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর,— ৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২১শে জুন ১৯৩২

তেজবাহাদুর সপ্রুর চিঠি

৭ জনের ফাঁসী ও ১ জনের দ্বীপান্তর

মিঃ চেম্বারলেনের প্রস্তাব

জব্বলপুরে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা

গৃহবিবাদে নারী হত্যা

ট্রেণ হইতে ক্রোড়চ্যুত শিশুর জীবনরক্ষা

চাঁদপুরে ভয়াবহ ডাকাতি

সন্তানসহ কারাপ্রবেশের অনুমতি

বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

অসাধু কনষ্টেবলের দণ্ড

জেল হাজতে আসামীর মৃত্যু

নানা কথা

তেজবাহাদুর সাপ্রুর চিঠি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, এলাহাবাদ হইতে সার তেজবাহাদুর সপ্রু বিলাতের 'স্পেক্টেটর' পত্রে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ চিঠিতে তিনি বৃটিশ রাজনীতি-বিশারদদিগকে প্রধান মন্ত্রীর নীতি কার্য্যে পরিণত করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সার তেজবাহাদুর এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি ভারতবাসীদের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হয় তাহা হইলে আগামী শীতকালের পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশনে এমন একটা বিল উত্থাপিত করা আবশ্যক যাহাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব থাকিবে। ইতোমধ্যে ভারতবাসীদের মন শাসন-সংস্কার বিষয়ক প্রশ্নাবলির দিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং ভারতের আত্মমর্য্যাদা পুনঃস্থাপন জন্য অর্ডিনান্সের শাসন দ্বারা যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে। উপসংহারে সার তেজবাহাদুর বলেন, "আইন অমান্য আন্দোলনে আমার আস্থা নাই, কিন্তু এখনও আমার এ বিষয়ে প্রতীতি জন্মে নাই যে, অর্ডিনান্সের শাসন ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মিঃ চেম্বারলেনের প্রস্তাব

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি মিঃ ল্যাথাম বিনা সর্ত্তে মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত সম্মিলন মুলতুবী রহিয়াছে। সার জন সাইমন, মিনর গ্রাণ্ড এবং মিষ্টার রামজে ম্যাকডোনাল্ড শনিবার জেনেভায় গমন করিতেছেন। গত ১৮ই জুন প্রাতঃকালের ঘোষণা সম্বন্ধে ফরাসী অঞ্চল হইতে ইতোমধ্যে এই অভিমত প্রকাশিত হইতেছে যে, স্বাক্ষরকারীদিগকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার প্রস্তাবে বাধ্য করান হইতেছে।

গৃহবিবাদে নারী হত্যা

কাঁথি হইতে প্রকাশ, এক সপ্তাহের মধ্যে এই মহকুমায় দুইটি বীভৎস নারী হত্যা সংঘটিত হইয়াছে। প্রথম হত্যা মামলায় বলোয়ারী থানার এলাকাধীন বোলেপাড়ার বাবুরাম মণ্ডল এবং তাহার স্ত্রী একটী অন্তঃসত্বা যুবতীকে কুঠার ও অন্য অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। নিহত নারীটি বাবুরামের ভ্রাতৃজায়া ছিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রায়ই গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইত।

বাবুরাম ও তাহার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস চালান দিয়াছে।

দ্বিতীয় মামলায় পাড়গ্রাম থানার এলাকাধীন চাঁদপিং বাড়ীর সুবাসিনী নামক এক বাগদী রমণী তাহার স্বামী কান্ত বাগদী কর্ত্তৃক গত ১৫ই জুন নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কান্ত গ্রামের একজন চৌকীদার। হত্যা করিবার সময় সে পানোন্মত্ত অবস্থায় ছিল।

বাবচ্ছেদের জন্য দুইটী মৃতদেহই কাঁথির হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

— —

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, এখানে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে, সংপ্রতি গোপালনগরে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতেরা দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকে।

তারপর তাহারা বাড়ীর লোকজনকে গুরুতরভাবে প্রহার করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত হইতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	জামসেদপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

মাকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে ধামোৎসবাদি ভক্তান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমুরানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীগানে দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসবর্দ্ধিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার হৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযশোধর ভাকসাথী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিধা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকান্ত দেবদ্বারিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগন্মোহন ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী

(৩১) ব্রাহ্মণগোপাল পাট

কাঁচরাপাড়া, হালিসহর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৩রা বামন গৌরাব্দ ৪৪৬. ৭ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২১শে জুন ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ১১৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহীশূরে শ্রীল প্রভুপাদ

(মহীশূরের তার)

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১৭ই জুন (১৯৩২) শুক্রবার বারজন ভক্তসহ উটাকামণ্ড হইতে মোটর-যোগে মহীশূরে শুভবিজয় করিয়াছেন। পথিমধ্যে তাঁহারা নীলগিরি পর্ব্বত হইয়া তথাকার পাইকপারা জলপ্রপাত এবং প্রসিদ্ধ নাঞ্জনঘাট শিবমন্দির দর্শন করিয়াছেন।

সপার্ষদ শ্রীল পরমহংস গোস্বামী মহারাজ মহীশূররাজের রাজ অতিথিরূপে তাঁহার "রামমন্দির" নামক সুবৃহৎ প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন।

গত ১৭ই জুন শুক্রবার শ্রীচৈতন্যভবাটবীর প্রকৃত অর্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ সমক্ষে আলোচনা করা হয়।

———

বণিগ্‌গণ অর্থলাভের নিমিত্ত যেমন দুর্গম পথে চলিতে চলিতে গভীর অরণ্যাভ্যন্তরে গিয়া পড়ে, জীবও সেইরূপ প্রবৃত্তিমার্গে চালিত হইয়া ভবাটবীকে লাভ করে এবং শুভাশুভ কর্ম্মফলানুসারে দেব-তির্য্যগাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখ দুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারে না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টী সংসারানুভূতির দ্বারস্বরূপ। উহারা দস্যুর ন্যায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে বিষয় ভোগ করাইয়া পরমস্বরূপ ধনকে অপহরণ করে। কুটুম্বগণ বৃক-শৃগালাদির ন্যায় পুরুষের যত্নে সংরক্ষিত দ্রব্যসমূহ অপহরণ করে। গৃহাশ্রম কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ। ইহাতে কর্ম্মবীজ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াও অবিদ্যাবশতঃ কাম্যকর্ম্মে রত থাকিয়া গৃহাসক্ত ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করে না, ভগবৎ-পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া মনে করে। তখন সে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত হইয়া অসৎ-কর্ম্মে রত হয়। কখনও বা সেই গৃহাসক্ত ব্যক্তির ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়; কিন্তু দেহে অভিমান থাকাতে তাহার সেই বৈরাগ্য নষ্ট হইয়া যায়। এই গৃহ দাবাগ্নি-সদৃশ। এই সংসার সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষাদিতে পরিপূর্ণ—কেবল ক্লেশময়। নরকের দ্বারস্বরূপ সংসারে আসক্ত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। এই দাবাগ্নিসম বহু দুঃখকারণ সংসৃতি (সংসার) উত্তীর্ণ হইবার উপায় একমাত্র সাধু-গুরুকৃপা ও তাঁহাদের পাদপদ্মে শরণাগত হওয়া।

———

অতএব আমরা যাহাতে সাধুসঙ্গ প্রভাবে সেবাফলে এই দুঃখপ্রদ সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে নিত্যকাল এ মর জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভাগ্যবান্ জনগণই এ সকল বিষয় অবগত হন এবং মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-সেবালাভে সমর্থ হন।

———

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ব্রহ্মচারিবর্গ সমভিব্যাহারে হলদী নদীর দক্ষিণপার্শ্বস্থ নারায়ণদাঁড়ী গ্রামের শ্রীল ভুবনচন্দ্র প্রামাণিকের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥' এই অমূল্য শ্লোকটীর ব্যাখ্যামুখে জীবের ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ, ভাগ্যোদয়, জীবতত্ত্ব, গুরুপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ, ভক্তিলতা প্রভৃতি বিবৃত করিতে গিয়া বহুতর উপদেশের অবতারণা করেন। স্বামীজী প্রায় তিনশত লোকের নিকট ৩ ঘণ্টা পাঠ ও কীর্ত্তন দ্বারা বহুলোকের ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতি উৎপাদন করিয়াছেন।

———

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার স্বামীজী—মহারাজ উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁদ মহাশয়ের বাটীতেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে গৌড়ীয়মঠের প্রচার বৈশিষ্ট্য ও গুরুবৈষ্ণব ভাগবত-তত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

———

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার খোলদা গ্রাম-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীল গজেন্দ্রনাথ পোড়ুই মহাশয়ের উদ্যোগে তাঁহার বাটীতে এক মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ স্মৃতিরত্ন প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসহ প্রায় ৭৫ শত শ্রোতা সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীল বোধায়ন মহারাজ গুরুগম্ভীর স্বরে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বৈষ্ণবতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, ভাগবততত্ত্ব, গৌরাবতারতত্ত্বাদির বক্তৃতামুখে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা বক্তৃতা ও শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের পর পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসাধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়।

———

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারিগণসহ জলামঠা পরগণান্তর্গত কাকরা গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার জানার বাটীতে উপস্থিত হন। সন্ধ্যাকালে প্রায় ৩ শত লোক সমবেত হইয়া সভার আয়োজন করিলে হরিকীর্ত্তনের পর স্বামিজী ক্রমে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবত্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐ সভায় অনেকগুলি স্থানীয় সাজ্জন সতৃষ্ণকর্ণে হরিকথামৃত পান করিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্য উপলব্ধি পূর্ব্বক স্বামীজীকে শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

———

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারিগণের সহিত নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত কাশীপুর নিবাসী শ্রী গৌরসুন্দরের পদাঙ্কপূত 'পিছলদা' গ্রামে শ্রীচৈতন্যপীঠ প্রতিষ্ঠানের যোগাস্থান-প্রবর্ত্তা পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পাড়ুয়া মহাশয়ের বাটীতে শুভবিজয় করেন।

———

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফসেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অত্যল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থসাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্তদর্পণের আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির [illegible] তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির [illegible] এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ [illegible] সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অন্যান্য-সূচী ও শ্লোক-[illegible] ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী [illegible] সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয়-[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের [illegible] প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব [illegible] ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং পরিশেষে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী [illegible] মনুবাদ সমুদ্ধত স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা [illegible] ৷৷ আনা, বাধাই ৷৷৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। [illegible]

[illegible]

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিতে যত্ন হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুশীলনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদ্যসূচী, পত্রসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুষমার সমাহার। প্রত্যেকটী কবিতা অলঙ্কারশাস্ত্রীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরম রসের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ [illegible] অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ [illegible] একটি [illegible] অলৌকিক গ্রন্থ [illegible] হইয়াছে। [illegible] কাগজে [illegible] ভিক্ষা ৸০ আনা [illegible] সংস্করণ [illegible] মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উচ্চারণের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের কৌপীন ও শ্রাদ্ধ রহস্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুঞ্জদেবের সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ভজনে মহদ্ব পরিত্যাজ্য', 'ভক্তাসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী [illegible]-কাম নিবর্হণকারী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—[illegible], শ্রী[illegible], কাল-[illegible], শ্রী[illegible], শ্রী[illegible], [illegible] দীক্ষা ও [illegible], [illegible] ও [illegible], শ্রীচৈতন্যদেব ও [illegible], [illegible] ও [illegible] সত্ত্বধর্ম্ম, [illegible] ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—[illegible], মঙ্গলোর [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible], শ্রী[illegible], [illegible] ও কৃষ্ণ [illegible], শ্রী[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-[illegible], [illegible], শ্রী[illegible], শ্রী[illegible] ও, [illegible], শ্রীচৈতন্যের দয়া, [illegible] ও [illegible]—[illegible] ৭টী বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—[illegible] শ্রীবলদেব [illegible] শ্রীগীতাদেবীর [illegible] শ্রীমদ্-ভাগবত [illegible] [illegible]—এই কয়টী [illegible] মাত্র।

৪। চতুর্থ [illegible] বৈকল্যে," [illegible] বুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, [illegible] প্রভুপাদের '[illegible]', [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] এই [illegible], ভিক্ষা [illegible] ৸০ আনা।

[illegible]

৫। পঞ্চম খণ্ড—[illegible] হইবেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, পৌত্ত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবতী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নদীয়া রাজবংশের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, পাঞ্জ লোকেরা, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও নানচিত্র-সম্বলিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ঙং) মখমলে বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামকণ্ঠ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ব্যাবিষয়-সহ বক্ষ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়সমূহের কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়মণ্ডলের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দেশ ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরু-তত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বয় স্থান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় উক্ত স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আদর্শ মন্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ৯ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বহি খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "স্বাস্থ্য-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
১৯৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে বটীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৴ আনা, পাঁচটী ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অৰ্দ্ধকলম ৩৷০ সকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

NOTICE FOR SALE

A brick built pucca building belonging to this Dept. with a pucca kitchen, privy and compound wall on 2 B— 12 K— 15 Ch of land at Haringhatta 10 miles from Kanchrapara is for sale The value of the building with land is Rs. 5216/—. Intending purchasers may obtain full descriptions of the building from the undersigned to whom all offers should be intimated.

M. K. Bhattacharji., B Sc., B. E., I. S. E,
Executive Engineer, Naida Rivers Dvn.,

Dated Berhampore,
The 6th June 1932

সোনাইমুড়া

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

বৎসর	ম্যাদী	স্থির আমানত	শতকরা বার্ষিক	৯।৵
		,,		৮৷০
		,,		৮৲
মাস				৭৷০
				৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে			,, ,,	৪৷৴০
চল্তি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক			,,	৩৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৯৩৬

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয়, আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত [illegible]

সন্তানসহ কারাপ্রবেশের অনুমতি

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, অক্টন অমাঞ্জ অপরাধে অভিযুক্তা শ্রীমতী আশালতা কুণ্ডুর প্রোঃ দিনাজপুরের জেলাদের ডুলাবয়াদের কথা পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশুসহ হাজতে প্রবেশ করিতে চাহিলে, জেলার শিশুটিকে মাতৃক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লয়। যে ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তা আশালতাকে দণ্ডিত করিয়াছে, তিনি তাঁহাকে সন্তানসহ কারাবাসের অনুমতি দিয়াছেন। কারণ ইহা কারা-নিয়মের অন্তর্ভুক্ত।

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন যে, শিশুটিকে কারাগার হইতে স্থানান্তরিত করা হউক যেহেতু তাহার বয়স পাঁচ বৎসর। কিন্তু জননী বলেন, তাঁহার শিশু-সন্তানের বয়স ২ বৎসর ১০ মাস মাত্র।

মাদ্রাজে নৌকাডুবি

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, এরানাকুলাম হইতে এক নৌকা ধ্বংসের সংবাদ আসিয়াছে। মাঝি, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং দুইটি শিশুকে উদ্ধার করা হয়। শিশু দুইটি পরে মারা যায়। একজনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। দুই জনের সন্ধান এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

চাঁদপুরে ভয়াবহ ডাকাতি

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, এক সাবডিভিশনে ফরিদগঞ্জ থানার এলাকাধীন পাইকপাড়া গ্রামে মহাজন শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র দত্তের গৃহে এক ভয়াবহ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গত ১২ই জুন বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় ২৫ কি ৩০ জন দুর্বৃত্ত গৃহে প্রবেশ করে এবং গৃহস্বামীর নিকট হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি চাহে। দত্ত পরিবারের প্রায় সকলেই নির্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়াছেন। পিস্তলাদির ভয় দেখাইয়া অলঙ্কার কাড়িয়া লওয়া হয়। শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র দত্ত অশীতিপর বৃদ্ধ, তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রায় ৪২ হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে।

পল্লীরক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক মাত্র একজন ডাকাত গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং ঘটনাস্থলে একদল পুলিস প্রেরিত হইয়াছে।

বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

সিমলা হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই জুন অপরাহ্নে বহুক্ষণ বড়লাটের সহিত স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং শ্রীযুক্ত এম, আর জয়াকরের কথাবার্ত্তা হয়। সেই সময় বড়লাটের শাসন পরিষদের কতিপয় সদস্যও উপস্থিত ছিলেন।

শাসন সংস্কার সম্বন্ধে অতঃপর কি পন্থা অবলম্বন করা হইবে সে সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা হয়। ভারতে এবং ইংলণ্ডে ভবিষ্যতে কিরূপ কার্য্য ধারা অবলম্বিত হইবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। সাম্প্রদায়িক বিরোধের মীমাংসা সম্বন্ধে কোনই আলোচনা হয় নাই।

স্যার তেজ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত জয়াকর গত সোমবার অপরাহ্নে সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অসাধু কনষ্টেবলের দণ্ড

গত শুক্রবার শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রে ষ্ট্রীট থানার কনষ্টেবল হারধর পাণ্ডেকে প্রতারণার অভিযোগে এক শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামী গত ১৫ নবেম্বর তারিখে কর্পোরেশনের জনৈক খাদ্য পরীক্ষককে সঙ্গে লইয়া বেলিয়াঘাটায় রামরতন মুদীর দোকানে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং ঐ দোকান হইতে সরিষার তৈলের নমুনা লইয়া প্রস্থান করে। কিছুক্ষণ পরে আসামী ঐ দোকানে ফিরিয়া আসিয়া দোকানদারের অনুপস্থিত কালে তাহার চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট হইতে খাদ্য পরীক্ষককে ঘুষ দিবার অজুহাতে দশটি টাকা আদায় করিয়া সরিয়া পড়ে। রামরতন দোকানে ফিরিয়া কনষ্টেবলের কীর্ত্তির কথা জানিতে পারিয়া গ্রে ষ্ট্রীট থানায় উহার নামে ডায়েরী করে। আসামীর নিকট হইতে দোকানদার কোনও প্রকারে টাকা আদায় করিতে না পারিয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া তাহার নামে মামলা আনয়ন করিয়াছে।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয়, আসামী কর্পোরেশনের খাদ্য পরীক্ষককে দিয়া অস্বাস্থ্যকর মাল বিক্রয়ের অপরাধে একাধিকবার উক্ত দোকানদারের জরিমানা করাইয়াছিল বলিয়া আক্রোশ বশতঃ সে তাহার বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট কনষ্টেবলের কথা অবিশ্বাস করিয়া তাহার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রূপ দণ্ডবিধান করিয়াছেন।

জব্বলপুরে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, ১১ই জুন গত অপরাহ্ণ ৪টার সময় জব্বলপুরে এক ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা হইয়া গিয়াছে। সেই বাত্যার ফলে বহু বাড়ী ঘর ও গাছপালা ভূমিসাৎ হইয়াছে। কয়েকজন লোকও এই ব্যাপারে মারা গিয়াছে।

৭ জনের ফাঁসী ও ১ জনের দ্বীপান্তর দণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনার দায়রা জজ মিঃ রল্যাণ্ড সীতাশরণ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত রাসবিহারী লাল ও অন্য ২১ জন আসামীকে জুরীদের মতানুযায়ী হত্যাকারী সাব্যস্ত করিয়া, ৭ জনের প্রাণদণ্ড, ১ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং অপর ১৪ জনের প্রতি বিভিন্ন কালের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ করেন।

বিবরণ, সীতাশরণ ও তাহার আত্মীয়দিগের সহিত আসামীদিগের বিবাদ ও শত্রুতা বহুদিন ধরিয়া চলিতেছিল। গত বৎসর সীতাশরণ এবং অপর কয়েকজন আসামীদিগের এক ভৃত্যকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। কিন্তু বিচারে তাহারা খালাস পায়। অপরপক্ষে আসামীগণ ঐরূপ আর একটি মামলায় অভিযুক্ত হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলেই অব্যাহতি পায় নাই। অতঃপর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর যখন সীতাশরণ অশ্বপৃষ্ঠে পাটনার পথে বিহার যাইতেছিল এবং তাহার দুই আত্মীয় রাম আয়াধান ও রঘুবীর যখন তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল, তখন রাণ্ডমানপুর গ্রামের নিকট আসামীগণ কর্ত্তৃক সে নৃশংসভাবে নিহত হয়।

ট্রেণ হইতে ক্রোড়চ্যুত শিশুর জীবন রক্ষা

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই জুন ময়মনসিংহ ভৈরব শাখার রেলওয়ের ৩৪ নং ডাউন ট্রেণে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। ট্রেণখানি যখন মুশুলী ও নীলগঞ্জ ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দ্রুতগতিতে চলিতেছিল সেই সময় ৪ বৎসর বয়স্ক একটী বালক মহিলা গাড়ীর মধ্যে উপবিষ্টা তাহার মাতার ক্রোড় হইতে হঠাৎ গাড়ীর বাহিরে পড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় ট্রেণের সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং গার্ডকে সতর্ক করাইবার শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অবশেষে ঘটনাস্থল হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ট্রেণখানি থামে। তাহার পর বালকটীর পিতা ও ট্রেণের একজন যাত্রী দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থলে গমন করিয়া কতকগুলি রাখালের ক্রোড়ে বালকটিকে অক্ষত শরীরে দেখিতে পান। বালকটী খুব অল্পই আঘাত পাইয়াছে।

জেল হাজতে আসামীর মৃত্যু

ঢাকা হইতে প্রকাশ, অবসরপ্রাপ্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর রায়বাহাদুর নিখিলনাথ রায়ের দৌহিত্র অনিলকুমার দাস এম, এস্, সি. ঢাকা ট্রেণ ডাকাতি সম্পর্কে অভিযুক্ত হন। ১৭ই জুন মধ্যাহ্নে উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দায়রা জজের নিকট তাঁহার জামিনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনক্রমে জজ রুল জারির আদেশ দেন। কিন্তু বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীশবাবুকে জানান যে, তাঁহার মক্কেল অনিল বাবু জেলের হাজতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার পর তাঁহার শব তাঁহার আত্মীয়বর্গের হস্তে সমর্পণ করা হয়। মৃতের মাতার পছন্দমত একজন ডাক্তারকে শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার সময় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয়।

ডাকাতির চেষ্টা

আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক মিঃ এইচ, আমেদের এজলাসে ভোলানাথ দত্ত এবং অপর ৩টি বাঙ্গালী যুবক ডাকাতির জন্য প্রস্তুত এবং উদ্দেশ্যে আগড়পাড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে সমবেত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

প্রকাশ, পুলিস সংবাদ পায় যে, আগড়পাড়ায় একটা ডাকাতির ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আগড়পাড়ার এক ব্যক্তি রেলওয়ে হইতে জমির মূল্য বাবদ ৪০ হাজার টাকা পায়। ঐ ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি হইবে বলিয়া পুলিসের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা সতর্ক হয়। ৭ জন লোক শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণে আরোহণ করিয়া আগড়পাড়ায় আসিয়া নামে। পুলিস তাহাদের ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে, বাকী ২ জন পলাইয়া যায়। ধৃত ব্যক্তিদের নিকট একটা খেলনা রিভলভার, ৪টা ছোরা এবং কতকগুলি পটকা পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের একজন গ্রেপ্তার হইয়া বলে, পলাতক এক ব্যক্তির নিকট একটা রিভলভার ছিল।

কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইলে, মামলার শুনানী মুলতবী রাখা হয়।

ভক্তির বৈশিষ্ট্য

কেবলাভক্তি ও ভক্তির ঠাটঠাট এক নহে। অনেক সময় আমরা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়াই মনে করি যে, ভজনানুষ্ঠান করিলাম। কিন্তু বিচার করিলে বুঝিতে পারিব যে তাহা ভক্তির কথা নহে।

উত্তমা ভক্তিতে উপায় ও উপেয়তে ভেদ নাই। ভক্তিই উপায় ও ভক্তিই উপেয়। সাধন-ভক্তিরূপ উপায়ের দ্বারা প্রেমভক্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়, সুতরাং এস্থলে উপায় ও উপেয় একই।

চোর, দস্যু প্রভৃতি তাহাদের অপকার্য্যে সিদ্ধি লাভের জন্য মদ্য, মাংস দিয়া দেবী-পূজা করিয়া থাকে তাহারা তাহাকেই ভক্তি মনে করে। বারবনিতাগণ পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ ধৌত করিবার জন্য গঙ্গাস্নান করিয়া পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে পাপানুষ্ঠান করিতে থাকে, তাহারা ইহাকেই ভক্তি মনে করে। কিন্তু এরূপ পাপপঙ্কিল চিত্তে ভক্তিদেবী আবির্ভূতা হন না, বরং তাহারা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ অর্জ্জন করিয়াই থাকে।

আবার কেহ অর্থ লাভের জন্য, কেহ পুত্র লাভের জন্য, কেহবা স্বর্গ লাভের জন্য ভজনানুষ্ঠানের অনুকরণ করিয়া তাহাকেই ভক্তি বলিয়া থাকে। সেরূপ পুণ্যের কার্য্যও ভক্তি নহে, তাহাকে কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তি বলা যাইতে পারে।

মোক্ষকামিগণ সেবা, সেবক ও সেব্যকে অনিত্য বোধে কিছুদিনের জন্য যে সেবার অনুষ্ঠান করিয়া পরে ত্রিপুটী বিনাশ করে তাহাও শুদ্ধা ভক্তি নহে। উহা জ্ঞান-বিদ্ধা ভক্তি বা পাষণ্ডতা।

উত্তমা ভক্তি লাভ করিতে হইলে ভক্তি-স্বরূপ-জ্ঞান আবশ্যক। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

অন্যাভিলাষ-শূন্য হওয়া, কৃষ্ণ ছাড়া অন্য দেবদেবীর বা ব্রহ্ম পরমাত্মাদির পূজা না করা ও ভোগ, মোক্ষ-বাঞ্ছা পরিত্যাগ করা এইগুলি তটস্থ লক্ষণ এবং আনুকূল্যে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা যে কৃষ্ণানুশীলন তাহাই শুদ্ধভক্তিস্বরূপ লক্ষণ।

ইহা ছাড়া শুদ্ধভক্তির নিম্নলিখিত ছয়টী বৈশিষ্ট্য আছে।

ক্লেশঘ্নী শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥

ক্লেশঘ্নী—ক্লেশ অর্থে পাপ, পাপ কার্য্যের বাসনা বা পাপবীজ, এ সকলের মূল অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপবিভ্রম। হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইলে, এই তিন প্রকার ক্লেশ চিরতরে বিনষ্ট হয়। "আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস তাঁহার সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম" ভক্তিদেবীর কৃপায় এই সম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ে আর অবিদ্যা থাকিতে পারে না। অবিদ্যা হইতেই পাপ-বাসনা ও পাপকার্য্যের সংঘটন হয়। দিব্য জ্ঞানরূপ সূর্য্যোদয়ে অজ্ঞানরূপ তমঃ বিনষ্ট হয়, সুতরাং সকলের মূল অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায় পাতক, মহাপাতক, অতিপাতক প্রভৃতি পাপকার্য্য হইতে পারে না, এমনকি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি কৈতব পর্য্যন্ত সমূলে বিনষ্ট হয়। তাই ভক্তিকে ক্লেশঘ্নী বলেন।

শুভদা—হৃদয়ে ভক্তি উদিত হইলে সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণ ভক্তহৃদয়ে উদিত হয়। ভক্তিদেবী বিষয়সুখ, স্বর্গসুখ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসুখ, সিদ্ধি ও মুক্তি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সুখ দিতে পারিলেও ঐ সকল অনিত্য এবং আত্মবিনাশকর সুখের দ্বারা ভক্তকে প্রলুব্ধ না করিয়া সেবাজনিত নিত্যানন্দ প্রদান করেন।

জ্ঞানী যোগিগণ যে মোক্ষকে চরম প্রয়োজন বিচার করেন ও তজ্জন্য কঠোর তপস্যায় রত থাকেন, শুদ্ধভক্ত ভক্তিদেবীর কৃপায় সেবাজনিত আনন্দাম্বুধিতে প্রতিপদে এত নিত্য নূতন পূর্ণামৃতাস্বাদন করেন যে, মোক্ষ তাঁহার নিকট গোষ্পদ সদৃশ বা নরকবৎ জ্ঞান হয়।

ভক্তি সুদুর্লভা—ভগবান্ অনধিকারী ব্যক্তিকে ভোগ, মোক্ষাদি দিয়া বঞ্চনা করেন। ভক্তিপথটী ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, কিছু অসতর্ক হইলেই হয় কর্ম্মমার্গে কিম্বা জ্ঞান বা যোগপথে পতিত হইতে হয়, সুতরাং ভজন চাতুর্য্যের অভাব হইলে বহু জন্ম সাধনেও ভক্তিলাভ হয় না। নিষ্কপটিনী মতির সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক সেবারত থাকাই ভজন-চাতুর্য্য। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণভক্তি লভে
আর সব মরে অকারণ।

ভক্তির পঞ্চম বৈশিষ্ট্য—সান্দ্রানন্দ বিশেষ স্বরূপ।

কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—রোচমানা বৃত্তির সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলন-ফলে ভক্তের সেবোন্মুখ জিহ্বায় কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম সর্ব্বক্ষণ নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীনাম-কলিকা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া রূপ, গুণ, পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলার স্ফূর্ত্তি হয়। এইরূপে ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হইয়া চিরতরে অবরুদ্ধ হন। ভক্তি দ্বারা অজিত কৃষ্ণও জিত হন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি কোন উপায়েই শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন না।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য লিখিত।)

(৮)

জীবের শুদ্ধচেতনের বিকাশ সুপ্ত হইয়া নিজের স্বরূপের স্থানে ঔপাধিক দেহদ্বয়ে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তের উদয় হয়। তৎফলে জীব নিজেকে অচিৎ জগতের অন্তর্গত বস্তুবিশেষ বলিয়া কল্পনা করে। অচিৎ প্রভু জীবের সেবাবৃত্তি সুপ্ত হইয়া জড়-জগতের ভোক্তা অহঙ্কার উদিত হয়। ঔপাধিক দেহদ্বয় দ্বারা জীবের জড়ভোগ সাধিত হইয়া থাকে।

জীব যখন এইরূপে জড়বিষয়ে ভোগ-বাসনাযুক্ত হইয়া নিজেকে বিষয়ী অভিমান করে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিক দেহদ্বয় দ্বারা জড়জগতে বিচরণ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, তখন স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম দেহ (অর্থাৎ মন) দ্বারা তাহার যে সমুদয় উপাধিক ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা ভোগ ও ত্যাগ নামে অভিহিত। ভোগ ও ত্যাগ জড়ের সহিত বদ্ধভাবের দ্বিবিধ স্বরূপজ্ঞাপক সংজ্ঞা। বদ্ধজীবের যখন জড়ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবল হয় তখন তাহার যে ঔপাধিক ক্রিয়াসমূহ উপস্থিত হয় তাহাই কর্ম্ম শব্দবাচ্য। ভোগী কিংবা কর্ম্মিগণ ভৌতিক অভ্যুদয়কামী। ইহজগতে ভোগীর সংখ্যাই অধিক। প্রকৃতির রজোগুণ-চালিত হইয়া কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। প্রকৃতিজাত মিশ্রসত্ত্ব গুণের প্রভাবে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রশমিত হইলে জ্ঞানমার্গের অধিকার উদিত হয়। জ্ঞানী ভোগের নশ্বরতা ও হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া জড়-ভোগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন জড়ভোগত্যাগের চেষ্টা তাহার অবলম্বনীয় হয়। এই ত্যাগবৃত্তির অনুশীলনের ফলে জ্ঞানী-সম্প্রদায় অজ্ঞ অবস্থা লাভ করে। প্রকৃতির তমঃ গুণ দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্মত্যাগিগণ জাড্য অবস্থা লাভে সমর্থ হয়। এইরূপে রজঃ, মিশ্র সত্ত্ব ও তমঃ গুণদ্বারা তাড়িত হইয়া উচ্চাবচ যোনিভ্রমণ বদ্ধজীবের অবশ্যম্ভাবী থাকে। যতদিন অচিৎ শক্তির কবল হইতে মুক্ত হইবার উপায় স্বেচ্ছায় অবলম্বন না করে, ততদিন বদ্ধজীব এইরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

অচিৎ শক্তির অধীনতা জীবের স্বকপোলকল্পিত কল্পনা মাত্র নহে। জীব ইচ্ছা করিলেই স্বীয় ইচ্ছানুরূপ জগতে অবস্থান লাভ করিতে পারে না। জীবের ইচ্ছা স্বতন্ত্র হইলেও ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি জীবের নাই। জীবের ইচ্ছায় কোনো কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। ইহ ও পর জগতের যাবতীয় কার্য্য ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা ঘটিয়া থাকে। অচিৎ শক্তিও ঐশী শক্তি। অচিৎ শক্তির কার্য্যকে বদ্ধজীব নিজের কার্য্য বলিয়া বৃথা অভিমান করে।

ত্যাগী সম্প্রদায়ের বিচার অনুসারে জীবই একমাত্র বস্তু। জীব স্বেচ্ছায় স্বকপোলকল্পিত মায়ার অধীন হইয়াছেন, এইরূপ মত পোষণ করিতেছে। সুতরাং ইচ্ছামাত্রেই অবলীলাক্রমে জীব মায়ার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, জীব ইচ্ছা করিলেও অচিৎ শক্তির হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারে না। সুতরাং মায়াবাদী ত্যাগী সম্প্রদায়ের ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অচিৎ শক্তি জীবের অধীনা নহে। জীব অচিৎ শক্তির অধীন হইবার যোগ্য। অচিৎ শক্তি জীব অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক বলবতী ঐশী শক্তি। জীব ঈশ্বর নহে। জীব ঈশ্বরের তটস্থাশক্তি পরিণত চিৎকণ বিশেষ। জীব শক্তি-জাতীয় বস্তু। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমান্ তত্ত্বের পরস্পর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। সুতরাং জীব ঈশ্বর নহে এবং ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে।

জীব নিত্য। ঈশ্বরের অবস্থাবিশেষ জীবত্ব, এরূপ নহে। জীব নিত্যকালই জীব। ঈশ্বর নিত্যকালই ঈশ্বর। জীব ঈশ্বরের নিত্যবস্তু। জীবের নিত্যধর্ম্ম ঈশ্বরের সেবা। জীব চেতনময় বস্তু। জীব শক্তিজাতীয় চেতন। জীব চেতন হইয়াও অচেতন হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৷৹, মাসিক ১৲ নগদ ১৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৯৲, অর্দ্ধকলম ৩৷৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	জামসেদপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, তারিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৪

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রী[illegible] দাসাধিকারী বি-এ, শ্রী[illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসত্যকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্থিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম. এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীবিশ্বম্ভরদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

[illegible], চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরঘুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীত দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাপ্তাহিক হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৪তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই আষাঢ় শুক্রবার ১৩৩৯, ২৪শে জুন ১৯৩২

বিষ্ণুপুরে ভীষণ ডাকাতি

সেন্ট্রাল এভিনিউতে মোটর দুর্ঘটনা

কারাগারে শ্রীযুক্তা নাইডু

বালিকাকে আঘাতের অভিযোগ

অনশনে আত্মহত্যা

বোম্বাই সহরের অবস্থা

সীমান্ত জেলে অনশন

মহিলা রাজ-নীতিক বন্দী

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চুরি

গুলীতে ডেপুটি ইনস্পেক্টর আহত

দাঙ্গায় তিনজন নিহত

নানা কথা

বিষ্ণুপুরে ভীষণ ডাকাতি

গত সোমবার প্রত্যুষে প্রায় ৬ জন লোক ২৪ পরগণা জিলার বিষ্ণুপুর থানার বাজিকহাটি গ্রামের দোকানদার শেখ দেলেরুদ্দীকে জাগ্রত করে। তাহারা বলে, তাহারা অধিক রাত্রিতে উক্ত গ্রামে উপনীত হওয়ায় আহারের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। দোকান খুলিয়া তাহাদিগকে কিছু মিষ্টান্ন প্রদান করিবার জন্য তাহারা উক্ত দোকানদারকে অনুরোধ করে। দোকানদার দোকান খুলিবামাত্র তাহারা দোকানে প্রবেশ করে এবং দোকানদারকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ২ হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

একদল ডাকাত উক্ত থানার চাঁদপুর গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের বাটিতে প্রবেশ করে। তাহাদের হস্তে মারাত্মক অস্ত্র ছিল, দস্যুগণ গৃহস্বামীকে একটি খুটিতে বাঁধিয়া রাখে এবং বাটীর অন্যান্য লোকদিগকে প্রহার করিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করে। কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

কারাগারে শ্রীযুক্তা নাইডু

পুণা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ভারত সেবক সমিতির ৮ জন সদস্য গত সপ্তাহে যারবেদা জেলের মধ্যে শ্রীযুক্তা নাইডুর সহিত বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া না গেলেও আলোচনা সরকার ও কংগ্রেস প্রতিনিধির মধ্যে আপোষ বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হইয়াছিল। সংবাদটি এখনও সমর্থিত হয় নাই।

অনশনের আত্মহত্যা

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ কয়েক দিবস অনাহারে থাকিয়া রায়গঞ্জ থানার এরাকান্দায় সতীশচন্দ্র ঘোষ যাদবের পত্নী মণিবালা দাসী আত্মহত্যা করিয়া জঠরজ্বালার অবসান করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রায়গঞ্জ থানার জয়াপুরের একজন মুসলমান রমণী এবং ধানগড়ায় একজন হিন্দু স্ত্রীলোক অাহভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া সেখানে গুজব। তবে এই সংবাদের সমর্থক কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

গুলীতে ডেপুটি ইনস্পেক্টর আহত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ বোম্বাই সহরের গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইনস্পেক্টর মিঃ কোঠারায় গতকল্য সন্ধ্যাকালে গুলীর আঘাতে আহত হইয়াছেন। আর ৩ জন পুলিস কর্ম্মচারী অটোম্যাটিক পিস্তল চালাইবার নানারূপ ব্যাপার দেখাইতেছিলেন, এমন সময় একটী গুলী দৈবাৎ ঘুরিয়া যাইয়া মিঃ কোঠারায়ের গণ্ডদেশে লাগে। গুলীটা তাহার ডান গালে বিদ্ধ হয় ও অপর গাল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়॥ গুলীতে তাঁহার দুইটী দাঁত উৎপাটিত হইয়া যায়। শ্রীযুত কোঠারায়কে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়! তথায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার অবস্থা ক্রমে ভাল হইয়া আসিতেছে।

প্রকাশ, গতকল্য অপরাহ্ণ ৫টার সময় শ্রীযুত কোঠারায় ও আর ৩ জন পুলিস কর্ম্মচারী অটোম্যাটিক পিস্তল চালনা দেখাইতেছিলেন। জনৈক পুলিসের অপর একজন তাহার অটোম্যাটিক পিস্তল কিনিতে চাহেন বলিয়া তাঁহাকে পিস্তলের ব্যাপার দেখান হইতেছিল। দারোগা কোঠারায় যখন তাঁহার অটোম্যাটিকের ভিতরটা খুলিয়া দেখাইতে যাইবেন, সেই সময় গুলীটা ছুটিয়া যায়। মিঃ কোঠারায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	জামসেদপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল [illegible] প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীহয়গ্রীবানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজনার্দ্দন [illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসত্যকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীযজ্ঞেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীঅভয় [illegible] এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম স্বামী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীচণ্ডিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৬ই বামন গৌরাব্দ ৪৪৬. ১০ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৪শে জুন ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ৯৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২০শে জুন শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীনারদের আগমন ও পুরঞ্জন কথাচ্ছলে ভগবৎ সেবাবিমুখিনী ভোগবুদ্ধি দ্বারা বদ্ধজীব-বিশিষ্ট দেহের অধীশ্বর মনুষ্যের বিবিধ সংসার সম্বন্ধে কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীনারদ প্রাচীন বর্হির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, কর্ম্মের দ্বারা কখনও নিঃশ্রেয়ো লাভ হয় না। গৃহব্রতগণ কর্ম্মাসক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্র ধনাদিতে পরমার্থ বুদ্ধি করিয়া থাকে। যজ্ঞাদিতে যে সকল পশু হত হয়, উহারা আবার হননকারীর প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

পুরঞ্জন নামে এক রাজা পৃথিবীর সর্ব্বস্থান ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠস্থান ভারতবর্ষে নবদ্বারযুক্ত সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন একটী পুরী দেখিতে পাইলেন। ঐ পুরী আর কিছুই নহে, উহা বিষয়-ভোগায়তন মনুষ্যশরীর। এই পুরের বহির্ভাগে উপবনস্থলীর বিবিধ বিষয়, তরুলতা-স্থানীয় রূপবৈচিত্র্য, পক্ষী কূজনাদি স্থানীয় শব্দ-বৈচিত্র্য, এইরূপ পঞ্চবিধ [illegible] বর্ত্তমান। সেই উপবনে একটী পরমা সুন্দরী ষোড়শী কামিনী প্রবেশ করিলেন। ঐ কামিনীর ভোগবুদ্ধি, উহার দশটী ইন্দ্রিয়রূপ ভৃত্য এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিরূপা শত শত নায়িকা রহিয়াছে। পঞ্চবৃত্তিরূপ পঞ্চমুখ-বিশিষ্ট প্রাণরূপ সর্পই ঐ কামিনীর শরীর-রক্ষক। ঐ কামিনীর রূপে অধীশ্বর পুরঞ্জন মুগ্ধ হইয়া নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছায় নিজের সংসার পরিবরণ করিয়া লইলেন। পুরঞ্জন ঐ কামিনীর সহিত তাহার নবদ্বারসম্পন্ন পুর হইতে বহির্গত হইয়া শত বৎসরকাল বিবিধ বিষয়ে ভ্রমণ করিতে থাকেন এবং কামিনীর ক্রীড়ামৃগ হইয়া নিজ সিদ্ধস্বরূপ ভুলিয়া গেলেন।

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক-সম্মিলনীর ১ম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ব্রহ্মচারিগণসহ বাখরাবাদে শুভাগমন করিয়া মেদিনীপুরবাসিগণকে পরমানুগৃহীত করিয়াছেন। বাখরাবাদনিবাসী পরম ভাগবত কৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারীর ভবনে ২৮শে বৈশাখ বুধবার দিবস উক্ত মহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল

সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে গিয়া শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ বলেন, পতি শব্দে নেতা। যাঁহা কর্ত্তৃক সভা পরিচালিত হয় তাহাকে সভাপতি বলে। এই সভা ভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক সম্মিলনীর সভা। ভক্তিসিদ্ধান্ত সেবক সম্মিলনীর সেবক মাত্রই বৈষ্ণব ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী তাঁহাদের সেবা, নিত্য আরাধ্য বস্তু। সেব্য বস্তুই সেবকের পরিচালক। পতি অর্থাৎ ভোক্তা। অলঙ্কার শাস্ত্রে বিষয় আশ্রয় দুইটী শব্দ আছে। ভোক্তা শব্দে একমাত্র ভগবান্। ইহা স্বয়ং ভগবান্ গীতোপনিষদে বলিয়াছেন—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

এখানে হি শব্দে নিশ্চয়ার্থ, এব শব্দে আমি ছাড়া কেহ নাই।

বক্তা স্বয়ং স্বরাট্ কৃষ্ণ। এই সভার সভ্যবৃন্দ সেই এক অদ্বিতীয় কৃষ্ণের সেবক বৈষ্ণব। তাঁহাদের পতি গৌরহরি। এখানে সেব্যের বা পতির একত্ব, সেবকের বহুত্ব, তাঁহাদের পতি গৌরপতি তিনি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পতিত উদ্ধারের জন্য ভক্তভাবে আসিয়াছেন। তিনি নিত্য-কাল এই সভার সভাপতিরূপে বিরাজমান। যিনি মাদৃশ হরিবিমুখ জীবগণকে নিত্য পতির সন্ধান প্রদান জন্য অদ্য এই সভা সজ্জিত করিয়াছেন তাঁহার নাম কৃষ্ণকৃপা। সেই কৃষ্ণকৃপা প্রভু সর্ব্বাগ্রে জয়যুক্ত হউন। দ্বিতীয়তঃ যিনি এই সভার উপদেষ্টা, প্রাথমিক উৎসাহদাতা, যাঁর স্নেহ ও কৃপাশীর্ব্বাদে এই সম্মিলনীর সেবক-বৃন্দ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র মেদিনী-মণ্ডলকে প্রভুপাদ-পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর, সেই শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন। যদিও আমাদের প্রাপঞ্চিক দর্শনে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এখানে আছেন। তিনি যাঁহা-দিগকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন সেই ভক্তিভূষণ প্রভুদ্বয় জয়যুক্ত হউন। ব্রজেন্দ্র-নন্দন গৌরহরি জয়যুক্ত হউন। শক্তি-মানেরই শক্তি; আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নিজে আশ্রয় নিত্যানন্দ শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ. তিনি জয়যুক্ত হউন।

অতঃপর শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদকে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করেন ও শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ উহা সমর্থন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ বক্তৃতা মুখে বলেন যে,—সভাপতির একটী আলেখ্য সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অনেকের প্রশ্ন হইতে পারে সভাপতি কোথায়? ইহার উত্তরে শ্রীল ব্যাসদেব আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, এক সময় নৈমিষারণ্যে ষাট হাজার ঋষি উপস্থিত হইয়া সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“শ্রীভগবান এখন নাই কেবল কলিকাল।” তদুত্তরে শ্রীসূত গোস্বামী বলিয়াছেন, “শ্রীভগবান্ নিত্যকাল বিগ্রহরূপে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীভগবানের স্বরূপ, নাম, বিগ্রহ, একই বস্তু বিভিন্নরূপে নিত্যকাল লীলা প্রকাশ করেন। জড়জগতে নাম নামীতে ভেদ আছে। ভগবানের বিগ্রহ আট প্রকার, তন্মধ্যে আলেখ্য মূর্ত্তিতে সভাপতি বিরাজমান। শ্রীল ব্যাসদেব বলিয়াছেন, যখন আমরা [illegible] হই, তখন আমাদের অনেক প্রকার দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হই। অর্চ্চাবিগ্রহে প্রাকৃত বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে সামান্য অন্ন বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু কখনও যদি আমরা স্বরূপে অবস্থিত হই [illegible] গুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের এই আলেখ্য মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ আশ্রয় নিত্যানন্দ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

শ্রেয়ঃকথা

ভক্তির পরিমাণ অনুসারেই ভক্তের বা বৈষ্ণবের তারতম্য বিচার। কোন বাহ্য ক্রিয়ামুদ্রা দর্শনে কাহারও বৈষ্ণবত্ব নিরূপণ করা যায় না। সৎকুলে জন্মলাভ, বিপুল ঐশ্বর্য্য, অগাধ পাণ্ডিত্য, সুন্দর রূপ, বৈরাগ্যাভাস, সুকণ্ঠ, সাত্ত্বিক আহার, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক, স্বগৃহে মন্দির নির্ম্মাণ, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পূজাড়ম্বর, মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণব(?)ভোজন, অতিথি-সৎকার, গো-সেবা, ধ্যান, তপ, জপ, কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতাপ্রদান, গ্রন্থ-পত্রিকাদি লিখন, তীর্থভ্রমণ (?) প্রভৃতি কিছুই ভক্তির পরিমাপক বা ভক্ত নির্দ্দেশক হইতে পারে না।

কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তি কমিয়া কৃষ্ণানুরক্তি যাঁহার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেই পরিমাণে তিনি বৈষ্ণবতা লাভ করেন। ভজনবিজ্ঞ মহাজনগণের ক্রিয়ামুদ্রা অনুকরণ করিয়া যাঁহারা 'বৈষ্ণব' বলিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে চাহেন, তাঁহারা কপট; তাঁহাদের সেইরূপ কাপট্য এমনই মজ্জাগত হইয়া যায় যে, শেষে তাহা দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে পরিণত। 'ভক্তের ভাবও ভাল' এই কথাটী এই সকল ব্যাধিগ্রস্ত দলের কথা। যোষিৎসঙ্গ, বিষয়াসক্তি সবই চলিতে থাকিবে, নিজের স্বার্থ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ষোল আনা বজায় থাকিবে, অথচ তিনি নিজেকে একজন 'পরম বৈষ্ণব' রূপে পরিচয় দিতে শতমুখ হইবেন, এরূপ আত্মশ্লাঘাকারিগণের কিছুমাত্র বৈষ্ণবতা থাকিতে পারে না।

আত্মার অপ্রাকৃত সহজ সরল বৃত্তি বা স্বভাবই কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণে স্বাভাবিক অনুরাগ, তাহার উদয় না হইতেও যাঁহারা 'ভক্ত' সাজেন, তাঁহাদিগকে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলা হয়। প্রাকৃতসহজিয়াগণ লাভপূজা প্রতিষ্ঠাদির জন্য না করিতে পারে, এমন দুষ্কর্ম্ম নাই। তাহারা নাম মন্ত্র ভাগবত বিগ্রহ-চরণামৃত মহাপ্রসাদ প্রভৃতি এবং কৃষ্ণভক্তকে বাহ্যে সম্মানের ভাণ করিয়া কার্য্যতঃ তাঁহাদিগকে সামান্য পদদলিতোপেক্ষাও অনাদরের বস্তু করিয়া তুলে। আমরা এসকল অনাচার অত্যাচার দেখিয়াও দেখি না। কারণ মূলে আমাদের কৃষ্ণপ্রীতির অত্যন্ত অভাব। কৃষ্ণকে বিন্দুমাত্র ভাল বাসিলে কি আর ঐ সকল অনাচার চোখের সামনে দেখিয়াও অম্লানচিত্তে কালাতিপাত করিতে পারিতাম।

নিজে নিষ্কপটে কৃষ্ণভজন করিতে না পারিলে কাহারও কাপট্য ধরা যায় না।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য লিখিত)

(১০)

প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ও বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়তর্পণ সমজাতীয় কল্পনা করিয়া বিষম অনর্থের আবাহন করিয়া থাকে। তাহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের নামে স্বীয় জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার দুর্ব্বাসনামাত্র সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ কখনই জীবের ভোগ্য হইতে পারেন না। জীব কৃষ্ণের নিত্য [illegible]। জীব তটস্থাশক্তি-পরিণত তত্ত্ব, কৃষ্ণ তটস্থাশক্তির একমাত্র ভোক্তা। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ শক্তির একমাত্র উপাদেয় স্বাভাবিক বৃত্তি। জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা অস্বাভাবিক এবং হেয় বিধেয় ব্যাপার এবং সর্ব্বথা গর্হণীয়। অচিৎ শক্তির দুর্গা দাসীদ্বারা জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়।

কি করিয়া নিষ্কপটে ভজন করিতে হয়, শ্রীগুরুদেবই তাহা বলিয়া দেন। তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত আমরা নিজ বুদ্ধিমত যে সাধন ভজন কল্পনা করি, তাহা দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন হয় না। গুরুদেব কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভ হওয়ায় তাঁহার সেবা করিলেই কৃষ্ণ পরিতুষ্ট হন। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার অন্য কোন উপায় নাই। যাঁহার গুরুসেবা নাই, তাঁহার ভজন সাধন সবই কপটতা, তাঁহার দ্বারা জগতে পরমার্থ প্রচার হইতে পারে না, যিনি নিজে ভক্তিসিদ্ধান্তে নিপুণ নহেন তিনি অপরকে কি করিয়া কুসিদ্ধান্ত-স্রোত হইতে উদ্ধার করিবেন?

গুরুদেবের মনোভীষ্ট সম্পাদন-সেবাই ভক্তির পরিচয়। গুরুপাদপদ্মের কোন সেবা না করিয়া বিবিক্তানন্দীই হউন আর গোষ্ঠানন্দীই হউন, তদ্দ্বারা তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতির কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। গুরুদেবের কৃপা হইলেই কৃষ্ণকৃপা-লাভ। তাই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাইয়াছেন—

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম
বন্দ মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদি করি মহাশক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

জীবের জড়ীয় ভোগবাসনাজাত চেষ্টা কর্ম্ম ও জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। উভয়ই সেবার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। বদ্ধাবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে তথাকথিত ভগবৎসেবার অভিনয়ও কর্ত্তৃত্ব-অভিমান-প্রসূত ব্যাপার। ভগবৎসেবার মূলে ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় না। স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ মুক্তজীবের অভীষ্ট প্রাপ্য নহে। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ মুক্ত জীবের স্বভাব-বিরুদ্ধ। মুক্তজীবের নিজের কোনোপ্রকার অভাব নাই। মুক্তজীব আত্মারাম। কৃষ্ণসেবা অহৈতুকী। অহৈতুকী সেবাই একমাত্র সেবাপদবাচ্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের দ্বারা সেবকের যে আনন্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে উহা ভোগানন্দ নহে, সেবানন্দ। সেবানন্দ দ্বারা ভোগানন্দ-বাসনা হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। কৃষ্ণের আনন্দে সেবকের আনন্দ কৃষ্ণেচ্ছাধীন ব্যাপার। উহাতে সেবকের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার নাই। উহা আকস্মিক, অনির্ব্বচনীয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। উহা আনন্দ-প্রার্থীর স্বকপোল কল্পিত আনন্দ নহে। ভোগানন্দ যাহার আদৌ প্রার্থনীয় নহে তাহাকে কৃষ্ণ তুচ্ছ ভোগানন্দ কেনই বা দিবেন? যাহারা অন্তরে ভোগানন্দপ্রার্থী হইয়া বাহিরে সেবার অভিনয় করে তাহারা কখনই নির্ম্মল কৃষ্ণানন্দের সন্ধান পায় না।

কৃষ্ণের আনন্দ জীবের সেবাদ্বারা উৎপন্ন হয়, এরূপও নহে। কৃষ্ণ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নিত্যপূর্ণানন্দময়। সেবাদ্বারা জীব কৃষ্ণের আনন্দের সন্ধান পায়। কৃষ্ণের আনন্দের সন্ধান পাইলে জীব আর নিজের স্বতন্ত্র আনন্দ চায় না। ইহাই কৃষ্ণানন্দের বৈশিষ্ট্য ও পরম চমৎকারিতা। আত্মারাম মুনিগণ স্বতন্ত্র আনন্দবিশিষ্ট। তাঁহারা সেবাদ্বারা নিজের আনন্দরূপ অনর্থ হইতে মুক্ত হন।

কৃষ্ণের সেবা অধিকার ভেদে পঞ্চ-রসের একটি দ্বারা হইয়া থাকে। পঞ্চরস যথা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তরসের সেবক কৃষ্ণের সেবা করেন; কিন্তু তিনি জানেন না যে, কৃষ্ণ তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন কিনা। কিন্তু কৃষ্ণ যে তাঁহার সেবা বাস্তবিকই গ্রহণ করেন তাহার প্রমাণ এই যে, শান্ত সেবকের নিজের আনন্দ সন্ধানের স্পৃহা নিবৃত্ত হওয়ায় কৃষ্ণের সেবোপকরণত্ব সিদ্ধ হয়। ইহ জগতের চিন্তাস্রোত কল্পিত বুদ্ধ কিংবা শঙ্কর কল্পিত যে নির্ব্বিশেষ শান্তি, শান্ত সেবারস তদপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

বুদ্ধের জড়লয় ও শঙ্করের ব্রহ্মলয় দ্বারা যে শান্তির সম্ভাবনা কল্পিত হয়, তাহা জড়া-নন্দেরই অন্যতম। শান্তরসের সেবানন্দ বিশিষ্ট চিন্ময় ব্যাপার। কৃষ্ণের হাতের লাঠি, কৃষ্ণের বংশী, কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাহাদের স্বতন্ত্র কৃত্য কিংবা অভিলাষ নাই। কৃষ্ণের লাঠি ও বংশীর আশ্রিত দাস ও দাসানুদাসগণ শান্তরসের সেবক জীব সমূহ।

কৃষ্ণের শান্তরসের সেবকগণের স্বরূপ ও সেবাদর্শ বদ্ধজীবের যাবতীয় কল্পনার অতীত অত্যাশ্চর্য্য চমৎকার ব্যাপার। শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি ধূলিকণ, প্রতি তৃণ, গুল্ম, লতা, প্রতি বৃক্ষ, প্রতি পত্রপুষ্পের সেবা সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তুর সেবা। উহাই শান্তরসের সেবা। শ্রীবৃন্দাবনের তৎ-সমুদয় সম্পদ কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির বৈভব। কৃষ্ণের তদীয়ের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবেই কৃষ্ণের সেবালাভ জীবের ভাগ্যে সম্ভব হয়।

বৈকুণ্ঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের ঐশ্বর্য্য রসে সেবার আনন্দের তুলনায় উপনিষৎ বর্ণিত ব্রহ্মানন্দ অতিশয় তুচ্ছ। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবানন্দ শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দের তুলনায় অত্যন্ত নীরস। বদ্ধজীব প্রাকৃতরসের মোহে ব্রহ্মানন্দের চমৎকারিতা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবানন্দ, তদপেক্ষা অনন্তগুণে চমৎকার শ্রীবৃন্দারণ্যের তৃণ গুল্ম লতাদিগের উক্ত সেবানন্দ কিরূপে ইহ জগতের বদ্ধজীববৃন্দের উপলব্ধি হইবে!

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের অধিকারিগণ কর্ত্তৃক পঞ্চরসে নিত্য সেবিত হইয়া বিরাজ করেন। জীবমাত্রই স্বরূপে কৃষ্ণদাস এবং গোলোকবৃন্দাবনের অধিবাসী।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

কৃষ্ণদাস্য জীবের স্বরূপের নিত্য বৃত্তি। কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং একমাত্র কর্ত্তব্য।

সাধুগণ সর্ব্বকাল শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরগণের বিশিষ্ট সেবার বিষয় কীর্ত্তন করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীবৃন্দারণ্যের কোন নিত্য অধিবাসী এই প্রপঞ্চে তাঁহার মঙ্গলময় অপ্রাকৃত প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন, তখনই তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত নাম রূপে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বদ্ধজীবের কর্ণেন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসগণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে বদ্ধজীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শনের নিমিত্ত এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শাব্দিক অবতারের মাধুর্য্য-লীলা করিয়া থাকেন।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি সানুবাদ মধুরতর স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।৷০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠান্তে পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাল জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মকার। প্রত্যেকটী কবিতা অনবচ্ছিন্নীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী ভাবাশ্রয়পোষিণী কৃষ্ণ-কাঞ্চ নন্দদায়িনী জীবস্তবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবামনদেব, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীগুরু পাদপদ্ম, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড লোকাপেক্ষা ও মহাপ্রভুতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবতার, বৈষ্ণব, শ্রীনীলাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বণিকবৃত্তি ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি প্রথিত নিবন্ধহার, ভিক্ষা ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড— শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ যাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম, এম, এস, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সেন্ট্রাল এভিনিউতে মোটর দুর্ঘটনা

গত সোমবার জনৈক ভদ্রলোক সেন্ট্রাল এভি… মোটর চালাইয়া যাইতেছিলেন … বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মুখে মোড় ফিরিবার কালে, মোটরখানা উল্টাইয়া যায়। কারে মোটরের উপরে অপর একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি, মোটর চালক নিজে আহত হয়েন। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাদিগকে স্বস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে

বালিকাকে আঘাতের অভিযোগ

… ষ্ট্রীটের ১২ বৎসর বয়স্কা বালিকা মিস ফিলিস রোলাইসনকে ভুলাইয়া ডিবান লেনে লইয়া গিয়া তাহাকে আহত করিবার অভিযোগে জেনরী লুইস কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী বালিকাটিকে দেখিয়া তাহাকে ভুলাইয়া আপনার সঙ্গে ডিবান লেনে লইয়া যায়। প্রকাশ, আসামী তথায় বালিকাটিকে আক্রমণ করে এবং একখানি ছুরি দ্বারা তাহাকে আহত করে। পুলিস আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ উপস্থিত করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে পুলিশের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছে

বোম্বাই সহরের অবস্থা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২০শে জুন সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কাজকর্ম ও যানবাহন যথারীতি চলিতেছে। গীর্জা ষ্ট্রীটের অনেক হিন্দু দোকানদার পুলিসকে এই মর্ম্মে সংবাদ দিয়াছে যে, গত ২০শে জুন প্রাতে গুণ্ডারা তাহার দোকানে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করে এবং ৮৫০ টাকা তাহার দোকান হইতে চুরি যায়। দোকানের নিকট এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত কেরোসিন তেলও পাওয়া গিয়াছে।

সহরে সমস্ত দিন ধরিয়া শান্তি বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, দুইজনের উপর গুণ্ডাগণ অত্যাচার করিয়াছে। একজন মুসলমান যখন সাণ্ডহার্ষ্ট রোড দিয়া গমন করিতেছিল, সেই সময় কয়েকজন গুণ্ডা তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করে। অচেতন অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইলে তথায় তাহার মৃত্যু হয়। দোরী নামক স্থানে অপর একজন মুসলমানের উপর অত্যাচার করা হইয়াছিল। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে

ছাতরেলা সম্প্রদায়ী গত ১৯শে জুন অপরাহ্নে কতিপয় হিন্দু কর্ত্তৃক পার্ক হাসপাতালের সম্মুখে প্রহৃত হয়। সে হাসপাতালে মারা গিয়াছে। তাহার মানব তাহার মৃতদেহ সনাক্ত করিয়াছে।

মহিলা রাজনৈতিক বন্দী

শুনা যাইতেছে যে, আগামী ১লা জুলাই তারিখে শ্রীমতী হোসনে আরা বেগম, সুলতা কর, বি-এ, রোজ দেবী, আরতি মুখার্জ্জি এবং আরও কয়েকজন মহিলা রাজবন্দী পূর্ণ ছয়মাসকাল কারাদণ্ড ভোগের পর বহরমপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। ইহারা সকলেই গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা ময়দানে পতাকা উত্তোলন ও নিষেধ অবিচারিণা করিতে গিয়া বন্দী হইয়াছিলেন। শ্রীমতী … রায় ২৫শে জুন তারিখে মুক্তিলাভ করিবেন।

দাঙ্গায় তিনজন নিহত

বরিশাল হইতে প্রকাশ, চর কবর্ত্তীতে দাঙ্গার ফলে ৩ জন নিহত ও কতিপয় ব্যক্তি আহত হয়। এই দাঙ্গা সম্পর্কিত এক মামলায় মকবুল ভুঁইঞা, কাদের ভুঁইঞা, হাসান মোল্লা এবং তাজেদ্দিন অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রথম তিনজন আসামীর প্রত্যেকের প্রতি ৭ বৎসরের জন্য এবং চতুর্থের প্রতি ৩ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

প্রকাশ, চরের জমির দখল লইয়া এই দাঙ্গা বাধে। এই দাঙ্গা সম্পর্কে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য দায়রায় প্রেরণ করা হয়। আত্মরক্ষার অধিকার সম্পর্কে আসামীগণ যে আবেদন করে, আদালত তাহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু আদালত বলেন যে, অধিকার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। ছয়জন আসামী মুক্তি পায় এবং অবশিষ্ট ৪ জন উপরোক্ত ভাবে দণ্ডিত হইয়াছে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চুরী

লাহোর হইতে প্রকাশ, ২১শে মে তারিখে মুলতানের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে আর একটী চুরী হইয়াছিল। প্রধান পিওন আব্দুল লতিফ ও অন্য একজন পিওন গোলারাম কর্ম্মকার, মহম্মদ হোসেনের নিকট হইতে ডবল চাবী তৈয়ারী করাইয়া লয় এবং তাহা দ্বারা অর্থ সরায়। দ্বিতীয় বারের চুরী লইয়া মোট ৩৬৫০০০ টাকা চুরী হয়। এই টাকা বাক্সে করিয়া সেনট্রাল ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইয়াছিল। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, সমস্ত অর্থই উদ্ধার করা হইয়াছে।

শিক্ষক গ্রেপ্তার

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক রুদ্ররামপুরের শ্রীযুত শিবনাথ মজুমদার বাবুপুর বাজারে পিকেট করিবার অভিযোগে "উৎপীড়ন আইনান্তরে" বিধানানুসারে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হন। রামগঞ্জ জেলা রাজনৈতিক কনফারেন্সে যোগদান করিবার সময়ে তাঁহার পিতা শ্রীযুত সীতানাথ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলার বিচার কার্য্য পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে প্রিয়নাথ বাবু এখানে আসিয়াছিলেন।

স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এন, সরকারের আদালতে গত ২৯শে জুন প্রিয়নাথ বাবু, শ্রীযুত জীবন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত সীতানাথ মজুমদারের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। রায় মুলতুবী আছে।

সীমান্ত জেলে অনশন

বাল্লু জেলের কয়েদী খাঁ করমচাঁদ খাঁ প্রায়োপবেশন করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা গুরুতর। সেজন্য জনসাধারণ বিচলিত হইয়াছে। তাঁহার প্রার্থনা—বিশেষতঃ 'বি' শ্রেণীতে দিবার দাবী পূর্ণ করুন

খাঁ করমচাঁদ হাজরা জেলার এবটাবাদের কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী। তিনি ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে 'বি' শ্রেণীতে রাখিতে বলেন। কয়েক মাস তিনি এই সুবিধা ভোগও করেন। গত ৭ই তারিখে তাঁহাকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। সেই কারণে তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

পুলিস কর্ত্তৃক ছত্রভঙ্গ

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, নাটোরে রাজসাহী জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্যোগ করায় আত্রাইর ডাক্তার নারেন দত্ত ও শ্রীযুত কিরণ মজুমদার, রাজসাহীর শ্রীযুত বিভূতি চক্রবর্ত্তী, কলমের শ্রীযুত শরদিন্দু চক্রবর্ত্তী, নাটোরের শ্রীযুত প্রবোধ চক্রবর্ত্তী ও গিরিজাশঙ্কর ভাদুড়ী এবং বাসুদেবপুরের অপর একজন যুবক নাটোরে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। ঘটনাস্থলে অননুমোদিত বিজ্ঞাপ্তিপত্র বিতরণ করা হইতেছিল, পুলিস তাহা হস্তগত করিয়াছে। সহরে সর্ব্বত্র কড়া পাহারায় বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নাটোরের যাবতীয় ট্রেণ এবং রাজসাহী হইতে যে সকল বাস নাটোর আসিতেছে তাহার প্রত্যেকখানির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ১৪৪ ধারামতে আদেশ জারী করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সতর্কতা

চেৎলা হইতে প্রকাশ, আসন্ন জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ এখানে অতিরিক্ত পুলিস ফৌজ আমদানী করিয়াছেন। খাজনা বন্ধ আন্দোলনের ফলে যে অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তথায় খড়িয়া নদীর উভয় তীরবর্ত্তী প্রায় পাঁচশ মাইল পরিমিত স্থান পুলিস প্রকৃতপক্ষে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। শিবপুর হইতে সাহেবনগর পর্য্যন্ত যাবতীয় খেয়া নৌকার ঠিকাদারগণের উপর নোটীশ জারী করিয়া তাহাদিগকে তিন দিন খেয়াবন্ধ রাখিতে আদেশ করা হইয়াছে। এই আদেশের ফলে যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় বহু যাত্রীকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে। যাবতীয় খেয়াঘাটে পুলিস পাহারা বসান হইয়াছে। চন্দননগর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত মোটর বাসের চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও প্রকাশ, গত কয়েক দিন ধরিয়া মুর্শিদাবাদ শাখার ট্রেণ মুড়াগাছা ও বেথুয়াডহরির মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহ এবং পোড়াদহ শাখার ট্রেণ মুড়াগাছা ও চুয়াডাঙ্গার মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহে থামিতেছে না।

মেহেরপুরে পুলিসের গুলী

কলিকাতা হইতে প্রকাশ মেহেরপুরে এক ভীষণ হাঙ্গামার ফলে পুলিসকে গুলী চালাইতে হয়। ফলে একজন লোক মারা গিয়াছে এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, নদীয়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন করিবার চেষ্টা করায় ঐ হাঙ্গামা বাধে। বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

---

৫ দি—   নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই আষাঢ় শনিবার ১৩৩৯ ২৫শে জুন ১৯৩২

নানা কথা

গান্ধীজীর বাণী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন জন্য যে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, তদুত্তরে গান্ধীজী যারবেদা কারাগার হইতে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্র লণ্ডনে গৃহীত হয়। গান্ধীজী ঐ পত্রে বলিয়াছেন জাতীয় গৌরব রক্ষার বিরোধী না হইলে আমি সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপন-কল্পে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। মিলন ও শান্তি স্থাপনের ইচ্ছায় আমি কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিব না। এ কার্য্যে বাধা উপস্থিত হইতে পারে, আমি এরূপ কিছু করিব না। আপনারা একথার উপর নির্ভর করিতে পারেন। গান্ধীজী আরও এই কয়েকটি কথা যোগ করিয়াছেন যে, "আমি কারা-অত্যাচারের পশ্চাদ্ভাগ হইতে আর অধিক কিছু বলিব না।

আর্চ্চিবিস ইয়ং হাজবেণ্ড আশা করেন, বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে সদ্ভাব স্থাপন কল্পে নূতন কোন সুযোগ গ্রহণ করা হইতে পারে।

গান্ধীজীর বাণী

নরহত্যার অভিযোগে সৈনিক

মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু

দিল্লীর ভীষণ হাঙ্গামা

নরহত্যায় প্রাণদণ্ড

হিজলী জেলে অসুবিধা

শ্বেতাঙ্গের আত্মহত্যা

জনৈক সৈনিক জলমগ্ন

টাঙ্গাইলে ভীষণ ডাকাতি

বড়লাটের নিকট তার প্রেরণ

চিলিতে ভীষণ ভূমিকম্প

মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু

লাহোর হইতে প্রকাশ, বিকানীর ষ্টেটের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পত্নী শ্রীযুক্তা দাদি ১৮ই তারিখে রাত্রে রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়িয়া হাতিন্দা হইতে কালকায় যাইতেছিলেন। কে বা কাহারা পাতিয়ালায় তাঁহার গাড়ীর কক্ষে প্রবেশ করে এবং কক্ষ হইতে নীচে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ফলে তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাজপুরায় পাওয়া যায়। সংবাদ পাইয়া তাঁহার জামাতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহাকে রাজপুরায় একটী ছোট ডাক্তারখানায় পাঠান হইয়াছিল। তাঁহার জামাতা অম্বালায় লইয়া গিয়া বিশেষরূপ চিকিৎসা করেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টে হুদারাম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সে ঐ রমণীর কক্ষ হইতে একটি লগেজ সরাইতেছিল।

নরহত্যায় প্রাণদণ্ড

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ বিগত ১৯৩০ সালের ৮ই আগষ্ট রাত্রিকালে প্রোমের নিকটবর্ত্তী চিওসন গ্রামে এক ভারতীয় পরিবার নৃশংসভাবে নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সংস্রবে কান সা এবং অপর ১১ ব্যক্তির বিচার হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই যে, ৩০ জন বিদ্রোহী সুপায়া নামক জনৈক ভারতবাসীর গৃহ আক্রমণ করিয়া তাহাকে গুলী করিয়া নিহত করে। অতঃপর তাহারা একটি ৩ মাসের শিশুকে এবং ৯ বৎসরের একটি বালককে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের পর তাহারা সুপায়ার গৃহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে।

স্পেশাল জজ কান সা এবং অপর এক অভিযুক্তকে প্রাণদণ্ডে এবং অপর ৯ জন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ১ জন অভিযুক্ত মুক্তিলাভ করিয়াছে।

টাঙ্গাইলে ভীষণ ডাকাতি

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, গোপালপুর থানার অন্তর্গত নালায় শ্রীযুত উমেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে। প্রকাশ, কয়েক জন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া, জোর-পূর্ব্বক স্ত্রীলোকেদের গাত্র হইতে অলঙ্কারগুলি ছিনাইয়া লয়, দুর্ব্বৃত্তেরা অলঙ্কার ব্যতীত নগদ অর্থ লইয়াও সরিয়া পড়ে।

চিলিতে ভীষণ ভূমিকম্প

সান্টিয়াগো ডি চিলি হইতে প্রকাশ, চিলির দুঃখের অবধি নাই। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় চিলি জর্জ্জরিত। তাহার উপর ভূকম্পন হওয়ায় চিলিতে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়াছে। চিলিতে আরও দু একবার ভূমিকম্প হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ ভীষণ হয় নাই। অনেক ধন জন নষ্ট হইয়াছে। সঠিক বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	জামসেদপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রাত্যহিক শ্রীধাম-পরিক্রমাণুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ভজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩২১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাসদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দপ্রিয় দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদাধিকারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসত্যব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রী[illegible] দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেমানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনলালজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম, সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) [illegible]গোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধানই কর্ত্তব্য

নিজের অথবা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনবর্গের সুখ শান্তির নিমিত্ত ধনঃ, অর্থ, বিদ্যা, রোগমুক্তি বা দীর্ঘজীবন প্রভৃতি কামনা-মূলে গৃহব্রতগণ যে সকল পূজা-হোম ব্রত মহোৎসবাদির আয়োজন করিয়া থাকেন, তাহার মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণের সন্তোষ না থাকায় কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রদত্ত কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না, সেই সকল দ্রব্য-সম্ভার দ্বারা কেবল নিজেদেরই উদর-পূর্ত্তির সুবিধা হয়। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন; অন্তরে জড় বিষয়-ভোগ-পিপাসা প্রবল করিয়া আমরা বাহিরে যতই না কেন কর্ম্মকাণ্ডের বাহুল্য প্রদর্শন করি, ভক্ত-সাজ, সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ আমাদের সেই সকল কপটতাই ধরিয়া ফেলেন। "উদ্গারই গোবিন্দায় নমঃ" ন্যায়াবলম্বনে কি আর ভগবানকে তুষ্ট করা যায়? তথাপি আমরা এমনই মায়ামোহিত যে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই।

কৃষ্ণ সুখী হইলেন কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন কি, নিজেদের সুখ হইলেই হইল। সম্পদেই হউক আর বিপদেই হউক যে কোন অবস্থায় মনঃ এবং বাক্য—এই তিনটীকে যুগপৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টায় নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে ইহাদের কোন একটীকে ইতর বিষয়ানুশীলনে নিযুক্ত রাখিলে কৃষ্ণকৃপা-লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। কৃষ্ণকৃপাই আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়; তাহার জন্য যত্ন না করিয়া কি কার্য্যে আমরা দিনাতিপাত করিতেছি, তাহা কি এখনও চিন্তার বিষয় হইবে না? কোন ক্ষুদ্রপ্রাণী আমাদের ইন্দ্রিয়ারাম-চেষ্টায় বাধা দিতে আসিলে আমরা তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হই, কিন্তু হায়, এখনও আমাদের চিন্তার বিষয় হইল না যে, কি করিয়া আমরা এমন অমূল্য জীবনটী কাটাইতেছি! কে আমি, আমারই বা কে, কাহার জন্য, কি কার্য্যে কেমন করিয়া আমাদের দিনগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে, গত দিবসে আমরা এমন কি স্মরণীয় মহৎকার্য্য করিয়াছি, আগামী দিবসেই বা কি মহৎকার্য্য করিব ইত্যাদি প্রশ্ন একবারও আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না! তাই আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কল্যাণকল্পতরু আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য গাহিতেছেন—

"দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥ কিসের
সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়। ইহাতে
মমতা করি বৃথা দিন যায়॥ এদেহ পতন
হ'লে কি রবে আমার। কেহ সুখ নাহি
দিবে পুত্র পরিবার॥ গর্দ্দভের মত আমি
করি পরিশ্রম। কার লাগি এত করি
না ঘুচিল ভ্রম॥ দিন যায় মিছা কাজে
নিশা নিদ্রাবশে। নাহি ভাবি মরণ নিকটে
আছে ব'সে॥ ভাল মন্দ খাই, হেরি,
পরি চিন্তাহীন। নাহি ভাবি এদেহ
ছাড়িব কোন্ দিন॥ দেহ গেহ কলত্রাদি
চিন্তা অবিরত। জাগিছে হৃদয়ে মোর
বুদ্ধি করি হত॥ হায় হায় নাহি ভাবি
অনিত্য এ সব। জীবন বিগতে কোথা
রহিবে বৈভব॥ শ্মশানে শরীর মম পড়ি
রহিবে। বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার
করিবে॥ কুকুর শৃগাল সব আনন্দিত
হ'য়ে। মহোৎসব করিবে আমার দেহ
ল'য়ে॥ যে দেহের এই গতি তা'র
অনুগত। সংসার বৈভব আর বন্ধুজন
যত॥ অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

সুতরাং কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়ী কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধানই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাই আমাদের স্বরূপের নিত্যবৃত্তি। ভুক্তি, মুক্তি, বা সিদ্ধিবাঞ্ছায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বিঘ্ন আছে, সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য লিখিত)

(১০)

সাধুগণ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সেবা করেন। বদ্ধজীব কেবলমাত্র তাহার কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই সাধুসেবা করিবার যোগ্য। সাধুগণ নিরন্তর হরিকীর্ত্তন দ্বারা বদ্ধজীবের পরমমঙ্গল সাধন করেন। সাধুমুখে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য শ্রবণ দ্বারা বদ্ধজীবের স্বীয় স্বরূপোপলব্ধি সাধিত হয়। স্বরূপোপলব্ধি হইলে জীব শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের যোগ্য হয়েন। তখন তাঁহার শ্রীমুখে কীর্ত্তিত ভগবন্নাম রূপ-গুণ লীলাদি শ্রবণ দ্বারা অজ্ঞ বদ্ধজীবের সেবোন্মুখী সুকৃতি সাধিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের সেবা—সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সেবা। সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। সাধুর শ্রীমুখবিগলিত কৃষ্ণকীর্ত্তনদ্বারা বদ্ধজীবের স্বরূপোপলব্ধি সাধিত হয়। বদ্ধজীব সাধুগণের সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবা উপলব্ধি করিতে পারে না। বদ্ধজীব কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণের অধিকারী। বদ্ধজীব স্বীয় ক্ষুদ্র অধিকার বিস্মৃত হইয়া সাধুগণের কৃষ্ণসেবাময়ী ক্রিয়ামুদ্রার অনধিকার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তদ্দ্বারা সাধুগণের চরণে ভীষণ অপরাধই অনুষ্ঠিত হয়। বদ্ধজীব নিজের অধিকার বিচার পূর্ব্বক বিশেষ সতর্কতার সহিত সাধুদিগের অনুগত হইয়া তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত না হইলে অনর্থমুক্ত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভিন্ন সাধুদিগের অন্য কৃত্য নাই। সাধুগণ নিরন্তর সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন; তন্মধ্যে নববিধাভক্তি প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন বদ্ধজীবের কৃষ্ণসেবার অধিকার নাই। কিন্তু তাঁহারা সাধুদিগের কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেন। সাধুগণ কৃপাপূর্ব্বক বদ্ধজীবকে স্বীয় সেবার উপকরণরূপে অঙ্গীকার করিলে বদ্ধজীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা ঘটিত হয়।

সাধুগণের ক্রিয়া-মুদ্রা সম্যক্ বর্ণন করা যায় না। তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যাপার কৃষ্ণসেবা। উহা কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যের অধিগম্য নহে। কৃষ্ণের কৃপায় উহা অপরের উপলব্ধি হইতে পারে। বৈষ্ণবের ব্যবহার সর্ব্বথা অজ্ঞেয়। বৈষ্ণবের ব্যবহারে বিচার পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবের ব্যবহারের কিঞ্চিন্মাত্র অনুধাবনের চেষ্টাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বৈষ্ণবের ব্যবহার ও বৈষ্ণব-স্মৃত্যুক্ত ব্যবহারবিধি এক নহে। বৈষ্ণব-স্মৃত্যুক্ত ব্যবহারবিধি বৈষ্ণবের আনুগত্যে বদ্ধজীবের সাধকাবস্থায় পালনীয়। বৈষ্ণব-কোনো প্রকার বিধিবাধ্য নহেন। রোগীর জন্য ঔষধের ব্যবস্থা, সুস্থ ব্যক্তির জন্য নহে।

বদ্ধজীবের সাধকাবস্থায় বৈষ্ণবের আনুগত্যে পালনীয় ব্যবহারবিধি বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থাদিতে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ সমুদয় বিধির প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং প্রয়োগ পদ্ধতি বদ্ধজীবের উপলব্ধি হইতে পারে না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থদৃষ্টে যদি কেহ অপরকে তাহার সাধন-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তদ্দ্বারা উভয়েরই সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবস্মৃত্যুক্ত ব্যবহার-বিধির প্রয়োগের অধিকার বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। বৈষ্ণব কৃপাপূর্ব্বক বদ্ধজীবকে বৈষ্ণব-স্মৃত্যুক্ত বিধি পালনের উপদেশ প্রদান করেন। বৈষ্ণবের অনুগত না হইয়া যাঁহারা গ্রন্থদৃষ্টে বৈষ্ণব-ব্যবহার-বিধি পালনের অভিনয় করেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা হেয় দাম্ভিকতারই অনুশীলন করেন। তদ্দ্বারা পাপই অনুষ্ঠিত হয়।

যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, প্রয়োগ-নিপুণ বৈষ্ণবের আদেশ পালনই যদি একমাত্র বিধি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক গুম্ফিত স্মৃতিনিবন্ধগুলির কোনই মূল্য থাকে না। অধিকন্তু শিষ্য আচার্য্যের আদেশ বিচারহীন হইয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যুক্তির আবশ্যকতা অস্বীকৃত হয়। নির্ব্বিচারে বৈষ্ণব আচার্য্যের আদেশ পালন দ্বারা কি চেতনের উন্মেষ সাধিত হওয়া সম্ভব? আচার্য্যের আদেশ নির্ব্বিচারে পালন শাস্ত্রবিহিত নহে। আচার্য্যের লঙ্ঘন করাও অবৈধ। আচার্য্যের আদেশ সর্ব্বথা পালনীয় এবং সর্ব্বদা বিচার্য্য। বিচার দ্বারা আচার্য্যের আদেশের তাৎপর্য্য সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়। সত্যনির্দ্ধারণের জন্য বিচারের আবশ্যক নাই। সত্যকে সম্যক্ উপলব্ধির জন্য বিচার নিশ্চয়ই আবশ্যক।

আচার্য্যের আদেশ ও শাস্ত্রবিধি এতদুভয়ের একই তাৎপর্য্য। শাস্ত্রবিধির অনুকূল বিচার অবলম্বনীয়। শাস্ত্রবিধি ও আচার্য্যের আদেশ একই তাৎপর্য্যপর, ইহা যদি শিষ্য বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক সরলচিত্তে পরিপ্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা শিষ্য তাঁহার সংশয় নিবারণের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাদৃশ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি শিষ্যের সন্দেহ দূর না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শিষ্যের সদ্গুরুর সমীপে গমন হয় নাই। কপট শিষ্যের সংশয়ও কপটতারই প্রকার ভেদ মাত্র। কপট-শিষ্যের সংশয় নিরাকরণ হইতে পারে না। সরলব্যক্তি পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সদ্গুরুকৃপায় সমুদয় সংশয় হইতে অচিরে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু গুরু প্রায় এরূপ বিচার উপস্থিত হইলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ রক্ষিত হইতে পারে না। অসদ্ গুরু নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য। শিষ্যের সরলতার অভাব থাকিলে সদ্গুরুকে অসৎ বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।।০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হয়; জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।।০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৩০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পরমার্থ কেহ বুঝতে পারবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।।০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

চৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের কুসুমের সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা আলোচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্নামানন্দাব, শ্রীনামভজনবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীহর পাদপদ্ম মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোপকর্ণ ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, উৎকলাবতার, বৈষ্ণব, শ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিকথার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অরাত্রিক আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।।০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "স্বাস্থ্য-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতি কলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷৹

প্রতি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

NOTICE FOR SALE

A brick built pucca building belonging to this Dept. with a pucca kitchen, privy aud compound wall on 2 B— 12 K— of land at Haringhatta 10 miles from Kanchrapara is for sale. The book value of the building with land is Rs. 5216/—. Intending purchasers msy obtain fill descriptions of the building from the undersigned to whom all offers should be intimated.

M. K. Bhattacharji., B Sc., B. E., I. S. E,

Executive Engineer, Naida Rivers Dvn.

Dated Berhaumpor, }
The oth. June 1932 }

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৴
২	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৷৹
১	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৲
৬	মাস	,,	,,	,,	,,	,,	৭৷৹
৩	--	--	,,	,,	,,	,,	৬।৹
সেভিংস ব্যাঙ্ক অগাং ৭ সাত দিনের নোটিশে					,,	,,	৪৷৶৹
চল্তি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক						,,	৩৶৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৭৬

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র [illegible], যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ এম্, এ, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রাজবন্দী পীড়িত

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, ময়মনসিংহের ২৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র পালকে প্রায় ১ বৎসর পূর্ব্বে হাতিয়া দ্বীপপুঞ্জের রামগতিতে আটক রাখা হয়। গত ৮০শে জুন তাঁহাকে এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। তাঁহার উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাকে স্থানীয় কারাগারের পরিদর্শনাধীনে রাখা হইয়াছে।

উকিল দণ্ডিত

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, উকিল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার গুহ সংশোধিত অর্ডিন্যান্সের ২১ ধারা অনুসারে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বোম্বায়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২০শে জুন সহরের অবস্থা শান্ত থাকিলেও গোরেগাঁও জনৈক হিন্দু আমেরিকা ক্লাবের নিকট দিয়া গমন করিবার কালে মুসলমান গুণ্ডা কর্ত্তৃক সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাহার দেহে ন্যূন পক্ষে ৮টি ছুরিকা আঘাত দৃষ্ট হইয়াছে।

বদমায়েসের লোক এখনও ধরা হইতেছে এই সম্পর্কে গত ২১শে জুন উনিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নরহত্যার অভিযোগে সৈনিক

ফোর্ট উইলিয়মের কিংস রয়াল রাইফেল সৈন্যদলের সৈনিক এডওয়ার্ড টমাস রিচার্ডসের মৃত্যু সম্পর্কে উক্ত দলের ২২ বৎসর বয়স্ক সৈনিক উইলিয়ম হাওয়ার্ড অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া হাইকোর্টের দায়রা সোপর্দ্দ হয়। হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজের আদালতে উক্ত মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল শ্রীযুত এস, এম, বসু সরকারের পক্ষ হইতে মামলার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া বলেন, নিহত ব্যক্তির শয্যার পার্শ্বে আসামীর শয্যা ছিল। গত ১৫ই মে প্রাতে প্রায় ৮টার সময় আসামী বাসায় গমন করে। বেলা ১০৩০ মিনিটের সময় বন্দুকের শব্দ শুনা যায় এবং দেখা যায়, রিচার্ডস নিহত হইয়াছে। আসামী বন্দুকধারী মুখ নাড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল। জনৈক সৈনিক তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পাশের ঘরে লইয়া যায়। আসামী গুলী করিয়াছিল অপর সৈনিকগণ সরকারী কার্য্যে রত ছিল।

মামলা মুলতুবি আছে।

রাজনৈতিক অবস্থা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বর্জ্জন আন্দোলন চালাইবার সম্পর্কে গত ২০শে জুন মধ্যাহ্নে ছোটলাই সাহ এবং শঙ্করলালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী তাঁহাদের বিচার হইবে।

বুলেটিন বিক্রয় করিবার জন্য দুইজন বালককে কলবাদেবী রোডে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিস কলবাদেবী রোডে সোরাবজী কনুমের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। সোরাবজী তখন বোম্বাইয়ের বাহিরে ছিলেন। তাঁহার ক্লার্ক শিবানন্দ কেলকারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিস কয়েকটি হিসাবের খাতা লইয়া গিয়াছে। পরে হীরজী মুলজীভাইকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শিবচাঁদ ব্রেভেন্টিন ও হীরজী মুলজী প্রেস আইনের ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭৫ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহারা কলবাদেবীতে সোরাবজী বনাতওয়ালার আফিসে গ্রেপ্তার হন।

হিজলী জেলে অসুবিধা

গত ৭ই মে জেলসমূহের ইনস্পেক্টর জেনারল হিজলী ডিটেনশন স্পেশাল জেল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। প্রকাশ, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে টুপি মাথায় দিয়া সরকার-সেলাম দিতে বলা হয়। তাঁহারা অস্বীকৃত হওয়ায় ৪ দিনের জন্য তাঁহাদিগকে নাকি মাড়ভাত দিবার আদেশ হয়। ঐ দিন বন্দীরা অনশনব্রত অবলম্বন করেন। ৪ দিনের পর তাঁহারা যথাযথ আহার গ্রহণ করেন। আরও প্রকাশ যে, তাঁহাদের দেখা-সাক্ষাৎ ও চিঠিপত্র অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বন্দীগণের আত্মীয়স্বজন আসিয়া তাঁহাদের কোনও সংবাদ না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন।

চিলীর ভীষণ হাঙ্গামা

বুয়েনস্ এয়ার্স হইতে প্রকাশ, রাত্রিকালে চিলীর অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। ঐ সময় সাণ্টিয়াগো, ভ্যাল, কান্সেপসিয়ন এবং অন্যান্য সহরে হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ভ্যালপারেসোতে ২০ জন লোক নিহত হয় এবং ৫০ জন আহত হইয়াছে। এই সহরে এক সহস্র নৌ সেনা সহ একখানি চিলীদেশীয় সমর পোত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নৌ-সেনানীগণকে লুণ্ঠনকারিগণকে দেখিবামাত্র গুলি করিতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সেনাদল সাণ্টিয়াগোকে সাম্যবাদীদের প্রধান আড্ডায় হানা দেয় এবং ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে রীতিমত ভাবের যুদ্ধ হয়। উক্ত উভয় সহরেই অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেক সামরিক কর্ম্মচারী আছেন। সাম্যবাদী দলের এই আন্দোলন সম্পর্কে চিলীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একদল সেনা সাম্যবাদী আন্দোলন সমর্থন করিতেছে। অতি কঠোর ভাবে সামরিক আইন পরিচালনের ফলে অবস্থা প্রশমিত করিতে কর্ত্তৃপক্ষ সমর্থ হইয়াছেন। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের পক্ষে উপকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যদি হাঙ্গামা দমন করা অসাধ্য হইয়া পড়ে তবে ইংরাজগণের আশ্রয় গ্রহণের জন্য অস্থায়ী ছাউনী স্থাপন করিতে ইংরাজ কন্সালগণের উপর সাণ্টিয়াগোর ইংরাজ দূতাবাস হইতে আদেশ জারি করা হইয়াছে।

কংগ্রেস কর্ম্মীর কারাদণ্ড

কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত আর, এস. প্রভু পুলিশ কমিশনারের আদেশমত থানায় হাজরা না দেওয়ার অপরাধে মাঝগাঁওর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মাকর কর্ত্তৃক এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি ১লা মে তারিখে গ্রেপ্তার হইয়া যারবেদা জেলে আটক ছিলেন, গত ১৭ই তারিখে তাঁহাকে সর্ত্তাধীনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছিল।

দিল্লীর নেতাদের উপর নোটীশ

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ২০শে জুন সন্ধ্যায় মিঃ কোহীর প্রতিও এক নোটীশ জারী করা হইয়াছে। উক্ত নোটীশে তাঁহাকে তাঁহার ওয়ার্ড ত্যাগ করিতে ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মিঃ সাহানীর প্রতিও ঐরূপ এক নোটীশ প্রদত্ত হইলে মিঃ সাহানী গত রাত্রিতে লাহোর যাত্রা করিয়াছেন।

শ্বেতাঙ্গের আত্মহত্যা

লাহোর হইতে প্রকাশ, হাওয়ার্ড নামক ৬০ বৎসর বয়স্ক একজন ভূতপূর্ব্ব সৈনিক ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে আত্মহত্যা করিয়াছে। অনেক দিন হইতে তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না।

বড়লাটের নিকট তার প্রেরণ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী রাজপ্রতিনিধির প্রাইভেট সেক্রেটারীর মারফত রাজপ্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

"বিচারাধীন আসামী অনিলকুমার দাসের শোচনীয় মৃত্যুতে মেদিনীপুর ফণীন্দ্রনাথ দাসের মস্তিষ্ক জ্ঞানের কারণ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেও ফণীদের উপর উৎপীড়ন করা হইয়াছে বলিয়া জনসাধারণ সন্দেহ করিতেছে। এইরূপ ঘটনার ফলে সরকারের প্রতি বিরক্ত মনোভাব তীব্রতর হইয়া থাকে।

জনৈক সৈনিক জলমগ্ন

পুণা হইতে প্রকাশ, প্রাইভেট হাসান নামক একজন সৈনিক গত ২১শে জুন অপরাহ্নে কিরকী নদীতে হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মৃত ব্যক্তি এ নদীর তীরে বসিয়া মৎস্য ধরিতেছিল। মৎস্য ধরিবার ছিপটি জলে পড়িয়া যাইলে সে তাহা উদ্ধার করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। হাত পা অবশ হইয়া যাওয়ায় সে জলমগ্ন হয়। গত ২০শে জুন প্রাতে তাহার মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

কানপুরে আবার বোমা

কানপুর হইতে প্রকাশ, সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লাউড দারোগা মানসিংহকে সঙ্গে লইয়া রেকাবি বাটীতে খানাতল্লাস করিতে যান। তাহার ফলে আবার বোমা পাওয়া গিয়াছে। বাটীর মালিক গ্রেপ্তার হইয়াছে। আরও খানাতল্লাসের সম্ভাবনা।

দৈনিক — নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

Regd No C1544

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ..
ষাণ্মাসিক ..
ত্রৈমাসিক ১৷৹
মাসিক ..

বর্ত্তমান
সংখ্যা ..

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি | ৯৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই আষাঢ় সোমবার ১৩৩৯ ২৭শে জুন ১৯৩২

সাধন-পন্থা

সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্যের কীর্ত্তনকে নিজ ভজন জানিবার পরিবর্ত্তে উহাকে কেবল অন্যের আচার ব্যবহারের দোষগুণ বিচার করিবার উপায় বিশেষ জ্ঞান করিলে তদ্দ্বারা নিজের বা অন্যের—কাহারও কোন উপকার সাধিত হয় না—সাধুতার পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতাই অর্জ্জিত হইতে থাকে। "আর কাহারও হরিভজন হইতেছে না, আমিই কেবল ভজনবিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছি, আমার আর গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শ্রবণেও আবশ্যকতা নাই, আমি এখন পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি দ্বারা সকলকেই ভজন-শিক্ষা দিতে পারি—সকলের গুরু হইতে পারি" —এরূপ বিচার তৃণাপেক্ষা হীন দীন, বৃক্ষাপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণের পক্ষে নিতান্ত পারপন্থী হয়। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর "যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥ ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।" এই শ্রীমুখবাক্যোদ্দিষ্ট বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে অনাদর পূর্ব্বক কীর্ত্তন-বিরত হইয়া জড়ীয় প্রতিষ্ঠার দাস হইতে যাওয়া আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুযায়ী ভজন হইতে থাকিলে, আমাদের আত্মার মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে জগতের সকলেরই মঙ্গল বিহিত হইতে থাকে। অবশ্য, নিজমঙ্গল গ্রহণের পরিবর্ত্তে কুবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভজন-পন্থায় কেহ বিঘ্নোৎপাদন করিতে আসিলে তাহার সঙ্গ যে অবিলম্বেই পরিহার্য্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? আজ নিজের উপকার না বুঝিয়া—নিজে আদর্শ সেবক না হইয়া অন্যের উপকার করিতে গেলে—সেবার উপদেশ দিতে গেলে ফলকালে কাহারও কোন লাভ হয় না। কাহাকে সিদ্ধান্ত বলে, কাহাকে রস বলে, তাহা না বুঝিয়া অন্যকে তদ্বিষয়ক উপদেশ করিতে গেলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দোষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত বিরক্ত হন। শ্রীগুরুদেবের নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসবিচার শ্রবণ (?) পূর্ব্বক তাহা সেবোন্মুখ হইয়া উপলব্ধির পরিবর্ত্তে অন্যের নিকট মুখস্থ বলিয়া 'গুরু' সাজিবার ধৃষ্টতা করিলে তদ্দ্বারা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অমঙ্গল হয়।

নিজে অশেষ দোষে দুষ্ট হইলেও নিজের দোষ সংশোধনের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া—নিজের ঘৃণিত চরিত্রের জন্য ক্ষণমাত্র অনুতপ্ত না হইয়া লোকের ভুল ধরিয়া বেড়ান, লোকের ছিদ্রানুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে নানাপ্রকারে অপদস্থ করিবার চেষ্টার মধ্যে সাধুতার পরিবর্ত্তে মৎসরতাই প্রস্ফুটিত। মৎসরগণ কপট সাধু সাজিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠার লোভে নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুকরণে শ্রীবিগ্রহ-সেবা, নাম-মন্ত্র-দীক্ষা, ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পারমার্থিক সাময়িক পত্র বা গ্রন্থাদি-প্রচার, জন্মযাত্রা মহোৎসব, মঠ-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা-দ্বারা যে 'জীবে দয়া' প্রদর্শনের ছল অবলম্বন করে, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রতি দয়া প্রকাশের পরিবর্ত্তে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাই প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিয়া উঠিবার সৌভাগ্যের অভাবে জগতের বহু নিরীহ লোকই আজ কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে দূরে নীত হইতেছেন।

কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ নির্ম্মৎসর পরদুঃখদুঃখী নিরন্তর ভজনপরায়ণ সাধুগণ জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা জন্য অসুবিধা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, তাহাই বস্তুতঃ জীবে-দয়ার প্রকৃত আদর্শ। সাধুগণ উৎকৃষ্ট বস্তুর আস্বাদ নিজেরা পাইয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে নিকৃষ্ট বস্তু আস্বাদন করিতে দেখিয়া সত্য সত্যই বড় ব্যথিত হন, মিষ্ট কথায় হউক আর কর্কশ কথায় হউক, আদর করিয়া হউক, আর উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া হউক, অশেষ প্রকারে আমাদের মঙ্গল-চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের 'পাষণ্ডদলন'-কার্য্যে 'মাৎসর্য্য' বলিয়া কিছু নাই; তাঁহারা আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের দুর্দ্দৈবের কথা আলোচনা করেন, তাহা সুতরাং পরচর্চ্চা নহে; কিন্তু মৎসর কপট সাধুগণ কেবল পরচর্চ্চা পরনিন্দা, পরপীড়ন, পরছিদ্রানুসন্ধান, পরের অনিষ্ট-সাধন ব্যতীত আর কিছুই করে না। তাহারা যখন নিজেদেরই দুঃখ বুঝে না, তখন অন্যের দুঃখ কি করিয়া বুঝিবে? সুতরাং অসাধুর সঙ্গে সাধুকে সমান বুদ্ধি না করিয়া কৃত্রিম সাধু সাজিয়া পরোপদেশে পণ্ডিত হইবার দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া সাধুসঙ্গে নিজ-ভজনরহস্য বুঝিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এক মাত্র শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গেই নিরপরাধে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ হয় এবং তৎফলে আত্মমঙ্গল সহজেই সাধিত হইতে থাকে।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায়, রামানন্দ মিলনস্থান কব্বুরে গোদাবরী তীরে আগামী ৩রা এপ্রেল (১৯৩০) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ প্রকটিত হইবেন; ঐ তারিখ তথায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

এই বৎসর আগামী ১লা এপ্রেল (১৯৩২) তারিখে এই স্থানে পুষ্কর-স্নানোপলক্ষে একটী সুবৃহৎ মেলা বসিবে। ঐ মেলা প্রতি বার বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বৎসর ঐ মেলায় বহু লোকের সমাগম হইবে এবং ছুটি দিন যাবৎ ঐ মেলা থাকিবে। শুনা যাইতেছে যে, একশত খান স্পেশাল ট্রেণ ঐ কয়দিনের জন্য অনবরত যাতায়াত করিবে।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ উপধ্যালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শ্বেতীনাশক পাচন

সর্ব্বপ্রকার ...

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় কোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।॰ আনা, পাইট ৸৶॰ আনা, বোতল ১৶॰ আনা।

আশ্রম—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের-

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸॰, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॰ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

NOTICE FOR SALE

A brick built pucca building belonging to this Dept. wit[h] a pucca kitchen, privy aud compound wall on 2 B—12 K[...] of land at Haringhatta 10 miles, from Kanchrapara is for sa[le]. The book value of the building with land is Rs. 5216/—. Intendi[ng] purchasers may obtain full descriptions of the building from t[he] undersigned to whom all offers should be intimated.

M. K. Bhattacharji., B Sc., B. E., I. S. E
Executive Engineer, Naida Rivers Dvn.

Dated Berhaumpor,
The 9th. June 1932

সোনাইমুড়া

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

বৎসর ম্যাদী স্থির আমানত শতকরা বার্ষিক ৯৶
৮৷৷॰
৮৲
মাস ৭৷॰
৬,॰

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে ,, ,, ৪৷৶৶
চল্‌তি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক ,, ৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট্ পাঠাইলেই চলিবে ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারী সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করি[লে] মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী **টিউবওয়েল** (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালা যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী **টিউবওয়েল**" বসাইয়া থাকি। বহুদিনে অকর্ম্মণ্য **টিউবওয়েল** কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন—৮ই জুলাই

(১)

২৪৪৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৮৵০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ এক্সাহাব সেথ দিং সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় পানিনালা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬০ খতিয়ানে ·৪৪শঃ জমীর ১॥০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২)

৩২৪৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪০৮৵০

ডিঃ আব্দুল মুবিল ওস্তাগর দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মোক্তার খাঁ দিং সাং ঝিটকী পোতা পোঃ মহৎপুর

কৃষ্ণনগর থানায় ঝিটকীপোতা ও জালালখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ৪২।৫০১। ৫৪৭ খতিয়ানে ৭-৫৮শঃ জমীর ৬॥০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৩৪১৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৩০॥৶৬

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ ভদ্রুর সেখ দিং সাং হাজরা-পোতা পোঃ কালিগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ৯।৭৮ খতিয়ানে ·৩৮শঃ জমীর ৩।৴০ জমা মূল্য ৫৲

(৪)

৩৪১৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৮৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নজিরন্নেছা বিবি দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মিড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৪ খতিয়ানে ১·৪০ শঃ জমীর ১৷৬ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

৩৮ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৷৩

ডিঃ ম্যানেজার কাশিমবাজার রাজ ওয়ার্ডসষ্টেট বহরমপুর

দেঃ পাঁচকড়ি সেখ সাং গজেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্ঠশালী গ্রামে ৬২২ খতিয়ানে -০৭শঃ জমীর নিজাংশে ৮৴ জমা মূল্য আঃ ৪৲

(৬)

১০২ খাংজারী ৩২ দাবী ১৷৶৩

ডিঃ মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং মহরাপুর

দেঃ নিকুঞ্জ ময়রানী সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মহরাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩২০ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

১০৮ খাংজারী ৩২ দাবী ২০।৩

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ ফুলবাস বিবি সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে। ডিঃ অধীন ২০৬ খতিয়ানে ১-৮৫শঃ জমীর ৪৮৴২ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১১১ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫॥৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২০৫ খং -৭৬শঃ জমীর ৩।৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

১৫৬ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭৩৮৵৯

ডিঃ পরেশনাথ পালচৌধুরী সাং বয়রা

দেঃ গোলাম মণ্ডল দিং সাং সেনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সেনপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪৯—২৫৪ খতিয়ানে ১৫-৬৮শঃ জমীর ২৭৮৵০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১০)

২২৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭৵৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চক-হাতীশালা

দেঃ মজহর সেখ সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মিড়া গ্রামে ডিঃ অধী ১৩৪ খতিয়ানে -২৭শঃ জমীর ভটবাদ ৫।৴০ নিরখে জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

৩৩৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৭॥৴৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ তফেজ্জালহোসেন ওস্তাগর সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২১৭১—২১৭৩ খতিয়ানে -৪১শঃ জমীর ১।২ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

৩৬৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৬৫।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ গোলক সেখ সাং গোপাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৭৬১।৪৭৩৭।৪৭২৮ খতিয়ানে ৩১৮০ জমীর ৩৩॥০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১৩)

৪১১ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯৯১॥৴০

ডিঃ কাঙ্গালাল কুণ্ডু সাং মেহেরপুর

দেঃ শিবদাস মুখোপাধ্যায় দিং সাং ফ্রেঞ্চচন্দনপুর পোঃ চন্দননগর হুগলী

কালীগঞ্জ থানায় মাণিকডিহি নারায়ণ-পুর, কাদিহাটী ভাগাবাস্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫৯।৶ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ ঐ মৌজায় ঐ অধীন ২৪ খং ৭৯॥৶৯ পত্তনী জমা মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭ খতিয়ানে ২০২॥৴৩ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

(১৪)

৪৪৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৩॥৶০

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ কালীপদ দাস দিং সাং বনগ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কামারহাটী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৩।২৪৪ খতিয়ানে ২-৮৬শঃ জমীর ৭৮৴৩ জমা মূল্য ১৫৲

(১৫)

৪৮৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪॥৴৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ উমর আলি মোল্লা সাং পাঁচাচাঁদ-পুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পাঁচাচাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯ খতিয়ানে ২-২৬ শঃ জমীর ৩৮৴ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

৪৮৬ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৩০॥৶৬

ডিঃ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোবরডাঙ্গা

দেঃ মাফারাণ বিবি দিং সাং বানিয়া-ডাঙ্গা পোঃ রাণাঘাট

রাণাঘাট থানায় সরিষাডাঙ্গা গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২২—১৫৫ খতিয়ানে ও চক সরিষাডাঙ্গা গ্রামের ৭১—১০২ খং ও দেবগ্রাম মৌজায় ৬৮—৭১ খং ও বালিয়া-ডাঙ্গা মৌজায় ৪৬৭—৪৭০ খং মোট ১৩০-২২ শঃ জমি ২০৮॥ জমা মূল্য ৭০০৲

(১৭)

৪৮৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৫।৴৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ উমর আলি মোল্লা সাং পাঁচাচাঁদপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পাঁচাচাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৮ খতিয়ানে ৩-৯১ শঃ জমীর ৭০৴৩ জমা মূল্য ১০৲

(১৮)

৫৪৯ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪॥৶৩

ডিঃ মহারাজা কুমার সৌরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ পয়ান সেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় পশ্চিম ভাতজাঙ্গলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০২।৩০৩ খতিয়ানে ১৫শঃ জমীর ১৶০ জমা মূল্য ৫৲

(১৯)

৫৯১ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৶৯

ডিঃ রণজিৎপাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ শরৎকুমারী দেবী সাং বারুইহুদা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় বারুইহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫ খতিয়ানে -০৪ শঃ জমীর ১৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

৫৯৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৯৮৵৩

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং দেবগ্রাম

দেঃ উছমান সেখ দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মিড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫১০।৫১১ খতিয়ানে ৫-১৩শঃ জমীর ৯৴১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২১)

৫৯৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৭৮৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মহরম মোল্লা দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বুধাইপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৯৮ খতিয়ানে ৪·৩৫ শঃ জমীর ৮৶৪ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২২)

৫৯৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২২॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ওমাছন বিবি গং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বুধাইপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৭৪ খতিয়ানে ১·০৭ শঃ জমীর ২॥০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৩)

৬০২ খাংজারী দাবী ৪২॥৯

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ ... ঘোষ সাং চাপাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় মাদিয়া বনগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৯০।৯১ খতিয়ানে ৭-৪১ শঃ জমীর ১৫৫ জমা মূল্য ১৫৲

(২৪)

৬১১ খাংজারী ৩২ দাবী ২৭॥৶৩

ডিঃ বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ মণ্ডলামল্লিক দিং সাং ভাণ্ডারখোলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ভাণ্ডারখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭১০ খতিয়ানে ১-৩৫শঃ ৪॥ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২৫)

৬১৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৬৶৬

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ রসিক মণ্ডল সাং পিতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পিতাম্বরপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৪৫ খতিয়ানে ৬-০৩শঃ জমীর ৩টবন্দী জমা মূল্য আ ১০৲

(২৬)

৬৬০খাংজারী ৩২ দাবী ২০৯৶৩

ডিঃ উপেন্দ্র নাথ হালদার সাং গোপাড়ী

দেঃ নারায়ণ ঘোষ দিং সাং হরিশপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় আমঘাটা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২৮।৩৩০ খতিয়ানে ১০-৫৫শঃ জমীর ৩০৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

৬৮৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬।৶৬

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ আরিমন বিবি সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪৮ খতিয়ানে -৩৬শঃ জমীর ৩টবন্দি জমা মূল্য আঃ ৪৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সত্যচরণ মজুমদার অধীন ৭৫৪ খং ১-৩০শঃ জমি ৩টবন্দি জমা মূল্য ৫৲

(২৮)

৬৯৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৫২৮৶৫

ডিঃ মেসার্স এণ্ডারসন রাইট এণ্ড কোং মোং রাম্নগর

দেঃ হরিপদ মণ্ডল দিং সাং তেজনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় তেজনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭ খতিয়ানে ২-২৮শঃ জমীর ১৩।০ জমা মায় প্রজা ও পুষ্করিণী মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

৬৯৯ খাংজারী৩২ দাবী ৬৫৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ জগদাস মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় বানতেজনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১ খতিয়ানে ১-৭৭শঃ জমীর ৯৬১॥ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩০)

৭০০ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হরিপদ মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় বানতেজনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১ খতিয়ানে -১৭শঃ জমীর ৭৶৬ জমা মায় সজল সম্বল মূল্য আঃ ১৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭ খতিয়ানে ২-২৮শঃ জমীর ১৩।৩ জমা দে ।৶৪ অংশ মূল্য আঃ ৮৲

(৩১)

৭০১ খাংজারী ৩২ দাবী ৬২।

ডিঃ মেসার্স এণ্ডারসন রাইট এণ্ডকোং

দেঃ হরিপদ মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় বানতেজনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১ খতিয়ানে ১৭শঃ জমীর ৭৶৬ জমা স্বত্বল ও সজল মূল্য ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৭ খতিয়ানে ২-২৮শঃ জমীর ১৩।৩ জমা দেঃ ।৶৪ অংশ মূল্য ৮৲

(৩২)

৭০২ খাংজারী ৩২ দাবী ৭৯৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ জগদাস মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় বানতেজনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১ খতিয়ানে ১-৭৭শঃ ৯৬১॥ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৩)

৭২৯খাংজারী ৩২ দাবী ১৬৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হরিপদ মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় বানতেজ নগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১ খতিয়ানে -১৭শঃ জমীর ৭৶৬ জমা বাড়ীসহ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

৭৩০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ জগদাস মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় বান তেজনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১ খতিয়ানে ১-৭৭ শঃ জমীর ৯৬১॥ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৫)

৭৩১ খাংজারী ৩২ দাবী ২৫॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হরিপদ মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় বন তেজনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭ খতিয়ানে ২-২৮ শঃ জমীর ১৩।৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৬)

৭৪৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৩১॥৶০

ডিঃ মহম্মদ সাজ্জাত হোসেন দিং সাং বামুনপুকুর

দেঃ বিনোদ মুচি সাং শোনডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় শোনডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৩৯ খতিয়ানে -৯১ শঃ জমীর ৫৶১ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৩৭)

৭৪৯ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কান্তিদাস মুচি সাং শোনডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় শোনডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৮ খতিয়ানে -৫৭ শঃ জমীর ২॥০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৮)

৭৭৩ খাংজারী ৩২ দাবী ২১২৭৬৶০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ শৈলমেচ্ছা বিবি দিং সাং ছয়ঘড়িয়া পোঃ দর্শনা

ডামুরহুদা থানায় ছয়ঘরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২২১।২৮১ খতিয়ানে ৮৬-৩১ শঃ জমীর ২৮৫॥৶ জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩৯)

৮৩৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৩১॥৶৯

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং কুলগাছি

দেঃ অপূর্ব্বকুমার রায় কর্ম্মকার সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭ খতিয়ানে -৭৩ শঃ জমীর ৪৲ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪০)

৮৭৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৮২৬৶০

ডিঃ গুণেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী সাং রাণাঘাট

দেঃ সিতেশচন্দ্র মৈত্র সাং শিকদিঞ্জ পোঃ রাণাঘাট

রাণাঘাট থানায় মিঠাপুকুর ও অন্যান্য গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯৬—৩৯৬ খতিয়ানে ২৪৩-৭৭ শঃ জমীর ৫২১।৶৬ জমী মূল্য আঃ ৫০৲

(৪১)

৫১০ দেংজারী ৩২ দাবী ৩৪৪৬৶০

ডিঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ঘুর্ণী

দেঃ মুরারীমোহন বিশ্বাস দিং মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়াল থানায় পানিনালা গ্রামে রামজয় লাহিড়ীর খরিদা ব্রহ্মত্তর ২৪৮০ জমি দেন্দারের ৶৮ মূল্য আঃ ৪

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ নামীয় নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ৪৮৮৪১০ জমি দেঃ ৶৮ অংশ মূল্য আঃ ৬০৲

৩। থানা চাঁদখালি অধীন ত্রি-পুর গ্রামে কালেক্টারির রোড সেস্ ৫৭২৮ নং ৫২৮ নিষ্কর লাখরাজ ৪৬।১॥ জমি দেঃ নিজ ॥০ অংশে মূল্য ১০০৲

(৪২)

৫৬৪ দেংজারী ৩২ দাবী ২৯৩৬৶০

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাং ঘুর্ণী

দেঃ কমলেন্দুকুমার বিশ্বাস সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় পানিনালা গ্রামে বদরীনারায়ণ চেহলাঙ্গিয়া অধীন নিজাংশে ৩৮১ জমীর ১৶১৫ জমা উক্ত জমিতে যাহা কিছু আছে সমস্ত বিক্রয় হইবে।

(৪৩)

৬১০ দেংজারী ৩২ দাবী ৪২০৲

ডিঃ ভোবান খাঁন দিং সাং তালুকহুদা

দেঃ ভোমর মণ্ডল হালসানা দিং সাং হাট্রা পোঃ বাঙ্গাল ঝি

চাপড়া থানায় হাট্রা গ্রামে রাসমোহিনী দাসী অধীন ২-৮২ঃ জমীর ৬৶৫ জমা দেঃ ৮৶১৫॥= অংশ, মূল্য আঃ ২০০৲

(৪৪)

৬২৬ দেংজারী ২২ দাবী ৮৯৩৶০

ডিঃ মেসার্স রেন উইক এণ্ড কোং লিমিটেড মোং কুষ্টিয়া

দেঃ মৃত্যুঞ্জয় দাস সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ গ্রামে মন্মথনাথ মোদক অধীন ৬৯৭ খতিয়ানে -৬৯ শঃ জমীর ১॥৶ জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নবীনচন্দ্র সান্যাল অধীন ৭২৮ খং -৮৫ শঃ জমি ২।৶০ জমা মূল্য ৫০৲ মায় ঘর, বাঁশ ইত্যাদি

(৬৮)

৭৬৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৮৮/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পঞ্চানন সিংহ সাং নাটুদহ পোঃ হাতীশালা

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫।=৮/ ওটবন্দি জমা মুল্য ১০৲

(৬৯)

৭৬৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১২১।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক খাঁ দিং সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯১ খতিয়ানে ৯-৩১শঃ জমীর ২২॥৫ জমা মুল্য ২৫৲

(৭০)

৭৬৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৪।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সুবরণী দাসী সাং পলাশীপাড়া পোঃ তেহট্ট

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৭৭ খতিয়ানে ১-১২শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৭১)

৭৬৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৯॥৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির খাঁ দিং সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭ খতিয়ানে ১৩-০৬শঃ জমীর ৩০।০ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৭২)

৭৬৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৪॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১৭ খতিয়ানে ২এঃ জমীর ৫।৬০ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৭৩)

৭৬৯ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩৮৵

ডিঃ ঐ

দেঃ খৃষ্ট খৃষ্টান সাং ভবেরপাড়া পোঃ মেহেরপুর

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৬ খতিয়ানে -৩৯শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ৫৲

(৭৪)

৭৭০ খাংজারী ৩২ দাবী ৪০॥৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১৬ খতিয়ানে ২-৭৭শঃ জমীর ৬।৫/৮ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৭৫)

৭৭১ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৯৮৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক খাঁ দিং সাং গোড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯৩ খতিয়ানে ৩-১৭শঃ জমীর ৮॥৫ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৭৬)

৭৭২ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯২ খতিয়ানে ১-১২শঃ জমীর ৩৵১০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৭৭)

৭৭৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৬॥/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জুড়ান মণ্ডল সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপাড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩০ খতিয়ানে ২এঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৭৮)

৭৭৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৬৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীদ ২৪৯—২৫১ খতিয়ানে ৫-৬৭শঃ জমীর ১৩৮৶১৫ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৭৯)

৭৭৯ খাংজারী ৩২ দাবী ২৫৶৩

ডিঃ শুভদা দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ রাধাবল্লভ দত্ত সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপাড়া থানায় আল্পা গ্রামে ডিক্রীদার ন ৬০৭ খতিয়ানে ৮-১৩শঃ জমীর ৯।০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৮০)

৮০০ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৪৮৵০

ডিঃ ভুপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং বীরনগর

দেঃ হারেজানবিবি সাং সাহাপুর পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় সাহাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৩১—৫৫০ খতিয়ানে ১৫-৮৭শঃ জমীর ১৪৲ জমা মুল্য আ ২৫৲

(৮১)

৮০১ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৯৬॥৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

হাসখালি থানায় সাহাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৫৩।১২৮।৪.৮।৪৯৩।২।১৬১ ও জগন্নাথপুরের ৭৭ খতিয়ানে ডুগমোকাব ৮৮-৩১শঃ জমীর ১৪০/১ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৮২)

৮০২ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

হাঁসখালি থানায় সাহাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬০৩—৬০৬ খতিয়ানে ২-৩৩শঃ জমীর ২৲ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৮৩)

৮১৩খাংজারী ৩২ দাবী ১৪২৮/০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আবদুলকাছেম মণ্ডল দিং সাং নপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

নাকাশীপাড়া থানায় শালিগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫০৬—৫০৯ খতিয়ানে ১৮-৭৭শঃ জমীর ২৭॥০ জমা মুল্য ৫০৲

(৮৪)

৮৪৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৮।৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং সাং হৃদয়পুর

দেঃ আলিনেশ দিং সাং ব্রহ্মনগর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০১ খতিয়ানে ৬-০৬শঃ জমীর ৭॥৶.৫ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৮৫)

৫০৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬১/৯

ডিঃ ইন্দুভূষণ নায়েক সাং নাদকল্লা

দেঃ কেনারদ্দি মণ্ডল দিং সাং মণ্ডলঘাটা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় মণ্ডলঘাটা গ্রামে বসন্ত কুমারী দেবীর অধীন ১৩৭—১৪৮ খতিয়ানে ২০-৫৩শঃ জমীর ২৭৮৵১০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মুল্য আঃ ৫০৲

(৮৬

৬১৫ মণিজারী ৩২ দাবী ২৬৫৮০

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত দিং সাং বহিরগাছি

দেঃ নবকুমার ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য অধীন ৩৬১ খতিয়ানে —৪৮শঃ জমীর ৩৲ জমা মুল্য আ ২০৲

২। ঐ থানায় দাক্ষণ বহিরগাছি গ্রামে যোগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধীন ৪১ খতিয়ানে -৬৪শঃ জমীর ২/০ জমা মুল্য আঃ ১২৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে মনমোহন ভট্টাচার্য্য অধীন ২৮৭ খঃ -১২শঃ জমি ২।০ জমা দেঃ ৫৫৬ শীনাংশ মার পাকা ইটের প্রাচিরসহ মুল্য আঃ ২০৲

(৮৭)

৬৪৩ মনিজারী ৩২ দাবী ১৯৯৮

ডিঃ ইন্দুবালা মৌলিক সাং খাঁটুরা

দেঃ কালগাদ্দি খোন্দকার সাং শোনঘাটা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শোনাঘাটা গ্রামে শিবকুমারী দেবীর অধীন ৬০—৬৮।৮৫।১৮৩ ৩৯ খতিয়ানে ১৩-৬৯শঃ জমীর ১২৶১০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মুল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে কেশব চন্দ্র দত্ত অধীন ৭৮২।৮৩ খতিয়ানে ২-৪৯শঃ জমীর ৬৮০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মুল্য ২৫৲

(৮৮)

৬৪৫ মনিজারী ৩২ দাবী ২৭।৶

ডিঃ নসিরাম দত্ত সাং কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ খাদেম হোসেন মণ্ডল সাং সোনঘাটা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় সোনঘাটা গ্রামে বদরীনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া অধীন ২৬২—২১৬ খতিয়ানে ১২-৪০ শঃ জমীর ১৫॥/১ জমা মায় ঘর ইত্যাদি সহ দেঃ ॥০ অংশ মুল্য আঃ ৩০৲

১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নন্দগোপাল ভাদুড়ী অধীন ৫৫৩ খতিয়ানে ৫-৮১শঃ জমীর ৭॥.৩ জমা দেঃ ॥০ অংশ মুল্য ১৫৲

(৮৯)

৬০৪ মনিজারী ৩২ দাবী ৮০৮৵০

ডিঃ শান্তবালা দাসী সাং কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ খাদেম হোসেন মণ্ডল সাং সোনঘাটা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় সোনঘাটা গ্রামে বদরীনারায়ণ চেংলাঙ্গিয়া অধীন ২৬২—২৭৬ খতিয়ানে ১২-৪০ শঃ জমীর ১২॥/১ জমা মায় ঘর দরজা সাজনরঞ্জাম ইত্যাদি দেঃ ॥০ অংশ মুল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নন্দগোপাল ভাদুড়ী অধীন ৫৫৩ খতিয়ানে ৫ ৮১ শঃ জমীর ৭॥.৩ জমা দেঃ ॥০ অংশ মুল্য ১৫৲

(৯০)

৭২৭ মনিজারী দা[illegible] ১০৮/০

ডিঃ [illegible] দাসী সাং মেহেরপুর

দেঃ [illegible]ভূষণ ঘোষ চৌধুরী [illegible]

বার্নিয়া পোঃ তেহট্ট

নাকাশীপাড়া [illegible]

ভোলানাথ [illegible]

—৩১৫ খতিয়ানে ১৬-৯৪ শঃ জমীর ১৯৲ জমা মুল্য আঃ ৪০৲

(৯১)

৭১০ মণিজারী ৩২ দাবী ২৩৩।/

ডিঃ মাথম দাস দিং সাং ময়দানপুর

দেঃ আহম্মদ মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ আসাননগর

চাপড়া থানায় ময়দানপুর গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ১৪৩ খতিয়ানে ১৬-৬৩ শঃ জমীর ২২।৵৮ জমা দেঃ ।/৬৷৷ = একের চতুর্থাংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১৬ খতিয়ানে ৯-৪৭ শঃ জমীর ১৩।৫ জমা দেঃ পিতার দ১৷৷ = মধ্যে একের চতুর্থাংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৬৩।১৬৪।২১৫ খতিয়ানের ১-৯৫শঃ জমী ৫৮/১৫ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১০৲

৪। ঐ থানায় গাটরা গ্রামে ঐ অধীন ১২২ খতিয়ানে ৫-০৬ শঃ জমীর ১/০ নিরিখে জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য ১৫৲

(৯২)

৭২৫ মণিজারী ৩২ দাবী ১০৫৮০

ডিঃ নরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস সাং বহিরগাছি

দেঃ আবদুল গফুর বিশ্বাস সাং ইচ্ছাপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় ইচ্ছাপুর গ্রামে আশুতোষ হালদার অধীন ১২৬—১৩২ খতিয়ানে ১৮-৬৬ শঃ জমীর ৩১/৩ জমা দেঃ একের তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৯৩)

১২৯১ মণিজারী ৩১ দাবী ২৮৩৵০

ডিঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ দিং সাং রামনগর

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় রামনগর গ্রামে সৈয়দ আহম্মদ ওস্তাগর দিং ৯০১।৯৩২ ৯৩৩।৯২৮।৯২৮ (ক), ৯২৮ (খ) খতিয়ানে ১৫-৫৭শঃ জমীর ২২৷৷০ জমা দেঃ ৷৷৵১৩।— অংশ মূল্য ১৫৲

(৯৪)

১৮৯৬ মণিজারী ৩১ দাবী ৪৫৫।৵০

ডিঃ রামপদ পাড়ে সাং মযুরহাট

দেঃ একাদালি বিশ্বাস দিং সাং ঐ পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় মযুরহাট গ্রামে ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধীন ৯৫।৪৪৮ খতিয়ানে ২০-৯৬শঃ জমীর ২১৲ জমা মায় বৃক্ষাদি সহ দেঃ ৵১২৷৷ অংশ মূল্য ১২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া অধীন ৩১৩ খং ৪২শঃ জমি ১।/৪ জমা দেঃ ৵১২৷৷ অংশ মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে মুরারীমোহন রায় অধীন ১৩৫ খতিয়ানে ৪-১৫শঃ জমীর ২৲ জমা দেঃ ৵১২৷৷ অংশ মূল্য ১০

(৯৫)

১৭১১ মণিজারী ৩১ দাবী ৪২৯৮৵

ডিঃ কেনারাম ঘোষ সাং আসাননগর

দেঃ এব্রাহিম মণ্ডল দিং সাং আদাপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় আদাপোতা গ্রামে ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীন ৫।৬—৯।১০—১৩।৯।১,১৩।১ খং ২৮-৭৭ শঃ জমীর ৫৲ জমা মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানায় পাকুরগাছি গ্রামে ঐ অধীন ৪২ খতিয়ানে ২-৫৮ শঃ জমীর ৮৲১৬ জমা মূল্য ২৫৲

(৯৬)

৪২২ মণিজারী ৩২ দাবী ১৫৬।/০

ডিঃ অজিৎকুমার মৌলিক দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং কুমারী পোঃ বগুলা

হাসখালি থানায় রামনগর গ্রামে ৯০১-৯০৪ খং খতিয়ানে মৌজাহারের ১৫-৫৭শঃ জমীর ২২৷৷০ জমা দেঃ ।/৬৷৷ = অংশ, মূল্য আঃ ১০০৲

(৯৭)

১২৬ মনিজারী ৩২ দাবী ২২০৷৷৵০

ডিঃ রাণাবন্দ কো-অপারেটীভ সোসাইটি ব্যাঙ্ক মোং রাণাবন্দ

দেঃ রহিমবকস মণ্ডল সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাণাবন্দ গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ১৯৯।৩১১ খতিয়ানে ৩-৯৩শঃ জমীর ১০।১৯৷৷ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৯৮)

৩৬১ মনিজারী ৩২ দাবী ৹২৬৷৷/০

ডিঃ নিরঞ্জন সিংহ সাং নাটুদহ

দেঃ ময়জাদ্দিন মণ্ডল সাং হুদা রাঙ্গিয়ারপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হুদা-রাঙ্গিয়াপোতা গ্রামে সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৫৭ খতিয়ানে ৮-৩শঃ জমীর ২৮৷৷৫ জমা মূল্য আঃ ৭৫০৲

(৯৯)

৭৭৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩৮৵০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ পরিক্কারবিবি দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৬ খতিয়ানে -৮৮শঃ জমীর ১৮৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১০০)

২০৪১ দেঃ জারী ৩১ দাবী ১৮৭৵০

ডিঃ তিনকড়ি ঘোষ সাং নাথপুর

দেঃ বছিরদ্দি বিশ্বাস দিং সাং ভগবানপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় পাইকপাড়া গ্রামে ২৯ খং চকশ্যামনগর গ্রামে ১৭ খং চকউথড়া মৌজায় ১২ খং ভুক্ত নিজাংশে ১১/ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর কমি ৪৮০ জমা মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় শ্যামনগর গ্রামে নিমাইচাঁদ রায় অধীন ৪৪/ জমীর ১২৲৬ জমা দেঃ ।০ অংশ, মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানায় শ্যামনগর গ্রামে বদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া অধীন ৪৯৷৷৵০ কায়েমী মোকররী জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৭৫৲

(১০১

৫৮৬ দেঃ জারী ৩১ দাবী ৯০৷৷০

ডিঃ কালিপদ বিশ্বাস সাং হরনগর

দেঃ পাচুদাস মুচি সাং মালুমগাছা পোঃ সোনাডাঙ্গা

নাকাশীপাড়া থানায় মালুমগাছা গ্রামে বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী অধীন ১২৫ খতিয়ানে ২-০৯শঃ জমীর ৪৮০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১২৬ খতিয়ানে ২-৩১শঃ জমীর ৪৷৷/১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১০২)

৭১৫ দেঃ জারী ৩২ দাবী ১৫১৵৩

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মোং কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ কাদেরবকস মণ্ডল সাং হরীণডাঙ্গা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় হরিণডাঙ্গা গ্রামে ১৮৪—১৯১ ও ২১৭ খতিয়ানে ২২৷৷২৷০ জমীর ১৪৵১ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭২৬ খং ২-৩৬ শং জমি ১৩৶৭ জমা মায় বৃক্ষ, ঘর দরজা ইত্যাদি সহ মুল্য ৫০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে শিবনাথ ভট্টাচার্য্য অধীন ১২৯৯ খং -২৪॥ শং জমি ১৶০ জমা মূল্য ৩০৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুরধুনি দেব্যার অধীন ১৩৪৯ খং -৪৬ শং জমি ১॥০ জমা মূল্য ২৫৲

(৪৫)

৬৬৬ দেঃ জারী ৩২ দাবী ৩১০॥৫

ডিঃ কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা দিং সাং গোরা-বাজার বহরমপুর

দেঃ সুবেদার মণ্ডল দিং সাং হাজরা-তা পোঃ কালিগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাকরাপোতা গ্রামে গুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী অধিন ৩১৩ তিয়ানে ১০-৮৪শঃ জমীর ২৫।৶৫ জমা ম্য আঃ ১০০৲

(৪৬)

১০৫ দেঃজারী ৩২ দাবী ৫৩।১০

ডিঃ নিলমণি চট্টোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কটাইদপুরী সাং কয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কয়া গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধীন ৫-১২শঃ জমীর ৮।৴৫ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৪৭)

৩১৭০ দেঃ জারী ৩১ দাবী ১০৬৩॥৶১০

ডিঃ শশধর রায় দিং সাং বকসীগঞ্জ

দেঃ ক্ষিরোদাসুন্দরী দাস্যা দিং সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ গ্রামে ভজগোবিন্দ সাহা অধীন ৪২০৮।৪২০৮।৫, ৪২০৮।৭ খতিয়ানে ৬শঃ জমীর ।৶০ জমা একতালাঘর সহ মুল্য আঃ ২০০৲

(৪৮)

৪১৫ মনিজারী ৩২ দাবী ১১৮৬৶৯

ডিঃ বিনোদবিহারী পাল স্বর্ণকার সাং বামনপুকুর

দেঃ নায়েব সেখ সাং ঐ পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় রাজাপুর গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিঃ অধিন ৬৯ নং খতিয়ানে ৫৬শঃ জমীর ১।০ প্রতি বিঘা জমা মুল্য ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ৭১ খং ৮০শঃ জমী ৩॥১ জমা মুল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২০৯ খং-৩৩শঃ জমি ১৷৶৮ জমা মুল্য ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩২৪ খং ৩-৫৭শঃ জমি ১।০ প্রতিবিঘা হারে মুল্য ১৫৲

৫। ঐ থানায় বামনপুকুরগ্রামে ৮১১ খং ৯শঃ জমি ।০ জমা-মূল্য ৫৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৪৮৭ খং -১৪শঃ জমি ১॥৴৫ জমা মুল্য ২০৲

(৪৯)

৪৯৯ মনিজারী ৩২ দাবী ১৯॥৶৬

ডিঃ বিভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ আশ্বিনী ঘোষাণী সাং ব্যালডাঙ্গা পোঃ কালিগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম গ্রামে সিতিকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ১১০৫ খাতয়ানে ২৩শঃ জমীর ২৬৶০ জমা মায় খড়ুয়া ঘর মুল্য আঃ ১৫৲

(৫০)

৫১২ মনিজারী ৩২ দাবী ২৪৬৶০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার বড়াল সাং বেথুয়া-ডহরি

দেঃ বরদারঞ্জন পালচৌধুরী সাং ঐ পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বাগুণ্ডা গ্রামে ২৯ খতিয়ানে ৬০-৯৯শঃ খরিদা লাখারাজ জমী দেঃ ৻১৭৬৭ অংশ, মুল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় লোহাগাছি মুড়াগাছি মৌজায় জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অধীন ৭৭।৶৪ টাকা দেঃ বিভিন্ন সত্ত্বের জমা দেঃ ৶১৩।০ অংশ মুল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় বেথুয়াডহরি মৌজায় শিবেন্দ্রনাথসিংহ রায় অধীনে ৪ খং ২১১৬/৬ পত্তনী জমা ৫ নং খং ১০৬৲ পত্তনী জমা ৬ নং খং লাখেরাজ ৬৩।৩ পত্তনী জমা ও কানাইলাল সিংহ রায় অধিন ৮ খং ৪১৲ টাকা পত্তনী জমা শিবকুমারী দেবী অধীন ৯ খং ২১৲ জমা ও নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ১০ খং ২০।০ জমা দেঃ ৻১৪ = ১৩ অংশ মুল্য ১৫৲

৪। তাসখালী থানায় পণ্ডিতপুর মৌজায় জয়দুর্গাদাসী দিং ঐ ৶১৩—অংশ পত্তনী জমার আধনে দেঃ ৴৯॥ = অংশে ১২॥০ ছেপত্তনী জমা মুল্য ১০৲

৫। কোতয়াল থানায় চরপানী-লালা গ্রামে ৪৩ খং ১২৶১০ দরপত্তনী জমা দেঃ ৻১৪ = ১৩। তিন অংশ মুল্য ১০৲

৬। ঐ থানায় রুকুনপুর মৌজায় ৪৫৭ খং ১৮৶০ জমা ৩৬-৩৬শঃ জমি দেঃ ৻১৭৬৭ মুল্য ১০৲

(৫১)

৫৮৬ মনিজারী ৩২ দাবী ১২১৯॥৶৩

ডিঃ কালিপদ সরকার সাং কালনা

দেঃ বিনোদবিহারী সাঁতরা সাং সাতকুলিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়াল থানায় সাতকুলিয়া গ্রামে ॥০ জমি মায় পাকা ইমারৎ সাজ সরঞ্জাম সহ মুল্য আঃ ৩০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ।৩ কাটা জমী মুল্য আঃ ৫০৲

(৫২)

৬০৯ মনিজারী ৩২ দাবী ১৯২৬৯

ডিঃ কানাইলাল কুণ্ডু সাং মেহেরপুর

দেঃ রবীন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী সাং শিবনীবাস পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

হাসখালি থানায় বেনালী গ্রামে হৃষিকেশ লাহা দিং অধীন ৩৯৬—৩৯৮ খতিয়ানে ও পায়রাডাঙ্গা গ্রামে ১২০৯—১২১২ খং মোট ৩৭-৪৫ শঃ জমি ৫৯॥৶৬ জমা দেঃ ৻৫ অংশে মুল্য আঃ ৩৲

২। কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শিবনীবাস গ্রামে হরেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী অধীন ৩১৭ খং ১-০৯ শঃ জমি ৭৲ জমা দেঃ ৻৫ অংশে মুল্য ২৲

৩। ঐ থানায় চন্দননগর গ্রামে গিরিজাপ্রসাদ মিত্র দিং অধীন ১৮১ খং ও অধীনস্থ খং সহ ৩০-৬৬ শঃ জমি ৪৪৬/৪ মোকররী জমা দেঃ ৻৫ অংশে মুল্য ৩৲

(৫৩)

৬১৫ মনিজারী ৩২ দাবী ১২৩/৯

ডিঃ কেদার নাথ গড়াই সাং সোনডাঙ্গা

দেঃ নিবারণ সেখ সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সোনডাঙ্গা গ্রামে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী অধীন ৯৬৮।৯৬৯ খতিয়ানে ৩-৯০ শঃ জমীর ৮।৶১ জমা দেঃ ।০ অংশ, মুল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৭০ খতিয়ানে -৬০ শঃ জমীর ২/৭ জমা দেঃ ।০ অংশ, মুল্য আঃ ৫৲

(৫৪)

৬২৪ মণিজারী ৩২ দাবী ২৫৭।৬

ডিঃ গীতানাথ গড়াই সাং সোনডাঙ্গা

দেঃ বাঁশী পেয়াদা সাং গোমাঘর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় সরডাঙ্গা গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিং অধীন ৩৮৭ খতিয়ানে ৬-৭৯ শঃ জমীর ১৯/৯ জমা মায় খড়ুয়াঘর মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধিন ৩৮৮ খতিয়ানে ১-০ ৫ঃ জমীর ৩৻১০ জমা মুল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৪৭ খং ঐ অধীন ৬২ শঃ জমি ১৬/৯ জমা মুল্য ৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩৮৫ খং ১-১৯ শঃ জমি ৩।/৯ জমা মুল্য আঃ ৮৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধিন ৫৮ খং -৪৭ শঃ জমি ১॥৴ জমা মুল্য ৫৲

(৫৫)

৬৬৩ মণিজারী ৩২ দাবী ১৬৪৶৩

ডিঃ কিরণশশী দাসী সাং মীড়া

দেঃ রাহাতুল্লা সেখ সাং পাঁচখোলা পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় পাঁচখোলা গ্রামে কানাইলাল সিংহ রায় অধীন ১২৭ খতিয়ান ১-৮৯ শঃ জমীর ৬/১০ নিরিখে জমা মুল্য আঃ ২৪৲

২। ঐ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে কানাইলাল সিংহ রায় অধীন ২০৫ খতিয়ানে ১-১২ শঃ জমীর ১৻১০ জমা মুল্য আঃ ৮৲

(৫৬)

৬৮১ মনিজারী ৩২ দাবী ১৮৬৬

ডিঃ হরিচরণ মালাকার সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বসন্তকুমারী দাসী দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী মধ্যে ডিঃ অধীন ৩৫৯ খতিয়ানে ১১শঃ জমীর ২৶০ জমা মায় বৃক্ষ ঘর দরজা ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম সহ মুল্য আঃ ১০৲

(৫৭)

৭৬৭ মনিজারী ৩২ দাবী ২৪৩০

ডিঃ তারাপদ বিশ্বাস দিং সাং কোলা

দেঃ রাধিকানাথ বিশ্বাস দিং সাং ঐ পোঃ মেহেরপুর

মেহেরপুর থানায় কোলা গ্রামে পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস অধীন ১১১।১১৭।৭৭২ খতিয়ানে ২৮-১৩শঃ জমীর ৮০৲ জমা বাড়াঘর সহ দেঃ ৶৪ অংশ মুল্য আঃ ৫০০৲

(৫৮)

২০৯০ মনিজারী ৩১ দাবী ২২৮৲

ডিঃ ঝিটকীপোতা কো-অপারেটিভ-ব্যাঙ্ক লিঃ

দেঃ মোক্তার খাঁ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কৃষ্ণনগর থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে আবদুলরহমন উদ্দীনের অধীন ৮২ খতিয়ানে ২-৭শঃ জমীর ১॥০ জমা দেঃ একের ষষ্ঠ অংশ, মুল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ১৮৩ খং ৮০শঃ জমি ১৸০ জমা দেঃ একের তৃতীয় অংশ মুল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯২ খতিয়ানে ১ ৮৭শঃ জমীর ২।৪ জমা দেঃ ৴৩।— অংশ, মুল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩৬৮ খং ১-৪৩শঃ নিষ্কর লাখরাজ জমী দেঃ ৻৮৬ = অংশ মুল্য ২৲

৫। ঐ থানার দোগাছিয়া গ্রামে ঐ অধীন ১৮৫ খং ৭২শঃ জমি ১॥ জমা দেঃ একের ষষ্ঠ অংশ মূল্য ২৲

৬। ঐ থানায় দক্ষিণ ঝিট কীপোতা গ্রামে ১৮২ খং ১-৯৪শঃ জমী ৪।৵৮ জমা দেঃ ৭। —অংশ মূল্য ৫৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৮০ খং ৬৮৪শঃ জমি ৪॥০ জমা দেঃ একের ষষ্ঠ অংশ মূল্য ২৫৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৯১ খং ১-১৩শঃ জমি ১॥০ জমা দেঃ একের ষষ্ঠ অংশ মূল্য ৫৲

৯। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩১৯ খং ১-১৫শঃ জমি ৪॥৶০ জমা দেঃ একের তৃতীয়অংশ মূল্য ১০৲

(৫৯)

৬৩৩ মনিজারী ৩২ দাবী ২১৭৵০

ডিঃ উন্মীলাবালা দাসী সাং আমনিচরী

দেঃ অমূল্য ঘোষ দিং সাং খাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়াল থানায় নলদহ গ্রামে ৪২৭ খতিয়ানে ৩-১৪শঃ ব্রহ্মত্তর জমী মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে অতুলকৃষ্ণ মোদক অধীন ৭৫০ খতিয়ানে ৭-২২শঃ জমীর ১১৵৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

১৩৬৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৪৲

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ দেদার আলি মণ্ডল দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪১ খাতয়ানের ১২-০৭ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১৩৯৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৯/০

ডিঃ ঐ

দেঃ পদ সেখ দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধিন ১২১ খাতয়ানে ৭-২৬শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১৩৮১ খাংজারী ৩১ দাবী ৯১।৵৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ [illegible] ঘোষ দিং সাং নাগপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৮—১৩৯ খতিয়ানে ৭-২৮ শঃ জমীর ৯/১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

১৭৫৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪২।৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কছরদ্দি মণ্ডল দিং সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৩ খতিয়ানে ১১-৬৫শঃ জমীর ২৪॥৶৯ জমা মূল্য ৮০৲

(৫)

১৮৩৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৮৲৯

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ সাহাজান সেখ সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৯ খাতয়ানে ৯-৫৪ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

১৮৬৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৩৮।/৩

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ কাছেমালি বিশ্বাস দিং সাং উমারপুর পোঃ হাঁসখালি

হাসখালি থানায় উমারপুর ও নেবুতলা গ্রামে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় অধীন ৯০৮।২৩২ খাতয়ানে ৮৸০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় উমারপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৬২৪ খং ২১শঃ জমি ১৶০ জমা মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৪৬—৬৪৯ খং ১২-২৫ শঃ জমি ১৯।৶৭ জমা মূল্য ৫০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে মধুমণ্ডল গং অধান ৬৭৬—৬৭৯ খং ১-৪১ শঃ জমি ২।০ জমা মায় পাকা বাড়ী ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০

ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬৬৮।৬৬৯ খং ১১শঃ জমি ॥/০ জমা মূল্য আঃ ৪৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে আকবর আলি সাহা গং অধীন ৭২৫ খং -৩৫শঃ জমি ৩/৯ জমা মূল্য ১০৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে আকবর আলি সাহা দিং অধীন -৭২৬ খং ১০ শঃ জমি ১৶০ জমা মূল্য ৫৲

(৭)

১৯৭৮ খাংজারী ৩১ দাবী ২০২।৶৩

ডিঃ রাসমোহিনী দাসী দিং সাং ভবানীপুর

দেঃ ভুবন ঘোষ দিং সাং পাথুরী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পাথুরী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯৮ খতিয়ানে ২৩-৯৬ শঃ জমীর ৪০৸৶৯ জমা মায় ঘরবাড়ী সহ মূল্য ৫০৲

(৮)

২০৪৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৮৲৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং মোং কাঠালপোতা

দেঃ নবছাদ্দ সেখ সাং লক্ষীপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কল্যাণদহ গ্রামে ডিঃ দিং অদিন ৪৩ ৪৪ খাতয়ানে ২ ১১শঃ জমার উটবন্দা জমা মায় ঘরবাড়ী সহ মূল্য ১০৲

(৯)

২৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৭২।৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ মুন্নাবিবি গং সাং কালীনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭২ খতিয়ানে ৬-৫৪শঃ জমীর ১৵০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ৮০৲

(১০)

৪৩ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৭।/৩

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোং কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ মোক্তাজ মণ্ডল দিং সাং হরিণডেঙ্গা পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় পশ্চিম হরিণডেঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৯৯—৩৩৭। ৩৩৮ খতিয়ানে ১২৭/৸৵০ জমীর ৬০৸১৫॥ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

৭০ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৭৸৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহরায় মোং কাঠালপোতা

দেঃ বিরুদাস দিং সাং মুকুন্দপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মুকুন্দপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ১৬ খাতয়ানের ৪-৪৭শঃ জমীর উটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৭২ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৬॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচুসেখ দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৪।১২৫ খতিয়ানে ৬-১৬শঃ জমীর মায় বাড়ীঘরসহ মূল্য আঃ ২০৲

(১৩)

১১০ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৯৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ছলেমান মণ্ডল দিং সাং ফুলকলমী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ফুলকলমী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৮।১৫।১৯৩ খতিয়ানে ১২-৩৫ শঃ জমীর ৩৬/৬ জমা মায় বাড়ীঘর ইত্যাদি মূল্য আঃ ২০৲

(১৪)

১৩১ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৮৫॥/৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচোধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ খেপাই মণ্ডল দিং সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯৪।৬৫৭ খতিয়ানে ৩০-৭১শঃ জমীর ১০৮।০ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

(১৫)

১৯১ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৭৸৶৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ হেকা সেখ দিং সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩২ খাতয়ানে ২-৭৩ শঃ জমীর ১৵৬ নিরখে জমা মূল্য ২৫৲

(১৬)

২২৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬৪৸৶৩

ডিঃ ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দিং মোং কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ ময়েজুদ্দি বিশ্বাস দিং সাং ভৈরবচন্দ্রপুর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় রায়পুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২০ খতিয়ানে ২১৭।১৵ জমীর ৬৭॥৶৩ জমা মূল্য ৫০৲

(১৭)

২৩৩ খাংজারী ৩২ দাবী ২০৸/৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ সুশীলাবালা দাসী সাং হৃদয়পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৮৫ খতিয়ানে ১-২০ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

২৪৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৭॥৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৮১ খতিয়ানে ৮-৫১ শঃ জমীর ২২॥৵১৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৯)

২৮০ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৭।৵৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ নুরজানবিবি দিং সাং গুয়াগাছি পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানার হাতীবান্ধা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭০।১৭১ খতিয়ানে ৪-২৭শঃ জমীর ৫।৶১ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(২০)

২৮১ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৩৻৯

ডিঃ নীরদবালা দেবী সাং দিগম্বরপুর

দেঃ সুরত কুমার মুখোপাধ্যা দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার মুড়াগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০২ খতিয়ানে ১/ জমীর মায় পাকা কুঠারী সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ও লোনা-গাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৮৩।৬৪৬ খং ১৮৮০ পত্তনী জমা মূল্য ২০৲

(২১)

৩০২ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৮/৩

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ পাচুলালসানা দিং সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

চাপাড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৮।১২১ খতিয়ানে ৭-৫৪শঃ জমীর ১৯৸৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২২)

৩০৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৪০।০

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু মল্লিক সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৮৭।২৯২।৩১৫ খতিয়ানে ৪-০২শঃ জমীর ১০॥/০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৩)

৩০৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৪।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হাসা মল্লক সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮৪।৪৭৬ খতিয়ানে ৪-৬৩শঃ জমীর ১২৶১৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৪)

৩০৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৮০৶৬

ডিঃ আশুতোষ হালদার সাং কলিকা

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং ইছাপুর পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানার ইছাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১২২।১২৩ খতিয়ানে ১৮-৩৯শঃ জমীর ৩১৸/৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২৫)

৩১৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১৮০৻৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ পাঁচু সেক সাং সিমলা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানার মহাখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৬।১২৫ খতিয়ানে ৭-৭০শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

৩৫৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৬২৮।/৯

ডিঃ নিস্তারলতা দেবী সাং ১২ নং চাউলপটি লেন কলিকাতা

দেঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং বড় মুড়াগাছা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার বড় মুড়াগাছা গ্রামের এক সপ্তমঅংশ ডিঃ অধীন ৬৫ খতিয়ানে ৯৬॥১১৻৪ জমা মূল্য ১০০৲

(২৭)

৩৬৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৬২॥/০

ডিঃ পুরানচন্দ্র সাহা দিং সাং শান্তিপুর

দেঃ ছমিরদ্দিন সেক সাং চক-গোবিন্দপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার চক-গোবিন্দপুর গ্রামে রতিকান্ত সাহা অধীন ৯৭ খতিয়ানে ১৩-৬৮শঃ জমীর ২০॥০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

৫৬৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৪৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ এলাহিবক্স সেক দিং সাং দেউলাগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার নাংলা গ্রামে রতিকান্ত সাহার অধীন ১১২ খতিয়ানে ৩-৯৮ শঃ জমীর ৬/০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৯)

৩৫৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৬৫॥৶০

ডিঃ গিরিন্দ্রনাথ সাহা দিং সাং শান্তিপুর

দেঃ অমূল্যচরণ সাহা দিং সাং বেথুয়া-ডহরী পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানার নাংলা গ্রামে ৫৯ খতিয়ানে ৬-১৭শঃ জমীর ৯৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে রতিকান্ত সাহার অধীন ১৩১ খতিয়ানে ১-৮৯০ঃ জমীর ২৸৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩০)

৪১৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৭০৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশী-পাড়া

দেঃ তারিণ সেখ সাং শালিগ্রাম নওদাপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শালিগ্রাম গ্রামে ডিঃ অধীন ৪০৭ খতিয়ানে ৬-২৯শঃ জমীর ১৩,৬ জমা মূল্য আঃ ২৪৲

(৩১)

৪৫৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০॥/৬

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ ভুলুট সেখ সাং কুকুনপুর পোঃ মহৎপুর

নাকাশীপাড়া থানার বিলবপুখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭১ খতিয়ানে ৯১শঃ জমীর ৯।৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩২)

৪৬৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৫০/৯

ডিঃ শুকদেব বিশ্বাস সাং নওবঘাটা

দেঃ নটকৃষ্ণ বিশ্বাস দিং সাং ঐ পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার নওবঘাটা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫১ খতিয়ানে ১৬-৫শঃ জমীর ২৫৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৩)

৪৮২ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৮৸৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ নবিছালসানা দিং সাং ভাতগাছি পোঃ বাজালঝি

চাপাড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭১।৩৫৬।৫২৯।৬০৭,৬০৯ ৭০৩।৮২৯ খতিয়ানে ৫৮২।৶ জমার ওটবন্দী জমা মূল্য ১৫৲

(৩৪)

৪৮৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৭০/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছাদেরালি ছালসানা দিং সাং ভাতগাছি পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ১২৮।১২৯ খতিয়ানে ৫-৮৪ শঃ জমীর জোত জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৫)

৪৯০ খাংজারী ৩২ দাবী ২৯।/৩

ডিঃ মৃণালকান্তি ত্রিবেদী দিং সাং দুর্গাপুর

দেঃ জহরদ্দি সেখ দিং সাং পেটয়া-ডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার বড়গাছি গ্রামে ডিক্রীদার আধন ১১৭ খতিয়ানে ৩।৪৸৶০ জমীর ১৲ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৬)

৪৯৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৭০৶৯

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ মহাদেব সর্দ্দার দিং সাং উদার-ডেঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার বিলবমুলক্ষী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪২ খতিয়ানে ২০ শঃ জমীর ১০৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৭)

৫১০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪২৻৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং হাতী-শালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৩২৪ খতিয়ানে ৬ ৪৯ শঃ জমীর মায় বাড়ীঘরসহ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৮)

৫২৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৬৮৸/৯

ডিঃ গোপালচন্দ্র পাল সাং বামনগর

দেঃ লীলাবতী দাসী সাং রঘুনন্দন-পুর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার চুবড়িয়া গ্রামে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৭২২ খতিয়ানে ১৫-৮৯ শঃ জমীর ২১১ জমা মূল্য আঃ ৬০৲

(৩৯)

৫২৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৫৸/৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ইন্দ্র বিবি দিং সাং শিকড়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৪৬ খতিয়ানে ৩।২। জমীর জোত জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

৫৩৯ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬॥৶৬

ডিঃ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং দফরপোতা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় নিবিরপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৯১ খতিয়ানে ১-৫২ শঃ দেবোত্তর নিষ্কর জমি মূল্য আঃ ৫৲

(৪১)

৫৪৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২৫।০

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ দিং সাং মুড়া-গাছা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় পাথরাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৭৫—৪১৪ খতিয়ানে ১২ ৩৮ শঃ নিষ্কর জমি মূল্য আঃ ১০৲

(৪২)

৫৪৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৮॥/০

ডিঃ ঐ

দেঃ মোকাম্মেল বিশ্বাস দিং সাং ফুলুইগ্রাম পোঃ হাসখালি

হাঁসখালি থানায় ফুলুইগ্রাম গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৯—৬১ খতিয়ানে দুই মৌজায় ৩৬-৫০ শঃ জমীর ৮০৶২॥ জমা মূল্য আঃ ১১০৲

৪৩)

৫৩৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৪০।০

ডিঃ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘুর্ণী

দেঃ ভাণ্ডার সর্দার বাগদী দিং সাং বাদকুল্লা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার পাঁচবেড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭ খতিয়ানে ১-৬৯ শঃ জমীর ৮৲ জলকর জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৪৪)

৫৫৫ থাংজারী ৩২ দাবী ১৬০।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জহির দ্দ সেখ দিং সাং গোপালপুর পোঃ হাঁসখালি

হাসখালি থানার জয়পুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬,৪ ১৪৬। ১১৯।১২০৩।১২৮৭।১২৫৫ খতিয়ানে ৭ ৬০ শঃ জমীর ২৯/১২ জমা মুল্য আঃ ৪০৲

(৪৫)

৫৯৮ থাংজারী ৩২ দাবী ২০৫৶৯

ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ রামপদ পাঁড়ে সাং ময়ূরহাট পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার ময়ূরহাট গ্রামে ৪১৬—৪৫৮ খতিয়ানে ১ ৬৪ শঃ নিষ্কর জমী মোর পাকা কুঠী গোয়াল ঘর ইত্যাদি ৭৩ মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৬)

৬১১ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪৸৶

ডিঃ কালীপদ বসু দিং সাং গোবিন্দপুর

দেঃ কাদের বক্স মণ্ডল দিং সাং বাটিকাবাড়ী পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার গোবিন্দপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫১১ খতিয়ানে -৪০শঃ জমীর ১৸/৫ জমা মুল্য আঃ ১০

(৪৭)

৬২৪ থাংজারী ৩২ দাবী ১৭৩৸৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মোছাকাসম সেখ দিং সাং বারবোগা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার নেকয়াইল গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৫১ খতিয়ানে ১৮-৩৬শঃ জমীর ২৫।/ জমা মুল্য আঃ ৫০

(৪৮

৬৫৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৪।/৬

ডিঃ নেকজান বিবি দিং সাং আসাননগর

দেঃ আবদারী মণ্ডল সাং বহিরগাছি পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানার বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩ খতিয়ানে ৮ ২১শঃ জমীর ৯৸৩ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৪৯)

৬১৭ থাংজারী ৩২ দাবী ৪১৸৶৩

ডিঃ

দেঃ ছুবহান মণ্ডল দিং সাং বহিরগাছি পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানার বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮৪ খতিয়ানে ৪-২৯শঃ জমীর ৯।/ জমা মুল্য আঃ ১০

(৫০)

৬৫৮ থাংজারী ৩২ দাবী ১২৸৶

ডিঃ ঐ

দেঃ বিজয়কুমার বিশ্বাস সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানার বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬০ খতিয়ানে ৪ ২৮শঃ জমীর ১৮।৶৬ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৫১)

৬৬৫ থাংজারি ৩২ দাবী ৪০।৬

ডিঃ মনচরালি মুনসী সাং বগুলা

দেঃ হারান বিশ্বাস দিং সাং বড় মুড়াগাছা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৫০ খতিয়ানে ২-২৯শঃ জমীর ৪৸৶ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৫২)

৬৬৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৮৫।৶৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ কিনু পাণ্ডে দিং সাং তালুকহুদা পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানার তালুকহুদা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭।৩৮ খতিয়ানে ১০-০৯শঃ জমীর ২৬৸১ জমা মুল্য আঃ ৭০৲

(৫৩)

৬৮৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৪২।৶৩

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ ক্ষেপাচাঁদ ভট্টাচার্য্য দিং সাং রামপুর পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানার রামপুর গং গ্রামে ডিঃ অধীন ২৩১ খতিয়ানে ২ ৭৫শঃ জমীর ৬৸৩ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৫৪)

৬৮৮ থাংজারী ৩২ দাবী ১২০।/৯

ডিঃ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং দক্ষিণপাড়া

দেঃ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং ঐ পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার দক্ষিণপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪১২—১৪১৪ খতিয়ানে ৯-১৫ শঃ জমীর ১৮৸০ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৫৫)

৭০০ থাংজারী ৩২ দাবী ২০৶

ডিঃ অমূল্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সাং গোবিন্দপুর

দেঃ নীরুসুন্দরী দাসী সাং প্রতাপপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার দিগম্বরপুর গং গ্রামে ডিঃ অধীন ২০১ ও প্রতাপপুর মৌজায় ৫০ খতিয়ানে ৬-০৬শঃ জমীর ১৪।৶০ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৫৬)

৭০১ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৪।০

ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ এলাহি বক্স মণ্ডল সাং গাড়াপোতা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার গাড়াপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৬ খতিয়ানে ২-০৩ শঃ জমীর ৪।/০৭। জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৫৭)

৭০২ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

হাসখালি থানার গাড়াপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১২—১১৫ খতিয়ানে ৫-৬৫শঃ জমীর ৭।৪ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৫৮)

৭০৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৭৩৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আছমদ্দি দপ্তরী দিং সাং গাড়াপোতা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার গাড়াপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৯৩—৫১৫ খতিয়ানে দেনদারের অংশে ৬ ৮৭ শঃ জমীর ৯৸০ জমা মুল্য আঃ ৬০৲

(৫৯)

৭০৪ থাংজারী ৩২ দাবী ১১৬৲

ডিঃ ঐ

দেঃ এলাহি বক্স মণ্ডল সাং গাড়াপোতা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার গাড়াপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩৯—৪৬৪ খতিয়ানে ষোল আনায় ৩৯-০১৬শঃ জমীর ১৭/১৫ নিজাংশের জমা মুল্য আঃ ১০০৲

(৬০)

৭০৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৪।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

হাসখালি থানার গাঁড়াপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৭০—৪৮৪ খতিয়ানে দেনদারের নিজাংশে ৩।৶১০ জমা মুল্য ২৫৲

(৬১)

৭০৬ থাংজারী ৩২ দাবী ১১২/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

হাসখালি থানার গাঁড়াপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩৯—৪৬৪ খতিয়ানে ষোল আনায় ৩৯-১৬শঃ জমীর নিজাংশে ৮/০ জমা মুল্য ১০০৲

(৬২)

৭০৭ থাংজারী ৩২ দাবী ৭৯৲৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

হাসখালি থানায় গাঁড়াপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৯৩—৫১৫ খতিয়ানের নিজাংশের ৬ ৮৭শঃ জমীর ৯৸০ জমা মুল্য আঃ ৬০৲

(৬৩)

৭০৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৭৯৲৬

ডিঃ ঐ

দেঃ খাদেম হোসেন মুন্সী সাং গাড়াপোতা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার গাড়াপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৯৩—৫১৫ খতিয়ানে দেঃ নিজাংশে ৬ ৮৪শঃ জমীর ৯৸০ জমা মুল্য আঃ ৬০৲

(৬৪)

৭১১ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪৯।৶৬

ডিঃ বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং শিবনিবাস

দেঃ কুমুদিনী দাসী সাং চৌগাছা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার চৌগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭৬—৮৮১ খতিয়ানে ১৩-৯ শঃ জমীর ২৩৸/১০ জমা মুল্য ৫০৲

(৬৫)

৭২১ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৮।৩

ডিঃ মনছুরালি মুন্সী দিং সাং বগুলা

দেঃ আহ্লাদ মণ্ডল দিং সাং কৌতুকনগর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় কৌতুকনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭১ খতিয়ানে ৪-০৩শঃ জমীর ৯।/০ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৬৬)

৭৫০ থাংজারী ৩২ দাবী ২৫।৶৯

ডিঃ নেকজান বিবি দিং সাং আসাননগর

দেঃ বাসু মণ্ডল সাং বহিরগাছি পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৯৮।৪৫২।১৪৮।১০৩।২৯৩ খতিয়ানে ১-৮১শঃ জমীর ৬৲১২॥ জমা মুল্য ২৫৲

(৬৭)

৭৬১ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৮৸৶০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মোতলেম সর্দ্দার দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৯ খতিয়ানের ২৩-৯৯ শঃ জমীর ৫৩৶৫ জমা মুল্য আঃ ১০০৲

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩৯ ২৮শে জুন ১৯৩২

চুচুড়ায় ভীষণ নরহত্যা

বোম্বায়ের বর্ত্তমান অবস্থা

নরহত্যায় সৈনিক দণ্ডিত

পারিবারিক কলহের পরিণতি

জেলের মধ্যে বিচার

পুত্রের অপরাধে পিতার শাস্তি

রেড ও ফ্যাসিষ্টের দাঙ্গা

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত দেশপাণ্ডে গ্রেপ্তার

মহীশূরে মোটর দুর্ঘটনা

শ্রীমতী সরযূবালা পুনরায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত

ফরাসী-জার্ম্মাণ আপোষ

নানা কথা

চুচুড়ায় ভীষণ নরহত্যা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগের প্রথম শ্রেণীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এন, সি রায়, হত্যা, গুরুতর আঘাত প্রদান, দাঙ্গা করা প্রভৃতি অভিযোগে নিম্ন লিখিত ১২ জন আসামীকে চুচুড়ার জিলা দায়রায় প্রেরণ করিয়াছেন :—

মামলার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত আসামীগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া দাঙ্গা বাধাইবার উপক্রম করে। গণ্ডগোল শুনিয়া, গৌর পরেল, বিপিন পরেল নিতাই পরেল এবং বলাই কোলে তথায় উপস্থিত হইয়া, দাঙ্গাকারীদিগের আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। ফলে দলস্থ কয়েকজন গৌর, বিপিন, নিতাই ও বলাইকে বল্লম দ্বারা আঘাত করে। বল্লমের ফলা গৌর বিপিন এবং বলাইয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া ফেলে এবং তাহারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। দাঙ্গাকারীগণ তখন চাষাদিগকে শাসাইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। নিতাইয়ের ললাটে বল্লম বিঁধিয়াছিল, কোনও রকমে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে।

১২ জন আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ও ১৪৮ ধারানুসারে অভিযোগ গঠন করা হয়। কেবল ৩ জন আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০৩ ধারা (নরহত্যা) অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। এই তিন জনকে বাদ দিয়া বাকী নয় জন আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারাসহ ১৪৯ ধারা এবং ৩২৬ ধারাসহ ১৪৯ ধারা অনুসারে পুনরায় অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

নরহত্যায় সৈনিক দণ্ডিত

গত ১৫ই মে ফোর্ট উইলিয়মের কিংস রয়াল রাইফেলস সৈন্যদলের সৈনিক এডওয়ার্ড টমাস রিচার্ডসের মৃত্যু সম্পর্কে উক্ত সৈন্যদলের সৈনিক উইলিয়ম জর্জ হকাডে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার প্যাংক্রিজ গত শুক্রবার উক্ত মামলায় বিচার শেষ করিয়াছেন। একদল বিশেষ জুরীর সাহায্যে উক্ত মামলার বিচার হইয়াছে। জুরীগণ আসামীকে নরহত্যার অভিযোগে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন কিন্তু অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জেলের মধ্যে বিচার

যশোহর হইতে প্রকাশ, ঝিনাইদহ সম্মিলন সম্পর্কে মাখনলাল রায়, হরেন্দ্রনাথ সেন, অশ্বিনীকুমার কর, অমরেশ চন্দ্র ঘোষ হেমেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, ভূষণচন্দ্র দাস, অমূল্যরতন কর, বিনোদবিহারী গঙ্গুলী ভবজীবন দত্ত নির্ম্মলকান্ত মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শৈলেন্দ্র পাল চৌধুরী, ললিতকুমার বসু ও অতুলচন্দ্র দাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ২১শে জুন যশোহর জেলের মধ্যে তাঁহাদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলকেই তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

বৃটিশ ষ্টীমারে অগ্নিকাণ্ড

মনাট্রন হইতে প্রকাশ, 'সিনাবলাইন' নামক বৃটিশ ষ্টীমারে আগুন লাগিয়া অনেকগুলি নাবিকের মৃত্যু হইয়াছে। অগ্নিদগ্ধ যাত্রীগণের মধ্যে ফায়ার ব্রিগেডের প্রধান অফিসার এবং আরও কয়েকজন ফায়ারম্যান ছিল। গত পূর্ব্ব শুক্রবার ষ্টীমারে আগুন লাগিয়াছিল। এই কয়েকদিন তদন্তের পর দেখা গিয়াছে, সাতজন প্রাণ হারাইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	জামসেদপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বহুমহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, তারিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবনমোহন ভক্তিসুধাকর দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসারদা দাসাধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার শশাঙ্ক ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীমাধব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী শ্রীহরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধরণ অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ালনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলাকা রাধাম রোড, ...

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

তেলেঙ্গাবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনামসংকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীলক্ষ্মীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় তুলমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক গৌড়ীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ১০ই বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৪ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৮শে জুন ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ৯৭তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্য মঠে রাজা রহূগণের প্রতি ভরতের উক্তির বিষয় আলোচনা হয়।

এই সংসার অরণ্য অতি দুস্তর। জীব মায়ার বশে তাহাতে বদ্ধ হইয়া কর্ম্ম-ফল ভোগ করে। ঐ অরণ্যে ষড়েন্দ্রিয় দস্যু এবং পুত্রকলত্রাদি মাংস-শোণিতভোজী শৃগাল কুক্কুরাদি তুল্য; বৃকগণ যেমন মেষকে হরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভবাটবীতে শৃগালতুল্য পুত্রকলত্রাদি 'তুমি আমার পিতা', 'তুমি আমার স্বামী' এইভাবে মানবের গৃহসদৃশ অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা জীবের ধন ও মন হরণ করে। তাহাতে আবার কর্ম্মময় গৃহ তৃণাচ্ছাদিত গহ্বরসদৃশ, সর্ব্বনাশের হেতু। তাহার নানা প্রলোভনে জীব মুগ্ধ হইয়া বিপন্ন হয়।

অনিত্য ধনজনাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া নিত্য বস্তুতে অনাত্মবুদ্ধি হয়। ঐ অরণ্যে পথহারা জীব হিংস্র পশু-পক্ষীতুল্য দুর্জ্জন ব্যক্তি দ্বারা নানারূপে উৎপীড়িত হয়; বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বশে ইতঃস্তত ধাবিত হইয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। কখন ক্ষণস্থায়ী সুখে সুখী, কখনও বা দারুণ দুঃখে মগ্ন হইয়া থাকে, কখনও বা দুরাশার বশে কোনও দুষ্কর কর্ম্মে রত হইয়া বিবিধ অভাবে অশান্তি ভোগ করে। কোন সময় সে নিদ্রারূপ নাগিনীর বিষে বিগত-সংজ্ঞা হইয়া শবের মত পড়িয়া থাকে। কখনও বা অজ্ঞানরূপ অন্ধকূপে মগ্ন হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়। তথায় কেহ বা পরদারাদিরূপ মধুলোভে অন্যায় পূর্ব্বক অন্যের অধিকারে নানারূপ দুঃখ দুর্গতি ভোগ করে। রোগ, শোক ও শীত গ্রীষ্মাদিতে এবং পরস্পরের প্রাত্যহিক আদান প্রদানাদি ব্যবহারে বহুবিধ দুঃখ ও অসুবিধা সহ্য করে।

এইরূপে সংসার অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া জীব কেবল তাপই প্রাপ্ত হয়। একটী অবলম্বন হারাইয়া নূতন অবলম্বনে ভর করিয়া একস্থলে হতাশ হইয়া অন্যের আশ্রয় লইয়া বৃথা সুখের আশা করে। এই অবস্থায় মায়াবদ্ধ জীব কোন কালেই এই সংসার পার হইয়া ভগবানের পরমপদ লাভ করিতে পারে না। সে অনিত্য ধন জন বিষয়েই মত্ত হইয়া মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়। বহু দুঃখ সহ্য করিয়াও জীব কেবল সংসারে ভ্রমণ করে, ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব প্রকৃত সাধুসঙ্গ প্রভাবেই নির্ম্মল হইয়া এই সংসারারণ্য উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়।

শ্রীশ্রীগোপীনাথমন্দিরে গৌড়ীয়বাণী

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৪ঠা আষাঢ় বালেশ্বর হইতে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথের মন্দিরে উপস্থিত হন। তথাকার মহান্ত মহারাজের ঐকান্তিক চেষ্টাফলে তথায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্বামীজি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

স্বামীজী পাঠকালে বন্দনামুখে বলেন—"যাঁহার কৃপাতে মূক বাচালও প্রাপ্ত হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় সেই পরম করুণাময় শ্রীগুরু-দেবের পাদপদ্ম আমরা সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন, কেন না শ্রীশ্রীগোপীনাথ-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীগোপীনাথের সম্মুখে শ্রীশ্রীগোপীনাথের গুণানুবাদ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তিনি নিত্যকাল বেণুনিনাদের দ্বারায় মুক্ত-কুলকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা যখন মুক্তকুলের আনুগত্য স্বীকার করি, বা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা দ্বারায় তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করি, তখনই তাঁহারা কৃপা করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপদেশ দান করিয়া থাকেন। সম্বন্ধজ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মের সঙ্গ-প্রভাবে আমাদের হৃদয়ে ভজনীয় বস্তুর আবির্ভাব হয়। ভজনীয় বস্তু আমাদের নিকটে বিগ্রহ-রূপে প্রকাশিত—সম্বন্ধ বিগ্রহ, অভিধেয় বিগ্রহ ও প্রয়োজন বিগ্রহ।

সম্বন্ধ-বিগ্রহ মদনমোহনের সঙ্গে যত-দিন জীবের সম্বন্ধ ঠিক না হয় ততদিন জীবের অভিধেয় কার্য্য সুষ্ঠুরূপে হয় না, তাই আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রয়োজন লাভে বঞ্চিত। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমদ্ গুরুচরণে সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত দরকার। সম্বন্ধ-জ্ঞান বিহীন হইয়া ইহজগতে যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। তাই আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে দেখিতে পাই সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সম্বন্ধ-জ্ঞান দাতা শ্রীগুরুদেব রাধা-মদনমোহনের সঙ্গে যে নিত্য সম্বন্ধ সেই কথাটী সর্ব্বপ্রথমে জানান। আমরা বেদশাস্ত্রেও এই প্রকার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা শুনিতে পাই। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বেদ-শাস্ত্রের কোন ধার ধারেন না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বেদের শিরোভাগ শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে নিত্যকাল কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীশ্রীগোপীনাথ নিত্যকাল মুক্তকুলের দ্বারাই সেবিত হইয়া থাকেন।

শ্রীরাধামদনমোহনের সঙ্গে যে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ একথাটী জানিতে পারি সেই অভিধেয়-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দ আমাদের স্মরণ-পথে উদিত হন। শ্রীরাধাগোবিন্দ আমাদের স্মরণপথে আসিলেই প্রয়োজন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপীনাথ আমাদের বংশী নিনাদের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই আকর্ষণে যাঁহারা আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও প্রাকৃত জগতে আত্মাকে প্রকৃতি সম্ভোগ করিতে দৌড়ান না।

শ্রীগোপীনাথের সেবক যে মুক্তকুল বৈষ্ণব, তাঁহাদের আনুগত্য যখন বদ্ধজীব স্বীকার করে তখনই বৈষ্ণবের আনুগত্য সম্বন্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভিধেয় রাজ্যে অগ্রসর হন। অভিধেয় কার্য্য সুষ্ঠুরূপে হইলেই অনর্থনাশ দূরীভূত হয়। অনর্থমুক্ত অবস্থায় জীব শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্মের শোভা দর্শন করিতে সমর্থ হন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।

গুরুপ্রীতিই ভজন-মূল

নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পারে এমন যাহা কিছু সম্ভার উৎসমুদয়ই শ্রীগুরু পাদপদ্মে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মকে সর্ব্বস্বজ্ঞানে একান্তবিশ্বাস-যুক্ত প্রীতি-সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবা, শ্রীগুরুগতপ্রাণ শুদ্ধভক্ত সঙ্গাশ্রয়ণ, শ্রীভগবন্নামশ্রবণ-কীর্ত্তনপ্রধান ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি প্রভৃতি কৃষ্ণ কার্ষ্ণানুশীলনে নিষ্কপট রুচি হইতেই মহাজনগণ ভক্তির উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করেন। যাঁহার শ্রীমূর্ত্তিতে একটু শ্রদ্ধা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তাঁহার অনুগত জনে শ্রদ্ধা হয় নাই, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত; যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞ বালিশ জনকে হরিকথোপদেশ-রূপ কৃপা, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণদ্বেষীকে উপেক্ষা করিবার বিচার লাভ করিয়াছেন তিনি মধ্যম ভক্ত এবং সর্ব্বভূতকে যিনি কৃষ্ণসম্বন্ধীয়-রূপে দর্শন পূর্ব্বক কামুকগণকে কৃষ্ণসেবাপর এবং কৃষ্ণকে কামপ্রীতি রূপপর দর্শন করেন, তিনিই উত্তমভক্ত বা মহাভাগবত,—ইহাই মহাজন বিচার।

সর্ব্বস্বার্পণ দ্বারা শুদ্ধভক্তসঙ্গে গুরু-শুশ্রূষা ব্যতীত নিজের মনগড়া যে কিছু সাধন ভজন চেষ্টা, তাহা 'প্রেম' নামক অমৃতময় ফল প্রসব করিবার পরিবর্ত্তে তদ্বিপরীত 'কাম' নামক বিষময় ফলই প্রসব করিয়া থাকে। যে ভক্তি সদ্-গুরুপাদপদ্মের অনুমোদিত নহে, তাহা চিরজীবন অনুষ্ঠান করিলেও কোন ফললাভ হইবে না। জড়বিচারাসক্তি নিবন্ধন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনির্ভর করিতে না পারিয়া আমরা নিজের মঙ্গলের মত যে ভজনময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা কল্পনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাই, তাহা আমাদিগকে আত্মবঞ্চিতই করিয়া থাকে। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অস্থির মনকে 'বৃন্দাবন' বলিয়া মনে করিয়া তাহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম আবির্ভাব করাইবার কল্পনা করিলেই ত' আর মন 'বৃন্দাবন' হইয়া যায় না এবং তথায় কৃষ্ণপাদপদ্মেরও আবির্ভাব হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের একনিষ্ঠ সেবা ফলে শ্রীগুরুকৃপায়ই আমরা বৃন্দাবন উপলব্ধি করিতে পারি। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আনুগত্যে ইহাই একমাত্র প্রার্থনা হওয়া উচিত যে—

"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সংসারাসক্তি প্রবল থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা সাধুসঙ্গলাভে বঞ্চিত থাকি। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে আমাদের সংসারাসক্তি যে পরিমাণে কম হইতে থাকে, সেই পরিমাণে সাধুসঙ্গে রুচি উৎপন্ন হয়। সাধুরা সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রসঙ্গ লইয়া কালাতিপাত করেন, সংসারের কোন জ্বালা যন্ত্রণা আসিয়া তাঁহাদের চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না। মানুষ হয় ভোগী না হয় ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া ত্যাগী হইবার যত্ন করে, তাহাতে উভয়তঃই অশান্তির হস্ত হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি লাভের উপায় থাকে না; কৃষ্ণভক্ত সাধুই একমাত্র নিষ্কাম, সুতরাং তিনিই শান্ত। তাঁহার সঙ্গে মন অফুরন্ত আনন্দে উৎফুল্ল থাকে।

জন্ম-জন্মান্তরীণ সুকৃতি ফলে যদি কাহারও সাধুসঙ্গে কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদনে বিন্দুমাত্রও রুচি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই রুচিটী যাহাতে কোন প্রতিকূল সঙ্গ না পাইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সাধুসঙ্গলাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপ্রসঙ্গে যাহাদের আদৌ রুচি নাই, যাহারা বিষয়-কার্য্যে অত্যন্ত আসক্ত, যাহারা যোষিৎসঙ্গী তাহাদের সঙ্গ ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক কোন না কোন প্রকারে হইতে থাকিলে অনর্থ নিবৃত্তি কঠিন হইয়া পড়ে। এইজন্য মহাজনেরা বলিয়া থাকেন—

"বরং হুতবহ-জ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন সংবাসবৈশসম্॥"

অর্থাৎ "বরং অগ্নিতে পুড়িয়া মরিব বা পিঞ্জরের মধ্যে চির আবদ্ধ হইয়াও থাকিব, তবুও কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সঙ্গজনিত দুঃখ যেন না হয়।"

আমরা যদি মনে করিয়া থাকি, "সদ্-গুরুর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াই আমাদের সমস্ত কার্য্য মিটিয়াছে, আমরা এখন যথেচ্ছা যত্রতত্র বিচরণ বা অবস্থান করিয়া সেই দীক্ষামন্ত্র জপ ও নামকীর্ত্তন করিলেই চলিবে, গুরুদেবের নিকটে বার বার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই ইত্যাদি," তাহা হইলে আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে! শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে দীক্ষামন্ত্রপ্রদান করিয়া পরমার্থালোচনায় যে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ব্যতীত কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হইয়া বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হইলেই অসৎ সংসর্গ সাধকজীবের উপর প্রভাব বিস্তার

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য লিখিত)

(১২)

শিষ্যের বিচারের সুষ্ঠুতা সম্যক্ সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সদ্‌গুরুর উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য শিষ্যের উপলব্ধি হইতে পারে না! অনর্থযুক্ত অবস্থায় বিচারশক্তির উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে। অনর্থযুক্ত দাম্ভিক ও তার্কিক শিষ্য গুরুর উপর গুরুগিরি চালাইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া নিজেই বঞ্চিত হয়। নিজের বিচারের দুর্ব্বলতা যাহার প্রকৃতই উপলব্ধ হয় নাই তাহার কখনই সদ্‌গুরুর চরণে প্রপন্ন হইবার ইচ্ছা হইতে পারে না। যে সদ্‌গুরুর অনুগত হইতে ইচ্ছা করে না তাহার বিচার সত্যানুসন্ধিৎসুর অনুসরণীয় নহে।

করিয়া বসিবে, চিত্ত বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িবে, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা প্রবল হইতে থাকিবে, সাধনভজন নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, কৃষ্ণচিন্তার স্থলে বিষয়-চিন্তাই মুখ্য হইয়া পড়িবে। স্বতন্ত্রজীবন বড়ই ভয়ময়। শ্রীগুরুদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুমতি লইয়া ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে হৃদয়ে এমন এক উৎসাহ ও এমন এক অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইবে যে, তদ্দ্বারা আমরা অসাধ্যসাধনে সমর্থ হইব। সাধনকালে সর্ব্বদা "শ্রীগুরুদেব আমার উপর প্রসন্ন"—এই অনুভূতি যাঁহার যত প্রবল থাকে, তিনি ভজন-রাজ্যে ততই দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকেন। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ-লাভে দৃঢ়ব্রত দেখিলেই শ্রীগুরুদেব আমাদিগের উপর প্রসন্ন হন। শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজ ইচ্ছামত যত দিন ধরিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেও আমাদের ভাগ্যে সুদুর্লভ প্রেম সম্পদ লাভ হইবে না, বুভুক্ষা বা মুমুক্ষাই প্রবল হইয়া উঠিবে।

কৃষ্ণভজনকে যাঁহারা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করেন নাই, তাদৃশ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ যত শীঘ্র ত্যাগ করিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। তাঁদিগের আত্মীয় স্বজন বান্ধবের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া এমন একটী দুর্ল্লভ জীবনের উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া যে কত বড় মূর্খতার কার্য্য তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না, অথচ সেই মূর্খতাই হইয়াছে মাদৃশ জীবাধমের প্রধান ভূষণ।

সদ্‌গুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার বিচারহীনতার পরিচায়ক নহে। সদ্‌গুরুর সম্পূর্ণ অনুগত হওয়াই সঙ্গত। অসদ্‌গুরু পরিত্যাগ করাও নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। অনর্থযুক্ত অবস্থায় সদ্‌গুরু চিনিতে পারা যায় না; অসদ্‌গুরুও চিনিতে পারা যায় না। সাধুকৃপা ব্যতীত সদ্‌গুরুর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। অসদ্‌গুরুর আনুগত্য কিঞ্চিন্মাত্রও স্বীকার করা উচিত নহে। সদ্‌গুরু এবং অসদ্‌গুরু একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক যুগপৎ সেবিত হওয়া অসম্ভব। যিনি সদ্‌গুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক তিনি অসদ্‌গুরুর আনুগত্য সম্পূর্ণ পরিহারের আদর্শও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।

একমাত্র সদ্‌গুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্য দ্বারা বৈষ্ণবস্মৃত্যুক্ত ব্যবহার বিধির প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারা যায়। সম্পূর্ণ আনুগত্য বিচারহীনতা দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। অনুকূল বিচারের পূর্ণতাদ্বারাই সম্পূর্ণ অনুগত হইতে পারা যায়। কিন্তু অনর্থযুক্ত জীবের বিচার-দৌর্ব্বল্য অনিবার্য্য। শাস্ত্রবিধি দ্বারা সদ্‌গুরুর আনুগত্য সমর্থিত হয়। সদ্‌গুরু শাস্ত্রসঙ্গত আচরণই আদেশ করেন। সরল ব্যক্তি সদ্‌গুরুর কৃপাদ্বারাই ক্রমে সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু চিনিতে সমর্থ হয়েন

আচার্য্যের আদেশ এবং শাস্ত্রবিধি যেখানে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, সেস্থলেও শিষ্যের পক্ষে উহা নির্ব্বিচারে গ্রহণীয় নহে। যেস্থলে আচার্য্যের আদেশ শিষ্যের দৃষ্টিতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ সেরূপ ক্ষেত্রেও উহা নির্ব্বিচারে শিষ্যের কখনই পালনীয় হইতে পারে না। নির্ব্বিচারে আচার্য্যের আদেশ কিংবা শাস্ত্রবিধি পালন কখনই সঙ্গত নহে।

কিন্তু ইহাও প্রকৃত সিদ্ধান্ত যে, আচার্য্য ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষচতুষ্টয় হইতে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ মুক্ত। আচার্য্যের আদেশ সর্ব্বতোভাবে শিষ্যের পালনীয় এই শাস্ত্রবিধি উক্ত সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত পক্ষান্তরে অনর্থযুক্ত অবস্থায় শিষ্যের পক্ষে স্বীয় স্বল্প বিচার দ্বারা আচার্য্যের আদেশের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য কখনই উপলব্ধ হইতে পারে না।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

গতকল্যকার (৯৬ সংখ্যা) নদীয়াপ্রকাশের প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ স্তম্ভের সপ্তদশ এবং দ্বাত্রিংশ পংক্তিতে এপ্রিল স্থানে "জুলাই" হইবে।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতিপয় সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷৹ আনা, আবাঁধাই ৷৴৹ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৹।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজ আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

সম্পূর্ণ লাভ প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিন্দদায়িনী জাবজ্জ-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বেদাধ্যয়ন, শ্রীঅবতার, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারত, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশটি সম্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, নামযোগ শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিষ্ণুর নাম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, [illegible], শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন— ইত্যাদি অপূর্ব্ব সুমধুর বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড— [illegible] শ্রীনারদের প্রসঙ্গ, [illegible], বেদান্ত, [illegible] আবির্ভাব প্রসঙ্গ, [illegible], শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, [illegible] নিত্যতা —এই নয়টি সুললিত বক্তৃতা [illegible]। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"[illegible] শ্রীচৈতন্যকবেদ্য," অতুলনীয় আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'আত্ম-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কোহিনূর গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড— শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীধাম মায়

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সচ্চরিত্র ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আধুনিক ধরণের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "স্বাস্থ্য-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞান-গ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শ্রীগোবিন্দ পাচন

সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, প্যাকেট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০ মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৸০ সকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

NOTICE FOR SALE

A brick built pucca building belonging to this Dept. with a pucca kitchen, privy aud compound wall on 2 B— 12 K— 1 of land at Haringhatta 10 miles from Kanchrapara is for sale. The book value of the building with land is Rs. 5216/—. Intending purchasers msy obtain full descriptions of the building from the undersigned to whom all offers should be intimated.

M. K. Bhattacharji., B. Sc., B. E., I. S. E,

Executive Engineer, Naida Rivers Dvn.

Dated Berhaumpor,
The 9th. June 1932

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিঃ নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থিঃ	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯৷৴
২	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৷৷০
১	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৲
৬	মাস	,,	,,	,,	,,	,,	৭৷৷০
৩					,,	,,	৬৷০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে					,,	,,	৪৷৷৵০
চল্‌তি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক						,,	৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট্ পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬৫।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ১৬৩৬

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আমার পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিজ ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিঃ ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেড ও ফ্যাসিষ্টের দাঙ্গা

বার্লিন হইতে প্রকাশ, রুড় এবং সিলিসিয়া জার্ম্মানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। এ অঞ্চলে এক দিন কোন উপদ্রব ছিল না, কিন্তু জার্ম্মানির ফ্যাসিষ্ট দল বাণিজ্য কেন্দ্রের শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। রুড় এবং সিলিসিয়া নাৎসী দলের সহিত 'রেড' কমিউনিষ্টদের মারামারি আরম্ভ হইয়াছিল। রুড় অঞ্চল ছাড়িয়া বার্লিনে দাঙ্গার ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল। বার্লিনের ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় বিশেষতঃ কমিউনিষ্টদিগের মহাল্লায় অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ষ্টেটিন এবং নিউ কোলনের উপকণ্ঠে উভয় দলে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

একজন নাৎসী বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে এবং দুইজন নাৎসী গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উভয় পক্ষের অল্প বিস্তর লোক আহত হইয়াছে।

কমিউনিষ্টেরা যখন 'ইউনিফরম' পরা সোসিয়ালিষ্টদিগকে আক্রমণ করে, সেই সময় নিউকোলনে ভীষণ রকমের দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ইহারা ষ্টিল সালার দলের লোক। নাৎসীর লোক মনে করিয়া এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই ভুল ধরা পড়িলে কমিউনিষ্ট এবং সোসিয়ালিষ্টদলের মধ্যে কর্মদানপূর্ব্বক বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল এবং উভয় দল মিলিয়া নাৎসীদিগকে আক্রমণ করিল। নাৎসীর দল সেই সময় ঘটনাক্রমে সেই স্থলে উপস্থিত ছিল।

কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত দেশপাণ্ডে গ্রেপ্তার

বেলগাঁও হইতে প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীযুত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে গত ২৩শে জুন প্রাতে এখানে ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক ২নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাকে হিণ্ডালগা জেলে রাখা হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাসও হইয়াছে।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ কারামুক্ত

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিহারের নেতা শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, হাজারিবাগের শ্রীযুত কৃষ্ণবল্লভ সহায় এবং ছাপরার শ্রীযুত রামেশ্বরপ্রসাদ, হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভের পর গত ২৩শে জুন পাটনায় পৌছিয়াছিলেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়। তিনি জ্বরে ভুগিতেছেন।

কটকে গ্রেপ্তার ও দণ্ড

কটক হইতে প্রকাশ, আফিম ও মদের দোকানে পিকেট করিবার অভিযোগে গত ২৩শে জুন ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মতিগঞ্জ বাজারে কংগ্রেস বুলিটিন বিক্রী করিবার অভিযোগে শ্রীযুত মধুসূদন সারঙ্গী অভিযুক্ত হইয়া ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মতিগঞ্জ বাজারে কাপড়ের দোকানে পিকেট করিবার অভিযোগে ৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহীশূরে মোটর দুর্ঘটনা

মাদ্রাজ হইতে মহীশূরের এক সংবাদে প্রকাশ, বুধবার সন্ধ্যার সময় এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে দুইজন নিহত ও ছয়জন গুরুতর আহত হইয়াছে। প্রায় বারজন যাত্রী লইয়া একটি মোটরবাস যখন টোল দিবার ফটকের নিকট আসিয়া পড়ে সেই সময়, আর একটি বাসের সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া উহা ফটকের একটি প্রস্তর স্তম্ভের গায়ে ধাক্কা দেয়। উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। বাসের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ চুরমার হইয়া যায়। জনেক আরোহী দুইটি আসনের মধ্যে পিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং আর এক জন আরোহীকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার কয়েক মিনিট পরে তাঁহারও সেখানে মৃত্যু ঘটে।

আহত ছয় জনের মধ্যে দুই জন স্ত্রীলোক। ইহাদের সকলকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

শ্রীমতী সরযুবালা পুনরায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীমতী সরযুবালা বাগাল দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে বিষ্ণুপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করান হইয়াছিল। তিনি ১৯৩২ সালের ৫ম অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কারাগারে কংগ্রেসকর্ম্মী অসুস্থ

দিল্লী হইতে প্রকাশ, বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত ওঙ্কারনাথের রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ফুসফুস যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ডাক্তাররা তাহার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন।

প্রকাশ, তিনি কারাকর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থা জন্য তাঁহাকে পাঞ্জাবে ধরমশালার জেলে স্থানান্তরিত করা হউক।

বোম্বায়ের বর্ত্তমান অবস্থা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবস্থা স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে। মুসলমান মহল্লার বহু হিন্দু দোকানদার দাঙ্গার সময় সহর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। তাঁহারা এক্ষণে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

ফরাসী-জার্ম্মাণ আপোষ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে মীমাংসার আশা পুনঃপুনঃ দৃঢ়তর হইয়াছে। এই বৈঠকে ফরাসী ও জার্ম্মাণ প্রতিনিধিদিগের মধ্যে অল্প কালের জন্য আলোচনা হইলে পর এম, হেরিয়ট এবং ভন পাপেন প্রায় ৪৫ মিনিট কাল অপ্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা বলেন। ইহার পর এই মর্ম্মে একটা ইস্তাহার বাহির হয় যে, জার্ম্মাণীর রাজস্ব সচিব জার্ম্মাণীর শাসন ও অর্থ বিষয়ক অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন এবং অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় আবার বৈঠকের অধিবেশন হইবে। এম, হেরিয়ট এবং ভন পাপানের মধ্যে সৌহৃদ্য পরিলক্ষিত হইতেছিল। তাঁহারা বলেন কথাবার্ত্তা অতি উত্তমরূপে চলিতেছে।

বেলজিয়মের প্রতিনিধিগণ এক ইস্তাহারে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন:—(১) মার্কের স্থিরতা সম্পাদক জন্য জার্ম্মাণীর "পাবলিক ইউটিলিটি" গুলিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। (২) য়ুরোপের মধ্য ও পূর্ব্ব দেশগুলির সাহায্যার্থে আন্তর্জ্জাতিক দেনা পাওনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। (৩) ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কাষ্টম শুল্ক ক্রমশঃ হ্রাস করিতে হইবে।

জেলে দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ ২০শে জুন যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যে কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন, গত ২০শে জুন অপরাহ্ণে তাহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদের এডভোকেট ডাঃ কৈলাস নাথ কাটজু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ সম্পর্কে কিরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা হবে- কমিটিতে তাহার আলোচনা করা হয়। ঐ উদ্দেশ্যে অনেক সাবকমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কমিটী এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কারামুক্ত বা অন্যান্য লোকজনের নিকট হইতে যে সকল সংবাদ লওয়া হইবে, তাহা যেন অতিরঞ্জিত না হয়।

পারিবারিক কলহের পরিণতি

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ২২শে জুন অপরাহ্ণে আমিনাবাদের শাকসব্জীর বাজারে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ, পারিবারিক কলহের ফলে মোল্লা বলিয়া এক ব্যক্তি মুন্নাইয়ের স্ত্রীকে ছোরা দ্বারা আঘাত করে এবং অপর এক রমণী তাহাকে রক্ষার্থে অগ্রসর হইলে সেও আততায়ীর ছোরার ঘায়ে গুরুতর ভাবে জখম হয়। আহত মহিলাদ্বয়কে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুত্রের অপরাধে পিতার শাস্তি

কাশিমগঞ্জনিবাসী শ্রীবীরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তীর বয়স ২১ বৎসর, পিকেটিং অপরাধে তাহার জেল হয়। তাহার বৃদ্ধ পিতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বহুকাল যাবৎ চন্দিনা সাব-রেজিষ্ট্রারী আফিসে মোক্তারী করিতেছেন। তিনি জাফরাবাদ নিবাসী য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত বিনোদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতেন। প্রকাশ, মহকুমা হাকিম শশিবাবু এই মর্ম্মে নোটীশ দিয়াছেন যে, সাত দিনের মধ্যে তাঁহাকে মোক্তারী ছাড়িতে হইবে। শশিবাবুকে আর বাড়ীতে জায়গা না দিবার জন্য একখানা নোটীশ বিনোদ বাবুকে দেওয়া হইয়াছে। শশি বাবুর এক পুত্র শ্রীধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বরদার জেলা বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকের নিকট কম্পাউণ্ডারী শিখিতেছিল। তাহাকে আর কাজ করিতে না দেওয়ার জন্য ডাক্তার বাবুর উপর এক নোটীশ দিয়াছে।

চৌকিদারী কর আদায়ে পিকেটিং

তমলুক হইতে প্রকাশ, গোয়ালবেড়িয়া গ্রামের প্রতাপটাঁদ শ্রীযুত হেমচন্দ্র মাইতির গৃহে পুলিস হানা দেয় এবং রজনীকান্ত দাস ও রাধাকান্ত বেরা নামক দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে চৌকীদারী কর আদায়ের সময় পিকেটিং করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।

টেলি— "শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ২৲
ত্রৈমাসিক ২৷৶৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৯ ২৯শে জুন ১৯৩২

নদীয়া সম্মিলন সমাচার

শ্রীধাম মায়াপুরে বর্ত্তমান আবহাওয়া

কারাগারে দেবদাস গান্ধী

কলিকাতায় সশস্ত্র ডাকাতি

ব্যারিষ্টারের আত্মহত্যা

বাঙ্গালোরে ভীষণ বাস দুর্ঘটনা

পার্শ্বেলের মধ্যে ছিন্ন হস্ত

ঢাকা ট্রেণ ডাকাতি

গ্রাম্য মোড়ল নিহত

আদেশ অমান্যে ১ বৎসর

নিদ্রিত স্বামীকে হত্যা

নানা কথা

শ্রীধাম মায়াপুরে বর্ত্তমান আবহাওয়া

কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে উত্তাপাদি নষ্ট হয় নাই। উত্তাপের আধিক্য মধ্যে মধ্যে অনুভূত হইত। কিন্তু গত ২৭শে জুন সোমবার বেলা ৪ ঘটিকায় হইতে এখানে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত সহ প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা ব্যাপী প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছে। এই প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে শস্যের ও মনুষ্যাদির যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। উত্তাপ একেবারেই কমিয়া গিয়াছে, ধরণী শীতল হওয়ায় সকলের আনন্দবর্দ্ধক হইয়াছে।

নদীয়া সম্মিলন সমাচার

গত ১৯শে জুন রবিবার নদীয়া জেলার অন্তর্গত তেহট্ট গ্রামে নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ম্মচারীগণ একশত বন্দুকধারী পুলিস, একশত লাঠিধারী পুলিস এবং দুই তিন শত চৌকিদার সহ গ্রামের চতুঃপার্শ্ব ঘিরিয়া ফেলেন। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মোটরে করিয়া চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। সম্মেলনীর নির্ব্বাচিত সভাপতি সত্যব্রতীদলের অধিনায়ক শ্রীযুত রামপদ রাহা সম্মেলনীর নির্ব্বাচিত সম্পাদক শ্রীযুত নীরজনাথ সরকার শ্রীযুত নীরেন্দ্র-নাথ মণ্ডল, শ্রীযুত কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন কর্ম্মী সভাস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ধৃত হইয়া থানায় প্রেরিত হন। পুলিসের কড়া পাহারা এবং যান বাহনাদি ও নৌকা জরুরী অর্ডিনান্সের নোটীশ দ্বারা ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে বন্ধ করা সত্ত্বেও ৬।৭ হাজার লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। সম্মেলনীর কর্ম্মকর্ত্তাদের গ্রেপ্তারের পর জন সাধারণ সভা করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করে। তখন পুলিস জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য যথ সাধ্য চেষ্টা করে। জনতা ও পুলিসের মধ্যে খানিকক্ষণ ঠেলাঠেলি হয়। ২।১ জন সাধারণ লোক পুলিসের উপর ঢিল ছুড়িয়াছিল। তখন চতুর্দ্দিক হইতে গুলী চলিতে থাকে। ফলে চাদের ঘাটের সতীশচন্দ্র সর্দ্দার নিহত ও অন্যান্য ৬ জন গুরুতর রূপে আহত হয়। লাঠির আঘাতে যে কত ব্যক্তি আহত হইয়াছে, তাহার সঠিক খবর জানা যায় নাই। আহতব্যক্তিদের চিকিৎসার্থ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং কৃষ্ণনগর যাইয়া রাত্রেই ডাক্তার সাহেবকে লইয়া যান। গুলীর ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। যে ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শ্রীযুত রামপদ রাহা শ্রীযুত নীরেন্দ্র নাথ সরকার, শ্রীযুত নীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল শ্রীযুত কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ১০।১১ জনকে আটক রাখিয়া অবশিষ্ট সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গুলীতে আহত ব্যক্তিগণ এখন হাঁসপাতালে।

কারাগারে দেবদাস গান্ধী

বেনারস হইতে প্রকাশ, ২১শে জুন গান্ধীর পুত্র শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী গোরক্ষপুর জেলে জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়াছেন। প্রায় এক পক্ষ কাল ধরিয়া তিনি জ্বরে ভুগিতেছেন।

ব্যারিষ্টারের আত্মহত্যা

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে জুন সকালবেলা ব্যারিষ্টার মিঃ এন. কে. ব্যানার্জ্জি বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আর্থিক দুরবস্থাই এই শোচনীয় আত্মহত্যার কারণ। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। এবং তিনি ৩০ বৎসর যাবৎ আইন ব্যবসায় করিয়া আসিতেছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	জামসেদপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি ভক্তোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসদগোপানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীগোবিন্দ কাব্যশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্বগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅশ্বদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগঁদার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগড় পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১১ই বামন গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৯শে জুন ইং ১৯৩২ বুধবার | ৯৮তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

রাম-মন্দির প্যালেস্
মহীশূর
২১।৬।৩২

স্নেহবিগ্রহেষু :—

গতকল্য মহীশূরের মহারাজের সহিত আমার প্রায় একঘণ্টা ব্যাপী হরিকথা আলাপ হইয়াছে। শ্রীযুত কুঞ্জবাবু ও বন মহারাজ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা Lt. Colonel A. Subramaniya Aiyar Aide-De-Camp (এডিকং) মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। রাজবাড়ীর স্বর্গাধিকারী স্বর্ণমণ্ডিত বহু কারুখচিত গৃহসমূহ ও প্রাচীন অস্ত্রাগার পরিদর্শন করিয়া আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদের গৃহে ফিরিয়াছি। মহারাজ বেশ নম্র, বিনয়ী ও শিক্ষিত। বহুক্ষণ ধরিয়া আমাদের প্রচার্য্য বিষয়ে হরিকথা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

এখানকার রাস্তাঘাট ও সহর ছবির মত সুদৃশ্য, বেশ পরিপাটী ও রমণীয়। বিলাত হইতে লোকেরা এই সহর দেখিতে আসেন। সহরের রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার ও আলোকমালায় পরিপূর্ণ। সমগ্র ভারত-মধ্যে এরূপ সুন্দর পরিষ্কার সহর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই রাজ্য বারমাসই নাতিশীতোষ্ণ। রাজ্যের অনেক সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিতেছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৭শে জুন সোমবার সায়ংকালে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীপাদ ঈশানদাস অধিকারী ভক্তিবিগ্রহপ্রভু শুদ্ধাভক্তির বিষয় অঙ্কন সমক্ষে কীর্ত্তন করিয়া ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করেন।

— —

শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ নির্ণয়ে শাস্ত্রে আমরা "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্ ভক্তিরুত্তমা।" এই শ্লোকের অবতারণা দেখিতে পাই। এই শ্লোকের প্রথম দুই পাদ 'তটস্থ' ও শেষোক্ত দুইপাদ শুদ্ধাভক্তির 'স্বরূপ' লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

— —

শুদ্ধাভক্তির গৌণ ও মুখ্য লক্ষণ মধ্যে গৌণে ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি অসৎবস্তু বর্জ্জন-বিষয়ক উপদেশ নিহিত। আর মুখ্য লক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অন্যাভিলাষাদি ত্যাগ করিয়া আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন করা বুঝাইতেছে। গৌণ বা ব্যতিরেক সেবা বাদ দিলে কোনদিনই মুখ্যভাবে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে না। বিধি ও নিষেধ পালন এই অন্বয়-ব্যতিরেক-সমন্বিত ভাবের অভাবেই ভজনোন্নতির হ্রাস হয়। একটীকে বাদ দিলে অন্যটী কোনও উপায়ে সাধন করা অসম্ভব।

কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা করা—কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে যাবতীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করা। আবার গুরু-বৈষ্ণবের অনুশীলনই কৃষ্ণানুশীলন। এই গুরুবৈষ্ণবের অনুশীলন অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে হইতে পারে।

———

কৃষ্ণেতর অভিলাষ, অন্য দেবপূজা, কর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখ-ভোগেচ্ছা, জ্ঞান অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হইয়া জাগতিক দুঃখাদি হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টাদি পরিত্যাগ করিবার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বা সর্ব্বতোভাবে পরিহার তাহার নামই ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণানুশীলন। এই ভোগত্যাগ ও ত্যাগের ত্যাগ করারূপ ব্যতিরেক কৃষ্ণানুশীলনই ভক্ত্যুন্নতির একমাত্র উপায়।

গুরুবৈষ্ণবের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে তদ্বিষয় নিষ্কপটে আলোচনার নামই অন্বয় বা আনুকূল্যানুশীলন।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইলে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে তাঁহাদের প্রীতির জন্য সমস্ত কার্য্যই করা আবশ্যক। আমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইব, আমি স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিব, আমি নিজের জন্য অন্ততঃ বিন্দুমাত্র কিছু করিব এরূপ প্রবৃত্তি শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ নহে। ইহা বিদ্ধাভক্তি; নিজের সুখ সুবিধা-বিষয়ক যাবতীয় চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণবের যাহাতে প্রীতি হয়, সেটা যতই কষ্টপ্রদ হউক না কেন তাহা প্রাণপণে করার নামই শুদ্ধাভক্তি।

আমি গুরুবৈষ্ণবের প্রীতির জন্য নিষ্কপটে তাঁহাদের সেবা করিব, এইরূপ সেবোন্নতির আকাঙ্ক্ষাই জীবের প্রার্থনীয়। আমি সেবা করিতেছি, আমার কিছু লাভ হইবে এই বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক, আমার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা নিত্য সেবা গুরুবৈষ্ণবের সেবা আমার একমাত্র কৃত্য, আমি তাঁহাদের প্রীতিবিধান ব্যতীত অন্য কিছু চাই না, আমার মঙ্গলামঙ্গল তাঁহাদের পাদপদ্মে নির্ভর পূর্ব্বক নিত্যকাল তাঁহাদের ভৃত্য হইয়া থাকিব, এইরূপ আনুগত্যের সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবাই শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য।

এতদ্ব্যতীত গুরুবৈষ্ণবের প্রীতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমরা যতই সাধন ভজনের অভিনয় করি না কেন, তাহাতে নিত্যানন্দ লাভ সুদূরপরাহত। সেইজন্য শাস্ত্র শুদ্ধাভক্তিযাজনে সাধুগুরুর আনুগত্যের উপদেশ দিয়াছেন।

শাস্ত্রোপদেশ অবহেলা পূর্ব্বক যদি আমরা মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া নিজেদের মনগড়া ও রুচির অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ ভীষণ অপরাধে পতিত হইয়া ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইব।

এতদ্ব্যতীত ভক্তিপ্রদ প্রভু চিচ্ছক্তি ও তটস্থাশক্তি ও মায়াশক্তির বিষয় কিয়ৎক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥

ভাগবত-প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত সর্বজনসমাদৃত গ্রন্থরাজ। পুরাতন ঋষি ও আধুনিক বিদ্বজ্জনগণ সকলেরই ইহা পরম আদরের বস্তু। সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরম উপাদেয় গ্রন্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শাস্ত্রপ্রস্তাবে তন্ত্রভাগবতাভিধ তন্ত্রকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যরূপে গণনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকহৃদয়াদি বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ তথা মুক্তাফল, হরিলীলা, ভক্তিরত্নাবলী প্রভৃতি নিবন্ধ সকল তত্ত্বসংপ্রসিদ্ধ মহানুভব কর্তৃক কৃত হইয়া এখনও বিরাজিত রহিয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরই সর্বোপরি বিজয় ঘোষণা করিতেছেন।

হেমাদ্রিকৃত গ্রন্থের দানখণ্ডে পুরাণদান প্রস্তাবে মৎস্যপুরাণীয় শ্রীভাগবত লক্ষণানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত প্রশংসিত হইয়াছেন। মৎস্যপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবত-লক্ষণ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে,—"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুর-বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥ * * অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্তিতম্।" ইত্যাদি অর্থাৎ "যাহাতে গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া ভগবদ্ধর্মাদিলক্ষণাত্মক প্রোজ্ঝিতকৈতব পরধর্ম বর্ণিত হইয়াছে, যাহা বৃত্রাসুর-বধ বৃত্তান্তোপেত, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রকীর্তিত। * * ঐ পুরাণ অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক।

হেমাদ্রিগ্রন্থের পরিশেষখণ্ডের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে কলিযুগধর্মনির্ণয়স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১১।৫।৩৬) "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥" অর্থাৎ "গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্যপুরুষসকল কলিকে এইজন্য ধন্য বলিয়া থাকেন, যেহেতু সঙ্কীর্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্বস্বার্থ লাভ হয়।" —এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপাদিত একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনলক্ষণ কলিকালের জন্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

"শ্রীমদ্ভাগবতকে সকলেই গ্রহণ পূর্বক নিজ নিজ মতানুবর্তী ভাষ্যাদি রচনা করিলেন, অথচ আচার্য শঙ্কর উহা গ্রহণ করিলেন না, ইহার কারণ কি?" এই রূপ পূর্বপক্ষের জন্য শ্রীল জীবপাদ বলিতেছেন—"আচার্য শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার। তিনি পরম বৈষ্ণব, ভগবদাজ্ঞাক্রমেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত গোপন করিয়া মায়াবাদাবলম্বনে উপনিষদাদির ব্যাখ্যায় কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন পূর্বক শ্রীভগবদাদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কৈবল্য অতিক্রম পূর্বক ভক্তিসুখ প্রকাশাদি চিহ্ন দ্বারা নিজ মতের উপরিভাগে বিরাজমান শ্রীভগবানের অতীব প্রিয় বেদান্তব্যাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবতকে চালিত করিলে পাছে শ্রীভগবান্ তাঁহার উপর কুপিত হন, এই নিমিত্ত উহা চালিত করিবার পরিবর্তে বরং উহার আনুগত্য ব্যতীত নিজ সারজ্ঞতা ও গুণসম্পদ্ লাভ হয় না জানিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য কেবল শ্রীমদ্ভাগবত মাত্রে বর্ণিত বিশ্বরূপদর্শন, ব্রজেশ্বরীবিস্ময়, ব্রজকুমারীবসনচৌর্যাদি লীলা স্বরচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদি গ্রন্থে বর্ণন-দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা বিধান করিয়াছেন।" আচার্য শঙ্করের শ্রীভগবদাদেশক্রমে বিষ্ণুবিরোধী অসুর-বিমোহন কল্পে মায়াবাদ প্রচার লীলায় সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ তাঁহার ঈশ্বরাদেশপালনরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যে শঙ্করত্ব বা বৈষ্ণবত্বই লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং তৎপ্রবর্তিত 'মায়াবাদ' অস্বীকার পূর্বক প্রকারান্তরে তাঁহার আনন্দই বিধান করেন পরন্তু যাঁহারা মায়াবাদ স্বীকার পূর্বক শ্রীশঙ্করের প্রীতি উৎপাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা শঙ্করহৃদয়ে মর্মান্তিক বেদনাই প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু লোকসকলকে কৃষ্ণ-সেবানন্দে বঞ্চিত করা শ্রীশঙ্করের আন্তরিক ইচ্ছা নহে।

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য লিখিত)

(১৩)

অনর্থযুক্ত অবস্থায় ধৈর্য এবং ভগবৎ-কৃপার উপর সরলভাবে নির্ভর করা ব্যতীত আচার্যের সেবা লভ্য হয় না। বস্তুতঃ ভগবৎকৃপাদ্বারাই সদ্গুরু লাভ এবং তাঁহার কৃপা গ্রহণ সম্ভব হয়। অনর্থযুক্ত অবস্থায় তর্কপন্থা অবলম্বন পূর্বক সাধুগণের অপ্রাকৃত ক্রিয়ামুদ্রার প্রতি অকারণে শ্রদ্ধাহীন হওয়া সম্ভব হইলেও উহা ভীষণ অপরাধজনক এবং দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

শাস্ত্রবিধি প্রয়োগ-তাৎপর্য অবগত হইতে হইলে আচার্যের বিশিষ্ট কৃপা লাভেচ্ছু হওয়া নিশ্চয়ই কর্তব্য। আচার্যের ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার শক্তি অনর্থযুক্ত জীবের নাই। আচার্যের কৃপাদ্বারাই জীবের অনর্থমুক্তি সম্পাদিত হয়। আচার্য কৃপাপূর্বক স্বীয় আচরণের প্রকৃত তাৎপর্য জীব হৃদয়ে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত তৎপূর্বে তাহাকে অনর্থমুক্ত করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝিবার উপযোগী বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। ভগবান্ জীবের প্রতি আচার্যের এই অহৈতুকী কৃপা-প্রদর্শন ভগবদিচ্ছাক্রমে তাঁহা কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবৎকৃপায় সাধুকৃপা লাভের নিমিত্ত অনর্থযুক্ত জীবের ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হওয়া কর্তব্য।

সাধক-অবস্থায় পালনীয় শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের একমাত্র তাৎপর্য ইহাই যে, তদ্দ্বারা শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিমাত্রেরই ভগবৎকৃপা লাভের সরল ইচ্ছা উদিত হয়। যেরূপ জড়জগতে কার্যাচরণরূপ একটা ধারা প্রাপঞ্চিক ঘটনাগুলির পরম্পরা সাধকরূপে সকলেই ন্যূনাধিক অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন অথচ তাহার প্রকৃত তথ্য কেহই জানেন না, তদ্রূপ পারমার্থিক জগতেও তদীয় প্রভাব সর্বদাই সাধকের অনুভবযোগ্য হইয়াও অজ্ঞাত থাকা সম্ভব। বহির্মুখ সাধকের অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য এই যে, বহির্মুখের প্রতি বস্তুর অচিৎপ্রতীতির প্রভাব তাৎকালিক ও সম্পূর্ণ উপাদেয় নহে। পারমার্থিক জগতের যাবতীয় বস্তু চেতনময় এবং নিত্য এবং তাহাদের অনুশীলনের বৃত্তি দ্বারা লভ্য সাধকের অসম্যক্ প্রতীতিও স্থায়ী কল্যাণ প্রদান করিতে সমর্থ। আচার্যের কৃপায় পারমার্থিক জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তদ্দ্বারাই সাধকের চেতনের প্রতি সেবা ভাব এবং তৎফলে চেতনের সহিত আদান প্রদান অজ্ঞাতসারেও সম্ভব হয়। জড়ীয় প্রতীতির অনুশীলন দ্বারা আচার্যানুগত্যহীন অনর্থযুক্ত জীবের প্রাপঞ্চিক অনিত্য তুচ্ছ ভোগ কিংবা ত্যাগ-পিপাসামাত্র সমৃদ্ধ হয়। তদুভয়ের দ্বারা আত্মার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। জড়ানুশীলন স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরদ্বয় দ্বারা সাধিত হয় এবং তাহার ফলাফলও স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগ্য ব্যাপার রূপেই উপলব্ধি হয়। স্থূলদেহ ও মনের অনবস্থিত বিচার উদিত হইলে ভোগ ও ত্যাগ রূপ অনুশীলন আত্মার পক্ষে অর্থহীন হওয়া সহজেই উপলব্ধ হয়।

শাস্ত্রবিধি-প্রয়োগকুশল নিত্যমুক্ত আচার্যের আনুগত্যে সাধকের পক্ষে শুদ্ধ চিদনুশীলনরূপ অভিধেয় যাজন ভগবৎকৃপায় জড়ীয় ঔপাধিক দেহদ্বয়জাত অনর্থযুক্ত অবস্থাতেও সম্ভব হইতে পারে। সাধক অবস্থায় এবম্বিধ ক্রিয়া বস্তুতঃ ঔপাধিক সম্বন্ধহীন না হইলেও ভগবদ্কৃপার অচিন্ত্য প্রভাবে শুদ্ধভক্তির প্রবর্তক হয়। ইহ সম্ভব না হইলে অনর্থযুক্ত অবস্থায় শুদ্ধচিদনুশীলন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়। শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে সকলেরই কায়, মন ও বাক্য দ্বারা ভগবদনুশীলন সুলভ। যদিও সাধকাবস্থায় নিরুপাধিক সেবা লভ্য নহে তথাপি ইহা যথাক্রমে নিরুপাধিক সেবা লাভের একমাত্র উপায়। ভগবান্ এবম্বিধ ব্যবস্থা বদ্ধজীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শনার্থ সাধু ও শাস্ত্র দ্বারা এই প্রাপঞ্চিক জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। অজ্ঞজ্ঞানী আরোহপন্থা অবলম্বন পূর্বক অনর্থমুক্তি লাভের যে সমুদয় উপায় কল্পনা করেন তদ্দ্বারা আত্মবিনাশরূপ পরম অনর্থই তাঁহাদের মুখ্য এইরূপ ভীষণ ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়।

যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির অনর্থমুক্তির ইচ্ছাক্রমে ভগবৎ-কৃপা লাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় তিনি ভগবৎ-কৃপা প্রার্থী হয়েন। ভগবৎকৃপায় সদ্গুরুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই একমাত্র সত্যানুসন্ধিৎসা। ভগবান্ তাদৃশ সত্যানুসন্ধিৎসুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সাধুগুরুর সন্ধান প্রদান করেন। তদ্দ্বারাই সদ্গুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্যে অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবা দ্বারা শ্রীভগবানের চরণে তাঁহার অহৈতুকী নিশ্চলা প্রীতিলাভ হয়।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী-রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসাখ্য বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থরাজের প্রারম্ভে সদ্গুরুপ্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে সদ্গুরুর প্রসঙ্গ সর্বদা সর্বজীবের সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। সদ্গুরু ও তদীয় শিষ্যের পরস্পরের সম্বন্ধ অনর্থযুক্ত বহির্মুখ জীবের বিচারযোগ্য নহে। পরমার্থিক গুরুশিষ্য সম্বন্ধ অতি নিগূঢ় ব্যাপার। বহির্মুখের বাহ্যবিচারে তাহাতে যে সমুদয় ত্রুটি লক্ষিত হয় উহাদ্বারা দ্রষ্টার সম্যক্ দর্শন-শক্তির অভাব মাত্র প্রমাণিত হয়। সরলভাবে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষতা ব্যক্তিমাত্রেরই অনুভূত হইতে পারে।

কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি? কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবেশিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আধাবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে সবস্তু কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা একণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা আলঙ্কারিক মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘনে অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম নন্দদায়িনী শ্রীবস্তু-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশটির সংখ্যক বক্তৃতা সম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ভক্তি, মনুষ্যের শান্তি কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব ও শ্রীনাম স্বামীপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাতীত ও সত্যাশ্রয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপানুগভাব, বৈষ্ণব, শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনাম-ভজন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টি সুদার্শনিক বক্তৃতা বিমণ্ডিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অথেকক্ষজ শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়পরিত্যাগ, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বাহ্যমুখিতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত বক্তৃতার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তরাজি, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রায়সাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (৪°) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুমূল্য-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আধুনিক শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ কোন্ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞান-গ্রন্থ-প্রকাশালয়

১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥৴ আনা, পাঁচটি ॥৵৹ আনা, বোতল ১৷৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯, ষাণ্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ২॥৹, মাসিক ১, নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি লাইন ১০, প্রতিকলম ৬, অর্দ্ধকলম ৩॥৹ সকি কলম ২, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

সোনাইমুড়া

আর্ব্বান টীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়

৩ বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
						৮॥৹
						৮৲
মাস						৭॥৹
					,,	৬।৹
সেভিংস ব্যাঙ্ক অথবা ৭ সাত দিনের নোটীশে				,,	,,	৪॥৵৹
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক					,,	৩৵৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট্ পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী **টিউবওয়েল** (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য **টিউবওয়েল** কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস এণ্ড এ. কে. সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, বৈঠকখানা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ১৬৩৬

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আমার পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আদেশ অমান্যে ১ বৎসর

ফেণী হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত কৃষ্ণ ঘোষ কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্যের জন্য ইংরেজ দণ্ডিত হন। ১৮২ অর্ডিনান্সের আদেশ অমান্যের জন্য তিনি আরো ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে ফেণী সহর ত্যাগ করিয়া যাইতে বলা হইয়াছিল।

আটক বন্দীর কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, ২৩শে জুন বারশালের শ্রীযুত শৈলেন্দ্র বসু জলপাইগুড়ী জেলায় পাঁচবের আটক ছিলেন। জেলের আইন অমান্য করায় তিনি বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। গত ২৩শে জুন তিনি ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত প্রীতিনিধান রায় আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

নিদ্রিত স্বামীকে হত্যা

লাহোর হইতে প্রকাশ, হন্দো নামে এক জন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে হত্যা করার জন্য গত ২২শে জুন বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহার বিচার হইবে। সে ঝাড়ুদার, জাতিতে খৃষ্টান। তাহার স্বামী তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিত। সে তাহার চরিত্র সংশোধনের জন্য অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। হন্দো নাকি কয়েকবার তাহার স্বামীকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়াছিল। ৩রা জুন তারিখে তাহার স্বামী যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল, তখন সে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করে।

ব্যাঙ্গালোরে ভীষণ বাস দুর্ঘটনা

ব্যাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, গত ২২শে জুন মাদবল গ্রামের নিকট একখানি যাত্রীবাহী বাসের ভীষণ দুর্ঘটনার ফলে উক্ত বাসের মালিক, কণ্ডাক্টর অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং অপর দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হয়। যেস্থলে দুর্ঘটনা হয় সেই স্থানে রাস্তাটি ১৩ ফিট প্রশস্ত। রাস্তার মধ্যস্থলে কাঁচা মাটী দেওয়া ছিল এবং তাহার নিকটে একটী থানা আছে। সেই স্থলে বিপরীত দিক হইতে একখানি গরুর গাড়ী আসিতেছিল। গাড়ীখানি রাস্তার যে পাশ দিয়া যাইবার নিয়ম সে পাশ দিয়া না গিয়া তাহার বিপরীত পাশ দিয়া আসিতেছিল। ফলে উহা চলন্ত বাসের সম্মুখে পতিত হয়। হঠাৎ বাসখানি থামাইবার জন্য চেষ্টা করিলে উহার চাকা কাঁচা মাটির মধ্যে বসিয়া যায়। তাহার ফলে বাসখানি থানায় উল্টাইয়া গিয়া পড়ে। সংবাদ পাইবামাত্র স্থানীয় পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করে।

পার্শ্বেলের মধ্যে ছিন্ন হস্ত

বার্লিন হইতে প্রকাশ, ১৮ই জুন বার্লিনের ফরাসী দূতাবাসে একটী পার্শ্বেল খোলা হয়। পার্শ্বেলটী ফরাসী মন্ত্রিদের ফ্রাঙ্কো পন্সের নামে ছিল। খুলিয়া দেখা যায় উহার মধ্যে দুই খানি মানুষের হাত। বাঁ হাতে দুইটী মূল্যবান অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছে।

তদন্ত করিয়া জানা গেল হাত দুইখানি গোয়েন নাম্নী জনৈকা ৬০ বৎসর বয়স্কা বিধবার দেহ হইতে কাটিয়া পার্শ্বেল ভর্ত্তি করিয়া পাঠান হইয়াছে। সেদিন ইউটিন নামক স্থানে স্ত্রীলোকটীকে হত্যা করা হয়।

পুলিস এখন স্ত্রীলোকটীর পুত্রকে খুঁজিতেছে। পুত্র উধাও। যে লোকটী পার্শ্বেল লইয়া ফরাসী দূতাবাসে আসিয়াছিল তাহার চেহারার বর্ণনার সঙ্গে উক্ত বিধবার পুত্রের চেহারার মিল খায়।

পার্শ্বেলের সঙ্গে একখানি চিঠি ছিল। তাহাতে লেখা—

"আমি ফরাসী দূতাবাসে ইউটেনের জুয়াচোর, গোয়েনের দুইখানি হাত পাঠাইতেছি। আমাকে একখানা ছাড়-পত্র দিবেন—উহা লইয়া আমি ফ্রান্সে যাইব।"

ঢাকা ট্রেণ ডাকাতি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ১২ই জুন ঢাকা ট্রেণ ডাকাতির সকল আসামীকে সদর মহকুমা হাকিম (দক্ষিণ) শ্রীযুত এন, এন, চট্টোপাধ্যায়ের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। পুলিস আসামীদিগকে আরও কিছুকাল হাজতে রাখিবার জন্য আবেদন করে, কিন্তু আসামী পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদ করা হয়। আদালত একপক্ষ কালের জন্য অর্থাৎ আগামী ৬ই জুলাই পর্য্যন্ত পুলিসের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। সুনীল আচার্য্য ব্যতীত অপর আসামীদিগের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রমণের আদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

গ্রাম্য মোড়ল নিহত

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, থারাওয়াডি জেলার কায়ান নামক স্থান হইতে গ্রাম্য মোড়লকে হত্যার এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিন জন ব্রহ্মবাসী বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় কায়ান থানায় দশ মাইল দূরবর্ত্তী থি উয়েটু গ্রামের মোড়লের বাড়ী চড়াও করে। উহারা গ্রাম্য মোড়ল হউনীকে হত্যা করে এবং তাহার গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করে। তদনুযায়ী একটি বন্দুক, ২০টী কার্ত্তুজ এবং অন্যান্য ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে। ডেপুটী কমিশনার এবং জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গত ২৩শে জুন অপরাহ্নে তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন।

কলিকাতায় সশস্ত্র ডাকাতি

বৃহস্পতিবারে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এম, ফজল করিম, সেখ কাসিম ও সেখ ইয়ুসুফ নামক দুই ব্যক্তিকে ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ৬৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সারদাপ্রসাদ নন্দীরের বিড়ীর দোকানে এক অসমসাহসিক ডাকাতি করিবার অভিযোগে আসামীদ্বয় অভিযুক্ত হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১২ই জুন বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় আসামীরা বাদীর দোকানে প্রবেশ করিয়া ছোরা দেখাইয়া একটি সুটকেশ ও একটী ষ্টীল ট্রাঙ্ক লইয়া যায়। অপহৃত দ্রব্য লইয়া যাইবার সময় বাদী ও স্থানীয় অন্যান্য লোক আসামীদিগকে তাড়া করে। উহারা অপহৃত দ্রব্য সহ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিবার সময় পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়।

অন্ধের দৃষ্টি শক্তি

চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই দেখিতে পায়, আমরা এই কথাই বাল্যকাল হইতে জানিতাম; কিন্তু গুরুকৃপায় মূক বাচাল হইতে পারে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, বধির শ্রবণ করিতে পারে এবং প্রাকৃত চক্ষু বিহীন অন্ধ ব্যক্তি যে দর্শন শক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-দর্শনে পারঙ্গত হয় তা' আমরা বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কারণ জ্ঞানান্ধ আমরা চক্ষু থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত বস্তুটী উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। নিত্যকে অনিত্য এবং অনিত্যকে নিত্য বোধ করিয়া অসুবিধায় পড়িতেছি। কিন্তু গুরুকৃপাপ্রাপ্ত এই চক্ষুহীন অন্ধ ব্যক্তিও বস্তুর উপলব্ধি বা প্রকৃত দর্শন লাভে সমর্থ হইতেছেন।

স্বরাজ পাবার উপায়

আমরা স্বরাজ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। তার কারণ আর কিছুই নহে কেবল বলাভাব। শাস্ত্র বলেছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য," এই স্বরাজ বলহীন ব্যক্তিগণ কোনদিন লাভ করিতে পারে নাই, পারে না বা পারিবে না। তবে যদি বলদাতা যিনি, সেই ভগবানের নিকট বল ভিক্ষা করিয়া বলবান্ হইতে পারেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা স্বরাজ লাভে সমর্থ হইবেন। অন্যথা নিজের এই ক্ষুদ্রতার প্রাবল্য থাকিতে কোনদিন স্বরাজ লাভ করা যাইবে না—বামন হইয়া চাঁদে হস্ত প্রদান করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হবে মাত্র।

যারবেদা জেলে বোম্বায়ের স্বরাষ্ট্রসচিব

পুনা হইতে প্রকাশ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ্জ আর্থার টমাসের যারবেদা জেল পরিদর্শন সম্পর্কে আরও অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ যে, তিনি খুব সম্ভব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস নেতৃগণের মধ্যে গান্ধীজীর পরেই শ্রীযুক্তা নাইডুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ইংরাজ বন্ধু আছেন। গোপন রাখা হইলেও ইহা প্রায় সকলেই জানেন যে, শ্রীযুক্তা নাইডু গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বে মিঃ টমাস এক দিন সন্ধ্যায় তাজমহল হোটেলে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রথম শ্রেণীর বন্দিনী বলিয়া শ্রীযুক্তা নাইডুর সাক্ষাৎকারের অধিকার আছে। উপযুক্ত মধ্যস্থ সম্বন্ধে মিঃ টমাস ও শ্রীযুক্তা নাইডুর মধ্যে আলোচনার সংবাদ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৫ পি—

"শ্রীধাম"

নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৩৯ ৩০শে জুন ১৯৩২

গুলীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু

৮৩ বৎসরের বৃদ্ধ চোরের কারাদণ্ড

মাতা কর্ত্তৃক কন্যা হত্যা

রেঙ্গুণে আবার ডাকাতি

আরামবাগে সশস্ত্র ডাকাতি

দস্যুদলের গুলীতে গ্রামবাসী আহত

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র

বালেশ্বরে ছয় মাসে ৭৯৪ জন দণ্ডিত

আদালতে জুতা নিক্ষেপ

সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের প্রতি নোটীশ

মোটর হইতে গুলীবর্ষণ

নানা কথা

গুলীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মুন্সীগঞ্জের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত কামাখ্যাপ্রসাদ সেন ২৭শে জুন প্রত্যুষে ৪টার সময় কোন অজানা আততায়ীর গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

শ্রীযুত সেন ঢাকায় আসিয়াছিলেন এবং ওয়ারিতে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এন. চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীযুত সেন রাত্রিতে আহারের পর যথানিয়মে শয়ন করেন। প্রত্যুষে প্রায় ৪টার সময় পর পর কটা গুলীর আওয়াজে বাড়ীর লোকজনের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় তখনই নীচে নামিয়া আসেন। তিনি আসিয়া দেখেন, শ্রীযুত সেন মারা গিয়াছেন,—তাঁহার দেহ গুলীর আঘাতে নানাস্থানে জখম। দুইটা গুলী তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া যায় এবং একটা গুলী পাকস্থলী ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।

যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, আক্রমণকারী জানালা দিয়া শ্রীযুত সেনের কক্ষে প্রবেশ করে এবং মশারিটি তুলিয়া দিয়া খুব নিকট হইতে গুলী করে।

এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মাতা কর্ত্তৃক কন্যা হত্যা

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, শ্রীহট্ট জিলার বরমতলা থানায় এলাকাধীন পাটুবুকা গ্রামের ৫০ বৎসর বয়স্কা উমারজান বিবি ও তাহার নাতি রহিমুদ্দি, বিবাহিতা কন্যা মৌজান বিবিকে খুন করায় অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। শ্রীহট্টের প্রথম অতিরিক্ত জজের আদালতে আসামীগণের বিচারকালে উমারজান বিবি মুক্তি পায়। জুরীগণ একবাক্যে এই মত প্রকাশ করেন যে, হত্যাকালে আসামীর মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ ছিল না। জুরীদিগের অভিমত গ্রহণ করিয়া জজ আসামীকে অব্যাহতি দান করেন বটে, তবে উমারজান বিবি উন্মাদ রোগে প্রায়ই আক্রান্ত হয় বলিয়া তাহাকে হাজতে প্রেরণ করিয়াছেন।

আরামবাগে সশস্ত্র ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, ২৭শে জুন বল্লভবাটি গ্রামের শ্রীযুত আশুতোষ পালের গৃহে এক অসমসাহসিক ডাকাতির সম্বন্ধে আরামবাগের গোঘাটের পুলিশ তদন্ত করিতেছে। প্রকাশ, ঘটনার দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের অব্যবহিত পরে প্রায় ৭ জন লোক সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র সহ আশুবাবুর গৃহে প্রবেশ করে এবং আশুবাবু ও তাঁহার পত্নীকে মারধর করিয়া নগদ ও অলঙ্কারাদি লইয়া চম্পট দেয়।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, মেজদাদা এবং আমি ডাক্তারী ও রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষার জন্য গত ৩০শে মে জব্বলপুর আসিয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে শিউনীতে আমি খুব পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক সপ্তাহকাল আমার প্রবল জ্বর ছিল। জ্বরের সঙ্গে পেটে তীব্র ব্যথাও ছিল। বাস্তবিক বলিতে কি—আমি ৫৬ কয়েকদিন যন্ত্রণায় ছটফট করি এবং বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকি। কিসের জন্য এই আক্রমণ হয় তা এখনও জানিনা। হঠাৎ ২২শে মে এই আক্রমণ আরম্ভ হয়। মোটের উপর আমার সময় খুব খারাপ যাইতে থাকে, মনে হয়—এ অসুখ বুঝি আর যাইবে না। এখানে আসার পর ব্যথার তীব্রতা ধীরে ধীরে কমিয়া যায়, কিন্তু পিত্তকোষে এখনও সামান্য ব্যথা আছেই। ইহার সঙ্গে একটু জ্বরও হইতেছে। কটীশূল প্রভৃতি পুরাতন উপসর্গগুলি অবশ্য সমভাবেই আছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	জামসেদপুর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি শুকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসদানন্দ দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনাসংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীরূপপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ৰড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসুদেবগোপাল পাট

কাটালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১২ই বামন গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩০শে জুন ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ৯৯তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৭শে জুন তারিখে মাননীয় শ্রীযুত সি. ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার কর্তৃক বাঙ্গালোর হইতে প্রেরিত তাড়িৎবার্ত্তার প্রকাশ,—

অদ্য সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ-হলে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী সদুপদেশপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় মাননীয় স্যার পাট্টাণ্ড চেট্টি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমাগত বহু গণ্যমান্য ও উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আকৃষ্ট হন।

আগামী কল্য গভর্ণমেণ্ট পেন্সনপ্রাপ্ত চিফ্ জাষ্টিস্ স্যার সি, ভি কুমারস্বামী শাস্ত্রীর মহোদয়ের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

গত ২৮।৬।৩২ তারিখের নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ,—

বিজনৌরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ হরিকথা প্রচারার্থ নৈনিতালে শুভাগমন করেন। বিজনৌরে বালাদাত চৌবে এবং রায়সাহেব দ্বারকাপদজী মহোদয় প্রভৃতির সহিত স্বামিজী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিষয় অনেক কথা আলোচনা করেন। রায় সাহেব স্বামিজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। তিনি হরিদ্বারে সাত হাজার টাকা মূল্যের একটী ভূমি শ্রীগৌড়ীয়মঠকে দান করেন। দ্বারকাপ্রসাদ ঠাকুর সাহেব টিকমসংজীর সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট প্রার্থনা করি।

বিগত ৯ই আষাঢ় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীসেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে গুরুবৈষ্ণব বন্দনার পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥" শ্লোক আলোচনা-মুখে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পাঠক শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের কথা ও যুক্তি হইতে বলেন যে, সেই ভক্তিযোগ সর্ববেদ-সিদ্ধ ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে তাহা বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা বেদ-শাস্ত্রের বিবিধ আলোচনা দ্বারা অবিমিশ্রা অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃতা ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্থির করিয়াছিলেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অধ্বর্য্যু, হোতা ও উদ্গাতা এই তিনটী ব্যতীত চতুর্থ ব্রহ্মা কর্ম্ম-যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠাতা। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুই যজনকারীর একমাত্র উপাস্য বস্তু, তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডের শেষ ফল ভগবদুপাসনা বা ভক্তিই স্বীকৃত হয়। জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের উদ্দেশে আরোহবাদ অবলম্বন করিয়া পরমপদ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই অধঃপতন ঘটে; ইহা জানিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানের উচ্চপদবী অপেক্ষা ভক্তি-পথেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানই কৃষ্ণসেবন জ্ঞান।

এত সমস্ত অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা সত্ত্ব: রজঃ ও তমো গুণাক্রান্ত হইয়া নানা মতবাদে জড়িত থাকিয়া ভক্তিপথের সন্ধান করিতে উদাসীন। এমনকি আমরা অনেকেই পণ্ডিতম্মন্য হইয়া অতি বুদ্ধিদার সাজিয়া স্ব স্ব রুচির অনুকূলে নিরপেক্ষ ভক্তিমার্গ দুর্গম বোধে জ্ঞান, যোগ কর্ম্মাদির সুদুর্গমপন্থা অনুসন্ধানে তৎপর হই। তাহাতে বহু বহু মত ও বহু বহু পথের সৃষ্টি হইয়া শুদ্ধভক্তিমার্গ কোটী কণ্টক দ্বারা আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে অন্যাভিলাষী কপটাচারী সম্প্রদায়ও যে সমস্ত শাস্ত্র বিচার শেষ করিয়া প্রত্যেকেই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মা অপেক্ষা জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন (?) ইহা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

এখন বিচার্য্য বিষয়, যিনি লোকপিতামহ আদি পুরুষ ব্রহ্মা ভগবান্ আপনায় আপ্যাত, যিনি স্বয়ং অনাদির আদি সর্ব্বকারণের কারণ পুরুষ হইতে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বেদ শ্রবণ করিয়া শ্রৌত বা আম্নায়পর্য্যায়ে উদ্ভূত, যিনি নর কেন—দেবগণ অপেক্ষাও বহু কোটী গুণ পরমায়ু দ্বারা সমন্বিত ও যাঁহার বিদ্যা অশেষ গুণে লব্ধ, এমন সর্ব্বজ্ঞানশ্রেষ্ঠ ও আদি পুরুষ ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া সর্ব্ববেদোক্ত সর্ব্বসার পথ অবিমিশ্রা ভক্তিকে নিশ্চয়রূপে জানিলেন; অথচ আমরা সামান্য আয়ু লইয়া বেদ শাস্ত্রাদির অপূর্ণ আংশিক আলোচনা একবার আধবার করিয়াই, কেহবা বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রাদির চেহারা দেখিবার ভাগ্যলাভ না করিয়াই ব্রহ্মাপেক্ষা বুদ্ধিদার অভিমানে নানা মতবাদে জড়িত থাকিয়া নিত্য ধর্ম্ম ভক্তিমার্গে কণ্টক আরোপিত করিয়া হরিবিমুখতা—নাস্তিকতা বৃদ্ধি করি।

একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মালোচনা দ্বারাই অবিমিশ্রা-ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য দেবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীঠাকুর ও তদাশ্রিত একান্ত সেবকবৃন্দ আচারমুখে অবিমিশ্রাভক্তির কথা সমগ্র জগতে ব্যাপিয়া প্রচার করিবার আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু বদ্ধজীব আমরা ভোগাসক্তির প্রাবল্য বশতঃ সাধুগণের চেতনময়ীবাণী উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইতেছি।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার

শঙ্করও ভাগবতানুগ

গোবিন্দাষ্টকে দশমোক্ত লীলাসমূহের আস্বাদন-মুখে শ্রীশঙ্করের প্রকারান্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের সমাদর দেখিয়া সারগ্রাহী বৈষ্ণব-সমাজ শঙ্করকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন; মূঢ় বঞ্চনা-প্রয়াসী লোকসকলেই আচার্য্যের হৃদগত ভাব ধারণা করিতে না পারিয়া অপ্রাকৃত বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনের চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য লীলাবিলাসের নিত্যত্বে সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি হতাদর হইয়া পড়ে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্কর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ' একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু, এই জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব। যে সময়ে তিনি ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে বেদশাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শূন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবাত্মার তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত থাকিলেও ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত অনিত্য! সে-সময় ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাবতার উদিত হইয়া বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপনপূর্ব্বক শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন। এই কার্য্যটী অসাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্করের নিকট এই বৃহৎকার্য্যের জন্য চির ঋণী থাকিবেন।

কার্য্যসকল জগতে দুইপ্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য্য তাৎকালিক ও কতকগুলি কার্য্য সার্ব্বকালিক। শঙ্করাচার্য্যের সেই বৃহৎকার্য্য তাৎকালিক। তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদয় হইয়াছে। শঙ্করাবতার যে ভিত্তি পত্তন করিলেন, সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাবতার ও শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ণবধর্ম্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য্য।"

সুতরাং আচার্য্য শঙ্কর নিজে মায়াবাদী নহেন, তিনি পরম ভাগবত। যাঁহারা তাঁহার তাৎকালিক কার্য্যকে সার্ব্বকালিক বিচার করিতে গেলেন, তাঁহারাই তাঁহার মঙ্গলোদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইলেন। শঙ্করের হৃদয় না জানিয়া শঙ্করানুগত্যের নামে যে সকল অর্ব্বাচীন সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতার্থকে বিপর্য্যস্ত করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত দুর্ভাগা সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত সম্প্রদায় বিশেষের মাত্র মাননীয় নহে, উহা বেদতাৎপর্য্য-নির্ণায়ক গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বজন-মাননীয় অনুসরণীয়— সেবনীয় তাই বাক্য

''ভাগবত যে না মানে, সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥"

—চৈঃ ভাঃ ১।১।৩৯

বৈষ্ণবের ব্যবহার

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য লিখিত)

(১৪)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থদৃষ্টে গুরু-অভিমানগ্রস্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তি যদি উক্ত গ্রন্থবিবৃত বিধি নিষেধের প্রয়োগচেষ্টায় নিযুক্ত হন তদ্দ্বারা তাঁহার এবং তদীয় শিষ্যব্রুবগণের সমূহ অকল্যাণ সাধিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কে গুরু হইবার প্রকৃত অধিকারী ইহাই প্রত্যেক শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক। অসদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে শিষ্যের পরমার্থ প্রাপ্তি না হইয়া পরম অনর্থই লাভ হইবে।

নিজে কপট না হইলে অসদ্গুরুকে সদ্গুরু বলিয়া বিবেচনা সম্ভবও হয় না। বস্তুতঃ কপট ব্যক্তিই অসদ্গুরুকে সদ্গুরু বলিয়া বিবেচনা করিবার অভিনয় দ্বারা জানিয়া শুনিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। কপট ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সদ্গুরুর আশ্রয় প্রার্থনা করে না। ভগবান্ সকলকেই প্রার্থনানুযায়ী ফল প্রদান করেন। সদ্গুরুর আশ্রয় লাভের আবশ্যকতার সম্যক্ আলোচনাদ্বারা অনর্থযুক্ত জীবের সহিত বৈষ্ণবের ব্যবহার প্রণালীর তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারা যায়। সদ্গুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শ্রীগুরু মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। সদ্গুরু মর্ত্ত্যজীব নহেন। শ্রীগুরু ভগবান হইতে অভিন্ন তত্ত্ব। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব। তিনি শ্রীবলদেবতত্ত্ব। তিনি সমুদয় ঐশ্বরিক শক্তির মূল উৎস। শ্রীগুরুদেব অন্তর্য্যামীরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন! তিনিই মহান্তগুরুরূপে সর্ব্বজীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করেন। সুতরাং শ্রীগুরুর চরণে ঐকান্তিকী প্রপত্তি ব্যতীত জীবের পরম মঙ্গল লাভের অন্য উপায় নাই। শ্রীগুরুপ্রসাদে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনায়াসে অবগত হইতে পারা যায়। শ্রীগুরু-কৃপায় শাস্ত্রবিহিত ভগবৎ-সেবা লাভ হয়। শ্রীগুরুর অসমোর্দ্ধ মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। কিন্তু সদ্গুরুর সন্ধান লাভ বদ্ধজীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ঘট সন্দেহ নাই। শাস্ত্রাদিতে সদ্গুরুর যে সমুদয় লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে তৎ-সমুদয় লক্ষণ-সম্পন্ন গুরু নির্ব্বাচন জীবের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দ্বারা সম্ভব নহে। তজ্জন্য সদ্গুরু নির্ব্বাচন-বিষয়ে ভগবৎকৃপাই প্রধানতঃ অবলম্বনীয়। জীবের স্বীয় বিচার গৌণ উপায়রূপে অবলম্বিত হওয়া সঙ্গত।

কিন্তু গুরুনির্ব্বাচন বিষয়ে বিচার পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অনর্থযুক্ত জীবের বিচার মাত্র দ্বারা সদ্গুরুর সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র ভগবৎ-কৃপায় সদ্গুরুর দর্শন লাভ হয়। ভগবৎকৃপায় সদ্গুরুর দর্শন লাভ হইলেও শাস্ত্রীয় লক্ষণ দ্বারা গুরু-পরীক্ষারূপ কর্ত্তব্য পালনীয়। সদ্গুরুর সন্ধান প্রাপ্তির পরে আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তি তিন বৎসর কাল ঐকান্তিকভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। তিন বৎসর সেবা সমাপ্তির পরে সদ্গুরুর চরণে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিবার বিধি শাস্ত্র কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিন বৎসরব্যাপী ঐকান্তিকী সেবা দ্বারা মন্ত্রদীক্ষার্থী শাস্ত্রীয় লক্ষণ-সমূহের সাহায্যে সদ্গুরু পরীক্ষা করিবেন। শিষ্যত্বপ্রার্থীর সমুদয় সংশয় সম্পূর্ণ নিরাকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার গুরুকরণ শাস্ত্রতঃ নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রে গুরুর বিভিন্ন লক্ষণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা-সম্পন্ন সদাচারী ব্রাহ্মণই একমাত্র গুরু পদবাচ্য। বিষ্ণুই একমাত্র ভগবান্। বিষ্ণুভক্তবৈষ্ণবই একমাত্র ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য। সুতরাং বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় লক্ষণসম্পন্ন সদ্গুরু।

কিন্তু অনর্থযুক্ত অবস্থায় ব্রাহ্মণ কিংবা বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায় না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় কপট ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বলিয়া ভ্রম হওয়া অনিবার্য্য। তজ্জন্যই তিন বৎসরকাল ঐকান্তিকভাবে সেবা দ্বারা গুরুপরীক্ষার বিধি শাস্ত্রকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণবের ঐকান্তিকী সেবা দ্বারা বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায়। যে পর্য্যন্ত ভগবান্ এবং বৈষ্ণবের কৃপায় সদ্গুরুর প্রকৃত দর্শন লাভ না হয় সে পর্য্যন্ত গুরুকরণ আদৌ শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

বৈষ্ণবতাই সদ্গুরুর একমাত্র পরিচয়। সমুদয় শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণবতাই লক্ষিত হইয়াছে। একমাত্র বৈষ্ণবই সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন। অবৈষ্ণব সর্ব্বসদ্গুণ-বর্জ্জিত। বৈষ্ণবের শ্রীমুখে সদ্গুরুর মহিমা শ্রবণ এবং বৈষ্ণবের সেবা দ্বারা সদ্গুরুর আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূতি দ্বারা সদ্গুরুচরণে ঐকান্তিকী প্রপত্তির নিষ্কপট আগ্রহ উদিত হয়। ভগবৎ-কৃপালব্ধ জীবের নিত্যানন্দ এবং নিত্যানন্দাভিন্ন তদীয় নিত্য সেবকগণই একমাত্র গুরু। যিনি সদ্গুরুর এই মুখ্য স্বরূপকে অনাদর করিয়া স্বীয় অনর্থযুক্ত বিচারের অভিমান দ্বারা চালিত হইয়া তদনুগত গৌণ লক্ষণ-গুলির দ্বারা অবৈধভাবে দম্ভপূর্ব্বক গুরুনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হয়েন তিনি নিশ্চয়ই সদ্গুরুর কৃপা হইতে বঞ্চিত সন্দেহ নাই।

তজ্জন্যই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসাখ্য বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থরাজের প্রারম্ভে কৃপাপূর্ব্বক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গুরূপসত্তিকারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্
সদ্গুরুং ভজেৎ॥

হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৩

শ্রীগুরুর স্বরূপ লক্ষণ শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামীপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীপ্রবুদ্ধ-যোগেশ্বর-সংবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

হঃ ভঃ বিঃ ১।২৭

এবং উক্ত মুখ্য লক্ষণের প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং ভগবানের উক্তি দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন—

'মদাভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকং॥

হঃ ভঃ বিঃ ১।২৮

গুরুকরণ বিষয়ে উপরি উক্ত স্বরূপ লক্ষণ অবলম্বন পূর্ব্বক অসদ্গুরু নির্ব্বাচনরূপ দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে উদ্ধার হওয়া সশ্রদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেরই সম্ভব হওয়া উচিত। ফলকথা গুরুকরণ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ অসদ্গুরুর কবলে পতিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হইবে। নাস্তিকতারূপ দুর্ভাগ্য হইতে অসদ্গুর্ব্বাশ্রয় কোন অংশেই কম অকল্যাণকর নহে।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।।০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হয়েন এবং জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।।০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় বর্ণিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ।।০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পরম্ভজনরহস্য কেহ বুঝতে পারিবেন না, তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।।০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অক্ষরের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগোস্বামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষতা ও সত্যাপেক্ষতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপানুশীলন, বেদান্ত, শ্রীগীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরারম্ভ, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও ভাবসেবার নিত্যতা—এই নয়টী উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরচিত্রবৃত্তি, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।।০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, পাকুড় (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪০ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (৪০) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপদে নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীরূপ-প্রণতি, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বক্তৃ-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ রয়েল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ— এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ— ১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধিক দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সনাতন যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে কাহাকে অবনত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা নৈয়ায়িক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পার্ষদ মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মেলন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম ভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রয়-দশা—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় উদ্ধৃত স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে আ[illegible] শাস্ত্রের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশপূর্ণ বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আ[illegible] জ্ঞানগ্রন্থ [illegible]
১১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৷৹, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি লাইন ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অৰ্দ্ধকলম ৩॥৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

সোনাইমুড়ী

আব্দুর রহমান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২	,,	,,					৮॥০
১	,,	,,					৮৲
৬	মাস	,,					৭।০
৩							৬।০

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটিশে ,, ,, ৪॥৵০

চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক ,, ৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ১৬৩৬

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম [illegible] খরচ (বাঙ্গলা এবং আসাম) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা [illegible] বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন [illegible] অনুসন্ধান করুন

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণসুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন. তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দশ দ্রব্য ক্রয় যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় বর্ণিত। শেষাংশে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকগুলি অনুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা কাগজ ৷৷ আনা, বাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নাম-শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজী আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৮০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা আনন্দোদ্দীপক মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। বালক, বৃদ্ধ—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৮০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বরতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'তৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বেদদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনবদ্বীপধাম মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-সমন্বিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাতীত ও সত্যাশ্রয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, বেদান্ত, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীভাগবতের কথা, শ্রীগোবিন্দপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনাম কীর্ত্তন ও ভক্তের নিত্যত্ব—এই নয়টী সুধাপ্লাবক বক্তৃতাসমষ্টি। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"কাশ্মীর প্রবাসে নিবেদন" অর্চ্চা, আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও নিত্যসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীগৌরসুন্দর প্রভুপাদের 'অর্চ্চা-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার প্রণালী এবং সপ্ত কোষ্ঠসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

৫ লি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাতাশোর
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ...
ষাণ্মাসিক ৫.
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ১৮ই আষাঢ় শনিবার ১৩৩৯ ২রা জুলাই ১৯৩২

কুষ্টিয়ায় ভীষণ নরহত্যা

ভারত সচিবের বিরুদ্ধে মামলা

জেলে পণ্ডিত জহরলালজী

শ্রীযুত দেশপাণ্ডের মুক্তিলাভ

নৃশংসভাবে নারী হত্যা

সার তেজবাহাদুর ও জয়াকরের বিবৃতি

অনাহারে আত্মহত্যা

হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত

গোবিন্দপুর বোমার মামলা

বড়বাজারে পিকেটীং

হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় ভীষণ নরহত্যা

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে জুন রামেশ্বর আগরওয়ালা নামে অষ্ট দশ বর্ষীয় এক মাড়োয়ারী বস্ত্র ব্যবসায়ীকে যে ভাবে স্থানীয় শ্মশান ঘাটে শিরশ্ছেদ করা হয়, তাহার সংবাদ এইরূপ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, রামেশ্বরকে তিনটি অপরিচিত ব্যক্তি বুঝাইয়া দেয় যে, মন্ত্রের বলে শ্মশান ঘাটের কালীর নিকট পূজা দিয়া যতগুলি ইচ্ছা নোট দ্বিগুণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই তিন ব্যক্তি বৃহস্পতিবার রাত্রি নয়টার সময় এই কথা বলিয়া রামেশ্বরকে শ্মশানঘাটে লইয়া যায়। এদিকে রামেশ্বরের বাটীর লোকজন তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাহার খোঁজ আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার পর, কুষ্টিয়া হইতে ছয় মাইল দূরে, কমলপুর গ্রামের নিকট নদীতে রামেশ্বরের মুণ্ডহীন দেহ ভাসিতে দেখা যায়।

এই সম্পর্কে রামপ্রীতি গোয়ালা নামক এক ব্যক্তিকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও এক ব্যক্তি এই সম্পর্কে ধরা পড়িয়াছে। প্রকাশ, সে নোটের কথা বলিয়া দিয়াছে এবং ইহাও বলিয়াছে যে, পূজার পূর্ব্বে রামেশ্বর নদীতে ডুব দিলে তলোয়ার দিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করা হয়।

জেলে পণ্ডিত জহরলালজী

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, সরকার দেরাদুন জেলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে দিতেছেন না। এরূপ করিবার কারণ কি, তাহা বুঝা যাইতেছে না। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিতেছেন যে সরকার পণ্ডিতজীর সহিত রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে চিঠিপত্র লেখালেখি করিতেছেন। তাহা অসময়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহা তাঁহারা চাহেন না।

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরু ও শ্রীমতী কমলা নেহরু গত ২৩শে জুন তারিখে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে দেখিতে যান। জ্বর কমিলেও তাঁহার শরীর দুর্ব্বল দেখা যায়।

২৬শে তারিখে তাঁহাদের আবার সাক্ষাতের দিন ছিল। সেই দিনের জন্য শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী ও কমলা নেহরু দেরাদুনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্থানীয় সরকার এক মাস কাল যাবৎ পণ্ডিতজীর সহিত সাক্ষাৎ মিলিবে না বলিয়া জানাইয়াছেন। ফলে শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরু কমলা নেহরু ও শ্যামকুমারী নেহরু দেরাদুন হইতে লক্ষ্ণৌ চলিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহারা দেরাদুনে আসিয়াছিলেন।

নৃশংসভাবে নারী-হত্যা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত শনিবার অপরাহ্ণে গ্যাণ্ডেরিয়ার অক্ষয় দাসের লেনে সুশীলাকে গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁহার স্বামী কোন কাজে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত জয় পত্নীসহ মিটফোর্ড হাসপাতালে থাকে। সেখানে সে একজন কম্পাউণ্ডার। নিশিকান্তের ১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া নিহত অবস্থায় দেখিতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ সূত্রাপুর থানায় গমন করিয়া পুলিশে জানায়। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে। প্রকাশ, কয়েকজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার গায়ের সমস্ত অলঙ্কার ও নগদ টাকা পাওয়া যাইতেছে না। নগদে গহনায় প্রায় ৪ হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে।

অনাহারে আত্মহত্যা

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, টঙ্গীবাড়ী থানার অন্তর্গত নগরের শ্রীযুত নিশিকান্ত দে দারিদ্র্য অর্থকষ্টে পীড়িত হইয়া গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তিনি দুর্ঘটনার পূর্ব্বে তিন দিন অনাহারে ছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	মেদিনীপুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	জামসেদপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হোমকোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজনবন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার ভক্তপাল ব্রহ্মচারী ডাক্তর্কুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীমহাদেব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅমদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীস্বপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়ার, পুরী, চটক্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসুদেবাধিকারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

তাড়য়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরঘুনাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বহু ভুজমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদশগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৪ই বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৮ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২রা জুলাই ইং ১৯৩২ শনিবার | ১০১৩তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

২৪শে মে (১৯৩২) তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনাশ্রমস্থ আন্ধ্রাক্ষণ শ্রীযুক্ত আত্মাকর নারায়ণ রাও (পশ্চিম গোদাবরীর ভিমাভোজবাসী) মহাশয়কে কৃপা করেন। পণ্ডিত বি. কে মধুসূদন রাও নামক জনৈক মাধ্বব্রাহ্মণের সহিত হরিকথা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বের 'ভাগবত তাৎপর্য্যে' 'অচিন্ত্য' ও 'ভেদাভেদ' শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকারেই শ্রীমধ্বের প্রকৃত আনুগত্য ও অনুসরণ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেন যে, 'দাসকূট' সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের অধিক মিল আছে। ব্যাসকূটগণ পরবর্ত্তী পণ্ডিতের জন্য তত্ত্ববাদকে আবরণ পোষণ করিতে করিতে প্রকৃত উপলব্ধিপথ ও শ্রীমধ্বের আন্তরিক সিদ্ধান্ত হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও শ্রীল প্রভুপাদের এই বিচার স্বীকার করেন।

———

২৪শে মে তারিখে অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনার্থ আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। আচারী মহোদয় ইংরেজী ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক মহাপ্রভুর যে চরিতগ্রন্থ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত হইতেছেন, তাহার মুদ্রণার্থ আনুকূল্য করিতেছেন। তিনি শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হইলেও শ্রীগৌরজনের কৃপায় সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা-তৎপর হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকমত শ্রীরামানুজীয় দর্শন বা বৈষ্ণবদর্শনের নিকট কত অসম্পূর্ণ, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ আচারী মহাশয়কে প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণতা বিচার করেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন শাস্ত্রী মহাশয় প্রভুপাদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি (শাস্ত্রী) লর্ডবিশপ, শ্রীযুক্ত ওয়েলডন প্রভৃতির সহিত বৈষ্ণবদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য বিচার করিতে প্রস্তুত আছেন। আচারী মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

———

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত শেষগিরি রাও মহাশয়ের নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মাধ্বব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাওজী তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থের বহু শ্লোক প্রভুপাদের সন্নিধানে উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের উপাসনা প্রণালীতেও কর্ম্মবাদ নিরাস করিয়া একান্ত শরণাগতি বা ভগবদ্ভক্তির কথা আছে। শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত রাওজীর সেই সকল শ্লোকাবৃত্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, ঐ সকল সাধন-ভক্তি সূচক। বদ্ধদশার সম্বন্ধে যে সকল ভক্তির বা শরণাগতির কথা আছে, তাহাতে মুক্ত পুরুষগণের উত্তমা বা অহৈতুকী প্রেমভক্তির কথা নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের দাসানুদাসগণ প্রেমলক্ষণা উত্তমাভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তি অতীব সুদুর্লভা। 'কোটীমুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥' শ্রীগীতা—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ" বাক্যে মাত্র পুরুষোত্তমবাদ স্বীকারকারী অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত সবিশেষ পুরুষোত্তম দৃষ্টি মাত্র হইয়াছে সেইরূপ মহাত্মাকে সুদুর্লভ বলিয়াছেন। সেই পুরুষোত্তম উপাসক বা কেবল বাসুদেবের উপাসক হইতে সীতারামের উপাসক—যে সীতারামে নরবপুর—আদর্শ নরত্ব—একপত্নীব্রতধর্ম্ম প্রভৃতি রহিয়াছে তাহা আরও সুদুর্লভ, তাহা হইতে দ্বারকেশের উপাসক—যে দ্বারকেশে বহুপত্নীত্ব স্বীকৃত, তাহা আরও সুদুর্লভ, বৈকুণ্ঠের শান্ত, দাস্য ও সখ্যাদ্ধ রসের ভক্তগণ সুদুর্লভ, তাহা হইতে আবার গোলোকের শান্ত, দাস্য ও সখ্যরসের ভক্তগণ অতীব সুদুর্লভ, তাহা হইতে বাৎসল্যরসের রসিকগণ আরও সুদুর্লভ, অপ্রাকৃত মধুর রসের গোপীজনের ত' কথাই নাই, তাহা নৃলোকে অতীব সুদুর্লভ।

শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত রাওজীর ভজন-সূচক শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভজনের চেষ্টা-মাত্রই প্রকৃত ভজন নহে (attempt of ভজন is not actual ভজন)। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ আদৌ কর্ণে শ্রবণ ও উচ্চারকালে রসনাতেই জিহ্বাই ভজনের প্রধান দ্বার, এই উভয়ের দ্বারাই কৃষ্ণনামের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হয় জানাইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে 'অর্চ্চন' ও 'ভজন' এবং বিভিন্ন "সাধন ভক্তি" ও "আদৌ শ্রদ্ধা" শ্লোকটী প্রভুপাদ বহুভাবে ব্যাখ্যা করেন।

———

২৮শে মে ১৯৩২, বেলা ১২টা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ মিঃ মহাদেবম্ নাইডু নামক জনৈক মাদ্রাজদেশীয় ভদ্রলোকের নিকট মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মিঃ নাইডু বলেন, তিনি কোনও পুস্তকে 'বিশিষ্টাদ্বৈত' নামে সুপরিচিত কোন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়াছেন, যিনি চৈতন্য ভক্তি দর্শনকে উপাসনার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, ব্রহ্মানুসন্ধান বা মোক্ষানুসন্ধানমূলক আপাত ভক্তির ছলনায় যে 'জ্ঞানভক্তি' নিন্দ্য ও অপ্রাকৃত বিশেষ্যহীনে 'ভক্তি' নামে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অহৈতুকী ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারক শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র নিরাস করিয়াছেন। ভক্তি নিত্য চেতনবৃত্তি, তাহাতে অনিত্য-ধর্ম্মের ছায়া আসিলেও ইহা 'ভক্তি'-পদ-বাচ্য হইবে না।

শ্রীশ্রীরাম

দৈনিক— নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মূল্য অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা [illegible]

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০২তম সংখ্যা

সপ্তম বর্ষ | ১৫ই বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩রা জুলাই ইং ১৯৩২ রবিবার | ১০২তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

অদ্যকার তিথিটী আমাদের পরম পুণ্যা। এই দিন পৌরাণিক পণ্ডিত শ্রীপাদ গদাধর গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকট-বাসর। সকলঙ্ক চন্দ্রের অভাবে অমাবস্যা দিবস জগৎ যেরূপ অন্ধকার, অকলঙ্ক চন্দ্রদ্বয়ের অভাবে আজ বৈষ্ণব জগৎ তদ্রূপ অন্ধকার অনুভব করিতেছেন।

আমরা প্রাকৃত কর্ম্মবীর, প্রাকৃত কবি, প্রাকৃত নায়ক, প্রাকৃত স্বদেশ প্রেমিক, প্রাকৃত সমাজ-নেতা, দেশনেতা, প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির বিরহে শোক সভা করি, বক্তৃতা দেই, মহোৎসব করি, কিন্তু যাঁহাদের একত্ত সত্য সত্যই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হওয়ার যোগ্য, তাঁহাদের কথা আমরা আদৌ আলোচনা, শ্রবণ বা স্মরণ করি না। প্রাকৃত বস্তুতে বুদ্ধ—প্রাকৃত বুদ্ধি বিশিষ্ট—প্রাকৃত অভিনিবেশ-বিশিষ্ট আমরা প্রাকৃতেরই বহুমানন করি—প্রাকৃতেরই পূজা করি—প্রাকৃতের বিরহেই ব্যথিত হইয়া থাকি।

আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধি ভ্রংশের কারণ—একমাত্র প্রাকৃতে অভিনিবেশ। প্রাকৃতে ভোগ-বুদ্ধি-বশতঃ আমরা স্বেচ্ছায় স্বস্কন্ধে শৃঙ্খল পরিয়া সংসার কারাগার বরণ করিয়াছি। তাহার ফলেই মায়া-রাক্ষসী আমাদের আত্মসাৎ করিয়া দ্বিতীয় বস্তু দেহে অভিনিবেশ প্রদান করিয়াছে। আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ে মায়া আমার স্বরূপ জ্ঞান আবরিত করিয়া দ্বিতীয় বস্তুতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাই আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুতে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া প্রতি পদে প্রতারিত, লাঞ্ছিত ও সম্মোহিত হইতেছি, তথাপি আমাদের চেতন হইতেছে না।

কোন ব্যক্তি পথভ্রান্ত হইয়া বিপথে গমন করিতে করিতে নিজ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে অক্ষম হইলে কোন দয়ালু তাঁহাকে প্রকৃত রাস্তা দেখাইয়া যেরূপ তাঁহার নিজ গৃহে পৌঁছাইয়া দেন, তদ্রূপ পথভ্রান্ত পথিক আমরা প্রকৃত গৃহের পথ—প্রকৃত দেশের পথ ভুলিয়া বিপথে চলিয়াছি। আর পদে পদে বিপদ প্রাপ্ত হইয়া ব্যথিত বিভ্রান্ত হইতেছি। মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মধ্বজী কপট প্রতারক দস্যুগণ আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিবার বাসনায় আমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়া আরও বিপথে চালিত করিতেছে। আমাদের এই দুঃখ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আমাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া মহানুভব বৈষ্ণবগণ স্বেচ্ছাক্রমে আমাদের নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করত আমাদের নিজদেশে নিজ গৃহে পৌঁছাইয়া দেন। আমাদের স্বগৃহে গমনের পথ অতিশয় পিচ্ছিল—অনভ্যস্ত বলিয়া পদে পদে পদস্খলন হইবার আশঙ্কায় সেই পরমোদার মহাত্মগণ সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কোথায় কি ভাবে চলিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিয়া, এমন কি বলিতে অক্ষম হইলে আমাদের হাতে ধরিয়া কত যত্ন সহকারে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেন। তাহার বিনিময়ে তাঁহারা কোন বেতন, প্রতিষ্ঠা বা কৃতজ্ঞতা-সূচক বাক্য স্বীকারেও অনিচ্ছুক। এত বড় দয়ালু যাঁ'রা, তাঁ'হাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করা, তাঁহাদের বিরহে ব্যথিত হওয়া কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেরই বিচার্য্য।

কেহ মাতালকে মদ্যপানের সুযোগ প্রদান করিলে তিনি মাতালের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা কুড়াইতে পারেন—মাতালের বিচারে তাঁহার ন্যায় সদাশয় মহাত্মা আর কেহই নাই। আমরা বিষয়-মদমত্ত; যাঁহারা আমাদের বিষয়-সুরা-পানের সাহায্য করেন—সুযোগ দেন অথবা তাহাকে সাধুকার্য্য বলিয়া অন্ততঃ মুখেও সায় দিয়া থাকেন, তাদৃশ ব্যক্তি আমাদের বিচারে সাধু, মহাত্মা, সদাশয়, দয়ালু, দেশবন্ধু, বরেণ্য, আরও কত কি! অন ভিজ্ঞজনগণ তাঁহাদের ঐ সকল কার্য্য-গুলিকে দয়ার কার্য্য বলিয়া বিচার করিলেও উহা সুধীগণের বিচারে 'মন্দোদয়-দয়া' বলিয়া গৃহীত হয়।

যাঁহারা সত্য সত্যই দয়ালু—যাঁহারা দু'এক দিনের জন্য—দু' এক বৎসরের জন্য—দু' এক জন্মের জন্য—দু' এক যুগের অথবা দু' এক কল্পের জন্য দয়া করেন না, কিন্তু অনন্তকালের জন্য—অনন্ত অপার দুঃখ চিরতরে নিবৃত্ত করিয়া দেন—ভবরোগী আমাদের ভবরোগ বিনাশ করিয়া চির কালের জন্য নিরাময় করিয়া দেন সব অভাব বিদূরিত করিয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন—তাঁহারা আরও কত বড় মহাত্মা—কত বড় দয়ালু—কত বড় পরোপকারী—দেশমান্য—জগদ্বরেণ্য, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

একমাত্র বৈষ্ণবগণই এত অমন্দোদয় দয়া বিতরণ করিয়া থাকেন। এই দয়া বিতরণের জন্যই তাঁহারা এ প্রপঞ্চে আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাকৃত ভাগ পাতালের বদলে অপ্রাকৃত হাসপাতাল খুলিয়া অপ্রাকৃত ঔষধ বিতরণ করিয়া দেহরোগ ভবরোগ দুইই নাশ করত নিত্যানন্দের অধিকারী করিয়া দেন। তাঁহাদের দয়া কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। তাঁহাদের নিকট উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ, শত্রু-মিত্র, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, স্বদেশ-বিদেশ কোনপ্রকার ভেদ নাই, কিন্তু সকলের সমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূত-সুহৃৎ সাধুগণ সকলেরই প্রতি সমভাবে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন।

তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় কর্ম্মফল ভোগ করিতে জন্ম গ্রহণ করেন না বা ভোগান্তে মৃত্যুকেও বরণ করিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর কার্য্য অপার করুণা বারিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুবরের আদেশে স্বেচ্ছায় জন্মাদি আবিষ্কার করেন আবার নিজ প্রভুর আদেশ পালনান্ত তাঁহারই ইচ্ছায় তদ্ধামেতে উপনীত হন।

সুতরাং তাদৃশ সদুপকারক সর্ব্বজন বরেণ্য বৈষ্ণবগণের বিরহে শোকসভা করিতে হইবে, তাঁহাদের অভাব প্রাণে প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে, [illegible]

[illegible]

[illegible]

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিরহ মহোৎসব সংখ্যা।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৫ই বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩রা জুলাই ইং ১৯৩২ রবিবার | ১০২তম সংখ্যা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অষ্টাদশ বার্ষিক

বিরহ-স্মৃতি

(১)

ভকতিবিনোদ আচার্য্য ঠাকুর,
প্রণমি হে প্রভো চরণে তোমার।
তব) শ্রীচরণধূলি দাও মাথে তুলি
নিজ দাস বলি' কর অঙ্গীকার ॥

(২)

তব কৃপা বিনা ভজন সাধন,
না বুঝিব কিছু, হ'বে বিড়ম্বন;
তুমি না করিলে কৃপা বিতরণ,
ভজন রহস্য স্ফুরিবে কাহার ?

(৩)

গৌরাঙ্গ-ইচ্ছায় করি' আগমন,
গৌরপ্রেমকথা করিয়া সাধন,
নিত্যধামে পুনঃ ক'রেছ গমন,
গৌরনিজজন, কৃপা-পারাবার ॥

(৪)

গৌরাঙ্গ-বিরহ-বিহ্বল অন্তরে
যেদিন সবাই পা'য়েছে তোমারে,
সেই দিন ধরি' ত্যাগও প্রভুরে
মিলিয়াছ প্রভো কাঁদিয়া অপার ॥

(৫)

(জড়) বিষয়-সম্ভোগে মত্ত মোর চিত,
কি বুঝিব প্রভো তোমার ইঙ্গিত,
কি জানিব তব বিরহের রীত,
মায়ামুগ্ধ আমি নিতান্ত অসার ॥

(৬)

নিখিলকল্যাণ-গুণের সাগর,
আনিয়া দিয়াছ মোর প্রভুবর,
তব কৃপা প্রভু যেন নিরন্তর,
(সেই) প্রভুসেবা জ্ঞান সকলসমার ॥

(৭)

শ্রীচৈতন্য বাণী প্রভু যে আমার,
অভিন্ন সে তুমি, নহে অন্য আর,
তোমাতে তাঁহাতে ভেদদৃষ্টি যা'র
সঙ্গযোগ্য নহ সেই দুরাচার ॥

(৮)

প্রভু-পদ সেবায় তব পদ পাই,
ইহাতে অন্যথা কিছুমাত্র নাই,
তথাপি না বুঝি' নরনর যেই,
যোগ্য শাস্তি কৃষ্ণ দিবেন তাহার ॥

(৯)

শুদ্ধভক্তিময়ী প্রভু-কথায় জানি,
ভক্তিবিনোদ প্রভু তোমা' চিনি,
তোমারে মানিতে প্রভুরে না মানি,
দুষ্ট পদে হ'বে অপরাধ-ভার ॥

(১০)

শ্রীবার্ষভানবী কৃপাপাত্রগণ,
তব কৃপায় যা'র অধিকারী হন,
কাম ক্রোধাদি সাত্ত্বিক ভঞ্জন,
কভু প্রবেশিবে, কিবা সাধ্য তা'র !

(১১)

'তব জন' বলি' যদি করি' মান,
অন্য দাসে তব করি হীন জ্ঞান,
নরকেও কভু নাহি হবে স্থান,
অশেষ দুর্গতি হইবে আমার ॥

(১২)

দুষ্ট মনে আমি করিয়া বৈষ্ণব,
আনিতেছি ডাকি' ভজন-কৈতব,
শ্রীচৈতন্য ছাড়ি' ভজিতেছি শব,
তব কৃপা বিনা না দেখি নিস্তার ॥

(১৩)

তুমি প্রভো, আর শ্রীগৌরকিশোর,
জগন্নাথদাস, আর প্রভু মোর,
সবেই অভিন্ন-গৌর-কলেবর,
পদরেণু করি আশ সে সবার ॥

(১৪)

তোমার বিরহ-পূর্ণতিথিবারে,
'সুমেধসঃ ভজ' প্রভু দান করে,
সঙ্কীর্তনযজ্ঞে যোগাতে সবারে,
কৃপা করি' প্রভু বলে বার বার ॥

(১৫)

বিরহ-তিথির পালনেতে তব,
জড়বস্তুসক্তি ঘুচাবে ত্বরিত,
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ হবে অনুভব,
নিরন্তর সেবা পা'বে অধিকার ॥

(১৬)

এই কৃপা প্রভো করহ আমারে,
তোমার বিরহ যেন নিত্য স্ফুরে,
বিষয় বাসনা যেন যায় দূরে,
তব প্রিয়-'নাম'-গান করি সার ॥

—•—

বিনোদ-বিরহে বিজ্ঞপ্তি

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গোস্বামী মহারাজ)

(ওঁ) নমো ভক্তিবিনোদায়
সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

হে পরমচর! আপনি আজ কোথায় নিজ প্রিয়তমপ্রভুর নিত্য সেবাসুখে মগ্ন আছেন, তাহা অকৃত-জ্ঞানী মাদৃশ বদ্ধ জীবের অগোচর। তাই আপনার অশোক অভয় অমৃত পাদপদ্মে উদ্দেশে প্রণাম বিধান করিতেছি।

আপনার [illegible]-সন্দর্শন-সৌভাগ্য সেবাবিমুখ আমার কোনদিনও ঘটে নাই। যে সময় আপনি নিজ প্রকটলীলা আবিষ্কার-দ্বারা কত সৌভাগ্যবানকে সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিতেছিলেন, তখন আমি [illegible] নিয়োজিত থাকিয়া [illegible] বোধে [illegible] অজ্ঞান, [illegible] নিশ্বাসের [illegible] জ্ঞাপন [illegible] হইয়া [illegible] শ্রবণ [illegible] নিজ-[illegible],—

[illegible]

[illegible] পাশে

[illegible] ॥

([illegible])

[illegible] একটা অট্টকাণ্ড [illegible] কেন, কিরূপে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি [illegible]

গাহন করিবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে প্রেমানন্দামৃত-ধারা বর্ষণ দ্বারা সঞ্জীবিত করিবার জন্য এবং অজ্ঞসাধারণ জগজ্জীবকেও কৃপাপূর্ব্বক নানামত-গ্রাহব্যাপ্ত সিদ্ধান্তসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া সংরক্ষণের জন্য যুগে যুগে তাঁহার আশ্রয়-বিগ্রহগণকে অবতারণ করাইয়া কোন কোন সময় স্বয়ংও নিজ রূপে অবতীর্ণ হন। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি জগজ্জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার মহাবদান্যলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া স্বয়ং এবং স্বীয় পার্ষদগণের দ্বারা জগজ্জীবকে নিজভজনমুদ্রা উপদেশ করিয়াছেন এবং তৎপরবর্ত্তিকালে তাঁহার অপ্রকটলীলাতেও নিজাশ্রিত জনে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহার শুদ্ধভক্তিপ্রচার-লীলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপাশক্তি স্বরূপ তদভিন্ন আশ্রয়-বিগ্রহগণ তাঁহার মনোহভীষ্ট সংস্থাপনার্থ মহাগুরুর-লীলা বিস্তার পূর্ব্বক অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মপর জনগণকে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া তাহাদিগকে ভগবৎ-ভাগবত-সেবায় রুচি প্রদান করেন, সেই রুচি গুরুদেবকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়া গুরুপাদপদ্মের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য-দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করে। তখন জীব সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া গুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া 'ত্যাগ' বা 'ভোগ' স্পৃহা পরিত্যাগে সমর্থ হন এবং নিত্যসেবানন্দ সেবা লাভের জন্য গুরুদেব কর্ত্তৃক প্রদর্শিত কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপথাবলম্বনে মায়িক রাজ্য হইতে বৈকুণ্ঠরাজ্যাভিমুখে অভিযান করিতে থাকেন। অন্যাভিলাষ-জ্ঞান কর্ম্মাদি-নির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপথই ভগবদ্রাজ্যে উপনীত হইবার সহজ সুপ্রশস্ত রাজপথ। ঐ পথেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-দ্বাপরের ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি ক্রিয়ায় পথ অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুই নবদ্বীপে নির্বিঘ্নে অনায়াসে উপনীত হইবার জন্য ঐ রাজপথের প্রথম সন্ধান প্রদান করেন, তদানুগত্যে অভিধেয় শুদ্ধভক্তির আচার্য্য-রূপে শ্রীরূপ, সম্বন্ধজ্ঞান ও বৈধভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীসনাতন, প্রয়োজন স্বরূপ রাগানুগা ভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীদাস রঘুনাথ, বৈধ ও রাগানুগ উভয়ভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীরূপানুগ শ্রীজীব, শ্রীভাগবতাচার্য্যরূপে শ্রীভট্ট রঘুনাথ, বৈষ্ণবদর্শন ও স্মৃত্যাচার্য্যরূপে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীনামসংকীর্ত্তন প্রচারের আচার্য্যরূপে শ্রীনিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদগণও সেই সন্ধান প্রদান করিয়া জীবপ্রতি করুণা বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীল ঠাকুর, বৃন্দাবন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যগণ প্রকটিত হইয়া শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট সংস্থাপন করিয়াছেন। তৎপরে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম পরমহংস শ্রীল জগন্নাথদাস, বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস-প্রমুখ শুদ্ধভজনানন্দি বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব-ভজনাদর্শ-দ্বারা শুদ্ধভক্তির প্রচার-কার্য্য করেন। অনন্তর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর কৃপা করিয়া তাঁহার নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত চিদ্বিলাস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তৎপ্রদর্শিত শুদ্ধ-কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপথের একাধারে আচার ও প্রচারের আচার্য্যরূপে জগতে প্রেরণ করেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিলীলা-ভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত বীরনগর (উলা) নামক পল্লীতে ৩৫২ গৌরাব্দে ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ ২রা সেপ্টেম্বর (১৮ই ভাদ্র) শ্রীনিত্যানন্দকৃপাপাত্র এক ভাগ্যবান্ পুরুষের বংশে শ্রীল ঠাকুর তাঁহার প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন।

শ্রীল ঠাকুর যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে-সময় ভারতের ধর্ম্মগগন শুদ্ধভক্তিবিরোধী নানা অসদ্মতবাদরূপ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ছিল। যে দু'একজন ভজনানন্দি বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা জগজ্জীবকে দেহমনোধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত, রুগোন্মুখ শ্রীভগবৎসেবা বিমুখ নামাপরাধশূন্য নিতান্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ দর্শন করিয়া অন্তরে দুঃখানুভব করিতেছিলেন আর কৃষ্ণপাদপদ্মে কোন শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাবসম্বন্ধে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। এমনসময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরবিহার জগতে আবির্ভূত হইয়া নামনাম, কৃষ্ণকাম ও নামাদির মহোৎসব-দীপনা শুদ্ধসেবা স্বীয় নিষ্কপট ভজনাদর্শ দ্বারা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম নিরপেক্ষভাবে বাস্তবসত্যের কথা উপলব্ধি বা তাঁহার প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিবার লোক অল্প হইলেও অতি অল্পকাল মধ্যে বহুলোক তৎকর্ত্তৃক [illegible] বাস্তবসত্যের বিজয়পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জগতে আবার শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, আবার শুদ্ধনামসংকীর্ত্তন-ঝঙ্কারে জগৎ প্লাবিত হইল।

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার প্লাবনে স্ত্রী বৃদ্ধ-বালক-যুবা-উত্তমাধম-নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত হইল। 'পরদুঃখ-দুঃখী' শ্রীল ঠাকুরের অদম্য উৎসাহে আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত নানাস্থানে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কথা প্রচারিত হইতেছে। সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কি আর অপর কেহ এমনভাবে কৃষ্ণনামপ্রবর্ত্তনে সমর্থ হয়? সুতরাং সারগ্রাহী সজ্জন ব্যতীত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহের মর্ম্ম আর কে বুঝিবে? নির্ম্মৎসর সারগ্রাহী সজ্জন-সমাজই ঠাকুরের জীবপ্রতি অপার করুণা-প্রকাশের কথা উপলব্ধি করিয়া আজ তাঁহার বিরহে সত্যসত্যই ব্যথা অনুভব করিতেছেন। মৎসর প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী অধার্ম্মিক বা ধর্ম্মধ্বজিদল সজ্জনোচিত সদ্গুণলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাহারা ঠাকুরের কোন সদ্গুণই স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য পাইতেছে না।

অল্পবুদ্ধি কলিহত জীবগণকে বেদ-বেদান্ত-পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য সহজ সরল ভাষায় উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত শ্রীল ঠাকুর মহাপ্রভুর কৃপাদেশে শতাধিক গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের তাদৃশ প্রচার ছিল না, কচিৎ কেহ এই সকল গ্রন্থের আলোচনা করিতেন। ঐ ঠাকুরের কৃপায় ঐসকল গ্রন্থের প্রচার অসামান্যরূপে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ঠাকুর তাঁহার 'সজ্জন-তোষণী' নাম্নী সাময়িক পত্রিকা প্রচারের মধ্য দিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ। সিদ্ধান্ত সম্বলিত বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় [illegible] সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার-পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতার্ক-মরীচিমালা, শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতপ্রবাহভাষ্য সম্বলিত বিশুদ্ধ সংস্করণ, জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, ভজনরহস্য, শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, গীতার রসিকরঞ্জন ভাষাভাষ্য, ঈশোপনিষদ্ভাষ্য, হরিনামচিন্তামণি, শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়সূত্র, নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, নবদ্বীপভাবতরঙ্গ, ত্রিদণ্ডিস্বামী প্রবোধানন্দরচিত নবদ্বীপশতকের পদ্যানুবাদ, শ্রীনবদ্বীপধামের প্রমাণ-খণ্ড, শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্র প্রভৃতি এবং ইংরাজী ভাষায় রচিত Life & Precepts of Mahaprabhu, The Bhagabat, its Philosophy etc. প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ তাঁহার জীবপ্রতি অহৈতুকী কৃপা বিস্তারের কথা নিত্যকাল বিঘোষিত করিবে।

শ্রীল ঠাকুরই নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের কথা তাঁহার হরিনামচিন্তামণিগ্রন্থে বিশেষভাবে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণন পূর্ব্বক জগজ্জীবকে অপরাধ বা আভাস-শূন্য শুদ্ধনামগ্রহণের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটস্থলী মহাযোগ-পীঠ শ্রীধাম মায়াপুর প্রাকৃত দর্শনের বিষয়ীভূত না হইলেও প্রাকৃতজনগণ তাঁহাদের প্রাকৃত নেত্রমাত্রকে সম্বল করিয়া তদ্দ্বারা ভগবদভিন্ন অপ্রাকৃত শ্রীধামতত্ত্ব দর্শনের ধৃষ্টতা করিলে তৎসম্বন্ধে নানারূপ বিবদমান মতবাদ সৃষ্টি হইতে থাকায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণা-ক্রমে শ্রীল ঠাকুরই তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনে শ্রীধাম মায়াপুরের প্রকৃত অবস্থান নিরূপণ করেন। ইংরাজী ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ২রা মাঘ রবিবার এতৎসম্বন্ধে কৃষ্ণনগর এ, ভি স্কুলে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উহাই শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার প্রথম অধিবেশন। তথায় সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল ঠাকুরের কৃপায় সকলেই শ্রীধাম মায়াপুরই যে মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান, তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। ঐ বৎসর ৮ই চৈত্র শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ামূর্ত্তি-মহাসমারোহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রীল ঠাকুর পুরুষোত্তমক্ষেত্রে 'ভক্তিকুটী' নামক ভজনস্থলী প্রকট করিয়া তথায় অনেকদিন ভজন করেন। তথায় থাকা কালে ঠাকুর পঞ্চবর্ষাধিক কাল শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা পরিচালনা, মুক্তিমণ্ডপের বিপরীত উত্তরপার্শ্বে 'ভক্তিমণ্ডপ' সংস্থাপন, সারদামঠের জনৈক নির্বিশেষবাদীর শ্রীনীলাচলনাথের নিকট উপস্থাপিত কুকুর পুনঃস্থাপন-প্রস্তাবের অননুমোদন, বহু প্রাচীনগ্রন্থ প্রচার, সদগ্রন্থ প্রণয়ন, আঠারনালা প্রভৃতি [illegible] প্রভৃতি বহু সেবা কার্য্য করেন। [illegible] ও গৌড়মণ্ডলের নানাস্থানে [illegible] মুখে নামামৃত সেবাকার্য্য [illegible] অম্বালায় তিনি [illegible] নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত [illegible] 'স্বানন্দসুখদকুঞ্জ' নামক স্বীয় ভজনস্থলী [illegible] করেন। [illegible] প্রাপঞ্চিক [illegible] ১৩২১ [illegible] স্বরূপ প্রবেশ পূর্ব্বক ১৩২১ [illegible] জুন ১৯ [illegible] শ্রীশ্রীগদাধর [illegible] ভক্তিবিনোদ [illegible] [illegible] বিষয়সম্বলিত [illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[illegible] পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ [illegible] তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে [illegible] থাকায় আগামী সোমবার দিন [illegible] প্রকাশ প্রকাশিত হইবে না।

"শ্রীধাম"
দৈনিক— নবদ্বীপ
Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ১৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৩তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১শে আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩৯ ৫ইজুলাই ১৯৩২

নানা কথা

জেলে পণ্ডিত জহরলাল

২৮শে জুন দেরাডুন হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর শরীরের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ এখনও কোন পাকা খবর দিতেছেন নাই। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, পণ্ডিতজী বেশ ভালই আছেন। তাঁহার কি কোন বিশেষ অসুখ করিয়াছে ? তাঁহার শরীর কি ক্ষয় রোগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে ? সরকারের নিকট এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রার্থনীয় নেহরুজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা যে সব গুজব রটিয়াছে, সরকার এই বিষয়ে ইস্তাহার প্রকাশ করিলে, সেগুলা বন্ধ হইয়া যায় এবং জনরবের ফলে লোকের প্রাণে যে উদ্বেগ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহাও কাটিয়া যায়।

প্রকাশ পণ্ডিত জহরলাল ও তাঁহার সঙ্গী —পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও কায়াণোর আনন্দ সিংকে পুরাতন জেলে রাখা হয়। উহা প্রায় গুদামরূপেই ব্যবহৃত হয় এবং এ শ্রেণীর বন্দীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এ শ্রেণীর কয়েদীদিগকে জিলা জেলে য়ুরোপীয়দের ওয়ার্ডে রাখা হইত। তথায় কেবল ২ জন কয়েদী থাকিত। একজন য়ুরোপীয় কয়েদী বর্ত্তমানে তথায় আছে। তবে এই য়ুরোপীয় ওয়ার্ডের আর এক প্রস্থ ঘরে নাকি কোন লোক নাই। কিন্তু ওয়ার্ডটী খালী জায়গায়, সম্মুখেই সাধারণের রাজপথ, সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ তথায় জহরলালজী প্রভৃতিকে রাখা সুবিধাজনক মনে করেন না।

জেলে পণ্ডিত জহরলাল

চিঠির মধ্যে বিস্ফোরণ

শ্রীযুত সুভাষ বসুর পত্র

কমন্স সভায় অর্থসচিবের ঘোষণা

সর্দ্দা আইনের মামলা

যুবকের শোচনীয় আত্মহত্যা

জনৈক ফিরিঙ্গীর দ্বীপান্তর

ম্যাজিষ্ট্রেটের রিভলভার চুরী

তত্যাশ্চর্য্য সমাচার

জননী কর্ত্তৃক সন্তান হত্যা

রামনগরে সশস্ত্র ডাকাতি

শ্রীযুত সুভাষ বসুর পত্র

"গত ১০ দিন বা তাহারও অধিক দিন যাবৎ আমরা পরিত্যক্ত অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছি। এই সময়ে বাহির হইতে আমরাও কোনও সংবাদ পাই নাই। পূর্ব্বে যখন এখানে চিঠি পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিয়ম ছিল, তখন আমরা যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে চিঠিপত্র পাইতাম। কিন্তু এক্ষণে আমাদের নামীয় যাবতীয় চিঠিপত্র পরীক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরিত হয় ফলে যাহা হইবার তাহা প্রারম্ভে ব্যক্ত করিয়াছি। দেখা যাউক ইহার পরিণতি কি হয়। এখান হইতে যতগুলি চিঠি আমি অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছি তাহার কতগুলি মালিকের হস্তে পৌঁছিয়াছে তাহা স্থির করিয়া বলিবার আমার উপায় নাই। আমার শরীরের অবস্থা পূর্ব্বরূপ রহিয়াছে। যকৃৎ ও কটিদেশে এখনও বেদনা অনুভব করিয়া থাকি। আমার দেহের বর্ত্তমান ওজন ১৪০ পাউণ্ড। কারাগারে প্রবেশকালে ওজন ১৮২ পাউণ্ড ছিল। সুতরাং মোট ৪২ পাউণ্ড ওজন হ্রাস পাইয়াছে।

সর্দ্দা আইনের মামলা

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত পাটনা গ্রামের শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন পাত্র ক্ষীরোদ জানা ও অন্যান্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক মামলা রুজু করিয়াছেন। ইহাই এ অঞ্চলে সর্দ্দা আইন ঘটিত প্রথম মামলা।

প্রকাশ, গত ২৫শে জুন আসামী ক্ষীরোদের এক পুত্রের সহিত অপর আসামী ভূষণ দাসের ৮ বৎসর বয়স্কা এক কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। বাদী ও প্রতিবেশীগণ এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও, আসামীগণ কর্ণপাত করে নাই।

অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাদীকে শপথ গ্রহণ করাইয়া, তাহার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন এবং আদালতে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে বলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	যশোহর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসুন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হোমযোগবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) গৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানে দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপঙ্কজকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দরানন্দ [illegible] এম, এ, বি, এল, সহকারী শ্রী[illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব [illegible] প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রসাদ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পাঞ্জাবীর পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথিড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৭ই বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ২১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৫ই জুলাই ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ১০৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩রা জুলাই রবিবারে শুদ্ধাভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে, যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে ও অন্যান্য মঠাদিতে এবং শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তবৃন্দ অরুণোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই গুরুগৌরাঙ্গ জয়ধ্বনি সহকারে উচ্চসংকীর্ত্তনে মঠ প্রাঙ্গণ মুখরিত করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ ঈশানদাস অধিকারী ভক্তিবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ-বিনোদ ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ নন্দদুলাল দাসাধিকারী প্রমুখ বহু ভক্ত এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে গমন করত পরমহংস ঠাকুরের সমাধিমন্দির পরিক্রমান্তে বহুক্ষণ হরি-কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবা-কোদণ্ডপ্রভু প্রমুখ কতিপয় ভক্ত পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কীর্ত্তনান্তে উক্ত দিবসের শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ও শ্রীগৌড়ীয় হইতে ভক্তবিরহকাতর ভক্ত-গণের লিখিত বিজ্ঞপ্তি ও দৈন্যোক্তি-সূচক প্রবন্ধাদি সমাধিসমক্ষে পাঠ করা হয়। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরমভাগবত পরীক্ষিত মহারাজের প্রতি ব্রহ্মশাপের বিষয় ও তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য শ্রৌতপন্থায় কীর্ত্তন করিয়া ভক্তানন্দবর্দ্ধন করেন।

পরীক্ষিত মহারাজ মহাভাগবত হইয়া নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধাপ্রযুক্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মুনির অবমাননা কেন করিলেন, বৈষ্ণবের ব্যবহার জানিতে অসমর্থ বদ্ধজীব আমাদের এরূপ ধরণের প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের লীলা নিজে না বুঝয়, অন্য পরে কা কথা।

তিনি যদি তৃষ্ণায় কাতর হইয়াই মুনিকে অবমাননা করিতেন তাহা হইলে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর পরম ভাগবত পরীক্ষিত মহারাজ জলবিন্দু গ্রহণ না করিয়া সাতদিন প্রায়োপবেশন করিতেন না। ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে এই লীলা বদ্ধ জীবগণের মঙ্গলের জন্যই লীলাময় ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত। বদ্ধজীব আমরা আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ সেই জন্যই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা লোকলোচনে আচারমুখে প্রচারার্থ নিত্যমুক্ত বৈষ্ণবপ্রবর পরীক্ষিত মহারাজের এই শাপগ্রহণ-রূপ লীলাভিনয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে কখন গ্রাস করিবে তাহার স্থিরতা নাই, অতএব মুমূর্ষু জীবের একমাত্র কৃত্যই যে সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ ও সর্ব্বক্ষণ হরিস্মরণ, এই কথা জগজ্জীবকে জানাইবার জন্য এই লীলা-ভিনয় করিয়া পরীক্ষিত মহারাজ পরম ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তদীয় শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা-মন্দাকিনীই শ্রীমদ্-ভাগবতরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

পাঠান্তে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তগণ গুরুবৈষ্ণবের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

মান্দ্রাজদেশের প্রচার-বার্ত্তা

১লা জুন (১৯৩২) অপরাহ্নে উতকা-মণ্ড শৈলস্থ 'রেঙ্গাভিলায়' টোরফ্ বোর্ডের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সুশীল-কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করিয়া রাত্রে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ (বি-এ) প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে খোল-করতালাদি-সহ গুরুগৌর-বিহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন

২রা জুন (১৯৩২) অপরাহ্ণ ৪ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্য, ভূমিকা লিখাইবার কালে শ্রীল প্রভুপাদ "অন্তর্যামী" এবং তৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ও আত্মজীবনের অনেক ঘটনা ব্যক্ত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের প্রথম চরণের 'উপাদান' ও দ্বিতীয় চরণের 'নিমিত্ত' কারণত্ব-বিচার প্রদর্শন করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উতকামণ্ডে শুভ-বিজয়-বার্ত্তা স্থানীয় ইংরেজী সাপ্তাহিক "The-South of India Observer এবং মান্দ্রাজের "Hindu" প্রভৃতি দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৫ই জুন (১৯৩২) রবিবার অপরাহ্নে মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক বাগ্মীবর পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ উতকামণ্ডের একটী সিবাঙ্গম্ পিকচার প্যালেস নামক প্রসিদ্ধ স্থানে "The place of Riches in life" (মানব-জীবনে অর্থের স্থান) সম্বন্ধে একটি সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ সরকারের প্রধান মন্ত্রী অনারেবল দেওয়ান বাহাদুর মহারাজ বা, শ্রী রাজমান্য বি, মুনিস্বামী নাইডু গারু এম, এল, সি এই সভার সভাপতিত্ব করিবার সুযোগে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বিশ্বগ্রাসী অর্থ ও অর্থের অসদ্ ব্যবহারের দিনে ভোগী, ত্যাগী ও কপট-ভক্তসমাজের নানা প্রকার তাণ্ডবের মধ্যে কিরূপে প্রকৃত পরমার্থ-লাভ সম্ভব, তাহা স্বামিজী শ্রৌতপথে প্রদর্শন করেন

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের প্রাগ্ ইতিহাস

শ্রীবৃন্দাবনে তখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর একমাত্র আচার্য্যরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু অনেক অনুসন্ধানে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পাদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ তাঁহার সবিশেষ পরিচয় লাভে ও বিদ্যাপ্রতিভা দর্শনে বিশেষ প্রীত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে নিজের আশ্রমে রাখিয়া যাবতীয় গোস্বামী-শাস্ত্র, গীতা ও ভাগবতাদি গ্রন্থ তাঁহার কৃত টীকাসহ অধ্যয়ন করাইয়া তত্তৎ-বিষয়ে বিশেষ পারঙ্গত করাইলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৬৩৭।৩৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত প্রকট ছিলেন

বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে, জয়পুরের মহারাজা ২য় জয়সিংহ, গলতা উপত্যকার রামানন্দী বৈষ্ণবগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে বিচারে আহ্বান করিয়াছেন এবং রাধাগোবিন্দের উপাসনা শাস্ত্র-সিদ্ধ নহে এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের শ্রীবিগ্রহ-সেবায় অধিকার নাই প্রভৃতি বলিয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, এই সমুদয় ঘটনা উল্লেখ পূর্ব্বক, আচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট এক অশ্বারোহী পত্রবাহক প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে পত্রবাহকের সহিত আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁহার আসিবার জন্য একটী পৃথক্ অশ্বও প্রেরিত হয়, কিন্তু শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের তখন অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থা তাই তিনি স্বয়ং জয়পুর যাইতে সমর্থ না হওয়ায় তদীয় শিষ্যপ্রবর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে সাবশেষ উপদেশাদি দিয়া প্রেরিত পত্রবাহকের সহিত জয়পুরে প্রেরণ করেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে ইহা একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন; এই ঘটনা ১৬২৮ শকাব্দে হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুকে জয়পুরের বিচার-সভায় প্রেরণ না করিলে হয়ত আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস অন্য প্রকারে লিখিত হইত।

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য জ্ঞানে সুদারিদ্র্য [illegible] এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী প্রধানতঃ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামক জনৈক মায়াবাদী, তাঁহার রচিত 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর জয়পুর আগমনে মহারাজ ২য় জয়সিংহ অত্যন্ত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বিচার-সভা আহূত হইল। রামানন্দিগণ বিদ্যাভূষণ প্রভুকে, তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে তিনি নিজেকে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দান করেন।

ইহাতে রামানন্দী বৈষ্ণবগণ বলেন যে, আমরা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলিয়া কোন সম্প্রদায়ের নাম অদ্যাবধি শ্রবণ করি নাই, সে যাহা হউক, যদি এরূপ কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্য থাকিবে, সুতরাং আপনাদিগকে কোন সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিবার পূর্ব্বে আপনাদের সম্প্রদায়াচার্য্যের ভাষ্য দেখিতে চাই এবং তৎপরে আপনাদের সহিত অন্যান্য বিচার চলিবে।

মহারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ তখন বিদ্যাভূষণ প্রভুকে এসম্বন্ধে তাঁহার কি কর্ত্তব্য আছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য অবশ্যই আছে, কিন্তু উহা তিনি সঙ্গে লইয়া আসেন নাই, উক্ত ভাষ্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনয়ন করিতে একমাসের কিঞ্চিদধিক সময় লাগিবে। তদনুসারে মহারাজ জয়সিংহ বিচার-সভার দিন মাসাধিক কাল পিছাইয়া দেন।

এদিকে বিদ্যাভূষণ প্রভু বিশেষ সমস্যায় পড়িলেন। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র বেদান্ত-ভাষ্য বাস্তবিকই ছিল না (তাহার কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে)। তিনি সেই দিবস সন্ধ্যাকালে শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরে গমন পূর্ব্বক, শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীপাদপদ্মে বেদান্তভাষ্য রচনা করিবার আদেশ ও শক্তি প্রার্থনা করিতে প্রণত হইলেন. এদিকে শ্রীগোবিন্দজীর গলদেশ [illegible] পুষ্পমাল্য আজ্ঞা আশীর্ব্বাদরূপে বিদ্যাভূষণ প্রভুর মস্তকে পতিত হইল, সেবকগণ আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আশীর্ব্বাদমাল্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি অনাবিল চিত্তে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মানসে দীক্ষাগুরু শ্রীল রাধাদামোদর প্রভু ও শিক্ষাগুরু শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। রাত্রে তাঁহার ভাল নিদ্রাকর্ষণ হইল না, তন্দ্রাবস্থ আছেন এমন সময় তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "বলদেব তুমি চিন্তান্বিত হইও না, আমি আজ্ঞা দিতেছি তুমি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কর তাহাতেই ব্যাসের হৃদগত অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে।'

(ক্রমশঃ)

ঠাকুর হরিদাসের আশীর্ব্বাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০১ সংখ্যার পর)

বন্দিগণের প্রতি শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আশীর্ব্বাদ মাদৃশ ভবকারারুদ্ধ জীবমাত্রেরই নিত্য কাঙ্ক্ষণীয়—নিত্য বরণীয়—নিত্য শিরোধার্য্য। আমাদের ইহজন্মেরই হউক, অথবা গত জন্মের পুঞ্জীভূত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-ফলে শ্রীভগবদিচ্ছায় শ্রীভগবানের নিজজনগণ আমাদিগের কৃষ্ণবিমুখতা-জন্য দুর্দ্দশা-দর্শনে কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের সুদুর্লভ সঙ্গ দান করিলে, সেই সঙ্গ-প্রভাবে সাধুর ভজনানন্দময় আদর্শ জীবন দর্শনে আমাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বিবিধ দুঃখদাবাগ্নিপ্রপীড়িত ঘৃণিত জীবনের প্রতি একটা ধিক্কার আসে এবং অনুশোচনার উদয় হয়, তৎফলে হৃদয় নির্ম্মল হইতে থাকে ও সাধুজীবন যাপনের জন্য লোভ হয়; তাহাতে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি জন্মিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করিবার ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাটী সাধুসঙ্গে পরিপুষ্ট হইয়া যাহাতে ক্রমশঃ বলবতী হয়, তজ্জন্য নিষ্কিঞ্চন পরদুঃখদুঃখী অহৈতুক কৃপাময় সাধুগণ আমাদিগকে ভক্তি প্রতিকূল বিষয়ের মধ্যে যাইতে বারম্বার নিষেধ করেন

মহাভাগবতের দর্শন-মাত্রে অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিরসময় হইয়া উঠে, মুখে আপনা হইতেই হরিনাম নৃত্য করিতে থাকেন। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে 'ওঝা' আসিয়া উপস্থিত হইলে যেমন সেই ব্যক্তির স্কন্ধ হইতে ভূত আপনা হইতেই পলায়ন করিতে বাধ্য হয় এবং সেই ব্যক্তি তখন প্রকৃতিস্থ হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের কোন নিজজন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মায়াপিশাচী তৎকালে আমাদের প্রতি আর কোন প্রভাববিস্তারে সমর্থা হয় না, আমাদের তখন সাধুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, আমরা ভক্তিময় জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হইয়া তখনই সংসার ত্যাগের জন্য কৃতসংকল্প হই; সাধুরা আমাদের সেইরূপ মতির প্রশংসা করিলেও যাহাতে তাহা পুনরায় কোন সঙ্গদোষ না পাইয়া স্থায়ী হয়, তজ্জন্য হঠাৎ কোন অবস্থা পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী [illegible] না, যে যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই স্থির হইয়া তাঁহাদের পরামর্শমত কৃষ্ণচিন্তা করিতে বলেন। "কৃষ্ণ আমার বস্তু, আমিও কৃষ্ণের বস্তু, কৃষ্ণভজনই আমার আত্মার নিত্যবৃত্তি"—এই জ্ঞানটী কৃষ্ণচিন্তাফলে পরিপক্ব হইলে তখন কোন অবস্থান্তর গ্রহণ আমাদের পক্ষে ভয়াবহ হয় না।

কোন্ স্থানে কি অবস্থায় থাকিলে আমাদের কৃষ্ণচিন্তা প্রবল হইতে পারে, তাহা পরিণামদর্শী সাধুগণই উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান বিচারে নিতান্ত দুঃখপ্রদ বলিয়া মনে হইলেও তাহাকেই ভক্ত্যনুকূল স্থান বা অবস্থা জ্ঞান করিতে হইবে। নিজের ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট মনকে বিচারক ভাবিয়া তাহার নির্দ্দেশ-মত অনুকূল-প্রতিকূল বিচারে প্রবৃত্ত হইলে "উল্টা বুঝিলি রাম" ন্যায়ানুসারে কৃষ্ণচিন্তার পরিবর্ত্তে বিষয় চিন্তাই প্রবল হইবে।

ঠাকুর হরিদাস বন্দিগণকে কহিলেন,—"এখন তোমরা কারারুদ্ধ আছ, ইন্দ্রিয়গণকে যথেচ্ছাচালনে অসামর্থ্য হেতুই বল, আর যে কারণেই বল, তোমাদের পরহিংসা পরপীড়নাদি দুষ্কর্ম্ম এখন নাই, কারাবাস-জন্য সকলেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, এমন সময় কৃষ্ণ তোমাদিগকে কৃপা করিয়া যে তাঁহার চিন্তা তোমাদিগের হৃদয়ে উদয় করাইয়াছেন, ইহা তোমাদের অনেক জন্মের সুকৃতির ফল। এখন দিনকয়েক এইরূপ আর্ত্তির সহিত কৃষ্ণচিন্তা ও কৃষ্ণনাম করিতে থাকে, ক্রমে তোমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণানুরাগ বদ্ধমূল হইলে তখন বিষয়ের মধ্যে গিয়া পড়িলেও বিষয় তোমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না; নতুবা এখন কোমলশ্রদ্ধাবস্থায় তোমরা যে ভক্তিচেষ্টা দেখাইতেছ, বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িলে পুনরায় দুষ্টসঙ্গে পড়িয়া তাহা সমস্তই বিস্মৃত হইবে। দেখ, বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়। বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥ বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল। স্ত্রীপুত্র—মায়াজাল, এই সব কাল॥" যে চিত্ত এখন সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া কৃষ্ণভজনের ইচ্ছা করিতেছে, সেই চিত্তই আবার কোন না কোন প্রকারে বিষয়ের সংস্পর্শ পাইলেই মলিন হইয়া পড়িবে, মলিন মন হইলে তদ্দ্বারা আর কৃষ্ণভজন সম্ভব হইবে না, যেহেতু অন্যাভিলাষিতাশূন্য-কর্ম্ম-জ্ঞানাদ্যনাবৃত শুদ্ধমনেই বৃন্দাবনের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহাতেই বৃন্দাবনচন্দ্র তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা বন্দি থাক, এরূপ আশীর্ব্বাদ আমি করিতেছি না, তবে বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশ হরিনাম কর—ইহাই আমার আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণই তোমাদের সুবিধাসুবিধা বুঝিয়া যেখানে রাখিলে সুবিধা হয় রাখিবেন।"

(ক্রমশঃ)

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, নাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিনয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্ষ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, বাক্যের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রী শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড— শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-ভুক্ত জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নানা গোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত দর্শিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ／৲০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে যত্ন সহকারে সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তকখানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুমূত্রের পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অ... অ মহৌষধ

সকঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের সমাপ যখন ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁচটা ।।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অৰ্দ্ধকলম ৩।০ সকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩ বৎসর ম্যাদী স্থির আমানত শতকরা বার্ষিক		৯।৵
২		৮।।০
১		৮৲
৬ মাস		৭।।০
৩		৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে	,, ,,	৪।।৵০
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক	,,	৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট্ পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করা।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ১৬৩৬

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকা

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আমার পাথেয় খরচ (যাতায়াত এবং আহার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাঠী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভাক্তকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রামনগরে সশস্ত্র ডাকাতি

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, রামনগর থানার সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে শ্রীযুত কালিচন্দ্র মজুমদারের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার নামে এক ব্যক্তিকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। মজুমদারের গৃহে পুলিস খানাতল্লাস করে। গত ২৯শে জুন এই সম্পর্কে আরও কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মহকুমা হাকিম জ্ঞানচন্দ্র মজুমদারকে জামিনে মুক্তি দিয়াছেন।

কয়েকটী ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস হরেন্দ্রচন্দ্র সরকার নামে এক ব্যক্তিকে খোঁজ করিতেছিল। সে স্থানীয় পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহাকে স্থানীয় জেলে আটক রাখা হইয়াছে। তাহার খুড়া এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকেও পুলিস এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

জনৈক ফিরিঙ্গীর দ্বীপান্তর

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, দলেশ্বাম নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অভিযোগে টম জর্জ নামক জনৈক ফিরিঙ্গী ও তাহার ভৃত্য কাল্লান যাব-জ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আজমীরে তাহাদের বিচার হইয়াছিল। প্রকাশ, নিহত ব্যক্তি জনৈক নিরুদ্দিষ্ট বালককে উক্ত ফিরিঙ্গী আটক করিয়া রাখিয়াছে জানিয়া অবিলম্বে বালকের মুক্তির দাবী করে। ইহাতে প্রথমে উভয় পক্ষে বচসা এবং পরে মারামারি আরম্ভ হইয়াছিল। আসামী টম জর্জ খামের গলা কাটিয়া ফেলে এবং পরে মৃতদেহটী একটী বড় লোহার বাক্সে পুরিয়া জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

জননী কর্ত্তৃক সন্তান হত্যা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ সীতা নাম্নী একটি নারীর প্রতি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। সীতা তাহার নবজাত শিশুর হত্যার সংস্রবে অভিযুক্তা হয়। মৈনী নামক এক ব্যক্তিও হত্যা সংস্রবে অভিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাকে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, সীতার স্বামী সীতাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সীতা একটি সন্তান প্রসব করে এবং পরে সে নবজাত শিশুকে হত্যা করে। বিচারকের দণ্ডাদেশ শুনিয়া সীতা ক্রন্দন করিতে থাকে।

কমন্স সভায় অর্থ সচিবের ঘোষণা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বাৎসরিক শতকরা ৩ মুদ্রা সুদের ২ শত কোটি ষ্টার্লিং স্বর্ণ মুদ্রা ঋণের ভিন্ন রূপ ব্যবস্থা করার বিস্তৃত বিবরণ অর্থসচিব মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ৩০শে জুন কমন্স সভায় প্রকাশ করেন। আর্থিক ব্যবস্থার এরূপ বিরাট পরিবর্ত্তন ইতিহাসে বিরল। বর্ত্তমান বৎসর শেষ হইতে উক্ত ২ শত কোটি ষ্টার্লিং স্বর্ণ মুদ্রার ঋণের সুদ শতকরা সাড়ে তিন মুদ্রা করিয়া প্রদান করা হইবে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি উক্ত ঋণের অর্থ পরিশোধ করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইবেন, আগামী ১লা ডিসেম্বর সমতুল্য মূল্যের নগদ অর্থ তাঁহাদিগকে প্রদান করা হইবে। আর যাহারা শতকরা পাঁচ মুদ্রা হারে সুদের ঋণ শতকরা সাড়ে তিন মুদ্রা হারে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেন, তাঁহারা শতকরা এক মুদ্রা হিসাবে বোনাস নগদ পাইবেন। এইরূপে পরিবর্ত্তিত উক্ত নূতন ঋণের অর্থ আগামী ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে পরিশোধযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নূতন ব্যবস্থায় ফলে রাজ-কোষে বাৎসরিক ৩ কোটি ষ্টার্লিং স্বর্ণ মুদ্রা আয় হইবে।

কাবুলে ভীষণ কাণ্ড

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, সংপ্রতি কাবুলের দুর্গের মধ্যে একটা ভীষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একটা বাক্সের মধ্যে কতকগুলি কার্ত্তুজ ও একটা ডিনামাইট ছিল। হঠাৎ তাহা ফাটিয়া যাওয়ায় ৪ জন লোক হত ও ৫ জন লোক আহত হইয়াছে; যে ঘরের মধ্যে ইহা ছিল সেই ঘরের ছাদ ও দেওয়াল পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়াছে।

তমলুকে ডাকাতি

তমলুক হইতে প্রকাশ, তমলুক সহরের প্রায় ৫ মাইল দূরবর্ত্তী জয়কৃষ্ণপুরের শ্রীযুত শ্রীপতি মাইতি ও পরলোকগত ব্রজ মাইতির বাটীতে সম্প্রতি একটী ডাকাতি হইয়াছে। প্রকাশ, দস্যুগণ লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া প্রচুর দ্রব্য লইয়া গিয়াছে। কত টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। এ পর্য্যন্ত উক্ত ডাকাতির সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মৃত্যুকবলে দম্পতি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ওয়েষ্ট এণ্ড হোটেলে একটী পুরুষ ও একটী রমণীকে গুলীর আঘাতে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। পুরুষটি একজন সৈনিক পুরুষ, ভারতে সৈন্যদলে কার্য্য করিত। যে দিন মৃতাবস্থায় উহাকে পাওয়া গিয়াছিল, সেই দিনই তাহার ভারতে রওনা হইবার কথা ছিল। রমণী তাহার স্ত্রী, নাম মিস হেলেন ডায়ামণ্ড। মৃত সৈনিক পুরুষের নাম ক্যাপ্টেন ব্লকলি।

গত ২৪শে জুন এই ঘটনা ঘটে। তারপর আদালতে উহার বিচার হয়। বিচারে জুরীরা বলিয়াছেন, "ক্যাপ্টেন ব্লকলিই হেলেন ডায়ামণ্ডকে গুলী করিয়া অপ্রকৃতিস্থ চিত্তে আত্মহত্যা করিয়াছে।"

আর একটি তদন্তে প্রকাশ, ক্যাপ্টেন ব্লকলির প্রথম পরিণীতা পত্নী এখনও বর্ত্তমান। রমণী স্বামীর নিকট ছাড়পত্র পাইয়া ইষ্টবোর্ণে মাতৃগৃহে বাস করিতেছে। মিস হেলেন ডায়ামণ্ডের সহিত ক্যাপ্টেন ব্লকলির গ্লাসগো সহরে বিবাহ হইয়াছিল। দুই জনেই যখন একযোগে মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছে, তখন গুলী করিবার ঠিক কারণ নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে।

চিঠির মধ্যে বিস্ফোরণ

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, পুরাতন দিল্লীর জেনারেল পোষ্ট অফিস হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে চিঠিতে শীলমোহর করিবার কালে তথায় জনৈক পিয়নের হাত পুড়িয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ভোরের ডাকে প্রাপ্ত চিঠির উপরে উক্ত পিয়ন শীল মারিতেছিল। এই সময়ে একখানি চিঠি হইতে বন্দুকের গুলীর শব্দের ন্যায় শব্দ উত্থিত হয় এবং উক্ত চিঠি হইতে আগুন ও ধূম নির্গত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পিয়নের সার্ট আগুনে পুড়িয়া যায়। পিয়ন অবিলম্বে চিঠিখানি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া উহার আগুন নিভাইয়া দেয়।

খুব সম্ভব চিঠির মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল এবং শীলমোহরের আঘাতে উহাতে শীঘ্রই আগুন জ্বলিয়া উঠে।

কিছুদিন পূর্ব্বে জেনারেল পোষ্ট অফিস হইতে এইরূপ আর একটী দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। পুলিস তদন্ত করিতেছে।

যুবকের শোচনীয় আত্মহত্যা

কিষণগঞ্জ হইতে প্রকাশ,(পূর্ণিয়া) সম্প্রতি বিজয়হরি দাস গুপ্ত নামক স্থানীয় জনৈক যুবক আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করি-য়াছে। প্রকাশ, ঠাকুরগঞ্জে তাহার একখানি আবগারী দোকান আছে। সেই দোকানের আয়ের সাহায্যে তাহাকে তাহার সংসার চালাইতে হয়। এই বৎসর তাহাকে লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই বলিয়াই নাকি সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

স্ত্রীকে হত্যা করায় আসামীর ২ বৎসর কারাদণ্ড

চুঁচুড়ার সাব জজ শ্রীযুত এস, মুখো-পাধ্যায় জগৎপাড়া থানার অন্তর্গত শুনগরের ভোপনা নামে এক ব্যক্তিকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ভোপনা তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে একদিন মধ্য রাত্রে হত্যা করে এবং নিজেও আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয় না, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইলে সে সেখানে ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করে।

আসামী নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছিল।

অত্যাশ্চর্য্য সমাচার

মেদিনীপুরের চৌধুরী মথুরাপ্রসাদের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তাহার আত্মীয়-স্বজন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তাহার মৃতদেহ যখন শ্মশানঘাটের দিকে লইয়া যাইতে উদ্যত হয়, তখন তাহার স্ত্রী সেই শব জড়াইয়া ধরিয়া বলে, আমি কিছুতেই উহা স্থানান্তরিত হইতে দিব না। আমাকেও এক সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। তারপর কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই দেখা যায় যে, স্বামীর পার্শ্বেই স্ত্রীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার জীবন প্রদীপও নিবিয়া গিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে ঐ স্থানে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সতীসাধ্বীকে একবার দেখিবার জন্য, বহু দূর হইতেও সেখানে অনেক লোকের সমাগম হয়।

অতঃপর স্বামী স্ত্রীকে একই শ্মশানে দাহ করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের রিভলভার চুরি

নালফামারি হইতে প্রকাশ, সৈয়দপুর ডাকবাঙ্গলো হইতে নালফামারির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত কে, মিত্রের একটি রিভলভার হারাইয়া গিয়াছে। এ সম্পর্কে তাঁহার আর্দ্দালী ও মোটর গাড়ীর চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দৈনিক— ———

"শ্রীধাম"
সংবাদ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ-কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৷
নগদ
সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২২শে আষাঢ় বুধবার ১৩৩৯ ৬ই জুলাই ১৯৩২

চাঁদপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

সার স্যামুয়েল হোরের ঘোষণা

বালিকার অদ্ভুত সাহস

১৬ জন ডাকাত দণ্ডিত

মহিলার আত্মহত্যা

জেরুজালেমে দস্যুর উপদ্রব

দুই জাহাজে সংঘর্ষ

ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত জলপ্লাবন

গ্রামবাসী ও ডাকাতে সংঘর্ষ

নানা কথা

চাঁদপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, চাঁদপুর সহরের প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র পুরাণ-বাজার অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হইয়াছে। উহাতে কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই।

গত ৩রা জুলাই ৩ টার সময়ে আগুন লাগে উহার ফলে সমস্ত দোকান ঘর ও মজুত মাল ভস্মীভূত হয়; কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

———

বালিকার অদ্ভুত সাহস

লণ্ডনের একটী ১৬ বৎসর বয়স্কা বালিকা এরোপ্লেনে চড়িয়া ৭ দিনে লণ্ডন হইতে অষ্ট্রেলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি ১৩ বৎসর বয়স হইতেই আকাশে উড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া তাঁহার জন্য একটী পুসমথ এরোপ্লেন ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

১৭ বৎসর বয়স না হইলে কাহাকেও এরোপ্লেন চালাইবার লাইসেন্স দেওয়া হয় না। এই বালিকার বয়স যদিও এখনো ১৭ বৎসর হয় নাই, তথাপি একজন অভিজ্ঞ লোক সঙ্গে থাকিলে তাঁহাকে এ্যারোপ্লেন চালাইতে দেওয়া হয়।

আগামী জানুয়ারী মাসে তাঁহার ১৭ বৎসর পদার্পণ করিবার কথা। তিনি আগামী সেপ্টেম্বর অথবা জানুয়ারীতেই যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যাওয়ার পথে রোম, এথেন্স, বুসারাজ, করাচি হইতে তিনি ভারতবর্ষের উপর দিয়া সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যাইবেন।

দুই জাহাজে সংঘর্ষ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১লা জুলাই ভোরে ফিনিশীয় জাহাজ "মেলবোর্ণ" যখন কর্ক বন্দর অভিমুখে যাইতেছিল, তখন অন্ধকারে ঘন কুয়াশার মধ্যে "সেমিনোল" নামীয় অপর এক জাহাজের সহিত উহার ধাক্কা লাগে এবং মাত্র চারি মিনিটের মধ্যেই "মেলবোর্ণ" জলমগ্ন হয়। কর্ক বন্দরের অনতিদূরেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

"মেলবোর্ণে" ১১ জন যাত্রী এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন, ১ম ও তৃতীয় অফিসারকেও পাওয়া যাইতেছে না। খুব সম্ভব তাঁহারা সলিল সমাধি লাভ করিয়াছেন। যে সকল নাবিক এই দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে "সেমিনোল" জাহাজে করিয়া কুইন্সটাউনে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেমিনোলের কিছুই ক্ষতি হয় নাই।

বিগত ১৭ই মার্চ্চ "মেলবোর্ণ" ৪,২০০ টন গম লইয়া অষ্ট্রেলিয়া হইতে রওনা হইয়াছিল। সমুদ্রমধ্যে একবার "মেলবোর্ণ" ঝড়ে পতিত হয়, তখন তাহার মাস্তুল ভাঙ্গিয়া যায়। পরে এই দুর্ঘটনা ঘটে, এই সময় জাহাজের সমগ্র নাবিকগণই নিদ্রা যাইতেছিল। "সেমিনোলের" সহিত সংঘর্ষের ফলে "মেলবোর্ণ" দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়।

———

মহিলার আত্মহত্যা

দুর্ব্বলচিত্ত হইলে এবং কুসংস্কারাপন্ন হইলে যে মানুষ কত সহজে আত্মহত্যা করিতে পারে তাহারই একটি উদাহরণ আজ পাঠক পাঠিকাগণকে জানান যাইতেছে। খবরটী আসিয়াছে বিলাত হইতে— যে দেশের লোক শিক্ষার গর্ব্ব করে, কুসংস্কারাপন্ন নয় বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে।

ঘটনাটি এইরূপ:—জনৈকা বিবাহিতা মহিলা—"আমার চতুর্দ্দিকে প্রেতাত্মারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটী প্রেতাত্মা আমাকে ধরিতে আসিতেছে, ঐ আমার কাঁধ ছুঁইয়া গেল।" এইরূপ বলিতে বলিতে বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে। তদন্ত করিতে যাইয়া সকলেই বলিয়াছেন যে মস্তিষ্কের অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না বলিয়াই মহিলাটি আত্মহত্যা করিয়া মারা গিয়াছেন।

মহিলাটির বয়স হইয়াছিল ৫২ বৎসর। তাঁহার স্বামী মিঃ হেড বলেন যে, তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন এবং সকল কিছুতেই দৈবের হাত আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রেততত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	যশোহর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্ত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল [illegible] প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ নারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী ; শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅরবিন্দ দাসাধিকারী বি-ই, শ্রীভবনকান্তির দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅপ্রমেয় ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনরহরি গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীদামন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৩৫ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রী ভগবানদাসজী

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

গ্রাঃ বাঁধ, পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী

পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী; ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরঘুনাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) বাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) [illegible] পাট

[illegible], হুগলী

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের প্রাগ ইতিহাস

আশীর্ব্বাদ মালা এবং সাক্ষাৎ আজ্ঞা পাইয়া শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু সেই রাত্রি হইতেই বেদান্ত ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রায় একমাস কালের মধ্যেই ভাষ্য সমাপ্ত হইল। শ্রীগোবিন্দজীউর আজ্ঞার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার রচিত ভাষ্যের "শ্রীগোবিন্দভাষ্য" নাম রাখেন। ভাষ্য সমাপ্ত হইলে তিনি শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে যাইয়া উক্তগ্রন্থ শ্রীগোবিন্দজীর পাদপদ্মে স্থাপন করিলেন তখনই তাঁহার গলদেশ হইতে পুষ্পমালা ভাষ্যগ্রন্থের উপর পতিত হইল, তদ্দর্শনে বিদ্যাভূষণ প্রভু আনন্দাশ্রু বর্ষণ এবং সেবকগণ হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে তিনি মহারাজ জয়সিংহকে জানাইলেন যে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়াছে অতঃপর তিনি বিচার সভার দিন স্থির করিয়া রামানন্দিগণকে আহ্বান করিতে পারেন। তদনুসারে পুনরায় বিচার সভা আহূত হইল এবং ক্রমান্বয়ে দিবসত্রয় বিচার চলিল। বিচারে রামানন্দিগণ মোক্ষাভিলাষী বলিয়া শুদ্ধ ভক্ত নহেন ইহাই প্রতিপন্ন হইল। কেবল শ্রীভগবানের প্রীতি কামনায় অর্থাৎ ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশ্যে ভগবৎ-সেবার প্রয়োজনীয়তা একমাত্র গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে স্বীকৃত হওয়ায় অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎকর্ষ এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ স্থাপন দ্বারাই যে বেদান্ত সূত্রের সার্ব্বদেশিক বিচার পুষ্ট হয় তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হইল। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্কের সিদ্ধান্তের সহিত তুলনামূলক বিচারে গৌড়ীয়বৈষ্ণব দর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং তাহাই যে ব্যাসসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও শ্রীমদ্ভাগবতই যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের আকর গ্রন্থ তাহা রামানন্দী বৈষ্ণবগণ উক্ত বিচার সভায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, গর্গসংহিতা, গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনাই সে পারপূর্ণতম ভগবদুপাসনা এবং একল বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ এবং শ্রীরামসীতার উপাসনায় পঞ্চবিধ রসের সান্ধদ্বিবিধ রসমাত্র অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা শান্ত দাস্য ও গৌরবসখ্য পর্য্যন্ত; কিন্তু বিশ্রম্ভসখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসের এই উজ্জ্বল সান্ধ দ্বিবিধ রসে উপাসনার কথা একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই জানেন না ইহাই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার মহাবদান্য লীলায় জীবকে দান করিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীভগবানকে মাত্র সান্ধ-দ্বিবিধরসের বিষয় বলিয়া অঙ্গীকার করায় এবং গৌড়ীয়গণ শ্রীভগবানকে পঞ্চবিধ রসের বিষয়-বিগ্রহ বলিয়া স্বীকার করায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের উপাসনার পরিপূর্ণতা প্রমাণীকৃত হইল। রামানন্দিগণ বিচারে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্রীল বলদেব প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করিলেন। অবশ্য সম্প্রদায়-গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় সকলেই তাঁহার আনুগত্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিলেও বলদেবের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও উপাসনা বিচার অনুমোদন করিলেন।

তদবধি জয়পুরের শ্রীবিগ্রহের শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন (বর্ত্তমানে শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ করৌলীতে আছেন) গৌড়ীয়-বৈষ্ণব কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে জাতি-গোস্বামী সম্প্রদায় উক্ত শ্রীবিগ্রহ ভৃতক-সূত্রে সেবা করিতেছেন।

পর প্রবন্ধে গোবিন্দ-ভাষ্যে প্রকাশিত আচার্য্য শ্রীমদ্বলদেবের সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত তাঁহার কি কি বিষয়ে বিচার-ভেদ আছে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য রচনার পর শ্রীল বলদেব প্রভু "সিদ্ধান্ত রত্ন", "প্রমেয় রত্নাবলী", "গীতাভাষ্য", "বিষ্ণু সহস্র নাম ভাষ্য" ও "দশোপনিষদ ভাষ্য" রচনা করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট বিদ্যাভূষণ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতে তদবধি শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তাচার্য্য রূপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জয়পুরের বিচার সভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিরন্তর শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের পদপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহার সেবা করেন।

সম্ভবতঃ ১৬৩৯ শকাব্দে প্রায় ৯৭।৯৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ অপ্রকট হয়েন। অপ্রকটের পরেও তিনি কয়েকখানি গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। আনুমানিক ১৬৮৬ শকাব্দে প্রায় ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন।

ঠাকুর হরিদাসের আশীর্ব্বাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০৩ সংখ্যার পর)

সংসারের অনিত্যসুখ ভোগের পথে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদের জন্য যে সকল বিঘ্নবিপত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই যে আমাদের পরম মঙ্গলের সেতু, অজ্ঞ জীব আমরা, প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রথমে তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না, পরে সৌভাগ্যোদয়ে বুঝিতে পারি,—আমাদের প্রতি কৃষ্ণের কত করুণা! মঙ্গলময়ের সকল ব্যবস্থাই আমাদের মঙ্গলের জন্য। কৃষ্ণপাদপদ্মকে ভুলিয়া গিয়া আমরা যখন জড় বিষয়-ভোগে অত্যন্ত প্রমত্ত হইয়া পড়ি, তখন কৃষ্ণ তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তি মায়া দ্বারা সেই ভোগের পথে নানারূপ বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে সাবধান ও সংশোধন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা নিজকৃত কর্ম্ম-ফল স্বরূপ সেই সকল সাংসারিক দুঃখ কষ্টকে শ্রীভগবানেরই অনুকম্পাজ্ঞানে সহ্য করিতে করিতে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎসেবাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করেন।

কৃষ্ণ-বিমুখতাই আমাদের একমাত্র মুখ্য বিপদ আর কৃষ্ণোন্মুখতাই একমাত্র মুখ্য সম্পদ্। যাঁহারা এইরূপ সম্পদ্ ও বিপদের বিচারে প্রতিষ্ঠ না হইয়া সংসারের অনিত্য সুখ সম্ভোগ করিতে গিয়া 'কৃষ্ণকে বিস্মৃত হওয়া' রূপ বিপদটীকে পরম সম্পদ্ বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা জাগতিক বিচারে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ হইলেও পারমার্থিকের দৃষ্টিতে নিতান্ত মূর্খ। শ্রীকুন্তীদেবী আমাদের শিক্ষার জন্য কৃষ্ণবহির্মুখতা আনয়নকারী জাগতিক সম্পদ্কে নিতান্ত তুচ্ছ-জ্ঞানে কৃষ্ণোন্মুখতা প্রদানকারী বিপদকেই পরম সম্পদ্রূপে বরণ করিবার বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো। ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥" অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ, যে সব বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে তোমার ভববন্ধনমোচনকারী সুদুর্ল্লভ দর্শন লাভ হয়, সেই সমস্ত বিপদ যেন আমাদিগের নিকট চিরদিনই উপস্থিত হয়।" সুতরাং যে অবস্থান আমাদের দুঃসঙ্গবর্জ্জনের সহায়ক হয়, হরিজন-দর্শন-সৌভাগ্য প্রদান করে, কৃষ্ণকে ডাকিবার কথা মনে করিয়া দেয়, হৃদয়কে দুষ্কর্ম্মানরত গত জীবনের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া নির্ম্মল হইবার অবসর প্রদান করে, তাহা দেহ-মনের সুখপ্রদ না হইলেও বিবিধ জ্বালাযন্ত্রণাময় হইলেও আত্ম-সংশোধনের নিমিত্ত তাহা ভগবানেরই দেওয়া জ্ঞানে স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবা-বিমুখ হইয়া আমরা, আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য যথোচিত শাস্তিপ্রদান-দ্বারা মায়াদেবী আমাদিগের প্রতি যে ব্যতিরেকমুখী কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা কৃষ্ণকৃপাজ্ঞানে স্বীকার না করা পর্য্যন্ত আমাদের দুঃখের অন্ত থাকিবে না। কৃষ্ণ আমাদের পর নহেন,—শত্রু নহেন; আমাদিগকে বিমুখ রাখিয়া তিনি সন্তুষ্ট নহেন, নিশ্চিন্তও নহেন; আমাদিগকে উদ্ধারার্থ তিনি নিজে আসিতেছেন নামরূপে—অর্চ্চা-মূর্ত্তিরূপে—সাধুগুরু শাস্ত্ররূপে—কতরূপে আসিতেছেন—আমাদিগের উদ্ধারের কত ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্যামসুন্দরের সকল ব্যবস্থাই সুন্দর। দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই আমরা কিছুতেই সে-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

সাধুগুরুরূপে শ্রীভগবান্ জড়দেহ-মনোদর্শী আমাদের জড় দেহ-মনের স্বাস্থ্য বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যাহাতে আত্মার চিরস্থায়ী স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন; তজ্জন্য মাদৃশ দেহাত্মবাদী মূর্খের দল তাঁহাকে আমাদের প্রতি স্নেহ-মমতাশূন্য নিষ্ঠুর—নির্ম্মমরূপে দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু হায়! তাঁহার সে নিষ্ঠুরতা আমাদের প্রতি যে কত করুণার পরিচয়, তাহা বুঝিবে কে? সদ্বৈদ্য অস্ত্রোপচারপূর্ব্বক ক্ষতস্থানের দূষিত পূজ রক্ত প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া দিতে আসিলে রোগী প্রথম প্রথম তাঁহাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ভাবে বটে, কিন্তু পরে নিরাময় হইলে তাহার সে-ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি কতই না কৃতজ্ঞ হয়। ঠাকুর হরিদাসের "এখন যেমন আছ, তেমনই থাক"—এই আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বন্দিগণ প্রথমে কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেও পরে ঠাকুর যখন তাঁহাদিগকে তাঁহার আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তখন তাঁহারা ঠাকুরের শুভানুসন্ধান বুঝিতে পারিয়া তুষ্ট হইলেন এবং কৃষ্ণচিন্তা করিতে লাগিলেন। সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তিমাত্রই বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ নহে আত্মার নিত্যপ্রভু কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা প্রাপ্তিই তাঁহার আশীর্ব্বাদের প্রকৃত মর্ম্ম। এই মর্ম্ম যাঁহারা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা আর আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য লালায়িত হন না। ইহ জীবন বা পরজীবনের যে কোন অবস্থাতেই তাঁহারা ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করিয়া নিরন্তর ভগবৎসেবানন্দামৃতসাগরে নিমজ্জিত থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে তাঁহাদের শ্রীচরণসমীপে এইরূপ প্রার্থনা হয়—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

— —

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বেদান্ত, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনাম কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্ভারে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও চিত্তশুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি ভক্তি সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷৷০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গ্রামবাসী ও ডাকাতে সংঘর্ষ

লাহোর হইতে প্রকাশ, দুইজন শিখ চকওয়াল নিবাসী আমির নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া বলে যে, তাহারা আমেরের বন্ধু শাম্মী জাঠের বিশেষ পরিচিত। আমির তখন রাত্রির জন্য তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করে। পর দিবস ভোরে তাহারা তিন জনে নিকটবর্তী এক মেলায় গমন করে। মেলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পথিমধ্যে শিখ দুইজন তরবারির দ্বারা আমিরকে আঘাত করে এবং বলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে বন্দুকটি কাড়িয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। অতঃপর তাহারা বন্দুক লইয়া পলায়ন করে। পথিমধ্যে কিশ্ব গ্রামের ফাবেত-খান তাহাদের ঐ ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদের গন্তব্যস্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে দুর্বৃত্তদ্বয় তাহাকে বন্দুক দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিয়া পথ চলিতে থাকে। ফাবেতখান ইহাতে ভীত না হইয়া আরও দুইজন গ্রামবাসীকে লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকে। পরে বন্দুকধারী অপর একদলও তাহাদের সাথে যোগদান করে। দেয়ান খাঁ নামক জনৈক গ্রামবাসী দুর্বৃত্তদের নিকট গমন করিলে তাহাকে তখনই গুলী করিয়া নিহত করা হয় দুর্বৃত্তদ্বয় তখন অনুসরণ-কারীদের ভয় দেখাইতে থাকে। কিন্তু অনুসরণকারীদল পূর্ণ উদ্যমে তাহাদের ধাওয়া করে এবং নামা গ্রামে উভয়দলের মধ্যে একটা ছোট রকমের খণ্ডযুদ্ধ হয়। অনুসরণকারীদলের সর্দ্দার খানের বুকে ভলপেটে গুলী বিদ্ধ হয়। তাঁহার সাথী ফরজ্জানআলী তখন শুধু লাঠি লইয়া দুর্বৃত্তদের আক্রমণ করে এবং একজনের মস্তকে লাঠির আঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া দেয়। অপর দুর্বৃত্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

জেরুজালেমে দস্যুর উপদ্রব

জেরুজালেম হইতে প্রকাশ, গত ১লা জুলাই প্রত্যুষে মোসলেম পুণ্যতীর্থ জেরু-জালেমে একটি ভীষণ কাণ্ড হইয়াছে। বৃটিশ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সদস্য মিঃর এবং মিসেস্ টুইডল্ মিলারের গৃহে দস্যু প্রবেশ করিয়া মিসেস মিলারকে ছুরি মারিয়াছে। মিঃর মিলারও বাদ যান নাই, তাঁহার পৃষ্ঠদেশেও দুর্বৃত্তরা ছুরিকাঘাত করি-য়াছে। আঘাত খুব গুরুতর হইয়াছে। হয়তো এই আঘাতে স্ত্রী পুরুষের প্রাণ-হানিও হইতে পারে।

ভোজসভার বিবরণ

প্রতি বৎসর লণ্ডনে বোম্বাই ভোজসভা হইয়া থাকে। উহাতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব সদস্যরা এবং বোম্বায়ের ব্যবসায়ীরা যোগদান করেন। এবার এই বোম্বাই-ভোজে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ভোজ সভার সভাপতি স্যর হেনরী লরেন্স গান্ধীজীকে আক্রমণ করিলে তাহার প্রতিবাদে সভার ২ জন বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহাদের চেয়ার হটাইয়া দিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যান।

ঐ প্রতিবাদকারী ২ জন—টাইম্স অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্যর ষ্টানলী রীড ও বোম্বায়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ ক, এফ এলাম। স্যর হেনরী লরেন্স ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বায়ের অস্থায়ী গভর্ণর ছিলেন। গত মে মাসে বোম্বাইয়ে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, তাহার জন্য স্যর হেনরী গান্ধীজীকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করিয়া যখন বলিতেছিলেন, সেই সময় এই ঘটনা ঘটে।

স্যর হেনরী বলেন, মিষ্টার গান্ধী ও তাঁহার মতাবলম্বী লোকজন নাগরিক জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত উচ্ছেদে উদ্যত হইয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উত্তেজিত করিয়া-ছেন।

এই কথার পর মিঃ এলাম দাঁড়াইয়া উঠেন এবং স্যর হেনরীর কথায় বাধা দিয়া বলেন, সভাপতি মহাশয়, আমি মনে করিয়াছিলাম, ইহা সামাজিক সভা। কিন্তু আপনার মন্তব্য রাজনৈতিক।

অতঃপর মিঃ এলাম সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যান। তাহার পরই স্যর ষ্টানলি রীডও প্রতিবাদার্থ তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া যান।

লর্ড লয়েড, লর্ড ল্যাঙ্কিংটন, স্যর আর্ণেষ্ট হটসন ও স্যর চার্লস টেগার্ট এই ভোজ-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত জলপ্লাবন

বাটেনজোরা হইতে প্রকাশ, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রকৃতি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রথমে ভীষণ ভূমিকম্পন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লোটেসোরি আগ্নেয়-গিরি ধূম উদ্গীরণ করিতে থাকে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, লাম্পাম্নোসিয়ায় জলপ্লাবন হইয়াছে। প্রায় ৯০টী বাড়ী বহু ভুট্টা ক্ষেত, অসংখ্য গৃহপালিত পশু এবং নারিকেল বৃক্ষ বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে

১৬ জন ডাকাত দণ্ডিত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ কিছুদিন পূর্ব্বে একদল ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। এই দলই আগ্রা ও মথুরা জেলায় ২২টী ডাকাতি করিয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা গ্রামবাসীদিগকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল।

ডাকাতদের প্রায় সকলেই বাণ্ডি জাঠ। তাহাদের বাড়ী আগ্রায় এবং ঢোলপুর ষ্টেটে। নাপিত, সূত্রধর, ভিস্তি ও পুরোহিত তাহাদের দলের লোক। তাহারা সংখ্যায় ১৬ জন সর্দ্দারের নাম আজ্রেম।

যমুনা নদীর পারে এক গভীর জঙ্গলে তাহাদের আড্ডা ছিল। তাজমহলের পিছনে এক ভগ্ন সমাধি মন্দিরের ধারে এক কূপে তাহারা সমবেত হইয়া পরামর্শ করিত।

ডাকাতরা ভারতীয় আশ্রিত রাজ্য হইতে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়াছিল। ডাকাতরা গ্রামবাসিগণের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। মহিলারা ডাকাতগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে নির্য্যাতিত হইত। ডাকাতরা গৃহস্থের খোঁকদিড়িতে আগুন ধরাইয়া দিত।

১৯২৫ সালে পুলিস ডাকাতদলের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। সেই হইতে চেষ্টা করিয়া ২ বৎসর পরে ঐ ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করে। ডাকাতরা গ্রেপ্তার হইবার পর একবার পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আবার গ্রেপ্তার হয়।

আগরার দায়রা জজের এজলাসে তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা আনীত হইয়া-ছিল। তাহারা বিভিন্ন প্রকার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহারা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে।

স্যার স্যামুয়েল হোরের ঘোষণা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, স্যার স্যামুয়েল হোরের বর্ণনার সমালোচনা করিয়া মহারাষ্ট্র বণিক সমিতি বলিয়াছেন, বর্ণনাটি হতাশাব্যঞ্জক। মনে হয়, সরকার এযাবৎ যে নীতি অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তাহা পরিবর্ত্তিত হইল। উক্ত কমিটী বিশ্বাস করেন, পার্লামেণ্ট মহাসভায় কমন্স সভায় রক্ষণশীল দলের সদস্যদিগের সংখ্যাধিক্য নীতি পরিবর্ত্তনের কারণ। ভারতের অর্থনীতি গঠন করিবার প্রকৃত ক্ষমতা ভারতের অনধিকৃত থাকিবে।

অর্ডিনান্সগুলি পুনর্জ্জীবিত করিলে জনসাধারণের মনোভাব আরও তিক্ত হইবে।

এক্সপ্রেস ধ্বংসের চেষ্টা

দেরাদুন হইতে প্রকাশ, ২৯শে জুন শনিবার রাত্রিতে যে সকল যাত্রী দেরাদুন-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেণে যাইতেছিল, তাহারা হঠাৎ একটা ঝাকুনি খাইয়া চমকিয়া উঠে। এক্সপ্রেসখানা তাহার স্বাভাবিক বেগেই যাইতেছিল। এমন সময় পথের উপর বড় বড় কাটের গুড়ি ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সকল স্থাপন করা হইয়াছিল। দূর হইতে উহা দেখিতে পাইয়া চালক ট্রেণ থামাইয়া ফেলে। সে জন্য উহা আর পথচ্যুত হইয়া পড়ে নাই। দইওয়ালা ও লড়িওয়ালা ও রেল ষ্টেশনের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে ট্রেণের ১৫ মিনিট দেরী হইয়া যায়। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু কেহ এখনও ধরা পড়ে নাই।

চুচুড়ায় পিকেটীং ও শোভাযাত্রা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, এক বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য আরামবাগের শ্রীযুত এস, হাজরা ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আরামবাগের শ্রীযুত অভয় ঘোষ পিকেটিং করার জন্য ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতাকে কেন জরিমানা দিতে হইবে না, তাহার কারণ দেখাইতে বলা হইয়াছে।

যুগল নামে একজন কংগ্রেসকর্ম্মী কংগ্রেসের শোভাযাত্রা বাহির করার জন্য ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

১৩ই আষাঢ় ইংরেজী ২৭শে জুন (১৯৩২) তারিখের ৯৬তম নীলাম ইস্তাহার সংখ্যায় ২য় মুঃ আদালতের ৩৬৮ নং খাং মোঃ ২২ নং ক্রমিকেরদেন্দারের নাম অনুকূলচরণ স্থানে হরিদাস মোহান্ত হইবে

দৈনি —— "শ্রীধাম" [illegible]

Reg No C1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার।
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

[illegible]
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৩৯ ৭ই জুলাই ১৯৩২

রংপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

মুন্সীগঞ্জে ৬২৩ জন দণ্ডিত

জেলে মিসেস জাফর আলি

বড়বাজারে চুরি

স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী হত্যা

১২ জন নিহত ৪ জন আহত

ঝগড়া হইতে খুন

মিঃ প্যাটেল ও মিঃ ডি, ভ্যালেরা

পুলিসে ও ডাকাতে সংঘর্ষ

দাঙ্গায় খুনোখুনি

সর্দ্দার উজ্জল সিংহের উক্তি

নানা কথা

রংপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, রংপুরের এক জমিদার বাড়ীতে ইতঃপূর্ব্বে এক সশস্ত্র ডাকাতি ও আগ্নেয়অস্ত্র চুরি হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে সংপ্রতি কালীদাস সান্যাল ও আর ছয়জন লোককে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। সিংরা থানার এলাকাধীন হাতীয়ানদহের জনৈক গ্রামবাসীর বাড়ীতেও এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, সাত জন যুবক বন্দুক ও রিভলভারের সাহায্যে এই বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছে। তাহারা হাজার টাকার সোনা রূপা ও অলঙ্কারাদি লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে।

এই সম্পর্কে পুলিস অনেকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। জনৈক উকীল ও একজন স্কুল মাষ্টারের বাড়ীতেও এই সম্পর্কে খানাতল্লাস হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিস নাকি এই সম্পর্কে কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছে।

জেলে মিসেস জাফরআলি

মিসেস জাফরআলিকে এলাহাবাদ জেল হইতে লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাঁহাকে 'বি' শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে।

ব্যারিষ্টার সৈয়দ জাফরআলি জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আপীল সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন। উক্ত আপীল এলাহাবাদ হাইকোর্টে দাখিল করা হইয়াছে

মিসেস জাফর আলির সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহাতে তাঁহাকে 'এ' শ্রেণীতে দেওয়া হয়, সে জন্য তাঁহার বন্ধুবর্গ স্থানীয় জেল কর্ত্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট প্রার্থনা করিবার মনস্থ করিতেছেন।

স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী-হত্যা

চুঁচুড়া হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরামবাগ মহকুমার ঝারকান্দা গ্রামের বিপিন কেওড়া তাঁহার স্ত্রীকে খুন করিয়াছে।

প্রকাশ যে, বিপিন কয়েকদিন বাড়ী ছিল না। পরে সে যে দিন বাড়ী ফিরিল তখন তাহার স্ত্রীকে বাড়ী পায় নাই। তাহার আসার কয়েক ঘণ্টা পর দেখে তাহার স্ত্রী বাড়ী ফিরিতেছে। তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রীকে ভীষণ প্রহার করে, ইহাতেই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মিঃ প্যাটেল ও মিঃ ডি, ভ্যালেরা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা জুলাই মিঃ ডি ভ্যালেরার সহিত শ্রীযুত ভি, জে, প্যাটেল ভারতবর্ষ ও আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ ও বাণিজ্য সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করেন। শ্রীযুত প্যাটেল ১৯২৭ সালে শেষবার আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ভাইকাউণ্ট ক্রেগেভয়েনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে দুইটি শাসনযন্ত্রের ব্যয় বহন করিবার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া তিনি তখন প্রকাশ্যে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা লইয়া উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রবল মতবিরোধ দেখা গিয়াছিল।

লণ্ডনে ভারতীয় সমাজে একটা গুজব উঠিয়াছে, আইরিশ সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য একটা ট্রাইবিউন্যাল বসাইবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তৎসম্পর্কেই ডবলিনে শ্রীযুত প্যাটেলের ডাক পড়িয়াছে। শ্রীযুত প্যাটেল মিঃ ডিঃ ভ্যালেরার বিশিষ্ট বন্ধু। সুতরাং ট্রাইবুন্যাল গঠনে তিনি শ্রীযুত প্যাটেলের নাম করিবেন ইহা অসম্ভব নহে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	যশোহর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার শ্রীকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীচৈতন্যদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীন্যাসংকানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদীশ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) খাজনগোপাল পাট

শ্রীজিরাটপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ — ১৯ই বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৩শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার — ১০৫তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

দাক্ষিণাত্যে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগজ্জীবের উদ্ধারার্থ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ গৌরনিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বর্ত্তমানে দাক্ষিণাত্যবাসিগণের প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচারার্থ দাক্ষিণাত্যে সপার্ষদে শুভবিজয় করত অসংখ্য জীবকে নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদ গৌর-রামানন্দ মিলনস্থলী কব্বুরে শুভবিজয় করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ তাঁহার শ্রীমুখে বাস্তবসত্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে রথযাত্রা উৎসব

গত ৫ই জুন মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে অরুণোদয়ের পূর্ব্ব হইতে গুরুবন্দনা, বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। পাঠের মধ্যে মধ্যে সুললিতস্বরে কীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহপ্রভু ও শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দপ্রভু ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করেন।

ভক্তগণ ভোর ৫ ঘটিকা হইতে সমস্ত দিবসব্যাপী পাঠকীর্ত্তন মুখে সেবাপর থাকিয়া সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিক পরও পুনরায় পাঠ কীর্ত্তন এবং বক্তৃতা চলিতে থাকে।

পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে গুণ্ডিচামার্জ্জনের গূঢ় রহস্য ভক্তগণসমক্ষে

কোন সৌভাগ্যবান্ জীব ভগবানকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে চান, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের আবিলতা বা ময়লা বিধৌত করা উচিত, শুদ্ধভক্তি লাভ করা উচিত। হৃদয়ে অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি কৃষ্ণেতর-বাঞ্ছারূপ অনর্থ থাকিলে শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীভগবানকে হৃদয়ে বসান যায় না। কারণ ভগবান্ একমাত্র শুদ্ধভক্তি দ্বারাই লভ্য।

জগতে যতক্ষণ থাকিব কেবল নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করিব, যাগ, যজ্ঞ, ধনাদি দ্বারা ইহলোক বা পরলোকে স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিব এইরূপ ইতর অভিলাষ যতদিন জীবের বর্ত্তমান, ততদিন জীব সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হয় না।

এই সকল অনর্থ বা ময়লা থাকিতে জীবের মঙ্গল অসম্ভব; তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গুণ্ডিচামন্দিরের তৃণ, ধূলি, কঙ্কর প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি অতি সুন্দরভাবে পরিষ্কৃত করিয়া সেগুলিকে মন্দিরের সীমানার মধ্যে না রাখিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে ঐ সকল আবর্জ্জনা পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করে।

অনেক সময় কর্ম্মজ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও কুটিনাটি, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, লাভ, পূজা প্রভৃতি জীবের অন্তঃকরণ হইতে যায় না, অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। কুটিনাটি-শব্দে কপটতা বা অসন্তোষ, প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে লোকে আমাকে সাধু বলুক এইরূপ কড়ায় সম্মানাদির আশা, জীবহিংসা শব্দে শুদ্ধভক্তি কুণ্ঠন বা অন্যাভিলাষী লোকের মন রাখিয়া কথা বলা, প্রতারণাপূর্ব্বক লোক ঠকাইয়া ধনাদি বা সম্মানাদি অর্জ্জনই লাভ-পূজা এবং নিষিদ্ধাচার অর্থে স্ত্রীসঙ্গ বা অভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে; সেইজন্য গৌরসুন্দর বহুদিনের সঞ্চিত ধূলিরাশি ঝাঁটা দিয়া দুই দুই বার করিয়া মন্দিরের সর্ব্বাংশ মার্জ্জন ও জল দিয়া প্রক্ষালন পূর্ব্বক অতি সূক্ষ্ম চিহ্ন পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিলেন এবং শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘাসিয়া ঘাসিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্বরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর, কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করিয়া স্বরাট কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থল করিবার জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার জন্য, মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে স্ব-হৃদয় মার্জ্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থ আপনাকে আবাহিত মান করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

সাধক জীবগণের মধ্যে যিনি মহাপ্রভুর শিক্ষানুযায়ী যত পরিমাণে অনর্থরাশি হৃদয় হইতে আগ্রহ পূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাহার অনর্থানবৃত্তি সামান্য ঘটিয়াছে, তাহার পক্ষে শান্তিস্বরূপ হরিবৈষ্ণব সেবাই বিধি।

গত ৩রা জুলাই রবিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ভক্ত প্রভাত আরম্ভ করিয়া হরিনাম মহামন্ত্র ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, পাঠ ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও দানের কথা বক্তৃতামুখে সজ্জন সমক্ষে ব্যাখ্যা করেন। এই উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু শ্রীমঠে শুভাগমন করেন।

কীর্ত্তনান্তে সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের
অষ্টাদশ বার্ষিক
বিরহ-মহোৎসব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০২ সংখ্যার পর)

এই তিথি ভক্তগণের পরম পূজ্য তিথি, এই সুমেধা তিথির পবিত্রতম স্মৃতি যাঁহার হৃদয়ে নিত্য জাগরূক, তিনিই সৌভাগ্যবান্; তিনিই শ্রীশ্রীরাধা-ভাবাভিষিক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলার অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোকুল-পতির প্রেমামৃত প্লাবন স্বরূপ শ্রীশ্রীর দারুণ-ভটনাশী হইয়া ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নিত্য সেবার অধিকার লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হন।

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন সম্ভোগ-রসময় বিষয়-বিগ্রহ এবং তদভিন্ন আশ্রয়-তত্ত্ব সকলেই বিপ্রলম্ভ রসধারে তাঁহার সেই সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক। বিপ্রলম্ভ রসে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত নিজসুখ বাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলাবিলাসকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অনুশীলন করিয়াও অতৃপ্ত, উত্তরোত্তর অধিকভাবে কৃষ্ণানুশীলন স্পৃহা, শতবার মিলনেও বিরহ-বিধুরতা—"কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন, কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন" এইরূপ ব্যাকুলতা-সহ কৃষ্ণানুসন্ধান-চেষ্টা প্রভৃতিই বিপ্রলম্ভরসের লক্ষণ। কৃষ্ণপ্রীতির স্বাভাবিক রীতিই—কেবল বিরহ-বিহ্বলতা; যেখানে সেই বিরহ নাই, সেখানে প্রীতিও নাই। কৃষ্ণপাদপদ্মকে ভালবাসিবার চেষ্টা করিতে গিয়া যিনি তাঁহাকে 'ভালবাসিয়াছি' বলিয়া মনে করেন, তিনি ভালবাসার স্বরূপ কি তাহাই জানেন না। তাই কৃষ্ণকে ভাল-বাসিয়াও "ভালবাসিতে পারিলাম না" বলিয়া প্রণয়ী ভক্তের হৃদয় ফাটিয়া যায়, অন্য কিছুতেই তাঁহার শান্তিলাভ হয় না, অথচ সেই দারুণ অশান্তির মধ্যেই তাঁহার একমাত্র পরাশান্তি—পরানন্দ অনুস্যূত। প্রাপঞ্চিক ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে না পারিলে এই অপ্রাকৃত চমৎকারিতাপরিপূর্ণ রসবৈচিত্র্য আমাদিগের কাহারও উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না।

অতএব কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণকামে অতৃপ্তি ও অভক্ত বা ভক্তব্রুবের, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-কামে অতৃপ্তি বাহ্যদর্শনে এক হইলেও বস্তুত তাহা একতাৎপর্যবিশিষ্ট নহে। এক জনের অতৃপ্তিতে পরানন্দস্রুপ, আর এক জনের অতৃপ্তিতে বিজাতীয় ক্রোধাদি অশান্তি লক্ষণ বর্ত্তমান। একজন যাবতীয় বিষয় কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিয়া কৃষ্ণসুখ বিধানে ব্যস্ত, আর একজন কৃষ্ণভোগ্য বিষয়কে নিজে সম্ভোগ করিয়া ভোক্তা সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট।

শ্রীভগবান্ তাই তাঁহার ভক্তের তৎ-প্রতি প্রণয় মহিমা কিরূপ, ভক্তগণ তাঁহার যে মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আত্মহারা হন, সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ, আর ভক্ত-গণের সেই মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত সুখই বা কিরূপ—এই বিষয়ত্রয় স্বয়ং আস্বাদন-সুখে গোচর করিবার জন্য স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ হইলেও আশ্রয়ের ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভরসস্বরূপ প্রকট করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শচীগর্ভসিন্ধুমাঝে গৌরেন্দুরূপে উদিত হইলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণবিরহকাতর হইয়া কৃষ্ণান্বেষণপূর্ব্বক সম্ভোগসন্ধানে উৎপথগামী জীবকুলকে তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধস্বরূপগত বিপ্রলম্ভ-রসমাধুর্য্যের সৌন্দর্য আস্বাদন-সৌভাগ্য দিয়া তাঁহার মহাবদান্য লীলা বিস্তার করিলেন।

সুমেধোগণের সেই বিপ্রলম্ভরসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ কার্ষ্ণ চৈতন্য প্রভুগণের সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই,—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" সঙ্কীর্ত্তনেই আশ্রয়জাতীয় বিপ্রলম্ভরসের পূর্ণাভিব্যক্তি।

কার্ষ্ণ চৈতন্য শ্রীগৌড়ীয় বলেন—'দিব্য-বিরহোন্মাদে সুমেধোগণ কেবল অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া তাঁহাদের প্রাণদেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন। নাম সংকীর্ত্তনরূপা ভক্তিতে যেরূপ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-বিনোদন হয়, অন্য কোনও প্রকারে তদ্রূপ হয় না বলিয়া সুমেধোগণ একমাত্র কীর্ত্তনকেই তাঁহাদের প্রিয়ঙ্কর পুরোহিত বলিয়াছেন।' সুতরাং কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বিনোদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি পালন সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞেই সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সেই সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন।

'ভক্তি' অর্থে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা, তাহা বিপ্রলম্ভময়ী; সম্ভোগবাদে সেই ভক্তির বিনোদন হয় না। মহাভাবস্বরূপিণী কৃষ্ণ-বিরহিণী বার্ষভানবী কর্ত্তৃকই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভক্তিবিনোদন কার্য্য সম্ভব হয়, তাঁহারই অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীল পণ্ডিত গদাধর এবং তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"ভক্তির পূর্ণ বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নাই। ভগবদ্ভক্তিতে যাঁহার একমাত্র শ্রেয়োবুদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে যাঁহার একমাত্র বিনোদ, তিনি সমগ্র জগতের প্রভু বিষয়াশ্রয়-বিগ্রহ জগন্নাথের সেবকোত্তম।" সেই সেবকো-ত্তম প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণসুখসম্পাদনের সম্ভাবনা কোথায়?

কৃষ্ণপাদপদ্মকে যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন, যাঁহারা কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান করিয়েছেন, তাঁহারা 'সমশীলা ভজন্তি বৈ' এই ভাগবতবচনানুসারে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল, কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তন্মধ্যে আবার যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র, সকলেই তাঁহার অনুগত হইয়া কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনে সচেষ্ট হন। এইরূপ সমজাতীয় সঙ্গ-লিপ্সা যেখানে নাই, সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের কোন কথা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গপার্ষদ রায় রামানন্দ-মুখে বলিয়াছিলেন—'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।' কৃষ্ণ-বিরহ অপেক্ষাও কৃষ্ণভক্তের বিরহ-জনিত দুঃখের গুরুত্ব আরও অধিক। যে ভক্ত কৃষ্ণের জন্য কাঁদেন, কৃষ্ণ আবার যাঁহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হন, সেই কৃষ্ণৈকশরণ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুলতা, তাঁহার সঙ্গত্যাগ জন্য বিরহব্যথানুভব প্রভৃতি না থাকিলে বহুজন্ম শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়াও কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমসম্পদ্ লাভ হইতে পারে না।

শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন করিয়াছেন, তাঁহার সেই ক্রন্দনে তাঁহার তদ্গতপ্রাণা সহচরীগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, তাঁহারাও কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছেন; আবার স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র যখন শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তখন তাঁহার সেই ক্রন্দনশ্রবণে স্বরূপ রূপ-রঘুনাথ রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ লীলাসহচরগণও কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন, তাঁহাদের সেই ক্রন্দন আবার তাঁহা-দের অনুগজনগণের মর্ম্মস্পর্শ করিল, তাঁহারাও কাঁদিতে লাগিলেন—এইরূপ ক্রন্দনের হাট বসিয়া গেল। শ্রৌতপার-ম্পর্য্যে এই ক্রন্দন চলিয়া আসিতেছে, এই ক্রন্দনই ভক্তগণের জীবাতু, ইহাতে কোন জাগতিক সন্তাপ নাই, অসন্তোষ বা বিরক্তির গন্ধমাত্র নাই কৃষ্ণকার্ষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-ময় পরমানন্দই ইহার বাস্তব স্বরূপ। ইহাতে চিত্তদর্পণের মালিন্য দূরীভূত হইয়া স্ব স্বরূপের কৃষ্ণকার্ষ্ণ কৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি ঘটে, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, নিখিল কল্যাণ সমুদিত হয়, পরবিদ্যাবধূর কৃপা-ক্রমে অবিদ্যার প্রভাব তিরোহিত হয়, অপ্রাকৃত আনন্দসমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠে, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন হইতে থাকে এবং কোটিচন্দ্র সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবালাভে সর্ব্বাত্মা সুস্নিগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ ক্রন্দন দ্বারাই বিরহ-মহোৎসব সুসম্পূর্ণ হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত আনুগত্য-ফলে আমাদের হৃদয়ের বজ্রসম কাঠিন্য বিদূরিত হইয়া হৃদয় সরস হইলেই গৌর ও গৌরজনবিরহে ব্যাকুলতার উদয় হয়, তখনই আমরা বিরহতিথি পালনের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি। তখন আমাদের হৃদয় নিত্য-বিরহোৎসবময় হইয়া পড়ে। হৃদয় কৃষ্ণেতরবিষয়-চিন্তায় কলুষিত থাকা পর্য্যন্ত কৃষ্ণানুসন্ধান রূপ বিরহের স্ফূর্ত্তি কি করিয়া হইবে? অপ্রাকৃত-বিরহ-বিহ্বল স্বরূপ-রূপানুগজনগণের আনুগত্যে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত বিরহোৎসবে যোগদান-পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনযজ্ঞে ব্রতী হইতে পারিলেই তাঁহাদের কৃপায় হৃদয় অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি জীব-হিংসা প্রভৃতি মালিন্যশূন্য হয়, কৃষ্ণভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধি অপগত হইয়া সর্ব্বস্ব দিয়া কৃষ্ণসুখ সম্পাদনের লালসা বর্দ্ধিত হয়, দেবতা ঋষি ভূত-আপ্ত নৃ-পিতৃ—কাহারও নিকট আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলা কোন প্রকার প্রার্থনা থাকে না, 'কৃষ্ণ আমার' আমি কৃষ্ণের'—এইরূপ বিশুদ্ধ অহংমমভাব প্রবল হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধানই জীবনের একমাত্র কাম্য হইয়া পড়ে; তখন আমরা ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের আনুগত্যে গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহে বিহ্বল হইয়া আবেগভরে গাহিতে থাকি—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে এ অধম দাস॥

* * * *

———

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হয়, জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় বর্ণিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী মাধুর্য্যময় মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, আবাঁধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্যন্ত; কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৹।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

চৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনবদ্যনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের শোক ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা নয়নের তৃপ্তি চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সম্বন্ধ ও প্রাকৃত সম্বন্ধ, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর-স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবর্ষণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীগীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিতোষণই নিত্যকৃত্য—এই নয়টী দার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অতদোষণিরতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদৃষ্টি, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি নিবেদন', বহির্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি প্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲, ষান্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷৷০, মাসিক ১৲, নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০

প্রতি কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঝগড়া হইতে খুন

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, টম জর্জ নামক এক এংলো-ইণ্ডিয়ান এবং তাহার ভৃত্য কল্লনের প্রতি যাবজ্জীবন নির্বাসনের আদেশ হইয়াছে বলিয়া আজমীঢ় হইতে সংবাদ আসিয়াছে। দানয় খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে খুন করিবার জন্য তাহারা অভিযুক্ত হইয়াছিল প্রকাশ যে, একটী নিরুদ্দিষ্ট বালক আসামীদের আশ্রয়ে আছে জানিয়া দানয় খাঁ তাহাদের নিকট যায় এবং বালককে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য বলে। ইহাতে ঝগড়া আরম্ভ হয়। ঝগড়া হইতে মারামারি সুরু হয়। তখন আসামীরা দানয় খাঁকে খুন করিয়া একটী ষ্টীল ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করে। অতঃপর পুলিশ সংবাদ পাইয়া আসামিদিগকে গ্রেপ্তার করে।

মুন্সীগঞ্জে ৬২৩ জন দণ্ডিত

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, অবৈধ ঘোষিত পাইকপাড়া কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক ভোলা মিঞা এবং অপর চারিজন ব্যক্তি বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া মুন্সীগঞ্জে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহাদের তখন গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে গত ১১ই জানুয়ারী হইতে মুন্সীগঞ্জে সর্ব্বসমেত ৬২৩ জন দণ্ডিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭৬ জন মহিলা এবং ৫ জন মুসলমান।

পুলিসে ও ডাকাতে সংঘর্ষ

পাটনা হইতে প্রকাশ, রামনগর থানার এলাকার পনকারি গ্রামে কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রায় ৪০ জন ডাকাত আক্রমণ করে। এই উপলক্ষে তাহাদের সহিত পুলিসদলের সংঘর্ষ ঘটে। প্রকাশ, পুলিসের আক্রমণে ১ জন ডাকাত নিহত ও ২জন গুরুতর জখম হইয়াছে।

ডাকাতদলের আর ১২ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন গ্রাম্য চৌকীদার আছে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

পাঁচজন স্বগৃহে অন্তরীণ

কান্দী হইতে প্রকাশ, ২রা জুলাই বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হইয়াছে এবং প্রতি রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কান্দী থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট হাজির দিতে বলা হইয়াছে,—

কান্দীর শ্রীযুক্ত শচীনন্দন ঘোষ হাকিম, বাঘডাঙ্গার গোবর্দ্ধন ত্রিবেদী কান্দী রাজ লাইব্রেরীর কেরাণী বিভূতি ভূষণ দে, কেমোর মণিমোহন সিংহ ও কান্দীর ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, প্রথম ৪ ব্যক্তি স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র।

সর্দ্দার উজ্জ্বল সিংহের উক্তি

লাহোর হইতে প্রকাশ, সার স্যামুয়েল হোরের বিবৃতি সম্পর্কে গত গোলটেবিল বৈঠকের শিখ প্রতিনিধি ও পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং বলেন,—

"ভারতসচিব ক্রত কাজ সারিবার যে অজুহাত দেখাইয়াছেন তাহাতে সান্ত্বনার কিছু নাই। গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন করা হইলে সামান্য বিলম্ব হইত বটে, কিন্তু তাহা অধিকতর সমীচীন, সম্মানজনক ও জাতীয় জনমতের নিকট গ্রহণযোগ্য হইত।

"গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবসমূহ পার্লামেণ্টের একটি জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর নিকট পেশ হওয়ার পর ভারতীয় জনমত গ্রহণ দ্বারা ১৯১৯ সালের ব্যবস্থা পুনরাবৃত্ত করা হইবে মাত্র

"গোল টেবিল বৈঠকের শেষ অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা শুধু একটী মাত্র বিল সম্বন্ধে ঘোষণা।

"অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া হইয়েছে, স্বাধীন অংশসমূহ সম্মিলিত করা, পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে এই প্রক্রিয়া আমরা উল্টাইয়া দিতেছি। এখানে নিখিল ভারত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আছে। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত না করিয়া আমরা উহাকে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনশীল অংশে বিভক্ত করিতেছি।

১২ জন নিহত ৪ জন আহত

মাদুরা হইতে প্রকাশ, মাদুরা জেলার উত্তামপালয়ম হইতে এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত দুর্ঘটনার ফলে ১২ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং ৪ জন আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৪ঠা জুলাই একখানি মোটরবাস মধ্য রাত্রিতে মাদুরা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। উত্তামপালায়ম এবং চিন্নামানুর স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উক্ত বাসের উপর পতিত হয় এবং তাহার ফলে বাসখানি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ফলে, বাসের ১৬ জন যাত্রীর মধ্যে ১২ জন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অপর কয়েক জন গুরুতররূপে আহত হয়। মৃতযাত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার সংখ্যা ৬ জন।

পেরিয়াকুলামের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হরাজদীন ঘটনাস্থলে গিয়াছেন।

দাঙ্গায় খুনোখুনি

ওয়ারস হইতে প্রকাশ, ওয়ারস'এর কোন কোন অঞ্চলে দাসত্ব প্রথা পুনরায় প্রচলিত হইবে শুনিয়া লেমবার্গের গোরা অঞ্চল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ওয়ারস'এর এই সকল অঞ্চলে পূর্ব্বে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, বিরাট আন্দোলনের ফলে এই হীন প্রথা তিরোহিত হইয়াছিল। পুনরায় দাসত্ব প্রচলনের কথা শুনিয়া এবার শুধু আন্দোলন নহে দাঙ্গা, খুনোখুনি প্রভৃতি ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। শ্রমিক মহলেই প্রথম দাঙ্গা সুরু হইয়াছিল, তারপর ক্রমশঃ উহার বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে।

লেমবার্গে বড়ই গণ্ডগোল। ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। দাঙ্গায় ৫ জন নিহত এবং আটজন আহত হইয়াছে। চাষী জমিদারে এই বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। দুইজন জমিদার আক্রান্ত হইয়া কোন রকমে প্রাণ বাঁচাইয়াছে। চাষীর মধ্যে দাঙ্গা ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিলে এবং খুন জখম হইতে আরম্ভ হইলে পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং অতি কষ্টে জনতা অপসারিত করিয়াছিল।

লেমবার্গের দাঙ্গা কমে নাই, মধ্যে মধ্যে চলিতেছে। দাসত্ব প্রথা এখন আর চলিবে না। যদি বা উহার পুনরভ্যুত্থান হয় তাহা হইলে এই সকল অঞ্চলে কান্না-হাসি পড়িবে, এমনকি একটা বিদ্রোহের সৃষ্টিও হইতে পারে।

পুলিসে গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, নীলকোটাই তালুকের গ্রামবাসীদের সহিত সম্প্রতি পুলিসের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে। উভয় পক্ষেই কয়েকজন করিয়া আহত হইয়াছে।

বড়বাজারে

বড়বাজার পুলিস থানার অধীন ৪, বাঁশতলা ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল প্রসাদ কেজ্রীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ব[illegible] মূল্যের অলঙ্কার অপহরণ করিবার অভিযোগে মুনেশ্বর কাপায়, দেবী সিং ও [illegible] গাঙ্গালা জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত সোমবারে উক্ত মামলা একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে মামলা মুলতুবি আছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ফরিয়াদী তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণ ছাদের উপর নিদ্রিত ছিলেন। ঘরের দ্বার তাল[া] বন্ধ ছিল। মধ্য রাত্রিতে আসামীগণ কোনও উপায়ে উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়া দোতালায় ফরিয়াদীর গৃহে প্রবেশ করে। আসামীগণ সুটকেস খুলিয়া অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিতেছিল ঐ সময়ে ফরিয়াদীর স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হয় তিনি আসামীদিগকে ঘরের মধ্যে দেখি[য়া] চীৎকার করায় একজন দস্যু গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করি[বে] বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে। অন[ন্তর] উক্ত মহিলার সহিত চোরটির ধস্তাধ্বস্তি হয়। ঐ সময়ে ফরিয়াদীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি নিম্নোতলে ১ জন আসামীকে ধৃত করেন।

অতঃপর আসামীগণ উক্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গমন কালে সিঁড়িতে [illegible] হয়।

কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইবার পরে মামলা মুলতুবি আছে।

পুণায় শ্রীযুত জয়াকর ও পণ্ডিত কুঞ্জরু

পুণা হইতে প্রকাশ, গত শনিবার বোম্বাই যাইবার পথে শ্রীযুত এম, আর জয়াকর এখানে অবতরণ করেন ভারত সেবক সমিতির সদস্যগণের সহিত রাজনীতিক অবস্থা স[ম্বন্ধে] আলোচনা করেন। পরে ডেকান স[ভার] এক বিশেষ অধিবেশন হয়। ঐ স[ভায়] পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু উপস্থিত ছিলেন তিনি সদস্যগণের সহিত রাজনীতিক অবস্থা এবং জয়াকর-সপ্রু বিবৃতি স[ম্বন্ধে] আলোচনা করেন। গত ৪ঠা [illegible] পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বোম্বাই [illegible] করিবেন। সেখান হইতে তিনি এলাহাবাদ যাইবেন

দৈনিক — "শ্রীধাম নবদ্বীপ"

Reg No C1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মূল্য অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে আষাঢ় শুক্রবার ১৩৩৯ ৮ই জুলাই ১৯৩২

স্যার স্যামুয়েলের বিবৃতি

মৌলভী জিলার রহমাণের বক্তৃতা

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

রিভলভারের সন্ধানে খানাতল্লাস

ট্রেণ নাশের চেষ্টা

ছোরার আঘাতে দুইজন হিন্দু আহত

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘোষণা

মণীন্দ্রনারায়ণ রায় কারা-আইনে দণ্ডিত

কলহে আত্মহত্যা

নবাবগঞ্জের নেতার মুক্তি

পোলো খেলায় দুর্ঘটনা

নানা কথা

স্যার স্যামুয়েলের বিবৃতি

পুণা হইতে প্রকাশ, ১০ই জুলাই রাত্রিতে দক্ষিণাত্য সভার কার্য্যকারী সমিতির অধিবেশনে বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সভায় অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভারত সচিব তাঁহার বক্তৃতায় গোল টেবিল বৈঠকের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘোষণা করিয়া মূলতঃ শাসনতন্ত্র গঠন সম্বন্ধে আলোচনার পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভারত-সচিবের ঘোষণার পর ভারতের ভবিষ্যত শাসন পদ্ধতি নির্দ্ধারণকালে ভারতবাসীর সহিত সহযোগিতা করার পরিবর্ত্তে ভারতবাসীকে প্রয়োজন মত কেবলমাত্র নিরপেক্ষ পরামর্শদাতারূপে গণ্য করা হইবে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ভারতের ভবিষ্যত শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র গঠনে আলোচনার পন্থা অনুসরণ করা হইবে।

সভায় এক প্রস্তাবে সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে তাঁহারা যেন পূর্ব্ব ঘোষিত নীতি অনুযায়ী উভয় পক্ষের সম্মতি অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন।

সভায় অর্ডিনান্স শাসন বহাল রাখার প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সভার মতে বর্ত্তমানে এমন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যখন সরকারের উচিত বিশেষ ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়া অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সম্মতিক্রমে ভারতের শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা।

সভার প্রতিবাদ তারযোগে বিলাতে প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিব এবং ভারতে রাজ প্রতিনিধিকে জ্ঞাত করা হইয়াছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

সোপাই চা বাগানের কুলী লখন সওরা ও অপর ২ জন কুলী নরহত্যার অভিযোগে আসামী জ্যালী জেলার দায়রা জজ মিষ্টার এম, এইচ, বি, লেথব্রীজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

জ্বরের পরে আসামী লখনের বাক্‌শক্তি লোপ হয়। সে সন্দেহ করে জামপারা যাদুমন্ত্র প্রভাবে তাহার বাক্‌শক্তি লোপ করিয়াছে। গত ১৮ই ডিসেম্বর রাত্রিতে আসামীত্রয় অপর একজন কুলী সঙ্গে লইয়া জামপারার বাড়ীতে গমন করিয়া উক্ত যাদু অপসারিত করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করে। জামপারা বলে সে যাদুবিদ্যা জানে না। অনন্তর আসামী জিলকা তাহার পৃষ্ঠদেশে ছোরা দ্বারা আঘাত করে।

জুরীগণ আসামী জৈদকাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে ও অপর আসামীদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। জজ জৈদকা সম্বন্ধে জুরীদিগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু অপর আসামীদিগের সম্বন্ধে জুরীদিগের সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করিতে না পারিয়া মামলার শেষ নিষ্পত্তির জন্য মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মিষ্টার সি, সি, ঘোষ ও বিচারপতি মিষ্টার কষ্টেলো গত ৫ই জুলাই উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত আসামীদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২০শে বামন গৌরাব্দ ৪৪৬. ২৪শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৮ই জুলাই ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ১০৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

গত ৫ই জুলাই (১৯৩২) তারিখে মাননীয় উকিল শ্রীযুক্ত ই, ভি শেষাভতার মহোদয় কর্ত্তৃক কব্বুর হইতে প্রেরিত তড়িৎ-বার্ত্তায় প্রকাশ,—গোদাবরী নদীর পশ্চিম তটস্থ কব্বুরে নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ৩রা জুলাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজিউর শ্রীমূর্ত্তি প্রকটন করিয়াছেন।

উৎকলবাসী গজপতিরাজ শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেবের অধীনস্থ রাজমন্ত্রীর তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা রায় রামানন্দ নামক তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরী-তটে সাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই শুদ্ধাভক্তি এবং ভজনের চরম উৎকর্ষের বিষয় আলোচনা করেন।

—

৪২০ বৎসর পূর্ব্বে রায় রামানন্দ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যে শুদ্ধাভক্তির ক্রমোন্নতির বিষয় কীর্ত্তন করেন, তদ্বিষয় ও সেই স্থানের পবিত্রতা এবং মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসমক্ষে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

—

পুষ্কর-স্নান উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু সজ্জন ও নগরীস্থ অসংখ্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীমুখে এইরূপ উপদেশপূর্ণ হরিকথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

গভর্ণমেণ্ট ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যাত্রী-বর্গের অসুবিধা অপনোদনকল্পে বিশেষ যত্ন লইতেছেন।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে বিরহোৎসব

গত ৩রা জুলাই রবিবার শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহ-বাসরে মধ্যাহ্নে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহা-প্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে শুদ্ধক-গীতি শেষ হইবার পর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম বন্দনানন্তর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলার সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন।

এতৎপ্রসঙ্গে তিনি গ্রাম্য কথা ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব চরিত-কথা, বৈষ্ণব ও কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যু-পার্থক্য, বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, গুরুপরম্পরা, গুরুতত্ত্ব, ঠাকুরের আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল, আবির্ভাবের কারণ, আবির্ভাবের পূর্ব্বে গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগ, তথাকথিত সাহিত্যিক, দেশনেতা ইত্যাদির শোক-সভা ও বৈষ্ণব-বিরহে শোক-সভার পার্থক্য, ঠাকুরের আচার প্রচার গ্রন্থ প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার সাময়িক পত্রিকা প্রচার, মহোৎসবাদি দ্বারা প্রচার এবং জীবে দয়ার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সুসিদ্ধান্তপূর্ণ যুক্তি সহকারে বর্ণন করেন। সারগ্রাহিমাত্রেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া মনোযোগ সহকারে কীর্ত্তন সমাপ্তি পর্যন্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্বামিজীর সরল ভাষায় যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে মহিলাগণ পর্য্যন্ত বক্তৃতা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়া-ছিলেন।

—

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সুললিত স্বরে 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥ (যদি) ভক্তিবিনোদ না আসিত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে'। গৌরাঙ্গ মহিমা কারুণ্যের সীমা জগতে জানা'ত কে? জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। হরি ভজনেতে যাঁর প্রমোদ প্রচুর॥ কাঁহা গেলা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি! চৈতন্য চরণে যাঁর প্রেম অন্ত নাই॥" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আরও মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সমাগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় বহু লোক অযাচিত ভাবে আগমন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন।

উৎসবোপলক্ষে শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী প্রভু ও ভক্ত শ্রীরাজেন্দ্রের সেবা-চেষ্টা প্রশংসার্হ।

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব

বিগত ১৯শে আষাঢ় ৩রা জুলাই রবিবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-পাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব সুচারু-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীমঠে শুভাগমন পূর্ব্বক উক্ত মহোৎসব সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। উৎসব দিবস বহুদূর হইতে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে বহু ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ উৎসবে যোগদান করিয়া-ছিলেন।

—

মধ্যাহ্নে মহাপ্রভুর ভোগারতির পর প্রায় দেড়শত লোক মহাপ্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। বৈকালে স্বামিজী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয় এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ গীত কীর্ত্তনান্তে বক্তৃতামুখে স্বামীজী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা হইতে একটী বিরহগীতি পাঠ করিয়া উৎসব শেষ করা হয়।

গুর্ব্ববজ্ঞা

হৃদয়ে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার লোভ লুক্কায়িত রাখিয়া বাহিরে প্রচারক, গুরু বা আচার্য্যের সজ্জায় বর্ত্তমান জগতে পরমার্থের নামে যে সকল কাপট্যের তাণ্ডব নাট্য প্রচারিত হইতেছে, 'ঐ চোর' নীতি অবলম্বনে দুষ্টগণ সাধু সাজিয়া নিরীহ লোকসকলের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সত্যানুশীলন করিবার সৌভাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই

অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকসকল সাধনভজনের কোন কথা না বুঝিয়া লোকের উপদেষ্টা কেন সাজিবে, ব্যাসশুকাদি মহাজন বন্দ্য—ব্রহ্মাদি দেবতা দুর্লভ সাধু-গুরুর আসন কলঙ্কিত করিবার কি স্পর্দ্ধা তাহাদের আছে, পরমহংসকুলের আচরণ অনুসরণের পরিবর্ত্তে অনুকরণ অর্থাৎ নকল করিয়া তাঁহাদেরই একজন হইবার ধৃষ্টতা কেন তাহারা করিবে, এসকল কথার উত্তর দিবার জন্য কাহার হৃদয় ব্যাকুল হইতে পারে? নিরঙ্কুশ বাস্তব সত্যের শরণাগত জন ব্যতীত সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার প্রবৃত্তি আর কাহারও হইবে না।

সত্যকে যাহারা আশ্রয় করে নাই, তাহারা তাহাদের সম্মুখে সত্যকে অবাধে লাঞ্ছিত—অপমানিত—তিরস্কৃত হইতে দেখিবে, তাহাতে হৃদয়ে একটুকুও ব্যথা লাগিবে না। নিৎমৎসর সাধুগণ অসত্যকে সত্য বলিয়া চালাইয়া সত্যের অবমাননা সহ্য করিতে পারেন না, 'অসত্যের প্রচার দ্বারা জগতের অমঙ্গল হউক' ইহা সত্যের প্রচারক পরদুঃখ-দুঃখী সর্ব্বস্বোপকারক সাধুগণ দেখিতে পারেন না, তাই তাঁহাদের মধ্যে বড় বাজিয়া উঠে, তাঁহারা ভণ্ডদলের ভণ্ডামি তারস্বরে জগজ্জীবের নিকট ঘোষণা করিয়া দেন।

অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের কার্য্য—একদিকে পাষণ্ডদলন, অন্যদিকে প্রেম-প্রচারণ। আমাদের স্বর্থাভিসন্ধিরূপ পাষণ্ডতা দলিত না হইলে প্রেমের সৌন্দর্য্য কি করিয়া উপলব্ধির বিষয় হইবে? সত্য-অসত্য আলোক-অন্ধকার—কাম-প্রেম সবই এক মনে করিয়া যাঁহারা অধুনা 'সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়' বাদের পক্ষপাতী হইয়াছে, তাহারা কখনই সত্যকে ভাল বাসিতে পারেন নাই। সত্যকে বিন্দুমাত্র ভালবাসিলে সত্য কোথায় কি প্রকারে কি পরিমাণে উল্লঙ্ঘিত হইতেছেন, তাহা উপলব্ধির বিষয় হইত, জগতে আজ

গীতার দর্শন

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনকালে বলিতেছেন,—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারাই না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥ শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥ গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥" অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরি অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম আচারমুখে প্রচার করিয়া অপ্রকট হইবার ৪৪৪ বৎসর পরে আবার দেশের যে সেই অবস্থা হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারেন? শাস্ত্র-সিন্ধু মধ্যে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অতি গুহ্যভাবে লুক্কায়িত আছে,—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।" তাই মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ ব্যতীত শাস্ত্র-মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু তাই বলিয়াছেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" অর্থাৎ গীতা ভাগবতের অর্থ যদি কেহ বুঝিতে চান, তবে মহাভাগবতগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে হইবে তবে যদি সেবোন্মুখ চিত্তে শাস্ত্র-মর্ম্ম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন

অধর্ম্মরাজ কলির এত প্রভাব বিস্তৃত হইত না।

ভজনানভিজ্ঞ অশিক্ষিত মূর্খ লোকেরা গুরু সাজিয়া পরমার্থের নামে যাহা ইচ্ছা তাহা প্রচার করিয়া জগতের লোকের সর্ব্বনাশ করিবে, ভজনাভিজ্ঞ মহাজনগণের সমান আসনে বসিবার স্পর্দ্ধা করিবে আর আমরা বসিয়া বসিয়া তাহা অবাধে দর্শন করিতে থাকিব ইহার ন্যায় গুর্ব্ববজ্ঞা দ্বিতীয় আর কিছুই হইতে পারে না। এই গুর্ব্ববজ্ঞারূপ ভীষণ অপরাধ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ভজননিষ্ঠ ভজন-সাধী সকলের সঙ্গে থাকিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বাস্তব সত্যের অনুশীলন করা। নিজে ভজননিষ্ঠ না হইলে অন্যের ভজনাভিজ্ঞতা ধারণা উঠা যাইবে না, না থাকিতে পারিলে অসৎসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী হইবে।

সাধন ভজনের নামে যে যাহা বলে, তাহাই ভাল, ইহা কখনও বাস্তব সত্যের আশ্রিত জনগণ স্বীকার করেন না। বিজ্ঞ ও অজ্ঞের ধারণাকে এক বলিতে হয় ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নিজে বিজ্ঞ হইতে না পারি। সত্যকেই সত্য সত্য যিনি গুরু করিয়াছেন, যিনি সত্য সত্য গুরুদাস হইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। নতুবা তাঁহার ভজন সাধন সবই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক।

আমরা আরোহ চেষ্টায় অক্ষজ জ্ঞানে গীতা শাস্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করিতে যাইয়া কেহ কর্ম্মযোগ, কেহ জ্ঞান যোগ, কেহ বা ভক্তিযোগকে শ্রীগীতার উদ্দিষ্ট বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আবার কেহ বলি ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রকারান্তরে নিষেধ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যোগের কথা বলিয়াছেন; কেহ বা বলি যে না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে স্বয়ং প্রবৃত্ত করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের কোনও দর্শনে আমরা শ্রীগীতার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া বিতর্কে পতিত হই।

আমাদের এইরূপ ভ্রম বিবর্ত্ত অপনোদন করিবার জন্য অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারী বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠ গত ১৯।৩।৩২ রবিবার তারিখে তাঁহার সারস্বত নাট্যমন্দিরে সন্ধ্যাকালে "গীতা ও তাহার দার্শনিক তত্ত্ব" সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের দ্বারা একটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার দিবস পূর্ব্বে কলিকাতায় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হওয়ায় নাট্যমন্দিরটী শত সহস্র শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, সজ্জন শ্রোতৃবর্গের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্বামিজি মহারাজ ওজস্বিনী বাগ্মিতার সহিত যে গভীর গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা মাদৃশ অজ্ঞ ও নির্গুণ ব্যক্তি তাহার ক্ষীণ দুর্ব্বল স্মৃতির সাহায্যে যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছে তাহাই অপরিস্ফুট ও অসম্বদ্ধ ভাবে নিম্নে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

সাধুগুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যাভাবে গীতা-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমরা কেহ কর্ম্মী, কেহ নির্ভেদজ্ঞানী, কেহ যোগী, কেহ তপস্বী, কেহ বা অজ্ঞ হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। ঐরূপ আনুগত্যের অভাবে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না। শ্রীগীতার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য মেরুদণ্ডস্বরূপ গীতোক্ত যে তিনটী বৃত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ সাধুগুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা, তাহার অভাব নিবন্ধন আমরা গীতার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা, কোথাও জ্ঞানের প্রশংসা, কোথাও যোগের প্রশংসা শুনিয়া অশ্রৌতপন্থীগণের অনুসরণ পূর্ব্বক আমরা বিতর্কে পতিত হইয়া শাস্ত্রের যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া তাহা হইতে বহু যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হই। অতএব এ বিষয়ে গুরুবৈষ্ণবের কৃপাই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও ভরসাস্থল হউক!

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ। পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"—এই শ্লোকে উপনিষদ সমূহকে গাভী বা কামধেনুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উপনিষদগণ সকাম সাধকগণকে, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণকে, কর্ম্মীকে, ত্যাগীকে, উপাসকগণকে উপাসনার উপদেশ দিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গে সমস্ত উপনিষদ দোহন করিয়াছিলেন। গাভী যেমন স্বেচ্ছায় প্রীতির সহিত তাহার বৎসকে দুগ্ধ প্রদান করে তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপনিষদগাভীর এই গীতামৃত তাঁহার প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে দান করিয়াছিলেন এবং যাহা পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অন্যান্য প্রিয় ভক্তগণও আস্বাদন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারিলেন। গীতামৃত কেবলমাত্র শ্রীভগবানের অনন্য শরণাগত ভক্তগণেরই আস্বাদ্য বস্তু; অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও তপস্বীর নহে।

গীতাশাস্ত্র জগতকে যে দর্শন প্রদান করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকার প্রাকৃত বা জড় দর্শন নয় উহা অপ্রাকৃত দর্শন।

[illegible] গোচর।" অতএব প্রাকৃত অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা গীতার তাৎপর্য্য বুঝিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। গীতার দর্শনে কোন প্রকার কর্ম্ম বা জ্ঞানমিশ্র ভাব নাই বা উহাতে প্রাকৃত জগতের কোন প্রকার হেয়তা, অবরতা বা আবিলতা নাই। গীতার দর্শন ঐরূপ মধুপুষ্পিত বাক্যে বিমোহিত-চিত্ত জৈমিনী পতঞ্জলী প্রভৃতি ঋষিগণের দর্শনের মত নয়। শ্রীগীতার অপ্রাকৃত দর্শন স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত হইয়া গুরু-পারম্পর্য্যে শ্রৌতপন্থায় অবতরণ করিয়াছেন। অতএব শ্রৌতপথাবলম্বী হইয়া গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণতি স্বীকার না করা পর্য্যন্ত গীতার দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ হয় না।

(ক্রমশঃ)

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবতী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মাহুলি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রণীত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্সম-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাবা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খুব জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুগবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। নামাত্র লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] খোলা হইয়াছে।

[illegible] আদর্শ [illegible] শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে [illegible] সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বঙ্গেশ্বর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৹ আনা, প্যাকেট ৷৷৵৹ আনা, বোতল ১৷৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹, মাসিক ১৲ নগদ ১৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অৰ্দ্ধকলম ৩৷৷৹ [illegible] কলম ৬৲ [illegible]

সোনাইমুড়া

কোঅপারেটীভ

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিঃ নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	মিয়াদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৷৷৹
১	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৲
৬	মাস	,,	,,	,,	,,	,,	৭৷৷৹
৩	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৬।৹

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে ,, ,, ৪৷৷৵৹

চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক .. ৩৵৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৭

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আমরা [illegible] (বোম্বাই এবং আসাম) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখা হয়। ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলহে আত্মহত্যা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, জনৈক জাঠের প্রথমা-পত্নী গত ৩রা জুলাই দারিয়াগঞ্জের এক কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত জাঠের দুই পত্নীর মধ্যে কলহ হয় এবং তাহার ফলেই উক্ত প্রথমা পত্নী ঐরূপে আত্মহত্যা করে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘোষণা

হুগলী হইতে প্রকাশ, গত ৩রা জুলাই জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঢোল সহরতে ঘোষণা করিয়াছেন যে পূর্ব্বাহ্ণে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া কেহ কংগ্রেস সংক্রান্ত কোন সভা সমিতির অধিবেশন কিম্বা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে পারিবে না।

গত ৪ঠা জুলাই যে সকল দোকানদার তাহাদিগের দোকান বন্ধ রাখিয়াছিল পুলিস তাহাদিগের নামধাম লিখিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে নাকি থানায় পর্য্যন্ত ডাকা হইয়াছিল। তাহারা কি জন্য এই দিন দোকান খোলে নাই, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে তাহাদিগের উপর নাকি নোটিশ জারী করা হইবে।

ইঞ্জিন চাপায় মৃত্যু

ব্যাণ্ডেল ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড বিভাগের জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী কর্ম্মস্থল হইতে বাসায় ফিরিতেছিলেন, সেই সময় ইঞ্জিন চাপা পড়ায় তিনি মারা গিয়াছেন।

নবাবগঞ্জের নেতার মুক্তি

নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশ, নবাবগঞ্জের বিশিষ্ট নেতা মিষ্টার চৌধুরী আসফ আলী বেগ গত ২৯শে জুন দমদমার অতিরিক্ত বিশেষ কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। গালিমপুরে এক সভায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত জানুয়ারী মাসে তিনি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

ট্রেণের গতিরোধ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ই, আই, রেলের ৩০ নম্বর আপ এক্সপ্রেস ট্রেণখানা এলাহাবাদ হইতে কয় মাইল দূরে অকারণে সতর্ক করাইবার শিকল টানিয়া থামান হয়। যে ২ জন যুবক উক্ত কার্য্য করে, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহাদিগকে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বলিয়া মনে হয়।

শোভাযাত্রা বাহির করার চেষ্টা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কংগ্রেসের লোকেরা গত ৪ঠা জুলাই এক শোভাযাত্রা করার চেষ্টা করে। পুলিস বাধা প্রদান করে। ৪ জনকে শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে

মৌলভী জিলার রহমাণের বক্তৃতা

কাদি হইতে প্রকাশ, বাঙ্গালার আহমদিয়া সমিতির মৌলভী জিলার রহমান কাদির হালিফক্স পার্কে সংপ্রতি এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে কয়েকটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথার অবতারণা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, ইসলাম ধর্ম্মের মূলভিত্তি মানুষের ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সভায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

ছোরার আঘাতে দুইজন হিন্দু আহত

মসাজিদ বন্দর রোডে একটী গলির মধ্যে লুক্কায়িত একজন মুসলমান জনতাকর্ত্তৃক দুইজন হিন্দু ছোরার আঘাতে আহত হয়। একজন আক্রমণকারীকে পুলিস হাতে নাতে ধরিয়া ফেলে।

মণীন্দ্রনারায়ণ রায় দণ্ডিত

পাটনা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত মণীন্দ্রনারায়ণ রায় পাটনার মহকুমা হাকিমের এজলাসে অস্ত্র আইনানুসারে অভিযুক্ত হন। গত ৪ঠা জুলাই হাকিম তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীযুত রায় 'সার্চ লাইট' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমানে তিনি রাজনৈতিক বন্দীরূপে পাটনা জেলে আটক আছেন। কারা আইন লঙ্ঘন করিয়া বাহিরের জনৈক খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মীর নিকট পত্র লিখিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। পাটনাক্যাম্প জেলে আটক থাকা সময়ে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রতি যখন মুক্তিলাভ করেন, সেই সময় তাঁহার মারফতে উক্ত পত্র শ্রীযুত রায় প্রেরণ করিতে চেষ্টা করেন।

ম্যাক্সটনের অভিমত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, শ্রমিকদলের সংস্রব ত্যাগ করিয়া 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' শ্রমিক দল ভারতের সম্বন্ধে একটি নূতন প্রণালী গঠন করার যুক্তি মনে করিয়াছেন। মিঃ জেমস্ ম্যাক্সটন ঘোষণা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা নিতান্ত অন্যায় হয় নাই। তবে সর্ব্ববিষয়ের স্বাধীনতার দাবী না করিয়া অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী করাই এখন ভারতে শ্রেয়স্কর।

ট্রেণ নাশের চেষ্টা

দেরাদুন হইতে 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, ৫ই জুলাই রাত্রিতে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত পুনরায় ট্রেণ নাশের আর এক চেষ্টা করে। উহারা দেরাদুনের ৫ মাইল দূরবর্ত্তী মোকামপুর এবং হরওয়ালা ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইন হইতে কয়েকখানি ফিস প্লেট অপসারিত করে। রাত্রি ৮৷২৫ মিনিটের সময় ডাউন দেরাদুন হাওড়া এক্সপ্রেস গাড়ী নির্ব্বিঘ্নে উক্ত হরওয়ালা ষ্টেশন অতিক্রম করিবার পর দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেণ মোকামপুর ষ্টেশন অতিক্রম করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্ব্বৃত্তগণ উক্ত ফিস প্লেটগুলি অপসারিত করে। দেরাদুন হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় যে দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেণ ছাড়ে, তাহার চালক সার্চ্চ লাইটের সাহায্যে যথা সময়ে দূর হইতে অবলোকন করে যে, লাইনের উপর কতকগুলি ফিস প্লেট বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহার মনে সন্দেহের উদয় হওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ তৎপরতার সহিত গাড়ী থামাইয়া ফেলে। যে স্থলে গাড়ী থামে তাহার মাত্র কয়েকগজ দূরেই ফিস প্লেট অপসারণ জন্য লাইন বিপজ্জনক হইয়াছিল।

পোলো খেলায় দুর্ঘটনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, পোলো খেলিতে গিয়া কাপ্তেন নর্ম্যান বটের মৃত্যু হইয়াছে। কাপ্তেন বট সাংহাই শিকারী কুকুর কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন। সেখানে সুবিধা না হওয়ায় বট ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইনি পোলো খেলায় বিশেষ মজবুত ছিলেন। একদিন পোলো খেলিতে গিয়া তাঁহার ঘোটকটীর হঠাৎ মৃত্যু হয়। মৃত ঘোড়া কাপ্তেন বটের উপর গড়াইয়া আসিয়াছিল। ঘোটকের চাপে পড়িয়া কাপ্তেনের মৃত্যু হইয়াছে। এই দুর্ঘটনা ব্রিষ্টল সহরে ঘটিয়াছে।

রিভলভারের সন্ধানে খানাতল্লাস

শিলচর হইতে প্রকাশ, সহরের ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত বাঙ্গালিজ গ্রামের পরলোকগত রামতারক সিংহের গৃহে খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কতিপয় পুলিস কর্ম্মচারী এবং একদল সামরিক ও বে-সামরিক পুলিস সহ এই খানাতল্লাস করেন।

বিনা পাশে কয়েকটি রিভলভার উক্ত গৃহে আছে বলিয়া পুলিস এক খবর পাইয়া এই খানাতল্লাস করে।

ডি. ভ্যালেরার পত্র

লণ্ডন, ফ্রী ষ্টেটের হাই কমিশনার মিঃ ডুলান্টি এবং আইরিশ শ্রমিকদলের নেতা মিঃ মর্টন ইঙ্গআইরিশ আলোচনা সম্পর্কে কমন্স সভায় মিঃ জে এইচ, টমাসের বিবৃতি শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিঃ টমাস বলিয়াছেন—মিঃ ডি, ভ্যালেরার সরকারী পত্র গত ৪ঠা জুলাই পাওয়া গিয়াছে। মিঃ ডি, ভ্যালেরা বলিয়াছেন—বৃটিশের সালিশী বসাইবার সঙ্কল্পে আমি সম্মত আছি বটে, কিন্তু বৃটিশ সরকারের অনুমোদিত কমনওয়েলথের ট্রাইবিউনালে আমার স্বীকৃতি নাই। এই কমনওয়েলথের ট্রাইবিউনাল ১৯৩০ অব্দের সাম্রাজ্যিক সম্মেলনের সর্ব্ববাদিসম্মত সুপারিশ অনুসারে গঠিত হইয়াছে।

তারপর মিঃ টমাস বলিয়াছেন—মিঃ ডি, ভ্যালেরার পত্রে আরও প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি যে কেবল ভূমিকর দিতেই অস্বীকৃত তাহা নহে, বৃটেনের সহিত কোনরূপ আর্থিক সংস্রব রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। ভূমিকর প্রদান না করা যখন মিঃ ডি, ভ্যালেরার ঐকান্তিক পণ, তখন বৃটিশ সরকার বাকী খাজনা আদায় করিবার জন্য আইরিশ পণ্যের উপর শুল্ক বসাইয়া অনাদায়ী টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। এতদ্ব্যতিরেকে বৃটিশ সরকারের অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রীযুত প্যাটেলের ডবলিন যাত্রা

মিঃ ডি ভ্যালেরার জরুরী আহ্বানে শ্রীযুত ভি জে প্যাটেল হঠাৎ ডবলিন যাত্রা করিয়াছেন। মিঃ লটওয়ালা নামক একজন সওদাগর শ্রীযুত প্যাটেলের অনুগামী হইয়াছেন। সাক্ষাতের কারণ উভয়েই প্রকাশ করিতে রাজী নহেন।

৫ পি ——→ আষাঢ়
নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণ মূল্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে আষাঢ় শনিবার ১৩৩৯ ৯ই জুলাই ১৯৩২

প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর

দুই শত লোকের আকস্মিক মৃত্যু

ডাঃ আন্সারীর কারামুক্তি

৯৪ জনের কারামুক্তি

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

দুইজন সৈনিকের কারাদণ্ড

কানপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গাইবাঁধায় প্রবল বন্যা

মিঃ কিদোয়াইর বিবৃতি

এডভোকেটের সশ্রম কারাদণ্ড

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর

বেনারস হইতে প্রকাশ, জামালাপুর গ্রামে কাটওয়ারুর বাটীতে ডাকাতি করিবার ও বাড়ীর লোকজনকে মারাত্মক ভাবে প্রহার করিবার অভিযোগে কয়জন আসামী দায়রা সোপরদ্দ হয়। প্রহারের ফলে কাটওয়ারু মারা যায়। বিচারে মন্নু ও রাজু প্রাণদণ্ডে এবং আর ৫ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ডাঃ আন্সারীর কারামুক্তি

নূতনদিল্লী হইতে প্রকাশ, ডাক্তার এম. এ আন্সারী গত ৬ই জুলাই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। জানুয়ারী মাসের প্রথমে তিনি গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

প্রকাশ, তিনি এখনও কটীদেশে বাতের জন্য কষ্ট পাইতেছেন। আগামী আগষ্ট মাসের প্রথমেই তাঁহার ইউরোপ যাত্রার সম্ভাবনা।

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

গত ৩রা জুলাই প্রাতে পেশোয়ার হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, তিনজন বন্দুকধারী বিদ্রোহী পেশোয়ারের তিন মাইল দূরবর্তী এক গ্রামের সন্নিকটে ঘোরাফেরা করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাইয়া একদল পুলিস ঐ স্থানে যায়। বিদ্রোহীদের সহিত পুলিস দলের সংঘর্ষ হয়। ফলে পুলিস দলের একজন পায়ে গুলীর আঘাত প্রাপ্ত হয়। বিদ্রোহীগণ চম্পট দেয়। তাহাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কানপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কানপুর হইতে ২২ মাইল দূরে ব্রাহ্মিপুরে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ৪০টি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। শস্যের গুদামও পুড়িয়া গিয়াছে। একজন ৮০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা পুড়িয়া মরিয়াছে। প্রকাশ, ক্ষতির পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা।

যখন আগুন লাগে তখন বাতাস প্রবল বেগে বহিতেছিল এবং নিকটবর্তী জলাশয়ে জল ছিল না। কাজেই অতি শীঘ্র অগ্নি চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে।

মিঃ কিদোয়াইর বিবৃতি

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, প্রস্তাবিত স্বতন্ত্রদলের প্রেসিডেণ্টরূপে আমার নাম প্রকাশিত হইয়াছে। আমি সারাজীবন জাতীয়বাদীর ভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছি, ইহা দেশের লোকে উত্তমরূপেই জানেন। ভারতীয় আন্তর্জ্জাতিক এবং মুসলমানরূপে আমি আজ উচ্চভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছি। এখনও আমি ঐরূপ উচ্চভাব পোষণ করিতেছি। জাতীয়তাবাদীর ভাব হইতে বর্ত্তমানের প্রশ্ন এই—কিরূপে অতি শীঘ্র ও সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীদের হস্তে কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব দেওয়া যাইতে পারে? বালকও এ বিষয়টি জানে যে, হিন্দু মুসলমানের মিলন না ঘটিলে ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। আমি এই মিলনের উদ্দেশ্যেই জীবন ব্যাপী চেষ্টা করিয়াছি। সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রধান লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমি সংখ্যা গরিষ্ঠ দলকে এই পরামর্শ দিতেছি তাহারা যেন মুসলমানদিগের বিশ্বাস অর্জ্জনে চেষ্টা পান, তাহা হইলে চাটুকারগণ বাধা প্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই আমি সর্ব্বদল মুস্লিম সম্মেলন সমর্থন করিয়াছি। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আমি স্বাধীন হিন্দু ও মুসলমানদিগের একটি দল দেখিতে চাই। স্বরাজপার্টি যেরূপ ছিল, এই দলও তদ্রূপ গঠিত হইবে। কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন নয় যে, আমি এতদুদ্দেশ্যে কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারি।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	যশোহর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরূপ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅপ্রয়ান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীদণ্ডিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদাধিকারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী আয়ুর্ব্বেদ এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীহৃদয় ভক্তশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীইন্দুপদ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রসাদ ষ্ট্রীট, ঢি

রক্ষক—শ্রীগৌরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্ননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেমপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সপ্তাই, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমরকুণ্ডা, চিররকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপশুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনলজী, শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বহু ভক্তমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুঞ্জলেশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন।

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাজগোপাল পাট

কাঁটালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২১শে বামন গৌরাব্দ ৪৪৬. ২৫শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ৯ই জুলাই ইং ১৯৩২ শনিবার | ১০৭তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয় মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহ-মহোৎসব

গত ১৯শে আষাঢ় রবিবার দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটি কাষ্ঠাসনের উপর ঠাকুরের আলেখ্যটী নানাবিধ বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দ্বারা পরিশোভিত করা হইলে, শ্রীসংসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারীদ্বয় সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা-পরিশোভিত শ্রীনাট্যমন্দিরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় প্রথমে পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্নপ্রভু "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" গীতটি অতি সুললিত স্বরে কীর্ত্তন করেন।

তৎপরে রাত্রি ৮ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত আড়াই ঘণ্টাকাল শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কারপ্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারীপ্রভু ও পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু "ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্ত্য, পবিত্র চরিত্র ও শিক্ষা" সম্বন্ধে যথাক্রমে একএকটী বক্তৃতা প্রদানমুখে পারমার্থিক সাহিত্যে লিখিত বিরহ-মহোৎসব শব্দের সার্থকতা, ভগবান্ ও তদভিন্ন বিগ্রহ আচার্য্যগণের জগতে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ; কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের পর তদীয় প্রচারিত সুবিমল প্রেমধর্ম্মে নানাপ্রকার ব্যভিচার আরম্ভ ও তজ্জন্য আউল বাউলাদি তেরটী অপসম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন; অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট জগতে পুনঃ প্রচারোদ্দেশ্যে তদীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যথাক্রমে জগতে আগমন; বাল্যকাল হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীগৌরৈকনিষ্ঠতা; শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা; পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়সে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, পার্শী, উর্দ্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত ভাষায় বিভিন্ন স্থানে ঠাকুরের বক্তৃতা প্রদান-মুখে এবং শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রণয়নের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুবিমল প্রেমধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ চেষ্টা; যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় রাজকার্য্যচ্ছলে 'বিষ্ণাকিষণ' প্রভৃতি ধর্ম্মধ্বজিগণকে শাস্ত্রবিরুদ্ধাচরণ হইতে নিরস্ত এবং আউলবাউল প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের নামে নানা প্রকার ব্যভিচার, অনাচার প্রভৃতি দমনে কৃতসঙ্কল্প; সর্ব্বক্ষণ আচার প্রচার দ্বারা শ্রীনামপ্রেম জগতে বিস্তার; শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে লুপ্ততীর্থ শ্রীধাম মায়াপুর পুনরায় লোকলোচনে প্রকাশ; শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা প্রকাশার্থ শ্রীধামপ্রচারিণীসভা প্রতিষ্ঠা, গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীচৈতন্যাব্দের প্রচলন করে শ্রীচৈতন্যপঞ্জিকা-প্রচার, জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য ঠাকুরের কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ বিজ্ঞাপন; ঠাকুরের স্ব-রচিত জৈবধর্ম্ম, হরিনামচিন্তামণি, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, তত্ত্বসূত্র, তত্ত্ববিবেক, ভজনরহস্য, শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি শতাধিক শুদ্ধভক্তি গ্রন্থের মধ্যে প্রায় ৮০খানা গ্রন্থের নামোল্লেখমুখে প্রত্যেক খানি গ্রন্থ শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তগণের কণ্ঠহার সদৃশ প্রদর্শন, মর্ত্ত্যজীবসমূহের বিরহসত্তা ও অভিমর্ত্ত্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিরহ মহোৎসবের মধ্যে আকাশ-পাতাল-পার্থক্য; স্বপ্রকাশ, অপ্রাকৃত, অতিমর্ত্ত্য, পরম পাবন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন—সদ্গুরুপদাশ্রিত, প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তিযুক্ত, নিষ্কপট, ভগবৎ-সেবোন্মুখ ভাগ্যবান্ জীবই ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় উপলব্ধি করিবার অধিকারী—ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন।

বক্তৃতা সমাপনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর স্বরে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" নামক বিরহগাথাটী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। কলিকাতার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে উপস্থিত প্রায় সাড়ে তিনশত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বাঙ্গালোরে প্রচার

গত ৬ই জুলাই তারিখে বাঙ্গালোর হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ,—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হরিকথা প্রচারার্থ বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেক্রেটারী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও শ্রীপাদ প্যারিমোহন ব্রহ্মচারী সহ বাঙ্গালোরে শুভবিজয় করতঃ অদ্য অপরাহ্ণে বাঙ্গালোরস্থ জয়মহল প্রাসাদে মাননীয় জয়পুররাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

স্বামীজী মহারাজ মাননীয় রাজা বাহাদুরকে প্রসাদী পুষ্পমালিকা ও চন্দনাদি প্রদানান্তে কতকগুলি ভক্তিগ্রন্থ ও শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত বিভিন্ন মঠ হইতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পাঁচটী পারমার্থিক পত্রিকা উপহার প্রদান করেন এবং কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে জয়পুর রাজবংশোদ্ভূত সজ্জনগণের শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রতি ঐকান্তিকতার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন।

মাননীয় জয়পুররাজ ভগবদনুশীলনাবলীর বিষয় ও নিজ বংশাবলীর ইতিবৃত্তান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি প্রচার-কার্য্যের সহায়তা ও মঠসমূহের উন্নতির জন্য চেষ্টা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

গীতার দর্শন

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র-সমরপ্রাঙ্গণে সমরোদ্যত হইয়া পার্থ শ্রীভগবানের সম্মুখে যখন স্বজন মোহগ্রস্তের অভিনয় পূর্ব্বক সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ, "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ। আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা। এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥ স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥" এবং এই সকল কথা বলিয়া নশ্বর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুল-চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন এবং "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেন, তখন হইতেই শ্রীগীতার উপদেশ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রিয় ভক্ত। ভক্তের নিত্যকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস্য হওয়াই তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্ম। কিন্তু অর্জ্জুন যখন তাঁহার 'আত্মীয়, স্বজন, গুরুবর্গ, শিক্ষাগুরু প্রভৃতিকে মারিতে পারিব না"—এই কথা বলিয়া তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া বিরূপের ধর্ম্মে মোহপ্রাপ্তের অভিনয় করিলেন, তাঁহার সেই কথা হইতেই গীতার উপদেশ আরম্ভ হইল।

মোহাভিভূত অর্জ্জুনের ঐরূপ উক্তিতে শ্রীভগবান বলিলেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥" অর্থাৎ হে কুন্তীপুত্র, তুমি ঈদৃশ ক্লীব ধর্ম্ম অবলম্বন করিও না। ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ, তুমি এ ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থান কর। অর্জ্জুন পরম ভক্ত। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন তোমার ভক্তিতে আবদ্ধ হইয়া আমি তোমার সারথীর কার্য্য করিতেছি, তোমার ভক্তিতে বশ হইয়াছি; কিন্তু এখন তুমি যে সমস্ত কথা বলিতেছ ইহা তোমার মত ভক্তের উপযুক্ত নয়—ইহা তোমার স্বরূপের ধর্ম্ম নয়, ইহা তোমার বিরূপের ধর্ম্ম, ইহা তোমার উপাধিক নৈমিত্তিক ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু ইহা তোমার নিত্য ধর্ম্মের কথা নয় ইহা ক্লীবের ধর্ম্ম বিধায় ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক; অতএব তুমি এরূপ ক্লীবের ধর্ম্ম অবলম্বন করিও না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া মাদৃশ বদ্ধ জীবগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ করিতেছেন। মাদৃশ বদ্ধ জীবের পক্ষে বা তাহার হৃদয়ে যেরূপ প্রশ্ন উদয় হইতে পারে, সেইরূপ প্রশ্ন অর্জ্জুনের মুখ দিয়া বাহির করিয়া স্বয়ং জীবকে উপদেশ দিয়াছেন। নতুবা অর্জ্জুনের মত ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাঁহার সারথীর কার্য্য করিতে পারেন—সেইরূপ ভক্তের কোনদিন মোহপ্রাপ্ত হইবার অবকাশ হয় না। তিনি শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ নিজ জন, তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, অপ্রাকৃত জগতে তাঁহার অধিষ্ঠান, প্রাকৃত জগতের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষ-চতুষ্টয় তাঁহাতে সম্ভবে না। অপ্রাকৃত জগতে ঐরূপ দোষচতুষ্টয়ের অবকাশ নাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে মোহিতপ্রায় করাইয়া স্বয়ং উত্তর প্রদান করিতেছেন।

পরীক্ষিৎ মহারাজ যে সমাধিমগ্ন শমীক মুনির গলায় মৃত সর্প জড়াইয়া দিয়াছিলেন ইহা তাঁহার ভ্রান্তি নয়, তাঁহার ঐরূপ ভ্রান্তি কোনদিন হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ যাঁহার গুণে আবদ্ধ হইয়া উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে যাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রাকৃত জগতের কোন ব্যক্তি নহেন তাঁহাতে ঐরূপ হেয়তা থাকিতে পারে না। পরীক্ষিৎ মহারাজের ন্যায় অর্জ্জুনেরও মোহ শ্রীভগবানের কৃত এবং তাহা জগতের নিত্য মঙ্গলের জন্য; যদি পরীক্ষিৎ মহারাজ ঐরূপ ভ্রান্তির অভিনয় না করিতেন, তাহা হইলে শমীক মুনির পুত্রের অভিসম্পাত বশতঃ তাঁহার গঙ্গাতীরে সপ্তাহ কাল প্রায়োপবেশন এবং তৎফলে তৎস্থানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজের আগমন ও তজ্জন্য কলিহত অজ্ঞানান্ধ জীবের চরম কল্যাণের উপায়-স্বরূপ পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবতের কোনদিন আবির্ভাব হইত না সেই প্রকার অর্জ্জুনের মোহপ্রাপ্তিতে সর্ব্বোপনিষদসার গীতাশাস্ত্রের আবির্ভাব।

স্বরূপের ধর্ম্মে জীবের একমাত্র নিত্য-কৃষ্ণদাস্যব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই; ইহাই জীবের পক্ষে আত্যন্তিক নিঃশ্রেয়স্। কিন্তু জীব যখন তাহার স্বরূপধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিগত বিরূপের ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি তাঁহার নিত্য একমাত্র পরম আত্মীয় ও নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া উপাধিগত তথা আত্মীয়, স্বজন, গুরুবর্গ প্রভৃতিকে বহুমানন করিতে থাকেন এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ ঐ সকল ব্যক্তিগণের ভাবী বিয়োগ কল্পনা করিয়া তাঁহার শোক, মোহ ও ভয় উদয় হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া অর্জ্জুনও ঠিক ঐ প্রকার অবস্থারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ঐরূপ ধর্ম্ম নির্ম্মল বা শুদ্ধ আত্মার ধর্ম্ম নয়, উহা ঔপাধিক ধর্ম্ম, অতএব অনিত্য হেয় ও কালক্ষোভ্য।

জীবের স্বরূপের ধর্ম্মে কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ যেখানে স্বরূপের ধর্ম্ম বর্ত্তমান, সেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার কোন অবকাশ নাই, সেখানে কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছাই প্রবল। বিরূপের ধর্ম্মে অভক্তের নিকট আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার আদর থাকিতে পারে; কিন্তু ভক্তের নিকট কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু। অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রিয় ভক্ত, তখন তাঁহার পক্ষে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার পরিচয় দেওয়াটা আদৌ উচিত হয় নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হে অর্জ্জুন, তুমি তোমার তথাকথিত আত্মীয় স্বজন ও গুরুবর্গ প্রভৃতিকে বিনাশ করিব না বলিয়া যে যুক্তি ও চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছ, ইহা তোমার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছারই নিদর্শন যেহেতু ইহাতে তোমারই প্রীতি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমার কোন প্রীতি নাই। আমার প্রীতি কি? আমি বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়গণকে নিধন করিতে চাই। ত্রেতা যুগে আমি ঐরূপ বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলাম। যাহারা সত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, যাহারা ধর্ম্মের পারপন্থী সেইরূপ দুষ্কৃতগণকে বিনাশ করিয়া সত্যের ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করাতেই আমার প্রীতি। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" দুর্য্যোধন তোমাদিগকে সূচ্যগ্র ভূমি দিবে না এই সত্যের ব্যভিচার করিতে বসিয়াছে, অতএব তাহাকে ও তাহার সহকারীগণকে বিনাশ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা অক্ষতভাবে স্থাপন করাতেই আমার ইন্দ্রিয়প্রীতি। এরূপ কার্য্যে তুমি 'আমার ভ্রাতা, আমার পিতামহ, গুরুবর্গ' প্রভৃতি বলিয়া যুদ্ধে বিরত হইয়া যদি তাহাতে প্রতিবন্ধক হও, তাহা হইলে তোমার ঐরূপ কার্য্য আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা দিবে এবং তাহা তোমার মত ভক্তের যোগ্য কার্য্য হইবে না। অধিকন্তু তোমারই ক্লীবত্ব ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যেরই পরিচয় প্রদান করিবে।

(ক্রমশঃ)

মায়াবাদী-কল্পিত মুক্তির স্বরূপ-নির্ণয়

মায়াবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয় এ'কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কল্পিত মুক্তির স্বরূপ কি? এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে বলিয়া থাকেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানই মুক্তি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি 'আপনারা' অহং ব্রহ্মাস্মি' এ'কথা বলেন কি প্রকারে? কারণ, 'আমি' বলিতে অজ্ঞান বা অজ্ঞান-সম্ভূত অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্য যদি বলা যায় এবং তাহাদের সেই বৈশিষ্ট্য যদি অনাদি হয়, তাহা হইলে 'আমি' এই অস্মিতা ত' কখন শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতেই পারে না। আমির মধ্যে জ্ঞানাংশ চৈতন্য এবং 'আমি' তাঁহার উপাধি; সুতরাং উপাধিরূপ 'আমিকে' কখনই ব্রহ্ম বস্তু বলা যায় না। আর, আপনারা জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা এক ও অখণ্ড, অতএব তাহাকে ব্রহ্ম বলা আর ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলা—একই কথা হইতেছে। কিন্তু 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানে 'আমি' বলিতে আমিত্ব বিশিষ্ট জ্ঞান বুঝায় বলিয়া এবং সেই 'আমি' উপাধি অনাদি বলিয়া আমিত্ব-বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ জীবের নিত্যত্ব অপরিহার্য্য। তাই কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না। অতএব 'আমি' যে ব্রহ্ম হইবে, সে ব্রহ্ম বিশিষ্ট ব্রহ্মই হইবে, আর এই জন্য 'আমি'কে ব্রহ্মের-শরীর স্থানীয় বলাই যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু 'আমি'কে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। 'আমি' রূপ উপাধিকে অন্তঃকরণ-বুদ্ধিই বলা হউক অথবা তাহার মূল অজ্ঞানই বলা হউক, তাহার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ যদি অনাদি হয়, তাহা হইলে 'চৈতন্য' যে সেই 'আমি'রূপ উপাধি ভিন্ন কোন কালে হইবে, তাহা কোথা হইতে কল্পনা করা যায়? 'আমি' উপাধিকে যদি কখনও চৈতন্যহীনরূপে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে না হয় সেরূপ কল্পনা করিতে পারিতেন। এই জন্যই 'আমি'-জ্ঞানের মধ্যে উপাধি ও চৈতন্যের পৃথক্ সত্তাই অঙ্গীকার করা যায় না। অতএব মায়াবাদী কল্পিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানে মুক্তি হয় ইহা উন্মাদ ব্যতীত অপর কে বলিবে?

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপ দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাংলা বিরাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রোফ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (টাঃ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, মালাদের গীত, শ্রীনামকৃষ্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶৹, বাঁধাই ৷৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ রক্সিন-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷৷৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নানাগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৶৹ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। খুব মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷৹ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷৹ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

আ... অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্রদিগকে আদর্শ... শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ভাড়ায় সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রক্তার পাচন

...রেরর আ...র্য্য মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উ...র রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০ মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০ সকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিঃ নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২	"	"	"	"	"	"	৮৷০
১	"	"	"	"	"	"	৮৲
৬	মাস		"				৭৷০
৩			"			"	৬।০

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে " " ৪৷৵০

চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক ৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী **টিউবওয়েল** (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারান্টি দিয়া চিরস্থায়ী **টিউবওয়েল**" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য **টিউবওয়েল** কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ১৬৩৬

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকা বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ... যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গাইবান্ধায় প্রবল বন্যা

গাইবান্ধা হইতে প্রকাশ, গাইবান্ধা মহকুমার পূর্ব্ব অঞ্চলে ও নদীতীরস্থিত স্থানসমূহে প্রবল বন্যা আসিয়াছে। বন্যার জলে আউশ ধান ও পাটের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। গত বৎসর যে বন্যা হইয়াছিল, সেরূপ আর কখন হয় নাই; এবারের বন্যার জল তাহা হইতে মাত্র এক হাত কম আছে। গাইবান্ধার বন্যা বিপন্ন ও দুর্ভিক্ষপীড়িত নর নারীরা এই বিপৎপাতে আরও বিপন্ন হইল। বন্যার জল এখনও বাড়িতেছে।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

অম্বালা হইতে প্রকাশ, শিয়ালকোট জিলার বারওয়ালা গ্রামে সংপ্রতি এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই গ্রামের ফকির নামক এক ব্যক্তি তাহার শ্যালক পত্নীর সহিত ভাব হয়। তার পর তাহারা গ্রামান্তরে পলাইয়া গিয়া সেখানে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতে থাকে। কিছুদিন পর সে তাহার নিজের স্ত্রীকে জনৈক শিখ জমিদারের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার এই শ্যালক পত্নীকেই বিবাহ করে। অতঃপর গ্রামের লোকজনের অনুরোধে সে তাহার এই নবপরিণীতা পত্নীর সহিত আবার গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এক দিন সে কার্য্যব্যপদেশে এক মেলায় যায় সেই সময় কয়েকজন লোক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহার এই সাদের দ্বিতীয় পত্নীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। এই পত্নীর তাহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসে একটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল। পুত্রটী বরাবরই তাহার মায়ের সহিত ছিল। তাহাকে যখন বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হয়, সেই সময় তাহার এই শিশু পুত্রটী সেখানেই পড়িয়া থাকে। কিছুক্ষণ পর ফকির বাড়ী আসিয়া দেখে তাহার পত্নী যেন কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে তাহার ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে, সে তখন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাহার এই পত্নীর শিশু পুত্রকে এমন এক আঘাত করে যে, সেই আঘাতেই সে মারা যায়। এই বালকটীর বয়স সবেমাত্র ১০ বৎসর হইয়াছিল। এই সম্পর্কে এই অঞ্চলে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

দুইজন সৈনিকের কারাদণ্ড

নাগপুর হইতে প্রকাশ কর্ত্তব্য সম্পাদনকালে সরকারী কর্ম্মচারীকে আঘাত করিবার অভিযোগে নাগপুরের সায়রা জজ শ্রীযুত এ, এন, শাহ, কামতির ক অফ ওয়েলিংটন রেজিমেন্টের সৈনিক হাউস ক্র্যাকট ও আর্থার হুইটাকরকে নয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে করিয়াছেন।

প্রকাশ, গত এপ্রিল মাসে এই সৈনিকদ্বয় রেজিমেন্ট ছাড়িয়া বাহির হইলে পুলিস তাহাদের অনুসরণ করে। ইহাতে তাহারা পুলিসদলের উপর গুলী চালায়। পরে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামীপক্ষ হইতে বলা হয় যে তাহারা পুলিসের কাহাকেও হত্যা করিতে চাহে না, কেবল তাহাদের বাধা দিতে চাহিয়াছিল। জুরী আসামীদের দোষী স্থির করেন, কিন্তু দণ্ড দিবার সময় তাহাদের অল্প বয়স সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে বলেন।

জজ ইহাতে উপরোক্ত প্রকার দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

এডভোকেটের সশ্রম কারাদণ্ড

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট এবং ব্যারিষ্টার সজনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এডভোকেটদিগের নামের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়ার জন্য চীফ জাষ্টিস, জাষ্টিস সি, সি, ঘোষ এবং জাষ্টিস কষ্টেলো আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রকাশ, বার কাউন্সিলের ট্রাইবিউনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে উক্ত এডভোকেট রিসিভাররূপে ৫২ হাজার ৯ শত ৯৭ টাকা আত্মসাৎ অপরাধে অপরাধী।

বিচারপতিগণ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করেন। অভিযুক্ত এডভোকেট অপরাধ স্বীকার করায় তাঁহার প্রতি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

রাজন্যগণ ও বড়লাট

সিমলা হইতে প্রকাশ, ভারত সচিবের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, নিখিল ভারত শাসন সংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপি মহাসভায় উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক—রাষ্ট্র সঙ্ঘের কল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইবার বিষয়ে যথেষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত আশ্বাস পাওয়া যাইতেছে কি না। তাঁহার ঐ সর্ত্ত পূর্ণ করার জন্য রাজপ্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে রাজন্যদের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ঐ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি লইতেছেন।

মাহেশে রথযাত্রায় গোলযোগ

শ্রীরামপুর মাহেশে রথযাত্রা উৎসব গত মঙ্গলবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। তবে সামান্য গোলযোগ যে হয় নাই তাহা নহে।

খুব কম হইলেও পঞ্চাশ হাজার নর-নারী, শিশু, বৃদ্ধ রথ টানিবার সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। পুলিস লইয়া স্থানীয় কর্ম্মচারীগণও উপস্থিত ছিলেন।

'দুইবার টান' হইবার পর, যে সকল ব্যক্তি রথের রজ্জু ধরিয়া টানিতেছিল তাহারা পথের দুই ধারের দোকানগুলি লুঠ করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। পুলিস তৎক্ষণাৎ লাঠি চালাইয়া লুঠতরাজ বন্ধ করে। ইহাতে তাহারা রথ টানিবে না বলিয়া ভয় দেখাইয়া কিছুক্ষণের জন্য সে স্থান ত্যাগ করে এবং পথের একটি কোণে জড় হইয়া প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করিয়া দেয়। পুলিস শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের বিতাড়িত করে। এই গোলযোগের মধ্যে কয়েকজন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

হিন্দুস্থানীরা রথ টানিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ দর্শকবৃন্দের সাহায্যে রথ টানাইবার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর উহা নির্বিঘ্নে যথাস্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

৯৪ জনের কারামুক্তি

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব কলিকাতা ছাত্র সমিতির তৃতীয় অধিনায়ক শ্রীযুত ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য এবং উক্ত সমিতির সদস্য শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ হাজরা, অঞ্জনলাল সেন এবং সুরেশচন্দ্র রায় পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পর দমদম অতিরিক্ত স্পেশাল জেল হইতে বুধবার ৬ই জুলাই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বাধীনতা দিবসে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

উক্ত সমিতির দ্বিতীয় অধিনায়ক শ্রীযুত পরেশচন্দ্র দত্ত তিন জন সদস্য সহ মঙ্গলবার দমদমের অতিরিক্ত স্পেশাল জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত বীরভূম কংগ্রেসের প্রথম অধিনায়ক শ্রীযুত গোপিকাবিলাস সেন এবং আসানসোলের শ্রীযুত অর্জ্জুন মণ্ডল ৬ই জুলাই উক্ত জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুত সেনকে অত্যন্ত শীর্ণ দেখাইতেছিল; তাঁহার ওজন কারাগারে ১৬ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ২য় শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়।

প্রকাশ, দমদম জেল হইতে ৯৪ জন মুক্ত হইয়াছেন।

দুই শত লোকের আকস্মিক মৃত্যু

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আমেরিকা যে দিবস হইতে স্বাধীন হইয়াছে সেই দিবসের পর হইতে প্রতি বৎসর স্বাধীনতা দিবসের উৎসব হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যুবক, বৃদ্ধ-নারী সকলেই একত্রে মিলিত হইয়া স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন করিত; এখন সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথক ভাবেই উৎসব ক্রিয়া হইয়া থাকে। যুবকবৃন্দের উৎসব পূর্ব্বেই দেখিবার জিনিষ হয়। বহু দেশ হইতে শত শত নরনারী আসিয়া যুবকদিগের উৎসব দেখিয়া যায়।

কিন্তু হরিষে বিষাদ, সে দিনও উৎসবের দিনে একটা ভীষণ রকমের দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। দুর্ঘটনায় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়াছে।

এ বৎসর দুর্ব্বৎসর, পৃথিবীর সকল দেশেই অর্থের অনটন। রাজার অনটন প্রজার অনটন, দেশবাসী সকলেই অর্থের অভাবে হাহাকার করিতেছে। তবুও কিন্তু ডবলিনের ইউকারিষ্ট কংগ্রেসে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের ক্রটী হয় নাই। এবার স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের ব্যয়ও অন্য বৎসর অপেক্ষা যেন বেশী বলিয়াই বোধ হয়। উৎসব খুব ভাল রকমেরই হইত। কিন্তু ঐ যে বলা হইয়াছে 'হরিষে বিষাদ' দুই শত লোক ডিনামাইট ক্যাপ ফাটিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ছয় জন বালক ছিল।

মোটর আরোহণে আশি জন প্রাণ হারাইয়াছে এবং পঞ্চাশ জন নিমজ্জনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ছয় জন বালক ডিনামাইট ক্যাপে আগুন দিয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে ক্যাপগুলি হঠাৎ ফাটিয়া ছয় জনেরই মৃত্যু হইয়াছে।

রেলওয়ের অর্থ আত্মসাতে বুকিং ক্লার্ক দণ্ডিত

গত বুধবার শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট বিজয়কুমার সেন গুপ্ত নামক এক ব্যক্তিকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও চার শত পাঁচশ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে আসামীকে অতিরিক্ত তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আসামী ই, বি, রেলওয়ের ইছাপুর ষ্টেসনের বুকিং ক্লার্ক পদে নিযুক্ত থাকা কালে গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাসের মধ্যে টিকেট বিক্রয়ের টাকা হইতে মোট ৪ শত সাত টাকা চৌদ্দ আনা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা ই, বি, রেলওয়েকে দেওয়া হইবে।

দৈনিক — নবদ্বীপ — Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৵
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে আষাঢ় সোমবার ১৩৩৯ ১১ই জুলাই ১৯৩২

নরহত্যায় কারাদণ্ড

বিঠলভাই আয়ার্লণ্ডে উপনীত

পুলিসের পোষাকে চোর

আবার ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

বীরভুমে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা

মৌলবী সুধারামীর কারাদণ্ড

গ্রামবাসীর মধ্যে লাঠালাঠি

ডাকঘরে অগ্নি সংযোগের মামলা

বাগেরহাটে ডাকাতি

আবার সশস্ত্র ডাক লুঠ

উলুবেড়িয়া সশস্ত্র ডাকাতি

নানা কথা

নরহত্যায় কারাদণ্ড

কান্দি হইতে প্রকাশ, ৬ই জুলাই আলাই সেখ সুরু সেখের পত্নীর নিকট অসৎ প্রস্তাব করায় কয়েকজন লোক মিলিয়া তাহাকে একেবারে যমালয়ে প্রেরণ করে। এই সম্পর্কে সুরু সেখ নীয়ামত সেখ ও তাহাদিগের কয়েকজন সহকর্মীকে খুনের অভিযোগে মুর্শিদাবাদের জিলা জজের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামীদিগের প্রত্যেকের প্রতি সাড়ে তিন বৎসর শ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুরু সেখের পত্নী সিধু বিবিকেও এই সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সে অন্তঃসত্ত্বা বলিয়া বিচারক তাহার প্রতি মাত্র তিনমাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পুলিসের পোষাকে চোর

সিউড়ী হইতে প্রকাশ, ৬ই জুলাই নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে সংঘটিত ডাকাতি সম্পর্কে তদন্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি নিজেকে পুলিসের সাব ইন্সপেক্টার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল ও বোলপুর থানায় শ্রীনিধিপুরে আসিয়া কয়েক স্থানে খানাতল্লাস করিয়াছে ও বহু অলঙ্কার পত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

বীরভুমে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা

সিউড়ী হইতে প্রকাশ, বোলপুর হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী সুকবাজার নামক গ্রামে এক অসাধারণ ঘটনা দেখা গিয়াছে। সূর্য্য উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি তাল বৃক্ষ ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং রাত্রিতে তাহা পুনরায় দণ্ডায়মান হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

গ্রামবাসীর মধ্যে লাঠালাঠি

লাহোর হইতে প্রকাশ, সাহাদারা হইতে ১ মাইল দূরে এবং লাহোর হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত পীরসা হোসেন ওয়ালীর সমাধিস্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ৮ শত জন গ্রামবাসীদের মধ্যে লাঠালাঠি হইয়া গিয়াছে, ফলে কয়েকজনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, কয়েকজনের হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সাহাদারা গ্রামের একটি অল্প বয়স্ক বালক অপর এক গ্রামের আর একজন বালকের সহিত কুস্তী লড়িতেছিল। রেফারী বিচার পছন্দ না হওয়ায় দর্শকদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ফলে দুইদলে ঝগড়া বাধিয়া যায়।

উলুবেড়িয়া সশস্ত্র ডাকাতি

উলুবেড়িয়া মহকুমার সোনেশ্বর গ্রামের শ্রীযুত চন্দ্রেশ্বর চৌধুরীর গৃহে সম্প্রতি এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গভীর রাত্রিতে যখন বাড়ীর লোকজন গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল, সেই সময় প্রায় ১৬ জন দস্যু মশাল, লাঠি এবং অন্যান্য সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাড়ী চড়াও করে।

লুন্ঠিত দ্রব্যাদিসহ যখন দস্যুদল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, সেই সময় বহু গ্রামবাসী দস্যুগণকে তাড়া করে। প্রকাশ, অনুসরণকারী গ্রামবাসীগণকে আতঙ্কিত করিতে ডাকাতগণ বোমা নিক্ষেপ করে ও রিভলভারের আওয়াজ করে। ফলে একজন গ্রামবাসী পদে গুলীর আঘাতে আহত হয়। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেখানে তাহার পা হইতে গুলী বাহির করা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৩শে বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৭শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১১ই জুলাই ইং ১৯৩২ সোমবার | ১০৮তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৫ই জুলাই রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা সমাপনান্তে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরাবিদ্যা-পীঠের অধ্যাপক এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় সমাগত বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলা সমক্ষে অতি সহজ ও সরলভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

———

গুরুবৈষ্ণব-বন্দনানন্তর তিনি যাহা বলেন তাহারই কিয়দংশ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব; এই সুমেধা তিথিটী সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে পালনার্থ আমরা সকলেই এস্থানে সমবেত হইয়াছি। যাহারা রথোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করেন নাই, তাঁহাদের জন্মই বৃথা। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীবের মঙ্গলার্থ শ্রীবিগ্রহরূপে জগতে অবতীর্ণ। এই বৃন্দাবনাধীশ শ্রীভগবান্ এ' মর জগতে নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি তাঁহার অযাচিত কৃপা গ্রহণে অসমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ভাগা আর কে আছে। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, 'রথেতু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্মঃ ন বিদ্যতে।' অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীরথোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করেন, তাঁহাদের আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু এই যে দর্শন, এ'দর্শন প্রাকৃত নেত্রাদির দ্বারা কোন-কালেই সম্ভবপর নহে, কারণ 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' আমরা যদি সাধু-গুরু-কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়া তাঁহাদের আনুগত্যে দর্শনরূপ সেবাভিলাষ করি, তাহা হইলেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। নতুবা অক্ষজদর্শনে যাবতীয় চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় সমস্তই নিরর্থক মাত্র। আত্তিমূলা শুদ্ধাভক্তি ব্যতীত যে বামন-দর্শন হইতে পারে না, একথা পণ্ডিত মহোদয় শাস্ত্রযুক্তি ও একটী সুন্দর উদাহরণ দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন।

তিনি আমাদের এই দেহটীকে রথের সহিত, ইন্দ্রিয়গুলিকে রথবাহী অশ্বের সহিত, মনকে সারথীর সহিত এবং আত্মাকে রথীর সহিত তুলনা করিয়া সেবার বিষয়টী স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। আত্মার আনুগত্যে সারথী মন ইন্দ্রিয়-গুলিকে চালনা করিতেছে। রথীর সেবার উদ্দেশ্যেই যেমন সারথী রথ চালনা করেন, সেইরূপ পরমাত্মার সেবার্থই আমাদের এই দেহরূপী রথস্থ একাদশেন্দ্রিয়কে চালনা করা উচিত। আর এই শ্রুতিবাক্যের অবমাননা করিলেই জীবের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। শ্রদ্ধাবান জীব "এই দেহস্থিত ভগবান্‌কে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা' সেবা করত ভগবদ্দর্শনার্থ গুরুবৈষ্ণবানুগত্য স্বীকার করিলেই 'রথেতু বামনং দৃষ্ট্বা' শ্লোকের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমরা জগন্নাথদেবকে কাঠ পাথর দর্শন করিব ততদিন, যতদিন না আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি জাগ্রত না হইবে। সেই-জন্যই শাস্ত্র বা সাধুগণ আমাদের আত্মার বৃত্তি যে হরিভক্তি তাহা উন্মেষিত করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং সেবালাভের উপায় স্বরূপে বলেন,—'আরাধনানাম্ সর্ব্বেষাম্ বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।' অথা সকল দেবপিত্রাদির সেবাপেক্ষা বিষ্ণুর সেবা শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বিষ্ণুর তদীয় অর্থাৎ ভক্তগণের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা। সাধুগুরুসেবা ব্যতীত আমাদের আর দিব্যজ্ঞান লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব বুদ্ধিমান জীবমাত্রেই কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে সাধুগুরুর সেবা করিবেন ইহাই শাস্ত্রবাণী।

এতদ্ব্যতীত বক্তৃমহোদয় বস্তু ও বস্তু-শক্তির ভেদাভেদত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্য, সুমেধা তিথি আদি ভক্ত্যঙ্গযাজন ও সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণের মাহাত্ম্য প্রভৃতি শ্রোতৃবর্গ সমীপে কীর্ত্তন করেন।

———

সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী পণ্ডিত মহোদয়ের এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ সহজ ও সরল উপদেশাদি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন।

জলপাইগুড়ীতে বিরহোৎসব

বিগত ২১শে আষাঢ় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পদাশ্রিত শ্রীপাদ কল্যাণ-কল্পতরু ভক্তিরত্ন মহাশয়ের জলপাইগুড়ীস্থ বাসভবনে ঠাকুরের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভক্তিরত্ন প্রভুর আন্তরিক আগ্রহে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতির কতিপয় সেবক রবিবার প্রাতে উক্ত ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা গীতি আরম্ভ হইয়া শ্রীল ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস মাহাত্ম্য ও নির্যাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পাঠের পর ঠাকুরের নাম-হট্টের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন হইয়া মহাপ্রসাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সহরবাসী বহু শিক্ষিত নরনারী উপস্থিত থাকিয়া শ্রীল ঠাকুরের রচিত শ্রীনাম-মাহাত্ম্য পদাবলী কীর্ত্তন শ্রবণে ধন্য হইয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন বয়স্কগণ অতি উল্লাসের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সহরে এ রকম ধরণের নাম কীর্ত্তন আর কখনও শ্রবণ করি নাই; শ্রীল ঠাকুরের স্বরচিত পদাবলী যেন বেদাদি শাস্ত্রের অকৃত্রিম সারবাণী।

বিরহ-বাসরে বক্তৃতা

(কাশী সনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ তিথিতে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেব শ্রৌতী মহারাজ প্রদত্ত বক্তৃতার চুম্বক)

'নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥'

সমবেত সজ্জনমণ্ডলী; আজকার তিথিটী আমাদের পরম আরাধ্য। যদিও অমাবস্যা তিথি সুলক্ষণযুক্ত নহে, তথাপি আজকার এই শুভযোগ লাভ ক'রে তাহা ধন্য হ'য়েছে। অমাবস্যা-দিবস সাধারণতঃ জনগণ চন্দ্রের অভাব অনুভব করেন, কিন্তু আজ গৌড়ীয়গণ হৃদয়াকাশে দুইটী অকলঙ্ক চন্দ্রের অভাব অনুভব ক'রে বাস্তবিকই ব্যথিত। একটী পণ্ডিত শ্রীপাদ গদাধর গোস্বামী, অপরটী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

আপনারা সম্মুখে যে আলেখ্যটী দেখ্ছেন, উহা যে মহাপুরুষের, তাঁ'রই সম্বন্ধে আমি আজকে আপনাদের নিকট কিছু কীর্ত্তন ক'রে আত্মশোধনের প্রয়াস পাব। তাঁর নাম শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। আমরা ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরাক্রমে তাঁর নামটী পেয়ে থাকি। (এখানে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ প্রভু গায়ক কণ্ঠমালা হইতে গুরুপরম্পরাটী পাঠ করিয়া শুনাইলেন)।

শ্রীভগবান্ কৃপা ক'রে তাঁর তত্ত্ব বেদ পুরাণাদিতে প্রকাশ ক'রেছেন; কিন্তু ঐগুলি আমাদের নিকট পরস্পর বিবদমান মনে হয় ব'লে উহার সামঞ্জস্য ও তাৎপর্য্য প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে এক একজন আচার্য্য জগতে সময়ে সময়ে আগমন ক'রে থাকেন। তাই ঠাকুর মহাশয় "সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য আর না করিহ মনে আশা।" এই গীতিদ্বারা সংশয় নিরসনের উপায় উদ্দেশ ক'রেছেন।

শ্রীভাগবতী বাণী নিজ অক্ষজ-জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না ব'লে শ্রৌত গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হয়। এবিষয়ের আদর্শ আমাদের আদিগুরু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা একদিন স্বয়ং দেখিয়েছেন অর্থাৎ তিনি ভগবানের নাভিপদ্মে জন্ম লাভ ক'রে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে অসমর্থ হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ তত্ত্ব উপদেশ ক'রেছিলেন। ব্রহ্মা আবার নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে বলেছিলেন। এইরূপ ক্রম পরম্পরায় শ্রৌতবাণী জগতে আগমন ক'রেছে। উহা আম্নায়-পরম্পরাক্রমে আগমন ক'রেছে ব'লে উহার নাম "আম্নায় বাণী"। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর নামও ঐ পরম্পরা-মধ্যে অবস্থিত, তা' আপনারা এইমাত্র শুন্লেন। তিনি গত ১৯১৪ সালে এ' ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। অতঃপর আপনারা যে "দয়িতদাস" নাম শুন্লেন, তিনিই আমাদের বর্ত্তমান আচার্য্য। ঐ যে ত্রিদণ্ডধৃক্ জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের আলেখ্য দর্শন ক'রছেন, উনিই সেই মহাপুরুষ। এঁরা সকলেই শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে জগতে আগমন ক'রেছেন।

আমরা গীতাতে দেখ্তে পাই—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥'

অর্থাৎ যখন যখন সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই ভগবান্ স্বেচ্ছাক্রমে জগতে আবির্ভূত হন। আবার কখনও বা তাঁর পরম অন্তরঙ্গ নিজ জনকে প্রেরণ করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও একদিন ভগবদিচ্ছাক্রমেই এ প্রপঞ্চে প্রকট-লীলা আবিষ্কার ক'রেছিলেন। সুতরাং তিনি আমাদের হিতার্থ যে সকল সদনুষ্ঠান ক'রেছেন তারই একটু আভাস আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করব।

আপনারা হয়ত বল্তে পারেন যে, আপনাদের আচার্য্যের কথা শুনে আমরা সময় অপব্যয় করতে চাই না; তদুত্তরে আমি বল্তে চাই যে, আমরা ২৪ ঘণ্টা-কালই বৃথা অপব্যয় করছি, কিন্তু যে সময়টুকু ভগবৎ ভাগবত কথা শুনে অতিবাহিত কর, সেইটুকু সময়ের অপব্যয় না হ'য়ে তার দ্বারাই সময় সার্থক হ'য়ে থাকে—শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপই বলেন যথা—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া ॥

বিষ্ণুর কথা যেমন শ্রোতব্য, বৈষ্ণবের কথাও তদ্রূপ শ্রবণীয়। কারণ, তাঁহারা ভগবানের অঙ্গ। অঙ্গীকে জানতে হ'লে অঙ্গকে বাদ দিলে জানা যায় না। তা'হলে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ বিচার উপস্থিত হ'য়ে ভগবানের অঙ্গ ছেদনে প্রয়াস প্রদর্শন করে। যে বৈষ্ণবগণকে নিয়ে ভগবানের সমুদয় লীলা-বিলাস, তাঁ'দের বাদ দিলে ভগবানের সম্যক্ তত্ত্ব জানা যায় না। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবগণের চরিত্রও বর্ণিত হ'য়েছে। তাহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদিতে আমরা সকলেই লাভবান হ'তে পারে।

'বৈষ্ণব' কথাটী শুন্বামাত্র আপনারা আঁতকে উঠ্বেন না। বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম স্তরে অবস্থিত। আপনারা বর্ত্তমানে 'বৈষ্ণব' নামধারিগণকে দেখে 'বৈষ্ণব' সম্বন্ধে ভুল বিচার ক'রতে পারেন, কিন্তু মালাতিলকধারী হ'লেই বৈষ্ণব হয় না বা তা' বাদ দিলেও বৈষ্ণব হয় না। বৈষ্ণব শব্দের অর্থ আমরা এইরূপ পেয়ে থাকি—

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরো-
স্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

বেষ দেখে কারও বিচার করা সঙ্গত নয়। যদি কোন অসদ্ ব্যক্তি বৈষ্ণবের বেষের অসম্মান করে, তা'হলে আমরা যে বেষধারী মাত্রকেই অসৎ জ্ঞান ক'রব, সে'টা বুদ্ধিমানের বিচার নয়। আপনারা এই কাশীক্ষেত্রে অনেক গৈরিক-বস্ত্রধারী লোক দেখ্ছেন, এমন কি, তন্মধ্যে অনেকের দুশ্চরিত্রতার কথাও অনেকে অবগত আছেন, কিন্তু তাই ব'লে গৈরিক বস্ত্রের কোন অপরাধ নাই। কত উচ্চ স্তরে অবস্থিত ব্যক্তি যে, উহা ধারণ করতে পারেন, তা আপনারা সকলেই জানেন। সুতরাং বেষ দেখে বিচার করতে গিয়ে ভ্রান্ত হবেন না। বৈষ্ণব হওয়া খুব বড় ভাগ্যের কথা। হাটে ঘাটে বাজারে রামা শ্যামা সবাই বৈষ্ণব হ'তে পারে না। বৈষ্ণব হওয়া যে কত কঠিন তা' একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ পার্ষদভক্ত শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী প্রভুকে জানিয়েছিলেন। একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই প্রভু, আর সকলেই তাঁর দাস, সুতরাং বৈষ্ণব। আদিদেব মহাদেব প্রমুখ সকল দেবতাই বৈষ্ণব। এমন কি স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব প্রভুও নিজকে বৈষ্ণব অভিমান করেন। এহেন বৈষ্ণব কথাটী শুনে সাম্প্রদায়িক মাপকাঠিতে বিচার করতে যাবেন না। গীতা বলেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং
পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং
দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

(ক্রমশঃ)

গীতার দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০৭ সংখ্যার পর)

"আমি সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী ঐ সমস্ত অপরাধিগণকে বিনাশ করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধন করিব, আমার দ্বারাই ঐ সমস্ত কার্য্য সংঘটিত হইবে ও হইতেছে। তুমি আমার মনোভীষ্ট পূরণে সহায়কারী হইয়া নিমিত্ত মাত্র হও, ইহাই তোমার স্বরূপের ধর্ম্ম। আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পুষ্টি-বিধান ব্যতীত তোমার অন্য কোন প্রকার অভিমান থাকা উচিত হয় না। আমার দাস্য ব্যতীত জীবের আর কোন পৃথক্ কার্য্য নাই। বিরূপের ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির মত "আমার" "আমার" কথাটা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, উহা তোমার মত ভক্তে শোভা পায় না। অতএব ইহা তুমি পরিত্যাগ কর।" শ্রীভগবান অর্জ্জুনের প্রতি উপরি উক্ত বাক্যের দ্বারা কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ প্রভৃতির নিরাস করিয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি যাবতীয় পন্থার কেন্দ্রীভূত বস্তু সকল প্রাকৃত, কিন্তু ভক্তির কেন্দ্রীভূত সেব্য বস্তু অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আরও বলিলেন, ইহাছাড়া তুমি ইহাদের বিনাশে পাপলিপ্ত হইবার যে ভয় করিতেছ, এরূপ ভয়ের তোমার কোন কারণ নাই, কারণ "মন্নিমিত্তঃ কৃতং পাপং অপি ধর্ম্মায় কল্পতে" অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বাহ্য দৃষ্টিতে যদি কিছু পাপাচরণ বলিয়া মনে হয়, তাহা আদৌ পাপ নহে, উহা ভক্তিরই অঙ্গ বুঝিতে হইবে, তাহাতে জীবের ধর্ম্ম বই অধর্ম্ম হইবে না। তাই গীতার শেষভাগে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" ইহাই গীতার দার্শনিক তত্ত্ব।

জীবকে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই গীতার দর্শন। তবে যে গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির এত প্রশংসা দেখা যায়? সে কথার উত্তরে বলা যায় 'রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে'। অর্থাৎ ভক্তিযোগের পরম উৎকৃষ্টতা দেখাইবার জন্য নিকৃষ্ট কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কথার অবতারণা করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করিবে। তাই শ্রীভগবান্ ব'লেছেন, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥" "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোকে "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" এই কথাটাই মুখ্য কথা। 'ব্রহ্মভূতঃ' হবার পরের অবস্থা ভক্তি। আত্মা যখন উপাধির ধর্ম্ম হইতে ছুটী পাইয়া নির্ম্মল হইয়া যায়, তখন তাহার নির্ম্মল বৃত্তিই ভক্তিনামে অভিহিত। পরাভক্তিতে কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতির আবিলতা বা হেয়তা থাকে না। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতা-শাস্ত্রে একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার বা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব বা উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছার অবকাশ দেন নাই।

(ক্রমশঃ)

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহের নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রোফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট ( ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্রে-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু-কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আকার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ।১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৩৲ ষাণ্মাসিক ২৲ ত্রৈমাসিক ১৸৵, মাসিক ১৲ নগদ ১৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥॰ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বাগেরহাটে ডাকাতি

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, গত ৩রা জুলাই, বাগেরহাট ফৌজদারী আদালতের উকিল এবং বাগেরহাট থানার মগড়া গ্রামের শ্রীযুত অতুলচন্দ্র দত্তের গৃহে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ৭জন লোক গালপাট্টা বাঁধিয়া বাড়ীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। উহারা অতুল বাবুকে রামদাও দেখাইয়া হত্যার ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে নীরব করে। তৎপর দুর্বৃত্তগণ বাড়ীর সিন্দুক এবং অন্যান্য বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে যাহা কিছু পায় সমস্ত গ্রহণ করে। দুর্বৃত্তগণ বাড়ীর বাহির হইলে বাড়ীর লোকজন চীৎকার করে। চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীরা অগ্রসর হয় এবং ডাকাতদলের অনুসরণ করে। অনুসরণকারিগণের মধ্যে একজন এক ব্যক্তিকে রাস্তায় গ্রেপ্তার করে। ঐ ব্যক্তির নাম জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত। সে গ্রাজুয়েট এবং বাগেরহাট থানার উৎকুল গ্রামের অধিবাসী। গ্রেপ্তারের পর ঐ ব্যক্তিকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। পর দিবস সকালে সন্দেহক্রমে পুলিশ আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আবার সশস্ত্র ডাক লুঠ

কানপুর হইতে প্রকাশ, মানতোলিতে আবার একটী রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিয়াছে।

সি, পি, ক্লার্ক এসোসিয়েশনের অফিস গৃহে দুইজন যুবক ডাক পিওনকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে এবং ২২৫৲ টাকা লুণ্ঠন করিয়া অন্তর্হিত হয়। একজন যুবকের য়ুরোপীয় পোষাক ছিল এবং অপরের পরিধানে ধুতি ছিল।

আততায়িগণ পিছন হইতে পিওনের পিঠে ছোরা দ্বারা আঘাত করে এবং চিলি গুড়ার দ্বারা তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘট

ঝরিয়া হইতে প্রকাশ, জামডোবার কয়লার খনিতে যে ধর্ম্মঘট হইয়াছে, ৬ই জুলাই সেই ধর্ম্মঘটের ১৭ দিন। এখন পর্য্যন্তও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ধর্ম্মঘটীরা তাহাদিগের নিজেদের সাহায্যের জন্য একটা সাহায্য ফণ্ড খুলিয়াছে। প্রকাশ, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত এন. এম, যোশী বিহার সরকারের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন। শ্রমিক বিরোধ ভঞ্জন আইন অনুসারে এই ধর্ম্মঘটের মীমাংসার জন্য অবিলম্বে একটা সালিসী বোর্ড গঠন করা হউক।

ডাকবাক্সে অগ্নি সংযোগের মামলা

শিবু ঠাকুর লেনে একটি ডাক বাক্সে অগ্নি সংযোগ করিয়া উক্ত ডাক বাক্স ও পত্রগুলির ক্ষতি করিবার অভিযোগে এলাকা প্রসাদ সিং ও দশরথ হাজাম জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়াজিদ আলীর আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত বৃহস্পতিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

ট্রেণ চলাচলে বিপদ

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, আজকাল এই প্রদেশে একটা নূতন আপদের সৃষ্টি হইয়াছে। বিপদজ্ঞাপক শিকল টানিয়া প্রায়ই রাস্তায় গাড়ী থামান হইতেছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, এলাহাবাদ, আগ্রা কানপুর, বেরেলী, মোরাদাবাদ, সাহারাণপুর, বেনারসী, গোরক্ষপুর ও ফৈজাবাদে এই প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে। প্রাদেশিক ডিক্টেটর এইভাবে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া ত্রিপ ঠির পণ্ডিত বিশ্বম্ভর দয়ালকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

লাট সকাশে বিরলা ও গজনভী

কালকাতা হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ এ, এইচ, গজনভী ও শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাস বিরলা বাঙ্গালার লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

বিঠলভাই আয়াল্যাণ্ডে উপনীত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, কাউণ্টেস মার্কিভিজ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আইরিশ বিদ্রোহে অন্যতম কম্যাণ্ডাণ্ট বা সৈন্যাধ্যক্ষ রূপে উহার বিশিষ্ট নেত্রী ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য ডাবলিনে তাঁহার একটি আবক্ষ প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। মিঃ ডি-ভ্যালেরা উক্ত মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশ যাহাতে মুক্তিলাভ করে, সেজন্য কাউণ্টেস তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও পদ মর্য্যাদাকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শজীবন নবীন আয়ার্লণ্ডের অনুকরণ যোগ্য।

মিঃ ডি-ভ্যালেরা যে সময় বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীযুত ভি, জে, প্যাটেল তথায় যাইয়া পঁহুছেন। মিঃ ডি ভ্যালেরা সমবেত লোকজনের নিকট তাঁহার এইরূপ পরিচয় দেন যে, শ্রীযুত প্যাটেল বাহিরের হস্তক্ষেপ হইতে দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন।

সমবেত জনতা শ্রীযুত প্যাটেলের প্রতি সম্মান প্রকাশার্থ ৩ বার আনন্দধ্বনি করে

শ্রীযুত প্যাটেল জনতার সম্মান প্রদর্শনের উত্তরে বলেন, আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত।

আবার ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

দেরাদুনের সংবাদে প্রকাশ, আবার ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা করা হইয়াছিল। পাঠক জানেন, ট্রেণ ধ্বংসের জন্য যে ফিস-প্লেট সরান হয়, তাহার পর এখনও একপক্ষ অতীত হয় নাই। ঘটনাস্থলে এবার পুলিস টহল দিয়া বেড়াইতেছে। রাত্রিতে বিশেষ করিয়া পাহারা দেওয়া হয়।

দেরাদুন হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী হারাওয়ালার নিকট একজন চৌকিদার রেলপথের উপর দিয়া যাইবার সময় দেখে, সেতুর নিকট রেল লাইনের ৪টা বোলটু খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে বিপজ্জনক পাথা তুলিয়া দিল্লী এক্সপ্রেসখানাকে থামাইয়া দেয়। তাহার পর নূতন বোলটু বসাইয়া দিলে এক্সপ্রেস তাহার গন্তব্য স্থানে গমন করে।

মৌলবী সুধারামীর কারাদণ্ড

বগুড়া হইতে প্রকাশ, গত ৩রা জুলাই রবিবার বগুড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিতে গিয়া সুধারামী সাহেব গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উহার বিচার করেন। বিচারে তাঁহার প্রতি এক শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সুধারামী সাহেব জরিমানা না দিয়া জেলে গিয়াছেন। সুধারামী সাহেবের স্বাস্থ্য অবস্থা নিতান্ত খারাপ।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়, বি, এস,. সি, কৃতিত্বের সহিত শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, অনেক দিন যাবৎ এই অঞ্চলে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হইতেছে; ফলে নদীর জল বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় এই ধরণের বৃষ্টি হওয়ায় যে বন্যা হইয়াছিল তাহার জের এখনও সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় নাই। তাই লোকে বৃষ্টির অবস্থা দেখিয়া এই বৎসরও আবার বন্যার আশঙ্কা করিতেছে।

স্যর তেজ বাহাদুর অসুস্থ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। শনিবার বোম্বাই সহরে উদারনৈতিকদিগের যে সভা হইবার কথা আছে, খুব সম্ভব তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

বিমানে পৃথিবী ভ্রমণ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বৈমানিক মার্টিন ও গ্রিফিন হারবার গ্রেস হইতে আয়লণ্ড যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পূর্ব্বের মিস ইয়ার হার্ট সাড়ে তের ঘণ্টায় হারবার গ্রেস হইতে আয়লণ্ড পৌঁছিয়াছিলেন। নূতন বৈমানিকদ্বয় তদপেক্ষা কম সময়ে আয়র্লণ্ড পৌঁছিয়াছেন।

মাষ্টার তারা সিং গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে মাষ্টার তারা সিংহের প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার রাওয়ালপিণ্ডির বাসস্থানের সীমানার বাহিরে যাইতে পারিবেন না। ৬ই জুলাই তাঁহাকে দিনা ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নোটিশের নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি তাঁহার পরিবার সহ রাওয়ালপিণ্ডি হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার উপর অন্য কোন নোটিশ জারী করা হয় নাই।

হাজিপুরে নৌকাডুবি

হাজীপুর হইতে প্রকাশ, গণ্ডক নদীতে একটি যাত্রী-পরিপূর্ণ নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। ফলে বহুলোকের মৃত্যু হইয়াছে। কতজনের মৃত্যু হইয়াছে তাহা ঠিক জানা যায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজনের জীবন রক্ষা হইয়াছে। পুলিস বিশেষরূপ খোঁজ খবর লইতেছে।

"শ্রীধাম
দৈনিক
নবদ্বীপ

RegNoC1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩৯ ১২ই জুলাই ১৯৩২

চীন-জাপান সংগ্রাম

রোগশয্যায় পাঞ্জাব লাট

তুচ্ছ ব্যাপারে হত্যাকাণ্ড

জেল হইতে পলায়ন

দারিদ্র্য-জ্বালায় আত্মহত্যা

লাল মিঞার মুক্তিলাভ

বন্দুকের গুলীতে খুন

সার তেজবাহাদুরের পদত্যাগ

বগুড়ায় ডাকাতি

রাজস্ব কর্ম্মচারীকে আক্রমণ

সার তেজবাহাদুরের উক্তি

নানা কথা

চীন-জাপান সংগ্রাম

সাংহাই হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি চীন জাপানের যে সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, তাহাতে চারি হাজার চীনা সৈন্য হত হইয়াছিল। সাংহাইয়ে মৃত সৈন্যের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটা স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র চীনা সৈন্য এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। বৃদ্ধ জেনারল টিংকাই মৃত সৈন্যদিগের জন্য চোখের জল ফেলিয়াছিল। জেনারল টিং কাই দশ হাজার জাপান সৈন্যকে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

তুচ্ছ ব্যাপারে হত্যাকাণ্ড

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, কিরণ কেওয়াকে হত্যা সম্পর্কে আন্তক দুলে, বাদল ও বঙ্কু শ্রীরামপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এম. এন, রায় কর্ত্তৃক দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। আন্তক হত্যা সম্পর্কে এবং অপর ২ জন হত্যাকারীকে সাহায্য করা সম্পর্কে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ১৩ই এপ্রিল তারিখে বেলা ৪টার সময় বাঁশকাটা লইয়া কিরণের সহিত বিষ্ণুর ঝগড়া বাধে। বাঁশ ঝাড়টী কিরণের স্ত্রীর এবং বিষ্ণুর ভাগের। কিরণ না জানাইয়াই বাঁশ কাটিতেছিল। আসামীরা সহসা বাঁশবনে উপস্থিত হইয়া কিরণকে প্রহার করে। কিরণ পলায়ন করিতে থাকে। তাহারাও তাহাকে তাড়া করিয়া লইয়া যায়। কিরণ তাহার ঘরে প্রবেশ করিলে আন্তক তাহাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে। অপর ২ জন আসামীও তাহাকে সামান্য পরিমাণে আঘাত করে। আন্তক কিরণকে মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া স্থান ত্যাগ করে। কিরণ পরদিন প্রভাতে মারা যায়।

দারিদ্র্য-জ্বালায় আত্মহত্যা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, নাগপুরের অধিবাসী এক বৃদ্ধ সংপ্রতি এলাহাবাদে বসবাস করিতেছিল। গত ৩রা জুলাই রাত্রিতে সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, দারুণ দারিদ্র্যের তাড়নায় সে তাহার শিশুপুত্র ও অল্পবয়স্কা কন্যাকে আর্সেনিক খাওয়ায় এবং নিজেও উহা ভক্ষণ করে। লোকে ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া তাহাদের ৩ জনকেই কলভিন্ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। তথায় বৃদ্ধ ও তাহার পুত্র রাত্রিতে মারা গিয়াছে; কন্যাটি ক্রমে সারিয়া উঠিতেছে।

বন্দুকের গুলীতে খুন

শোলাপুর হইতে প্রকাশ, ৬ই জুলাই স্থানীয় প্রথম শ্রেণীর সাব-অর্ডিনেট জজের এজলাসে মিঃ ও মিসেস রাণাডে ভারত সচিবের বিরুদ্ধে ৫২৫০ টাকার ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। জজ মামলা ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন।

মিঃ ও মিসেস রাণাডের কথা এই যে, গত (১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে) তাহাদিগের পুত্র মিঃ রাজাভাউ ওরফে গজানন কার্য্যব্যপদেশে সহরে বাহির হইয়াছিল। সেই সময় এখানে সামরিক আইন জারী ছিল। তারপর জনৈক লোক তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। সেই লোকটীকে সার্জ্জেন্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল। বাদীর পক্ষে মিঃ পাণ্ড ও বিবাদী পক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ এস,সি,তোলকার আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নিজ নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	যশোহর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রয়ঞ্জন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবখণ্ডনচিত্ত দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীনিত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীরক্ষিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার রক্তাঙ্ঘ্রি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধব দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৬এ বালাকা প্রসাদ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেবলানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীন্যাসংকানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় বড় মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

সর্ব্ব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) হাপানিয়াগোপাল পাট

হাটাগাছা, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

[illegible] বর্ষ | ২৪শে বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৮শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১২ই জুলাই ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ১০৯তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহ-মহোৎসব

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠে

গত ১৯শে আষাঢ় ৩রা জুলাই রবিবার দিবসে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ প্রয়াগ-ধামস্থ শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহামহোৎসব অসাধারণরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস সন্ধ্যা আরাত্রিকের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানীয় এলাহাবাদ প্রবাসী প্রায় ১৫০ দেড় শতাধিক ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলার সমাগম হইয়াছিল। রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত ১॥ দেড় ঘণ্টা ব্যাপী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতি-মর্ত্ত্য জীবনী বক্তৃতামুখে সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বক্তৃতার পর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সমাগত উপস্থিত নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত প্রায় ২০০ শত ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলাদিগকে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ, আউদ বিহারীলাল কপুর এম-এ, গোকুল বিহারী কপুর প্রভৃতি।

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে

গত ১৯শে আষাঢ় রবিবার শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তিকেন্দ্র সমূহের অন্যতম ঢাকানগরীস্থ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে।

প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমঠস্থ বৈষ্ণববৃন্দ 'জয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' 'জয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃপা কর' বলিতে বলিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহতিথির সৌষ্ঠব বিধান-কল্পে বিবিধ সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্‌-এ, এবং শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী বি-এ, ঐ দিবস শ্রীমঠে আগমন করিয়া উৎসবটী বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য সন্ধ্যাকালে ভেলভেটের আসনে স্থাপন করিয়া সুগন্ধি পুষ্প ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হয়। আলেখ্যের উভয় পার্শ্বে ফল পুষ্পবন এবং স্রোতস্বিনীর তরঙ্গায়িত-প্রবাহ চিত্রিত বস্ত্র সুসজ্জিত করা হইয়াছিল লয়, তাল-সমন্বিত সুমধুর মৃদঙ্গ, করতাল-বাদ্য সহকারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীরাধা বিনোদানন্দজীউ ও শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের আরাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণব, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা ও শ্রীশ্রীললিতাবিশাখাদি সখীবৃন্দ সহ রাধাকৃষ্ণের বন্দনা করা হয় অতঃপর বর্ত্তমানযুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত গুণাবলী উল্লেখ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য নমস্কার বিধান করা হয়। তারপর গৌর-শক্তি রূপানুগবর সচ্চিদানন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি বিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্যবর আশ্রয়-জাতীয়ের ভাবাঙ্গীকারী অভিন্ন-কৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা হয়।

এইরূপে বন্দনা সমাপনানন্তর শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও সুমেধা-তিথির জয়ধ্বনি করিলে শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম্‌-এ সুললিতস্বরে গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পুনরায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ও সুমেধা তিথির জয়ধ্বনি সহকারে গুর্ব্বষ্টক সমাপ্ত হইলে গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-তিথি সম্বন্ধে ১॥ ঘণ্টা ব্যাপী একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সময়ান্তরে উহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মেদিনীপুরে

গত ৩রা জুলাই রবিবার দিবস মেদিনীপুর খড়গপুর নিবাসী শ্রীযুত পুলিন বিহারী দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ প্রভুর বাটীতে "শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সম্মেলনীর" সেবকবৃন্দের দ্বারা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ গুরুবৈষ্ণব বন্দনার পর পাঠ কীর্ত্তনাদি সমাপনান্তে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তি উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কাশীতে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশী নারদঘাটে গত ১১ই আষাঢ় হইতে সপ্তাহকাল যাবৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। গীতার শ্রৌতসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃগণ বিশেষ মুগ্ধ হইতেছেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এরূপ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা আর তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে কাহারও মুখে শ্রবণ করেন নাই।

অনেকেই আগ্রহ পূর্ব্বক গীতা ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ স্বামীজীকে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি পারঘাটে আরও কতিপয় দিবস গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী, সুতরাং তাহাতে কোনপ্রকার ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ নাই। ইহা সকলেরই নিকট সমাদৃত হইলেও বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তাবং সাধুগণই গীতার তাৎপর্য্য অবগত আছেন। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর গীতা অধ্যয়ন হস্তীস্নানবৎ বৃথা। গৌরানুগগণের আনুগত্যে গীতা শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেই তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার।

বিরহ-বাসরে বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত [illegible] সংখ্যার পর)

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস বলেছেন —

[illegible] না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্ত তবে সর্ব্ব বন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

স্বরূপতঃ জীবমাত্রেই বৈষ্ণব; কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশে উহা অস্বীকার ক'রে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি পরিচয়ে নিজকে পরিচিত ক'রে গৌরবান্বিত মনে করি। এই সমস্ত বিচার অতি অল্পদিন মাত্র জগতে সৃষ্ট হ'য়েছে। এই যে শাক্ত উপাসনা, এ কতদিন চ'লছে, তার কি কেউ হিসাব রাখেন? কিন্তু গতানুগতিক ন্যায়ে সকলেই অন্ধের ন্যায় চলেছেন। আমরা আমাদের পরমপিতা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের বাণী না শুনেই এরূপ দুর্দ্দশাবিশিষ্ট হ'য়েছি। তিনি আমাদের হিতার্থে যে গীতা উপদেশ ক'রেছেন, সেটাকে অগ্রাহ্য ক'রে অমুক মহাশয় যে কথা ব'লেছেন সেটারই বেশী আদর করি। কারণ আমরা সুবিধাবাদী, যেখানে সুবিধা পাব, সেইখানেই যাব। সুতরাং যিনি বলেন যে, যার যেমন ইচ্ছা, সেইরূপই ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, তিনি আমাদের বিচারে পরম সাধু, মহাত্মা, এমন কি সময়ে সময়ে অবতারও সেজে বসেন। মূলতঃ আমরা ভজন করতে চাই না ব'লে, কপটতার আশ্রয় করতে চাই বলেই এরূপ কপট ভক্তির সমর্থন করি। যথেচ্ছাচারী কখনও সাধু হ'তে পারে না। আমাদের এইরূপ ভ্রান্তি বিদূরিত করবার জন্য গড্ডলিকার স্রোতে প্রবহমান আমাদের উদ্ধার করবার জন্যই বৈষ্ণবগণ ভগবদিচ্ছায় অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন।

আপনারা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতের অবস্থার কথা পড়ে থাকবেন। অমন্দোদয়-দয়া-নিধান শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্য-লীলার কথাও আপনারা অনেক শুনেছেন। তাঁহার প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মে যখন ম্লান প্রায় হ'য়েছিল, সেই সময়ে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে লোকশিক্ষক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ভাদ্র নদীয়া জেলার কোনও পবিত্র স্থানে কোন সম্ভ্রান্ত বংশে আবির্ভূত হন। বৈষ্ণবগণ যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তথাপি সর্ব্বোত্তম এ'কথা বেদ পুরাণ ইতিহাস উচ্চস্বরে কীর্ত্তন ক'রেছেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের বিচারে ফেল্তে হবে না। ব্রাহ্মণ হ'তে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই ত্রিগুণান্তর্গত ব'লে মায়াবদ্ধ। ত্রিগুণতাড়িত জীবেরই বর্ণাদির বিচার করা যায়, কিন্তু নির্গুণ পুরুষের কোন বর্ণবিচার করা অনুচিত, তাহ'লে নারকী হ'তে হয়। তাঁ'রা কৃষ্ণের সমান, কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ নহেন।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত পরম নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে আজ কুড়িটী অপসম্প্রদায় জগতে চল্ছে; কিন্তু উহারা সকলেই সুবিধাবাদী, প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে অপ্রাকৃত বস্তুর সমন্বয় ক'রতে প্রয়াসী, নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষায় নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আরোপ ক'রতে ব'সছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ঐ কলঙ্ক অপনোদন ক'রে আজ সমগ্র বিশ্বে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের বন্যা প্রবাহিত করেছেন যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা শুনলে শিক্ষিত মাত্রেই নাসিকা কুঞ্চন ক'রতেন, আজ ঠাকুরের কৃপায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে ধন্য হ'য়ে জগতের দ্বারে দ্বারে তা' প্রচার ক'রছেন। এজন্য তিনি কএক প্রকার উপায় অবলম্বন ক'রেছেন। যথা—গ্রন্থ প্রকাশ, সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, আচারবান্ প্রচারক প্রেরণ পূর্ব্বক দেশে দেশে প্রচার, মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান এবং স্বয়ং আচারবান্ প্রচারক হওয়া।

নিজে আচরণ না ক'রলে কখনই প্রচার করা যায় না। পাশ্চাত্য মতানুসারে নিজে যথেচ্ছাচারী হ'য়ে লোক-সংগ্রহ চেষ্টা ক'রলে তাহারাও যথেচ্ছাচারী হ'য়ে প'ড়বে। কেন না গীতায় বলছেন,—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

আমরা জগতে জীবে-দয়ার কথা শুনে থাকি, কিন্তু উহা প্রকৃত 'জীবে দয়া' পদবাচ্য নহে; জীবের বিচারে ভুল হওয়ায় উহার স্বরূপ নির্ণয়ে ভুল হয়েছে। যাহার পাপীকে দয়া না ক'রে পাপকে দয়া করলে পাপীর প্রতি দয়া প্রকাশ করা হয় না। 'জীব' বলতে গিয়ে জীবের দেহকে 'জীব' বিচার ক'রে কখনও বা উহাকে 'নারায়ণ' বিচার ক'রে যে সর্ব্বনাশ আমরা আনয়ন ক'রে বসছি, তার দিকে কেহই দৃক্পাত করেন না। জীবে-দয়ার বিচারে ভুল করার জন্য জড় ভরত একদিন হরিণ জন্ম গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। তিনি ঐরূপ অভিনয় দ্বারা আমাদেরই সাবধান ক'রে দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নিজজনগণই প্রকৃত জীবে-দয়ার তাৎপর্য্য অবগত আছেন। তাঁহারাই প্রকৃত দয়া ক'রে থাকেন। অপরগুলি সবই অল্পবিস্তর ভ্রান্ত। মাতালকে মদ্য-পানে প্রশ্রয় দিলে যেমন তাহার মঙ্গল না ক'রে তাহার অমঙ্গলই এনে দেওয়া হয়, তদ্রূপ বিষয়-মদমত্ত-মাতালগণকে বিষয়-ভোগাগ্নিতে ইন্ধন দিলে কিরূপ দয়া প্রদর্শিত হয়, তা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝতে পারেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদপ্রভুর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অনেক ছিল। তা' দু'এক ঘণ্টায় শেষ করা যায় না ব'লে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় আমি এই ব'লেই ক্ষান্ত হতে বাধ্য হচ্ছি; কিন্তু একথা উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি—যাঁরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর দান গ্রহণ করতে পা'রবেন, তাঁরা আর কোন দিনই কোন অভাবে অভাবগ্রস্ত হবেন না, কোন ভয় শোকের বশবর্ত্তী হবেন না, এমন কি তাঁ'র নাম স্মরণ প্রভাবেও আমরা বিষয়বিদূষিত চিত্ত বিধৌত ক'রে অশোক-অভয়-অমৃত-পাদপদ্মের অধিকার পেতে পা'রব।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

গীতার দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০৮ সংখ্যার পর)

স্বামীজী মহারাজ আরও বলিলেন যে, এতদ্ব্যতীত সেবা-সেবক-ভাবরহিত অর্থাৎ ভগবানের সহিত এক হইয়া যাওয়া বা ভগবান্ হইয়া যাওয়া-রূপ যে সাযুজ্য-মুক্তি বা মায়াবাদের দুর্গ তাহা গীতার দার্শনিক বিচারে সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইয়াছে। নির্ভেদ-জ্ঞানীর মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ভগবান্ হইয়া যাইবার যে প্রচেষ্টা তাহা শ্রীভগবানের বাক্যে ধ্বংস হইয়াছে। "কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥" চৈঃ চঃ। অতএব মায়াবাদীর মায়ার কবল হইতে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি পাইবার চেষ্টা বৃথা। তাই ভগবান্ বলিলেন, "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" অতএব শ্রীভগবানের পাদপদ্মে একান্ত প্রপত্তি বা ভক্তি ব্যতীত জীবের পক্ষে ত্রিগুণাত্মিকা দুষ্পারা মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভের অন্য উপায় নাই। ইহাও গীতার একটী দার্শনিক তত্ত্ব।

স্বামীজি মহারাজ পুনরায় বলিলেন যে, নিরাকারবাদিগণ যে শ্রীভগবানের রূপ, আকার বা দেহ নাই বলিয়া থাকেন, গীতার সিদ্ধান্তে অর্জ্জুনকে বিরাটরূপ দর্শন দ্বারা শ্রীভগবান্ নিরাকারবাদীগণের ঐরূপ ভ্রান্তি ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। নিরাকারবাদিগণের ভ্রম নিরসনকল্পে স্বামীজি মহারাজ বলিলেন যে, শ্রুতিও শ্রীভগবানের রূপ ও দেহের কথা বলিয়াছেন, যথা:—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"—এই বাক্যে 'তনূং' এই কথার দ্বারা শ্রীভগবানের রূপ বা দেহের কথাই বলা হইয়াছে। ভগবানের [illegible] জ্ঞানগম্য প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন প্রকার দেহ না থাকিলেও তাঁহার অধোক্ষজ অপ্রাকৃত দেহ বর্ত্তমান। শ্রীভগবানের রূপ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির বলে শ্রীভগবানেরই কৃপায় দ্রষ্টব্য। যেমন সূর্য্যালোকের সাহায্যেই সূর্য্য-দর্শন সম্ভব, অন্য কোন প্রকার আলোক-চেষ্টায় তাহা সম্ভব হয় না, সেই প্রকার শ্রীভগবানের কৃপাতেই তাঁহার রূপ দর্শন জীবের ভাগ্যে সম্ভবপর, অন্যথায় নহে।

স্বামিজীর উপরিউক্ত প্রকার গবেষণাময়ী সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া অতীব আনন্দের সহিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ চেতনময়ী বাণীর আচার-প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহুতর প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীমঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিরহে

বিনোদ-বিনোদ সচ্চিদানন্দ
ভকতি-বিনোদ নাম।
অখিল গুণের সাগর অপার
তুমি হে করুণাধাম॥ ১
কে জানে কে শুনে বৈষ্ণব-চরণে
অসীম গুণের খনি।
যত সব ভাক্ত সাজিয়াছে ভক্ত
করিছে ধর্ম্মের গ্লানি॥ ২
তোমার উদয়ে [illegible] সম্প্রদায়
ভাগিছে আপন স্থানে।
সজ্জন সকল প্রাণে গেয়ে বল
নিরত নিজ ভজনে॥ ৩
ফল্গু আর যুক্ত বদ্ধ আর মুক্ত
তাতে ভেদ আছে কত!
তুমি না জানালে থাকিত বিফলে
বদ্ধ জীব শত শত॥ ৪
কোথা তুমি আজ! ভকত-সমাজ
তোমার বিরহে কাঁদে।
'অপ্রকট' তুমি নিত্যলীলা-ভূমি
বিরাজিছ—সেবামোদে॥ ৫
আমি কোন ছার মহিমা তোমার
বর্ণিতে শকতি ধরি?
তুমি কৃপা-সিন্ধু দাও এক বিন্দু—
মম হৃদয় শোধন করি॥ ৬

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ দাসানুদাস
শ্রীরাধাচরণ

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত; কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

চৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের কুসুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষা ও সত্যাপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী পারমার্থিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অন্যোপাস্যতত্ত্ব প্রপঞ্চৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদর্শনচিন্ময়ত্ব শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন প্রোফেসর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্রসমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (কং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্সম-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন হইয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবপ্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, অধ্যায়সার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৶১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। সজ্জন ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

ভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে নৈতিক শিক্ষার সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয় স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বঙ্গালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অ[illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷১ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে ও ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের-

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০

সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

সোনাইমুড়ী

আহ্বান কোঅপারেটীভ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিঃ নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

২ বৎসর ম্যাদী স্থির আমানত শতকরা বার্ষিক ৯৷৵

৮৷৷০

১ " " ৮৲

৬ মাস " " ৭৷৷০

৩ " " ৬৷০

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে " " ৪৷৷৴০

চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক " ৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে?. আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। আশ্রম খাদের খরচ (যাতায়াত এবং আহার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রোগশয্যায় পাঞ্জাব লাট

সিমলা হইতে প্রকাশ ৯ই জুলাই পাঞ্জাবের লাট সার জিওফ্রে ডি, মণ্টমোরেন্সী শিরঃপ্রদাহ রোগে শয্যাশায়ী আছেন। তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা কিঞ্চিৎ [illegible]র কারণ হইয়াছে।

সার তেজ বাহাদুরের উক্তি

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, নূতন কার্য্যপ্রণালীর সমর্থনে স্যার স্যামুয়েল হোর যে কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়াছেন, তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া সার তেজ বাহাদুর সপ্রু সংবাদপত্রের মারফতে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবার নহে, তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টায় কোন ফল নাই।" তিনি বলিয়াছেন যে, বিলাতের রক্ষণশীল দলের অভিমত কোনকালেই ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহে। বর্ত্তমানে উহা ভারতের প্রতি যে আরও অসুবিধাজনক হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কোনও প্রকারে অবস্থার গুরুত্ব সাময়িক ভাবে চাপা দেওয়া চলে মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, গত নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে জাতীয় সরকারের ভিত্তিমূল এখনকার মত এমন সুদৃঢ় হয় নাই। সে সময় মিঃ চার্চ্চিল এবং রক্ষণশীল দলের গোঁড়া সদস্যগণ যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, এখন তাঁহারা তাহা লাভ করিতেছেন। সার তেজবাহাদুর আরও বলিয়াছেন যে, কোন ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার ফলে অবস্থা বরং আরও কদর্য্য হইয়া পড়ে।

বগুড়ায় ডাকাতি

বগুড়া হইতে প্রকাশ, জুরীদিগের রায়ের সহিত একমত হইয়া অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ এ কে, চক্রবর্ত্তী কাম্পু ফকির, হজরতুল্লা প্রামাণিক, নিয়ামত সোনার ও সাদোকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করেন ও তাহাদিগকে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং হাফেজ পাইকর ও অপর এক ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করেন।

আসামীগণ দেওয়াল টপকাইয়া কালিমুদ্দিন প্রামাণিক নামক এক ব্যক্তির বাটীতে প্রবেশ করে। কালীমুদ্দীনের পৌত্র জীরান কয়েকজন দুর্বৃত্তকে তাহার ঘরের জানালার ধারে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিতে পায়। সে একটী বর্শা লইয়া একজন ডাকাতের শরীরে বিদ্ধ করে। ফলে সেই দুর্বৃত্ত প্রাণত্যাগ করে। তাহাকে বর্শা বিদ্ধ করিয়াই জীরান অপর ঘরে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। দুর্বৃত্তগণ তাহার গৃহে প্রবেশ করে ও বাক্স ভাঙ্গিয়া নগদ ৮৭ টাকা লইয়া পলায়ন করে।

লাল মিঞার মুক্তিলাভ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ফরিদপুরের লাল মিঞা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য মিঃ বি, এন, মেয়ার বিগত শুক্রবার দিন সন্ধ্যায় ৪৩নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে এক জলযোগ বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে সমস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মৌলানা আক্রাম খাঁ ("মোহাম্মদী" পত্রিকার সম্পাদক); মৌলবী মজিবর রহমন ("মুসলমান" পত্রিকার সম্পাদক); হাজি আবদুর রসিদ (কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার); মৌলানা আবদুল রেজাক মালিহাবাদী ও মহম্মদ ইসাক, মিঃ তায়েব জাই এম, জরিফ, অধ্যাপক আবদুল রহিম এবং ডাঃ আর সামেদের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজস্ব কর্ম্মচারীকে আক্রমণ

নৈনিতাল হইতে প্রকাশ, রায় বেরিলি জেলায় রাজস্ব কর্ম্মচারীকে এবং পুলিস কর্ম্মচারিগণকে আক্রমণের সংবাদ সরকার পাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ডালমৌয়ের নায়েব তহশীলদার ছয়জন সশস্ত্র কনষ্টেবল সহ গত ৫ই জুলাই সকালে আমবামোয়ের গোকুল সিং ঠাকুরের সম্পত্তি ক্রোক করিতে যান। তাঁহারা উক্ত বাড়ী প্রবেশ করিলে বাড়ীর ছাদ হইতে তাঁহাদের উপর ইষ্টক বৃষ্টি হইতে থাকে এবং বাড়ীর বাহিরে গ্রামবাসিগণের এক জনতা সমবেত হয়। প্রহরীগণ সহ বাহির হইবার জন্য নায়েব তহশীলদার গুলী চালাইবার আদেশ দিতে বাধ্য হন। পাঁচবার গুলী করা হয়। নায়েব তহশীলদার নিয়মিতরূপে সম্পত্তি ক্রোক করিয়া প্রহরীগণ সহ ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করেন। গুলীর ফলে কেহ তেমন গুরুতররূপে আহত হয় নাই। আহত ব্যক্তিগণের আঘাত সামান্য রকম। সংবাদ পাইবামাত্র ডেপুটী কমিশনার ঘটনাস্থলে রওনা হন। তিনি তথায় গিয়া ঐ বাড়ীর ছাদে কতকগুলি ইষ্টক ও লাঠী দেখিতে পান। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, নায়েব তহশীলদারের লোকজনকে আক্রমণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

জেল হইতে পলায়ন

তিনাভেলী হইতে প্রকাশ, নারায়ণস্বামী পিল্লাই একজন নামজাদা চোর। ইতঃপূর্ব্বে সে দশবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। গত ২৫শে মে রাত্রিতে সে কোকারাকুলামের সাব জেল হইতে সরিয়া পড়ে। তারপর তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। সম্প্রতি তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে তাহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জামীনে লাখ টাকা

কারিয়া নামে এক নাপিতকে হত্যা করার সম্পর্কে বাঁকি বিহারীলালকে অভিযুক্ত করা হয়। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় আসামীকে এক লাখ টাকার জামীনে খালাস দিবার আদেশ দিয়াছেন।

বাঁকি বিহারী বস্তীর এক তালুকদারের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি প্রায়ই বস্তীজেলার পিপরায় যাইতেন। ৩রা জুন রাতে কারিয়াকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। কারিয়া তালুকদারের কাজে নিযুক্ত ছিল। বাঁকি বিহারী নিজে গিয়া পুলিসে খবর দেন, কে বা কাহারা কারিয়াকে হত্যা করিয়া গিয়াছে। হয়ত তাহাকেই তালুকদারের ম্যানেজার ভাবিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

পুলিস তদন্ত করিয়া জানিতে পারে যে, কারিয়াকে যখন হত্যা করা হয়, তখন বাঁকি বিহারী তাহার মাথার ধারে দাঁড়াইয়াছিল এবং অপর ৪ জন বিছানার উপর ছিল।

বাঁকি বিহারী ৪০ হাজার টাকার জামীনে মুক্তিলাভ করেন, পরে আবার গ্রেপ্তার হন।

যতদিন পুলিস তদন্ত চলিবে ততদিন তাঁহাকে বস্তী জিলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তাঁহাকে এক লাখ টাকার জামীনে মুক্তি দিতে বলা হইয়াছে।

যারবেদা জেলে অনশন

পুণার সংবাদে প্রকাশ, গত ২৮শে জুন হইতে যারবেদা সেন্ট্রাল জেলের কতিপয় কেশর ও শিখ রাজনৈতিক কয়েদী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়, তাহা উপযুক্ত মত নয়, ইহাই তাহাদের অভিযোগ। তাহারা এখনও অনশনে আছেন।

শিখ কয়েদীদের প্রধান অভিযোগ এই যে, পাঞ্জাবের জেলগুলিতে যেরূপ খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়, যারবেদায় তাহাদিগকে সেরূপ খাদ্য দেওয়া হয় না। কেনারী কয়েদীরা রুটীর পরিবর্ত্তে ভাত চাহে, ভাত খাইতেই তাহারা অভ্যস্ত।

মোট ৩৫ জন প্রায়োপবেশন করিতেছেন। তন্মধ্যে ১৪ জনকে স্বতন্ত্র কক্ষে রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী, নাম অবতার সিং। তিনি ২ বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

সার তেজবাহাদুরের পদত্যাগ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গোল টেবিলের পরামর্শ সমিতির সদস্য পদে ইস্তফা প্রদান করিয়া সার তেজবাহাদুর সপ্রু বড়লাটকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি নূতন কার্য্যপদ্ধতির সবিস্তারে সমালোচনা করিতেছেন এবং উপসংহারে বলিতেছেন—কার্য্য পদ্ধতিতে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, উক্ত পরিবর্ত্তন কেবল আকার গত বা কার্য্য ধারা মত পরিবর্ত্তন নহে। উক্ত পরিবর্ত্তন মূল গত। এ পর্য্যন্ত যে কার্য্য ধারা অনুসরিত হইয়াছে, তাহাতে আমার আস্থা অটুট আছে। নূতন কার্য্য পদ্ধতিতে আমার মোটেই আস্থা নাই। সেজন্য আমি আর গোল টেবিলের পরামর্শ কমিটীর সদস্যরূপে কোন কাজে লাগিব বলিয়া মনে করি না। কারণ, উহা আর গোল টেবিলের কার্য্যকরী কমিটী থাকিল না। উহা এখন স্বতন্ত্র কমিটীতে পরিণত হইল। কাজেই উহার কার্য্য গোল টেবিলের বৈঠকে শেষ আলোচনার জন্য আর উপস্থাপিত করা চলিবে না।

ফরাসী সাবমেরিণ জলমগ্ন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, একখানি ফরাসী সাবমেরিণ চারবুর্গ রোডষ্টেডে কুচকাওয়াজ শিক্ষা করিবার সময় জলমগ্ন হইয়াছে। এই দুর্ঘটনায় ৬৬ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে। উহাদিগের ৭ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

ৈদি —— শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

গ্রাহকের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে আষাঢ় বুধবার ১৩৩৯, ১৩ই জুলাই ১৯৩২

দিল্লী ক্যাম্পজেলে দাঙ্গা

জাহাজ ও মোটরে প্রতিযোগীতা

দারোগার বাড়ীতে ডাকাতি

প্রধান শিক্ষকের বিপদ

জল্লাদের পদপ্রার্থী নারী

সর্দ্দার কর্ত্তার সিং দণ্ডিত

পত্নী-হত্যার মামলা

শ্রীমতী মীরা বেনের প্রতি নোটীশ

সিরাজগঞ্জে প্রবল বন্যা

শ্রীযুত যোশীর পদত্যাগ

ডাঃ টি, ভি, নাইর দণ্ডিত

নানা কথা

দিল্লী ক্যাম্পজেলে দাঙ্গা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, ৯ই জুলাই গত দিল্লী ক্যাম্প জেলের ভিতর এক মহা গণ্ডগোল বাঁধিয়া যায়। ফলে ৬ জন ওয়ার্ডার আহত হইয়াছে।

অপরাহ্নে কয়েকজন কংগ্রেস বন্দী তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট এলাকা হইতে বাহির হইয়া বিচারাধীন বন্দীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে বন্দীদের ভিতর বাকবিতণ্ডা আরম্ভ হয়।

গোলমাল শুনিতে পাইয়া একজন ওয়ার্ডার ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলে বন্দীগণ তাহাকে আক্রমণ করে ও তাহার নাক কাটিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। ফলে সে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়। অন্যান্য ওয়ার্ডারগণ দৌড়িয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। বন্দীগণ তাহাদের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিয়া সকলকেই জখম করে। তখন ডেপুটী জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বন্দীগণকে লাঠি দ্বারা তাড়া করিবার জন্য গার্ড-দিগকে আদেশ করেন কিন্তু বন্দীগণ বাধা প্রদান না করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। একজন বন্দীও আহত হয় নাই।

একদল "লাল কোর্ত্তা" বন্দীই বিশেষ প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছিল।

দারোগার বাড়ীতে ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ জে, সেনগুপ্তের বাড়ীতে দিন দুপুরে একটী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। প্রকাশ, যে ঘটনার দিন মিঃ সেনগুপ্ত মফঃস্বলে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দুইটি পুত্রের একজন স্কুলে ও আর একজন পোষ্ট অফিসে গিয়াছিল। সেই সময় দুইজন ডাকাত বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পূজানিরতা মিঃ সেনগুপ্তের স্ত্রীকে চুল ধরিয়া টানিয়া আনে এবং তাঁহার গহনাপত্র খুলিয়া লয়। কিন্তু গহনাগুলি ভারী বলিয়া লইয়া যাইবার অসুবিধার বোধ হয় তাহারা সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া নগদ টাকা চায়। একটি সুটকেস খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া তাহার পর ডাকাতেরা পলায়ন করে। ডাকাতদের দুইজনের কাহারও বয়স ১৮ বৎসরের অধিক নয়, এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

জল্লাদের পদপ্রার্থী নারী

হাঙ্গারী রাজ্যে এণ্টনী কোজারেক নামক একব্যক্তি সরকারী জল্লাদের কার্য্য করিত। বহু লোককে সে ফাঁসী দিয়াছে। সংপ্রতি তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ঐ চাকুরীর জন্য কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। মোট ১০০ খানি দরখাস্ত পাওয়া যায়। এই ৩ জন নারীর মধ্যে একজন তাহার যোগ্যতা সম্পর্কে লিখিয়াছিল যে "পুরুষ মানুষেরা তাহাকে বরাবর নিরাশ করিয়াছে। সুতরাং তাহার মতে সে এই কার্য্যের বিশেষ যোগ্য। পুরুষ জাতি তাহার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছে, এই চাকুরী করিয়া সে সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ পাইবে বলিয়া মনে করে, সুতরাং এই চাকুরী পাইলে সে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্বস্ত জল্লাদ হইতে কসুর করিবে না।

এই আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। জোহান কোভাকস্ নামক এক পুরুষের ভাগ্যে চাকুরীটি জুটিয়াছে।

পত্নী-হত্যার চেষ্টা

সেখপুরা হইতে প্রকাশ, শাপাড়ার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী ও কুসীদজীবী শ্রীযুত এল, জয়গোপাল তাঁহার পত্নীকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা অনুসারে চালান দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, তিনি মদ্যপান করিয়া অধিক রাত্রিতে বাড়ি আসিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট কয়েকখানি মূল্যবান অলঙ্কার চাহেন, মহিলাটি উক্ত অলঙ্কার প্রদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তিনি তাহাকে একটি কূপে নিক্ষেপ করেন। প্রতিবেশীগণ মহিলাটিকে উদ্ধার করেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	দিল্লী	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	যশোহর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

ভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীনগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগাছার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগারি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কুর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

মর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভজনানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীনন্দগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ২৫শে বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৩ই জুলাই ইং ১৯৩২ বুধবার } ১১০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে বিরহ-মহোৎসব

গত ১৯শে আষাঢ় রবিবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ স্মৃতি মহোৎসব শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যাহ্নে ভোগ-আরতি কীর্ত্তন হইয়া, অপরাহ্নে মঠে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীপাদ নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদর্শ পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট বক্তৃতা দ্বারা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে গুর্ব্বষ্টক ও পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং পরে নাম-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। বেলা ২ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমাগত বহু স্ত্রী, পুরুষ এবং বালককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সাদরে বিতরিত হইয়াছিল। সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর উৎসব শেষ হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশী ২৬ নং রাণাপুরাতে গত বুধবার ৬ই জুলাই হইতে তিন দিবসকাল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুব মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীভগবানের সর্ব্বেশ্বরত্ব, তদীয় অতুলনীয় প্রভাব, গুরুত্রয়ের স্বরূপ, ভগবানের ব্যতিরেক কৃপা, ভক্তের অজিত-জিতত্ব প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্য-মঠে গুরুসেবকগণের প্রতি কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা হয়। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য এবং তাঁহার সেবকগণ বৈষ্ণব—তাঁহারাও নিত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য শ্রীগুরু হইতে অভিন্ন। আমাদের হস্তপদাদি যেমন আমাদের দেহ হইতে পৃথক্ নয়, এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যে কোনটীর প্রতি অবহেলা ও আঘাত করিলে আমাদের কষ্ট হয়, গুরুসেবকগণও সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সদৃশ ও তাঁহা হইতে অভিন্ন; তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাদি প্রদর্শনও গুর্ব্বজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই নয়। গুরুসেবকগণকে বাদ দিয়া গুরুসেবার ছলনা দাম্ভিকতা বা কপটতা মাত্র।

শ্রীনাম-পরায়ণ অভিন্ন নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা যে কত বড় বস্তু তাহা মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। আমরা শুনিয়াছি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের একটী রেণুকণার সহিত চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মানব-দেবাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কোন বস্তুর তুলনা হয় না। এই সর্ব্বসিদ্ধান্তবিদ্ গুরুপাদপদ্মের সেবকাভিমানী যাঁহারা, তাঁহারা যে আমাদের পূজ্য ও বরণীয় ইহাতে আর কি সংশয় থাকিতে পারে?

আমরা অনেক সময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকা বা আসনাদির যথোপযুক্ত সম্মান করিয়া থাকি,—পূজাবুদ্ধিতে শিরে ধারণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। পাদুকা ও আসনাদি আমার প্রভুর সেবা করেন বলিয়াই আমি তাঁহাদের সম্মান করি; কিন্তু আমার প্রভুরই বিভিন্ন মূর্ত্তিরূপ গুরুসেবকগণের সেবা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের জাগ্রত হইতেছে না, এর চেয়ে দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে?

আমরা এত হতভাগ্য যে, আমরা অনেক সময় নিজেকে ভক্ত মনে করিয়া—প্রভুর যথেষ্ট সেবা করিতেছি মনে মনে এরূপ একটী ধারণা কল্পনা করিয়া আমার পূজ্য যে বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে আমাপেক্ষা হীন বা আমার ন্যায় কোন অনর্থযুক্ত জীব বিশেষ মনে করি।

ভারবহনকারী ব্যক্তি যেমন সামনের ভারটাই দেখিতে পায়, পশ্চাতে তদপেক্ষা অধিক ভার থাকিলেও তাহা দেখিতে পায় না, আমরাও সেইরূপ সর্ব্বক্ষণই পরের অল্প দোষটীকেই অতিরঞ্জিত ভাবে দেখিতে পাই বা তাহার আলোচনা করি, কিন্তু নিজের পুঞ্জীকৃত অনর্থ থাকা সত্ত্বেও আমরা সেগুলি দেখিতে পাই না; এবং তজ্জন্য আমার প্রভুর সেবকগণের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়ি।

শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

আরাধনানাম্ সর্ব্বেষাম্
বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং
সমর্চ্চনম্।

সকল দেবতার সেবা করার চেয়ে বিষ্ণুর সেবা শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুর সেবাপেক্ষা বিষ্ণুভক্তের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অতএব বুঝা যায় যে, গুরুকৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে গুরু-সেবকগণের কৃপা লাভ করিতে হইবে। গুরুর সেবকগণ আমার শিক্ষাগুরু। আমার নিকট তাঁহারা প্রভুপাদপদ্মের ন্যায় সমভাবে পূজ্য ও সম্মাননীয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মনোহভীষ্ট প্রচারকারী শ্রীগুরু-সেবকগণের সেবা ব্যতীত গুরুদাসানুদাস জীবের আর কোনও কৃত্য নাই।

গত ৩রা জুলাই রবিবার তারিখে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অপ্রকট তিথি-পূজা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে গুর্ব্বষ্টক ও অরুণোদয় কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে [illegible]। আরাত্রিক কীর্ত্তন এবং অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের কৃষ্ণানুসন্ধান চরিত হিন্দি ভাষায় আলোচনা করা হয়। শ্রীগণপতি [illegible] দেবের বহু ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অন্যান্য সাধুদের মধ্যেও বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"রায় রামানন্দ"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-পরিভ্রমণকালে 'কব্বুর'নামক মহাপূত-তীর্থক্ষেত্রে গোদাবরী-তীরে তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদবর শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে পরমার্থ-তত্ত্বের সর্ব্বোচ্চ-শিখর অপ্রাকৃত ব্রজ-মধুররসের অসমোর্দ্ধ-প্রকাশ-ভাস্কর জগতের যাবতীয় মতবাদের প্রতি অসংখ্য রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গগনে দেদীপ্যমান। শুধু ধর্ম্মজগতের অধিবাসিগণ কেন, সাধারণ ঐতিহাসিকগণও এই আলোকাভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু কালের কুচক্রে কুজ্ঝটিকা জনসাধারণের দৃষ্টি এরূপভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, ভারতের অন্য স্থানের অধিবাসিগণের কথা আর কি বলিব, গোদাবরীর বর্ত্তমান তটবাসিগণ পর্য্যন্ত শ্রীরাম-রায়ের ও তদীয় প্রভু সর্ব্ব প্রাণ সর্ব্ব-পূজ্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাম শ্রবণের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু জীবগণ বিস্মৃত হইলেও দয়ার্দ্রচিত্ত প্রভু আমার তাহাদিগকে বিস্মৃত হ'ন না. তাই আমার দয়াল প্রভুর শ্রীমুখবাক্য "সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন।" এবং বদ্ধ জীবগণের উদ্ধারার্থই আমার কৃপাবতার প্রভুর ঘোষণা—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" ঔদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এই ভব্য ঘোষণা-বাণীর যাথার্থ্য জগৎ সমক্ষে প্রদর্শনার্থই তদীয় প্রকাশ বিগ্রহ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের জগতে প্রকট লীলা-চিন্ময়। জগদ্বাসি, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদেরই নিত্যকল্যাণের নিমিত্ত আচার্য্যপ্রবর গৌরাঙ্গ-পদপঙ্ক-সিক্ত পূত ভূমিসমূহে গৌর-পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, তোমাদিগকে সর্ব্বোচ্চ সম্পত্তি প্রদানের নিমিত্ত তিনি গৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলী গোদাবরী-বিধৌতচরণ কব্বুরে **রামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ** সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তোমাদের সকলেরই সুবিধার নিমিত্ত ইংরেজী ভাষায় "রায় রামানন্দ" লিখিয়া ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজী কলেবরে উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার ন্যায় ঝক্ ঝক্ অক্ষরে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করাইয়াছেন।

এই গ্রন্থরাজে আরোহবাদীর ঐতিহাসিক দর্পণে প্রতিফলিত "শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরায় রামানন্দ" এবং ভক্তের দিব্য দৃষ্টিতে প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরায় রামানন্দ" পাশাপাশি রহিয়াছেন। সুতরাং যাঁহার যে অধিকার তিনি সেই অধিকারে উহা দর্শন করিয়া ধন্য হইবেন এবং আরোহবাদিগণ ভক্তের অপ্রাকৃত চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করিয়া উন্নতাধিকার লাভে যত্নশীল হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শ্রীরামানন্দ রায়দ্বারা ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরগুলি ক্রমোন্নতাবস্থায় এরূপ সুন্দর ভাবে গ্রথিত করাইয়াছেন যে, উহা পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইবেন এবং যিনি যে সোপানে আছেন সেই সোপান হইতে উন্নত সোপানে যাইতে প্রয়াস পাইতে পারিবেন। এই সোপানাবলী "রায় রামানন্দ"—গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত আছে।

অবৈষ্ণবের আপেক্ষিক তুলিতে বৈষ্ণবের চরিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না; বৈষ্ণবের নিরপেক্ষ তুলিকাদ্বারাই বৈষ্ণবের চরিত্র, শিক্ষা, দীক্ষা সুষ্ঠুরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই মহাসত্য প্রকাশের নিমিত্তই "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" এই মহাবাক্যের আবিষ্কার। সুতরাং বঙ্গের বিশাখা ভক্ত ভাগবতবর তাঁহার রায় রামানন্দের চরিত্রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি এবং শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিতে হইলে পরমহংস-গোস্বামিমহারাজ প্রণীত "রায় রামানন্দ" ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের পাঠ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত এই মহামূল্য গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা করা হইয়াছে এই গ্রন্থ—(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা, (৩) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ, (৪) শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর জেলা ওয়েষ্ট গোদাবরী, (৫) শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ উড়িয়াবাজার, কটক, (৬) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ, স্বর্গদ্বার পুরী, (৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, শ্রীনন্দকিশোর সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, (৮) শ্রীপরমহংস মঠ, পোঃ নিমসার, নৈমিষারণ্য, ইউ, পি, (৯) শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ, ১ নং রামাপুরা, কাশী, (১০) শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, ৮এ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ, (১১) শ্রীদিল্লীগৌড়ীয় মঠ, ১৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী, (১২) শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ, কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, জেলা কর্নাল, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যাইবে।

নির্জ্জন ভজন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী)

রাগহীন জনগণ শাস্ত্রাজ্ঞায় সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতেই কৃষ্ণপাদপদ্মে স্বাভাবিকী রতিবিশিষ্ট হন। কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইবার পূর্ব্বে নির্জ্জন-ভজনের নামে শ্রীগুরুদেবের অনুমোদন ব্যতীত ভজন-সাথীর সঙ্গ-শূন্য হইয়া কোন স্থানে একাকী অবস্থান কোন সাধক জীবের পক্ষেই কখনও শুভদ হয় না। আমরা কোন্ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কি উপায় অবলম্বন করিলে মুক্তানর্থ হইয়া সাধন-ভজনে অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের নিত্যকল্যাণকামী গুরুদেব তাহা উত্তমরূপেই অবগত আছেন। সেই জন্য আমাদের বিষয়-দূষিত মনের ইচ্ছা দ্বারা গুরুদেবকে চালিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি না করিয়া শ্রীগুরুদেবের শুভেচ্ছার অনুবর্ত্তী হইতে পারিলেই আমরা গুরু-বল লাভ করিয়া প্রপঞ্চজয়ে সমর্থ পাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা বাদ দিয়া নিজ চেষ্টায় কেহ কখনও কোন মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। তাঁহার সেবা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুমোদিত স্থানে বাস করিতে পারিলেই বিষয় আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। অসজ্জন-সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণচিন্তাপরায়ণ সজ্জন-সহবাসই প্রকৃতপক্ষে নির্জ্জন বাস, তাহাই ভজনানুকূল; নতুবা জগতের সমস্ত স্থানই কলিকোলাহল-মুখরিত ভজনপ্রতিকূল স্থান।

অনাদিবহির্ম্মুখ বদ্ধজীব আমাদিগকে উদ্ধারার্থ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অযাচিতভাবে গুরুরূপে সঙ্গ প্রদান করিতে আসিলেও নির্ব্বোধ আমরা, দুর্ভাগা আমরা, নির্জ্জন-ভজনের ছলে জড় বিষয়-কর্ম্মে আসক্ত হইয়া তাঁহার সেই অযাচিত করুণালাভে বঞ্চিত হইতেছি। দেহমনে অস্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট বদ্ধজীব আমরা, দেহমনোধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকাই আমাদের আত্মধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলাম, দেহ-মনের অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন তত্ত্ব আছেন কি না এবং তাঁহার কৃষ্ণভজন বলিয়া কোন স্বাভাবিক কৃত্য আছে কি না, তাহার কোন সংবাদ রাখিতাম না, এমত অবস্থায় না জানি জন্মজন্মান্তরের কত পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে অহৈতুককৃপাময় কৃষ্ণ আমাদিগকে কৃপা করিয়া তাঁহারই প্রেরিত কোন এক মহাজন-পাদপদ্মে আমাদের কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার উদয় করাইয়া তাঁহার অনুশীলনের জন্য যে একটু আগ্রহ দিয়াছেন, তাহা স্ত্রীসঙ্গী, জড়বিষয়াসক্ত অসাধু বা প্রাকৃতসহজিয়া কপটসাধুগণের সঙ্গপ্রভাবে পাছে অন্তর্হিত না হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুরাগী-জনানুগামী হইয়া সাবধানে থাকিতে হইবে। অসৎসঙ্গ-প্রভাবে আমাদের চিত্তের যাবতীয় সদ্বৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়।

যেখানে বহু লোক বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন, কৃষ্ণভজনের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াই যাঁহারা স্বীকার করেন না, অথবা স্বীকার করিলেও তাহা আন্তরিক নহে, মৌখিক মাত্র, যেহেতু তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সময়ে বিষয়কার্যেই অধিকতর রুচিবিশিষ্ট দেখা যায়, সাধনভজনে তাঁহাদের যে কিছু রুচি, তাহাও জড়স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া, সেখানে মাদৃশ একজন কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন হওয়া কতদূর সম্ভবপর হয় বা না হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই একটু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে অনুভব করিতে পারেন। মনে করা যায় যে, "আমরা সাধুসঙ্গেও যেমন ছিলাম। এখন বিষয়িলোকের সঙ্গেও ঠিক তেমনই আছি, আমাদের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই", কিন্তু উহা কেবল আমাদের মনকে প্রবোধ দেওয়া বা লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার কথা মাত্র, প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। সাধুর সান্নিধ্য ছাড়িয়া বিষয়িলোকের সংসর্গে আসিয়া পড়িলে বিষয়ীদের চিন্তাস্রোত এমন করিয়া ধীরে ধীরে আমাদের দুর্ব্বল চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে যে, আমরা শেষে গুরুপাদপদ্মেই প্রীতিশূন্য হইয়া পড়ি, তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা অপেক্ষা নিজেদের মনগড়া সাধনভজনই কেই বহুমানন করি এবং আমাদের সেই কল্পিত মতকে মহাজন-বাক্যদ্বারা সমর্থন করাইবার চেষ্টা করি!

মহাজনেরা 'নির্জ্জন ভজনে'র কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে 'নির্জ্জনতা' শব্দের অর্থ কি? আর সেই নির্জ্জন ভজন স্থলীই বা কোথায়? এবং সেই নির্জ্জন ভজন কখন সম্ভব হইতে পারে? নির্জ্জনতা' বলিতে কি কৃষ্ণচিন্তা রত সজ্জন সঙ্গ ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন চেষ্টাশূন্য স্ত্রীসঙ্গী বিষয়াসক্ত গৃহব্রতগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে? না কোন স্থানে একাকী বাস করার নামই নির্জ্জনতা? স্ত্রীসঙ্গ বিষয় বিদূষিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ কি 'জনসঙ্গ' নহে? সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথানুশীলন ব্যতীত অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার আর অন্য কি উপায় থাকিতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবতরসরসিক সাধুসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আস্বাদন ব্যতীত জড়-বিষয় সংগ্রহে উন্মত্ত ভাগবতগণের সঙ্গে কি আর ভাগবত বুঝা যায়? ভাগবতের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুধ্যান ব্যতীত শুদ্ধচিত্ত হইবার আর কোন উপায় আছে কি? চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত 'নির্জ্জনভজন' কি করিয়া সম্ভব হইবে? সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ এবং সেই শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন হইতে হইতেই 'অনুধ্যান' হইতে থাকে তাহা হইতেই চিত্তশুদ্ধ হইয়া ভজন আরম্ভ হয়। (ক্রমশঃ)

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!　　সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷৹ আনা, আবাধাই ৷৴৹ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত; কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৹।

প্রকাশিত হইয়াছে　　প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত, নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ধামসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাময় প্রবন্ধসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রায়সাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোফ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমাবৃত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিবৃতি, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্গাক্ষরে-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক্ট্রা সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

সূক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৷৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পাঠকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আত্মনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ [illegible] ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাঁইট ৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

চাঁদা—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিঃ নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

		মেয়াদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	
	বৎসর						৯।৵
২	,,		,,	,,	,,	,,	৮॥৹
১	,,		,,	,,	,,	,,	৮৲
৬	মাস		,,	,,	,,	,,	৭॥৹
৩			,,	,,	,,	,,	৬।৹

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে ,, ,, ৪॥৶৹

চল্‌তি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক ,, ৩৶৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কথনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্টে পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া ও আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীকিশোরীলালচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কুঞ্জবিহারী [illegible] এম, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সিরাজগঞ্জে প্রবল বন্যা

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জে বন্যার অবস্থা ভীতিপ্রদ। বর্তমান বৎসরেও গত বৎসরের ন্যায় বন্যা উপস্থিত হইতে পারে। কারণ, যমুনা নদীর জল অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ ২।৩ ইঞ্চি বৃদ্ধি পাইতেছে। সিরাজগঞ্জে ও সাড়া সিরাজগঞ্জ রেল পথের উত্তরে সম্পূর্ণভাবে বন্যা উপস্থিত হইয়াছে। জল আর সামান্য বৃদ্ধি হইলেই গত বৎসরের ন্যায় বন্যা উপস্থিত হইবে। উক্ত রেলপথের দক্ষিণে জল প্রায় ১ হাত নীচু। গত বৎসরে এরূপ সময় নদীতে যেরূপ জল ছিল বর্তমানে নদীর জল তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। গত বৎসর যেরূপ সময়ে বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল, বর্তমান বৎসরে তাহা অপেক্ষা প্রায় ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে বন্যা উপস্থিত হইল। বহু স্থানে আউস ধান্য অদ্যাপি পাকে নাই—উহা পাকিতে আরও ১ মাস সময় লাগিবে। মফঃস্বল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ঐ সকল ধান্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইতেছে। প্রাথমিক আউস ধান্য এখনও কাটা হইতেছে। উহা শেষ হইতে আরও কিছুদিন বিলম্ব হইবে। আশঙ্কা হইতেছে, শেষ আউস ধান্যক্ষেত্রগুলি জলমগ্ন হইবে। কারণ জল যেরূপ ক্ষিপ্রভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, ধানগাছগুলি সেরূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাগ্য এবার অন্ধকারাচ্ছন্ন। বর্তমান ফসল ধ্বংস হইলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে।

অধিকন্তু, এক সপ্তাহের অধিক কাল যাবৎ প্রচুর বারিবর্ষণ হইতেছে। সম্প্রতি উল্লাপাড়া ও সাহাজাদপুর অঞ্চলে গত ৬ই জুলাই রাত্রিতে ভীষণ বৃষ্টি হইয়াছে। ফলে, বন্যার জল ৬ ইঞ্চি হইয়াছে।

রাজবন্দীদের প্রতি পত্র

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ৮ই জুলাই ওরিয়েণ্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর স্থানীয় সেক্রেটারীর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের রাজবন্দী শ্রীযুত শিশিরকুমার সেন, রমণীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও দেবেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, তাঁহার অফিসে তাঁহাদের আর কাজ করা চলিবে না। তাঁহারা সকলেই ঐ কোম্পানীতে কাজ করিতেন।

শ্রীমতী মীরা বেনের প্রতি নোটিশ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ৯ই জুলাই বোম্বায়ের পুলিস কমিশনার শ্রীমতী মীরা বেন ওরফে মিস শ্লেডের উপর অপরাহ্নে এক আদেশ জারি করিয়া তাঁহাকে ২০ ঘণ্টার মধ্যে বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন। পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে এইরূপ এক আদেশ অমান্য করার অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের দণ্ডিতা হন।

প্রধান শিক্ষকের বিপদ

আকোলা হইতে প্রকাশ, স্থানীয় তিলক জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত রঘুনাথ গণেশকে সংপ্রতি ফৌজদারী সংশোধিত বিধির ১৭ (১) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেও তিনি আরও দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার ২ জন কনিষ্ঠ ভাই এখনও জেলে অবস্থান করিতেছেন। প্রকাশ, নিখিল ভারত বন্দী দিবসোপলক্ষে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল; সেই সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অন্তরীণে সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, দক্ষিণ কলিকাতার বিশিষ্ট কর্মী শ্রীযুত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়কে ফরিদপুর জেলায় মুকসেদপুর গ্রামে অন্তরীণে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। প্রথমে তাঁহাকে বঙ্গীয় অডিন্যান্স অনুসারে ১৯৩০ সালের এপ্রেল মাসে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল ও ১৯৩১ সালের মে মাসে তাঁহার ভবানীপুর বাটীতে অন্তরীণে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল।

ডাঃ টি, ভি, নাইর দণ্ডিত

তেলিচেরী হইতে প্রকাশ, ৯ই জুলাই ডাঃ টি, ভি, নারায়ণম নাইর সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা মতে বিগত ১লা জুলাই তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তেলিচেরীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডে এর আদালতে তাঁহার বিচারের জন্য মামলা গৃহীত হইয়াছিল। যখন তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইতেছিল, সেই সময় মিঃ নাইর আপনাকে দোষী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু তিনি বলেন যে, কেবল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদিগের চিকিৎসা করিয়া কংগ্রেসের সাহায্য করিয়াছিলেন। আসামী নিজেকে দোষী বলিয়া পরিচয় প্রদান করায় সরকার পক্ষের কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদিগের চিকিৎসা করা ভিন্ন তিনি যাহাতে তাহাদিগকে অপর কিছু সাহায্য না করেন তাহার জন্য ছয় মাসের জন্য এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু মিঃ নাইর এইরূপ অঙ্গীকার পত্র লিখিতে অস্বীকার করিলে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৭৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাঁহাকে আরও এক মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালায় প্রবেশ নিষেধ

বারাণসী হইতে প্রকাশ, ৫ই জুলাই সায়নাকর নামক সিংহলের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুককে বঙ্গীয় সরকারের আদেশ অনুসারে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। উক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুক কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্র। তাঁহাকে পুলিস পাহারায় সারনাথে আনয়ন করা হইয়াছিল। তথায় তিনি এক সপ্তাহের জন্য অবস্থান করিতে পারিবেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রেভারেণ্ড দেবামিত্রা ধর্ম্মপাল তাঁহাকে সারনাথে থাকিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই। সায়নাকর এক্ষণে সিংহলী ছাত্রদিগের সহিত বারাণসীতে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীযুত যোশীর পদত্যাগ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত এন, এম, যোশীও গোল টেবিলের পরামর্শ বৈঠকের সদস্য পদে ইস্তাফা দিয়াছেন।

জাহাজ ও মোটরে প্রতিযোগীতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ৯ই জুলাই বৃটিশ ভারতীয় জাহাজ 'ম্যানের' লণ্ডন হইতে ভারতে আসিতেছে এই আটহাজার মাইল ভ্রমণে উহাকে পশ্চাতে দেখিবার উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন টি ইয়েটস্ বেলমন একটী ক্ষুদ্র বৃটিশ মোটর গাড়ীতে লণ্ডন হইতে স্থলপথে ভারতে রওনা হইয়াছেন। শুধু প্রণালীগুলি তিনি জাহাজে পার হইবেন, বাকী সমস্ত পথ স্থল পথেই আসিবেন।

তাঁহার এই ভ্রমণ চেষ্টা যে কত বড় দুঃসাহসিকতার কার্য্য দামাস্কস হইতে বোগদাদের ৫৫০ মাইল মরুভূমির অতিক্রমের কথা মনে হইলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

সর্দ্দার কর্ত্তার সিং দণ্ডিত

মনগোমারি হইতে প্রকাশ, ৭ই জুলাই কংগ্রেসের কার্য্যে সহায়তা করিবার অভিযোগে শ্রীযুত এস, কর্ত্তার সিং সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (২) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক বৎসর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীযুত রাজাগোপাল চারিয়ার কারামুক্ত

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, তামিল নাডুর নেতা, শ্রীযুত সি, রাজাগোপালা-চারিয়ার গত ৯ই জুলাই সকালে ভেলোর জেল হইতে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগের পর, মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সদ্য বিধবা কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে তিরুচেঙ্গুর আশ্রম হইতে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

গুণ্ডার কঠোর দণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, হাঙ্গামার সময়ে একজন হিন্দুকে ছুরি মারিবার অপরাধে আইজারা নামক জনৈক খ্রীষ্টানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। মাজগাঁও বিশেষ আদালতে মিঃ অস্কার ব্রাউনিংএর এজলাসে তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৪ ও ১১৪ ধারা মতে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে আসামীকে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

৫ৈ লি — শ্রীশ্রী ... নবদ্বীপ
Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৩৯ ১৪ই জুলাই ১৯৩২

নানা কথা

চুচুড়ায় আবার ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, গত ১০ই জুলাই শ্রীযুত দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটিতে যে ডাকাতী হইয়া গিয়াছে তাহার সম্পর্কে ছয় জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতগণ বাটীর মহিলাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া বহু দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

হত্যার দায়ে মা ও ছেলে

বঙবজের কানাই সর্দ্দার ও তাহার মাতা গোলাপী দাসী আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, ঘোষের এজলাসে সুদাম নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, সুদাম গোলাপীকে একখানি দা' দিয়াছিল দা' প্রত্যর্পণ-কালে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। ঝগড়ার সময়ে সুদামকে বর্শা ও লাঠি লইয়া আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং এই আক্রমণের ফলে সুদামের মৃত্যু হয়।

কলিকাতায় বড়লাট

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিংডন কাউণ্টেস উইলিংডন সমভিব্যাহারে গত সোমবার বেলা ১টা ১২ মিনিটের সময় এলাহাবাদ হইতে বিমানযোগে আসিয়া কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। তাঁহারা দমদমে বিমানের আড্ডায় অবতরণ করেন।

চুচুড়ায় আবার ডাকাতি

ডেপুটী ইনস্পেক্টারকে প্রহার

হত্যার দায়ে মা ও ছেলে

দুই দলে ভীষণ দাঙ্গা

কলিকাতায় বড়লাট

বৃটীশ প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা

জেলে শ্রীযুত সুভাষ বসু

পণ্ডিত জহরলাল ও বন্দিগণের অবস্থা

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

দুইখানি জাহাজে সংঘর্ষ

পুলিসের সহিত দাঙ্গা

বাঙ্গালার গভর্ণর সদলবলে যাইয়া সস্ত্রীক বড়লাটকে অভ্যর্থিত করেন। অতঃপর রাজপ্রতিনিধিসহ সকলে বারাকপুর যাত্রা করেন।

জেলে শ্রীযুত সুভাষ বসু

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ যে, সিউনী জেলে থাকিতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর শারীরিক অবস্থা যে প্রকার ছিল, জব্বলপুরে আসিবার পর তাঁহার শরীর তদপেক্ষা খারাপ হইয়াছে। শরীরের ওজন দিন দিন হ্রাস পাইতেছে এবং ক্ষুধাবোধ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। জেল ওয়ার্ডের সীমার ভিতরে হাঁটিয়া বেড়াইবার শক্তিও তাঁহার নাই। তাহা ছাড়া জব্বলপুরের হাওয়া সুভাষ বাবুর সহ্য হইতেছে না। দিন দিন তিনি কৃশ এবং ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছেন। প্রকাশ যে, তিনি তাঁহার চিকিৎসক ভ্রাতা অথবা স্যার নীলরতন সরকারকে দিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে চাহেন।

৮ই জুলাই শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর এক পুত্র এবং দুই কন্যা তাঁহাদের পিতৃব্যের সহিত পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। শরৎ বাবু এবং সুভাষ বাবুর সহিত জেলে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেইদিন সন্ধ্যার সময় তাহাদের তিন ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়াছিল। ৯ই এবং ১০ই তারিখেও তাহারা সাক্ষাতের অনুমতি পাইয়াছেন।

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন ফেরীওয়ালা মকরধ্বজ ইত্যাদি বিক্রয় করিবার জন্য পুরুগ্রামে আগমন করে। সম্প্রতি সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এতদূরে আসিয়া আত্মহত্যা করার কারণ কি তাহা লইয়া নানারূপ জল্পনা চলিতেছে। উক্ত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন এখানে কেহই নাই পুলিস অনুসন্ধান চালাইতেছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব-বাসরে দীনের প্রার্থনা

(১)

জয় জয় জয়রে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
নিখিল জীবেতে যাঁর করুণা প্রচুর॥
গৌরাভিন্ন গৌরশক্তি মহা তেজস্কর।
যাঁহার কৃপাতে ধন্য হৈল চরাচর॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ধ্যানী অন্য-অভিলাষী।
সকলে যাঁহার পদে নত হৈল আসি॥
সেইজন আনিলেন কৃষ্ণপ্রেম-ধন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(২)

কলিরাজ বিস্তারিয়া আপনার শক্তি।
মন্দগুণে আচ্ছাদিলা যবে প্রেম-ভক্তি॥
সেই কালে গৌরহরি জীবদুঃখ হেরি।
পাঠাইলা নিজজনে জীবে কৃপা করি॥
সেই নিজজন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
নিজ শক্তি বিস্তারিয়া কলি কৈলা দূর॥
(যিনি) ভক্তি অস্ত্রে মায়াবাদ করিলেন ছিন্ন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৩)

যেই গৌরজন প্রচারিয়া গৌরতত্ত্ব।
জীবে শিখাইলা তার নিজ শুদ্ধ সত্ত্ব॥
সম্ভোগের দাস হইয়া ছিল জীবগণ।
ভোগ ছাড়াইয়া দিলা কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
কৃষ্ণভক্তি-শূন্য ধরা করি দরশন।
(জীবে) রূপ-প্রদর্শিত পথ দেখা'লেন যে জন
উপদেশামৃতধারা কৈলা বরিষণ।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৪)

গৌর ভক্তি নাশ করি পরকীয় প্রেমে।
মত্ত হয়ে ছিল জীব যবে জড় কামে॥
রাধাকৃষ্ণ-সেবা ত্যজি সখী-ভেকী হৈয়া।
প্রাকৃত সম্ভোগ কথা কহে প্রচারিয়া॥
ভূত প্রেত-বাদ গৌর-প্রেমে মিশাইল।
রূপানুগ পথ ত্যাগ যেকালে করিল॥
সেকালে জীবেরে দয়া করিলা যে জন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৫)

সকল শাস্ত্রেও যিনি হয়ে পারঙ্গত।
বিরচিলা বহু শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্মত॥
যে শাস্ত্র পড়িয়া লোক ভক্তিরস পায়।
জড়ভোগ পরিহরি বিস্মরিলা মায়া॥
(যিনি) চৈতন্যের মনোভীষ্ট করিলা স্থাপন।
(জীবে) শিখাইলা ভক্তি যাহে কৃষ্ণ বশ হন।
যত দুষ্ট মত যিনি কৈলা বিনাশন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৬)

যে ভক্তিবিনোদ নাম করিলে স্মরণ।
সচ্চিদানন্দ নাম করায় স্মরণ॥
যে জন জীবের দূর করি জড় ভাব।
শিক্ষা দিলা জড় ত্যাগে হয় ব্রজ লাভ॥
শ্রীগৌর-বিমুখ হেরি বদ্ধ জীবগণে।
মুক্ত কৈলা যেই জন কৃষ্ণপ্রেম দানে॥
ভজনেতে সুখ শিক্ষা দিলা যেই জন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৭)

যে ভক্তিবিনোদ ভবে হ'য়ে অবতার।
শ্রীচৈতন্যবাণী নাহি করিলে প্রচার॥
অচৈতন্য এ' জগতে অকৃত্রিম ভাবে।
না চিনিত জীবগণ শ্রীচৈতন্যদেবে॥
প্রেয় ভক্তি একমাত্র কৃষ্ণ-বিনোদনে।
সমর্থ এ'কথা শিক্ষা দিলা জীবগণে॥
(সেই) প্রেয় ভক্তির মূর্ত্ত অবতার যেই জন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৮)

যাঁর গীতমালা শুনি জীব সমুদয়।
ভবের বন্ধন ক্লেশ হ'তে মুক্ত হয়॥
যাঁর গীতাবলী শুদ্ধভক্ত মুখে শুনি।
জড় জগতের গীত ঘৃণ্য ব'লে মানি॥
যে কল্যাণকল্পতরু জাত পক্ব ফল।
সেবনে জীবের নাশে অনর্থ সকল॥
সেই ফল জীবে দান করিলা যে জন।
বন্দ তাঁর পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন॥

(৯)

হেন—
আচার্য্যের অপ্রাকৃত চরিত্র বিষয়।
উপলব্ধি হয় যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায়॥
হইয়া অনর্থমুক্ত সেই মহাশয়।
শ্রীগুরুচরণপদ্ম লভিয়া আশ্রয়॥
অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবায় অধিকারী হন।
সম্ভবে তাঁহাতে 'তাঁর' চরিত্র বর্ণন।
আমি দম্ভী দুষ্টমতি অনর্থে জড়িত।
চরিত্র বর্ণন মোর বাতুলতা মাত্র॥
শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ হন আচার্য্যপ্রবর।
আজিকে তাঁহার হয় বিরহ বাসর॥
হেন দিনে তাঁর পদে প্রার্থনা আমার।
কৃষ্ণ ভক্তি পাই যেন দয়াতে তাঁহার॥

বৈষ্ণবসেবাভিলাষী
দীন শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নির্জ্জন ভজন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী)

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রীঃ, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, ভগ প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ যাহাদের সঙ্গ প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই অশান্ত দেহাত্মবাদী অসাধু শোচ্য যোষিৎক্রীড়ামৃগকুলের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতে পুরুষের যেরূপ মায়ামোহ এবং সংসারবন্ধন আসিয়া যায় আর অন্য কোন প্রসঙ্গ হইতেই সেরূপ হয় না।" সুতরাং যোষিৎক্রীড়ামৃগ গৃহমেধিগণের বাসগৃহ যতই কেন না নির্জ্জন হউক, তাহাতে যতই না কেন ভজনের সুবিধা থাকুক, তাহা কখনও ভজনাভিলাষী সাধক জীবের ভজনানুকূল নির্জ্জন বাসস্থান হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।" সুতরাং নির্জ্জন ভজনের নাম করিয়া গৃহারামী হওয়া কর্ত্তব্য নহে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমুখ মহাজনগণ সকলেই নির্জ্জন ভজনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ভোগাগার গৃহকে সেই নির্জ্জনভজনের স্থানরূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা অত্যন্ত গৃহাসক্ত, মঠবাসে অপারগ, তাই মহাজনের কথার দোহাই দিয়া গৃহে বসিয়া নির্জ্জন ভজন করিতে চাই! মুক্তানর্থ গৌরগতপ্রাণ প্রেমিক সুজনগণ যেস্থানে থাকুন, সেই স্থানই বৃন্দাবন, সমস্ত স্থানই তাঁহাদের ভজনানুকূল স্থান। একটী গৃহ আর একটী বৃন্দাবন—একরূপ ভেদ-দর্শন তাঁহাদের নাই। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম দৈন্য করিয়া যে, "গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে" এইরূপ সুজনের সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই সুজনের গৃহবাস ও আমার গৃহবাস এক নহে, একজন ব্রজপরিকর সঙ্গে ব্রজবাসী, আর একজন নিরয়বর্ত্মস্বরূপ গৃহে বদ্ধভক্ত যোষিৎক্রীড়ামৃগ-সঙ্গে গৃহমেধী।

মহাজনেরা বলেন—সদ্‌গুরুমুখে হরিকথা শ্রবণ প্রভাবে কৃষ্ণেতর কথার কীর্ত্তন স্তব্ধ হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে থাকে, সেই কীর্ত্তনপ্রভাবে 'স্মরণ' হইতে থাকে, তখনই নির্জ্জনভজন সম্ভব হয়:—

"কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।"

দুষ্ট মনকে বৈষ্ণব না করিয়া আত্মাকে বৈষ্ণবদাসানুদাস জ্ঞানে মনকে উদাসীন করিতে পারিলেই উক্ত মহাজন বাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি হয়, 'আমি অনেক বুঝি' এই অহঙ্কার কাটিয়া গিয়া মহাজন যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই আর মহাজন পাদপদ্মে অপরাধী হইয়া নরকবাসের জন্য প্রস্তুত হইতে হয় না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীকে আমাদের অক্ষজ বুদ্ধিতে বিচার করিতে গিয়া আমরা যে কত নিত্য নূতন অপরাধের আবাহন করিতেছি, তাহা আর বলিবার নহে। শ্রীল ঠাকুরের বাণীকে বুঝাইবার নিমিত্ত ঠাকুরেরই বাণী মূর্ত্তিমান হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আমাদের গুরুরূপে অবতীর্ণ। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বুঝিয়া লইবার দাম্ভিকতা অত্যন্ত দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক। ঐরূপ দুর্দ্দৈবের ফলেই আমাদের গুরুর উপর গুরুগিরি করিবার স্পর্দ্ধা উপস্থিত হয়, সেই স্পর্দ্ধা-বলে আমরা আর একটী পৃথক্ দল বাঁধি এবং প্রচার করি—"আমরাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আসল শিষ্য! তাঁহার কথা কেবল আমরাই বুঝিয়াছি।" শ্রীশ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের বিচার বহুমানন করিতে গেলে আমাদের মনগড়া নির্জ্জনভজন চলে না, দুই দশটা শিষ্য করিয়া গুরুগিরি করিবার—দ্বিতীয় গৌড়ীয়মঠাচার্য্য সাজিবার পক্ষে বাধা পড়ে, গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ন্যায় সম্মান লাভ ঘটে না, গৃহারামী হইয়া ভজনের নামে ভোগসুখে ব্যাঘাত ঘটে, তাহাতে পাছে লোকে আমাদের কপটতা ধরিয়া ফেলিয়া প্রতিষ্ঠা লাঘব করিয়া দেয়, এইজন্য আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অন্তরঙ্গ শিষ্য হইবার নামে, শ্রীল ঠাকুরের কথা বেশী বুঝিবার অভিনয়ে স্বতন্ত্র দল গড়িতে যাই! ইহাতে ক্ষতি যে কাহার, তাহা কে বুঝিবে?

যে পরম-করুণ বৈষ্ণবগণ আমাদিগের মঙ্গলের জন্যই বলেন,—তোমরা নির্জ্জন ভজনের ছলে বিষয়-চিন্তায় রত হইও না, গৃহকে বৃন্দাবন বানাইতে গিয়া গৃহমেধী হইও না, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তদভিন্ন বিগ্রহাপেক্ষা বেশী বুঝিতে গিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিও না, প্রচারককে কটাক্ষ করিতে গিয়া নিজেরা আচার ভ্রষ্ট হইও না, গুরুদেবতাত্মা বৈষ্ণবগণ শ্রীনামের আচার ও প্রচার—এই দুইটী কার্য্যই অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে আচারের প্রয়োজনীয়তা শিখাইতে হইবে না, বৈষ্ণবের সমকক্ষ হইবার বা তাঁহা অপেক্ষাও বড় হইবার দাম্ভিকতা না দেখাইয়া বৈষ্ণবদাসানুদাস হইবার যত্ন করিতে হইবে; মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক মুখস্থ করিয়া রাখিলেই চলিবে না, উহার প্রয়োগ নিজ আচরণ-মুখেই দেখাইতে হইবে।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে'. ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়াকর্স্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট ও পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী অনুবাদে মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য অখিল-শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত ভজন বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥৹।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷৷০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খান একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগজনগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঠযোগ্য শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমৎ আদিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অশোকাভয়ামৃতপূর্ণ শ্রীনবদ্বীপ," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

দৈনিক ——

"শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিকপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার ১৩৩৯, ১৫ই জুলাই ১৯৩২

পল্লীগ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি

আজমীরে খনি দুর্ঘটনা

মীরা বেনের উক্তি

জেলে বন্দী সতীন্দ্র গুহ

একটি শিশুর তিনখানি পা

ডাকলুঠের মামলায় ২ জন আসামী দণ্ডিত

একজনের প্রাণদণ্ডাদেশ

জেলে অধ্যাপক আব্দুল বারি

নরহত্যার অভিযোগে ধৃত

হায়দ্রাবাদে গ্রেপ্তার ও দণ্ড

প্রদ্যোতের প্রাণদণ্ডাদেশ

নানা কথা

পল্লীগ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি

ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশ, গত শুক্রবার প্রত্যুষে ডিব্রুগড় হইতে বার মাইল দূরে খোয়াং নামক স্থানে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে একজন হিন্দুস্থানী গুলীর আঘাতে নিহত ও আর একজন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, কোন স্থানীয় মাড়োয়ারীর গদী হইতে উপরোক্ত লোক দুইটী ও আর এক ব্যক্তি নগদ ৪ হাজার ৭ শত টাকা লইয়া খোয়াং হইতে কয়েক মাইল দূরে এবং ইউরোপীয়ান চাবাগানের দিকে যাইতেছিল। এখান হইতে তাহারা লরীতে করিয়া গিয়াছিল। ঘণ্টা দুই খোয়াংয়ে থাকিবার পর চারিটা হইতে পাঁচটার মধ্যে তাহারা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই গুলীর শব্দ শুনিতে পায়। তৎক্ষণাৎ গুলীর আঘাতে একটি ঘোড়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং পরমুহূর্ত্তে সেই অশ্বের আরোহী দক্ষ লাঠিয়াল বলিয়া পরিচিত এক হিন্দুস্থানী পালোয়ানকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। আর এক ব্যক্তি আহত হয়, তবে তাহার আঘাত গুরুতর নহে। তৃতীয় ব্যক্তি জলে ঝাঁপ দিয়া টাকা ও প্রাণ রক্ষা করে।

মীরা বেনের উক্তি

যে সময় আমি অল্প কিছুদিনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শনার্থ বাহির হইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতেছি, সে সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বোম্বাই ত্যাগের আদেশ পাইয়া আমি সম্পূর্ণ বিস্মিত। আমাকে যখন (নিজ কৃত পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে) বোম্বায়ের বাহিরে যাইতেই হইতেছে, তখন আর আমার সে যাত্রা স্থগিত রাখা প্রয়োজনীয় বলিয়া আমি মনে করিতেছি না।

একটি শিশুর তিনখানি পা

রাজকোট হইতে প্রকাশ, সংপ্রতি এই স্থানের একজন কুম্ভকার পত্নীর একটী শিশুসন্তান হইয়াছে। তাহার তিনখানি পা। তৃতীয় পাখানি উরু হইতে উঠিয়াছে। শিশুটি এখনও জীবিত রহিয়াছে। আর একস্থানে একজন স্ত্রীলোকের ৪টি শিশুসন্তান হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ৪টি শিশুর মধ্যে ২টী মারা গিয়াছে।

একজনের প্রাণদণ্ডাদেশ

মুলতান হইতে প্রকাশ, রামজান নামক একজন লোক মুলতানের সেসন জজের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছিল যে, সে তাহার পিতা নবী বক্সকে এমন ভাবে ছুরীর আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছিল যে, সে সেই আঘাতেই মারা যায়। তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। সেসন জজ সর্দ্দার শিউরাম সিং এসেসরদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি ফাঁসীর হুকুম করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	পুরী	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	এলাহাবাদ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্‌গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীদানে দা অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এলাহাবাদ প্রয়াগ ষ্ট. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন-

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭: শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমাধি, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনর্ম্মদানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগারি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীন্যাসংতানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

মধ্য গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, ও শ্রীগৌরভূষানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাজগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন. তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ০॥ আনা. আধাবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষরে) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন ; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা. অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থে) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিরসক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতামালাশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রৌতৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরূচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রোফ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্সচ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি, বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ { ২৭শে বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৫ই জুলাই ইং ১৯৩২ শুক্রবার { ১১২তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিগত ১৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা-গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনামুখে শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় বলেন—"আমরা বদ্ধজীব, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তন-ব্যতীত আমাদিগের কামাহত চিত্ত শান্ত হইবার আর কোনই উপায় নাই। আমাদিগের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য—শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়া সর্ব্বস্ব তদীয় শ্রীচরণে সমর্পণ করত তাঁহারই গৃহে পালিত কুক্কুরের ন্যায় পড়িয়া থাকা এবং তদাশ্রিত সেবকবৃন্দের ভজননিপুণতা অনুসরণ করিয়া ক্রমপন্থায় ভজনোন্নতি লাভ করা। কিন্তু সে যোগ্যতা কোথায়? আমরা অনাদিকাল হইতে বদ্ধ আছি বলিয়া অসত্যকে সত্য বোধ করায় মায়ার পদলেহনেই বড় আরাম বোধ করিতেছি। গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কেবল ত্রিতাপ-তাপে পরিতাপই ভোগ করিতেছি।

"যাঁহারা নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মসমীপে অবস্থান করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিরত, তাঁহারা আমার ন্যায় নিত্য বদ্ধ নহেন; কোনকালে বদ্ধ ছিলেন—এমন নহে। যদিও বা কেহ এই ধরাধামে প্রকট হইবার পর কিছু সময় বদ্ধাভিমান করিয়াছিলেন বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাও আমার ন্যায় মায়ামুগ্ধ জীবের হৃদয়ে আশ্বাসবাণী প্রেরণের জন্য মাত্র। বাস্তব পক্ষে তাঁহারা নিত্য মুক্ত। তাঁহাদিগের সহিত জাগতিক কোনও ব্যক্তির উপমা হইতে পারে না। সর্ব্বোত্তম দর্শনে, আমাদিগের ভজনোন্নতি যাহাতে হয় তজ্জন্যই তাঁহাদিগের যাবতীয় চেষ্টা। সুতরাং আমরা যাহাতে তাঁহাদিগের সেই মঙ্গলপ্রদ চেষ্টাকে আত্মমঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি তদুপযোগী যোগ্যতা লাভার্থে শ্রীগুরুসেবকগণের আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনেরই একমাত্র প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছি।

"আমরা সংসারে বদ্ধ কাম-লোভ-হত অশান্ত জীব। একমাত্র সর্ব্বজীব-পরমাত্মা শ্রীহরির নামগুণাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই চঞ্চল চিত্ত শান্ত হয়। কর্ম্ম-জ্ঞান যোগ-তপাদিদ্বারা কামক্রোধাদি হৃদয়-মল সাময়িক ভাবে দূর হয় বলিয়া আপাততঃ দৃষ্ট হইলেও যেমন কোন কলসীর ঘোলা জল কোন প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ম্মল করিলেও তলদেশে ময়লা থাকার দরুণ সামান্য আলোড়নেই আবার ঘোলা হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ সেই কলসীর জল ব্যতীত আনুসঙ্গিকভাবে অন্য কোন কুম্ভের জল পরিষ্কৃত হওয়া সম্ভব হয় না, সেই প্রকার কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের সাধন ফল বস্তুতঃ হৃদয় নির্ম্মল করিতে পারে না।

"ভক্তিমার্গের সাধন শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা চিত্ত-দর্পণ সম্মার্জ্জিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণই বাণীরূপে কীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে থাকিয়া আবার বাণীরূপেই শ্রীকৃষ্ণ অপরের (শ্রোতার) কর্ণরন্ধ্রে, প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগেরও হৃদয়মল বিধৌত করিয়া সেই হৃদয়ে আসন স্থাপিত করেন। সুতরাং জীবের বদ্ধ ও মুক্ত সকল অবস্থাতেই শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত উপায় নাই। বিশেষতঃ বদ্ধজীব আমরা এই শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভাবেই মুক্তকুলের পদাঙ্কানুসরণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব। তাই জগদ্গুরু আচার্য্যদেব 'শ্রীগৌড়ীয়', 'সজ্জনতোষণী,' 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশ,' 'শ্রীভাগবত', 'পরমার্থী' প্রভৃতি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া আমাদিগের শ্রবণ কীর্ত্তন সুযোগ দান করিয়াছেন, যাহাতে ঐসকল বৈকুণ্ঠবাণী আলোচনা করিয়া আমরা ক্রমে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব। আমরা অলস হইয়া যদি ঐ সকল আলোচনায় উদাসীন থাকি তাহা হইলে গৃহান্ধকূপে নিপতিত আমাদিগের উদ্ধারের গত্যন্তর নাই। অবশ্য নিষ্কপটভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। তদন্যথায় অপরাধ মাত্র।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-বাসরে ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

(১)

হে বিশ্ববৈষ্ণবরাজ !
কৃপা করি' তুমি আজ
ভক্তি-মন্দাকিনীস্রোত বহালে ধরায় ॥

(২)

সে স্রোতে পাষণ্ডগণ
সুখে করি' সন্তরণ,
শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে আত্মারে বিলায় ॥

(৩)

অন্তরে প্রেমের সৃষ্টি
বাণীতে ভক্তির বৃষ্টি
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দানিলে সবায় ॥

(৪)

নিত্যানন্দ সঙ্গে করি
ভীমবেগে অবতরি
যে মূর্ত্তি দেখিয়া কলি ভয়েতে পলায় ॥

(৫)

সামান্য মনুষ্য-সাজে
আসিয়া হৃদয়রাজে ।
জীবের মঙ্গল হেতু কেবা ফুকুরায় ?

(৬)

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত,
নানাবিধ গ্রন্থামৃত
শ্রেষ্ঠভক্তি প্রকাশিলে এই রচনায় ॥

(৭)

নির্ভীক ও সত্যসার
ভবসিন্ধু পারাবার
অবতীর্ণ হ'য়েছিলে সুদীপ্তপ্রভায় ॥

(৮)

বলীয়ান্ বন্ধুবলে
দলেছ কপটীদলে
মায়াশক্তি পদতলে পরাণ বিকায় ॥

(৯)

স্থাপি' বহু শুদ্ধমঠ
পালটালে ভব-পট
হইল নূতন সৃষ্টি তব করুণায় ॥

(১০)

কতই ভক্তির কায়া
দেখাইলে তুমি আয়া
প্রপঞ্চ হইতে তুমি নিয়েছ বিদায় ॥

(১১)

আজি বিরহ-বাসরে
এ অধম সুরেশেরে
বঞ্চিত করো না যেন চরণপূজায় ।
নাহিলে সকল আশা অকালে ফুরায় ॥

শ্রীচরণ-সেবাকাঙ্ক্ষী—
সুরেশচন্দ্র অধিকারী

ভক্তি বিধিই মূল

কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত প্রভৃতি কৃষ্ণ-ভক্তগণের জন্য তাঁহাদের শাস্ত্রে যে সন্ধ্যাদির ব্যবস্থা আছে তাহা অবিচারে পালন করা কর্ত্তব্য—এইরূপ তাঁহারা বিচার করেন, কিন্তু অনেকস্থলে দেখা যায় তাঁহারা মূল বস্তুর দাস্য পরিত্যাগ করিয়াও কেবল বিধির দাসত্বই করেন অর্থাৎ ভজনানুকূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভজন প্রতিকূল অনুষ্ঠানকেই বরণ করেন।

উদাহরণরূপে বলা যাইতে পারে—কোন কর্ম্মী নির্জ্জন স্থানে সন্ধ্যা করিতেছেন কিম্বা কোন মিছাভক্ত দ্বাররুদ্ধ করিয়া নামাক্ষর কীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে পরম সৌভাগ্যক্রমে কোন শুদ্ধভক্ত তাঁহাদের গৃহে শুভাগমন করিলেন কিন্তু তাঁহারা নিয়মাগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া সাধু দর্শনরূপ সৌভাগ্যকে বরণ করিলেন না, কারণ তাঁহারা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বিচার করিলেন যে, নিয়মিত কার্য্য শেষ না করিয়া সাধুর দর্শন করিলেও নিয়মভঙ্গজনিত পাপ হইবে।

তাঁহাদের এইরূপ সন্ধ্যাদির ঠাটবাটের ফল কি এবং সুদুর্ল্লভ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কি—তাহা বুঝিবার সৌভাগ্য হইল না কারণ তাঁহারা শ্রৌতপন্থা আশ্রয় করেন নাই; তাই কাচের আদর করিতে গিয়া মণি পরিত্যাগ করিয়া বঞ্চিত হইলেন।

অহো! কি দুঃখের বিষয়, কোটী কোটী জন্ম সন্ধ্যা করিয়াও বা বহুকোটী জন্ম নামাপরাধ কীর্ত্তন করিলেও যে শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভের সৌভাগ্যোদয় হয় না, কেবল জন্মজন্মান্তরের অজ্ঞাত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলেই সেই সৌভাগ্য উদিত হইয়া থাকেন, সেই শুভক্ষণ আজ উপস্থিত হইলেও নিয়মাগ্রহরূপ দোষের দ্বারাই তাঁহাদিগকে সেই দিব্যলোক দর্শনে বঞ্চিত করিয়া কোটরের মধ্যে রাখিল।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভজন-প্রতিকূল ছয়টী দোষের কথা জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীউপদেশামৃতে কীর্ত্তন করিয়াছেন

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥"

এইরূপে ভক্তাভিমানিগণ সাধুসঙ্গ-বঞ্চিত হইয়া ছয়টী দোষকেই পুনঃ পুনঃ সাদরে বরণ করিয়া ভজনকে ভক্তিশূন্য করেন সুতরাং চিরতরে তাঁহাদের নিত্য মঙ্গলের পথটী রুদ্ধ হয়। কেবল সৎসঙ্গ-বঞ্চিত হইয়াই ক্ষান্ত হন না, সাধুগণের নিয়মাগ্রহের অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে বিধি-উল্লঙ্ঘনকারী মনে করেন এবং গুরুর উপর গুরুগিরি করিবার আবশ্যকতা আছে ভাবিয়া মহাপরাধ অর্জ্জন করেন।

যাহাতে আমরা নিয়মাগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বঞ্চিত না হই তজ্জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ধৃত পদ্ম-পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়া মূলবিধি যে কি, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

অর্থাৎ বিষ্ণু সর্ব্বদাই স্মর্ত্তব্য, কখনই বিস্মর্ত্তব্য নয়,—সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী কথার অন্তর্গত। শাস্ত্রে যত প্রকার বিধি ও নিষেধ উক্ত হইয়াছে সে সকলই উক্ত দুইটী কথাকে অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান স্মরণপথে আসেন তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি ও যে কার্য্যদ্বারা ভগবদ্-বিস্মৃতি ঘটে সেই কার্য্যই নিষেধ।

অতএব সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়াও সাধুসঙ্গ করিলে তাহাকে বিধি উল্লঙ্ঘন বলে না বরং তদ্দ্বারাই সুষ্ঠুরূপে বিধি পালন হয় ও বিধিপালনের সার্থকতা হয়। যথা—

বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, উল্লসিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, মহাবদান্য অবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও নিজ আচরণের দ্বারা—"ভক্তিবিধিই যে মূল" তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।

বেদশাস্ত্র মুদ্রার সহিত শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য অর্পণরূপ বিধির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু অন্তরে ভক্তির অভাব থাকিলে কেবল মুদ্রার ঠাটবাটে তিঁহো অভক্তের দ্রব্য গ্রহণ করেন না, আবার ভক্তের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া মুদ্রাদির অনুষ্ঠান না থাকিলেও এমন কি সামান্য উপহার বলিয়া ভক্ত তাহা দিতে লজ্জা বোধ করিলেও শ্রীভগবান্ তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া পরম অমৃতবোধে ভোজন করেন। যথা—

"শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
আইস, আইস, করি প্রভু বলয়ে সদয়॥
দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু ধর্ম্ম॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাই তোর।
পাসরিলা কমলা ধরিলা হস্ত মোর॥
এত বলি হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতরে।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভরে॥
শুক্লাম্বর বলে প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদকণ বহুত প্রকাশ॥
প্রভু বলে তোর খুদকণ মুঞি খাও।
অভক্তের অমৃত উলটি না চাও॥"

পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানটী বর্ণন করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মূল বিধির কথা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই আমরা কেবল বিধির ভারবাহী হইয়া বঞ্চিত হইব না। তবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা-ব্যতীত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হয় না।

"মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥
শুক্লাম্বর তণ্ডুল ইহার পরমাণ।
অতএব সকল বিধি ভক্তির প্রমাণ॥
যত বিধি-নিষেধ সকলি ভক্তিদাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ সেই যায় নাশ॥
ভক্তিবিধি মূল কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ॥
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র না দিলা আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইলা যতনে॥
বিদ্যা-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত, ধন, কুল, মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

ভজন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১১শ সংখ্যার পর)

"কলিস্থান-পঞ্চকের সেবায় রত হইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত বলিয়া পরিচিত হইবার ধৃষ্টতা করিও না, 'একে মানি আরে না মানি—এই মত ভণ্ড' ইহা জানিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মানিতে গিয়া তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে লঘুরূপে দর্শন করিয়া নিরয় বরণ করিও না, শ্রীগুরুদেবের প্রকটলীলার তদনুমোদন ব্যতীত গুরু হইতে গিয়া মহদুল্লঙ্ঘনজনিত অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইও না।" সেই অশেষ মঙ্গলকর্ত্তা বৈষ্ণবগণকে আমাদের রুচির অনুকূল কথা না বলিতে দেখিয়াই অবজ্ঞা করিলে বৈষ্ণবাপরাধরূপ ভীষণ নামাপরাধেরই আবাহন করিতে হয়, তাহাতে ভজনসাধন একেবারেই মাটী হইয়া যায়।

যাঁহারা আমাদিগকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকৃত দাসানুদাস হইবারই উপদেশ করেন, তাঁহারা ত' আমাদের পরমবান্ধব, তাঁহাদের আবার কি দোষ থাকিতে পারে? "আমি ত' বৈষ্ণব—এ' বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি, প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীকল্যাণকল্পতরু-বাণী যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা কেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সর্ব্বপ্রধান প্রচারকেন্দ্র আকর মঠরাজ শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের ব্যতীত অন্যত্র মঠমন্দিরাদি করিয়া স্বতন্ত্র দল গঠনের বিচার অবলম্বন করেন? শুদ্ধভক্তিপ্রচারক আচার্য্যবর্য্য বিদ্যমানে তাঁহাতে আত্মসমর্পণের পরিবর্ত্তে নিজেদের দেহাত্মবোধকে গুরু সাজাইবার কি প্রয়োজন আছে? যদি ভজন-সাধনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণপাদপদ্মকেই লাভ করা হয়, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই যদি ভজনের উদ্দেশ্য না হয়, শুদ্ধভজন-সাধনের জন্য বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা শ্রবণই যদি একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেই কথামৃত যেস্থান হইতে অনন্তধারায় অজস্রভাবে বর্ষিত হইতেছে, সেই কথামৃতধারার মূল প্রস্রবণ শ্রীচৈতন্য-মঠানুগত্য ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা কি থাকিতে পারে? ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথায় প্রীতি না থাকিলে, কেবল তাঁহার নাম করিয়া প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের ইচ্ছা হইলেই শ্রীচৈতন্যমঠানুগত্য স্বীকারের প্রতিকূলে নানারূপ সংশয়াত্মিকা জল্পনা কল্পনার অবকাশ হইবে। মাৎসর্য্য ছাড়িয়া নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই এই সকল কথার সারবত্তা একটু তটস্থ হইয়া স্থির-ধীর-চিত্তে বিশেষরূপে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ সাধুজনসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভাবেই 'নির্জ্জনভজন' সম্ভব হয়। ভজন হইতে থাকিলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে আপনা হইতেই বিরক্তির উদয় হয়, দেহ-মনোধর্ম্মের স্বচ্ছন্দবিহার-ক্ষেত্র গৃহান্ধকূপকে নির্জ্জনস্থল জানিয়া নির্জ্জনবাসের নামে গৃহারামী হইবার বাসনা বিদূরিত হয়, গুরুবৈষ্ণবকে উল্লঙ্ঘন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি থাকে না, তাঁহাদের ছিদ্র কল্পনা করিবার অবসর আসে না, তাঁহাদের আজ্ঞাকারী দাসানুদাস হইবার প্রবৃত্তি জন্মায়, তাঁহাদিগকে আমাদের পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধব—স্বজন বলিয়া জ্ঞান হয়, তাঁহাদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া অন্য কোনস্থানকেই ভজনানুকূল বলিয়া বিচার হয় না, ক্রমে ক্রমে সকল অনর্থই বিদূরিত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং অনুক্ষণ কৃষ্ণ-স্মরণ হইতে থাকে।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ, ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী হইতে ১ম শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সোনাইমুড়া
আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক
লিমিটেড

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটি-ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

২ বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
		,,				৮॥০
১		,,				৮৲
৬	মাস	,,	,,			৭।০
৩			,,			৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে				,,	,,	৪॥৶০
চল্‌তি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক					,,	৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট্ পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বঙ্গেশ্বর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী **টিউবওয়েল** (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালায় যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী **টিউবওয়েল"** বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য **টিউবওয়েল** কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

ছাপা হইতেছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই ছাপা শেষ হইলে বুকপোষ্ট পাঠান হইবে। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—শ্রীনবদ্বীপ [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অথবা [illegible] (যাবতীয় এবং আসার) পাঠাইলে [illegible] রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আনিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক লওয়া হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ [illegible], নেপাল।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

মূল্য—বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৵৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩॥০ সিকি কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] এম, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রদ্যোতের প্রাণদণ্ডাদেশ

গত ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার আর ডগলাসের হত্যা সম্পর্কে মেদিনীপুরের বিশেষ আদালতে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্যের আপীল হাইকোর্টে গৃহীত ও তাহার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ফাঁসী স্থগিত রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া উক্ত দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষ হইতে গত সোমবারে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ মেক্ নেয়ার ও বিচারপতি শ্রীযুত এম, সি, ঘোষের আদালতে আবেদন করা হয়।

উক্ত আবেদন পত্রে ১৮ বৎসর বয়স্ক যুবক প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য বলিয়াছে, গত ২৫শে জুন বিশেষ আদালত তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সে ৭ দিনের মধ্যে আপীল দাখিল করিয়াছে। তাহার পক্ষের এডভোকেট উক্ত আপীল সম্পর্কে হাইকোর্টের আফিসে অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন, উক্ত আপীল গ্রহণের আদেশ জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারকের আদালতে এখনও উপস্থিত করা হয় নাই। প্রকাশ, উক্ত দণ্ডাজ্ঞা মঞ্জুর জন্য বিশেষ আদালত আইন ও বিধানের নির্দ্দেশানুসারে হাইকোর্টে জানান নাই। প্রকাশ, সেইজন্য উক্ত আপীল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আদালতে দাখিল করিতে বিলম্ব হইয়াছে।

নরহত্যার অভিযোগে ধৃত

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, গত ৯ই জুলাই পুলিস কিংষ্ট্রীটের কুমার গুদাম চড়াও করিয়া দুইজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে। ঐ স্থানে ৫ শত টাকা মূল্যের চোরাই মাল পাওয়া গিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদিগকে আগামী ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ১লা জুনের ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগে অপর একজন মুসলমান ধৃত হয়। তাহাকেও আগামী ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ১৭ই মে তারিখে জনৈক হিন্দুর হত্যার সংস্রবে ১২ জন মুসলমান গ্রেপ্তার হয়। উহারা পলায়ন করে কিন্তু পুনরায় ধৃত হয়। জয়েন্ট কোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২৫শে তারিখে তাহাদিগকে ১১ দিনের জন্য পুলিস হাজতে রাখার আদেশ দিয়াছেন।

বন্দী সত্যেন্দ্র গুহ জেলে

লালমণিরহাট হইতে প্রকাশ, আটক বন্দী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র গুহ ক্ষয়রোগে ও প্লুরিসি রোগে কষ্ট পাইতেছেন। তাহার সর্ব্বদাই জ্বর হইতেছে ও তাঁহার সর্দ্দির সহিত সর্ব্বদাই রক্ত পড়িতেছে। তাঁহার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারগণ তাঁহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন।

সীমান্তে ভীষণ প্লাবন

সিমলা হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জুলাই রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় শাইয়ক বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সাতাদোর ওয়াজির তার-যোগে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে প্লাবনের জল বাড়িয়া ১৪ ফুট হইতে ২৩ ফুট দাঁড়ায় তারপর ১০ মিনিটের মধ্যেই উহার

ওয়াজিদের নিকট হইতে শেষ যে তার পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, "সাকারদা, প্লাবনের জলের পরিমাণ ৩২'৪ ফুটে দাঁড়াইয়াছে।

তদন্ত করিয়া জানা যায় যে, গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত শাইয়ক বাঁধ ভাঙ্গিবার ফলে সাকারদায় প্লাবনের জল ৪২ ফুট হইয়াছিল এবার উক্ত বাঁধ ভাঙ্গার ফলে প্লাবনের জল ৩২'৪ ফুটে দাঁড়াইয়াছে।

১৩ই জুলাই প্রত্যুষে প্লাবনের জল আটক সেতু পর্য্যন্ত আসিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবরের বন্যার ন্যায় এবারের প্লাবন গুরুতর না হইলেও, সিন্ধুনদের উজানের গ্রামবাসিগণকে ইতোমধ্যে সতর্ক করিয়াছেন। গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের প্লাবন সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ফলে বহু গ্রাম প্লাবিত হইয়াছিল এবং সেজন্য বহু ক্ষতি হইয়াছিল।

আজমীরে খনি দুর্ঘটনা

আজমীর হইতে প্রকাশ, আজমীর মারোয়ারা এষ্টেটের একটী খনির দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ফলে শত শত টন মাটী চাপা পড়িয়া ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কয়েকজন আহত হইয়াছে।

সংবাদ পাইয়া কয়েক ব্যক্তি হতভাগ্য শ্রমিকগণকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। ৬ জন বিশেষরূপ আহত ব্যক্তিকে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে এবং ৬ জনের মৃতদেহ বাহিরে আনা হইয়াছে।

ডাকলুঠের মামলায় ২ জন আসামী দণ্ডিত

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, মদনমোহন রায় চৌধুরী ও রমণীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় কানেশ্বর ডাক লুঠের মামলায় স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এম, এ, মজিদের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আসামীদ্বয়কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯২।৭৪ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ২১শে মে জনৈক ডাক হরকরা কানেশ্বর গ্রামের মধ্য দিয়া দামোদ্যা ডাকঘরে গমন করে, সেই সময়ে ৪ জন যুবক তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। ডাকের থলিগুলির মধ্যে মূল্যবান কিছুই ছিল না। দস্যুগণ উক্ত হরকরার নিকট হইতে সেগুলি ছিনাইয়া লইলে সে এবং অপর কয়েকজন লোক চীৎকার করে। গ্রামবাসীরা উক্ত ২ জন আসামীকে ধৃত করে। অপর ২ জন আসামী এখনও পলাতক অবস্থায় আছে।

দেউলী জেলে হাঙ্গামা

দেউলী হইতে প্রকাশ, ১১ই জুলাই আজমীর মাড়োয়ারের দেউলী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অবগত হইয়াছেন যে, দেউলী জেলে হাঙ্গামা হওয়ার এক সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে তিনি জানাইতেছেন যে, গত ২২শে জুন রাত্রিতে উক্ত জেলে কোনও হাঙ্গামা হয় নাই এবং কোন রাজবন্দীও পলায়ন করেন নাই।

জেলের বাহিরে ৩ জন অজানা যুবক জনৈক সশস্ত্র প্রহরীকে লক্ষ্য করিয়া বড় বড় প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে। প্রহরী ২টা গুলী ছুড়ে। তাহাতে যুবকরা পলাইয়া যায়। উহারা গুলী চালায় নাই এবং কেহ আহতও হয় নাই।

হায়দ্রাবাদে গ্রেপ্তার ও দণ্ড

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, (সিন্ধু) অননুমোদিত বুলেটিন বিতরণ করার জন্য শ্রীযুত নারায়ণ দাস ও কিরণ দে আদোয়ানী সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় অধিনায়ক মিঃ শাম্ব সিং হুকুমৎ সিং ও স্বেচ্ছাসেবক তুলসী দাস ৪ঠা জুলাই তারিখে জনসভা বসাইবার চেষ্টা করার জন্য যথাক্রমে ১, ২ ও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

দক্ষিণদাড়ী দাঙ্গার মামলা

ল্যান্সডাউন চটকলের শ্রমিকদিগকে ও পুলিসকে প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে গত ৪ঠা জুলাই প্রাতে লাঠি, সোডা জলের বোতল ও পটকা লইয়া দক্ষিণদাড়ী ও জীবন কৃষ্ণ ঘোষ রোডে দাঙ্গা করিবার অভিযোগে আবদুল করিম ও অপর ২৫ জন লোক গত সোমবারে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ এন, দত্তের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। সরকারী কার্য্যে রত মাণিকতলা পুলিস থানার দারোগা শ্রীযুত পি, মুখোপাধ্যায়, হেড কনষ্টেবল আলাম খাঁ ও ওয়াসীল আলী এবং ১০ জন কনষ্টেবলকে প্রহার করিবার অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে অপর একটী অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। ইন্সপেক্টর মুখোপাধ্যায়ের সাইকেল অপহরণ করিবার অভিযোগে আসামী মহম্মদ আমিন ও পাঁচুর বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ১২ জন আসামী পলাতক অবস্থায় আছে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়াছেন।

জেলে অধ্যাপক আবদুল বারি

পাটনা হইতে প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে অধ্যাপক আবদুল বারির প্রতি ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তাঁহাকে "সি" শ্রেণীর কয়েদী পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া পাটনা বন্দিনিবাসে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রকাশ গত দুই সপ্তাহ কিম্বা তদধিক কাল হইতে তিনি আমাশয় রোগে কষ্ট পাইতেছেন।

সম্প্রতি প্রায় ৬০ জন রাজনৈতিক কয়েদী নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় পাটনা বন্দিনিবাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। হাজারীবাগ জেল হইতেও শ্রীযুত হরিনারায়ণ মেটা প্রমুখ কয়েকজন কর্ম্মী সম্প্রতি অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

ধুবড়ীতে ভূকম্পন

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, প্রায় তিন মাসের পর বিগত ৭ই জুলাই সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় এখানে ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল। ১৯৩০ সালের জুলাই হইতে এই লইয়া সর্ব্বসমেত ৫১০ বার ভূকম্পন হইয়াছে।

দৈনিক শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৵
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩২শে আষাঢ় শনিবার ১৩৩৯ ১৬ই জুলাই ১৯৩২

বেতলিতে সশস্ত্র ডাকাতি

যমুনা নদীতে বন্যা

নামজাদা ডাকাত গ্রেপ্তার

ডাকবাক্সে অগ্নি সংযোগ

ব্রহ্মপুত্র নদে ভীষণ বন্যা

বাঙ্গালার গভর্ণরের ঢাকা যাত্রা

পিতৃহত্যায় কারাদণ্ড

বাসিয়াকান্দিতে ভীষণ ডাকাতি

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটন

দুইটী রিভলভার প্রাপ্তি

অগ্নিকাণ্ডে লক্ষ টাকা ক্ষতি

নানা কথা

বেতলিতে সশস্ত্র ডাকাতি

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, গত ৫ই জুলাই বেতলির শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রকিশোর ঘোষের গৃহে এক ডাকাতি হইয়াগিয়াছে। এই সম্পর্কে বেতলির শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার নাগ এবং অপর ৫ জন লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ডাকাতগণ দ্বিজেন বাবুর গৃহে 'রামদাও' এবং অন্যান্য সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রবেশ করিয়া দ্বিজেন বাবুর পত্নীর নিকট হইতে টাকা ও অলঙ্কার চায়। তিনি দুর্বৃত্তগণকে একটী ট্রাঙ্ক দেখাইয়া দেন। ডাকাতগণ উহা ভাঙ্গিয়া উহার মধ্যে হইতে ৮ শত টাকা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ডাকাতগণ মুখে রং মাখিয়া আসিয়াছিল।

প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জব্বর এবং সদর আলী মহকুমা হাকিমের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

যমুনা নদীতে বন্যা

পাবনা হইতে প্রকাশ, যমুনা নদীর বন্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাহা সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠিয়াছে। ইহাতে আউস ধানের ক্ষতি হইতেছে। যদি শীঘ্র জল থামিয়া না যায় তবে আমন, ধান্যেরও ঐরূপ অবস্থা হইবে।

নামজাদা ডাকাত গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ,—দাউদ গণি বোম্বায়ের একজন নামজাদা ডাকাতের সর্দার। সংপ্রতি তাহাকে করাচীতে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। তাহাকে সাত দিনের জন্য হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ডাকবাক্সে অগ্নি সংযোগ

উৎকামণ্ড হইতে প্রকাশ, ডাকবাক্সে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা উৎকামণ্ড শৈলেও প্রসার লাভ করিয়াছে। গত ১২ই জুলাই প্রাতঃকালে বড় ডাক ঘরের চৌকীদার দেখিতে পায় যে, ডাক বাক্সের কাঁচের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয় জানান হইলে বাক্সের ডাকা খুলিয়া ফেলা যায় উহার মধ্যে দগ্ধ কাগজ খণ্ড রহিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে একখানি চিঠিও নষ্ট হয় নাই।

ব্রহ্মপুত্র নদে ভীষণ বন্যা

আজ ১০।১২ দিন হইল ব্রহ্মপুত্র নদে ভয়ানক বন্যা হইয়া, রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অধীন রৌমারী থানার এলাকাস্থিত সমস্ত গ্রামগুলি জলে ডুবিয়া গিয়াছে এবং ধান ও পাটের আবাদ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। ইতোমধ্যেই কোন কোন স্থানে কতক লোকের ঘর বাড়ী বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে এবং আরও যে অনেক ঘর বাড়ী ভাসিয়া যাইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, কারণ দিন দিন জল বৃদ্ধিই পাইতেছে। লোকের পেটে অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই, তদুপরি ভীষণ বন্যায় সমস্ত আবাদ এমন কি বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইতেছে, ইহাতে এ স্থানের লোকের মধ্যে ভয়ানক হাহাকার রব উঠিয়াছে; বহু লোক অনাহারে মারা যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

অনাবৃষ্টির জন্য গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এ স্থানের চাষিগণ সময় মত বীজ বপন করিতে পারে নাই, বৈশাখ মাসের শেষে ধান ও পাট বপন করিয়াছিল মাত্র. কিন্তু আষাঢ় মাসের প্রথমেই বন্যা হওয়ায় সমস্ত চারা ধান ও পাট ডুবিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জল বৃদ্ধি হওয়ায় কোন কোন লোক ঘরের চালার উপর আশ্রয় লইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কুরুক্ষেত্র	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কব্বূর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবখণ্ডনচিত্ত দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গল ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনবন্ধুনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১১) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

সর্ব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) বালগোপাল পাট

কাঠালপোতা, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ২৮শে বামন গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩২শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৬ই জুলাই ইং ১৯৩২ শনিবার } ১১৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত শনিবার ৯ই জুলাই কাশী পারঘাটে গীতোক্ত "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" শ্লোক ব্যাখ্যাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বলেন যে, ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়া অলৌকিকী; তাহাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যাহারা কেবলমাত্র নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রপন্ন হন, তাঁহারাই ঐ দুস্পারা মায়াকে গোষ্পদ-তুল্য জ্ঞানে অক্লেশে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

আমরা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীমদে মত্ত হইয়া ভগবানের ভজন করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু ভগবানের সেবক ইতর দেবগণের যাজন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাম-তৃপ্তির চেষ্টা করিয়া থাকি। কেহ যদি ভগবদ্ভজনের কথা বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 'গোঁড়া বৈষ্ণব' বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। কেহ কেহ আবার চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের উক্তির সমর্থন করিয়া বা দোহাই দিয়া স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীকে অগ্রাহ্য করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "যথা তরোর্মূল নিষেচনেন" শ্লোক এবং গীতোক্ত "যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ" "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথাই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা সর্ব্বমঙ্গলনিলয় সর্ব্বোপকারক পরমপিতা পরমেশ্বরের বাক্যকেও উপেক্ষা করিয়া মায়াবদ্ধ, ত্রিগুণতাড়িত, ক্ষুদ্র জীবের আপাতমধুর অমঙ্গলপ্রদ সুবিধাবাদে মুগ্ধ হই। তাহার কারণ আমরা সুবিধাবাদী, আমরা কপটতা পূর্ব্বক হরিভজনের ছল করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিতেই নিমগ্ন থাকিতে চাই। সুতরাং "সমশীলা ভজন্তি বৈ" ন্যায়ানুসারে তাদৃশ কপট ব্যক্তির বাক্যকেই বহুমানন করি। কিন্তু ইতর দেবতাগণও নিজ মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্ব-লাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥

(ভাঃ ৬।৯।২২)

অর্থাৎ যিনি নিরহঙ্কার অথবা যাঁহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই স্ব-স্বরূপভূত পরমানন্দে যিনি পূর্ণকাম, যিনি উপাধি বা পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের শরণাগত হয়, সেই মহামূর্খ নিশ্চয়ই কুকুরলাঙ্গুল আশ্রয় করিয়া সিন্ধু অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে। অর্থাৎ কুকুর যখন স্বয়ং সিন্ধু অতিক্রম করিতে পারে না, তখন তাহার লাঙ্গুলগ্রাহী ব্যক্তি আর কিরূপে সিন্ধু অতিক্রম করিবে?

বৈষ্ণবগণই সর্ব্বদেবতার যথাযোগ্য সমাদর করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত না জানিয়া বহ্বীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন অর্থাৎ সকল দেবতাকেই স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-জ্ঞানে পৃথক্ পৃথক্ আরাধনা করিতে যান, তাঁহারা শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধী।

বিগত ৩রা জুলাই (১৯৩২) ১৯শে আষাঢ় রবিবার শুদ্ধাভক্তি-প্রচারের মূল-পুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব নিউ দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সেবকগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে মঠ-প্রাঙ্গণ মুখরিত করেন।

প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করিয়া শ্রীগুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা কিছুক্ষণ আলোচনা করা হয়।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে দর্শকবৃন্দকে ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ করার পর শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, পাঠান্তে ভোগারতি সমাপন করিয়া ভক্তগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

গত ৯ই জুলাই (১৯৩২) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দিবসে দিল্লী গৌড়ীয় মঠে সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ শ্রীবিগ্রহ দর্শনের জন্য আগমন করেন। মঠের সেবক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী সমাগত দর্শকবৃন্দের নিকট শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

ব্রহ্মচারীজি বলেন—নিষ্কিঞ্চন পরমহংস মহা-ভাগবত শ্রীগুরুদেবের কৃপালব্ধ ব্যক্তিই অর্চ্চনাধিকার লাভ করেন এবং শ্রীগুরুদেবই জগতে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-প্রচার করেন। অর্চ্চনকারী শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবা এবং তন্নির্দেশানুযায়ী অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হইলে নিজ-স্বরূপ বা আত্ম-স্বরূপ এবং পর-স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের স্বরূপ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-লোচনে দেখিবার মহা সৌভাগ্য লাভ করেন। তখন শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ তাঁহার নিকট প্রতিমারূপে দৃষ্ট না হইয়া সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে প্রকাশিত হন:—

'প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

তখন অর্চ্চন সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ ভাবসেবায় পর্য্যবসিত হয়।

এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

শ্রীগুরুদেব সেব্য-বিগ্রহাভিন্ন হইয়াও সেব্যের সেবা সেবা বিমুখ জগতে প্রচারার্থ মহান্তগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবোদ্ধার-লীলা আবিষ্কার করেন। তদানুগত্য ব্যতীত যে সমস্ত অর্চ্চন পূজার অভিনয় জগতে চলিতেছে তদ্দ্বারা আমরা বঞ্চিত হইতেছি মাত্র। ইহাকে পৌত্তলিকতা বা কল্পিত পুতুল-পূজা বলে। শ্রীগুরুদেব শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব শ্রীবিগ্রহসেবার নিত্যত্ব এবং শ্রীবিগ্রহ-সেবাকারী অর্চ্চকের আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া তাঁহাকে নির্ব্বেদ-জ্ঞানাদি-চেষ্টারূপ পর-দুষ্কৃতের হস্ত হইতে রক্ষা করেন।

শ্রেয়স্কথা

কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। দাতাশিরোমণি মহাবদান্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই মহাদান গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হইলেই আমাদের কৃপণতা দূর হয়, আমরা উদার হইতে পারি। এইরূপ উদারচেতা ব্যক্তিগণই 'আপন-পর' ভেদশূন্য হইয়া জগদ্বাসী সকলকেই আপন বলিয়া জানিয়া নিজ মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মঙ্গল-চেষ্টায় তৎপর হন।

'আপন-পর' ভেদজ্ঞান লঘুচেতার কার্য্য; লঘু বা সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তিগণ আত্মমঙ্গল বুঝিতে না পারায় পরের মঙ্গলামঙ্গলে সহানুভূতি করিবার কোন প্রয়োজন মনে করেন না, করিলেও তাহা তাঁহাদের হীনস্বার্থের পুষ্টি-আকাঙ্ক্ষাশূন্য নহে। তাঁহারা শ্রীভগবানের অফুরন্ত প্রেম-ভাণ্ডারের কোন সংবাদই রাখেন না বলিয়া 'ফুরাইয়া যায়' এমন জড়ীয় স্বার্থ-সিদ্ধির যত্ন করিতে গিয়া তাঁহাদের সমশীল ব্যক্তিগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়েন, যেহেতু আশঙ্কা, পাছে তাঁহাদের স্বার্থের ভাগ কম পড়িয়া যায়। ইঁহারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া ইঁহাদিগকে 'মৎসর' বলা হয়।

মৎসরগণ কখনও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের পিপাসা ছাড়িয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ কিরূপ হয়, তাহা ধারণা করিয়াই উঠিতে পারেন না, সেইজন্য জড়ীয় স্বার্থসিদ্ধির পরিমাণানু-যায়ীই তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্ত-নাদিতে রুচি দেখা যায়, বস্তুতঃ উহা আদৌ কৃষ্ণানুশীলন নহে।

মহাপ্রভুর কৃপায় যাঁহারা তাঁহার নিজজনের সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার দেয় বস্তুর রহস্য অবগত হন, তাঁহারা আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থসাধন চেষ্টায় রত হইয়া লঘুত্ব অর্জন করেন না, মহা-প্রভুর "যারে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার এই দেশ॥"—এই আদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক গুরুত্ব বা উদারত্ব লাভ করেন। কৃষ্ণপ্রেমানুসন্ধান মুখে কৃষ্ণকথার শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনুশীলন দ্বারাই নির্ম্মৎসর হইয়া সত্য সত্য কৃষ্ণপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ হয় এবং অন্যকেও তদ্রূপ যোগ্যতা অর্জ্জনের সুযোগ দেওয়া যায়।

জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক কোনপ্রকারে সৎপ্রসঙ্গ হইয়া গেলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়, সেই সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শনলাভ এবং তাঁহার পদাশ্রয়ে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা কৃষ্ণকথা শ্রবণ এবং সেই শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তনে উৎসাহ হয়। সেইরূপ সাধন-প্রভাবে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে স্বরূপানু-ভূতিক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হয়। সাধন কালে তর বিষয়াভিলাষ, কৃষ্ণেতর বিষয়কর্ম্ম, কৃষ্ণেতর অবাস্তব-জ্ঞান, কৃষ্ণেতরপ্রীতিবাঞ্ছামূলক ভক্তিযোগ ব্যতীত আরোহচেষ্টামূলক যোগাদি, লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি কপটতা শূন্য হইয়া যতই নিষ্কপট হইতে থাকিবে, ততই কৃষ্ণানুকূলতার প্রকৃত সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুকম্পিত নিজ-জন সঙ্গে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানরূপ মনোহভীষ্ট সংস্থাপন-কল্পে যিনি যত তৎপর হইতেছেন, তিনি ততই নিরপরাধ হইয়া কৃষ্ণনামাদির অনুশীলনপূর্ব্বক অনতি-বিলম্বে কৃষ্ণপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন, কৃষ্ণনামাদির অনুশীলনময়ী শুদ্ধভক্তিই—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।

বিষয়ী ও স্ত্রীসন্দর্শন বিষপানাপেক্ষাও অসাধু

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী)

(১)

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছা করেন, এইপ্রকার নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু এই কথাটী কিছু অতিরঞ্জিত নহে কারণ বিষভক্ষণের দ্বারা কেবল বাহ্যদেহটী বিনষ্ট হয় মাত্র কিন্তু বিষয়ী ও স্ত্রী দর্শন দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়সকল বিষয়াকৃষ্ট হওয়া চিত্তকে বিষয়বিষে জর্জ্জরিত করে এবং তাহার ফলে সুদুর্ল্লভ মানবজন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য যে হরিভজন তাহাতে প্রবল বিঘ্ন ঘটাইয়া আত্মঘাতী করে।

রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ সেবক ও ভক্তোত্তম হইলেও বিষয়ী-দর্শন কিরূপ অনিষ্টকর এবং দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন বিষয়ে কিপ্রকার বজ্রাদপি কঠোর হওয়া আবশ্যক, তাহা সাধকগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও মহারাজাকে হঠাৎ দর্শন না দিয়া মহাপ্রভু নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন—

"কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'।
সার্ব্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন?
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥"
"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন আপনার কথা সত্য, তবে রাজা প্রতাপরুদ্র বিষয়ীপ্রায় হইলেও জগন্নাথের সেবক এবং ভক্তোত্তম।

তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে,—তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার॥
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে॥

ইহা শুনিয়া প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে কি শ্রীগৌরহরি প্রেমাধীন নহেন? বিষয়ী-প্রায় ধনী ব্যক্তি কিম্বা রাজার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তি থাকিলে কি বাহ্য পোষাক শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণের অন্তরায় হইতে পারে?

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে—"একেক বাক্য তাঁর না হয় এক তুচ্ছ" ... [প্রকৃত পাঠ: "একক'র্য্যে ক'রে না প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥"] সুতরাং ভক্তবর রাজাপ্রতাপরুদ্রকে হঠাৎ দর্শন না দিবার অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১১শ পরিচ্ছেদে প্রতাপরুদ্রের বিবরণ নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথোপকথনের পর শ্রীল রামানন্দ রায় মহাপ্রভু-সমীপে আসিয়া বলিলেন, আমি রাজার নিকট অবসর প্রার্থনা করিয়া বলিলাম—আমার দ্বারা আর বিষয়-কার্য্য হইবে না, যদি আদেশ করেন তবে শ্রীচৈতন্যচরণে অবস্থান করি। এই কথা বলিতেই মহাপতি আপনার নাম শুনিয়া অতিশয় প্রেমাবিষ্ট ও আনন্দিত হইলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার হাত ধরিয়া প্রীতিভরে বলিলেন—"তোমাকে আর কার্য্য করিতে হইবে না, তুমি চাকরী করিয়া যে বেতন পাইতে এখন হইতে চাকরী না করিলেও সেই বেতন দিব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম ভজন কর। আমি অতিশয় অধম তাই প্রভু দর্শনের যোগ্য নহি, তাঁকে যিনি ভজন করেন তাঁর জীবন সার্থক। তবে ভরসা এই যে, অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর পরম দয়ালু কোন জন্মে আমাকে অবশ্যই দর্শন দিবেন।"

এইরূপে প্রভুসমীপে রাজার আর্ত্তির কথা রামানন্দ রায় জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে,—তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার।

সার্ব্বভৌমের নিকট গৌরসুন্দরের উক্তি শ্রবণ করিয়া যদি কেহ তাহার পরের ঘটনা বা রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথন আলোচনা না করেন তবে তিনি সিদ্ধান্ত করিবেন যে—"মহারাজা যতই ভক্ত হউন না কেন তিনি সেই নিকৃষ্ট ভক্তি দ্বারাও কিছুতেই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে পারিবেন না—ঐ রাজ-সিংহাসন বা রাজপোষাকই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণের অন্তরায় হইবে কিম্বা গৌরহরি প্রেমবশ হইলেও তাঁহার পক্ষপাতদোষ আছে—বিষয়ী-প্রায় রাজা যতই প্রেমিক হউন না কেন কিছুতেই তাঁহাকে দর্শন দিলেন না।"

যৎকিঞ্চিৎ

সদুদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশ ক'রে হঠাৎ হৃদয়ে কুচিন্তার উদয় হচ্ছে কেন? পূর্ব্বে সচ্চিন্তা ভাল লাগ্‌তো, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখ্‌ছি সচ্চিন্তা হৃদয় থেকে সরে গিয়ে হৃদয়কে অধিকার ক'রে বসেছে যত কুচিন্তারাশি। এখন 'হিতে বিপরীত' অবস্থায় পড়ে সর্ব্বক্ষণ কষ্টই পাচ্ছি। এখন দেখ্‌ছি আমি হরিকথা শ্রবণে সময় দি নাই কিম্বা শুন্‌বার ছল ক'রে অন্যমনস্ক হয়েছি—আমার আপাত প্রয়োজনীয় সুখের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'তে আদৌ চেষ্টা করি নাই, সদুপদেশ ছেড়ে অসৎ লোকের—আমার মনোমত লোকের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়জ সুখের জন্য ব্যস্ত হয়েছি। আবার অনেক সময় মনে হয়, লেখাপড়া শিখি নাই বলে আমার এত অসুবিধা। কিন্তু বস্তুতঃ বিষয়টা তা নয়। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি তাতে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক বা নাই থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে আমি যে নির্গুণ বস্তু, চেতন জীব ও আমার কৃত্য গুরু-বৈষ্ণবসেবা এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সত্য কথাটা ভুলে গিয়ে নিজেকে গুণবদ্ধ মায়িক জড় মনে করছি ব'লে জগতের প্রতি আসক্তি বা কুচিন্তা বেড়ে যাচ্ছে।

এখন দেখ্‌ছি নিজেকে না চিন্‌লে, 'আমি'র বিচার প্রবল কর্‌বার জন্য সাধুমুখে সর্ব্বক্ষণ মনোযোগ সহকারে হরিকথা শ্রবণ না কর্‌লে কুচিন্তা অপসারিত কর্‌বার আর অন্য উপায় নাই।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তান্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের সমাজ প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট ও পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী অনুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৩॥ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য অখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা ; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

চৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন ; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মাল্যহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৮০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—[illegible] সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের মত, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী দার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—[illegible] শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়াসক্তিবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ দাস এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বক্সচ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতামৃত প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমুচ্চয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীহরিনামামৃত

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, অভিধান ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিলাতী বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা।

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। নামমাত্র লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্র প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের—

ভিক্ষা—বার্ষিক ৯৲ ষান্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲ নগদ ৴৫

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতিকলম ৬৲, অর্দ্ধকলম ৩৷০

কলম ৫৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং প্রেস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পিতৃহত্যায় কারাদণ্ড

গত বুধবার আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ আর, এইচ, পার্কার পিতৃহত্যার অভিযোগে বসিরহাটের ফটিক মণ্ডল ও তাহার ভ্রাতা ছোটনকে ছয়মাস কাল বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, গত ২০শে এপ্রিল রাত্রিকালে আসামীদ্বয় উপরোক্ত দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

প্রকাশ, ঘটনার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আসামীদের পিতা বলরাম আসামী ফটিকের স্ত্রী তারামণির সতীত্বনাশ করে। ইহাতে তারামণির আত্মীয়গণ তাহাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, কিছুদিন পরে আসামীদের পিতা বলরাম পুনরায় তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার উপর অন্যায় ব্যবহার করে।

প্রকাশ, ফটিক ও তাহার অনুজ ছোটন ইহাতে মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলরামকে বিষম প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়াছিল এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। অভিযোগের শুনানীকালে আসামীদ্বয় উভয়েই অপরাধ স্বীকার করে। দায়রা জজ তাহাদিগকে মাত্র ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। রায় প্রদান কালে জজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি কখনও হত্যাকাণ্ড সমর্থন করায় উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে এতদ্রূপ হত্যাকাণ্ড একান্ত সমর্থনযোগ্য।

বালিয়াকান্দিতে ভীষণ ডাকাতি

রাজবাড়ী হইতে প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রিতে প্রায় ২৫।৩০ জন লোক দা ও লাঠী প্রভৃতি লইয়া বালিয়াকান্দি থানার আকন্দি গ্রামের শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র কর্ম্মকারের গৃহে প্রবেশ করে। তাহা দেখিয়া বাড়ীর লোকজন চীৎকার শুনিয়া গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন ডাকাত দল ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে সংঘর্ষণ হয়। ফলে এক জন ডাকাত গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাহা দেখিয়া ডাকাতগণ লুণ্ঠিত যাবতীয় দ্রব্য সেখানে ফেলিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে থাকে। যাইবার সময় ডাকাতগণ আহত ব্যক্তিকে বহন করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু পর দিবস প্রাতে আক্রান্ত বাড়ীর প্রায় তিন শত গজ দূরে চন্দনা নদীর ধারে এক পাটের জমির মধ্যে ঐ ব্যক্তির মস্তকহীন দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। শবটি শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য রাজবাড়ীতে প্রেরণ করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

রাজকোট হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি লোধাওয়াড়ায় এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৫ বৎসরের মধ্যেও এই অঞ্চলে এই প্রকার অগ্নিকাণ্ড হয় নাই। প্রকাশ, এই ব্যাপারে প্রায় ৫০।৬০টা খড়ের গাদা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ষ্টেট ও সিভিল কর্ত্তৃপক্ষ উক্তস্থলে উপস্থিত হইয়া আগুন নিবাইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিন ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও তাহারা কিছুই করিতে পারেন না। কি ভাবে কোথা হইতে যে এই আগুনের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। ইহাতে আনুমানিক প্রায় লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। এই গ্রামের লোক সম্প্রদায় বড়ই দরিদ্র। এই ব্যাপারে তাহাদিগের দারিদ্র্যের মাত্রা বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব তাহাদিগকে এই বিপদে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, সাহদরা-সাহারাণপুর লাইট রেলওয়ে হইতে ট্রেণ ধ্বংস চেষ্টার এক ভীষণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দিল্লী শাহদরা হইতে সাহারাণপুর পর্য্যন্ত এই রেল লাইনের প্রসার। তৃতীয় শ্রেণীর ৮৪ জন যাত্রী অকস্মাৎ তীব্র কম্পন অনুভব করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা লাইনের পার্শ্বস্থিত খাদে নিক্ষিপ্ত হয়েন। সাহদরার তিন মাইল দূরে অপরাহ্ণ ৪টা ১০ মিনিটের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তিনখানি গাড়ী একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ট্রেণ সাহদরার নিকটস্থ হইলে এই দৈব দুর্ঘটনা ঘটে।

কতিপয় অপরিচিত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রেল লাইনের দুই জোড়া ফিস প্লেট অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছিল। ট্রেণ ঘটনা স্থলের সমীপবর্ত্তী হইলে নয়খানা মালগাড়ী ও তিনখানা যাত্রীগাড়ী লাইনের রাস্তা হইতে পার্শ্বস্থিত খাদের মধ্যে পড়িয়া যায়। ভগ্ন গাড়ীর মধ্যে লোকজন ভরা থাকিলেও একজন রেলওয়ে খালাসী ব্যতীত অপর কেহ আহত হয় নাই। চারখানা রেল গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। এখন যাত্রী স্থানান্তরিত করা হইতেছে। অতএব মধ্য রাত্রিতে বা প্রাতঃকাল হইতে পুনরায় লাইনে গাড়ী যাতায়াত আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা।

যাত্রিগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট দুর্বৃত্তদের উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ কোনও যাত্রী উৎপীড়িত বা কাহারও অর্থ অপহৃত হয় নাই। পুলিস ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

চোরের কীর্ত্তি

অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাসের এজলাসে ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন পুরাতন পাপী চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ১২ই জুলাই এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী বৌবাজার ষ্ট্রীটের একটা ঔষধের দোকানে একখানি প্রেসক্রিপসন লইয়া ঔষধ আনিতে যায়। দোকানের কম্পাউণ্ডার যখন সেই প্রেসক্রিপসন অনুসারে ঔষধ তৈয়ারী করিতেছিল সেই সময় আসামী সেখান হইতে ৪ বোতল দুধ সরায়। সেই সময়ই তাহাকে বামাল সহ গ্রেপ্তার করা হয়।

রিভলভারসহ গ্রেপ্তার

লোয়ার সারকুলার রোডের নিকট একটা রিভলভারসহ স্বদেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। গত ১২ই জুলাই তাহাকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। তিনি তাহার প্রতি ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত হাজতবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগের প্রতিও ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আটক বন্দীর অসুবিধা

বরিশাল জেলার রায়পাশা নামক স্থানের শ্রীযুত সুধাংশুকুমার গুহ নামক এক ব্যক্তিকে বিগত এপ্রিল মাস হইতে যশোহরের কেশবপুর থানা শিবিরে আটক রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছেন। তাঁহার ব্যয়ের জন্য যে ৩০ টাকা বরাদ্দ আছে তাহা হইতেই তাঁহাকে ঔষধপত্র ও ভৃত্যের ব্যয় চালাইতে হয়। তাঁহার বরাদ্দ টাকা বর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি কয়েকবার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তাহার প্রতিবাদকল্পে তিনি বিগত ৭ই জুলাই হইতে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। যাহাতে এই আটকবন্দীর অসুবিধা দূর হয় তাহার জন্য এই দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

বাঙ্গালার গভর্ণরের ঢাকা যাত্রা

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গত ১২ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন ২১শে জুলাই, বৃহস্পতিবার বেলা ৫ ঘটিকায় সময় রোটাস ষ্টীমার যোগে সদর ঘাটে ঢাকা পৌঁছিবেন। সরকারী ভাবেই তিনি ঢাকায় গমন করিবেন।

পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের আদান প্রদান শেষ হইলে গভর্ণরকে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী ঢাকা জেলা বোর্ড, পূর্ব্ব বঙ্গ জমিদার সভা, ঢাকা পিপিলস এসোসিয়েশন ও ঢাকা জেলা মুসলীম ফেডারেশন হইতে অভিনন্দিত করা হইবে

দুইটি রিভলভার প্রাপ্তি

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ফতেপুরে একদল ডাকাত প্রবেশ করিয়াছে। লোকে ভীত হইয়া পড়িয়াছে।

৮ই জুলাই তারিখে পুলিসে খবর দেওয়া হয় যে, কয়েকজন ডাকাত ২৯ আপ যাত্রীট্রেণে করিয়া যাইতেছে। পুলিস একঘণ্টাকাল ট্রেণ থামাইয়া খানাতল্লাস করে। ফলে ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের নিকট নাকি ২টি পিস্তল পাওয়া গিয়াছে।

রিভলভার চুরির মামলা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, রিভলভার চুরি সম্পর্কে যে ৯ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, গত ১১ই জুলাই সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাহাদিগকে রাজনীতিক অপরাধের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে হাজির করা হইয়াছিল।

৪ জনকে হাজতে এবং অপর আসামীদিগকে জেলে রাখিবার আদেশ দিয়া মামলা ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন ওয়ার্দ্ধাবাসী মুসলমান ও দুইজন বাঙ্গালী আছেন।

রাজবন্দীর মুক্তি

বেলডাঙ্গা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথলাল মুখোপাধ্যায় ও মন্মথলাল চট্টোপাধ্যায় আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বিগত জানুয়ারী মাসে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেকে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করার পর দমদম স্পেশাল জেল হইতে বিগত ৭ই জুলাই তারিখে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

টেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

ডাকমাশুল সহ
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা শ্রাবণ সোমবার ১৩৩৯ ১৮ই জুলাই ১৯৩২

কৃত্রিম সংগ্রামে সম্রাট

চাকুরী অভাবে আত্মহত্যা

চুচুড়ায় দুঃসাহসিক ডাকাতি

পুত্রবধূকে নির্ম্মমভাবে হত্যা

ডাকাতে পুলিসে লড়াই

পুলিসের কবলে ডাকাত সর্দ্দার

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড

ঘোর সংঘর্ষে মিঃ হডসন নিহত

আমেরিকায় অগ্নিকাণ্ড

নানা কথা

কৃত্রিম সংগ্রামে সম্রাট

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, নৌ বিভাগের সিনিয়র অ্যাডমিরাল রূপে সম্রাট পঞ্চম জর্জ একটি কৃত্রিম যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। এক দিকে ৬০ খানি রণতরী, অপর দিকে ৫ মাইল দীর্ঘ যুদ্ধক্ষেত্র। ইহার মধ্য দিয়া সম্রাটের প্রমোদ তরণী বেতারবার্ত্তা আদান প্রদান করিতে করিতে চলিয়াছে। হঠাৎ ৯ খানি রণতরী শুভ্র বর্ণ ধূমে ছাইয়া গেল। অবিলম্বে হলদে রংএর অগ্নিশিখা ধূম ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। সেই সময় সব কয়খানি রণতরী কামান দাগিয়াছিল। জাহাজে যতগুলি কামান ছিল, সবগুলি একত্রে একটি লক্ষ্যস্থলে গোলা চালাইল, কামানের গোলাগুলি একত্রে জলে পড়িলে জল যতদূর উচ্চে উঠিয়াছিল বোধ হইয়াছিল যেন আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। ওয়েমুথের অনতিদূরে এই যুদ্ধ দেখানো হইয়াছিল।

চুচুড়ায় দুঃসাহসিক ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, চুচুড়া সদর-মহকুমার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া থানার এলাকার পূর্ব্বে প্রায় ছয় মাইল দূরে মোবারকপাড়া গ্রাম হইতে আরও একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ এইমাত্র পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ঘটনার দিবস রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় প্রায় ১২ জন ডাকাত শ্রীযুক্ত বন্দীলাল মণ্ডলের গৃহে প্রবিষ্ট হয়। দুর্বৃত্তগণ তাঁহার ঘর শিকল দ্বারা রুদ্ধ করিয়া, তাঁহার ভ্রাতার ঘর আক্রমণ করে এবং বাক্স ও ট্রাঙ্ক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলে। বন্দীলালবাবু ঘরের ভিতর হইতে বিপদ-সূচক চীৎকার করায়, ডাকাতগণ এই বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখায় যে, চীৎকার করিলে তাঁহার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর হইবে। তথাপি বন্দীলাল বাবু চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করায় ছয় জন ডাকাত তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রহার করে এবং মূল্যবান সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লয়। অতঃপর দুই ভ্রাতার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, ডাকাতদল প্রস্থান করে। অপহৃত সম্পত্তির মূল্য এখনও জানা যায় নাই।

ডাকাতে পুলিসে লড়াই

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই জুলাই সন্ধ্যাকালে ফরিদকোটের নিকট একদল পুলিসের সহিত ডাকাতদলের সংঘর্ষের ফলে ২ জন গ্রামবাসী ও ১ জন ডাকাত নিহত হইয়াছে এবং ১ জন কনষ্টেবল ও ২ জন ডাকাত আহত হইয়াছে।

ফরিদকোট অঞ্চলে কোন গ্রামের নিকট বনের মধ্যে একদল ডাকাত লুকাইয়া আছে, এইরূপ সংবাদ পাইয়া পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত চন্দ্র সিং একদল সশস্ত্র পুলিস লইয়া সেই দিকে ছুটেন। গ্রামবাসীরাও পুলিসের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। পুলিস বনটা ঘেরাও করে। কয়েকঘণ্টা যাবৎ উভয় পক্ষেই বন্দুক ও রাইফেলের গুলী চালাইতে থাকে। ফলে উভয়পক্ষে ঐরূপ হতাহত হয়। ডাকাতদল শেষে অন্ধকারের মধ্যে পলাইয়া যায়।

আমেরিকায় অগ্নিকাণ্ড

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, কোনি দ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ প্রমোদ উদ্যান ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বহু লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। প্রবল বাতাসে সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তী ২টি ব্লক অগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ফায়ার ব্রিগেডের চেষ্টায় ফল হয় নাই।

কোন দ্বীপের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ ডলার হইয়াছে। ২ শত লোক আহত হইয়াছে এবং ৪০ জন হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ৪টি ব্লক অগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়াছিল কিন্তু পুনরায় রক্ষা পাইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কুরুক্ষেত্র	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কব্বুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দামৃত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, দি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীনয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রদ্ধানন্দজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) বাসগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ১লা শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬. ২রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১৮ই জুলাই ইং ১৯৩২ সোমবার } ১১৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই বুধবার হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১৫ই শ্রাবণ, ৩১শে জুলাই, রবিবার পর্য্যন্ত উৎসব চলিবে। প্রথমে সাধারণ মহামহোৎসবের দিন ৩১শে জুলাই রবিবার বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল; কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ আগামী ৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই রবিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে।

মহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহা ছাড়া উষার ঊষাকীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে গৃহে গৃহে হরিকথা প্রচার, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সমাগত শুশ্রূষু জনগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদানাদি ভক্তি-অঙ্গসমূহ যাজিত হইতেছে। বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনের সুযোগ প্রদানের দ্বারা সাধনের বলও প্রদত্ত হইতেছে। প্রত্যহ বহু সজ্জন শ্রীমঠে আগমন করিয়া আচারবান্ প্রচারকদিগের মুখে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

অনাদি বহির্ম্মুখ জীব আমরা, আমাদের নিজ প্রভুর সেবা ভুলিয়া ভোক্তাভিমানে এই সংসারে বিষয়ভোগ করিবার জন্য আসিয়াছি। আমাদিগের ভোগায়তন দেহটীও সেই বিষয়ভোগেরই অনুকূলে প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহা ছাড়া চঞ্চল মন সেই দেহের ইন্দ্রিয়-পরিচালনে কার্য্য করিতেছে। সুতরাং আমাদের সকল অনুষ্ঠানই ভোগতাৎপর্য্যমূলক। কিন্তু এমন জগতে বহির্ম্মুখ জনগণকে সেবামোদে উন্মুখ ও উন্মত্ত করাইবার জন্য জনার্দ্দন-জনগণ জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই সর্ব্বতোভাবে হরির সেবা করেন এবং আমাদিগকেও সেই সেবায় নিযুক্ত করেন। এই উদ্দেশ্যেই সাধুগুরুর হরি এবং হরিভক্তের সেবা-মহোৎসবের আয়োজন। ইহা বহির্ম্মুখের আমোদ আহ্লাদের এবং উদরভরণের আয়োজন নহে। এই আয়োজন ত্রিগুণময়ী, অলৌকিকী, দুষ্পারা মায়াকে পরাজয় করিয়া যোগমায়ার সমাশ্রয়ে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবানন্দ। জগতে আজ কৃষ্ণকার্য্য মহোৎসব রহিত হওয়ায় জগজ্জনের আত্মবিস্মৃতি; সেই বিস্মৃতিরোগ হইতে ত্রিতাপ এবং জন্মমরণ-জ্বালা। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন:—

> পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে।
> কৃষ্ণ মহামহোৎসব বাঞ্চিল সবারে॥

গত ১০ই জুলাই কাশী পাঁড়েঘাটে গীতা ব্যাখ্যাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ভগবদ্ভজন-কারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বিবিধ শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

গীতাতেও চতুর্ব্বিধ অভজনকারী দুষ্কৃতি ও চতুর্ব্বিধ ভজনকারী সুকৃতি ব্যক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ অভজনকারী যথা—(১) যাহারা প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ, পণ্ডিতম্মন্য, (২) উচ্চকুলে জাত বিচারে নিজকে সর্ব্বোত্তম জ্ঞানকারী, (৩) মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক, সাংখ্যবাদী প্রভৃতি ও (৪) অসুর-ভাবযুক্ত ব্যক্তিগণ।

চতুর্ব্বিধ ভজনকারী সুকৃতিমান যথা—(১) আর্ত্ত (রোগ-শোক-শত্রু-ক্লেশাদির দ্বারা পীড়িত, যথা গজেন্দ্র), (২) আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু শৌনকাদি, (৩) অর্থার্থী ধ্রুবাদি এবং (৪) জ্ঞানী শ্রীশুকদেবাদি, ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান-কথায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিযুক্ত হইয়া নিত্যভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

অভজনকারী দুষ্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি কামাসক্ত হইয়া তুচ্ছ ফলাকাঙ্ক্ষায় ইতর দেবতার ভজনে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু যদি কামী ব্যক্তি ইতর-দেবযাজন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তীব্র ভক্তিযোগে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হন, তবে পরম করুণাবারিধি শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তুচ্ছকামী ব্যক্তিকে নিজ পাদপদ্ম প্রদান করত তাঁহার সমস্ত বাসনা বিদূরিত করিয়া দেন, তখন আর তাঁহার কোন কামনা থাকে না, তখন তিনি ধ্রুব মহারাজের ন্যায় বলিতে থাকেন—

> স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং
> ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
> কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নম্
> স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

বিষয়-বাসনাগ্রস্ত আমরা সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের বহুমানন করি বলিয়া ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষশূন্য শ্রীভগবানের অকৈতব বাণীতে শ্রদ্ধাযুক্ত হই না, কিন্তু তাঁহার পরমার্থতকারিণী বাণী উপেক্ষা করিয়া ত্রিগুণতাড়িত বদ্ধজীবদলের আপাত-মধুর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সর্ব্বজীব-সুহৃৎ শুদ্ধভগবদ্ভক্তের হিত উপদেশ অগ্রাহ্য করি। তখন আমাদের বিচারে বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব একটা কথার কথা মাত্র বলিয়া মনে হয়। অজ-ভবাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও যাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই বৈষ্ণবগণকে উপহাস করিতেও ত্রুটী করি না।

ডুমুরকন্দা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে গত ১৯শে আষাঢ় রবিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহ মহোৎসব তিথি যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিবস প্রাতে ঊষা কীর্ত্তন, মঙ্গল আরাত্রিক ও বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, পরে ভোগ-আরাত্রিক কীর্ত্তন ও উৎসবে স্নান। সমাগত বহু ব্যক্তিকে আকণ্ঠ পূর্ণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হ[illegible] বৈকাল ৪॥ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাম-সংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যা[illegible] কীর্ত্তন হইয়াছে।

বিষয়ী ও স্ত্রীসন্দর্শন বিষপানাপেক্ষাও অসাধু

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী)

(২)

কিন্তু পূর্ব্বাপর উক্তি বিচার করিলে সহজেই বুঝা যায় যে—বিত্তশাঠ্যদোষযুক্ত ধনমদান্ধ হরি গুরু বৈষ্ণব-সেবায় রুচিহীন বিষয়ী বা রাজগণকে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কাল-সর্পসদৃশ (ভগবদ্ভজনোন্মুখের পক্ষে) বলিয়াছেন। কিন্তু ধনী ব্যক্তি বা রাজা যদি ভক্তের ভক্ত হন, অর্থকে নিজভোগ্য জ্ঞান না করিয়া মুক্ত হস্তে হরি-গুরু বৈষ্ণব সেবা করেন, নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের হরি-সেবায় সহায়তা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে মহাপ্রভু অবশ্যই অঙ্গীকার করিবেন।

তবে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তোত্তম রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্বন্ধে—"তথাপি রাজা কালসর্পাকার" প্রভৃতি কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—বৈষ্ণব-প্রায় বা বৈষ্ণবাপরাধী প্রতিষ্ঠাকামী কোন রাজার প্রাকৃত সহজিয়াগণের সঙ্গজনিত কৃত্রিম বাহ্য ভাবকালিতে মুগ্ধ হইয়া যাহাতে অন্য বিরক্ত সাধক দুঃসঙ্গে পতিত না হন এবং অবৈষ্ণবের আদর ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনাদর করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন না করেন' তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের সতর্কতার সহিত নিরপেক্ষভাবে অধিকার বিচার পূর্ব্বক সঙ্গগ্রহণ বা বর্জ্জনের আবশ্যকতা জানাইয়াছেন।

তাহা ছাড়া আর একটী বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে—অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ভক্তের সঙ্গেলাভের পক্ষে যে কিরূপ অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা, ভগবদ্দর্শনাভাবে ভক্তের রাজ্য, ধন, জন কিছুই ভাল লাগে না, দর্শনের নিরাবিল হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ সকল পরিত্যাগ করিতে পারেন, এমন কি দর্শনাভাবে জীবন পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত—এই সকলের আদর্শ রাজা প্রতাপরুদ্রের নিম্নলিখিত উক্তির দ্বারা জগজ্জনকে শিক্ষা দিলেন।

"তার প্রতিজ্ঞা মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ, সব অকারণ॥
* * *
প্রভু কৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায়॥
* * *
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই হইব ভিখারী॥

যদি অজ্ঞনিষ্ঠা না দেখিব কেবল বাহ্যবেশ, বাহ্য রাজশরীর প্রভৃতি দেখিয়া উপেক্ষা করিবার আবশ্যকতাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত, যদি—"তথাপি রাজা কাল-সর্পাকার" "যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্। তাঁহারে মলিন কৈল এক রাজা নাম" "রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার॥" ইত্যাদি বাক্যের যাথার্থ প্রচার করাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য হইত তবে পরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর গজপতিকে পাদ সম্বাহনের সুযোগ দান করিতেন না বা আলিঙ্গন দান করিতেন না, কিম্বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না ;—

"যদ্যপি বাহিরে দেখি হাঁড়ির সেবনে।
প্রসন্ন হইয়াছে তাঁরে মিলিবারে মনে॥
তথাপি আপন গণের করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্॥"

সুতরাং বিষয়ী-দর্শনরূপ বিষভক্ষণ না করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইলে উপদেশের বাহ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া বাহ্যদর্শন করিলে চলিবে না ; তাহা করিলে বিষয়ীপ্রায় বৈষ্ণবকে বিষয়ী জ্ঞানে তাঁহার সঙ্গত্যাগরূপ দুর্ভাগ্য এবং বৈষ্ণবপ্রায় ব বৈষ্ণবাপরাধীকে বৈষ্ণব জ্ঞানে দুঃসঙ্গ-গ্রহণরূপ দুর্ভাগ্য বরণ পূর্ব্বক আত্মঘাতী হইতে হইবে। শ্রৌতপন্থায় মর্ম্ম অর্থ শ্রবণ না করিলে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই

স্ত্রীসন্দর্শন যে কিরূপ অসাধু তাহা ন আলোচনা করা আবশ্যক। ছোট হরিদাসের বর্জ্জন-লীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিগলিত কয়েকটী বাণী বিচার করিলেই স্ত্রীদর্শনের অপকারিতা বুঝিতে পারিব।

"প্রভু কহে,—বৈরাগী করে
প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা
নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
ক্ষুদ্র জীবসব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥"

শ্রীবাস পণ্ডিত ছোট হরিদাসের ক্ষমার্থে দেহত্যাগের কথা বলিলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সুপ্রসন্নচিত্তে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় স্ত্রীদর্শন শব্দের মর্ম্ম অর্থ কি, তাহা বিচার করা আবশ্যক, নচেৎ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিবার জন্য, "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই আজ্ঞাপালন জন্য পথে, ঘাটে, ট্রেণে, নৌকায়, ষ্টীমারে, জাহাজে চলাফেরা করিবার আবশ্যক হইলে পাছে সামনে কোন স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া পড়ে এই ভয়ে হরিকীর্ত্তন বন্ধ করিবার প্রবৃত্তি আসিবে। ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তন বাদ দিলে বিশ্বামিত্রের ন্যায় আমি স্ত্রীলোক দেখিব না, স্ত্রীলোক দেখিব না, এইরূপ বলিতে বলিতে সর্ব্বক্ষণ ব্যতিরেকভাবে যোষিতের চিন্তাই হইবে, সুতরাং এরূপ ব্যক্তির অবিলম্বেই অধঃপতন অনিবার্য্য।

আবার 'স্ত্রীদর্শন' শব্দের তাৎপর্য্য না বুঝিলে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আচরণে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল রায়রামানন্দের আচরণে, এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভুর আচরণেও দোষ দেখিবার ধৃষ্টতা করিয়া মহা অপরাধ অর্জ্জন করিবার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইবে। অক্ষজদর্শী অক্ষজদর্শনের অকিঞ্চিৎকরতা না বুঝিয়া যদি শ্রৌতপন্থা আশ্রয় না করে, স্ত্রীদর্শনের মর্ম্ম অর্থ বুঝিয়া না লয়, তবে তাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ বলিবে যে,—হরিদাস ঠাকুরের নিকট রামচন্দ্র খানের প্রেরিত পরমাসুন্দরী বেশ্যা তিন রাত্রি নির্জ্জন কুটীরে বাস করিয়াছিল, অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখাইয়াছিল, হরিদাসঠাকুরও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও প্রকৃতি দর্শন করিয়াছিলেন, তবে তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন না কেন?

শ্রীল রায় রামানন্দ নির্জ্জন স্থানে দেবদাসীগণের গুহ্য অঙ্গ দর্শন, স্পর্শন ও বেশ-ভূষাদি করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিও ছোট হরিদাসের ন্যায় দোষী হইবেন না কেন?

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুও ত দেবদাসীর মুখে গীতগোবিন্দের গান শ্রবণ করিয়া অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় তৎপ্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, কিম্বা জনৈকা উড়িয়া স্ত্রীলোক জগন্নাথ-দর্শনের জন্য তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার দোষই বা না দেখিব কেন? ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য অক্ষজ দর্শনরূপ বিকারগ্রস্ত রোগীর মুখ হইতে নির্গত হইয়া মহদতিক্রমণ ও ভগবদ-উল্লঙ্ঘনজনিত অপরাধ দোষে তাহাদিগকে অনন্ত নিরয়ে লইয়া যাইবে।

অতএব আত্মমঙ্গলকাঙ্ক্ষীর অক্ষজ-দর্শন অক্ষজ বিচার পরিহার পূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত গুরুপাদপদ্মে শাস্ত্রের মর্ম্ম অর্থ বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

আমরা শ্রৌতপন্থায় ইহাই অবগত হই যে—"ভোগবুদ্ধিতে স্ত্রীদর্শনই মহাপ্রভুর শিক্ষায় 'প্রকৃতি দর্শন'—তাহা বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু।" ভোগবুদ্ধি বা কুদর্শন ছাড়িতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সুদর্শনের আনুগত্য বা শ্রীগুরুসেবাই একমাত্র উপায়—"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

যৎকিঞ্চিৎ

প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গ ব্যতীত কেউ কোন দিন বাস করতে পারে না বা শান্তি পায় না. এ'কথা আমি শৈশবকাল থেকেই শুনে আস্‌ছি। ছাত্রজীবনেও এই কথার পুনরাবৃত্তিমুখে বন্ধুর সঙ্গ বা বন্ধুর অনুসন্ধান যে করি নাই তা' নয় ; তবে নিজেকে নিজে না বুঝার জন্যই. আমার বন্ধু ঠিক করাটা ভুল হ'য়ে গেছে। এই সখ্যভাব বা বন্ধুত্ব. আমি যার সহিত পাতিয়েছি, সে কতদিন আমার বন্ধুরূপে থাকতে পারবে না ভোগের ইন্ধন যোগান ব্যতীত সে আমার কি এমন উপকার করতে পারবে সে কথাতো একদিন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। সুখে ও দুঃখে যিনি সকল সময়েই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তিনি আমার বন্ধু এ'কথা ঠিক. কিন্তু দুঃখ বা সুখ বস্তুদ্বয়ের স্বরূপ বিচারের ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায় আমার অসুবিধা এসে গেছে। আমি মনে করি ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধাটাই বুঝি দুঃখ এবং সেটী পরতৃপ্তির নামই সুখ, কিন্তু বস্তুতঃ এই দুইটাই হচ্ছে নরক-যন্ত্রণার মূল কারণ। সাধু ও শাস্ত্র এই কথাই সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করছেন এবং বলছেন হরিবিমুখতাই দুঃখ ও সেবাই সুখ এবং সাধুই তোমার প্রকৃত বন্ধু। নিত্য সত্য বস্তু যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব এই তিনের সঙ্গ কর, এই তিনটা একটাই বস্তু! এ'দের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারলে তোমার আর কোন অমঙ্গল হ'বে না ; কারণ জড়জগতে পাতানো সম্পর্ক যেমন দু'দিন পরে ছিন্ন হ'য়ে যায়—সব ভালবাসা চুকে গিয়ে হৃদয়ে শেল বিদ্ধ ক'রে দিয়ে যায়, কিন্তু এ ভালবাসা,এ নিত্য সম্বন্ধ কোন দিন যাবে না,পরন্তু উত্তরোত্তর ঘনীভূত হ'য়ে আনন্দাম্বু বর্দ্ধন করবে। তাই বলি. হে আমার বন্ধুগন, আপনারা অনিত্য ধনজনাদিতে প্রীতি স্থাপন না ক'রে নিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে তাঁকেই প্রভুরূপে, সখারূপে ও পতিরূপে সেবা করুন, মঙ্গল হবে। যাঁ'র সঙ্গে সখ্যভাব স্থাপন একবার করতে পারলে আর কোন কালে সেই ভাব যায় না, তাঁর সঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করা বা তাঁর সহিত সখ্যসূত্রে নিত্যকাল আবদ্ধ থাকা যে নিত্যমঙ্গলপ্রদ ও আনন্দজনক এ'কথা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না বলবেন!

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।　　　সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে উহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখে পর্যন্ত; কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

প্রকাশিত হইয়াছে　　　প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিষয়সক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবস্থা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী শ্রীবক্ত্র-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীনর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাতীততা ও সত্যাশ্রয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমহাপ্রভুর দয়া, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুনঃপ্রচার ... ও ভারতে নিত্যতা—এই নয়টি ... ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তক বেদ্য," অর্চ্চাবিগ্রহ আচার ও আচার্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদর্শনের যোগ্যতা, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাক্-নিবেদন', ... ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কোহিনূর ... ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাণাঘাটের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ডি) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

নামক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাত্রাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই সাধ সংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা। (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়মণ্ডলের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাবর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেব ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোম্বাই কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা, গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-শিক্ষার্থী ও জ্ঞানপথের পাথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধ-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র পঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বোম্বাই গভর্ণরের বক্তৃতা

পুণা হইতে প্রকাশ, বোম্বায়ের গভর্ণর গত ১৩ই জুলাই অপরাহ্নে কাউন্সিল হলে সর্দ্দারগণের এক দরবার আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে ৮০জনকে খেতাব প্রভৃতি পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল। বহু সর্দ্দার ও শাসন পরিষদের বহু সংখ্যক সদস্য, মন্ত্রী ও সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এই দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

কয়েকজন সর্দ্দারের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া ও তাঁহাদের স্থান যাঁহারা দখল করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গভর্ণর দরবারে বক্তৃতা প্রদান করেন। দাক্ষিণাত্যে চিনির কারখানা স্থাপনের জন্য তিনি উৎসাহ প্রদান করেন। চিনি উৎপন্নের ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার জন্য গবেষণার উদ্দেশ্যে কৃষি গবেষণা সমিতি হইতে কৃষি বিভাগ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

পাদো গাঁও এ ইক্ষু চাষ সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ হইবে ও ইহার জন্য ভূমি সংক্রান্ত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রাদেশিক কৃষি গবেষণা সমিতি মেষের জন্ম বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। মেষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য তামবুন্দা গ্রামে এক কেন্দ্র খোলা হইবে। তথায় পশমের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

তাহার পর গভর্ণর দাক্ষিণাত্যের সেচ কার্য্যের জন্য আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন ও এই সম্পর্কে সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটীর রিপোর্টের উল্লেখ করেন। উপসংহারে গভর্ণর নূতন শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব উল্লেখ করেন ও এই কার্য্য যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় তাহার জন্য সর্দ্দারদিগের সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেন।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ, দুলালের হরা ওরফে সদানন্দ মহাতকে হত্যা করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত মহাদেব ভক্তকে আসেসারগণ একবাক্যে নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু মানভূম, সদরের দায়রা জজ খাঁ বাহাদুর নাজাকত হোসেন তাঁহাদের অভিমত অস্বীকার করিয়া আসামীকে অপরাধী স্থির করেন এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, হরা গাছ-পাহাড়ার ব্যবহার শিখিয়া চাকিয়া গ্রামে হাতুড়ে বৈদ্য সাজিয়া বসে। দিন কয়েক পরে সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া হাজারিবাগ জিলায় সুথারপুরে গমন করে। সেখানে সে মহাদেব ভক্তের সহিত থাকে এবং তাহার পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে অবশেষে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায়। মহাদেব স্ত্রীর সন্ধানে হরার অনুসরণ করে। চরগালি অভিমুখে হরাকে যাইতে দেখিয়া সে তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর সে একটা থানার ধার পর্য্যন্ত হরার পশ্চাদনুসরণ করে ও হাতের কুঠারদ্বারা তাহাকে এমন মারাত্মক ভাবে আঘাত করে যে, হরার মৃত্যু ঘটে।

চাকুরী অভাবে আত্মহত্যা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, জানকীরাম নামক এক ব্যক্তির মৃতদেহের একাংশ গত ১৫ই জুলাই শনিবার রাত্রিতে কিষণগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে রেলওয়ে লাইনের ধারে পাওয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রেলওয়ে লাইনের উপর নিক্ষেপ করিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে। একটী যাত্রী ট্রেণের চাপে তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বেকার অবস্থায় থাকার জন্যই সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

স্ত্রী হত্যার অভিযোগ

মাণিকতলা মেন রোডের বাসিন্দা ওরফে পাঁচু হালদার গত ১২ই জুলাই শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে স্ত্রী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

প্রকাশ, বিগত ১১ই জুন তারিখে অভিযুক্তের সহিত তাহার ষোড়শ বর্ষীয়া স্ত্রী তারাবালা দাসীর মনান্তর ঘটে। অভিযুক্ত গলা টিপিয়া তাহার স্ত্রীকে মারিয়া ফেলে এবং পলায়ন করে। পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে প্রেরণ করা হয়। আসামীকে ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত জেলের হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

মোটর সংঘর্ষে মিঃ হডসন নিহত

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত রবিবার পাহাড়তলীর পুলের উপর মিঃ পি, এম, হডসনের মোটরের সহিত ১১ নম্বর আপ ট্রেণের সংঘর্ষ ঘটে। তাহার ফলে মিঃ হডসন নিহত হইয়াছেন এবং আরও একটি শিশু মোটর হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। মোটর চুরমার হইয়া গিয়াছে।

পুত্রবধূকে নির্ম্মমভাবে হত্যা

কিষণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, কিষণগঞ্জ থানা হইতে ৮ মাইল দূরে হাসখণ্ড গ্রামে মোসাম্মৎ হোলী নামে একজন ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা সম্পর্কে কিষণগঞ্জ পুলিস তদন্ত করিতেছে। ঘটনায় প্রকাশ, বালিকাটির সহিত ঐ গ্রামের গফর আলির ১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র খিদির বক্সের বিবাহ হয়। পুলিসের তদন্তকালে জানা গিয়াছে, বালিকার শ্বশুর গফর আলি কিছুদিন পূর্ব্বে বালিকার নিকট অসৎ প্রস্তাব করে। ইহাতে বালিকাটি বাপের বাড়ী পলাইয়া গিয়া মাতাকে সব ঘটনা খুলিয়া বলে। ফলে গ্রামে একটি পঞ্চায়েৎ বসে। যাহা হউক শেষে বালিকা তাহার শ্বশুর লয়ে ফিরিয়া যায়। গফর আলি পুনরায় অবৈধ প্রস্তাব করে। বালিকা ইহাতে দৃঢ়স্বরে আপত্তি জানায়। ইহার ফলে গফর আলি তাহাকে হত্যা করে এবং আত্মীয়দের সাহায্যে মৃতদেহটি বালিকার পিত্রালয়ের পাশে এক ঝোপে ফেলিয়া দিয়া আসে. শেষে পচা অবস্থায় মৃত দেহটি পাওয়া যায়। শরীরে কয়েক স্থানে খড়্গ কাস্তের দাগ ছিল।

গফর আলির এক ভ্রাতা নাকি এক স্বীকারোক্তি দিয়াছে। বালিকার স্বামীও পিতা ও পিতৃব্যের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক বিবৃতি দিয়াছেন। পুলিস বিশেষরূপে তদন্ত করিতেছে।

ট্রেণে বোমা নিক্ষেপ

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, বড়লাট যে সময় পেশোয়ার পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় সীমান্ত মেল ট্রেণের উপরে বোমা নিক্ষেপ করা হয়. সেই সম্পর্কে বিহারীলাল ও আর দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবদুল লতিফ খান, তাহাদিগকে সেশনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ব্রেজিলে ভীষণ বিদ্রোহ

সাওপালো হইতে প্রকাশ ব্রেজিলের সাওপালো বিভাগে রাজদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। রাজ্যে নিয়মতন্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে, বিদ্রোহীদিগের ইহাই সঙ্কল্প, সাওপালোর বিদ্রোহ ব্রেজিলের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখাদেখি আরও পাঁচটি রাষ্ট্রে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। নরনারী বালক যাহারা অস্ত্র ধারণ করিতে সক্ষম, তাহারা সকলেই বর্ত্তমান তন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। ব্রেজিলে এবার ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে বটে, কি এক্ষাৎ কুত্রাপি রক্তপাত হয় নাই।

অনাহারে ও জনের মৃত্যু

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, বৃষ্টি যদিও ব হইয়াছে ও নদীসমূহের জল যদি কমিয়াছে, তথাপি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হইতে বন্যা-জনি ক্ষতির সংবাদ প্রত্যহ ধুবড়ীতে পৌঁছি তেছে। সালমার থানার অধীন এ স্থানে এক পরিবারের দুইজ পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক অনাহা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রকাশ, আউ ধান্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে পাটের অবস্থাও ঐরূপ হইতেছে। বন্য পীড়িত গ্রামসমূহ হইতে অনাহারক্লি গরু ও বলদ বোঝাই নৌকা ধুবড়ীতে আনিতেছে। বন্যার পশ্চাতে হওয় মধ্যবিত্ত কৃষকদিগের আর্থিক অব অত্যন্ত শোচনীয় হইবে বলিয়া ম হইতেছে। তাহাদের আর্থিক অব ইতোমধ্যেই অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জেলার ক পক্ষগণ বন্যাপীড়িত অঞ্চলের অবস্থা নি করিবার জন্য ও ঐ সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদ করিবার জন্য উপক্রান্ত অঞ্চলসমূ কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছেন।

পুলিসের গুলীতে ডাকাত খুন

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, এক দস্যু একটা স্থানে গা-ঢাকা দিয়াছি পুলিস সন্ধান পাইয়া তাহাকে ত করিলে সে মেয়েলোকের কাপড় পরি সরিবার চেষ্টা করে, সেই সময় দুই কনষ্টেবল তাহাকে গুলী করে। তার তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত ক হয়। সেখানে সে সেই আঘাতেই ম গিয়াছে।

পুলিসের কবলে ডাকাত সর্দ্দার

দিল্লী হইতে প্রকাশ, সংপ্রতি দি গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস ডাকাত সর্দ মহম্মদ আলি ও তাহার সহকর্মী আব লতিফকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রক দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশের চারিদিকের দি গুলিতে ইতঃপূর্ব্বে কতকগুলি ডাক হইয়া গিয়াছে। সেই সমস্ত ডাকা সহিত এই দুইজন লোক বিশেষভ সংশ্লিষ্ট ছিল। তাহাদিগের পরিচালে এই ডাকাতি হইয়াছে।

টেলি — "শ্রীধাম নবদ্বীপ"

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিঙ্গি. কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিকপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৯শে জুলাই ১৯৩২

নানা কথা

শিশু বালিকার সন্তান প্রসব

ভিক্টোরিয়া জেনানা হাসপাতাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় একটী শিশু বালিকার সন্তান হইয়াছে। প্রকাশ, যে বালিকার সন্তান হইয়াছে মিউনিসিপ্যালিটীর হিসাব অনুসারে তাহার বয়স সাত বৎসর। সে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই বয়সেই বালিকাটি পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে।

জেলে জহরলালজী

দেরাদুন হইতে প্রকাশ, দেরাদুনে এখন আর রুকনরাশ্ম ইনষ্টিটিউট নাই। ফলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে পরীক্ষার জন্য লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইতে হইবে। পণ্ডিতজীর যাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেছেন। প্রত্যহ প্রত্যুষে তাঁহাকে জেলের বাহিরে বেড়াইতে দেওয়া হয়। তবে একজন ওয়ার্ডার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। এই প্রাতঃভ্রমণের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের বেশ উপকার হইতেছে।

বেনারসের শ্রীযুত শিবপ্রসাদ গুপ্ত জিলা জেলে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও ও কানোয়ার আনন্দ সিংএর সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কারা-কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি দেন নাই।

শিশু বালিকার সন্তান প্রসব

সর্দ্দা আইনের মামলা

জেলে জহরলালজী

পুত্রের জরিমানার দায়ে পিতা

নাগপুরে মিঃ সুভাষচন্দ্র

সমুদ্রবক্ষে বৈমানিকের বিপদ

ডাকাত ও গ্রামবাসীতে যুদ্ধ

বালিকা হত্যার চেষ্টা

কয়েদী ও পুলিসে লড়াই

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চাঞ্চল্য

সাহেবের বেশে ডাকাতি

নাগপুরে মিঃ সুভাষচন্দ্র

নাগপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসুকে দীর্ঘকাল জব্বলপুর জেলে আটক রাখিবার পর মাদ্রাজের দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। গত ১৬ই জুলাই সন্ধ্যায় গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে তাঁহাকে নাগপুর অতিক্রম করিতে দেখা যায়। তাঁহাকে ঠিক কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। জব্বলপুর পর্য্যন্ত তিনি মোটরে আসিয়াছিলেন। হানপায়াডে তিনি ট্রেণে আরোহণ করেন।

ডাকাত ও গ্রামবাসীতে যুদ্ধ

ফরিদাবাদ হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, সম্প্রতি এই স্থানে এক ভীষণ রকমের ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতদিগের কাজে বাধা দেওয়ায় তাহাদিগের সহিত গ্রামবাসীদিগের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ২ জন ডাকাত খুন ও ৮ জন গ্রামবাসী গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজন ডাকাত একটা গ্রাম চড়াও করে। সেই গ্রামের জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তাহারা দেখাইয়া একটা বন্দুক ও কয়েকটা গুলী কাড়িয়া লয়, তারপর তাহারা তাহাকে ছোরা দিয়া গুরুতর ভাবে আহত করে। সেই আহত গ্রামবাসী খুব জোরে চীৎকার করিয়া উঠিলে গ্রামের বহু লোক তাহার সাহায্যে ছুটিয়া আসে। ডাকাতরা তখন বেগতিক দেখিয়া তাহাদিগের উপর বেপরোয়া ভাবে গুলী বর্ষণ করিতে থাকে। ফলে ৮ জন গ্রামবাসী গুরুতর ভাবে আহত হয়। এই ব্যাপারে গ্রামবাসীরা কোন প্রকার ভীত না হইয়া মরিয়া হইয়া ডাকাতদিগকে আক্রমণ করে। ফলে দুই দলে রীতিমত লড়াই আরম্ভ হয়। কিছু ক্ষণের মধ্যে ২ জন ডাকাত গুলীর আঘাতে খুন হয়। তারপর তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইয়া পড়ে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কুরুক্ষেত্র	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কভ্বুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

( ) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমুকুন্দানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগীধার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগুণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুন্দা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামভজন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভ্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) আনন্দগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২রা শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৯শে জুলাই ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ১১৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৯শে আষাঢ় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহমহোৎসব শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর সংকীর্ত্তনান্তে স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী শ্রবণ করিয়া সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ পরমাহ্লাদিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রত্যেক কার্য্য কৃষ্ণ-সেবাময়ী অর্থাৎ কি প্রকারে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন, এবং কায়মনোবাক্যে কি ভাবে কৃষ্ণসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার জীবনী আলোচনায় অনেক উপদেশ লাভ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। চার পাঁচ শত লোক শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

ঢাকানগরীস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতান্তির শ্রীচৈতন্যভাগবতের সুসিদ্ধান্ত-সমন্বিত ব্যাখ্যা, মহাজন পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইতেছে।

রথযাত্রোপলক্ষে মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

গত ২১শে আষাঢ় মঙ্গলবার রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য-বিষয় পাঠমুখে কীর্ত্তন হয়।

বিশ্বম্ভর শ্রীজগন্নাথ স্বেচ্ছায় দয়িতগণ-সেবিত হ'য়ে রথারোহণ ক'রলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদবর্গসহ রথের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ ক'রলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র সম্মার্জ্জনী হস্তে রথগমনের রাস্তা উপস্কার ক'রতে লাগ্‌লেন। রাজা হ'য়ে ভগবৎসেবার্থ এইরূপ নীচ কার্য্য ক'রতে কুণ্ঠিত হ'লেন না—ইহাই ভগবৎসেবার রীতি। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার এবং ভগবদ্‌গৃহের প্রাঙ্গণ সম্মার্জ্জন উভয়ই পরমার্থবিচারে সমান। এতদ্দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লেন।

———

১৫ দিবস যাবৎ অনবসরকালে জগন্নাথের অদর্শনহেতু যে বিপ্রলম্ভের উদয় হ'য়েছে তাহার পর দর্শন পাওয়ায় ভক্তগণের হৃদয়ে যে-ভাবের উদয় হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভাবে বিভাবিত হ'য়ে বহু সম্প্রদায়ে জগন্নাথের মুখ চেয়ে চেয়ে নৃত্য কীর্ত্তন ক'রছেন। কীর্ত্তনাবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু হাস্য, ক্রন্দন, স্বেদ ইত্যাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে দর্শকগণের এবং এমন কি স্বয়ং জগন্নাথের বিস্ময়োৎপাদন ক'রছেন। আস্বাদক ও আস্বাদ্য অভিন্ন হইলেও লীলাবৈচিত্র্যে শ্রীজগন্নাথ কখনও রথ সম্পূর্ণ স্তব্ধ ক'রে, কখনও মন্থরগতিতে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন শ্রবণ ক'রছেন। মহিষীবিবাহে ও রাসবিলাসে শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্ত্তি ধারণের ন্যায় অভিন্ন কৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দর যতটী সম্প্রদায় বিভক্ত ক'রেছেন ততটী সম্প্রদায়ে ততটী মূর্ত্তিতে নৃত্য ক'রে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোককে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ে তিনি নৃত্য করছেন এরূপ প্রতীতি দিয়ে প্রত্যেকের সুখোৎপাদন করছেন। একান্ত ভক্তগণ ব্যতীত ইহা কাহারও বুঝ্‌বার সাধ্য নেই; কেন না,—

"এই মত লীলা ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥"

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

নৃত্যকীর্ত্তনাবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু বাষ্প-গদ-গদ-কণ্ঠে জগন্নাথের স্থলে 'জ-জ গ-গ' 'জ-জ গ-গ' ব'লছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয় বুঝে স্বরূপদামোদর প্রভু গাইলেন :—

"সেই ত পরাণ নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু॥"

গোপীগণ বহু কাল বিচ্ছেদের পর কুরুক্ষেত্রে মিলিতা হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সময় যেরূপ ভাবে বিভাবিত হ'য়েছিলেন, শ্রীরাধাভাবদ্যুতি শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই ভাব নিয়ে কুরুক্ষেত্র-স্বরূপ নীলাচল হইতে বৃন্দাবন-স্বরূপ সুন্দরাচলে নিয়ে যাবার ভাবে নৃত্য ক'রতে লা'গলেন।

আমাদের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহের অন্যতম শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হ'তে প্রতি বৎসর জগন্নাথাগ্রে একটী কীর্ত্তনের দল বের হ'য়ে নৃত্য সহকারে অপরাপর গানের সহিত উক্ত পদটী বিশেষ আবেশভরে কীর্ত্তন করেন।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু সময় সময় পেছনে পড়ছেন অমনি শ্রীজগন্নাথের রথ স্থির হচ্ছেন এবং শ্রীগৌরসুন্দর আগে চল্‌লে শ্রীজগন্নাথের রথ ধীরে ধীরে চল্‌ছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্র হ'তে বৃন্দাবনে নেবার সময় এরূপ ক'রেছিলেন, উদ্দেশ্য তাঁদের প্রাণনাথ স্বেচ্ছায় তাঁহাদের নিকট থাকুন অথবা তাঁ'র অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভাবে বিভাবিত হয়ে চলছেন।

———

এসব কথা আজ বিস্তৃতভাবে আলোচনা হবে না, কেননা ইহা জীবের সম্পূর্ণ শুদ্ধাবস্থা—নয়ন অগ্রাহ্য কথা; তবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদেরকে যোগ্য ক'রে নেবার জন্য এ সব সুসিদ্ধান্তের সহিত আলোচনা ক'রতে বলেছেন, তাই ভরসা।

———

অতঃপর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর প্রেমভক্তির বিষয় যেগুলি শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কীর্ত্তন ক'রেছিলেন তাহার সরলার্থ করিয়া ২ ঘণ্টাকাল পরে পাঠ সমাপ্ত করা হয়।

“অর্চ্চন”

(প্রবন্ধ-সমালোচনা)

জড়-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ অনেক ব্যক্তি নিজদিগকে অর্চ্চকের বেশে সুসজ্জিত করিয়া উন্নত মার্গে অবস্থিত ভজন পরায়ণ মহাপুরুষগণের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনদ্বারা নিরয়গামী হয়, পক্ষান্তরে অনেক উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি নিজদিগকে রাগমার্গীয় সিদ্ধপুরুষ-জ্ঞানে অর্চ্চনের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শনদ্বারা অহিত বরণ করে। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের অভাবে বা বাহ্যে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত না করায় উক্ত উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিই স্বীয় অধিকার ও কর্ত্তব্যবিষয়ে অজ্ঞতা-নিবন্ধন এপ্রকার অস্থবিধায় পতিত। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিরই পরম-মঙ্গল-সাধনের নিমিত্ত দয়াময় ‘শ্রীগৌড়ীয়’ বর্ত্তমান ১০ম বর্ষ ৪৫ সংখ্যায় “অর্চ্চন”-শীর্ষক একটী সুগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ স্বীয় অঙ্কে সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা ঐ প্রবন্ধটীতে পরমার্থ-শিক্ষা মন্দিরের শিক্ষার্থিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণের নিকট উহার কিয়দংশ উপহার দিতেছি। তৎপূর্ব্বে ‘অর্চ্চন’ ও ‘ভজন’ শব্দদ্বয়ের পরস্পর বৈশদ্য প্রীতিপথে কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

“বদ্ধ-জীবগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ অর্চ্চা-বিগ্রহরূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত”-জ্ঞানে মর্য্যাদা-মার্গে উপচারসহ শ্রীবিগ্রহসেবা ‘অর্চ্চন’ নামে অভিহিত। অর্চ্চনে স্থূল শরীরগত সম্বন্ধ ন্যূনাধিক বিরাজিত। ইহা নবধা ভক্তিরই একটী অঙ্গ। নবধা ভক্তিমূলেই ভজন সম্ভব; সুতরাং ‘অর্চ্চন’ সমগ্র ভজন নহে; উহা ভজনাঙ্গ মাত্র। নবধা ভক্তিমূলে ভজন সম্ভব হইলেও বিশুদ্ধ-প্রবৃত্তি-বৃত্তিতে স্থূল সূক্ষ্ম-দেহরূপ আবরণদ্বয় বিনির্ম্মুক্ত জীবাত্মার নিরন্তরমার্গে ভগবৎ সেবাই ‘ভজন’ বলিয়া অভিহিত। এই ভজনে অর্চ্চনের গৌরব-জ্ঞানের প্রখররশ্মি ক্ষীণপ্রভ প্রতীত হইলেও ইহা স্নিগ্ধ, কমনীয় কৃষ্ণচন্দ্রালোকের মাধুর্য্যোৎকর্ষ ভরপুর। এই ভজনরাজ্যে প্রবেশই প্রকৃত পরমার্থীর একমাত্র লক্ষ্য। এবং ‘অর্চ্চন’ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপ ভজন-দ্বারা নিয়মিত না হইলে এবং অর্চ্চনের উদ্দেশ্য ভজনকে লক্ষ্য না করিলে উহা অসম্পূর্ণ।

‘ভজনরাজ্যে প্রবেশ’ ও ‘রাগমার্গে ভজন’—এক জিনিষ নহে। ‘গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি’ পাইবার আশায় যে সকল এঁচড়ে-পাকা অনধিকারী ব্যক্তি উচ্চাধিকারীর কাচ কাচিতে যায় তাহারা উচ্ছৃঙ্খল। ইহারা আলস্য ও কামুকতার কবলে অচিরেই আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা শাস্ত্রের শাসনভয়ে নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে ভজন করেন তাঁহারা রাগানুগ। রাগমার্গে বিধিমার্গের বিচার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের স্থান নাই; এক কথায় রাগানুগগণ বিধিমার্গের গণ্ডিতে আবদ্ধ নহেন; তাই বলিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খলতা বিধিমার্গানুসরণে বিনষ্ট হয়, এবং বিধি সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হইলে রাগমার্গে প্রবেশের অধিকার হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণ যদি আত্মমঙ্গল লাভ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে বিধি-বিচার পূর্ব্বক ‘অর্চ্চন’-মার্গে প্রবেশ করিতে হইবে। অর্চ্চন ব্যাপারটী নিয়মন। শ্রীগৌড়ীয় উক্ত প্রবন্ধে বলিতেছেন,—

“অর্চ্চনকে প্রাথমিক অনুশীলন মনে করিয়া যদি কোনও অকাম ক ভোগী, বিলাসী বিষয়ী বা তথাকথিত ব্যক্তি অর্চ্চনের প্রতি উদাসীন হইয়া ‘ভজনের’ অভিনয় দেখায় তাহা হইলে তাহার ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো
ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা
ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া॥

গৃহস্থ ব্যক্তির সর্ব্বোত্তম মঙ্গলময়ী ক্রিয়া ত্যাগ, অর্থাৎ অর্চ্চন পরিত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসাদি ব্রতত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর পুনরায় ইন্দ্রিয় চালনা—এই সকল আশ্রম-বিড়ম্বনা মাত্র। ঐসকল ব্যক্তি নিরয়াশ্রমী। অতএব উহারা ভগবন্মায়াবিমূঢ় জানিয়া উপেক্ষণীয় অর্থাৎ উহাদিগকে সম্বর্দ্ধন করিতে হইবে না, উহাদিগকে উপেক্ষাদ্বারা কৃপা করিতে হইবে।

ইহার দ্বারা গৃহস্থের অর্চ্চন ত্যাগকে, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলে বাসাদিপূর্ব্বক বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-পঠনে আচার্য্য-চরণার্চ্চন প্রভৃতি ব্রতপরিত্যাগকে সন্ন্যাসীর বান্তাশী হওয়ার সহিত সমান প্রতিপাদন করিয়াছেন।”

এতদ্বিষয়ে শ্রীগৌড়ীয় শ্রীধর-স্বামিপাদের টীকা এবং শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুবরের ক্রমসন্দর্ভ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। প্রবন্ধবিস্তারভয়ে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

কাহার সম্বন্ধে অর্চ্চন বাধ্যতামূলক তৎসম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় বলিতেছেন—

“যাহারা অত্যন্ত ‘মমাহমিতিধীঃ’ অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে ‘আমি’ ‘আমার’ বুদ্ধিবিশিষ্ট, ধনপুত্রাদিতে অভিনিবিষ্ট, যাহারা স্থূলবুদ্ধি, যাহারা অনিয়মিত, যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত, যাহারা অত্যন্ত আসক্ত— বিষ্ণুর ‘অর্চ্চন’ তাঁহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক—তাহাদের অর্চ্চন করিতেই হইবে—অর্চ্চন না করিলে তাহাদের ‘নরকপাতঃ শ্রূয়তে’।

অর্চ্চনের নিয়মসম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় বলিতেছেন—

“ভোগীর—বিলাসীর—গৃহসুখান্বেষী ব্যক্তির মাঘমাসের—শীতকালের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যায় আলস্য করিয়া শুইয়া থাকিবার উপায় নাই, তাহাকে সেই সময় উঠিতেই হইবে, উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পবিত্র হইয়া, সংযত হইয়া ‘ভগবৎ-প্রবোধন’ করিতেই হইবে—মঙ্গল আরাত্রিকাদি করিতেই হইবে। দারুণ গ্রীষ্মকালে গৃহ দেহাসক্ত সুখপ্রিয় ধনীর বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্রের তলে বসিয়া আত্ম-কুটীরসুখোপভোগ বা দার্জ্জিলিং-সিমলা-শৈলে ভোগোপকরণাদি ভ্রমণ না করিয়া শ্রীবিগ্রহকে বীজন, মলয়জ চন্দন-সংঘর্ষণ-পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে লেপন ও শ্রীবিগ্রহের শৈত্যবিধানের জন্য সর্ব্বদা তৎপর থাকিতে হইবে।

নিষিদ্ধ নৈবেদ্য পরিত্যাগ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-পালন, বিভিন্ন মাসের কৃত্য ও বিভিন্ন উৎ-সবাদির অনুষ্ঠানপর অর্চ্চনপ্রণালীদ্বারা আসক্ত ব্যক্তি ও গৃহস্থাভিমানকারী যে কেবল একাকীই নিয়মিত (regulated) হন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বা সহধর্ম্মিণী-পুত্র-পরিবার—সকলকেই ভগবৎ-প্রীত্যর্থে নিয়মিত হইতে হয়। অর্চ্চনকারী গৃহস্থের অষ্টম বর্ষের পুত্রেরও একাদশীতে অন্ন এবং কখনও অনিবেদিত বস্তু গ্রহণের উপায় নাই, অর্চ্চনকারী ধনীর পুত্রেরও স্বল্প অর্থ-ব্যয়ে অমেধ্য ক্রয় করিয়া ভোগ করিবার উপায় নাই। কারণ, বৈষ্ণব-গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত গৃহস্থ তাঁহার পুত্রকে সর্ব্বদা ভগবৎ সেবার অনুকূল বিষয়েই শিক্ষাদান এবং অনুকূল হইতে কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পর্ক স্বীকার করেন।”

অনেকে বেতনের আশায় বা চর্ব্ব চূষ্য-লেহ্য পেয়াদির লোভে ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া শঙ্খ-ঘণ্টাদি-বাদনদ্বারা নিজ-দিগকে ‘অর্চ্চক’ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহে। তাহাদের ঐকার্য্য ‘অর্চ্চন-পদ-বাচ্য ত’ নহেই, পক্ষান্তরে উহা ভোগ করিবার সুগম পন্থা মাত্র। কারণ ‘অর্চ্চন’ ভোগসাধক যন্ত্র বিশেষ নহে—অর্চ্চন জিহ্বার বেগবৃদ্ধির নিমিত্ত নহে—অর্চ্চন নিয়মনের নিমিত্ত। এতৎসম্বন্ধে উক্ত সংখ্যা গৌড়ীয় সুষ্ঠু বিচার করিয়াছেন।

সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে সুষ্ঠু শ্রবণ না হইলে ‘অর্চ্চন’ সুষ্ঠু হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করে নাই, তাহাদের মধ্যে অর্চ্চনের যে আড়ম্বর দৃষ্ট হয় উহা কর্ম্মাড়ম্বর মাত্র। ঐ আড়ম্বরে ভজনরাজ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা নাই। তাই শ্রীগৌড়ীয় বলিতেছেন—

“সাধারণতঃ অর্চ্চন ব্যাপারটী খুব প্রাথমিক ভক্ত্যনুকূল চেষ্টা। অর্চ্চন—কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা (Bordering line) ‘অর্চ্চন’কে একটুকু ভুলভাবে বুঝিলেই কর্ম্মরাজ্যের সীমানায় পতিত হইতে হয়—অর্চ্চনে সত্যাগ্রাহী, অভিবাড়ী, অত্যভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িলেই কর্ম্মী হইয়া যাইতে হয়—সেবোন্মুখতা কমিয়া যায় আর অর্চ্চন সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইলে ভক্তি বা কীর্ত্তনময় হইয়া পড়ে।”

পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে, কনিষ্ঠাধিকারী সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সুষ্ঠুরূপে অর্চ্চন করিবেন এবং অর্চ্চন সুষ্ঠুরূপে হইতেছে কিনা তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন। অর্চ্চনের ফলে যদি বৈষ্ণব সেবায় প্রবৃত্তি উদয় হয়, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে ‘অর্চ্চন’ ঠিক হইতেছে, নতুবা অর্চ্চনাভিনয়টীদ্বারা “ভস্মে ঘৃত ঢালা” হইতেছে মাত্র। শুধু কনিষ্ঠাধিকারীর কেন, মধ্যমাধিকারী গৃহস্থেরও অনুক্ষণ কীর্ত্তনের সহিত বাহ্যে অর্চ্চনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় বলিতেছেন—

“যাঁহারা মধ্যমাধিকারে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন অথচ বাহ্যে গৃহস্থের আশ্রয় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদেরও বাহ্যে অর্চ্চনের আকার সংরক্ষণ করা আবশ্যক। “আমি অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ব্যাপারেই ব্যস্ত, অর্চ্চনের ক্ষণ-মাত্র সময় নাই”—ইহা বলিয়া বাহ্যে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিলে, তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহ্যে যদি অর্চ্চনের আদর্শ না থাকে, তবে অন্যান্য গৃহস্থগণ ক্রম-মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না—তাঁহারাও একেবারে অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবেন, কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যও বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং অনুক্ষণ-কীর্ত্তনকারী গৃহস্থাশ্রমীও অন্তরে পূর্ণভাবে কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি সংরক্ষণ করিয়া বাহ্যে অর্চ্চনের আদর্শ প্রদর্শন করিবেন। ‘অর্চ্চন’-স্বীকারের অর্থ—অপ্রাকৃতসবিশেষ ভগবত্তা স্বীকার—ইহা Personality of Godhead স্বীকারের প্রথম সোপান।”

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই মূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তাহার নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

——

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সার্দ্দেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

চৈতন্যভাগবত

মধ্যখণ্ড লাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

——

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

জগদ্গুরুবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসজ্জ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মকপোতোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-আনন্দদায়িনী বৈকুণ্ঠ-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালদর্প, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, জীবের স্বাধীনতা, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিগ্রহের দর্শন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকোত্তরতা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণবিজ্ঞান, বৈষ্ণব, শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী অবদানিক বক্তৃতাসমন্বিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অদ্যৈব ভগবতঃ প্রপদ্যে কবোদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকর্ষিত্রির শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বাণ্ডসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিনয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যবিবরণ-সহ বৃহৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদীমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার, বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রামাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্রেষ্ঠ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ／১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ／৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ／৹ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।৹ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸৹ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কয়েদী ও পুলিসে লড়াই

লাহোর হইতে প্রকাশ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দশ জন কয়েদী জেলে যাইবার সময় পথে নিকট ট্রেণে পুলিশ প্রহরীদের আক্রমণ করিয়া পলাইয়া যায় এবং এই ঘটনার ফলে জনৈক হেড কনষ্টেবল নিহত হয়। ইহাদের মধ্যে বব্বর আকালী রতন সিং সর্বাপেক্ষা ভয়ানক লোক। তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার তিন হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৫ই জুলাই হোসিয়ারপুর জিলার রুড়কী গ্রামে এই রতন সিংকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শেখ আবদুল্লা অধীনে অপরাহ্নকালে পুলিস ও গ্রামবাসিগণ যে বাড়ীতে রতন সিং বাস করিতেছিল তাহা ঘেরাও করে। রতন সিং তখনই গুলী চালাইয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার ও পলায়ন করিবার চেষ্টা করে।

পুলিসদল ও তাহার মধ্যে তিন ঘণ্টা ধরিয়া লড়াই চলে এবং শেষ পর্য্যন্ত রতন সিং নিহত হয়। তিন জন পুলিস কনষ্টেবল এবং জনৈক গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে এবং আর একজন গ্রামবাসী গুরুতর আহত হইয়াছে।

সাহেবের বেশে ডাকাতি

দিল্লী হইতে প্রকাশ, ১৫ই জুলাই রাত্রি ৯টায় আগ্রায় এক ভীষণ সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ৭ জন লোক য়ুরোপীয়ের পোষাকে, মাথায় হ্যাট পরিয়া ও মুখে মুখোস দিয়া শম্ভুপ্রসাদ বিহারীলালের নামের কারবারের অফিসে প্রবেশ করে। তথায় যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের সকলকেই তাহারা ভয় দেখায় এবং দুর্গাপ্রসাদ মুনিমকে গুলী করিয়া হত্যা করে। কারবারের মালিক শ্রীযুত যমুনাদাসকেও গুলী করা হয়; তিনি জখম হইয়াছেন। ডাকাতেরা কিন্তু কিছুই হস্তগত করিতে পারে নাই। তবে তাহারা পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে। কেহই তাহাদিগকে চিনিতে পারে নাই। ২০ মিনিট পরে পুলিস তথায় যাইয়া পৌঁছে। এই সম্পর্কে অনেক জায়গায় খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

পুত্রের জরিমানার দায়ে পিতা

নাটোরের উকিল শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র একখানি আবগারী দোকানে শান্তিপূর্ণ ভাবে পিকেটিং করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটোরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এম মুখোপাধ্যায় ঐ জরিমানার টাকা প্রদান করিবার জন্য উক্ত শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২ নম্বর অর্ডিনান্সের ২৮ ধারা অনুসারে আদেশ করিয়াছেন। উক্ত আদেশ সম্বন্ধে পুনর্বিচার জন্য উক্ত শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার এন, সি ঘোষের আদালতে আবেদন করায় রুল জারির আদেশ প্রদত্ত হয়। হাইকোর্টে বিচারপতিদ্বয় গত শুক্রবারে উক্ত রুলের বিচার শেষ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শুনিয়া রুল নাকচ করিয়া উক্ত আদেশ সমর্থন করিয়াছেন।

সমুদ্রবক্ষে বৈমানিকের বিপদ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রয়েল বিমান বাহিনীর আটজন বৈমানিক বড়ই বিপদে পড়িয়াছিল। উড়িতে গিয়া তাহারা আয়র্লণ্ডের উত্তর উপকূলে সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। সঙ্গে 'ফ্লাইং বোট' থাকায় তাহারা অতল সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায় নাই। ভেলায় ভেলায় যেমন করিয়াই হউক তাহারা রক্ষা পাইয়াছে।

গ্রীক্ ষ্টিমার 'নিকস' ছয় জনকে তুলিয়া লইয়াছিল। বাকী দুইজন পাঁচঘণ্টাকাল রবারের ডিঙ্গাতে জলে ভাসিয়াছিল। পাঁচঘণ্টা সমুদ্রে থাকিবার পর অবসন্ন অবস্থায় তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

উহাদিগের 'ফ্লাইং বোটগুলি' উত্তাল তরঙ্গের ঝাপটায় ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার খোঁজ খবর নাই।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চাঞ্চল্য

গত শুক্রবার প্রধান প্রেসিডেন্সীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে যখন গিরিধারীলাল বনাম ভূপেন্দ্রনাথ সিংহের মামলার শুনানী হইতেছিল তখন এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় বাদীপক্ষের কৌঁসুলী ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

সর্দ্দা আইনের মামলা

গত শুক্রবার আলিপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর কে, এল মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে খড়দহের বাবু শ্যামলাল দাস মাড়োয়ারী সর্দ্দা আইনমতে বারাকপুরের গৌরীসহায় আগরওয়ালা ও খড়দহের সোনারাম আগরওয়ালার বিরুদ্ধে এক মামলা আনয়ন করিয়াছে। ফরিয়াদীর বিবরণে প্রকাশ, গৌরীসহায় তাহার নবম বর্ষীয়া কন্যা বরদীকে সোনারামের দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র গোবর্দ্ধনের সহিত বিবাহ দিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে আবেদনকারী বিবাহে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বারাকপুরের মহকুমা হাকিমকে ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ডাকঘরে জুয়াচুরি

নাথিকা হাজাম নামক একজন পশ্চিমা স্বীয় নামধেয় অপর একজনের সেভিংস ব্যাঙ্কের পাশ বহি হস্তগত করিয়া ডাক কর্ত্তৃপক্ষকে ঠকাইয়া একহাজার তিনশত ষাট টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে চোরাবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর এম, ফজলুল করিম কর্ত্তৃক এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও আটশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আসামীকে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আমেরিকা ও রুসিয়া আক্রমণ

বার্লিন হইতে প্রকাশ, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড জন জাপানের সহিত যে চুক্তি করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণী এখনও তাহা মানিয়া লন নাই। সমগ্র য়ুরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রুসিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে কি না, এই কথা জার্ম্মাণী জানিতে চাহিয়াছে। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের চুক্তি পত্র জার্ম্মাণী বাতিল করিয়া দিবে।

কীর্ত্তি কিষাণ অফিসে পুলিস

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় পুলিস লাহোর লাউন্ডা বাজারস্থিত কীর্ত্তিকিষাণ সম্প্রদায়ের আফিসে খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ, ভগৎসিং সম্পর্কীয় একখানি পুস্তিকা সম্পর্কে এই খানা তল্লাস হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে পাঞ্জাব সরকার এই পুস্তিকাখানি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে।

সীমান্তে আবার সংঘর্ষ

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি সৈন্যেরা মাওদ ও শাকাই ওয়াজিরদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উহা উভয় জাতিদের সামান্য লড়াই মাত্র। টাউভাচিনা হইতে ওয়ানা পর্য্যন্ত যে নূতন পথ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে এলাকা সমস্যা লইয়া এই বিবাদ উপস্থিত হ[illegible] উভয় দলেরই মালিকরা নিজেদে[illegible] লোকজনকে যতদূর সম্ভব সংযত রাখিব[illegible] চেষ্টা করিতেছেন।

বালিকা হত্যার চেষ্টা

পঞ্চদশ বৎসর বয়স্কা বালিকা মিঃ [illegible] রবার্টসনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিব[illegible] অভিযোগে দেশীয় খৃষ্টান এইচ, লুক[illegible] কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজি[illegible] ষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছি[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবারে উক্ত মামল[illegible] প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া আসামী[illegible] হাইকোর্টে দায়রা সোপর্দ্দ করি[illegible] য়াছেন।

বালিকাটির উক্তিতে প্রকাশ, বালিক[illegible] যে বাড়ীতে বাস করিত আসামীও [illegible] বাড়ীতে বাস করিত। গত ১৯শে [illegible] বালিকাটি যথারীতি ভ্রমণে বা[illegible] হইয়াছিল। সে যখন ডিকসন লে[illegible] মধ্যে দিয়া গমন করিতেছিল সেই স[illegible] লুকাস তাহার সহিত মিলিত হয়। বালিকাটিকে একটি গুদামের মধ্যে টা[illegible] লইয়া গিয়া তাহাকে শ্বেতবর্ণ কিছু [illegible] উদরস্থ করিতে বলে। বালিকা উহ[illegible] স্পষ্টভাবে অসম্মতি প্রকাশ ক[illegible] আসামী তৎপরে একখানি ক্ষুর ল[illegible] বালিকাটীকে আক্রমণ করে এবং তাহ[illegible] স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে। ঐ স[illegible] এক ব্যক্তি উক্ত গুদামের দ্বার উন্মো[illegible] করায় আসামী পলায়ন করে। বালিক[illegible] অনন্তর গৃহে গমন করে। তথা হই[illegible] তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

সরকারী উকিল রায় বাহাদুর টি, [illegible] সাধু আদালতকে বলেন, আসামী [illegible] সার্জ্জেণ্টকে আহত করিবার অভিযো[illegible] অপর একটি মামলায় ইতঃপূর্ব্বে দা[illegible] সোপর্দ্দ হইয়াছে।

ডাকলুঠের মামলা

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, [illegible] ডাকলুঠের সম্পর্কে ৭ জন বাঙ্গালী[illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত [illegible] জুলাই তাহারা অব্যাহতি লাভ [illegible] কিন্তু মুক্তির অব্যবহিত পরেই [illegible] সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বিধান[illegible] সারে তাহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার [illegible] হইয়াছে। উক্ত মামলার একজন আ[illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছিল এবং পরে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়াছি[illegible] তাহাকে সতর্ক করিয়া মুক্তিদান হইয়াছে।

টেলি — শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাপ্তাহিক ও
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিক পত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৯ ২০শে জুলাই ১৯৩২

নয়াপাড়ায় ভীষণ ডাকাতি

ধলেশ্বরীতে ভীষণ নৌকাডুবি

লবণ তৈয়ারীতে অনুমতি

রেলগাড়ীর প্রতি বোমা নিক্ষেপের অভিযোগ

নারীর বেশে বিদ্রোহী

বাজ পড়ায় দুই ঘণ্টাকাল ট্রেণ বন্ধ

চট্টগ্রামে গোরস্থান কলুষিত

শ্রীযুত ক্লাইকারের মামলা

বনমানুষের সঙ্গে বসবাস

নরহত্যার মামলা

দুই বন্ধুর আত্মহত্যা

নানা কথা

নয়াপাড়ায় ভীষণ ডাকাতি

গত শুক্রবার রাত্রি ১টার সময় গুজর-নয়াপাড়া গ্রামে মৃত তারিণীচরণ চৌকিদারের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। চৌকিদারের বিধবা স্ত্রী ও তাহার এক বিধবা কন্যা নিজ ছেলে পিলে লইয়া ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল। এমন সময় ৭।৮ জন ডাকাত ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে ও তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া সকলকে হাত পা বাঁধিয়া ফেলে এবং চীৎকার করিলে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সিন্দুকের চাবি হস্তগত করে। অতঃপর বাক্স, সিন্দুক ইত্যাদি খুলিয়া ৭।৮ শত টাকার সোণারূপার অলঙ্কার ইত্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। প্রকাশ, যে, ঐ ডাকাতগণ অনেকেই ঐ দেশের অধিবাসী। ২।৩ জনকে নাকি চিনিতেও পারা গিয়াছে। পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। এখনও কোন ডাকাত ধৃত হয় নাই।

লবণ তৈয়ারীতে অনুমতি

যেখানে লবণ সংগ্রহ বা তৈয়ারী করিবার সুবিধা আছে সেই সব গ্রামের অধিবাসীদের বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা এখন হইতে নিজেদের ব্যবহার বা নিজেদের গ্রামে বিক্রয়ের জন্য লবণ তৈয়ারী করিতে পারিবে। কিন্তু গ্রামের বাহিরে কোন লোককে তাহারা লবণ বিক্রয় করিতে পারিবে না; কাহারও সহিত ব্যবসায় করিতেও পারিবে না।

নারীর বেশে বিদ্রোহী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রি বেলায় একদল পেশোয়ারী পুলিস সেখ মহম্মদী গ্রামের একখানি বাড়ী ঘিরিয়া ফেলে। এই বাড়ীতে দিলবর নামক একজন দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতির বিদ্রোহী লুকাইয়া ছিল।

দিলবর মেয়ে মানুষের পোষাক পরিয়া যখন পলাইবার চেষ্টা করে তখন দুইজন কনষ্টেবল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। অতঃপর দিলবরকে আহত অবস্থায় লেডী রেডিং হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

চট্টগ্রামে গোরস্থান কলুষিত

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় নিহত সার্জ্জেণ্ট মেজর ফ্যারেল ও ওয়াকারের গোরস্থান গত ১৬ই জুলাই প্রাতে কলুষিত ও ক্রসসমূহ ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। আরও প্রকাশ যে, গোরের উপরিস্থিত প্রস্তরের উপর খড়ির দ্বারা রিভলভারের চিত্র অঙ্কিত ও বিপ্লবাত্মক কথাসমূহ লিখিত হইয়াছে। পুলিশ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে।

বনমানুষের সঙ্গে বসবাস

জোহানেসবার্গে একটী বালক চারি-মাস যাবৎ বনমানুষের সঙ্গে বসবাস করিতেছিল। সম্প্রতি তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ একটী বালককে পাহাড় পর্ব্বতের ভিতর বনমানুষদের সঙ্গে ছুটাছুটী করিতে দেখে এবং তাহারা উহাকে অনুসরণ করিয়া এক গুহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। সেখানে যাইয়া তাহারা দেখিতে পায় যে, কাঁচা মাংস, ছাগের হাড় ও ভুট্টা ইত্যাদি গুহার ভিতর ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তি[illegible]	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কুরুক্ষেত্র	১০। শ্রীভক্তি[illegible]	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কভূর	১১। [illegible]	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রাত্যহিক শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি, ৫৩১৪

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীযশানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅভয়চরণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রী[illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅপ্রমেয় ন্যায়তত্ত্ববিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপ্রাণ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জনাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম. এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউৎকল অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিত্যাইচরণ অধিকারী, শ্রীমধুরানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তরিজ্ঞের, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীব দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয় মঠ

কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ [illegible] শ্রীধর। [illegible]

(৩২) [illegible]

[illegible], ঢাকা, [illegible]

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৩রা শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৪ঠা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২০শে জুলাই ইং ১৯৩২ বুধবার | ১১৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ মহী আচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপরিকরে মাসাধিককালব্যাপী মদ্রদেশের রাজন্যবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া আপামর সাধারণকে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বন্যায় প্লাবিত করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দরের এবং তদীয় ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণরজস্পর্শে সৌভাগ্যবতী গোদাবরীতীরে "রামানন্দ গৌড়ীয় মঠ" সংস্থাপন এবং তদ্রূপলক্ষে অসংখ্য সুকৃতিমান্ ব্যক্তিকে ভক্তিরাজ্যের চরমোৎকর্ষের বিষয় শ্রবণ-সৌভাগ্য প্রদান করত গত ১৩ই জুলাই বুধবার (১৯৩২) তারিখে "শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ" হইতে শুভযাত্রা করিয়া ১৪ই জুলাই উৎকল প্রদেশস্থ ভুবনেশ্বর শুভাগমন করিয়াছেন। সম্প্রতি তথায় ত্রিদণ্ডিমঠ পুনরুদ্ধার করত তিনি সত্বরই অকণ্টক হইয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১৩ই জুলাই সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুদ্ধ আত্মবৃত্তির বিষয় কীর্ত্তনমুখে আলোচিত হয়।

আত্মতত্ত্ব-বিচারে আমরা আত্মা ও তদাশ্রয়স্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ দেহ ও মনের কথা শুনিতে পাই। এই আত্মা (আমি) অবিনাশী, নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল, আর দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য বা নশ্বর। প্রতি মুহূর্ত্তে দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াও আমরা এই উপাধিদ্বয়কে আমি (আত্মা) মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হই এবং ঐ দেহমনের প্রীতিকেই আমার স্বধর্ম্ম বিবেচনা করত অনিত্য বিষয়ে ধাবিত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করি। কিন্তু আত্মা কখনও অনাত্মার বা অনিত্য বস্তুর অনুশীলন করে না। আত্মার বৃত্তি—একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন; আত্মবৃত্তিতে অন্য কোন ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তির বা ধর্ম্মের অপব্যবহারফলে পরমাত্মা ব্যতীত খণ্ড বস্তুতে মমতাপ্রযুক্ত আমাদের আত্মার বৃত্তি লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কথাও ঠিক নয়; কারণ চেতনের বৃত্তি লুপ্ত থাকে না, উহা সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল, তবে কৃষ্ণানুশীলন না হওয়ায় আত্মবৃত্তির অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। যখন জীব হরিভজন করে না, তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য বস্তুতে ধাবিত হইতেছে। যেমন, আমরা যদি দিল্লী যাইব মনস্থ করিয়া হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া দিল্লী মেলে না চাপিয়া ভ্রমবশতঃ পাঞ্জাব মেলে চাপিয়া বসি, তা'হলে আমাদের ষ্টেশনে যাওয়া, গাড়ীতে চড়া বা শারীরিক চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু আমাদের গন্তব্য স্থান দিল্লীতে পৌঁছান যায় না। সেইরূপ আত্মার নিত্যক্রিয়াশীলা সেবাবৃত্তিটী রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অনাত্মবস্তুতে অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, বন্ধুবান্ধব বা দেশের সেবায় নিযুক্ত হওয়ায়—সেব্যবস্তুর নির্দ্দেশ না হওয়ায় সারাজীবনটী ব্যাপিয়া আমরা যাহা কিছু করিতেছি সবই পণ্ডশ্রম হইয়া যাইতেছে এবং তৎফলে আমরা কখনও অনিত্য স্বর্গভোগ বা কখনও নরকভোগ করিতেছি—নিত্য আনন্দের সন্ধান পাইতেছি না।

আলোক অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, শ্রেয়ঃ-প্রেয়, সুপথ-বিপথ এ'গুলি নিত্যকালই আছে বা থাকিবে। তবে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচারপরায়ণ হইয়া এ'বিষয় সাধুসঙ্গে আলোচনাফলে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন।

এখানে বৈকুণ্ঠযাত্রী গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ ও তদ্বিপরীত নরকের যাত্রী বিষয়াসক্ত স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও পাশাপাশিভাবে রহিয়াছে। এই ভাল-মন্দ দুইটী বস্তু গ্রহণের যোগ্যতাও জীবের আছে। যাঁহারা এই দুইএর তারতম্য বিচারপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ-প্রয়াসী ও ভগবদ্‌সেবাভিলাষী, তাঁহাদেরই জীবনের সার্থকতা বা আত্মবৃত্তির সদ্ব্যবহার, আর ইহার অসদ্ব্যবহারেই যত অসুবিধা—যত অমঙ্গল। হস্তের দ্বারা জীবহিংসা করাও যায়, আবার সেই হস্তের দ্বারা ভগবানের সেবাও করা যায়। কেবল ব্যবহারের পার্থক্যে ইহা কুফল ও সুফলপ্রদ।

বর্ত্তমানকালে 'আমার' সুখ ও 'আমি'—এই উভয়ের মধ্যে যে মিত্রতা, তাহা কাল্পনিক বা মিথ্যা। এই আপাতমধুর মিথ্যা অজ্ঞানতা পরিহারপূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণবের প্রীতির জন্য চেষ্টা বা তাঁহাদের সহিত মিত্রতা করিলেই আমাদের সব সুবিধা হইয়া যায়। এই কথা না শুনিয়া যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহাদের জন্য সমুচিত দণ্ড অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্যবৃত্তির অপব্যবহার-ফলেই এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আত্মবৃত্তির অপব্যবহারকারী অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে অপব্যবহার দোষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় আত্মবৃত্তিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ আমাদের অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পচা গুড় ছাড়িতে হইলে যেমন সুমিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজন এই বিষয়বস্তুভোগ ত্যাগ করিতে হইলেও সেইরূপ সুমধুরতম সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়—তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই।

আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে যখন কোন মহাজন কৃপা করিয়া আমাদের দুর্দ্দশার কথা জানাইয়া দেন, যখন আমরা কামমনোবাক্যে সেই মহানুভবের চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎ সেবায় উন্মুখ হই, তখন আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়। অতএব গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অন্যাভিলাষ বা ভগবান্ বা গুরুবৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বক্ষণ ঐকান্তিক প্রার্থনাই জীবন শ্রেষ্ঠ বন্দনীয় এবং তাহাই চরমে আত্মবৃত্তির সদ্ব্যবহারোদ্দেশক।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার

অদ্বৈতাসিদ্ধি

বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ রামানুজস্বামী কেবলাদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তে সপ্ত প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মায়াবাদী সম্প্রদায় উক্ত পূর্ব্বপক্ষসমূহের সঠিক্ উত্তর না দিয়া অন্যান্য অবান্তর কথাকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার উত্তরপক্ষ সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভে বৃথা গৌরবান্বিত হইয়াছেন মাত্র। শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ধুরন্ধর আচার্য্য ব্যাসরাজস্বামী "শ্রীন্যায়ামৃত"-গ্রন্থে কেবলাদ্বৈত-বাদ-সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা অতিস্ফুট-রূপে প্রদর্শন করিলেও কেবলাদ্বৈত-সম্প্রদায়-অধস্তন শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ন্যায়ামৃতের পূর্ব্বপক্ষ বুঝিতে না পারিয়াই হউক অথবা কপটতা পূর্ব্বক বুঝিয়াও না বুঝিয়া নানা অবান্তর কথাকে "ইহাই ত' তোমার 'পূর্ব্ব পক্ষ' আছে। ইহার উত্তর দিতেছি" বলিয়া 'অদ্বৈত সিদ্ধির' স্বপ্ন সফল করিবার যে যত্ন করিয়াছেন তাহা শ্রীমদ্‌ব্যাসরাজস্বামীর অনুগ শ্রীব্যাসরায় তীর্থ তদীয় 'তরঙ্গিণীতে' তাহা অলীক স্বপ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া মায়াবাদীর কপটতা লোক-লোচনে প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। আমরা তাহা পর প্রবন্ধে প্রদর্শন করিব। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা 'বিশিষ্টাদ্বৈত'-মতে মায়াবাদে যে সপ্ত প্রকার দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই আলোচনা করিব।

প্রথম—আশ্রয়ানুপপত্তি দোষ

অর্থাৎ মায়াবাদীর কল্পিত অবিদ্যার আশ্রয় নির্ণয় হয় না। যেহেতু, অবিদ্যাবশে যদি জীবের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই অবিদ্যা কখনই জীবে থাকিতে পারে না, তাহাকে অন্যত্রই থাকিতে হয়; জীবাশ্রিত অবিদ্যা জীবের উৎপাদক হয় না, হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ হয়। আর যদি ব্রহ্মকেই অবিদ্যার আশ্রয় বল, তাহাও সম্ভবপর নহে। কারণ ব্রহ্ম, জ্ঞান-স্বরূপ ও স্বপ্রকাশ বস্তু; তাঁহাতে অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা থাকিবে কি প্রকারে? সূর্য্যকে অন্ধকারের আশ্রয় কি বলিতে পার? অতএব মায়াবাদীর অবিদ্যার আশ্রয় নির্ণীত না হওয়ায় তদীয় অবিদ্যাও অসিদ্ধ।

দ্বিতীয়—তিরোধানানুপপত্তি দোষ

অর্থাৎ মায়াবাদী কল্পিত অবিদ্যা কোন প্রকারেই ব্রহ্মকে আবরণ করিতে বা তিরোধান করিতে পারে না। যিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ তাঁহাকে অবিদ্যা কি প্রকারে আবৃত করিবে? ইহা সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মেরই স্বরূপ-হানি স্বীকার করিতে হয় কিন্তু তাহা মায়াবাদী স্বীকার করিতে পারেন না সুতরাং অবিদ্যাবশে ব্রহ্মের তিরোধান হয় ইহা সিদ্ধ না হওয়ায় অদ্বৈতবাদের মূলই উচ্ছিন্ন হইতেছে।

তৃতীয়—স্বরূপানুপপত্তি দোষ

অর্থাৎ মায়াবাদী 'স্বপ্ন' ভার্য্যায় সঙ্গ-ক্রমে অবিদ্যারূপিনী যে কন্যার জন্ম দান করিয়াছেন, তখন তাহাকে ত' একটা কিছু বলিতেই হইবে, তখন হয় ইহা সৎস্বরূপ, না হয় অসৎ-স্বরূপ। কিন্তু মায়াবাদী অবৈধ স্বপ্ন-ভার্য্যায় যে অবিদ্যা কন্যার জন্ম দান করিয়াছেন লোক-লজ্জার ভয়ে সেই কন্যার স্বরূপ-নির্ণয়ে পরাঙ্মুখ। তাহাকে সৎস্বরূপও বলেন না, অসৎস্বরূপও বলেন না। কিন্তু বস্তুতঃ যতক্ষণ ইহাকে যথার্থ অনর্থকারক ভ্রম এবং ব্রহ্ম ভিন্ন না বলা যায় ততক্ষণ ইহার মালিকত্বই সিদ্ধি হয় না। মায়াই ত' যত অনর্থের মূল। সুতরাং মায়াবাদীর অবিদ্যা যে সদসদ্‌ভিন্ন স্বরূপ তাহা উৎপন্ন হয় না সুতরাং অবিদ্যায় কল্পিত স্বরূপই অসিদ্ধ।

চতুর্থ—অনির্ব্বচনীয়ত্বানুপপত্তি দোষ

অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী যে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া বা অবিদ্যা স্বীকার করেন, তাহা ভাবস্বরূপ কিম্বা অভাবস্বরূপ নহে বলিয়া কোনরূপ লক্ষণেই লক্ষণান্বিত নহে। জ্ঞানমাত্রই হয় ভাব, না হয় অভাব বস্তুকে বিষয় করে। যদি বলা হয় জ্ঞানের যে বিষয় তাহা ভাবরূপও নহে, অভাবরূপও নহে, তাহা হইলে সকল বস্তুই সকল জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। সুতরাং অবিদ্যাকে যে অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ বলিয়া তাহার লক্ষণ সম্ভব বলিবে, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, অনির্ব্বচনীয় বলিলেই হয় তাহা ভাব, আর না হয় তাহা অভাবের অন্তর্গত হইবেই। অতএব মায়াবাদীর অবিদ্যার লক্ষণই সিদ্ধ নহে।

পঞ্চম—প্রমাণানুপপত্তি দোষ

অর্থাৎ তাদৃশ অবিদ্যার কোন প্রমাণ নাই। মায়াবাদী অবিদ্যা-সম্বন্ধে কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান এবং কি শব্দ—কোন প্রমাণই দিতে পারেন না। অতএব মায়াবাদীর কল্পিত অবিদ্যা অঙ্গীকারে প্রমাণের অনুপপত্তি হইতেছে।

ষষ্ঠ—নিবর্ত্তকানুপপত্তি দোষ

অর্থাৎ নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানে মায়াবাদীর এই অবিদ্যার নিবৃত্তিও হইতে পারে না। কারণ, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানই অসম্ভব। যে-বস্তু সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ হউক না কেন, তাহা সগুণ। অতএব অদ্বৈতবাদীর কল্পিত নির্গুণ-ব্রহ্ম-জ্ঞানে কল্পিত অবিদ্যার নিবৃত্তিও হইতে পারে না এবং অবিদ্যানিবৃত্তি না হওয়ায় মায়াবাদীর সুখের সংসারের স্বপ্ন অর্থাৎ 'নির্ব্বাণ'-মুক্তি অর্থাৎ ঘটাকাশ ভাঙ্গিয়া পটাকাশ হইবার সাধও পূর্ণ হইল না; কেবল কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় পা বাড়াইয়া সমুদ্র পার হইবার কল্পনায় বৃথা আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টাই হইল—তাহার কূপ কখনই সমুদ্র নহে।

সপ্তম—নিবৃত্ত্যনুপপত্তি দোষ

অর্থাৎ মায়াবাদীর অবিদ্যার নিবৃত্তিও সম্ভবপর নহে। কারণ, অদ্বৈতবাদীর অবিদ্যা অনাদি-ভাবরূপ। অনাদি-ভাবরূপ বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ অসম্ভব।

এই সাতটী অখণ্ডনীয় দোষবশতঃ 'মায়াবাদ মত' নিতান্ত যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন ও অসার বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল।

আত্মপ্রসাদলাভের হেতু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী)

কেন আমাদের হরিভজন হইতেছে না কেন আমাদের চিত্ত জড়বিষয়-চিন্তায় আসক্ত হইয়া পড়িতেছে, কৃষ্ণকাম, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণভজন-সেবায় কেন আমাদের উৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবার পরিবর্ত্তে জাড্য আসিয়া পড়িতেছে ইত্যাদি প্রশ্ন-গুলির সমাধান করিবার জন্য যাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, যিনি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির-পথে সমাগত অনর্থ সমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় 'ত্রাহি মধুসূদন' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন, জাগতিক কোন স্বার্থসংসিদ্ধি-জন্য নহে, সত্য সত্য কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের জন্যই যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে গুরু-রূপে দর্শন দান করিয়া তৎপ্রাপ্ত্যুপায়-স্বরূপ ভজন-রহস্য ব্যক্ত করেন।

'কি করিয়া গুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করা যায়'—জীব-গণকে এই শিক্ষা-প্রদান-লীলায় শ্রীভগবান্ ব্যাসদেব যখন তাঁহার সরস্বতী-তটবর্ত্তী 'শম্যাপ্রাস' নামক আশ্রমে আপনাকে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত অপ্রসন্ন মনে করিয়া খেদ করিতেছিলেন সেই সময় কৃষ্ণেচ্ছায় শ্রীভগবৎপার্ষদ দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। দেবর্ষি শ্রীব্যাসের বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীব্যাস-দেব আত্মপ্রসাদন্যূনতার কারণ-নির্ণয়ে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক যখন শ্রীগুরুদেব নারদ গোস্বামিপ্রভুকে উহার প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন নারদ কহিলেন—"হে মহর্ষে, আপনি সর্ব্ব-স্বরূপ হইতে শ্রীভগবৎস্বরূপের উৎকর্ষ এবং শ্রীভগবানের সর্ব্বোৎকর্ষদ্যোতিনী পূত-লীলা-মহিমা স্পষ্ট-রূপে কীর্ত্তন করেন নাই। শ্রীভগবানের নাম—রূপ-গুণ-লীলা-কথার সম্যক্ কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন না হইলে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-প্রতিপাদক জ্ঞানের অনুশীলনে ভগবান্ শ্রীহরির সন্তোষ হয় না; যাহাতে ভগবানের সন্তোষ নাই, তাহার বর্ণনে আপনার সুখ কিরূপে হইবে? আপনি ভক্তি-সমাহিত চিত্তে শ্রীহরির-চরিত্র-কীর্ত্তন করুন, তাহা হইলেই আপনার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইবে।"

শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকথিত উপদেশানু-সারে শুদ্ধভক্তিযোগাবলম্বনে শুদ্ধীকৃত-চিত্তকে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে সমাহিত করিয়া স্বরূপশক্তিসমন্বিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে, সেই কৃষ্ণদর্শনে বিঘ্নপ্রদান-কারিণী শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মায়াকে এবং স্বরূপতঃ চিন্ময় কৃষ্ণদাস জীব সেই মায়ামুগ্ধতাক্রমে কেমন করিয়া আপনাকে জড়ভোক্তা মনে করিয়া অনর্থের আবাহন করেন, আবার অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-যোগাবলম্বনে কি করিয়া সেই অনর্থের উপশম হয়, তাহা দর্শন করিলেন; মায়ামুগ্ধ জীবকুল এই ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলিয়া কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীব্যাসদেব লোকের মঙ্গলের জন্য শুদ্ধ কৃষ্ণকথাময়ী পারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া সুপ্রসন্ন হইলেন। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সেই শ্রীমদ্‌-ভাগবত-শ্রবণেই হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-জন্য অপ্রসন্নতা দূর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-ভক্তির উদয়ে সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রসন্নতা লাভ হয়।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চেষ্টায় নিত্যে ভোক্তা সাজিবার দুর্দ্দৈব আসিয়া পড়ে বলিয়া একমাত্র শুদ্ধভক্তিযোগাবলম্বনেই আত্মার পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ সম্ভব হয়। কেন ভজন হইতেছে না, কোথায় কোন্ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, ইহা নিরূপণ করিতে একমাত্র কৃষ্ণানুরঞ্জন গুরুদেব এবং তদনুকম্পিত বৈষ্ণবগণই সমর্থ। সুতরাং নিরন্তর তাঁহাদের সাহচর্য্য ব্যতীত জড়মনো-বৃত্তিলাভের কোন আশা নাই। গৃহে বিষয়ী লোকের সঙ্গে থাকিয়া যে কিছু ভজন চেষ্টা করা যায়, তাহাতেই অনেক বাধাবিঘ্ন পাওয়া যায় বলিয়া সেইরূপ ভজনকে পরিত্যাগ করিতে পারলে আত্ম-মঙ্গলই লাভ হয়।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, প্রৌঢ় ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নববীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ, রায় এম্, এ, প্রত্নতত্ত্ববিদ কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট রেক্সিন বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামকীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বঙ্গ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

মুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেখিবার স্থানাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দর্ভ ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। একরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রেম—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে শ্রেষ্ঠ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তরত্ন-পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে, এই গ্রন্থমুক্ত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার পরিষ্কৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যথোচিত বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অর্থসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবৎ পিপাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড় বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক বহু গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাদের সুন্দর বঙ্গানুবাদ ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল শ্লোক অক্ষরে ডবল ক্রাউন আকারের বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ৩॥০ টাকা। ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুরে
"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

শিশুদের অব্যর্থ মহৌষধ

বক্ষঃস্থলের ব্যবহার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।॰ আনা, পাইট ॥৶॰ আনা, বোতল ১৶॰ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস
গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা
গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১॰ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ লক্ষ্য করুন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকাবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

আরবান কোঅপারেটীভ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩ বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২ "	"	"				৮॥॰
১ "	"	"	"			
৬ মাস		"	"			৭॥॰
৩ "					"	৬।॰
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটিশে			"			৪॥৶॰
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক					"	৩৶॰

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸॰, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধভজনপন্থের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**- ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।॰।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥॰ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥॰ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিঃ ওঃ হইতে—[illegible] ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীযুত রুইকারের মামলা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত রুইকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অভিযোগের মামলায় সওয়াল জবাব করিতে যাইয়া সরকারী পক্ষের উকীল মিঃ ঠাকুর বলেন—আসামী শ্রমিকমঞ্চে দাঁড়াইয়া কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে—বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টকে যেভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহা অত্যুগ্ররূপে রাজদ্রোহী এবং বিদ্বেষমূলক। বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শ্রমিকশক্তিকে জাগাইয়া তোলা এবং কংগ্রেসের প্রচার করা।

পোষ্টাফিসে টাকা চুরি

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, নেত্রের পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার মহেন্দ্রলাল দত্ত এবং তাহার ভ্রাতা হেমচন্দ্র দত্ত দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ১২০খ ধারায় অভিযুক্ত হইয়া যথাক্রমে একবৎসর ও ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মহেন্দ্র দত্তের ১,০০০৲ টাকা জরিমানাও হইয়াছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও তিনমাস কারাভোগ করিতে হইবে। তৃতীয় আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা ষড়যন্ত্র করিয়া নেত্রের পোষ্ট অফিসের ১,৫০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

ধলেশ্বরীতে ভীষণ নৌকাডুবি

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, ধলেশ্বরী নদীতে এক ভীষণ নৌকাডুবির সংবাদ আসিয়াছে। উহার ফলে ৮ জন লোক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৫ই জুলাই বুধবারে ৮ জন লোক একখানা দেশীয় নৌকায় এলাসিন হইতে বাজার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। ধলেশ্বরী নদী পাড়ি দিবার সময় পূর্ব্বদিক হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে মাঝ নদীতে নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়। আরোহীগণ সকলেই জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কতিপয় আরোহী স্রোতে ভাসমান একটী বাঁশ ধরিয়া জীবন রক্ষার জন্য বৃথা চেষ্টা করে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

রেলগাড়ীর প্রতি বোমা নিক্ষেপের অভিযোগ

একখানি রেলগাড়ীতে জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিলা পুলিসের জনৈক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গমন করিতেছিলেন। উক্ত রেলগাড়ীর প্রতি একটী বোমা নিক্ষেপ করিবার অভিযোগে মুরারীমোহন কুণ্ডুকে কলিকাতার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত কে, কে, বিশ্বাসের আদালতে গত শনিবারে উপস্থিত করা হয়।

ধৃত ব্যক্তিকে পুলিসের হেপাজতে রাজবাড়ীতে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রেরণ করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন।

বাজ পড়ায় দুই ঘণ্টাকাল ট্রেণ বন্ধ

পুনা হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই জুলাই প্রাতে পুণা এক্সপ্রেসকে ঠাকুরোয়াদি ক্ল্যাগ কেবিনের নিকটে ঘাটে দুই ঘণ্টা কাল থামিয়া থাকিতে হইয়াছিল। বাজ পড়িয়া উপরের ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট চলিয়া যাওয়াতেই এরূপ হয়। ব্যাটারী হিলের নিকটে এই দুর্ঘটনা হয়। ঘটনাস্থল খাণ্ডালা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বেশী দূরে নয়। ইহা মেরামত করা হইয়াছে।

দুই বন্ধুর আত্মহত্যা

সারগোদা হইতে প্রকাশ, ভালোয়াল রেল ষ্টেশনের নিকট রেলপথের ধারে ২ জন যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। দেহ দুইটি প্রায় আধ কাটিয়া গিয়াছিল। উক্ত যুবক দুইজনের, একজনের নাম বুটারাম, বয়স ১৬ বৎসরেরও কম, অপর ব্যক্তির নাম শ্রীরাম, বয়স ২৫ বৎসরের মধ্যে। উহারা উভয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল। নিবাস বান্দভালোয়ালে।

একজনের জামার পকেটে একখানা চিঠি পাওয়া যায়। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, এই দুর্ঘটনার দুই একদিন পূর্ব্বে উহারা সারগোদায় আসে। উহাদের একজন তাহার মাসীর কিছু গহনা সঙ্গে আনে। উহা সারগোদায় বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়লব্ধ—অন্যূন ৬ হাজার টাকা তাহারা নাচওয়ালীদের গৃহে ব্যয় করে। ঘটনার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় তাহারা পূর্ব্বোক্ত কোন নাচওয়ালীর গৃহে যায়। ফলে সেই দিন তাহাদিগকে ভৎসনা করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহারা ভালওয়ালে আসিবার জন্য কাহারও নিকট হইতে ৮ আনা পয়সা লয়। তাহারা আর কাহারও নিকট সম্মান পাইবে না, এইরূপ ভাবিয়া তাহারা ট্রেণের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করা স্থির করে।

যোগানন্দ স্বামীজির কারাদণ্ড

যোগানন্দ স্বামী নামে এক ব্যক্তি শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন সংবাদ কলের মালিকের অনেক টাকা আত্মসাৎ করায় জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ খাঁর এজলাসে অভিযুক্ত হয়। সেই মামলার রায় বাহির হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামী শৈলেন্দ্রের কলে ক্যাসিষ্ট্যাণ্টরূপে কার্য্য করিত। ১৯২৯ সালে একদিন রাত্রে শৈলেনের অনুপস্থিতিকালে আসামী ঐ টাকা লইয়া পলায়ন করে। বহু সন্ধানের পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শেষে থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। সম্প্রতি আসামীকে শিবপুরে স্বামীর পরিচ্ছদে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে সে এতদিন মিথ্যা নামে বাস করিতেছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নরহত্যার মামলা

তিনেভেলী হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে এপ্রেল বে-আইনী জনতা গঠন করিয়া দাঙ্গা করিবার এবং মারাত্মক অস্ত্র লইয়া লরেন্স ফার্ণাণ্ড পিচাই ও অপর ২ জন লোককে আহত করিবার ও এল, ফার্ণাণ্ডকে হত্যা করিবার অভিযোগে সিলুভাই পিচাই ডয়েস ও অপর ৬ জন লোক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৮ ধারা, ১৪১ ধারা, ৩২৪ ধারা, ৩২৫ ধারা ও ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সাব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত টি, এস, শঙ্করলিঙ্গম পিলাই আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছেন।

আসামীগণ জামীনে মুক্তি লাভের প্রার্থনা করিয়া গত ১৫ শে জুলাই দায়রা আদালতে আবেদন করিয়াছিল। উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে।

শান্ত সিংহের দণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা করিবার অভিযোগে ফৌজদারী বিধির ১০৮ ধারা অনুসারে শান্ত সিং ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুর কাহার সিংয়ের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে একবৎসরের সৎভাবে থাকিবার জন্য দুই হাজার টাকার জামীন মুচলেকা দিতে হুকুম করিয়াছেন। জামীন মুচলেকা না দিলে তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তিনি জামীন মুচলেকা না দিয়া কারাদণ্ড ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছেন।

লণ্ডনে ফাদার এলুইন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ফাদার এলুইন লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। জাতীয় সঙ্ঘের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্ত্তৃক তিনি ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধিত হন। ফ্রেণ্ডস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি এবং ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠান সমিতির সদস্যগণও ঐ সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন। "ডেলী হেরাল্ডের" প্রতিনিধি, ফাদার এলুইনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উক্ত প্রতিনিধিকে বলেন যে, লণ্ডনে আসিবার পথে তিনি সুইসে রোমা রোলাঁ এবং মিঃ প্রিভেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া সমিতির কার্য্যাবলীর তিনি সুখ্যাতি করেন। তিনি বলেন যে, প্যারিসের শ্রীমতী মেনা ফোরেন্স, গান্ধীজীর য়ুরোপের দেশসমূহ পরিভ্রমণের সময় তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া আসিয়া তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হন। এক্ষণে তিনি ভারতের জন্য আন্তরিকভাবে সহ কার্য্য করিতেছেন। ফাদার এলুইন বলেন :—

"ইংলণ্ডবাসীর নামে যেসকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার স্বরূপ প্রত্যেক সুবিবেচক ইংরাজের গোচরীভূত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করাই আমার ইচ্ছা।"

পাঞ্জাব হোটেলে খানাতল্লাস

দিল্লী হইতে প্রকাশ, কতোয়ালী পুলিশ গত ১৪ই জুলাই রাত্রিতে হঠাৎ পাঞ্জাব হোটেলে হানা দিয়া পেশওয়ার হইতে আগত দুই জন পাঠানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের বালিস ও ব্যাগের তলা হইতে পুলিস ২৩ সের চরস উদ্ধার করিয়াছে।

কাণপুরে গুণ্ডা আইন

কানপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই জুলাই রাত্রি হইতে কানপুরে গুণ্ডা আইন প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে প্রায় পঞ্চাশ জন গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, আরও পঞ্চাশ জনকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯ ২১শে জুলাই ১৯৩২

আবার সশস্ত্র ডাকাতি

গুণ্ডা আইন অমান্যে দণ্ডিত

ম্যানেজারের আত্মহত্যা

জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ

বিস্ফোরণে বহু প্রাণহানি

আর্থিক সম্মিলনে সাহায্য

হ্যামবার্গে আবার দাঙ্গা

সাবরেজিষ্টার খালাস

দিনের বেলায় চুরি

আমেরিকায় বেকার সমস্যা

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব

নানা কথা

আবার সশস্ত্র ডাকাতি

আখাউরা হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই জুলাই রাত্রে দুইটার সময় প্রায় ত্রিশজন ডাকাত রিভলভারসহ আখাউরা সিঙ্গার-বিল বাজারে চন্দ্রনাথ সাহা এণ্ড সন্সের গদী অকস্মাৎ আক্রমণ করে। দোকানের নিকটস্থ লোকের মনে আতঙ্ক সঞ্চারের জন্য তাহারা রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করে। ডাকাতদল নগদ ৫ শত টাকা পূর্ণ একটা লোহার সিন্দুক, কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার এবং কিছু বস্ত্রাদি লুঠ করিয়া দুইখানা বৃহৎ নৌকার সাহায্যে অন্তর্হিত হয়।

ম্যানেজারের আত্মহত্যা

আখাউরা হইতে প্রকাশ, মেশার্স লেওয়েল এণ্ড ক্লার্কের আখাউরা এজেন্সির সহকারী ম্যানেজার মিঃ জে, ডবলিউ কাউয়েনকে গত শনিবার তাঁহার বাংলোয় মৃত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁহার দেহে বন্দুকের গুলীর একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল।

প্রকাশ, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, কিন্তু আত্মহত্যার কারণ এখনও অজ্ঞাত।

বিস্ফোরণে বহু প্রাণহানি

কিম্বারলি হইতে প্রকাশ, তিনশত বারো টন ডিনামাইট লইয়া একখানি ট্রেণ এক স্বর্ণ খনির অভিমুখে গমন করিতেছিল, এমন সময় ডিনামাইট ফাটিয়া ট্রেণের গার্ড, নিকটবর্ত্তী জনৈকা রমণী, তিনটী বালক এবং দুইজন তদ্দেশীয় লোক হত হইয়াছে। চৌত্রিশ খানি গাড়ীও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং পনর ফুট গভীর এবং তিনশত গজ লম্বা একটী পরিখা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শীঘ্র সংস্কার করা যাইবে এরূপ উপায় নাই।

হ্যামবার্গে আবার দাঙ্গা

বার্লিন হইতে প্রকাশ, হিটলারিট-দিগের সহিত কমিউনিষ্টদলের দাঙ্গা হইয়াছে। দাঙ্গায় তিনজন নিহত এবং একশত জন আহত হইয়াছে। হ্যামবার্গের নিকট অলটোনায় এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। দাঙ্গা এতদূর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল যে, অস্ত্রবাহী শকট লইয়া পুলিস উপস্থিত হইয়াছিল। দুইশত দাঙ্গাকারী গেপ্তার হইয়াছে।

দিনের বেলায় চুরি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মুসলমান গুণ্ডারা গত ১৮ই জুলাই প্রাতে ফ্রাঙ্কর ষ্ট্রীটে জুম্মা মসজিদের নিকটে একজন হিন্দুর চা ও কাফির দোকানের দরজা ভাঙ্গিয়া ৮০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার সময়ে সেখানে পুলিস ছিল না। নিকটে এক মুসলমানের দোকানে আগুন লাগিয়াছিল। পুলিস সেখানে গমন করিয়াছিল। সেই সুবিধা পাইয়াই গুণ্ডারা এই কাণ্ড করে। আগুনের জন্য ১০ হাজার টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কুরুক্ষেত্র	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কব্বুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীসুধানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরোগ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীযোগেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভবরোগ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামকীর্ত্তন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুল, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ { ৪ঠা শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬. ৫ই শ্রাবণ । সাল ১৩৩৯. ২১শে জুলাই ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১১৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৭ই জুলাই শনিবার দিল্লী উইলসন্ স্কয়ারের শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার বি-এ মহাশয় হরিকথাশ্রবণপিপাসু হইয়া দিল্লী মঠে আগমন করেন। তিনি মঠ-সেবক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীর নিকট ১॥ ঘটা ব্যাপী বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন মুখে বহু কথা শ্রবণ করেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বৈষ্ণব-গণই একমাত্র জগদ্গুরু, পরদুঃখদুঃখী এবং পরোপকারক। বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত জীবের নিত্যকল্যাণ লাভের আর কোন উপায় নাই।

উপেন বাবু ব্রহ্মচারীজীর মুখে পূর্ব্বেও বহু কথা শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি সত্বরই যাহাতে সপরিবারে সাধুজীবন যাপন করিতে পারেন, তজ্জন্য পুনঃপুনঃ ব্রহ্মচারীজীর নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন।

বিগত ২৩শে আষাঢ় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গুরুবৈষ্ণব বন্দনা ও গীতির পর জীবমাত্রেরই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন একান্ত কর্ত্তব্য তাহা প্রমাণ-মূলে পাঠক ব্যাখ্যা করেন। সর্ব্বশাস্ত্রসার-শিরোমণি পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবতের নিরস্ত-কুহক সত্যবাণী আচার্য্য ও প্রচারকরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ৪৪৬, বৎসর পূর্ব্বে অভিন্ন ব্রজমণ্ডল সুপ্রাচীন নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীঅন্তর্দ্বীপে শ্রীধাম মায়াপুরে স্বয়ং প্রকটিত হইয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের পার্ষদ ও ভক্তগণকে লইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করেন।

ইহ জগতে অনেকানেক মহাপুরুষের (?) আবির্ভাব ও তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মের আংশিক প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলেও উহা নৈমিত্তিক বা ক্ষণিক নীতিপ্রবর্ত্তক অথবা কোন কোনটী জগতে শান্তি স্থাপনের কৃত্রিম বা অবান্তর চেষ্টা মাত্র। শ্রীচৈতন্য-দেব ও তদনুগগণ ঐ প্রকার উপাকাণ্ড খণ্ড বা আংশিক জনপ্রিয় জনহিতকর (?) কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করেন নাই। যাহা জীবের অনিত্যফলপ্রদ অধিকন্তু সংসারা-সক্তিবর্দ্ধক, তাহা শ্রীচৈতন্যানুগগণ কোন-দিনই করেন নাই, করিবেনও না। সেই জন্য স্বয়ং ভগবান্ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচারক আচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তাঁহারা অন্যান্য সম্প্রদায়িকদিগের ন্যায় শুধু চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয়, অনর্থনিবৃত্তির সাধন করেন না। শ্রীচৈতন্যদাসানুদাসগণ কৃষ্ণে-ন্দ্রিয়তোষণার্থে নিরত থাকায় চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয়, অনর্থনিবৃত্তি প্রভৃতি আনু-সঙ্গিকভাবেই সমাধা হইয়া থাকে। শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ শুদ্ধভজন মাত্র। আর সব কপটতা।

বিগত ৩০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তা-হিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক এবং পঞ্চতত্ত্বের শ্রীনামকীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম হইতে আরম্ভকালে শ্রীগুরুবন্দনায় গুরুপরম্পরা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যান সময় পাঠক আচার্য্য শ্রীপাদ রাধা-চরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন বলেন,—"ইঁহা অতীব প্রয়োজনীয়, এই গুরুবর্গের সহিত আমাদিগের নিত্যকালের নিত্যসম্বন্ধ রহি-য়াছে। ইঁহারা আমাদিগের আদি পূর্ব্ব পুরুষ। ইহ জগতে জাগতিক-বংশ পরিচয়ে বহু প্রকার ভ্রম প্রমাদের অবকাশ রহিয়াছে। যেহেতু বিন্দু বা শৌক্র পুত্রগণ যে পিতার পরিচয়ে পরিচিত, কলিতে শৌক্রবর্ণ পরিচয়ের অবিশুদ্ধতা নিবন্ধন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট রহিয়াছে। বিন্দুগত শৌক্র বংশে পুত্রের পিতা প্রত্যক্ষ ভাবে অবগতির যোগ্যতাভাব; কিন্তু শ্রীগুরুদেবের নামব্রহ্মজাত পুত্র (শিষ্য) স্বয়ং সর্ব্বতো-ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার যোগ্যতা রাখেন। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ জাগতিক পিতা পুত্র বা পরজন্মে পিতা নাও হইতে পারেন; কিন্তু শ্রীগুরুদেব জন্মে জন্মে প্রভু। "চক্ষু দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই" (শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি)।

আমরা গুরুবর্গের সহিত নিত্য সম্বন্ধ-যুক্ত রহিয়াছি; ইহা বাস্তব সত্য কথা। তবে আমাদিগের অহংমমত্বাভিমান, জড়াভি-নিবেশ ও বিষয়াসক্তি প্রবলভাবে থাকায় উহা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিবার ক্ষমতা আপাততঃ না থাকিলেও উহা অন্তরের সহিত উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত গত্যন্তর নাই ধ্রুবসত্য। খুব শুভ লক্ষণ—"উহা বুঝিতে হইবে' এরূপ একটা ধারণার আভাস চিত্তে সময় সময় আসিয়া বিদ্যুতের মত চমক দিয়া, যাইতেছে, নচেৎ আবার বিপথগামী হইয়া অনন্তকালের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম একেবারে বিস্মৃত অবস্থায় বিবর্ত্তবাদের আবাহন করিতে হইত।"

অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোক আবৃত্তির পর ব্যাখ্যাত হয়। ইহা ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অভিন্ন বাণী। আমরা চতুঃ-শ্লোকীর একটী করিয়া টীকা, ভাষ্য ও শ্রীল প্রভুপাদের তথ্য, বিবৃতি ভাষাসহ শব্দ—যখন যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা বিশদ্ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টায় থাকিলাম। অদ্য হইতে শ্রীহরির শয়ন চারিমাস চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। এই সময় সাধকগণ বিশেষ প্রকারে শ্রীহরিতোষণ কার্য্যে যথাসাধ্য নিযুক্ত থাকিবেন। আমার সে যোগ্যতা নাই। বিশেষতঃ জীবনের বেশীর ভাগ কাল অন্তে, উদ্যম হ্রাস সময়ে, শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা আরম্ভ হইল। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অশেষ কৃপায় শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত কিভাবে কতদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে কিম্বা নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়া চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়া দিবে তাহার কোন ঠিক নাই। যাহা হয় ততটুকুই ভাল! বিদ্যাবুদ্ধির নিতান্ত অভাব থাকিলেও শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইতেছে। "মূকং করোতি বাচালম্" বাণী এবার মূর্ত্তিমান্

দুর্দ্দৈবগ্রস্তের রোজ-নামচা

(প্রথম দিবস)

আমি দুর্দ্দৈবগ্রস্ত। আমার মত অভাগা এ বিশ্বভুবনে দ্বিতীয় নাই; কেননা আমি সেবন-বিমুখ—সেবা বঞ্চিত।

মায়া-দানবীর মধুর-রাগিণীতে আমি আত্মহারা হইয়াছি, মায়ার যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছি, জানিয়া শুনিয়াও সতত প্রাণনাশিনী হলাহল পানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছি!

হে পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম! আমাকে এই বিপদ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীচরণ-সেবাকণ প্রদান না করিলে আর যে কখনও উপায় দেখিতেছি না। মায়ার সহস্র মূর্ত্তি নিয়ত নবীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাকে বিভ্রান্ত করিতেছে, আমার বান্ধব নাই,—আপনার অহৈতুক করুণা ভিন্ন এমন বান্ধব কেহই নাই যে, এই দুর্দ্দশা হইতে ত্রাণ করিয়া আমাকে সেবাময় জীবন দান করিতে পারে।

অনাথনাথ দীনবন্ধো! এই পতিতাধমকে অমায়ায় কৃপা করুন, এই ঘৃণ্য অবস্থা যে অসহনীয় হইয়া উঠিল; জগৎ-জনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করার মত দুর্ব্বুদ্ধি যেন না হয়; হায়! কি প্রকারে আমি তাহাদের ভাবে, ভাষায়, আচারে, প্রচারে, বাসনায়, কামনায়, সহানুভূতি প্রদর্শন করিব?

অকথনীয় প্রাণান্তক বেদনায় আমি অভিভূত হইতেছি। দয়াল গুরুপাদপদ্ম! হে অন্তর্যামিন্ দেবতা! অধিক বলিবার আবশ্যকতা কি? দীনাধমকে বাহ্যজগতের চিন্তাস্রোত হইতে রক্ষা করিয়া পতিত-পাবনী-লীলার পরাকাষ্ঠা বিস্তার করুন শ্রীচরণে পতিত পামরের ইহাই একান্ত ভিক্ষা।

(দ্বিতীয় দিবস)

যে স্থানে হরিকীর্ত্তন হয় না সেস্থান রাজপ্রাসাদ হইলেও অতি তুচ্ছ, নগণ্য। যেস্থান হরিভক্তগণের পূত পাদরেণুতে তীর্থীভূত হয় নাই, সেইস্থানে বাস করা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। যাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্টজ্ঞানদায়িনী পরমশুদ্ধা শ্রীভক্তিদেবীর মহিমা স্বীকার করে না, তাহারা অক্ষজ-জ্ঞানে প্রভূত জ্ঞানবান্ হইলেও নিশ্চয়ই জ্ঞানহীন। কেননা, তাহারা পরমকল্যাণপ্রদ ব্রহ্মবেদ্য বিজ্ঞানের পারবর্ত্তে রাশিকৃত 'অজ্ঞান' মাত্র সম্বল করিয়া অভিমানগ্রস্ত হইয়াছে।

যাঁহাদের কর্ণকুহরে শ্রীহরির পরম-মঙ্গলময়ী যশোগাথা প্রবিষ্ট হয় নাই, সেই কর্ণ কাণাকড়ির অপেক্ষাও মূল্যহীন।

হে অক্ষজজ্ঞানদীপ্ত বিজ্ঞগণ! আপনাদের চরণে কাতর নিবেদন—আপনারা কৃপা করিয়া একটু সময় প্রদান করুন; আমার পরম দয়াল শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপ্রভাবে যে এক কণিকা শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ-সৌভাগ্য হইয়াছে তাহাই কহিতে চাই।

আপনারা শ্রীহরিকথা শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না সত্য, কিন্তু প্রত্যেক জীবের চেতনের বৃত্তির উহাই একমাত্র শ্রবণীয় বিষয়। আপনারা শুধু শুনুন,—সাম্প্রদায়িকতার কথা নয়, দেশ কাল-পাত্রের গণ্ডীবদ্ধ সঙ্কীর্ণ কথা নয়, নিত্য স্বচ্ছ স্বভাবের উদ্বোধন-রাগিণী—শ্রীচৈতন্যগাথা শুনুন। চিরসুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করিতে চাহেন কি? আমরা আপনাদের পায়ে ধরিয়া বলি—শুধু চেতন-গীতি শ্রবণ করুন।

(তৃতীয় দিবস)

যিনি আমার গুরুপাদপদ্মের করুণার কথা শোনেন, যে সজ্জন তাঁ'র চেতনের বৃত্তি সংস্কারে পরমপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ কৃপাবিতরণের কাহিনী শ্রবণে আগ্রহান্বিত হন, তিনিই আমার পরম বান্ধব। ভ্রান্ত জগৎবাসী জানেনা মানুষের শ্রেষ্ঠ শ্রোতব্য বিষয়টী কি তাঁ'রা জড়ীয় বিষয় সমূহের আলোচনাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে বহুমানন করিতেছে। কি এক মোহের মোহিনী নেশায় উন্মত্ত হইয়া বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায়, ব্যবহারে সকল বিষয়েই গড্ডলিকার বিপথ-গমনের অনুসরণ করিতেছে। যাঁহারা সুকৃতিমান্ তাঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগৌর-প্রকাশ বিগ্রহের শ্রীচরণসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় কৃপানুগত্যে চৈতন্যবাণীর প্রচার-বিলাসের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া ধন্য হইতেছেন। ধন্য তাঁহারাই যাঁহারা উন্মুখতার সহিত শ্রীগুরু-মুখ পদ্ম-বিগলিত অমৃতবাণী শ্রবণ করেন, আর ধন্যাতিধন্য তাঁহারা যাঁহারা শ্রবণফলে পরমামৃতপ্রবাহিনী শ্রীহরিকথা সংকীর্ত্তনে রুচিবিশিষ্ট হয়েন। হায়! আমার শ্রবণ-কীর্ত্তনে একবিন্দু রতিও জন্মিলনা। মায়ার ছলনায় মুগ্ধ আমি, মানব কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া ক্রমশঃ পূতিগন্ধযুক্ত নিরয়পথের পথিক হইতেছি।

"অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হইনু॥"

(চতুর্থ দিবস)

আমি যে জাগিয়াই ঘুমাইয়া আছি। ঘুমন্ত ব্যক্তির নিদ্রা ভাঙ্গান যায়, তা'কে ডাকিলে সে জাগে; হায়, আমি যে জাগ্রত নিদ্রিত!

আমি মনে করি, "আমি অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছি, আর অধিক শ্রবণের কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। আমি একজন মস্তবড় সেবক হইয়া পড়িয়াছি, বড় বুঝদার হইয়াছি। আমি কত লোককে হরিকথা শুনাইতে পারি, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে পারি, নাম কীর্ত্তন করিতে পারি।

হায় হায়! কি দুর্দ্দৈব আমার! আমার যে এই অভিমান—ইহা তো নিরয় গমনেরই প্রশস্ত সেতু মাত্র।

আমি ত শ্রবণের শ্রাবণী বাণী-ধারায় স্নাত হই নাই! শ্রীশ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে অবিরাম কীর্ত্তনগঙ্গোত্রী ধারা প্রবহমান থাকিলেও আমার যে আদৌ শ্রবণ-মঙ্গল সাধিত হয় নাই। এই জড়কথা-লোলুপ কাণ তো সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় গাঁথা শ্রবণ করিতে পারে না। আমার হৃৎকর্ণ—সেই চেতনকথা লোলুপ কাণই তৈয়ার হয় নাই। ঘুমঘোরাচ্ছন্ন আমি, আমাকে শত সহস্র ধিক্; কোটি ধিক্ এই দুরভিমানের কুনাটাসক্তকে!

জীবের দুর্গতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩ সংখ্যার পর)

নবম মাসে জীবের এইরূপ কাতর ধ্বনিতে পরম করুণাময় শ্রীভগবান তাঁহার ভাগ্যাকাশে উদিত হন। তখন শিশুটী এই বলিয়া স্তব করিতে থাকে—

"আমি এইবারে জন্ম লাভ করিয়া আপনার সেবাকার্য্য ব্যতীত অন্য কিছুই করিব না।"

তৎপরে ভগবানের কৃপায় জননীর গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহ্য বায়ুদ্বারা স্পৃষ্ট হইবামাত্র তাহার স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায়। তখন সে অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখপুঞ্জ ভুলিয়া গিয়া বিষময় কষ্টে পতিত হয়। শিশু যখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া রোদন করিতে থাকে, তখন তাহার জননী মনে করেন, সন্তানের উদরে বেদনা হইয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহার উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন। তাহাতে তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত না হইয়া সেই অবস্থায় অসীম দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

শিশু স্বাধীনভাবে থাকে বটে, কিন্তু পিতা, মাতা, শিক্ষক ও গুরুজনবর্গের দ্বারা শাসিত হইয়া জীবনে আর অণুমাত্রও সুখ পায় না। শৈশবের সুকুমার বয়স অতীত হইলে পর যৌবনের স্ফূর্ত্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিদৃশ্যমান হয়। এই সময় সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হউক, তবুও তাহার স্কন্ধে সংসারের গুরু ভার পিতামাতা ক্রমেই ন্যস্ত করিয়া দেয়।

যুবক তখন অর্থের জন্য উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করে। হায়! সেই যৌবনের উল্লাস-ময় জীবনেই তাহার হৃদয়ে চিন্তাকীট প্রবেশ করিল। কষ্টে সৃষ্টে যা'হোক অর্থোপার্জ্জনে ও অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইল, তৎপরে সেই ধন নষ্ট বা অপহৃত না হয়, ও কিসে সে ধনী হইতে পারে,—এই চিন্তা তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে। তাহার উপর আবার মায়া, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করে।

যেই যৌবনের প্রখরতা কমিয়া গেল, তখন পুত্র পৌত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবীণ বয়সে পদার্পণ করিল। হতভাগ্য মনে করিয়াছিল—পুত্রের মুখকমল দেখিয়া সংসারের জ্বালার অবসান করিবে; কর্ম্মদোষে তাহার পুত্র হয়ত রোগে কাল-গ্রাসে পতিত হইল, অথবা অবাধ্য হইয়া তাহার অর্জ্জিত ধনরাশি অপব্যয় করিতে লাগিল। সুতরাং তাহার দুঃখের অবধি রহিল না।

তৎপরে ক্রমে সে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইল। জরাদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া তাহার কেশ পলিত, গাত্রচর্ম্ম লোলিত ও দন্ত গলিত হইল এবং শ্বাসকাসাদি বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং সে সর্ব্ববিষয়ে অক্ষম হইয়া পড়িল। পথে চলিতে অক্ষম হয়, কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ হয়, এ'জন্য অনুদিন সে মৃত্যু-কামনা করে—'হায় আমি কবে মরিব!' এইরূপে সংসার তাহার বিষময় হইল বটে, তবু সে সংসারের মায়া ভুলিতে পারে না। 'আমি মরিলে পুত্রগণ কি প্রকারে অর্জ্জিত ধনরাশি ও গৃহ, ক্ষেত্রাদি রক্ষা করিবে, এই চিন্তা তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। ক্রমে ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করে, নয়নের জ্যোতি হ্রাস পায় এবং জিহ্বার বল নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন সে মৃত্যুর বিকট বদন ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পায় না। তথনও সংসারের মোহ ভুলিতে পারে না। এইরূপে তাহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

ORDER.

Suits and cases arising within the jurisdiction of police stations Hanskhali and krishnaganj which were heretofore instituted in the 1st Munsif's court Krishnagar shall henceforth be instituted in the Munsifs' courts at Ranaghat and Chuadanga respectively (vide Notification No 5362 J dated the 5th July 1932 published at page 1341 part 1 of the Calcutta Gazette dated the 14th July 1932). Pending suits and cases belonging to the police stations Hanskhali and Krisnhnaganj will remain on the file of the Munsif 1st Court Krishnagar at present.

Sd/- B. K. Guha
District Judge, Nadia
14th July 1932.

ORDER.

Suits and cases arising within the jurisdiction of police station Hanskhali and Krishnaganj which were heretofore instituted in the 2nd Munsif's court Krishnagar shall henceforth be instituted in the Munsif's courts at Ranaghat and Chuadanga respectively (vide Notification No 5362 J dated the 5th July 1932 published at page 1341 part 1 of the Calcutta Gazette dated 14th July 1932.

Sd/- B. K. Guha
District Judge, Nadia.
14th July 1932.

ORDER.

Suits and cases arising within the jurisdiction of police stations Hanskhali and krishnaganj which were heretofore instituted in the Subordinate Judge court Nadia shall henceforth be instituted in the Munsifs' courts at Ranaghat and Chuadanga respectively. (vide Notification No. 5362 J dated the 5th July 1932 published at page 1341 part 1 of the Calcutta Gazette dated the 14th July 1932): Pending suits and cases belonging to the police stations Hanskhali and krishnaganj will remain on the file of the Subordinate Judge of Nadia as at present.

Sd/ B. K. Guha
District Judge, Nadia
14th July 1932.

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঔতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাশি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রোঃ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সংকলিত এবং ৩৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ডং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামকণ্ঠ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ রঞ্জক-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিকৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্য সাধন ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর-নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক, শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে প্রতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা, পাইন্ট ৷৶০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দেওয়া টাকা জমা রাখা হয়।

·	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
			,,				৮॥০
			,,				
	মাস		,,				৭।০
৩	"	"	,,	,,	,,	,,	৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে					,,	,,	৪॥৵০
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক						,,	৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট্ পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র পঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

[illegible] হইতে—ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত রমেশ চন্দ্র মজুমদার এম, এস-সি, আর, এস লণ্ডনের জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি (সুম্মাকুম লৌডে) লাভ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে চারি প্রকার ডক্টর' উপাধি আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চটী ডাঃ মজুমদার অর্জ্জন করিয়াছেন। এ উপাধি সহজে দেওয়া হয় না এবং এ পর্য্যন্ত খুব কম ভারতীয় উহা পাইয়াছেন। তিনি তথায় 'এসট্রোফিজিক্স' সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং সোমারফিল্ড, মিলনে ও অন্যান্য বিখ্যাত অধ্যাপকগণ তাঁহার কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা করেন।

১৯২৯ সালের একমাত্র তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বিজ্ঞানে পি, আর, এস বৃত্তিলাভ করেন। ১৯৩০ সালের শেষে তিনি 'ফ্রেটসে একাডেমীর' কাইস বৃত্তি লইয়া জার্ম্মেণীতে যান এবং ঐ বৃত্তির সর্ত্তানুসারে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-কার্য্য করেন। তাঁহার যোগ্যতা অল্প দিনের মধ্যেই প্রকাশ পায় এবং তিনি পি-এইচ, ডি উপাধি লাভ করেন।

গুণ্ডা আইন অমান্যে দণ্ডিত

শনিবারে শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত কে, পি, দাস গুণ্ডা আইন অমান্য করার অভিযোগে বিলায়েত হুসেনকে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গুণ্ডা আইনানুসারে আসামীকে গত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে ১৫ বৎসরের জন্য বাঙ্গালা হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়। কিন্তু গত ৩রা জুলাই চাঁদপুর ঘাটে তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ

লাহোর হইতে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কনেষ্টবল মুক্তার তাহার সহকর্মী জনৈক কনেষ্টবলকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে গুজারানওয়ালা জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। সম্প্রতি গুজারানওয়ালার জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে সে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গুজারানওয়ালা জেলের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইবার সময় মুক্তার একখানা ক্ষুর লইয়া পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ চমনলালের চোখে চশমা থাকায় নাকে আঘাত লাগে নাই কিন্তু বুকের উপর এক ইঞ্চি পরিমিত স্থান কাটিয়া গিয়াছে।

আর্থিক সম্মিলনে সাহায্য

ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশ, বৃটিশ রাজদূত সার রোনাল্ড লণ্ডনে রাষ্ট্রীয় বিভাগে ইঙ্গ-ফরাসী আলোচনার সরকারী ব্যাখ্যা প্রদান করায় ইউরোপের অবস্থা সম্বন্ধে আমেরিকার উদ্বেগ অনেকটা দূর হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতীয় অর্থনৈতিক সম্মিলনে আমেরিকা সাহায্য করিতে প্রস্তুত কিনা সার রোনাল্ড লিণ্ডসে সে প্রশ্নও উত্থাপন করেন। তিনি সহকারী রাষ্ট্রসচিব মিঃ ক্যাষ্টলকে জিজ্ঞাসা করেন যে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষজ্ঞদের উক্ত সম্মিলনে প্রেরণ করিবেন কিনা। মিঃ ক্যাষ্টল বলেন যে এ ব্যাপারের আলোচনা এখনও সম্পূর্ণভাবে করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। নিউইয়র্ক টাইমসের এক ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতার মতে বাকিণ রাজকর্ম্মচারীরা কামনা করিয়াছেন নিখিল জাতিসংঘ আরো কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া লোজেন চুক্তির দরুণ সৃষ্ট আন্দোলন শান্ত হইবার পর আমেরিকায় যেন নিমন্ত্রণ প্রেরণ করেন।

সাব রেজিষ্টার খালাস

লাহোর হইতে প্রকাশ, জলন্ধর জেলাস্থিত নাকোদরের সাব-রেজিষ্টার আবদুল মজিদ খাঁ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৯, ৪২০, ১৬৬, ১৬৭ এবং ২১৭ ধারায় অভিযুক্ত হইয়া জলন্ধরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বলবন্ত সিং কর্ত্তৃক মোট পনের বছর চালিশ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ মনরো আসামীকে বে-কসুর খালাস দিয়াছেন। তিনি বলেন বাদীপক্ষের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং উহা প্রতারণা করিবার অভিসন্ধি প্রমাণ করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগ ছিল এই যে, আসামীর আফিস ছাড়িয়া অন্যত্র দলিল রেজিষ্ট্রী করিবার ঝোঁক ছিল ইহাতে তাহার বিশেষরূপ ফিঃ আদায় করিবার সুবিধা হইত—ইহার অৰ্দ্ধেক তাহার নিজের কাছে থাকিত এবং বাকি অৰ্দ্ধেক সরকারে যাইত।

আমেরিকায় বেকার সমস্যা

আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের' নিউইয়র্কস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বড় বড় নগরের মেয়রগণ ডেট্রয় এবং মিসিগানে মিলিত হইয়া এই সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই প্রায় একই কথা বলিয়াছেন—বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, বেকার সাহায্যের টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যৎ অতি ভয়াবহ। বেকার সংখ্যা কত তাহা নির্দ্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই, তবে অনুমান এক কোটীর কম হবে না। নিউইয়র্কে অধিবাসীদের প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন, মোটের উপর প্রায় দশ লক্ষ লোক সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে, ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত দরিদ্র সাহায্যার্থে নিউইয়র্কে ব্যয় হইয়াছে প্রায় তিন কোটী দশ লক্ষ ডলার। বৎসরের বাকী কয়েক মাসেও প্রায় এই পরিমাণ কিম্বা ততোধিক টাকা ব্যয় হইবে। সরকারী ও জনসাধারণের অর্থভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে।

ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি ও জার্ম্মাণী

বার্লিন হইতে প্রকাশ, ইঙ্গ-ফরাসী সম্মিলনের চুক্তি সম্বন্ধে জার্ম্মাণী আরো বিশদভাবে কিছু না জানিয়া সে চুক্তিকে সমর্থন করিবার নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তর দিতে রাজী নহে। লণ্ডনের জার্ম্মাণ প্রতিনিধি কাউণ্ট বার্ণষ্টককে এ চুক্তি সম্বন্ধে খোঁজ লইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুভাবে আলাপ আলোচনা চলুক এইরূপ ইচ্ছা থাকিলেও কিন্তু চুক্তি সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কিছু করিতে জার্ম্মাণী রাজী নহে। চুক্তি সম্বন্ধে ধীরভাবে সমস্ত ব্যাপার আগে জার্ম্মাণী বুঝিয়া লইতে চাহে।

ডেরাইসমাইলখাঁতে বন্যা

ডেরাইসমাইলখাঁ হইতে প্রকাশ, যে সময়ে এখানে বন্যা উপস্থিত হইবে মনে হইয়াছিল তাহার ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে উহা আসিয়া এখানে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। টঙ্কজামে জলের অত্যুচ্চচিহ্ন অপেক্ষা বন্যার জল ২ ফুট উচ্চ হইয়াছে। কয়েকটি বাঁধের ক্ষতি হইয়াছে। এখনও জল বৃদ্ধি হইতেছে।

ধুবড়ীতে আবার ভূমিকম্প

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, বৃষ্টি ও বন্যার সহিত আবার ধুবড়ীতে ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে। ১১ই জুলাই রাত্রি ১০টা ২০ মিনিটের সময় কম্পন হইয়াছিল ও দীর্ঘ কুড়ি সেকেণ্ড ব্যাপী স্থায়ী ছিল। ১৯৩০ সনের জুলাই মাস হইতে দুই বৎসরে মোট ৫১১ বার ভূকম্পন হইয়াছে।

গোয়েন্দা প্রহারের জের

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, দক্ষিণ শ্রীহট্টে পাঁচগাঁও নিবাসী শ্রীযুত অমিয়কুমার দাসের গৃহে পুলিশ গত ১২ই জুলাই খানাতল্লাস করিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ যে, গত ৭ই জুলাই শ্রীহট্টের গোয়েন্দা কর্ম্মচারী প্রহার সম্পর্কে অমিয় বাবুর ভ্রাতা অনিলকুমারের সন্ধানের জন্যই এই তল্লাসী করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে ধৃত কলেজের ছাত্র শ্রীযুত শচীন্দ্র চন্দ্র দত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন আগামী ২০শে জুলাই মোকদ্দমার শুনানীর দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের আবেদন

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, ডগলাস হত্যার মামলা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্যের পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুত মন্মথনাথ দাস ৬ই জুলাই অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদ্যোৎকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দিবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এখনও কোন আদেশ প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া, জেল কর্ত্তৃপক্ষের হাত দিয়া প্রদ্যোৎ নিজে আবার উক্ত প্রার্থনা জানাইয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানা আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন

বৃটিশ মন্ত্রীসভায় পরিবর্ত্তন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্টের কতিপয় সদস্য অটোয়া সম্মেলনের গমন করায় লর্ড স্যাঙ্কি মিঃ জে, এইচ, টমাসের স্থানে, সার স্যামুয়েল হোর, সার কানলিফ লিষ্টারের স্থানে, মারকোয়েস অব লণ্ডনডেরি লর্ড হেলসামের স্থানে, সার হেনরী বেটারটন মিঃ রামসিম্যানের স্থানে, সার হারবার্ট স্যামুয়েল মিঃ বলডুইনের স্থানে এবং মিঃ ওরমসবি গোর সার জন গিলমুরের স্থানে কার্য্য করিবেন। মিঃ ওরমসবি গোর সার জন গিলমুরের স্থানে কার্য্য করিবেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আইনতঃই মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন

টেলি —— শ্রীধাম নবদ্বীপ

RegNoC1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বাৰ্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৩৯, ২২শে জুলাই ১৯৩২

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বড়লাটের সহিত জহরলালের সাক্ষাতের কথা

জনৈক মহিলার আত্মহত্যা

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে শোভাযাত্রা

মাদ্রাজে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

ডাকাতির অভিযোগ

ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হানা

বেলুচিস্থানে অতিবৃষ্টি

পাঞ্জাবের অস্থায়ী গভর্ণর

নাসিক জেলে প্রায়োপবেশন

ফাদার এলুনের উক্তি

নানা কথা

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, জুরী সকলের সম্মতি অনুসারে ফরিদপুরের জিলা ও দায়রা জজ শ্রীযুত আর, সি, সেন দকোরিয়া নামে এক জবঘুরের প্রতি ক্ষতিকর অস্ত্রের সাহায্যে স্বেচ্ছায় আঘাত করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আসামী গোয়ালন্দ ঘাটের সুগিয়া মেথরাণীর যমুনা নামে এক পুত্রকে তীক্ষ্ণধার লৌহদণ্ড দিয়া প্রহার করে এবং তাহার কয়েক ঘণ্টা পরে যমুনার মৃত্যু হয়। আসামীকে কেহ 'গুণগুণ' বলিতে রাগিয়া যাইত। ঘটনার দিন সুগিয়ার ঘরের সম্মুখে কেহ তাহাকে 'গুণগুণ' বলে এবং তাহাতে উত্তেজিত হইয়া সে যমুনাকে মারিয়া বসে। আসামীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগও উপস্থিত করা হইয়াছিল, কিন্তু জুরীর সিদ্ধান্ত অনুসারে জজ এই অভিযোগ হইতে তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন।

জনৈক মহিলার আত্মহত্যা

প্রকাশ, মহিলাটি তাঁহার স্বামীর দ্বিতীয় পত্নী। ঘটনার দিবস তিনি শুনিতে পান যে, তাহার সপত্নী পতি-গৃহে বাস করিতে আসিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া মহিলাটি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বস্ত্র কেরোসিন তৈলে সিক্ত করেন এবং উহাতে আগুন ধরাইয়া দেন। শীঘ্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া যায়। তাঁহার গোঁ গোঁ শব্দে তাঁহার স্বামীর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি সত্বর ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করেন। অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিবার সময় তাঁহারও হাত দগ্ধ হয়। অতঃপর মহিলাকে অচেতন অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সেই দিবস রাত্রিকালেই কলেজে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মাদ্রাজে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

গত ১৬ই জুলাই সন্ধ্যায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসের দ্বারা মাদ্রাজে আনা হইয়াছে। সেদিন ব্রীজ ষ্টেশনে তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া মোটরযোগে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুত বসু কোমরের বাত বেদনা ও আন্ত্রিক পীড়ায় ভুগিতেছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হানা

কটক হইতে প্রকাশ, গত ২১শে জুলাই আটজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে যাইয়া হানা দেয়, তাহারা আদালত কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেটকে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে আদালত কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলে তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তথায় অবস্থান করিতে জিদ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার পকেট হইতে একটি বাঁশী বাহির করিয়া সাঙ্কেতিক শব্দ করেন। সদর মহকুমা হাকিম, কতিপয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আদালতের রক্ষক এবং পুলিস অবিলম্বে ঘটনা স্থলে যাইয়া উপস্থিত হয়েন। পুলিস উপরোক্ত স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে লইয়া গিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কুরুক্ষেত্র	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কব্বুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হরিনামোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তিবর্দ্ধন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮-এ বালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) ভাজনগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ৫ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২২শে জুলাই ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ১১৮তম সংখ্যা

বিরহোৎসব প্রসঙ্গ

গত ৩রা জুলাই রবিবার মেদিনীপুর খরপরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ প্রভুর বাটীতে "শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী" সেবকসম্মেলনীর সেবকবৃন্দের দ্বারা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও পাঠ-কীর্ত্তনাদির সমাপনান্তে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তি উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাদশ বিরহ-বাসরে ক্ষুদ্র অর্ঘ্য

জয় জয় জয় প্রভু ভকতি-বিনোদ,
বৈকুণ্ঠ-বৈভব জয় হরিদাসবর্য্য
গৌরশ্রেষ্ঠ গৌরসহচর।

গৌর-প্রেম-প্রবাহিণী অনর্পিতচর
দানে তুমি ভগীরথ। অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু
পতিতপাবন! জীবের দুঃখে যবে তব
হৃদয় বিদরে, প্রার্থনা করিলে তুমি হৃদয়
খুলিয়া প্রভুর চরণে সেইক্ষণে—"হে প্রভো!
আমার 'জীবের পাপ লঞা মুই করি
নরক ভোগ। এ সকল জীবের প্রভু ঘুচাও
ভব রোগ'॥" সেই কালে
সেইক্ষণে গৌরাঙ্গ-
নিদেশে হ'লে আবির্ভূত গৌরমনোহভীষ্ট
করিতে প্রচার।

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধির অতুলনা রূপশক্তি
তুমি বহাইলে জগন্মরুতে; অমন্দোদয়া
দয়ামন্দাকিনীর শতমুখী ধারা গ্রন্থ
রূপে, পত্র রূপে, ভাষ্য-টীকা রূপে,
গৌর নাম, গৌর কাম, গৌর ধামরূপে।
ভাগ্যবান্ জীব, যাঁর করুণামাত্র পরশনে
লভে নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত ভক্তি।
রূপানুগবর হে বৈকুণ্ঠকবি,
তোমার 'শরণাগতি'
আর 'সজ্জনতোষণী', 'শিক্ষামৃত', শ্রী'হরি-
নামচিন্তামণি',
'ভজনরহস্য' আর 'জৈবধর্ম্ম' আদি নিখিল
শ্রুতিসার গ্রন্থ শতাবধি দানিছে নয়ন
কলিহত নষ্টদৃষ্টি মানবের।

যাঁর সুপঠনে, শুষ্ক মরু তুল্য অত্যন্ত
নাস্তিক হৃদে, গৌরদত্ত তরঙ্গিণী হয়
প্রবাহিত। শ্রীশরণাগতি দ্বারে জানাইলে
আত্মনিবেদন সুকৌশল; যার প্রতি পত্রে,
প্রতি ছত্রে, প্রতি বর্ণে বর্ণে
হয়েছে চিত্রিত,
শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তি।

'কল্যাণকল্পতরু'র নিম্ন-মূলে আমন্ত্রিয়া
বিশ্ববাসিজনে কহিলে—"হে ভাগ্যবান্ জীব
যদি চাহ নিত্যানন্দ প্রবাহ সেবিতে
কর আদৌ গুরুপাদাশ্রয়।"

'শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তামণি' বিতরিয়া
জানাইলে জগজ্জনে
দশ-অপরাধ-যুক্ত নামাক্ষর কভু
নহে শুদ্ধ নাম।

স্বেন্দ্রিয়তর্পণরত গোদাসের গণ
কুলিয়া সহরে স্ব স্ব ভোগাগার রচি।

শ্রীচৈতন্যজন্ম ভূমি ব'লে যবে
ধাঁধিল জগৎ, সেই কালে
তুমি প্রপঞ্চে উদিয়া, অন্তরঙ্গ-
গণসাথে আবিষ্করি' মায়াপুর-
যোগপীঠ, স্থাপিলে 'শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া'।

নতুবা কেমনে জানিত লোকে
"মায়াপুর নাম"। গৌরজন্মভূমি
আবিষ্কারে দেখিল সত্যের পথ
ভাগ্যবান্ জন লভিল বিমলানন্দ।

পলালে দুরন্ত কলি বিভ্রাটে পড়িয়া
মিথ্যা সহচরী সাথে, চিত্ত বনে
কৃষ্ণদ্বেষপর।

প্রয়োজন শ্রীর মূর্ত্তিমন্ত
শ্রীবিগ্রহ তুমি, চিনাইয়া দিলে
মূর্ত্ত অভিধেয় শ্রীল প্রভুপাদে।

জানাইলে জগজ্জনে, গোরার মহিমা
বিপ্রলম্ভ-সীমা একমাত্র ভকতি-
সিদ্ধান্ত-বাণী-পাদমূলে।

করিলে স্থাপন ভক্তিসিদ্ধান্ত-
বাণীপাদপদ্ম শ্রোত-ব্যাসাসনে;

যাঁর কান্তনাস্ত্রে আজ জগৎ শাসিত
যাঁর বৈজয়ন্তী মূলে বিশ্ব বিনমিত।

মহা শুদ্ধসত্ত্ব হে বৈকুণ্ঠদূত,
নিত্য হরিসেবারত, শুদ্ধ-হরিজনবর্য্য,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ধর্ম্ম
স্থাপিতে এসেছিলে মর্ত্ত্যধামে
মানব আকারে। তুমি আইস নাই
মায়াডোরে বন্ধন লইতে।

আস নাই ভোগ সুখে মগন থাকিতে;
জন্ম-মৃত্যু-জরাতীত তুমি, নহ কর্ম্ম
ফলাধীন। আগমন হেথা তব
প্রভুর ইচ্ছায়। কোটিকণ্টক
আকীর্ণ ভক্তিমার্গ পরিষ্করি'
সজ্জনের পরিত্রাণ হেতু।

আবার ব্যতিরেকে সনধিক
প্রচার তোমার।

কলির তমগুণবশে প্রাদুর্ভূত
যত অপসম্প্রদায়
'আউল', 'বাউল', কর্ত্তাভজা, 'স্মার্ত্ত',
'জাত-গোঁসাই'
আদি ধর্ম্মধ্বজিগণ,
নাশিলে ঝাড়ুর আঘাতে
কুনাটি তাদের 'নামহট্ট'-ঝাড়ুদাররূপে।
এইরূপে কৃষ্ণ-ইচ্ছা-অনুকূল কার্য্য সমাপিয়া
স্বেচ্ছায় চলিলে তুমি স্বরাটের দেশে।
বন্দি সেই তব শুভ তিরোভাব
তিথিবরে আজি।

কাল গণনায় অষ্টাদশ বর্ষপূর্ব্বে
যাহা হয়েছিল সংঘটিত।

স্মরি, সেই শুভদিন আজি
তবানুগ কত স্বামী ব্রহ্মচারী আদি,
শুভ ভক্তগণ পূজিতেছে ও চরণ
কত উপায়নে, কত ভাবে,
শ্রীগুরুদেব-আনুগত্য
বিপ্রলম্ভ ভাবের অবধি গোদাবরী-তট॥

হায়রে অবোধ মন মম প্রমত্ত-প্রমোদে
অন্ধীভূত চক্ষু তব বিষয় ধূলিতে
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে?
বিষয় কণ্টক ভোজী উষ্ট্রোপম তুমি
কেমনে পাইবে সুরস
রসাল স্বাদ সুধা-বিনিন্দন?

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

ভগবদ্-কৃপাহীন জীবন বৃথা

বহু ইতর-যোনি পরিভ্রমণের পর ও বহুসুকৃতি-ফলে তটস্থশক্তি অণুচৈতন্য জীব শ্রীহরির আরাধনা করিবার উপযোগী দেবদুর্লভ নরতনু লাভ করিয়া থাকে। এই মানব জাতির মধ্যে 'নীতিহীন নিরীশ্বর', 'নৈতিক নিরীশ্বর', 'সেশ্বর নৈতিক' (যাহারা ঈশ্বরকে নীতির অধীন মনে করে) 'মিথ্যাচারী বা দাম্ভিক', 'নির্বিশেষবাদী' ও 'বহ্বীশ্বরবাদী'-ভেদে ছয় প্রকার শ্রীভগবদ্বহির্মুখ দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহারা কেহই শ্রীহরির কিম্বা তদ্ভক্তের শরণাগত হইয়া শ্রীহরির আরাধনা করে না। কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ তটস্থা শক্তি জীবে তাহার স্বতন্ত্রতা বশতঃ ভগবদ্ রাজ্যে ও ভগবদ্-বহির্মুখ ত্রিগুণময় মায়িক-রাজ্যে বিচরণ করিবার যোগ্যতাই বর্ত্তমান। কিন্তু একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিত্য দাসত্ব স্বীকার করত গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিত্য-নবনবায়মান অখণ্ড আনন্দ ভোগ করাই অণুচৈতন্য জীব-স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম বা স্বভাব। ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক জগতে বিচরণ করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকাদি ত্রিতাপ ভোগ করত জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করা জীব-স্বরূপের নিত্য ধর্ম্ম নহে ইহা বিরূপের ধর্ম্ম।

স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রেরই শ্রীভগবানে শরণাগত হইয়া তাঁহার সেবা করিবার মত যোগ্যতা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু মাতৃকুক্ষি হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রকৃত সাধুগণের সঙ্গলাভের অভাবে ও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ দুঃসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীভগবানে বিশ্বাস-রহিত হইয়া, কেহ কু-তার্কিক, কেহ কর্ম্মী, কেহ শুষ্কজ্ঞানী, কেহ মিথ্যাবাদী কেহ চোর, কেহ মূর্খ ও কেহ পণ্ডিত হইয়া পড়েন। আকৃতি প্রকৃতিতে, পোষাকপরিচ্ছদে, গমনাগমনে ও আহার বিহারে মনুষ্যনামে পরিচিত হইলেও ইহারা মনুষ্যনামের যোগ্য নহে—মানবেতর পশু জাতির ন্যায় দ্বিপাদ নরপশু নামে পরিচিত; কারণ নরতনুই যে শ্রীহরিভজনের মূল। অণুচৈতন্য ভগবদ্বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ-জীব মানবেতর আশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিবার উদ্দেশ্যেই নরতনু লাভ করিয়া শ্রীহরিভজনোপযোগী এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু॥"
(ঠাকুর নরোত্তম)

পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি বিমুখতা বশতঃ আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার কৃপা রজ্জুস্বরূপ সাধুগণকে জগতে প্রেরণ করিয়া কিম্বা প্রচ্ছন্নভাবে নিজেই সাধু মহান্তস্বরূপ হইয়া আমাদের বিরূপ অবস্থা হইতে স্বরূপে উদ্বোধন করিবার নিমিত্ত বলিয়া থাকেন—

'জীব জাগ জীব জাগ (গোরাচাঁদ বলে)।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥'

আবার দেখা যায় শ্রীভগবানের তাঁহার কৃপারজ্জুস্বরূপ সাধুমহন্তগণের হাটে বাজারে, ঘাটে বাটে এমন কি প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে ঢাক ঢোল পিটিয়ে আমার স্বরূপের বৃত্তি জাগ্রত করিয়া স্বদেশে ফিরায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে চীৎকার, তাহাও যখন অত্যন্ত ভোগাসক্ত হইয়া কর্ণপাত করি না তখন কখনও ভূমিকম্পের দ্বারা পাহাড় পর্ব্বতময় স্থলকে অগাধ জলে পরিণত ও অগাধজলকে পাহাড় পর্ব্বতময় স্থলে পরিণত করিয়া থাকেন; কখনও মহাবন্যায় মহাস্রোতে আমাদের মনগড়া নিত্য বাসস্থান ঘরবাড়ী ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন, কখন কখন বা বজ্রাঘাতে হনুমানের লঙ্কা দাহনের ন্যায় গ্রামকে গ্রাম পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মহদ্ উদ্দেশ্য—মানবজাতি যে অনিত্য সংসারকে নিত্য-বোধে আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্রে বাস করিব বলিয়া পাকা দালান কোঠা প্রস্তুত দ্বারা মহাগাম্ভীর্য্য ও দাম্ভিকতার সহিত ভোক্তার সজ্জায় ভগবদ্-বিস্মৃত রহিয়াছে তাহাই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পাতানসংসার যে অনিত্য তাহা জানান এবং তদ্দ্বারা তাহাদের স্বরূপের বৃত্তি জাগ্রত করিয়া নিজ পদাম্বুজে আকর্ষণ করা।

মায়াবদ্ধ ভগবদ্বহির্ম্মুখ অণুচৈতন্য জীব তখন ভগবদ্-কৃপায় বলিতে পারে-

"সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজীপ্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এদেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায়, হায়, নাহি ভাবি অনিত্য এসব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণ-ভক্তি করুণ সন্ধান॥"

এই প্রকারে পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তগণ আমাদিগকে তাঁহার পদাম্বুজে আকর্ষণ করিয়া ভক্তিরস পান করাইবার নিমিত্ত অনন্ত বদনে, অনন্ত প্রকারে ও অনন্ত কৌশল বিস্তার করিয়া থাকেন। তাহা মহাভাগবতকুলচূড়ামণি শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার গুরুগাম্ভীর্য্যস্বরে আমাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন—

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্-
মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে, মানব মাত্রেরই মুহূর্ত্তের জন্যও কালবিলম্ব না করিয়া নিরন্তর ভগবানের আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই অতি সুদুর্ল্লভ নরতনু লাভ করিয়া যদি তাহা না করি তাহা হইলে আমার দেহ-গেহ, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয়-স্বজন রক্ষা, ভরণ পোষণাদি ও রাজ্যভোগ—সবই বৃথা। তাহা শ্রীগৌর-পার্ষদ গজপতি শ্রীল প্রতাপরুদ্র যিনি একসময় বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের একচ্ছত্র স্বাধীন সম্রাট ছিলেন, তিনি, শ্রীভগবানের কৃপালাভ ব্যতীত যে রাজার রাজ্য ভোগাদি সবই বৃথা তাহা নিজে শ্রীভগবানের কৃপা ভিখারী হইবার অভিনয় করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন।

"তাঁর প্রতিজ্ঞা মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ, সব অকারণ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই হইব ভিখারী॥"
চৈতন্য চরিতামৃত (মধ্য ১১ ৪৮-৪৯)

আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

বর্ত্তমান সমসাময়িক যুগেও দেখা যাইতেছে,—কোন ভগবদ্পার্ষদবর শ্রীভগবানের কৃপারজ্জুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া সাধুভক্তরূপে আমাদের নিকট দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং আমাদের বিরূপ অবস্থা হইতে স্ব-স্বরূপে উদ্বোধন করিয়া স্বদেশে ফিরায়ে নেওয়ার জন্য অনন্ত প্রকারে, অনন্ত কৌশল বিস্তার করিতেছেন। আর বিশ্ববাসী জীবকে আবাহন করিয়া বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

ওহে বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! আসুন আসুন, সবাই আসুন, আমরা সকলেই সেই শ্রীগৌরনিজজন মহাজনের একতালে, একসুরে বন্দনা গীতি গান করিতে করিতে তাঁহার পদাম্বুজে উপস্থিত হই ও তাঁহার কৃপা-লাভ করিয়া জীবন কৃতার্থ করি।

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তুতে॥
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

জীবের দুর্গতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১৭ সংখ্যার পর)

তখন ভীষণাকার যমদূতগণ তাহাকে কঠোর পাশে বন্ধন করত অসংখ্য কষ্ট প্রদান করে ও নরককুণ্ডে নিমজ্জিত করে। যেরূপ সে একাকী আসে, সেইরূপ তাহাকে একাকী যাইতে হয়। কেহ তাহার সঙ্গে যায় না।

জগতে এইরূপ নিত্যই হইতেছে। তথাপি মোহান্ধ জীবগণের চক্ষু উন্মীলিত হয়না। একমাত্র সংসার-কাননের দাবানল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া হরিভজন না করিলে উপায় নাই। এই সর্ব্ব কর্ম্মের সাধক দুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় না করিয়া শ্রীহরির ভজনে অক্ষম হয় তার ন্যায় মূঢ় ও আত্মঘাতী কে আছে? এই মানব-জন্ম অতীব দুর্ল্লভ, দেবগণও ইহা লাভ করিতে প্রয়াসী হন।—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতম্
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

হায়! মল,মূত্রময় অনিত্য দেহ লাভ করিয়া বৃথা বড়াই করিয়া কি হইবে? ভাই সব! তাই আজ বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীল গুরুদেব আমাদিগকে পতিত দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণকে আমাদের দ্বারে দ্বারে পাঠাইয়া অহৈতুকী কৃপা বিতরণার্থে তারস্বরে গাইতেছেন। যথা—

সংসারদাবানললীঢ়লোকত্রাণায়
কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ
শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীসুরেশচন্দ্র অধিকারী

ভজিবারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার

ORDER.

Suits and cases arising within the jurisdiction of police stations Hanskhali and krishnaganj which were heretofore instituted in the 1st Munsif's court Krishnagar shall henceforth be instituted in the Munsifs' courts at Ranaghat and Chuadanga respectively (vide Notification No. 5362 J dated the 5th July 1932 published at page 1341 part 1 of the Calcutta Gazette dated the 14th July 1932). Pending suits and cases belonging to the police stations Hanskhali and Krisnhnaganj will remain on the file of the Munsif 1st Court Krishnagar at present.

Sd/- B. K. Guha
District Judge, Nadia
14th July 1932.

ORDER.

Suits and cases arising within the jurisdiction of police station Hanskhali and Krishnaganj which were heretofore instituted in the 2nd Munsif's court Krishnagar shall henceforth be instituted in the Munsif's courts at Ranaghat and Chuadanga respectively (vide Notification No. 5362 J dated the 5th July 1932 published at page 1341 part 1 of the Calcutta Gazette dated 14th July 1932.

Sd/- B. K. Guha
District Judge, Nadia.
14th July 1932.

ORDER.

Suits and cases arising within the jurisdiction of police stations Hanskhali and krishnaganj which were heretofore instituted in the Subordinate Judge court Nadia shall henceforth be instituted in the Munsifs' courts at Ranaghat aud Chuadanga respectively. (vide Notification No. 5362 J dated the 5th July 1932 published at page 1341 part 1 of the Calcutta Gazette dated the 14th July 1932): Pending suits and cases belonging to the police stations Hanskhali and krishnaganj will remain on the file of the Subordinate Judge of Nadia as at present.

Sd/ B. K. Guha
District Judge, Nadia
14th July 1932.

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জাগরের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নন্দদায়িনী শ্রীবৈকুণ্ঠ-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব ও শ্রীমদ্ আচার্য্যপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী রসভাবনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রূপসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এক বিংশতি সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্ভারে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোষদরশে প্রবৈশ করেদ?" অকৃত্রিম আচার ও প্রচার, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি দ্বারা বিভূষিত, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩॥০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বর্দ্ধমান রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত লাহোর। বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ডঃ) সুরজো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্সড-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিবৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। একরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর-নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

উজ্জ্বলনীলমণি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুমাত্রই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক, প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২।০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible] অব্যর্থ [illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে এবং ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকাবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থি	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৷৷০
১	,,	,,	,,				৭৷৷০
৬	মাস	,,	,,			,,	৬।০

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে ,, ,, ৪৷৷৵০

চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক ,, ৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী **টিউবওয়েল** (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী **টিউবওয়েল**" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য **টিউবওয়েল** কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**- ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরের নদীয়া-প্রকাশ প্রিঃ ওয়ার্কস হইতে—ব্রহ্মচারী [illegible]কুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফাদার এলুনের উক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বো টাউন হলে ইণ্ডিয়ান লীগের সভায় ফাদার এলুইন প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি ভারতের বর্তমান অবস্থায় মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, তিনি ভারতের প্রকৃত অবস্থার বিষয় বলিতেছেন। তিনি ইংরাজের শত্রু বলিয়া এরূপ বলিতেছেন না, পক্ষান্তরে ইংরেজের বন্ধু বলিয়াই বলিতেছেন। তিনি চাহেন, ভারতে ইংরেজের সুনাম বজায় থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন উহা অবিচার, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় বাধা প্রদান ও ন্যায়পরায়ণতা বিরোধীর প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বলিতেছেন ধর্ম্মযাজক সমাজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্তব্য করিতে যেরূপ অক্ষম হইয়াছেন, এরূপ ইতঃপূর্ব্বে আর কখন হন নাই।

মিঃ জর্জ ল্যান্সবেরি সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আয়র্লণ্ড সম্পর্কে তিনি ধর্ম্ম জগতের নেতাদের উদ্দেশ্যে যে আবেদন করেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "বৃটেন ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতেছে সে বিষয়ে ও ভারতের ভীষণ অবস্থা সম্বন্ধে ধর্ম্ম গুরুদের যদি কিছু বলিবার না থাকে, তাহা হইলে আমি জানিতে চাহি ধর্ম্মের অর্থ কি।"

পঞ্জাবের অস্থায়ী গভর্ণর

সিমলা হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে জুলাই সার সিকন্দর হায়াত খাঁ বাণিজ্য কোর্টে কার্য্যভার গ্রহণের জন্য শপথ করেন। পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সকল বড় বড় কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। রাজা নরেন্দ্রনাথ, সার জালফিহার আলি খাঁ, রাজা সার দলজিৎ সিং প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সকলে গৃহত্যাগ করিলে ১৭বার কামান দাগা হয়। সার সিকন্দর সম্মান-প্রদর্শকবাহিনী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিজ ভবনে গমন করেন।

১০২০ টাকার চেক ভাঙ্গাইয়া চম্পট

জিৎ তেওয়ারী নামে একজন টাকা আদায়কারী জমাদার ১০২০ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলির এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামী সোনাপট্টির এক স্বর্ণকারের দোকানে টাকা আদায়কারী জমাদারের কাজ করিত। ঐ দোকানের মালিক কোন খরিদ্দারের প্রদত্ত একটি ১০২০ টাকার চেক ভাঙ্গাইবার জন্য তেওয়ারীকে ব্যাঙ্কে পাঠান। তেওয়ারী চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা লয় কিন্তু দোকানে ফিরিয়া না আসিয়া সরিয়া পড়ে।

আসামী ফিরিয়া না আসায় মালিকের কেমন সন্দেহ হয়। তিনি বড়বাজার থানায় খবর দেন। বড়বাজার থানার কর্ম্মচারিগণ অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও আসামীর সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহার দেশের বাড়ীতেও খোঁজ করা হয়, সেখানেও পাওয়া যায় না।

শেষে আসামীকে ধরিবার নোটিশ জারী করা হইলে আসামী নিজেই আসিয়া কোর্টে ধরা দেয়। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইয়াছে। সে নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়াছে।

ডাকাতির অভিযোগ

সনাতন মণ্ডলের বাটিতে ডাকাতি করিবার অভিযোগে বারাসতের কালু চৌধুরীর ও অন্য আটজনের বিরুদ্ধে আলিপুর দায়রা আদালতে মামলা আরম্ভ হইয়াছে।

প্রকাশ, গত ১৩ই মার্চ্চ রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া সনাতন দেখিতে পায় যে, কতকগুলি লোক টর্চ্চ লইয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ সনাতনের চোখ মুখ বাঁধিয়া ফেলে। সনাতনের পুরাতন ভৃত্য কলিমুদ্দি আর সকলকে কাহারও প্রাণ লইতে নিষেধ করে এবং যে স্থানে বাক্সগুলি থাকিত তাহা দেখাইয়া দেয়। কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে চেনা সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহারা স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ হইতে গহনা কাড়িয়া লয়। পরে কলিমুদ্দিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার বিবৃতি অনুসারে আর এক আসামীর বাটী হইতে কতকগুলি অপহৃত অলঙ্কার উদ্ধার করা হয়।

কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

সেক্রেটারীর প্রাঙ্গণে মৃতদেহ

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই জুলাই প্রাতে বিহার সরকারের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ব্রেটেনের বাটীর প্রাঙ্গণে মৃতদেহ পাওয়া যাওয়ায় চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। মৃতদেহটি হিন্দুর। উহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল। কোতোয়ালি পুলিস শব লইয়া গিয়াছে।

নাসিক জেলে প্রায়োপবেশন

পুণা হইতে প্রকাশ, 'বোম্বাই ক্রনিকেল' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ এস, এ, ব্রেলভী ও শ্রীযুত যমুনা দাস দ্বারকা দাসকে সম্প্রতি নাসিক রোড সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহারা উভয়েই 'বি' শ্রেণীর বন্দী। প্রকাশ, ইহারা নাসিক জেলে প্রায়োপবেশনে রত 'সি' শ্রেণীর বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া নিজেরাও অনশন আরম্ভ করিলে ইহাদিগকে নাসিক জেল হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কতিপয় 'সি' শ্রেণীর বন্দীকে সবরমতী জেল হইতে নাসিক জেলে লইয়া আসা হয়। উক্ত বন্দিগণ নাসিক জেলে প্রবেশ করিবার কালে 'জয় গান্ধীজীকি জয়' ধ্বনি করিয়াছিলেন।

বড়লাটের সহিত জহরলালের সাক্ষাতের কথা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ভারতের বড়লাট শীঘ্রই একবার দেরাদুনে যাইতেছেন। জনরব—আপোষ মীমাংসা সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মতামত জানাই তাঁহার এই অসময়ে দেরাদুন গমনের অন্যতম কারণ। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যে সমস্ত বিষয়ে আপত্তি করিবেন গান্ধীজী তাহা কিছুতেই সমর্থন করিবেন না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, তাই নাকি বড়লাট পূর্ব্বাহ্ণে এই সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করিবার জন্য এই স্থানে যাইতেছেন।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে শোভাযাত্রা

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে শোভাযাত্রা পরিচালনা করিবার অভিযোগে সোমবার অপরাহ্ণে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত কলিকাতা সমর পরিষদের সদস্য বলিয়া কথিত শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কালীরাম দাস, ভূপেন দাস, মাখনলাল দত্ত, বাবুলাল সিং এবং ফণি হাজারিয়াকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বেলুচিস্থানে অতিবৃষ্টি

কোয়েটা হইতে প্রকাশ, এ বৎসর অসম্ভব রকম বারিপাত হইতেছে। কালাত রাজ্যে যাইবার রাস্তাঘাট বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কাঁছি কালাত রাস্তায় হাজি সা গ্রাম প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। রেল লাইনের স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতএব সাময়িক ভাবে গাড়ী চলাচল বন্ধ আছে।

চিৎপুর দাঙ্গার মামলা মুলতুবি

গত ৭ই জুলাই রাত্রিতে সর্ব্বমঙ্গলা লেনে গঙ্গাধারী রায়কে লাঠিদ্বারা প্রহার করিয়া নিহত করিবার অভিযোগে রামনাথ গিরি, যোগেশ্বর সিং ও অপর কয়েকজন লোককে চিৎপুর পুলিস গত সোমবারে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত করিয়াছে। বে-আইনী জনতা কারবার ও দাঙ্গা করিবার অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। মানবেন্দ্রনাথ দত্ত ও অপর কয়েকজন লোককে লাঠি দ্বারা প্রহার করিবার অভিযোগে আসামীদের বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। আসামী গোবিন্দ সিং পলাতক অবস্থায় আছে, মামলা মুলতুবি আছে।

বাঁকুড়ায় বৃষ্টিপাত

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, কয়েকদিন ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছে ধান্য রোপণ চলিতেছে। ধান্য ও রবিশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশী চিনি ১০৲ মণ এবং জাভা চিনি ১১৷৷৹ মণ এই দরে বিক্রয় হইতেছে।

নাদিয়াদে বারজন স্বেচ্ছাসেবক

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, নাদিয়াদের সংবাদে প্রকাশ যে, ১৩ জন স্বেচ্ছাসেবক জেলা কংগ্রেস কমিটীর গৃহ পুনরাধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। উক্ত গৃহ পুলিশের দখলে তালা বন্ধ করা ছিল। কাঁটাতারের বেড়া কাটিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ অফিস গৃহের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তালা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ১২ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং বাকী সকলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

জাল টাকা রাখায় দণ্ড

গত কল্য আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এফ, মীর্জ্জা তিনটি জাল টাকা রাখিবার জন্য আব্বাস শেখের প্রতি ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয় আসামী রহিম বক্স ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

আসামীদ্বয় পুরাতন পাপী। তাহারা ঢাকুরিয়ায় এক মুদীর দোকানে যায়। রহিম একটি সাবান লইয়া একটি জাল টাকা দেয়। মুদী টাকাটি বদলাইয়া দিতে বলিলে রহিম আব্বাসকে দেখাইয়া বলে যে, তাহার নিকট টাকায় থলিয়া আছে। তাহার পর উহাকে ধরিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

টেলি· "শ্রীধাম নবদ্বীপ"

Reg No C 1540

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৬৲
ষাণ্মাসিক ৫.
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক পত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৩৯, ২৩শে জুলাই ১৯৩২

কৃষ্ণনগরে সভা

ঢাকায় স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যায় গ্রেপ্তার

এলাহাবাদে পিকেটিং

গুলীতে চৌকীদার নিহত

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

আজমীর জেলে গোলযোগ

সাক্ষাতে নেহরুজীর আপত্তি

জাহাজের কামরায় অগ্নিকাণ্ড

রহস্যজনক হত্যা

মুসৌরীতে জহরলাল

বড়বাজারে সশস্ত্র ডাকাতি

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে সভা

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, ১৯শে জুলাই কৃষ্ণনগরে এক সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান আইন অপেক্ষা বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল বিল আরও গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত হওয়া উচিত এবং বঙ্গীয় সরকার তদনুসারে কার্য্য করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা আইনে পরিণত করুন। সভায় আরও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে নিয়ম করিবার জন্য সরকারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা গণতান্ত্রিক নীতির অনুকূল নহে। যদি সম্ভব হয় তবে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া উচিত।

———

এলাহাবাদে পিকেটিং

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কংগ্রেসের লোক গত ২০শে জুলাই পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে হাজির হন। সেই সব দোকান বেশীর ভাগ মুসলমানের। দোকানের সম্মুখে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। পিকেটারগণ দোকানের সম্মুখে শয়ন করেন। এমন সময় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরে আর একদলে আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি চ্যাটনার পুলিস শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য কোন স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহ সহরে পাঠাইয়া দিয়াছে। প্রকাশ, জনৈক লোকের তাহার স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ হওয়ায়, সে তাহাকে একখানি ধারাল অস্ত্র দিয়া এমনভাবে আঘাত করে যে, সেই আঘাতেই তাহার জীবনলীলা শেষ হয় অতঃপর স্বামী বেচারা নিজে বিষের সাহায্যে আত্মহত্যা করে।

রহস্যজনক হত্যা

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা জেলার অন্তর্গত সেখপুরার একটি বালককে ভীষণভাবে হত্যা করা হইয়াছে। ঐ স্থানে যাদুবিদ্যার উপর অনেকের বিশ্বাস আছে এবং যাদুকরগণ ক্ষতি করিতেছে এইরূপ সন্দেহের জন্য তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছার জন্যই উপরোক্ত হত্যা সংঘটিত হইয়াছে।

প্রকাশ, ঘটনার দিবস বালকটি খেলিতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর বাটীতে প্রত্যাগমন করে নাই। তাহার মাতাকে গ্রামের সকলে যাদুকরী বলিয়া সন্দেহ করিত। তাহার মাতার যাদুকরী বিদ্যার জন্য গ্রামের কয়েকজনের মৃত্যু হইয়াছে। বালকটীর মাতা বহু স্থানে বালকটির অনুসন্ধান করে। বালকটিকে না পাইয়া তাহার মাতা কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিয়া কূপ ও পুষ্করিণীতে তাহার খোঁজ করে। অবশেষে গ্রামের কয়েকজন লোক একটী পুষ্করিণীতে বালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যায়, বালকের দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং তাহার চক্ষু কোটর হইতে উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল।

প্রকাশ, যে গ্রামবাসিগণ বালকের মাতাকে যাদুকরী বলিয়া সন্দেহ করে, তাহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য বালকটীকে হত্যা করিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কুরুক্ষেত্র	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কব্বুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পদ্মবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীমধুসূদন ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্মথিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার ভক্তশান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীগুরুপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীদেবব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কুঞ্জপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীবনমালীদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

মাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, আসাম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেহঘড়িয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুদাসজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহ্, ঢাকা।

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) ব্রাহ্মণগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৬ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৩শে জুলাই ইং ১৯৩২ শনিবার | ১১৯তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কটক হইতে অধ্যাপক সান্ন্যালের প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, বিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তসহ গত ২০শে জুলাই বুধবার রাত্রিতে কটকে শুভ বিজয় করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তৎপর দিবস অর্থাৎ ২১শে জুলাই প্রাতঃকালে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ পরিদর্শন করিয়া 'যুক্ত ও ফল্গু বৈরাগ্য'-সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম-এ ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্নপ্রমুখ শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও 'অখিল-লোকমঙ্গলার্থ' তাঁহাদের কলিকাতার প্রচার-কেন্দ্র বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসবের বিপুল আয়োজন করিতেছেন। এই মহোৎসব আগামী ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট শুক্রবার হইতে ২৯শে ভাদ্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে; ইতোমধ্যেই তাঁহারা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, নিরপেক্ষ সজ্জনগুণী তাঁহাদের এই সাদর আহ্বান গ্রহণ করিয়া মহোৎসবে যোগদানপূর্ব্বক 'পরমার্থ'-গবেষণাগারের নিত্য আলোচ্য বিষয়সমূহ ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ, মনোযোগসহকারে পাঠ এবং তর্কপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত-চিত্তে বিচার করিয়া শান্তিময়ের সুশীতল-সেবা সুরধুনীতে নিত্য স্নাত থাকিতে যত্নবান্ হইবেন।

উপরি উক্ত মহোৎসবের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান—উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয় কীর্ত্তন, প্রাতে দ্বাদশাধ্যায়ি-শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, পাঠ ও ব্যাখ্যা, পূর্ব্বাহ্ণে নগরসংকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদসম্মান, অপরাহ্ণে হরিকথালোচনা ও সদাচারশিক্ষা, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা এবং প্রদোষে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

উৎসবের বিশেষ পঞ্জী—২৮শে শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট শনিবার শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এবং শ্রীমদ্ গৌরদাস পণ্ডিতের অভিযান, ৩১শে শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব ও শ্রীমদ্ বলদেবের আবির্ভাব, ৮ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট বুধবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস, ৯ই ভাদ্র ২৫শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীনন্দোৎসব, ১১ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট শনিবার শ্রীঅন্নদা একাদশীর উপবাস, ২০শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব, ২২শে ভাদ্র ৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীললিতা সপ্তমী, ২৩শে ভাদ্র ৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীরাধাষ্টমী, ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীপার্শ্বৈকাদশী, শ্রাবণাদ্বাদশী ও বামনদ্বাদশীর উপবাস, ২৭শে ভাদ্র ১২ই সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব-বাসরে সাধারণ মহোৎসব, ২৮শে ভাদ্র ১৩ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশী ও শ্রীল হরিদাসঠাকুরের অভিযান এবং ২৯শে ভাদ্র ১৪ই সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাদশ বিরহ-বাসরে ক্ষুদ্র অর্ঘ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১৮ সংখ্যার পর)

কি বর্ণিব দেব তোমার মহিমা !
কুবিষয় আস্বাদনে পীড়িত রসনা
মোর, তোমার মহিমা-পীযুষ-
রস-সিঞ্চন তিক্ত লাগে
আমার জিহ্বায়।
আসমুদ্র হিমাচল হ'তে
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র
আচণ্ডাল, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, আদি
কত আশাবাসী, অবগাহি
করুণা গঙ্গায়, কোটীকণ্ঠে
গাহে তব বিজয়-গীতিকা।
তব প্রচারিত গৌরকৃষ্ণ
প্রেমবন্যা উছলি উছলি আজ
ডুবাইছে কত ভাগ্যবানে।
দীন হীন আমি দেব ! রহিনু
পড়িয়া। কি বর্ণিব মম দুঃখের
কাহিনী ! কামকৃমি-কেলিহ্রদে
সতত বসতি মোর, তাই তব
অপ্রাকৃত প্রেমনদী নারিনু
পশিতে। অপরাধ-পর্ব্বতের
সুউচ্চ শিখরারোহী, কিরূপে
স্পর্শিব মুই, ভকতি বিনোদ-বাণী-
গঙ্গাধারা, নিঃশ্রেয়স তব
পদরজে, সদা গর্ব্বিত শির
নহে আনমিত ?
নমি দেব ! তব পদে
বারবার আমি, আশীষ দাসেরে।
তব কৃপাশীষ বিনা নারিবে বর্ণিতে
কেহ তোমার মহিমা, অনন্ত জগদ্-
বাসী যদি হয় একত্রিত—
নিত্যকাল ধরি নিজ বিদ্যা বুদ্ধি
করয়ে যোজনা আরোহবাদ যুগে।
মহিমা-বারিধি তব অনন্ত অসীম
কিরূপে পাইব পার ক্ষুদ্র জীবাধম।
পক্ষী চাতকিনী—সে নৈছে
তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি,
তেমতি অবোধ আমি
ছুঁইনু তার এক কণ আত্মবিস্মৃতে।
নিতান্ত হতভাগ্য আমি শত
অপরাধী, তুমি অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু
পতিতপাবন। নিজগুণে ক্ষমি' অপরাধ
কেশে ধরি' ... ... বসে।
উরু কৃপা বিতরিয়া
দেহ রতি মতি, প্রভুপাদ মোর
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রীপদপঙ্কজে।
"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥"

অযোগ্য—শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাসের বৈশিষ্ট্য

'প্রয়াস বহু বিঘ্নানি।' তাই নিঃ-শ্রেয়স ভগবদ্ভক্তি-লাভের পথেও বহু বিঘ্ন। কৃষ্ণপ্রেমলাভের জন্য আমাদের নিষ্কপট ব্যাকুলতা আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য দৈবী মায়া কুহকময়ী বহুজীববিমোহিনীর বেশে পুনঃ পুনঃ আমাদের নিকট আসিয়া থাকেন, এমন কি ব্রহ্মা-শুদ্ধ সকল জীবকেও মায়াদেবী নিজের ভোক্তা এবং আপনাকে ভোগ্যা বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া মোহিত করেন, —কেবল মোহিত করিতে পারেন না বড় হরিদাস ও তদাশ্রিতগণকে; তবে বড় হরিদাসকেও পরীক্ষা করিবার ছলে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণনাম গ্রহণপূর্ব্বক নিজে ধন্যা হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করেন।

জগদ্গুরু নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যখন বেনাপোলের নির্জ্জন বনে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক জগজ্জীবের পরম মঙ্গল বিধান করিতেছিলেন তখন তাঁহার অলৌকিক প্রভাব সকলে বুঝিলেও বৈষ্ণব বিদ্বেষী মহাপাষণ্ড রামচন্দ্র খান দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার মহিমা না বুঝিয়া সৎসঙ্গপ্রসঙ্গে তাঁহার অপমান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল।

কোন প্রকারেই তাঁহার ছিদ্র না পাইয়া অবশেষে বেশ্যাদ্বারা ছিদ্র সৃষ্টি করিবার কল্পনায় বেশ্যাগণকে আনাইয়া বলিল,—তোমরা এই বৈরাগী হরিদাসের বৈরাগ্য নষ্ট কর।

ইহা শুনিয়া তন্মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী বলিল,—'তিন দিনে হরিব তাঁর মন।' রামচন্দ্র খান সঙ্গে পাইক দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে বলিল,—"একবার সঙ্গ হইলে পর দ্বিতীয়বারে আপনার পাইক লইয়া যাইব।"

এই পরামর্শ স্থির হইলে পর রাত্রিকালে সেই বেশ্যা মনোহারি-বেশভূষা করিয়া উল্লসিতচিত্তে ঠাকুরের বাসায় উপস্থিত হইল। প্রথমে তুলসীকে নমস্কার করিয়া হরিদাস ঠাকুরের কুটীরের দ্বারে গিয়া তাঁহাকেও নমস্কার করিল এবং কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে দরজার নিকট বসিয়া অঙ্গ দেখাইয়া দেখাইতে লাগিল ও সুমধুর স্বরে বলিল,—"ঠাকুর! তোমার প্রথম যৌবন, তাহাতে তুমি আবার দিব্য রূপবান্ পুরুষ, সুতরাং তোমাকে দেখিয়া কোন্ নারী স্থির থাকিতে পারে? তোমার সঙ্গলাভের জন্য আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে—এমন কি আমার বাঞ্ছাপূর্ণ না হইলে আমি জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হইব।"

হরিদাস ঠাকুর কৌশলপূর্ব্বক তাহাকে হরিনাম শ্রবণ করাইয়া উদ্ধার করিবার বাসনায় বলিলেন,—"আমি তোমাকে গ্রহণ করিব; তবে সংখ্যানাম কীর্ত্তন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি নামসংকীর্ত্তন শ্রবণ কর, নাম সমাপ্ত হইলে তোমার ইচ্ছামত কার্য্য করিব।"

ইহা শুনিয়া সেই বেশ্যা বসিয়া রহিল। হরিদাস ঠাকুর কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাতঃকাল হইল। তখন বেশ্যা রামচন্দ্র খানের নিকট যাইয়া বলিল,—"আমার সঙ্গ করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; সুতরাং অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

পরদিন রাত্রে সেই বেশ্যা ঠাকুরের কুটীরে আসিলে তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"কল্য তোমার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় দুঃখ পাইয়াছ, সুতরাং আমার অপরাধ লইও না, অবশ্যই আমি তোমাকে অঙ্গীকার করিব। নামসংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া তুমি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন শ্রবণ কর, পরে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।"

ইহা শুনিয়া বেশ্যা দ্বারে বসিয়া হরিনাম শুনিতে লাগিল ও 'হরি' 'হরি' বলিতে লাগিল। এইরূপে রাত্রিশেষ হইতে হইতে ঊষা উদিতা হইয়া পড়িল। ঠাকুর তাহার চাঞ্চল্য দেখিয়া বলিলেন,—"একমাসে কোটীনামগ্রহণসঙ্কল্পে দীক্ষিত হইয়াছি, অদ্য সমাপ্ত হইবার আশা ছিল; সমস্ত রাত্রি গ্রহণ করিলাম—তবু শেষ হইল না। সমাপ্ত না করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে, তাই কল্য সমাপ্ত হইলে পর স্বচ্ছন্দে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

সেদিনেও বেশ্যা রামচন্দ্র খানের নিকট গিয়া সমস্ত সংবাদ জানাইল। তৃতীয় দিনও সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের নিকট আসিয়া তুলসীকে ও ঠাকুরকে নমস্কার করিল এবং দ্বারে বসিয়া হরিনাম শুনিতে লাগিল। আবার মুখে 'হরি' 'হরি' বলিতে লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন, "অদ্য নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" সেদিনও পূর্ব্বের ন্যায় 'নাম'-কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া এই তিনদিন বেশ্যার চিত্তের পরিবর্ত্তন হইল। তখন সে ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হইয়া বলিতে লাগিল,—"হে ঠাকুর! রামচন্দ্র খানের কথামত আমি অপরাধ অর্জ্জন করিতে আসিয়াছিলাম, আমি বেশ্যা হইয়া বহু পাপ করিয়াছি, কৃপা পূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন।"

ঠাকুর বলিলেন,—"রামচন্দ্র খানের কথা আমি সব জানি; সে ব্যক্তি অজ্ঞ ও মূর্খ, তাহার ব্যবহারে আমি দুঃখিত নহি। আমি সেই দিনই এই স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম, কেবল মাত্র তোমার উদ্ধারের জন্যই তিন দিন ছিলাম।"

বেশ্যা বলিল, "হে প্রভো! আমার কি কর্ত্তব্য? কি করিয়া এই ভবকারাগার হইতে উদ্ধার হইব?—তাহা কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন।"

ঠাকুর তাহাকে বলিলেন,—"তোমার যাবতীয় দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণকে দান করিয়া এই ঘরে আসিয়া এবং তুলসীসেবা ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কর; তাহা হইলে অচিরেই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা লাভ করিবে।" এই বলিয়া তাহাকে মহামন্ত্র-দীক্ষা প্রদান-পূর্ব্বক ঠাকুর হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

উক্ত বেশ্যা শ্রীগুরুকৃপালাভের পর বেশ্যা-বৃত্তি চিরতরে বর্জ্জনপূর্ব্বক পূর্ব্বার্জ্জিত ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিলেন এবং এক-বস্ত্র পরিধান করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে গুরুগৃহে বাস করিয়া দিবারাত্রিতে তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অচিরেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইল।

তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥

বেশ্যার উদ্ধার দেখিয়া স্বয়ং মায়া-দেবীও ঠাকুরের নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণপূর্ব্বক (নিজে ধন্যা হইবার জন্য) লোক হইল এবং পরীক্ষার ছলে জগদ্গুরুর অলৌকিক মহিমা জগতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইল। তাই মায়াদেবী—

এই মত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন॥

কিন্তু দিবারাত্রিনিবেশজানিত-লোকো-ভাব-রহিত নামগ্রহণে ঐকান্তিক সেবক নামাচার্য্য ঠাকুরের নিকট মায়া পরাজিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন।

তবে মায়া কহে তাঁরে করি নমস্কার!
আমি মায়া করিতে আইলাঙ পরীক্ষা তোমার॥
ব্রহ্মাদি জীব, আমি সবারে মোহিলুঁ॥
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিলুঁ॥
মহাভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে।
তোমার কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে॥
চিত্তশুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণ উপদেশি' কৃপা করহ আমাতে॥

* * *

পূর্ব্বে আমি রাম-নাম
পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তি-হেতু তারকব্রহ্ম হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম পারক হঞা করে প্রেমদান॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি, মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসাও যৈছে এই প্রেমবন্যা॥

ইহা বলিয়া মায়াদেবী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণিপাত করিলে ঠাকুর তাঁহাকে কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র দীক্ষা প্রদান করিলেন। মায়াদেবী তাঁহার কৃপালাভে ধন্যা হইয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গ দুইটী আলোচনা করিলে দেখা যায়,—বড় হরিদাস জগদ্গুরু; তিনি পতিতপাবন সুতরাং নিজে কখনও পতিত হন না, নিত্যকাল পতিতোদ্ধার করাই তাঁহার লীলা। তাঁহার আশ্রয় লাভ ব্যতীত পতিত জীবের উদ্ধার-লাভের অন্য কোন উপায় নাই।

"আশ্রয় লঞা ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

বড় হরিদাসের আশ্রয়লাভ ব্যতীত অর্থাৎ অশোক-অভয়ামৃত কোটীচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরু-পাদপদ্ম দৃঢ়রূপে ধারণ ব্যতীত দুরত্যয়া মায়া জয় করিবার অন্য কোন উপায় নাই। ছোট হরিদাস নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত সতত গুরুসেবারত থাকিলেই শ্রীগুরু-কৃপাবলে দৈবী মায়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। বিশ্রম্ভ-সেবা-ফলে শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলে শিষ্যকে আর ছোট হরিদাস রাখেন না, তাঁহাকে আত্মসম করিয়া লন।

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

তবে অন্যান্তর উদ্দেশ্যে গুরুসেবায় ছলনা করিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মায়াদেবী মাদৃশ ছোট হরিদাসের নিকট ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্রবেশে আসিয়া থাকেন। শ্রীগুরুসেবায় অনবধানতা দেখিলেই মায়া তখন গ্রাস করিবে। সুতরাং মুহূর্ত্তের জন্য অসতর্ক হইলেই মাদৃশ জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে উহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ।৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

তথ্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট, দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধকৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ধর্ম্মাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীগুরু স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীজগন্নাথদেব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনাম কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এক নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুবৈভবদর্শনবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাণ-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩।৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাজির রাজনাথের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন দর্শের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৴০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাখ্যা-সহ বক্ষ্যে উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

সূক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই অমৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ৬৯৩ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ বশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুরে
"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউট"—
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা লাগে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ ভিষগাশ্রম
১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

শিশুদের প্রাবধার জন্য ও আঃ শিশুকে ঘনীভূত অবস্থার ছোটবোতলের সমাপ ... ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।॰ আনা, পাইট ৷৷৵॰ আনা, বোতল ১৷৵॰ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস
গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা
গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

সোনাইমুড়ী
আরবান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক
লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিঃ নোয়াখালী —(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

বৎসর	ম্যাদী	স্থির আমানত শতকরা বার্ষিক	
২		,,	৮॥॰
১		,,	৮৲
৬	মাস	,,	৭॥॰
৩			৬।॰

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে ,, ,, ৪॥৵॰
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক ,, ৩৵॰

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাজারের যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র পঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸॰, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক, শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **'দি হারমনিষ্ট' বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজী ভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।॰।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥॰ দেড় টাকা

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥॰ মাত্র।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ৬ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৯ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫শে জুলাই ইং ১৯৩২ সোমবার } ১১৩তম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতায়

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাটমন্দিরে প্রত্যহ দিবা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে এই সংবাদ বিঘোষিত হওয়ায় কলিকাতা মহানগরীর বহু বিদ্বান্ ও সম্ভ্রান্ত লোক এই গীতা ক্লাসে যোগদান করিয়া স্বামিজীর সুপাণ্ডিত্য ও সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্তমূলা অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন। স্বামিজীর সুমধুর ব্যাখ্যায় প্রত্যহ শ্রোতৃসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তিকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া কেবলা ভক্তিকে সর্ব্বত্রই উদ্দেশ করাই গীতার উদ্দেশ্য বিষয়—ইহা স্বামিজী সুন্দররূপে প্রদর্শন করিতেছেন এবং ইহাই তাঁহার ব্যাখ্যায় অভিনবত্ব। বহু পণ্ডিত শ্রোতা তাহা শত মুখে স্বীকার ও প্রচার করিতেছেন।

কটকে

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ২২শে আষাঢ় হইতে ভক্তরাজ গজপতি-প্রতাপরুদ্রের বসতিস্থল এবং গজপতি-প্রাণ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কপূত কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। মঠবাসী গুরুদাসগণ প্রত্যহ জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন এবং সহরবাসী শ্রদ্ধালুজনগণ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ রমণ জীউর সন্ধ্যারাত্রিক দর্শনান্তে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন।

গত ২৯শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, বুধবার সন্ধ্যায় তথায় একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। শুদ্ধভক্তিসংরক্ষক পরমহংসকুল-চূড়ামণি আচার্য্যবর্য্য শ্রীগৌরকিশোর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বৃহৎ আলেখ্য বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পমাল্যদ্বারা বিভূষিত এবং মঠমন্দির গৃহাদি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিয়া ভক্তগণ গুর্ব্বষ্টক গীতি গান করেন। তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ, মহোদয়, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য বাগ্মীপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ 'আচার্য্যের দয়া' সম্বন্ধে গভীর গবেষণা-পরিপূর্ণ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রযুক্তিমূলে হৃদয়গ্রাহী ও সর্ব্বাকর্ষণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় সহরের শিক্ষিত গণ্যমান্য বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই 'আচার্য্যে'র আচার্য্যত্ব ও 'দয়া'র বিশেষত্ব শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীভগবানের আচার্য্য-লীলার রহস্য শ্রদ্ধানুসারে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বক্তৃতান্তে সকলেই বিচিত্রতা-পরিপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন। উৎসবের ব্যয় ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বহন করিয়া পরমার্থাৰ্জ্জনের পথে অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

গত ৩২শে আষাঢ় ১৬ই জুলাই, শনিবার সন্ধ্যায় কটক সহরের বক্সি-বাজারস্থিত দুর্গামণ্ডপে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় চিত্রগুলির বিবরণ শাস্ত্রযুক্তি-যোগে এমন সহজ, সরল ও সুন্দরভাবায় বুঝাইয়াছিলেন যে মণ্ডপে উপস্থিত শত শত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকেই পুনরায় চিত্রদর্শন ও বক্তৃতা শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহ উৎসব উপলক্ষে গত ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই, রবিবার বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন ও মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় প্রকৃতি দেবীর প্রতিকূলে দণ্ডায়মানা হইলেও হরিজনানুগগণ স্বাভাবিকী শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তিমূলে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি প্রদান করিয়া বিচিত্র পতাকা ও আলোকাদি লইয়া মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে "রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই" কীর্ত্তন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া নগরে বাহির হইয়া পড়েন। শ্রাবণের ধারা প্রবলবেগে বর্ষিত হইলেও ভক্তগণ ও অনুগমনকারী সজ্জনগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বন্ধ না করিয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগোপাল জীউর উপস্থিত হন; পরে সহরের বিভিন্ন ভ্রমণ করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদনন্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অবশেষে সকলেই শ্রীভগবৎ সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

ঢাকায়

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী সুপ্রাচীন নগরী ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে প্রতি শনিবার ও রবিবার শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শাস্ত্র বলেন—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" ঢাকাবাসী বিদ্যাবিনোদ প্রভুর ন্যায় একজন পরম বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া যে বিশেষ লাভবান হইতেছেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রৌতপারম্পর্য্যের এই আচারবান শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকর্ত্তার সুমধুর ও সুগম্ভীর পাণ্ডিত্য নিবেদন-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় হইতে 'প্রাকৃত সহজিয়া', 'আউল বাউল কর্ত্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 'অনাচার' উৎপাটিত হইবে এবং তাঁহারা হরিভক্তি সুধারস পান ও জগদ্বাসীর নিকট বিতরণ করিয়া দেখাইতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের দান জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাদান। বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের পাঠ শ্রবণ করিলে ঢাকা বাস্তবিকই 'বিশুদ্ধ' বৈষ্ণবের স্থান বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ই শ্রীধর সদাশিব-সঙ্কর্ষণ ৪৪৬

ভোগ ও পরমার্থ

মান সুসভ্য (?) জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় - ইহার সর্ব্বত্রই ভোগের বিপণিসমূহ অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত রহিয়াছে। মদমত্ত মাতাল যেরূপ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া মত্ততার জন্য মদ প্রাপ্ত হয় তত্ই গলাধঃকরণ করে, পাত্র শূন্য হইলেই 'আরো দাও' 'আরো দাও' স্বরে চীৎকার করিতে থাকে এবং অবশেষে হৃদযন্ত্রের শুদ্ধগতিহীনবিবন্ধন অকালে সাধের দেহটী ভূতলশায়ী করে অথবা যকৃৎটীকে কার্য্যাক্ষম করিয়া আমাশয়, উদরী প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল ব্যাধির উৎকট দংশনে জীবন্মৃত অবস্থায় অতিবাহিত করে, সেইপ্রকার বিশ্বের ভোগ-নেশায় প্রমত্ত সুসভ্যগণ (?) যতই ভোগের দ্রব্য আহরণ করিতেছেন, ততই আরও অধিকতর ভোগের নিমিত্ত ভোগ-বৃক্ষ-কোটরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া 'মর্ম্মান্তিকযাতনা'-বিষধর-সর্পের দংশনে অকালে জীবন পাত করিতেছেন অথবা 'অতৃপ্তি', 'পরশ্রীকাতরতা' প্রভৃতির দাসত্বে সাধের জীবনটী অতি কষ্টের সহিত বহন করিতেছেন। ঐ যে জাতিতে জাতিতে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ—যাহার দ্বারা জনাকীর্ণ নগরী, শস্য-শ্যামলা ধরণী শ্মশানে পরিণত হইতেছে তাহার মূলে 'ভোগ'; ঐ যে পিতা-পুত্রে ঝগড়া, ঐ যে ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, ঐ যে স্বামি-স্ত্রীতে প্রণয় বিচ্ছেদ—যাহার ফলে সোণার সংসার প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার মূলেও ঐ সর্ব্বনাশকরী ভোগ। ভোগের এবম্বিধ গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াও সুসভ্য সমাজ (?) ভোগ-ভাগাড়ের দিকে প্রধাবিত। ধন্য ভোগ-প্রবণ সমাজ! ধন্য তোমার মোহজালবিজড়িতবুদ্ধিজাত সুচিন্তিত সুসভ্যতার সু উচ্চ শৃঙ্গ !!

বর্ত্তমান সময়ে ভোগমূলা পাশ্চাত্য-স্বাধীনতার (?) আবহাওয়ায় 'পরমার্থ'-আলোচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ভারতভূমিও এরূপ দোদুল্যমান যে, ভারতবাসী আজ 'পরমার্থ'কেও তাহার ভোগ-সম্ভাররূপে ব্যবহার করিতে চাহে। তাহার এই চিত্ত-বৃত্তি লক্ষ্য করিয়া তাহারই ন্যায় ভোগবুদ্ধি-বারিতে নিমজ্জিত-চিত্ত কতিপয় ধুরন্ধর ব্যক্তি বাহ্যে 'পরমার্থ'-শিক্ষকের বেষ পরিধান করিয়া বারবণিতার ন্যায় সুমিষ্টস্বরে ও অঙ্গ-ভঙ্গীতে ভোগ-ভাগাড়ের বাটোয়ারা-গ্রহণেচ্ছুগণের মনস্তুষ্টি-বিধানপূর্ব্বক বাহাদুরীর সহিত বেশ দু' পয়সা অর্জ্জন করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত ভোগসাগরে সন্তরণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর 'যাত্রাদলের সাজা-নারদ' দ্বারা পরমার্থ আলোচিত হইতে পারে না, যাহা আলোচিত হয় তাহা বিমুখ-মোহিনীর মোহ-মদিরা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত 'পরমার্থ'-শিক্ষক কিন্তু এই প্রকার বেশ্যা-বৃত্তির প্রশ্রয় দেন না। তিনি 'মন-যোগান' কথা বলেন না, পক্ষান্তরে যে কথাদ্বারা অপরের বাস্তবিকই মঙ্গল হইবে, যে বাণী-শ্রবণে অবোধ বালকের ন্যায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য খেয়ালে মগ্ন ব্যক্তিগণও 'পরমার্থ'-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন সেই বাণীই গুরু-গম্ভীরনাদে কীর্ত্তন করেন; সেই বাণীতে শ্রোতার মনোরঞ্জন হইল কি না তৎপ্রতি আচার্য্যের লক্ষ্য থাকে না, কারণ তিনি শ্রোতার বিকৃত-মনের রঞ্জনের নিমিত্ত কীর্ত্তন করেন না বিকৃত মনকে সংশোধনার্থই কীর্ত্তন করেন প্রকৃত আচার্য্য কখনও গণসমষ্টির 'বাহবা' পাইবার জন্য ব্যস্ত নহেন—তিনি তাঁহাদের নিত্য-কল্যাণবিধানের নিমিত্তই অবিলচেষ্টাপর। তাই আমরা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার লীলায় দেখিতে পাই—তিনি 'জগাই' 'মাধাই'র' সুরাপানাদি দুষ্কার্য্যকে বহুমানন করেন নাই—পরন্তু তাঁহাদের অপ্রীতিকর হইলেও তাহাদিগকে ঐ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করিতে উপদেশ করিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের মোহ-নিদ্রার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিবার জন্য যত্নপরায়ণ হইলে তাঁহাদের দ্বারা প্রহৃত (!) হইয়াও তাঁহাদের মনোরঞ্জক কথা বলেন নাই, তখনও দৃঢ়ভাবে দুষ্কর্ম্ম পরিহারের ও হরি-কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন। আচার্য্য-প্রবর ঠাকুর হরিদাস বেশ্যার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এক টেবিলে বসিয়া 'চা' পান করেন নাই বা বৃন্দাবনের পারকীয় রস(?) আস্বাদনের নিমিত্ত অপরের কন্যার সঙ্গ করেন নাই; যাহারা এই প্রকার কুৎসিৎ কার্য্যে ব্যস্ত, তাহারা ঠাকুর হরিদাসের শ্রীচরণ হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত! ঠাকুর হরিদাস বেশ্যাকে ঘৃণিত বেশ্যাবৃত্তি হইতে বিরত করিয়া কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করেন, আর ভোগ-বিলাসের অদাস্য-গণ গোস্বামীর সজ্জায় আচার্য্যের আসনকে কলুষিত করিবার নিমিত্ত গৃহস্থের কন্যাকে বেশ্যা করিতে যত্নশীল হয়। সাধু সাবধান!

জগতের যাবতীয় জিনিষকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই আচার্য্যের আচার্য্যত্ব। তাই আচার্য্য-প্রবরের শুদ্ধ গম্ভীর নাদ—

"তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

'কনক' ও কামিনী'—এই দুইটী আদি-'ক' শব্দ জগতে ভোগের পসরা সুবিস্তার করিয়া পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণকেও বেশ করিয়া 'মোহ'-পাশে আবদ্ধ করিয়াছে। আচার্য্য-দেব তাহাদিগকে ঐ পাশ হইতে বিমুক্ত করিবার নিমিত্তই 'কনক' ও 'কামিনীকে' সর্ব্ব-মালিক সর্ব্ব-ভোক্তা অনাদির আদি 'ক'-আদি কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করেন। যেস্থানে আচার্য্যের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত সেই স্থানে কায়-মনো-বাক্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা, সেই স্থান বৈকুণ্ঠ, সেই স্থানই 'পরমার্থ'-রাজ্য; আর যে স্থানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে নিজেন্দ্রিয়ের তর্পণ-চেষ্টা সেই স্থানই 'কুণ্ঠা'র রাজ্য, সেই স্থান পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের তাণ্ডব-নৃত্য-ভূমি।

'ভোগ' লক্ষ লক্ষ জন্ম আমাদিগকে দাসত্বে রাখিয়া আমাদের চিত্তের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য। পরমার্থ রাজ্যের অহৈতুক কৃপাসিন্ধু আচার্য্যবর্য্যের বীর্য্যবতী বাণীতে আমাদের কর্ণবেধ সংস্কার হইলে যখন আমরা তদীয় নির্দ্দেশানুসারে সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখনও 'ভোগ' আলিঙ্গন প্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদিগের দিকে উঁকিঝুঁক মারিতে থাকে এবং সেবাকার্য্যে একটু অন্যমনস্ক দেখিলেই তাহার স্বরূপটী নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত করে; তখন আমাদের যে অবস্থা হয় কৃপাময় গৌড়ীয়-সম্পাদক বর্ত্তমান ১০ম বর্ষের ৪৭ সংখ্যা গৌড়ীয়ে 'ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি ?'-শীর্ষক প্রবন্ধে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রচার বিলাস

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

জয় জয় গুরুদেব পতিতপাবন!
পতিত-নিস্তার হেতু তব আগমন॥
অভিন্ন-নিতাইচাঁদ হ'য়েছ প্রকাশ।
কোটিরূপে সাধিতেছ প্রচার-বিলাস॥
মুকুন্দের প্রিয়জন! সেবন-তৎপর!
তোমার প্রকাশ-লীলা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর॥
এ'বিশ্বজনের দ্বারে অনন্ত কৃপায়।
বিতরিছ বাস্তু সুধা তুমি অমায়ায়॥
"গৌড়ীয়"-সুধার ধারা অজস্র বারিতে।
বরষিছ, তাপদগ্ধ মরু অবনীতে॥
গোলোকের প্রেমামৃত নাশে ভব ব্যথা।
ব্যথিতের ব্যথাহারী সে শুভ বারতা॥
সুস্নিগ্ধ কোমল-তনু নদীয়া-প্রকাশ।
হৃদয়ে ধরিয়া নিত্য প্রচার-বিলাস॥
নব চেতনার গাথা গাহি' বারে বারে।
রোপিছে কীর্ত্তনধ্বজা বিশ্বের দুয়ারে॥
"ভাগবত" সুসিদ্ধান্ত অমৃত রসাল।
পরিয়া অমল অঙ্গে বৈজয়ন্তী মালা॥
চেতন মধুর বাণী গাহে নিরন্তর।
যাহার শ্রবণে জীব অজর অমর॥
সজ্জনগণের পূত অন্তর-ভবন।
সে-মন্দির মাধবের পরাণ তোষণ॥
তোষিতে সে হেতু যদীয়ে, 'ধর্ম্মানন্দ' নামে।
ধরিয়াছ সেবা বপু গোবিন্দের কামে॥
বহুরূপে বিরাজিত শ্রীগুরুচরণ।
কবে আমি সেবা নেত্রে পাইব দর্শন?
বিশ্বাইয়া উদ্ধালিত কু-বাণী বিলাসে।
কুমত-প্রবাহ-স্রোতে দুষ্ট সহবাসে॥
(আজ) তোমার প্রসাদে লভি'
সংকীর্ত্তন ধন।
আরাধ্য সেবায় তা'রা আনন্দ-মগন॥
পত্রিকা আকার ওহে শব্দ-ব্রহ্ম প্রভো!
এ পাপিষ্ঠ পদ সেবা পাইবে কি কভু?
কৃপা-রজ্জু, গলে বাঁধি তোল কূপ হ'তে।
তব কৃপা বিনা, গতি নাহি কোন মতে॥
সুসিদ্ধান্ত-প্রভাকর, হে বাণী-বিলাস!
তোমার সেবন-কণ মাগে দীন দাস॥
অনন্ত সুজনগণ প্রচারে নিরত।
কবে আমি তাঁহাদের হ'ব অনুগত?
গৌরকামপূর্ত্তিরত হে প্রভো আমার।
লহ তব পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥

ভাগবতে মহাপ্রভুর বন্দনা

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"
প্রণত পালক! মহান্ পুরুষ!
তোমায় নমস্কার।
বাঞ্ছাকল্পতরো! ভক্তবন্দ্য!
শুদ্ধ হিয়ার আরাধ্য-সার॥
নিখিল-ভক্ত-আশ্রয়-ধাম!
ছেদ' জীব মোহপাশ।
উত্তাল ফেণ-তরঙ্গময় দুস্তর ভবসিন্ধু।
ওহে পদযুগ তরণতরণী, কৃপাকর
দীনবন্ধো॥
ওহে শরণ্য! শিবব্রহ্মা নমে সদা
পাদপদ্ম।
এই অভাজন সতত ভজিছে পদশোভী
মকরন্দ॥
গানে গীতে, আর মৌনহৃদয়ে করিগো
নমস্কার।
প্রতি কাজে আর প্রতি ক্ষণমাঝে করিব
চরণ সার॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদ্যসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির [illegible]', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী [illegible]র্ত্তকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধু-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-[illegible]', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্য[illegible]', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লক্ষণ অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষা ও সত্যাপেক্ষা, শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদ্রোহিবৃত্তি, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', হিন্দুধর্ম্ম ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই নব কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাড়াজোল-রাজবংশের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্‌. এ. প্রোফেসার (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ... টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দাসাদের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনবদ্বীপ-প্রভৃতি অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিবৃত্তি, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়সহ বঙ্গ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধ-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত নির্দ্ধারণ তথা বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আত্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-উল্লাস পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লেক ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম কারয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নানাগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থ উদ্ভিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পারিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভজন শিক্ষার্থী ও জ্ঞানিগণের পাঠকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। নামাত্র লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক, প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব উন্নত সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাদের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আট বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২৷০ টাকা।

ডেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাশুল সমেত
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান সংখ্যা /০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক পত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২৬শে জুলাই ১৯৩২

নদীয়া-জেলাবোর্ডের সংকার্য্য

ভেজাল-প্রতিকারের চেষ্টা

আমরা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, নদীয়া জেলা-বোর্ড প্রতি গ্রামে উপযুক্ত স্যানিটারী ইন্সপেক্টর পাঠাইয়া মুদী দোকানের তৈল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। মূলতঃ বিশুদ্ধ খাদ্যের উপরই সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। দুশ্চিন্তা ও ভেজাল খাদ্য স্বাস্থ্যের যত অনিষ্টকর, এত অনিষ্টকর আর কিছুই নাই। বর্ত্তমানে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি অর্থাভাবের নিমিত্ত দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত করিতেছে; তাহার উপর প্রায় খাদ্য দ্রব্যই ভেজাল মিশ্রিত হইয়া দেশবাসীকে বিবিধ উৎকট ব্যাধির কবলে কবলিত করিতেছে। এই সময় নদীয়া-জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের ঐ প্রকার সচ্চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহারা শুধু তৈল পরীক্ষায়ই কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া প্রতি গ্রামে যাহাতে দুগ্ধ, দধি, ঘোল, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতিও পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি।

প্রসঙ্গতঃ আমরা আর একটী বিষয়ে নদীয়া-জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অনেক দরিদ্র দোকানদার আমাদের নিকট অভিযোগ করিয়াছে যে, তাহারা বাজারে যে সরিষার তৈল পায় তাহাই ক্রয় করিয়া বিক্রয় করে। কোনও তৈলে ভেজাল আছে জানিয়া তাহারা ক্রয় করে নাই। তবে তাহাদের তৈল পরীক্ষায় ভেজালযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহাদিগকে যে টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকে এক মাসেও নাকি উপায় করিতে সমর্থ নহে। ইহাতে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ক্ষতি বহন করিতে সমর্থ হইয়া কেহ কেহ সরিষার তৈল বিক্রয় বন্ধ করিবে—এরূপ সঙ্কল্পও নাকি করিয়াছে। কোন্ স্থান হইতে তৈল ক্রয় করিলে উহা খাটি হইবে, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড যদি তাহার সন্ধান দিতে পারেন তাহা হইলে ঐ দোকানদারগণ ঐ স্থান হইতে তৈলাদি ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যদি খাটি তৈল থাকে এবং দোকানদারদের দোকানে যদি তখনও ভেজাল তৈল পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা জরিমানা দিতে প্রস্তুত আছে। আমাদের মনে হয় দোকানদারদের এই উক্তি [illegible] নহে। জেলাবোর্ডের যে সকল [illegible] সরিষার তৈলের কারখানার বিষয় জানা আছে, অবিলম্বে বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহা সকলের গোচরীভূত করিতে আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দোকানদার ও সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

বর্ষা ও ম্যালেরিয়া

নদীয়া জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়েই বিদ্যমান। যখন জ্বর থাকে না তখনও শতকরা ৮০ জনেরও অধিক লোকের বর্দ্ধিতপ্লীহা থাকিয়া যায়, আর বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কম্পজ্বরে অধিকাংশ লোক ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণ ২।৪ দিনেই শেষ হয় না; উহা ক্রমাগত না থাকিলেও ২-৪ দিন পর পর রোগী ৬।৭ মাস ভুগিয়া থাকে। সুতরাং বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নদীয়া-জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহারা যাহাতে গ্রামে গ্রামে ডাক্তার পাঠাইয়া ইহার আশু প্রতীকার করেন তন্নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী ম্যালেরিয়া-নিরাকরণার্থ সুযোগ্য হেল্থ অফিসার দ্বারা বর্দ্ধিতপ্লীহা ব্যক্তিগণের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নদীয়া-জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ জেলাবাসিগণের এই সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করিবেন কি?

নারী ধর্ষণের প্রতিকার

বর্ত্তমানে বঙ্গের বহু স্থান হইতে নারী-ধর্ষণের সংবাদ বিবিধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, অনেক স্থলে নরপশুগণ কঠোর শাস্তি পাইতেছে কিন্তু তাহাতেও তাহাদের শিক্ষা হইতেছে না। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের জন্য যে ৪ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড পাইতেছে, উহা যেন তাহাদের জলযোগ মাত্র। এতদ্দর্শনে কলিকাতা হাইকোর্টের ও প্রিভি-কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলি নারী-ধর্ষকগণকে অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় প্রাণদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত নূতন আইন প্রণয়নোদ্দেশ্যে সরকারের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত পাষণ্ডগণকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। ইহাতে ঐ পাপকার্য্য কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও বিশেষ প্রশমিত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—শুধু কঠোর নীতিতে পশু প্রকৃতি ব্যক্তিগণের হৃদয় শোধিত হয় না। উহাদের হৃদয় শোধন করিতে হইলে চাই দেশের সর্ব্বত্র পারমার্থিক-জ্ঞান-বিস্তার, যাহার ফলে সর্ব্বপিতা ভগবানের সম্বন্ধে একের সহিত অন্যের প্রকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হইবে এবং তাহাতে ঐ প্রকার পাশব-বৃত্তি আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে। এই কার্য্য সময়সাপেক্ষ হইলেও যাঁহারা বস্তুতঃ পক্ষে নারীধর্ষণ নিবারণ করিতে চাহেন তাঁহাদের নিজেদের সর্ব্বপ্রথম পরমার্থ জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া দেশের সর্ব্বত্র ঐ জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হইবে; নতুবা সভা সমিতিতে জীমূতমন্দ্রে শুধু বক্তৃতা করিলে অথবা পত্রিকায় শত সহস্র কলম লিখিলেও কোনও ফল হইবে না, ভস্মে ঘৃত ঢালা হইবে মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত :(এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট্ রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অ[illegible]র্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।॰ আনা, পাইট ৷৷৵॰ আনা, বোতল ১৵॰ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপু[র] নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটিভ [ব্যাঙ্ক]

লিমিটেড

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হা[রে] সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩ বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯৷৷
২						৮৷৷
১						
৬ মাস						৭৷৷
					,,	
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে				,,	,,	৪৷৷৵
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক					,,	৩৵

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট্ পাঠাইলেই চলি[বে]। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকা[রীর] সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করি[লে] মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটা টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গা[লার] যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদি[নের] অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৩৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভা[ষায়] একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸॰, নগদ প্র[তি] সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। জগতে একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /॰।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতি[ষ্ঠিত] পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদি[ত] শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।॰।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভা[ষায়] প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷॰ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত এক[মাত্র] পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷॰ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ৯ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১০ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৬শে জুলাই ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ১২১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত রবিবার ১লা শ্রাবণ পূর্ণিমা দিবস শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে কাশীস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষাকীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থপাঠ ও নামকীর্ত্তনাদি, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং অপরাহ্নে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর শিক্ষা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে আলোচনা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উৎসবোপলক্ষে বিবিধ সেবাকার্য্যে শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী প্রভুর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর চরিত্র-বিষয়ক আলোচনার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

এই বারাণসী ধাম—সনাতন ক্ষেত্র। "শাশ্বতঃ শাশ্বতো নিত্যঃ সনাতনঃ সদাতনঃ" ইত্যমরঃ॥ এই স্থানে কিছুদিন পূর্ব্বে সনাতন শ্রীচৈতন্যদেব তদীয় প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সনাতনধর্ম্মের কথা উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই সনাতনক্ষেত্রে সনাতন জীব আমরা সনাতন শ্রীভগবানের কথা যাহাতে আলোচনা করিতে পারি তজ্জন্যই সনাতন পুরুষের এই লীলা।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য পার্ষদ হইলেও লোকশিক্ষার্থ কিছুদিন হোসেন সাহের অধীনে মন্ত্রীত্ব কার্য্য করিয়াছিলেন। অতঃপর নিজ প্রভুর প্রেম প্রদান লীলার প্রাকট্য-শ্রবণে মন্ত্রীত্ব কার্য্যকে মলবৎ উপেক্ষা করত নিজ প্রভু-পাদপদ্মপ্রান্তে উপনীত হন। একদিন যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় প্রিয়পার্ষদ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজ নিত্য-দাস্যরূপ সনাতন ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ভগবান্‌ই তদীয় নিজজন সনাতন গোস্বামী প্রভুর দ্বারা প্রশ্ন করাইয়া তদুত্তর প্রদান-প্রসঙ্গে জীবের সনাতন ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সনাতন ধর্ম্মের কথা অবজ্ঞা করিয়া চিজ্জড়সমন্বয়-বাদ, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদ প্রভৃতি অসম্যক্-বাদে আকৃষ্ট বা আগ্রহযুক্ত হইলে অচৈতন্যই থাকিতে হয়।

বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু বলিয়া কোন কথাই থাকিতে পারে না। কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধ জীবের ন্যায় তাঁহাদের জন্ম বা কর্ম্মফল ভোগান্তে দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক যমরাজের দণ্ডার্হ হইতে হয় না। শাস্ত্র বলেন,—

> ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
> বিষ্ণুরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
>
> (পাদ্মে

> অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
> সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
> ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
> পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥

দেহাত্মাভিমানী আমরা দেহে আমি বুদ্ধি করিয়া নিজ নিত্যস্বরূপের কথা আলোচনা করি না; কিন্তু ইতর কার্য্যে, ইতর কথায় নিরত থাকি বলিয়া শ্রীসনাতন প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বলিয়াছিলেন,—

> আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
> গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
> কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
> আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
> কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
> ইহ নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
> সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
> কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহত আপনি॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তদুত্তরে জানাইলেন যে, জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাস্য। তাহা ভুলিয়া গিয়া জীব অনাদি কাল যাবৎ মায়াপ্রদত্ত সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে। কখনও পুণ্যফলে স্বর্গ, আবার কখনও পাপফলে নরক ভোগ করিতে করিতে জীব ৮৪ লক্ষ যোনিতে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই মায়ার হাত হইতে জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায়—শ্রীভগবৎ-প্রপত্তি। যথা গীতায়—

> দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
> মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
>
> তরন্তি তে॥

মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞানে বঞ্চিত হওয়ায় শ্রীভগবান্ কৃপা পূর্ব্বক বেদপুরাণাদি প্রকাশপূর্ব্বক শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে এবং অন্তর্যামিরূপে জীবকে নিজ তত্ত্ব অবগত করাইয়া থাকেন।

সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যেই তত্ত্ব, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সাধনের নাম ভক্তি; তাহাকে অভিধেয় বলে। কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে প্রেম নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে—তাহার নাম প্রয়োজন। এই ত্রিবিধ তত্ত্বের কথা শ্রীচৈতন্যদেব বিস্তারিতভাবে শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা শ্রবণ-পঠনাদিদ্বারা আমরাও ধন্য হইতে পারি।

গত ৩রা শ্রাবণ মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশী লক্‌সাস্থিত শ্রীযুত মনোরঞ্জননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ ভাগবত ৩য় স্কন্ধ হইতে ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

যখন প্রলয়-জলধিজলে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন। ব্রহ্মা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে গ্রীবা ফিরাইলেন; তাঁহার চারিদিকে ৪টী মুখ হইল। ব্রহ্মা যেপদ্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন তাহার তত্ত্ব, লোকের স্বরূপতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া পদ্মনালের ছিদ্রমধ্য পথদ্বারা জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু সেই পদ্মের আধারভূত নারায়ণের নাভিদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াও অন্বেষণ করিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না, তখন আবার স্বীয় স্থানে ফিরিয়া আসিয়া অভিমান

ত্যাগপূর্ব্বক সংযতচিত্তে ৮৬ বৎসর কাল ভগবানের ধ্যান ও তজ্জনে কাটাইতে হৃদয়মধ্যে পরমব্রহ্মদর্শন করাইয়া ভগবানের দর্শন লাভ করিলেন। তখন দৃষ্টিবিস্ময়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন—অদ্বয় তত্ত্ব ভগবান্ হইতে উচ্চ বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। এই জগদ্‌বৈচিত্র্য অনন্তবৈভবযুক্ত শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম। শ্রীহরিই অবতারসমূহের কারণ। শ্রুতিকথিত ব্রহ্ম পূর্ণাবির্ভাবতত্ত্ব ভগবানেরই অঙ্গকান্তি বা অসম্যক্ প্রকাশ। স্বয়ং শ্রীভগবৎ-স্বরূপ সৃষ্টিবিষয়ে উদাসীন। কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সৃষ্টিকার্য্যের মূল। তিনি প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা অথচ মায়াধীশ।

নরকভোক্ কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ নিত্য সবিশেষ স্বরূপকে মায়াময় বলিয়া অনাদর করে। যে-সকল শুদ্ধভক্ত কর্ণদ্বারা শ্রীহরির লীলাকথা শ্রবণ করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের হৃদয় হইতে দূরে যান না।

ভগবানের শ্রীচরণে সম্যক্‌ভাবে আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত জীবের অর্থাদির জন্য লোভ, কামনা, স্ত্র্যাসক্তি ও দেহাদিতে আমিত্ব বুদ্ধি থাকে। অসদ্ বিষয়ে অভিনিবেশই সকল দুঃখের কারণ। সাধারণ অবিবেকী লোক ত' দূরের কথা, বিবেকী মুনিগণ পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ হইলে সংসার-মার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শুদ্ধ ভক্তগণেরই প্রাপ্য। ভগবৎপ্রীতিই সকল সৎকর্ম্মের অক্ষয় ফল। নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সকাম্য কর্ম্মও বিনাশী। যাঁহারা প্রয়াণকালেও অবশভাবে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে পারেন, তাঁহারা সদ্যই বহু জন্মের পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু যেসকল লোক ভগবদ্বহির্ম্মুখ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সাংসারিক নারায়ণ-কথিত প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে ভগবদর্চ্চনে অমনোযোগী হ'ন, কাল তাঁহাদের জীবিতাশা সদ্য ছেদন করিয়া থাকেন।

নীলাম ইস্তাহার

মোঃ কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন—৮ই আগষ্ট (১৯৩২)

(১)

১৭৭৫ খাং জারী ৩১ দাবী ৩৫৻৭

ডিঃ শ্রীচন্দ্রদাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ নিত্যঘোষ দিং সাং বিষ্ণুনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানার সরডাঙ্গা গ্রামে যোগমায়া দাসী দিং অধীন ৪৫০ খতিয়ানে ৪-৩৮শঃ জমীর ১৮৷/১৯॥ জমা মূল্য ১০৲

(২)

৬৪৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৷৵৯

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ জনাব সেখ সাং গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পানিনালা গ্রামে যোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৩১-২৩৭ খতিয়ানে ৬-৪২শঃ জমার ৩২।০ জমা মূল্য ২৫৲

(৩)

২৩৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২৫॥/৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাটালপোতা

দেঃ ফটিক সেখ দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সাহেবনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৩ খতিয়ানে ১ ১৮শঃ জমীর চটানদি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

২৭৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৩৷৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১১ খতিয়ানে ২-১১শঃ জমীর মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৩৯৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুবিদাসী সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯৮ খতিয়ানে—৯৫শঃ জমীর ১৵০ লাখেরাজ জমা, মূল্য ৫৲

(৬)

৫১৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২৮॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ হাবু মণ্ডল দিং সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪৭ খতিয়ানে ১-৫৮শঃ জমীর ৩॥৵০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

৬১৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩৩॥৵৩

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং ফুলগাছি

দেঃ আশুনাত সেখ দিং সাং ফুলবেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ফুলবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩২৬।২০৯ খতিয়ানে ৫-৮৫শঃ জমীর ১৭৷৵ জমা মূল্য ৫০৲

(৮)

৬৯৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৬৷৩

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ পঞ্চানন ঘোষ সাং ইঁদুরডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ইঁদুরডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪১ খতিয়ানে ৬৩শঃ জমীর ১২৶/১২॥ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

৬৪৯ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬৶৩

ডিঃ সরোজকান্ত চৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ নন্দদুলাল বিশ্বাস সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় পানিনালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৪।১০৫ খতিয়ানে —৪৪শঃ ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২১১ খতিয়ানের ১-৪৪শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ৫৲

(১০)

৭৩৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২০।৩

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ গুহ দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ সকিনাবিবি সাং নূতনগ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৩৩৮ খতিয়ানে ১-২৩শঃ জমির মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

৭৭৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৬০/০

ডিঃ ম্যানেজার কাশিমবাজার রাজ-ওয়ার্ডস্ ষ্টেট সাং বহরমপুর

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালি থানায় দীপচন্দ্রপুর গ্রামে ২৬৭।২৬৯ খতিয়ানে ১০-১৬শঃ জমীর ১৪/১১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

৮০১ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৻৯

ডিঃ নীলমণি চট্টোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর মালোপাড়া

দেঃ হেছাদ আববাচ গোলদার সাং কয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭১ খতিয়ানে -৬১শঃ জমীর ১৮৵০ জমা, মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

৪২৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৩৮৶৬

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ অনন্তকুমারী দেবী সাং হাঁসখালি পোঃ ঐ

হাঁসখালি থানায় গড়ুরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭ নং খতিয়ানে ১৯১।৶০ দরপত্তনী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪)

৮০৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৬।৶০

ডিঃ আবদুল গফুর মল্লী সাং দুর্গাপুর

দেঃ ছকিরণ বিবি সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫৯।৩৬০ খতিয়ানে -২৬শঃ জমী ৮৶০ জমা মূল্য আঃ ৩৲

(১৫)

৮৪০ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩॥৵০

ডিঃ ম্যানেজার কাশীমবাজার রাজ-ওয়ার্ডস্ ষ্টেট সাং বহরমপুর

দেঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র গোপ দিং সাং এক্রাকপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্ঠশালি গ্রামে মোক বিলা বিবাদী ৪৯৭ খতিয়ানে ১-১১ শঃ জমীর ৩৻৭ জমা মূল্য ২০৲

(১৬)

৮৪৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩০৻৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নিমাই সেখ দিং সাং গঙ্গেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্ঠশালী গ্রামে মোকাবলা বিবাদী অধীন ৪১৪ খতিয়ানে ১০-৪৫ শঃ জমীর ২০॥৶৮ জমা মূল্য ১০০৲

(১৭)

৮৪৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২০৻৶৬

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর

দেঃ মাখন মণ্ডল সাং বাহিরচড়া পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় বাহিরচড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১১।৩৬০ খতিয়ানে ৩১॥১৶০ জমীর ৬১॥৶৫ জমা আর পাকা দালান খড়ুয়া ঘর ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ২০০৲

(১৮)

৮০৬ খাংজারী ৩২ দাবী ২৫।৵০

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দেঃ কোপেশ্বর বুনা সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় রাজনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৫ খতিয়ানে -৩৪শঃ জমীর ২৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

৮৪৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭৯॥/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাম রাম মণ্ডল দিং সাং আকন্দ-বেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় আকন্দবেড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৬৬।৩৬৫ খতিয়ানে ১১০-২৩শঃ জমীর ৩৫৸০ জমা মূল্য ৫০৲

(২০)

৮৪৯ খাংজারী ৩২ দাবী ১১২॥৶০

ডিঃ দশানননাথ ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ বলাই ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় বেলপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯২২ খতিয়ানে ৪-৯০শঃ জমীর ২১/১০ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(২১)

৮৫৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৭৸/০

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় দিং সাং শোনাডাঙ্গা

দেঃ লাল মোহন পাল সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৯৩।৭৩২ খতিয়ানে ও অধীনস্থ সহ ১২-৮৯ শঃ জমীর ৬১/০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

৯১৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৭।৶৯

ডিঃ শরৎচন্দ্র সাহা দিং সাং পলাশী

দেঃ মন্মথ নাথ রায় সাং মীড়া পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় ভুরকুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৭৯, ৩৭৯।১,৩৭৯।২ থং ৩-৯২ শঃ জমীর ১৭৶.০ জমা মূল্য ২৫৲

(২৩)

৯১৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৯৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাহাতুন্নেছা বিবি সাং রাখাল-গাছি পোঃ কালিগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাখালগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫৫,৩৬৯ খতিয়ানে ০০৫১শঃ জমীর ৮৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

৯১৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৫৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মফেল সেখ সাং চাঁপাই পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাধিকাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৩ খতিয়ানে ২-৭০শঃ জমীর ৬॥৶১৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৫)

৯২০ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৩৸/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ খাতু বিবি সাং ভুরকুলিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ভুরকুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১২০।১২১ খতিয়ানে ২-৫০শঃ জমীর ৬১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২৬)

৯২৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯॥৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষিতিশচন্দ্র মজুমদার সাং মীড়া পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় ভুরকুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০৭ খতিয়ানে ১-৬২শঃ জমীর ৫৶০ জমা মূল্য আঃ ১২৲

(২৭)

৯৩৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৯৸৬

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ ছেলু রাজবংশী সাং গোয়ালবাড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫২ খতিয়ানে ৩-৫০শঃ জমীর ১৪৲ জমা মূল্য ২৫৲

(২৮)

৯৩১ খাংজারী ৩২ দাবী ২০॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ যোগেন্দ্রনাথ শুকুল সাং কৃষ্ণনগর নূতন সড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় মহিশনেড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৪৮।৪৪৯ খতিয়ানে -৩৪শঃ জমীর ২।৶৪ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৯)

৯৫৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৮৲৩

ডিঃ কুসুমকামিনী দেবী সাং বেলপুকুর

দেঃ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় বেলপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮১৬-৮২০ খতিয়ানে ৩-৫৮শঃ জমার ৭৲ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩০)

৯৭১ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৯ /৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং ১১৩ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ রহমতুল্লা মণ্ডল দিং সাং সেওড়া-তলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেওড়াতলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮১ খতিয়ানে ৩-৩১শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য ১৫৲

(৩১)

১০৮২ খাংজারী ৩২ দাবী ৬১৭৶

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং নগর চাঁদসড়ক

দেঃ নন্দলাল ঘোষ দিং সাং গদখালী পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ১০।৶০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৩২)

১০৮৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৮৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পটল ঘোষ সাং তেঘড়ি পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০৸০ জমা মূল্য ৫০৲

(৩৩)

১০৮৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৬৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ছকের মণ্ডল দিং সাং তেঘড়ি নূতনপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৬ খতিয়ানে ৫-০২শঃ জমীর ১৯৲ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৪)

১০৮৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪২/০

ডিঃ ঐ

দেঃ জগন্নাথ ঘোষ দিং সাং গদখালী পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ৫০।৫১ খতিয়ানে ৯-৯৫শঃ জমির ৩০॥৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৫)

৭০৬ মণিজারী ৩২ দাবী ১১১॥৶১০

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ কুসুমকুমার মুখোপাধ্যায় সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬৬৩।৬৮১।৬৮২।৮৮২।৮৮৩।১০-৩৯শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমী মায় পাকা ইমারৎসহ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে জানকীনাথ মজুমদার অধীন ২৮৮১ খতিয়ানে ৩-২২শঃ নিষ্করজমি মায় পুষ্করিণীসহ দেঃ ।১৬ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৬)

৮৩৯ মণিজারী ৩২ দাবী ৫৭৩॥/৯

ডিঃ সৈয়দ মহম্মদ আলি সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ নারায়ণচন্দ্র দাস সাং ভাজুড়িয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ভাজুড়িয়া গ্রামে নদীয়া কালেক্টারীর ২৭৭১নং তৌজী অধীন ৯০ নং খতিয়ানে ৭-১১শঃ নিষ্কর জমী দেঃ ।/৬॥= অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ তৌজী অধীন ৫৪-৭২ খতিয়ানের ৩৪-৮৪শঃ জমি দেঃ ।/৬॥= ৪০৲ জমা মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭৩-৭৮ খতিয়ানে ৪-৩১শঃ জমীর ১২৲ জমা দেঃ ।/৬॥= অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ১৩৬-১৪২ খতিয়ানের ১০-৩৭ জমি ১৫৸ জমা দেঃ ।/৬॥= অংশ মূল্য ৫০৲

(৩৭)

৮৭০ মনিজারী ৩২ ১৩১/৩

ডিঃ সীতানাথ গড়াই সাং শোনডাঙ্গা

দেঃ রাখাল সর্দ্দার সাং সরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় সরডাঙ্গা গ্রামে অমূল্য সরকার অধীন ৬০৭ খতিয়ানে -০৯শঃ জমির ১৲ জমা মায় বাঁশ তেঁতুলগাছ মূল্য ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিং অধীন ৪৬২ খতিয়ানে -৪০শঃ জমীর ৪॥/৩ জমা মায় খড়ুয়া ঘরসহ দেঃ ।/৬॥০ অংশ মূল্য ১৫৲

(৩৮)

৮৭১ মনিজারী ৩২ ১২৮৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হরি সেখ সাং বেলপুকুর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় বেলপুকুর গ্রামে রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দিং অধীন ৩৫৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ৸০ জমা মূল্য ২৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬৮৩ খতিয়ানের ২-৯৬শঃ জমির ৫।৯ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

৩। ঐ থানায় শোনডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৭ খতিয়ানে -৬২শঃ জমীর ।৶০ জমা মূল্য আঃ৩৲

(৩৯)

১০৭৬ মনিজারী ৩২ দাবী ৪৭৮৸৶৬

ডিঃ প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ জয়দুর্গাদাসী সাং কাঁঠালপোতা কাছারী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে যোগমায়া দেবীর অধীন ৫৯৮ খতিয়ানে ৬/৩।৶০ জমীর ৬৮৲ কায়েমী মৌরসী জোত ॥০ মূল্য আঃ ৫০৲

(৪০)

৯৫ দেঃজারী ৩২ দাবী ৭৭১ ৶১০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ অবিনাশচন্দ্র সান্যাল সাং মহৎপুর পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে মন্মথনাথ পালচৌধুরী অধীন ১৫৯৮ খতিয়ানে ১৮ ৯০শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি জমা দেঃ ।/৬॥= মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নন্দগোপাল মজুমদার অধীন ১৭২১ খতিয়ানের ৩২শঃ খাজনার যোগ্য জমা মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে মন্মথনাথ পালচৌধুরী অধীন ১৯৩৭ খতিয়ানের ৮শঃ জমি ওটবান্দ জোত মূল্য ২৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৯৩৮ খতিয়ানের ৮৮শঃ জমি ৩।৶৯ জমা দেঃ ।/৬॥= অংশ মূল্য ৮৲

(৪১)

৩৭০ দেঃজারী ৩২ দাবী ৯২।১০

ডিঃ নীলাবতীদাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ প্রমথচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় চকচাপড়া গ্রামে নদীয়া মহারাজা অধীন ৮০।৮১ খতিয়ানে ১-৫২শঃ নিষ্কর নাগরাজজমি মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ভেথার গ্রামে প্রমথনাথ ঘোষ অধীন ৪০-৪২ খতিয়ানে ১-৯০শঃ নিষ্কর মহলানজমি মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে নদীয়া মহারাজা অধীন ২৬৪৪।১, ৪৬৪৫ ও ৪৬৪৬ খতিয়ানে -১৩শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানায় উমিদপুর গ্রামে রণজিৎ পালচৌধুরী অধীন ৬৭৯।৬৯৮।৬৯৯। ৭০০ খতিয়ানের ১-১৫শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৫৲

(৪২)

১০৩৭ দেঃজারী ৩২ দাবী ১২৫০৸৵০

ডিঃ নলিন কুমার চক্রবর্ত্তী দিং সাং নপাড়া

দেঃ যশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্লিসি-ভার সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় পশ্চিমভাতজাঙ্গালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩ খতিয়ানে ৬৩-৯৯শঃ জমির ৫৮।৵৩ তৌজী মহাল মূল্য আঃ ২০০৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

১৬৯১ দেঃজারী ৩১ দাবী ৪৭৵৯

ডিঃ মহারাজা সৌরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ প্রমিলাসুন্দরী দাসী সাং ইছাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

হাঁসখালি থানায় জয়পুর গ্রামে কালে-ক্টরীর ৩৯৯নং তৌজী অধীন ৪২৮-৪৩৫ খতিয়ানে ৮-৯৯শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ২৫৲

(২)

৬৭৩ দেঃজারী ৩২ দাবী ২১৪।৶৩

ডিঃ প্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং নাথপুর

দেঃ মতলেব মণ্ডল দিং সাং শ্যাম-নগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে শরৎ কুমার রায় দিং অধীন ১৭৪ ও চকশ্যামনগর ৯০ খতিয়ানে দেঃ নিজাংশে ১৫।০৳ জমীর ৮॥৵১১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩)

৬৭৪ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৮৮৳৶৯

ডিঃ খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস দিং সাং নাথপুর

দেঃ মতলেব মণ্ডল দিং সাং শ্যামনগর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় শ্যামনগর গ্রামে শরৎ কুমার রায় অধীন ১৭৪নং খতিয়ানে দেঃ নিজাংশে ১৫।০৳ জমীর ৮॥৵১১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

৮৪৭ দেঃজারী ৩২ দাবী ১১১৳৯

ডিঃ গোংড়া কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী দেবেন্দ্র মোহন সরকার সাং গোংড়া

দেঃ বেনয়ারি সেখ সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী অধীন ২৪৳১ জমীর ২০।৶৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫)

৯১২ দেঃজারী ৩২ দাবী ৩৩।৵০

ডিঃ হরিদাস দত্ত সাং বাহিরগাছি

দেঃ মন্মথনাথ প্রামানিক দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য অধীন ৬ খতিয়ানে ৪৮শঃ জমীর ২৵০ জমা সায় খড়ুয়াঘর বাগান সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৬)

১৯৬৭ দেঃজারী ৩১ দাবী ২৫২৵৬

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার সাং গোয়াড়ী

দেঃ ফটিক মিস্ত্রী সাং বাজিৎপুর পোঃ হাঁসখালি

হাসখালি থানার সাজিয়া গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৯৭৪—৯৮৪ খতিয়ানে ২২-৪৯ শঃ জমীর ৩০৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

৩৪৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১০।৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ হরিমণ্ডল দিং সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৩৮৯ খতিয়ানে ৯-৪২ শঃজমীর ২০৳৵১১ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৮)

৮৬৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০।৶৬

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানাজার সাং গোয়াড়ী

দেঃ জ্যোতীশচন্দ্র সেন সাং গাজনা পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার গাজনা গ্রামে ডিক্রী দার অধীন ৪২৩-৪২৯ খতিয়ানে ৪-৬৫শঃ জমীর ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৯)

১৫১৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৪।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচুমণ্ডল দিং সাং পুটীখালি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় পুটীখালি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১০৭-১১৫ খতিয়ানে ১৪-০৯ জমীর ২২৳০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১৬।২৬৮খংভুক্ত ৬৩শঃ জমি ১॥৵৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১০)

১৭৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৩০৳৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কাবিল সেখ দিং সাং গোয়াল-চাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় গোয়ালচাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৪ খতিয়ানে ১-৭২শঃ জমীর ৩৷০ জমা মূল্য ১৫৲

(১১)

১৯১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০৵৯

ডিঃ অন্নদুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ হাবিলসেখ দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৩৭ খতিয়ানে ৯-২০শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ১০৲

(১২)

১৯১৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬॥৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ হারাণ মণ্ডল সাং রাজিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৩ খতিয়ানে ৬-৭৯শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৯১৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৬১৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পুঁইয়া মণ্ডল দিং সাং মুচিফুল বাড়ী পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় মুচিফুলবাড়ী গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ৩৩২ খতিয়ানে ১১-১৫শঃ জমীর ২৫৳৫ মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

১৯৩১ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৩।৶৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠাল পোতা

দেঃ হারান মণ্ডল ছোট সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ২৪৩ খতিয়ানে ৬-৭৯শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৪১ খং ১-৯৬শঃ জমি ওটবন্দি জমা মূল্য ১০৲

(১৫)

৩৮খাংজারী ৩২ দাবী ৫৭৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হারিল মণ্ডল দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৩৭ খতিয়ানে ৯-২০শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ২০৲

২। চাপড়া থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৩৭ খতিয়ানে ১-৮৭শঃ জমীর ওটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

৪২ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৮৮॥৯

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ মনমোহন পাড়ুই সাং উলসী পোঃ হাসখালী

হাসখালি থানায় পচাকুমারীর বিলের বাবদ ডিঃ অধীন জলকর ধায়ের জমীর ১০০৲ বেমেয়াদি জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় বেলেডাঙ্গা চুনারী গ্রামের উত্তর মুখ হইতে নালুদ পর্য্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অধীন বেমেয়াদী ৩০৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

৯৯ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৯৳০

ডিঃ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং সাং চাঁদের-ঘাট

দেঃ নিস্তারবালা দাসী সাং ব্রাহ্মণ-পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানার মহাল জিধা গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৩৪ খতিয়ানে ৬-৫৭ শঃ জমীর ১৬৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৮)

১৫১ খাংজারী ৩২ দাবী ২১০৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ দেদার সেখ দেওয়ান দিং সাং নূতনগ্রাম পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৫৪ খতিয়ানে ৫০-৩৪শঃ জমীর ৯।৶৮ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৫৫ খং -২৭শঃ জমি ১৳৵৩ জমা মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭৫৬খং -৬৯শঃ জমি ওটবন্দী জোত মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭৫৭খং ৬৮শঃ জমি ওটবন্দী জোত মূল্য ৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৮৫খং ১-৪০শঃ জমি ওটবন্দী জোত মূল্য ৫৲

(১৯)

১৫৭খাংজারী ৩২ দাবী ১২৩৸৶৩

ডিঃ সরেন্দ্ররঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠাল পোতা

দেঃ আবদুল কাদের বিশ্বাস দিং সাং বাদলাজি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাজি গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭৯ খতিয়ানে ৭-৯৩শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২০)

১৯২খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৭৷৶৩

ডিঃ মোহিনীমোহন হালদার সাং বহিরগাছি

দেঃ মুকুন্দ ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬২ খতিয়ানে ১-৫৫শঃ জমীর ৫৸/৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২১)

২৫৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬১।/৩

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ আবদুলরহমান বিশ্বাস দিং সাং ভৈরবচন্দ্রপুর পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় নিধিরপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১০০।১০১ খতিয়ানে ১৬১/২৷৷ জমীর ৫১৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২২)

৩৫৪খাংজারী ৩২ দাবী ২০৲

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ কাঙ্গালী মণ্ডল দিং সাং ঘুগরাগাছি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ঘুগরাগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৩ খতিয়ানে ১-০৪শঃ জমীর ২৸৶৫ জমা দেঃ ৶১১/৬ মূল্য আঃ ৩৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৩০।১২৯খং ৮-২৩শঃ জমি ১১।৯ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ২৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬২ খতিয়ানের ৪-৩০শঃ জমি ১৩।৶৫ জমা মূল্য ১০৲

(২৩)

৪৬৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩২৷৷/৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ রজনী ঘোষ খ্ৎ,ান দিং সাং গোংড়া পোঃ বাজ্ঞালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫৩।১৫৪ খতিয়ানে ১৩-০৫শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৪)

৪৭৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২২/০

ডিঃ বিদ্যুৎলতা দেবী সাং ভবানীপুর কলিকাতা

দেঃ জীবানন্দ মণ্ডল দিং সাং মহিমপুর পোঃ বাজ্ঞালঝি

হাসখালি থানায় হলদীপাড়া গ্রামে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধীন ১৩১।১৩২ খতিয়ানে ৮-৬২শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমী মায় প্রজা সজল ও সম্বলসহ মূল্য আঃ ৫৲

ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১৫৪ খতিয়ানের ও অধীনস্থ খং ২২-৯৮শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১৪২-১৪৪ ও অধীনস্থ খতিয়ানসহ ২২-২৭ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

৪৭৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৷৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

হাসখালি থানায় হলদীপাড়া গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৩১।১৩২ খতিয়ানে ৮-৬২শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪৫ খতিয়ানের ২২ ৯৮শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪২-১৪৪ ও অধিনস্থ খতিয়ানে ২২-২৭ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

(২৬)

৪৭৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৮৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

হাসখালি থানায় হলদাপাড়া গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৩১ খতিয়ানে ৮ ৬২শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৬৫।১৪৩ খতিয়ানের ২২-৯৮ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪২।১৪৩ খতিয়ানের ও অধীনস্থ খংসহ ২২-২৭শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৫৲

(২৭)

৫৭৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৩৸৶৯

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ আবেছাদ্দি বিশ্বাস দিং সাং কৌতুকনগর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় কৌতুকনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭০।৩৭১-৩৭৮ খতিয়ানে ১৯-১৩শঃ জমীর ১২৸/১৫ জমা মূল্য ২৫৲

(২৮)

৫৭৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৪২৩৷৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

হাসখালি থানায় কৌতুকনগর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৪৬-১৯৭ খতিয়ানে ৮৫-১৬শঃ জমীর ৯২।৭ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২৯)

৫৯১ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫।/৩

ডিঃ কালীকুমার ভট্টাচার্য্য সাং বামনপুকুর

দেঃ সন্তোষ বিশ্বাস দিং সাং শালীগ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শালীগ্রাম গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৯ খতিয়ানে ২-৭০শঃ জমীর ২৸০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩০)

৬১৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৯৷৷৶৬

ডিঃ কানাইলাল সিংহরায় সাং সোণাডাঙ্গা

দেঃ জয়দুর্গাদাসী দিং সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় ডোমপুকুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৭ খতিয়ানে ১৭-৮৬শঃ জমীর ১৬৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩১)

৬২০ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৪২৷৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় ডোমপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১১ খতিয়ানে ১০২-০২শঃ জমীর ৯২৷৷০ দরপত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩২)

৬৬৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৬৪১৶০

ডিঃ যতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ অরবিন্দুপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া ও নাকাশীপাড়া থানায় হাতীশালা অন্তর্গত জলকর খড়িয়া নদী বেনাম জলকর খাংনি ডিঃ অধীন ৯৯০ খং খতিয়ানে ১০০৲ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৩)

৬৭৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৬২/০

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ উছমান বিশ্বাস দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাজ্ঞালঝি

চাপড়া থানায় পীতাম্বরপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৯৫ খতিয়ানে ১১-৪৩শঃ জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৪)

৬৭৬ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭৶৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্রপাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ জোয়াজ সেখ সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭২ ২৭৫ খতিয়ানে ২-৮৩শঃ জমীর মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৭৬ খতিয়ানের -১০শঃ জমি মূল্য ৩৲

(৩৫)

৬৮৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৪০৸/৯

ডিঃ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং দক্ষিণপাড়া

দেঃ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং ঐ পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় দক্ষিণপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৭৩ খতিয়ানে ৪০-২৯শঃ জমীর ৫৪৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৯৬ খতিয়ানের -৮শঃ নিষ্কর লাখরাজ জমি মায় পাকা ইমারত প্রাচীর ইত্যাদিসহ মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে অধিন খতিয়ানে -২৮শঃ লাখরাজ জমি মায় পাকা ইমারৎসহ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৬)

৬৯৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৶৬

ডিঃ কেশবচন্দ্র দত্ত দিং সাং মাজদিয়া

দেঃ বিধুমুখী দাসী দিং সাং চৌগাছা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খাটুরা গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৯।৮০ খতিয়ানে -০১৮শঃ জমীর ১৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৭)

৬৯৬ খাংজারী ৩২ দাবী ২৭।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ তারাপদ সেন দিং সাং মাজদিয়া পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় টুঙ্গী গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩২ খতিয়ানে -৩৯শঃ জমীর ৩।৶২ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৮)

৭০৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৮৸৶৩

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ কেদারনাথ রায় দিং সাং ময়ূরহাট পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় বাজিতপুর গ্রামে ২১৫-২১৫ খতিয়ানে ৮ ৪৭শঃ নিষ্কর জমি মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় হাতীবান্ধা গ্রামে ১৭৬।১৭৭ খতিয়ানে ১-৫৪শঃ নিষ্কর জমি মূল্য আঃ ৫৲

(৩৯)

৭৫১ খাং জারী ৩২ দাবী ২০৶৩

ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ কুরমান সেখ তরফদার দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ২৯ খতিয়ানে ১-৬৫শঃ জমীর ৬৸৵৹ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪০)

৭৬৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৩৸৶৹

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মোহর সেখ পাগল দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫৮ খতিয়ানে ১-৫৩শঃ জমীর ৫৶৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

৪৭৬ খাজারী ৩২ দাবী ১৩৸৶৹

ডিঃ জ্যোৎস্নলতা দেবী সাং ভবানীপুর কলিকাতা

দেঃ জীবানন্দ মণ্ডল দিং সাং মহিষপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

হাসখালি থানার হলদীপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৩১।৩২ খতিয়ানে ৮-৬২শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪৫।১৪৬ গং খতিয়ানে ২২-৯৮শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪২-১৪৪ গং খতিয়ানে ২২-২৭শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ৫৲

(৪২)

৮৪০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯৸৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ সুন্দরী বিবি সাং রাধানগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার রাধানগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯৭ খতিয়ানে —৮৭শঃ জমার ২৷৶৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৩)

৮৪১ খাংজারী ৩২ দাবী ১২।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ এব্রাহিম দফাদার দিং সাং ম্যাচপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার রাধানগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৭ খতিয়ানে ২-৩৩শঃ জমীর ১৵৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৪)

৮৪২ খাং জারী ৩২ দাবী ৪৬৸৶৹

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানার রাধানগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৯ খতিয়ানে ১০-৬৮শঃ জমীর ৮৸৶১৬৷ জমা দেঃ মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৫)

৮৪৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৮৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সুন্দরীবিবি সাং রাধানগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার রাধানগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৯৬ খতিয়ানে ৪-১৬শঃ জমীর ৯৷৵১ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৬)

৮৬৬ খাং জারী ৩২ দাবী ২৮৸৵৯

ডিঃ কানাইলালসিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ দাসরথদাস ঘোষ সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৩ খতিয়ানে ১-৯৯শঃ জমীর ৫৶১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

৮৬৭ খাং জারী ৩২ দাবী ৪৬৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫১ খতিয়ানে ১-১৫শঃ জমীর ৬৸৶১৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৮)

৮৭১ খাং জারী ৩২ দাবী ১২৩৸৶৯

ডিঃ আবদুলসুবন ওস্তাগার দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ জারেজানবিবি দিং সাং সাহাপুর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার সাহাপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ২৩ খতিয়ানে ২৬-৫৬শঃ জমীর ৩৯৶৹ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৯)

৮৭৩ খাং জারী ৩২ দাবী ৪৭৸৶৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ সাধু খুদ্দাম দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৯,৩১০ খতিয়ানে ৪/১৸৵৹ জমীর ৬৲ জমা মায় ঘর দুয়ার মূল্য আঃ ১৫৲

(৫০)

৮৭৮ খাং জারী ৩২ দাবী ৪২ /৬

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং দারিয়াপুর

দেঃ শশীমুখী দাসী সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪৬ খতিয়ানে ১ ০৯শঃ জমীর ৫৷৩ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫১)

৮৭৯ খাং জারী ৩২ দাবী ৪২৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ সরসীবালা দাসী সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৪ খতিয়ানে -৯২শঃ জমীর ৬৷৬ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫২)

৮৮৬ খাং জারী ৩২ দাবী ১২১।/৩

ডিঃ দামিনীসুন্দরী দাসী দিং সাং কলিঙ্গা

দেঃ ফণিপদ ঘোষ দিং সাং ছোট বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার চাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৯।২৩ খতিয়ানে ১০-১৯শঃ জমীর ৩৪ ৶৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৩)

৮৮৭ খাং জারী ৩২ দাবী ৯৭৸৶৹

ডিঃ ঐ

দেঃ বিন্দুবালা দাসী সাং বড় বালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার চাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮ খতিয়ানে ৭-৪১শঃ জমীর ১৪৷৶৮ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৪)

৮৮৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৭৪৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রাজুসেখ দিং সাং কলিঙ্গা পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানার কলিঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৫ খতিয়ানে ৮-৮৫শঃ জমীর ২০ /৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৫)

৯০৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২০৸৯

ডিঃ শিবচন্দ্র রায় দিং সাং খাটুরা

দেঃ পাচুমণ্ডল সাং বেনালী পোঃ হাসখালি

কৃষ্ণগঞ্জ থানার খাটুরা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৪ খতিয়ানে-৪৬শঃ জমীর ২৷৶৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৬)

৯০৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৪৪/৯

ডিঃ প্রতিভাকুমারী দাসীচৌধুরাণী সাং কলিকাতা

দেঃ চারুশীলা দেবী সাং কাদোয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার ছোট কাদোয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩ খতিয়ানে ৩৮৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৭)

৯৪৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৯৸৶৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাট

দেঃ আনন্দচন্দ্র রায় দিং সাং মাম-জোয়ানির পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার মাম-জোয়ানির গ্রামে ডিক্রীদার অধীন জলকর ডিঙ্গা- চানার খালের ৫৸৵১। জমা ২৫৲

(৫৮)

৯৫২ খাংজারী ৩২ দাবী ৪১২৶৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আড়ংঘাটা

দেঃ রাধিকাচরণ বিশ্বাস মোং কাচারী সেকুনবেড়িয়া পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার চুনার দিং গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩২৯ গং খতিয়ানে মোট ২০১৸৪ জমী দুই মালিক অনিল ৬৫৸/৭ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৯)

৩৮৮ মনিজারী ৩২ দাবী ১৪০৸৶৹

ডিঃ বৈদ্যনাথ রায় সাং বানপুর

দেঃ সতীশচন্দ্র দাস দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ ঐ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাটিয়ারী গ্রামে কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী দিং অধীন ১২৭৪ খতিয়ানে --৪শঃ জমীর ২৸৹ চালিশা জমা মায় করগেট ঘর মূল্য আঃ ১৫০৲

(৬০)

৪৫৪ মনিজারী ৩২ দাবী ৩৮৮৸৶৹

ডিঃ বনীগোপাল কুণ্ডু দিং সাং মহাজনপুর

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৭৮৭ খতিয়ানে -০১৫শঃ জমীর ২৸৹ জমা মায় পাকা ইমারৎ টিনের ঘর-ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৩০০৲

(৬১)

৭২৪ মনিজারী ৩২ দাবী ২৮৩।৹

ডিঃ শশধর গুপ্ত সাং পেগুলবেড়িয়া

দেঃ অবিনাশ ঘোষ দিং সাং গোয়ালা-কোদলপুর পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানার কুতেপুর গ্রামে শিবকুমারী দেবী অধীন ৭৫৫ খতিয়ানে ১৭-৪৪শঃ জমীর ৪১৭/৹ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

টেলি—— "শ্রীধাম নবদ্বীপ"

Reg No C1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২২তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৯, ২৭শে জুলাই ১৯৩২

কুটীরের মধ্যে ডাকাত

সাব ইনস্পেক্টার অভিযুক্ত

জমিদারের ফাঁসী

মাড়োয়ারী বন্দীর অনশন

ডাঃ মহম্মদ আলম

ট্রেণ লাইনচ্যুত

হাসপাতালে মিঃ সুভাষচন্দ্র

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

তেজবাহাদুরের উক্তি

বৈমানিকের বিপর্য্যয় সাহস

ডাঃ আনসারীর বিবৃতি

নানা কথা

কুটীরের মধ্যে ডাকাত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, শুক্কা কাহার নামক একজন নামজাদা ডাকাত তিনবৎসর পূর্ব্বে এটোয়া জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিল। পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হেমেন্দ্র শঙ্কর ফতেগড় জেলার এক গ্রামে খুব কৌশল সহকারে শুক্কা কাহারকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। মিঃ হেমেন্দ্রশঙ্কর নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও যে কুটীরে শুক্কা ৫টী গুলী ভরা বন্দুক লইয়া অবস্থান করিতেছিল সেই কুটিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

জমিদারের ফাঁসী

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোরের উপকণ্ঠের অধিবাসী জবসিংএর প্রতি মৃত্যু দণ্ডের হুকুম হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, বন্দুকের গুলীদ্বারা তিনি চারিজন প্রজাকে খুন এবং পাঁচজন প্রজাকে জখম করিয়াছেন।

প্রজাগণের অপরাধ—তাহারা কোন এক বিশেষ দিনে তাহাদের ক্ষেত্রের শস্যের নিকট জলের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল।

———

ডাঃ মহম্মদ আলম

লাহোর হইতে প্রকাশ, ডাঃ মহম্মদ আলমের শারীরিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশঙ্কাজনক বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে হঠাৎ তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া সংজ্ঞা হারান; তাঁহার হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায়। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, শীঘ্র ডাক্তার পাওয়া যায় নাই। ঘণ্টাখানেক পরে তিনি বিনা ঔষধে চৈতন্য লাভ করেন কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। অতঃপর জেলের অনেক সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আসিয়া পড়েন ও কিছু ঔষধ দেন। দেড় ঘণ্টা পর পুনরায় তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজে ডাক্তার, কিন্তু তিনি সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আসিয়াই ডাঃ আলমের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই দেখা করিতে যান এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। ডাঃ আলমের ইতিপূর্ব্বেই জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছিল। বোধ হয় এখনও প্রকৃত রোগ নির্ণয় হয় নাই।

———

হাসপাতালে মিঃ সুভাষচন্দ্র

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে গত ২৩শে জুলাই সংশোধনী কারাগার হইতে জেনারল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে তাঁহাকে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।

———

রুষ-জাপানে বিবাদ

টোকিও হইতে প্রকাশ, সোভিয়েটদিগের একখানি প্রহরী-তরী এবং জাপানের দুইখানি মেছো-পোতের সহিত কামসকাটকার পশ্চিম উপকূলে ভয়ানক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। হোকাইডো সরকারের প্রচার বাণীতে জানা গেল, সংঘর্ষে গুলী চলিয়াছে এবং তিনজন জাপানী আহত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কুরুক্ষেত্র	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কব্বুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীসুচানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনচন্দ্র দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবল্লভ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণ ন, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্রালয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরঘুনাথ অধিকারী শ্রীরামকান্ত দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যানগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্থ, চ্বড়া

এখানে বহু ভুক্তমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪১ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১০ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১১ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৭শে জুলাই ইং ১৯৩২ বুধবার | ১২২তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৩শে জুলাই শনিবার শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠকালে 'কৃষ্ণ ভক্তিই অভিধেয়, এবং উহা সর্ববাদী বা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত' ইহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রকৃত-প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক সমাগত ভক্তবৃন্দ-সমক্ষে অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠের সারাংশ যথাসাধ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

আমরা শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই তিনটী বিষয় ক্রম-পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট আছে। এই অত্যাবশ্যক বিষয়টী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রথমেই 'সম্বন্ধ' শব্দটি পাই। সম্যক্‌রূপে কোন বিষয়ে বদ্ধ অর্থাৎ আবদ্ধ হওয়ার নামই 'সম্বন্ধ'। যে বন্ধন বা আসক্তি দুদিন পরে ছিন্ন বা নষ্ট হইয়া যায় তাহা সম্বন্ধ-পদবাচ্য নহে; তাহা সম্বন্ধের নামে অসম্বন্ধ বা অনিত্য বিষয়ে আসক্তিকেই লক্ষ্য করে।

এই সংসারে আমরা সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাদি লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু সেগুলি পান্থসঙ্গমসদৃশ অনিত্য; এই সংসারে পিতা-পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে, সখায় সখায় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে দুদিন কি দশদিনের জন্য। পরস্পরের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধাবস্থাই হইতেছে সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে কোন ক্রিয়াদি হইতে পারে না। পতি-পত্নী সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে প্রীতির গাঢ়তারূপ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-কন্যাদি ফলরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের সম্বন্ধাদি হেয় বা অনিত্য এবং সুখদুঃখপ্রদ।

আমরা নিত্য অণুচিৎ জীব; আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ হইতেছেন বৃহচ্চৈতন্য শ্রীভগবান্। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাই জীবের একমাত্র নিত্য কৃত্য ও জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে—সর্ব্বাবস্থায় বাঞ্ছনীয়। এই নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয় বৃত্তির কার্য্য আরম্ভ হয়। সেই অভিধেয় বৃত্তিটী সেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে আবার এই সেবারই অপর নাম ভক্তি—"ভজ ধাতু সেবায়াম্।" সাধ্য-বস্তু-লাভের যে উপায় তাহার নাম অভিধেয় বা ভক্তি।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই যে জীবের একমাত্র শরণীয় ও কৃষ্ণভজনই যে একমাত্র অভিধেয় তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন—

"শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥"

—অর্থাৎ মাতৃস্বরূপ শ্রুতি (বেদ) জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার (ভগবানের) আরাধনা-বিধিই উপদেশ করেন। স্মৃতি সেইরূপ ভগিনীস্বরূপ হইয়া এবং পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর, আপনিই যে একমাত্র শরণ, ইহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।

সূর্য্যালোক আমাদের অক্ষিগোলকে আসিয়া পতিত হইলে আমরা সেই সূর্য্যালোকের দ্বারায় সূর্য্যদর্শন করিতে সমর্থ হই; এতদ্ব্যতীত লণ্ঠনাদি জ্বালিয়া সূর্য্যদর্শনের চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি-প্রদানের ন্যায় যেমন নিরর্থক সেইরূপ ভক্তি ব্যতীত লণ্ঠনাদিরূপ কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা সেব্যের সান্নিধ্য বা দর্শন লাভও সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব সাধ্য বস্তু ভগবানের নিত্য সেবাই জীবের অভিধেয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপলক্ষণে শাস্ত্রে বলেছেন—

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অন্যাভিলাষরহিত হইয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন-ফলে শুদ্ধভক্তির উদয়ে জীবের সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি হইয়া নিত্য মঙ্গল উদিত ও পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয়।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীজী 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত'—দ্বিবিধ জীবের বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ ঈশান দাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভু মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ কয়েক মূর্ত্তি ব্রহ্মচারিসহ গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুর জেলার জামনা নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বহু শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনমুখে বর্ত্তমান বৈষ্ণবক্রবগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে যে গ্লানি আনয়ন করিয়াছেন তাহা ধরাইয়া দেন। তাহাতে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং যাহাতে এতদঞ্চলে বৈষ্ণবক্রবগণের কুনাটা অপসারিত হইয়া শুদ্ধভক্তির কথা সুষ্ঠুরূপে প্রচারিত হয় তাহার জন্য স্বামিজী মহারাজকে অনুরোধ করেন।

কটক হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র 'উৎকল দীপিকা' শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসব সম্বন্ধে ২৩শে জুলাই যাহা লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহা-মহামহোৎসব উপলক্ষে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত বুধবার হইতে কটকে আসিয়া নরমাল স্কুলের সন্নিকটস্থ 'মিত্রকুটীরে' অবস্থানপূর্ব্বক জন সাধারণের হিতার্থে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি যে কোন প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করেন, গোস্বামী মহারাজ তাহার সদুত্তর দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। সর্ব্বসাধারণের এ সুযোগ হারাণ উচিত নহে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ই শ্রীধর ভৃত্ত অনিরুদ্ধ ৪৪৬

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-মূলে শুদ্ধবৈষ্ণবে প্রীতি

আমরা বদ্ধজীব মাত্রেই, শ্রীভগবান্‌কে মুখে মানি আর নাই মানি—স্বভাবতঃ সকলেই তাঁহার কৃপাপ্রার্থী। শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিবার জন্য কেহ বা মুখ্য ও কেহ বা গৌণভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রাক্তন কর্ম্মফলে কোন কোন মানবের হৃদয়ে সুকৃতিফলে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা উদিত হয়। যখন শ্রদ্ধা উদিত হয় তখন সে অনুভব করিতে পারে যে, ভগবানের কৃপালাভ ব্যতীত অনিত্য জগতে খাওয়া-লওয়া আমদানি-রপ্তানি করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত থাকা প্রকৃত মানব জাতির কার্য্য নহে। মানবেতর পশুজাতির ধর্ম্ম।

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্ব-
সঞ্চিতৈঃ ॥

অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের উক্ত বাক্যানুসারে তখন তিনি প্রকৃত সাধুগণের সঙ্গ লাভ করিতে পারেন। সাধুগণের সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও আচার ব্যবহারের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তির চেষ্টা, তাহাই মুখ্য বা উপযুক্ত চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা শব্দের অর্থ অনুগ্রহ বা প্রসাদ।

সাধারণতঃ জগতে দেখা যায়, যাঁহারা বাণিজ্য করেন তাঁহাদিগকে বৈশ্য, যাঁহারা কৃষিকার্য্যাদি করেন তাঁহাদিগকে কৃষক, যাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়, আর যাঁহারা নৌকার সেবা করেন তাঁহাদিগকে নাবিক বলা হয়; তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত ও তৎসেবক তাঁহারাই বৈষ্ণব-নামে জগতে পরিচিত। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র নিত্য, সত্য ও বাস্তব বস্তু। নিত্য সত্য বাস্তব বস্তুর সেবক বলিয়া বৈষ্ণবের নামান্তর সাধু। বৈষ্ণব বা সাধুগণের আরো একটী নাম গোবর্দ্ধনগিরি। গো শব্দে ইন্দ্রিয়, গির্ শব্দের অর্থে বাণী। যাঁহারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যাদি কীর্ত্তনরূপ বাণীক অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয় তর্পণ করত তাঁহার যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রামের তৃপ্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন তাঁহারাই গোবর্দ্ধন-গিরি।

মায়িক জগতে ভগবদ্বহির্ম্মুখ মানব জাতির কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশাই একমাত্র স্বার্থ এবং উক্ত স্বার্থ সংগ্রহ করিতে হইলে অপর জনকে ক্ষতিগ্রস্ত বা পদানত না করিতে পারিলে তাহা সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং স্বার্থপর জগতে দেখা যায় যে একজনের লাভ হইলে অপর জনের ক্ষতি, একজনের আনন্দ হইলে অন্যের নিরানন্দ। কিন্তু বৈষ্ণব-জগতে বৈষ্ণবগণের স্বার্থ তদ্রূপ নহে। তাঁহাদের শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র স্বার্থ। বৈষ্ণবগণ যুগপৎ স্বার্থপর ও পরার্থপর। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম-লাভই বৈষ্ণবগণের একমাত্র স্বার্থ; তাঁহাকে লাভ করিতে দেবতা মনুষ্যাদি কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত বা কাহারও পদানত হইতে হয় না, পরন্তু দেবতা ও মনুষ্যাদি জৈবজাতির আনন্দই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ করা ব্যতীত বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্তগণের অন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। আর তাঁহারা শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে দেহরক্ষার্থ শ্রীভগবন্নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন না। শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ ও তাঁহার উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ সম্মান করা ব্যতীত ভগবদ্বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবকুলের নিত্য মঙ্গল লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। স্বভাবতঃ বৈষ্ণবগণ পর-দুঃখদুঃখী। স্বভাব গুণে যা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন করিয়া এবং শ্রীভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া নিজ স্বার্থ সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শ্রীভগবৎকীর্ত্তন অপর বহির্ম্মুখজনের শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত করাইয়া ও মহা-প্রসাদ প্রদান করিয়া নিত্যমঙ্গলরূপ পরার্থ-পরতাও সাধন করিয়া থাকেন।

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও অধিকার অনুসারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা কনিষ্ঠ তাঁহারা মধ্যমের সঙ্গ ও যাঁহারা মধ্যম তাঁহারা উত্তম ভক্তের সঙ্গ করিয়া ক্রমান্বয়ে কনিষ্ঠ মধ্যমে ও মধ্যম উত্তম ভক্তে পরিণত হইতে পারেন। সুতরাং ত্রিবিধ বৈষ্ণবই আমাদের পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে যে যতটা পরিমাণে অসাধুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণের সঙ্গ করিবেন সে ব্যক্তি ততটা পরিমাণে পরম বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর কথিত "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি" প্রভৃতি শ্লোক অনুযায়ী যে প্রীতির আচরণ তাহাই প্রকৃত সাধুগণের সঙ্গ। বৈষ্ণবের সঙ্গ, বৈষ্ণবে প্রীতি ও বৈষ্ণবের সেবা আর বিষ্ণুর সঙ্গ, বিষ্ণুতে প্রীতি ও বিষ্ণুর সেবা উভয়ই অভিন্ন ব্যাপার। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে দুর্ব্বাসা-মুনির প্রতি শ্রীভগবান্ নিজবাক্যে জানাইয়া দিয়াছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো
মনাগপি ॥

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না। আবার শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥

সুতরাং বৈষ্ণবে প্রীতি ও শ্রীভগবদ্-প্রীতি পৃথক্ ব্যাপার নহে—উভয়ই এক। কিন্তু অগ্রে বৈষ্ণবের সঙ্গ ও বৈষ্ণবের প্রীতি পরে শ্রীভগবানের প্রীতি ও তাঁহার অনুগ্রহ বা কৃপালাভ। অগ্রে বৈষ্ণবের কৃপা লাভ হইলেই অনায়াসে শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। তাহাও ছন্নাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুকে জ্ঞাপনের অভিনয় করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে বিশেষ করিয়া জানাইয়া গিয়াছেন

প্রভু কহে তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১১।২৬, ২৭)

অতএব যাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ ও তৎপ্রভাবে তাঁহাদের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে পারা যায় তাহার জন্য শ্রীভগব-চ্চরণে সকলেরই প্রার্থনা করা উচিত।

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ-ছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখ-গ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥

ভগবৎস্মৃতির ফল

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তং ॥"

অমঙ্গল অন্ধকার ঘনায় তখন—
ঘোর কুজ্ঝটিকা।
ভীষণ অনলরাশি ওঠে লক্‌লকি,
সর্ব্বগ্রাসি-শিখা ॥
যখন ভুলিয়া মোরা শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
কল্যাণ রতন।
অনিত্য বিষয়-বিষ করি আরাধন
স্মরণ-স্তবন ॥
সেইত অভদ্র ঘোর পুঞ্জ অকুশল,
আত্ম ধ্বংস-ক্ষয়।
দেহ-নাশ, বিত্ত-ক্ষয়, বিয়োগতনয়,
এর সম নয় ॥
কল্যাণ-নিলয় নিত্য শ্রীহরির স্মৃতি,
সর্ব্বশুভকর।
অশ্রেয়ঃ তিমিররাশি নাশিয়া সমুলে
উদয় ভাস্কর ॥
অখিল কল্যাণ-নিধি করে বিকশিত
নিত্য অবিনাশী।
পাইয়া চেতন নিভা করে পলায়ন
ছলা মায়াদাসী ॥
বিশুদ্ধ হৃদয় সেই—যেথা কৃষ্ণস্মৃতি,
চির সমুজ্জ্বল।
বৈরাগ্য-বিজ্ঞানসহ নিত্য বিরাজিত
(কৃষ্ণ) প্রেম সুবিমল ॥
সেই ত মরত-ধামে অমর-প্রকাশ
হরিস্মৃতি-বাস ;
তাঁহার চরণ-কৃপা এ' বিস্মৃত-দাস,
সদা করে আশ ॥

— শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার।
কলিকাতা

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট শুক্রবার হইতে ২৯শে ভাদ্র ১৪ই সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তি-বিনোদাসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসা-ধিকব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎ-সবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ

তাঁহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি-জন্মে সম্মত সবার ॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্‌ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ।৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যখণ্ডও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাককবি রাজসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন ধরণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, বালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বঙ্গের উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমাধান দ্বারা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী পদসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবকৃত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাধা ১৷৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোম্বাই কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। 'বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। শ্রীগৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার [illegible] যুগান্তর। বঙ্গ [illegible] একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ। শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ [illegible]পীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের [illegible] সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা [illegible]।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জনতোষণী**—[illegible] ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা [illegible]।

৪। **ভাগবত**—[illegible] শ্রী[illegible]মঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তি[illegible] কর্ত্তৃক [illegible]

টেলি—শ্রীধাম নবদ্বীপ

RegNoC1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৩তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২৮শে জুলাই ১৯৩২

মাদ্রাজে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

দেশওয়া রাজ্যে মহারাজের স্বহস্তে হলচালনা

অগ্নিতে মাতা ও কন্যার মৃত্যু

আমেরিকার সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ

তিনটি বীভৎস নরহত্যা

লক্ষ্ণৌয়ে বাঙ্গালী মহিলা

নদীবক্ষে ডাকাতি

প্রায় দুই লক্ষ টাকা ঘাটতি

বঙ্গে নারী হরণ

১৪ জন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

স্ত্রী-হত্যায় দ্বীপান্তর

নানা কথা

মাদ্রাজে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এখনও মাদ্রাজ সংশোধনাগারে আটক আছেন। কেনায়েল হাসপাতালে রঞ্জনরশ্মি ভবনে হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল সিপারের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে, পরীক্ষা করিতে কয়েক দিন লাগিবে। সে সময় সার্জ্জন রোগ প্রতীকারের পরামর্শ দিবেন।

কিছুকাল অসুস্থ থাকায় তাঁহার ওজন কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি প্রফুল্ল আছেন।

অগ্নিতে মাতা ও কন্যার মৃত্যু

ত্রিচিনপল্লী হইতে প্রকাশ, ধম্মম ও সোলাহ নামে মাতা ও কন্যা ওয়ালজা বাজার রোডে বাস করিত। গত ২৪শে জুলাই রাত্রিতে ২টার সময় তাহাদের বাড়ীতে আগুন লাগে। সেই ঘরের বাহির দিকে তালা লাগান ছিল। কাজেই তাহারা বাহির হইতে পারে না, ফলেই পুড়িয়া মরিয়া যায়। এরূপ দুর্ঘটনা হইবার কি যে কারণ, তাহা জানা যায় নাই।

তিনটি বীভৎস নরহত্যা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, গৌরপয়েল, বিপিন পয়েল এবং বলাই মোল্লাকে হত্যা করায় অভিযোগে ভূতনাথ হাজরা, অশ্বিনী কলুই ও শ্রীকান্ত কলুই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে অভিযুক্ত হয়। এই মামলায় বিচার ২২শে জুলাই শেষ হইয়াছে। চুচুড়ার দায়রা জজ মিঃ এইচ. ডি, বেনজামিন এবং বিশেষ জুরী কেবল ভূতনাথকে ৭ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অশ্বিনী ও শ্রীকান্ত ব্যতীত আরও নয় জন আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারা (দাঙ্গা করা), ১৪৯ ৩০২ ধারা এবং ১৪৯ ৩২৬ ধারানুসারে অভিযুক্ত হয়। বিচারে তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

নদীবক্ষে ডাকাতি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, নদীবক্ষে ডাকাতি করিবার অভিযোগে আমিন সরিফ ও আবদার রহমান অভিযুক্ত হইয়াছিল। অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত বি, বি, সরকার, আই, সি, এস, সম্প্রতি উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। জুরীগণ একবাক্যে আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করায় জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া আমিন সরিফকে ৬ বৎসর ও আবদার রহমানকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জজ আরও আদেশ দিয়াছেন, কারামুক্তির পরে ৩ বৎসর যাবৎ প্রথম আসামীকে তাহার বাসস্থান সম্বন্ধে পুলিসের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ফরিদপুরের নবাব আলী ও অপর ৫ জন লোক একখানি নৌকাযোগে মৎস্য লইয়া চট্টগ্রামে আসিয়াছিল। অনন্তর বাজারে মৎস্য বিক্রয় করিয়া চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে গত ১৫ই জানুয়ারী রাত্রিতে নৌকাযোগে কর্ণফুলী নদীর মোহানার নিকট গমন করে। সেই সময়ে আসামীগণ অপর কয়েকজন লোকের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত নৌকা আক্রমণ করে এবং মাঝিদিগকে প্রহার করিয়া ২ শত ২৫ টাকা লইয়া প্রস্থান করে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	মাদ্রাজ	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কুরুক্ষেত্র	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কব্বুর	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অখণ্ডিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যা-লঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রজ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅপ্রমেয় ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জবিহারি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবঙ্কবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর, শ্রীরামবিহারি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, চিরকুণ্ডা, ময়মনসিংহ।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুদাসজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় কুর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) রাজগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১১ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১২ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৮শে জুলাই ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ১২৩৩ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পতিতপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগ-পীঠে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনাদিচরণজী গত ১লা শ্রাবণ হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিতেছেন। এই কয় দিনে তিনি 'সাক্ষী গোপাল' ও 'ক্ষীরচোরা গোপী-নাথ' প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীচরিতামৃতের আদি ষোড়শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিদ্যাবিলাস লীলা আলোচনামুখে দিগ্বিজয়ী কেশব-কাশ্মীরীর সহিত আলাপ এবং কাশ্মীরীকৃত গঙ্গা-মাহাত্ম্য শ্লোক বিচারপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা, মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় প্রভৃতি বিষয় সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কেশব কাশ্মীরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়মুখে ব্রহ্মচারীজী বলেন,—"ইনি কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত। ইঁহার নাম কেশব মিশ্র। মিশ্রজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে শিক্ষালাভের পর শ্রীনিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করেন; তৎকৃত বেদান্তের 'পারিজাত'-ভাষ্যের শ্রীনিবাসকৃত 'বেদান্ত 'কৌস্তুভ-টীকা'র 'কৌস্তুভ-প্রভা' নাম্নী টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশতরঙ্গে দেখা যায়,—কেশব কাশ্মীরী শ্রীনিম্বাদিত্যের শিষ্য-পরম্পরায় সপ্তবংশ অধস্তন। কেশব কাশ্মীরী তৎকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিজ প্রতিভা দ্বারা পণ্ডিতগণকে জয় করিবার মানসে ইনি নানাস্থানে সগৌরবে ভ্রমণান্তে অবশেষে গৌড়দেশে শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত বিচারার্থ সাক্ষাৎ করেন এবং বিচারে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'য়া সৌভাগ্যক্রমে শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় মহাপ্রভুর তত্ত্ব অব-গত হ'ন। কাশ্মীরীর সহিত মহাপ্রভুর বিচার প্রবন্ধান্তরে প্রদত্ত হইবে।

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ উজান গ্রামের শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডলের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করেন। তথায় রাত্রি প্রায় ৮টা হইতে ৯॥০টা পর্য্যন্ত শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী স্বভাব-সুলভ সুললিত-কণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। পরে মহারাজজী শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতাকে লক্ষ্য করিয়া জীবের গর্ভবাস যন্ত্রণা বর্ণন মুখে 'হরিভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তাই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য' সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন।

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ উজান হইতে শুভ-বিজয় করিয়া থর্পরা নিবাসী শ্রীপাদ পুলিন-বিহারী দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ প্রভুর ভবনকে কেন্দ্র করিয়া পরপর দুইদিবস শিংপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে ও বেখী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন সাহা জমিদার মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্বামিজী মহারাজ শ্রীপাদ পুলিনবিহারী ভক্তিভূষণ প্রভুর বাটী হইতে শ্রীধাম পুরী যাইবার পথে বালিচরায় 'লক্ষ্মীনারায়ণ রাইস মিলে'র ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী প্রমুখ বহু সজ্জনের প্রার্থনায় ৩১শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২রা আষাঢ় পর্য্যন্ত ৩ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন-সময়ে স্বামীজী নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পরস্পর পার্থক্য প্রদর্শন করেন ও শ্রৌত-পথানুসরণেই যে একমাত্র বৈকুণ্ঠরাজ্যের সোপান লভ্য, গুরুপদাশ্রয় ভিন্ন যে ভগবদ্ প্রাপ্তি দুরাশামাত্র এবং শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সেবা ছাড়িয়া জীবের দুর্গতির হাত হইতে পরি-ত্রাণের যে আর কোনও উপায় নাই—তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাস বি-এস-সি, ষ্টেসন মাষ্টার, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু ওভারসিয়ার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ৩রা আষাঢ় স্বামিজী ডিঙ্গল নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র গুহ মহা-শয়ের ভবনে শুভাবিজয় করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে অজামিলোপাখ্যান বর্ণনমুখে কলিযুগে শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন ভিন্ন যে জীবের অন্য গতি নাই তাহা বর্ণনপূর্ব্বক কর্ম্মের তুচ্ছত্ব, যোগাদির হেয়ত্ব, জ্ঞানের অনুপাদেয়ত্ব, নির্ব্বিশেষবাদিগণের আত্মঘাতিত্ব প্রভৃতি বিচার প্রদর্শন করেন। পরদিবস শনি-বার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাদিবসে উক্ত প্রসঙ্গক্রমে ভগবানের অর্চ্চালীলা, নামলীলা ও স্বরূপলীলা—প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস স্বামিজী মহারাজ, পাপমুখে পাপ ও পুণ্য—উভয় প্রকার কর্ম্মই যে বিচার উভয় পার্শ্বের ন্যায় পরিত্যাজ্য তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দেন।

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

পাইতাম তৎপরিবর্তে বহু সময় স্থবা সরল-প্রাণ আশ্রিতের (?) দ্বারা বিনা পরিশ্রমে—বিনা আয়াসে অনাবিল ভূরি সেবা লাভ করিবার চেষ্টা করি। অর্থার্জ্জনের প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব অন্যভাবে অধিকতর পরাক্রমে পরিচালনা করিবার জন্য কৌশল আবিষ্কার করি। কখনও মনে করি কামিনী পরিত্যাগ করিয়া যে পরিমাণে ঠকিয়াছি তাহার সমস্ত সুদসহ ক্ষতিপূরণ উহারই অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী কনক ও প্রতিষ্ঠাদ্বারা সাধন করিব। যখন দেখি, কনক পরিত্যাগ করিয়া ঠকিয়াছি তখন কামিনীর দ্বারা কনকের ক্ষতিপূরণ সাধন করিবার চেষ্টায় থাকি। কখনও বা কামের কনক আমার উদর ও পরকোষের পাতানের অভাব ঘর পূর্ত্তি করিয়া আমার আবেগের বন্দোবস্তের সাধক হয়, কখনও বা কখনো কনকে অবৈধভাবে আমার হস্ত প্রসারিত হয়। 'ঠকাবিদ্যা'র পাতয়ান পুঁজিলেই এইরূপ কত কি উৎপাত উপস্থিত হয়। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সহচর; একটীর অভাব আর একটীর দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলেই তৎক্ষণাৎ একটী বন্ধু আর একটী বন্ধুকে ডাকিয়া আনে।"

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ই শ্রীধর কৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৬

আমার খতিয়ান

চতুর মন যখন খলস্বভাববশতঃ মগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে ভোগানলের রঙীন দৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই সময় চতুরের চতুর—সুচতুর বৈষ্ণবঠাকুরগণ অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া তাহার সর্ব্বনাশকারী ষড়যন্ত্রটী আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সাবধান করেন। এই দয়ামহত্ত্ব আমরা শ্রীগৌড়ীয়ে বিশেষ রূপে লক্ষ্য করি। যখন আমরা ভোগ-মরীচিকার পশ্চাতে শান্তি-জলের আশায় প্রধাবিত হই—যখন ভোগের দাসত্বে বদ্ধ হইবার আশায় আমাদের ভোগবৃত্তিকেই সমর্থনার্থ সয়তানের ন্যায় নানা গ্রন্থের নানা শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক উহার কদর্থকে প্রকৃত অর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হই, সেই সময় অহৈতুক কারুণ্যবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঐ দুষ্টা বৃত্তির কবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিজজন দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়ে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আমরা গত ১২০ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে 'ভোগ ও পরমার্থ'-শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার কিঞ্চিদাভাস প্রদান করিয়া ১০খণ্ড ৪৭ সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়ের 'ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি'-শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। যাঁহাদের ঐ সংখ্যা সংগ্রহের সুবিধা হইবে না, তাঁহাদের নিমিত্ত ঐ প্রবন্ধটীর বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধার করিতেছি।

কথায় বলে,—'বস্‌তে স্থান হ'লে ক্রমে শয়নের স্থানও হয়'। আমার ভোগ-বৃত্তিটী দেখ্‌ছি সেই নীতি অবলম্বন করিয়া আমরা হৃদয়ে উপবেশনের স্থান অধিকারপূর্ব্বক ক্রমশঃ পাকাপাকি ভাবে শয়নের স্থান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। এই কার্য্যের সুবিধার জন্য সে আমাকে অভিভূত করিয়া আমার দ্বারা "ঠকা জিতা"র বেশ একটী খতিয়ান প্রস্তুত করাইয়াছে। বলা বহুল্য, আমি হরিভজন ছাড়িয়া দিয়াছি বলিয়াই তাহার আদেশানুযায়ী এই প্রকার খতিয়ান প্রস্তুত করিয়াছি।

"আমি যে খতিয়ান প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে আমি কৃষ্ণের নিকট হইতে কতটা আমদানী করিতে পারিতেছি, আমার ইন্দ্রিয় সত্তার কতটা 'জমা'র (?) ঘর বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারই হিসাব নিকাশ করিয়া থাকি। গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া—গুরুর প্রিয়সেবকাভিমানের পতাকা উঠাইয়া—হরিভজনকারীর মুখোস পরিয়া গুরুর অনুক্ষণ সঙ্গকারী ও বিশ্রম্ভ-সেবকের লোক-চোখ-ঝলসান রঙ্‌ গায়ে মাখিয়া আমি আমার 'খতিয়ানে'র পাতার হিসাব নিকাশ লিখিতে থাকি "আমি যে হরিভজন করিতে আসিলাম, তাহাতে আমার কতকগুলি নূতন নূতন দেশ দেখা হইল—কতকগুলি চিড়িয়াখানা আমি দেখিতে পারিলাম—কতকগুলি সহর দেখিলাম, রাজধানী দেখিলাম, প্রাসাদ দেখিলাম, নূতন নূতন রাস্তা-ঘাট, পাহাড়পর্ব্বত, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলাম, কতকগুলি কলকারখানা দেখিলাম—কতকগুলি নূতন নূতন দ্রব্য রসনায় আস্বাদন করিতে পারিলাম—কতটা সম্মান পাইলাম—মুখস্থ 'বুলি' বলিয়া কতটা বাহাবা কুড়াইলাম—কতগুলি রাজা মহারাজ বড় লোকের প্রাসাদে ও অট্টালিকায় বাস করিতে পারিলাম—কতটা তাঁহাদের অন্দরমহলের অসূর্য্যম্পশ্যাগণের দর্শন ও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্য লাভ করিলাম—রাজা মহারাজের মত শয়নগৃহ, ভোজনগৃহ, বহির্দ্দেশ-গমনের স্থান—যাহা আমি আমার বিদ্যা, ধন, শক্তি, পূর্ব্বপুরুষগণের আভিজাত্য প্রভৃতি কোন বস্তুর বিনিময়ের দ্বারাই আমার সমগ্র জীবনে স্পর্শ দূরে থাকুক্‌, চোখে দেখিবারও সুযোগ পাইতাম না, সেই সকল দেবভোগ্য দ্রব্যের কতটা স্পর্শ-স্মৃতি বা ইন্দ্রিয়প্রীতি লাভ করিতে পারিলাম?" —ইহাই আমার খতিয়ানের প্রথম পর্ব্ব।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—"বিদ্যাবুদ্ধির অপটুতার কারণেই হউক্‌ বা অন্য অসামর্থ্য জন্যই হউক্‌ যদি আমার গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে দেশ-দেশান্তর গমনের সুযোগ না হয় বা ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের স্বতন্ত্রতা কোন প্রকারে কম হয়, তবে আমার ঠকা-জিতার হিসাব নিকাশ তখন হইতে থাকে। আমি তখন ভাবি—আমি কম চতুর হইয়া কি অক্লেশ সেলামিই না পাইলাম। একটুকু চতুর হইতে পারিলে সেবা-ছলনার বহুরূপী সাজিয়া কত দেশ-দেশান্তর দেখিতে পারিতাম, কতভাবে আখেরের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতাম! সুতরাং এখন হইতে কোন আদর্শ চতুরের অনুকরণে চতুরতা আয়ত্ত করিতে হইবে। কারণ 'চতুর' হওয়াটাই-যে বৈষ্ণবধর্ম্ম—"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।" যদি চতুর হইতে না পারিলাম—আখেরের বন্দোবস্তের সহিত নিজের বুঝটী ষোল-আনা বুঝিয়া লইতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার হরিভজন হইল কৈ? 'কাকের মত অতি চতুর হয়েছি, এইটীই বা কম'।"

তৃতীয় পর্ব্ব "আমি গুরুর সঙ্গী, গুরুর সেবক কতক্ষণ?—যতক্ষণ ঠকাজিতার নিক্তি ঠিক আছে। আখেরের বন্দোবস্ত নেপথ্যের নিভৃত ও নিঃশব্দ অবগুণ্ঠনে ষোলকলায় পূর্ণ রাখিয়া—আমার 'ফাজিল' "উদ্বৃত্ত" সময়টুকুর উপর শুভঙ্করী কষিয়া যখন দেখিতে পাই—বিনা ব্যয়ে, বিনা খাইখরচে, অনেক সময় বিনা গাড়ীভাড়ায়, বিনা বাড়ী ভাড়ায় নানাদিক আমার ইন্দ্রিয়ের জমার দিকে আনা যায়, তখন এরূপ সুযোগে সেবকের প্রতিষ্ঠাটুকু ছাড়ে কে?"

চতুর্থ পর্ব্ব—"অনেক সময় ভাবি, আমি স্ত্রীপুত্র হইতে পৃথক্‌ হইয়া হরিসেবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়া কি ঠকাঠাই না ঠকিয়াছি! কখনও ভাবি, 'সর্ব্বস্বং বিক্রবে দক্ষা মূঢ় বর্তিন্যসে কথম্‌'—এই শুক্রনীতির বিজ্ঞাপকারী মায়াবী বৈষ্ণবগণের কথায় পড়িয়া যাবতীয় আখেরের বন্দোবস্তের প্রতি উদাসীন হওয়ায় আমি ভীষণ ঠকিয়াছি; কখনও বা মনে করি, আমি হঠাৎ ঝোঁকে পড়িয়া বানপ্রস্থের বেষ কাষায়বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া যার-পর-নাই ঠকিয়াছি; সাদা পোষাকে থাকিলে 'পুনর্মূষিকো ভব'-মন্ত্রে দাক্ষিত হইতে তত বেগ পাইতে হইত না! কখনও ভাবি,—আমি ব্রহ্মচারীর কাষায় বেষ পড়িয়া ঠকিয়াছি; সাদা বেষ থাকিলে সমাবর্ত্তন করিবার কালে বেশী হৈ চৈ হইত না। আবার কখনও মনে করি,—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারীর সকল সুবিধা, সুযোগ ও সম্মান, এমন কি, তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যদি তাঁহাদের মত বেষ ও কৃচ্ছ্রতা স্বীকার না করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে আমার মত চতুর, জয়ী কে?"

পঞ্চম পর্ব্ব—"আমি দেখি, আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্‌ থাকিয়া, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের পোষাকে পরিহিত হইয়াও যতটা অধিক আদর-আপ্যায়ন না পাই তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক আদরযত্ন স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত ব্যক্তি পাইয়া থাকেন! আমি লক্ষ্য করি, এত নির্ম্মম ত্যাগকরা সত্ত্বেও মাত্র আমার নিজের ভাগ্যে ও আমার কৃত বাহাদুরীর উপযুক্ত প্রশংসা ও তজ্জন্য যথোচিত আদর সম্মান লাভ ঘটে না, আর স্ত্রী-পুত্রাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-পারম্পর্য্যে কিরূপ সমাদৃত ও সযত্নে পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! আমি সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়াও প্রতিষ্ঠা পাই না; আর কোন কোন ব্যক্তি সমস্ত সংরক্ষণ করিয়াও আমা অপেক্ষা কোটীগুণ অধিক আদর যত্ন পাইয়া থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিতে করিতে আমার কানে জল প্রবেশ করে—কুলক্রমাগত অনুর্ব্বর মস্তিষ্কটীও তখন উর্ব্বরতাশক্তি লাভ করে। তখন আমি চিন্তা করি—আমি কি করিয়াছি? আমি ত' ভাল কাজ করি নাই। আমিও ত' এরূপ সব দিক্‌ বজায় রাখিয়া আখেরের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সাধুদিগের আদরযত্ন পাইতে পারিতাম! আমি কৃষ্ণকে আমার কতটা পরিচর্য্যায় লাগাইতে পারিলাম! কৃষ্ণের জন, কৃষ্ণের ভাণ্ডার হইতে আমার সেবায়—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে—আমার প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধনে যতটা অধিক জমা হইল, সেই পরিমাণে আমি জিতিলাম, আর যে পরিমাণ তাহা কম হইল সেই পরিমাণে আমি হারিলাম—ইহাই আমার হারজিতের মাপকাঠি।"

ষষ্ঠ পর্ব্ব—"এরূপ ঠকা-জিতার হিসাব নিকাশ করিয়া যখন দেখি যে, আমি হরিভজন করিতে আসিয়া কোন কোন ব্যাপারে ঠকিয়াছি, তখন গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে সুদে আসলে সেই ঠকার ক্ষতি-পূরণ আদায় করিতে বদ্ধ পরিকর হই। আমি গৃহসুখ ছাড়িয়া যে পরিমাণ ঠকিয়াছি—ভার্য্যা ও পুত্রাদির সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত পরিচর্য্যা হইতে বিরত হইয়া যে পরিমাণে ঠকিয়াছি—অর্থার্জ্জনের প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব বর্জ্জন করিয়া যে পরিমাণে ঠকিয়াছি, ঐ সকল মূলধন উচ্চতম হারের চক্রবৃদ্ধি সুদসমেত তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আদায় করিয়া জয়ী হইতে চাই। তখন গুরু-সেবকগণকে আমার পরিত্যক্ত ভোগ্য পদার্থের স্থানে আনয়ন করিয়া আমি আমার ক্ষতিপূরণ করিতে চাহি; তখন বহু পরিশ্রম করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যোষিৎসেবা করিবার ফলে যোষিতের নিকট হইতে যে দুঃখমিশ্রিত পরিচর্য্যাটুকু

(অতঃপর তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থস্তম্ভে দ্রষ্টব্য)

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্মবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।।৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ।।৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বড়াক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়বিরক্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।।৹ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন মনীষীদের অনুশীলিত, তথ্য, বৈজ্ঞানিক, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমন্বিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বারুইপুর রাজবাটীর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রোফেসর (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দশাক্ষরের গীত, শ্রীনামচট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যে ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একখানি গ্রন্থ-পুর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, তথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

বঙ্গে নারী হরণ

হিন্দু মিশনের আবেদন

নারীহরণ, নারীনিগ্রহ, নারীনির্য্যাতন, নারীত্বের, মাতৃত্বের ও সতীত্বের উপর পাশবিক আঘাত বাংলার হিন্দু সমাজে আজ দৈনন্দিন ঘটনা। হিন্দুনারী আজ দস্যুর লুণ্ঠনের সামগ্রী। দিনের পর দিন সংবাদ পত্রের স্তম্ভে এইরূপ লুণ্ঠনের যে সকল মর্ম্মান্তিক বীভৎস চিত্র সম্মুখে উপস্থিত হয়—তাহা স্মরণ করিলে মাত্র সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই মহাপাপের আগুনে কত সংসার, কত নারী পুড়িয়া ছাই হইতেছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

বাংলার নারী জীবনকে এই নিদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতেই হইবে। এই পাপের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান করিতে হইবে। হিন্দুকে যদি বাঁচিতে হয়—তাহাকে এ সংগ্রামে নামিতে হইবে—আজই নামিতে হইবে; নতুবা তাহার হিন্দুত্ব, তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার যাহা কিছু গর্ব্বের ও গৌরবের তাহা সমস্তই অত্যাচারীর দস্যুর আঘাতে ধূলায় বিলীন হইয়া যাইবে।

পাপের সহিত এই যে যুদ্ধ, ইহাকে ব্যাপক ও গভীর, এবং প্রবল ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিবার জন্য হিন্দু মিশন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই কার্য্যে হিন্দু মাত্রেরই সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি পাইব।

আমাদের কার্য্য পদ্ধতি নিম্নলিখিতরূপে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

(১) বিভিন্ন জেলায় অপহৃতা এবং অত্যাচারিতা হিন্দু নারীদিগের প্রতি অত্যাচারের সঠিক বিবরণ সংগ্রহ—এবং প্রবল জনমত সৃষ্টি।

(২) গুণ্ডার কবল হইতে উদ্ধার।

(৩) গুণ্ডার শাস্তি এবং লাঞ্ছিতার সহায়তা।

(৪) লাঞ্ছিতা নারীদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের যথা যোগ্য ব্যবস্থা।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় হিন্দু-মিশনের কেন্দ্রে এই কার্য্য সুপরিচালনার জন্য আমরা অন্ততঃ ৫০ জন ত্যাগী সাহসী ও বুদ্ধিমান কর্ম্মী চাই। যাঁহারা কর্ম্মী হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করুন।

এই কার্য্যে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। আমরা আশাকরি প্রত্যেক হিন্দু নরনারীই এই কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ী অর্থ সাহায্য করিবেন। সমুদয় সংগৃহীত অর্থ হিন্দু-মিশনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এবং হিন্দু-মিশনের মহিলা বিভাগের কার্য্যকর্ত্রীগণের উপদেশ মত ব্যয়িত হইবে।

হিন্দু মিশন মাসিক পত্রিকায় প্রতি-মাসে এই সম্পর্কিত আয়ব্যয়ের ও কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হইবে। অর্থাদি হিন্দু-মিশনের সভাপতি, সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

স্বামী সত্যানন্দ
সভাপতি, হিন্দু-মিশন
ত্রিকোণেশ্বর শিবালয়
৩২ বি, হরিশ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,

স্ত্রী-হত্যায় দ্বীপান্তর

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর দায়রা আদালতের বিচারপতি মিঃ কর্ণেলিয়স একজন মুসলমান যুবককে হত্যাপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সে তাহার পত্নীকে অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য তাহার (পত্নীর) সম্মতি লইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মহম্মদ লতিফ সে স্থানীয় একটী প্রেসে "ফোরম্যান" এর কাজ করিত। নিম্ন আদালতে সে এইরূপ জবানবন্দী দেয়:—

"আমার পত্নী তাহার দেহ কলুষিত করিয়াছিল"—এই কথা বলিতে বলিতে তাহার দুই গণ্ডদেশ বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে থাকে—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। অনবরত দীর্ঘশ্বাসের সহিত লতিফের বর্ণনা চলে। লতিফ বলে—"আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রী গোপনে তাহার বন্ধুগণকে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিত। আমি তাহাকে অনেক উপদেশ দেই, অনেক অনুনয় করি অগত্যা পরে তাহাকে ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হই। কিন্তু এত করা সত্ত্বেও ভ্রষ্ট পথ হইতে আমি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। ক্ষোভে নৈরাশ্যে আমি তখন উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়ি এবং একদিন রাত্রে তাহাকে ডাকিয়া বলি,—তোমাকে আমি দুইটা আত্মরুচির কথা বলিতেছি যেটী তোমার ইচ্ছা—আমাদের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ অথবা মৃত্যু।

রেওয়া রাজ্যে মহারাজের স্বহস্তে হলচালনা

"রেওয়া রাজ্যের কৃষিজীবিগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। কিন্তু ইদানীং সব জাতির মধ্যে কৃষিকার্য্য একটা অসম্মানজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে দেশে কৃষির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই কু-সংস্কার দূরীকরণের জন্য রেওয়ার গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এজন্য মহারাজ গত ৭ই জুলাই তারিখে রাজ্যের প্রায় ২০ হাজার লোকের সমক্ষে স্বহস্তে হলচালনা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রিগণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক লোক হল-চালনা করেন। মহারাজ নিজে বক্তৃতা করিয়া বলেন,—কৃষি কার্য্যের মধ্যে অসম্মানজনক কিছুই নাই। রাজ্যের স্বার্থের জন্য আমি নিজে হলচালনা করিতেছি। মহারাজের এই কার্য্যের ফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং এখন তাঁহারা স্বহস্তে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌয়ে বাঙ্গালী মহিলা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান আমিনবাদ পার্কে দুইজন বাঙ্গালী মহিলা পিকেটার—শ্রীমতী সরোজিনী দেবী চারুবালা দেবী পাইকারী বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী হরি সিং বালচাঁদের দোকানে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু মহিলা পুলিশ আনীত না হইলে তাঁহারা পুলিশের হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে অসম্মত হন। ইহা লইয়া খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুলিশ একজন স্ত্রীলোককে আনিতে সমর্থ হয়। তখন উক্ত মহিলা পিকেটারদ্বয় তাহার নিকট ধরা দেন।

গত কয়েক দিনের মধ্যে পিকেটিংয়ের জন্য সহরে ১৪ জন বাঙ্গালী মহিলা ধৃত হইয়াছেন।

হাইকোর্টের বিচারপতির গৃহে চুরি

কলিকাতার ৪৯, থিয়েটার রোডে হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ র‍্যাম ফর ভবনে প্রবেশ করিয়া কয়েকখানি অলঙ্কার ও রৌপ্যের দ্রব্য অপহরণ করিবার অভিযোগে পুরাতন পাপী মতীদাস কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত সোমবারে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, উক্ত বিচারপতির জনৈক ভৃত্য অপহৃত দ্রব্যসহ আসামীকে ধৃত করিয়াছিল।

---

১৪ জন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, তিরুবন গলাস তালুক কংগ্রেসের কয়েকজন কংগ্রেসকর্ম্মী একটা সম্মিলনের অধিবেশন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পুলিশ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। মাদ্রাজের এক সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেসওয়ালাদিগের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য পুলিস বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহারা সমস্ত রাত্রিই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

রুইকর দণ্ডিত

নাগপুর হইতে প্রকাশ, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জি, এল, মুখোপাধ্যায় নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত আর, এস, রুইকরকে রাজদ্রোহের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী "শ্রমিক দিবস" উপলক্ষে প্রদত্ত এক বক্তৃতা সম্পর্কে শ্রীযুত রুইকর অভিযুক্ত হন।

আমেরিকার সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ

প্যারিস হইতে প্রকাশ, ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় আমেরিকা ৩টি খেলায় জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিয়াছে। জার্ম্মাণী দুইটি বারের খেলায় এবং আমেরিকা তিনটি বারের খেলায় জিতিয়াছে।

প্রায় দুই লক্ষ টাকা ঘাটতি

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুই লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ায় ঐ পরিমাণ টাকা ঋণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ব্যয়-সঙ্কোচের কথাও চিন্তা করা হইতেছে। তবে মনে হয়, ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণ গ্রহণ করাই আবশ্যক হইবে।

পদত্যাগের হুকুম

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ যে, বারোমারী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত লোকনাথ সাহার প্রতি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া মেদনীর সদরাল হোসেন আহাম্মদ চৌধুরীর হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিবার হুকুম হইয়াছে। লোকনাথ বাবুর পুত্র উপেন্দ্র চন্দ্র সাহা ডাকাতি মামলার সংস্রবে সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই কারণেই লোকনাথ সাহার উপর উক্ত আদেশ জারী হইয়াছে।

টেলি — "শ্রীধাম" "নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৩৯, ২৯শে জুলাই ১৯৩২

লর্ড লয়েডের উপর বোমা

নামজাদা ডাকাত ধৃত

বনগ্রামে হত্যাকাণ্ড

নেহরুজীর সাক্ষাতে ডাঃ আন্সারী

কিশোরগঞ্জে দাঙ্গা ডাকাতি

স্বামী কর্ত্তৃক পত্নী-হত্যা

যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ড

ডাকঘর পুড়াইবার চেষ্টা

জনৈক ডাকাতের মৃত্যুদণ্ড

ডাকাত দলের সাজা

আগ্রায় সশস্ত্র ডাকাতি

নানা কথা

লর্ড লয়েডের উপর বোমা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই জুলাইয়ের কথা সেণ্ট বীস স্কুলে লর্ড লয়েড ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার প্ল্যাটফর্মের নীচে একটা বোমা দেখা গিয়াছিল। এই সম্পর্কে ম্যাক্লেস ফিল্ডের ভূতপূর্ব্ব মেয়রের দুইটি পুত্র অভিযুক্ত হয়। আসামীদ্বয়ের নাম মরিস ডেভেন পোর্ট এবং বেসিল ডেভেন পোর্ট। সরকার পক্ষের কৌঁসুলী বলিয়াছেন, "আসামীর কৌঁসুলী হয় তো বলিবেন, আমোদ করিবার নিমিত্তই বোমাটি রাখা হইয়াছিল। আমোদের জন্য হইতে পারে, কিন্তু বোমাটিতে চাপ পড়িলে গুরুতর কিছু না হউক, অগ্নিস্ফুলিঙ্গও বাহির হইতে পারিত। শুধু আগুনেও তো বিপদ ঘটিতে পারে।

অতঃপর মামলা মুলতুবী আছে।

বনগ্রামে হত্যাকাণ্ড

গত ৭ই শ্রাবণ, শনিবার দ্বিপ্রহরে যশোহর জেলার অধীন বনগ্রামে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।

বনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মাখনলাল সিং নামক একজন ধনী ব্যবসায়ীর ত্রয়োদশ বর্ষীয় একমাত্র পুত্রকে বনগ্রাম থানার ঘাটে কে বা কাহারা ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহার হস্তস্থিত একটি তাবিজ ও একটি আংটী কাড়িয়া লয়। তাহার পর তাহাকে মারিয়া জলে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। নদীর পরপারে কতকগুলি স্ত্রীলোক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া চীৎকার করায় থানার দারোগা বাবু ব্যাপার কি জানিবার জন্য ইছামতী নদীর ধারে গমন করেন, হত্যাকারী ইতোমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করে। তখন দারোগা বাবু ছেলেটিকে নিকটস্থ ডাক্তারখানায় লইয়া যান। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও ছেলেটির আর সংজ্ঞা লাভ হয় নাই।

কিশোরগঞ্জে দাঙ্গা ও ডাকাতি

আকিমুদ্দিন ও অপর ২ জন ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে কিশোরগঞ্জে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কে ডাকাতি করিবার জন্য ময়মনসিংহের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ পার্কার কর্ত্তৃক প্রত্যেকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহারা সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মিঃ জাষ্টিস এস, সি, মল্লিক ও মিঃ জাষ্টিস প্যাটার্সনের এজলাসে আপীল করিয়াছিল।

প্রকাশ, আপীল করা সত্ত্বেও দণ্ডাদেশ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মিঃ রফিউল হাসান আসামীগণের পক্ষে এবং শ্রীযুত এন, চক্রবর্ত্তী সরকারের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন।

যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ড

পুনা হইতে প্রকাশ, পুনা সহরের রামচন্দ্র উরালাল নামে জনৈক ধনী ব্যবসায়ী তাহার বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী কাপসীকে হত্যা করার সম্পর্কে অভিযুক্ত হয়। জুরীদের অধিকাংশের অভিমতে ২৫শে জুলাই সে দোষী বলিয়া বিবেচিত হয়। জুরীরা তাহাকে যুবক বলিয়া দয়া প্রকাশ করিতে বলেন। দায়রা জজ তাহাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে দৈবমহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন-ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

( ) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসুদেবচারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরূপ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীসুন্দরানন্দ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদণ্ডিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাগরতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীন্যাসংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামনাথ দেবঘারিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, কাঁথি

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪১ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১২ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৯শে জুলাই ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ১২৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতায় শ্রীল প্রভুপাদ

বর্ত্তমান যুগাচার্য্যপ্রবর গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মন্দ্রদেশবাসী ও উৎকল-দেশবাসিগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তনমুখে তত্রত্য দেশবাসিগণকে কৃষ্ণ-ভক্তিপ্রদ নিত্য সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক গত ২৭শে জুলাই বুধবার প্রাতে সপার্ষদে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণকমল দর্শনার্থ প্রত্যহই শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিক-কালব্যাপী আগত-প্রায় মহামহোৎসবের সময় শ্রীল প্রভুপাদ তথায় অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনদ্বারা ভাগ্যবন্তগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবেন।

আগামী ৩০শে জুলাই শনিবার শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তানন্দবর্দ্ধনার্থ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করিবেন আশা করা যায়।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসমিতি

বিগত ৫ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবকসমিতির অধি-বেশনে গুরুবৈষ্ণববন্দনার পর শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হয়। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" ব্যাখ্যা-মুখে পাঠক বলেন,—চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক দেবীধামকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। কর্ম্মের উচ্চাবচ-হিসাবে জীব স্থাবর-জঙ্গম-ভেদে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যখন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি, অজ্ঞাত সুকৃতি অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ লাভ করে এবং সেই সুকৃতির বলে তাহার সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-পিপাসার উদয় হয়, তখনই তাহার সৌভাগ্য উদিত হয়। এই ভাগ্যবান্ জীবই গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে শ্রীগুরু ও তদনুগ্রহ লাভ হয়। শ্রীগুরুপ্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ ও তদনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে,যখন জীবের সত্যানুসন্ধান প্রবল হয়, ভগবানের নিষ্কপট-সেবা-লাভা-কাঙ্ক্ষী হৃদয়কে নাচাইয়া তোলে, তখনই অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের অন্তরের ভাব গ্রহণ করিয়া পরম শ্রেয়ঃ স্বভক্তি শিক্ষাদানার্থ স্বভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে জীব উদ্ধারকল্পে প্রেরণ করেন। সেই ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের প্রসাদেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করিবার উপায় হইয়া থাকে। সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় করিতে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের কৃপাই একান্ত প্রয়োজন। নতুবা আমার ন্যায় বদ্ধ জীবের নির্ব্বাচিত গুরু,—গুরু না হইয়া লঘু হইতে পারে, হইতেছেও তাহাই।

বর্ত্তমান জগতে কতকগুলি বঞ্চক ব্যক্তি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইয়া গুরুর কাণ কাটিয়াছেন। বাহিরে ত্যাগের পোষাক পরিয়া গুরু সাজিলেও তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রচ্ছন্নভোগী বা ফল্গু ত্যাগী, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী, নির্ব্বিশেষবাদী, নির্ব্বাণপন্থী প্রভৃতি মায়াবাদী কৃষ্ণাপরাধী। উঁহারা কৃষ্ণপ্রসাদলব্ধ কোন আচার্য্য নহেন। পক্ষান্তরে কতকগুলি স্মার্ত্তবাদী গৃহমেধী ব্যক্তি স্ত্রীর অঞ্চলধৃক্ হইয়াও হাজার হাজার শিষ্য সংগ্রহ করিতেছেন। ইঁহারা মুখে প্রকাশ করেন, "আমরা স্ত্রীপুত্র লইয়া থাকিলেও মুক্ত। আমরা শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট-কালীন লীলা-স্মরণ-মননে নিযুক্ত আছি। শিষ্য সংগ্রহ করা আমাদিগের পৈতৃক ব্যবসায়। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় আমরা স্ত্রীপুত্র লইয়া থাকিলেও মুক্ত বা পতিতপাবন গুরু-বংশ গুরুদেব। আমরাই মন্ত্রদাতা, অধিকারী বা আচার্য্যবংশ গুরু।"

এবম্বিধ ধারণাযুক্ত অপরাধ অমার্জ্জনীয়, কারণ তাঁহাদের প্রত্যেকটী কথা কপটতাপূর্ণ। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ ঈশ্বর বস্তু, ঈশ্বরের সঙ্গে অনীশ্বর মায়াবশযোগ্য জীবের তুলনা ভীষণ অপরাধজনক। তারপর জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিলেও দেখা যায়, যাহার যে জিনিষের প্রয়োজন নাই, তিনি সেই জিনিষের সেবা কেন করিবেন? নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশাধিকারে অযোগ্য ব্যক্তির বৈধপত্নীসহ স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা ভজনপন্থা। অগ্রসর হইয়া নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্যই দ্বার-পরিগ্রহের ব্যবস্থা। ইহা অধিকারভেদে নিজের ভজন উন্নততর হইতে পারে, নতুবা এঁচেড়ে পাকিতে যাইয়া নৈতিক জীবনটীও কলুষিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে মনুষ্যজীবন একেবারে বৃথা যায়। ইহা না বুঝিয়া এঁচড়ে পাকার দল নিত্যবদ্ধ থাকিয়াও নিত্যমুক্তাভিনয়ে যা'কে তা'কে শিষ্য করিতে যাইয়া সমগ্রজগতে নাস্তিকতার মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন। সুতরাং এহেন লঘু সম্প্রদায় কৃষ্ণপ্রসাদজ গুরুপদ-বাচ্য নহেন এবং ইহাদের প্রসাদে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পরিবর্ত্তে ততোধিক মায়াদ্রুচর হইবার প্রকৃষ্ট উপায় বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

এই দিবসের অধিবেশনে রংপুর জেলা-নিবাসী কয়েকজন সত্য-পিপাসু সজ্জন বহু দূর হইতে আসিয়া অভূতপূর্ব্ব সিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করেন। তাঁহারা পরদিবস বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বহু প্রকার পরিপ্রশ্ন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সেই সকল কথার অকাট্য মীমাংসা শ্রবণ পূর্ব্বক পাষণ্ডিদিগের অজ্ঞান দৌরাত্ম্য হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় করিয়া যান। পাষণ্ডদলন-বানা নিত্যানন্দ প্রভুর পাষণ্ডদলন লীলা শ্রবণ করিলে স্বয়ং সুদর্শনই সত্যপিপাসু সজ্জনদিগকে রক্ষা করেন। অবশ্য শ্রবণের উদ্দেশ্য অন্যান্তর থাকিলে তৎফলে বিপরীত ফলই ঘটে।

"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার" ও "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর"—পদ দুইটী কীর্ত্তনের পর মহাপ্রসাদপ্রদানান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিযোগে উক্ত দিবসের সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ই শ্রীধর ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৬

আমার খতিয়ান

সপ্তম পর্ব্ব—'ঠকা-জিতা'র সমস্যা আমাকে যেন কংসের কৃষ্ণচিন্তার মত পাইয়া বসিয়াছে। এখন আর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার চিন্তা নাই—হরিকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ নাই, সেগুলি সকলই পচা সংবাদ (stale news) এর মত একঘেয়ে অথবা মুখস্থ পদ মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। হরি গুরু-বৈষ্ণবের সেবার যে মুখোসটী আছে, হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের বাহ্য অভিনয়টুকু আছে, তাহাও 'আমার দাঁড়ে ছোলা'র জন্য—আমি যেখানে যেখানে ঠকিয়াছি, সে-সকল স্থানের ক্ষতি পূরণ করিবার ইন্দ্রিয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য। আমার এখন হরিকথা-শ্রবণাভিনয়—গুরু-দেবকে, বৈষ্ণবগণকে ফাঁকি দিয়া অন্তরালে অন্য কার্য্য সাধনের জন্য; আমার কীর্ত্তন—শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের প্রবণানুশাসিত কীর্ত্তন বা আত্মোপকার ও পরোপকার চেষ্টা নহে; তাহা আমার 'কনক', 'কামিনী' 'প্রতিষ্ঠা' সংগ্রহের পুষ্পবাণ; আমার সেই কীর্ত্তনাভিনয় কেবল আমার কণ্ঠস্বরের, আমার গ্রামোফোনের, আমার চৌদ্দপোয়ার রূপ-যৌবনের 'বাহবা' কুড়াইবার যন্ত্রবিশেষ। তোতা পাখীর মত কেবল কণ্ঠযন্ত্রমধ্য ধারকরা কথা আবৃত্তি করিয়া আমি বলি—"দেহ কিছু না, মন কিছু না"; কিন্তু বহুরূপিণী মায়ার ভ্রূ-ভঙ্গীবাণে যখনই বিদ্ধ হই, তখনই কার্য্যতঃ সেই বোলটীও থাকে না—তখন দেহই সারাৎসার, মনই পরাৎপর তত্ত্ব হইয়া পড়ে—তখন বাউলগণের দেহতত্ত্ব-রস আস্বাদনের জন্য পাগল হইয়া পড়ি! চাঁদবাউলের গীত আর তখন মনে থাকে না; মন-বাউল যাহা চায়, তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়ি। এই ত' আমার ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশের দৌড়!"

অষ্টম পর্ব্ব—"আবার যখন দেখি, গুরু-বৈষ্ণবগণের সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমার 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশটী পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, তখন আমি বৈষ্ণবদুর্গের বাহিরে সরিয়া গিয়া অবৈষ্ণবদুর্গের মধ্যে আপেরের বন্দোবস্তের হাটপত্তন করি। বৈষ্ণব-দুর্গের মধ্য হইতে যে-সকল অস্ত্র গোপনে সরাইতে পারিয়াছিলাম, এখন সেইগুলিই আমার আখেরের দিনের অবলম্বন হয়। আচার্য্যের সহিত কপটতা করায় অস্ত্রগুলির প্রয়োগ-সম্বন্ধে আচার্য্য আমাকে যে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে আমার যথার্থ অস্ত্রকৌশল শিক্ষা হয় নাই; সুতরাং এখন ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিতে গিয়া আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুল আমার উপরই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে হনন করে। আমি আচার্য্যের সাক্ষাৎ অকপট কৃপা-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় দূরে সরিয়া একলব্যের অনুকরণে যে 'গুরুনিষ্ঠা', 'গুরু-ভক্তি' প্রভৃতির নামে গুরু-দ্রোহিতাকরণ বা আমার প্রতি গুরুর ব্যবহারের প্রতি-শোধ লইবার আকাঙ্ক্ষিতে গুরুবিমুখ সমাজের চোখ ঝলসাইয়া দেই, তাহাতে আমি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা নিহত হই। আমি 'ঠকা-জিতা'র 'বুঝ' করিতে গিয়া অপ্রাকৃত বদান্যকল্পতরু শ্রীজগদ্গুরুর কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মাশ্রয়কে—গুরুগৃহে বাস করিতে না পারিয়া সেই একলব্যেরই আদর্শে গুরুদেবের সহিত পাল্লা দিবার জন্য আমার নিজপ্রতিষ্ঠাপক গৃহে কখনও 'আশ্রম', কখনও 'সমিতি' কখনও 'মন্দির' কখনও 'মঠ' কত কি খ্যাপনা নাম; কখনও প্রচারক সাজি, প্রচারকের বেশে পতাবক হইয়া অর্থসংগ্রহ করি; কখনও সেবাদাসীর সেবাযুক্ত শালগ্রামসেবার নামে গ্রাম্য-সেবা করি, কখনও বা অবৈধ অনুকরণ করিয়া জয়পুর হইতে বিগ্রহ আমদানী করি, কল্পনা করিয়া বিগ্রহের নাম রাখি, মহোৎসব করি, প্রকৃতিসম্ভাষণের সুবর্ণ-সুযোগ আবিষ্কারের জন্য পত্র ছাপাইয়া স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। সকল কার্য্যই আমার অনুকরণ—গুরু-বৈষ্ণবের সহিত প্রতিযোগিতা। আচার্য্যের কথিত অনুকরণ ও অনুসরণের উপদেশগুলি আমার 'ঠকা-জিতা'র উত্তুঙ্গবন্যা প্রবল স্রোতে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, ঠিক নাই। এখন গুরুদেবের সহিত—বৈষ্ণবগণের সহিত আমার ইন্দ্রিয়-রুচিকর সকল-ব্যাপারে পাল্লা দেওয়াই আমার গুরুগৃহ বাসকালীন বিত্তীয় ক্ষতিপূরণের একমাত্র অস্ত্র হইয়াছে অবৈধ আনুকরণিক বা পাল্লাদার হইতে গিয়া বিপ্রবাপুত্রের উপবীত, দণ্ড, বুলি, ঝুলি—যাহা কিছু অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে "রাবণের চিতা" হইয়া পড়িতেছি। 'ঠকা-জিতা'র মেরুদণ্ড-স্বরূপ প্রতিষ্ঠা শৌকরীবিষ্ঠা আমাকে কনক-কামিনীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া অবশেষে 'রাবণের চিতা'য় পরিণত করিতেছে।

দিগ্বিজয়ীর শ্লোক-বিচার

বিচারার্থ সমাগত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতাভিমানী কেশব কাশ্মীরী প্রথমতঃ মহাপ্রভুকে একজন সামান্য মনুষ্য মনে করিয়া একটু অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—

"ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি পণ্ডিত
তোমার নাম।
বাল্য শাস্ত্রে লোকে তোমার কহে
গুণগ্রাম॥"

'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর কাশ্মীরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয় নম্রবচনে বলিলেন—

ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি॥
কাঁহা তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি সবে শিশু—পড়ুয়া নবীন॥

এই প্রকারে দৈন্যোক্তি করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কাশ্মীরীর নিকট গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক একটী শ্লোক শ্রবণের অভিপ্রায় জানাইলে কাশ্মীরী ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় এক ঘণ্টার মধ্যে একশত শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। মহাপ্রভু উহার মধ্যে হইতে—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥"

—এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া কেশব কাশ্মীরীকে ইহার দোষ-গুণ বিচার করিতে বলিলেন। কাশ্মীরী মহাপ্রভুর স্মৃতিশক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেও তাঁহার শ্লোকের দোষ-বিচারের কথা শ্রবণে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"বৈয়াকরণ তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥"

তাহাতে—

"প্রভু কহেন অতএব পুছিয়া তোমারে
বিচারিত গুণ দোষ বুঝাও আমারে॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষগুণ॥"

তচ্ছ্রবণে—

"কবি কহে কহ দেখি কোন্ গুণ দোষ।"

শ্লোকের দোষ-বিচার

তখন মহাপ্রভু উপরি উক্ত শ্লোকের পাঁচটী দোষ এবং পাঁচটী অলঙ্কার দেখাইলেন। দোষ পাঁচটীর মধ্যে দুইটী অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, আর তিনস্থানে তিনটী বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ।

প্রথম অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ এই যে এই শ্লোকে গঙ্গার মহত্ত্বই মূল বিধেয়, এবং 'ইদম্' শব্দ অনুবাদ; এই স্থলে 'গঙ্গার মহত্ত্ব' আগে লিখিয়া 'ইদম্' শব্দ পশ্চাৎ লেখা অবৈধ হইয়াছে। অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় আগে না লিখিলে, অর্থের হানি হয়। দ্বিতীয় অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ এই যে, 'দ্বিতীয়' শ্রীলক্ষ্মীরিব'—এই প্রয়োগে 'দ্বিতীয়ত্ব'-বিধেয় অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়, তাহা অগ্রে লিখিয়া সমাস করায় অর্থ গৌণ হইয়া নষ্ট হইল, অর্থাৎ লক্ষ্মীর সমতা প্রকাশই অর্থের তাৎপর্য্য ছিল; তাহা সমাস দোষে বিনষ্ট হইয়া গেল। তৃতীয় দোষটী বিরুদ্ধমতিকৃত; তাহা 'ভবানীভর্ত্তুঃ'—এই শব্দে দৃষ্ট হইতেছে। 'ভবানী'-শব্দে মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়, 'ভবানীভর্ত্তা' শব্দে ভবানীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা—এইরূপ দ্বিতীয় মতি উদিত হয়। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারের কাব্য বিরুদ্ধমতিকৃত দোষে দূষিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ দোষ এই যে—যেস্থলে 'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য শেষ হইল সেস্থলে 'অদ্ভুতগুণা' বিশেষণ দেওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইল। পঞ্চম দোষ 'ভগ্নক্রম' ১ম, ৩য় ও ৪র্থ—এই ২য় এই তিন পাদে 'ন' কার, 'র'-কার ও 'ভ' কারের অনুপ্রাস আছে পাদে অনুপ্রাস নাই; ইহাই ভগ্নক্রম-দোষ। পঞ্চালঙ্কার গুণ সত্ত্বেও এই পাঁচ দোষে শ্লোকটীর সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইল। দশালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে যদি একটী দোষও থাকে, তাহা হইলে শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত ভূষণ-ভূষিত সুন্দর-শরীরের ন্যায় তাহা বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত হয়।

গুণ-বিচার

এখন মহাপ্রভু গুণের কথা বলিতেছেন। দিগ্বিজয়ীর এই শ্লোকে দুইটী শব্দালঙ্কার ও তিনটী অর্থালঙ্কার আছে। (১ম) তিন পাদে যে অনুপ্রাস আছে, তাহা 'শব্দালঙ্কার'। (২য়) "শ্রীলক্ষ্মী" এই প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ হয় না। পুনরুক্তিবদ্-আভাসরূপ শব্দালঙ্কার হয়। 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মী'কে এক বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিলে কোন প্রকার দোষ নাই; 'শ্রীযুতলক্ষ্মী' এরূপ অর্থ করিলে অর্থের বিভেদ হয় বটে, তাহাতে পুনরুক্ত্যাভাস হয় না; উহা শব্দালঙ্কার বিশেষ। (৩য়) 'লক্ষ্মীরিব' এই প্রয়োগে উপমালঙ্কাররূপ অর্থালঙ্কার। (৪থ) আর একটী বিরোধাভাসরূপ অর্থালঙ্কার আছে, তাহা বিষ্ণুচরণকমলোৎপন্ন গঙ্গাসম্বন্ধে। জল হইতে কমলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কমল হইতে জলের উৎপত্তি—এইরূপ বিরুদ্ধ কথা হইতে বিরোধালঙ্কার উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায় ইহাতে বিরোধমাত্র নাই, কেবল 'বিরোধাভাস' আছে, তাহাই অলঙ্কার। (৫) গঙ্গার মহত্ত্বরূপ সাধ্যবস্তুকে সাধন করিতেছে যে বাক্যের অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোৎপত্তি-বাক্য, সেই বাক্যই 'অনুমান' অলঙ্কার।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহাঁর একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ।৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এত প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিয়সক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের তাৎপর্য্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষদরূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত লাহোর, বেদান্তদর্শন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) বয়েল বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, বাজানের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বহু-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

মুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শসংখ্যক দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দর্ভ ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সম্বন্ধ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৶০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলাপনচ্ছলে পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৶০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা, অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। সজ্জন ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আগ্রায় সশস্ত্র ডাকাতি

আগ্রা হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই জুলাই তারিখে ... গ্রামের অধিবাসী ... চৌধুরীর বাটী প্রায় ৪০ জন ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ৩০ জন ডাকাত বাটী পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করে এবং অপর ১০ জন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। বাটীর অধিবাসীদের সহিত তাহাদের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অবশেষে ডাকাত দল বিতাড়িত হয়। গৃহস্বামীর লাতা মুন্টার ডাকাতদিগকে লাঠি দ্বারা আক্রমণ করে এবং তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। ডাকাতেরা তাহাকে বন্দুক দ্বারা আক্রমণ করিলেও সে লাঠি দ্বারা তাহাদের আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে থাকে। গৃহস্বামীর অপর একজন আত্মীয় আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করে। এই আত্মীয়ের স্ত্রী ও তাহার কন্যা অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত ডাকাতদের উপর ক্রমাগত লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। অবশেষে উহারা ডাকাতদিগের গুলীতে আহত হয়, কিন্তু ডাকাতেরা কিছুই লুঠ করিতে পারে নাই। প্রকাশ, বন্দুক দ্বারা ২ জন কনষ্টেবল ঐ সময়ে গ্রামে পাহারা দিতেছিল, তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ডাকাতদের প্রতি গুলী চালায়। সম্ভবতঃ একজন ডাকাত গুলীবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং অন্যান্য ডাকাতেরা উহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা যে পথে পলায়ন করে, সেই পথের অনেক দূর পর্য্যন্ত রক্তের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। মুন্টার এবং অপর ব্যক্তিকে টমসন হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মুন্টারের মৃত্যু হয়।

ডাকাতদলের সাজা

সনাতন মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি করিবার অভিযোগে সোমবারে আলিপুরের সরকারী দায়রা জজ শ্রীযুত এস, বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবানন্দের কাপালউদ্দী চৌধুরী ও বংশীকে ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তেজাতুল্লা প্রমুখ অপর ছয় জনকে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৩ই মার্চ্চ রাত্রিতে আসামীরা উক্ত সনাতনের গৃহ আক্রমণ করে। তাহারা প্রথম তাহার চোখ বাঁধিয়া তাহাকে একস্থানে বাঁধিয়া রাখে, পরে বাক্স ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র অপহরণ করে। কপিলউদ্দী পূর্ব্বে সনাতনের চাকর ছিল, সেজন্য তাহার কথায় সনাতন তাহাকে চিনিতে পারে। সনাতনের কথামত পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাহার নির্দ্দেশক্রমে কতকগুলি চোরাই অলঙ্কার পাওয়া যায়। আসামীগণ ২৫ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরও এক মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

জনৈক ডাকাতের মৃত্যুদণ্ড

... ডাকাত হরকুল, ... জেলার অন্তর্গত ... গ্রামের দুই জন ও অপর ১১ জনকে হত্যা করার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সে একদিনেই সকলকে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তিগণ সকলেই গ্রামবাসী। ইহা ছাড়া সে কয়েকটি ডাকাতিও করিয়াছে।

সে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। হাইকোর্টে আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছে।

নেত্রকোণা সাঙ্ঘাতে ডাঃ আন্সারী

... হইতে প্রকাশ, ডাঃ আন্সারী ... পাণ্ডুর ... চিকিৎসা সংক্রান্ত ... ডাঃ আন্সারী উহার ... বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ডাকঘর পুড়াইবার চেষ্টা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে জুলাই রায়পুর ডাকঘরে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রকাশ, দরজায় কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিয়া ডাকঘরের দরজায় জড়াইয়া আগুন ধরানো হয়। ফলে দরজাটী আংশিক ভাবে পুড়িয়া গিয়াছে। পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তদন্ত করিয়া ডাক বাক্সে একটী কাগজ দেখিতে পায়, তাহাতে লেখা ছিল, "গুজরাট মেল অপেক্ষা অধিকতর গাত্রদাহকর পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছিল।"

এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রমেশ মেহতা নামে একজন যুবক গুজরাট মেল শীর্ষক বুলেটিনসহ গ্রেপ্তার হন এবং স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর অফিসে উপস্থিত হইয়া পিস্তল সাহায্যে রিভলভার ও অর্থ দাবী করায় দণ্ডিত হন।

নেত্রকোণায় জুয়াচুরি

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, মতিলাল আগরওয়ালা নাম দিয়া এক ব্যক্তি নিজেকে কলিকাতার এক মাড়োয়ারী কারবারের এজেণ্ট বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, উক্ত কারবারের মালিক সদারাম চন্দ্র। কয়েকদিন পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি এখানে আসিয়া পাটের দালালী করিবার জন্য শ্রীযুত চন্দ্রকুমার সাহার গুদাম ভাড়া করিয়াছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সে ঘাট বাঁধিবার জন্য দিবে বলিয়া চন্দ্রকুমার বাবুর নিকট হইতে ২০০ টাকা লইয়াছিল। সে একদিন মৈমনসিংহে গিয়াও এক মাড়োয়ারী কারবারীর নিকট হইতে হুণ্ডী দিয়া আরও ১১০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহার পরিচয়মত কোন কারবার কলিকাতায় নাই বা ঐ লোক যে এক্ষণে কোথায় আছে তাহা কেহ জানে না।

স্বামী কর্ত্তৃক পত্নী হত্যা

দৌলতপুর হইতে প্রকাশ, দৌলতপুর পুলিস একটী জঙ্গল হইতে বিকৃত অবস্থায় একটি মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করিয়াছে। প্রকাশ, উহা দেয়াড়া গ্রামের যোগেন্দ্রচন্দ্রের পত্নীর মৃতদেহ। ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য পুলিস উহা খুলনায় প্রেরণ করিয়াছে। প্রকাশ, মহিলাটি তাহার স্বামীর দ্বারাই নিহত হইয়াছে ও তাহার স্বামী পলাতক আছে বলিয়া প্রকাশ।

নামজাদা ডাকাত ধৃত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, নামজাদা ডাকাত সুখন কাহার ৩ বৎসর পূর্ব্বে একটি জেল হইতে পলাইয়া যায়, পুলিসের ডেপুটী স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিশেষ সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়া ফতেগড় জিলার কোন গ্রামে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সুখন কাহার পাশে ৪টা গুলীভরা বন্দুক রাখিয়া একটা কুঁড়ের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময় শ্রীযুত হেমন্তশঙ্কর নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া ঐ ঘরের মধ্যে যাইয়া তাহাকে ধরিয়াছেন।

মহিলার প্রতি দণ্ডাদেশ

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, যে আইনী যেখিত পাতকপাড়া কংগ্রেস কমিটীর "ডিক্টেটর" বলিয়া অভিহিত শ্রীযুত কামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধির (২) ধারা অনুযায়ী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শোভাযাত্রা বাহির করিবার অপরাধে শ্রীযুক্তা নীহারকণা ঘোষ চৌধুরী, চারুবালা রায়, মধুবালা দেবী, যতীন্দ্র রায়, সন্তোষ দে, গৌর বিনোদ কুণ্ডু এবং ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মালখানার ইউনিয়ন কোর্টে পিকেটিং করার অপরাধে শ্রীযুক্তা চপলাসুন্দরী দে, যোগমায়া দে, বসন্তকুমারী দাস এবং সুশীলা সুন্দরী দাস প্রভৃতি মহিলাগণের প্রতি আদালত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকিবার হুকুম দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, হাণ্ডিয়ায় যখন অমন সভা ও অন্যান্য রাজভক্তিমূলক ব্যাপারাদি হইতেছিল তখন চারিজন স্বেচ্ছাসেবক সেই সকল কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছিল বলিয়া প্রকাশ। ফলে চারিজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনয়ন করা হইয়াছে।

দাগী চোরের কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ১৭ আনা চুরি করার অভিযোগে এক মুসলমান দাগী চোরের প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা অর্থদণ্ডের, অনাদায়ে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই চোর বিগত ২৮ বৎসরে ১৬ বার দণ্ডভোগ করিয়াছে।

বোম্বায়ে আবার আক্রমণ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত কয় দিন যাবৎ বোম্বায়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না থাকিলেও সহরের নানা স্থানে ৪ জন মুসলমান প্রহৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৩ জন দাড়োয়ান ও একজন বরফবিক্রেতা। বলা বাহুল্য হিন্দু গুণ্ডারা তাহাদিগকে প্রহার করে। পুলিস হানা দিয়া এই সম্পর্কে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শ্রীযুত নীলমণি প্রধানের দণ্ড

কটক হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে জুলাই শ্রীযুত নীলমণি প্রধানের বিচার হইয়া গিয়াছে, ফৌজদারী সংশোধিত বিধির ১৭ (ক) ও (খ) ধারা অনুসারে তাঁহার প্রতি ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকদিগের অব্যাহতি লাভ

গত ২২শে জুলাই পিকেটিংয়ের জন্য যে সকল স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল গত ২৪শে জুলাই তাহাদিগের সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

দৈনিক

"নবদ্বীপ"

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তব্যাচস্পতি [১২৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৩৯, ৩০শে জুলাই ১৯৩২

শ্রীরামপুরে ডাকাতি

পাগলের দ্বারা হত্যা

জার্ম্মাণীতে আবার দাঙ্গা

কূপে পড়িয়া ৩ জনের মৃত্যু

নৌকায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কাণপুরে নেতা গ্রেপ্তার

অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড

শ্রীযুক্তা লীলাবতী কাপুরের দণ্ড

বিশিষ্ট শিখ নেতা গ্রেপ্তার

পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ

ডাঃ আন্সারীর য়ুরোপ যাত্রা

নানা কথা

শ্রীরামপুরে ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর মহকুমার রাজবলহাট গ্রামের শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরী দাসীর বাটিতে সম্প্রতি একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুগণ উক্ত মহিলাকে একটা খুঁটিতে বাঁধিয়া তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। অবশেষে উক্ত মহিলার বস্ত্র দ্রব্যে অগ্নিসংযোগ করিয়া মাত্র ১০ টাকা মূল্যের দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করে।

জার্ম্মাণীতে আবার দাঙ্গা

বার্লিন হইতে প্রকাশ, সামরিক আইনই উঠিয়া যাক্, আর সঙ্কট আইনই বাতিল হোক্, জার্ম্মাণীর দাঙ্গা কিছুতেই কমিবে না। নাৎসি কমিউনিষ্টের বিবাদ খোঁড়া গাড়িয়া বসিয়াছে, যতক্ষণ কেন আঘাত করা যাক্, খোঁটা আর উঠিবে না। পুলিসের ভয়, সামরিক আইন জারী সঙ্কট আইন প্রবর্ত্তন, কিছুই ফলবান হইল না।

গত ২৫শে জুলাই রাত্রিতে পুলিসের সহিত কমিউনিষ্টদের আবার দাঙ্গা হইয়াছে। ফলে, দাঙ্গাকারীদিগের কিছুই হয় নাই, একজন নিরপরাধ মহিলা দাঙ্গার মাঝে পড়িয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

শুধু ইহাই নহে, নাৎসীদের সহিত কলোনে কমিউনিষ্টের পুনরায় দাঙ্গা হইয়াছে। তাহাতে একজন হত এবং অনেকেই আহত হইয়াছে।

নৌকায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে জুলাই সকালে ৬০০ টীন পেট্রোল বোঝাই একখানি নৌকা কৃষ্ণা নদীর উপর দিয়া [illegible] করিতেছিল। অসাবধানতাবশতঃ হঠাৎ টিনে আগুন লাগিয়া যায়। বাতাস খুব জোরে বহিতেছিল। নৌকাটি একেবারে পুড়িয়া যায়। নদীর উত্তর পারে ২০,০০০ [illegible] ছিল। কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। একজন লোক সাংঘাতিক ভাবে পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০০০ টাকা।

অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড

গত মঙ্গলবার বসিরহাটের মাদার-কারিগর তাহার প্রতিবেশী সার্থক মণ্ডলকে হত্যা করিবার অভিযোগে আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ এস, বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সার্থক মণ্ডল আসামী মাদার কারিগরের বাস্তুভিটা ক্রয় করিয়াছিল এবং এই সূত্রে সার্থকের উপর আসামীর ক্রোধ সঞ্চার হয়। গত ১৮ই মার্চ্চ সার্থক যখন একটি পুষ্করিণীর নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, সেই সময়ে আসামী যাইয়া তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দেয়, এবং অকস্মাৎ আসামী এক খানা ছোরা বাহির করিয়া সার্থকের তলপেটে বসাইয়া দেয়। সার্থক ঐ আঘাতের ফলে মারা যায়।

কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইলে শুনানী স্থগিত রাখা হইয়াছে।

বিশিষ্ট শিখ নেতা গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, শিরোমণি আকালী দলের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী সর্দ্দার দলীপ সিংকে কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে অমৃতসরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকৈতব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

মূল মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু[illegible] দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রী[illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রী[illegible] ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রসাদ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রী[illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্বালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাখনাথ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণগ্রাহীনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামভীথ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া।

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরাধানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) [illegible]গোপাল পাট

কাঠালপাড়া, ঢাকা, মণিপুর

রক্ষক—শ্রী[illegible]

নদীয়াপ্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ { ১৩ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৪ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩০শে জুলাই ইং ১৯৩২ শনিবার } ১২৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৫শে জুলাই সোমবার শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্য মঠে 'জীবতত্ত্ব' আলোচনামুখে শ্রোতৃমণ্ডলী-সমক্ষে বলেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥"

জীব ভগবানের বিভিন্নাংশস্বরূপ। চিচ্ছক্তির অতি সূক্ষ্ম খণ্ডাংশসকল বিভিন্নাংশরূপে জীব হয়; ইহাই তটস্থা শক্তি। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যাস্থিত তত্ত্বই তটস্থা শক্তি। তাহাতে মায়ার কোন সত্ত্বা প্রকাশ নাই, অথচ তাহা ক্ষুদ্রতাবশতঃ মায়াপ্রবণ।

যতদিন স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে জীব কৃষ্ণ-সেবায় মন দেন—শ্রীগুরুদেবের আনু-গত্যে তাঁহার সেবা করেন, ততদিন তাঁহার মায়া বা কর্ম্মাধীনতা নাই, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতিক্রমে নিজ ভোগেচ্ছা হয় ও কৃষ্ণসেবাধর্ম্ম বিস্মৃতি ঘটে, তখনই সে মায়ামোহিত হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য হয়। আবার কৃষ্ণসেবা তাহার স্বধর্ম্ম,—একথা সাধুমুখে শ্রবণফলে যেই মনে পড়ে তখনই সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে তাহার মায়ামুক্তি ঘটে।

জীব অণুচেতন—কৃষ্ণ পূর্ণচেতন; এই চৈতন্যবিষয়ে জীব ও ভগবানে অভেদ। আর ভগবান্ মায়াধীশ ও বৃহৎ এবং জীব মায়া-বশযোগ্য, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। এইহেতু জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান। ভেদাভেদ বিচারের মধ্যে জীব ও ভগবানে ভেদ-বিচারেরই প্রাবল্য।

জীব সংখ্যায় অনন্ত; এই জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যসংসার অর্থাৎ নিত্য বদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনও মায়াসম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময় ধামে কৃষ্ণসেবোন্মুখ থাকিয়া 'কৃষ্ণপারিষদ' নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণ-সেবাসুখ তাঁহাদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীবসকল কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারে স্বর্গ-নরকাদি সুখ দুঃখ ভোগ করেন।

এই মায়াবদ্ধ জীবগণ আবার পাঁচ প্রকার অবস্থায় অবস্থিত। আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণবিকচিত চেতন। বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগত প্রাপ্ত জীবনিচয় আচ্ছাদিত চেতন। ইহাদিগের চেতনধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়। ইহাই জীবের পতনের পরাকাষ্ঠা। পশু, পক্ষী, মৎস্যাদি ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্কুচিত চেতন, আহার, বিহার, ভয়, নিদ্রা ও পরস্পরের সহিত বিবাদ প্রভৃতি সঙ্কুচিত চেতনে পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়—মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণবিকচিত চেতনাবস্থা। মানবগণকে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে—নীতিশূন্য মানব, নিরীশ্বর-নৈতিক মানব, সেশ্বর-নৈতিক মানব, সাধনভক্ত ও ভাবভক্ত মানব। যে সব মানব অজ্ঞানতাক্রমে বা জ্ঞানবিকারক্রমে নিরীশ্বর, তাহারা হয় নীতিশূন্য, না হয় নিরীশ্বর-নৈতিক মানব। নীতির সহিত একটু ঈশ্বর-বিশ্বাস হইলে সেশ্বরনৈতিক হয়। শাস্ত্রবিধিক্রমে সাধনভক্তিতে যাহাদের মতি হইয়াছে, তাহারা সাধন ভক্ত, যাহারা ঈশ্বর-সম্বন্ধে একটু রাগপ্রাপ্ত তাহারা ভাবভক্ত। নীতিশূন্য ও নিরীশ্বরনৈতিক এই দুইপ্রকার মানব—মুকুলিত চেতন, সেশ্বরনৈতিক ও সাধনভক্ত—বিকচিত চেতন, ভাবভক্তমানবই পূর্ণবিকচিত চেতন। এই মায়াবদ্ধ জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া ৯ লক্ষ জলজন্তু, ২০ লক্ষ বৃক্ষপর্ব্বতাদি, ১১ লক্ষ কৃমিকীটাদি, ১০ লক্ষ পক্ষী, ৩০ লক্ষ পশু ও ৪ লক্ষ মনুষ্যজন্ম—এই ৮৪ লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করত কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে, কখনও শ্রেষ্ঠ, কখনও নীচ জন্ম লাভ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কৃষ্ণকে ভুলিয়া—সেবাত্যাগে ভোগপিপাসা বৃদ্ধি হওয়ায় সেই দোষের জন্য মায়া (মহামায়া) তাহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গ আবরণে বদ্ধ করিয়া সংসার-কারাগারে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করে।

বর্ত্তমান জগতে কয়েদীগণকে তাহাদের পোষাক পরিবর্ত্তন করাইয়া জেলার তাহা-দিগকে যেমন জেলের পোষাক (জামা, প্যাণ্ট ও শৃঙ্খল) পরায়, ভবকারাকর্ত্রী মায়াদেবীও সেইরূপ জীবের প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাহাদিগের হরিবিমুখতারূপ রোগ সংশোধনার্থ কৃষ্ণেচ্ছায় বন্দীভূত কয়েদী-গণকে জামারূপ পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-লিঙ্গরূপ অপর একটী আবরণ (পোষাক) এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের শৃঙ্খল পরিধান করাইয়া সংসার-কারাগারে নানাভাবে দণ্ডপ্রদান করেন। জীবগণ কারাগারকে নিজ বাসস্থান ও সুখের আলয় মনে করিয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া মায়ার লাথি খায়। এইরূপ ভাবে নানাযোনি ভ্রমণান্তে জীব যখন কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গ পায় তখন সেই সাধুগুরুর কৃপাদেশে এই সংসার-দাবানল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবানন্দ লাভে সমর্থ হয়।

বেষ গ্রহণ

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতগণের অন্যতম বর্ষীয়ান্ ভক্ত শ্রীপাদ দাশরথি দাসাধিকারী প্রভু গত ১০ই শ্রাবণ ২৬শে জুলাই মঙ্গলবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপা-প্রসাদস্বরূপ বিরক্তের বেষ গ্রহণপূর্ব্বক "শ্রীপাদ রাধাদামোদর দাস বাবাজী" নামে খ্যাত হইয়াছেন।

ভগবৎসেবার আনুকূল্যার্থ মাদ্রাজের ম্যাডান থিয়েটার উক্ত স্থানের শ্রীগৌড়ীয় মঠের জন্য একটী Benefit night দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ই শ্রীধর অব্দ গৌরাব্দ ৪৪৬

অমোঘোদ্ধার-লীলা

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলায় যখন শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন একদিন শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার ঘরে একমাস ভিক্ষাগ্রহণের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাহা স্বীকার করিলেন না। তৎপর পুনরায় যখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিশ দিনের জন্য প্রার্থনা করিলেন তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন না। তখন মহাপ্রভু বলিলেন—একজন গৃহস্থের বাড়ীতে একমাস কিম্বা বিশ দিন একাদিক্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। তাহাতে যখন পনর দিনের কথা বলিলেন, তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—তোমার ঘরে মাত্র একদিন ভিক্ষা গ্রহণ করিব। তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পুনঃ পুনঃ অনেক কাকুতি মিনতি করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু পাঁচদিন তাঁহার ঘরে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই আদেশ বাক্য পাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা-পূর্ব্বক পরমানন্দমনে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার পরম ভক্তিমতী গৃহিণীকে প্রীতিভরে উক্ত সংবাদ প্রদান করিয়া পাক করিতে আদেশ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের গৃহিণীরও আজ পরম আনন্দ, কারণ, নিখিলব্রহ্মাণ্ডের নাথ অভিন্ন-জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। উভয়ে আনন্দমনে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করাইবেন বলিয়া রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত একদিকে গৃহিণী রন্ধনশালায় পাক আরম্ভ করিলেন, আর অপর দিকে ভট্টাচার্য্য নিজে নানাপ্রকার ব্যঞ্জনের সংগ্রহ ও যোগাড় করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকার বহু করিয়া ঠিক মধ্যাহ্ন কালে বহু প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়া তাঁহার ঘরে ভিক্ষাগ্রহণ করিবেন জানিয়া রন্ধন শালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়ের মধ্যে একদিকে নারায়ণ শালগ্রামকে রাখিয়া অন্য একটী ভোগালয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে বত্রিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে তিন-মান অর্থাৎ প্রায় ১২ সের তণ্ডুলের অন্ন ঢালিলেন। কলার খোলার ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া অন্নের চারিদিকে নানাপ্রকারের ব্যঞ্জনাদি সাজাইলেন, তার পর সুগন্ধি ঘৃতের দ্বারা অন্ন সিক্ত করিলেন। আর একদিকে আসন, সুবাসিত জল ও অন্নব্যঞ্জনোপরি শ্রীতুলসী-মঞ্জরী অর্পণ করিলেন।

বহু ভক্তকে একত্র নিমন্ত্রণ করিলে এক গৃহস্থের পক্ষে সকল বৈষ্ণবের সম্যক্‌ভাবে পরিচর্য্যা করা দুঃসাধ্য এবং প্রত্যেককে সুষ্ঠু পরিচর্য্যা করিতে না পারিলে বৈষ্ণব-চরণে মহান্ অপরাধ হইবে আশঙ্কায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু একাকী আসিয়া তাঁহার ঘরে ভিক্ষাগ্রহণ করেন। ভক্তবৎসল অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভুও আজ সেই ভাবের ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আসিলেন।

"হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইল তাঁর হৃদয় জানিয়া॥"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্যদেবতাকে নিজঘরে পাইয়া নিজ গৃহিণীর সহিত প্রাণভরে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিবামাত্র প্রাণভরে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করত পাদপ্রক্ষালন করিলেন এবং ভিক্ষা করাইতে ভোগালয়ে লইয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সুন্দর আসন, সুবাসিত জল, নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি ও তদুপরি শ্রীতুলসীমঞ্জরী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদজ্ঞানে সেই অন্নব্যঞ্জনাদির কিয়দংশ চাহিলেন। তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বহু স্তব ও স্তুতি বাক্যদ্বারা মহাপ্রভুকে প্রবোধ দিয়া আসনোপরি উপবেশন করাইলেন এবং সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতে নিবেদন করিলেন। তখন ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীমহাপ্রসাদের বন্দনা করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভোজন করিতে লাগিলেন। যাহাতে বাহিরদেশ হইতে কোন ভগবদ্বহির্ম্মুখ লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজন দর্শন করিতে না পারে বিশেষতঃ তাঁহার পাষণ্ড জামাতা অমোঘ আসিতে না পারে, তাহার জন্য সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য ও তাঁহার গৃহিণী উভয়েই হাতে লাঠিঠেঙ্গা লইয়া মহাপ্রভুর দু পার্শ্বে প্রহরী হইয়া থাকিলেন। অনেক সতর্ক থাকার পর মধ্যে মহাপ্রভুকে অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য একটু অন্যমনস্ক হইলে হঠাৎ অমোঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অগ্রে বহু অন্নব্যঞ্জনাদি ও তাহা তাঁহাকে ভোজন করিতে দেখিয়া বলিয়া ফেলিল—

"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ॥"

অমোঘের এবম্প্রকার বাণী শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্য তাহাকে মারিবার জন্য হাতে ঠেঙ্গা লইয়া অনেক দূর তাহার অনুধাবন করিলেন; কিন্তু তাহার আর নাগাল পাইলেন না। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পত্নীও দুঃখে শিরে ও বুকে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন- "ষাঠী রাণ্ডী হউক"। কারণ ভক্তের হৃদয়ের ভাব—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেহত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম-সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
তোমার সংসারে করিব সেবন
নাহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥"

সুতরাং অনুরাগী ভক্তজনের প্রভুর সুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা নাই। তিনি অন্য সমস্ত বিষয়েতে সহ্যগুণ-সম্পন্ন। কিন্তু তাহার একমাত্র প্রাণপ্রভুর নিন্দা, দ্বেষ একমুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত শ্রীহনুমানই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিলেন এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু যথাকালে ভোজনান্তে আচমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য তুলসীমঞ্জরী, এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতি প্রদান করিলেন ও মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লিপ্ত করিলেন। তারপর মহাপ্রভু বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও তাঁহার সঙ্গে অনুগমন করিলেন। মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যকে অনেক প্রকার প্রবোধ দিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন

ভট্টাচার্য্য ঘরে আসিয়া তাঁহার গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন যে, মহাপ্রভুর নিন্দুকের আর যেন কোনকালে মুখদর্শন করিতে না হয়, এবং ষাঠী যেন তাহাকে পরিত্যাগ করে। শাস্ত্রে আছে—পতি যদি পতিত হয় তবে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। এই প্রকার অমোঘকে ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া সেই দিন দুঃখের সহিত উভয়ে উপবাসী রহিলেন। দৈবক্রমে অমোঘ অন্যত্র কঠিন বিসূচিকা-রোগে মরণাপন্ন হইয়া পড়িল। পরদিন ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নী উক্ত সংবাদ শুনিতে পাইলেন এবং শুনিয়া বলিলেন—দৈব তাঁহাদের সহায়ক হইয়া তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিলেন। এদিকে গোপীনাথ আচার্য্যেরমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শুনিতে পাইলেন যে অমোঘ বিসূচিকা ব্যাধিতে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তখন মহাপ্রভু ভাবিলেন যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার একজন প্রিয়তম ভক্ত, আর অমোঘ ভট্টাচার্য্যের নিজ জামাতা; সুতরাং অমোঘের দণ্ডবিধানের দ্বারা গৌণভাবে ভট্টাচার্য্যকে দণ্ড দেওয়া হয়।' তাই অমোঘের নিকট গমন করিলেন এবং অমোঘের বুকে হাত দিয়া তাঁহাকে কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। অমোঘ শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তস্পর্শে প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং কৃত অপরাধের নিমিত্ত চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

আমিও আজ নিজকে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি,—অমোঘের চেয়েও আমি ভীষণ অপরাধী ও ব্যাধিগ্রস্ত। কারণ অমোঘ নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছে ও আর কখনও অন্যায় কাজ করিবে না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহাকে আজ শ্রীমন্মহাপ্রভু উদ্ধার করিলেন। কিন্তু আমার ন্যায় ভগবান্ ও ভক্তদ্বেষিগণের কোন কালেই উদ্ধার নাই।

বৈষ্ণব নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে যে বিষ্ণুর নিন্দা হইয়া যায় তাহা মূর্খ আমি জানি না। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দার বিষময় ফল সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্।
শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্
তে পতন্তি মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে
ভক্ষিতা কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

হে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন,—আমি যেন সাবধান হতে পারি; আর আশীর্ব্বাদ করুন,—যাহাতে নিষ্কপটে কেঁদে কেঁদে যে মুখে নিন্দা করিয়াছি সেই মুখে যেন বলিতে পারি—

বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া শোধহে আমায়
তোমার চরণ ধরি॥
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি মুই নিবেদন
মুই বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার নিধি তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি' মোরে কর পার॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

———

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

———

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উঞ্ছব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, রূপ, উক্তি, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত (লাহোর), বেদান্তরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহুতথ্যবিষয়-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৩য় সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। সজ্জন ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্মের নির্ভীক সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

ডাঃ আন্সারীর য়ুরোপ যাত্রা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, ডাঃ এম, এ, আন্সারী য়ুরোপ যাত্রা করিতেছেন। তিনি ১লা আগষ্ট দিল্লী ত্যাগ করিবেন এবং ৭ই আগষ্ট বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িবেন। আরও জানা গিয়াছে, ডাঃ আন্সারী তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে গান্ধীজীর সহিত একবার দেখা করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

তিনি এই সপ্তাহে পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য গত রাত্রে মুসৌরী যাত্রা করিয়াছেন।

কানপুরে নেতা গ্রেপ্তার

কানপুর হইতে প্রকাশ, বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত জি, জি, যোগের উপর বিশেষ শক্তি অর্ডিনান্সের ৪ (১) ধারা অনুসারে এক আদেশ জারী হয়। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পর তিনি জেল হইতে বাহির হইলে উক্ত আদেশে তাঁহাকে এক পক্ষকালের জন্য কানপুর ত্যাগ করিয়া যাইতে বলা হয়। আদেশে বলা হয় যে, শ্রীযুত যোগ কানপুরে থাকিলে তাহাতে সাধারণের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে। শ্রীযুত যোগ উক্ত আদেশ অমান্য করেন। ফলে তাঁহাকে গত ২৬শে জুলাই তাঁহার বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাগলের দ্বারা হত্যা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, হাইকোর্টের বিচারপতি বাগুলী ও বিচারপতি বা হউর আদালতে এক জন কুলীকে হত্যার সম্পর্কীয় আপীলের মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আপীলকারী পোলো ও তাহার কুলী বিগত ২১শে জানুয়ারী তারিখে এক জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী একটি বাঁধা কাপর বাগানে ছিল। কুলী যখন চারা গাছ গুলিতে জলসেচন করিতেছিল সেই সময় আপীলকারী মনের স্বাভাবিক অবস্থাতেই তাহার নিকট আসিয়া একটী দা' দ্বারা তাহাকে কাটীয়া ফেলে ও তাহার শরীরে ২৬টী আঘাত করে। তাহার পর আপীলকারী দাটী তাহাদের কুটীরের চালার উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মৃতদেহটীকে জঙ্গলের মধ্যে লইয়া যায়। কিন্তু আপীলকারী পলায়ন করিবার কোন চেষ্টা করে নাই। সে আরও বলে যে, সে লোকটীকে একটি শূকরের ছানা মনে করিয়াছিল ও সেই জন্য সে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে।

আপীলকারীর পূর্ব্বের ইতিহাস হইতে বিচারপতিগণ জানিতে পারেন যে, সে

পুলিসের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, লং দ্বীপের পাঁচজন পুলিস কর্ম্মচারীকে নরহত্যার অভিযোগে 'গ্রাণ্ড' জুরী অভিযুক্ত করিয়াছে। ডেপুটী চীফ পুলিস কর্ম্মচারী মিঃ ফ্রাঙ্ক ট্যাপান ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ২৪ বৎসর বয়স্ক কয়েদী হেমন ষ্টাকের হত্যা সম্পর্কে তাহার উপর অত্যাচার করিবার অভিযোগেও তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ ব্যক্তিকে ৮ ঘণ্টা ধরিয়া অবিরত নানারূপ প্রশ্ন পুলিস কর্ম্মচারিগণ করেন। প্রকাশ, তাহার পরই গত ১৬ই জুলাই তাহার মৃত্যু হয়। প্রকাশ ষ্টাক ও অপর কয়েকজন আসামীর শরীরে রবারের দণ্ড দ্বারা প্রহার করা হইয়াছিল এবং ঘুঁসি মারাও হইয়াছিল। ষ্টাকের শরীরে অনেকগুলি আঘাতের চিহ্নও আছে বলিয়া প্রকাশ। ডেপুটী পুলিস চীফের বুটের আঘাতে তাহার গলদেশে যে ক্ষত হয়, তাহার ফলেই উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

আরও তদন্ত সাপেক্ষ, আরও ১৩ জন পুলিসকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে।

পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ

প্যারিস হইতে প্রকাশ, মরিস সিভ্যালিয়র ছায়াচিত্রে অভিনয় করিয়া থাকেন। কি দোষে জানা নাই, সিভ্যালিয়র স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে আদালতে উপস্থিত হইলে, যখন সিভ্যালিয়ারের দরখাস্ত পেশ করা হয়, তখন আদালতে দারুণ ভিড় হইয়াছিল। দরখাস্তের মর্ম্ম অবশ্য জানা যায় নাই। বিচারক ব্যতিরেকে আর কেহই তাহা শুনিতে পায় নাই; মামলাও মুলতুবী আছে।

অদ্ভুত নরহত্যা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, চুচুড়ার দায়রা জজ মিঃ এইচ, ডি, বেঞ্জামিন গত ২৬শে জুলাই আশুতোষ দুবে, বঙ্কু দুবে এবং বাদল দুবেকে নরহত্যার এবং নরহত্যার উত্তেজনার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। জুরী অভিযুক্তদিগকে নিরপরাধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, বিগত ১৩ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মৃত কিরণ কেওয়ার সহিত বিষ্ণুর বিবাদ বাধে। বাঁশঝাড়ের বাঁশ কাটা লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়। বাঁশঝাড়টা বিষ্ণু এবং মৃত ব্যক্তির স্ত্রী লক্ষ্মীর সম্পত্তি ছিল। সরকারপক্ষ হইতে বলা হয়, কিরণের প্রতি অভিযুক্তদের আক্রোশ থাকায় তাহারা আসিয়া কিরণকে আক্রমণ করে। আশুতোষ দুবে কিরণকে প্রহার করিতে থাকে এবং অপর ২ ব্যক্তি কিরণকে ধরিয়া থাকে। প্রহারের ফলে পরদিন প্রাতে কিরণের মৃত্যু হয়।

আশুতোষ দুবের বিরুদ্ধে নরহত্যার এবং অপর ২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নরহত্যায় উত্তেজনার অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা লীলাবতী কাপুরের দণ্ড

শ্রীযুক্তা লীলাবতী কাপুর অননুমোদিত বিজ্ঞাপনপত্র রাখিবার অভিযোগে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্তা হইয়াছিলেন। গত ২৬শে জুলাই এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার ১ শত টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন, আসামীকে জরিমানা প্রদান করিবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাই এইজন্য তাঁহাকে সময় দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা কাপুর জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থান করেন। প্রকাশ, পুলিস তাঁহার ঘরে খানাতল্লাস করিয়া, ৬৪০ খানি অননুমোদিত বিজ্ঞাপনপত্র পাইয়াছিল, তাই তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁহার কথায় প্রকাশ, অন্য এক জন লোক তাঁহার ঘরে সেইগুলি রাখিয়া গিয়াছিল। এই ঘর হইতে পুলিস একটা সাইক্লোষ্টাইল মুদ্রাযন্ত্র লইয়া গিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে সেই মুদ্রাযন্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

কূপে পড়িয়া ৩ জনের মৃত্যু

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ত্রিরুপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, দুইজন স্ত্রীলোক ও একটি বালিকা বাগানের এক কূপে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ, একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক, তাহার একটি অল্পবয়স্কা কন্যা ও অপর একজন স্ত্রীলোক গ্রাম্য সোমবারের জল আনিতে কূপে গিয়াছিল। ঐ কন্যার মাতা পা পিছলাইয়া কূপে পড়িয়া যায়। অপর ২ জন কাপড় ফেলিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। সে কাপড় ধরিয়া উঠিয়া আসিবার চেষ্টা করে; ফলে বালিকা ও অপর স্ত্রীলোকটীও কূপে পড়িয়া যায়। তিনজনেই মারা গিয়াছে।

নরহত্যার অভিযোগ

সোমবারে আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ্জ মিঃ আর, এইচ, পার্কারের এজলাসে জুরীগণের সহায়তায় নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত মহেন্দ্র সিং এবং অপর দুই ব্যক্তির একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, দুইজন আসামীদের মধ্যে দুইজন থানায় সেন বাবুদের প্রজা। প্রজাগণের সহিত উক্ত সেন বাবুদের বিবাদ চলিতেছিল। যদুনন্দন সিং প্রজা পক্ষের দারোয়ান। এই আসামী প্রজাগণ জমিদারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যদুনন্দনকে অপেক্ষাকৃত অধিক বেতনে জমিদারের চাকুরী গ্রহণ করিতে বলে। যদু তাহাতে অস্বীকৃত হয়। প্রকাশ, গত ১২ই এপ্রিল আসামীরা যদুর নিকট গিয়া তাহাকে 'খৈনী' দিতে চায়। যদু এক দোকান ঘরের বাহিরে কুটীরের মধ্যে শয়ন করিয়াছিল। তাহারা যখন 'খৈনী' তৈয়ার করিতে থাকে সেই সময় আসামীদের মধ্যে দুজন যদুকে ধরিয়া ফেলে এবং একজন তাহাকে একখানি ছোরা দ্বারা আঘাত করে। ফলে তাহার বামপদ প্রায় কাটিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। তাহাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ঘটনার ১২ দিবস পর তাহার মৃত্যু হয়।

ডেঃ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

রাজমহেন্দ্রী হইতে প্রকাশ, কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত এন, সি, ভীম রাজু জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে রাজমহেন্দ্রীর ভূতপূর্ব্ব ডেঃ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, উক্ত ডেঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪১৩ এবং ৪৫৭ ধারায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। মামলায় উভয় পক্ষ এই মর্ম্মে নোটিশ পাইয়াছেন যে, আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে আবেদনের শুনানী হইবে।

টেলি— "শ্রীধাম" / "নবদ্বীপ"

দৈনিক

RegNoC1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৭৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৬তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই শ্রাবণ সোমবার ১৩৩৯, ১লা আগষ্ট ১৯৩২

নানা কথা

জেলে পণ্ডিত জহরলাল

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ১৮ই জুলাই সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন কালডে তাঁহার মোটরে করিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে মুসৌরী লইয়া যান ডাক্তার আগ্রিয়া তাঁহাকে রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করেন। স্থানীয় সরকারের নিকট ভিতরে ভিতরে পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে তিনিই রিপোর্ট দিয়াছিলেন। পরীক্ষার পর সেই দিনই সন্ধ্যার সময় পণ্ডিতজীকে দেরাদুনে লইয়া আসা হয়।

পণ্ডিতজী দন্তরোগে কষ্ট পাইতেছেন জানাইলে, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে তাঁহার পছন্দমত যে কোন চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে বলেন। পণ্ডিতজী ডাক্তার বিশ্বনাথকে দিয়া চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ডাক্তার বিশ্বনাথ জেলে আসেন এবং পণ্ডিতজীকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। একজন জেলার তাঁহার সহিত গিয়াছিল। ডাক্তার বিশ্বনাথের বাটীতে তাঁহার চিকিৎসা হয় এবং তাহার পর তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হয়। পথে কয়েকজন তাঁহাকে দেখিতে পান। তাঁহাকে বিশেষ প্রফুল্ল ও উৎসাহ-সম্পন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল।

জেলে পণ্ডিত জহরলাল

সেনগুপ্ত গুরুতর পীড়িত

আশ্চর্য্যজনক স্ত্রী-হত্যা

চলন্ত ট্রেণে গুলী

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে গুলী

জামসাহেবের বক্তৃতা

4 জনের প্রাণদণ্ড

জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ

খালাসপুরে ভীষণ ডাকাতি

পাঠান ও মুসলমানে সংঘর্ষ

চম্পারণে সশস্ত্র ডাকাতি

আশ্চর্য্যজনক স্ত্রী হত্যা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, আজমীর হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে, শঙ্করপুরী নামক এক ব্যক্তি করাচী তাঁধরের মধ্যে ট্রেণে ভ্রমণ করিতেছিল। সে আজমীরে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া যখন যাত্রি নিবাসে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সময় সে হঠাৎ একটি তরবারী লইয়া তাহার পত্নীকে ভীষণভাবে আঘাত করে। তাহার পত্নী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সে পার্শ্ববর্ত্তী লোক-দিগকে তরবারী দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করায় কেহ তাহার নিকট যাইতে সাহস করে নাই। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু সে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব্বে সে নিজে ও দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী অল্প বিস্তর আহত হন।

খালাসপুরে ভীষণ ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর মহকুমার তারকেশ্বর হইতে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে খালাসপুর গ্রামে সংপ্রতি এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, এক দল ডাকাত এই গ্রামের শ্রীযুত হেমচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ঢুকিয়া বাড়ীর লোক জনের নিকট জিনিষপত্র চায়। তাহারা তখন চীৎকার করিয়া উঠায় ডাকাতরা ভয় দেখাইয়া তাহাদিগের মুখ বন্ধ করে। অতঃপর তাহারা বাক্স পেটারা ভাঙ্গিয়া নগদে ও অলঙ্কারে বহু টাকা আত্মসাৎ করিয়া সরিয়া পড়ে। এই সম্পর্কে পুলিসের জোর তদন্ত হইতেছে। প্রকাশ, হেমবাবু এই অঞ্চলের একজন সমৃদ্ধিশালী লোক। তাহার নানা রকমের ব্যবসায় আছে। ডাকাতরা যে সময় তাহার বাড়ীতে ঢুকে, তখন তিনিও বাড়ীতে ছিলেন। একজন লোক প্রথম দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকে তারপর সে তাহার সঙ্গীদিগকে ভিতরে লইয়া যায়। হেম-বাবুর ধানের গোলারও ক্ষতি করা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবনন্দন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়বৈশেষিক, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবিচার ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীনরোত্তমানন্দ [illegible]রী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদণ্ডিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীউমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন সেবধারিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীমদন-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর

(৩২) [illegible]গোপাল পাট

কাঠালপাড়া; চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়াপ্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৫ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১লা আগষ্ট ইং ১৯৩২ সোমবার | ১২৬তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্য-মঠে 'ভক্তিবিহীন ব্যক্তির গতি', 'মায়া-মুক্তির উপায়' ও কৃষ্ণকৃপার বিষয় কীর্ত্তন-মুখে ব্যাখ্যা করেন।

'জীব কৃষ্ণের দাস' এই পরম বাস্তব সত্য ও আত্মপরিচয়টী বিস্মৃত হওয়ার ফলেই কৃষ্ণদাসী মায়াদেবী জীবকে নানা-প্রকারে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করিয়া ত্রিগুণ শৃঙ্খলে গলদেশে আবদ্ধ করেন। তাহাতে বদ্ধজীবের ভোগবাসনারূপ মায়িক শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট। তাই শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্
তরন্তি তে॥

এই মায়া আমারই (ভগবানের) শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃই দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎ-স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই কেবল মায়া-সমুদ্র পার হইতে সমর্থ হন।

আলোক থাকিলে যেমন অন্ধকার থাকে না, তদ্রূপ কৃষ্ণোন্মুখ অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ হইলে মায়িক বাসনার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যাঁহারা প্রত্যহ কেবল মুখে আভাসজ্ঞানে 'কৃষ্ণ' 'আমি তোমার' এই কথা বারম্বার বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা সরল নয়; কিন্তু যিনি একবারও কায়মনোবাক্যে 'হে কৃষ্ণ, আমি—তোমার দাস' এই কথা বলেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ মায়াবদ্ধ হইতে পার করেন।

কৃষ্ণশক্তি মায়াকে জয় করিবার সামর্থ্য জীবের নাই একথা সত্য; কিন্তু যদি জীব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সেবাদ্বারা চিদ্বলে বলীয়ান্ হয় তাহা হইলে সে অনায়াসে মায়ামুক্ত হইয়া সেবানন্দলাভে সমর্থ হইতে পারে। এই বৈকুণ্ঠ বস্তু গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এই সংসার-সমুদ্র পার হওয়া যায় না। অতএব গুরু বৈষ্ণবের প্রীতির জন্য সমস্ত কার্য্য কায়মনোবাক্যে সম্পাদনই জীবের একমাত্র কৃত্য—একমাত্র স্মরণীয় ও চিন্তনীয় বিষয় ইহাই শাস্ত্র ও মহাজন-বাণী। এই গুরু-বাক্যের ব্যতিক্রমই ভোগ বা মায়া।

আমরা অনেক সময় সাধুগুরুর আনু-গত্য ছেড়ে বা হরিভক্তি বাদ দিয়া অনেক সদনুষ্ঠানের আড়ম্বর দেখাই বটে কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন মঙ্গল হয় না। গুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, আমি কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা পোষণ করিব না, এইরূপ দৃঢ়তাই ভজনোন্নতির প্রধান সম্বল। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, 'চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে।'

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াও যদি কৃষ্ণভজন অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের সেবা না করে, তাহা হইলে তাহারা প্রাকৃত অভিমানবশে উচ্চতা লাভ করিয়াও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে রৌরবে (নরকে) অবশ্যই পতিত হয়। অতএব সাধুগুরুর আনুগত্যে অপ্রাকৃত ভক্তির অনুশীলন ব্যতীত বিষয়ী, বর্ণাশ্রমীর কোনও প্রকার মঙ্গলের আশা নাই।

গত ২৭শে জুলাই বুধবার শ্রীপাদ অনাদিরঞ্জন ব্রহ্মচারীজী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ মন্দিরে 'ভগবানের অহৈতুকী কৃপার বিষয় কীর্ত্তন করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমদয়াল। জীবের মঙ্গলের জন্য জীবগণকে নিত্যানন্দ প্রদান করিবার জন্য—নিজ সেবাযোগ্যতা বিত-রণার্থ নামরূপে গ্রন্থভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতরূপে, শ্রীঅর্চ্চারূপে, শ্রীগুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া নিজধাম গোলোকের সন্ধান প্রদান ও তৎপ্রাপ্তির উপায় সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন। কখনও বা সপার্ষদে স্বয়ং অবতীর্ণও হইতেছেন। কিন্তু বদ্ধজীব আমরা অনিত্য—অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া রাখার জন্য, পরম বাস্তব বস্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-রূপে আমাদের নিকট আসিয়া তাঁহার কথা—আমাদের মঙ্গলের কথা বলিলেও আমা-দের বিশ্বাস হইতেছে না—ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈব।

ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিকামিগণ শুদ্ধা-ভক্তিকামী ন'ন। তাঁহারা কোন ভাগ্য-ক্রমে সাধুসঙ্গফলে শুদ্ধ কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে, কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি তাহাদের উদ্দেশ্য না থাকিলেও কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই দেবদুর্ল্লভ বস্তু তাহাদিগকে দেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই,—

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে' মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে—এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥
কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥"

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—ভজনপ্রবৃত্ত ব্যক্তির অন্তরে বিষয়ভোগস্পৃহা থাকিলেও—প্রেমরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়রূপ বিষের বাসনা থাকিলেও—সেই মূর্খের সম্বন্ধ প্রার্থনা করিবার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে স্বচরণামৃত দিয়া তাহাদিগের বিষয়-বিষ পিপাসা ভুলাইয়া দিব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ই শ্রীধর সপ্তাশিব সঙ্কর্ষণ ৪৪৬

আমি বঞ্চিত কেন ?

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সম্ভোগের নিমিত্ত মন 'ঠকা জিতা'র যে খতিয়ান প্রস্তুত করিয়াছে, যাহা 'আমার খতিয়ান'-শীর্ষক প্রবন্ধে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, পতিত-পাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবঠাকুরগণ, যাহাতে আমি ভজনযোগ্য সুদুর্লভ জন্মটী ঐ রঙ্গীন নেশার কবলে বৃথা ব্যয় না করি তজ্জন্য সর্বদা আমাকে সাবধান করিতেছেন। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, তথাপি আমি তাঁহাদের কথার ঠিক বিপরীত দিকে চলিতেছি, আর উহাকে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ মনে করিতেছি। 'পক্ষি-দানা'-কথার বানরগণের ন্যায় কখনও 'অন্যের কথায় শ্রীগুরুদেব আমাকে বিদ্রূপ করিয়া এরূপ লিখিয়াছেন' মনে করিয়া ক্রোধে প্রবন্ধপত্র শত শত ছিন্ন করি এবং শ্রীগুরুদেবের পার্ষদগণের মুণ্ডপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হই। আবার কখনও ভাবি—আমি মহাভাগবত, আমার দোষ থাকিতে পারে না, যাহা কিছু সাবধান-বাক্য বলা হয় বা লেখা হয় তাহা অপরের নিমিত্ত,—আমার নিমিত্ত নহে। কিন্তু আচার্য্যের কোন কথা অনুধাবন না করায় আমার হৃদয়ে যে একঘেয়ে, রুদ্ধ, পচা, দুর্গন্ধ পানাপুকুরের ন্যায় শত শত অনর্থের বীজাণু পরিপূর্ণ হইয়াছে তাহা আমি একবারও চিন্তা করি না। হরিভজন করিতে আমরা হরিসেবার্থ চেতনের আত্ম-বৃত্তির প্রগতির প্রতি আমার মোটেই দৃষ্টি নাই—আছে কেবল 'ঠকা-জিতা'র গুটী কাঁচা-পাকা করিবার দিকে। "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্"

আমি ধার-করা কথায় সর্বদা বাহাদুরী নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ধার-করা বুলিতে কতক্ষণ 'দম' রাখা যায়? ধার-করা কথায় কতক্ষণ নিজের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য রাখা যায়? উহাতে কি কখনও আচরণ ও উপলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়? শ্রৌত উপলব্ধির বাণী ও ধার-করা বুলি সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রৌত উপলব্ধির বাণীর মধ্যে জড়ীয় ভাষা, ছন্দ, সাহিত্য, ব্যাকরণের রূপসী মূর্ত্তি না থাকিলেও তাহা সঞ্জীবনী শক্তিতে 'লক্ষ্য' ভেদ করিতে পারে, জীবন-হীনকে 'জীবন' দান করিতে পারে, রুদ্ধ চিত্তসরোবরে শ্রীচৈতন্য-সেবার স্রোত-সংস্রবধারা প্রবাহিত করিতে পারে, লোককে নিজ আচরণের অমোঘ-শক্তিসঞ্চারে আচরণশীল করাইতে পারে। যেখানে 'আচরণ' ও 'বাণী-পৃথক্ নহে সেই স্থানে আচরণই বাণী, বাণীই আচরণরূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সেবা-গঙ্গোত্রী প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার সর্বাত্মস্নপনের পিপাসা কোথায় ?

আমার আচরণ নাই—আছে কেবল বাক্যবাগীশতা, প্রাণ নাই—আছে কেবল অঙ্গভঙ্গী, আত্মবৃত্তির কোন উন্মেষ নাই—আছে কেবল দেহ ও মনের বদ্ধ ব্যায়াম। উহাদ্বারা কি কখনও আত্মোপকার বা পরোপকার হইতে পারে? ঐসকলের দ্বারা কেবল নিজে ঠকা যায় ও অপরকে ঠকান যায়। তাহা কখনই আচার্য্যের প্রদর্শিত পথ বা শিক্ষা নহে। আমি ঐ সকলে মগ্ন, সুতরাং আমি বঞ্চিত ও বঞ্চক

ভোগীর সুখ কোথায় ?

(শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

যাহারা ভগবদ্ভজন করে না তাহাদের চিত্ত সর্বদা নিজ সুখতাৎপর্য্যে ব্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ জগতের প্রত্যেক বস্তু কি করিয়া নিজের ভোগে লাগাইবে তজ্জন্য সর্বপ্রকার মায়িক তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত। তাহাদের জীবনটা ফুটবলের ন্যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ মায়ার বিমুখ-বিমোহিনী শক্তি দ্বারা মুগ্ধ জীব প্রত্যেক বস্তুকে ভোগ করিতে যাইয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা বা অপটুতা হেতু সেই সেই কল্পিত ভোগ্য বস্তুর নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসে। এই প্রকারে বাসনাময় মনের দ্বারা যতই বালির বাঁধ দিতে থাকে কোন এক অজ্ঞাত বাধা আসিয়া হঠাৎ সমস্ত বালি-রাশিকে ফুৎকারে উড়াইয়া লইয়া যায়।

রূপজমোহে মত্ত হইয়া জীব যখন চক্ষু-ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু ভোগ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়াও নিরাশ হয় না, তখন কালের এমনি স্বভাব যে, না চাহিলেও হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দেয় অথবা তদপেক্ষা বস্তুও তাহাকে ভোগ করিবার জন্য আক্রমণ করে।

আমরা পতঙ্গের দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই যে—পতঙ্গগণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখা ভোগ করিতে আসিয়া নিজেরাই অগ্নির ভোগ্য বস্তু হইয়া পড়ে। পতঙ্গের দৃষ্টান্তে বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী মনুষ্যগণও যদি এই প্রকারের আগ্রহশীল বিভিন্ন মায়িকরূপ ভোগ করিতে গিয়া দুর্দ্দশায় পতিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে মানুষ হইয়াও তাঁহারা কীটাধম আখ্যাই লাভ করেন

কর্ণের দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণপর মায়িক কোলাহল শ্রবণ করিতে গিয়া অল্পকাল মধ্যেই শ্রবণ-শক্তি হারাইয়া ফেলে, পরিশেষে কর্ণ-রসায়ন শব্দ শ্রবণ করাও সমূহ বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। হরিণের দৃষ্টান্তে আমরা দেখি যে, ব্যাধের বংশীরব শুনিতে গিয়া হতভাগ্য জালে আবদ্ধ হয় ও প্রাণ হারাইয়া ফেলে। সেইরূপ বুদ্ধিমান্ (!) মনুষ্যগণও মায়ার দৃঢ় জালে আবদ্ধ হইয়া কত অসংখ্য লাঞ্ছনা ভোগ করে এবং পরিশেষে প্রাণ হারায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়গণ ভোগের সহায়ক না হইয়া তস্করক-রূপেই প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের সাহায্য করিতেছে। শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য হইয়াও যদি বিচার করিবার শক্তি না থাকে তবে হরিণ অপেক্ষা মানুষ কিসে বড় ?

এখন এই দুইটী ইন্দ্রিয়কে শত্রু-জ্ঞান করিয়া তৃতীয় ইন্দ্রিয় নাসিকার ভোগের দৌড় দেখি কতদূর সফল হয়। "সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিল মন, নাসাতে পশিল কীট"—এই মহাজনপদাবলীতে দেখিতে পাই যে, সামান্য নগণ্য পদার্থ পুষ্প—সেও শত্রুতা করিয়া নাসারন্ধ্রে কীট প্রেরণ করিতেছে, তবে সুখ কোথায় ? ভৃঙ্গগণ ঐরূপ গন্ধের মোহে উন্মত্ত হইয়া মধু-লোভে পদ্মফুলে বসিয়া যায়, কিয়ৎকাল পরে পদ্মের পাপড়ী ভেদ করিয়া আর বাহিরে আসিতে না পারায় প্রাণ ত্যাগ করে, মনুষ্যগণও ন্যূনাধিক পরিমাণে এই মধুলিটের ন্যায় নির্বোধ।

এবার জিহ্বার মাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে অপটুতার কথাই কিছু আলোচনা হইবে। জিহ্বাদ্বারা নানাপ্রকার অমেধ্য বস্তু, চর্ব্ব্য চুষ্য প্রভৃতি সকল রস আস্বাদন এবং সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের নানা-প্রকার কথা উচ্চারণ করা হয়, ফলে নানারূপ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত ও পরিণামে বর্ষার ভেকের কোলাহলের দ্বারা কাল সর্পের আহ্বানের ন্যায় মনুষ্যসকল যম দূতেরই উপাসনা করিয়া থাকে। আর মৎস্যাদি যেরূপ লোভের মোহে পতিত হইয়া টোপ গিলিতে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করে ভোগের শেষ পরিণামও তদ্রূপ।

ত্বকের দ্বারা স্পর্শ সুখের প্রত্যাশী মাতঙ্গগণ যেমন ফাঁদে পড়িয়া নিজ স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে এবং পরিশেষে ভোগের পরিবর্ত্তে সর্বতোভাবে অপরের ভোগ্য হইয়া পড়ে, ভোগীকুলও বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে হস্তীর ন্যায় মায়া-কবলিত হইয়া ভবের ঘানি টানিতে থাকে এবং চরমে মৃত্যুই লাভ করে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ভোগের দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ই অপটুতা-হেতু ভোগে বঞ্চিত হইয়া ফুটবলের ন্যায় লাথি খাইয়া ফিরিয়া আসে এবং পরিশেষে যমদণ্ড লাভ ও নরকাদি যন্ত্রণা ভোগ করে। সুতরাং কোন জন্মেই ভোগের দ্বারা সুখ লাভ ঘটিতে পারে না এবং ভোগের দ্বারা ভোগের নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাই।

এক এক বাসনার ফলে এক একটী দেহ লাভ করিয়া কত রকমে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্বর্গ ও নরক যন্ত্রণা এইখানেই,—খানিকটা এখানে ভোগ, তারপর নানা-যোনিতে অশেষ কষ্টভোগ।

"অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ ॥"

"ন জাতু কামঃ কামানাং
উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গৃহব্রতগণের এই প্রকার বাসনাদ্বারা ইহ জন্মে শাস্তি এবং অতৃপ্ত বাসনার জন্য জন্মান্তরেও কষ্ট ভোগ করিতে হয়। একমাত্র সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজনই সকল সুখের আকর। এতদ্ব্যতীত সুখের সম্ভাবনা নাই।"

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ, মীন——এই পাঁচ প্রকারের জীব এক একটী ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে। এখন একাধারে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তাড়না-গ্রস্ত মূঢ় মানবগণের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বুদ্ধিমান্ মনুষ্যসকল সময় থাকিতে এই সকল ব্যাপার বুঝিবার ও বিচার করিবার জন্য যদি মনোযোগ না দেয় তবে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পুনরায় পাইবার সম্ভাবনা অতি বিরল এবং মনুষ্যেতর পশুকুলে জন্মগ্রহণ করিলে বিচারের ক্ষমতা বা ভগবদ্ভজনের প্রবৃত্তি লাভ করিতে না পারিয়া অশেষ ক্লেশে জীবনপাত করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান! সময় থাকিতে সাবধান !!

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতাটি বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্কিম-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এরূপ গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পূর্ব্বতন মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গুহ্য তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, জীবনী ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পাথকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন।' ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ／১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকসমূহের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র পঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে [illegible] একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৹।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রবর্ত্তিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজী ভাষায় ডাবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণ[illegible] ভক্তিভূষণ এম, এ, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে গুলী

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, অতিরিক্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিসন গত ২৯শে জুলাই অপরাহ্ণে যখন বাইসাইকেলে করিয়া আফিস হইতে তাঁহার বাংলায় ফিরিতেছিলেন, সেই সময় কয়েকটা গুলীর আঘাতে আহত হইয়াছেন।

প্রকাশ, একটা গুলী তাঁহার বাহুতে, একটা তলপেটে ও আর একটা তাঁহার পৃষ্ঠে লাগিয়াছে।

প্রকাশ, তাঁহার শরীররক্ষী প্রত্যুত্তরে রিভলভারের গুলী চালায়। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

একটা গুলী তাঁহার তলপেটে প্রবেশ করিয়াছে। একজন আক্রমণকারীকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কিন্তু ২ জন পলাইয়া গিয়াছে।

চম্পারণে সশস্ত্র ডাকাতি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ডিসেম্বর মাসে চম্পারণ জিলায় মাণোরা মুথ ডাকাতি সম্পর্কে সম্রাট বনাম দীনদয়াল ডাক্তের যে মামলা চলিতেছিল, জিলা ও দায়রা জজ, মিঃ জে, এইচ, শিয়ালার আই, সি, এস, সেই মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ডাকাতগণ রিভলভার ও বোমাসহ এক মোহান্তের গৃহে হানা দেয়। কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মামলা রিপোর্ট করা হয়। পরে পুলিস একদল বদমায়েসের সন্ধান পায়। উহারা বোমা প্রস্তুত করিয়া ডাকাতিকালে সেগুলি ব্যবহার করিত। আসামী দীনদয়াল ডাক্তে, ডাকাত দলের একজন, সে চম্পারণে ঐ ডাকাতি করে।

দায়রা জজ তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সেনগুপ্ত গুরুতর পীড়িত

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে স্থানীয় জেলে রাখা হইয়াছে। তথায় তাঁহার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ তাঁহার রক্তের চাপ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার পর রাত্রিতে তাঁহার পাকস্থলীতে তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে। উহা অস্ত্রোপচার প্রদাহ রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুত সেনগুপ্তের এইরূপ তীব্র যন্ত্রণা দুইবার হইয়াছিল। আর সেই দুই দফা আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বৈকালে তাঁহার জ্বর হইত।

ডাক্তারদের পর্য্যবেক্ষণের জন্য শ্রীযুত সেনগুপ্তকে এখন দুধ প্রভৃতি তরল খাদ্য খাইতে দেওয়া হইতেছে।

৪ জনের প্রাণদণ্ড

গুরুদাসপুর হইতে প্রকাশ, গুরুদাসপুরের দায়রা জজ জুরীদের সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমত গ্রহণ করিয়া ৪ জন মুসলমানকে প্রাণদণ্ডে ও আর ৬ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, রায়মল গ্রামে কেবল এক ঘর হিন্দুর বাস। গ্রামের মুসলমানদের সহিত তাহাদের কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হয়। ফলে মুসলমানেরা ঐ বাড়ীর একজন হিন্দুকে বিষম প্রহার করে। তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে গুরুদাসপুরে পুলিস হাসপাতালে লইয়া যাইতে চাহে। কিন্তু মুসলমানেরা তাহাতে বাধা দেয়। বাড়ীর কর্ত্তা কোনরূপে গুরুদাসপুরে যাইয়া ব্যাপারটা পুলিসকে জানায়। সে রায়পুরে ফিরিয়া যাইলে একদল মুসলমান তাহাকে প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলে। পুলিস যাইয়া বাড়ীর অন্যান্য লোককে রক্ষা করে ও অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করে।

পাঠান ও মুসলমানে সংঘর্ষ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে জুলাই অপরাহ্ণে থানা বাজারে পাঠানগণের সহিত মুসলমানগণের এক হাঙ্গামা হয়। তাহার ফলে ৪ জন পাঠান এবং ২ জন মুসলমান জখম হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিস সত্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং প্রায় ১৫ জন পাঠানকে গ্রেপ্তার করে।

চলন্ত ট্রেণে গুলী

গুজরানওয়ালা হইতে প্রকাশ, যে লোকটি চলন্ত ট্রেনে মিঃ মুবাইকে আক্রমণ করে, সে পলাইয়া যাইবার সময় একটা কোট ফেলিয়া যায়। সেই সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া পুলিস জানিতে পারিয়াছে—লোকটা কে। প্রকাশ, সে হিন্দু যুবক, মাস দুই পূর্ব্বে পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ঝেলাম জেলার পুলিস তাহার জন্য জোর তদন্ত চালাইতেছে।

মিঃ মুবাইএর দেহ রঞ্জনরশ্মি সাহায্যে পরীক্ষা করা হইয়াছে। পাঁজরের নিকট একটা টোটা আটকাইয়া আছে।

জামসাহেবের বক্তৃতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লিভারপুলে নেতৃস্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের যে সভা হয় তাহাতে নবনগরের জামসাহেব বক্তৃতা করেন। জামসাহেব পুনরায় বৃটিশ ও ভারতীয় বণিকদের সদ্ভাব প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন, ইংলণ্ড ভারতীয় রাজ্যগুলির সহিত ব্যবসায় চালাইতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু ভারতীয় রাজ্যগুলি ইংলণ্ডের সহিত ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক। বক্তা বলেন, বিগত ২ কি ৩ বৎসরে তাঁহার রাজ্যে ম্যাঞ্চেষ্টারের পণ্যের বিক্রয় ৪ গুণ না হইলেও ৩ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেন না, তিনি বোম্বায়ের নিষ্ক্রিয়তায় স্বীয় সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। জামসাহেব বলেন, আমি বোম্বায়ের প্রতি কোনরূপ কুভাব পোষণ করিতেছি না। কিন্তু বোম্বাই যদি ইংলণ্ডের সহিত ব্যবসায় চালাইতে অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে আমরা ইংলণ্ডের সহিত ব্যবসায় চালাইব। তাঁহার রাজ্যে আমেরিকার ব্যবসায় বন্ধ করা হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে।

চা-বাগানে বিষম গোলযোগ

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে জুন দার্জ্জিলিঙের নিকট চা-বাগানে একটা বিষম গোলযোগ দেখা দেয়। বাগানের কতিপয় শ্রমিক তাহাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের উপর ক্রুদ্ধ হয়। তাহারা ২৪শে তারিখ রাত্রিতে বাগানের য়ুরোপীয় ম্যানেজারের বাঙলোয় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। ফলে তিনি জখম হয়েন। বাগানের কেরাণী বাধা দিতে যাইলে তিনিও প্রহৃত হন। তাঁহার আঘাত অধিক হওয়ায় তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

পুলিস ঘটনার তদন্ত করিতেছে। দাঙ্গার অভিযোগে তাহারা ইতোমধ্যে ১৩ জনকে চালান দিয়াছে। আজ তাহাদিগকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এম, এম, ঘোষের এজলাসে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে হাজতে পাঠাইয়াছেন।

ছোরা মারিয়া হত্যা

সার্থক মণ্ডলকে ছোরা মারার অভিযোগে বসিরহাটের মাদার কারিকর আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুত এস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জুরীদের বিচারে আসামী দোষী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

সার্থক আসামীর বাড়ীটি কিনিয়াছিল। এইজন্য তাহার সহিত আসামীর শত্রুতা জন্মিয়াছিল। আসামী কয়েকবার তাহাকে ভয় দেখায় এবং ১৮ই মার্চ্চ তারিখে তাহাকে ছোরা মারে। সার্থক তখন এক পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়াছিল। সার্থক ছোরার আঘাতে মারা যায়।

মাড়োয়ারী রমণীর গৃহে চুরি

বড়বাজারে সুন্দর ধাঙ্গি নামে একজন মাড়োয়ারী রমণীর ঘর হইতে ৫০০ টাকা মূল্যের অলঙ্কার অপহরণের অভিযোগে উমাক্র কাহার শুক্রবার জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলির এজলাসে অভিযুক্ত হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একদিন অতি প্রত্যুষে ঐ রমণী গঙ্গা স্নানে যায়। সেই সময়ে আসামী ও আরও দুই জন লোক তাহার বাড়ীতে আসিয়া ঘরের তালা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। শব্দ শুনিয়া পাশের একজন দোকানদার জাগিয়া ওঠে এবং তিনজন লোককে সন্দেহজনকভাবে পায়চারী করিতে দেখে। সে তাহাদের প্রতি নজর রাখে। আসামী ইহা জানিতে পারে এবং ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে ভয় দেখায় এবং বলে, চীৎকার করিলে হত্যা করিবে। পরে আসামী দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং অলঙ্কারগুলি লইয়া সরিয়া পড়ে।

সংবাদ পাইয়া পুলিস তদন্ত আরম্ভ করে এবং আসামীকে গ্রেপ্তার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আসামী তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ

ষ্টকহল্ম হইতে প্রকাশ, সুইডেনের সবমেরিনের সহিত একখানি ক্রুইজার জাহাজের সংঘর্ষ হইয়াছে। সুইডেনের সবমেরিনের নাম 'ব্যালারিন', ক্রুইজার জাহাজের নাম 'ফিলাজন'। 'ফিলাজন' অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ক্রুইজারখানিও সুইডেনের, সুতরাং অতর্কিতেই এই সংঘর্ষ হইয়াছে।

ধাক্কা পাইয়াই সবমেরিনখানি সামলাইতে না পারিয়া সমুদ্র গর্ভে ২৫০ ফুট নিম্নে ডুবিয়া গেল। জাহাজের পরিচালকগণ তাড়াতাড়ি সবমেরিনখানির ডুবো স্প্রিংএ দম দিতে লাগিল। দমের জোরে জাহাজখানি নিজের ভার ঠিক করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠিল। ইঞ্জিনীয়ারদিগের আর একটু বিলম্ব হইলে ডুবো জাহাজ একেবারেই ডুবিয়া যাইত।

টেলি- "শ্রীধাম" "নবদ্বীপ"

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২রা আগষ্ট ১৯৩২

নারীর অপূর্ব্ব বীরত্ব

দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা

দারিদ্র্যজ্বালায় সন্তান বিক্রয়

পাটনায় দোকান লুঠ

ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিক্রয়

বে-আইনী রৌপ্য চালনে মৃত্যু

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বস্তী জিলায় ডাকাতদলের অত্যাচার

য়ুরোপীয়ের আত্মহত্যা

ডাকাতি মামলায় মুক্তি

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

নানা কথা

নারীর অপূর্ব্ব বীরত্ব

বগুড়া হইতে প্রকাশ, অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এ, কে, চক্রবর্ত্তী জুরীদের সহিত একমত হইয়া চাম্পু ফকীর হজরত উল্লা পরামাণিক, হুস্মত উল্লা পরামাণিক, নিয়ামক মোল্লার ও সাদোকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারানুযায়ী পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং হালেজ পাইকার ও অপর একজনকে মুক্তি দিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীগণ দেওয়াল, টপ-কাইয়া কলিমুদ্দীন পরামাণিক নামক জনৈক লোকের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর মালিককে আক্রমণ করে। কালমুদ্দানের স্ত্রী মুসাম্মত তসিরণ তাহার ঘরের জানালার নিকট কয়েকজন অপরিচিত লোককে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া একটী বর্শা লয় এবং ডাকাতদের মধ্যে একজনকে বিদ্ধ করিয়া একটী ঘরে চলিয়া যায়। দুর্বৃত্তগণ মুসাম্মত তসি-রাণের ঘরে প্রবেশ করিয়া বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া নগদ ৮৭৲ টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

দারিদ্র্য-জ্বালায় সন্তান বিক্রয়

এই জিলায় দারুণ অর্থাভাব দেখা দিয়াছে। পল্লী অঞ্চলে লোক অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। একজন দরিদ্র মুসলমান পেটের দায়ে ১২ বৎসর ও ৩ বৎসর বয়সের দুইটী বালিকাকে ৩৲ টাকা মূল্যে নন্দাইল থানার অধীন দেওয়ানগঞ্জ বাজারে গণিকাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। এই সংবাদ জানিয়া স্থানীয় জমিদার কাছারীর কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিক্রয়

কুমিল্লার সবডিবিশনেল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে রেবতী মোহন চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ কবিরাজ তাহার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীকে ১৫০৲ টাকায় বিক্রী করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, চক্রবর্ত্তী শ্বশুরের বিষয়ের মালিক হইয়া তাহার প্রথমা পত্নী ও শাশুড়ী সহ শ্বশুর বাড়ী ও রইল গ্রামে বাস করিতেছিল। চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় বার নগরবাসী দেবী নাম্নী এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার পানিপীড়ন করেন এবং তাহাকে লইয়া প্রথম পক্ষের শ্বশুর বাড়ীতে আসেন। তখন হইতেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও মাতাকর্ত্তৃক এই বালিকার নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। অভি-যোগে প্রকাশ যে, পরিশেষে চক্রবর্ত্তী বিপিনবিহারী দাস নামক নোয়াখালীর এক ব্যক্তির নিকট কবালা করিয়া ১৫০ টাকায় এই বালিকাকে বিক্রয় করে। বালিকার ভ্রাতা অভিযোগ উপস্থিত করিলে পুলিশ চক্রবর্ত্তী এবং গিরিশ দাস, অতুল চক্রবর্ত্তী ও অনন্ত চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট বালিকাকে বিবাদীর উকিলের হেফাজতে রাখিতে আদেশ দিয়াছেন। আগামী ৩০শে জুন মোকদ্দমার শুনানী হইবে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ফরিদপুর আঙ্গারিয়ার ডাকাতির মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ আদালতের বিচারে আসামী যজ্ঞেশ্বর দাসের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, অনুকূল চাটাজ্জির প্রতি দশবৎসর এবং অনন্ত বাগ্যা যোগেশ চক্রবর্ত্তীর প্রতি পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন. এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

( ) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরোগবৈদ্য দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রজ্ঞাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল. এম. এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগরাড়, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনামসংকীর্তনানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৬) সরভোগ গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কবরূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) বালগোপাল পাট

কাতলাপুর, ঢাকা,

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ { ১৬ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২রা আগষ্ট ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ১২৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৯শে জুলাই শুক্রবার শ্রীহরিবাসর পালনোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে বেলা ২ ঘটিকা হইতে শ্রীহরিকথা আলোচনা আরম্ভ হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ প্রায় দেড়ঘণ্টা যাবৎ 'জীবের কৃত্য ও সেবা কি' এই বিষয়টী ভক্ত-সমীপে কীর্ত্তন করিয়া অতি সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কৃত্য নাই বা থাকিতে পারে না, আর গুরু-বৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যে চেষ্টা তাহার নাম 'সেবা', তদ্ব্যতীত যাহা কিছু সেগুলি যতই সেবার 'সাটিফিকেট' নিয়ে আমাদের নিকট আসুক না কেন সবই প্রচ্ছন্ন ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতঃপর বেলা ৪ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠস্থ আবিষ্কার-নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকগণ, মঠবাসী ভক্তগণ সকলেই হরিকথা শ্রবণার্থ সভায় যোগদান করেন। গুর্ব্বষ্টক, মঙ্গলাচরণাদি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আদেশে তদানুগত্যে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী-সমক্ষে নিজ বৈষ্ণবাভিধানমুখে "শ্রীচৈতন্যমঠ" সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তাহারই কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

ব্রহ্মচারীজী বলেন,—আমি একজন অযোগ্য দীন ব্যক্তি, হরিকথা কীর্ত্তন করবার যোগ্যতা আমার নাই; তবে আমার গুরুবর্গের আদেশে আত্মশোধনার্থ আমি আপনাদের নিকট শ্রীগুরুমুখশ্রুত বাণীর অনুকীর্ত্তনমুখে কিছু বলিবার প্রয়াস পাইব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি নিষ্কপটে কীর্ত্তনমুখে গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

আমি শ্রীগুরুমুখে শুনিয়াছি, গুরু বৈষ্ণবের প্রীতি উৎপাদন করিবার সামর্থ্য আমার ন্যায় বদ্ধজীবের নাই। অনেকে তোতাপাখী পুষিয়া থাকে এবং তাহাকে নানাপ্রকার বুলি শিখায় এবং যখন ঐ পাখী শেখান বুলি উচ্চারণ করে, তখন সেই ব্যক্তি অত্যন্ত প্রীত হয়। আমাদেরও অবস্থা কতকটা ঠিক তাহাই। আমাদের গুরুবর্গ আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে হরিকথা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন; আমরা যদি সেই শ্রুতবাণী নিষ্কপটে কীর্ত্তন করিতে পারি, তাহা হইলেই অদোষদর্শী পরমদয়াল গুরু-বৈষ্ণবগণ নিজগুণে প্রীত হন। তাই তাঁহাদের প্রীতি বিধানের জন্য আমি এখানে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে 'চৈতন্যমঠ'। মঠ বলিতে আমরা অনেক সময় উহাকে গৃহের ন্যায় কোন ইন্দ্রিয়তর্পণের স্থান বলিয়া মনে করি। মঠ বা গৃহ দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। একটীতে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা—আর অপরটীতে নিজেন্দ্রিয় প্রীতি বা ভোগের চরম পরাকাষ্ঠা পরিদৃষ্ট হয়। মঠ—পরমার্থ শিক্ষা মন্দির। এখানে ভগবদ্ভক্তি বা গুরু বৈষ্ণবসেবার শিক্ষা দেওয়া হয়। ভগবানের প্রীতি বিধান ব্যতীত সেখানে আর অন্য কোন কৃত্য নাই।

আর যেখানে আমরা সমবেত হইয়াছি এ'টী শ্রীচৈতন্যমঠ। তথাকথিত 'অচৈতন্য' মঠের সহিত এ মঠের তুলনা কোন কালে হইতে পারে না। মঠ—'মঠন্তি বসন্তি যত্র ছাত্রাঃ ইতি' অর্থাৎ যেখানে ছাত্রগণ অবস্থান করিয়া শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য পরমার্থ আলোচনা করেন। যেখানে পরমার্থ আলোচনার অভাব তাহা বস্তুতঃ পক্ষে মঠশব্দবাচ্য নহে; যদি ঐ স্থানকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য মঠ শব্দটী একান্তই রাখিতেই হয় তবে উহাকে অচৈতন্যমঠ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যাইতে পারে। যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণমুখে অনুশীলন করা হয় সেই স্থানই শ্রীচৈতন্যমঠ। শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রত্যেক সেবকেরই উদ্দেশ্য—নিজের হৃদয়কে শ্রীচৈতন্যের বসতিস্থানে পরিণত করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ করা। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রত্যেক উপদেশক বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠ। তাঁহারা যেস্থানে গমন করিবেন, সেই স্থানকেই শ্রীচৈতন্যমঠে পরিণত করিবেন ইহাই [illegible] সেবকগণের বৈশিষ্ট্য।

অচৈতন্যমঠের অধিবাসিগণ মনন্ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে থাকে, আর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের মন বৃন্দাবন, তাঁহাদের মন কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রধাবিত হয় না। তাই শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যের কীর্ত্তন—'অন্যের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন। মনে বনে এক করি মানি। তাতে তোমার পদদ্বয় করাও যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।' এই মঠটী অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্য বা আত্মার নিত্য প্রবৃত্তি—সেবা-প্রবৃত্তি জাগ্রত করিবার জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ।

আমরা চেতন জীব, বর্ত্তমানে প্রাণহীন শবের মত অচৈতন্যের কবলে পতিত, তাই পরমকারুণিক শ্রীল আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'প্রত্যেক জীব যে একটী একটী চৈতন্যমঠ' তাহা জানাইয়া এবং প্রত্যেককে শ্রীচৈতন্যমঠ করিবার জন্য অর্থাৎ প্রত্যেক জীব হৃদয়ে গৌরসুন্দরকে প্রকটাইবার জন্য চিরকাল হইতে [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এ মঠ চিরদিন সব দিনের জন্য [illegible] নিত্য-কালের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] আবাসস্থলী। শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible]—অচৈতন্য [illegible] জাগ্রত [illegible]। এতদ্ব্যতীত [illegible] চৈতন্যমঠের অধীশ্বর [illegible] দয়া ও অবতারের কারণ নিজ শাস্ত্রযুক্তিমুখে একঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ শ্রীধর [illegible] ৪৪৬

বিশ্ব-তরঙ্গে

বর্ত্তমান জগদ্‌গুরু শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায় আমরা জানিতে পারি, যাঁহার যাহা আছে, তিনি তদ্দ্বারাই ভগবদ্ভজন করিতে পারেন যদি তাঁহার কার্য্যাদি ভগবৎপ্রীতির অনুকূলে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানকালে রঙ্গালয়সমূহ ভগবদ্ভক্তের পরিবর্ত্তে সাধারণ গণমনোরঞ্জনের কার্য্যেই ব্যস্ত; তাঁহারা ভগবৎপ্রীতির অনুকূলে খুব কম কার্য্যই করিয়া থাকেন। কিন্তু গত ২৫শে জুলাই মেসার্স ম্যাডান থিয়েটার লিমিটেড্ মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের সেবা-সহায়-কল্পে ‘জয়দেব’ অভিনয়ের এক রজনীর আয় প্রদান করিয়া মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের এবং সজ্জনমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। মহাভাগবত ‘জয়দেবে’র প্রকট-কালীয় কার্য্যাবলী অভিনয়দ্বারা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়া তদুপদিষ্ট ভগবৎসেবার আংশিক ব্যয়ভার-বহনকার্য্যে আত্মনিয়োগপূর্ব্বক ম্যাডানথিয়েটার জগৎবাসীকে দেখাইলেন যে, ভক্তোদ্দিষ্ট সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিলেই ভক্তের জীবনী আলোচনার সার্থকতা, নতুবা মহাপুরুষের শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া সারাদিনের পরিশ্রমের শ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত যদি তৎসম্বন্ধে অভিনয় হয়, তাহা হইলে ঐ অভিনয়ে যথাযোগ্য সম্মানের অভাবে ও কৃষ্ণের ভোগ্য হইবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবস্তু ভোগ করিবার পিপাসায় ভক্তের চরণে অপরাধ সঞ্চিত হওয়ায় উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই সাধিত হইয়া থাকে। তাহাতে রঙ্গালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ভগবৎসেবায় অনুপ্রাণিত করিবার নিমিত্তই প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে জগদ্‌গুরুলীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে চন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবনে—যেস্থানে বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্থাপিত সেই পূত ভূমিতে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম ‘কৃষ্ণলীলা’-নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন!

কর্ম্মকাণ্ডীয় জনগণ ক্ষীণদৃষ্টিবশতঃ ‘দুর্ভিক্ষ-নিবারণ’ ‘বন্যাপীড়িতের সাহায্য’ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় কার্য্য ভিন্ন অর্থ-সদ্ব্যবহারের আর প্রকৃষ্ট পন্থা দেখিতে না পাইলেও এবং অজ্ঞজ্ঞানে ভগবৎসেবার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ হইলেও অধোক্ষজের সেবকবৃন্দ জানেন,—একমাত্র ভগবৎসেবাতেই প্রাণিবৃন্দের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে, অপর কিছুতেই হইতে পারে না।

নিরীশ্বর কল্পনার অধর্ম্ম ভিত্তিতে স্থাপিত ‘বলশেভিক’-বাদ “Better to reign in the Hell than to serve in the Heaven” বাক্যের অনুসরণকারিগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া জগতে সর্ব্ববিষয়ে মুড়ি-মিছরী এক করিবার একটা আকাশ-কুসুম সৃষ্টির আয়োজন করিতেছে। এই সকল উর্ব্বরমস্তিষ্ক (?) গণের ধারণা,—ধর্ম্মই দেশটাকে নিরীহ করিতেছে—ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণই জগতে কলহের সৃষ্টি করিয়া অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন। ইহাঁদের কথা চিন্তা করিলে সর্ব্ব প্রথমেই মনে পড়ে সেই ভেকের কথা—যে ভেক্ নিজকে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকারে পরিণত করিবার আশায় ফুলিতে ফুলিতে ফাটিয়া কালসর্পের মুখগহ্বরে পতিত হইয়াছিল। এই সকল নাস্তিক বন্ধুগণ ধর্ম্মের প্রাণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রথম অস্বীকার করেন। আর যদি নিতান্ত দয়াপরবশ (?) হইয়া ‘ঈশ্বর’-শব্দকে জগতে স্থান প্রদানে স্বীকৃত হন তাহা হইলে সেই ‘ঈশ্বর’ তাঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানবাপেক্ষা উচ্চ স্থান পাইতে পারেন না, আর তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণের ‘কা কথা?’, তাঁহারা ত’ ঐসকল উর্ব্বর-মস্তিষ্ক(?) হইতে সহস্র যোজন দূরে থাকিতে বাধ্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ত্রিকালদর্শী ঋষিগণকে নির্ব্বোধ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের প্রণীত জগদ্ধিতকর শাস্ত্রাদি প্রশান্ত মহাসাগরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারা যে শান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা কি একবার ভাবিয়াছেন—“We think our fathers fool so wise we groW, Our wiser sons will no doubt think us so,” (আমরা এত বুদ্ধিমান্ হইয়াছি যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে ‘মূর্খ’ মনে করি; আমাদের অধস্তনগণও নিজদিগকে আমাদের অপেক্ষা আরও অধিক জ্ঞানী মনে করিয়া আমাদিগকে ‘মূর্খ’ সংজ্ঞা প্রদান করিবেন)। অজ্ঞ জ্ঞানের ভেক্ হইয়া শান্তিময় দ্বীপীর আসন গ্রহণের আপ্রাণ-চেষ্টার ফলে বলশেভিকগণ আজ “হুকার নলচে’ ও ‘খোল’ বদলান”—অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বস্তুতঃ পক্ষেও ফাটিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্বের বলশেভিক ধারণা এবং তাহাদের বর্ত্তমান কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—পূর্ব্বের বলশেভিক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, বর্ত্তমানে অন্য বলশেভিক তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বলশেভিকও পুনরায় অন্য বলশেভিক ধারণাকর্ত্তৃক পরাজিত হইবে। অজ্ঞজ্ঞানিগণ স্বীকার করুন, আর নাই করুন, অধর্ম্মের অনিত্যতানিবন্ধন অধর্ম্মোত্থিত ধারণাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেই হইবে।

যাহা ধারণ ও রক্ষণ করিতে পারে তাহাই ‘ধর্ম্ম’। সুতরাং “এহেন জাতিকে ‘নাস্তিক’ করিয়া দিল” কথাটা সোণার পাথরের বাটীর ন্যায় অর্থহীন ও পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কি? যে মহাপ্রসাদ নির্গুণ—যাহা সেবনে প্রপঞ্চ জয় করা যায় এবং ‘যে তৃণাদপি সুনীচ’ শ্লোক আচরণ করিলে ব্রহ্মাণ্ড জয় করা যায়, তাহা বাদ দিয়া যাহাতে ধ্বংসের দিকে যাওয়া যায় সেই তামসিক ও রাজসিক দ্রব্যাদির বহুমানন নির্ব্বোধ বানরের মুক্তাহারের পরিবর্ত্তে মাকাল ফল গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাও যে আরও অধিক নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক তাহা বোধ হয় প্রকৃত জ্ঞানীমাত্রেই স্বীকার করিবেন

যাহা বাস্তবিক পক্ষে রক্ষা করিতে পারে সেই ‘ধর্ম্ম’ বিস্তারার্থই যাঁহারা পাগল অর্থাৎ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা জগতে কিপ্রকারে অশান্তি আনয়ন করেন তাহা বুদ্ধির অগম্য। অশান্তির জনক অধর্ম্ম—নাস্তিকতা। আর শান্তি শান্তিময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে বিরাজিত। সুতরাং জগতে শান্তিস্থাপন করিতে হইলে শান্তিময়ের শ্রীচরণে সর্ব্বপ্রথম শরণ গ্রহণ করিতেই হইবে। শান্তিময়কে বাদ দিয়া শান্তির অন্বেষণ মরীচিকায় জলান্বেষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে তাই দেখা যাইতেছে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করিয়া জগতে যত শান্তিবৈঠক (?) বসিতেছে তাহা পদ্মপত্রের জলের ন্যায় মুহূর্ত্তেই কোথায় অদৃশ্য হইতেছে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। একদিকে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর, অপর দিকে যুদ্ধের ধ্বংস-লীলার নিমিত্ত বিপুল আয়োজন। অবশ্য যাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া বাহ্যিক ব্যাপারে মত্ততানিবন্ধন ধর্ম্মের প্রচারকের বেশে কলহ সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত, তাহারা বস্তুতঃ ‘ধর্ম্মোন্মত্ত’ নহে, অধর্ম্মোন্মত্ত। তাহারা সমাজের অহিত ব্যতীত হিতসাধন করিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তিকে ধর্ম্মের প্রচারক মনে করিয়া “চুণ খেয়ে মুখ পুড়েছে, দধি দেখলে ভয় পায়”-ন্যায়ে শান্তির আগার নিত্য সনাতন ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের পরিচয় কি?

আত্মদর্শন বা জীবের স্বরূপোপলব্ধি

(শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ মিত্র)

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

যে কাল পর্য্যন্ত মানবের সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহার নিত্যমঙ্গলের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। নিত্য-মঙ্গলের একমাত্র মূলীভূত কারণ হ’চ্ছে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা দ্বারা নিত্যকালের জন্য আশ্রয়গ্রহণ। যেহেতু পরমকারুণিক শ্রীগুরুদেবের চেতনবাণী মানবের সেবোন্মুখ কর্ণকুহরে বিশিষ্টভাবে প্রবিষ্ট হইলে সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হইয়া তাহার নিত্য বৃত্তি কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য উৎসুক হয় এবং ক্রমে ক্রমে নিষ্কপটে নিরপরাধে এবং সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবাফলে চেতনের বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট দেখা যায়। তখনই মানবের কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ-সেবা ভিন্ন আর যে কোন কর্ত্তব্য নাই তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। মানবের বহির্ম্মুখ দৃষ্টি প্রবল থাকাকালে তাহার যেরূপ নিজ দেহের এবং দেহসম্বন্ধীয় বস্তুর প্রতি প্রীতি উৎপাদনের জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রচেষ্টা দেখা যায়, আবার অন্তর্ম্মুখ দৃষ্টিতে অর্থাৎ চেতনের বৃত্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়। সেই সময় হইতে জীবের স্বরূপের বৃত্তি যে নিত্য কৃষ্ণদাস্য তদ্বিষয়ে জ্ঞান মানবের হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে স্ফুরিত হয় এবং আত্মদর্শন অর্থাৎ নিজের স্বরূপ জ্ঞানের উদয়ে জীব শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীনবদ্বীপাভিন্ন অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রত্নবেদীর উপরে রত্নসিংহাসনে সখিগণপরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবানন্দে প্রমত্ত হয়।

অতএব ধীর এবং সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শ্রৌতপন্থায় অনুক্ষণ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণে, ধ্যানে, ধারণায়, এবং অনুকীর্ত্তনে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতিবাহিত করাই স্বরূপোপলব্ধির বা পরম শ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজ আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষদন্তচিকিৎসা শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথ্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাণাঘাটের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (রং) রয়েল বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিবর-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয়সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সহিত ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনযোগ্য গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত দেওয়া হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ ভিক্ষা টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈব ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বয় জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ও গল্পের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নূতন সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

প্রকাশ যুক্তরাষ্ট্র পুলিসের সহিত সৈনিকগণের ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছে। সংঘর্ষ ছোটখাট নহে, একরূপ ভীষণ বলাই চলিতে পারে। খুব জোর দাঙ্গা। ওয়াশিংটনের বড় রাস্তা পেনসিলভেনিয়া এভিনিউএর চারিধারে এখন পুলিস মোতায়েন। রাস্তায় রাস্তায় পুলিসের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে, পুলিস গুদামে বুঝি আর একটি পাহারাওয়ালাও নাই।

ক্রুদ্ধ সৈনিকগণ পুলিসের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিয়াছে। পুলিসও লাঠি বৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। দুপুরের অবস্থা খুব সঙ্গীন হইয়াছিল।

যখন আর পুলিসে চলে নাই তখন 'বোনাস সৈন্যের' উৎপাত দমনের জন্য সরকারী সৈন্য প্রেরণ করা হইল। ব্যাপার বীভৎস হইয়া উঠিল। সৈন্য সাহায্য ছাড়া তখন অন্য কোন উপায় নাই। ইহা অপরাহ্নের কথা। 'বোনাস বাহিনী' যখন একেবারে অদম্য হইয়া উঠিল, দিক্‌বিদিক্‌ না চাহিয়া পুলিসের বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু হইয়া দণ্ডায়মান হইল তখন পুলিস সৈন্য চাহিতে বাধ্য হইল।

সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে। পুলিসের আর তত ভাবনা নাই। অশ্বারোহীদল পোটোম্যাক নদী পার হইয়া হোয়াইট হাউসের দিকে অগ্রসর হইল। অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যুক্তরাষ্ট্র পুলিস 'বোনাস বাহিনী'র সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছে।

য়ুরোপীয়ের আত্মহত্যা

কোচিন হইতে প্রকাশ, বৃটিশ কোচিনের অধিবাসী মিঃ এইচ. ডি. কারসন গত ২৮শে জুলাই সন্ধ্যায় নিজেকে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সে একজন য়ুরোপীয়। মরিবার পূর্ব্বে সে তাহার নিজের সম্পত্তি কিরূপ ভাবে ভাগ করা হইবে সে বিষয়ে তাহার মাতাকে এক পত্র লিখিয়া গিয়াছে। শব ব্যবচ্ছেদাগারে তাহার মৃতদেহের পরীক্ষা হইতেছে।

পাটনায় দোকান লুঠ

পাটনা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি পাটনার এসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজ রায় সাহেব ভুবনেশ্বর পাণ্ডে শেষ সিদ্ধান্তের জন্য একটা মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন। এই মামলায় দ্বারকানাথ সিং প্রমুখ কয়েকজন লোক দোকান লুঠ ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইতে না পারিয়াই তিনি শেষ মীমাংসার জন্য ইহা হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন। ভাক সিং এই মামলার অন্যতম আসামী ছিল। সে যে নির্দ্দোষ, সেই সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ না থাকায় তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

ব্যাপারের কথা—গত ১৩ই এপ্রিল পাটনার নেহারা দিঘা গ্রামে হৃদয়ের দোকানে কয়েকজন লোক ইটপাটকেল ছোড়ে। তারপর হৃদয় ব্যাপার কি জানিবার জন্য দোকান হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হন। তারপরই সে আসামী দ্বারকাকে এক জায়গায় দাঁড়ান অবস্থায় দেখিতে পায়। হৃদয় তখন তাহাকে ইটপাটকেল নিক্ষেপের কথা জিজ্ঞাসা করে, ফলে সে তাহাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে। তারপর উভয়ের মধ্যেই ভীষণভাবে বচসা হয়। এই সময় অন্যান্য গ্রামবাসীরা অকুস্থলে হাজির হইয়া উভয়ের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া দেয়। পরের দিন সকাল বেলা হৃদয় এই খবর পাইয়া ছুটিতে আসে যে, আসামীরা তাহার দোকান লুঠ করিতেছে। তারপর ১৯ প্রমুখ কয়েকজন লোক তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয়। আসামীরা চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে লাঠির আঘাত করে যে, সে সেই আঘাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বস্তী জিলায় ডাকাতদের অত্যাচার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, বস্তী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে পঁচিশজন ডাকাত রাত্রিকালে বস্তী জিলার বিশিষ্ট জমিদার শ্রীযুত দীক্ষে সিংএর বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে, তাঁহার ভৃত্যকে ছোরার আঘাত করে এবং বন্দুক প্রভৃতি বহু দ্রব্য লইয়া পলাইয়া।

দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা

সিমলা হইতে প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত সরকারের এজেন্টের সেক্রেটারী মিঃ ই, বেআরিং গত ২৯শে জুলাই বোম্বায়ে পৌঁছিতেছেন। স্যার কুর্ম্ম রেড্ডি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি অস্থায়ীভাবে এজেন্টের কাজ করিয়াছিলেন

সরকার যাহাতে সেখানকার অবস্থা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে অবগত হইতে পারেন, সে জন্য তাঁহাকে ভারত সরকার সিমলায় আসিতে বলিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তাবিত সম্বন্ধে সম্প্রতি যে আইন হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস এক কার্য্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ নূতন এজেন্ট কনওয়ার মহারাজ সিংএর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত সভা মুলতুবী রাখিয়াছেন।

বে-আইনী রৌপ্য চালানে মৃত্যু

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, নাগাপটনম্‌ একজন কাওয়ালা ফ্রান্স হইতে বে-আইনী ভাবে সাত তাল রৌপ্য নাগোরে লইয়া আসিতেছিল। সেই রৌপ্য লইয়া যখন একটী নদী বাহিয়া আসিতেছিল, সেই সময় শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাহা দেখিতে পায়। কর্ম্মচারীদিগের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য সে যেদিকে যাইতেছিল তাহার বিপরীত দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে। এইরূপ করিবার সময় সে গভীর জলে পড়িয়া রৌপ্য সমেত ডুবিয়া যায়। পরে এই ব্যক্তির শবদেহ উদ্ধার করা হইলে দেখা যায় যে, তখনও শবদেহের সহিত সেই রৌপ্য ছিল।

ডাকাতি মামলায় মুক্তি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, বৈদ্যনাথ কেওরা আরামবাগ, পুরশুড়ায় গত ৮ই ডিসেম্বর শ্রীযুত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে ডাকাতি করিবার অভিযোগে দায়রা সোপর্দ্দ হয়। জুরী সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সরকারী দায়রা জজ তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন।

সম্পাদকের কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ইনসাফ গুজরাটী ভাষার একখানি সাপ্তাহিক কাগজ। এই কাগজের সম্পাদক মুন্সী ফতেখান আমেদখান চিফ (প্রেসিডেন্সী) ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি সোরিফ দেবকী কাপ্তির মানহানি করিয়াছেন। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার প্রতি একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ শত টাকা জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহার পক্ষ হইতে হাইকোর্টে এই মর্ম্মে এক আবেদন করা হইয়াছিল। তিনি এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিবেন, সুতরাং তাঁহাকে জামীনে অব্যাহতি প্রদান করা হউক। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাষ্টার মিঃ নানাবাতি তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন।

রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ভারত সচিব ও রাজপ্রতিনিধি সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহার এবং অর্ডিনান্সগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় বিরুদ্ধে পক্ষের সদস্যগণ যে প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছিলেন, মাদ্রাজের গভর্ণর তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। প্রকাশ, ব্যবস্থাপক সভার আইনের ২২ (১) ধারা অনুসারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতি না করিয়া ইহা উত্থাপিত হইতে পারে না; উপরন্তু উহা এমন একটি বিষয়ের সহিত জড়িত যাহার সহিত মূলতঃ স্থানীয় সরকারের কোন সংস্রব নাই।

দারিদ্র্য-জ্বালায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

হুগলী হইতে প্রকাশ, হুগলী জিলার সদর মহকুমার অধীন মেড়িয়া গ্রামের কালিদাস সেন গত ২৪শে জুলাই রবিবার গোয়ালে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অর্থকষ্টই এই শোচনীয় ঘটনার কারণ। এই ঘটনার পূর্ব্বে কালিদাস সপরিবারে ৬ই একদিন অনাহারে ছিল। সংবাদ পাইয়া পুলিস তদন্তে আসে। তাহারা ইহা আত্মহত্যা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে।

প্রচারকার্য্যে মিঃ গজনভী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, নিখিল ভারত মুসলমান সম্মিলনের এক বিশেষ সভায় বক্তৃতাকালে গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য মিঃ এ. এইচ. গজনভী বলেন যে, প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কে মুসলমানদের নিকট শিখগণ অন্যায় সুবিধা চাহিতেছেন। তাঁহার মতে শিখগণ যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই, মুসলমানগণ তাহাই করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, সংখ্যায় অধিক সম্প্রদায়কে সংখ্যায় বা সংখ্যায় সমান করা হইবে না। মুসলমানরা এই নীতি অনুসরণ করিতেছেন। তিনি মুসলমানদের একযোগে সাধারণ স্বার্থের জন্য চেষ্টা করিতে এবং সংখ্যাল্প দলের চুক্তি পালন করিতে বলেন।

টেলি— "শ্রীধাম" / "নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র দৈনিকপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৯, ৩রা আগষ্ট ১৯৩২

বিহারে ভীষণ ডাকাতি

কনষ্টবলের ডাকাত দল

আসামীর প্রাণদণ্ড

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ

ঢাকায় বিধবা বিবাহ

মৃতদেহে জীবন সঞ্চার

অনাহারে হিন্দু বিধবা

বরিশালে গভর্ণর

পথিকের শোচনায় মৃত্যু

বাল্যবিবাহ-বিরোধ আইন

পার্লামেণ্টে ভারত কথা

নানা কথা

বিহারে ভীষণ ডাকাতি

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা ও গয়া জেলার নানাস্থান হইতে বহু দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ আসিতেছে। একটী সংবাদে প্রকাশ যে, ফিলা থানার এলাকাস্থিত ছোট পৈথান গ্রামে একদল ডাকাত ডাঃ মুন্নুরে গৃহে হানা দেয় এবং গৃহস্বামীকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া ৭,০০০. টাকার জিনিষপত্রাদি লইয়া প্রস্থান করে।

ফতোয়া থানার হরিদাস বিঘাগ্রামে বাবু নামক এক ব্যক্তির গৃহে আর একটি ডাকাতির উপক্রম হইয়াছিল গ্রামবাসীগণ দূর হইতে ডাকাতদলকে দেখিতে পায় এবং তাহাদের লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে আলো ফেলে। ডাকাতগণ উহাতে ভয় পাইয়া চম্পট দেয়।

আসামীর প্রাণদণ্ড

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, পেশোয়ারের সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন কোল্ড-ষ্ট্রীমকে হত্যা করার জন্য আবদুল রসিদের প্রতি যে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে তাহা আগামী ৯ই আগষ্ট এবটাবাদের জুডিসিয়াল কমিশনারের কোর্টে ফুল বেঞ্চে সমর্থনের জন্য উপস্থাপিত করা হইবে।

ঢাকায় বিধবা বিবাহ

ঢাকা জিলা হিন্দু সভার উদ্যোগে বিগত ২৫শে ও ২৯শে জুলাই দুইটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

২৫শে জুলাই তারিখে জিলা ঢাকার অন্তর্গত লতাপাদী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীচন্দ্র ঘোষ যাদব মহাশয়ের বিংশতি বর্ষীয়া বিধবা কন্যার সহিত উক্ত জিলার অন্তর্গত বাঘৈর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ঘোষ যাদব মহাশয়ের শুভ বিবাহ তাহার বাঘৈর বাসভবনে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ বাসরে ঢাকা হিন্দু-সভার কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ দেব মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই বিবাহে পৌরহিত্য করেন। রসিকবাবুর স্বজাতীয় ও গ্রামস্থ অন্যান্য বহু ভদ্রলোক বিবাহে যোগদান করেন।

২৯শে জুলাই ঢাকা জিলার অন্তর্গত মঠবাড়ী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস মহাশয়ের বিংশতিবর্ষীয়া বিধবা কন্যার সহিত উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত জয়দয়াল দাস মহাশয়ের শুভপরিণয় ঢাকা হিন্দুসভা প্রাঙ্গণে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহে বহু ভদ্রলোক বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও যোগদান করিয়াছিলেন।

অনাহারে হিন্দু বিধবা

লাহোর হইতে প্রকাশ, কাংরা জেলার অন্তর্গত নাদোন গ্রাম হইতে এক ভগ্নহৃদয় রমণীর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে ১৮ বৎসর বয়স্কা এক হিন্দু বালিকার পতিবিয়োগ হয়। বালিকাটি ইহাতে এরূপ শোকাভিভূত হইয়া পড়ে যে, সে আর প্রাণ ধারণ করিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করে। বালিকা সমস্ত ভুলিয়া বৃক্ষ ছায়াহীন এক প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকৃতির নিপীড়ন সহ্য করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন আরম্ভ করে। বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও বালিকাটী উহা পরিহার করিতেছে না—অত্যধিক গরমে মশকের দংশনে ও অন্যান্য কারণে তাহার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইতোমধ্যেই ফুলিয়া গিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হরকামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীসুন্দরানন্দ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসত্যকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীগন্দৰ্পিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম, এল, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবেন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীভক্তিদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ালনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলাকা প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

মঙ্কেশ্বর পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীহেমপ্রানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাগরদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী,

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনেশ্বর কুণ্ড, ভিকুপা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামচাঁদ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দ-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ২৬ ফুটমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নদ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) বাসুগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, ঢাকা, [illegible]

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ { ১৭ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ৩রা আগষ্ট ইং ১৯৩২ বুধবার ১২৮৬ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৯শে জুলাই শুক্রবার শ্রীএকাদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্য-মন্দিরে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভুর বক্তৃতার পর ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শিক্ষার উদ্দেশ্য, বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার কুফল প্রভৃতি নানা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া অতি সহজ ও সরল ভাষায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। ভক্তিকুসুম প্রভুর এই উপদেশপূর্ণ বাণী সকলেই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন।

বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া আরতি কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। আরত্রিক সমাপনান্তে পুনরায় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করার পর যথাবিধি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

(ডাকযোগে প্রাপ্ত)

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের কটকা-বস্থিতিকালে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ সহরের শিক্ষিত গণ্যমান্য বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন এবং শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের আকর হইতে সর্ব্বোত্তমা কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, সার্ব্বজনীনত্ব প্রতি জীবাত্মার একমাত্র কৃত্যের কথা অবগত হইয়াছেন।

গত ৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই, রবিবার শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে সাধারণ মহামহোৎসবের দিনে সন্ধ্যা ৭-৩০ হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষা—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।

কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-

র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

—শ্লোকের গুহ্যাতিগুহ্য অর্থ বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রবল বর্ষার মধ্যেও সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীগৌরনিজ-জনের শ্রীমুখে গৌরচরিত কথা শ্রবণোৎসুক হইয়া শ্রীমঠের সুবৃহৎ সুসজ্জিত মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে সব্‌জজ্‌, লালা ব্রজেন্দ্র প্রসাদ, ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত রাধা মোহন পট্টনায়ক, ডেপুটী ডিরেক্টর অব্‌ সিভিল ভেটারিনারী ডিপার্ট-মেণ্ট, শ্রীযুক্ত নীলমণি চাটার্জ্জী, ক্যাপ্টেন এ, পি, সিংহ, প্রফেসর সুরেশচন্দ্র নন্দন, প্রফেসর নির্ম্মলচন্দ্র বানার্জ্জী, এডভোকেট শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সেনগুপ্ত এডভোকেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, এডভোকেট শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়, ডিষ্ট্রিক্ট সব রেজেষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দেব, পোষ্টাল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি এ প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল মাত্র।

সর্ব্বাকর্ষক হরিকেও আকর্ষণকারী হরিজনের হরিকথা-কীর্ত্তনের আকর্ষণী শক্তি সেদিন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। সুবৃহৎ মণ্ডপ পূর্ণ হইয়া গেলে অনেকেই বাহিরে ছত্রের নিম্নে দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতান্তে তাঁহার আদেশানুসারে অন্ধ্র দেশবাসী মিঃ ওয়াই, জগন্নাথম্ পণ্টালু গাড়ু বি-এ, সাবরেজিষ্ট্রার ইংরেজী ভাষায় প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিয়া শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করেন।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয়ের সুললিত গৌরবিহিত কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয় এবং সকলেই বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

বজবজে প্রচার

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্য-তম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মীপ্রবর শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ বিগত ২৭শে জুলাই বজবজ নামক স্থানে শুভ বিজয় করিয়া ধারাবাহিক ভাবে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া-ছেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনের ফলে বহু সুকৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের অমল প্রেমধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় করিয়া গুরুভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল

গৌরাব্দ ৪৪২-৪৪৬, শ্রীগৌরজন্মবাসরে শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠে গৃহীত

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ
২। শ্রীনন্দকিশোর দাস অধিকারী
৩। শ্রীকমলকৃষ্ণদাস অধিকারী
৪। শ্রীনরোত্তম দাস অধিকারী
৫। শ্রীজয়গোবিন্দ দাস অধিকারী
৬। শ্রীকানাইলাল দাস অধিকারী
৭। শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী
৮। শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী
৯। শ্রীহরিপ্রপন্ন দাস অধিকারী
১০। শ্রীশুভানন্দ দাস অধিকারী
১১। শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
১২। শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী
১৩। শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী
১৪। শ্রীজয়ানন্দ দাস অধিকারী
১৫। শ্রীপুলিনবিহারী দাস অধিকারী
১৬। শ্রীসত্যব্রত দাস অধিকারী
১৭। শ্রীরমানাথ দাস অধিকারী
১৮। শ্রীকমলসুন্দর দাস অধিকারী
১৯। শ্রীউরুক্রম দাস অধিকারী
২০। শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী
২১। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস অধিকারী
২২। শ্রীমোহিনীমোহন দাস অধিকারী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পথিকের শোচনীয় মৃত্যু

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, পালিয়ানপল নিবাসী জনৈক মুসলমান গত ৩০শে জুলাই শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ রাস্তার পার্শ্বে একটী গরু বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। পরে গরুটির বাঁধন খুলিয়া যায়। ঐ মুসলমান যখন রাস্তা অতিক্রম করিতেছিল, তখন গরুটি তাহাকে গুঁতায়, ফলে তখনই তাহার মৃত্যু ঘটে। শব ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

পার্লামেণ্টে ভারত কথা

গত ৪ঠা জুলাই সোমবার বিলাতে পার্লামেণ্ট কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রীর পুত্র মিঃ পিটার ম্যাকডোনাল্ডের প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের জন্য যে পার্লামেণ্টের মিলিত কমিটি গঠিত হইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তবে, তাহার জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় মাল-মশলা দরকার, সেগুলি যত শীঘ্র তৈয়ারী হইবে, কমিটিও তত শীঘ্রই গঠিত হইবে।

রাজবন্দীদের ভাতা সম্বন্ধে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। স্যার স্যামুয়েল হোর উত্তর দেন যে, তিনি তালিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু উহা এখনও পান নাই। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত সম্পর্কে এপর্য্যন্ত ৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

মৃতদেহে জীবন সঞ্চার

হায়দ্রাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—সাপুড়িয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক গল্পই শুনা যায়, কিন্তু সেগুলি বিশ্বাস হয় খুব কম লোকের। সেদিন লর্ড বাজারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। একজন সাপুড়িয়া সাপের খেলা দেখাইতে লর্ড বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যখন তাহার বাঁশী বাজাইয়া লোক জড় করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন এক ফাঁকে একটা বিষাক্ত সাপ বাহির হইয়া একটী ছেলেকে কামড়ায়! ছেলেটী দুই এক মিনিটের মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। চারিদিকে তখন হৈ চৈ পড়িয়া গেল, কিন্তু সাপুড়িয়ার কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। সে নিশ্চিন্ত মনে তাহার পুটুলির ভিতর হইতে একখণ্ড শুকনা শিকড় বাহির করিয়া তাহার নেউলটীকে খাওয়াইল। আশ্চর্য্য এই যে, নেউলটি তৎক্ষণাৎ ছেলেটির বন্ধ দাঁতের ভিতর সেই শিকড়ের গুঁড়া প্রবেশ করাইয়া দিল। শিকড়ের কতকটা মুখে যাইতেই বালকটি চোখ মেলিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সাপুড়িয়ার এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া স্থানীয় লোক আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে।

বরিশালে গবর্ণর

বরিশাল হইতে প্রকাশ, ২১শে জুলাই তারিখে গবর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন—খাঁ বাহাদুর মৌলবী হেমায়েৎ উদ্দিন আমেদ হাজি চৌধুরী মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ এম, এল, এ, রায় বাহাদুর বিহারী দাসগুপ্ত বাহাদুর, রায় গণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বাহাদুর, রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর, শ্যামাচরণ শিমলাই বাহাদুর রায় নিবারণ দাশগুপ্ত বাহাদুর ওয়াহাব খাঁ, বাবু শরৎ কুমার বল এম্, এল, সি; মৌলবী মহম্মদ হোসেন, এম; এল, সি; বাবু চন্দ্রভূষণ সেন ও মৌলবী সৈয়দ ফজলি বারি।

বহুমূত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

যাঁহারা বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগগুলি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারিবেন।

১। একটী পাকা কাঁচাকলা আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ॥০ তোলা, চিনি ॥০ তোলা ও দুধ /১০ পোয়া এই সমুদায় একত্র করিয়া দিবসে দুইবার সেবন করিলে বহুমূত্র রোগের উপশম হয়।

২। পাকা কলা, ভুঁই কুমড়া, শতমূলী প্রত্যেকটী ৵০ আনা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে মূত্রাধিক্য নিবারণ হয়।

৩। প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকী রস ১ তোলা সেবন করিলে বহুমূত্র কমিয়া যায়।

৪। মরিচ /০ আনা, বাসক পাতার রস ১ তোলা একত্র মিশাইয়া পান করিলে বহুমূত্রে বিশেষ উপকার করে।

৫। মাষকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ, ভুঁই কুমড়া চূর্ণ, চিনি ও মধু প্রতি দ্রব্য ৵০ আনা পরিমাণে লইয়া দুধের সহিত সেবন করিলে স্ত্রীলোকের অতি দুঃসাধ্য বহুমূত্র (সোমরস) নষ্ট হয়।

এই মুষ্টিযোগগুলি আমাদের বিশেষভাবে পরীক্ষিত। সাধারণে যদি এইগুলি ব্যবহার করেন তাহা হইলে অনেকটা রক্ষা পাইতে পারেন।

কনষ্টেবলের ডাকাত দল

দিল্লীর ১৫ জুলাইর সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্ভুতজন চুরিতে সংসৃষ্ট বলিয়া মাক্ষনন নামে এক ব্যক্তি সি-আই-ডি পুলিশে ধৃত হয় এবং বহু চোরাইমাল বাহির হইয়া থাকে। পুলিস কনষ্টেবল কুন্দন সিংএর গঠিত দলের অদ্ভুতজন ডাকাতি সংস্রবে ভূতপূর্ব্ব কনষ্টেবল দলিল সিং এক স্বীকারোক্তি করিলে, তাহার গ্রামাবাড়ীর জ্বালানী কাঠের ভিতর হইতে একটা রিভলভার বাহির হয়। উহা নয় ডাকাতিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। পুলিশ কনষ্টেবল সরাকুদ্দীনের গৃহে খানাতল্লাশ করিয়া বহু পুলিশ-ইউনিফরম পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে পুলিশমহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন

মহীশূরের ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতে সর্দ্দা আইনের মত বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন পেশ হয়। উহা সামান্য কএকটি ভোটের আধিক্যে পাশ হইয়া যায়। ঐ আইন মহারাজার সম্মতির জন্য যখন অপেক্ষা করিতেছিল, তখন রাষ্ট্রপতিরা উহাতে সম্মতি দান করেন নাই। কাজেই আইনটি বাতিল হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ

নিউইয়র্কে নবনির্ম্মিত 'এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং' পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ প্রাসাদ। উহার উচ্চতা ১২৫২ ফুট অর্থাৎ কলিকাতার অক্টরলোনী মনুমেণ্টের উচ্চতার সাত গুণেরও অধিক। ইহাতে ৮৫টী তালা এবং ১৪ তালাবিশিষ্ট একটি চূড়া আছে। ইতঃপূর্ব্বে ক্রাইসলার বিল্ডিংই নিউইয়র্কের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা ছিল। উহার উচ্চতা ১০৪৬ ফুট।

প্রসূতির প্রতি উপদেশ

১। প্রত্যেক কচি ছেলের মাতার সুস্থ ও শান্তভাবে জীবন যাপন করা উচিত। যাহাতে তাহার শিশু ভাল থাকে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। স্তনপান করানই মাতার প্রধান কর্ত্তব্য এবং সেই কারণে তাঁহার রাগ বা অসন্তোষের কারণ নাই। প্রায় প্রত্যেক মাতাই তাঁহার শিশুর লালনপালন জানেন।

২। ঘড়ি ধরিয়া নিয়মমত শিশুকে খাওয়াইবে। খুব ছোট ছেলেদের ৩ ঘণ্টা ও তাহার চেয়ে একটু বড় হইলে ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

৩। প্রসবের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত একটু ধৈর্য্য ধরিয়া স্তন্যপান করাইবে এবং বেশী দুধ আসিতেছে না বলিয়া উতলা হইবে না; ৪।৫ দিন পরে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইবে। ছয় সপ্তাহ ভাল করিয়া স্তনপান করাইলে ১০ মাস পর্য্যন্ত স্তনে দুগ্ধ থাকে।

৪। শিশু কাঁদিলেই স্তনপান করাইবে না, তাহা হইলে সে আবদারে হইয়া দাঁড়াইবে। স্তন না দিলে চুপ করিবে না।

বড়লাটের মহৎবাক্য

গত ২৯শে জুন দার্জ্জিলিংএ আঞ্জুমান ইত্তেহাদীয়া বাঙ্গালার গভর্ণর মহোদয়কে এক মানপত্র প্রদান করে। উহাতে তাহারা রাজানুরক্তি এবং স্ব-সমাজের বহুবিধ রাজানুগত্যের কথা প্রকাশ করিয়া কয়েকটি বিশেষ দাবীর উল্লেখ করে। উত্তরে গভর্ণর মহোদয় বলেন, "কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় হইতে শিক্ষা, দীক্ষা, অর্থ প্রতিপত্তি বা সংখ্যায় ন্যূন বলিয়াই যে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া রক্ষা করিবেন, এখন সেদিন আর নাই। সর্ব্বপ্রকার সংরক্ষণ সত্ত্বেও গণতন্ত্রেরই আজকাল জয় হইবে এবং যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সেই টিকিয়া থাকিবে।"

দিনাজপুরে খানাতল্লাস

পঞ্চীতলা হইতে প্রকাশ, পুলিস গত ২৭শে জুলাই প্রত্যুষে একই সময়ে চাঁদপুরের শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ দাস, নাজিপুরের শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ঘোষ ও পুইয়ার শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাটীতে হানা দেয়। পুলিস তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করিয়াও কোথাও অপরাধজনক কিছু পায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

শোভাযাত্রীদের কারাদণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, ২ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য ৬ মাস হিসাবে কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আরামবাগে পিকেটিংএ দণ্ড

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শ্রীযুত চিন্তাহরণ দত্ত ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীযুত দত্ত পিকেটিং করার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (২) ধারাতেও শ্রীযুত দত্ত ঐরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উভয় দণ্ড এক সঙ্গে ভোগ হইবে।

টেলি- "শ্রীধাম" "নবদ্বীপ"

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩২

কাঁকুড়গাছিতে ডাকাতি
নকল সাব-ডেপুটী কালেক্টর
গুলীর আঘাতে মৃত্যু
ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা
টিটিলিতে ২টি নরহত্যা
করাচী ষড়যন্ত্র মামলা
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর
রেঙ্গুনে অবিশ্রান্ত বারিপাত
ইরাবতী নদীতে নৌকাডুবি
গুজরাণ ওয়ালায় বিস্ফোরণ
নরহত্যাকারীর ফাঁসী

নানা কথা

কাঁকুড়গাছিতে ডাকাতি

গত ১৩ই মে রাত্রিতে কাঁকুড়গাছিতে শ্রীযুত নফরচন্দ্র মিত্রের বাটীতে ডাকাতি করিবার অভিযোগে সূর্য্য দেওয়ান ও অপর ৭ জন লোক ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৫ ধারা অনুসারে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবারে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

প্রকাশ, দস্যুগণ গৃহস্বামীকে একগাছি দড়ি দ্বারা বন্ধন করিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ৯ শত টাকা লইয়া পলায়ন করে।

গুলীর আঘাতে মৃত্যু

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে প্রকাশ, একজন ভারতীয় যখন গোরাব্যারিকের মধ্যে কাজ করিতেছিল, সেই সময় সে ২ জন বৃটিশ সৈনিকের গুলীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ, তাহার উরুদেশে পিস্তলের ৩টি গুলী লাগে; তাহার ফলে অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণের ফলে সে মারা গিয়াছে। সৈনিকদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

টিটিলিতে ২টি নরহত্যা

টিটিলিতে হবিব মেহের আলি লেনে হাবিব ও মালেককে লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া নিহত করিবার অভিযোগে আবদুল সোভান ও অপর ৩ জন লোক শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে।

আসামী আবদুল সোভানকে জামিনে মুক্তিদানের প্রার্থনা করিয়া গত সোমবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানি আবেদন পত্র দাখিল করা হয়। আসামী পক্ষ হইতে জানান হয় যে, মৃত ব্যক্তিদিগকে প্রহার করিবার জন্য উক্ত আসামী অপর আসামীদিগকে আদেশ দিয়াছিল। অতএব ঐ আসামীর বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ চলিতে পারে না। আবদুল সোভানকে ২ শত ৫০ টাকা হিসাবে ২টী জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

হাসান, আমজাদার রহমান ও অপর তিনজন এক ব্যক্তিকে হত্যা করার সম্পর্কে অভিযুক্ত হয়। জুরীর সহিত একমত হইয়া বরিশালের দায়রা জজ হাসান ও আমজাদারকে মৃত্যুদণ্ডে এবং অপর তিনজনকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহারা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। মিঃ জাষ্টিস কষ্টেলো, মিঃ জাষ্টিস জ্যাক ও মিঃ জাষ্টিস এম, সি, ঘোষ আমজাদার রহমানকে মুক্ত দেন, কিন্তু অপর সকলের দণ্ডের কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

বিবরণে প্রকাশ, তাহারা গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিত্রবাবুদের নায়েব কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীকে হত্যা করে। কালীপ্রসন্নবাবু হুগলী নদীতে এক নৌকায় বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন।

মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, জে, সি, সিংহ ও হামিদুল হক আসামী পক্ষে এবং শ্রীযুত খোন্দকার ও অনিলচন্দ্র রায়চৌধুরী সরকারী পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসুন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

যাঁ চন্দ্র অণ্ডপ্রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বর্ষামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৫১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীবনস্থিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবচবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, সি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অক্রূর।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল, ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) রাজগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ১৮ই শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৯ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৪ঠা আগষ্ট ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১২৯তম সংখ্যা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-মায়াপুরে

পতিতপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগ-পীঠে শ্রীঅনাদিচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিগত ২৮শে জুলাই ১২ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পরিচয়-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনমুখে ব্রহ্মচারীজী বলেন, ইনি তদানীন্তন নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিদ্যা-নগর (বর্ত্তমানে বর্দ্ধমানের অধীন) নিবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র; ইহার নাম শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং ইহাদের উপাধি ভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময় প্রকট হইয়া শ্রীহরিনাম-প্রেম-প্রচারণ লীলা করিতেছিলেন, সেই সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় অত বড় বেদান্তের পাণ্ডিত ভারতে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না। সেই সময়ে ইনি পুরীধামে অবস্থান পূর্ব্বক বহু শিষ্য লইয়া বেদান্তশাস্ত্র পঠন পাঠন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগ-ন্নাথের প্রথম সাক্ষাৎকার সময়ে মহাপ্রেমে বিভোর হইয়া শ্রীমন্দিরে পতিত হইলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে অচেতন অবস্থাতেই তথা হইতে নিজ শিষ্যগণদ্বারা নিজ গৃহে লইয়া যান, পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু—মহাপ্রভুর এই চারিজন সঙ্গী আসিয়া সন্ধানে ভট্টাচার্য্য গৃহে গমন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হন। তৎপরে ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহা-দের সকলেরই পরিচয় হইল। মহাপ্রভুকে নদীয়া শ্রীধাম-মায়াপুরনিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের তনয় জানিয়া ভট্টাচার্য্য বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহা-প্রভুকে মানব-জ্ঞানে বিচার করিলেন যে, ইনি এত অল্প বয়সে যৌবনাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। এ অবস্থায় ইঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা কষ্টকর। অতএব আমি ইঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইব। ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর তত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন। তিনি ভট্টা-চার্য্যের ঐপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইবার জন্য বহু প্রকার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু মায়াবাদদোষদুষ্ট তর্কনিষ্ঠ-হৃদয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথাচার্য্যের কথা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই।

একদা মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলে, সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে শিষ্যস্থানে উপবেশন করাইয়া বেদান্ত শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাত দিবসকাল নীরব হইয়া বেদান্ত শ্রবণ করিলেন, পরে যখন ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে নীরব থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মহাপ্রভু বলিলেন, আমি আপনার কল্পিত মায়াবাদ-যুক্ত ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না, ব্যাসদেবকৃত প্রকৃত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া আপনি শঙ্করাচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইহা সঙ্গত নহে।

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥

নৈমিষারণ্যে

গত ২৭শে জুলাই বুধবার প্রাতঃ ৯টার সময় কলিকাতা শ্যামবাজারের ১৭ বি নং মোহনবাগান লেনস্থ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষাল মহাশয় সপুত্র ও সপরিবারে শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে আগমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহযুগলের অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

ঘোষাল মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি পথিমধ্যে বালমৌ জংসনে অবতরণ করিলে নিমসারের পাণ্ডা কর্ত্তৃক বিশেষভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। অবশেষে কলি-কাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর পত্র দেখাইয়া কোন প্রকারে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমঠস্থ শ্রীবিগ্রহের সেবার এবং যাত্রীর প্রতি সুবন্দোবস্তের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্থানীয় শ্রীকানাই পাণ্ডার সঙ্গে তীর্থের বিশেষ দর্শনীয় স্থান—শ্রীচক্রতীর্থ, সূতগাদি, ব্যাসগাদি প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন এবং বেলা ৩টার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন। স্বামীজী মহা-রাজ ঘোষাল মহাশয়কে বলেন,—

"শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাদিগকে বিশেষ-ভাবে জানাইয়াছেন যে কলিকালে, ব্রত, যজ্ঞ, যম, নিয়ম, অনাহার, রেচক, পূরক, কুম্ভক ইত্যাদি যোগপন্থা ও কৃচ্ছ্র সাধনাদি দ্বারা শ্রেয়ঃ সাধন একপ্রকার অসম্ভব; তাই তিনি কলিকালে জীব উদ্ধারের একমাত্র পন্থা শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন। ভাগবত (১২।৩।৫২) বলেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং
ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং
কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ আর দ্বাপর যুগে অর্চ্চনায় যাহা লাভ হয়, কলি-যুগে একমাত্র শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। এই কলিকালে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ভিন্ন জীবের আর অন্য কোন গতি নাই। এই দারুণ ভবরোগের সদ্বৈদ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীহরিনাম মহৌষধ এবং শ্রীমহাপ্রসাদ পথ্য এই দুইটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঘোষাল মহাশয় অমল প্রমাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশনস্থলী শ্রীনৈমিষা-রণ্যে স্বামিজীর শ্রীমুখে "শ্রেয়ং সদা পরি-ভবঘ্নম্", "ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীম্" শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।৫।৩৩-৩৪) প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিতচরণ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের অনর্পিতচর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার বিষয় অবগত হইয়া পরমানন্দিত হন।

জনম জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ই শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

ওঁ

অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে—বিশেষতঃ সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণাদির সময়ে এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ যোগ উপস্থিত হইলে তীর্থস্নানের আড়ম্বরের কথা বহু প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যাইতেছে।

তীর্থস্নান সম্বন্ধে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির মতাদিবিচার এবং শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত নামপরায়ণ শুদ্ধ ভক্তগণের বিচার এক নহে।

কর্ম্মিগণ কর্ম্মকাণ্ডমতে পাপক্ষালন ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য এবং জ্ঞানী প্রভৃতিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ে বাহ্যস্নানাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহা দেহ ও মনোনিষ্ঠ সাময়িক ব্যাপার মাত্র, আত্মনিষ্ঠ ভক্ত্যনুষ্ঠান নহে। তাই পাপের মূল বিনষ্ট না হওয়ায় হস্তিস্নানের মত হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রাকৃত দর্শন ও প্রাকৃত বিচাররূপ গোবর বুদ্ধি অপনোদিত হয় নাই, তাই তাঁহারা মধুপুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া গণগড্ডলিকা-স্রোতে গা ঢালিয়া দেন।

অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির এই কর্ম্ম প্রবৃত্তি অবশ্যই থাকিবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—"যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগে বিরক্তি না জন্মে অথবা ভক্তিমার্গে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম সকল কৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু যাঁহারা বহু জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে ভক্তিলতার বীজ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন এবং সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা পরিত্যাগ করিয়া অথবা শ্রীচৈতন্যবাণীগঙ্গায় স্নানের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য—"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থ স্নান" শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অনুরাগবিশিষ্ট না হইয়া গণগড্ডলিকার অনুসরণে গ্রহণাদিকালে বাহ্যস্নানের জন্য ধাবিত হওয়া অতীব গর্হিত কার্য্য ও দুর্দ্দৈবের লক্ষণ। এরূপ আচরণকে নিয়মাগ্রহ বলে।

শ্রীরূপ গোস্বামী উপদেশামৃতে ভক্তিবিনাশক ছয়টী দোষের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাগ্রহ একটী। উচ্চাধিকার-প্রাপ্তিসময়ে নিম্নাধিকারগত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ—এই দুই প্রকার নিয়মাগ্রহ উহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পাঁচটী দোষও সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিলতাবীজকে বিনষ্ট করে। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিয়মাগ্রহ দোষকে উপদেশামৃত-ভাষায় পদ্যাকারে বলিয়াছেন। যথা—

"নিয়ম অগ্রহ আর নিয়ম আগ্রহ।
দ্বিপ্রকার দোষ এই ভক্তি-পরিগ্রহ॥
একে স্বাধিকারগত নিয়ম বর্জ্জন।
আরে অন্য অধিকার নিয়মগ্রহণ॥"

দীক্ষাগ্রহণের প্রারম্ভ হইতে সম্পূর্ণ দিব্যজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সবাদা সাধুসঙ্গবলে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি বর্জ্জনের জন্য যত্ন না করিলে এবং ভক্তিলতাবীজ লাভের পর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচনরূপ মালীর কার্য্য না করিলে সাধককে অচিরেই গুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে এবং বীজটীও শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যাইবে।

যাঁহারা হরিভজনের বিঘ্নবিনাশক শ্রীনৃসিংহদেবের সেবকাভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাণ দেহের বিঘ্ন-বিনাশক পঞ্চোপাসকগণের উপাস্য গণপতির দাসাভিমান ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া কর্ম্মপথে ধাবিত হন।

অজাতশ্রদ্ধগণের সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি এবং নবীন জাতশ্রদ্ধগণের ক্ষয়াবশিষ্ট হৃদয়গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন করিতে জগতের কোন প্রকার স্থূল-সূক্ষ্ম অস্ত্রই সমর্থ নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ভিন্ন করিবার একমাত্র দিব্যাস্ত্র শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী।

যাঁহারা তীর্থস্নানাপেক্ষা অনন্ত কোটী গুণ ফল ক্ষণে ক্ষণে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, গ্রন্থিশূন্য হৃদয় হইয়া জীবনকে ধন্যাতিধন্য করিতে ইচ্ছা করেন, জন্মসার্থক করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বাণীগঙ্গায় স্নাত হউন। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগকালে লক্ষ লক্ষ জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য যে মুক্তিদাত্রী শ্রীচৈতন্যবাণী অমৃতধারায় প্রবাহিত হইয়াছিলেন, হে বিশ্বমানব! আসুন, আমরা সকলে সেই অমৃতপ্রবাহের নিম্নলিখিত এক বিন্দু আস্বাদন করি। তাহা হইলে কর্ম্মীর কর্ম্মাগ্রহ ঘুচিয়া শ্রদ্ধার উদয় হইবে, অপক্ক নবীন জাতশ্রদ্ধের নিয়মাগ্রহদোষ বিদূরিত হইবে এবং সকলেই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চরম সোপানে আরোহণপূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবেন, সৎসঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ সিদ্ধতা লাভ করিবে।

তাঃ অরোরার প্রশ্নের উত্তর প্রদান উপলক্ষে এবং সূর্য্যগ্রহণ-কালে ভক্তগণপরিবেষ্টিত হইয়া স্ব-ইচ্ছায় শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল বাণী প্রকটিত করিয়াছিলেন তাহার একটী নিম্নে প্রদত্ত হইল, অবশিষ্টগুলি ক্রমশঃ প্রকাশের বাসনা রহিল।

(১) আমরা বাহ্য স্নান ক্রিয়াকলাপের জন্য জলে আমাদের স্থূলদেহ বিধৌত করিয়া থাকি। যাঁহারা দেহধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মপথে নিযুক্ত তাঁহারা বাহ্য দেহ পবিত্র জলে বিধৌত করিয়া পাপনির্ম্মুক্ত হইতে চাহেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।" "প্রায়শ্চিত্তমথোহপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ।" "প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্। ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥" অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের বা পাপের সমূল বিনাশ হয় না। যেমন হস্তীকে বার বার স্নান করাইয়া দিলেও হস্তী পুনরায় ধূলি-পটলের দ্বারা দেহ ধূসরিত করিয়া থাকে, সেইরূপ স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মিগণ পাপক্ষালনার্থ যে সকল প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে, তাহাতে পাপের বীজ বিধ্বংসিত না হওয়ায় পুনরায় পাপের উদ্গম হইয়া থাকে।

দুর্দ্দৈবের কাহিনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২৮ সংখ্যার পর)

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী জনৈক কুষ্ঠরোগীর প্রতি অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে বৈষ্ণব অপরাধীর ফল এবং তাহার মুক্তির বিষয় অবগত হইতে পারি—

শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে তর্জ্জন বচন॥
ঘুচ ঘুচ মহাপাপী বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময় লোকেতে॥
পরম ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে-দিবস অবশ্য তাহার হয় দুঃখ॥
বৈষ্ণব-নিন্দুক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্টমতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি॥
যে বৈষ্ণবের নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব-চরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণবপূজা হৈতে বড় আর নাই॥
'শেষ', 'রমা', 'অজ', 'ভব' নিজ দেহ হৈতে
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম-জীবন-মরণ॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
যে-বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যাঁর দৃষ্টিমাত্র দশদিকে পাপক্ষয়॥
যে-বৈষ্ণব জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভাল মতে॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাসপণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত॥
এতেকে তোমার কুষ্ঠ জ্বালা কোন কাজ।
মূল শাস্তি পশ্চাৎ আছেন যমরাজ॥
এতেকে আমার দৃশ্য যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥
প্রভু বলে বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন ভারে শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যমযাতনার পাত্র॥
চৌরাশি সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠ-রোগী শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার যদি তেঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥
এই কহিলাম তোর নিস্তার উপায়।
শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়॥

অতএব দেখা যাইতেছে বৈষ্ণব-অপরাধ অপেক্ষা ভীষণ দুর্দ্দৈব আর কিছুই নাই। সুতরাং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই দুর্দ্দৈব যাহাতে কিছুতেই অর্জ্জিত না হয় সেজন্য সকলেরই বিশেষ সতর্কতার সহিত সতত নিষ্কপট প্রীতিযুক্ত হইয়া বৈষ্ণবসেবায় রত থাকা এবং আবেগভরে তাঁহার পাদপদ্মে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য—

একবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনা কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধের নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ-অধমে কর দয়া আপনার বলি॥

আহারে সে বলি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয় সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্র উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৵৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্ বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা; ভক্তি ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥৴ আনা, পাইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপু নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কো-অপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী— বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২		,,					৮৷৷৹
১		,,					৮৲
৬	মাস						৭৷৷৹
৩							৬।৹
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে					,,	,,	৪৷৷৵৹
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক						,,	৩৵৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী **টিউবওয়েল** (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী **টিউবওয়েল**" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য **টিউবওয়েল** কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বাঙ্গালায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৻৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৹।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹ মাত্র।

নরহত্যাকারীর ফাঁসী

হাইকোর্টের বিচারপতি কষ্টেলো এবং বিচারপতি এস, সি. ঘোষ বন্দির শেখের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, বিগত ২১শে সেপ্টেম্বের তারিখে সে নিধান কর্মকারকে কুঠার দ্বারা হত্যা করিয়াছে। রংপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে প্রথমতঃ মামলার বিচার হয়। আসামী বন্দির হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলে, তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ৫ জন জুরী এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নাই। অপর ৪ জন জুরী আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার ১ম ভাগে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারক জুরীর সহিত একমত হইতে না পারায় মামলার নথিপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন এবং তৎসঙ্গে এই অভিমত প্রদান করেন যে, আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারার ১ম ভাগে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে।

বিচারপতিদ্বয় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ডেঃ লিগেল রিমেমব্রান্সার মিঃ খুন্দকার শ্রীযুত ফণীন্দ্রমোহন সান্যালের সহিত সরকার পক্ষ সমর্থন করেন। শ্রীযুত মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ২৮শে জুলাই রাত্রিতে ওয়ার্দ্ধা হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী চিমড় গ্রামে ট্রেণ ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইবে এইরূপ সংবাদ পাইয়া জেলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ দিন রাত্রিতে উক্ত গ্রামে গমন করিয়া দেখেন যে, দুইব্যক্তি রেলপথ অবরুদ্ধ করিবার জন্য ভারী জিনিষ রাখিতেছে। ঘটনাস্থলেই এক ব্যক্তি ধৃত হয়। অপর ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে গ্রামের ভিতরে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

ইরাবতী নদীতে নৌকাডুবি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, ইরাবতী নদীতে একটী দুর্ঘটনার ফলে কয়েক-ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে. প্রোম হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে। "সিলোন" জাহাজের কম্যাণ্ডার পুলিসকে জানান যে, একটী বর্ম্মার নৌকা কতকগুলি যাত্রী লইয়া গত ২২শে জুলাই শুক্রবারে জাহাজের সহিত পাল্লা দিতে গিয়া প্রোমের নিকট ডুবিয়া গিয়াছে। জাহাজ থামান সত্ত্বেও নৌকা জাহাজের পথ হইতে সরিয়া যাইতে পারে নাই। জাহাজের নাবিকদের চেষ্টায় একটি নারী ও নৌকার মাঝির অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। ৮ জন আরোহীর মধ্যে একজন ভারতীয় কেরাণী ছিলেন। বাকী ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা ব্রহ্মদেশীয়। দুইজন পুরুষ সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছে। বাকী ৪ জনের সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

গান্ধীজীর মুক্তি সংবাদ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর শীঘ্র মুক্তি প্রদান সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলিতেছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে "নিউজ ক্রনিকেল" নামক সংবাদ পত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা না হইলে কংগ্রেস নেতাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট কোন সহযোগিতা করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

যদি স্যার স্যামুয়েল হোর গান্ধীজীর সহিত লর্ড আরউইনের ন্যায় ব্যবহার করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান কমন্স সভার যেরূপ মতিগতি তাহাতে রাজনীতি কখনও কমন্স সভা কর্ত্তৃক সমর্থিত হইত না।

প্রকাশ, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বর্ত্তমানে লুসি মাউথে অবস্থান করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতেছেন, এবং ৪ঠা আগষ্ট মন্ত্রীমণ্ডলের যে সভা হইবে, উক্ত সভায় তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

লুসি মাউথে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। খুব সম্ভব তিনি ৩রা আগষ্ট লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। প্রকাশ, লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি তাঁহার সহকর্ম্মিগণের সহিত অটোয়া বৈঠকের অগ্রগতি, ভারতের শাসনগত সমস্যা এবং আইরিশ সমস্যা সম্বন্ধেই আলোচনা করিবেন।

রেঙ্গুনে অবিশ্রান্ত বারিপাত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, অবিশ্রান্ত বারিপাতের ফলে রেঙ্গুন মান্দালয় রেল লাইনের কতক এবং পাজডমি, ষ্টেশন ও দাইকু এবং ক্লুনটাজ ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ জলে ভাসিয়া গিয়াছে। মান্দালয় হইতে ২৮শে জুলাই যে মেলট্রেণ রওনা হয়, তাহা দাউক পর্য্যন্ত যায়। আরও ৩।৪ দিবস মধ্যে ট্রেণ চলচল সম্ভব হইবে না। রেলওয়ে বিভাগ হইতে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, মেললাইনে এক সপ্তাহ মধ্যেই ট্রেণ চলাচল বন্ধ থাকিবে। মেইনলাইন ব্যতীত আরও দুই একটী শাখা লাইনও জলমগ্ন হইয়াছে।

নকল সাব-ডেপুটি কালেক্টর

মৌলবীবাজার হইতে প্রকাশ, গিরীশচন্দ্র পাণ্ডে নামক স্থানীয় ফৌজদারী কোর্টের কেরাণী এবং এস. সেনগুপ্ত নামক অন্য আর এক ব্যক্তি নিজেদের সম্বন্ধে মিথ্যা পরিচয় দিয়া খাসমহল প্রজাদের নিকট হইতে বকেয়া সরকারী খাজনা আদায় করিতেছিল। পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ যে, গিরীশ পাণ্ডে সেনগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যাইয়া নিজেকে সাব-ডেপুটি কালেক্টর এবং সেনগুপ্তকে তাহার সহকারী বলিয়া প্রচার করে এবং খাসমহল প্রজাদিগকে তাহাদের বকেয়া খাজনা পরিশোধ করিতে বলে অন্যথা তাহাদের স্থাবরসম্পত্তি ক্রোক করিবার ভয় প্রদর্শন করে। কয়েকজন গ্রামবাসী ভয়ে তখনই তাহাদের পাওনা শোধ করে। একটি লোকের সন্দেহ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ পুলিশ সাহায্যের জন্য মহকুমা হাকিম মিঃ সাইনকে ঘটনাটি জানায়। পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসিয়া লোক দুইটীকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহাদের জন্য জামিনের দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু অগ্রাহ্য হইয়াছে।

গুজরাণওয়ালায় বিস্ফোরণ

গুজরাণওয়ালা হইতে প্রকাশ গত ২৬শে জুলাই স্থানীয় খালসা স্কুল বোর্ডিং গৃহের নিকটে খালে জল সরবরাহ করিবার যে প্রণালী আছে তাহার তীরে একটি বিস্ফোরক দ্রব্য সশব্দে ফাটিয়া যায়। ঐ সম্পর্কে নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে যে আহত মুসলমান যুবকটিকে ধৃত করা হইয়াছে, তাহার পরিচয় জানা গিয়াছে। সে স্থানীয় একজন সাইকেল মেরামতকারী। উক্ত ব্যক্তি স্থানীয় ডেপুটী কমিশনারের আফিসে একজন কেরাণীর জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং পূর্ব্বে পুলিশের কনেষ্টবলের চাকুরী করিত। সেই চাকুরী হইতে তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দিয়া সে একবার জেলে যাইবার চেষ্টা করে। আবার তাহারই নিকট সন্ধান পাইয়া পুলিশ বাকি কয়েকটী বাটীতে খানাতল্লাস করে এবং যে সব ব্যক্তি ধৃত হয়, তাহার মধ্যে তাহার দলভুক্ত তিন জন ছিল। ঐ ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন খালসা স্কুলের ম্যাট্রিক শ্রেণীর ছাত্র। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

করাচী ষড়যন্ত্র মামলা

করাচী হইতে প্রকাশ, শুল্ক বিভাগের কোষাধ্যক্ষকে নিহত করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থাদি লুণ্ঠন করায় ষড়যন্ত্র করায় দেওয়ানচাঁদ নামক জনৈক গুণ্ডার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করা হয়। এ পর্য্যন্ত সে ফেরার ছিল। গত ৩০শে জুলাই তাহাকে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, রিচার্ডসনের এজলাসে হাজির করা হইলে তাহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

কনেশ্বরে ডাকাতি

ফরিদপুরের বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এ, মাজিদ কনেশ্বর ডাক লুটের আসামী মদনমোহন রায় চৌধুরী ও রমণীরঞ্জন মজুমদার প্রত্যেকের প্রতি ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন বলিয়া ১১ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ।

রেঙ্গুনে বাঙ্গালীছাত্র গ্রেপ্তার

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে গোয়েন্দা পুলিশ মেডিকেল কলেজ ও অপর কয়েক স্থানে খানাতল্লাস করিয়াছে। তাহারা মেডিকেল কলেজ হইতে সেন ও সরকার নামক দুই জন ছাত্রকে রাজনৈতিক অপরাধ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগকে টাউন হাজতে রাখা হইয়াছে।

টেলি — "নবদ্বীপ"

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৩৯, ৫ই আগষ্ট ১৯৩২

মিঃ দেবীদাস গান্ধীর মুক্তি

নোয়াখালীতে ভী

মিঃ সুভাষ বসুর অনশন

প্রহারের ফলে পত্নীর মৃত্যু

কামারীবাজারে ডাকাতি

বালিকার শোচনীয় মৃত্যু

রাত্রিযোগে হত্যাকাণ্ড

প্রধান মন্ত্রীকে তার

দক্ষিণ আমেরিকায় যুদ্ধ

পুলিস কোর্টে চুরি

মাদ্রাজে দাঙ্গা হাঙ্গামা

নানা কথা

মিঃ দেবীদাস গান্ধীর মুক্তি

স্থানীয় জেলে শ্রীযুক্ত দেবীদাস গান্ধী গত দুইমাস যাবত পীড়িত ছিলেন। তাঁহাকে গত ৩১শে জুলাই বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত গান্ধীর কারাদণ্ড ভোগ শেষ হইতে আরও একমাস দেরী ছিল। তিনি টাইফয়েড জ্বরে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে তিনি এখনও আরোগ্য লাভ করেন নাই। তিনি চিকিৎসার্থ কাশী রওনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্তের বাড়ীতে থাকিবেন।

মিঃ সুভাষ বসুর অনশন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে জুলাই সন্ধ্যায় মাদ্রাজ জেল হইতে কারামুক্ত হইয়া জনৈক রাজবন্দী বলিতেছেন :—

গত এক সপ্তাহ ধরিয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মিঃ শঙ্কর, মিঃ জয়কৃষ্ণ মিশ্র, মিঃ ই, সত্যনারায়ণ রাজু মিঃ এম, কে, ভেঙ্কটরমণ মিঃ দেবনাগম্ জারা, মিঃ সি, এম, বিশ্বনাথ এবং আরও রাজবন্দীগণ অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

কামারী বাজারে ডাকাতি

লাহোর হইতে প্রকাশ, ভগত রাম, বলদেব [illegible] — [illegible] এবং [illegible] কলেজের [illegible] জন ছাত্র গত ১১ই মার্চ কামারী বাজারে সশস্ত্র ডাকাতি করা এবং পিস্তলের দ্বারা দুইজন বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীকে জখম করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ এবং ৩৯৭ ধারা অনুসারে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ঐ ডাকাতিতে যোগদানের অভিযোগে ফোরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজের এম এ শ্রেণীর ছাত্র বেণীপ্রসাদকেও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। দয়াকিষণ নামক একজন সংবাদপত্রসেবী এবং অমরচাঁদ নামক একজন কেরাণীও অভিযুক্ত হইয়াছে।

রাত্রিযোগে হত্যাকাণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের অধিবাসী দুইদল শিখের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া বিরোধ চলিতেছিল। একদা রাত্রিকালে একদল শিখ অপর দলের এক ব্যক্তির বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা ঐ বাড়ীর তিনজন পুরুষ তিনজন স্ত্রীলোক এবং ৮ মাসের একটী শিশুকে হত্যা করে এবং ১১ বৎসরের একটি বালককে আহত করে। এই সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে দাঙ্গা হাঙ্গামা

পদুকোটার এক সংবাদে প্রকাশ, ভেটিকাড়ু গ্রামে অলঙ্গুড়ি করম্বাকুড়ি রোডে শনিবার সন্ধ্যাকালে এক ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ, একদল কাল্লার ও অপরাপর কয়েকজন মুসলমানদের আক্রমণ করিয়াছিল। দুইটী মুসলমানদের দোকান লুঠ হইয়া গিয়াছে।

ইনস্পেক্টার গণপতি আয়ার ঘটনাস্থলে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান্ ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে যন্ত্রামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী, বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তিসুধীর দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅকিঞ্চন ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ালনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৩ মালাকা প্রয়াগ, ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅনন্ত-বিশ্বম্ভর, শ্রীদয়ানিধি পাণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীব্যাসংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩১) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩২) [illegible]

[illegible], নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ১৯শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ২০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ১৩০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রিকা "গৌড়ীয়ের" সভাপতি এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মন্দ্রদেশে অবস্থানকালে, বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি, সংস্কৃত ও হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় বহু উচ্চ শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সমক্ষে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত বাস্তবসত্যের কথা প্রচার করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করেন। গত ১লা আগষ্ট সোমবার তারিখে গোস্বামীজী শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করিয়া শ্রীধামের বিবিধ কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন সেবাকার্য্যে ভক্তগণকে উৎসাহিত করিয়া পুনরায় গতকল্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিগত ১২ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা-গীতির পর শ্রীশ্রীমদ্-ভাগবতের প্রথম শ্লোক আলোচনা হয়। "এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ কার্য্য অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎ কর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদি কবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ব-বস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, যেরূপ তেজ, জল ও মৃত্তিকা পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর জ্ঞান সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তদ্রূপ যে পরমেশ্বরের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ জড়-ধর্ম্ম যাঁহাতে অসম্ভব, যাঁহাতে কপটতার কোন সময়েই অধিষ্ঠান নাই, সেই সত্য-স্বরূপ-লক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

আমরা জন্মাদ্যস্য শ্লোকে,—যতঃ, যঃ, যৎ, পরং কয়েকটী শব্দ পাই। স্বামীপাদ তাঁহার টীকায় ইহার প্রত্যেকটী "পরমেশ্বর" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই পরমেশ্বর শব্দটী শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে তাঁহাদিগের বিশ্রম্ভকারী ভাষায় আলোচনা করিলে একটী পরম সত্য নিষ্কপট সত্যানুসন্ধান করিবার সুযোগ পাই। আভিধানিকগণ 'ঈশ্বর' শব্দে 'মালিক', 'পতি' প্রভৃতি প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিতেছেন। ইহজগতে আমরা অনেক প্রকার ঈশ্বর বা মালিকের কথা শ্রুত হই,—রাজেশ্বর, রাজ্যেশ্বর, ধনেশ্বর, প্রাণেশ্বর, হৃদয়েশ্বর, পাতালেশ্বর, নাগেশ্বর ও ত্রিদিবেশ্বর প্রভৃতি বহ্বীশ্বরের তালিকা আমরা পাই। যাহার যতটুকু অধিকার তদ্বিচারে উঁহাদিগকে মালিক বা ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেও উঁহারা খণ্ড বস্তুর খণ্ডকালের জন্য মালিক বা ঈশ্বর বলিয়া সকলেই খণ্ডেশ্বর বা অপূর্ণেশ্বর; পরমেশ্বর বিষ্ণুর প্রদত্ত শক্তির অংশ মাত্র। এই অনন্ত ঈশ্বর হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান। ইঁহারাও স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি-শক্তি, পালনী-শক্তি, ও নাশিনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জন্মাদ্যস্য শ্লোকে গায়ত্র্যর্থ,—"প্রণবের অর্থ সৃষ্টি শক্তি, পালনী শক্তি ও নাশিনী শক্তিত্রয়ের শক্তিমান্ অর্থাৎ যে শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে পালিত হইতেছে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহাই প্রণবাখ্য পরমেশ্বর। ভগবান্ বিষ্ণুই জগতের জন্মস্থিতি প্রলয়ের কারণ—জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। এখানে স্পষ্ট বুঝা যায়, যাঁহারা নিসর্গবাদী, প্রকৃতিবাদী, স্বভাববাদী বলিয়া অভিমানভরে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের বিচার কাল্পনিক ও অপূর্ণ। তাঁহারা বলেন—স্বভাব হইতেই উৎপত্তি, স্বভাবে স্থিতি ও স্বভাবেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য প্রত্যক্ষবাদের অক্ষগোচরে বা দর্শনে এতদতিরিক্ত দেখিবার যোগ্যতা নাই বলিয়া তদতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা, প্রকাশ করা জনসমাজে ভীষণ দৌরাত্ম্য। যেমন আমি সমুদ্রের পরপারে যাই নাই বলিয়া তথায় কোন দেশ বা রাজ্য দর্শন করিবার সুযোগ আমার ঘটে নাই; তাই বলিয়া ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি কোন দেশ থাকিতে পারে না মনে করিয়া আস্ফালন করা আত্মনাশের পন্থাবিষ্কার নহে কি? আমার অক্ষিগোলকের আয়ত্তীকরণ-শক্তি দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ এই ত্রিসীমায় আবদ্ধ, তাহাও শক্তির অনুপাতে কতকাংশ পর্য্যন্ত মাত্র। এমতাবস্থায় তদাতিরিক্ত [illegible] বা তুরীয় বস্তু দর্শনের সামর্থ্য কি প্রকারে হইবে!

সাংখ্যকার বলেন,—প্রকৃতি পুরুষ হইতে মহত্তত্ত্বের জন্ম; সেই মহত্তত্ত্ব কাল কর্ম্ম ও স্বভাব-যুক্ত। অতএব প্রকৃতি ও স্বভাব এক বস্তু নহে। নিসর্গবাদীর শেষ লক্ষ্য স্বভাব, আবার প্রকৃতি পুরুষ-জাত মহত্তত্ত্ব কাল কর্ম্মে আবদ্ধ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"জগৎ-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি-সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥" (চৈঃ চঃ)। অতএব স্বভাব জননী প্রকৃতিও জড়রূপা ত্রিগুণের ত্রিসীমায় আবদ্ধ বস্তু, এই প্রকৃতি পুরুষ তুরীয় বিশুদ্ধ বস্তু নহে। সবিতৃদেবের বরেণ্য দেবই তুরীয় বস্তু। তিনি সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর—পরমেশ্বর। সুতরাং প্রকৃতিবাদী হইয়া শক্তিমান্ পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে বাদ দিয়া—শক্তিতে পরমেশ্বরারোপ ভীষণ অপরাধ বা কপটতা। অনেকে ব্রহ্মগায়ত্রীধ্যান ধারণাদি করিতে যাইয়াও ধ্যেয় বস্তু সবিতৃদেবের বরেণ্য পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান না করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ কামকামী হইয়া নিজের স্বরূপবিভ্রান্ত অবস্থায় নিজেকে শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য মনে করিয়া পঞ্চদেবতায় পরমেশ্বর বুদ্ধি করিয়া পূজার ছলনায় সেবাগ্রহণ করিয়া বসেন। এরূপ আরাধনা কুহক বা কপটতাপূর্ণ; সেই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত নিরস্তকুহক সত্য বস্তুর আরাধনা করিবার আদেশ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯শে শ্রীধর নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৭

নির্য্যাণ-সংবাদ

গত ৩১শে জুলাই রবিবার রাত্রি প্রায় পৌনে এগারটার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ভক্তবর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার জোড়াবাগানস্থ বাটীতে দেহরক্ষা করিয়া শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের নিত্য সেবা লাভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যেন তাঁহারই অব্যক্ত আকুল আহ্বানে সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার দেহ-রক্ষার পূর্ব্বদিবসে অযাচিতভাবে সপার্ষদে জোড়াবাগানস্থ ভবনে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন এবং আশিস্‌দানে কৃতার্থ করিয়াছেলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের কথা—মহীশূর-মহারাজের আতিথ্যরূপে আহূত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচার, পবিত্র গোদাবরীতটে শ্রীরায়রাম-নন্দমিলনস্থান কব্বুরে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন, ব্যাঙ্গালোর, উতকামণ্ড, মাদ্রাজ, ইলোর প্রভৃতিস্থানে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার, তথা হইতে ভুবনেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিমঠ সংস্কার, কটক নগরে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিকোৎসবে যোগদান এবং তথায় হরিকথা কীর্ত্তনাদির কথা শ্রবণে তিনি প্রচুর আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের তাঁহার ভবন হইতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি শ্রীল-প্রভুপাদ পদ্ম বন্দন, অনুব্রজ্যা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার যেরূপ আন্তরিক [illegible] জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই আদর্শস্থানীয়। দেহরক্ষার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও কোন উদ্বেগ দান করেন নাই, শারীরিক দৌর্ব্বল্য অনুভব ব্যতীত অন্য কোন ব্যাধিযন্ত্রণায় তাঁহাকে অভিভূত হইতে হয় নাই। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম স্মরণ করিতে করিতে সুস্থ সমাধির ন্যায় হঠাৎ তাঁহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ায় সকলেই তাঁহার প্রয়াণ-দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নির্য্যাণ-সংবাদ-শ্রবণমাত্র শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী প্রভু প্রমুখ কয়েকজন ভক্তকে জোড়া-বাগানের বাটীতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের প্রসন্নমুখশ্রী সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপা স্মরণপূর্ব্বক তদ্বিরহ-শোক-সন্তপ্ত পরি-বারকে হরিকথা বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার স্বাদশাঙ্গে তিলকসেবা করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর রাত্রি ২টার সময় তাঁহার দেহ গঙ্গাতীরস্থ করিবার কালে মঠ-সেবকগণ উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন। অতঃপর রাত্রি ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনের শোকশাতন-লীলা পাঠ ও হরি-কীর্ত্তনাদি দ্বারা সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রাত্রি প্রায় ৪টার সময় মঠ-সেবকগণ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের মাতা পরমা-ভক্তিমতী; তিনি শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল-মহাপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ কৃপা স্মরণ করিয়াই তিনি তাঁহার এই বৃদ্ধবয়সে বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের ন্যায় অশেষগুণান্বিত বৈষ্ণব-পুত্র-বিরহ-জন্য দারুণ ব্যথা পাইয়াও তাহা কৃষ্ণেরই স্বতন্ত্র ইচ্ছা জ্ঞানে যেপ্রকারে সহ্য করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শোক-সন্তপ্ত জগদ্বাসীর আদর্শস্থানীয়। ভগবদ্ভক্তি যে কিরূপে শোকমোহাপহা তাহা এতাদৃশী ভক্তিমতীর জীবনেই প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। পুত্রশোকের ন্যায় দারুণ দুঃসহ শোকও ভগবদ্ভক্তির আনুষঙ্গফলে অনায়াসেই প্রশমিত হইয়া যায়। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও শ্রীল সাগর মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং আরও অধিকরূপে শ্রবণের পিপাসা জানাইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ভক্তিমতী জননীর আদর্শ জগতে অতীব বিরল।

বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত পুলিন বাবুও অসুস্থশরীর হইয়াও যথেষ্ট ধৈর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহারই উপর এখন একটী বিরাট সংসারের ভার অর্পণ করিলেন। আমরাও শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি তাঁহার ভক্তিমতী জননী ও ভক্তিমান্ অগ্রজের আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্টসাধনে তৎপর হইবেন। ভক্তের সংসার ও অভক্তের সংসারে অনেক ভেদ। অত্যন্ত অশান্তির মধ্যেও ভক্তের সংসারে যেরূপ শান্তি বিরাজিত, তাহা তাঁহাদের সংসার-দর্শনেই প্রতীত হয়। বিদ্যাভূষণ মহো-দয়ের পরলোকগত পিতৃদেব 'ভক্তিসুহৃৎ' মহোদয়ও পরমভক্ত ছিলেন। তাঁহারই স্মৃতি-সংরক্ষণকল্পে বিদ্যাভূষণ মহোদয় ও তাঁহার ভ্রাতা পুলিন বাবু তাঁহাদের মাতৃ-দেবীর বিশেষ আগ্রহে শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে সুবৃহৎ "ভক্তিসুহৃৎ তোরণ" নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার-বান্ধবগণের মধ্যে একজন প্রধান বান্ধব। পরবিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রচারে তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ তাঁহাকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা হইতে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করায়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিকুটীতে অবস্থানকালে বিদ্যাভূষণ মহো-দয় ঠাকুরের নিকট অনেক হরিকথা শ্রবণের অবকাশ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অহৈতুককৃপা-ক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করেন। ইদানীন্তন, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি অত্যন্ত অধিকরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। প্রত্যহ সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া নাম গ্রহণ, নদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয়, হারমনিষ্ট, কল্যাণ কল্পতরু এবং শরণাগতি প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ তাঁহার দৈনন্দিন ভজন ছিল। শ্রীধাম-মায়াপুরবিরোধিদল শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে এই মহাত্মা অদম্য উৎসাহে শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া শ্রীধামসেবা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধামের উজ্জ্বল্য বিধান এবং কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকাম সেবায় নানাভাবে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য প্রয়োগদ্বারা তিনি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের যথেষ্ট প্রীতি আকর্ষণ করেন। তাঁহার ন্যায় সারগ্রাহী, বিনয়ী, পরবিদ্যোৎসাহী, গুরুবৈষ্ণবে নিষ্কিঞ্চন, শ্রীশ্রীগৌরধাম সেবায় অনুরাগী সজ্জনবর্য্যের বিরহে আজ শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবৃন্দ অতীব কাতর। "স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইল সঙ্গ ভঙ্গ।" বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার প্রকটকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত-সত্যের বিরোধী নিজজনকেও পর জানিয়া তাঁহার সংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় সেবাপ্রাণ আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণবের প্রতি গুরুবৈষ্ণবের কৃপা যে স্বাভাবিকী, তাহা বলাই বাহুল্য। গৌরজন মুখে গৌরবিহিত কীর্ত্তনশ্রবণে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

তিনি আজ যদিও তাঁহার নিত্য স্বরূপে তাঁহার নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবায় নিমগ্ন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, যদিও বৈষ্ণবের প্রকটাপ্রকট লীলাভেদ মাত্র, বৈষ্ণবের প্রাকট্যের অবসান নাই, তথাপি প্রাপঞ্চিক অনুভূতি-বশে অপ্রকটধারণা প্রবল হইয়া আজ আমাদিগকে তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের সুযোগ না দেওয়ায় আমরা তাঁহার সঙ্গ-ভঙ্গ জন্য দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতমালার অন্তর্গত 'শোক-শাতন-গীতি' তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিকরবর্গের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় উত্তরোত্তর অধিকতরভাবে উৎ-সাহান্বিত করুন। ইহাই আমাদের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে একমাত্র প্রার্থনা।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা অনেক সময় মনে করি, বিচার করার কি দরকার। সাধুসেবা করবো, হরিকথা শুনবো—তাতেই মঙ্গল হবে। কিন্তু আমরা এইরূপ মনগড়া কথায় গা ভাসিয়ে দিয়ে অনেক সময় অমঙ্গলকেই মঙ্গল ব'লে বরণ করি—অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য, চোরকে সাধু, সাধুকে চোর মনে ক'রে একটী অসৎমত হৃদয়ে পোষণ করি। তাই আমাদের মঙ্গলের জন্য—আমাদের দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য শাস্ত্র বলেছেন,—

'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥'

'বিচার' জিনিষটা সর্ব্বক্ষণ থাকা দরকার; এটা ছাড়লে কোন সুবিধা হয় না, বরং অসুবিধাই হ'য়ে যায়। এই শাস্ত্র-বাণী শুনে আনন্দিতচিত্তে সাধু-গুরুর নিকট সিদ্ধান্ত বিচারের আলোচনায় প্রথমমুখে উৎসাহান্বিত হ'তাম, তাঁদের আনুগত্যে বিচার ক'রেও দু'একটা সৎসিদ্ধান্তে উপনীত যে না হ'তে পেরেছি তা নয়; কিন্তু বর্ত্তমানে 'বিচারটী' এত প্রবল আকার ধারণ করেছে, আমাকে তার এত অধীন ক'রে ফেলেছে যে আমি এখন দু' নায়ে পা দেওয়ার ন্যায় মরতে বসেছি, গুরুবৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে নিজে বিচারকের আসন অধিকার করতে যাচ্ছি,—গুরুর উপর গুরুগিরি অর্থাৎ বলদেবাভিন্ন অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পর্য্যন্ত আমার মনগড়া বিচারে ফেলে মেপে নিতে যাচ্ছি। এমনি আমার বিচারের দৌড়—এমনি আমার দুর্ব্বুদ্ধি। এরকম ধরণের অবিচারের ফলেই সোজাসুজি নরকে যাবার টনটনে জ্ঞান অন্তরে গজিয়ে উঠ্‌ছে—আমাকে আমার মঙ্গলের পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।।৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ।।৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্রহ্মভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়ত্রিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রণতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সাচার বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসংগীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রা সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-ভুর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্র বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভু কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংস দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগ বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনী উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। নামাক্ত লেখাপড়া-জা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃ ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রা প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত-শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবা ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশি হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আকারে বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। মঠ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বঙ্গেশ্বর পাচন

অবিমিশ্র জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়। উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৶০ আনা, প্যাকেট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিক

গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৶১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিঃ নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা বার্ষিক	৯।৵
২						৮॥০
১	,,		,,			৮৲
৬	মাস		,,			৭॥০
৩					,,	৬।০

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে ,, ৪॥৶০

চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক , ৩৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৩

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। [illegible] একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ১৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক [illegible], নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জনতোষণী** ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডাবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

দক্ষিণ আমেরিকায় যুদ্ধ

সান্তিয়াগো ডি চিলী হইতে প্রকাশ, বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়া রণসাজে সজ্জিত হইয়াছে। সৈন্য সামন্তও সাজান হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্ররাজ্য হইলেও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে সন্নিকটস্থ রাজ্যেও অশান্তি উপস্থিত হইবে। এই আশঙ্কাতেই হউক বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হউক, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা এবং চিলী বিবাদ মিটাইবার জন্য সালিশ নিযুক্ত করিয়াছেন। সালিশীর ফলও ফলিয়াছে। বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়া রণসজ্জা পরিহার করিতে রাজী হইয়াছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা যাহা পূর্ব্বে চলিতেছিল, তাহারও শেষ হয় এখন স্থগিত রহিল।

…আমেরিকা হইতে রয়টার জানিতে পারিয়াছেন, নিউমণ্টের আলোচনা সত্ত্বেও বলিভিয়া প্যারাগুয়া যুদ্ধই চাহিতেছে।

লাপাজ হইতে সরকারী সংবাদে প্রকাশ, বলিভিয়া প্যারাগুয়ার দুইটি দুর্গ অধিকার করিয়াছে। প্যারাগুয়া ইহার পূর্ব্বে বলিভিয়ার দুইটি দুর্গ অধিকার করিবার প্রতিশোধস্বরূপ এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রহারের ফলে পত্নীর মৃত্যু

হুগলী হইতে প্রকাশ, আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত ইশরখান গ্রামের বিপিন বাওরা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৫ ধারা অনুসারে মহকুমা হাকিমের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিল। মহকুমা হাকিম এই মামলা সরকারী দায়রা জজের নিকট প্রেরণ করেন। দায়রা জজের নিকট মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই বিপিন বাওরা একদিন নিকটবর্ত্তী নদীতে মাছ ধরিতে যায়। ফিরিবার পথে সে তাহার পত্নীকে ঐ গ্রামের তাহার পিতার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখে। বিপিন তাহার গালে দুই তিন চড় লাগায় এবং স্ত্রী মাটিতে পড়িয়া যায়। সে যখন গোঙাইতে ছিল তখন বিপিন তাহার পাঁজরে এক লাথি মারে। কয়েক সেকেণ্ড থাবি খাইয়া স্ত্রী মারা যায়।

নোয়াখালিতে ভীষণ দুর্ঘটনা

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, গত শনিবার সন্ধ্যায় ২৫০ জন মুসলমান শ্রমিক পূর্ণ খেয়া নৌকা ছাগলনাইয়ার খাল হইতে ফেণীর বাজারে যাইতে যাইতে তাহার নিম্ন মাস্তুলে আটকাইয়া যায়। রাত্রিকালে নদীতে জোয়ার আসায় নৌকাখানা উল্টাইয়া যায়।

বন্যা প্লাবিত নদীর সহিত সমস্ত রাত্রি-ব্যাপী সংগ্রামের পর কোনও কোনও যাত্রী শহরে বা তীরবর্ত্তী গ্রামে পৌঁছায়। অবশিষ্ট সকলে নিমজ্জিত হয়। নদীর-কূলে কতকগুলি মৃতদেহ আসিয়া ঠেকে। মোট নিমজ্জিতের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।

বালিকার শোচনীয় মৃত্যু

আহমদাবাদ হইতে প্রকাশ, একটী গরুর গাড়ী হইতে এক অল্প বয়স্ক বালিকার শরীরের উপর বরফের তাল পড়িয়া গিয়াছিল। বালিকা তাহাতে ভীষণভাবে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রীকে তার

তারে প্রকাশ, "পাঞ্জাবে সংখ্যাধিক্য হেতু মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেওয়া সম্বন্ধে যে জনরব শুনা যাইতেছে, গুজরাণওয়ালার হিন্দুগণ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এইরূপ নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রজাতন্ত্র বিরোধী ও অসহনীয়।"

মিঃ এলিসনের অবস্থা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মিঃ ই, বি, এলিসন রাত্রিতে অনেকটা ভাল ছিলেন। গত ১লা আগষ্ট প্রাতে তাঁহার গায়ের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রীর সামান্য একটু বেশী দেখা যায়। নাড়ীর গতি ১০০, শ্বাস প্রশ্বাসও প্রায় স্বাভাবিক।

কর্ণেল প্রোক্টর এখনও এখানে আছেন। কলিকাতা হইতে আর একজন শুশ্রূষাকারিণী আসিয়াছে।

গত ৩১শে জুলাই বেলা প্রায় ১১টার সময় কর্ণেল প্রোক্টার মিঃ ই, বি, এলিসনের ক্ষত স্থান খুলেন। মিটফোর্ড হাসপাতালের সার্জ্জেন ডঃ আচার্য্য তাঁহাকে সাহায্য করেন। ক্ষতের অবস্থা সন্তোষজনক দেখা যায়। রোগীর সাধারণ অবস্থা প্রাতঃকালের মতই।

বেলা প্রায় ২টার সময় ক্ষতস্থানে আবার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবার পর রোগীর সাধারণ অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁহার শিরার মধ্যে মুকোজ নার্মিউলিন ইঞ্জেকসন করিয়া দেওয়া হয়। মিঃ এলিসনের শরীরের উত্তাপ ১০১ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু উহা শীঘ্র কমিয়া যায়।

গত ৩১শে জুলাই রাত্রেতে মিঃ ই, বি, এলিসন অনেকটা ভাল ভাবেই কাটান। জ্বর কমিয়া ১০০ ডিগ্রী হইয়াছে রাত্রিতে আর কোন জটিল অবস্থা দেখা দেয় নাই। মনে হইতেছে, রোগীর অবস্থার সন্তোষজনক উন্নতির সকল লক্ষণই দেখা যাইতেছে। তবে এখনও পাকাপাকি ভাবে কোন কথা বলা যায় না।

পুলিশ কোর্টে চুরি

গত রবিবার রাত্রিকালে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের সংলগ্ন ট্রেজরিতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল পরদিবস প্রাতে দেখা যায়, দরজার দুইটা তালা ভাঙ্গা। এই ঘরে লোহার সিন্দুকের মধ্যে প্রায় ২০০০ টাকা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে চোর তথায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। জনৈক ষ্ট্যাম্প বিক্রেতার আলমিরার তালাও ভাঙ্গা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুই চুরি যায় নাই।

বার্লিনে আবার দাঙ্গা

বার্লিন হইতে প্রকাশ, দেশের সর্বত্রই গোলযোগ। কয়েকদিন একটু নরম ছিল, আবার বাড়িয়াছে। দাঙ্গার অবসান নাই। সর্বত্রই দাঙ্গা, সর্ব্বত্রই বিরোধ। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাঙ্গায় দশজন হত হইয়াছে, ত্রিশজন জন আহত হইয়াছে। একখানি মোটরকারের উপর গুলী বর্ষিত হইয়াছিল, যাহারা গুলী বর্ষণ করিয়াছিল তাহারা ভাবিয়াছিল হার হিটলার সেই গাড়ীতেই আছেন। কিন্তু হার হিট্‌লার অনেকদিন বাঁচিবেন তাই তিনি সে সময় অন্যত্র ছিলেন। গুলী মারার ফলে কি ঘটিয়াছে জানা যায় নাই।

পশ্চিম প্রুসিয়ার কোনিগবার্গ অঞ্চলে আবার একটি দাঙ্গা হইয়াছে। এক রাজনৈতিক দাঙ্গায় ব্যবস্থাপক সভার দুইজন সদস্য নিহত হইয়াছেন। ডলবিনের ভারেটমার্সেন নামক স্থানে যাহারা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেক আহত হইয়াছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, তেজপুর জেলার অন্তর্গত কোটকিশারী হইতে একটি হাতী ও তাহার মাহুতের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দুইটি হাতী এক মাঠে চরিতেছিল এবং একটি হাতীর উপর একজন মাহুত ছিল। এমন সময় মাহুতের উপর বজ্রপাত হয়; ফলে মাহুত ও হাতী সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। অপর হাতীটিও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যায় এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে।

নওগাঁর কৈলেশ হইতে আর একটি বজ্রাঘাতের সংবাদ আসিয়াছে। ইহায় ফলে দুইজন লোক নিহত ও একটী গোলাবাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ লোক দুইটী গোলাবাড়ীতে কাজ করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ গোলা ঘরের উপর বজ্রপাত হয়। ফলে লোক দুইটী মারা যায় এবং গোলাবাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়।

পাটনায় ১৭৭ জন গ্রেপ্তার

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিভিন্ন দলে সদাকৎ আশ্রমে হানা দিবার চেষ্টা করায় গত ১লা আগষ্ট ১৭৭ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সমস্ত দিন পুলিসকে বাটীতে অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু দিনে কোন গোলযোগ ঘটে নাই। সন্ধ্যাকালে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক বাঁকীপুর ময়দানে যাইয়া পঁহুছিলে রিজার্ভ পুলিসের লোকজন তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। তথায় বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছিল; তাহারা জয়ধ্বনি করিতে থাকে। প্রকাশ, কতিপয় য়ুরোপীয় সার্জ্জেন্ট লাঠি দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহার ফলে কয়েকজন জখম হয়।

সদাকৎ আশ্রম পুনরধিকারের চেষ্টায় গত এক পক্ষ কালের মধ্যে মোট প্রায় ৬শত সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ডাক্তারের পুত্র দণ্ডিত

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, গত ওরা জুলাই ৫০ বৎসর বয়স্ক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তীর বাটীতে কতকগুলি অননুমোদিত বিজ্ঞপ্তি পত্র পাওয়া যায়। সেই সময় তাঁহার পুত্র শ্রীমান সুকুমার চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বি, বি, ভৌমিক সুকুমার বাবুকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র সুকুমারকে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শিখ সমাজে চাঞ্চল্য

লাহোর হইতে প্রকাশ, বৃটিশ সরকার পঞ্জাবে মুসলমানদিগকে ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে অধিক সংখ্যক আসন দিয়া ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া যে জনরব রটিয়াছে; সে বিষয়ে প্রতিরোধ করিবার জন্য শিখ কার্য্যকরী সমিতি স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা স্থির করিয়াছেন। বিশিষ্ট শিখদের একদল প্রতিনিধি মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক দলও গঠন করিতেছেন।

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাতাহিক হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বপ্রথম গৌড়ীয় বৈষ্ণব দৈনিক — নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে শ্রাবণ শনিবার ১৩৩৯, ৬ই আগষ্ট ১৯৩২

কাশীতে দেবীদাস গান্ধী

ডাকাতদের সহিত যুবকের লড়াই

ক্যানানোর জেলে হাঙ্গামা

দিল্লী জুম্মা মসজিদে দাঙ্গা

সীমান্ত অঞ্চলে লড়াই

মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় গভর্ণর

ডাকাতী ও নরহত্যা

মহরমের সময় দাঙ্গা

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

অভিন্যান্সে দুইজন গ্রেপ্তার

বালিকা স্ত্রীর আত্মহত্যা

নানা কথা

কাশীতে দেবীদাস গান্ধী

বেনারস হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর ...। শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী গত ২রা আগষ্ট ...নে আসিয়া পৌছিয়াছেন। কারাদণ্ড... পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি গোরক্ষপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; ...ক এ সংবাদ অবগত আছেন। শ্রীযুত ...দীদাস এখানে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন; তিনি শ্রীযুত শিবপ্রসাদ গুপ্তের ...তে অবস্থান করিতেছেন।

ক্যানানোর জেলে হাঙ্গামা

ক্যানানোরের সংবাদে প্রকাশ,—গত ...বার ক্যানানোর সেন্ট্রাল জেলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে প্রায় ৩০ জন কয়েদী ...ম হইয়াছে।

প্রকাশ, জনৈক ওয়ার্ডার এক জন ...কে ভর্ৎসনা করে। তাহাতে অন্যান্য ...য়দীরা উত্তেজিত হইয়া ওয়ার্ডারদিগকে ...ক্রমণ ও প্রহার করে। ফলে উভয় ...ক্ষ সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। সে দাঙ্গায় ৩ শত সাধারণ কয়েদী যোগদান ...য়াছিল। জেলকর্তৃপক্ষগণ সংবাদ ...য়া তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে যান। ...ে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শান্তি স্থাপন ...রেন।

সীমান্ত অঞ্চলে লড়াই

জেনেভা হইতে প্রকাশ, জাতিসঙ্ঘের ...য়ী সভাপতি সেনরমাদো বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ার প্রতি এক আবেদন প্রচার করিয়া উহাদের শান্তিপূর্ণ ভাবে চ্যাকো অঞ্চল সম্পর্কীয় গোলযোগের মীমাংসা করিয়া লইতে বলিয়াছেন। তিনি উভয় দেশকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, জাতি সঙ্ঘের সদস্যের কর্ত্তব্য অনুযায়ী বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া লইবেন বলিয়া তাহারা ১৯২৮ সালে মঁসিয়ে ব্রিয়াকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সংবাদে প্রকাশ, সরকারী ভাবে যুদ্ধ ঘোষিত না হইলেও সীমান্ত অঞ্চলে লড়াই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ডাকাতি ও নরহত্যা

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, জুরীগণের অধিকাংশের মত গ্রহণ করিয়া ২য় অতিরিক্ত দায়রা জজ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা (ডাকাতি ও নরহত্যা) অনুসারে আসামী কুঞ্জ বিশ্বাস, কেসিমুদ্দী খাঁ এবং কৃষ্ণ বিশ্বাসকে যথাক্রমে দশ, আট ও সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জুলমাৎ খাঁ ও গোলাপদি ফকিরকে জুরীগণ নির্দ্দোষ বলেন। জজ তাহাদিগকে মুক্তি দেন।

মামলার বিবরণ এই—গত ৭ই ডিসেম্বর ভোরের রাত্রে মুরারিখোলার বিপিন হালদার ও বিরিঞ্চি হালদারের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। বিপিন (বিরিঞ্চির কাকা) বিরিঞ্চি ও বিরিঞ্চির মাতা উত্তরদিকের ঘরে শুইয়াছিল। ১৬।১৭ জন লোকের প্রবেশে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। এই লোকদের হাতে লাঠি ও মশাল ছিল। বিপিন ও বিরিঞ্চির মাথায় তাহারা লাঠির আঘাত করে। কয়েকজন ডাকাত বিরিঞ্চিকে বারান্দায় আনিয়া ধুতি দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিলে বিরিঞ্চি ধুতি ফেলিয়া পলায়ন করে এবং উলঙ্গ অবস্থায় গ্রামবাসিগণের নিকট যাইয়া সাহায্য চাহে। গ্রামবাসিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে ডাকাতরা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে। ইহাতে তাহারা হটিয়া যায়, কিন্তু কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারে। ডাকাতরা নগদ ১০০০৲ টাকা ও দলিল পত্র লইয়া পলায়ন করে। বিরিঞ্চি ঘরে ফিরিয়া বিপিনকে আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় দেখে। ইহার ৩।৪ দিন পরে বিপিন মারা যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	[illegible]
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজনরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীনারন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীহৃদয় ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৩নং আলাকা প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীঅধিকারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীশ্যামলদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণশহর শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুণধরজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কবুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩৩) ব্রাহ্মণগোপাল পাট

কাঞ্চনপল্লী, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২০শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ২১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ শনিবার | ১৩১তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২রা আগষ্ট মঙ্গলবার তারিখ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেন যে, এই পরমসুন্দর ভাগবতে জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, পরমত্বের কারণ এই যে, ইহাতে ফলাভিসন্ধিলক্ষণ কপটতা এমন কি মোক্ষাভিসন্ধান প্রভৃতিও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়াছে। এই পরমধর্ম্ম কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধন-লক্ষণময়। সেই ধর্ম্মের অধিকারীও আবার সকলেই নহে। মাৎসর্য্যরহিত সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণ এই ধর্ম্মের অধিকারী; এইজন্য ইহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব। আবার, ইহার জ্ঞাতব্য বিষয়ও "বাস্তব" অর্থাৎ পরমার্থভূত বলিয়া জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইতেছে।

———

শুধু তাহাই নহে, এই বস্তু পরমসুখপ্রদ এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের বিনাশ-কারী। এই জন্যই জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ক শাস্ত্র অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইল। ইহার প্রণেতার প্রাধান্য জন্যও ইহার শ্রেষ্ঠতা। মহামুনি শ্রীনারায়ণ প্রথমে সংক্ষেপে ইহা প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন। বহ্বীশ্বর-পূজা-প্রতিপাদক শাস্ত্রাদি অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। কারণ তৎসমুদয় দ্বারা বহু বিলম্বে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হয়, কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণেচ্ছুগণ তৎক্ষণাৎই ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারেন। এইস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে সকলেই ইহা শ্রবণ করেন না কেন। তদুত্তর এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছা বহু পুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি বিনা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং এই ভাগবতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই কাণ্ডত্রয়ের অর্থ যথাযথ নির্ণীত হওয়ায় এই ভাগবতই সকল শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব ইহাই নিত্য-কাল শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

———

গত ৩রা জুলাই বুধবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বলেন,—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।

কৃষ্ণে ভক্তি করিলেই অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবের সেবা তাঁহাদের ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া আজ্ঞাবাহি-ভৃত্যরূপে করিলে সকল কর্ম্মই করা হয়, পিতৃ-ভূত-দেবঋণ-শোধনাদি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বা অন্য কোন কার্য্য সম্পাদনের আবশ্যকতা নাই, গুরু-বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন দ্বিতীয় কার্য্য থাকিতে পারে না। এই সেবাফলে আমার সর্ব্বাঙ্গ সিদ্ধি হইবে —এইরূপ যে নিশ্চয়াত্মক সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই ভগবৎ-ভজন-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ, সেইজন্য শাস্ত্র "আদৌ শ্রদ্ধা ততো সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ" প্রভৃতি শ্লোকের অব-তারণা করিয়াছেন। সুকৃতিবশতঃ শ্রদ্ধা না জন্মিলে ভগবৎরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না। হরি-গুরু-বৈষ্ণবে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত শ্রদ্ধা বলিয়া অন্য কোন বস্তু নাই।

কোন বস্তুর প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলেই প্রথমমুখে তাহার বিষয় সেইবস্তু বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির নিকট সম্যক্‌ভাবে শ্রবণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ তাহার গুণাবলী শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাসের (শ্রদ্ধার) উদয় হয়।

———

যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে তিনিই ভক্তির অধিকারী। সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ— উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে দক্ষ হইয়া দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়াছেন তিনি উত্তমাধিকারী; যিনি দৃঢ়-শাস্ত্রযুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যম অধিকারী; আর যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। 'কনিষ্ঠশ্রদ্ধ' কেবল 'কৃষ্ণভক্তি' ভাল, এইটুকু বিশ্বাস করেন কিন্তু শুদ্ধভক্তি যে কি তাহা জানেন না। এইজন্য কোমল-শ্রদ্ধদিগের হৃদয়ে জ্ঞানকর্ম্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায়; সেইটুকু তিরোহিত হইলেই তিনি মধ্যমা-ধিকারী হন। আবার সেই মধ্যমাধিকারি-গত শ্রদ্ধা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা দৃঢ় হইলে তখন তিনি উত্তমাধিকারী হন।

মধ্যমভক্ত শ্রদ্ধাবান্ হইলেও শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্যে তাদৃশ কুশল নহেন এবং যিনি কোমলশ্রদ্ধ, তিনিই কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠাদি-কারী অভক্তগণের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মের কোমলশ্রদ্ধা হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন; অতএব কনিষ্ঠাধিকারী উৎসাহের সহিত বৈষ্ণবসেবা ও সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও শাস্ত্রালোচনা করিবেন।

মধ্যমাধিকারী শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য দ্বারা অভক্তসঙ্গের কুফল হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে না পারিলেও শাস্ত্রাদি ও হরিজন-সঙ্গপ্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করেন। অতএব সাধু-শাস্ত্র-সঙ্গই ভক্ত্যোন্নতমার্গে যাইবার একমাত্র অদ্বিতীয় পন্থা। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই 'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তির সেবন' প্রভৃতি কায়মনোবাক্যে করিয়া ব্রজভজনানুরাগী গৌরনিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণানুগত্যে তাঁহার কোটীচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মছায়ায় বাস করিবেন—ইহাই মহাজনগণের বাণী, ইহাই শাস্ত্রবাণী।

———

অভক্তসঙ্গ কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীর পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক, কিন্তু অভক্তসঙ্গ কিছুতেই উত্তমাধিকারীর শ্রদ্ধার হানি করিতে পারে না। মহাভাগবত উত্তমাধি-কারীর সঙ্গপ্রভাবে মধ্যম অধিকারী এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তগণ তাঁহাদের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত অধিকার লাভ করিয়া ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০শে শ্রীধর, অব্দ ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৬

তীর্থস্নান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২৯ সংখ্যার পর)

মদ্যভাণ্ডকে যতই জলে ধৌত করা যাউক না কেন, তাহার গন্ধ যেরূপ সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় না, সেইরূপ কর্ম্মমার্গীয় প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কুষ্ঠব্যাধি নারায়ণ-পরাঙ্মুখজনগণের পাপ-প্রবৃত্তি কখনও বিদূরিত হইতে পারে না। কর্ম্মিগণের জলে আরোপিত-তীর্থবুদ্ধি থাকায় তাঁহাদের দিব্যজ্ঞানের অভাব। দিব্যজ্ঞান ব্যতীত পাপের সংক্ষয় হয় না। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

জ্ঞানিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য বাহ্যস্নানাদি কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু—

"* * বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।"

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥"

ভগবদ্ভক্তগণ ব্রহ্মকুণ্ডে নিত্যস্নাত, তাঁহাদের স্নান কেবল স্থূল বিচারে গোখর বুদ্ধির রত মানবের চিত্ত শুদ্ধির জন্য দেহ বা মনের ব্যাপারমাত্র নহে। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।" তাঁহারা "শব্দে পরে চ নিষ্ণাতঃ।" যাঁহারা ভগবন্নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ বলিয়াছেন,—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

যাঁহাদের জিহ্বার একপ্রান্তে শ্রীহরির নাম নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা বহু বহু তপস্যা সমাপ্ত করিয়াছেন, বহু বহু হোম করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে বহু তীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারা বহু সদাচার পালন করিয়াছেন এবং বেদের সমগ্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা শ্বপচকুলে আবির্ভূত হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই জন্যই শ্রীমহাভারতে ব্রহ্মতীর্থে স্নানকারীর ব্রাহ্মণতালাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে—

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মণস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে নরঃ॥"

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানকারীর কৃপণতা থাকিতে পারে না। কর্ম্মিগণ কৃপণ, তাঁহারা পাপ-পুণ্যের বিচারে প্রমত্ত ও মধুপুষ্পিত বাক্যে প্রলোভিত। তাঁহারা ফলভোগী "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।" "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" "প্রকৃতেগুণ-সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥" এই সকল কথা একদিন কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়া কর্ম্মিগণের অধিকার জানাইয়াছিলেন। মনোধর্ম্মী নির্ভেদজ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের চিত্তশুদ্ধির স্থিতি নাই। তাহারাও গুণান্তর্গত বিচারে পরিচালিত। কিন্তু অধোক্ষজে প্রীতির দ্বারাই একমাত্র ঐকান্তিকী চিত্তশুদ্ধি সম্ভব। সেইরূপ শুদ্ধচিত্তেই ভগবানের আবির্ভাব বা নিত্য অবস্থান হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণের বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ তাঁহার নিত্য রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্য বিস্তার করিয়া থাকেন। তখনই আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া সর্ব্বোত্তম পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ হয়। এই ব্রহ্মকুণ্ডের অপর নাম লক্ষ্মীকুণ্ড। যাঁহাদের বিশুদ্ধ চিত্ত আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সর্ব্বতোভাবে স্নাত হইয়াছে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যবিচার অতিক্রম করিয়া মাধুর্য্য-বিচার প্রবল হইলে তাঁহারা লক্ষ্মীকুণ্ড অর্থাৎ শ্রীরাধাসরসী দর্শন করিতে পান এবং সেই রাধাকুণ্ডে স্নাত হইয়া রাধা-গোবিন্দের মিলনসেবায় অভিষিক্ত হন। কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মকুণ্ড বা লক্ষ্মীকুণ্ডকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী কিম্বা ঐশ্বর্য্যপর ভক্ত যে বিচারে দর্শন করেন শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত ভক্তগণ সেইরূপ সঙ্কীর্ণ বিচারে দর্শন করেন না। তাঁহাদের উপলব্ধি নৃলোকের বিচার অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ রাজ্যের উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ়। তাঁহারা পরতম তত্ত্ব বাস্তব সত্যের উপাসক।

---

(২) * * * কুরুক্ষেত্রের মহিমা যে ভাবে ভজনপরায়ণ রূপানুগ গৌড়ীয়গণের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, তাহা এখন হতভাগ্য আমরা—কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রবৃত্তিবাসনাহ আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। আমরা মনে করি, জলে ডুব দিলে বেশী পুণ্যলাভ হইবে, তাই বাহ্যদেহটা জলে ডুবাইবার জন্য দৌড়াই। কিন্তু রূপানুগগণ এখানে জলে ডুব দিতে আসেন নাই—গাড়ীভাড়া দিয়া হুজুগ করিতেও আসেন নাই, তাঁহারা গ্রহণস্নান-ছলে এখানে কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য আসিয়াছেন—গোপীর ভাবে বিভাবিত হইয়া রাধাগোবিন্দের মিলন-মহোৎসব করিতে আসিয়াছেন।

গোদাস ও গোস্বামী

(শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী লিখিত)

'গো'-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় বা পৃথিবী। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ আয়ত্তে রাখিয়া ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন, তাঁহারাই 'গোস্বামী' শব্দ বাচ্য। হৃষীক-ঈশ হৃষীকেশ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র অধীশ্বরই হৃষীকেশ বা গোবিন্দ। যাঁহারা হৃষীকেশের প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারাই যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ।

গোবিন্দের ভক্ত ব্যতীত কেহই জিতে-ন্দ্রিয় হইতে পারে না। যিনি কায়মনো-বাক্যে নিষ্কপটে হরি, গুরু, বৈষ্ণবের শরণা-গত হইতে পারেন, তিনিই একমাত্র জিতেন্দ্রিয়ত্ব বা গোস্বামিত্ব লাভ করিতে সমর্থ। কর্ম্মি, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যাভিলাষী, কেহই গোস্বামী শব্দবাচ্য নহেন। কারণ তাঁহারা ভগবদ্বিমুখ বা সুখ-প্রার্থী অশান্ত। এই জন্য চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবি-রাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন—

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত॥

ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু তাঁহার সরচিত উপদেশামৃত গ্রন্থে 'গোস্বামী'র স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগং উদরোপস্থবেগম্॥
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

ইহার অনুবাদে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণেতর কথা বাক্‌বেগ তার নাম।
কামের অতৃপ্তে ক্রোধ বেগ মনোধাম॥
সুস্বাদু ভোজনশীল জিহ্বাবেগদাস।
অতিরিক্ত ভোক্তা যে উদরেতে আশ॥
যোষিতের ভৃত্য, স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর।
উপস্থ বেগের বশে কন্দর্প তৎপর॥
এই ছয় বেগ যার সদা বশে রয়।
সেই জন গোস্বামী, করে পৃথিবী বিজয়॥

অর্থাৎ যিনি বাক্যবেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থ বেগ এই ষড়্‌বেগ নিজের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই গোস্বামী বা জগদ্‌গুরু, তিনিই একমাত্র পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ।

গোস্বামিগণ কায়, মন বাক্যে সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন। আর গোদাসগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগে মত্ত। গোস্বামিগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করেন অর্থাৎ কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট, আর গোদাসগণ স্ব-সুখার্থে আত্মে-ন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-মূলক বিষয়ভোগে মত্ত।

গোস্বামিগণ সমস্ত বস্তুর দ্বারা ভগবৎ-সেবা করেন, যাবতীয় বস্তুকে ভগবানের সেবোপকরণ বলিয়া জানেন। যাবতীয় বিষয়ের একমাত্র ভোক্তা ও মালিক শ্রীভগবান্; তাই গোস্বামিগণ সমস্ত বিষয়কে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আর গোদাসগণ যাবতীয় ভগবৎ-সেবার উপকরণগুলিকে নিজ ভোগের উপ-করণ মনে করিয়া কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। গোস্বামীগণ জীবগণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন কিন্তু তাঁহারা বহির্ম্মুখ জীব-দিগকে ভগবদুন্মুখ করিয়া তাহাদের নিত্য মঙ্গল সাধন করেন।

মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান পর ঘর॥

গোস্বামিগণ তৃণাদপি সুনীচের আদর্শ বিগ্রহ। তাঁহারা নিজেকে জগতের সর্ব্বা-পেক্ষা ছোট এবং হীন জ্ঞান করেন; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দৈন্য করিয়া তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ জানাইয়াছেন,—'আমি বিষ্ঠার কৃমিকীট হইতেও ঘৃণ্য এবং জগাই মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ, যিনি আমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহার যাবতীয় পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়, এবং যিনি আমার নাম শ্রবণ করেন, তাঁহার পাপ হয়' ইত্যাদি আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আর গোদাস নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনের জন্য চেষ্টাবিত। যেমন জাতিগোস্বামিসম্প্রদায় নিজেকে গোস্বামী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত, ইহারা গুণগত বিচার ত্যাগ করিয়া জাতির মধ্যে গোস্বামীত্ব আনিয়া ফেলিয়াছেন। গোস্বামিগণ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। আর গোদাসগণ নিত্য ভগবদ্বিমুখ, ইন্দ্রিয়ের দাস, যেমন আলো অন্ধকারে পরস্পর ভেদ, সেইরূপ গোদাস ও গোস্বামী ঠিক বিপরীত।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মোচ্ছ্বাস। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

———

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

———

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

[শ্রী]ল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ড খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের আলোচ্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বেদাধ্যয়ন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসম্বন্ধ—চতুর্দ্দশ অমূল্য মধুমাধুর্য্যপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনঃপ্রচার, শ্রীনাম কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এক নবতী অমূল্য বক্তৃতাসম্ভারান্বিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রৌতৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তবিবৃতি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', নবদ্বীপ তত্ত্ব ও কার্য্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড— শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১।০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যান্বিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্কিম-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেব-ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমুচ্চয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বয় জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়গত পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড় বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। ... একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸॰, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজী ভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ বারাণসীস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥॰ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত এক-মাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥॰ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম, এস, এম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বালিকা স্ত্রীর আত্মহত্যা

সিটী করোণার এ, সি, দত্ত ও জুরী অশোকা দাসী নামে একজন বিবাহিতা ১৭ বৎসর বয়স্কা বালিকার মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন।

অশোকার স্বামীর নাম ভবতোষ দত্ত। সে ১৫। সি, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটে বাস করিত। ২৬শে জুলাই তারিখে সে তাহার বস্ত্রে কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়; ফলে তাহার দেহ ভীষণভাবে পুড়িয়া যায়। ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হয়। সেইখানে তাহার মৃত্যু হয়।

সে হাসপাতালে বলিয়াছিল যে, তাহার সতীন স্বামী গৃহে আসিতেছে জানিতে পারিয়া সে বস্ত্রে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাঁহার সতীনের নাম মহামায়া। মহামায়া ভবতোষের প্রথম পত্নী। মহামায়ার পিতা নটকৃষ্ণ শীল বলেন যে, মহামায়া কখনও স্বামী গৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই।

দিল্লী জুম্মা মসজিদে দাঙ্গা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, আলোয়াড় মুসলমানদের লইয়া গত ১লা আগষ্ট রাত্রে জুম্মা মসজিদে দুইজন মুসলমানে মত বিরোধের ফলে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। জামিয়াত উলে। উক্ত মুসলমানগণকে আলোয়াড়ে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে এক মৌলবী মসজিদের সভায় জমিয়ত উলেমার মনোভাবের নিন্দা করে: ইহাতে মারামারি বাধিয়া যায় এবং যথেষ্ট ছোরাছুরি চলিতে থাকে কয়েকজন লোক আহত হয়। পুলিশ আসিয়া দাঙ্গা থামায়।

অর্ডিন্যান্সে দুইজন গ্রেপ্তার

গত সোমবার রাত্রিকালে ফরিদপুরের অধিবাসী শ্রীরজলাল সাহা নামক একজন যুবককে অর্ডিন্যান্স অনুসারে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় ঐ যুবক বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীটের কোন বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিল।

টাঙ্গাইলের অধিবাসী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দুখুবো কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষক। গত সোমবার রাত্রিকালে তাঁহাকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রেঙ্গুনে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত কয়েক দিন ধরিয়া খুব ঝড় বৃষ্টির ফলে পেগু জেলায় জলপ্লাবন হইয়াছে। পেগু সহরটি জলবেষ্টিত দ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছে। হানথাওয়াদি ও পেগু জেলায় ঝড় হইয়াছে, ফলে বহু ঘরবাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে। রেঙ্গুণ ও অন্যান্য স্থানেও প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইতেছে।

এ পর্যন্ত একজনের প্রাণনাশের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ডাকাতদের সহিত যুবকের লড়াই

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে জুলাই রাত্রে দীঘালী গ্রামের মাঠে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, তেজগাঁও গ্রামের স্বর্গীয় শশিমোহন কুণ্ডুর পুত্র শ্রীবিনয়কুমার কুণ্ডু (বয়স ১৮ বৎসর) তিনজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া বাঘিয়া গ্রাম হইতে তেজগাঁও আসিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে বহু টাকার অলঙ্কারপত্র ছিল। পথে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় নৌকা ঠিক সময় তেজগাঁও পৌঁছিতে পারে নাই। রাত্রি ১টার সময় তাহারা দীঘালীর মাঠে আসিলে হঠাৎ ছয়জন লোক এক জঙ্গলের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া তাহাদের নৌকার নিকটে আসে এবং টর্চ্চলাইট দিয়া নৌকার ভিতর দেখিয়া লয়। বিনয় তখন তাহাদিগকে টর্চ্চলাইট ফেলিতে নিষেধ করে। ইতোমধ্যে দুই জন ডাকাত নৌকায় লাফাইয়া উঠে। তখন বিনয় তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং নৌকার পাটাতনের কাঠ দিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকে। ডাকাত দুইজন প্রহারের চোটে জলে ঝাপাইয়া পড়ে। তখন অন্য দুইজন ডাকাত নৌকায় প্রবেশের চেষ্টা করে। তাহারাও মার খাইয়া পলায়ন করে। অতঃপর অবশিষ্ট দুইজন ডাকাত দুই দিক দিয়া নৌকায় প্রবেশ করে। একজন বিনয়ের সহিত যুঝিতে থাকে। ইত্যবসরে ২য় ব্যক্তি একজন স্ত্রীলোকের গলা হইতে একটী সোণার হার ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করে। সৌভাগ্যক্রমে বিনয়ের শরীরে বিশেষ আঘাত লাগে নাই

মাদ্রাজ নেতা ও গভর্ণর

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সি, রাজগোপালাচারিয়া গত ২রা আগষ্ট অপরাহ্ণে সেক্রেটারিয়েটে গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে পরস্পরের অভিমত জানিবার জন্য তাঁহারা আলোচনা করেন।

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

গত ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার দেবর বীরেনের সহিত জনৈক স্ত্রীলোক তাঁহার তিনপুত্র ও একটি কন্যাসহ তাঁহার স্বামীর নিকট যাইতেছিলেন। তাঁহারা পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করেন। তাঁহারা যে কামরায় উঠিয়াছিলেন, সেই কামরায় অন্য লোক ছিল না। তাঁহারা সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। একটা গোলমালের শব্দ শুনিয়া তিনি জাগিয়া দেখিতে পান যে, একজন লোক বীরেনের চুল ধরিয়া তাহাকে ছোরা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতেছে। অপর একজন লোক উক্ত কামরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার হার ছিনাইয়া লয়। উক্ত লোকটী তাঁহার চুড়ি ও তাঁহার কন্যার অলঙ্কারপত্রও কাড়িয়া লয় এবং দুইটী ট্রাঙ্ক জানালা দিয়া ফেলিয়া দেয়। অতঃপর তাহারা শিকল ধরিয়া টানে এবং ট্রেনের বেগ একটু কমিয়া আসিলে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করে। ট্রেণ থামিলে পর ট্রাঙ্ক দুইটির সন্ধান করিয়া ঐগুলি শূন্য অবস্থায় রেলওয়ে লাইনের নিকট পাওয়া যায়। বীরেন সাক্ষ্য প্রদানকালে বলে যে, সে জানালায় হাত রাখিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একজন লোক সহসা তাহার চুল ধরিয়া টানিতে থাকে। সে চীৎকার করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু লোকটী তাহাকে ছোরা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করে। সে পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষীর উক্তি সমর্থন করিয়া বলে যে, ডাকাতেরা দেখিতে পাঞ্জাবীর মত ছিল। তাহারা পাজামা পরিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের গালপাট্টাও ছিল। শুনানী মুলতুবী আছে।

পিওন হত্যার মামলা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, স্থানীয় দায়রা জজ মিঃ এলিসের আদালতে দেওয়ানী আদালতের পিওনকে হত্যা সম্পর্কে যে মামলা চলিতেছিল, ১লা আগষ্ট তাহা শেষ হইয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, গত নবেম্বর মাসে জালালুদ্দীন খাঁ নামক একজন পিওন মুলাদী থানার অন্তর্গত কয়েকটী গ্রামে ক্রোকী পরোয়ানা জারী করিতে যায়। পিওনের নিকট কিছু টাকা পয়সা ছিল। প্রকাশ যে, আসামী জামদের খাঁ অন্য পাঁচজন আসামীর সহিত পূর্ব্ব হইতে ষড়যন্ত্র করিয়া উক্ত পিওনকে শ্বাসরোধ পূর্ব্বক হত্যা করে এবং একটী চরে মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখে। জামদের খাঁ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা অনুসারে আদালতে নিজেকে দোষী বলে, বিচারে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য বর্ত্তমান আসামীদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হয়। ৯জন জুরীই সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে আসামীদিগকে নির্দ্দোষ বলেন। জজ জুরীদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বিষয়টী হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মুন্সিগঞ্জে বঙ্গীয় গভর্ণর

মুন্সিগঞ্জ হইতে প্রকাশ, বঙ্গীয় গভর্ণর যখন মুন্সিগঞ্জে গিয়াছিলেন, সে সময় স্থানীয় উকীল সভা তাঁহাকে 'অভ্যর্থনা করিয়াছিল বলিয়া সংবাদপত্রসমূহে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সংবাদে সামান্য ভুল আছে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উকীল সভা বঙ্গীয় গভর্ণরের অভ্যর্থনায় যোগদান করেন নাই। তবে সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীলাল বসু চৌধুরী অপরাপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত বঙ্গীয় গভর্ণরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

মহরমের সময় দাঙ্গা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, মহরমের সময় দুইদল মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়াছিল। ফলে বাহাদুর খাঁ মারা পড়ে। তাহাকে হত্যা করার সম্পর্কে ৯ জন মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট আর, কে, পালের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে ৬ জন ৩রা আগষ্ট দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। ৩ জন মুক্তি পাইয়াছে।

কংগ্রেস অফিস পুনরধিকার

নেলামবাজার হইতে প্রকাশ, পুলিসের অধিকারভুক্ত কংগ্রেস অফিস পুনরায় অধিকার করার অভিযোগে শ্রীযুত করুণাকান্ত রায়, সুকুমার ভট্টাচার্য্য পুলিন চৌধুরী, অনিল দাস ও সমরেন্দ্র দাস বিগত ২৯শে জুলাই তারিখে নেলামবাজারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বিচারপতি সি, সি, ঘোষের মন্তব্য

"অর্ডিন্যান্সের বিধানগুলি অতিশয় কঠোর; কিন্তু সেই কঠোরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি না। এইরূপ আলোচনা অবান্তর ও বৃথা। সুতরাং আমি একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, আবেদনকারীদের কোন প্রতীকার পাইবার উপায় নাই, সুতরাং তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হইল।"

শ্রীধাম — "নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ-কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৩২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে শ্রাবণ সোমবার ১৩৩৯, ৮ই আগষ্ট ১৯৩২

নানা কথা

শ্রীধাম-মায়াপুর পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার বদলী

শ্রীধাম-মায়াপুর সাব পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় কুষ্টিয়ায় বদলি হইলেন। সতীশ বাবুর স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় আসিলেন।

শ্রীধামের যাত্রীদের সুবিধা

গঙ্গার জলবৃদ্ধি হওয়ায় নবদ্বীপঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর আসিবার অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। নৌকায় করিয়া নবদ্বীপঘাট হইতে একেবারে শ্রীচৈতন্য মঠের নিকট পর্য্যন্ত আসা যায়।

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি

কৃষ্ণনগরের রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হাইষ্ট্রীটে জল জমিয়া যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ যাইবার রাস্তার অবস্থাও ভাল নয়। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

নদীয়ার পল্লী-স্বাস্থ্য

নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে এখনই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে লোকে পেটের অসুখে ভুগিতেছে। এ বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৯০ বৎসর বয়স্ক কংগ্রেস কর্ম্মীর জেলে মৃত্যু

প্যাটেলের আমেরিকা যাত্রা

ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

কৃষ্ণনগরের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ শ্রীযুক্ত বাবু মুরারীমোহন অধিকারী মহাশয় বদলি হইলেন।

মিঃ এ, ওয়াটসনকে গুলী

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের সম্পাদক সার এলফ্রেড ওয়াটসন হোটেলে জলযোগ করিয়া গত ৫ই আগষ্ট অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময় যখন তাঁহার মোটরে ফিরিতেছিলেন, সেই সময় অফিসে প্রবেশ করিবার পথে একজন বাঙ্গালী যুবক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটা গুলী করে। যুবক একেবারে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া গুলী চালায়। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

তথায় পাহারায় নিযুক্ত কনষ্টেবল ও অফিসের দারবান যুবকটিকে ধরিয়া ফেলে। কিন্তু যুবক তখনই বিষপান করিয়া বসে। ফলে ১৫ মিনিটের মধ্যে সে হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

৪০ জনের দ্বীপান্তর

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, হাইকোর্টের আপীল-বেঞ্চের বিচারপতিদ্বয় ৫ই আগষ্ট প্রোম বিদ্রোহ মামলার ৪৪টি আবেদনের বিচার শেষ করেন। দুইজন আসামী প্রাণদণ্ডে, দুইজন পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অবশিষ্ট ৪০ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

"টিগার সৈন্যদল" নামক একদল বিদ্রোহীর কার্য্যকলাপ সম্পর্কেই এই মামলা চলে। এই বিদ্রোহী দল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে প্রোম জিলার এক গ্রামে গঠিত হয়। পরে ২৫শে অক্টোবর মেজর গাউয়ার্ডের পরিচালনায় একদল সামরিক পুলিস গ্রামান্তরে তাহাদের তাঁবু আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষের ফলে বিদ্রোহী নেতা কায়া বা তুন মং ও ১৭ জন বিদ্রোহী নিহত হয়। দলের আরও অনেকে আহত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরে মারা যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	জবুজর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি		১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

প্রধান মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পুরাবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীসন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীহৃদয় ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীমদনলাল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অক্ষয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীকৃপানন্দদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীঅর্পিতবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর [illegible] দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীসিদ্ধান্তিদাস ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবধরিয়া।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

১৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) [illegible] মঠ

নব গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩৩) বালগোপাল প্যাট

কাঠালপুল, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২২শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৩শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৮ই আগষ্ট ইং ১৯০২ সোমবার | ১৩১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ দ্ব্যধিক মাসকাল মন্দ্র ও উৎকল প্রদেশদ্বয়ের বহু সুকৃতিশালী ব্যক্তিকে হরি-কথাসুধায় সঞ্জীবিত করিয়া গত ২৭শে জুলাই বুধবার সপার্ষদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার গত ৩০শে জুলাই শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয়ের কথা ছিল, কিন্তু কলিকাতা-বাসী ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে তিনি আরও কয়েকদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া গত ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট শুক্র-বার অপরাহ্ণে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তি-শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনুকম্পিত জনগণসহ শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহারা সন্ধ্যায় নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া নৌকাযোগে শ্রীধামে পৌছেন। ঠাকুরভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ ঈশান দাস ভক্তিবিগ্রহ এবং শ্রীধামস্থ ভক্তবৃন্দ বিপুল সংকীর্ত্তন-বাহিনীসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে গোস্বামী মহারাজকে অভিনন্দিত করেন। গত পরশ্ব অর্থাৎ ৬ই আগষ্ট শনিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, পণ্ডিত শ্রীপাদ ভূদেব দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীপাদ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অপ্রমেয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-সরোজে শ্রদ্ধাঞ্জলিজ্ঞাপনপূর্ব্বক পরিক্রমা-শ্রবণার্থ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীল গোস্বামী মহারাজ শনিবার ভক্ত-বৃন্দসহ শ্রীধামের বিভিন্ন সেবা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং নবাগত ধামবাসিগণের নবনির্ম্মীয়মান গৃহাদি পরিদর্শন করিয়াছেন।

যোগপীঠে হরিকথা প্রসঙ্গ

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত পাঠকালে শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী বলেন,—"যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, সেই সময়ে নগরবাসী বহির্ম্মুখ অনেক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবদিগকে পরিতাপ করিবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতেন। গোপাল চাপাল নামক কোন বাচাল ভট্টাচার্য্য শ্রীবাসকে শক্তির উপাসক প্রতি-পাদনের জন্য শ্রীবাসের অজ্ঞাতসারে রুদ্ধ দরজার বাহিরে দেবীপূজার সজ্জা কলাপাত, হরিদ্রা, জবাফুল ও রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্য-ভাণ্ডের সহিত রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃ-কালে শ্রীবাস পণ্ডিত তাহা দেখিয়া পরিহাস-পূর্ব্বক সকলকে কহিলেন, 'দেখ দেখ, আমি নিত্য রাত্রে ভবানীর পূজা করিয়া থাকি, তাহাতে আমার শাক্ত পরিচয়ের যে মহিমা তাহা জানিতে পারিলে।' শিষ্ট লোকসকল তাহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্য দ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ করত জল গোময় দ্বারা সেই স্থান পরি-শুদ্ধ করিলেন। সেই বৈষ্ণবাপরাধের ফলে তিন দিন পরেই গোপাল চাপালের গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইয়াছিল।

"তিন দিন রহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্ত-ধার॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥"

—চরিতামৃত আঃ ১৭।৪৫-৪৬

ভবানীপূজা বৈষ্ণবের কৃত্য নহে, তাহা পঞ্চমকার উপাসক ও বহ্বীশ্বরবাদ-পোষণকারী অর্থাৎ বহু দেবদেবীর উপাসক-গণের কৃত্য। বৈষ্ণবগণ ঐ প্রকার আচরণ দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবকে সেই প্রকার বহ্বীশ্বরবাদী পঞ্চ-মকার উপাসক জ্ঞান করিলে ভীষণ অপরাধ হইয়া থাকে। গোপাল চাপাল শ্রীবাস-পণ্ডিতের চরণে এই প্রকার অপরাধ করিলে গলিতকুষ্ঠ-রোগে আক্রান্ত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যখন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল তখন সেই বৈষ্ণববিদ্বেষী গোপাল-চাপাল একদিন মহাপ্রভুকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—"আপনি আমাকে এই ভীষণ যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার করুন—

লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার॥

কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধী গোপাল-চাপালের এই প্রকার প্রার্থনায় লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু—

* * *

"ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন বচনে॥
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটী জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটী জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥"

—এইপ্রকার উক্তি করিয়া মহাপ্রভু চলিয়া গেলেন, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর নিয়ত কষ্ট ভোগহেতু সহজে মৃত্যু নাই বলিয়া—

"সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ"।

কিছু দিন পরে যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর নীলাচলে গমন করিলেন এবং তৎপরে যখন নীলাচল হইতে কুলিয়াতে আসিয়াছিলেন, তখন পুনরায় গোপাল চাপাল প্রভুর শরণাগত হইলে মহাপ্রভু তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ তেঁহ যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোমার এই পাপ হবে বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২শে শ্রীধর সম্বৎসর শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৬

তীর্থস্নান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩১ সংখ্যার পর)

ভাগবতধর্ম্ম—নৈষ্কর্ম্ম্য প্রতিপাদক, আর অজ্ঞান মূর্খ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম—কর্ম্মফল-লাভ। শ্রীকৃষ্ণের অধ্যুষিত ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দাসগণের পদধূলিতে—গোপীপদরেণুতে স্নান করিবার জন্য গৌড়ীয়গণের আগমন। অদ্য আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পবনদেব (বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্য) আমাদিগকে কুরুক্ষেত্রের ধূলিতে প্রচুর পরিমাণে স্নান করাইয়াছেন! আমরা এখানে আসিয়াছি সূর্য্যগ্রহণের স্নানের ছলনায় বিপ্রলম্ভভাব বিবর্দ্ধনের জন্য। যাঁহারা বাহ্যস্নানাদিতে প্রমত্ত থাকিবেন, তাঁহারা কচ্ছপের ন্যায় শরীরে আবার ক্লেদ মাখিবেন, যমদণ্ড হইতে তাঁহাদের নিস্তার নাই। যমরাজ বলিয়াছেন—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥"

কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির বিচার-প্রণালী যে নিতান্ত নিম্নস্তর-বিশিষ্ট তাহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু গোপীগণের গীতি গান করিয়াছিলেন—

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

* * *

অভক্ত সম্প্রদায়ের যে প্রকার ভোগ ও ত্যাগ স্বর্গাদিলোকে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষায় আগ্রহ, গোপীগণের সেইরূপ কিছু নাই। শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং
যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং
নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥"

অসৎ কর্ম্মী হইতে পুণ্যানুশীলনকারী সৎকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদানুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণমধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমনিষ্ঠভক্ত হইতে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। কোন্ সুকৃতিমান ব্যক্তি সেই রাধাকুণ্ডকে অনন্যভাবে আশ্রয় না করিবেন!

এই যে লক্ষ্মীকুণ্ড, ইহা সাক্ষাৎ রাধাকুণ্ড। ইহাতে স্নান, ইহার তটে বাস সকলের ভাগ্যে হয় না। এই স্থান সাক্ষাৎ রাধাকুণ্ডতীর, গোপীর অনুগত সম্প্রদায় এখানে নিত্যকাল মানসে বাস করেন। এই স্থানে রাধানাথের মাধ্যাহ্নিক বিহার-ক্ষেত্র। বিশেষতঃ সূর্য্যোপরাগের দিবসে এখানে মাধ্যাহ্নিক বিহারক্ষেত্রের উদ্দীপনা গৌড়ীয়গণের হৃদয়ে স্বতঃই আবির্ভূত হয়। স্যমন্তপঞ্চকে এই লক্ষ্মীকুণ্ডের তীরে রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের আর্ত্তি-গীতি শুনিয়াছিলেন। যাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারা এখনও সেই লীলা দর্শন করিতে পান। যেরূপ গৌরসুন্দর প্রচ্ছন্নাবতারী, সেইরূপ এই সকল অপ্রাকৃত লীলা কথাও শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। "আহুশ্চ তে নলিননাভ," "প্রিয়সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" শ্লোক রূপানুগগণের নিকট শ্রবণ করিয়া আলোচনা করিলে আপনারাও ভজনে প্রগাঢ়তা লাভ করিতে পারিবেন অর্থাৎ গোপীর ভাবে প্রমত্ত, গোপীর অনুগত সম্প্রদায় যেরূপ বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ লোকের ন্যায় গ্রহণ-স্নানের জন্য কুরুক্ষেত্রে আসিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিলেন অর্থাৎ রাধা-গোবিন্দের মিলন করাইয়াছিলেন, আপনারাও সেইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজন-চাতুরী লাভ করিতে পারিবেন। সাধারণ লোককে কর্ম্মিগণের তুল্যই গ্রহণে স্নানার্থী বলিয়া 'ভোগ' দিয়া আপনারা গোপীর আনুগত্যে কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে পারিবেন। যদি ব্রজবাস করিতে পারেন, তাহা হইলেই শ্রীবাস-গৌড়ীয় মঠে অবস্থানের সার্থকতা, নতুবা ধূলা-কাদা ঘাঁটা বা পয়সা রোজগার করা প্রভৃতি প্রবৃত্তি লইয়া কর্ম্মমার্গের পথিক হইতে হইবে। ব্রজবাসীগণের চিত্তবৃত্তির আনুগত্যে কৃষ্ণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি উদিত হইবার পরিবর্ত্তে যদি ব্রজবাসায় ভোগবুদ্ধির উদ্রেক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ দুর্বুদ্ধি আমাদিগকে কর্ম্মমার্গে প্রধাবিত করাইয়া বাহ্য স্নানের জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট করাইবে। যদি ব্রজবাসীগণের ভাবে প্রমত্ত হইতে পারি, তবেই অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা—শ্রীরূপের কৃপা লাভ করিলাম, নতুবা বাহ্যবিষয়েই প্রমত্ত হইতে হইল।

শ্রীগুরুকৃপা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম)

"শ্রীগুরু কৃপাহি কেবলম্"—এই বাক্যটী অনেক মনীষী ব্যক্তির মুখে প্রায়শঃ আমরা শ্রবণ করিয়া থাকি! অভিন্ন নিতাইচাঁদ শ্রীগুরুদেব কিম্বা তদীয় চরণ-চারণানুচরগণের কৃপা ব্যতীত "শ্রীগুরু-কৃপা" কি বস্তু তাহা সত্য সত্যই আমরা কেহ উপলব্ধি করিতে পারি না।

এই জন্যেই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন "মোরে কৃপা করিবেন—বৈষ্ণব আপনি।"

যেমন সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু, তিনি আর অন্য কাহারও আলোক দ্বারা প্রকাশিত হন না, তদ্রূপ শ্রীগুরু-কৃপাও স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু; তথাপি মায়াবদ্ধ জীব আমি চক্ষু থাকিতেও উলূকের ন্যায়—দিবান্ধের ন্যায় বলিতেছি, আমার প্রতি, শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইল না!" সূর্য্য এবং চন্দ্র-রশ্মির ন্যায় অপক্ষপাতে শ্রীগুরুদেবের কৃপা সমভাবে বর্ষিত হইলেও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারপূর্ব্বক আমি হৃদয়দ্বারের অর্গল, সজোরে বদ্ধ করিয়া দেওয়াতে, শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কৃপালোক শ্রীচৈতন্যবাণীর চিন্ময়রশ্মি আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তাই আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম।

স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহাররূপ হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিলে শ্রীগুরু-কৃপালোকে হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত হইলে, কৃপাবস্তুটী যে কি, তখনই আমার উপলব্ধির বিষয় হইবে, ইহার অগ্রে নহে। তখন প্রভাত-কালীন রক্তিমাকাশের ন্যায় বালার্কচ্ছটায় হৃদয়-মন্দির উজ্জ্বলিত হইলে "বিজ্ঞান" উদয়ে বলিব, "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥"

অঘটনঘটনপটীয়সী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়ার মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া আমরা কখন মনে করি, আমি স্বয়ং আমার মনোমত গুরু চিনিয়া লইব, সেই গুরুর কৃপাতেই আমার সদ্ধার্থসিদ্ধি (!) হইবে। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"কেশব তুঁয়া জগৎ বিচিত্র।" কেশবের মায়াতে অন্ধ হইয়া মায়ার স্বরূপে, মায়ার বিচিত্রতায় আমরা কত প্রকারেই না সম্মোহনস্বপ্ন দেখিতেছি!

মোহগ্রস্ত বদ্ধজীব আমরা তাই নিজ বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া "গুরুদেব" চিনিয়া লইয়া তাঁহার কৃপালাভ করত এই দুরন্ত ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব, এরূপ আশা আমাদের বাতুলতা মাত্র। এ-সমস্ত বুদ্ধি সেই মহামায়ারই ভেল্কী! পীড়াগ্রস্ত রোগী যে প্রকার নিজ রুচি অনুযায়ী কুপথ্যকেই সুপথ্য বলিয়া ভ্রম করে এবং উক্ত কুপথ্য-সেবনে যেমন রোগীর রোগ-যন্ত্রণা ক্রমশঃ দিন দিন বর্দ্ধিতই হইতে থাকে, কিছু মাত্র উপশম হয় না, সেই প্রকার মায়াবদ্ধ জীবের স্ব স্ব রুচি-অনুযায়ী শ্রীগুরুনির্ণয় করিলে, এই অপার ভবসাগর পার হইবার পরিবর্ত্তে নাগর-দোলার ন্যায় উচ্চাবচ চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ত্রিতাপ—জ্বালা ভোগরূপ অপরিসীম ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে। এই দুর্দ্দিনে মহাজনগণই এই ভবারণ্যে ভ্রাম্যমান ভ্রান্ত জীববৃন্দকে পথ দেখাইবার একমাত্র আলোকস্তম্ভস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। যাঁহারা রোগীর রুচি অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করেন, শাস্ত্রমতে ইহারাই গুরুব্রুব নামে কথিত হন।

সদ্‌গুরু কখনও রোগীর রুচি অনুযায়ী যাহাতে রোগীর রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইয়া কেবল ক্লেশেরই কারণ হয় এরূপ কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন না; তিক্ত ঔষধেই রোগ আরোগ্য হয়। রোগী আরোগ্য হইলেই স্বাস্থ্য-সুখ ভোগ করিয়া থাকে। তাই শ্রীগুরুদেবের সদুপদেশ মায়াগ্রস্ত জীবের পক্ষে আপাততঃ তিক্ত হইলেও উহাতেই শ্রেয়ঃরূপ পরম মঙ্গলের উদয় হয়। তখনই শ্রীগুরু কৃপা কি? বস্তু তাহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়।

ভিক্ষা

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

গুরুদেব!
তোমারে ভুলিয়া কাটিছে আমার
দিবস গুলি;
স্মরণের দ্বারে অতিথি সতত
নানান্ বুলি।
কি মহা ভ্রমের পঙ্কে ডুবিয়া,
আছি অমৃত সেবন ভুলিয়া,
পাগল-সমান অশন-রাশিতে
ভরিছে ঝুলি!
চেতন-বাণীর অমৃতধারা,—
ধন্য তাঁরা'ই সেবারত যাঁ'রা,
নিয়েছে তাঁহারা প্রসাদ তোমার
শিরেতে তুলি॥
রসনা তাঁদের কীর্ত্তন করে
মাধব-নাম।
সেবাময় চিত রাধাগোবিন্দের
বসতি ধাম॥
মাগি আমি সেই সাধু সন্তের চরণ ধূলি॥
কি সম্পদে, কি বিপদে, কিবা নরকেতে,
যেখানে যখন থাকি করম-ফলেতে,
অনুক্ষণ এই ভিক্ষা, ওগো দয়াময়!
তোমার চরণপদ্ম হৃদে যেন রয়॥
সেই মোর বাঞ্ছা শুধু জীবনে মরণে।
সুধামর স্মৃতি তব থাকুক স্মরণে॥
(শ্রবণ) স্মরণ কীর্ত্তন-সেবা এ'দীন মাগয়ে॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! 'সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রাতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসজননী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরমাধুর্য্য-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্ভারে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', প্রভৃতি নয়টী, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি প্রদত্ত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজীনাথের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত। ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (৮২) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সুব্যবস্থিত বঙ্গ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়স্থিত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ আরম্ভ করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদীমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত। উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৮০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৮

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। সভ্য ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷৷০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজী ভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০

৪। ভাগবত—ঋষিরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

[illegible] এল. এম. এল. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিঃ এলিসনের মৃত্যু

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মিঃ ই, বি, এলিসন গত ৫ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে ৬টা ৪০ মিনিটের সময় মারা গিয়াছেন। গত ৪ঠা আগষ্ট সন্ধ্যাকাল হইতেই তাঁহার অবস্থা সুস্পষ্টরূপে খারাপ দেখা যায়।

মিঃ ই, বি, এলিসন কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

গত ২৯শে জুলাই অপরাহ্নকালে অফিস হইতে তাঁহার বাঙলোয় প্রত্যাবর্ত্তনকালে আততায়ীর গুলীতে আহত হন। তাঁহার বাহুতে পেটে এবং পৃষ্ঠে গুলী প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আহত মিঃ এলিসনকে চিকিৎসার নিমিত্ত স্পেশাল ট্রেণ ও ষ্টীমারযোগে মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ঢাকার হাসপাতালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। আট মাস পূর্ব্বে মিঃ এলিসন ঢাকার অতিরিক্ত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

মিঃ এলিসনের ১৮৯২ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে জন্ম হয়। তিনি ১৯২২ ৭ই ডিসেম্বর পুলিস বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী বর্ত্তমান।

নদীবক্ষে মৃতদেহ

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় নদীতে একটী মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি এক সংবাদ আসিয়াছে। ত্রিপুরা জেলায় চর বানস্তীর স্বর্গীয় সনাতন সাহার পুত্র ব্রজবাসী সাহার মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে। মনে হয়, নদীতে নৌকায় করিয়া যাইবার সময় ডুবিয়া গিয়াই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছিল। ও তাহার বয়স ২৫ বৎসর।

জেলে শেঠ যমুনালাল

গোহাট হইতে প্রকাশ, স্থানীয় কোন সংবাদপত্রের ওয়ার্দ্ধার সংবাদদাতা জানাইতেছেন, শ্রীযুত শেঠ যমুনালাল বাজাজের শরীরের ওজন ৩৭ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। তিনি ধুলিয়া জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

প্যাটেলের আমেরিকা যাত্রা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব স্পীকার মিঃ বিটলভাই প্যাটেল ডাক্তারের [illegible] [illegible] আমেরিকাতে গমন করিবেন। ঘুরিয়া জাপান হইয়া তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিবেন।

মিঃ প্যাটেল তিনমাস হইল ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন। প্যাটেল বলিয়াছেন, "আমার গতিবিধির যখন স্থিরতা নাই, কোথায় আছি, কোথায় নাই তখন যুক্তরাষ্ট্রে তিন মাসকাল থাকিতে পারি। তিনমাস যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিতির পর ১৯৩৩ অব্দের প্রাক্কালে ভারতে ফিরিতে পারি"।

রয়টারের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে মিঃ প্যাটেল বলিয়াছেন, "আমেরিকাবাসীকে ভারতের অবস্থা সম্যকরূপে জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে আমি দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি। শুধু অবস্থা বর্ণন নহে, ভারতের হইয়া কিছু রাজনৈতিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করার আমার ইচ্ছা।"

বৃটেন এবং ভারতের মধ্যে বোঝাপড়ার কোনই লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, কয়েক মাসই অতিবাহিত হইল কিন্তু উভয়ের মধ্যে একই কঠিন ভাব বিদ্যমান। মডারেটের দল ভারতীয় পরামর্শ কমিটী হইতে যখন সরিয়া পড়িয়াছে। ভারত এখন যে দিকে যাবে সেই দিকেই উহার গতি রুদ্ধ হইবে।

রংপুরে ভূ-কম্পন

রংপুর হইতে প্রকাশ, গত ১লা আগষ্ট বেলা ১১টার সময় এখানে ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। কোন স্থান হইতেই কোনরূপ ক্ষতি সংবাদ পাওয়া যায় নাই বা কাহারও জীবন নাশ ঘটে নাই।

বেরিলি জেলে অনশন

বেরিলি হইতে প্রকাশ, পুরানপুরের শ্রীযুত বলরাম ও তাঁহার একজন সহযোগী জিলা জেলে অবস্থান করিতেছেন। প্রকাশ, গত ২ সপ্তাহ হইতে তাঁহারা প্রায়োপবেশন করিতেছেন। উক্ত জেলের রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়, তাহারই প্রতিবাদে তাঁহারা এই অনশন করিতেছেন।

চুচুড়ায় হত্যাকাণ্ড

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, ত্রিশবিঘার ২রা আগষ্ট তারিখে যে হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে। সংবাদ পাইয়া ইনস্পেক্টর রাধাগোবিন্দ দত্ত ও নারিকেলবাটী ঘটনাস্থলে গিয়া মোবারক আলির মৃতদেহ দেখিতে পায়। তাহার দেহে ২টি বন্দুকের গুলীর চিহ্ন ছিল। তাহাদের বাড়ীতে একটী দোনলা বন্দুক ও ১২টী কারতুজ পাওয়া গিয়াছে। আসামী ফেরার হইয়াছে।

বজবজে সশস্ত্র

গত সোমবার রাত্রিতে প্রায় বার জন ডাকাত রিভলভার, লাঠী ও ছোরা লইয়া বজবজের চণ্ডীপুর গ্রামের এক ধনী তৈল ব্যবসায়ীর বাটীতে হানা দেয়।

প্রকাশ, ডাকাতগণ বাটীর সদর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাটীর লোক জনের নিকট টাকা চাহে। ডাকাতগণ বাটীর অধিকারী, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে কাপড় দিয়া থামের সহিত বাঁধিয়া ফেলে এবং বহু টাকা ও গহনা লইয়া পলায়ন করে।

তদন্তের ফলে স্থানীয় পুলিস এক জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

মাণিকগঞ্জে দস্যুর উপদ্রব

মাণিকগঞ্জ হইতে প্রকাশ, এখানে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত সপ্তাহের শেষভাগে সিঙ্গাইর পুলিশ থানার অধীন গোবিন্দল গ্রামের মিহার রোশন দেওয়ানের বাটীতে ডাকাতি হইয়াছে।

প্রকাশ, দস্যুগণের নিকটে বন্দুক ছিল। তাহারা নগদ ৫ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। মিহার রোশন দেওয়ান তামাকু ব্যবসায়ী।

মুন্সীগঞ্জে দুঃসাহসিক ডাকাতি

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, টঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত শীলপরান গ্রামের মুন্সী আবদুল মল্লাক খাতেকারের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, ২৮শে জুলাই রাত্রে প্রায় ১০ জন লোক রামদাও, পটকা ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া গৃহে প্রবেশ করে। তাহারা ৪০০ টাকা নগদ ও ২০০ টাকা মূল্যের গহনা এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

সুভাষ বসুর স্বাস্থ্য

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত টি. সি. সুব্রাহ্মণ্য ভাট, অল্প সময়ের নোটীশে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ জানিতে, গত ৩০শে জুলাই এক প্রশ্নের নোটীশ দিয়াছেন। যদি সরকার এই প্রশ্নটি বাতিল না করেন, তবে গত ৫ই আগষ্ট ঐ প্রশ্ন ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হইবে।

৯০ বৎসর বয়স্ক কংগ্রেসকর্ম্মীর জেলে মৃত্যু

হোসিয়ারপুর হইতে প্রকাশ, হোসিয়ারপুরের ৯০ বৎসর বয়স্ক কংগ্রেসকর্ম্মী বাবাবিহারী পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুসারে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। সম্প্রতি জলন্ধর জেলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ বাদ্য ও শোভাযাত্রা সহকারে হোসিয়ারপুরে আনীত হইয়াছিল। শোভাযাত্রা গান্ধীচক পর্য্যন্ত গমন করিয়া শেষ হয়। তথায় মৃত ব্যক্তির জীবনীর বর্ণনা দিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে ভগবানের আরাধনা করা হয়।

বাবাবিহারী বারাণসীর অধিবাসী। তিনি সৈনিক বিভাগে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তি গান্ধীজীর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

বে-আইনী সভা ও শোভাযাত্রায় দণ্ড

গত বৃহস্পতিবার হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, বড়ুয়ার আদালতে শ্রীযুত পুলিনচন্দ্র মান্না, আবদুল মজিদ সেখ এবং হরিচরণ দাস, কুলডাঙ্গায় বে-আইনী শোভাযাত্রা ও সভা করিয়া ১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। প্রত্যেকের প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

এই প্রকার অপরাধের জন্য মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও অনন্তহরি মিশ্রের প্রতি উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই সপ্তাহ কারাদণ্ড।

জাহাজী আফিসে দাঙ্গা

গত ৯ই মে জাহাজী আফিসে দাঙ্গা করিবার অভিযোগে বাবু মিঞা ও অপর ২ জন মুসলমান নাবিক এবং ভূতপূর্ব্ব সার্জ্জেণ্ট জন ম্যাক গিবন কলিকাতার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জে, কে, বিশ্বাসের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত বৃহস্পতিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। গোয়াবাসী নাবিক পি, ফার্ণাণ্ডেজকে আহত করিবার অভিযোগে উক্ত ৩ জন মুসলমান আসামী অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের প্রত্যেককে ৩০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং ম্যাক গিবনকে ১৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

টেলি- "শ্রীধাম" "নবদ্বীপ"

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সডাকে মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৩তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৯ই আগষ্ট ১৯৩২

গান্ধীজী ও বড়লাট

কেরোসিনে যুবকের আত্মহত্যা

সুভাষ বাবুর অবস্থা

পুলিস কনষ্টেবল আক্রান্ত

চিঠির ভিতর বিস্ফোরণ

মোহিনী মিলে দুর্ঘটনা

সর্দ্দা আইনের মামলা

আন্দামানে নির্ব্বাসনের জন্য ১ শত ব্যক্তি

কর্ণফুলিতে নৌকাডুবি

শিখ ও মুসলমানে কলহের সূচনা

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ

নানা কথা

গান্ধীজী ও বড়লাট

হোয়াইট হলে (বৃটিশ সরকার) ও যারবেদার (গান্ধীজীর) মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ফ্রী প্রেস অবগত হইয়াছেন যে সার স্যামুয়েল হোর নূতন কার্য্যপ্রণালীর বিষয় ঘোষণা করিবার অল্প পরেই বড়লাট লর্ড উইলিংডন গান্ধীজীকে পত্র লিখেন। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। বড়লাট যখন কলিকাতায় ছিলেন, গান্ধীজীর উত্তর সেই সময় তাঁহার নিকট পঁহুছে। সরকারের মতে গান্ধীজীর উত্তর অসন্তোষজনক বলিয়া স্পষ্ট বলা হইয়াছে।

এইরূপ সংবাদ শুনা যাইতেছে যে, গান্ধীজী সরকার ও রাজপ্রতিনিধিকে জানাইতেছেন, সরকার যে কোন মুহূর্ত্তে সরকার ও কংগ্রেসের বর্ত্তমান সংঘর্ষের অবসান ঘটাইতে পারেন। সরকারই এই সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কংগ্রেস কেবল আত্মরক্ষা করিয়া যাইতেছে মাত্র। সরকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাইতেছেন, তাহার প্রত্যাহার করিলেই যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহারা এ সংঘর্ষ থামাইতে পারেন। ইংলণ্ডস্থিত ভারতের বন্ধুদিগকে গান্ধীজী আশ্বাস দিয়াছিলেন—ভারতের জাতীয় সম্মানের সহিত সামঞ্জস্য থাকিলে কংগ্রেস ও গান্ধীজী শান্তি স্থাপনের অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবেন। কংগ্রেস এখন কেবল সেই কথার পুনরুক্তি করিতে পারে মাত্র।

সুভাষ বাবুর অবস্থা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদে প্রকাশ, তাঁহার অন্ত্র ও যকৃতের নিকট বেদনা যাইতেছে না। আহারের পর তলপেটে পুনরায় বেদনা দেখা দেওয়ায় ও পাকস্থলীর শক্তি কমিয়া যাওয়ায় গত ৬ মাস হইতে তাঁহাকে তরল খাদ্য খাইতে দেওয়া হইতেছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার কটিদেশে বাত বেদনা অনিদ্রা ও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগও আছে। পিত্তকোষের গোলমাল আর বেশী দেখা যায় নাই।

চিঠির ভিতর বিস্ফোরক

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা আগষ্ট হেড পোষ্ট আফিসের একজন কর্ম্মচারী যখন চিঠির উপর ডাকঘরের ছাপ মারিতেছিল, সেই সময় একখানা চিঠির ভিতরের জিনিস সশব্দে ফাটিয়া যায়। ফলে কর্ম্মচারীটি জখম হইয়াছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

সর্দ্দা আইনের মামলা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, ছইটি নাবালিকা কন্যার বিবাহ দেওয়ার অপরাধে বাল্যবিবাহ আইনানুসারে চামু নাম্নী এক স্ত্রীলোক জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি একশত টাকা জরিমানার আদেশ দিয়াছেন। বরদ্বয়ের পিতাকেও দণ্ডস্বরূপ একশত টাকা দিতে হইবে।

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ

রংপুর হইতে প্রকাশ, পদব্রজে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুত আশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আসাম হইতে যাত্রা করেন। প্রতিগমন পথে তিনি পদব্রজে প্রায় ৯ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি লালমণিরহাট যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	জবলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ,
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিপ্রভু। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসুদেবহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকান্তিলানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রী[illegible] দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার হরকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবংশধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলাকা প্রয়াগ ষ্ট্রী, পি,

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৩ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনাগরানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনেশ্বর, চিরকুণ্ডা, মালদহ।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ৪৬ ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩৩) ভাগ্যগোপাল পাট

কাঠালপুর, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—[illegible]

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৩শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৪শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৯ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ১৩৩তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বৈষ্ণবের গুণাবলীর বিষয় বিশদভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

ব্রহ্মচারীজী বলেন,—বৈষ্ণবগণ সকল-গুণের আকর; জগতে যত সদ্‌গুণ আছে সমস্ত গুণই বৈষ্ণবেতে সকল সময়েই বিরাজমান। 'দয়াময়' বা 'জলময়' শব্দে যেমন দয়া বা জল ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না, সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রিয়তম গুণময় বৈষ্ণবগণের মধ্যেও গুণ ব্যতীত দোষারোপ করিতে যাওয়া মূর্খতাব্যঞ্জক ও অপরাধ-জনক। তাই শাস্ত্র বলেছেন,—'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

সকলের একমাত্র সেব্য শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা অর্থাৎ নিষ্কপটা ভক্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সকল গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদিতে রত এবং নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসদ্ বিষয়ে সর্ব্বদা ধাবিত। সুতরাং কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবে মহদ্‌গুণ থাকা অসম্ভব।

অতএব সর্ব্বগুণাকর শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরের অশেষ গুণাবলী দর্শন না করিয়া পিপীলিকার ন্যায় ছিদ্রানুসন্ধান করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব কোন দিন নিজের ক্ষুদ্র-বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্‌প্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে চিনিতে যাইবেন না। পরন্তু তাঁহাদের আনুগত্যে থাকিয়া কৃপা ভিক্ষা করিবেন—ইহাই শাস্ত্রবাণী।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বিগত ৩০শে জুলাই ১৪ই শ্রাবণ শনিবার শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সন্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইবার পর প্রথমতঃ শ্রীগুরুবন্দনা-মুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী-মহারাজকৃত গুর্ব্বষ্টক সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করেন; অতঃপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-লীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে নীলাচলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মায়াবাদ খণ্ডন ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কৃপার বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ব্রহ্মচারীজী বলেন,—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিজকে খুব বড় পণ্ডিত বলিয়া অভি-মান করিতেন কিন্তু তাঁহার এই প্রকার পাণ্ডিত্যাভিমান শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন মহাপ্রভুকে বেদান্তের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য শ্রবণ করাইয়া নিজের পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন করিবার প্রয়াস পাইলেন, তখন জগদ্‌গুরু, লোকশিক্ষক, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সেই প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসকে খণ্ড করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা মায়াবাদদোষে দুষ্ট বলিয়া নিন্দা করিলেন, এবং বলিলেন,—"প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের দ্বারা কখনও ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। আপনি প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি কিন্তু আপনার হৃদয় মায়াবাদ দোষদুষ্ট বলিয়া ঈশ্বর তত্ত্ব আপনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। মায়াবাদ বেদোদিত ধর্ম্ম নহে। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং সাক্ষাৎ শঙ্কর হইয়াও ঈশ্বরাদেশে অবতীর্ণ হইয়া ঐ প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য যে ভগবদাদেশে এই প্রকার প্রচার করিয়াছেন শাস্ত্রে তাহার বহু প্রমাণ আছে। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ভগবদ্বাক্য—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টি-
রেষোত্তরোত্তরা ॥
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা ॥

ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়া মহাপ্রভু বলেন—

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥

পরমাত্মা চিৎসূর্য্য। জীব সকল তাঁহার কিরণ পরমাণু। বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব জীবের স্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ অহং-পদ-বাচ্য 'ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-নিঃসৃত তটস্থশক্তি-জাত জীবের অণুত্ব 'নানাত্ব মায়াবশ্যত্ব' প্রভৃতি সিদ্ধ। "অপরেয়মিতঃ" শ্লোকে ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীব মায়াতীত কোন পরাশক্তি, অতএব পরমাত্মা হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। জীব মায়াবশ ও ঈশ্বর মায়াধীশ, সুতরাং জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ—ইহাই সিদ্ধ। কেবল ভেদবাদ অবৈদিক মায়াবশ বলিলে মায়াবাদ হয় না। মায়াবাদ মতে জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত অনিত্যতত্ত্ব। মায়া অপরাশক্তি, কিন্তু জীব পরাশক্তি কর্ত্তৃক প্রসূত। জড় অহঙ্কার মায়াবৃত্তি। জীব তাহা হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব অর্থাৎ চিন্ময় পদার্থ। জীব মায়া-মুক্ত হইলেও জীবত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। মায়াবাদ একটী ভ্রম, সেই ভ্রম-পাতিত ব্যক্তিদিগের মত সম্পূর্ণরূপে ত্যাজ্য।

বেদশাস্ত্র-মতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নিত্য। প্রাকৃত অতীত বৈচিত্র্যময় বিগ্রহ তাঁহার আকারও চিন্ময়। মায়িক সত্ত্বের নিরাকারত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এরূপ শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে পাষণ্ডমধ্যে গণ্য। ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে, মায়াবাদী বেদব্যাসকে ভ্রম বলিয়া শ্রৌতপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্পনা করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাঁর শুদ্ধভক্তিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিয়া, এই প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদীর ক[illegible] ভাষ্যের

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩শে শ্রীধর স্ব.মু প্রত্যয় ৪৪৬

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

'ভজ' ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা। এই সেবা অধোক্ষজ বস্তু শ্রীকৃষ্ণ-সেবা। ইহাই "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" অর্থাৎ নরমাত্রেরই পর (শ্রেষ্ঠ) ধর্ম্ম। সেই কৃষ্ণসেবাসিদ্ধির চরম ফল শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্যই লক্ষ হয়। এই বার্ষভানবীদয়িতবাণীই "ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী"।

যে বাণী প্রত্যেক চেতনকে পূর্ণ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন, যে বাণী অভক্তি অসিদ্ধান্ত কুসিদ্ধান্ত ধ্বান্তরাশি অন্তকারী ভাস্কর স্বরূপ, যে বাণী মন্ত্রবাণী জীবমাত্রকেই অখণ্ড-মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত জনের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করাইয়া দেন, যে বাণী অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছাদিত জীবের স্বরূপ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা উন্মোচন করিয়া দেন, যে বাণী বিভ্রান্ত স্বরূপের বিরূপতা নিরাস করিয়া অপ্রাকৃত নিত্যস্বরূপজ্ঞান প্রদাত্রী, যে বাণী কম্বুকণ্ঠ স্মার্ত্তগণের

শত শত দোষ দেখাইতে লাগিলেন; সার্ব্বভৌমও অনেক প্রকার বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহাদি উঠাইলেন, কিন্তু মহাপ্রভু সকল মতকে খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন।

মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রতিভা দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং আপনার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যকে ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন —

"ইঁহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হঞা।।"

অতঃপর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আত্মনিন্দাপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণ গ্রহণ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃপা করিলেন। যথা—

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন।।
নিজ রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন।।
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।।

চৈঃ চঃ মঃ ৬

আরোহবাদজনিত পঞ্চোপাসনার নিরর্থকতা প্রদর্শন করিয়া চিদনুশীলনপর আত্মার নিত্যানুশীলনরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই যে জীব মাত্রেরই স্বরূপের ধর্ম্ম তাহা অবরোহপন্থায় প্রমাণ করিতে সমর্থ, সেই বাণীই আম্নায় বাণী, শ্রৌতবাণী, বেদোজ্জ্বলা বেদবাণী বা শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী।

শ্রীমদ্ভাগবতের নিরস্তকুহক সত্য বাণী—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বাণীই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী। এই বাণীর সেবারূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন জীবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা অধুনাতন বা পুরাতন কোন মতবাদোত্থিত কাল্পনিক শব্দসমষ্টিমাত্র নহে; ইহা অনাদির আদি, সর্ব্বকারণের কারণ শ্রীগোবিন্দাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী। বিশ্বের প্রতি গৃহে এই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবা-পূজা হওয়া মঙ্গলপ্রদ। 'সজ্জনতোষণী' প্রতি মাসে, 'শ্রীভাগবত' প্রতি পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায়,— 'পরমার্থী' প্রতি শ্রীএকাদশীতে, 'শ্রীগৌড়ীয়' প্রতি সপ্তাহে ও 'শ্রীনদীয়াপ্রকাশ' প্রত্যহ প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে যাইয়া শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর নিত্য সেবা করিতেছেন। বিশ্ববাসীর গৃহে সাময়িক সংবাদপত্রিকাগুলি বিশ্বদূতের কার্য্য করিয়া বিশ্বের সংবাদ বহন করে; ইঁহারা সেমন বিশ্বদূত নহেন। ইঁহারা বৈকুণ্ঠ-দূতগণের বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবাহকরূপে জীবের অখণ্ড-কল্যাণ-প্রদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শুদ্ধ কীর্ত্তনকারী। যদিও শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সাক্ষাৎ বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শাধিকার আমার নাই, তথাপি তাঁহার শ্রীশ্রীপাদপদ্মপরাগের পরমাণু লাভ আশাতেই বাঁচিয়া আছি।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

"অন্য অভিলাষ, ছাড়ি জ্ঞান, কর্ম্ম পরিহরি,
কায় মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে গোবিন্দ-সেবা না পূজিব অন্য দেবা,
এই ভক্তির পরম কারণ।।"
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

অন্য অভিলাষ,—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবাভিলাষ ভিন্ন যত বাঞ্ছা সবই অন্যাভিলাষ নামে কথিত। অন্য শব্দে যাহা আত্মার সম্বন্ধীয় নহে তাহাই বুঝায়। আমরা জগতে আত্মীয় বলিয়া যে কাল্পনিক সম্বন্ধ ধরিয়া আছি, তাহাই অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা জীবের শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিস্মৃতাবস্থায় অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণারূপ বিরূপাবস্থা। এ-ভূমিকায় আমাদিগের যত বাঞ্ছা সবই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিমূলা কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবাবাঞ্ছা অন্যাভিলাষ।

লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাভিলাষ—অন্যাভিলাষ; প্রতিষ্ঠার জন্য নির্জ্জনভজনাভিলাষ অন্যাভিলাষ; সদ্গুরুর আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনে উদাসীনতা—অন্যাভিলাষ; দেহমনের বিচারকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তি বা সেবা বলিয়া ধরিয়া লওয়া চেষ্টাও অন্যাভিলাষ; গুরু-বৈষ্ণবাদেশ বা শাস্ত্রাদেশ স্বকপোলকল্পিত ধারণার গণ্ডীর ভিতরে আনয়নাভিলাষও অন্যাভিলাষ; আমি যাহা বুঝি, যাহা করি ও মনে ভাবি তাহাই "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন" অথবা "দদামি বুদ্ধিযোগং" বাণীর তাৎপর্য্য বলিয়া উচ্চ আলাপনয়ন—অন্যাভিলাষ। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও শ্রৌত কথার কীর্ত্তনাভিলাষ না রাখিয়া হুজুকোড় প্রচারক হওয়া অন্যাভিলাষ মাত্র। মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপূজার অবজ্ঞা অন্যাভিলাষরূপ নিরয় গমনের ব্যবস্থা মাত্র। এই অন্যাভিলাষের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকট করিতে ও উহার হেয়তা প্রদর্শন করিতে একমাত্র শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীই সুনিপুণ।

শিষ্যের কর্ত্তব্য

(শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

পারমার্থিক রাজ্যে গুরু ও শিষ্য অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে নিত্য গ্রথিত আছেন। শ্রীগুরুদেবের যেরূপ শিষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, শিষ্যেরও শ্রীগুরুদেবের প্রতি তদ্রূপই কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। গুরুতত্ত্বের আলোচনা করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে যাইতেছি না। আমি একজন হতভাগ্য শিষ্য, আলোচনামুখে শিষ্যের কর্ত্তব্য প্রকাশ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় স্থিরতা লাভেরই প্রচেষ্টা করিতেছি মাত্র। যখন শিষ্য সদ্গুরুদেবের পাদপ্রান্তে প্রণিপাত করেন, তখন স্বয়ং ভগবদ্প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শিষ্যহৃদয়ে স্বরূপের পরিচয় উদ্বুদ্ধ করাইয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন; শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যকে কৃপাপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া পাদপদ্মে আশ্রয়দানে কৃতার্থ করেন, তখন হইতেই শিষ্য নিজের প্রাপঞ্চিক শারীর পরিচয় হইতে মুক্তি লাভ করেন। তখন হইতেই তিনি স্বরূপের পরিচয়ে পরিচিত হইতে থাকেন, তখন হইতেই নিত্য সম্বন্ধজ্ঞানে দীক্ষা লাভ করিয়া অভিধেয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, অবশ্য অভিধেয় ব্যতীত স্বরূপ সম্বন্ধ পরিপক্বতা লাভ করেন না। এই অভিধেয়ের ফলে অর্থাৎ নবধাভক্তি-ক্রিয়ার সাধনে একমাত্র লভ্য কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণই লাভ হয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণদ্বারাই জীবশক্তির পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অব্যভিচারিণী ভক্তি রক্ষিতা ও পালিতা হয়। সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা একমাত্র ইন্দ্রিয়পতি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা না করিলে পঞ্চোপাসক বা ব্রহ্মচারী হইয়া যাই। যে অতিমর্ত্ত্য পুরুষ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমরা অপ্রাকৃততত্ত্ব লাভ করিতে পারি, যে দীনবন্ধু শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার ন্যায় দীনচেতা ব্যক্তিও উদ্ধার হইতে পারে, যে দয়াসিন্ধু শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যোগী, ধ্যানী এমনকি শিববিরিঞ্চিরও গোপ্য বস্তু কৃষ্ণপ্রেম হরিনাম লাভে সমর্থ হওয়া যায়, সেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি শিষ্যের একটী নিগূঢ় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে। প্রতি শিষ্যেরই একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করা। শিষ্যমাত্রেরই একমাত্র কৃত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটী জিহ্বায় কীর্ত্তন করা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নখেন্দুকিরণশোভা চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য নিরূপিত আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন-মহিমা অনন্ত কোটী কর্ণে শ্রবণপিপাসা জাগরিত করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপামহিমা বলেই তাঁহার একান্ত অনুগত নিষ্কপট শিষ্য তাঁহার রূপমাধুরী, গুণলহরী দর্শন ও কীর্ত্তন করিতে পারেন। আর যদি কেহ শিষ্যত্বের বা গুরুত্বের মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন করিবার অভিনয় করিয়া স্বয়ংই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতির প্রতিকূলে কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ লাভে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে কপটতারূপ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহা অসুবিধায় পতিত হন। শিষ্যের কর্ত্তব্য—শ্রীগুরুদেব বাহিরে মহান্ত গুরুরূপে এবং হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে যে শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করিয়া যে দিকে যে ভাবে চালিত করিবেন তাহাই অনুসরণ করা। ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাক্‌বৈখরীদ্বারা অন্তর্যামী পুরুষের তুষ্টি বিধান করিতে গিয়া কপটতার চাতুর্য্যে পতিত হইতে হইবে না। সুন্দরকান্তি নবর লাবণ্যময় স্বশৃগালভক্ষ্য দেহের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মোহন উৎপাদন করিবার স্পৃহা কেবল মূর্খতা মাত্র। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষমুক্ত অপ্রাকৃতবিচার-নৈপুণ্য শ্রীগুরুদেবের বিচারের সমালোচনা করিয়া আপনার প্রখর বুদ্ধিমত্তার বিচার প্রদর্শন করিবার ধৃষ্টতা মোটেই রাখিতে হইবে না। শিষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে শরণাগতি লাভ করিয়া সর্ব্বভাবে গুরুর আদেশ পালন করা, গুরুপাদপদ্ম ধ্যান স্মরণ প্রভৃতি নবধাভক্তি যাজন করা।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে ‍উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়াকর্স্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ।৷৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৩৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুনিস্যন্দ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবতার, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোষদর্শিতত্ত্ব প্রবর্ত্তনৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুভক্তির বিশ্লেষ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি প্রভৃতি সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷৹ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাণাঘাটের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাচ্যভাষ্যকোবিদ, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) নয়কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্সড-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন দ্বারা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয়-লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। একরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সঙ্কলনগ্রন্থ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনধান্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নূতন সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্ বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অর্থ, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২।০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "স্বাস্থ্য-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশালয়

১১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

(জিঃ নোয়াখালী — বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদে টাকা জমা রাখা হয়।

বৎসর	ম্যাদী স্থির আমানত শতকরা বার্ষিক	৯।৵
২		৮॥০
১		৮৲
৬	মাস	৭॥০
৩		৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে	,, ,,	৪॥৵০
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক	,,	৩৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হইতে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারান্টি দিয়া "চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[ফোন বড়বাজার ১৬৩৬]

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। ১৭।৪ একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নির্ভীক সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

কর্ণফুলীতে নৌকাডুবি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত শনিবারে কর্ণফুলী নদীতে একটি 'সাম্পান' উল্টাইয়া যায়। ফলে ৪ জন যাত্রী ও মাঝির প্রাণরক্ষা হইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, সহরের কাছাকাছি ঐ 'সাম্পান' নদীর প্রবল স্রোতে উল্টাইয়া যায়। সংবাদ পাইয়া পোর্ট অফিসার পোর্ট লাঞ্চে করিয়া কয়েকজন লোককে পাঠাইয়া দেন। কিছুক্ষণ খোঁজ করিবার পর দেখা যায়, ভূপেন্দ্র চৌধুরী মণীন্দ্র চৌধুরী ও মাঝিটিকে ইতোমধ্যেই রক্ষা করা হইয়াছে এবং ভূপতি চৌধুরীরও প্রাণরক্ষা হইয়াছে। সাম্পানওয়ালারা বন্দর দেকে মরণোন্মুখ অবস্থায় রক্ষা করিয়াছে। শেষে পোর্ট লাঞ্চে করিয়া তাহাদিগকে সহরে আনা হয়। তাহাদিগের কয়েকজন আহত হইয়াছিল।

তাহারা সুচিয়া গ্রামে যাইতেছিল। তাহাদের প্রায় ২০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ডুবিয়া গিয়াছে।

আন্দামানে নির্ব্বাসনের জন্য ১ শত ব্যক্তি

শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরের সময় বিশেষ উৎসুক্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুত শান্তিশেখরেশ্বর রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় সার পি, সি, মিত্র বলেন যে, একশত বিপ্লববাদীকে ভারত সচিবের অনুমোদনক্রমে ভারত হইতে আন্দামানে নির্ব্বাসিত করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সাধারণের স্বার্থের জন্য সরকার তাঁহার প্রকার প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহেন।

শিখ ও মুসলমানে কলহের সূচনা

লাহোর হইতে প্রকাশ, ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদিগকে স্থায়ী ভাবে অধিক সদস্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইবে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে তাহা লইয়া পঞ্জাবে মুসলমান ও শিখদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ভুক্তগণ নিজ নিজ উপাসনা মন্দিরে সাম্প্রদায়িক সভায় সমবেত হইয়া এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

গ্রামবাসীদিগের ৬ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার মামলার যে সকল আসামী গা ঢাকা দিয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন সংবাদ না দেওয়ায় ও তৎপশ্চাৎ যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে উত্তর সমুয়া ও দলঘাটের অধিবাসীদিগের ৫ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। প্রকাশ, আগামী ১০ই আগষ্টের মধ্যে এই জরিমানা আদায় করা হইবে।

কনষ্টেবল প্রহারের মামলা

তিনেভেলী হইতে প্রকাশ, গত ২২শে মে জনৈক কনষ্টেবলকে প্রহার করিবার ও তাহাকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধা দান করিবার অভিযোগে পেরু মোবান তিনেভেলীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। প্রমাণাভাবে তিনি আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

মোহিনী মিলে দুর্ঘটনা

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, মোহিনী মিলের শ্রমিক জনৈক মুসলমান যুবক রোলারের বেল্টে হাত জড়াইয়া যায়, ফলে কলের মধ্যে পড়িয়া পিষিয়া যাওয়াতে সে মারা গিয়াছে।

প্রকাশ, এ লোকটি মিস্ত্রী ছিল। পদস্খলিত হওয়াতে বেল্টের উপর পড়িয়া যায়। কলের অন্যান্য লোকে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই সে কলের মধ্যে পিষিয়া যাইয়া মারা যায়।

পুলিস কনষ্টেবল আক্রান্ত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, হাতরাসের পাহারায় নিযুক্ত ২ জন পুলিস কনষ্টেবলকে ২ জন লোক অন্ধকারের মধ্যে বর্শা ও লাঠী দিয়া আক্রমণ করে। ফলে কনষ্টেবল ২ জন জখম হইয়াছে; একজনের অবস্থা সাংঘাতিক। আক্রমণকারীদিগকে পরাভূত করা হয়। একজন পলাইয়া গিয়াছে; অপর ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বিশ্বাসঘাতকতার মামলা

শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

প্রমাণে প্রকাশ, আসামী মেসার্স গিরিধারী লাল নাগর এণ্ড কোম্পানীর চট বিভাগের কার্য্যকরী অংশীদার ছিলেন। উক্ত কারবারের পক্ষ হইতে তিনি মেসার্স ডেভিস সাগুন এণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে ৩ বারে ২৫ হাজার, ১৫ হাজার ও ১৫ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া উহা আত্মসাৎ করেন।

প্রথম অভিযোগে আসামীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয় অভিযোগে তিনি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তৃতীয় অভিযোগে কোনও দণ্ড প্রদান করা হয় নাই।

কুমিল্লায় জনসভা

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর ভূধর দাসের উদ্যোগে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার এলিসনের উপর গুলী মারার নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধ্যক্ষ আর, জি, নাগ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গাঁজার দোকানে পিকেটীং

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, স্থানীয় সমর পরিষদের সদস্য শ্রীযুত মহতাব সাহা ও শ্রীযুত শিবপদ সাহাকে কোন একটা গাঁজার দোকানে পিকেটীং করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সংপ্রতি তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে পাবনা জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহিলা কর্ম্মীর কারামুক্তি

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, অধ্যাপক বিমলামোহন গাঙ্গুলীর পত্নী শ্রীযুক্তা নীহারমালা দেবী ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করার পর গত ৪ঠা আগষ্ট ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক ও দমদম আভ্যন্তরিক জেলে দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

বোম্বায়ে ৩৬ জন গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, পুলিস গত রাত্রিতে ৮॥০টার সময় ফ্রেয়াররোডের নিকটে গোয়া ষ্ট্রীটের একটী বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা কিছু বুলেটিন, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের ইউনিফরম ও কংগ্রেসের কিছু ইস্তাহার পাইয়াছে। পুলিস তথায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে এসপ্লানেডের হাজতে পাঠান হইয়াছে। সহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করার জন্য গত রাত্রিতে ৮॥০টার সময় আরও ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ৫ই আগষ্ট বোম্বায়ে সন্ধ্যার পর মোট ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বেল্লারীতে দুর্ভিক্ষ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, বেল্লারী জিলার দুর্ভিক্ষের অবস্থা অবগত হইবার জন্য ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য অবলম্বিত কার্য্যগুলি পরিদর্শন করিবার জন্য মাদ্রাজ লাট রাজস্ব সচীব সার আর্কিবল্ড ক্যাম্বেলকে সঙ্গে লইয়া ৪ঠা আগষ্ট রাত্রিতে বোম্বাই মেল যোগে বেল্লারী যাত্রা করিয়াছেন। লাট আগামী শনিবার প্রাতে মাদ্রাজে প্রত্যাগমন করিবেন।

কাশ্মীরে বোমা নিক্ষেপ

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা আগষ্ট শ্রী প্রতাপ কলেজ ভবনে এক বোমা পাওয়া গিয়াছে। কাশ্মীরে এরূপ ঘটনা এই প্রথম। ইহা হইতে কেবল ধূম নির্গত হইয়াছিল, ফাটে নাই। লোকের ধারণা, হয়ত ইহাতে বোমার মালমসলা ছিল না বা সতর্ক করা হিসাবে এইরূপ বোমা রাখা হইয়াছিল। কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। পুলিস তদন্ত করিতেছে।

কেরোসিনে যুবকের আত্মহত্যা

বেরেলী হইতে প্রকাশ, সংপ্রতি মহল্লা গুলাব নগরের জনৈক ১৮ বৎসর বয়স্ক যুবক কেরোসিনের সাহায্যে আত্মহত্যা করিয়াছে। কি জন্য যে সে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহা এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

মহিলা বন্দীদিগের মুক্তিলাভ

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা প্রশান্তী ধর, শ্রীযুক্তা সরোজবালা সেন কনকলতা সেন ও নরেশনন্দিনী দত্ত তাহারা কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় শ্রীহট্ট জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আসামের নেতা শ্রীযুত নবীনচন্দ্র বরদলৈ শ্রীহট্ট জেল হইতে গত ৪ঠা আগষ্ট মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

খুলনায় হরতাল

সংপ্রতি বাঙ্গালার গভর্ণর খুলনায় আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সহরে আংশিকভাবে হরতাল হইয়া গিয়াছে বলিয়া পত্রান্তরে এক সংবাদ বাহির হইয়াছে।

টেলি — "শ্রীধাম"
"নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৯, ১০ই আগষ্ট ১৯৩২

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি

শ্রীযুত অভয়ঙ্করের স্বাস্থ্য

যারবেদা জেলে গান্ধীজী

পলাতক বাবর আকালী গ্রেপ্তার

মাতা ও স্ত্রীকে খুন

মৌলানা জমায়েতউলামা ১৬ জন শিষ্যসহ গ্রেপ্তার

নারী ডাকাতের কারাদণ্ড

হত্যার দায়ে মাতা-পুত্র

হাইকোর্টে বিষম চাঞ্চল্য

সোদেপুরে বিধবা বিবাহ

কোনিসবার্গে ভীষণ দাঙ্গা

নানা কথা

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি

গত সোমবার গভীর রাত্রে চকবাজারের (চট্টগ্রাম) উত্তরে কাপাসগোলা নামক স্থানে ছনু গাজির বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা দল বাঁধিয়া বাহিরে অপেক্ষা করে এবং একজন সিঁদ কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। তৎপর সকলে একত্র হইয়া ছনু গাজীর পুত্রকে বিছানাপত্র দিয়া চাপিয়া ধরে যাহাতে যে কোন প্রকার বাধা দিতে না পারে এবং কিছুই দেখিতে না পায়। অবশিষ্ট লোকেরা ঘরের সিন্দুকপত্র ভাঙ্গিয়া নগদে অলঙ্কারে প্রায় ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা লইয়া উধাও হইয়া যায়। ডাকাতেরা মহিলাদের গায়ের অলঙ্কারও রেহাই দেয় নাই, তাহারা মহিলাদের গাত্রালঙ্কার জোর করিয়া লুণ্ঠন করে। সহরের এত সন্নিকটে এবং কোতয়ালী থানার অধীনে চকবাজার অঞ্চলে এইরূপ ডাকাতি হওয়ায় সাধারণের মনে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের জোর তদন্ত চলিলে ডাকাতের কিনারা হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

যারবেদা জেলে গান্ধীজী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ডাক্তারের উপদেশক্রমে গান্ধিজী যদিও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করা একেবারে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি বর্ত্তমানে যারবেদা জেলে তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে। গান্ধীজী এখন "মগন চরকা"য় সূতা কাটিতেছেন। সবরমতী আশ্রমের পরলোকগত মগনলাল গান্ধীর নামানুসারে এই চরকার নাম "মগন চরকা" রাখা হইয়াছে। "মগন চরকা"র চাকাটি পা দিয়া ঘুরাইতে হয়। তজ্জন্য গান্ধীজী তাঁহার পায়ের সাহায্যে এই চরকা চালাইয়া থাকেন। ডাক্তারগণ গান্ধীজীকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, তিনি যেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তের উপর কোন প্রকার কাজের চাপ না দেন।

কোনিসবার্গে ভীষণ দাঙ্গা

বার্লিন হইতে প্রকাশ, নির্ব্বাচনের পর দাঙ্গার অবসান হয় নাই। সর্ব্বত্রই পূর্ব্ববৎ দাঙ্গা চলিতেছে। সরকারের কড়া হুকুম অমান্য করিয়া দলে দলে দাঙ্গাকারী রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুবিধা পাইলেই দাঙ্গার সূত্রপাত করিতেছে। সরকারের মুখের আদেশ চলে নাই, আদালতেও কিছু হয় নাই, জেল জরিমানাতেও দাঙ্গাকারী ভয় পায় নাই। বিশ্বাস আপীল করিলেই খালাস পাইবে। তাই এবার প্রাণদণ্ডের আইন বাহির হইয়াছে। অবশ্য গুরুতর অপরাধ না করিলে প্রাণের হানি হইবে না।

সেদিবস রিভলভার সহ দুইজন যুবক ধরা পড়িয়া দুই বৎসরকাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। রিভলভার সঙ্গে ছিল মাত্র, রিভলভারের কোন ব্যবহার করা হয় নাই।

তারপর কোনিসবার্গে এক বিরাট দাঙ্গার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। রিভলভার, বন্দুক প্রভৃতি দাঙ্গাকারীদিগের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ১লা আগষ্ট এই ঘটনা ঘটে। পুলিস একশত জন দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কিয়েলে একশত জনপূর্ণ বোমা ফেলিয়া একজন ধর্ম্মযাজকের বাড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই দাঙ্গা। এ দাঙ্গার অবসান কবে হইবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। নূতনতন্ত্র কায়েমীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে দাঙ্গার সীমা বৃদ্ধি পাইবে কি হ্রাস হইবে তাহা বলা যায় না।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	জয়পুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ শীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরেবতীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীঋদ্ধদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ বালাকা প্রসাদ ষ্ট্রীট, দি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীদণ্ডিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

রুক্মিণী, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুরুকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীত দেবঘরিয়া।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীজগন্নাথজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ৭৬.৩৩ মূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) শ্রীরামানুজগৌড়ীয় মঠ

কববুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩৩) বালগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৪শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৫শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১০ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ বুধবার | ১৩৪তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৭ই আগষ্ট রবিবার শ্রীসরস্বতী-পঞ্চমী দিবসোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে বেলা ৩ ঘটিকার সময় একটী মহতী সভার অধিবেশনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, মঠবাসী ভক্তগণ ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি যোগদান করেন। সভার প্রারম্ভে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আনুগত্যে শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু ব্রহ্মচারী ও ছাত্রবৃন্দসহ সুললিতস্বরে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

কীর্ত্তনান্তে স্বামীজী মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনানন্তর 'শ্রীচৈতন্য সরস্বতী' সম্বন্ধে নিজদৈন্যজ্ঞাপন-মুখে ওজস্বিনী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ব্রহ্মচারীজী বলেন,—আমি একজন অযোগ্য দীন ব্যক্তি ; এ সভায় 'শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর' বিষয় বলিবার যোগ্যতা আদৌ আমার নাই। তথাপি অস্মদীয় আচার্য্যবর্য্যের অত্যন্ত প্রিয়তম, আমার শিক্ষাগুরু শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের কৃপাশিস্ শিরে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালন জন্য তাঁহারই শ্রীমুখ-শ্রুত বাণীরই অনুকীর্ত্তনমুখে কিছু বলিবার প্রয়াস করিব মাত্র। আমি বক্তাহিসাবে এখানে দণ্ডায়মান হই নাই, নিজ আত্মশোধনার্থ—শ্রোতবাণী কীর্ত্তনার্থই আমি অদ্য আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আপনারা কৃপা করুন, যাহাতে আমি সেবাযোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

আজ 'শ্রীসরস্বতী পঞ্চমী' দিবস। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী কৃপাপূর্ব্বক এই তিথিবরাকে ধন্যা করিয়া ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছেন—বদ্ধজীব আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, আমাদিগকে কৃষ্ণসেবানন্দ প্রদান করিবার জন্য। এই মাধব-তিথি জীবমাত্রেরই অবশ্য-পালনীয়। ইহা ভক্তির প্রসবকারিণী। তাই শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—'মাধব-তিথি ভক্তি জননী যতনে পালন করি।' সেইজন্য আমরা আজ সকলে এই মঙ্গলময়ী শুদ্ধাভক্তিপ্রদায়িনী তিথিকে সাধু-গুরুর আনুগত্যে বন্দনা করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠে সমবেত হইয়াছি। ধন্যা ধরিত্রীদেবী, যিনি এই তিথিবরাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। ধন্য সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী, যাঁহারা এই পূতা তিথির সম্মানার্থ আগমন করিয়াছেন গৌরজন্মভূমি শ্রীধামে। মদীয় আচার্য্যদেবই শ্রীচৈতন্যসরস্বতী। অচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্য প্রদানার্থই শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর আবির্ভাব। চেতনের বাণী—বৈকুণ্ঠের বাণী কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে মায়ার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য—জীবগণকে কৃষ্ণমায়ার সেবা ছাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবা-সৌভাগ্য বিতরণ করিবার জন্য এসেছেন যে গৌরজন—যে গুরুদেবাবতার, আজ সেই শ্রীচৈতন্যসরস্বতী প্রভুর প্রকটতিথি। এই প্রভুবরের অপার দয়ার কথা মহাবদান্যতার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুধু আমার নয় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জীবনিচয়ের নিত্য গুরু। শ্রীগৌরসুন্দরের 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ, শ্রীগৌরের করুণাশক্তিস্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে জগতে গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন।

সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন যে জীবের একমাত্র কৃত্য, আর কোন কৃত্য জীবের নাই এই মঙ্গলময়ী বাণীটী তিনি নিজে আচরণ পূর্ব্বক গ্যালন্ গ্যালন্ রক্ত ব্যয় করিয়া জীবগণকে শিক্ষা দিতেছেন।

তিনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দাবতার হইয়াও নিত্যানন্দানুগ বলিয়া অভিমান করেন। 'তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, ও অমানী-মানদত্বের প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। প্রভুপাদের লীলা—প্রভুপাদপদ্মের প্রচার-বৈশিষ্ট্য—জীবের প্রতি প্রভুপাদের দয়া সত্য সত্যই মানবজ্ঞানগম্য নহে—ধারণার বিষয় নহে। কিন্তু ক্ষুদ্রজীব আমি তাঁহার কৃপায় আমার জীবনে যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মর্ত্ত্যজীব নহেন, তিনি গোলোকের বস্তু—গোলোকপতির অভিন্ন-বিগ্রহ। গোলোকপতিকে প্রকাশার্থই তাঁহার এ'সব লীলা। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী প্রভুর অবস্তবাণী—চেতনবাণী যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই ধন্য এবং তিনিই নিত্যমঙ্গলের পথ তাঁহার কৃপাবলে দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমরা সাধুমুখে শুনিয়াছি—সূর্য্য যেমন সূর্য্যালোক ব্যতীত দেখা যায় না, চিৎসূর্য্য ভগবান্‌কেও তদ্রূপ তাঁহার কৃপা ব্যতীত জানা যায় না। সেই কৃপালাভের জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব চেষ্টা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে সেই কৃষ্ণকৃপা—সেই গৌরকরুণা গুরুরূপে—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীরূপে আজ আমাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু পেচক-প্রকৃতি আমরা গৌরসুন্দরের অযাচিত কৃপালোক ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমার ন্যায় নির্গুণ জীবকে কৃপা করিতে গুরু-নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কেহ নাই। আমার প্রভুর দানের কথা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে! তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য সমস্ত ভারতে প্রায় ৪০টী শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন, বাঙ্গলা, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষায় পারমার্থিক সংবাদপত্রের প্রকটন, অসংখ্য জীবকে বাসোপযোগী স্থান ও সেবাপ্রদান, জীবের ঘরে ঘরে স্বয়ং গিয়া ও নানাস্থানে প্রচারক পাঠাইয়া নাম-প্রেম-প্রচারণ, নানা ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতি বহুবিধ জগন্মঙ্গল কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

ব্রহ্মচারীজী এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন করেন। তাহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইল মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮শে শ্রীধর ভুক্ত অনিরুদ্ধ ৪৪১

শ্রবণ-মাধুরী

বৈষ্ণবদর্শনে সম্বন্ধ অভিধেয় এবং প্রয়োজন বিচারে আমরা মাধুর্য্যময় কৃষ্ণপ্রেমাকেই পরম প্রয়োজন বলিয়া দেখিতে পাই। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অভিধেয়রূপ সাধনকে অবলম্বন করিয়া আমরা চরমে কৃষ্ণপ্রেমালাভে সমর্থ হই। এই সাধনরূপ ভক্ত্যঙ্গ যাজনের মূলে—শ্রবণ। শাস্ত্র তারস্বরে যে নব প্রকার ভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহার আদিতেও আমরা শ্রবণই দেখিতে পাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—শ্রবণীয় কি? কাহার নিকট হইতেই বা শ্রবণ করিব? শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—বৈকুণ্ঠবাণীই একমাত্র শ্রোতব্য এবং কীর্ত্তিতব্য। বৈকুণ্ঠবাণী স্বয়ং চৈতন্যবাণী—ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন। শ্রীগুরুদেবই এই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—শ্রীগুরুদেবই এই বাণীবন্যার উন্মুক্ত প্রস্রবণ। শ্রীগুরুমুখ প্রস্রবণ হইতে এই বাণী অজস্রধারে অবিরাম নির্গত হইতেছে। যাঁহারা সত্য সত্যই শ্রবণপিপাসু তাঁহারা প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারে সেই বাণীর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিরত। শ্রীচৈতন্যবাণীর শুদ্ধ সেবকগণের ক্রমশঃ শ্রীনামের সম্যক্ কীর্ত্তন সম্পাদিত হয়। নামাশ্রয়ী নামীর শুদ্ধ কীর্ত্তনপ্রভাবে ক্রমানুসারে রূপের এবং গুণাবলীর প্রকাশ হইতে থাকে।

পূর্ণচেতনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর শ্রবণ-নিবেদনে যিনি পারঙ্গত হইয়াছেন তাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় বাণীনন্দী নিরন্তর নৃত্য করিয়া থাকেন। চৈতন্যবাণীর কৃপাই হইতেছে অচেতন বিশ্বকে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়কে নিষ্পীড়িত করত কীর্ত্তনরূপে শতধারে আবার প্রবাহিত হওয়া। এই প্রকার শ্রবণের ফল কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনের ফল পুনরায় শ্রবণ।

শ্রবণের সার্থকতা সেইখানে যেখানে কীর্ত্তন বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। যেখানে শ্রবণের পর কীর্ত্তন নাই—শ্রবণের পর পরিপ্রশ্ন নাই, সেখানে শ্রবণ বাধাপ্রাপ্ত; শ্রবণ সময়ে শ্রোতবাণী-সেবা ব্যতীত

প্রভুপাদ আগমনে

(শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

মায়াপুরবাসী হ'ল আনন্দে মগন।
বহু দিন পরে পাঞা প্রভু দরশন॥
জল বিনা মীন যথা প্রাণ নাহি ধরে।
প্রভু বিনা দাস তথা রহিতে না পারে॥
প্রভুর বিরহে সবে ছিলা দুঃখী মনে।
দিবানিশি চিন্তা করে প্রভুর চরণে॥
সন্ধ্যা সমাগমে গৌর-আরতির কালে।
গৌরা-গুণগানে মত্ত ভকত সকলে॥
মঙ্গল বারতা সবে শুনে হেনকালে।
প্রভু-আগমন হৈল জাহ্নবীর কূলে॥
শুনিয়া এ শুভ বার্ত্তা প্রভু ভক্তগণ।
সবার হইল অতি উল্লসিত মন॥
মায়াবাসী, মঠবাসী নগরের লোকে।
প্রভু দেখিবারে ধায় স্ত্রী-পুরুষ বালকে।
ভক্তগণ চলে সুখে কীর্ত্তন করিয়া।
বাহু তুলি হরি বলি নাচিয়া নাচিয়া॥
মাতিল সকল লোক কীর্ত্তন আনন্দে।
প্রেমোন্মত্ত প্রায় কারো দেহ নাহি বান্ধে॥
ভক্তির বিগ্রহ প্রভু ভকতি-বিগ্রহ।
প্রভু দর্শনে তাঁর সবেক আগ্রহ॥
শ্রীগুরুচরণে [illegible] যে দৃঢ় ভকতি।
আমি কি বর্ণিব তাহা অতি শিশুমতি॥
যদ্যপি অপ্রাকৃত দৃষ্টে আঁখি নাহি আর।
শ্রীগুরু-কৃপাতে তবু কিছু না বাধন॥
কেহ অগ্রে চলে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়া।
তার পাছে পাছে পাছে চলে সবে ধাঞা॥
সবে গিয়া দণ্ড দশ জাহ্নবীর তীরে।
তরণী হইতে প্রভু উঠিলা উপরে॥
প্রভু আগে পড়ে সবে দণ্ডবৎ হঞা।
ভূমি গড়ি যায় ভক্ত প্রভু সম্ভাষণে॥
হা হা প্রভু কত দয়া কৃপা পারাবার!
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
এই মতে প্রভু পদে করে নিবেদন।
শুনিয়া প্রভুর হৈল আর্দ্রিত মন॥
সবাকার প্রতি করি শুভদৃষ্টিপাত।
প্রভু চলিলেন লইয়া ভক্তগণ সাথ॥
সঙ্কীর্ত্তন কোলাহলে ভাসিল নগর।
সবে মিলি হরিধ্বনি করয়ে প্রচুর॥
নগর ভ্রমিয়া শেষে প্রভু এল সবে।
এক পদ ভক্তগণ গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
প্রভু আগমনে যত ভক্তগণ।
সবেই হৈল অতি উল্লসিত মন॥
অচৈতন্য বিশ্বে দিতে শ্রীচৈতন্যবাণী।
জগদ্গুরু নিত্যানন্দ আনিলা আপনি॥
দাক্ষিণাত্যে বহু দেশে গেলা প্রভুপাদ।
কৃষ্ণ-নাম প্রেম দিয়া করিলা প্রসাদ॥
মদ্রদেশ, মহীশূর, কব্বুর, ইন্দোর।
উত্তকামণ্ডেতে গেলা আদি বাঙ্গালোর।
পূর্ব্বে যথা মহাপ্রভু ভ্রমিয়া দক্ষিণে।
উদ্ধার করিলা কত দীন হীন জনে॥
যেই যেই স্থানে নাহি গেলা গৌরহরি।
সে স্থানও উদ্ধারিলা প্রভু অবতরি।
দুই মাস সাত দিন রহিলা দক্ষিণে।
বৈষ্ণব করিলা কত দেশবাসী জনে॥
গোদাবরী তীরে যথা রামানন্দ রায়।
গৌরহরি সঙ্গে মিলা হইল তথায়॥
তথা যাঞা শ্রীমন্দির করিলা গঠন।
শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা কৈলা প্রকটন॥
পুনঃ মায়াপুরধামে আসিলা এখনে।
আনন্দিত হইল সব প্রভুভক্তগণে॥
গৌরলীলা প্রভুলীলা কিছু ভিন্ন নয়।
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গচন্দ্র এক তত্ত্ব হয়॥
গণসহ প্রভুপদে করি যে প্রণতি।
দয়া কর গুরুদেব অগতির গতি॥

ইতর বস্তুর সেবায় নিযুক্ত থাকিলে বাণী-সুন্দরী তাহার সেই সমল অপাবন হৃদয়ে স্বীয় স্বরাজ্য-সিংহাসন কোন দিনই প্রতিষ্ঠিত করিবেন না।

যৎকিঞ্চিৎ

(শ্রীপাদ শ্রীনিবাস দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

অনন্যোদয়দয়াতার শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজগুণে কৃপা ক'রে রাশি রাশি অনর্থ থাকা সত্ত্বেও আমার ন্যায় কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাভোজী শূকরাধমকে নিজ অশোক অভয় কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে স্থান দিয়া কৃষ্ণসেবা যোগ্যতা প্রদান করবার জন্য কটিবদ্ধ, আমার ভবরোগ দূর ক'রে আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য সর্ব্বক্ষণই নানাভাবে সচেষ্ট। এমন নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমবান্ধব আমার নিত্য নিত্যসেব্য ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি আমার ন্যায় অধম সন্তানকে তাঁর পাদপদ্মে আকর্ষণ করেছেন, সেই জগদ্গুরুর উপর ও তাঁর সেবক বৈষ্ণবগণের উপরও বিচার করবার দুর্ব্বুদ্ধি এসে যাচ্ছে; তিনি জগদ্গুরু কিনা বা তাঁর সেবকগণ বৈষ্ণব কিনা এরূপ দর্শনের সঙ্কল্প বুঝি হৃদয়ে পোষণ করছি, এমনই আমার দুর্ভাগ্য, এমনি আমার পোড়া কপাল। সর্ব্বক্ষণই শুনছি বৈষ্ণব-পূজকগণ বৈষ্ণবগণের আচার সম্বন্ধে বিচার করেন না। 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোক বৈষ্ণবদাস মাত্রেরই নিত্য স্মরণীয়। তথাপি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হ'য়ে গুরুদাস হ'বার অভিনয় ক'রে নিজেই বৈষ্ণব হতে যাচ্ছি, এর গোড়ায় গলদ হচ্ছে কেবল আনুগত্য ছেড়ে মনোধর্ম্মের অতি বিচার। আমি শুনছি, যে 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'—এই জড়েন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের আচার বুঝা যাবে না, তথাপি আত্মবঞ্চক আমি, সন্দেহবাদী আমি—নায়মাত্মা শ্লোকের উপদেশ ছেড়ে দিয়ে আরোহপন্থার দিকে ছুট্‌ছি, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারছি। কিন্তু বৈষ্ণবগণ পরম দয়াল; অন্তর্যামীসূত্রে তাঁরা আমার দুর্দ্দৈবের কথা জেনে হিতাহিত-বিবেকরহিত নিত্য বদ্ধ আমার মঙ্গলের জন্য আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে সাবধান ক'রে বলছেন,—বিচার করো, তাতে দোষ নাই, বিচার ছাড়তে হবে না। বেশী খেয়ে বদহজম হয়েছে বলে খাওয়াটাই ছেড়ে দেবো এ বিচারটা ছেড়ে দিয়ে পরিমিত ভোজন শিক্ষার ন্যায় বিচারের আগে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু শোনা দরকার। আর এই বিচারটা মনের দ্বারা না ক'রে, আমি বিচার করবো এই অভিমান ছেড়ে দিলে সাধু-শাস্ত্রের আনুগত্যে অর্থাৎ সাধু-শাস্ত্র আমার প্রশ্ন সম্বন্ধে বা সন্দেহ বিষয়ে যা বিচার করেছেন, সেই বিচার গ্রহণপূর্ব্বক দীন হ'য়ে উহা বিচার করতে হবে, তবে গুরুদাস আমার মঙ্গল, নতুবা প্রাকৃত মনের দ্বারা বিচারক অভিমানে গুরুবৈষ্ণবের বিষয় আলোচনা ক'রতে গেলে অপ্রাকৃতকে প্রাকৃতবুদ্ধি, গুরুবৈষ্ণবে মনুষ্যবুদ্ধি—সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্য বুদ্ধি জাগবে—সর্ব্বনাশ হবে। আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অজ্ঞাতসুকৃতিফলে যে সেবা-সৌভাগ্য লাভের সুবর্ণসুযোগ পেয়েছি, সাক্ষাৎ নিত্যানন্দপ্রভু ও তৎপার্ষদগণের যে কৃপাটী অযাচিতভাবে অনর্থযুক্ত আমার প্রতি নিরন্তর বর্ষিত হচ্ছে, সেটী অনন্ত কালের জন্য হারাতে হবে—নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, আমার ন্যায় কেউ আর এমন আত্মবিনাশী দুর্দ্দৈবকে বরণ ক'রবেন না; সাধু শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধ হয়ে গুরু সেবায় নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করুন। আর যেসকল বিচারে আমরা উপনীত হতে পাচ্ছি না, তাহা জানবার জন্য গুরুবৈষ্ণবের নিকটই আমরা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি নিয়ে অভিগমন করি এবং যাঁর কৃপায় যা কিছু সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও তদীয়গণের শ্রীচরণকমলে কেঁদে কেঁদে দুঃখের কথা জানাই তা' হলেই নিশ্চয়ই পরমদয়াল শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের কৃপা করবেন। অসহায় শিশুর ক্রন্দনের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট ক্রন্দন ব্যতীত পরমার্থজগতের শিশু আমাদের অন্য কোন গতি নাই। তাই বলি সাধু সাবধান।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী সংস্করণে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; গৌড়ীয়—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-[illegible], প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বেদান্তদর্শন, শ্রীরূপতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতা সংকলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—[illegible] ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব [illegible] স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ[illegible], [illegible] ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রী[illegible] কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী [illegible], [illegible] দয়া, গৌরকরুণা ও [illegible]—[illegible] বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—[illegible] ও সত্যপ্রিয়তা শ্রী[illegible] প্রসঙ্গ, [illegible], শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, [illegible], [illegible] শ্রীমন্-[illegible] নিত্যতা—এই [illegible] বক্তৃতা[illegible], ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"[illegible] ব্রহ্মবৈবর্ত্তকবেদ্য," অকৃত্রিম [illegible] ও [illegible] ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত বক্তৃতা [illegible] সন্নিবেশিত, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে [illegible] টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজস্থানের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ রত্নাকর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৶৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৶৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুমূল্য-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্যোদন সাধা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৶৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার উদ্ধৃতি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাদি বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶৹ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ১৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ [illegible] বালকদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা [illegible]। স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বইখানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুমূত্রারি পাচন

সর্ব্ববিধ মূত্ররোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক

[illegible] লিমিটেড্

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী - বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে [illegible] টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২			,,				৮৷৷০
১			,,				৮৲
৬	মাস		,,	,,		,,	৭৷৷০
৩				,,		,,	৬।০

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে ,, ,, ৪৷৷৵০

চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক ,, ৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট্ পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটা টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিং এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬ [illegible]

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। [illegible] একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷৷০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ২৲, নগদ প্রতি সংখ্যা [illegible]।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নারী ডাকাতের কারাদণ্ড

মাণিকতলার সরকারী দায়রা জজ এন, সি, চন্দ্র ঘোড়াগান ডাকাতি মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ২৯ জন দস্যুর মধ্যে একজন নারীদস্যুও ধৃত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১১ জনের প্রতি ৭ বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডাদেশ হইয়াছে। অপর ৮ জনের ৬ বৎসর, ২ জনের দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং বাকী সকলে মুক্তিলাভ করিয়াছে। নারী দস্যু দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিবে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, দস্যুরা ঘোড়াগান থানার আমরা গ্রামে জনৈক ধনী ব্যক্তির গৃহে মারপিট করিয়া নগদে ও গহনায় প্রায় ৪০,০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করে এবং ৬০০০৲ টাকা উদ্ধার করে।

হাইকোর্টে বিষম চাঞ্চল্য

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা আগষ্ট স্থানীয় হাইকোর্টে এক বিষম চাঞ্চল্য ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। প্রকাশ, দুপুরে অতর্কিতভাবে কয়েকজন অজানা লোক হাইকোর্টের বারান্দায় ঢুকিয়া কয়েকখানি পুস্তিকা বিলি করিয়া আবার অতি তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়ে। সেই পুস্তিকার উপর লিখা ছিল, "জগন্মাতা ভুবনেশ্বরী রাণী ও শ্রীস্বামী রাণী লাউপ্রিয়ের উপর বারাণসী ও এলাহাবাদের অধিবাসীবৃন্দের অত্যাচার" ও পুস্তিকাখানির মধ্যে বহু বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হাইকোর্টের কয়েকজন নামজাদা উকিল, ব্যারিষ্টার ও তিনজন বিচারপতির বিরুদ্ধে অনেক আপত্তিজনক কথা বলা হইয়াছে। বিচারপতি তিনজনের নৈতিক চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে। পুস্তিকাখানির সর্ব্বশেষে মিঃ বালমুকুন্দের নাম মুদ্রিত রহিয়াছে। এই মিঃ বালমুকুন্দ নিজেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট এডভোকেট। তিনি এই পুস্তিকায় তাঁহার নাম মুদ্রিত দেখিয়া বিচারপতি মাননীয় মিঃ টমের নিকট এই মর্ম্মে এক বিবৃতি করিয়াছেন যে, তিনি এই ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানেন না, পুস্তিকার সহিত তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই।

এই দিন জলযোগের জন্য আদালতের কাজ বন্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুত শৈলনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি এই পুস্তিকার দিকে আকর্ষণ করিয়া এক আবেদনপত্র দাখিল করেন। এই আবেদন পত্রে তিনি বলেন, যাহারা এইভাবে আইন ব্যবসায়ী ও বিচারপতিদের বিরুদ্ধে মানহানিকর উক্তি করে যাহাতে তাহাদের প্রতি বিহিত দণ্ডের ব্যবস্থা হয় আদালত যেন তাহার তাহার ব্যবস্থা করেন। বিচারপতি এই সম্পর্কে আরও তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য সে পুস্তিকাখানি রেজিষ্টারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

মাতা ও স্ত্রীকে খুন

শেখপুরা হইতে প্রকাশ, জনৈক ধনী হিন্দু মহাজনের বাড়ীতে হানা দিয়া একদল ডাকাত তাঁহার মাতা ও স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত মহাজন যখন বাড়ীতে ছিলেন না, তখন একদল ডাকাত তাহার বাড়ীতে হানা দেন এবং তাঁহার মাতাকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করে। ফলে বৃদ্ধার তখনই মৃত্যু ঘটে। তাঁহার স্ত্রী এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। তাঁহার এই জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে নাই। একমাত্র তাঁহার মেয়ে কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া পুলিশের নিকট এই সংবাদ প্রদান করে।

প্রকাশ, প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যই এই খুন করা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সোমেষপুরে বিধবা বিবাহ

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালী থানার অধীন সোমেষপুর হিন্দু সভার উদ্যোগে জগন্নাথপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র প্রামাণিকের বিধবা কন্যা শ্রীমতী সুবাসিনী দাসীর শুভবিবাহ উক্ত থানার অন্তর্গত কুসদকা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বিশ্বাসের সহিত গত ১২ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার জগন্নাথপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিবাহে রঘুনাথপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মৈত্র পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। কন্যার বয়স ১৮ বৎসর ও বরের বয়স ২৮ বৎসর।

পলাতক বাবর আকালী গ্রেপ্তার

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, বাবর আকালী রতন সিং কিছু দিন পূর্ব্বে হুসিয়ারপুরের নিকট বন্দুকের গুলীতে নিহত হয়, পাঠক তাহা অবগত আছেন। তাহারই সঙ্গী বলিয়া পরিচিত তেজ সিং, তারা সিং ও সংবরণ সিং পুলিসে গ্রেপ্তার হইয়াছে। উহারা ইতোপূর্ব্বে নারওয়ানার নিকট ট্রেণ হইতে পলাইয়া যায়।

জিলা পুলিসের সদরে সংবাদ আসে যে ঐ কয়েদী ৩ জন অমৃতসর জিলায় কোন গ্রামে লুকাইয়া আছে। আর, তাহাদের নিকট পুলিসের দো-নলা বন্দুক আছে।

সঙ্গে সঙ্গে সহকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রিডের অধীনে পদাতিক ও অশ্বারোহীতে ৪০ জন পুলিস উক্ত স্থান অভিমুখে যাত্রা করে।

পুলিস তথায় যাইয়া জায়গাটা ঘিরিয়া ফেলে ও পলাতকদের জন্য সন্ধান করিতে থাকে। উল্লিখিত পুলিসের বন্দুকটি হস্তগত করিবার পর সংবরণ সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে কোন বাধা দেন নাই। সে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া ছিল।

সেই স্থানের নিকটেই তেজ সিং ও তারা সিংকেও গ্রেপ্তার করা হয়। দুইটা ঘোড়া গাছের সহিত বাঁধা ছিল, পুলিস সে দুইটাও হস্তগত করিয়াছে।

শ্রীযুত অভয়ঙ্করের স্বাস্থ্য

নাগপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত অভয়ঙ্করের পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার খারে গত ৫ই আগষ্ট নাগপুর সেন্ট্রাল জেলে শ্রীযুত অভয়ঙ্করকে পরীক্ষা করিয়া কারা-অধ্যক্ষের নিকট এক লিখিত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। প্রকাশ, ডাক্তার খারে জানাইয়াছেন যে, শ্রীযুত অভয়ঙ্করের স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব খারাপ। যে পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রম করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি না পায়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির আশা নাই। শ্রীযুত অভয়ঙ্করের একটি দাঁত তুলিয়া তৎস্থলে কৃত্রিম দাঁত সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

আরও প্রকাশ, ডাঃ খারে জানাইয়াছেন যে, শ্রীযুত অভয়ঙ্করের হৃদযন্ত্রের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

হত্যার দায়ে মাতা-পুত্র

বজবজের কানাই সর্দ্দার এবং তাহার মাতা গোলাপমণি দাসী সুদাম লস্করকে হত্যা করার জন্য গত ৫ই আগষ্ট আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, কে, ঘোষ কর্ত্তৃক দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, কানাই ও গোলাপমণি সুদামকে বর্শা ও লাঠি দ্বারা আহত করে। ফলে সেই দিনই সুদামের মৃত্যু হয়।

স্ত্রীলোকটিকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কোর্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বি, সি, গঙ্গোপাধ্যায় সরকার পক্ষে এবং শ্রীযুত ননীগোপাল ঘোষ ও নিখিল গঙ্গোপাধ্যায় আসামী পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন।

মৌলানা জমায়েতউলামা ১৬ জন শিষ্যসহ গ্রেপ্তার

মীরাট হইতে প্রকাশ, মৌলানা জমায়েতউলামা মীরাট হইয়া দিল্লী গমন করিবেন এইরূপ আশা করিয়া শতাধিক লোক মীরাট রেলওয়ে ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু শাহারাণপুরে এক গ্রেপ্তারী পরওয়ানার বলে ১৬ জন শিষ্যসহ মৌলানা মজাফরনগরে গ্রেপ্তার হওয়ায় সমাগত ব্যক্তিদিগকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে।

কালিকটে গান্ধী দিবস

কালিকট হইতে প্রকাশ, গান্ধী দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবকগণ শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারা মার্চ করিয়া ময়দানের সন্নিকটে যাইয়া পৌঁছিলে এক দল রিজার্ভ কনষ্টেবল তাঁহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। প্রকাশ, স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল তাঁহাদিগকে থানায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

কেরল প্রদেশের বিংশতি সংখ্যক অধিনায়ক শ্রীযুত কে, সি, নম্বিয়ার একটি বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়া থানায় স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। 'গান্ধী দিবস' সম্পর্কে ধৃত অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাকেও মধ্যরাত্রিতে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েইএর পদত্যাগ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মাঞ্চুরিয়ার সম্পর্কে নানকিং বিভাগীর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয় প্রণালী অবলম্বনের জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েই হঠাৎ পদত্যাগ করিয়াছেন। ফলে রাজনৈতিক দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

ডেলি —— "শ্রীধাম"
"নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৫তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১১ই আগষ্ট ১৯৩২

নানা কথা

পেশোয়ারে সশস্ত্র ডাকাতী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রে দুইজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী যখন নওশেরা হইতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন মারদানের নিকট একদল সশস্ত্র ডাকাত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। ডাকাতগণ কয়েকটি গোপন অপহরণ করিয়া উহারা শ্বেতাঙ্গদ্বয়ের মোটর অবরোধ করে এবং তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিতে বলে। অতঃপর তাহারা মোটরে থানা-তল্লাস করিয়া নগদ টাকাকড়ি আত্মসাৎ করে।

যাহাতে সময়মত পুলিসে সংবাদ দেওয়া না যাইতে পারে, সেজন্য তাহারা মোটরের টায়ার কাটিয়া দেয়। পুলিশের জোর তদন্তের ফলে ৩ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন মুসলমান।

৩ জনের দ্বীপান্তর

বরিশাল হইতে প্রকাশ, জুরীদের সহিত একমত হইয়া অতিরিক্ত দায়রা জজ আক্রাম, আকুব ও কুলতানকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কানাই গাজির দশ বৎসর এবং কানাই মৃধার ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

পেশোয়ারে সশস্ত্র ডাকাতি

ঢাকায় বিধবা বিবাহ

৩ জনের দ্বীপান্তর

বিচারাধীন বন্দী উধাও

গয়ায় ষ্টীমার সঙ্ঘর্ষ

বসিরহাটে দিনদুপুরে চুরি

৩৫ জনের ফাঁসী

প্রাণদণ্ডের আইন জারী

স্বামীর নৃশংস কাণ্ড

নানাস্থানে বোমা বিস্ফোরণ

শিয়ালদহ ষ্টেশনে হাঙ্গামা

প্রকাশ, গত ফাল্গুন মাসে আমতলী থানার অধীন চেলেবড়ীর তালুকদার আশেক আলী যখন রাত্রিকালে একটা লণ্ঠন জ্বালাইয়া রাখিয়া গৃহ মধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময়ে ৭।৮ জন দস্যু বল পূর্ব্বক তাঁহার গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। তাহারা আশেক আলীর স্ত্রী কাতুজানকে টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া দোতালায় লইয়া যায় এবং আশেক আলিকে আক্রমণ করে। একব্যক্তি একখানি ধারাল ছুরিকা দ্বারা আশেক আলীর ঘাড়ে আঘাত করে। ফলে, আহত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। দুর্বৃত্তগণ অতঃপর গোলা হইতে ধান বাহির করিয়া লইয়া এবং বহু মূল্য গহনাপত্র লইয়া পলায়ন করে। নিহত ব্যক্তির ৮ বৎসর বয়স্ক পুত্রের নির্দ্দেশমত একজন চৌকীদার আসামী আক্রামকে গ্রেপ্তার করে। আক্রাম স্বীকারোক্তি করিলে অবশিষ্ট আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

আসামীগণ সকলেই দণ্ডবিধির ১২০ খ, ৩৯৫ ও ৩৯৬ ধারা মতে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল।

দুর্বৃত্তগণের নেতা শের আলি এখনও ফেরার আছে।

গঙ্গায় ষ্টীমার সঙ্ঘর্ষ

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনার গঙ্গায় আই, জি, এস, এন, কোং-এর পশ্চিমাভিমুখী একটী ষ্টীমারের সহিত গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় ক্রুঞ্জ-ঘাটের নিকট উক্ত কোং-এর অপর একখানি যাত্রীবাহী ষ্টীমারের ভীষণ সংঘর্ষ হয়। ফলে, দ্বিতীয় ষ্টীমারখানি বহু যাত্রী লইয়া ডুবিয়া যায়। দুইখানি জাহাজের মধ্যে ঐ জাহাজখানি আসিয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রায় ৫০ জন যাত্রীর অপর জাহাজের নাবিকদের চেষ্টায় প্রাণরক্ষা হইয়াছে। আর একখানি জাহাজ যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আনিয়া পড়িয়াছিল। আর কোন বিশেষ খবর পাওয়া যায় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	জবলপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পঞ্চবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভক্তমণ্ডলী দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীবজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার রঙ্গকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী শ্রীকৃষ্ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ আলাকা প্রসাদ ষ্ট্রীট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কুঞ্জপদ, ভক্ত অক্ষয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীত্রিবিক্রম ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীরূপবনদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীনলিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ। সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামজীবন দেবঘরিয়া।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ত্রিপুরা

এখানে ২৬ ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সে বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাস

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যাল

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞা আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধানাথজী

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

(৩২) শ্রীরামানুজগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩৩) রাজগোপাল [illegible]

কাপাসিয়া, ঢাকা, [illegible]

রক্ষক—[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া।

সপ্তম বর্ষ | ২৫শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৬শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১১ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ১৩৫তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩রা আগষ্ট বুধবার শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-প্রসঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বলেন—

শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষি দীর্ঘসত্রে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা কর্ম্মে অনাশ্বাসযুক্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট জীবমাত্রের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি, এতদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

বিষয়লোলুপ বদ্ধজীবের বিচারে দেহ-মনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানই পরম মঙ্গলজনক বলিয়া ধারণা হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখপ্রদ, তাহাতে প্রকৃত শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্" ; যতদিন দেহ আছে, ততদিন নানা প্রকার ব্যাধি আমাদের আক্রমণ করে। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট নিরাময়তাই মঙ্গলের বিষয় বলিয়া বিচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু একবার নিরাময় হইলে যে আবার তাহাকে ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে, এতদ্বিষয়ে তাহার চিন্তা নাই।

মানসিক সুখও অনিত্য। মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেটী মনের বিচারে সুখ বলিয়া ধারণা হইয়াছিল মুহূর্ত্ত পরেই তাহা দুঃখজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তির মনোধর্ম্মবলে শ্রেয়ের বিচার স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে আত্মবিচার তথায় স্বতন্ত্রতা নাই। ৬০ হাজার ব্রাহ্মণ একমত হইয়া একমাত্র আরাধ্য বস্তুর কথাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম বিনাশ হয় না জানিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির দেহ ধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম স্বতন্ত্র হইতে পারে। ব্রহ্মচারীর যাহা ধর্ম্ম, গৃহস্থের ধর্ম্ম তাহা হইতে পৃথক্, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম তাহা হইতে বিলক্ষণ, কিন্তু আত্মধর্ম্মের কথায় সকলে একমত, তাহাই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তাহাতেই পরাশক্তি ও নিঃশ্রেয়স নিহিত।

কাশী পাঁড়ে ঘাটে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রসঙ্গে শ্রৌতী মহারাজ বলেন - জীবের সংখ্যা অনন্ত। তন্মধ্যে কদাচিৎ কেহ শ্রেয়ের নিমিত্ত যত্ন করেন। অধিকাংশ ব্যক্তি প্রকৃত শ্রেয়ের বিষয় না জানিয়া যাহা অনিত্য দুঃখপ্রদ, তাহাকেই শ্রেয়োজনক বলিয়া মনে করে।

অনেক সময় আমরা শ্রেয়োলাভে যত্নবান্ হইলেও প্রকৃত সাধুসঙ্গ অভাবে অসাধু, অভক্ত এবং কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ সাধুবেশধারীগণের মধুপুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া অনন্ত কালের জন্য নিরয়গ্রস্ত হইবার পথ প্রশস্ত করি মাত্র।

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে যেখানে ঐক্য নাই, তাহা শ্রবণ করিব না, ইহাই বেদবাণী। কিন্তু ভোগী আমরা সাধুশাস্ত্র-গুরু-বাক্য উপেক্ষা করিয়া কপট ব্যক্তির ভোগানলে ইন্ধনপ্রদানকারী বাক্যেরই বহু মানন করি সুতরাং প্রকৃত শ্রেয়ঃ হইতে বঞ্চিত হই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ দুই মাসের অধিককাল মদ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিকীর্ত্তন-প্রচারের পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে কয়েক দিবস অবস্থানান্তে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করেন, এ'কথা পাঠকগণ অবগত আছেন। পরমহংস মহারাজ প্রত্যহই শ্রীধামবাসী এবং শ্রীধামাগত ভক্তগণের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

গত ৭ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যার পর বহু ভক্তগণ সমক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমূল্যবাণী —"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই বাক্যের ব্যাখ্যামুখে কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য ; হরি কি বস্তু ; কীর্ত্তনটী কি ; হরিসেবার আবশ্যকতা কি ; কীর্ত্তনমুখেই ভগবানের সেবা ; কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি হইতে ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ; ভগবানের কৃপাতেই শ্রবণ এবং কীর্ত্তনের সুষ্ঠুতা ; ভগবজ্জ্ঞান-সংগ্রহে চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের একাধিপত্য ; তৃণাদপি-সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী এবং মানদ ব্যক্তির মুখেই শ্রীহরি সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হন প্রভৃতি বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করেন। সময়ান্তরে এই সমস্ত প্রকাশিত হইবে।

গত ৮ই আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যার পরও নদীয়ার পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শ্রীমায়াপুর পোষ্টঅফিসের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু, ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভক্তিরত্ন, ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিভূষণ, শ্রীচৈতন্যমঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ প্রভু প্রভৃতি বহু সজ্জন এবং ভক্তগণ সমক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বাদিবসেরই উল্লিখিত বিষয় শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রথমত পাপ এবং অপরাধের মধ্যে পার্থক্য এবং তন্মধ্যে অপরাধের গুরুত্ব, হরিনামের সঙ্গে শত অশ্বমেধ, দান, ব্রত, স্নান ইত্যাদি শুভকর্ম্মের সাম্যজ্ঞান-রূপ অপরাধের বিশেষ বর্ণন ; প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অসারপূর্ণতা এবং পক্ষান্তরে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরতমতা ; সুষ্ঠুশ্রবণের পর কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনের পর নিরন্তর স্মরণরূপ ভজন-মাধুর্য্যে নিমগ্নতা, সর্ব্বোপরি কীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানকারিগণের পরিপূর্ণ সেবা-সাধনের পারতম্য বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

পরমহংস মহারাজ দিনচতুষ্টয় যাবৎ শ্রীধামে অবস্থান করত ভক্তবৃন্দের সেবা-মোদ বৃদ্ধি করিয়া কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনার্থ গত ৯ই আগষ্ট মঙ্গলবার সপার্ষদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫শে শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

উত্তর কি ?

আমরা অনেকেই জিহ্বা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু জিহ্বার সার্থকতা কিসে হয় তাহা জানি না বা জানিবার চেষ্টাও করি না, তাই আমাদিগকে নানাপ্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

ভেক যদি আমার মত ব্যক্তিকে বলে—"ওহে মনুষ্য! আমাকে তুমি একাসনে বসিতে দিবে না কেন? তুমি আমার সহিত বন্ধুত্ব করিবে না কেন? তোমার অত গর্ব্বই বা কিসের? আমা অপেক্ষা তোমার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?" আমি তদুত্তরে বলিব,—"ওরে ভেক, মুখ সামলে কথা বলবি, তুই কূপমণ্ডুক জলচর জলে থাকিয়া কেবল 'কম্'-'কম্' করিয়া ডাক ছাড়িস্, তোর কোন কথা বলিবার যোগ্যতা নাই, তোর ডাকে তোর কোন সুবিধা হয় না বরং ডাক শুনিয়া তোর শত্রু সর্প আসিয়া তোকে ভক্ষণ করে, এইত তোর বুদ্ধির দৌড়। তোর সঙ্গে আমার তুলনাই হইতে পারে না।

ভেক আমার গালাগালিতে সন্তুষ্ট না ও ভীত না হইয়া যদি সাহস করিয়া বলে—"কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য উপযুক্ত মধ্যস্থ বা নিরপেক্ষ বিচারকের আবশ্যক হয়। এক্ষেত্রেও যখন এরূপ মতের তারতম্য হইতেছে তখন ইহার বিচার করিবার জন্য একজন মধ্যস্থ আবশ্যক। মহাজনগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে নিরপেক্ষ মধ্যস্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং মধ্যস্থ এই গ্রন্থরাজই বলিতেছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

—এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল, অতএব আদ্য। কল্যাণদায়ক ফল জীব অন্য কোন দেহে লাভ করিতে পারে না, একমাত্র মনুষ্য দেহেই তাহা লাভ হইতে পারে। কিন্তু এই দেহটী অখিলক্ষ যোনি ভ্রমণের পর লাভ হয় বলিয়া তাহাকে সুদুর্লভ বলে। এখন ঐ প্রকার সুদুর্লভ জন্ম পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহা আমাদের নিকট সুলভ হইয়াছে। সংসার-সমুদ্র পার হইবার পক্ষে ইহাই সুগঠিত নৌকা। শ্রীগুরুদেব এই নৌকার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ু দ্বারা প্রচালিত এরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সদ্গুরু পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন তিনি আত্মঘাতী।

"অতএব হে মনুষ্য! এখন বুঝিয়া দেখ তুমি আত্মঘাতী কি না? তুমি যখন এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও তাহার অপব্যবহার করিতেছ তখন ইতর প্রাণী হইতেও তুমি অধম। যাহাদের কর্ণে শ্রীভাগবতকথা প্রবিষ্ট হয় না তাহারা কুকুর, (বিড্‌ভোজী) গ্রাম্য-শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সদৃশ। তুমি ভেককে জলচর ক্ষুদ্র প্রাণী বলিয়া ঘৃণা করিতেছ কিন্তু তুমি উহা অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহ বরং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ সে ভগবদ্ভজনোপযোগী দেহ প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু তুমি প্রাপ্ত হইয়াও হেলায় হারাইতেছ। তুমি ভবসমুদ্র জলে অনাদিকাল হইতে হাবুডুবু খাইতেছ, ভগবদ্ভজনোপযোগী জিহ্বা পাইয়াও কখনও অন্যাভিলাষী, কখনও ভোগী, কখনও বা ত্যাগী হইয়া প্রজল্পের কথাতেই দিবারাত্রি কাটাইয়া আমারই ন্যায় অনন্ত কালরূপ সর্পের কবলে পড়িতেছ, অনন্ত কাল ধরিয়া আবশ্যবিষে জর্জ্জরিত হইয়া আত্মহত্যা করিতেছ।

'যদি তুমি—"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে" শ্লোকটী বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া জিহ্বার দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইতে—ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে। তোমার মস্তক কৃষ্ণভক্তের পদরজে, অভিষিক্ত হইল না, তোমার বাক্য বৈকুণ্ঠ বস্তুর অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের গুণকীর্ত্তন করিল না; কি প্রকারে তুমি ভেক বা ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিবে? যদি যথার্থই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চাও তবে সর্ব্বপ্রথমে বৈষ্ণব বন্দনা করিয়া, বৈষ্ণবের গুণগান করিয়া মুখের ও জিহ্বার সার্থকতা কর, বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই সেবোন্মুখ জিহ্বায় কৃষ্ণনাম নিরন্তর নৃত্য করিবেন, সকল ইন্দ্রিয়গুলিই নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসেবায় প্রমত্ত হইবে। তাহা না হইলে তোমার রসনা ভেক-জিহ্বা সদৃশ, তোমার মুখ লোহার তুল্য।

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে,
জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটীচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক্ ছারখার
সেই বপু লোহা-সম জানি॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকেও বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণববন্দনা বা বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন করাই মুখেরও জিহ্বার ফল—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥
তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি,
গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্রের নিরূপণ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—"রহূগণৈতৎ-তপসা ......বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্" ও "নৈষাং মতি......মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ" শ্লোকও বৈষ্ণববন্দনা ব্যতীত জীবের নিত্যমঙ্গল লাভের অন্য কোন উপায় নাই—ইহাই বলিয়াছেন।

"শ্রীল দেবকীনন্দনদাস বৈষ্ণববন্দনার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

জিহ্বার আরতি করি মনের বাসনা।
ভেকি সে করিতে চাহেঁ বৈষ্ণববন্দনা॥

"অবশ্য বৈষ্ণব-বন্দনা নিষ্কপটে হওয়া আবশ্যক। নিষ্কপট হওয়া অর্থে অন্তর বাহিরে সমান ব্যবহার। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা কিছুতেই ছাড়িব না, কেবল লোক দেখান মস্তক অবনত করিতেছি মাত্র। এরূপ আচরণের নাম বৈষ্ণব-বন্দনা নহে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতির সর্ব্ববিধ অহঙ্কার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কপট ব্যাকুলতার সহিত প্রণিপাতের নাম বন্দনা। বৈষ্ণবের পদরজঃ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে মস্তকে ধারণ করা, গাত্রে মর্দ্দন করা ও জিহ্বার দ্বারা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করাই বৈষ্ণব-বন্দনা।

"বন্দনার পরেই পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই দুইটি বৃত্তি প্রকাশিত হয়। যেখানে পরিপ্রশ্ন ও সেবা দৃষ্ট হয় না সেখানে বন্দনা সুষ্ঠুরূপে হয় নাই জানিতে হইবে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের পাদপদ্ম বন্দনাফলে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। তখন তিনি বৈষ্ণবের কৃপায় নিজেও বৈষ্ণব হইয়া বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার করিয়া অবৈষ্ণবের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা-ফলে ধন্যাতিধন্য হন। অবৈষ্ণব সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে কিম্বা বৈষ্ণবের বাহ্যবেষধারী ঢং বিপ্রের ন্যায় ধর্ম্মধ্বজী বঞ্চিত ও বঞ্চকগণকে ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণববুদ্ধিতে বন্দনা করিলে বিপরীত ফল লাভ হয়—বৈষ্ণবের কৃপা পাওয়ার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবাপরাধই অর্জ্জিত হয়। সুতরাং শ্রৌতপন্থাবলম্বনে বিচারপরায়ণ হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের বন্দনা করাই কর্ত্তব্য। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গাহিয়াছেন—

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণব-চরণ, কল্যাণের খনি
মাতিব হৃদয়ে ধরি॥'
বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা
নির্দ্দোষ আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত জড়ে উদাসীন
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমান হীন, ভজনে প্রবীণ
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর বাহিরে নিষ্কপটে সদা
নিত্যলীলা অনুরক্ত॥
কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি॥
কনিষ্ঠে আদর মধ্যমে প্রণতি
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥
বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।'
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি॥'

তুমি মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া মহাজনবাক্য কিছুই পালন করিতেছ না; তবে আমা-অপেক্ষা তোমার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?" —তাহা হইলে আমার ন্যায় কর্ম্মের আবর্ত্তে আবদ্ধ মনুষ্য জাতি কি উত্তর করিবে?

নদীয়া-প্রকাশের বিশেষ সংখ্যা

আগামী জন্মাষ্টমী-তিথি উপলক্ষে 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশের' একটী বিশেষ সংখ্যা বৃহদাকারে প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যাতে বৈষ্ণব-দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের লিখিত বহু উচ্চদার্শনিকতত্ত্ব সমন্বিত বহু প্রবন্ধ সাধারণের বোধগম্য করিয়া সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১ ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। স্বর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজী আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসজননী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়চরিত্রবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

১। প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত, নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বহুল-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাবা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের একরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বাঙ্গালার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের নির্ভীক সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন তোষণী—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজী ভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৩৫ জনের ফাঁসী

রেঙ্গুণ প্রকাশ, গত ৮ই আগষ্ট হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ বাগুলে এবং বিচারপতি মিঃ বল কামা বিদ্রোহের মামলায় আপীলের রায় প্রদান করিয়াছেন। উক্ত মামলায় দণ্ডিত ৯১ জন আসামীর পক্ষ হইতে হাইকোর্টে এই আপীল করা হয়।

থায়েটমিওর স্পেশাল জজ উক্ত মামলায় ৭০ জন আসামীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে আদেশ দেন। তন্মধ্যে ৩৫ জন আসামীর প্রাণদণ্ডাদেশ রদ করিয়া তাহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আর অপর ৩৫ জন প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত আসামীর এবং ২১ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত আসামীর আপীলের আবেদন হাইকোর্টে অগ্রাহ্য হইয়াছে। যে বালককে জুনিয়র ট্রেনিং বিদ্যালয়ে রাখিবার জন্য জজ আদেশ দিয়াছিলেন, তাহার আপীলও হাইকোর্টে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

স্বামীর নৃশংস কাণ্ড

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত চাঁদ তারাবাড়িয়া গ্রাম নিবাসী জব্বর নামে জনৈক মুসলমান বলপূর্ব্বক তাহার নিকা-করা দ্বিতীয় স্ত্রীর চক্ষু উৎপাটিত করিবার অপরাধে সিরাজগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুলেমান খাঁর আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, গত জুলাই মাসের প্রথমভাগে জব্বর তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিয়া প্রথমপক্ষের স্ত্রীকে আনিবার জন্য শ্বশুরালয়ে গমন করে। দ্বিতীয় পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া জব্বর সহসা শ্বশুর বাড়ী হইতে নিজের গৃহে চলিয়া আসে। বাড়ী পৌঁছিয়াই সে স্ত্রীকে ডাকে। তাহার স্ত্রী তখন গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিল। স্ত্রী নিকটে আসিলে জব্বর বলপূর্ব্বক তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দেয় এবং তাহার বুকের উপর বসিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলে। জব্বরের স্ত্রী এখন স্থানীয় হাসপাতালে রহিয়াছে। মামলার শুনানী চলিতেছে।

ঢাকায় বিধবা বিবাহ

ঢাকা জেলা হিন্দু সভার কর্ম্মীদের প্রচেষ্টায় গত ১৩ই ও ১৬ই শ্রাবণ দুইটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। গত ১৩ই শ্রাবণ ঢাকা হাজপুর মহল্লার ফেলু রাজবংশীর বিধবা কন্যা শ্রীমতী দাসী রাজবংশীর সহিত মুড়াপাড়া নিবাসী শ্রীমান চন্দ্রমোহন রাজবংশীর শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে; পাত্রের বয়স ৩০ এবং পাত্রীর বয়স ১৬ বৎসর

এই পাত্রীকে বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে তত্রত্য কতিপয় মুসলমান দুর্বৃত্ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; ঢাকা জেলা হিন্দু সভার অন্যতম কর্ম্মী শ্রীযুত গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ রাজবংশী তাহাকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন।

গত ১৬ই শ্রাবণ ফতুল্লা থানার অন্তর্গত হরিহরপাড়া গ্রামে গৌরচন্দ্র মণ্ডলের পুত্র শ্রীমান চন্দ্রমোহন মণ্ডলের সহিত বৈড়ভোগ গ্রামের শ্রীউমাচরণ মণ্ডলের বিধবা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীর শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়স ২৪ বৎসর এবং পাত্রীর বয়স ১৫ বৎসর। শ্রীযুত দামোদর চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুত চন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী এই বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। উভয় বিবাহেই বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া বর ও পাত্রীপক্ষকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

বিচারাধীন বন্দী উধাও

শিলচর হইতে প্রকাশ, দুইজন বিচারাধীন কয়েদী, গত ২রা তারিখ গভীর রাত্রে, স্থানীয় জেলে প্রকোষ্ঠের বাঁশের বেড়া কাটিয়া, উঠানের দেওয়াল টপকাইয়া পলায়ন করিয়াছে। ঘোর অনুসন্ধানের পর, সহর হইতে কুড়ি মাইল দূরে একজন ধরা পড়িয়াছে—কিন্তু অপরটির এখন পর্য্যন্ত কোনই বার্ত্তা পাওয়া যাইতেছেনা।

বসীরহাটে দিনদুপুরে চুরি

গত মঙ্গলবার বসীরহাটের রামবাবুচৌর পুকুর পাড়ের বাবু জ্ঞানদারঞ্জন চৌধুরীর বাসায় দিবা দ্বিপ্রহরে চুরি হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানদা বাবু কোর্টে গিয়াছিলেন এবং ঘরে কেহ ছিল না। ইতোমধ্যে এক চোর ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরের ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিয়া ৮ ভরি সোণা ও ৫০৲ টাকা সংগ্রহ করে এবং অপর জিনিষপত্রের তল্লাস করিতে থাকে। ট্রাঙ্ক ভাঙ্গার শব্দে পাশের বাড়ীর মেয়েরা চাকরকে কারণ জানিতে পাঠায়। চাকরের পায়ের শব্দে চোর সোণা ও টাকা লইয়া মুসলমান পাড়ার দিকে পলায়ন করে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

অস্ত্র আইনে উকীলের অর্থদণ্ড

রংপুর হইতে প্রকাশ, অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত স্থানীয় আদালতের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় বি, এলকে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৫ই আগষ্ট ত্রিশ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। রঙ্গপুরে বন্দুক ও রিভলভার চুরির সম্পর্কে তাঁহার গৃহে খানাতল্লাস করিবার সময় একটী ভাঙ্গা বাক্সে পাঁচটী সাধারণ কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছিল।

আত্মপক্ষ সমর্থন কালে আসামী বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে তাঁহার একটী বন্দুক ছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুটের পর পুলিশ তাহা লইয়া গিয়াছে। বন্দুক থাকার সময়ে তিনি উক্ত কার্ত্তুজগুলি কিনিয়াছিলেন কিন্তু অসাবধানতা ও ভুল বশতঃ সেইগুলি পুলিশের নিকট দেওয়া হয় নাই। ইহা ছাড়া কার্ত্তুজগুলি রাখিবার তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে হাঙ্গামা

শনিবার শিয়ালদহ রেলওয়ে ইয়ার্ডে ওয়াচ ওয়ার্ড বিভাগের লোকদের সহিত কুলীদের এক সংঘর্ষের ফলে ওয়াচ ও ওয়ার্ড বিভাগের দুইজন সিপাহী এবং একজন গাড়োয়ান জখম হইয়াছে। তাহাদিগকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় একজন সিপাহীকে রাখিয়া অপর দুই ব্যক্তিকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, ওয়াচ ও ওয়ার্ড বিভাগের সিপাহীগণ তাহাদের বাসস্থানের সম্মুখস্থ জলের কল হইতে কুলীদিগকে জল লইতে দিতে আপত্তি করায় বিবাদ বাধিয়াছিল।

নানাস্থানে বোমা বিস্ফোরণ

ব্রেসল এ সাইলিসিয়ার সোস্যালিষ্ট নেতা হার একহিনের গৃহে একখানি চলন্ত মোটরগাড়ী হইতে গৃহের জানালা দিয়া বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। যে ঘরে বোমা পড়িয়াছিল সেই ঘরটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হার একহিন ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। তিনি সপরিবারে অন্য ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। হার একহিন ইতঃপূর্ব্বে কয়েকখানি ভীতি প্রদর্শন চিঠি পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার গৃহের দরজায় নাজিদলের "স্বস্তিক" আঁকিয়া রাখা হইয়াছিল।

ব্রনসউইকে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বহু শ্রমিকের বাসগৃহের জানালা চুরমার হইয়া গিয়াছে এবং গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কীল সহরেও এই প্রকার বোমা বিস্ফোরণে রাস্তার উভয় পার্শ্বের কতকগুলি দোকানের জানালা ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কঠোর দণ্ড প্রদানের আদেশ

যাহারা বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে যোগদান করিবে কিংবা যাহাদের নিকট কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাইবে—এইরূপ ব্যক্তির প্রতি কঠোর দণ্ডবিধানের জন্য পূর্ব্ব প্রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট এটর্ণি পাবলিক প্রসিকিউটারকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রাণদণ্ডের আইন জারী

ইতঃমধ্যে দাঙ্গায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান এবং অপরোক্ত বিপ্লবাত্মক আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের সরাসরি বিচারের জন্য জরুরী আদালত প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করিয়া জরুরী আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু চ্যান্সেলার ভন প্যাপেন এবং দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী জেনারেল ভন শ্লেসারের বার্লিনে অনুপস্থিতিনিবন্ধন উক্ত আইন জারী করা স্থগিত রাখা হইয়াছে। ভন প্যাপেন সম্প্রতি ব্যাভেরিয়ায় গিয়াছেন। বিপ্লব আন্দোলন পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইন জারী করা হইবে।

করাচিতে কারাদণ্ড

করাচী হইতে প্রকাশ, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ, এম্, রিচার্ডসন ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা সমিতির সদস্য জি, বি, কোটককে চারিমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ২ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁহাকে করাচী ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আরও দুইজন স্বেচ্ছাসেবকের প্রত্যেককে ৪ মাস ও অপর একজনকে কংগ্রেস বুলেটিন বিক্রীর জন্য ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

পিতৃগৃহ হইতে কারাগৃহ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত সুধেন্দুভূষণ দত্ত ওরফে জীবন চান্দীঘাটে পিতার নিকট অন্তরীণ ছিলেন। তাঁহাকে বহরমপুর বন্দীশালায় যাইতে আদেশ করিলে তিনি তাঁহার গন্তব্য স্থানে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

টেলি— "শ্রীধাম" "নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।।
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৫

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৩৯, ১২ই আগষ্ট ১৯৩২

একরাত্রে জোড়া ডাকাতি

তদন্তকারী হাকিমের লাঞ্ছনা

একজনের ফাঁসীর আদেশ

বিমান পোতাশ্রয়ে হাঙ্গামা

বরিশালে ভীষণ ডাকাতি

৪০ হাজার টাকা উধাও

২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

দাঙ্গায় দুইটী নরহত্যা

আইন সচিবের পদত্যাগ

হায়দ্রাবাদে ডাঃ আন্সারী

নানা কথা

একরাত্রে জোড়া ডাকাতি

খুলনা হইতে প্রকাশ, খুলনা থানার এলেকাধীন তিলকগ্রামে একই রাত্রিতে দুই জায়গায় সশস্ত্র ডাকাতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, নিশীথ রাত্রিতে ১০।১২ জন লোক বন্দুক, ছোরা ও মশাল হস্তে শ্রীযুত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। সে বাড়ীতে তাহারা মাত্র ৮ শত টাকা পায়।

অতঃপর তাহারা সুধীর বাবুর প্রতিবাসী শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাটিতে গমন করে। মণীন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাকাতদের আগমন আশঙ্কা করিয়া লোহার সিন্দুকের চাবী সঙ্গে লইয়া প্রতিবাসীদের খবর দিবার জন্য বাহির হইয়া যান। অতঃপর ডাকাত দল বিনা বাধায় লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদে ও গহনাপত্রে প্রায় ৩ হাজার টাকা হস্তগত করে। ইতোমধ্যে মণীন্দ্র বাবুর ভ্রাতা গ্রামবাসীদের লইয়া ফিরিয়া আসেন। এক জন গ্রামবাসী একটা ফাঁকা আওয়াজ করেন। তাহার উত্তরে ডাকাতরা গ্রামবাসীদের দিকে গুলী চালায়। তখন কেহ আর অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না ডাকাতরা লুণ্ঠিত জিনিসপত্র লইয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়।

প্রকাশ, শ্রীযুত মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীর লোকজন কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারিয়াছেন। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে। এই সম্পর্কে নৈহাটীর মণীন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

একজনের ফাঁসীর আদেশ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বায়ের বিগত দাঙ্গা হাঙ্গামার সম্পর্কে এক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। বোম্বায়ের দাঙ্গা হাঙ্গামা সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ড এই প্রথম। হোসেন নামে এক ৪৮ বৎসর বয়স্ক মুসলমান একজন হিন্দু কুলীকে হত্যা করার সম্পর্কে অভিযুক্ত হয়। গত ৯ই আগষ্ট হাইকোর্টে মিঃ জাষ্টিস বার্লে ও স্পেশাল জুরীর সম্মুখে তাহার বিচার হইয়াছে।

প্রকাশ, ২৮শে মে তারিখে একজন হিন্দু ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের নিকটে নিবাই রোড দিয়া যাইতেছিল। এমন সময় আসামী তাহাকে প্রহার করিয়া নিহত করে।

জুরীদের ৬ জন আসামীকে দোষী বলেন ৩ জন নির্দ্দোষ বলেন। অধিকাংশ জুরীর মত গ্রহণ করিয়া জজ আসামীর প্রতি ফাঁসীর আদেশ দিয়াছেন।

বরিশালে ভীষণ ডাকাতি

বরিশাল হইতে প্রকাশ, নারায়ণপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের বাটীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতগণ বাটী বেড়া লাফাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। খুব গণ্ডগোল ও চীৎকার উত্থিত হওয়ায় ডাকাতগণ নগদ টাকা কড়ি ও জিনিষপত্রে প্রায় ৫।৬ শত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আরও প্রকাশ, বাটীর একটী বালিকা ডাকাতদিগের মধ্য হইতে দুইজন লোককে চিনিতে পারিয়াছে। ঝালকাটির পুলিস এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে এবং এই সম্পর্কে ঐ গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কটক
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলি—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ, কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীব্রজেন্দ্র বাবু

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবিচবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী. সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

.(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট্ পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীদধিবামন ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেবলানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন.

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন,

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৩, শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণশহর শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, ও ভক্ত সুদর্শন

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুরুকুণ্ডা, চাকুলিয়া, মানভূম।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ।

সহকারী—শ্রীরমানাথ অধিকারী শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, চবড়া

এখানে বড় কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামাধব

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিহৃদয় বন

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর।

(৩৩) বালকগোপাল পাট

কমলাপুর, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৬শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৭শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১২ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ১৩৬তম সংখ্যা

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

অদ্য ১২ই আগষ্ট শুক্রবার হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসাধিক-কালব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। প্রত্যহ প্রাতে উষাকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সম্মান, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, সদালোচনা এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। এতদুপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

আজকাল কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র কেহই নিজ স্বরূপের পরিচয় লাভে যত্ন করেন না। আমি কে বা আমার কর্ত্তব্য কি—এ' বিষয়ের আলোচনা করা দূরে থাকুক, কেহ এ'বিষয়ে আমাদের নিকট কোন কথা উত্থাপন করিলে আমরা তাহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হই না। ইতর জন্মাপেক্ষা মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠতা কেন, সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা কেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। অথচ আমরা জাতি বা বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমানে করিতে দ্বিধা বোধ করি না।

আজকাল 'ধর্ম্মের' বিষয় অনেকেই আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন না, তাহা যেন একটা কথার কথা মাত্র। এত শুনিয়া এত পড়িয়াও সকলেই তদনুষ্ঠানে উদাসীন। কেহ কেহ হয়ত ধর্ম্মের নামে কিছু কিছু আলোচনা বা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত সাধুর সঙ্গ না পাইয়া সাধুর বেশধারী কপট, বঞ্চক, ভণ্ডতপস্বিগণকেই সাধু বলিয়া ধারণা পূর্ব্বক পরিশেষে বঞ্চিত হইয়া সাধুমাত্রকেই অসাধু, কপট বা ভণ্ড বলিয়া বিচার করেন।

বিষয়ী, স্ত্রৈণ, গৃহব্রত—যাহারা ধর্ম্মের বিন্দু বিসর্গও জানে না, তাহারাই আজকাল সভা সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন। সাধারণ সভা-সমিতিতে তাহাদেরই নাম-ডাক খুব। সাধারণ জনগণ তাহাদেরই উপদেশ বেদবাক্য জ্ঞানে অবনতমস্তকে পালন করেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাচার বা ইন্দ্রিয়তর্পণকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে পারেন তাঁহারাই বড় সাধু, বড় ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত, কিন্তু যেকথায় সংসারাসক্তির উপর অস্ত্রাঘাত, ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত, তাহা পরম হিতকর হইলেও আমরা শ্রবণ বা গ্রহণ করিতে নারাজ। আমাদের বিচার যদি বিনা ঔষধে, অস্ত্রোপচার না করিয়া অক্লেশে কেহ ফোড়া আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক; ধর্ম্মের জন্য যদি স্ত্রীপুত্রাদির আসক্তি, অর্থাসক্তি বা ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা উহাতে সম্পূর্ণ বিমুখ; কাজেই সুবিধা পাইয়া কপট বঞ্চকদল আমাদের চিত্তবৃত্তির অনুকূল সেবার্থ-যোগানলে ইন্ধন প্রদানকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাসংগ্রহে যত্ন করিতেছে। বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাস, উপমা বা ছল-ধর্ম্মই আজ প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া হাটে বিকাইতেছে। জীবের এতাদৃশী দুর্দ্দশা মোচনার্থ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মঠাদি স্থাপন ও প্রচারক প্রেরণ পূর্ব্বক 'প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম কি', তাহা সকলের নিকট প্রচার করিতেছেন। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য, গীতা ভাগবতাদির প্রকৃত অর্থ লোকের নিকট পাঠ বক্তৃতাদি দ্বারা জানাইতেছেন। সুকৃতিমান ব্যক্তিগণ নিজ স্বধর্ম্মের কথা বুঝিতে পারিয়া সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে শ্রীহরিপাদপদ্মসেবা নিরত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছেন।

সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন—তাঁহারা যদি প্রকৃত আত্মমঙ্গল-লাভে ইচ্ছুক হন তবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক আত্মার স্বাস্থ্যবিধান করুন।

উৎসবের বিশেষ পঞ্জী

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিক ব্যাপী উৎসবোপলক্ষে আগামী ২৯শে শ্রাবণ ১৪ই আগষ্ট রবিবার, ১১ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট শনিবার ও ১৯শে ভাদ্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর রবিবার দিবসত্রয় তিন বৎসর কলিকাতা মহানগরীতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে। এতদ্ব্যতীত ৫ই ভাদ্র ২১শে আগষ্ট রবিবার 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এবং ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট রবিবার, ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবার ও ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রচার-পঞ্জী

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবৃহৎ নাট্য-মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামিজীর মুখে সরল সহজ ভাষায় গভীর তত্ত্ব-পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ বহু লোক উপস্থিত হইতেছেন।

গত ৭ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় বিশেষ অধিবেশনে বহু লোকের সমাগম হয়। সেই সভায় স্বামিজী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমতী কুন্তীদেবীর স্তবাবলীর গূঢ়ভাব সমূহ এরূপ আবেগময়ী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তাহাতে সকলের প্রাণেই একটা সাড়া পড়িয়াছে।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ ইঞ্চি, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ব্যাং্গালোর(?), মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভূর, ডিষ্ট্রিক্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই; তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর; ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার সুলভ সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুশীলনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর মহাপ্রেম ও মহোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷৷৵০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সব পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের আদর্শ', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের মোহ অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশটি সন্দর্ভ রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শিক্ষা ও বিদ্যা ভক্তি, মঙ্গলের স্থান কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিদুরের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রসশ্রীকৃষ্ণ—প্রভৃতি অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকশিক্ষা ও সত্যশিক্ষা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, বিরুদ্ধবিচার, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরালোচনা, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী প্রধানতম বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবৈষ্ণবেদা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরুচিবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ। রাজনিয়াওলাহের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রফেসর (লাহোর), বেদান্তরত্ন মহোদয় কর্তৃক লিখিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (কাং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসাময় গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, আরতি-কীর্ত্তন, শ্রীনবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাখ্যা-সহ বঙ্গাক্ষরে বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও সেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত উপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত- বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বজাল পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৵ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মন্থোদ্ধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পারিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পাঠকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ／১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

---

২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

মালবন হইতে প্রকাশ, ভাণ্ডারী হাই-স্কুলের নিকট রত্নাগিরী জিলা রাজনৈতিক সম্মিলনের অধিবেশন বসে। ভেঙ্গুরলার শ্রীযুত ভায়া সাহেব কেলুস্কর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্মিলনের অধিবেশন শেষ হইয়া যাইলেই ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহারা ২ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫৫ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

হায়দ্রাবাদে ডাঃ আন্সারী

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, ডাঃ আন্সারী গত ৬ই আগষ্ট এখানে পৌঁছিয়াছেন। তিনি আগামী ১১ই আগষ্ট "ভিক্টোরিয়া জাহাজে" য়ুরোপ যাত্রা করিবেন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ডাঃ আন্সারী য়ুরোপ যাইতেছেন। সম্ভবতঃ তিনি তথায় ছয়মাস অবস্থান করিবেন। ঐ সময় তিনি জার্ম্মাণী এবং ভিয়েনায় চিকিৎসা করাইবেন। আগামী বৃহস্পতিবারে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি পুণার যারবেদা জেলে গান্ধীজী, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং মিঃ ব্রেলভীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রকাশ তাঁহার সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।

দাঙ্গায় দুইটী নরহত্যা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গৌরনদি থানার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে দুইটী নরহত্যার সংবাদ আসিয়াছে। আক্রমণকারীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া একটা নূতন চরে গমন করে উক্ত চরের ২ জন অধিবাসীকে তাহারা হত্যা করে এবং আর ৩ জনকে আহত করে। আহতদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। চরের দখল লইয়া বিবাদই এই হত্যাকাণ্ডের কারণ। এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মৃতদেহগুলি ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য ও আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য এখানে আনা হইয়াছে।

তদন্তকারী হাকিমের লাঞ্ছনা

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ধারামতে আনীত এক মামলায় তোয়াজিয়া সম্প্রদায়ের নেতা কালু দরবেশ এবং তাহার বিশজন অনুচর আসামী শ্রেণীভুক্ত থাকায় লক্ষ্মীপুরের সার্কেল অফিসার গত শুক্রবার তদন্তব্যপদেশে কালু দরবেশের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হয়। বিভিন্ন জেলায় কালু দরবেশের বহুসংখ্যক শিষ্য আছে। সার্কেল অফিসারের সহিত ফরিয়াদী পক্ষের কতিপয় ব্যক্তি ও কালু দরবেশের বাড়ীতে গিয়াছিল। ফরিয়াদী পক্ষের লোকেদের সহিত তর্ক স্থলে কালু দরবেশের অনুচরদের হাঙ্গামা আরম্ভ হয় এবং তোয়াজিয়া দলের হাকমত আলি ফরিয়াদি পক্ষের পানা মিঞা হাজি নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পেটে একখানি ছোরা বসাইয়া দেয়। ইহার পর তোয়াজিয়া দলের লোকেরা ব্যাপক ভাবে ফরিয়াদি পক্ষের লোকদের আক্রমণ করে। সার্কেল অফিসার অবস্থা সঙ্গীণ বুঝিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হয়েন। কিন্তু তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকেও মার পিট করা হইয়াছে।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

বরিশাল হইতে প্রকাশ, চরমুগুরিয়া ডাকঘর লুটের মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত যুবক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের পিতা ও বালিকা পত্নী বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গত ৬ই আগষ্ট এখানে পৌঁছিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মনোরঞ্জন বাবুর দণ্ড লঘু করিবার জন্য তাঁহারা গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

পারিবারিক কলহের বিষময় ফল

কাঁথী হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা আগষ্ট খালিশা সকলপুর গ্রামের পুলিন্দ কতখানি জমিতে একটী বেড়া দিবার উদ্যোগ করিলে তাহার খুল্লতাত তাহাতে আপত্তি করেন। ইহার ফলে ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত খুল্লতাতের হাতাহাতি আরম্ভ হয়। হাঙ্গামার সময় খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক এরূপ ভীষণভাবে প্রহৃত হয়েন যে, তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিয়া পরীক্ষা করিবার অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৪০ হাজার টাকা উধাও

মতিহারী হইতে প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে খোরাসানের জনৈক সমৃদ্ধশালীর বাড়ীতে এক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা সেই বাড়ী হইতে নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লইয়া যায় সেই সম্পর্কে ২৯ জন লোককে মতিহারীর এসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সংপ্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামীদিগের ১১ জনের প্রত্যেকের প্রতি ৭ বৎসর, ৮ জনের প্রত্যেকের প্রতি ছয় বৎসর ও একজন স্ত্রীলোক ও আর একজন আসামীর প্রত্যেকের প্রতি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাকী আসামীদিগের অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

আইন সচিবের পদত্যাগ

নানকিং হইতে প্রকাশ, আইন সচিব ডাক্তার লোয়েনকান চক্ষু রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পদত্যাগ করিয়াছেন। দুই এক দিন পূর্ব্বে ওয়াং চিং ওয়াইও পদত্যাগ করিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি দুই জন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী পদত্যাগ করায় সমগ্র চীন দেশ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসে চীনের এরূপ ঘটনার উল্লেখ নাই। শুনা যাইতেছে, এই সঙ্গে আরও কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী পদত্যাগ করিবেন।

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

কান্দি হইতে প্রকাশ, খড়গ্রাম থানার আওতার শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সংপ্রতি এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতরা সংখ্যায় ১০।১২ জন ছিল। তাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়াই বাড়ীর লোকজনের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। জগদীশ বাবুকে তাহারা এমন গুরুতরভাবে প্রহার করে যে, চিকিৎসার জন্য তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। ডাকাতদিগের সঙ্গে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ছিল। গ্রামের লোকজন আসিয়া পড়ায় তাহারা এই স্থান হইতে কিছুই লইয়া যাইতে পারে নাই।

বিমান পোতাশ্রয়ে হাঙ্গামা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, বামরৌলী বিমান পোতাশ্রয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুত জি, এস. সুব্রামানিয়ামকে আক্রমণ করিবার অভিযোগে ২ জন মুসলমান অভিযুক্ত হইয়াছে।

প্রকাশ, শ্রীযুত সুব্রামানিয়াম ২ খানি বিমানপোতের অবতরণ স্থান প্রস্তুত করিতেছিলেন, সেই সময়ে উক্ত বিমান পোতাশ্রয়ের মধ্যে ২ জন লোককে তিনি দেখিতে পান। তিনি তাঁহাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা অভদ্রভাবে উত্তর প্রদান করেন। তিনি তাঁহাদিগকে আফিসে গমন করিতে আদেশ করেন। প্রকাশ, তাঁহারা সেই সময়ে তাহাকে লাঠি দ্বারা প্রহার করে।

মান্দ্রাজ নেতৃবৃন্দ ও গভর্ণর

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, মান্দ্রাজ লাট শ্রীযুত সি. রাজাগোপালাচারিয়ারের সহিত কথাবার্ত্তার পর গত সপ্তাহের শেষে আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রাইট অনাঃ শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, শ্রীযুত এ, রামস্বামী মুদালিয়র, সার এ. পি পাত্র, সার কে, ভি, রেড্ডি, সার শঙ্কর নায়ার ও মিসেস সুব্বারায়ণের নাম উল্লেখযোগ্য।

কারাগারে গান্ধীজীর পত্র

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর চিঠিপত্রাদি আদান প্রদান সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ জারী হইয়াছিল এবং তাঁহার পত্রাদি বিলি করিতে যে অযথা বিলম্ব হইত সেই কথা ফ্রী প্রেস রবিবার রাত্রে প্রচারিত করে। ইহার সুফল ফলিয়াছে। জানা গিয়াছে, আলোচ্য বিধিনিষেধ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। এখন হইতে কর্ত্তৃপক্ষ গান্ধীজীর চিঠিপত্রাদি আদান বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। যথা সম্ভব চিঠিপত্রাদি বিলি করা হইবে।

প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে নালিশ

গত ৮ই আগষ্ট শ্রীযুত জি, কে, ওরকরে "মিথ্যা পরিচয় প্রদান, কোন বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ এবং ঠকাইবার চেষ্টা করিবার" অভিযোগে বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার জন বোমণ্টের নামে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ খন্দনওয়ালার আদালতে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদন গ্রহণ করেন নাই। আবেদন অগ্রাহ্য করিবার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"কাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেছেন, তাহা আপনি জানেন?" ম্যাজিষ্ট্রেট আরও বলেন—"আপনার বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি ইহা প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতেছি।"

"শ্রীপ্রাঙ্গ"
"নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে শ্রাবণ শনিবার ১৩৩৯, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩২

বাগেরহাটে নৃশংস ডাকাতি

সাপ্রু ও যোশীর নিকট পত্র

দমদমে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট খুন

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

জার্ম্মাণীতে আবার বোমা

বোম্বায়ে ডাঃ আন্সারী

বেলজিয়মের কয়লা খনিতে ধর্ম্মঘট

মল্লিকপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

স্বামীর কীর্ত্তি

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

বাগেরহাটে নৃশংস ডাকাতি

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, সহর হইতে দুই মাইল দূরে কোটাপাড়া গ্রামের শ্রীযুত শশিভূষণ বসুর বাড়ীতে গত ৯ই আগষ্ট রাত্র দশটার সময় এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতের সংখ্যা প্রায় ২০ জন ছিল। কয়েকজন শশী বাবুর বাড়ী যাইবার পথ আগলাইতেছিল এবং কয়েকজন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। শশী বাবুর চীৎকার শুনিয়া গ্রাম সমিতির সভ্যগণ ঘটনাস্থলে গমন করে। পথে ডাকাতরা বাধ দেয়। ফলে দুই দলে যুদ্ধ বাধে। ডাকাতের রামদাও ও বর্শার আঘাতে গ্রামরক্ষা সমিতির শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাস এবং প্রভাতচন্দ্র সোম ভীষণভাবে আহত হন। ডাকাতরা ইংরাজীতে কথা বলিতেছিল, তাহাদের মুখে মুখোস ছিল। তাহার পর তাহারা গৃহের সকল মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া সরিয়া পড়ে।

সতীশ বাবুর অবস্থা সাংঘাতিক। তাঁহাকে ৯ই আগষ্ট কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। প্রভাতবাবু বাগেরহাটে হাসপাতালে আছেন।

দমদমে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কাশিম নামে জনৈক রজক দমদম আমবাগান [illegible] আজমবাজারে বাস করিত। রাত্রিকালে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া কাশিম দেখিতে পায় তাহার ঘরে একজন লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাশিম তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও জবাব না পাওয়ায় শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়। আগন্তুক অকস্মাৎ কাশিমের বুকে একখানি ছুরি বসাইয়া দেয় এবং তাহার ফলে কাশিম অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গিয়াছে। স্থানীয় পুলিশ ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে এবং এই হত্যা সম্পর্কে ইতোমধ্যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অভিভাবকদিগের প্রতি সতর্ক বাণী

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, গত ৬ই আগষ্ট কৃষ্ণনগরের সরকারী কর্ম্মচারীদিগের এক সভা হইয়াছিল। নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, সি, রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় মিঃ এলিসন ও স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনের জীবনের উপর আক্রমণের নিন্দা করা হয় ও মৃত এলিসনের বিধবা পত্নীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

এই সভা যুবকদিগের পিতামাতা ও অভিভাবকদিগকে বলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পুত্র প্রভৃতিকে বিপ্লবীদিগের সংসর্গ হইতে রক্ষা করেন। কারণ, বিপ্লবীদিগের উৎসাহবাণী চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বোম্বারে ডাঃ আন্সারী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, জাতীয় মুসলমান দলের নেতা ডাঃ আন্সারী গত ১০ই আগষ্ট প্রাতে মাদ্রাজ এক্সপ্রেসে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে বিবর্ণ ও বিশেষ দুর্ব্বল দেখাইতেছে। তাঁহার সঙ্গে জিনিষপত্র খুব কম, আর, তাঁহার সঙ্গী আছেন মাত্র তাঁহার নিজস্ব সহকারী।

সঙ্গে জিনিষপত্র কম থাকা সম্বন্ধে তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন—আমি অনেক বার য়ুরোপ গিয়াছি, আমি জানি, লোকে য়ুরোপ যাইবার সময় সাধারণতঃ অনেক জিনিষপত্র লইয়া যাইলেও সে সকল অনাবশ্যক।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ২৭শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৮শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৩ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ শনিবার } ১৩৭তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গবর্ণরের হরিকথা শ্রবণ

নৈনিতাল হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তারের সংবাদে প্রকাশ, গত ১১ই আগষ্ট ১৯৩২ বৃহস্পতিবার যুক্ত প্রদেশের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক দিল্লী গৌড়ীয় মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজকে সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং স্বামিজী মহারাজ গবর্ণর বাহাদুরের গলদেশে আশীর্ব্বাদ-মালিকা পরাইয়া দিয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন।

গবর্ণর বাহাদুর উক্ত সভার মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং স্বামীজীর গুরু-মহারাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পাণ্ডিত্য, নিষ্কোৎসাহিত্য এবং মহাপুরুষোচিত পবিত্র চরিত্রের বিষয় শ্রবণ করিয়া ও মিশনের অত্যল্প কালের মধ্যে এরূপ প্রচার-প্রসার লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। তিনি প্রচার-সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া উহার যথাসাধ্য সহায়তা করিতে স্বীকৃত হন এবং স্বামীজীর গুরুমহারাজপ্রদত্ত মিশনের কতিপয় গ্রন্থ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বর্ত্তমানে জগতে এই প্রকার একটী মিশনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি কামনা করেন।

গত ২রা আগষ্ট মঙ্গলবার লক্ষ্ণৌয়ের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ এবং পণ্ডিত উদয়রাম নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে আগমন করিয়া মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের শ্রীমুখে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য অবগত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

উক্ত উকীল বাবু বিশেষ আক্ষেপ করিয়া বলেন,—"আমি কিছুদিন পূর্ব্বে সহর নবদ্বীপে গিয়াছিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শন করিতে চাহিলে জনৈক বঞ্চক আমাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া সহরের নিকট রামচন্দ্রপুরের চড়ায় লইয়া যায়। পুনরায় আবার যদি কখনও নবদ্বীপে যাইবার সুযোগ হয় তবে শ্রীধাম-মায়াপুরে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকৃত জন্মস্থান দর্শন করিব।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশী পাঁড়ে ঘাটে শ্রীযুত তুলসী-মোহন মিত্র মহাশয়ের ভবনে কতিপয় দিবস অজামিলের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে শ্রৌত সিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণ নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

শ্রীহরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই যমদণ্ড্য। শুভই হউক বা অশুভই হউক, আর জগতের মনোধর্ম্মী সম্প্রদায়ের বিচারে প্রশংসানিত্তই হউক—কৃষ্ণ-ভক্তিরহিত কর্ম্মে কোন প্রকারেই যমরাজের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ইহা অজামিল উপাখ্যানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

গত ৬-৮-৩২ শনিবার তারিখে কাশী পাঁড়ে ঘাটে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে চিত্রকেতু উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্রবিয়োগ হইলে মহর্ষি অঙ্গিরা ও দেবর্ষি নারদ তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট শাস্ত্রযুক্তি সহকারে আত্মতত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করেন। দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রকে শোকাকুল বন্ধুবর্গের প্রত্যক্ষগোচর করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে জীবাত্মন্ তুমি অপমৃত্যুতে মরিয়াছ বলিয়া তোমার আয়ুষ্কাল এখনও অবশিষ্ট আছে, সুতরাং পুনরায় নিজ-কলেবরে প্রবেশপূর্ব্বক পিতৃপ্রদত্ত রাজ্য ভোগ কর।"

তদুত্তরে জীবাত্মা বলিলেন,—"আমি কর্ম্মবশে দেবতা, তির্য্যক ও নরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি। ইহারা আমার কোন্ জন্মে পিতামাতা ছিলেন? এই অনাদি সংসার-প্রবাহের মধ্যে ক্রমশঃ সকলেই পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু, মিত্র প্রভৃতি হইয়া থাকে।

যেরূপ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য সুবর্ণাদিবস্তু-সমূহ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে পর্য্যটন করিতেছে, তদ্রূপ জীবও নানাবিধ জনক-জননীতে পরিভ্রমণ করিতেছে। পিত্রাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও জীব নিত্য, যেহেতু বস্তুতঃ দেহাদিই জন্মিয়া থাকে, জীবের জন্ম স্বীকার্য্য নহে। জীব কর্ম্মবশে যতদিন যে পিতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে ততদিন পর্য্যন্তই সেই পিতার সেই পুত্রে স্বত্ব বর্ত্তমান। মরণের পর পুত্রসম্বন্ধ বিলুপ্ত হওয়ায় শোক নিরর্থক।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা আজ সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বিদিত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মের কথা প্রচারিত হইতেছে। এমন কি, ইংলণ্ড আমেরিকা-বাসিগণের মধ্যে সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণ গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শ্রীমুখে শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেছেন ও তুলনামূলক বিচারে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তি-শ্রবণে আজ সকলেই কপট বঞ্চক দলের কপটতা ও ভণ্ডামি ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭শে শ্রীধর অব্দায় কিয়োদশাখী ৪৪৬

বিঘ্নবিনাশ ও অভীষ্ট-পূরণের উপায়

বিঘ্নবিনাশ ও অভীষ্টপূরণের উপায় স্থির করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে অভীষ্ট কি তাহা স্থির করা আবশ্যক, নচেৎ অনভীষ্টকে অভীষ্ট বিচারে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীদের ন্যায় বৃথা চেষ্টা করিয়া বঞ্চিত হইব।

অন্যাভিলাষিগণ যথেচ্ছাচারিতার পথে অধর্ম্মাচরণকে অভীষ্ট মনে করেন, কর্ম্মিগণ পুণ্যময় পথে ধর্ম (?) অর্থ বা অনর্থ ও কাম সংগ্রহকে অভীষ্ট বিচার করেন, জ্ঞানিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই অভীষ্ট স্থির করেন, যোগিগণ সিদ্ধি কিম্বা কৈবল্যকেই অভীষ্ট ভাবিয়া তজ্জন্য কালাতিপাত করেন। কিন্তু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সোজা কথায় জীবের মঙ্গলের জন্য নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন—

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপী জন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাতে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিল উপায়॥
অন্যের পরশ যেন, নহে কদাচিৎ হেন,
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ নামগান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ॥
কর্ম্মী জ্ঞানী মিশ্রভক্ত,না হ'বে তাতে অনুরক্ত
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত, তাহে হবে অনুরত,
এই সে পরমতত্ত্ব ধন॥
যোগী,ন্যাসী,কর্ম্মী,জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক ধ্যানী
এই লোক দূরে পরিহার।
কর্ম্ম-ধর্ম্ম-দুঃখ-শোক, যেবা থাকে অন্যযোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিধরধারী॥
জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়,
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্যদেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে ছার জীবনে॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক,নাহি জানে ভক্তিযোগ
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থতত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ॥

এখন মহাজনের সিদ্ধান্তবাক্যে এই স্থির হইল যে—রাধাকৃষ্ণে রতি বা প্রেমভক্তিই সর্ব্বজীবের অভীষ্ট, বাকী সব অনভীষ্ট বা তুচ্ছ। শ্রীমদ্ভাগবতও ঐ কথাই বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদিলক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয় তাহাই মানবগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক প্রসন্নতা লাভ করে।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতাভক্তি বা প্রেমভক্তিই মানবগণের অভীষ্ট।

এখন প্রেমভক্তিরূপ অভীষ্ট লাভের উপায় ও তাহার বিঘ্ন বিনাশের উপায় কি, তাহা আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বিঘ্নবিনাশ ও অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে বর্ণন করিয়াছেন—

*　　*　　*

গুরু বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

"আশ্রয় লইয়া ভেজে, সেই কৃষ্ণভক্তি লভে
আর সব মরে অকারণ

সাধ্যবস্তু-লাভের পথটী কোটীকণ্টককঙ্কর অর্থাৎ কণ্টকশূন্য ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কণ্টকপূর্ণ বিপথে চালিত করিবার শত্রু অনেক। সেই পথ আশ্রয়ের পূর্ব্বে সাধনপথে চলিতে চলিতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ভক্তিপদবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সুতরাং মৎসর ব্যক্তিগণ এমনকি দেবতা-সকলও মৎসরতাবশে বহুবিধ বাধা দিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং এই বিঘ্ন বিনাশের জন্য নিরন্তর নিষ্কপট ব্যাকুলতার সহিত শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ ব্যতীত অন্যকোন উপায় নাই। তাঁহারা অন্তর্যামী, বাঞ্ছাকল্পতরু ও কৃপাসিন্ধু, তাই নিষ্কপট শরণাগত জনের অন্তরের ভাব বুঝিয়া তাঁহার বিঘ্নবিনাশ ও যাহা বা অভীষ্ট পূর্ণ করেন।

শ্রীভগবান্ পতিত জীবোদ্ধারের জন্য শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সেই আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে হৃদ কালে আশ্রয় করিলেই সব বিঘ্ননাশ ও অভীষ্ট পূরণ নিঃসন্দেহে হইয়া থাকে।

নিতাইপদকমল, কোটীচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥

আবার শ্রীগুরুদেবের অভিন্ন-বিগ্রহ বৈষ্ণবের সেবা বা তাঁহাদের পাদপদ্ম স্মরণ না করিলেও শ্রীগুরুদেব প্রীত হন না। সুতরাং হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব জানিলে তাঁহাদের স্মরণ-প্রভাবে বিঘ্নবিনাশ ও বাঞ্ছিত পূরণ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ কচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

অর্থাৎ হে মাধব! আপনাতে আসক্ত ভক্তগণ কখনও বিপথে গমন করেন না। আপনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিঘ্ন-সৈন্যগণের সেনাপতির মস্তককে সোপানতুল্য করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন সুতরাং ভক্তিবিঘ্ন বিনাশের জন্য শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবেরই শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য।

সাধুর ক্রোধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

সাধু বিজিত ষড়গুণ, সুতরাং তাঁহার ক্রোধ কথাটী কতকটা সোনার পাথরের বাটীর ন্যায় অলীক নহে কি? তন্মধ্যে আবার যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশামৃতকে সার করিয়া জীব মাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম লইতেছেন, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই। তাঁহাদিগের চরিত্র পরম পবিত্র ও অতুলনীয়। কিন্তু এহেন সাধুগণের মধ্যে যদি কখন কাহারও চরিত্রে এই সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় তখন নানা সন্দেহের কারণ আসিয়া আমাদিগের চিত্তের মলিনতা সাধন করে। মনে হয়, যেসাধু একদিন কলসীর কানায় মার খাইয়া দরদর ধারে রুধিরাক্ত কলেবরে প্রেম বিলাইতে কুণ্ঠিত হন নাই—সেই সাধুর আবার ক্রোধ! অনর্থযুক্ত আমরা ত' অন্যায় করিবই, তাহা যদি সাধু তাঁহার মহাবদান্যতা-গুণে অঙ্গীকার না করিয়াছেন তাহা হইলে আমাদিগের মত বদ্ধ জীবের আর উপায় কি? এইরূপ নানা চিন্তাস্রোত নিজেদের ত্রুটী দর্শন না করিয়াই অক্রোধী সাধুকে ক্রোধী প্রতিপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়। যদিও বাল্যকাল হইতে পড়িয়া আসিতেছি 'সাধুর ক্রোধ কেবল পরহিত তরে।' তথাচ কার্য্যকালে তাহা আমাদিগের আদৌ স্মরণ থাকে না।

পিতা যখন পুত্রকে তাড়না করেন, মাতা যখন সন্তানকে ভৎর্সনা করেন, শিক্ষক যখন ছাত্রকে শাসন করেন—কৈ সেগুলতে ত' আমাদিগের হৃদয় বিচলিত হয় না! বিচলিত হওয়া দূরে থাকুক সে-গুলি যে, শিষ্যের মঙ্গলার্থে একান্ত প্রয়োজনীয় সে বিষয়েও ত' আমরা সম্পূর্ণ এক মত। তবে কেন সাধুর সম্বন্ধে আমাদিগের এরূপ বিপর্য্যবুদ্ধি উপস্থিত হয়। তাহার কারণ, বর্ত্তমানে আমরা দেহ ও মনোধর্ম্মে অবস্থিত সুতরাং দেহমনের হিতকথা যাঁহারা কীর্ত্তন করেন তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ আমাদিগের সহজে বোধগম্য হওয়ায় আমরা তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করি। আর সাধু আমাদিগের দেহ ও মনধর্ম্মের অতীত যে আত্মধর্ম্ম তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে প্রয়াস পান, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদিগের প্রকৃত বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া অর্ব্বাচীন পুত্র যেমন পিতার ক্রোধে নিজ মঙ্গল অনুস্যূত দেখিতে না পাইয়া পিতার ব্যবহারে বিমর্ষ হয়,তদ্রূপ আমরাও সাধুর ক্রোধে আপন আপন ইষ্ট খুঁজিয়া না পাইয়া অভিমান ভরে তাঁহার শ্রীচরণ হইতে বঞ্চিত হই।

আমাদিগের এইটী যেন সর্ব্বক্ষণ স্মৃতি-পটে জাগরূক থাকে—পিতা যেরূপ পুত্রহিতে সদা রত, সাধুও তদ্রূপ আমাদিগের হিতে সদা রত। লেখা পড়ায় বা সংসারের কাজ কর্ম্মে ত্রুটী দর্শন করিয়া পিতা যেমন পুত্রের মঙ্গলার্থে অন্তরে স্নেহ ও বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ করেন, সাধুও তদ্রূপ ভগবৎ সেবাকার্য্যে আমাদিগের উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের সংশোধনার্থে কৃপাপূর্ণ অন্তরে ক্রোধ প্রকাশ করেন। উভয়ের চেষ্টার কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে একজনের চেষ্টায় ফলে আমাদিগের-ভববন্ধন, আর অন্য জনের চেষ্টায় ফলে তাহা ছিন্ন হইয়া কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়। অতএব সাধুর ক্রোধ আমাদিগের পরম বরণীয়।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট' প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচারী অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত 'নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ'। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন লেক্‌চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শানন্তর দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সুন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে, গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিচারগুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভজন-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ২য় সংস্করণ, ভিক্ষা ১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ আড়ম্বর সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

মল্লিকপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে জুলাই মল্লিকপুরের শ্রীযুত অরুণচন্দ্র গুহরায়ের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতেরা সেখান হইতে নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া সরিয়া পড়ে। এই সম্পর্কে পুলিসের জোর তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ফলে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

——

সাপ্রু ও যোশীর নিকট পত্র

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ভারতীয় মডারেট নেতাদের ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অবসান ঘটাইবার জন্য ভারত-বন্ধু বারো জন বৃটিশ একটা চেষ্টা করিতেছেন। সংপ্রতি তাঁহারা সার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশীর নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছেন। পত্রে তাঁহারা (সার তেজবাহাদুর ও শ্রীযুত যোশী প্রভৃতি) যে অসহযোগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্যই পরে তাঁহারা সে সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখেন।

উক্ত ভারত বন্ধুদের মধ্যে আছেন—সার ফিলিপ ও লেডী হার্টগ, সার ওয়াল্টার ও লেডী লেটন, মাষ্টার অব বেলিয়ল, অধ্যাপক গিলবার্ট মারে ও সার ফ্রান্সিস ইয়াং হাজব্যাণ্ড।

——

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সংপ্রতি পুলিস কাথিয়াবাড় রাজ্যে ঘাটপুরে আবদুল কাদের গোলামকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, এই লোকটি জনৈক শিখ পাহারাওয়ালাকে খুন করিয়া গা ঢাকা দিয়াছিল। তারপর হইতেই উহাকে পাকড়াও করিবার জন্য পুলিস চেষ্টা করিতেছিল। তাহাকে বোম্বাই ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। সে আরও কতকগুলি ছোরা মারা ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া তাহার প্রতি হাজত-বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত সম্পর্কে আরও তদন্ত করা হইবে।

য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট খুন

খুলনা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি তেরোখাদা থানার এলাকাধীন অজাগড় গ্রামে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, অজাগড় য়ুনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শশাঙ্ক রায় চৌধুরী রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইতে-ছিলেন, এমন সময় বাহিরে একটা ভীষণ গণ্ডগোল হয়। তিনি ব্যাপার কি জানিবার জন্য বাহিরে আসিলে কয়েক-জন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করে। তারপর তিনি আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঘরের মধ্যে ছুটিয়া যান, আততায়ীরাও তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঢুকিয়া তাঁহাকে গুরুতর ভাবে আহত করে। সেই আঘাতের ফলেই তাঁহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। এই সম্পর্কে পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে। প্রকাশ, নিহত প্রেসিডেন্টের পত্নী কয়েকজন আততায়ীকে চিনিতে পারিয়াছেন। এই সম্পর্কে মূলঘর গ্রামের কিরণচন্দ্র ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জার্ম্মাণীতে আবার বোমা

বার্লিন হইতে প্রকাশ, শুধু দাঙ্গা নহে এবার আবার বোমার খেলা। গত ৮ই আগষ্ট কার এক্সটিনের শয়নকক্ষে বোমা পড়িয়াছিল। কার এক্সটিন সপরিবারে স্বতন্ত্র কক্ষে থাকায় তাঁহাদিগের প্রাণের হানি হয় নাই। দোকানে, পসারে, বসত বাটীতেও বোমার খেলা হইয়াছিল। গত ৮ই আগষ্ট আবার এলেন্সটিনে একজন কমিউনিষ্ট দলপতির বাটীতে চণ্ড মোটর-কার হইতে বোমা পড়িয়াছে। হিণ্ডেন-বার্গে ফিরেদদিগের বাটীতেও জলন্ত বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উভয় স্থলেই কেহ কিন্তু কোন আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই। নিমটাসে একজন সোসিয়ালিষ্টের বাটীতে একটা হাত-বোমা ফেলা হইয়াছিল। বোমা ফাটিয়া তাহার জানালা দরজা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

অত্যাচারকারীর মধ্যে একজনও ধরা পড়ে নাই। ব্রেসলো সরকার হুকুম দিয়াছেন, অত্যাচারকারীদিগকে যে কেহ ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে এক সহস্র মার্ক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

——

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে শশধর দত্ত হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। দায়রা জজ শ্রীযুত কে, দে, জুরীর সাহায্যে গত পাঁচদিন উক্ত মামলার শুনানীতে ব্যাপৃত ছিলেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৩৩৮ সালের ২৫শে ভাদ্র বেলা ৯ ঘটিকার সময় আসামী শশধর দত্ত তাহার থানার রতনপুর গ্রামে অদ্বৈত কবির জকে একখানি 'বগি' দ্বারা আঘাত করে; উক্ত আঘাতের ফলে অদ্বৈত কবিরাজের মৃত্যু হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ৭ জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন। জুরীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করেন। তদনুসারে জজ, আসামী শশধরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বেলজিয়মের কয়লা খনিতে ধর্ম্মঘট

ব্রাসেলস হইতে প্রকাশ, বেলজিয়মের জাতীয় খনিকার সঙ্ঘ বেলজিয়মের অধিকারে যতগুলি কয়লার খনি আছে, তাহাদের সকলগুলিতে সাধারণভাবে ধর্ম্মঘট হইবে, এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি সঙ্ঘে সর্ব্ববাদি-সম্মত হইয়া গৃহীত হইলেও, খনিকার মহলে স্থান পায় নাই। লীজের কয়লা খনিতে আংশিকভাবে ধর্ম্মঘট হইয়াছে। সেন্ট্রাল বেলজিয়ম এবং সারলারেট খনিতে যদিও খনিকারেরা কার্য্যে যোগদান করে নাই, তথাপি অন্য কোনও গণ্ডগোল বাধে নাই। একযোগে সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট হইবার সম্ভাবনা, আপাততঃ এখন না থাকিলেও, অনতিবিলম্বে উহার ভিত্তি স্থাপন হইবে।

——

স্বামীর কীর্ত্তি

রুটী প্রস্তুত না করায় সামান্য অপরাধের জন্য একজন মোগল ছুরি দিয়া কিরূপে তাহার স্ত্রীর নাক কাটিয়া দিয়াছিল, গত ৯ই আগষ্ট দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উক্ত মোগলের স্ত্রী সাহেবজাদি বেগম তাহার এক বর্ণনা প্রদান করিয়াছে। মীর্জ্জা বহস্মর আলী বেগ একজন দৃঢ়কায় মোগল। সে মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা তাহার স্ত্রীকে আঘাত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল ও সেইজন্য তাহাকে দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, জে এণ্ড্রাপনের আদালতে হাজির করা হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মীর্জ্জা আলী বেগ খালাসী তলা বেলায়ামে বাস করে। বিগত ৩০শে জুন রাত্রি প্রায় ১০টা ৩০ মিনিটের সময় রুটী প্রস্তুত না করায় জন্য ছুরি দিয়া তাহার স্ত্রীর নাক কাটিয়া দিয়াছিল। ইহাতে তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহার নিদ্রিত বালক বালিকাগণ জাগরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হয়। তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারা তাহাদের মাতার নাক হইতে রক্ত পড়িতে দেখিতে পায়। তাহার ১৩ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র মুস্তাক আলী বেগ এই ব্যাপার পুলিসে জানাইলে পুলিস ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় ও আহত স্ত্রীলোকটিকে সিভিল হাসপাতালে প্রেরণ করে। পুলিস মীর্জ্জা আলী বেগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে ও তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৫ ধারা মতে অভিযুক্ত করিয়াছে।

——

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

পাটনা হইতে প্রকাশ, ভাজু এবং অন্য ৮ জন আসামীকে ভাগলপুরের দায়রা জজ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪১ ধারা এবং ৩০২ ধারানুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দান করেন। আসামীগণ এই দণ্ডা-দেশের বিরুদ্ধে আপীল করে বিচারপতি ম্যাকফার্সন ও কুলবন্ত আলি গত ৯ই আগষ্ট আসামী ভাজুকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত এবং অপর ৮ জন আসামীর যাবজ্জীবন দণ্ড নাকচ করিয়াছেন।

জমি সংক্রান্ত এক বিবাদ হইতে এই মামলার উৎপত্তি। বিবাদের ফলে ভাজুর বর্শার আঘাতে ঝাখণ্ডি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আসাম গভর্ণরের সফর

শিলং হইতে প্রকাশ, আসামের গভর্ণর ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ স্পেশাল ট্রেণযোগে ৯ই আগষ্ট প্রাতে গৌহাটিতে পৌছিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা বেলা দ্বিপ্রহরে মোটরযোগে শিলংএ পৌঁছিয়াছেন।

——

স্পেনীয় জাহাজ জলমগ্ন

ভিগো হইতে প্রকাশ, সালেরা দ্বীপের অনতিদূরে স্পেন দেশের "আজনা" নামক জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। "আজনা" জলমগ্ন হওয়ায় বাইশ জন নাবিক সমুদ্রগর্ভে নিহত হইয়াছে। নরউইজিয়ার 'কারেট' নামক জাহাজ বাইশ জনের মধ্যে দুই জনকে রক্ষা করিয়াছে।

——

মেঘনায় আবার নৌকাডুবি

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, সহর হইতে ৪ মাইল পশ্চিম সাহেবের হাটের নিকট মেঘনায় গত ৯ই আগষ্ট অপরাহ্নে আর একখানা নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। নৌকায় প্রায় ১৫০ জন যাত্রী ছিল। উহা চরজব্বর হইতে সাহেবের হাটে যাইতেছিল। গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি যাইয়া পৌছিবার পর নৌকাখানা উল্টাইয়া যায়। প্রবল বাতাস বহিতে থাকায় মেঘনা তখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। কয়জন যাত্রীকে

টেলি— "শ্রীপ্রাম" / "নবদ্বীপ"

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।।
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৮তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে শ্রাবণ সোমবার ১৩৩৯, ১৫ই আগষ্ট ১৯৩২।

কাশীতে দেবীদাস গান্ধী

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

ডাঃ প্যাটনের উক্তি

বন্দুকের গুলীতে নিহত

মন্দিরে নৃশংস কাণ্ড

পাটনায় নৌকা জলমগ্ন

মাদ্রাজে সুভাষচন্দ্র বসু

শোচনীয় বাস-দুর্ঘটনা

খুলনায় ভীষণ ডাকাতি

দাগী চোরের দুঃসাহসিক কাণ্ড

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড

নানা কথা

কাশীতে দেবীদাস গান্ধী

বেনারস হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গান্ধীজীর পুত্র শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী এখনও সুস্থ হইতে পারেন নাই। তিনি তথায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতেছেন। অন্ততঃ একমাসকাল তিনি চিকিৎসাধীন থাকিবেন। সম্পূর্ণ সারিয়া না উঠা পর্য্যন্ত তিনি কাশীতেই থাকিবেন। তথায় তিনি শ্রীযুত শিবপ্রসাদ গুপ্তের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।

স্বাস্থ্যহানির জন্য শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধীকে সংপ্রতি জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তিনি এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন, অল্প বেড়াইতে পারেন।

ডাঃ প্যাটনের উক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ছাত্রদের খৃষ্টান আন্দোলন সম্পর্কে ডালহাউসীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ ফরেষ্টার প্যাটন বলেন, বৃটিশ উদাসীন ও নিজেদের ইজ্জত রক্ষার জন্য চেষ্টিত থাকায় অধিক সংখ্যক লোক ভারতীয় জনসাধারণের সহিত সাম্য ও বন্ধুত্বের সহিত ব্যবহারে বাধা জন্মাইতেছে। তাহার একটা ফল বর্ত্তমান মনোমালিন্য ও বিদ্বেষ। পার্লামেণ্ট যে স্বায়ত্ত শাসন দিবেন, ভারতবর্ষ তাহা চাহে না, ভারতবাসীরা যাহাতে নিজ স্ব-ধারায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, সেইরূপ স্বাধীনতায় দাবীই করিতেছে। ভারতের লোকমত প্রায় সম্পূর্ণ বৃটিশের বিরোধী। অর্ডিনান্স অনুসারে জোর করিয়া যে ব্যবস্থা চালান হইতেছে তাহার জন্য অনেকের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহারা হিংসামূলক বিপ্লব আনিবার চেষ্টা করিতেছিল, মিঃ গান্ধী তাহাদিগকে সংযত রাখেন। বৃটেন তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিলে ভারতের সদিচ্ছা ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সহযোগিতা লাভ করিতে পারিবেন।

মন্দিরে নৃশংস কাণ্ড

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, তুতিকোরিণ হইতে এক সঙ্গে তিন জনের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কোনও উৎসব উপলক্ষে এক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রী ও ছয় বৎসর বয়স্ক পুত্রসহ শঙ্কর কোয়েল গমন করিয়াছিলেন। তথায় মহিলাটি তাঁহার বহুমূল্য অলঙ্কার ভূষিত পুত্রকে জনৈক পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেবতার পায়ে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া তিনি পুরোহিত বা পুত্রকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ পুত্র অনুসন্ধানে ঘুরিতে থাকেন। বহুক্ষণ পরে মহিলাটী মন্দিরের পুষ্করিণীতে পুত্রের মৃতদেহ ভাসিতে দেখেন, শোকে পাগলের ন্যায় হইয়া মহিলাটি পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন। স্বামীও এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পত্নী ও পুত্রের অনুগামী হইয়াছেন।

মাদ্রাজে সুভাষচন্দ্র বসু

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মাদ্রাজ সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাইতেছেন, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে এখানের দুইজন ডাক্তারের সংযোগিতায় কলিকাতা হইতে তাঁহার একজন নিজ ডাক্তার কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইতে অনুমতি দেওয়া হইল।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ২৯শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬. ৩০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ সোমবার } ১৩৮তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরিদর্শন

গত ১১ই আগষ্ট তারিখে স্কুল ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু যতীশচন্দ্র শিক্‌দার বি-এ, বি-টি, এবং শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি টি, মহাশয়দ্বয় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" পরিদর্শন করেন।

স্কুল পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা সন্তোষ লাভ করেন এবং শৃঙ্খলা ও প্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা হেড্‌মাষ্টার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পরিচালিত শিক্ষকগণের সাফল্যে প্রীতি লাভ করেন।

বোর্ডিং দুইটী প্রকাণ্ড দ্বিতল ভবনে অবস্থিত। চারিদিকে বহুদূর বিস্তৃত চরভূমি এবং নদী ও টিউব ওয়েল প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। খরচও মাসিক ৬য় টাকা মাত্র। এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হন।

প্রচার-পঞ্জী
কাশীতে প্রচার

গত ৬ই আগষ্ট পণ্ডিত শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা ১ম অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা-প্রদর্শনপূর্ব্বক গুরুস্থানে বিদায় গ্রহণ করিলে কেশবভারতী প্রভু-সঙ্গে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আদর্শ লোকশিক্ষক প্রভু তাঁহাকে অগ্রে করিয়া চলিতে লাগিলেন এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে বলিলেন—

গৃহে চল তুমি সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সবারে আমি চলিলাম বনে॥

চন্দ্রশেখর আচার্য্য নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকল বৈষ্ণবের নিকট প্রভুর গমন-বার্ত্তা প্রচার করিলে সকলেই অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। সকলেই দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তথন আকাশবাণী হইল যে—

দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
সবে সুখে কর কৃষ্ণচন্দ্র আরাধন॥
সেই প্রভু এই দিন দুই চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা সবার মাঝে॥
দেহ-ত্যাগ কেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববৎ সবে বিহরিবে প্রভু-সনে॥

আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া প্রভুর গুণ-গানে মত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের এই আদর্শ সাধকমাত্রেরই শিক্ষাস্থল। প্রভু-বিরহে উৎকট আর্ত্তি না হইলে প্রভু-কৃপা সুলভ হয় না, মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া প্রভু-চরণ স্মরণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য॥

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি,-এ, গবর্ণমেণ্ট অডিটার মহাশয় গত ১০ দিন যাবৎ প্রত্যহ সন্ধ্যায় চাইবাসাপ্রবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার মুখে হরিকথা শুনিয়া অনেকেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বাস্তব সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশ বাবুর খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নগেনবাবু বৃদ্ধ ও অন্ধ, তিনিও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছেন।

গত ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যায় অবিনাশবাবুর বাসায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার রেঞ্জার প্রভৃতি মহোদয়গণের "ধর্ম্ম কাহাকে বলে" প্রশ্নের উত্তরে মধুসূদন বাবু শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হন।

'ভাগবত' (হিন্দী পারমার্থিক পাক্ষিক) পত্রের সুযোগ্য পরিচালক আদর্শ গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্ প্রভু গত ৭-৮-৩২ তারিখে শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের নিকট কীর্ত্তন করেন যে, সাধক জীব-মাত্রেরই মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বিধি যথাযথ পালন করা কর্ত্তব্য। সেই বিধি—

"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন-রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ, কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

সাধক জীবের পক্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হইবে। অতএবঃ কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া মৌন রহিলে কিম্বা ভক্ত্যঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কৃত্যে নিযুক্ত হইলে বদ্ধজীবের অশেষ দুর্দশা উপস্থিত হইবে।

স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র শিখ্‌দার বি-এ, বি-টি মহোদয় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-টি মহাশয় গত বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন ও শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই উক্ত দিবস অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় শ্রীধামের প্রবীণ বৈষ্ণব শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর শ্রীমুখে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করেন। তৎপর তাঁহারা ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট ৮॥ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণ সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯শে শ্রীধর শর্ম্ম শিব সঙ্কর্ষণ ৪৪৬

গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকাশামন্তর গঙ্গাভিমুখে চলিতে চলিতে জগৎ ভক্তিশূন্য দর্শনে বলিতে লাগিলেন—

ভক্তিশূন্য সর্ব্বদেশ না জানে কীর্ত্তন।
কারও মুখে নাহি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ॥
প্রভু বলে, হেন দেশে আইলাম কেনে।
কৃষ্ণ হেন নাম কার না শুনি বদনে॥
কেন হেন দেশে মুঞি করিমু পয়ান।
না রাখিব দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ১ম)

এমন সময়ে এক সুকৃতি রাখাল হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রভু তাহা শুনিয়া বলিলেন,—

আচম্বিতে শিশু মুখে শুনি হরিধ্বনি।
কি হেতু হইল সবে কহ দেখি শুনি॥
প্রভু বলে গঙ্গা কতদূর এথা হৈতে।
সবে বলিলেন এক প্রহরের পথে॥
প্রভু বলে এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাম হরিগুণ-গাথা॥

অতঃপর গঙ্গায় মজ্জন ও গঙ্গাজল পান পূর্ব্বক গঙ্গার স্তুতিমুখে বলিতে লাগিলেন—

প্রেমরস স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার সে প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী কুকুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়।
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর॥
এই মত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিয়া হরষী দেবী লজ্জিত অন্তর॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি হেন অবতার॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ১ম)

"মন্ত্রের সাধন"

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌধরত দাসাধিকারী)

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই বাণীর তাৎপর্য্য কি? এই জড় শরীরের দ্বারা প্রত্যেক জীবকেই মন্ত্রের সাধন করিতে হইবে। মন্ত্রের সাধনার জন্যই শরীর ধারণের প্রয়োজন। মনুষ্যেতর শরীর ধারণ করিয়া ভুবন মঙ্গল মহামন্ত্র সাধিত হয় না। জীবগণের মনুষ্যদেহই একমাত্র মন্ত্র সাধনের প্রধান উপকরণ। পূর্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিলভ্য সুদুর্লভ মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া যদি আমার আত্মমঙ্গল মহামন্ত্র সাধন না হইল তাহা হইলে ধিক্ আমার মনুষ্যদেহ ধারণে। ধিক্ আমার জাতি, কুল, বল, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্যে। যদি নিরন্তর জিহ্বা-মন্ত্রে সুধামাখা মহামন্ত্র কীর্ত্তিত না হইল, তাহা হইলে ভেক-জিহ্বা-সম কর্কশ কোলাহলানন্দী ভোগবিলাসস্পৃহ জিহ্বায় ধিক্। যদি কর্ণকুহরে নিরন্তর সুধাবর্ষক মহামন্ত্র প্রবিষ্ট না হইল, তবে কাণ কড়ির মত ছিদ্রযুক্ত গ্রাম্যপ্রজল্প-শ্রবণ প্রয়াসী কর্ণে প্রয়োজন কি? হস্ত দ্বারা যদি মন্ত্র দেবতার সেবার্চ্চন না হইল, পদযুগল যদি মন্ত্রদেবতার ধামে গমন না করিল, তবে দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় স্বজনাখ্য দস্যুগণের তৃপ্তি সাধনে সর্ব্বদা তৎপর, আত্মার অমঙ্গলকারী হস্তপদ পূতিগন্ধময় গলিত কুষ্ঠরোগে গলিয়া যাওয়াই সহস্র গুণে মঙ্গলজনক।

যদি মহামন্ত্র সাধন করিতে করিতে শরীর পতন হয়, তাও ভাল তথাপি এই মনুষ্য শরীর দিয়া যে কোন উপায়ে শাক, পাত, ফলমূলে উদর ভরণ করিয়া গৃহে হউক, অথবা অরণ্যে হউক, যে কোন স্থানে বাস করিয়া সৎসঙ্গে গুর্ব্বানুগত্যে সেই ভুবনমঙ্গল মহামন্ত্র সাধন করা চাইই।

এই শৃগালকুক্কুরভোগ্য পূয-রক্ত-পরিপূর্ণ ব্যাধিনিকেতন দেহের একদিন না একদিন পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব হে বুদ্ধিমান জনগণ, সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এই দুষ্পার ভবজলধি হইতে পরিত্রাণের একমাত্র তরণী মহামন্ত্র সাধনে যত্নবান্ হউন। তদ্ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই।

ইন্দ্রিয়গণের বাসনানলে ইন্ধন প্রদান করার নাম মন্ত্রের সাধন নহে। ইন্দ্রিয়-গণকে সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষী-কেশের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে নিযুক্ত করার নামই মন্ত্রের সাধনা। যে মন্ত্র সাধনে মনন-ধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আত্মার ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়, তাহার নামই মন্ত্র-সাধনা।

কিন্তু আমার কল্পিত মন্ত্রের সাধনা, জীবনের সাধনা, যার জন্য আজ শরীর পতন করিতে কৃতসঙ্কল্প তাহা ঠিক বিপরীত। জিহ্বায় চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ রুচিকর সুমিষ্ট খাদ্য প্রদানই আমার মন্ত্রের সাধনা—নাসা দ্বারা এসেন্স, আতর, অটো বিলাস সম্ভারের প্রাণমাতান সুঘ্রাণ গ্রহণই আমার সাধনা—কর্ণ দ্বারা যাত্রা, থিয়েটার, খেমটা, বাই প্রভৃতি বারাঙ্গনার বামাকণ্ঠে প্রাণমাতান সুললিত নৃত্য গীতাদি শ্রবণ, কামিনী-কটাক্ষে, তার চন্দ্রাননের বিষকুম্ভ পয়োমুখ মৃদু মধুর হাসিতে, তাহার মন ভুলান দাবানলসদৃশ জড় অঙ্গকান্তিতে প্রলুব্ধ হইয়া আলিঙ্গন ইচ্ছা—ত্রিতল অট্টালিকায় বৈদ্যুতিক পাখার নীচে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল পুষ্পশয্যায় শায়িত হইয়া প্রভু সাজিয়া কনক কামিনী ভোগ করার নামই আমার মন্ত্রের সাধনা! কিন্তু মহাজনগণ এইরূপ ইন্দ্রিয় চরিতার্থের সঙ্কল্প-বিশিষ্ট আমার মত মানবকে মন্ত্রের সাধক না বলিয়া বিষ্ঠাভোজনানন্দে মত্ত শ্ব-বিড্‌বরাহের সম-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। অতএব আমি বা আমার ন্যায় মহামন্ত্র পরিত্যাগকারী আত্মেন্দ্রিয়ভোগেচ্ছু মানব, মানুষের মত দৃষ্ট হইলেও বিষ্ঠাভোজী শ্ব-বিড্‌বরাহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যে মন্ত্র প্রভাবে নীলকণ্ঠ কালকূট বিষ কণ্ঠে ধারণে সক্ষম, যে মন্ত্র-প্রভাবে শৈলে, সাগর জলে, করীপদতলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যে মন্ত্র প্রভাবে হলাহল সুধায় পরিণত হয়, অনল শৈত্যগুণ-সম্পন্ন হয়, যে মন্ত্র প্রভাবে ভূধর, পাষাণ বৃক্ষাদি সলিলের উপর ভাসমান থাকে, যে মন্ত্র-প্রভাবে এক লম্ফে শত যোজন বারিধি উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যে মন্ত্র-প্রভাবে অষ্টাদশ বৎসরের পথ শিরোপরি অত্যুচ্চ গন্ধমাদনাদ্রি ধারণ করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকে আবদ্ধ রাখিয়া অশীতি লক্ষ মণ লৌহ বাটুলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও এক রজনীতে হিমাদ্রি শিখর হইতে স্বর্ণলঙ্কায় লম্ফ প্রদানে আক্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারা যায়, যে মন্ত্র একবার অন্তিম-কালে উচ্চারিত হইলে জীবের নিরানন্দময় সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরানন্দময় ধামে স্বচ্ছন্দে উপস্থিত হইতে পারে, সেই প্রাণমাতান ঈশান-ভুলান মহামন্ত্র বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়া সাধু-গুরু আনুগত্যে নিত্য নিয়ত কীর্ত্তন করার নামই মন্ত্রের সাধন; আর অন্য কিছুই নয়। সেই তারক-ব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম পরম দয়াল ভগবদবতার শাস্ত্র সমুদয় ও সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণ দুন্দুভি নির্ঘোষে জগজ্জীবগণের কর্ণ-পটহ ভেদ করিয়া দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিতে-ছেন। বেদের মন্ত্র, উপাসনায় মন্ত্র, সাধনার মন্ত্র, সংসার রহস্যের মূল-মন্ত্র, একমাত্র মহামন্ত্র প্রাণারাম কৃষ্ণনাম। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত তারকব্রহ্ম নামই মহামন্ত্র, তাহাই প্রতি-জীবের সাধ্য ও সাধন।

এ ত্রৈলোক্যে জীবগণের রক্ষামন্ত্র
আর কি আছে?
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র—ভজ সাধু গুরুর কাছে।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

(শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ)

ধর্ম্ম শব্দে যাহার দ্বারা বস্তু-বিষয়ে সম্যক্ ধারণা হয় তাহাই বুঝায়। অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানের উপায়ে কখনও বাস্তব সত্য (Absolute truth) জানা যাইতে পারে না। একদিক দিয়া বিচারে জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মূর্খের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, জ্ঞাতব্য বিষয় অনন্ত ও তাঁহার জ্ঞান যতই অধিক হউক না কেন তাহা সান্ত। অতএব অনন্তের তুলনায় সান্ত যতই অধিক হউক, এক প্রকার কিছুই নয় বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা পূর্ণজ্ঞান লাভ কোনও প্রকারেই সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে বাস্তব সত্য কি প্রকারে জানা যাইতে পারে। তদুত্তরে কঠোপনিষদ্ বলেন—

"নায়ং আত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

পরমাত্মতত্ত্ব বহু তর্ক মেধা বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ-তনু প্রকটিত করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বপ্রথম আমাদিগের ভগবানের অপ্রা-কৃতত্ত্বে শ্রদ্ধা প্রয়োজন। সত্য সত্য শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিলে ভগবদিচ্ছাতেই আমাদের প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইবে—সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ক্রমান্বয়ে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ভাব ও প্রেমের অভ্যুদয় হইবে। অতএব বাস্তব সত্য জানিতে হইলে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ।"

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥• পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥•, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। জ্ঞান, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥• আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸•।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী;

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের স্বাতন্ত্র্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸• মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸• মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমধ্ব স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষতা ও সত্যাগ্রহ শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাস্যন্দক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸• মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুচরিত্রবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸• আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥• টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, প্রৌঢ় ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৴০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৴০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বৃহদ্-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাব্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতাবলীর প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৴০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে স্রোত বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন শাস্ত্রের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৴০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের সাধকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ; ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ আড়ম্বর সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাবলীর অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, কথাসার, তথা প্রস্তাবনা সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল ফোটো [illegible] বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা; [illegible] ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে।
সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৷৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১৹ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার—পঞ্জিকাবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী— (বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২							৮॥৹
১							৮৲
৬	মাস						৭॥৹
৩					,,	,,	
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে					,,	,,	৪॥৵৹
চল্‌তি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক						,,	৩৵৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী **টিউবওয়েল** (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা **বাঙ্গালার** যে কোন পল্লীতে গ্যারান্টি দিয়া চিরস্থায়ী **টিউবওয়েল**" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য **টিউবওয়েল** কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে যাহা একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৹।৹

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজী ভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

খুলনায় ভীষণ ডাকাতি

খুলনা হইতে প্রকাশ, খুলনা জিলার গোটপাড়া গ্রামে ৮ই আগষ্ট এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রাত্রি প্রায় দেড় টার সময় ১০।১২ জন লোক বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাগেরহাট থানার অধীন গোটপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বাটীতে হানা দেয়। গ্রামরক্ষী দল সংবাদ পাইয়া নগেন্দ্রবাবুর সাহায্যার্থ আসে। অতঃপর ডাকাত ও গ্রামরক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। তাহাতে শেষোক্ত দলের একব্যক্তি গুরুতর জখম হয়। অতঃপর গ্রামরক্ষীরা সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তাহার পর ডাকাতেরা বাটীর ভিতর প্রবেশ করে এবং লোহার সিন্দুকের চাবী হস্তগত করিয়া সিন্দুক হইতে ৫ শত টাকা লয়। নগদ টাকায় সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা মহিলাদের গহনা খুলিয়া দিতে বলে। এইরূপে তাহারা প্রায় ৩ হাজার টাকার গহনা হস্তগত করে।

আহত লোকটীর অবস্থা গুরুতর। তাহাকে প্রথম বাগেরহাট হাসপাতালে ও পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

গোটপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসুর বাটীতে ডাকাতি হয়, তাহাকে ৪ জন লোক দা'র আঘাতে জখম হইয়াছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, কৃষকদিগের মধ্যে বিবাদের ফলে যে দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছিল, তৎসংক্রান্ত মামলায় ভাগলপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ ৮ জনকে দ্বীপান্তর দণ্ডে ও একজনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। গত মঙ্গলবার তারিখে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি ম্যাকফার্সন ও বিচারপতি ফজল আলির আদালতে ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল গৃহীত হইয়াছিল। বিচারপতিগণ ৮ জনের দণ্ডাদেশ নাকচ করিয়াছেন ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ভাগলপুর জেলার এক গ্রামে এক খণ্ড জমি লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। ঐ জমিতে আসামীগণ ফসল উৎপাদন করিয়াছিল। তাহারা ফসল কাটিতে যাইয়া বারকান্দি নামক এক ব্যক্তির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে দাঙ্গা উপস্থিত হয় ও ঐ দাঙ্গায় বারকান্দি নিহত হয়।

পাটনায় নৌকা জলমগ্ন

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা সহর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, গত মঙ্গলবারে কাঁসাই বোঝাই একখানি নৌকা খাজেকালান ঘাটের দিকে গমন করিতেছিল। নদীর মধ্যভাগে প্রবল স্রোতের বেগে নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়। নৌকাখানি স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করিতেছিল। উহাতে ৩৬ জন লোক ছিল। নৌকাখানি উল্টাইয়া গেলে তাহারা কিছুক্ষণ ঐ নৌকা ধরিয়াছিল, কিন্তু নৌকাখানা জলমগ্ন হওয়ায় স্রোতের বেগে তাহারা ভাসিয়া যায়।

এই দুর্ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন, কয়েক মিনিটের মধ্যে সব শেষ হয়। নদীর উভয় তীরে বহু ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ঐ ঘটনা দেখিয়াছিল, কিন্তু উত্তাল তরঙ্গমালা ও উদ্দাম নদীর প্রবল স্রোত অতিক্রম করিয়া ঐ অসহায় ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিতে কেহই সাহসী হয় নাই। ঐ সকল অসহায় লোক জলমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়াছিল। উক্ত প্রত্যক্ষদর্শী আরও বলিয়াছেন, উক্ত দুর্ঘটনার কয়েকঘণ্টা পরে তিনি জানিতে পারেন যে, ঘটনাস্থল হইতে কয়েক মাইল দূরে দামারিয়াঘাট ঘাটে উক্ত নৌকার ২ জন আরোহী তীরে উপনীত হইয়াছে। অপর ব্যক্তিদিগের ভাগ্যে কি হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

দাগী চোরের দুঃসাহসিক কাণ্ড

দাগী চোর আবদুল হামিদ গত ১৩ই জুলাই রাত্রিকালে চিৎপুরে একখানি বাড়ীর দেয়াল কাটিয়া গর্ত্ত করিয়া যখন চুরি করিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে তাহার দুঃসাহসিক কার্য্যের শাস্তি স্বরূপ দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও মুক্তির পরে চার বৎসর কাল পুলিসের নজরবন্দী থাকিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বন্দুকের গুলীতে নিহত

গুজরাট হইতে প্রকাশ, গত ৭ই আগষ্ট বেলা দুইটার সময় কুঞ্জ রোডের এক রেল লাইনের মোড়ে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। পোলা নামক জনৈক লোক এই স্থানে বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, এই পোলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারা অনুসারে (বিবাহিতা নারী হরণ) উকিল নিজামত ও আর কয়েকজন লোকের বিরুদ্ধে আদালতে এক ফৌজদারী মামলা রুজু করিয়াছিল। সেইদিন আদালত হইতে সে যখন বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিল, সেই সময় এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সংঘটিত হয়।

প্রকাশ, উকিল নিজামত আলি আদালতের কাজ শেষ করিয়া তাঁহার স্বগ্রামের দিকে টোঙ্গায় যাইতেছিল। সেই সময় পোলা তাহার টোঙ্গা থামায়, তাহাকে একটা ডাণ্ডা দিয়া প্রহার করে। নিজাম আলির সহিত বন্দুক ছিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। ফলে সে সেই সময়েই মারা যায়।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, নাভারাজ্যের এক গ্রাম হইতে সংপ্রতি এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, এখানে ভীষণ রকমের এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ঘটনার দিন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় একদল ডাকাত গ্রামের মোড়ল রণজিৎ সিংহের বাড়ী আক্রমণ করে ও তাহাকে গুরুতরভাবে প্রহার করে। প্রকাশ, তাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়া প্রথমেই বাড়ীর মালিকের বন্দুকটী হস্তগত করে ও তারপর তাহারা তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে ১৫ হাজার টাকারও অধিক হস্তগত করে। অতঃপর এই ডাকাতদল রণজিৎ সিংহের চক্ষুর তারা উৎপাটিত করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে হত্যা করে; এইখানেই তাহাদিগের দৌরাত্ম্যের শেষ হয় না। তাহারা আবার সেই মৃতদেহে আগুন লাগাইয়া দেওয়ারও ব্যবস্থা করে। তাহারা যখন তাহাতে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হয়, সেই সময় পুলিস কি ভাবে যেন সংবাদ পাইয়া অকুস্থলে আসিয়া হাজির হয়। কাজেই তখন তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে হয়। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ১২ জন ছিল।

শোচনীয় বাস-দুর্ঘটনা

কুড্ডালোর হইতে প্রকাশ, গত ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যায় কুড্ডালোর হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী কটটুকুপম গ্রামে এক সাংঘাতিক বাস দুর্ঘটনার ফলে ৫ জন আরোহী অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ, বাসখানি যাত্রীপূর্ণ অবস্থায় যখন পণ্ডিচেরী হইতে আসিতেছিল, তখন হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক রাস্তা পার হইতে থাকে। পাছে সে চাপা পড়ে, এই জন্য চালক বাসটিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে ঘুরাইয়া লয়, কিন্তু স্ত্রীলোকটিও সেইদিকে ঘুরে এবং চাপা পড়ে। অতঃপর একটী বৃক্ষের সহিত বাসের সংঘর্ষ লাগে এবং শাখা প্রশাখার মধ্যে বাসের উপরিভাগ বিশ্রীভাবে আটকাইয়া যায়। বাসের কণ্ডাক্টার সমেত ৫ জন আরোহী তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং ১৫ জন সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। চালকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

---

২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১১ই আগষ্ট দেশোপকারী রাজদ্রোহ মামলায় রায় দিয়াছেন। দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে 'দেশোপকারীর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত এ, ডি চেল্লম পিলের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ আনা হইয়াছিল। উভয় উভয় দফায় তিনি ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তবে দণ্ড দুইটী একসঙ্গে ভোগ হইবে। গত ১০ই এপ্রিল ও ১১ই মে 'নিঃশ্বাসে স্বরাজ' 'আমাদের জয়রথ' ও 'বৃটিশ পিশাচ' এইরূপ শিরোনামার উক্ত পত্রে যে ৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য এই অভিযোগ আনা হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বা একত্র—যে ভাবেই বিবেচনা করা যাউক না, প্রবন্ধ ৩টি যে বৃটিশ সরকারের সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিশিষ্ট কর্ম্মীর কারামুক্তি

নাগপুর হইতে প্রকাশ, আকোলার সংবাদে প্রকাশ, বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত সেনকে পূর্ণ দণ্ড ভোগের পূর্ব্বেই আকোলা জেল হইতে বিনাসর্ত্তে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। তিনি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়াতেই তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কমিশনারের ভীতি প্রদর্শন

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, পেশোয়ারের ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা এই মর্ম্মে বহু পত্র পাইতেছেন যে, তাঁহারা যদি দমননীতি পরিহার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এইজন্য বিপদে পড়িতে হইবে। এই সম্পর্কে এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই তবে কংগ্রেসের ও নওজোয়ান সভার ভূতপূর্ব্ব কয়েকজন সদস্যকে এই সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

দৈনিক

শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৬ই আগষ্ট ১৯৩২

মুন্সীগঞ্জে সশস্ত্র ডাকাতি

আদালতে ইনস্পেক্টার অজ্ঞান

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আক্রমণ

পুলিশের প্রতি ৫ বার গুলী

ডাক্তারের বাড়ী চুরি

বাল্য বিবাহে দণ্ড

পত্নী হত্যায় কারাদণ্ড

বারুইপুরে ডাকাতি

মসজেদে বীভৎস কাণ্ড

একসঙ্গে ৭টী নরহত্যা

নানা কথা

মুন্সিগঞ্জে সশস্ত্র ডাকাতি

ঢাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অধীন একখানি গ্রামে সম্প্রতি একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একদল দস্যু গভীর রাত্রিতে রোশন দেওয়ানের বাটিতে উপস্থিত হয় এবং উক্ত দেওয়ানের নিকট হইতে চাবি লইয়া সমুদায় বাক্স ও লোহার সিন্দুক খুলিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারে ৬ হাজার টাকা গ্রহণ করে। দস্যুগণ যখন লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় রোশন দেওয়ানের স্ত্রী চীৎকার করায় গ্রামবাসীরা তথায় উপস্থিত হয়, কিন্তু দস্যুগণ কয়েকবার বন্দুকের গুলী করিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া পলায়ন করে।

—·—

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, আম্বালা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে একটী স্ত্রীলোক তাহার আত্মীয় কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, স্ত্রীলোকটী নম্বরদারের সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত বলিয়া আত্মীয় সন্দেহ করে। একদা সে যখন পুরুষটীর সহিত স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পায়, তখন একখানা ধারাল অস্ত্রদ্বারা স্ত্রীলোকটীকে সে সাংঘাতিক আঘাত করে। সেই আঘাতের ফলে স্ত্রীলোকটী মারা গিয়াছে।

একসঙ্গে ৭টী নরহত্যা

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে জুলাই লাহোর জিলার কোনও গ্রামে জমী সংক্রান্ত এক দাঙ্গায় ৩ জন শিখ পুরুষ, ৩টী স্ত্রীলোক এবং ১৮ মাসের একটী শিশু নিহত হয়। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিস ৮ জন শিখকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং আরও একজন শিখের সন্ধান করিতেছে।

বারুইপুরে ডাকাতি

বারুইপুরের মনমোহন মণ্ডল প্রভৃতি ৪ জন লোক ডাকাতির অভিযোগে আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব কে, কে, রায় চৌধুরীর আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামীগণ গত ১০ই জুন রাত্রিতে শ্রীযুক্ত শ্রীধর নস্করের বাটীতে প্রবেশ করিয়া বাটীর অধিবাসীদিগকে প্রহার করে এবং বাক্স ভাঙ্গিয়া ২ শত ৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করে।

গৃহস্বামী ২ জন দস্যুকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। পুলিস পরে আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করে।

গত শুক্রবারে উক্ত মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবি আছে।

পুলিসের প্রতি ৫ বার গুলী

কানপুর হইতে প্রকাশ, পুলিস স্থানীয় বিপ্লবীদের ঘেরাও করার সময় একজন বিপ্লবী পুলিসদলের প্রতি ৫টি গুলী চালায়। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর এন মার্শ-স্মিথ সামান্যের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। দারোগা মিঃ আগা হোসেনের পাঁজরায় আঘাত লাগিয়াছে।

অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, অনেকগুলি রিভলভার, পিস্তল, বন্দুক ও কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বহুমহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগবন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজনার্দ্দন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার শান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীস্বপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়ার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী, শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবীর কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

সহকারী—শ্রীবামতীর্থ দেবধরিয়া।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপূর্ণানন্দ তীর্থ

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনেশ্বর শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিবিকাশ প্রভৃতি।

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) স্বানন্দগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী সহকারী—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৩০শে শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৬ ৩১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ১৩৯তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১২ই আগষ্ট শুক্রবার শ্রীএকাদশী তিথি পালনোপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাটামন্দিরে বেলা ৩ ঘটিকার সময় একটী মহতী সভার অধিবেশনে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনানন্তর শ্রীপাদ ঈশান দাসাধিকারী ভক্তিবিগ্রহ প্রভু নিজ দৈন্যজ্ঞাপনমুখে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় 'মাধবী-তিথি' সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী আবেগভরে প্রায় দুইঘণ্টা যাবৎ 'হরিবাসর' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ উপদেশমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহারই কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বলেন—"আমি একজন অযোগ্য ব্যক্তি; এই সভায় বক্তৃতা দিবার যোগ্যতা আমার আদৌ নাই। ইতঃপূর্ব্বে আমার সতীর্থ-ভ্রাতা শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু আমাদের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই মর্ম্মস্পর্শী ও মঙ্গলপ্রদ। তবে আমার শিক্ষাগুরু শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আদেশে আমি কিছু বলিবার জন্য আপনাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি।

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে 'হরিবাসর'। আজ হরিদিন—ভগবানের প্রীতি-প্রদায়িনী দিন। শ্রীএকাদশী তিথি ও ভগবান্ অভিন্ন; এই তিথির সেবাই ভগবানের সেবা। আমরা যদি ধীর চিত্তে শাস্ত্র আলোচনা করি তবে দেখিতে পাই যে, জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস এবং তাহার একমাত্র গতি বিষ্ণু। হরিকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। সাধু-সঙ্গে কীর্ত্তনই, নিত্যকাল—নিরন্তর সর্ব্বাবস্থাতেই করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্র বা মহাজনবাণী। আমি বৈষ্ণব নই, তবে গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন করা বা তাঁহাদের আদেশ পালনই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। কিন্তু আমরা, সেবক হইলেও সকলে এক পিতার সন্তান হইলেও বর্ত্তমানে এমন একটী জিনিষ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে একটী পার্থক্য আমরা উপলব্ধি করিতেছি। সেইটী হইতেছে কর্ম্মফল। কর্ম্ম-ফলের তারতম্যানুসারে কর্ম্মফলবাধ্য জীব আমরা নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি। এই শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীবাস অঙ্গনে এক-দিন শ্রীবাসপণ্ডিতের পুত্রের নির্যাণ হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মৃত পুত্রকে 'কোথা যাও' জিজ্ঞাসা করিলে, পুত্র বলে,—"কে কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র, আমি কৃষ্ণের ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছিলাম আবার কর্ম্মফলানু-সারে কৃষ্ণেচ্ছায় অন্যত্র চলিয়া যাইতেছি।'

আমরা দেখিতে পাই—এ সংসারে কেহই কাহারও নহে; কর্ম্মফলানুসারে কেহ পশু, কেহ মনুষ্য, কেহ কীট ও কেহ বৃক্ষজন্ম লাভ করিতেছে। অতএব আমাদের এমন কাজ করা দরকার, যা'তে আমরা ভক্তিলাভ করিতে পারি। যা'তে আমরা নরকের পথে না গিয়া ভোগাসক্ত না হইয়া ভগবানের দিকে যাইতে পারি। ভগবৎপ্রীত কার্য্যানুষ্ঠানেই আমাদের নিত্য-মঙ্গল অনুস্যূত। আজ এই কৃষ্ণপ্রিয় 'হরিবাসর' দিবস পালনও একটী ভক্ত্যঙ্গ যাজন। ইহাতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, ভগবান্ প্রীত হন। জীবমাত্রের এই তিথি পালনীয় ও সম্মাননীয়। তিথি-পালন মানে—না খাইয়া শুইয়া থাকা নহে। কেবল কিছু না খাইয়া ঘুমিয়ে বা বাজে কাজে সময় নষ্ট করার নাম উপবাস নহে। সর্ব্বপাপ হইতে তফাৎ থাকিয়া কোন কিছু গ্রহণ না করিয়া সাধুর নিকট বাস করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করার নামই উপবাস বা তিথিপালন। ইহাই শাস্ত্রবাধ। ইহার ব্যতিক্রমেই প্রত্যবায় ঘটে, এই দিবস সমস্ত পাপ অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব এই দিবসে অন্ন গ্রহণ না করিয়া ভগবানের ভজ করেন।

হরিকীর্ত্তনকারীই ভগবান্। তাঁহার সঙ্গ করিলেই কৃষ্ণের সঙ্গ করা হয়। মাধবী-তিথি এবং বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই।

ভগবানের কৃপায় আমাদের এমন একদিন আসিবে—যখন গুরুকৃপায় আমরা বুঝিতে পারিব যে, যাহাদের জন্য আমি না খাইয়া পায়ের ঘাম মাথায় ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছি—তাহারা সকলেই আমার বন্ধনের কারণ—আমার অমঙ্গলের হেতু। আর যাহা করিতেছি সবই বৃথা ও অনিত্য। তাই ভগবানের কীর্ত্তনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য সে-কথা শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিতে-ছেন। আমরা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারি না। হয় ভেকের ন্যায় বৃথা কলরব করিয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিব, নতুবা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া মঙ্গলের পথে ধাবিত হইব। বুদ্ধিমান জীব স্থির করেন, ভগবানের কথা কীর্ত্তন ও তাহাতেই সর্ব্বদা মগ্ন থাকাই জীবের মঙ্গলোপায়। অন্যথায় সংসার-বন্ধন—ত্রিতাপভোগ অনিবার্য্য। এ সব নিত্য-মঙ্গলের কথা আমরা তিথিপালন বা সাধুসেবাদ্বারাই ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিব।"

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীজী ভোগ ও সেবার পার্থক্য, ষড়্রিপু, ষড়্ বেগ ও অনর্থাদি ধ্বংসের উপায়, জাগতিক সম্বন্ধের অনিত্যতা ও স্বরূপের বিষয় সুষ্ঠু-ভাবে কীর্ত্তন করেন।

বক্তৃতান্তে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন করা হইলে পুনরায় যথাবিধি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করা হয়।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০শে শ্রীধর ৪৪৮ গৌরাব্দ

শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর বক্তৃতা

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যাম্
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

যাঁহার কৃপায় শ্রীভগবানের কৃপালাভ করা যায়, আর যিনি অপ্রসন্ন হ'লে আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই পরমকরুণ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম ধ্যান ও স্তব বন্দনা করি।

আমি অতি দীন ও জ্ঞানহীন; বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যাদি কোন যোগ্যতাই আমার নাই। তবে আজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের আদেশে তাঁহার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে গুরুবর্গের শ্রীমুখে শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

আজ হরিবাসর দিবস; এই একাদশী তিথি—মাধবী তিথি শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম। ভগবানই কৃপাপূর্ব্বক তিথিরূপে আমাদের নিকট প্রকটিত। সেই জন্যই ভক্তগণ ভগবৎপ্রীত্যর্থে এই মাধবী-তিথি যথাযথ পালন করিয়া থাকেন। ইহা চৌষট্টি প্রকার বৈধী ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। এই তিথি পালনে, কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগ—উপবাসকেই লক্ষ্য করে: উপবাস অর্থে উপাস্তে বাস অর্থাৎ সাধুর নিকট থাকিয়া অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করা; ইহাই উপবাসের মুখ্যার্থ তদ্ব্যতীত উপবাস অর্থে কোন কিছু গ্রহণ না করাকেও বুঝায়। এই ভগবৎপ্রিয় মাধবী-তিথি-দিবসে মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করিয়া সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির বিধি। সাধুসঙ্গ ব্যতিরেকে উপবাসের কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই হরিদিবস সম্মান করা একান্ত কর্ত্তব্য। হরি-তিথি পালনে ভগবান্ প্রীত হন ও তাঁহার কৃপায় আমরা শুদ্ধাভক্তি লাভে সমর্থ হই। মাধবী-তিথি সেবাই হরি-সেবা; ইহাতে কোন ভেদ নাই। এই তিথি-বরাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে সাধুসঙ্গ করি; এই সাধুসঙ্গই হরিভক্তির মূল। সাধুসঙ্গ হইতে ভক্তিলতাবীজ অঙ্কুর উদয় হয়। নিরন্তর সাধুমুখে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচনে যখন আমাদের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত বা দৃঢ় হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণ-সেবাই আমাদের একমাত্র নিত্য কৃত্য। অবশেষে, সেবোন্মুখ বৃত্তি জাগ্রত হয় এবং অনিত্য বিষয়ে যে আমাদের আসক্তি, ক্রমে ক্রমে তাহাতে শৈথিল্য বা উদাসীনতা দেখা দেয়। তখন অসতের সঙ্গ আর ভাল লাগে না বা অসৎ-কার্য্যে প্রীতি জাগে না। সাধুতে আসক্তি উৎপন্ন হইতে থাকিলে সব অনর্থই ক্রমে দূর হয়। ভজন করিব, সাধুপথে চলিব, গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিব মুখে বলি বটে, মনেও করি কিন্তু পারি না, এইটাই আমাদের অনর্থ বা চপলতা।

হরি গুরুবৈষ্ণবের প্রীতি বিধান ব্যতীত অন্য যে কিছু কামনা তাহাই অনর্থ নামে পরিচিত। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে এই অনর্থ বিগত হয় এবং তখন গুরুবৈষ্ণবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও অব্যভিচারিণী আসক্তি আসে। আমরা ক্রমশঃ "আদৌ শ্রদ্ধা, ততো সাধুসঙ্গ, অতঃ ভজনক্রিয়া ততো অনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ অথাসক্তি" প্রভৃতি শ্লোক দেখিতে পাই।

এই সাধনফলে আমাদের সংসার-ভোগনিবৃত্তি ও যন্ত্রণাদি ঘুচিয়া যায়। এই আসক্তিলাভের উপায়-স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলেছেন,—এই মাধবী-তিথি বা ভক্তসেবাই আসক্তি লাভের একমাত্র উপায়। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" ভক্তসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করার নামই তিথি পালন।

আমি শাস্ত্রাদি জানি না, তবে শ্রৌত-পন্থাই আমার সম্বল। সাধুগুরুমুখে শ্রুত বিষয় কীর্ত্তন করিতে গিয়া যদি কোন সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা ব'লে থাকি, তবে সে দোষ আমার নিজের, কারণ আমার ভোগময় শ্রবণে অনেক দোষ থাকিতে পারে। আপনারা দয়া করিয়া আমার দোষ বা ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রে আমায় কৃপা করুন, ইহাই আপনাদের চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা।"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ)

মানুষ গোদাসগণ ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা কিসে তাহা জানেন না। কোন অশ্বারোহী বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক যদি নিজের আনুগত্যে অশ্বকে পরিচালনা করিতে না পারেন ও তাহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন, তাহা হইলে সেই অশ্বারোহীর বিপদ যেরূপ অবশ্যম্ভাবী গোদাসগণেরও অবস্থা তদ্রূপ।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ববশে রাখিতে অসমর্থ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিপরীত দিকে ধাবিত হয়; যে রাজ্যে কোন অভাব নাই, যেখানে অশোক-অভয়ামৃত পাদপদ্ম আছেন, সেই বৈকুণ্ঠ-ধামকে পিছনে রাখিয়া উহারা উল্টা গতিবিশিষ্ট হয় এবং যেখানে ক্ষণে ক্ষণে অভাব, শোক, ভয়, মৃত্যু সেই দেশে তাহাকে লইয়া যায়, দূর হইতে আপাততৃপ্তি দেখায় প্রমত্ত করিয়া ভীষণ অতৃপ্তির রাজ্যে লইয়া উপস্থিত হয়।

চক্ষু বলে—ঐ যে লোকটী কীর্ত্তন ছবি দিব্য (?) রূপ বিস্তার করিয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতেছে উহা না দেখিলে আমার সার্থকতা কি? আমি তখন বলি,—'তুমি আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী, সুতরাং তোমার মন্ত্রণা অবশ্যই গ্রাহ্য।' কিছু পরে কর্ণ বলে—'অহো! কি সুন্দর শব্দ বিবিধবাদ্যে সম্মিলিত তান তাহাতে পিককণ্ঠের রাগিণী ইহা যে শ্রবণ না করে তাহার জীবনই বৃথা', আমিও বলি—'তথাস্তু'। আবার নাসিকা বলে,—'ঐ দোকানে প্রাণ মাতান গন্ধদ্রব্য আছে, এমন কি জলে ধৌত করিলেও নষ্ট হয় না, চল চল অবিলম্বে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমার সেবায় অর্পণ কর', আমিও তখন নিজ প্রভুর তুষ্টি ভৃত্যের দাসত্ব করি। জিহ্বা বলে—'ঐ যে ছয়টী রস তাহা আমার সেবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা উপভোগ না করিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যে অজস্র স্বেদ প্রবাহিত হইতেছে তাহার নিবৃত্তি হইবে না, শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান কর,' আমি তাহার বাক্য যুক্তিসঙ্গতই মনে করি। ত্বক্ বলে—'আমা অপেক্ষা কোমল ত্বক্ ও শয্যার সহিত সংস্পর্শ করাও নচেৎ আমি তোমাকে বাতুল করিয়া তুলিব', আমিও তাহার আজ্ঞা পালনের জন্য ছুটাছুটী করি।

এইরূপে আমরা পতঙ্গ, মৃগ, ভ্রমর, মৎস্য ও হস্তী অপেক্ষা অধিক মূর্খতার পরিচয় দিই; কারণ তাহারা এক একটী ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু আমরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম পাইয়াও প্রত্যেক কার্য্যের পরিণাম কি তাহা শ্রৌতপথে বিচার করিবার যোগ্যতা লাভ করিলেও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-পূর্ব্বক হৃষীকগুলিকে হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়েরই দাস হইয়া পড়ি এবং আত্মঘাতী হই।

যাহাতে আমরা আত্মঘাতী হইয়া ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা করিতে পারি তাহার উপায় এবং হৃষীকেশের সেবাবিমুখ ইন্দ্রিয়গুলির চরিতার্থতার কথা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিম্নলিখিতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখি হে, শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণবিনা সকল বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণ ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ চরিত,
সুধাসার স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥
মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥
কৃষ্ণকর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লোহা সম জানি ॥"

(ক্রমশঃ)

ভগবন্নির্ভরতা শিক্ষা

একদিন শচীনন্দন ভক্তগণকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন—

ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যেদিন লিখন।
অরণ্যেতে আসি মিলে অবশ্য তখন ॥
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তবু উপবাস তার ॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কলহ করয়ে কার সনে ॥
ক্রোধ করি বলে মুঞি না খাইব ভাত।
দিব্য করিলেক নিজ শিরে দিয়া হাত ॥
অথবা সকল দ্রব্য হৈলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে জ্বর দেহে হৈল অধিষ্ঠান ॥
জ্বর বেদনায় কোথায় থাকিল ভোজন।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ।
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নসত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র ॥

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার ॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীআর্ষগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে হিন্দী একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ...প্রত্যেকেই এই গ্রন্থাদি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক... মুক্তার মত চকচকে ছাপা। ভিক্ষা ১৲ এক মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ।৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকার এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নি-বেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; 'বিলম্বে' হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বলাশ্রিতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের দ্রষ্টব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীশঙ্কর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষতা ও সত্যাপেক্ষতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তকাচার্য্য"—অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তবিমুক্ত শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, চুচুড়ায় ২টা মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রথম দুর্ঘটনায় ৫০ বৎসর বয়স্ক শৈলচরণ ভড় চুচুড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট বাসে চাপা পড়েন। তাঁহাকে ইমামবাড়া হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। গত ১১ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অপর দুর্ঘটনায় সত্যচরণ মল্লিক ভদ্রেশ্বরের সন্নিকটে একটা মোটর গাড়ী দ্বারা আহত হয়েন তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আদালতে ইনস্পেক্টর অজ্ঞান

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ৮ই আগষ্ট স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের কক্ষে বিষম চাঞ্চল্যভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখন বেলা সাড়ে ৩টা আদালতের কাজ পুরাদমে চলিতেছে, এমন সময় সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে সহসা পুলিস ইনস্পেক্টর মিঃ খন্না ভীষণভাবে চীৎকার করিয়া উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। এই ব্যাপারে আদালতের সকলেই ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠে। যে সকল কনেষ্টবল সেখানে পাহারায় ছিল, তাহারা কোন কিছু একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি আদালত কক্ষের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া দেয়, তারপর জানা যায়, ইনস্পেক্টরের মৃগীরোগ ছিল তাই তিনি এইভাবে চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর আবার রীতিমত আদালতের কাজ আরম্ভ হয়। এই সময় আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ জ্ঞানলাল আদালতে এই মর্ম্মে এক আবেদনপত্র দাখিল করেন যে, আসামী হংসরাজের উক্তি বলিয়া পুলিস যে অনুলিপিখানি দিয়াছে, তাহার সহিত মূল অনুলিপির মিল নাই।

মাঠের মধ্যে ডাকাতি

নাটোর হইতে প্রকাশ, গত ১১ই আগষ্ট নাটোর সরকুঠি ষ্টেটের গার্ড কামরুদ্দিন পাণ্ডে ও বনেশ্বর রাউথকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারা অনুসারে বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছে। প্রকাশ, গত ১১ই আগষ্ট প্রাতঃকালে [illegible] জগবন্ধু সাহা নাটোরের জেনারাল জমিদারের ছুটির [illegible] টাকা আদায় করিয়া সেই টাকা লইয়া নিজের গ্রামের দিকে যাইতে ছিল। আসামীরা নাটোর হইতেই তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। সে যখন নাটোর হইতে ৪ মাইল দূরে গোয়ালডাঙ্গার মাঠের মধ্যে, সেই সময় আসামীরা পিছনদিক হইতে ছোরাসহ তাহাকে আক্রমণ করে ও তাহার নিকট হইতে টাকার থলি কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করে। জগবন্ধু তখন ভীষণভাবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। মাঠে তখন অনেক লোক কাজ করিতেছিল, তাহারা তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া আসামীদিগের পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। এই সম্পর্কে সরকুঠি ষ্টেটের বালুরাম নামক আর একজন গার্ডকেও সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পত্নী হত্যায় কারাদণ্ড

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মাণিকগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রামে অখিলুদ্দী তাহার স্ত্রী তালুকজান বিবিকে হত্যা করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত আর, বি, মুখোপাধ্যায়ের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ এটদল জুরীর সাহায্যে সম্প্রতি উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

অধিকাংশ জুরী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারা (অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা) অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করায় জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ডিসেম্বর মাসে একদিন ভগ্নীর বিবাহে যোগদান করিবার জন্য আসামীর স্ত্রী উক্ত গ্রামে পিত্রালয়ে গমন করে, আসামীও তথায় গমন করিয়াছিল। নিজ পত্নীকে তাহার ভগ্নীপতির সহিত কথা কহিতে দেখিয়া আসামী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। সে অবিলম্বে তাহার স্ত্রীকে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া শ্বাসরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করে এবং একগাছি দড়ি দ্বারা উক্ত শব ঝুলাইয়া রাখে ও প্রকাশ করে, উদ্বন্ধনে তাহার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছে।

বাল্য-বিবাহে দণ্ড

কটক হইতে প্রকাশ, কটক জিলার অন্তর্গত জগৎসিংপুরের কেশব আচার্য্য এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায় যথাক্রমে তাঁহাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ও কন্যাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করায় প্রত্যেককে ১ মাস অর্থদণ্ডে আদিষ্ট হইয়াছেন। উভয় পক্ষের ২ জন পুরোহিতের প্রতি ৫০ টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

মসজেদে নর-হত্যা

নাটোর হইতে প্রকাশ, নাটোরের মহারাজার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পিওন আবদুল জব্বর গত ১১ই আগষ্ট রাত্রে কানাইখালি মসজেদে নিহত হইয়াছে।

প্রকাশ, ঐ দিবস রাত্রে আবদুল জব্বর যখন মসজেদের অভ্যন্তরে নিদ্রিত ছিল, তখন এক অজ্ঞাত আততায়ী একখানা কুঠার দ্বারা তাহার মস্তকে এমন আঘাত করে যে, সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হত্যার কারণ এখনও অজ্ঞাত। মৃতদেহটিকে ব্যবচ্ছেদের জন্য ব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে।

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আক্রমণ

গুজরাণওয়ালা হইতে প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে মুক্তারের প্রতি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাকে গুজরাণওয়ালার স্থানীয় জেলে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রকাশ, এই জেলের ডেপুটী জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে খুন করিবার জন্য সে আক্রমণ করিয়াছিল, তাই তাহাকে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এস শ্রীরুফে এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ৭ বৎসরের মধ্যে ৩ মাস তাহাকে নির্জ্জন কারাকক্ষে আটক করিয়া রাখা হইবে। মুক্তার পূর্ব্বে পুলিসে কাজ করিত। সে কনেষ্টবল ছিল।

ডাক্তারের বাড়ী চুরি

হরিয়ানা হইতে প্রকাশ, হরিয়ানা ডাক্তারখানার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার মিঃ হরিচাঁদের বাড়ীতে সংপ্রতি এক চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা বাড়ীতে ঢুকিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দুর্বৃত্তদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পুলিসের গৃহে চুরি

গত বৃহস্পতিবার শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়কে [illegible] তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী নৈহাটীর সরকারী রেল পুলিসের সহকারী সাব ইনস্পেক্টারের গৃহ হইতে প্রায় ১৭৫৲ টাকা মূল্যের ঘড়ি ও গহনাপত্র অপহরণ করিয়াছিল। উপরোক্ত জিনিষপত্র লইয়া আসামী নৈহাটী হইতে সোজা বজবজ যাইয়া রক্ষিতার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। পুলিস তাহাকে তথায় বমাল গ্রেপ্তার করিয়াছে।

রেঙ্গুণে সশস্ত্র ডাকাতি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, ৪ জন ভারতীয় ব্রহ্মদেশীয় পোষাক পরিয়া রিভলভার ও ছোরাসহ ২৮শ ষ্ট্রীটে এক ভারতীয় হীরক ব্যবসায়ীর দোকানে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা এক লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

গত ১২ই আগষ্ট সন্ধ্যায় কিছু পরেই ৪ জন ভারতীয় শ্রীযুত রাজপাল প্যাটেলের দোকানে প্রবেশ করে এবং হীরক দেখাইতে বলে। হঠাৎ তাহারা দোকানের মালিককে আক্রমণ করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলে। তাহারা মালিকের কর্ম্মী ও ভারতীয় কর্ম্মচারীদের বাঁধিয়া ফেলে এবং সারা দোকান উলট পালট করিয়া ফেলে। তাহার পর তাহাদের ২ জন দোকানের সমস্ত মূল্যবান হীরা জহরত লইয়া সরিয়া পড়ে। অপর ২ জন তখনও দোকানের মধ্যে খোঁজ করিতেছিল। এমন সময় একজন ভারতীয় দরওয়ান পায়খানা হইতে সেখানে আসিলে তাহারা তাহাকেও বাঁধিয়া ফেলে। তাহার কিছু পরেই আর একজন দরওয়ান তাহার বন্ধুকে দেখিতে আসিয়া দোকানের মালিকের দুরবস্থা দেখে এবং চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার পর আক্রমণকারী ২ জন রাস্তায় বাহির হইয়া দুইদিকে ছুটিয়া পলায়ন করে। পুলিস তাহাদের একজনকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ, গত ১২ই আগষ্ট প্রাতে গলাওয়ালা হোটেলের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত গলাওয়ালা একজন ক্রেতার জন্য ঐ হীরক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ২০ হাজার টাকার অলঙ্কার লইয়া যান এবং সন্ধ্যাকালে ফেরত দিয়া যান। তিনি ফেরত দিয়া দোকান হইতে চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই আক্রমণকারীরা দোকানের প্রবেশ করিয়া লুঠ করে।

গত ১২ই আগষ্ট ৫ ব্যক্তিকে পূর্ব্বরিজিয়ন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করানো হইয়াছিল। আরও তদন্ত করিবার জন্য তাহাদিগের প্রতি ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত হাজতবাসের আদেশ হইয়াছে।

টেলি- "শ্রীধাম" "নবদ্বীপ"

দৈনিক

RegNoC1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪০তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা ভাদ্র বুধবার ১৩৩৯, ১৭ই আগষ্ট ১৯৩২

নানা কথা

ভূমিকম্প

গত ১৪ই আগষ্ট রবিবার বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুর কৃষ্ণনগর এবং বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র অর্দ্ধ-মিনিট ব্যাপী ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

ডিব্রুগড়ে ভীষণ ভূমিকম্প

ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই আগষ্ট প্রাতঃকালে ১০-৮ মিনিটের সময় এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প প্রায় এক মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। মফঃস্বল অঞ্চলে ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। ডিব্রুগড়ে কয়েকজন লোক নিহত এবং কয়েকজন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। সহরে কয়েকটি দালানের আংশিক ক্ষতি হইয়াছে।

বিষম সিঁদ চুরি

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার ও পরলোকগত কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র রায়ের বাটীতে সিঁদ কাটিয়া চোরে নগদ টাকা কাপড় ও বাসনপত্রে অনেক হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। ঐ রাত্রিতে শ্রীযুত দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের বাটীতেও চুরি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সজাগ থাকায় তাহা সম্ভব হয় নাই। কৈলাস বাবুর স্ত্রীকে লোকজন ডাকিতে দেওয়া হয় নাই। প্রকাশ, তিনি একজনকে চিনিতে পারিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব-উপলক্ষে

বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যবর্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ

স্বয়ং

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে

(১) আগামী ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট রবিবার "শ্রীভগবানের সহিত জীবের এবং জগতের সহিত জীবের ও ভগবানের সম্বন্ধ বিষয়ে, (২) ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবার মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় এবং তাহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়" বিষয়ে এবং (৩) ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার বেদান্ত পরিচয় বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন।

প্রত্যেক বক্তৃতার সময়—অপরাহ্ণ ৫৷৷ ঘটিকা

সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়

এলবার্টহলে বক্তৃতা

আগামী ৫ই ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতা ১৫নং কলেজ স্কোয়ারস্থ এলবার্টহলে ডঃ শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে-টি, সি-আই ই, এম-এ, এল এল ডি, সুরিবন্ধু মহোদয়ের সভাপতিত্বে "গৌড়ীয়"-পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় "শ্রীচৈতন্য-প্রেম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

জেলে পণ্ডিত জহরলাল

দেরাদুন হইতে প্রকাশ, প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও যুক্ত-প্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য দলের নেতা পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পান্থ তাঁহার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড কাল উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় গত ১২ই আগষ্ট দেরাদুন জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গত ৬ মাস যাবৎ বেরিলী জেলে ও দেরাদুন জেলে তিনি পণ্ডিত জহরলালের সঙ্গীরূপে সর্ব্বদা একত্রে বাস করিয়া আসিয়াছেন। জহরলালের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বলেন "ডাঃ আনসারীর মত একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকের বিবৃতির পর সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক, তবে জহরলালের সহ বন্দীরূপে এবং বেরিলী ও দেরাদুন জেলে তাঁহার সঙ্গে সহজভাবে দিনের পর দিন মেলামেশা করায় এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাঁহাকে দেরাদুনে স্থানান্তরিত করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্য রীতিমত উন্নতি লাভ করিয়াছে। তিনি এখন বেশ ভাল বোধ করেন। দেখিতেও তাঁহাকে অনেকটা ভালই দেখায় এবং তাঁহার ওজনও কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। তবে তাঁহার এই একটী আপত্তি যে, তাঁহার অসুস্থতা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে দুর্ব্বল ও আরোগ্য লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল বলিয়াই মনে হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা আদৌ ঠিক নয়।"

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	বর্দ্ধমান		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ, কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী প্রভৃতি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-ই, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট. পি

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীরূপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অজয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) [illegible] বাড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী, শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

মরহট্টি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপাদমহলে মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

সহকারী—শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও ভক্ত সুদর্শন।

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

সহকারী—শ্রীরামতীর্থ দেবঋষিয়া।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপূর্ণানন্দ তীর্থ

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিবিকাশ প্রভৃতি।

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

সহকারী—শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ } ১ম হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১লা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৭ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ বুধবার — ১৪০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব উপলক্ষে কয়েক দিবস হইতে প্রত্যহই বহু যাত্রী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহদর্শন এবং সাধুমুখে শ্রীধামমাহাত্ম্য এবং ধামেশ্বরের অমন্দোদয় দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া শান্তিলাভ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বক্ষণ যাত্রীগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর তথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা এবং কীর্ত্তনাদি হইতেছে।

বিগত ১৯শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও পঞ্চতত্ত্ব নামকীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত হইতে জন্মাদ্যস্য শ্লোকের "নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" মহাবাক্যের আলোচনা হয়। "যে পরমেশ্বরে কপটতার কোন সময়েই অধিষ্ঠান নাই, সেই সত্যস্বরূপলক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।" নিরস্তকুহক পরম সত্য বস্তু পরমেশ্বরই একমাত্র ধ্যেয় বস্তু। ব্রহ্মগায়ত্রীগানকারী এই নিরস্ত কুহক পরম সত্যবস্তু পরমেশ্বরের ধ্যান দ্বারাই ত্রাণ লাভ করেন। নতুবা মুখে মাত্র ব্রহ্মগায়ত্রী আওড়াইয়া দেবতান্তরে পরমেশ্বর পরমব্রহ্ম কল্পনা করিয়া ধ্যানের অভিনয় করিলে ধ্যাতার অবাস্তব বস্তু উদ্দিষ্ট থাকার দরুণ গায়ত্রীগানকারী কখনও ত্রাণলাভ করেন না।

নিরস্তকুহক শব্দে,—অবিদ্যাখ্যা মায়া নিবৃত্ত, ইন্দ্রজালাদিমায়া নিবৃত্ত, কপটতা নিবৃত্ত, মায়োপাধিকৃত ভ্রম পরাভব, কুতর্কনিষ্ঠা নিবৃত্ত, মায়াকার্য্য পরাভব, জড়মীমাংসা ও কুতর্ক নিরস্ত, একমাত্র নিষ্কপট যাঁহা, তাঁহাই নিরস্তকুহক পরম সত্য পরমেশ্বর—কোন সময়েই কপটতার অধিষ্ঠান নাই বলিয়াই তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—পরমেশ্বর—পরম সত্য বস্তু। এই পরম বস্তুর ধ্যানই বাস্তব ধ্যান।

আমরা কামকামী হইয়া; ধনৈষণা, পুত্রৈষণা ও রূপবত্তাভার্য্যৈষণা লইয়া তত্তদাশ্রব ঈশ্বরীগণের ধ্যানে নিযুক্ত হই। আমাদিগের সীমাবদ্ধ অভিলষিত লাভে উপকারী এষণা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে ভোগের পথে ভোগ্য দিয়া নিরয়গামী করে। তাহাতে ঈশ্বরারাধনার পরিবর্ত্তে নিজের আরাধনাই হয়। আমরা যেরূপ কপট, আত্মসুখান্বেষী ধ্যাতা, আমাদিগের ধ্যানের উদ্দিষ্ট বস্তুও সেই প্রকার আসিয়া উদিত হয়। আমরা নামমাত্র পূজার ছলে নিজের সাড়ে ষোল আনা পূরণ করিয়া লইতে চাই, তাহার ফলস্বরূপে কপট ফলই লাভ করি, যাহাতে অভ্যভিলাষ আরও বৃদ্ধি হয়;—বিশেষতঃ আমাদিগের কামের ইন্ধনপ্রদাতা ঈশ্বর-ঈশ্বরীগণ সীমাবদ্ধ অনিত্য বস্তুর মালিক বলিয়া অনন্ত ও নিত্য বস্তুর ফল প্রদানে অসমর্থ।

নিরস্তকুহক পরম সত্য পরমেশ্বরের নিকট আমরা যাহাই চাহিনা কেন তিনি তাঁহার স্বচরণামৃত ও নিত্য সেবাসুখ দান করেন। যে সেবাসুখলাভ করিয়া জীব নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান্ মনে করেন, ধনৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি, এমন কি স্বর্গসুখ, ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্বকেও তৃণতুল্য বোধ করেন, সেই সেবাসুখ-লাভার্থেই নিরস্তকুহক পরমসত্য পরমেশ্বরের ধ্যান করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিতেছেন। একমাত্র ভাগ্যবানজনই এই উপদেশ শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করেন।

অনূঢ়া বালিকাগণ যেমন কতকগুলি খেলনা পুতুল লইয়া কৃত্রিম বিবাহ প্রভৃতির অভিনয় করে, আবার তাহারাই কিছুদিন পরে স্বামী সেবাসুখের সুযোগ পাইলে পুত্র কন্যার মাতা হইয়া সেই পুত্র কন্যার বিবাহ সুখ পাইলে আর পুতুল-বিবাহ একটা আনন্দদায়ক বিষয় বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করে না, সেই প্রকার সকল অনিত্য আনন্দপ্রদ আপাতসুখ কামীগণও নিত্যানন্দ পাদপদ্মাশ্রয় করত সেবাসুখ লাভ করিতে পারিলে, কোন কালেও আর অনিত্য ফলাভিসন্ধিতে অনুসন্ধিৎসু থাকেন না। এই নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত অন্য কোন বস্তুর ধ্যান করিবার আদেশ করেন নাই—একমাত্র নিরস্তকুহক পরমসত্য পরমেশ্বর ব্যতীত। আমরাও নিষ্কপট না হইলে, অর্থাৎ কপট ফলানুসন্ধিৎসা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরে শরণাগত না হইলে ঐ পরম সত্য কথা অবধারণ করিতে পারিব না।

আমরা, বদ্ধ জীব মাত্রেই কপট। যে কোন প্রকারের দেহ-মনের ভোগ-বাসনা থাকিলে নিষ্কপট আরাধনা হয় না। তাই বদ্ধ জীবগণকে কৃপা করিয়া নিত্য-সেবাসম্পত্তির যোগ্যতা প্রদানার্থে সেই নিষ্কপট পরম সত্য কৃপাময় পরমেশ্বর সাকার নিরাকার বিহীন হইয়াও সচ্চিদানন্দ বস্তুকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ধারণ করতঃ সাধারণে ভগবানরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। আমরা যাঁহারা নিষ্কপট হইতে পারি নাই, অর্থাৎ মুকুন্দচূড়ামণি শ্রীগুরু নিকটে অকিঞ্চন হইয়া শরণাগতি লাভ করিতে পারি নাই, গৃহব্রতে রত রহিয়াছি, লক্ষ লক্ষ জন্ম এই ভাবে অতিবাহিত করতঃ কেবল জন্ম মরণ কারাগারে আবদ্ধ, তাহাদেরই উদ্ধারকল্পে নিত্য প্রভু পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠান শ্রীগুরুদেবরূপে ও শ্রীবিগ্রহ-রূপে নিত্য সেবা গ্রহণ করিতেছেন। ক্রম-পন্থায় নিষ্কপট সেবাদ্বারা নিরস্তকুহক পরম সত্য পরমেশ্বর ও শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের মহিমা উপলব্ধি করা যায়।

পাঠের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১লা হৃষীকেশ ভূত অনিরুদ্ধ ৪৪৬

গৃহব্রতের গৃহাসক্তিমোচনোপায়

গৃহস্থাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই আশ্রমচতুষ্টয়ের অন্যতম। চতুর্ব্বর্ণী এবং চতুরাশ্রমী প্রত্যেকেরই মূল উদ্দেশ্য 'শ্রীকৃষ্ণ-ভজন' হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহাদের বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্মপালন সম্পূর্ণ নিরর্থক—শুধু নিরর্থক নহে অসহ্য যন্ত্রণাপ্রদ ও নিরয়প্রাপক। তাই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ণী হউন বা আশ্রমীই হউন প্রত্যেকেই শ্রীহরিকে কেন্দ্র করিয়া বর্ণ বা আশ্রম-ধর্ম্মপালনে নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানে এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে সর্ব্বত্রই শাস্ত্রবিগর্হিত আচরণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই প্রবন্ধে গৃহস্থাশ্রমে কি প্রকার জঘন্য ব্যভিচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন প্রদান করিব মাত্র।

যে গৃহস্থের একমাত্র কৃত্য কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির তুষ্টি বিধান করা—যে গৃহস্থের কৃত্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলন করা, সেই গৃহস্থের আজ কৃত্য হইয়া পড়িয়াছে কি, না সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকারে নিজেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন। একদিকে অম্বরীষ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি রাজর্ষিগণের প্রকৃত গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম-পালনের জ্বলন্ত আদর্শ সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে তাঁহাদিগের চরিত্র অনুসরণে আকর্ষণ করিতেছে—অপরদিকে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, শিশুপাল, দন্তবক্র, প্রভৃতি গৃহব্রতগণের উশৃঙ্খলতার ভীষণ পরিণাম আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া শাস্ত্র এবং সাধুগণ তারস্বরে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন; কিন্তু মানবজাতি আজ এমনই হতবিবেক হইয়া পড়িয়াছে যে, অম্বরীষাদি সাধুগণের সদাদর্শে আকৃষ্ট না হইয়া রাবণ, হিরণ্যকশিপুর উশৃঙ্খলতাকেই বহুমানন করিতে বসিয়াছে। বিষয়ভোগ-পিপাসাদ্বারা যাহাদের চিত্ত বিদূষিত হইয়াছে তাহাদের অবস্থা এই প্রকারই হইয়া থাকে।

অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক যে শ্রীহরি তাঁহাকে ভুলিয়া জীবকুল কি প্রকারে নিজেকে ভোক্তা মনে করিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি রোগাক্রান্ত হইতেছে, তাহা আমরা প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি হইতে জানিতে পারি। তিনি তাঁহার পিতা অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

'মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

ভাঃ ৭।৫।৩০

যে সকল গৃহব্রতব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারের চর্ব্বিত সুখ দুঃখ বারংবার চর্ব্বণ করে, তাহাদের বুদ্ধি কখনও অপরের অর্থাৎ অসৎ গুরুব্রুবের উপদেশে, কিম্বা নিজ চেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে, কোন রূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগদুষ্ট হইয়াছে ও বহির্বিষয়াসক্ত কামিগণকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছে, তাহারা পরমপুরুষার্থ-লিপ্সু জনগণের একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জ্ঞাত নহে। সুতরাং অন্ধচালিত অন্ধব্যক্তিগণ যেরূপ প্রকৃত পথের সন্ধান না জানিয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ভোক্তাভিমানী কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন।

সুতরাং এই সকল ব্যক্তির যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে ভোক্তা অভিমান করতঃ কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্ত-বিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত এসকল ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহাদের অনর্থ বা সংসারবাসনাও অপগত হয় না।

প্রকৃত বিদ্বান গৃহী ব্যক্তি নিজের দেহে এবং দেহের সম্পর্কযুক্ত কুটুম্বাদিতে আসক্ত হইবেন না। তিনি জানেন,—

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥
ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥

স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম, পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গম তুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদ পুত্রদারাদিও প্রতি দেহে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হয়েন না।

শ্রীনামে রুচির উপায়

শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক নামরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং নামে সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনামে অর্চ্চনাদির কালাকাল বিচার নাই; কি ভোজনে, কি শয়নে, কি জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন বা স্মরণ করা যাইতে পারে। কলিহত পতিত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীনাম জগদুদ্ধারার্থ গোলক হইতে এ মরজগতে আগমন করিয়াছেন। এই নামকীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী; এই নাম জীবের পরমধন—প্রাণধন এবং কি বদ্ধ, কি মুক্ত সকলেরই সর্ব্বাবস্থায় নিত্য সেব্য। বদ্ধজীব আমরা, দুর্দ্দৈববশতঃ এমন ভুবনমঙ্গল নামে আমাদের রুচি হয় না বা বিশ্বাস হয় না।

পিত্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তির পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রি যেমন ভাল লাগে না, তদ্রূপ অনাদি বহির্ম্মুখতা বশতঃ কৃষ্ণেতর রূপ-রস-গন্ধাদি বিষয়ে আসক্ত, অবিদ্যাগ্রস্ত আমাদের কৃষ্ণনাম-চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও সুস্বাদু বোধ হয় না। পিত্তরোগের প্রধান ঔষধ মিশ্রি, উহা সেবন করিতে করিতে পিত্তরোগ সারিয়া যায় এবং রোগান্তে উহার আস্বাদ বা মিষ্টতা অনুভব করা যায়। ভবব্যাধিগ্রস্ত বদ্ধজীব আমরা, আমাদের ভবরোগের ঔষধ একমাত্র হরিনাম মহামন্ত্র। আমরা যদি আদরের সহিত (শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) অর্থাৎ শ্রীনামে জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে, নামই পরমাগতি, এইরূপ বিশ্বাসের সহিত কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি ক্রমপন্থায় অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সেবন করি তাহা হইলে জড়ভোগ-ব্যাধি ক্রমশঃ বিদূরিত হয় এবং শ্রীনামে রুচির উদয় হয়। নিরন্তর নামানুশীলনের দ্বারা নামাপরাধ অপগত হইলে শ্রীনামে রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহাই শাস্ত্রবাণী।

— — —

ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৯ সংখ্যার পর)

আবার অনেকে ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া বিষয় হইতে দূরে অবস্থানপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি রুদ্ধ করাই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা, এই প্রকার কল্পনা করেন এবং সেই কৃত্রিমপথে কৃতকার্য্য না হইয়া কপটতার আশ্রয়ে প্রচ্ছন্ন-ভোগী হইয়া পড়েন। কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও কি প্রকারে সেই বিষয়-গুলিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া অনাসক্তভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করিতে হয় তাহার আদর্শ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ অম্বরীষ যথাযথ আচরণপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি
বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

অম্বরীষ মহারাজ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির মার্জ্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণ-কথোদয়ে এবং কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণভক্তের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভ ঘ্রাণে স্বীয় নাসিকা, কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পাদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতি-কার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে স্বীয় 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভোগপথে বা ত্যাগপথে ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা হয় না, সাধুগুরুর আশ্রয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা করিলেই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা হয়।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, রূপ, ঐতিহ্য, শ্রেষ্ঠ ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সঠিক বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজবল্লভের কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্গ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা-নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্তোষদ ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ, এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-সুর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবকাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ আড়ম্বর সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। ... ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে বাঙ্গালার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। **দি হারমনিষ্ট** বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রজবাসী ভক্তিভূষণ এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পেশোয়ারে দস্যুদল গ্রেপ্তার

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, পেশোয়ার জিলার পুলিস দাউদঝাই থানার নিকট ঝাখি জঙ্গলে একদল দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কিয়ৎকালের জন্য পুলিস দস্যুদলের গুপ্তস্থল আবিষ্কার করিতে পারে নাই, অকস্মাৎ এক সময় তাহারা পুলিসের উপর গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। পুলিসের দল তৎক্ষণাৎ দলচ্যুত হইয়া পড়ে এবং পাল্টা গুলী করিতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ এইরূপ গুলীবর্ষণের পর পুলিসের দল দস্যুদলের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। তাহারা ৩ জন দস্যুকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পায় এবং অপর ৩ জন দস্যু অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম-সমর্পণ করে। অবশিষ্ট কয়েকজন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই স্থানের নদীবক্ষে একখানা নৌকা লুক্কায়িত এক জন দস্যু গ্রেপ্তার হওয়ায় দস্যুদল পুলিসের আক্রমণ পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

গুপ্তস্থান হইতে পুলিস ৪টি রাইফেল, ৫০টি টোটা পূর্ণ বারুদাধার, ১টি হাত বন্দুক, ১টি গাদা-বন্দুক, ১টি সঙীন, ৩টি ছোরা এবং একজোড়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে।

নিহত দস্যু ৩ জনকে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এবং ধৃত ৩ জনকে ডাকাতি ও হত্যা সম্পর্কে পুলিস সন্ধান করিতেছিল।

পুলিসের পক্ষ হইতে কেবল এক জন হেড কনেষ্টবলের দক্ষিণ গোড়ালীতে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভ ভায়ের কন্যা দণ্ডিত

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, ১১ই আগষ্ট তারিখে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা কুমারী মণিবেন, প্যাটেল এবং নরীম্যান প্রেমজি কামাদিনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ১১ই আগষ্ট সিটীম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ১০ নং অডিন্যান্সের ১৭ ধারা অনুযায়ী তাঁহাদের বিচার হইয়াছিল। কুমারী মণিবেন ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে 'বি' শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে। নরীম্যানের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। তাঁহাকে 'সি' শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশীয় বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করায় ভক্ত কুমারী মণিবেন পেটেল অপরাহ্ণে গ্রেপ্তার হয়েন; পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে তিনি পুনরায় বিদেশীয় বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহার বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্যের অভিযোগ উপস্থাপিত হইবে।

বিবাহিতার আবার বিবাহ

দিল্লী হইতে প্রকাশ, ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে কোকলা নাম্নী বিবাহিতা ব্রাহ্মণ কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দেওয়ার অভিযোগে ২ ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঞা জগদীশ সিং তাহাদের প্রত্যেককে ৬ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আদালত আদেশ দিয়াছেন যে, মোট জরিমানা আদায় হইলে তাহা অভিযোগকারী মোহারীলালকে দেওয়া হইবে। মোহারীলাল এই বিবাহ সম্পর্কে আসামী-দ্বয়কে ৩ হাজার টাকা দেয় এবং বিবাহ-অনুষ্ঠানে এক হাজার টাকা ব্যয় করে।

বর বরযাত্রীদল সহ ভাওয়ালপুর হইতে দিল্লীতে আগমন করে। বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় এবং বধূকে লইয়া তাহারা পুনরায় ভাওয়ালপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কয়েক দিন পরে বধূ তাহার নবস্বামীকে বলে যে, সে প্রতারিত হইয়াছে, তাহার (বধূর) প্রথম স্বামী বর্ত্তমান।

মোহারীলাল তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি পুলিসের নিকট জানায় এবং আসামী ২ জন ধরা পড়ে।

অপরের জীবন রক্ষার্থে জীবনদান

ত্রিবেন্দ্রম হইতে প্রকাশ, নেত্র মঙ্গল তালুকের কারুবি কক্কারাই হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে একজন ব্রাহ্মণ মহিলা ও তাহার শিশুর প্রাণ রক্ষা করিতে যাইয়া পি, ডব্লিউ, ডি এর একজন মুসলমান পিয়ন ডুবিয়া মারা গিয়াছে। উক্ত ব্রাহ্মণ মহিলা ও তাহার শিশুটি নদীর জলে প্রায় ডুবিয়া গিয়াছিল, ঐ সময়ে উক্ত পিয়ন তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজের প্রাণ দান করিয়াছে। মহিলা ও তাহার শিশু উভয়েই রক্ষা পাইয়াছে। মুসলমান পিয়নের মৃতদেহ এখনও উদ্ধার করা হয় নাই।

হত্যার চেষ্টায় অভিযুক্ত

বারুইপুরের কালু দলুই তাহার প্রতিবেশী বিপিনকে হত্যার চেষ্টা করিবার অভিযোগে আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এফ, মীর্জ্জা কর্ত্তৃক বিচারার্থ দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

প্রকাশ, ঐ অঞ্চলের যজ্ঞ সাহানী কোনও কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিয়া সে নিজের দাওয়ার উপরে আসামীকে ও প্রতিবেশী কন্যা আঠার বৎসর বয়স্কা পুটি দাসীকে দেখিতে পায়। যজ্ঞ সাহানী আবিলম্বে পাড়ার লোকজন ডাকিয়া নিজের বাড়ীতে জড় করে। প্রতিবেশী বিপিন আসামী কি উদ্দেশ্যে অপরের যুবতী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া নির্জ্জন ঘরের দাওয়ায় বসিয়াছিল তাহা জানিতে চাহিলে ক্রুদ্ধ কালু একখানি দা লইয়া বিপিনকে আক্রমণ করে। আসামীর দা'য়ের আঘাতে বিপিনের তলপেটে সাংঘাতিক ক্ষত হইয়াছিল।

পলাতক আসামী ধৃত

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, কলিকাতায় একটি নরহত্যার মামলা সম্পর্কে বাঞ্ছারাম-চরণ ভড়কে অনুসন্ধান করা হইতেছিল। গত ৩০শে জুলাই তাহাকে বারাণসী হইতে পুলিসের হেপাজতে আনয়ন করা হইতেছিল। চুঁচুড়া রেল ষ্টেশনের নিকটে সে গতিশীল রেলগাড়ী হইতে লম্ফ প্রদান করে, কিন্তু তাহার সঙ্গের পুলিস এবং স্থানীয় একজন দফাদার তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ভড়কে গত ১৩ই আগষ্ট চুঁচুড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সি, এল, মুখোপাধ্যায়ের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২২৪ ধারা অনুসারে তাহাকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নায়েবের প্রতি আক্রমণ

রাজবাড়ী হইতে প্রকাশ, গত রাত্রি সাড়ে ৮ ঘটিকায় সুরাইলের জমিদারী কাছারীর নায়েব শ্রীযুত জানকীনাথ রায় জিলাবোর্ডের রাস্তার উপর জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পুলিস সন্দেহবশতঃ স্থানীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী জিতেন্দ্রনাথ কুণ্ডু রায়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মিশরের সহিত নূতন সন্ধি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, নূতন ইঙ্গ-মিশর সন্ধির বিস্তৃত বিবরণ গত ১২ই আগষ্ট সকালের এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ২ বৎসর পূর্ব্বে মাহাস পাশা যে সন্ধির পাণ্ডুলিপি বাতিল করিয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখা গেল, সেই পাণ্ডুলিপির বিস্তৃত বিবরণের সহিত এই নূতন সন্ধির সর্ত্তগুলির সামঞ্জস্য রহিয়াছে। নূতন সন্ধিতে একটি মাত্র নূতন সর্ত্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই সর্ত্ত এই যে সুয়েজ খাল সম্বন্ধে সুবিধা প্রদান করিলে মিশরকে প্রয়োজন হইলে টাকা ধার দেওয়া হইবে।

কায়রোতে এই সন্ধি সম্পর্কে বৃটিশের সহিত মিশরবাসীর অনেক আলাপন হইয়াছে। আলাপনের পর কোনও সিদ্ধান্ত হয় নাই।

গোল বৈঠকের ভবিষ্যৎ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারতীয় শাসন সংস্কার সম্পর্কিত তদন্ত সম্বন্ধে বিলাতের মন্ত্রিসভা যে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, তাহা লইয়া সিমলা ও হোয়াইট হলের মধ্যে ঘন ঘন সংবাদ বিনিময় চলিতেছে। এখনে গুজব শাসন সংস্কারের তদন্ত সম্বন্ধে শীঘ্রই এক ঘোষণা বাহির করা হইবে, কিন্তু 'ফ্রী প্রেস' বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন, বৃটিশ সরকার নিজেই জানেন না কবে এ বিষয়ে ঘোষণা প্রচার করা যাইবে। যাহা হউক, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত সাধারণের গোচরীভূত করিবার পূর্ব্বে শাসন সংস্কার তদন্ত সম্পর্কে মন্ত্রিসভার অভিমত প্রকাশ করা হইবে না। ইহা একরূপ স্থির বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ভাকুড়ি গ্রামে বিধবা বিবাহ

মুর্শিদাবাদ জিলার ভাকুড়ি গ্রামের গোপজাতীয় ৺পুরুষোত্তম ঘোষের নাবালিকা বিধবা পুত্রবধূর সহিত খিদিরপুরের রাধানাথ ঘোষের বিবাহ হইয়াছে। গ্রামস্থ সকলশ্রেণীর ব্যক্তিগণ মত দিয়াছিলেন ও বিবাহ সভায় যোগদান করিয়াছেন।

টেলি- "শ্রীধাম" "নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ২৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪১তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১৮ই আগষ্ট ১৯৩২

নানা কথা

বোম্বায়ে ভীষণ নৌকাডুবি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কোলাপুরস্থিত 'টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া' সংবাদদাতা জানাইতেছেন, তথায় খেয়া নৌকাডুবীর ফলে এক শত লোক মারা গিয়াছে। প্রকাশ, কোলাপুরের ২৪ মাইল দূরে নিপানির নিকট আস্থলি ও মাজারি গ্রামের মধ্যে যে খেয়া নৌকা যাতায়াত করিত, তাহাতে নদী পার হইবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নৌকাখানিতে ১২০ জন যাত্রী উঠে। নৌকা কিছু দূর অগ্রসর হইলে স্রোতের মুখে একটা গাছ নৌকার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে দেখা যায়। গাছের উপর বড় একটা সাপ আসে। ইহাতে যাত্রীরা ভীত হইয়া নৌকার অপরদিকে সরিয়া যায়। ফলে নৌকা উল্টাইয়া যায়।

৮ জন মাঝি ও আর কয়েকজন যাত্রী সাঁতরাইয়া তীরে যাইয়া উঠে।

দুইটী বিধবা বিবাহ

গত ৩১শে জুলাই, ১৫ই শ্রাবণ রবিবার সবং থানার দাড়ো গ্রামের শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মাইতির সহিত ভিমাওপুর গ্রামের একটী বিধবা মেয়ের এবং ৭ই আগষ্ট ২১শে শ্রাবণ শনিবার সানসাওরা গ্রামের শ্রীকালীকান্ত বেরার সহিত অর্মাণ সাকিনের একটী বিধবা মেয়ের শুভ-পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের
মহামহোৎসব উপলক্ষে

বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যবর্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ

স্বয়ং

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে

(১) আগামী ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট রবিবার "শ্রীভগবানের সহিত জীবের এবং জগতের সহিত জীবের ও ভগবানের সম্বন্ধ বিষয়ে, (২) ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবার মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় এবং তাহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়" বিষয়ে এবং (৩) ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার বেদান্ত পরিচয় বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন।

প্রত্যেক বক্তৃতার সময়—অপরাহ্ন ৫৷৷ ঘটিকা

সর্ব্বসাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়

বক্তৃতা

আগামী ৫ই ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতা ১৫নং কলেজ স্কোয়ারস্থ এলবার্টহলে ডঃ শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে-টি, সি-আই-ই, এম-এ, এল এল ডি, সুধিবর্গ মহোদয়ের সভাপতিত্বে "গৌড়ীয়"-পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় "শ্রীচৈতন্য-প্রেম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

মিঃ এইচ পি. মোদীর বিবৃতি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, তুলাওয়ালা সমিতির সভাপতি মিঃ এইচ-পি, মোদী গত ১৪ই আগষ্ট এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে বলিয়াছেন—ওসাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে জাপান নাকি ভারতের তুলা বর্জ্জন করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে; কিন্তু জাপানের এই হুমকি ধাপ্পাবাজি আর কিছুই নহে। জাপানের প্রয়োজন না হইলে সে কখনই ভারত হইতে কাঁচা তুলা, কিম্বা ঢালাই লোহা কিম্বা অন্য কোন পণ্য ক্রয় করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিঃ মোদী বলেন যে, বর্জ্জিত শুল্কের কোন কথা না থাকিলেও বিগত কয়েক মাসের মধ্যে জাপান ভারত হইতে খুব কম তুলাই ক্রয় করিয়াছে। কাজেই সে যে হুমকি দিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় খুব গুরুতরভাবে লওয়া যায় না। ভারত এবং জাপানের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক যে সন্ধি আছে জাপান বলিয়াছে, তাহা নাকি ভঙ্গ করা হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি জাপান যে ঢালাই লোহার উপর শতকরা ৪০০ টাকা হিসাবে শুল্ক আদায় করিয়াছে—কৈ বাণিজ্য-সন্ধি তো তাহাতে বাধা দিল না? ভারতের আমদানী বস্ত্রাদির উপর সংরক্ষণ-শুল্ক বসাইবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার সহিত ভারতের বয়ন-শিল্পের জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত। মিঃ মোদী আশা করেন যে, এইরূপ 'বয়কট' এর কোন কথায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কিম্বা ভারত গবর্ণমেন্ট ভীতিগ্রস্ত হইবেন না।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

—, চন্দ্র মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরাবির্ভাবোৎসবাদি ভজনানুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরাবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভক্তিবান্ধব দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীসাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীমন্দস্মিত দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সহকারী—ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইষ্ট, পি

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, মন্ত্রজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীজগদ্গৌর দাসাধিকারী, শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী, ভক্ত কৃষ্ণপদ, ভক্ত অভয়।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ, শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীহেমপ্রানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী সহকারী—শ্রীপ্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীবাসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী, শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য সীতাপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম সহকারী—শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীধীর কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও ভক্ত অর্জ্জুন।

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

সহকারী—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবঘরিয়া।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দরলালজী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপূর্ণানন্দ তীর্থ

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী.

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিবিকাশ প্রভৃতি।

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী সহকারী—শ্রীপ্রবোধ ব্রহ্মচারী।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২রা হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ১৪১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিগত ১৪।৮।৩১ তারিখে নিউদিল্লী হনুমান্ রোড্ নিবাসী স্বনামখ্যাত পরম সজ্জন মাননীয় প্রধান ডাক্তার জে, কে, সেন মহাশয় হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

মঠে আসিয়া প্রথমে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অপূর্ব ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং বন্দনা করেন, পরে মঠসেবক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবিবেক প্রভু তাঁহার নিকট ন্যূনাধিক ১॥০ ঘন্টা কাল যে সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ডাক্তার বাবু নিজে গীতা ভাগবতাদি আলোচনা করিয়াছেন, এবং তথাকথিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তির মুখে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐসমস্ত শাস্ত্রকথা শ্রৌতপথাবলম্বী শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও নিষ্কপট সেবাবৃত্তির সহিত শ্রবণ না করায় নিরঙ্কুহক সত্য-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

ব্রহ্মচারীজী বলেন—শ্রীভগবানের কথা শ্রীভগবানের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত জীবের নিত্য-মঙ্গল বা নিঃশ্রেয়োলাভ হইতে পারে না; কারণ ভগবান্ নিজের ভজনাদি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভক্ত বা মহান্ত গুরুরূপে প্রপঞ্চে আগমন করেন। তিনি প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রাপঞ্চিক হইয়া যান না। অর্থাৎ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বক্ষণ আত্মস্থ থাকেন, ইহাই তাঁহার গুরুত্ব।

ভাগবত বলেন—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

গুরুদেবের চিন্ময় চক্ষুকর্ণাদি কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ, রস, শব্দাদিতে আকৃষ্ট। তিনি আমাদের ন্যায় প্রাকৃত রূপ-রসাদিতে মুগ্ধ জীবকুলের নিকট সর্ব্বক্ষণ ভগবানের অপ্রাকৃত রূপগুণের কথা কীর্ত্তন করিয়া তৎপাদপদ্মে আকর্ষণ করেন। বহু জন্মের ভক্তিপোষক পুঞ্জীকৃত সুকৃতি পরিপক্ক হইলে তখন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাই শাস্ত্র বলেন—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ
পূর্ব্ব সঞ্চিতৈঃ॥
—(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
—চৈঃ চরিতামৃত।

সেই গুরুদেবের নিকট আমাদের সর্ব্বতোভাবে গমন করিতে হইবে অর্থাৎ নিষ্কপটে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবা করিতে হইবে। তখন গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান বা সম্বন্ধ জ্ঞানের কথা উপদেশ করেন। আপনি গীতাতে পড়িয়া থাকিবেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

সম্বন্ধজ্ঞানের অপর নাম দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা; তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইতে হইবে, নতুবা আমরা ভোগরাজ্যে মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না; কারণ আমরা বর্ত্তমানে মায়াপ্রদত্ত ভোগমূলা দেহ ও মনোময় কোষে বা স্থূল লিঙ্গদেহে আবদ্ধ। আমাদের এই বদ্ধাবস্থার মন কৃষ্ণচিন্তায় সম্পূর্ণ অযোগ্য। কৃষ্ণ আমাদের প্রাকৃত মন বুদ্ধির গ্রাহ্য নহেন। তিনি অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বস্তু। তাই শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৯)

আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বদ্ধজীব ভগবান্ বা গুরুকৃপা ছাড়া নিজ চেষ্টা দ্বারা কিছুতেই দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন মম মায়া দুরত্যয়া—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।'

আবার ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

'মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥'

ভগবান্ অপেক্ষা শ্রীগুরুদেবকে কোন অংশে কম বা ছোট মনে করিতে হইবে না, কিম্বা স্বয়ং ভগবান্ মনে করিয়া অহংগ্রহোপাসক অর্থাৎ মায়াবাদী হইতে হবে না। তিনি ভগবানের পরমপ্রেষ্ঠ জানিয়া তদাজ্ঞাপালন করিলে আমাদের হৃদয়ে শ্রুতি প্রতিপাদ্য পরম তত্ত্ব প্রকাশিত হন।

শ্রুতি বলেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ

ডাক্তার বাবু আদ্যোপান্ত অবহিত্ত-চিত্তে শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সময়াভাবে এই সমস্ত কথা শুনিতে পারেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। যাহাতে ঐ সমস্ত কথা বহুল প্রচার হয় তজ্জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন।

ময়মনসিংহ শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে গত ১২ই আগষ্ট হইতে শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অপরূপ মনোহর বেশে ভক্ত দর্শকবৃন্দকে দর্শন দান করিয়া কৃপা বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীমন্দির ও ঠাকুরের অতি সুচারুরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীপাদ যতনদাসাধিকারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু পত্রাদি পাঠ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচারীবৃন্দ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সহরের বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য মঠরক্ষক প্রভুর অক্লান্ত ও অক্লান্ত চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যহ বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। নানা-স্থানের সজ্জনগণের শ্রীমঠের প্রতি শ্রদ্ধা খুব প্রগাঢ় সকলেই বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২রা হৃষীকেশ অর্থাৎ কামদেবৈকাদশী ৪৪৬

কর্ম্মের কথা

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

কর্ম্ম কি? স্বধর্ম্মোত্তেজিত কর্ত্তব্যই জীবের কর্ম্ম। মুক্ত ও বদ্ধভেদে জীবের অবস্থা দ্বিবিধ। মুক্ত ভূমিকায় জীব জড়োপাধিরহিত, সুতরাং মুক্ত জীবাত্মার একমাত্র বৃত্তি পরমাত্মার সেবাই তখন তাঁহার স্বধর্ম্ম। কিন্তু বদ্ধ অবস্থানে জীব জড়োপাধিযুক্ত হয়; সেই সোপাধিক অবস্থায় তাহার স্বধর্ম্মও বিকৃত হয়। নানাবিধ অবান্তর অবস্থাবিপর্য্যয়ে স্বধর্ম্মের আকারভেদ তখন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। তাই বদ্ধভূমিকায় শাস্ত্রসম্মত বর্ণাশ্রমাবলম্বিত কর্ত্তব্যই জীবের স্বধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়।

জীবের স্বধর্ম্মাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই যজ্ঞ। স্বধর্ম্মানির্দ্দিষ্ট নিষিদ্ধাচরণ বিকর্ম্ম এবং কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম।

যজ্ঞকর্ম্ম বহুবিধ। তন্মধ্যে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ ও স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ, চান্দ্রায়ণ ও চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতিকে তপোযজ্ঞ, অষ্টাঙ্গযোগকে যোগযজ্ঞ, বেদার্থ আশ্রয়পূর্ব্বক চিদাচিদ্ বিচারকে জ্ঞানযজ্ঞ বলা হয়। এই সমুদয় যজ্ঞসম্বন্ধীয় তত্ত্বমধ্যে একটী নিগূঢ় বিচার আছে। নিষ্ঠাভেদে সর্ব্ববিধ যজ্ঞকর্ম্মই কোন সময়ে কেবল দ্রব্যময় যজ্ঞ অথবা জ্ঞানময় যজ্ঞ হইয়া পড়ে। যজ্ঞসাধন-ব্যাপারে যখন জড়ীয় ভাব প্রবল হইয়া উঠে—সাধকের অন্তরে যজ্ঞফললাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে, তখন তাহার নাম সকাম কর্ম্ম। যজ্ঞমাত্রই তখন দ্রব্যময় কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হয়। সকাম কর্ম্মরূপী যজ্ঞ হইতেই কর্ম্মমীমাংসক জৈমিনির "অপূর্ব্বের" উৎপত্তি হইয়া কর্ম্মীকে জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন কর্ম্মফল প্রদান করে। সকাম কর্ম্মমাত্রেই জীবের কর্ম্মবন্ধনের কারণ। কামনার উদ্দেশ্যে ভগবদর্পিত কর্ম্মও বন্ধনের হেতুস্বরূপ। যজ্ঞসাধনে যখন জড়াসক্তি দূরীভূত হইয়া চিদনুশীলন প্রবল হয়, তখনই দ্রব্যময় যজ্ঞ জ্ঞানময় হয়। এই জ্ঞানময় যজ্ঞকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ড বলে; ইহারই নামান্তর নিষ্কাম কর্ম্মযজ্ঞ—যাহার ফলে চিত্তশুদ্ধি, বুদ্ধিশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় জয় হয়।

ক্রমোন্নতি বিচারে সকাম-কর্ম্মকে যোগস্তরভুক্ত করা হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মযোগেই ক্রমোন্নতি সোপানের প্রথম ক্রম—যাহার ফলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়। শুদ্ধচিত্ত জীবের সুষ্ঠু বিচারের জ্ঞান ও বৈরাগ্যসংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ আরম্ভ হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগরূপ তৃতীয় ক্রমের আবির্ভাব হয়। পরে ভগবৎপ্রীতি-সংযোগে চতুর্থক্রমরূপ ভক্তিযোগের অধিকার উপস্থিত হয়।

নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা জ্ঞানযোগের অধিকার, চিদচিৎ অনুশীলনদ্বারা শুদ্ধচিত্ত জীবের ধ্যানযোগাধিকার ও অবশেষে ঈশ্বরপ্রীতিরূপ ভক্তিযোগাধিকার ক্রমোন্নতিপন্থায় ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। ভক্তিই সাধক-জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

শাস্ত্রে ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে কর্ম্মমিশ্রাভক্তি জ্ঞানযোগকে জ্ঞান-মিশ্রাভক্তি ও ধ্যানযোগকে যোগমিশ্রাভক্তিরূপে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্মমার্গই গৌণ ভক্তিপথ। কলিযুগে গৌণ ভক্তিপথ কণ্টকাকীর্ণ, দৌরাত্ম্যদূষিত ও বিপদসঙ্কুল, সুতরাং বিপথপ্রায়। তাই কলিযুগপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

প্রকটাপ্রকট কৃপামাধুরী

(শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের উপর অপার করুণা-প্রকাশের জন্য এই প্রপঞ্চে প্রকট হন। তাঁহার অংশাবতারে যুগধর্ম্ম সংরক্ষণ হইলেও তিনি স্বয়ং ভিন্ন জীবকে কেহই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
(চৈঃ চঃ আদিলীলা)
আমা বিনা অন্য নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

অতএব নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং ব্রজপ্রেমপ্রদাতা। আর দুইটি অভিন্ন-তত্ত্ব হইতেও ভাগ্যবান জীবের ব্রজপ্রেম লাভ হয়। একটি—নাম, অপরটি—বিগ্রহ।

"নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ। তিনে ভেদ নাই,
তিনই চিদানন্দ রূপ॥"

কাশীতে যখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন, বেদান্ত-পঠন 'সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম্ম, তাহা ছাড়িয়া নর্ত্তন কীর্ত্তন প্রভৃতি হীনাচার সন্ন্যাসীর অতি অশোভনীয়; এখন প্রভু শ্রীমুখে কি, কহিতেছেন একটু ভাবিয়া দেখুন:—

প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।
কৃষ্ণনাম হইতে হবে সংসার মোচন॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে॥
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

নাম বাচক ও শ্রীবিগ্রহ বাচ্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একটী গীতে বলিয়াছেন;—

"'বাচ্য' 'বাচক' এই দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার॥
বাচক স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব আনন্দ বিশ্রাম।
এই দুই স্বরূপের তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া ক'রি দেয় জীবে তোমার বিলাস॥"

এই হরিনাম আশ্রয় করিতে পারিলেই সর্ব্বানর্থ নাশ হয়। এইটী নিত্য সত্য বিষয়। প্রভুর প্রপঞ্চে প্রকটকাল ও তৎপূর্ব্ব এবং পরসময়ে নাম সদা বিরাজমান। নামসাধনসময়ে যদি শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে প্রকট থাকেন তখন ভাগ্যবান সাধকগণ নামসাধন করিলেও প্রকট শ্রীভগবানের মিলন অহর্নিশ চাহেন। শ্রীল দাসগোস্বামী, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীপাদ রূপ-সনাতন ইহারা নিরন্তর নামসাধনে রত থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা মঙ্গল লাভের জন্য সকল ছাড়িয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়াছিলেন। নাম ও নামী অভিন্ন। তাই নাম-গ্রহণকালে নামই নামীরূপে ভক্তকে সাক্ষাৎ সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত করেন। প্রপঞ্চে যখন শ্রীভগবান্ অপ্রকট থাকেন, তখন তাঁহার নাম ভিন্ন আমাদের আর কি গতি আছে?

যৎকিঞ্চিৎ

(শ্রীপাদ গুরুবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

আমি প্রত্যক্ষবাদী ব'লে বড়াই করি বটে, কিন্তু 'আমি মরে যাব' এত বড় প্রত্যক্ষটা আমার একবারও চিন্তা করবার বিষয় হয় না—আমি এত বড় পণ্ডিত, এত বড় ওস্তাদ, এত বড় বিচারক। এরূপ ধরণের বোকামি বা ভণ্ডামি নিয়ে প'ড়ে আছি ব'লেই আমার সুবিধা হচ্ছে না—গৌরকৃপাটী উপলব্ধি করতে পারছি না। চোখের সামনে দেখ্‌ছি স্ত্রী মরে যাচ্ছে, পুত্র মরে যাচ্ছে, ঘরে আগুন লেগে যাচ্ছে কিন্তু তথাপি সেই খোকা ঘর বেঁধে পুনরায় গৃহিণীর জন্য ধারাধর জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌ছি—ভোগে ব্যস্ত হচ্ছি, কখনও বা স্ত্রীর সহিত ঝগড়া ক'রে ছিন্ন কন্থা গ্রহণ ক'রে বৈরাগ্যের অভিনয় দেখিয়ে ভোগেরই নামান্তর শুষ্ক বৈরাগ্যের আবাহন করছি; এই ত' আমার প্রত্যক্ষের বাহার—এই ত' আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়। ভুবিত্ত ব্যক্তির ন্যায় সংসারমরুতে ধাবিত আমার এই অস্থিরতা দেখে, চিত্তবৈক্লব্য বা কষ্ট দেখে বৈষ্ণবগণ বল্‌ছেন—তোমার নিজের ভাবখোরাকি, স্কুল কলেজে, তোমার জেঠী মাতা পিতা বা স্বজনাখ্য বন্ধুবান্ধবের নিকট দুনিয়াটাকে ভোগ করবার যা শিক্ষা পেয়েছ তা ছেড়ে দিয়ে 'আমি মরে যাব' এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ বিচারটাকে প্রবল কর এবং সর্ব্বদা ঐ বিচার অন্তরে ধ'রে রাখ্‌তে চেষ্টা কর, তা'হলে মহাপ্রভুর বিচার বা দয়াটী, বুঝ্‌তে পারবে। কিন্তু তাঁদের কথা না শুনেই আমার যত অসুবিধা—যত অমঙ্গল।

যে সকল জিনিষ ভগবান্ নয়, অনিত্য, যে সকল আমার বন্ধনের কারণ সেই সব বিপদ্‌জনক অনিত্য দেহ-গেহ, ধনজন স্ত্রী পুত্রাদি আমাকে সর্ব্বদা সংসারে টানছে। আমিও উঠে পড়ে সেই দুঃখময় সংসারে প্রমত্ত হয়ে পড়েছি। আমি শুন্‌ছি যে আমরা পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য আসি নাই, দু'দিন পরে আমাদিগকে চ'লে যেতে হবে; তবুও জেনে শুনে বিষ পান কর্‌ছি, ইজারা পাট্টা নিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করবার জন্য বন্দোবস্ত করছি—নিজের কবর নিজেই খুঁড়্‌ছি। পরমার্থপ্রদ জীবনটীকে নশ্বর অর্থলাভের পিপাসায় নষ্ট ক'রে দিচ্ছে যে সকল লোক, তাদের সঙ্গ ক'রেই তা'দের কাছে থেকেই আমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়েছে এবং ধামা চাপা দেওয়ার ন্যায় আমার বোকামিটাকে চাপা দিতে গিয়ে নিজেকে প্রত্যক্ষবাদী বলে প্রচার করছি, সাধুগুরুর শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কথা শুনছি না; এরূপ আমার দুর্দ্দৈব। বাহাদুরী করতে গিয়ে, কপটতা করতে গিয়ে, গুরু-কৃপা—গৌর-কৃপা লাভে বঞ্চিত হ'লাম কেবল আমিই। তাই বলি সাধু সাবধান। আমার ন্যায় হোমরা চোমরা, বা প্রত্যক্ষবাদীর নামে অপ্রত্যক্ষবাদী (ন্যাকা) সাজতে গিয়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবেন না। সাধুগুরুর আনুগত্য করুন, তা' হ'লে সব দোষ যাবে। আর বাজী লোকের কুসঙ্গে অর্থ নষ্ট করতে হ'বে না।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৵ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীবাগ্‌গৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে মুদ্রিত একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। শিক্ষিত প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরমার্থের বিশুদ্ধ-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, পদ্যসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনই ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃ-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যধর্ম্ম, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, নির্গুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি প্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে যাহা একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঁচ মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইষ্ট এণ্ড হইতে চেরিং ক্রশ বাঁধের রাস্তা পর্য্যন্ত মিস মুরিয়েল লেষ্টারের নেতৃত্বে একটি পাঁচ মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শোভাযাত্রার পতাকাগুলিতে লেখা ছিল "ভারতবর্ষের সত্যকার অবস্থা এখানে অজ্ঞাত। মিঃ গান্ধী আমাদের দেশের অতিথি হইয়াছিলেন কেন এবং এখনও বা তিনি কারাগারে কেন?" শোভাযাত্রার পুরোভাগে ভারতের কয়েকজন বন্ধু ও একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত 'ক্রশ' ছিল।

শোভাযাত্রা চেরিং ক্রশে উপনীত হইলে ভারতের আরও কয়েকজন হিতকামী উহার সহিত যোগদান করেন এবং সকলে হাইড পার্কের দিকে অগ্রসর হন। হাইড পার্কে আসিয়া শোভাযাত্রাকারীরা এক সভা করেন। ভারতবর্ষের সপক্ষে এইরূপ অভিনব প্রচার কার্য্য এখানে ইহাই প্রথম। শোভাযাত্রায় বহু সুসজ্জিত মোটর গাড়ী ছিল এবং দ্বিচক্র যানের উপর উঠিয়া বহু বালক শ্রেণীবদ্ধভাবে উহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট

সিমলা হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই আগষ্ট ভারতসচিবের নিকট জুলাইয়ের শেষ পর্য্যন্ত কৃষির অবস্থা বিবৃত করিয়া এক রিপোর্ট প্রেরণ করা হইয়াছে।

উহাতে দেখা যায় বন্যার দরুণ আসাম ও বেলুচিস্থানের কোথাও কোথাও শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। অনেক প্রদেশেই অনাবৃষ্টিতে—আবার মধ্য প্রদেশ ও বেলুচিস্থান অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনাবৃষ্টির দরুণ পাট বুনিতে অনেক বিলম্ব হয়, কিন্তু শেষ দিক দিয়া পাট ভালই হইয়াছে। উপযুক্ত বৃষ্টি না হইলে উচ্চভূমির ধান ভাল হইবে না; কিন্তু জলা জায়গার ধান মোটের উপর মন্দ দেখা যায় না। তবে এখনও ধানের ভবিষ্যৎ কিছু বলা যায় না,—সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

মজুত ফসলও এবার যথেষ্ট আছে এবং গরু বাছুরের অবস্থাও ভাল কিন্তু উত্তর বঙ্গে শস্যের পরিমাণ খুবই কম। বাঙ্গলার ধানের দর বাড়িতেছে সত্য, কিন্তু পাটের দর কমিতেছে। অন্ধ্রে ধানের দর গত বৎসরের চেয়ে ভাল হইলেও কমই বলিতে হইবে। পাঞ্জাবে গমের মূল্য প্রায় গত বৎসরের মতই আছে। উপরন্তু শস্যের মূল্য কম থাকার দরুণ কৃষকদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাইতেছে।

স্পেনে বহু বিদ্রোহী গ্রেপ্তার

মাদ্রিদ হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি মাদ্রিদে যে বিদ্রোহ হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ৫ জন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং ৩১ জন অন্যান্য কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একমাত্র মাদ্রিদেই ১২১ জন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী এবং সিভিলিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মফঃস্বলের প্রদেশগুলি হইতে অনবরত গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম আসিতেছে যে, বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করা হউক। সেভিলে কয়েকশত সিভিল গার্ডকে বন্দী করা হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে সৈন্য আমদানী করিয়া তাহাদের স্থানে সমাবেশ করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, সেভিল দুর্গের সৈন্যদের স্পেনের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা হইবে। প্রেসিডেণ্ট গত বিশ্বস্ত সৈন্য ও পুলিশদের পুরস্কার বিতরণ করিবেন। এই উপলক্ষে মাদ্রিদে মহাসমারোহ হইবে।

মাদারীপুরে দুইজন ছাত্র ধৃত

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, মাদারীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র সুধাংশুশেখর করকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার চলাফেরা আপত্তিজনক বলিয়া সন্দেহ করা হয়। খানাতল্লাস করিয়া তাহার নিকট কতিপয় বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাকে ২০০৲ দুইশত টাকার জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত বিদ্যালয়ের ঐ শ্রেণীর অন্যতম ছাত্র সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ তাহার নিকট হইতে গান্ধীজী ও সরোজিনী নাইডুর দুইখানা ফটো এবং আপত্তিকর কবিতাপূর্ণ একখানা পুস্তক লইয়া গিয়াছে।

বন্দীগণকে আন্দামানে প্রেরণ

যে সকল বন্দীকে আন্দামানে স্থানান্তরিত করা হইবে, গত রবিবার তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল।

আন্দামান-যাত্রী বন্দীদের মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ১১ জন আসামীও রহিয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত মামলার অন্যতম আসামী অনন্ত সিংহের অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাকে প্রেরণ করা হইবে না।

ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত বন্দীদেরও নির্বাসিত করা হইয়াছে—চট্টগ্রাম আদালতে হত্যা মামলার আসামী [illegible]; চাঁদপুর ইন্‌স্পেক্টার হত্যা মামলার আসামী কালীপদ চক্রবর্ত্তী; বরিশাল সাব-ইন্‌স্পেক্টার হত্যা মামলার আসামী সুরেশ চট্টার্জ্জি; ভিলিয়ার্সকে গুলী মারা মামলার আসামী বিমল দাশগুপ্ত; মেদিনীপুর জেলের পলায়িত ও পুনর্দণ্ডিত আসামী সুশীল দাশগুপ্ত; মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র মামলার আসামী [illegible] চৌধুরী এবং মুকুল সেন; [illegible]; ময়মনসিংহ ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী প্রবীর গোস্বামী।

বোম্বায়ে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১২ই আগষ্ট আদালত প্রাঙ্গণে শোভাযাত্রা বাহির করার অভিযোগে ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ১৩ই আগষ্ট তাহাদের প্রতি ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করায় দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নিয়ম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় গত শনিবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে নিয়মাবলী রচনা করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রস্তাবসমূহের সামান্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রস্তাব হইয়াছিল, ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষায় ৩০০ নম্বর থাকিবে। তন্মধ্যে ইংলণ্ডের ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য বলিয়া ধরা হইয়াছিল। সেনেট সভায় এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ্য হইতে ইংলণ্ডের ইতিহাসকে বাদ দিয়া, উহার পূর্ণ সংখ্যা ২৫০ হউক। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ইংলণ্ডের ইতিহাস ও ভারতের ইতিহাসের প্রশ্নপত্রের ১০০ নম্বর ধার্য্য হইল। ভূগোলের জন্য ৫০ নম্বর নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সকল প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া চলিবে—শুধু ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা রহিল। এখন হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ইংরাজী ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে বাঙ্গলায় দিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষাই প্রধান বাহনের আসন পাইবে। বাঙ্গালা সরকার ও [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিলে [illegible] হইতে ব্যবস্থা বলবত্তী হইবে।

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল

খুলনা হইতে প্রকাশ, খুলনা জেলার অন্তর্গত সিদ্ধিপাশা গ্রামে প্রকৃতির একটী আশ্চর্য্য খেয়ালের নমুনা পাওয়া গিয়াছে। একটী স্ত্রী-সর্পের গর্ভ হইতে ডিমের পরিবর্ত্তে পর পর সাতটি বাচ্চা বাহির হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রথম সর্প ডিম প্রসব করে। ইহা প্রত্যক্ষ দুই ঘটনা এবং বহু শত ভদ্র লোক ঘটনাটী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

রাজার নৌকায় বজ্রপাত

গত ৫ই জুলাই দ্বিপ্রহরে বৃষ্টির সময় কাশিমবাজার মহারাজ বাহাদুরের প্রাসাদের সৈদাবাদ রাজবাটীর পার্শ্বস্থিত গঙ্গাবক্ষের কাশিমবাজার রাজষ্টেটের বোটের উপর বজ্রপাত হয়। বোটটির কিয়দংশ পুড়িয়া গিয়াছে। একটি মাঝী উক্ত বোট রং করিতেছিল; সে অজ্ঞান হইয়া যায়। চিকিৎসার পর জ্ঞানলাভ করিয়াছে। কিন্তু কানে কম শুনিতেছে।

ধলেশ্বরী নদীতে ডাকাতি

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, ধলেশ্বরী নদীতে দুইখানি নৌকার উপর গত ১১ই আগষ্ট রাত্রে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। মুন্সীগঞ্জ ষ্টীমার ঘাট হইতে ঐ স্থানের ব্যবধান প্রায় [illegible] ক্রোশ মাত্র।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মুন্সীগঞ্জের মোক্তার মৌলবী [illegible] সপরিবারে নৌকাযোগে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা [illegible] আরোহী সমেত তাঁহাদের নৌকার সন্নিকটে আসে। আগন্তুকগণ ছোরা রামদা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

রংপুরে আবার বন্দুক চুরি

রংপুর হইতে প্রকাশ, তুষভাণ্ডার ওয়ার্ড এষ্টেটের (ছোট শাখা) অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়ের একটি "এ, এল" বন্দুক তুষভাণ্ডারে তাঁহার গৃহ হইতে অপহৃত হইয়াছে।

কালীগঞ্জের পুলিস এ সম্পর্কে জোর তদন্ত করিতেছে। এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মিঃ এফ আলারীর মুক্তি

লাহোর হইতে প্রকাশ, মিঃ ফজিলা [illegible] পূর্ব [illegible] গত [illegible] জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

দৈনিক — "শ্রীধাম" "নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভাগবতের সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা ভাদ্র শুক্রবার ১৩৩৯, ১৯শে আগষ্ট ১৯৩২

নানা কথা

পিতা কর্ত্তৃক পুত্রহত্যা

মথুরাপুরে ভুতনাথ লস্কর তাহার পরিচারিকা স্বর্ণময়ীকে একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবার উদ্যোগ করিলে তাহার পুত্র যতীন তাহাতে আপত্তি করে। এক দিন রাত্রিকালে ধান পাহারা দিবার অজুহাতে পিতা পুত্রকে ঘরের বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় তাহার নিজের পার্শ্বে শয্যা গ্রহণ করিতে বলে। গভীর নিশীথে পুত্র যখন পিতার নির্দ্দেশ মত মুক্ত প্রাঙ্গণে নিদ্রা যাইতেছিল সেই সময় অকস্মাৎ কাতুড়ীর শব্দে পরিচারিকা স্বর্ণময়ী জাগিয়া উঠে। বাহিরে আসিয়া স্বর্ণময়ী দেখিতে পায় ভুতনাথ তাহার পুত্রকে কাতুড়ি দিয়া প্রহার করিতেছে। স্বর্ণময়ী ছুটিয়া যাইয়া ভুতনাথের কার্য্যে বাধা দিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু ভুতনাথ তাহাকে ঠেলিয়া একপাশে সরাইয়া দিয়া পুত্রের মর্ম্ম স্থানে সবেগে এক ঘা বসাইয়া দেয়। পুত্র তৎক্ষণাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

প্রকাশ, ভুতনাথ পুত্র হত্যা সম্পর্কে জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এক স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছে।

চুচুড়ায় ভীষণ ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার প্রায় দশ মাইল দূরবর্ত্তী বালিপুরে একটি ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব-উপলক্ষে

বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যবর্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ

স্বয়ং

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে

(১) আগামী ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট রবিবার "শ্রীভগবানের সহিত জীবের এবং জগতের সহিত জীবের ও ভগবানের সম্বন্ধ বিষয়ে, (২) ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবার মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় এবং তাহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়" বিষয়ে এবং (৩) ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার বেদান্ত পরিচয় বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন।

প্রত্যেক বক্তৃতার সময়—অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা

সর্ব্বসাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়

এলবার্টহলে বক্তৃতা

আগামী ৫ই ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতা ১৫নং কলেজ স্কোয়ারস্থ এলবার্টহলে ডঃ শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে টি, সি-আই-ই, এম-এ, এল এল ডি, সুরিরত্ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে "গৌড়ীয়"-পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় "শ্রীচৈতন্য-প্রেম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

মধ্যরাত্রিতে আনুমানিক দশজন লোক সিঁদকাটির সাহায্যে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া অমূল্যচরণ মণ্ডলের গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। গৃহস্বামী অমূল্য মণ্ডলকে ধরিয়া ডাকাতগণ উৎপীড়ন করিতে থাকে এবং তাহার নিকট টাকা পয়সা দাবী করে। অতঃপর ডাকাতগণ তাহাকে তাহার কাপড় দিয়া হাত পা বাঁধিয়া গৃহ মধ্যে মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত থাকে। ইত্যোমধ্যে অমূল্য মণ্ডল কোন প্রকারে বন্ধনমুক্ত হইয়া প্রতিবেশীদের নিকট স্বীয় বিপদের কথা জানায়। এদিকে ডাকাতগণ অমূল্য মণ্ডলের পত্নীর অঙ্গ হইতে গহনা ছিনাইয়া লইয়া এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে। ডাকাতগণ সাঙ্কেতিক আলো সিঁদকাটি, টাঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত ছিল। তাহাদের পরিধানে পালপাট্টা ছিল এবং তাহারা বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল।

আন্দামানে অনন্ত সিং

গত সেমবার কলিকাতা বন্দর হইতে ষ্টীমারযোগে যে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে অনন্তসিং প্রমুখ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামীগণ আছেন। উক্ত মামলায় দণ্ডিত কেবলমাত্র আনন্দ গুপ্তকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয় নাই।

বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত বাঙ্গালার প্রায় পঁচিশজন রাজনৈতিক বন্দী গত সোমবার ষ্টীমারযোগে কলিকাতা বন্দর হইতে আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৩রা হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৯ই আগষ্ট ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ১৪১তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতায় নগর-সংকীর্ত্তন

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে গত ২৯শে শ্রাবণ ১৪ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণে এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। বেলা ৩ ঘটিকার পূর্ব্বেই কলিকাতার অধিবাসী ও প্রবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে সমবেত হন। এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে বিশাল নাট্যমন্দিরটীতেও স্থানাভাব ঘটিয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বঙ্গপ্রদেশ ব্যতীত উৎকল, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশগুলিরও অনেক ভদ্রমহোদয় ছিলেন।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় হইতেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। বিহারপ্রদেশের অনেক ভক্ত তাঁহাদের ভাষায় উচ্চ কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কিছুকাল কীর্ত্তন হইবার পর বিশ্বের একমাত্র নিত্যমঙ্গলকারী বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুমতিক্রমে উক্ত বিশ্ববিশ্রুত সভার সম্পাদক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন মহোদয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীটে সুবিস্তার করিতে থাকেন।

শোভাযাত্রায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিজয়-বৈজয়ন্তী দুই জন সেবক ধারণ করেন। তৎপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণসহ অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহাদের পশ্চাতে দুই শ্রেণীতে খোল করতাল বাদকগণ তাঁহাদের মধ্যে অবস্থিত কীর্ত্তনিয়াগণের সুমধুর হরিসংকীর্ত্তনের সুরতালে তাল মিলাইয়া হরিরসে সমৃদ্ধচিত্ত দ্রব করিয়া বাদ্য আরম্ভ করেন। মূল কীর্ত্তনিয়াগণের পশ্চাতে অসংখ্য ব্যক্তি অনুকীর্ত্তন করিতে থাকেন। গৌড়ীয়-ভক্তগণের পশ্চাতে পশ্চিম প্রদেশসমূহের ভক্তগণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সর্ব্ব পশ্চাতে দুই জন ভক্ত আর একটী মহোৎসব-বৈজয়ন্তী ধারণ করেন। অগ্রে ও পশ্চাতে বৈজয়ন্তী থাকিবার উদ্দেশ্য— পথের উভয় দিকের জনসাধারণকে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানে সাদর আহ্বান। ভক্তগণের হস্তে নানাবর্ণের বিচিত্র পতাকা ছিল। শোভাযাত্রা সুসজ্জিত হইলে শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী বি-এ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ইহার একটী আলোক-চিত্র গ্রহণ করেন।

শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট (গোলদীঘি), কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও বাগবাজার হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া কখনও বা বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের, কখনও বা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের মূল গায়কত্বে সমৃদ্ধচিত্তাকর্ষক কীর্ত্তন হইয়াছিল। অধিকাংশ স্থলে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ই মূল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। ভক্তগণ এরূপ উৎসাহভরে সংকীর্ত্তন-তরঙ্গে মত্ত ছিলেন যে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে দৈবদুর্বিপাকবশতঃ প্রবল বারিপাত আরম্ভ হইলেও তাঁহারা আদৌ গ্রাহ্য না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে থাকেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে বলদেবোৎসব

গত ১৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন এবং শ্রীঅদ্বৈতভবন প্রভৃতি স্থানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব এবং শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর আবির্ভাব মহামহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা এবং মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীধামের ভক্তগণ সমবেত হন। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব এবং শ্রীমদ্ বলদেবাবির্ভাব সম্বন্ধে বৈষ্ণব-দর্শনের সুউচ্চসিদ্ধান্ত-সমন্বিত বিশেষ গবেষণাময়ী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন সংযোগে সুসম্পন্ন হয়। আরাত্রিকের পর পুনরায় কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে।

কাশীতে প্রচার

গত ১০ই আগষ্ট বুধবার শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বলেন,—ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে আর স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্যের চেষ্টা করিতে হয় না। অনেকের ধারণা জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ব্বেই সাধিত হওয়া আবশ্যক নতুবা ভক্তির জন্ম হইবে না। তাদৃশ যুক্তি ভিত্তিহীন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে ভক্তিদেবী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জননী। ভক্তির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া যে বৈরাগ্যের চেষ্টা উহা ফল্গুবৈরাগ্য। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

অর্থাৎ অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিয়া সমস্ত বস্তু কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিলেই তাহাকে 'যুক্ত বৈরাগ্য' বলে।

গীতাতেও শ্রীভগবান্ যুক্তবৈরাগ্যের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

অর্থাৎ অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয়। যুক্তাহার, যুক্তবিহার, কর্ম্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টাদ্বারা দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয়।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, স্নান, দান ইত্যাদি যে কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, ভক্তির অভাবে সবই নিষ্ফল; তাহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রাপ্তি অসম্ভব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩রা হৃষীকেশ নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৬

রিপু দমনের উপায় ও বৈষ্ণবসেবার আবশ্যকতা

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপু। মনুষ্য এই ষড়রিপুর বশীভূত হইয়াই নিজের মনুষ্যত্ব হারাইয়া অবিরত নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ করে এবং সজ্জনগণের নিকট ঘৃণার পাত্র হয়।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস সুতরাং সজ্জনবর্গ কোন জীবকে ঘৃণা করেন না। তবে অবিদ্যাগ্রস্ত জীব যখন স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণেতর সেবায় প্রমত্ত হয় তখন সেই সর্ব্বপাপ-বীজ অবিদ্যাকে ও তাহার ক্রিয়া সকলকে তাঁহারা ঘৃণা করেন কারণ অবিদ্যাগ্রস্ত হইলেই জীবের অশেষ দুর্গতি ঘটে।

পিশাচীগ্রস্ত ব্যক্তির যে প্রকার মতিচ্ছন্ন হয়, তাহার কথাবার্ত্তা, কার্য্যাদি সব বেঠিক হইয়া থাকে কিন্তু সে মনে করে আমি ঠিক বলিতেছি, ঠিক করিতেছি। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবেরও সেই প্রকার অবস্থা ঘটে। তাঁহারা পাপই করুন আর পুণ্য কার্য্যই করুন কোনটাই স্বরূপের বৃত্ত নহে অথচ মনে করেন আমি ভালই করিতেছি।

কামুক ব্যক্তি যখন নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করে তখন তাহার বিচার থাকে না যে আমি অন্যায় করিতেছি। কামের অতৃপ্তিতে যখন ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তখন মনে করে যে আমি এই মুহূর্তেই বিঘ্নকারীকে সংহার করিব, তাহার পরিনাম কি হইবে তাহা চিন্তা করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও ধৈর্য্য থাকে না তাই তাহার বিচার হয় আমি যে যুক্তি আঁটিয়াছি তাহা অবিলম্বেই কর্ত্তব্য। পরদার ও পরধনলুব্ধ ব্যক্তিসকল নিরত কি লোমহর্ষণ কাণ্ডই না করিতেছে। অহো! মোহগ্রস্ত ব্যক্তির কি দুর্গতি নিজ প্রাণকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী এই চারিটী মদে মত্ত হইয়া মনুষ্য নিজ মনুষ্যত্ব হারাইয়া ধরাকে সরার মত দেখিতেছে। মৎসর ব্যক্তির কি ঘৃণ্য স্বভাব! নিজের লাভ না থাকিলেও এমন কি নিজের ক্ষতি করিয়াও অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে, কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। এখন দেখুন, রিপুর বশীভূত ব্যক্তির চিত্র কিরূপ। এই ঘৃণ্য দৃশ্যগুলি দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি না বলিবেন যে, রিপু দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য।

এখন রিপুদমনের উপায় সম্বন্ধে বিচার করা কর্ত্তব্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সোজা কথায় ও সহজ উপায়ে রিপুদমনের উপদেশ দিয়াছেন—

> কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
> লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
> মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণগানে,
> নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥
> অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
> ভক্তিপথ সদা দেয় ভঙ্গ।
> কিবা সে করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
> যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥
> ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা,
> লোভ-মোহ এই ত কথন।
> ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
> কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥
> আপনি পালাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব,
> সিংহরবে যেন করিগণ।
> সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
> যার হয় একান্ত ভজন ॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, কৃষ্ণেতর কাম সকল অনর্থের মূল, উহা ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে, ক্রোধের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে অন্যায় কার্য্য ঘটিয়া থাকে, এইরূপ ছয়টী রিপুই সর্ব্বদা জীবকে অমঙ্গলের পথে লইয়া যায় সুতরাং তাহাদিগকে নিজ মনের অধীনে রাখিবে—দুষ্ট-মনের অধীন নহে, ভক্তিভাবিত শুদ্ধ মনের অধীন; সেইজন্য বলিয়াছেন—"কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ"। যে মন কৃষ্ণ-চিন্তা করে না তাহা প্রাকৃত দুষ্ট মন।

আবার আমরা বদ্ধ জীব, কৃষ্ণ-চিন্তা করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই, কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে গেলেও কাম ক্রোধের চিন্তাই আসিবে সেইজন্য সাধু-সঙ্গের আবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন—"কিবা সে করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে যদি হয়, সাধুজনার সঙ্গ।"

বাহ্যিক সঙ্গের অভিনয় করিলেই সঙ্গ হয় না। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তির সহিত সাধুর নিকট অভিগমন পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করার নাম সঙ্গ। ইহাতে ছয় প্রকার সঙ্গই সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইবে।

যিনি একান্ত ভজন করেন অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে সাধুগুরু পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রবণ, কীর্ত্তন ও তাঁহাদের সেবাকার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকেন তাঁহার কাম-ক্রোধাদি সকল বিপত্তি বিদূরিত হইবে এবং তিনি সতত আনন্দাম্বুধিতে নিমগ্ন থাকিবেন। সিংহের হুঙ্কার-শ্রবণে যেরূপ হস্তী সকল পলায়ন করে সেই প্রকারে সাধুমুখবিগলিত হরিকথামৃত শ্রবণ-ফলে কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ সাধকের চিত্ত হইতে পলায়ন করিবে অর্থাৎ তখন তিনি কাম ক্রোধাদির অধীন না হইয়া তাহাদিগকেই নিজ অধীনে রাখিতে পারিবেন।

সম্বন্ধ জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলে কাম কৃষ্ণসেবায় অর্পিত হয়, ক্রোধ ভক্তদ্বেষীর প্রতি নিযুক্ত হয়, সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের জন্যই লোভ হয়, সেবা বস্তুর প্রীতিবিধানের জন্য মোহ উপস্থিত হয় এবং কৃষ্ণগুণ-গানেই মত্ত হইয়া পড়েন। এইরূপে সেবোন্মুখ আশ্রিত ব্যক্তি শ্রীগুরুকৃপা-বলে কামক্রোধাদি রিপুকে অনায়াসে দমন করিতে সমর্থ হন। তৎকালে রিপুর রিপুত্ব থাকে না, ঐ নামে পরিচিত হইয়াও হরিভজনের বিঘ্ন না করিয়া সহায়তাই করে।

কেহ যদি বলেন রিপু পরাজয় করিয়া হরিভজন করিবার জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা প্রভৃতি অত হাঙ্গামা করিবার আবশ্যক কি! তাহাতে অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে সুতরাং কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি হইয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা একলব্যের অনুসরণ পূর্ব্বক মনে মনে গুরুভক্তি (?) করিয়া কোন নির্জ্জন গুহায় বা কম্বল ওয়ালা, কি সত্তরঞ্জওয়ালার আশ্রমে থাকিলে কর্ম্মের মধ্যে পড়িতে হইবে না, দিবারাত্রি হরিনাম (?) করিতে অবসর পাইব, সেই গোবিন্দরবে(?) রিপুদমন হইবে ও নির্ব্বিঘ্নে হরিভজন হইবে।

(ক্রমশঃ)

আমাদের একমাত্র প্রয়োজন

বাল্যকাল হইতেই আমাদের ধারণা—বিদ্যার্জ্জন করা, অর্থোপার্জ্জন করা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় স্বজন বান্ধবগণকে লইয়া কালাতিপাত করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। আমরা আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহ-মনোধর্ম্মে চালিত হইতেছি বলিয়াই আমাদের দেহ ও মনের তৃপ্তিবিধায়ক যাহা সেই দেহ-মনসম্বন্ধীয় অনিত্য প্রয়োজনকেই আমাদের (আত্মার) প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে। যে প্রয়োজনের কথা দুই দিন কি দশ দিন পরে থামিয়া যাইবে, সেই নিজেন্দ্রিয়তর্পণের কথা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ায় আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। প্রাক্তন অনাদি কর্ম্মফলে আমাদের মনে হইতেছে যে, কৃষ্ণেতর প্রাপ্তি-সংগ্রহই আমাদের প্রয়োজন। আমরা পতিত কৃষ্ণবিমুখ জীব; হিতাহিত-বিবেকশূন্য মানুষ আমরা—বাল্যজ্ঞানাদিতে প্রমত্ত আমরা। আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের পথ—প্রয়োজনের পথকেই বহুমানন করায় আমাদের আত্মমঙ্গল সাধিত হইতেছে না। অই সাধুবর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনোধর্ম্ম দেহধর্ম্ম ও পাপতন্ত্রলিকা-স্রোত-ধর্ম্মের দিকে আমাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া—অপ্রয়োজনকে প্রয়োজন বলিয়া—অনিত্যকে নিত্য বলিয়া বরণ করিতে দেখিয়া পরম করুণাময় সাধু ও শাস্ত্র নিত্য মঙ্গলের পথ-গ্রহণে অনিচ্ছুক আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বাস্তব সত্য কথা শ্রবণ করাইবার জন্য আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—যে রূপ-রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি অনিত্য বিষয়-ভোগে আমরা উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছি এই সব বিষয়ভোগ আমরা জন্মে জন্মে পাইব, ভোক্তা হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিব। সুপ্তি ও সুষুপ্তির সুখভোগ করিতে পারিব। এই সকল ভোগের জন্য বহু বহু জন্মান্তর রাখিয়া দিয়া যে কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় পড়িয়া গিয়াছে—যে কার্য্যটী মনুষ্য জন্ম না হইলে পশু-পক্ষ্যাদি অপর জন্মে হয় না, সেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভগবৎ-সেবার জন্য আমাদের প্রাণপণে উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত, তাহার জন্য আমাদের কায়মনবাক্য সমস্তই প্রকৃষ্টভাবে সতত নিযুক্ত করা উচিত। আমরা যদি দেবতা হইতাম, তাহা হইলে ভোগোন্মত্ততা বশতঃ আমাদের হরিকথা শুনিবার অধিকার বা সময় হইত না। অতএব এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মে যাহাতে আমাদের স্বার্থপরতার পূর্ণতা সিদ্ধ হয় সেই হরিগুরু বৈষ্ণব-সেবার জন্য তৎপর হওয়া বা যত্ন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকেই বর্ত্তমানে শত-করা শতজনই জীবের প্রয়োজন বলিয়া স্থির করিয়াছেন বা করিতেছেন; কিন্তু এগুলিও অনিত্য, অনিত্য ফল প্রসবান্তে ইহাদের কার্য্য থামিয়া যায়। অতএব এগুলি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় নহে। আমাদের নিত্য প্রয়োজন হইতেছে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন, যাহাতে আমাদের নিত্য মঙ্গল—আত্মার পূর্ণানন্দোদয়।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট্ প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। প্রাজ্ঞ, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরমানন্দের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকার এবং অনুবাদ স্মল-পাইকার ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

মহাপাদ্গবর্বর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতদের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উদ্ধ্বাস্তত্বের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'পিয়নকি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গোয়নাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-অনুসারে অমর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঠবাসীর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীজগন্নাথবল্লভ-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষা ও সত্যাগ্রহ, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ধারসেবার বিজ্ঞপ্তা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশের উপায়," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রঞ্জিত শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতিনিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাবা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাবর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টির অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে স্রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাদের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুবৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। প্রভৃতি ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (রেকগনাইজড) হইয়াছে।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুমূত্রের পাঁচন

সর্ব্বাবিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাইন্ট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ছাপা হইয়া থাকে। উচ্চ-শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রুফ দেখেন সুতরাং ছাপা সাধারণতঃ নির্ভুল হইয়া থাকে অথচ চার্জ্জ নয় বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৬

প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়। মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সুতরাং গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

ম্যানেজার – গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সোনাইমুড়ী

অর্ব্বান কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩ বৎসর	ম্যাদী স্থির আমানত	শতকরা	বার্ষিক		৯।৵
২					৮৷৹
১					৮৲
৬ মাস					৭৷৹
					৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটিশে		,,		,,	৪৷৵০
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক				,,	৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্ক ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি,

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, লিং এণ্ড কোং

৬৫।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে বার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভক্তিধর্ম্মের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

তিন জনের প্রাণদণ্ড

জামসেদপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই আগষ্ট দায়রা জজ চক্রবর্ত্তীর হত্যা সম্পর্কিত মামলার রায় দিয়াছেন। আসামী কাশিম কাবুলী, নিশিকান্ত, ভবানী ও অপর একজন পেশোয়ারীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ উপরোক্ত তিন জন আসামী নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভবানীর সহিত এক বাড়ীতে বাস করিত এবং তাহারা উভয়েই টাটা কোম্পানীর লোহার কারখানার কর্ম্মচারী ছিল। ঘটনার দিন ভবানী নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে একখানি ট্যাক্সি গাড়ীতে করিয়া বেড়াইবার জন্য হলুদ পুকুরের সন্নিকটে লইয়া যায়। সেখান হইতে জামসেদপুরে ফিরিবার পথে আসামীরা চক্রবর্ত্তীকে গলা টিপিয়া এবং ছুরিকাঘাতে নিহত করে। মৃতদেহ যাহাতে সনাক্ত করিতে না পারা যায় সেই উদ্দেশ্যে দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া একটি ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আর্দ্দালী নিহত

কটক হইতে প্রকাশ, কটক জেলার কেন্দ্রাপাড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কোলসের মুসলমান আর্দ্দালীকে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার দেহ আহত ও রক্তাক্ত দেখা যায়। মৃত্যুর কারণ রহস্যজালে আবৃত। কেন্দ্রাপাড়ায় তাহার মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা হয়। স্থানীয় মুসলমানরা তাহা চাহে না। তাহারা কটকে পরীক্ষা করিতে বলিতেছে। তাহারা গত ১৩ই আগষ্ট জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঐ মর্ম্মে টেলিগ্রাম করিয়াছে। ফলে জিলা পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে কেন্দ্রাপাড়া যাত্রা করিয়াছেন। গত ১৩ই আগষ্ট প্রাতে কেন্দ্রাপাড়ার মুসলমানদের একজন প্রতিনিধি ঐ সম্পর্কে উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি কটকে ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে প্রায় ৩টার সময় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেণে একটা সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোন পোদ্দার কিছু সোণা বিক্রয় করিবার জন্য ঢাকায় আসিয়াছিল। সে তাঁতিবাজারে কোন পোদ্দারকে তাহা বিক্রয় করিয়া ৮ হাজার ৩ শত টাকা সংগ্রহ করে। ঐ টাকা লইয়া সে গত ১৫ই আগষ্ট রাত্রিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাত্রা করে। ট্রেণ ঢাকা ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম ছাড়িয়া অগ্রসর হইবামাত্র কয়েক জন যুবক রিভলভার সম্মুখে ধরিয়া লোকটির নিকট হইতে টাকাগুলি কাড়িয়া লয়। ট্রেণের লোকজন কোনরূপ হৈ চৈ করিবার পূর্ব্বেই তাহারা চলন্ত ট্রেণ হইতে নামিয়া পলায়। প্রকাশ, ট্রেণের শিকল টানা হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণে ট্রেণ থামে নাই। ট্রেণ পরবর্ত্তী ষ্টেশন ডালগাঁও যাইয়া পৌঁছিলে পুলিসকে ডাকাতির সংবাদ দেওয়া হয়। জোর তদন্ত চলিতেছে।

পুলিস কমিশনারের আদেশ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী ইংরেজ শিষ্যা মীরাবেন (মিস্ শ্লেড) বেনারস হইতে গত ১৫ই আগষ্ট তথায় আগমন করিয়াছেন। তিনি যে মুহূর্ত্তে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাজার অভিমুখে অগ্রসর হয়েন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার উপর বোম্বাই পুলিস কমিশনারের নোটীশ জারী করা হয়। নোটীশে বলা হয়, বিগত ৯ই জুলাই তারিখে বোম্বাই ত্যাগ করার জন্য তাঁহার উপর পুলিস কমিশনার যে আদেশ জারী করেন, বোম্বাই সরকার সেই আদেশের মিয়াদ ৩০শে জুলাই তারিখে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অপর আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।

অনুসন্ধানে জানা যায় ১৫ই আগষ্ট রাত্রিতে মীরাবেন গুজরাট মেলে বোম্বাই রওনা হইবেন। গত ১৭ই আগষ্ট বুধবার প্রাতে তিনি বোম্বাই পৌঁছিবেন। তিনি বলিতেছেন, যে কার্য্যের জন্য তিনি জুলাই মাসে বোম্বাই ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে কার্য্য তিনি শেষ করিয়াছেন।

লাহোরে বোমা বিস্ফোরণ

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই আগষ্ট রাত্রিতে সহরের কোন বাড়ীর অধিবাসীরা ছাদের উপর শুইয়া থাকিবার সময় দেখিতে পায় যে, নীচের একটী ঘর হইতে ধুয়া বাহির হইতেছে। তখনই দমকল ডাকা হয় এবং দমকল আসিলে দেখা যায় যে, কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের, সম্ভবতঃ বোমার বিস্ফোরণ হইয়াছে। পুলিস সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া দেখে যে, একটী দেওয়াল খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বাটীর মালিক ফকিরচাঁদ সম্প্রতি সনাতন ধর্ম্ম কলেজ হইতে এফ, এ পাশ করিয়াছিলেন। পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং বোমার অবশিষ্ট অংশগুলি লইয়া গিয়াছে।

জলপাত্রের মধ্যে বোমা

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, এক ব্যক্তি ট্রেণে বাঁকুড়া হইতে মেদিনীপুরে গমন করিতেছিল। পুলিস তাহার নিকট একটা বৃহৎ বোমা পাইয়াছে। পুলিস সংবাদ পায় যে, ঐ ব্যক্তির নিকট বোমা আছে। সংবাদ পাইয়া পুলিস তাহার পশ্চাদানুসরণ করিতে থাকে। পুলিস সন্দেহ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ঐ ব্যক্তি সমসারানগরে নামিয়া পড়ে। পুলিস ঐ স্থানে তাহার জিনিষপত্র অনুসন্ধান করিয়া একটা "কাঁসী চম্বু"র মধ্যে বোমা পায়। লোকটাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। এই সংশ্রবে পুলিস ৫টা বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া আরও ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া 'কাঁসী চম্বু' ও কতকগুলি কাগজপত্র ধৃত করা হইয়াছে।

মানবেন্দ্র রায়ের আপীল

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কানপুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দণ্ডিত "বি" শ্রেণীর কয়েদী শ্রীযুত মানবেন্দ্র রায়ের পক্ষ হইতে গত ১৪ই আগষ্ট শ্রীযুত ডি, সান্যাল এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ প্লাউনের আদালতে এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন যে, হাইকোর্টে শ্রীযুত রায়ের যে আপীল চলিতেছে তৎসম্পর্কে তিন জন কৌসুলী শ্রীযুত সান্যাল, কর্পূর ও সিংহকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হউক, কারণ এই মামলাটি প্রয়োজনীয় ও জটিল।

বিচারপতি আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন এবং দুই জন করিয়া কৌসুলীকে জেলে শ্রীযুত রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

নোয়াখালিতে বিষম উত্তেজনা

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, ম্যানেজার মোক্তার শ্রীযুত জানকীনাথ চৌধুরী এবং দুইজন হিন্দু যুবককে সন্দেহক্রমে গত ১৫ই আগষ্ট গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে হাঙ্গামা করিবার ও কয়েদ করিয়া রাখিবার এবং শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে গত শনিবারে রাত্রিতে ২ জন মুসলমান ছাত্রকে কতিপয় হিন্দু ছাত্র মারধর করা সম্পর্কে উত্তেজিত করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রকাশ রাস্তায় দাঁড়াইয়া ঝুলন উৎসব দেখিবার সময় জনৈকা হিন্দু রমণীকে উক্ত মুসলমান ছাত্রদ্বয় নাকি নির্য্যাতিত করিয়াছিল। একটী লোককে হত্যা করিয়া শব লুকাইয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা গুজব সহরময় রাষ্ট্র হয়। এই সম্পর্কে সহরের অনেকস্থানে খানাতল্লাস হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সাহেব রাজপথে আসিয়া উত্তেজিত পক্ষদ্বয়কে প্রশান্ত করিতে চেষ্টা করেন। বিষয়টি সম্বন্ধে তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করেন এবং জানান যে, ঐ গুজব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। গত ১৪ই আগষ্ট মুসলমানগণ হরতাল ঘোষণা করে। নির্য্যাতিতা রমণীটি থানায় অভিযোগ করিয়াছে।

হাওড়া মিলে ধর্ম্মঘট

হাওড়ার তিনটি চটকলের আঠার হাজার মজুর ধর্ম্মঘট করিয়া বেকার বসিয়া আছে। ধর্ম্মঘট সমান উদ্যমে চলিতেছে। প্রকাশ, কয়েকটি দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু পুলিসে সতর্কতা অবলম্বন করায় গুণ্ডামী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। উপদ্রুত অঞ্চলে ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারা আদেশ জারী করা হইয়াছে।

গত সোমবার প্রাতঃকালে হাওড়া মিলের ফটক খোলা হইয়াছিল, কিন্তু কোনও শ্রমিক কার্য্যে যোগদান করিতে অগ্রসর না হওয়ায় ফটক পুনরায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সশস্ত্র পুলিস মিল অঞ্চলে পাহারা দিয়া ফিরিতেছে। এখন সব শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

ইটালীতে জোড়া খুন

গত ২৪শে জুন কলিকাতার ইটালী অঞ্চলে হবিব ও মল্লিক নামক দুই জন মুসলমানকে হত্যা করিবার অভিযোগে এমাদ খান, ফজল আমেদ ও সেখ আবদুল শোভান শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এন, দত্ত কর্ত্তৃক বিচারার্থ দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। প্রকাশ, ঘটনার দিন রাত্রিকালে আসামীরা ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতঃ একযোগে হবিব ও মল্লিককে আক্রমণ করে এবং প্রথম আসামীর ছুরিকাঘাতে আহত অবস্থায় হবিব ও মল্লিককে ক্যাম্পবেল হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে দুইজনেই মারা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ৪ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৪ঠা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২০শে আগষ্ট ইং ১৯৩২ শনিবার | ১৪৩তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পরমগুরুদেবের সমাধিতে মহামহোৎসব

বিগত ১লা ভাদ্র ১৭ই আগষ্ট (১৯৩২) বুধবার তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সহর-নবদ্বীপ বা কোলদ্বীপে অবস্থিত শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-কুঞ্জে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে বিপুল সমারোহে মহামহোৎসব সমাধা করিয়াছেন। উক্ত মহোৎসবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ শ্রীনামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীপাদ ঈশানদাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বিংশত্যধিক সংখ্যক মঠসেবক উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হন। ভক্তগণ তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনানন্তর গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ড চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যবিলাসে তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর তাঁহাকে প্রচুর সম্মান প্রদান, দীনদুঃখীর প্রতি তাঁহার দয়া ও নিজে আচরণপূর্ব্বক গৃহস্থকে আতিথ্য-সৎকার শিক্ষাপ্রদান, লক্ষ্মীদেবীর গৃহকর্ম্ম—স্বহস্তে রন্ধন ও ঈশ্বর-পূজার সজ্জাদি প্রস্তুত করণ, লক্ষ্মীদেবীর পতি ও শ্বশ্রূসেবা, গৌরাঙ্গের বঙ্গদেশে গমন, পদ্মাতীরে জলকেলী, বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গের বিদ্যাবিলাস, পাপিষ্ঠ ব্রহ্মদৈত্যের আখ্যান, লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব, নানা উপহারসহ গৌরাঙ্গের মাতৃসন্নিধানে আগমন, তপন-মিশ্র নামে অনেক ব্রাহ্মণ গৌরসুন্দরকে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে কলি-কালে নিরন্তর নিরপরাধে নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় প্রায় ২ ঘণ্টা-কাল যাবৎ আবেগভরে এবং সুললিতকণ্ঠে পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে আত্মমঙ্গলভাবের উদয় করাইয়াছিলেন।

পাঠের পর পুনরায় মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ইত্যবসরে একটী বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল; যে সময় ভক্তগণ বিপুল কীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন সেই সময় সমস্ত আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, মেঘগর্জ্জনও শ্রুত হইতে লাগিল, এমনকি সমাধি-স্থানের অনতিদূরে পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, কিন্তু ভক্তগণ যে স্থানে বৃক্ষের নিম্নে অবস্থান করিয়া কীর্ত্তন মহোৎসবে মগ্ন ছিলেন সে-স্থানে আদৌ বৃষ্টিপাত হয় নাই।

উলুবেড়িয়ায় প্রচার

গত ১৯শে শ্রাবণ তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক দ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ উলুবেড়িয়ানিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ উদারচেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে উলুবেড়িয়া গ্রামে কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ তাঁহাদের বাটীতে শুভপদার্পণ করেন। দত্তমহাশয়গণ উক্ত প্রচারক-বৃন্দকে প্রাপ্ত হইয়া পরম যত্নে বহু প্রকারে তাঁহাদিগকে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করেন। এই আদর্শচরিত্র গৃহস্থ ভ্রাতৃদ্বয় বহু দিন হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে বহু প্রকারে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদের বৈষ্ণবসেবায় চিত্তবৃত্তি ও শ্রদ্ধা আমরা একই ভাবে দেখিতেছি।

পরমভাগবত নামপ্রচারিণী সভার সভ্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের সেবাপ্রবৃত্তির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রবাবু একজন ব্যবহারজীবী গণ্যমান্য ব্যক্তি; বহু দিন যাবৎ গৌড়ীয়মঠের প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিলেও এবার তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন।

নিমন্ত্রণ পত্র

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

মহাশয়, এইবার এতদঞ্চলের ভক্তগণের আগ্রহে বিজনী ভাটীপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব-কার্য্য সম্পাদিত হইবে। অনুগ্রহ করিয়া এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের সেবা-উৎসাহ বর্দ্ধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

গোয়ালপাড়া
তাং ৩রা ভাদ্র ১৩৩৯

নিবেদক—
শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী
গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম-রক্ষক।

কার্য্য-বিবরণী

৭ই ভাদ্র, মঙ্গলবার গোধূলি—অধিবাস কীর্ত্তন; ৮ই ভাদ্র বুধবার উষা—মঙ্গলারতি, কীর্ত্তন; দ্বিপ্রহরে—ভোগারতি, ভাগবতপাঠ, কীর্ত্তন; অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময়—নগরসংকীর্ত্তন, পরে সন্ধ্যারতি; রাত্রি—পূজা, আরতি, কীর্ত্তন, বক্তৃতা; ৯ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার উষা—মঙ্গলারতি; দ্বিপ্রহরে—ভোগারতি, ভাগবত পাঠ; অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়—কীর্ত্তন; গোধূলি—সন্ধ্যারতি, কীর্ত্তন, বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪র্থ হৃষীকেশ অব্দ ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

রিপু দমনের উপায় ও বৈষ্ণবসেবার আবশ্যকতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪২ সংখ্যার পর)

কেহ ঐ প্রকার বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক যাহাতে নিরয়গামী না হন তজ্জন্যই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কে বা" "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে আর সব মরে অকারণ।" শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত যোগযুক্ত না থাকিয়া, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালন না করিয়া নিজের খেয়ালমত বিচরণ করা গুরুভক্তির লক্ষণ নহে। এরূপ আচরণ যিনি করেন, বুঝিতে হইবে তিনি কেবল মুখে বলিলেও কার্য্যতঃ অশোক অভয়ামৃত কোটীচন্দ্রসুশীতল গুরুপাদপদ্ম পরিত্যাগরূপ দুর্দ্দৈবকে বরণ করিয়া একলব্যকেই গুরুর আসনে বসাইবার ধৃষ্টতা করিয়াছেন।

তাঁহাদের বোঝা উচিত ফল্গুবৈরাগ্য কখনও শুদ্ধভক্তি হইতে পারে না আবার সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল-হৃদয় ব্যক্তির জীবের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা বা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা কখনও কর্ম্ম নয়, তাহাই উত্তমা ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতের "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং.........ভক্তিরুত্তমা" শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

আরও বুঝিবার কথা—নামাপরাধ ও নাম এক নহে, সাধুগুরুপ্রদত্ত প্রসাদ বা মহামহাপ্রসাদ ও কললওয়ালা প্রভৃতির দেওয়া ভাত ডাল এক নহে। ভাত ডাল খাইলে ইন্দ্রিয়গুলি প্রবল হয় কিন্তু "প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়"। ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষ এই তিনটী সাধনের বল এই তিনটীর সেবা দ্বারাই কৃষ্ণপ্রেমা হয়; ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের কথা। এই তিনটী কললওয়ালার দোকানে বা আশ্রমে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সকল সুদুর্লভ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যহারাব্যক্তি অকালেই সুপক্বফল প্রাপ্তির আশায় এক নিঃশ্বাসে কললওয়ালার দোকানে গিয়া অপক্বফল পরিত্যক্ত ফলকেই পক্ববিচারে খাইয়া বঞ্চিত হইবেন মাত্র।

যদি বৈষ্ণবসেবাকে কর্ম্মবুদ্ধিতে পরিত্যাগ করিয়া কোন গুহা বা কললওয়ালার নির্জ্জন(?) কুটীরে (যেখানে বৈষ্ণবগণ, সেই-স্থান বৃন্দাবন বা নির্জ্জন স্থান) অবস্থান পূর্ব্বক মালিকায় গুটীসমূহের চিক্কণতা বৃদ্ধি করিলেই রিপুদমন ও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইত তাহা হইলে অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরির নিম্নলিখিতরূপে বৈষ্ণবসেবা করিবার আদর্শ দেখাইবার আবশ্যক হইত না এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিম্নলিখিত উপদেশ করিতেন না।

> তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
> দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
> তোমা সেবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
> এত বলি কারু পায়ে ধরে সেই ঠাঁই॥
> নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে॥
> ধুতিবস্ত্র তুলি কারু দেন ত আপনে॥
> কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহার দেন করে।
> সাজি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥
> সকল বৈষ্ণবগণ হায় হায় করে।
> কি কর কি কর তবু করে বিশ্বম্ভরে॥
> এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
> আপন দাসের হয় আপনি কিঙ্কর॥
> কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
> সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
> সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
> বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
> সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।
> সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥
> ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
> ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
>
> (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় অধ্যায়)

গুহাবাসী কিম্বা গড্ডলিকা-লোম-ব্যবসায়ীর আশ্রমবাসী অথবা স্বতন্ত্র নির্জ্জন-ভজন-কুটীর (?) নির্ম্মাতাগণের পক্ষে কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বোক্ত আদর্শ অনুসরণীয় নহে? ইহা তাঁহারা বিচার করিবেন কি? শ্রীমদ্ভাগবতের "রহূগণৈতত্তপসা......বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্", "নৈষাং মতিঃ ...মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ" প্রভৃতি শ্লোক কিম্বা চৈতন্যচন্দ্রামৃতের 'আচার্য্য ধর্ম্মং...... বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদ-সেবাং বেদাদিদুষ্প্রাপ্য পদং বিদন্তি" শ্লোক কি তাঁহাদের বিচার্য্য নহে?

সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য মিলাইয়া নিরপেক্ষ বিচার করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শ সকলেরই অনুসরণীয়। ইহার বিরুদ্ধে কোন শাস্ত্রযুক্তি বা মহাজনের আদর্শ পাইবেন না। তবে দুর্দ্দৈববশতঃ কেহ যদি সিদ্ধান্তে অলস হন তবে, তাঁহার বিচার গড্ডলিকার ন্যায় জানিতে হইবে এবং তিনি অন্যদের ন্যায়ই বঞ্চিত বা আত্মঘাতী

আলো ও ছায়া

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন দাস অধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

পারমার্থিকের সদসদের বিচার হইতে ব্যবহারিকের তথা জাগতিক সদসদের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। পারমার্থিকগণ বলেন ভক্ত, ভাগবত ও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়ই একমাত্র নিত্য-সত্য-সনাতন; সুতরাং সদ্বস্তু, আর সমুদয়ই অসৎ। কিন্তু নীতিবাদিগণের আদর্শ অনিত্য, ইন্দ্রিয়তর্পণশীল জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা শিক্ষা দেন—'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।'

বিশ্ব-মানব-সমাজ আজ আত্মসুখ-পরায়ণ। নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়বিলাসই এখন জীবনের একমাত্র অভিলাষ। স্বৈরাচার যে মরণের দ্বার প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে, সে কথা আমাদের স্মরণ নাই। ভগবদ্-ভজনরূপ মানবজীবনের চরম ও পরম কর্ত্তব্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সৎশিক্ষা আমাদের অপ্রীতিপ্রদ, তাই ভাগবত-ধর্ম্মের অপ্রিয় সত্যবাদিতা এখন গণনীতি-সম্মত নহে।

কালের প্রভাব অপ্রতিহত। কলির বৈশিষ্ট্য—ধর্ম্মের অভাব অপেক্ষা ছলধর্ম্মের প্রভাবে অধিক পরিস্ফুট। প্রকৃতই ধর্ম্ম এখন অধর্ম্মের আবরণে আচ্ছাদিত; তাই স্বেচ্ছাচারিতাময় অনাচারই জনসমাজে ধর্ম্মরূপে প্রচলিত হইতেছে। ইহ কলির ছলনা। "রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।" রাক্ষসগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সমাজশিরোমণি ব্রাহ্মণের অবস্থা ত এই! 'শিরে টৈকলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধবে তাগা?' মায়িক নিসর্গের প্রভাবে কলিহত বদ্ধমানবের ভোগপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল ভোগজীবনের সার্থকতা হয় দুইভাবে - স্বৈরভুক্তি আর বৈধভুক্তির প্রয়াসে। স্বৈরভুক্তি আপাতমধুর, পরিণাম বিষময়—আর বৈধভুক্তি পাপপুণ্যাত্মক সুখদুঃখময়। কর্ম্মমীমাংসকের "অপূর্ব্বের" অপূর্ণতা শোকদুঃখের অবশ্যম্ভাবী আবিলতায় পঙ্কিল হইয়া উঠে। তখন ছলনাময়ী ত্যাগবুদ্ধি উদ্দীপ্ত হয়। আত্মসেবা জনসেবায় রূপান্তরিত হইবেন। বরং কোন কোন গড্ডলিকার ঘটনাক্রমে ভক্তমুখী সুকৃতি সঞ্চয়ের আশা আছে, যদি তাহার লোমজাত কম্বল শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবায় লাগে, কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়া অন্যত্র অবস্থান করেন, তাঁহাদের ভাগ্যোদয়ের আশা খুব কম। তাই বলি সাধু সাবধান!

গৌরনিত্যানন্দ-মহিমা

(শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রেরিত)

অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রাপঞ্চিক-নেত্রে অভিন্নগর্ভজাত না হইলেও তাঁহাদের অচিন্ত্য লীলাবৈচিত্র্যে তাঁহারা পরস্পরে ভ্রাতৃভাবাপন্ন। তাঁহারা উভয়েই বিষ্ণু-পরতত্ত্ব,মূর্ত্তিভেদে বিষয় গুরু-সত্ত্বে প্রকটিত, লীলারসাস্বাদনহেতু সেব্যসেবকভাবে ভ্রাতৃ-ভাবাপন্ন। তাঁহারা শুদ্ধ-সত্ত্বময় ও মায়িক-গুণত্রয় অস্পর্শ্য। অনাদিনিধন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ জীবের পরমমঙ্গলপ্রদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া জীবের প্রতি অপার্থিব বৈকুণ্ঠ-করুণা প্রকাশ করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত শুদ্ধ-সত্ত্বতনু শ্রীগৌরহরিতে মায়িকগুণত্রয়ের স্পর্শ সম্ভাবনা নাই। তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তি-বৈচিত্র্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণরূপে অবস্থিত এবং অনন্তাচিন্ত্য-লীলাবিলাসী। তাঁহার সেবাকাঙ্ক্ষী তাঁহার শুদ্ধ বল লাভ করিয়া মায়া জয় করেন এবং তাঁহার পদ-সেবা লাভে সমর্থ হন। মায়িক রজস্তমো-গুণাত্মক পাশবিক বলের অবকাশ তাঁহাতে নাই। তাঁহার রূপ অতীন্দ্রিয়, তথাপি অতীন্দ্রিয়-লক্ষদর্শন, অতীন্দ্রিয়দর্শিগণ সাধকের মঙ্গলের জন্য জাগতিক সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তুসমূহের দ্বারা তাঁহার রূপ বর্ণন করিয়াছেন। কনকের সহিত তাঁহার অপ্রাকৃত বর্ণের এবং কমল-দলের সহিত তাঁহার অপ্রাকৃত নয়নযুগলের তুলনা করা হইয়াছে। সাধনের প্রপঞ্চাবস্থায় ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে উহার স্বরূপোপলব্ধি হয়। অপ্রাকৃত মহাপুরুষ-লক্ষণে শ্রীগৌরহরি আজানুলম্বিতভুজ এবং অনন্ত বিলাসবৈচিত্র্যের অন্তমে তিনি ষড়্ভুজ। শ্রীগৌরহরি স্বয়ং সেব্যতত্ত্ব হইয়াও স্বীয় সেবা-রসাস্বাদন ও জীবের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য স্বভক্তি-রসাবিষ্ট হইয়া অভিন্ন কৃষ্ণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর নৃত্য-বিলাসী। শ্রীগৌরহরির জয়গান করতঃ আমরা মায়াশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিত্যকাল তাঁহার শ্রীচরণপাদপদ্মের যোগ্যতা লাভে প্রয়াসী হই।

হয়। বিশ্বজনমত আজ এই জনসেবার পক্ষপাতী। তাই জনসেবাই বর্ত্তমান জগতের গণধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

সাত্বতশাস্ত্র বলেন, ত্যাগের আত্মতৃপ্তিতা ভোগবৃত্তিরই প্রচ্ছন্ন পরিচয়মাত্র। গণসেবা ভগবৎ-সেবা নহে। ভগবানের প্রীতিকর সেবা ভিন্ন মানবজীবনের চরম মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী কর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ||৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি কর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ||৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা ; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যলীলাও প্রকাশিত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আদিলীলা ও মধ্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অন্ত্যলীলাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম ভিক্ষা এখনও ৫৲ টাকা, গ্রাহকগণ সত্বর হউন ; বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লক্ষণ অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি কর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মকপোল-বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা, ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশ কর্ত্তব্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়কাঠিন্য শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২||৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রামমোহনের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন কাব্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধুর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-স্থ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। নামমাত্র লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ／১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ／০ আনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তিব্রজচাপ্য ভাক্তকৃত্য এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তাহারা সাধারণ নির্বাচক সম্প্রদায়ে ভোট দিবেন। এই সকল শ্রেণী কেবল এই উপায়ে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে পর্য্যাপ্তসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইতে সমর্থ হইবেন না বলিয়া, তাঁহাদের জন্য তাঁহাদিগের সংখ্যানুযায়ী কতকগুলি বিশেষ পদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। বিশেষ নির্বাচক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্বাচনের দ্বারা এই সকল পদ পূর্ণ করা হইবে, এবং ভোটদানের যোগ্যতাবিশিষ্ট কেবল "অবনত শ্রেণী সমূহের" লোকেরাই এই নির্বাচনে ভোট দিতে অধিকারী হইবেন। পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী এইরূপ কোন বিশেষ নির্বাচক সম্প্রদায়ে যে ব্যক্তি ভোট দেন তিনি সাধারণ নির্বাচক সম্প্রদায়ে ভোট দিতেও অধিকারী হইবেন। অভিপ্রায় এই যে, যে সকল বিশেষ বিশেষ স্থানে অবনত শ্রেণীসমূহের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই সকল স্থান বাছিয়া লইয়া এইরূপ নির্বাচক সম্প্রদায় গঠন করা হইবে, এবং মাদ্রাজ ভিন্ন অন্য কোথাও ঐগুলি প্রদেশের সমস্ত এলাকা ব্যাপী হইবে না।

সম্ভব মনে হয় যে, বঙ্গদেশে সাধারণ নির্বাচক সম্প্রদায়ের কোন কোন মণ্ডলীতে অবনতশ্রেণীর ভোটদাতারাই সংখ্যায় অধিক হইবেন। কাজেই আরও অনুসন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত, ঐ প্রদেশে অবনতশ্রেণীর বিশেষ নির্বাচক সম্প্রদায় হইতে কত জন সভ্য নির্বাচিত হইবে তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় অন্ততঃ দশটি সভ্যপদ অবনতশ্রেণীর লোকেরা পাইবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা অভিপ্রেত।

প্রত্যেক প্রদেশে, কাহারা (ভোট দিবার যোগ্যতাবিশিষ্ট হইলে) অবনত শ্রেণীর বিশেষ নির্বাচক সম্প্রদায় হইতে ভোট দিতে পারিবেন তাহার সঠিক সংজ্ঞা এখনও চূড়ান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ভোটাধিকার কমিটীর রিপোর্টে যে সকল সাধারণ মূলনীতির কথা বলা হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়াই উহা করা হইবে। কিন্তু উত্তর ভারতের কোন কোন প্রদেশে উহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইতে পারে, কারণ ঐ সকল প্রদেশে অস্পৃশ্যতারূপ সাধারণ লক্ষণ দ্বারা বিচার করিলে কোন কোন প্রদেশের অবস্থাবিশেষে কোন কোন দিক দিয়া অনুপযোগী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হওয়া সম্ভব।

মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, অবনত শ্রেণীর এইরূপ বিশেষ নির্বাচক সম্প্রদায়গুলি একটা নির্দ্দিষ্ট কালের পরে আর আবশ্যক হইবে না। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, ঐ সম্প্রদায়গুলি [illegible] স্থাপিত নির্বাচন সম্বন্ধীয় সাধারণ ব্যবস্থার সাধারণ ক্ষমতাবলে পূর্ব্বেই রহিত না হইয়া থাকিলে, বিশ বৎসর পরে ঐগুলি রহিত করিবার বিধান শাসনতন্ত্রের মধ্যেই থাকিবে।

১০। ভারতীয় খৃষ্টানগণের জন্য দেওয়া সভ্যপদগুলির নির্বাচন পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচনমণ্ডলীর ভোটদাতাগণের ভোটের দ্বারা করা হইবে। ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, বোধ হয় মাদ্রাজ ছাড়া অন্য প্রদেশের সমগ্র এলাকা লইয়া ভারতীয় খৃষ্টান নির্বাচক সম্প্রদায় গঠন করিবার পক্ষে কার্য্যতঃ অসুবিধা উপস্থিত হইবে। এই কারণে প্রদেশের এক বা একাধিক এলাকা বাছিয়া লইয়া ভারতীয় খৃষ্টানগণের বিশেষ বিশেষ নির্বাচক সম্প্রদায় গঠন করিতে হইবে। এই সকল এলাকার ভারতীয় খৃষ্টানগণ সাধারণ নির্বাচকসম্প্রদায়ে ভোট দিবেন না। এই সকল এলাকার বাহিরের ভারতীয় খৃষ্টানগণ সাধারণ নির্বাচক সম্প্রদায়ে ভোট দিবেন। বিহার এবং উড়িষ্যার বহু সংখ্যক আদিম অধিবাসী ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। সেখানে বিশেষ বন্দোবস্ত করা দরকার হইতে পারে।

১১। এংলো-ইণ্ডিয়ানগণের জন্য দেওয়া সভ্যপদগুলির নির্বাচন পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচনমণ্ডলীর ভোটদাতাগণের ভোটের দ্বারা করা হইবে। কার্য্যতঃ কোন অসুবিধা হইবে কি না তাহা অনুসন্ধান করা হইতেছে; এই অনুসন্ধান সাপেক্ষে স্থির হইয়াছে যে, এংলো-ইণ্ডিয়ান নির্বাচক সম্প্রদায় প্রত্যেক প্রদেশের সমগ্র এলাকা লইয়া গঠিত হইবে, এবং এই জন্য ডাকযোগে ব্যালটের প্রথা অবলম্বন করা হইবে; কিন্তু এখনও কোন চূড়ান্ত মীমাংসা করা হয় নাই।

১২। অনগ্রসর এলাকার প্রতিনিধিগণের জন্য প্রদত্ত সভ্যপদগুলি কি ভাবে পূর্ণ করা হইবে, সে সম্বন্ধে এখনও অনুসন্ধান করা হইতেছে। এই সকল এলাকার শাসনতন্ত্র বিষয়ক ব্যবস্থা সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপে প্রদত্ত সভ্যপদের সংখ্যা সাময়িক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

১৩। নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যাহাতে অন্ততঃ অল্প সংখ্যকও স্ত্রীসভ্য থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা করাকে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁহারা মনে করেন প্রথমটাতে কয়েকটি পদ স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে, এক সম্প্রদায় হইতে অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় স্ত্রীলোক নির্বাচিত না হয়, ইহাও দেখা প্রয়োজন। কাজেই এরূপ প্রণালী বাঞ্ছনীয় যে, উপরোক্ত আশঙ্কাও না থাকে এবং নির্বাচন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহার সঙ্গেও উহার সঙ্গতি থাকে। এইহেতু স্ত্রীসভ্যের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেকটি পদের জন্য নির্বাচনমণ্ডলী এক সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া তাঁহারা আর অন্য উপায় দেখিতে পান না।

অতএব স্ত্রীসভ্যগণের জন্য বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট পদগুলি [illegible] বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্টভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিশেষ নির্বাচক সম্প্রদায়ে ঠিক কি প্রকার নির্বাচন-প্রণালী অবলম্বন করা হইবে তাহা এখনও বিবেচনাধীন।

১৪। "শ্রমিকগণের" জন্য যে সকল সভ্যপদ দেওয়া হইয়াছে তাহা অসাম্প্রদায়িক নির্বাচনমণ্ডলী হইতে পূর্ণ করা হইবে। নির্বাচন-ব্যবস্থা এখনও স্থির করা হয় নাই, সম্ভবতঃ অধিকাংশ প্রদেশেই শ্রমিক নির্বাচকমণ্ডলী কতকটা ট্রেড ইউনিয়ন এবং কতকটা ভোটাধিকার কমিটীর প্রস্তাবানুযায়ী বিশেষ নির্বাচক সম্প্রদায় লইয়া গঠিত হইবে।

১৫। বাণিজ্য, শ্রম, শিল্প, মাইনিং (কয়লার খাদ ইত্যাদি) এবং প্লাণ্টিংএর (চা বাগানাদির) জন্য বিশেষভাবে প্রদত্ত সভ্যপদগুলি চেম্বার অব কমার্স এবং বিভিন্ন সমিতি কর্ত্তৃক নির্বাচনের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। এই সকল পদের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিতে হইবে।

১৬। ভূম্যধিকারিগণের জন্য বিশেষভাবে প্রদত্ত পদগুলি ভূম্যধিকারিগণের বিশেষ নির্বাচক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্বাচনের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে।

১৭। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় সভ্যপদগুলির জন্য কি প্রণালীতে নির্বাচন হইবে, তাহা এখনও বিবেচনাধীন।

১৮। মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রতিনিধি সংক্রান্ত এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া বহু খুঁটিনাটি ব্যাপারে হাত না দিয়া পারেন নাই। কিন্তু এখনও নির্বাচকমণ্ডলীগুলি স্থির করা বাকী আছে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, যত শীঘ্র সম্ভব ভারতবর্ষে এই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

ইহা সম্ভব যে, সভ্যপদের যে সকল সংখ্যা এখন দেওয়া হইল, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন করিলে, নির্বাচকমণ্ডলীর সীমানির্দ্দেশ কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, সম্প্রদায়গুলির স্বার্থের বাস্তবিক ক্ষতিবৃদ্ধি না ঘটে এরূপভাবে উক্তরূপ সামান্য পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট হাতে রাখিলেন কিন্তু বঙ্গদেশ এবং পাঞ্জাব সম্বন্ধে এইরূপ কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

১৯। শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনার ব্যাপারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় কামরা [illegible] প্রশ্নে [illegible] মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশে দ্বিতীয় কামরা থাকিবে কি থাকিবে না সিদ্ধান্ত করার পূর্ব্বে, অথবা কি ভাবে সেগুলি গঠন করা হইবে তাহার প্রণালী প্রস্তুত করার পূর্ব্বে, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা আবশ্যক।

মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের মত এই যে, প্রদেশে উপরের হাউস (Upper House) এরূপভাবে গঠিত হওয়া উচিত যে, ঐ কারণে, নীচের হাউস (Lower House) গঠনের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে পরস্পর অবস্থা ঘটিবে, তাহার কোন বাস্তবিক তারতম্য না হয়।

২০। মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়তন ও সংগঠন বিষয়ক প্রশ্ন আলোচনা করিতে চাহেন না, কারণ উহা করিতে গেলে অন্যান্য প্রশ্ন ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ক প্রশ্নও আসিয়া পড়ে, অথচ এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা আবশ্যক। কেন্দ্রীয় সভার সংগঠন [illegible] বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইলে [illegible] সম্প্রদায়কর্ত্তৃক পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি পাইবার দাবী সম্বন্ধে তাঁহারা অবশ্যই মনোযোগ বিবেচনা করিবেন।

২১। মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন যে, আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্তোষজনক উপায় উদ্ভাবিত হইলে সিন্ধু দেশকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গঠিত করিতে হইবে। সংযুক্ত রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে এ বিষয়ে আর্থিক সমস্যাগুলির আলোচনা এখনও করা হয় নাই, এই জন্য মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছেন যে, এখনকার অবস্থায় খাস বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং সিন্ধু দেশের পৃথক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-সংখ্যাও দিয়া দেওয়া ভাল।

২২। বিহার এবং উড়িষ্যার জন্য যে সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহা বর্ত্তমান প্রদেশের জন্য। উড়িষ্যাকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করিবার প্রশ্ন সম্বন্ধে এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে।

২৩। বেরার সমেত মধ্যপ্রদেশের জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার অর্থ ইহা নহে যে, রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে বেরারের ভবিষ্যৎ অবস্থা কি হইবে তাহার সম্বন্ধে এখন কোন সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

লণ্ডন, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩২।

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ৩/
প্রতি কলাম ৬/
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিঙ্গিল কলাম ২/
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ১০/
ষাণ্মাসিক ৫/
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১/
নগদ
সংখ্যা ।৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই ভাদ্র সোমবার ১৩৩৯, ২২শে আগষ্ট ১৯৩২

নানা কথা

জেলে মিঃ সুভাষচন্দ্র

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, লেপ্টনান্ট কর্ণেল মিঃ স্মিরাজি এবং ডাঃ [illegible] স্বামী মুদলিয়ার শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে পরীক্ষা করেন এবং তাঁহারা শ্রীযুত বসুর রোগ টিউবার-কিউলোসিস্" বা ক্ষয়রোগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ভন পিরকেটের উদ্ভাবিত উপায়ে রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষা এবং অন্যান্ত ডাক্তারী পরীক্ষার ফলে ডাক্তারগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুত বসুর অবস্থা দিন দিন ক্রমেই খারাপ হইতেছে বলিয়া ধারণা। এ পর্য্যন্ত যে সকল বিশেষজ্ঞগণ শ্রীযুত বসুকে পরীক্ষা করিয়াছেন, প্রকাশ, তাঁহারা সকলেই স্বাস্থ্যাবাসে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সুপারিশ করিয়াছেন।

ধনী মহাজনকে হত্যা

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, খাতড়া পুলিস ধনী মহাজন অধরচন্দ্র দাঁয়ের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য এখানে পাঠাইয়াছে। প্রকাশ, অধর বাবু খাতড়ায় কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহার জামাতার সহিত যখন বাটী ফিরিতেছিলেন, সেই সময় কতিপয় গুণ্ডা তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করে। তাহারা ধারাল অস্ত্র দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গুরুতর জখম করে। ফলে তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। প্রকাশ, অধর বাবুর জামাতাও সামান্য আহত হন। এখনও কেহ গ্রেপ্তার হন নাই।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব-উপলক্ষে

বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যবর্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ

স্বয়ং

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে

(১) আগামী ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট রবিবার "শ্রীভগবানের সহিত জীবের এবং জগতের সহিত জীবের ও ভগবানের সম্বন্ধ বিষয়ে, (২) ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবার মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় এবং তাহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়" বিষয়ে এবং (৩) ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার বেদান্ত পরিচয় বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন।

প্রত্যেক বক্তৃতার সময়—অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা.

সর্ব্বসাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়

ঢাকায় [illegible]

ঢাকা [illegible] হইতে প্রকাশ, সংপ্রতি সহরে থানার নিকট এক বিষম দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় দলে [illegible] দাঙ্গা ব[illegible] ও অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। [illegible] মুসলমান বালককে একদল পাঠান অশ্লীল ঠাট্টা করে। বালক পলাইয়া যায়। অল্প পরেই একদল মুসলমান যুবক তথায় আসে। অতঃপর উভয় দলে সংঘর্ষ ঘটে। ইহাতে ৩জন মুসলমান গুরুতর জখম হয়। এক জনের হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক ব্যক্তির অঙ্গে গভীর ক্ষত হইয়াছে, অন্য একজনও বিশেষ জখম হইয়াছে।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত

সিমলা হইতে প্রকাশ, বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপের ফলে বাঙ্গালার যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙ্গালা সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছেন। অর্ডিনান্স জারী প্রভৃতি বিশেষ ব্যবস্থা সত্ত্বেও রাজকর্ম্মচারীদের হত্যা বন্ধ হয় নাই। রাজনৈতিক ডাকাতি, ডাক লুঠ, অস্ত্রশস্ত্র চুরি এখনও চলিতেছে।

ভারত সরকার বাঙ্গালা সরকারের সহিত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, বাঙ্গালা প্রদেশের সৈন্য সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি বৃটিশ পদাতিক ব্যাটালিয়ন ব্যতীত তিনটি সমগ্র পদাতিক ব্রিগেড অর্থাৎ ৬ ব্যাটালিয়ন ভারতীয় পদাতিক ও ১ ব্যাটালিয়ন বৃটিশ পদাতিক আগামী শীতঋতুর প্রারম্ভে বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিবে। যতদিন তাহাদের তথায় থাকা আবশ্যক বিবেচিত হইবে, ততদিন তাহারা তথায় থাকিবে।

ফরাসী বিমানপোত ধ্বংসে মৃত্যু

বিসার্টা হইতে প্রকাশ, একখানা ফরাসী বিমানপোত কুচকাওয়াজ করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ উহাতে আগুন ধরিয়া যায়। ফলে পোতখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহার ভিতর চারিজন লোক ছিল তাহারাও পুড়িয়া দগ্ধ হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান শিবির	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান শিবির
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অকাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ. যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৩ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল্, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, সি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলমচণ্ডীসাহি, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীঈশ্বর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীসুবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) [illegible]

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণগড়ার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বস্বানন্দ ব্রহ্মচারী।

(২৫) [illegible]

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদ[illegible] জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুসুমকুণ্ডা, চিয়কুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসনাতন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুর, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বাবাজী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৬ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২২শে আগষ্ট ইং ১৯৩২ সোমবার | ১৪৪তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে জন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে আগামী ২৪শে আগষ্ট বুধবার ও ২৫শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে সন্ধ্যা আরাত্রিকের পরে ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইবে। বক্তাগণের নাম ও বক্তৃতার বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২৪শে আগষ্ট বুধবার—শ্রীজন্মাষ্টমী।

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

বক্তা—শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য।

২৫শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার—শ্রীনন্দোৎসব।

বিষয়—শ্রীনন্দমহারাজ

বক্তা—শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী।

দিল্লীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব

গত ১৩।৮।৩২ তারিখে দিল্লীগৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস দিল্লীনগরীর বিভিন্ন স্থান হইতে হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী এবং বাঙ্গালী প্রভৃতি বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা নিউদিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সায়ংকালে সমাগত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন।

নিমন্ত্রণ পত্র

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

মহাশয়, এইবার এতদঞ্চলের ভক্তগণের আগ্রহে বিজনী ভাটীপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব-কার্য্য সম্পাদিত হইবে। অনুগ্রহ করিয়া এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের সেবা-উৎসাহ বর্দ্ধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

গোয়ালপাড়া
তাং ৩রা ভাদ্র ১৩৩৯

নিবেদক—
শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী
গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম-রক্ষক।

কার্য্য-বিবরণী

৭ই ভাদ্র, মঙ্গলবার গোধূলি অধিবাস কীর্ত্তন; ৮ই ভাদ্র বুধবার উষা—মঙ্গলারতি, কীর্ত্তন; দ্বিপ্রহরে—ভোগারতি, ভাগবতপাঠ, কীর্ত্তন; অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়—নগরসংকীর্ত্তন, পরে সন্ধ্যারতি; রাত্রি—পূজা, আরাত্রিক, কীর্ত্তন, বক্তৃতা; ৯ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার উষা—মঙ্গলারতি; দ্বিপ্রহরে—ভোগারতি, ভাগবত পাঠ; অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়—কীর্ত্তন; গোধূলি—সন্ধ্যারতি, কীর্ত্তন, বক্তৃতা।

তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও শৃঙ্গারাদি রূপমাধুরী অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিয়া অপার্থিব আনন্দ অনুভব করেন। অতঃপর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় আরতি দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

মঠসেবক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবিবেক প্রভুজী শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-লীলা সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীজীর মুখে শ্রৌত-সিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি যে প্রাকৃত মন-নয়নের গোচরীভূত নহে তাহা বিশেষ উপলব্ধি করেন। কীর্ত্তনান্তে শতাধিক লোককে ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ দেওয়া হয়।

ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কুলশেখরজী শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার আরাত্রিকাদি সুষ্ঠুভাবে সমাপন করিয়া সকলের প্রীতি উৎপাদন করেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীবলদেবাবির্ভাবোৎসব

গত ৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখামঠ প্রয়াগনামস্থ শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠাধ্যক্ষ প্রভু বলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক লীলাবিবরণী প্রায় ১৷৹ দেড় ঘণ্টা যাবৎ পাঠ করেন। স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চতত্ত্ব, গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে উৎসবকার্য্য সমাধা হয়। উৎসবান্তে উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে উৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে ঝুলনোৎসব

বিগত ২৭শে শ্রাবণ শুক্রবার একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবোপলক্ষে শ্রীবিগ্রহ অতিশয় সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিলেন। উৎসবোপলক্ষে বিভিন্ন সময় পঞ্চতত্ত্ব, গুর্ব্বষ্টক, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, এম-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ এবং সুবর্দ্ধি বিধান করিয়াছেন। উৎসবোপলক্ষে শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকে মহাপ্রসাদ সম্মানের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ষ্ঠ হৃষীকেশ [illegible] ৪৪৬

ছিদ্রানুসন্ধিৎসা আসে কেন?

সৎ-অসৎ, মূর্খ-পণ্ডিত, দোষ-গুণ, পরহিতৈষণা-পরাহিতৈষণা, গুণানুসন্ধিৎসা ও ছিদ্রানুসন্ধিৎসা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কৃষ্ণ ও মায়া, সেবা এবং কপটতা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বস্তুগুলি নিত্যকাল আছে বা থাকবে। নিজ নিজ স্বভাবানুসারে নিজেদের কার্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা দৈব ও অসুর ভেদে জীবগণ স্বরূপগত পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ভোগী অনুক্ষণ ভোগের এবং নিষ্কপট ভগবৎ-সেবক বৈষ্ণবগণ সেবার পরাকাষ্ঠা নিত্যকালই প্রদর্শন করেন। অন্ধকারাগমে আলোকের বা আলোকাগমে অন্ধকারের অভাব যেমন স্বতঃসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ, ভোগের ভূমিকায় সেবা বা সেবার ভূমিকায় ভোগের অস্তিত্বও তদ্রূপ সম্পূর্ণ অসম্ভব। যিনি ভোগী বা নির্গুণ তিনি সেবক বা গুণী নহেন, আবার যিনি সেবক বা গুণী তিনি ভোগী বা নির্গুণ নহেন। সেইরূপ ছিদ্রানুসন্ধিৎসা এবং গুণানুসন্ধিৎসা-বৃত্তিদ্বয়ও সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন।

আমরা 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' বলিয়া একটী প্রবাদ-বাক্য শুনিতে পাই। চোর সকলকেই চোর মনে করে এবং কোন ব্যক্তির অশেষ গুণ থাকিলেও তাহার গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইয়া যে-সব দোষে সে নিজে দোষী সেই দোষাবলী গুণবান ব্যক্তিতেও অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হয়। আর গুণী ব্যক্তি অপরের অশেষ দোষ থাকা সত্ত্বেও তাহাতে উদাসীন থাকিয়া সকলের গুণের প্রশংসাই করিয়া থাকেন। আমাদেরও অবস্থা ঠিক তাহাই। অসংখ্য দোষে দোষী আমরা সর্ব্বক্ষণ লোকের দোষানুসন্ধানই করিয়া থাকি। বর্ত্তমানে এইটী আমাদের স্বভাবগত হইয়া পড়িয়াছে। সাধুতার অভাবে অসাধুতার উদয়ের ন্যায় গুণানুসন্ধানের অভাব হইতেই ছিদ্রানুসন্ধানের বৃত্তির উন্মেষ। মণিময় মন্দিরে পিপীলিকা যেমন ছিদ্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকে তদ্রূপ নিশ্ছিদ্র সাধুতার মধ্যেও খল প্রকৃতির ব্যক্তিগণ দোষই অনুসন্ধান করিয়া থাকে, কখনও গুণের অনুসন্ধান করিতে পারে না।

সেবার আন্তরিকতা যেখানে, সেবানুসন্ধান ব্যতীত অন্য কোন কিছুর আবাহন সেখানে থাকিতে পারে না। আর সেবার অভাব বা ভোগের পিপাসা যেখানে, সেখানেই ছিদ্রানুসন্ধান-বৃত্তির অভ্যুদয় বা প্রাবল্য। সেবানুসন্ধান ও ছিদ্রানুসন্ধান এ দুটী সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার; একটী আমাদিগকে নিত্য মঙ্গলের পথে—বৈকুণ্ঠের পথে লইয়া যায়, অপরটী আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে—মৃত্যুর পথে লইয়া যায়, নরকগামী করায়।

মায়ার কার্য্যই হইতেছে—ছিদ্রানুসন্ধান। যে মুহূর্ত্তে আমরা কৃষ্ণসেবায় উদাসীন হই, সেই মুহূর্ত্তেই মায়াদেবী আমাদের ছিদ্র পাইয়া অমনি সেখানে প্রবেশ করত সেবাবিমুখ জীবহৃদয়ে স্বারাজ্য বিস্তারপূর্ব্বক জীবের সদ্বৃত্তিগুলিকে অর্থাৎ ক্ষীণা সেবোন্মুখতাকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। কাজেকাজেই জীব মায়াজালে—ভোগে পতিত হইয়া সকলেরই দোষানুসন্ধানরূপ মায়ার কার্য্য বা দাসত্বে নিজের স্বতন্ত্রতাকে জলাঞ্জলি প্রদান করে। 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম', 'সেবা, সেবক ও সেব্য নিত্য' এই সত্যবাণীতে অন্যমনস্ক হইলেই মানব-মতি ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

অত্যন্ত ভোগবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া পড়িলে বা আমরা বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উদিত হইলেই আমরা শ্রীগুরুদেবের অত্যন্ত প্রিয়তম গৌরভক্তগণের আচরণে ভোগ, ত্যাগ, বিলাসিতা, বা গৃহাসক্তি প্রভৃতি ছিদ্র অন্বেষণ করি। সেই সকল অতিমর্ত্ত্য আদর্শ যে আমাদের অক্ষজ-জ্ঞানের অতীত—অনধিগম্য, তাহা ভুলিয়া যাই। আমরা যাহাদিগের নাগাল পাই না, তাহাদিগকে হস্তামলক মনে করিয়া সাধুসঙ্গ হইতে চ্যুত হওয়া বশতঃ সেই সকল অতিমর্ত্ত্য আদর্শে যে যে কার্য্যগুলি আমার ভোগবুদ্ধির চক্ষে ভোগ বলিয়া প্রতিভাত, তাহা সেই সকল আদর্শে কিরূপে সর্ব্ব উপাদেয়তার সহিত সমন্বিত তাহা অন্ধ আমরা দেখিতে পাই না।

প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখে 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' বা 'দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ' শ্লোকের মর্ম্মার্থ শ্রবণ না করায় আমরা আধ্যক্ষিক জ্ঞানে দুরাচার বলিয়া প্রতীয়মান অতিমর্ত্ত্যগণের—শুদ্ধ সেবক বৈষ্ণবগণের "অন্তরঙ্গত্ব" লক্ষ্য করিতে পারি না। নীল চশমা চক্ষে দিলে যেমন সবই নীল মনে হয়, তদ্রূপ সেবার অভিনয়ে ভোগের চশমা পরিধান করায় জগৎই ভোগী আমরা, কপট আমরা—অসংখ্য ছিদ্রে পরিপূর্ণহৃদয় আমরা সর্ব্বক্ষণই আমাদের নিত্যপূজ্য নিত্য-সেব্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন বৈষ্ণবগণকে ভোগী বা রোগী বলিয়া মনে করিতেছি, এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তু ধারণা করিয়া আমরা বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব, পাপী বা ছিদ্রযুক্ত মনে করিয়া অপরাধকে বরণ করিতেছি মাত্র।

ছিদ্রানুসন্ধিৎসাবৃত্তি হইতে অশেষ অনর্থ ও অশান্তির উদয় হয়। এই দুষ্প্রবৃত্তি, বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধের জননী, অতএব আত্মবিনাশের সেতু। ছিদ্রানুসন্ধানকারী অযথা অপরের দোষানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া কেবল অশান্তিই ভোগ করেন। কিন্তু তিনি যাঁহাদের ছিদ্রানুসন্ধানে রত, সেই নিশ্ছিদ্র বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ সেবাসুখে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। খাত খনন করিয়া জল প্রবেশ করাইবার ন্যায় ছিদ্রানুসন্ধানকারী ব্যক্তি নিজের অশান্তি বা অমঙ্গল নিজেই আনয়ন করেন, ইহাই মায়ার খেলা—বদ্ধ জীবের দুর্ব্বলতা বা নিঃশক্তিকতা।

সেবকাভিমানী যাঁহারা, তাঁহারা কখন কাহারও দোষ অনুসন্ধান করেন না, তবে জীবের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্রই তাঁহারা জীবমঙ্গলের কথা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ার কথা, জীবের অসৎবৃত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া জীবহৃদয় শোধন করেন মাত্র। ভক্তের মূল মন্ত্রই—আত্মমঙ্গল বরণ বা ভগবৎসেবায় নিত্য অধিষ্ঠান। অপরকে বলপূর্ব্বক পাতিত করিয়া নিজে অধিকতর পণ্ডিত হইব, এইরূপ আত্মমঙ্গল-বিনাশের উত্তেজনায় তাঁহারা উত্তেজিত নহেন। এমন কি যাঁহারা আত্মমঙ্গল বরণ করিতেছেন না, স্ব স্ব দুর্দ্দৈবফলে ভজনপথ হইতে পতিত হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়াও তাঁহারা অধিকতর সাবধান হন এবং তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের পাদপদ্ম সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। তাঁহারা ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর ন্যায় পরছিদ্র ভাবিতে ভাবিতে স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিদ্রে পতিত না হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া মায়ার সকল ছিদ্র, সকল বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক গুরু-কৃপা প্রাপ্ত ভক্তিলতা-বীজকে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করেন।

এই সব শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করা সত্ত্বেও যদি আমরা পুনরায় সর্ব্বদোষশূন্য বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণে ধাবিত হই, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে যে গুরুকৃপা-লব্ধ ভক্তিলতাবীজটী উপ্ত হইয়াছিল তাহাও ঐ অপরাধ-হস্তীর ভীষণ দৌরাত্ম্যে চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে।

অতএব আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব সর্ব্বদোষশূন্য গুরুবৈষ্ণবে দোষ দর্শন বা ছিদ্রানুসন্ধান করিবার অপরাধময়ী দুষ্প্রবৃত্তি ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তভাবে দৃঢ়ব্রত হইয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবেন। ছিদ্রানুসন্ধান-বৃত্তি জাগাইয়া দেয় যে দুঃসঙ্গ, প্রজল্প, ভোগ বা গ্রাম্যকথায় আলোচনাদি তাহা হইতে দূরে থাকিয়া সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবেন ইহাই মহাজনবাণী বা শাস্ত্রোপদেশ।

মহাপ্রভুর পুত্র-কলত্র কাহারা?

(শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স ভৃত্যায় স পুত্রায় স কলত্রায় তে নমঃ॥

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীগৌরসুন্দরকে অনাদির আদি নিত্য শাশ্বত-বস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাপঞ্চিক নেত্রে তিনি কালবিশেষোৎপন্ন হইলেও সূরিগণের দর্শনে তিনি ত্রিকাল সত্য—নিত্য তত্ত্ব, তত্তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে 'অজ' শব্দের ব্যবহার থাকিলেও তাঁহার অচিন্ত্য প্রভাবে প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকটিত হওয়ায় তাঁহার অধোক্ষজ লীলামাধুর্য্যের উৎকর্ষ্য বিহিত হইয়াছে। 'জগন্নাথ সুত', 'শচীসুত' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তভাবে অপ্রাকৃত চিন্ময়ী মধুর লীলাবৈচিত্র্যের কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। নিত্যলীলার পরিকর-বৈশিষ্ট্য বিধিমার্গে স্বীয় পরিণীতা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং অনুরাগমার্গে গদাধর (শ্রীমতী বার্ষভানবী), স্বরূপদামোদর (শ্রীললিতা) রায়রামানন্দ (শ্রীবিশাখা) তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি। তাঁহার নিষ্কিঞ্চনগণ তাঁহার সন্ন্যাসের অনুসরণ করায় তাঁহার কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগ-সম্পত্তির অধিকারী সূত্রে 'পুত্র' এবং সেবকসূত্রে সাধারণ ভাবে গৃহস্থ-ভক্তদিগকে 'ভৃত্য' বলা হইয়াছে।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

|| সুবর্ণ সুযোগ ||

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া তব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ভক্ত, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরমার্থের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের-সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৬৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ১ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৶০ ; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৶০৷

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲ ; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিরক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মজাগরণ-যোগিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপ্রয়তা ও সত্যাপ্রয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টি সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবৈশৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রাগবিচ্যুতি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', নিষ্কপটতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন লোকোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (টং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ।০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত বর্দ্ধিত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ৫৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়মণ্ডলের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব স্থানের ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাকৃত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—নাম মাহাত্ম্যের সাধুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞাত বা সংশয় থাকিবে না। এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলামৃত, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক [illegible] দেখিতে পাইবেন। [illegible] চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ দশ আনা মাত্র।

মাদারীপুরে ভীষণ ডাকাতি

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, মাদারীপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, বি, গোস্বামী এক ডাকাতির মামলার শুনানীতে নিযুক্ত আছেন। এই মামলায় এক জন মোল্লা চৌকিদার প্রধান আসামী।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, বিগত ১৫ই মে রাত্রিতে প্রায় ১০।১২ জন লোক রাগেরপাড়ার দীনবন্ধু তালুকদারের বাটীতে দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে। তাহাদের বৈদ্যুতিক টর্চ্চ ও দেশী মশাল ছিল এবং তাহারা রাম দা, দা, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাহাদের মধ্যে ছয় জন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাবী হস্তগত করে, পাটের গাদায় আগুন ধরাইয়া দেয়, বাটির মেজে খনন করে ও বাক্স খুলিয়া টাকা কড়ি যাহা পাইয়াছিল তাহা [illegible] লুট দেয়। তাহারা বাটীর স্ত্রীলোকদিগের শরীর হইতে অলঙ্কার পত্র ও ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঐ লোকদিগের মধ্যে মোল্লা চৌকিদারকে চিনিতে পারা গিয়াছিল।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞা

শ্রীযুত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মধ্যে তাহাদের বাটির নিকটস্থ একটি পথ সম্পর্কে বিরোধ উপস্থিত হয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট "জরুরী কার্য্য" বিবেচনা করিয়া ঐ পথ ক্রোক করেন। শ্রীযুত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য পরে এই মর্ম্মে একটি অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, আসামী একটি প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া উক্ত পথ বন্ধ করিয়া আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ মামলায় আসামী দণ্ডিত হন। বারাকপুরের সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ৩০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী ২৪ পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে আবেদন করেন। উক্ত মামলার শেষ সিদ্ধান্তের জন্য জজ মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার মল্লিক গত বৃহস্পতিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি উক্ত দণ্ড অনুমোদন করিয়াছেন।

লর্ড লোথিয়ানের বক্তৃতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই আগষ্ট ক্যাম্বেডেনের এক সভায় বক্তৃতাকালে লর্ড লোথিয়ান বলেন—"ভারতবর্ষের সহিত বৃটেনের সম্পর্ক তাহাতে বলা যায় যে, পার্লামেন্টের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অধিবেশন আসন্ন।" অতঃপর তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের সহিত সহযোগিতার পথে দুইটি প্রধান অন্তরায় আছে। একটি অন্তরায় [illegible] কল ব্যক্তি যাঁহারা উপস্থিত মিঃ চার্চ্চিলের সমর্থন লাভ করিয়াছেন এবং কিপলিং বর্ণিত ভারতের যে অবস্থা এখন আর নাই, তাহাই চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন। বুয়োর যুদ্ধের সময় যেরূপ মনে করা হইত, ১৯৩২ সালে আর ভারতবর্ষকে তাহা মনে করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মিঃ চার্চ্চ হল এবং তাঁহার বন্ধুদলের কার্য্যনীতি "বিস্ফোরণ"—নীতি।

মধ্য রাত্রিতে মঠে হানা

পাটনা হইতে প্রকাশ, দীনদয়াল ছবে মজঃফরপুর দায়রা জজের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হইয়া ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী পাটনা হাইকোর্টে যে আপীল করিয়াছিল, পাটনা হাইকোর্টে বিচারপতি ম্যাকফার্সন ও বিচারপতি জেমস তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামী অপর দুইজন সঙ্গীর সহিত বোমা ও রিভলভার লইয়া বিগত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে মতিহারী জেলার এক গ্রামে মাথোয়া মঠে হানা দিয়াছিল। আসামী ও তাহার দুইজন সঙ্গী মঠের মোহান্তকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে যে, যদি সে সিন্দুকের চাবি তাহাদিগকে না দেয় তবে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবে। ঐ সিন্দুকে মঠের অর্থ ও অপরাপর মূল্যবান দ্রব্য ছিল। প্রকাশ, তাহারা তথায় একটি বোমা ফেলিয়া শব্দ করিয়াছিল। ঐ শব্দের জন্য বহুসংখ্যক গ্রামবাসী মঠের দিকে আসিতে থাকিলে দুর্বৃত্তগণ পলায়ন করে।

বম্বে এক্সপ্রেসের গতি বন্ধ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই আগষ্ট বম্বে এক্সপ্রেস মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিলে পর সেবাপেত এবং টিরুতুরের মধ্যে হঠাৎ উহার গতি বন্ধ হয়। অতঃপর ৬ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া কংগ্রেসের পত্র বিতরণ করিতে থাকেন। ট্রেণের কনষ্টেবলরা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আরকনাম পুলিসের হাতে সমর্পণ করে। স্বেচ্ছাসেবকগণই বিপদ-জ্ঞাপক শিকল টানিয়া ট্রেণের গতি বন্ধ করিয়াছিলেন।

রেলওয়ে [illegible] দ্বারোদ্ঘাটন

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, বহু সংখ্যক কর্ম্মচারীর সমক্ষে ই, বি, রেলওয়ের এজেণ্ট মিঃ এচ, এ, এম, হ্যানে সৈয়দপুরের ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের বাটীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। ই, বি, রেলওয়ের ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট রায় বাহাদুর বি, আর, সিংএর নামানুসারে এই ইনষ্টিটিউটের নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ষ্টেশনে [illegible] গমনের সুযোগের জন্য মিঃ হ্যানে কর্ম্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ইনষ্টিটিউটের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং তিনি ইনষ্টিটিউটের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশার কথা প্রকাশ করেন।

মাদারীপুরে ডাকাতের উপদ্রব

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, বিগত কয়েকমাস ধরিয়া মাদারীপুরের পূর্ব্ব অঞ্চলে ভীষণ ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গোঁসাইরহাট থানাতেই ডাকাতির সংখ্যা অধিক। বিগত ফেব্রুয়ারী হইতে জুন মাসের মধ্যে গোঁসাইরহাটে ৫টি, ভেদরগঞ্জে ২টি, পালংএ একটি ও নড়িয়া থানায় একটি ডাকাতি হইয়াছে।

ফরিদপুর ও বরিশালের বহু সংখ্যক লোক লইয়া গঠিত একটি বড় বদমায়েসের দলের সম্প্রতি খোঁজ পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ দলের লোকদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মোহরালীর নেতৃত্বাধীনে ঐ দল পরিচালিত হইত। এই সমস্ত ডাকাতির জন্য যে তাহারাই দায়ী তাহা দলের কয়েকজন স্বীকার করিয়াছে। তিনটি বিভিন্ন মামলায় দলের ১৬ জন লোককে ইতোমধ্যে চালান দেওয়া হইয়াছে। অপর ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

তুচ্ছ ব্যাপারে নরহত্যা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, গোঘাট থানার অন্তর্গত কুলকীর হাবুল ওরফে দেবেন করারের সহিত অম্বিকা দাসীর বিবাদ বাধে। ফলে হাবুল অম্বিকাকে হত্যা করে। সে আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

হাওড়া চটকলে ধর্ম্মঘট

গ্যাঞ্জেস, ফোর্ট উইলিয়ামস ও হাওড়া চটকলের শ্রমিকগণ কয়েকদিন হইতে ধর্ম্মঘট করিতেছিল, পাঠকবর্গের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। বৃহস্পতিবার তাহারা বিনা সর্ত্তে কার্য্যে যোগদান করিয়াছে এবং প্রাতঃকাল হইতে কলগুলি চলিতেছে।

[illegible]

চুঁচুড়া হইতে [illegible] ডাকাত ২রা ফেব্রুয়ারী [illegible] ভাটেরহাটি গ্রামের [illegible] গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি করে। [illegible] স্ত্রী পুরুষ সকলকেই প্রহার করিয়া ৬০০০ টাকার সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করে। সেই সম্পর্কে [illegible] ও [illegible] গ্রেপ্তার করা হয়। [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত [illegible], সি, [illegible] কর্ত্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির [illegible] ধারা অনুযায়ী দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

পারিবারিক কলহে একজনের প্রাণনাশ

[illegible] দুইজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোকের মধ্যে পারিবারিক কলহ আরম্ভ হইলে কতিপয় লোক রামরূপ নামক এক ব্যক্তিকে প্রহার করিতে থাকে। প্রকাশ, প্রহারের ফলে রামরূপ মারা গিয়াছে। স্থানীয় পুলিস ঘটনার তদন্ত করিয়া মিলের একজন দ্বারোয়ানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

পাটনা হইতে প্রকাশ, মানভূম সম্বলপুরের জেলা জজ মিসেস এলপাইন আর জর্ডনকে যে ডিক্রী প্রদান করিয়াছিলেন তাহা পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি কোর্ট্নী ও বিচারপতি আগরওয়ালার আদালতে সমর্থিত হইয়াছে।

উক্ত আবেদনকারিণী তাঁহার স্বামী মিঃ পি, সি, জর্ডনের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও পরিত্যাগের সহিত ব্যভিচারের অভিযোগ করিয়া এক মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন।

বিচারপতিগণের আদালতে আবেদনকারিণী ও তাঁহার পুত্র এইরূপ আবেদন করিয়াছেন যে, উক্ত প্রতিবাদী তাঁহার বাটীর পরিচারিকার সহিত অবৈধভাবে লিপ্ত থাকিত। মাতাল অবস্থায়ও তাঁহাকে অপরাপর স্ত্রীলোকদিগের সহিত লিপ্ত থাকিতে মাঝে মাঝে দেখা যাইত। মিঃ জর্ডন যে তাঁহার প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ২৯ হাজার টাকা উঠাইয়া লইয়া হঠাৎ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন ও তিনি যে তাঁহার পত্নী বা পুত্র কন্যাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই, সে অভিযোগও বিচারপতিদিগের আদালতে উত্থাপন করা হইয়াছে। বিচারপতিগণ [illegible] বিবেচনা করিয়া অভিযোগকারিণীর [illegible] "নিসি" ডিক্রী সমর্থন করিয়াছেন।

"শ্রীশ্রীপ্রাণ"
"নবদ্বীপ"।

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

-THE

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২৩শে আগষ্ট ১৯৩১

সস্ত্রীক প্রাণদণ্ডের আদেশ

আদেশ অমান্যে এক বৎসর কারাদণ্ড

হত্যার অপরাধে দ্বীপান্তর

পুরাতন পাপী দণ্ডিত

বাগেরহাটে ডাকাতি

খনি দুর্ঘটনায় জনৈক শ্রমিকের মৃত্যু

যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ড

ঢাকায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ

কিশোরগঞ্জে দাঙ্গার জের

আদালতে গোলযোগ

নানা কথা

সস্ত্রীক প্রাণদণ্ডের আদেশ

সাংহাই হইতে প্রকাশ, চীনদেশে [illegible]বাদ প্রচার করার অভিযোগে পল [illegible] ও তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুদণ্ডে আদিষ্ট [illegible]ছেন। বন্দীদের প্রতি সাধারণ[illegible] প্রদর্শন আইন অনুসারে মৃত্যুদণ্ড [illegible] যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্ত্তিত [illegible]য়াছে।

পল রুয়েন্স ও তাঁহার স্ত্রী সুইজার[illegible] লোক। গত বৎসর জুলাই মাসে [illegible]রা চীনে গ্রেপ্তার হয়েন। ঐ সময় [illegible]তে তাঁহারা বন্দী আছেন। সাংহাইয়ের [illegible] গুপ্ত সাম্যবাদী কেন্দ্রে খানাতল্লাস[illegible]র কালে তাঁহারা ধৃত হইয়াছিলেন।

হত্যার অপরাধে দ্বীপান্তর

শিলচর হইতে প্রকাশ, ইসরাক আলি [illegible] মসেদ্ আলি সজানগর হত্যা সম্পর্কে [illegible]তীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী [illegible]যুক্ত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা [illegible]তেছিল। গত ১৭ই আগষ্ট অতিরিক্ত [illegible] জজ শ্রীযুত পি, সি, রায় ইসরাককে [illegible]সনদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ইস[illegible]র বয়স ১৯ বৎসর, মসেদের বয়স [illegible] বৎসর।

বিবরণে প্রকাশ, একদিন রাত্রে ঐ [illegible] আসামী চৈপী নামে এক ব্যক্তির [illegible] ৫ বার অস্ত্রাঘাত করে। ফলে [illegible]র মৃত্যু হয়। তাহারা তাহার স্ত্রীকেও আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু সে বাঁচিয়া যায়। মামলায় সে একজন চাক্ষুষ সাক্ষী-রূপে দাঁড়াইয়াছিল

হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ

করাচী হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে একটা সামান্য রকমের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে। যথাসময়ে পুলিস আসিয়া পৌঁছিবার ফলে উহা আর বৃদ্ধি পায় নাই। রামবাগ স্কোয়ার মাঠে যে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক পাহারায় ছিল, প্রকাশ, ৩ জন মুসলমান তাহাকে [illegible] করে। স্বেচ্ছাসেবক তাহাতে বিরক্ত হইয়া শঙ্খধ্বনি করে। ফলে তথায় আর ৫ জন হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক তাহার সাহায্যার্থ আসে এবং সেখানে লোকজনও জমিয়া যায়।

অতঃপর উভয় পক্ষে সংঘর্ষ ঘটে। প্রকাশ স্বেচ্ছাসেবকরা লাঠি চালায়। তাহার ফলে মুসলমান ৩ জন জখম হয়। মুসলমান প্রহৃত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া আরও অনেক মুসলমান ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বেই পুলিস আসিয়া শান্তি স্থাপন করে।

বাগেরহাটে ডাকাতি

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, বাগেরহাট সহরের ৫ মাইল দূর শ্রী[illegible]পুর গ্রামের শ্রীযুত সর্ব্বেশ্বর ভট্টের বাটীতে গত ১৯শে আগষ্ট একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ১০।১২ জন লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সর্ব্বেশ্বর বাবুর বাটীর গোশালায় প্রবেশ করিয়া দড়ি দ্বারা গাভীগুলির মুখ বাঁধে। গাভীগুলির গোঁ গোঁ শব্দে সর্ব্বেশ্বর বাবু ঘটনার বিষয় জানিবার জন্য দ্বার খুলিলে কয়েকজন দস্যু অকস্মাৎ [illegible] হইতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং তিনি বাধা দান করিলে তাঁহাকে হত্যা করা হইবে এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করে। দস্যুগণ অন্তর গৃহে প্রবেশ করিয়া [illegible] নগদ টাকা ও অলঙ্কার [illegible] গ্রহণ করে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগতারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅবরজ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার রুক্মাঙ্গদ ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা এলাহাবাদ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ সজ্জেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ বাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীতারাপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন.

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনী বাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাহ্মগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বাবাজী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ হৃষীকেশ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৬

"আমার মনুষ্যত্ব কোথায়"

মনুষ্যজন্ম অতি সুদুর্লভ। শাস্ত্র বলিতেছেন, নবলক্ষ জন্ম জলজ, বিংশতি লক্ষ জন্ম স্থাবর, একাদশ লক্ষ জন্ম কৃমি কীটাদি, দশ লক্ষ জন্ম বিহঙ্গ, ত্রিংশ লক্ষ জন্ম হিংস্র অথবা পশ্বাদিরূপে এবং চতুর্লক্ষ জন্ম মানব দেহ ধারণ করিয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব এই চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া নানা প্রকারে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই জীবের বদ্ধ দশা। এই চৌরাশি লক্ষ জন্মের মধ্যে যে চতুর্লক্ষ বার মনুষ্য জন্ম কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশ বারই নিগ্রো, কঙ্গো, ইংলাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড, কামস্কাটকা প্রভৃতি অসভ্য দেশে, সাঁওতাল গাড়ো, কোল ভীল প্রভৃতি মনুষ্যরূপী বন্য পশু-গৃহে, নিরীশ্বর-অনৈতিক, নিরীশ্বর-নৈতিক প্রভৃতি বিভিন্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুঞ্জীভূত অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে জীব অল্প সংখ্যক বার ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণ-রজোভূষিত পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষে, গৌর-মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল প্রভৃতি শ্রীহরির নিত্য লীলা ক্ষেত্রে, বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান বুদ্ধি সমন্বিত অভ্যংশে কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবোপযোগী মনুষ্য দেহ ধারণ করেন। তাই এত জন্মের নাম সুদুর্লভ জন্ম। এই হরিভজনোপযোগী মানব জন্ম ইন্দ্রাদি দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য।

এই সুদুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যদি সৌভাগ্যক্রমে সাধুগুরুর আনুগত্য শ্রীহরিসেবায় জীবন অতিবাহিত না হইল তাহা হইলে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মই বৃথা। কেবল দুর্বিসহ জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইতর পশুর মত যাতায়াতই সার হইবে। তাই পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নিজেকে উপলক্ষ্য করিয়া মাদৃশ অন্যাভিলাষী ভোগ সুখসন্ধানরত বহির্ম্মুখ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"কি জন্ম আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

এই মানব দেহে যদি গৌর, গৌরজন সেবা না হইল, মানব জীবনের একমাত্র প্রয়োজন গৌর-প্রেমধন লাভই না হইল, লবমাত্র যাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় সেই সাধুর সঙ্গই যদি না হইল, গৌর-কীর্ত্তনবাণী গঙ্গাধারায় যদি হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত না হইল, অধমে অসত্তে বিষয়-চিন্তাতেই যদি অমূল্যজীবন অতিবাহিত হইল তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি?

দুই মণ আড়াই মণ পরিমিত স্থূল দেহ ধারণ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছায় জীবনযাপনে জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করা, জগজ্জীবের অহিত সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই আড়াই মণ পরিমিত মাংসপিণ্ডের সাধের নশ্বর দেহ-খানি ধরিত্রীদেবীর ভীষণ ভার। সপ্ত-সপ্ত ধরিত্রীদেবী বিস্তৃত লক্ষ যোজনব্যাপী শিলা বিটপী হিংস্র জন্তু পূর্ণ কৈলাসাদি শিখর সমন্বিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কৈলাসেশ্বর শিরোধারী অত্যুচ্চ হিমাদ্রির মহাভার আনন্দে সহ্যশীল কিন্তু মাদৃশ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছু হিরণ্যকশিপু, প্রতিষ্ঠাকামী দুষ্কৃত অত্যাচারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিরণ্যকশিপু দৈত্যের পদভরে সর্ব্বদা কম্পমানা।

ভাগবতগণ আমাদের মত হরিসেবা-বিরত ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবগণকে চতুর্ব্বিধ ঘৃণ্য পশুর স্তুতির পাত্র বলিয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন।

"শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ"

কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবাসৌন্দর্য্য শোভায় মৎসর ভাবাপন্ন উলুক-প্রতিম আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছু জড়-কামিগণ কুক্কুরের স্তুতির পাত্র। কৃষ্ণ কথা ও মহাপ্রসাদে অরুচি-বিশিষ্ট ইতর গ্রাম্য-প্রলাপী বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে প্রধাবিত, প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাগর্ত্তে অবগাহনাভিলাষী জনগণ অমেধ্য বিষ্ঠাভোজী শূকরের স্তুতির পাত্র। আবহমান-কাল বিষয় কণ্টকে জর্জ্জরিত ক্ষত বিক্ষত হইয়াও বা অন্যান্য জীবকে জর্জ্জরিত হইতে দেখিয়াও নশ্বর জড়দেহের সুখ বিলাসের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বিষয়কামী ব্যক্তিগণ কণ্টক-ভোজী উষ্ট্রের স্তুতির পাত্র। শীত আতপ বাত-বারিষণ অক্লান্তভাবে সহ্য করিয়া উদয়াস্ত কৃপণ দুর্জ্জনের সেবায় স্থির প্রতিজ্ঞ, জড় পাণ্ডিত্যের অহমিকায় উন্মত্ত, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-গ্রামের তৃপ্তিসাধনে অহর্নিশ কামনার পদাঘাত প্রিয় জনগণ ভারবাহী গর্দ্দভের স্তুতির পাত্র।

এই শাস্ত্রবাণীর নির্দ্দেশানুসারে আমরা নিজেকে কোন্ শ্রেণীর বিভাগ করিয়া দেখিলাম। চতুঃশ্রেণীর প্রতি শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের সৌসাদৃশ্য সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান। বরং তদপেক্ষা আরও বেশী কোন প্রকারের শ্রেণী থাকিলে সেগুলিও আমাদের মধ্যে দেদীপ্যমান। তাঁহাদের দেহের আকার গত কিঞ্চিৎ পার্থক্য, তাঁহারা হস্তবিহীন চতুষ্পদ পরস্পর পৃথক্ আচরণশীল প্রাণী আর আমরা একাধারে হস্তবিশিষ্ট দ্বিপদ উন্নত-মেরুদণ্ড ও লাঙ্গুলবিহীন" তদপেক্ষা কোন বিষয়ে উন্নত নহি বরং অনেকাংশে হীন। তাহারা পশু-জন্ম গ্রহণ করিয়া কেবল পশুত্বেরই দাবী রাখে, তার ঊর্দ্ধদিকে দাবী করে না। আর আমরা এমনি যে, নীচ মনুষ্যরূপী পশু হইয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় দেব-দুর্লভ মনুষ্যের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া জগতে কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ গুলিকে নিজের দিকে ভাগ বসাইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। একবারও চিন্তা করি না আমাদের পরিণাম কিরূপ ভীষণ। হায়! আমরা পশু অপেক্ষা সহস্র গুণে কোটী গুণে অনন্ত গুণে হেয় ও অধম। কি জন্য আমাদের মনুষ্যত্বে দাবী? আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? কাহার নাম মনুষ্যত্ব কিছুই বিচার করিলাম না। ধিক্ আমাদের জীবনে। ধিক্ আমাদের মনুষ্যরূপে জীবন-ধারণে!! শত ধিক্ আমাদের জগতের শ্রেষ্ঠ-জীব মনুষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদানে!!!

মাদৃশ হতভাগ্য জীবগণের পরিণামে ভীষণ দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিতহৃদয় অহৈতুক কৃপা-পরবশ চৈতন্যচরণ-চারণগণ বিশ্বের প্রতি দ্বারে দ্বারে দুন্দুভি-নির্ঘোষে নানা-প্রকারে শ্রীচৈতন্যের চেতনবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন—চৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন গঙ্গাধারায় সংপ্রবাহে বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছেন। চৈতন্যবাণীর আহ্বানে বিশ্বের বহু জীবের অচৈতন্য মোহ-নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। অনেকেই কীর্ত্তনবাণীগঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিয়া হৃদয়ে পরাশান্তি লাভ করিতেছে কিন্তু আমরা মাত্র শুধু জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী অহমিকার অত্যুচ্চ শিখরে উপবিষ্ট থাকিয়া কালের দুর্ব্বিসহ ঝঞ্ঝাবাত শীতাতপ ত্রিতাপ সহ্য করিতে লাগিলাম। আমাদের মোহ নিদ্রার অবসান হইল না। আমরা জাগিয়া আবার ঘুমাইলাম। দেখিলাম শুনিলাম—তাঁহারা চিরনিশা মোহ-নিদ্রার রাজ্য হইতে কোটী সূর্য্যে ভাসিত চির জাগ্রতের দেশে নিয়ে যেতে চান কিন্তু চির-বঞ্চনাকামী আমরা চাই বঞ্চিত হইতে। তাই অর্গল বদ্ধ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া নাসারন্ধ্রে সর্ষপ তৈল লইয়া দ্বিগুণ নাসিকা-হুঙ্কারে অনন্ত কালের জন্য নিদ্রিত হইলাম। অচৈতন্য-জগৎ মধ্যে ভুল ধারণপূর্ব্বক পাঁজাজী কৃত-বাসে আমাদের ন্যায় হতভাগ্যের দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া মনুষ্যত্বের সার্থকতাময় মঙ্গলগীতি গাহিতে গাহিতে চলিতেছেন—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার॥

* * *

রাধাকৃষ্ণ বল সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই॥

"হে সাধব সকলমেব বিহায় দূরাৎ
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥"

নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ

(শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

আমরা শাস্ত্র আলোচনাকালে শাস্ত্রের সর্ব্বত্র দেখ্তে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম-গ্রহণই বদ্ধজীবমাত্রেরই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন এবং তাহা নিরন্তর হওয়া আবশ্যক।

যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন॥

আমরা অনেকে নিরন্তর শব্দের অর্থ সর্ব্বক্ষণ অবিশ্রান্ত ইত্যাদি বুঝিয়া থাকি। কিন্তু ইহার অর্থ শুধু তাহাই মাত্র নহে। সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই যে, কোন একটী বিষয়ের সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের জাড্যকে পদাঘাত না করিতে পারিলে কোন বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান-লাভ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হইতে পারে না। কারণ জাড্যই আমাদের পরম শ্রেয়ঃ সাধনে প্রধান প্রতিবন্ধক। জাড্যগ্রস্ত ব্যক্তি কোন বিষয়েই স্থিরচিত্ত হইয়া আলোচনা বা বিচার করিতে পারে না। প্রমাণস্বরূপে দেখতে পাই যে, সময়ান্তরে অনেকে পারমার্থিক সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন কিন্তু তাঁহাদের পত্র ও গ্রন্থাদি আলোচনা উপরে উপরে সাপের মন্ত্র পড়ার ন্যায় শুধু পড়ে যাওয়া, তাহাতে পাঠকের কোন সুবিধা হয় না।

শাস্ত্র বলেন,—

"ভক্ত্যন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা"

ভাগবতগণের ভগবদ্-কীর্ত্তিত বাণী ভক্তির সহিত শ্রবণ, ভক্তিগ্রন্থাদি সুপঠন অর্থাৎ সেবোন্মুখবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া একাগ্র-চিত্তে মনোযোগের সহিত সুন্দররূপে পাঠ ও সিদ্ধান্ত-অপসিদ্ধান্ত কিম্বা গৌণ ও মুখ্যার্থ শাস্ত্রের মর্ম্ম বিচার করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব অবদান! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিসিদ্ধান্তের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামী-প্রভুর বিরচিত

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৽, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

শ্রীপাদ শ্রীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরকালের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৽ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

পূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৽ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজ উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১।৵৽; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫।৵৽।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও ভ্রান্ত-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লক্ষণ অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৽ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ নিষদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবারভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৽ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৽ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তনকবেদা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রণতি-নিবেদন', নৈমিষ সভা ও কর্ণাটক, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি প্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৽ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৽ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথ্য, প্রতিষ্ঠা, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রামাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লাহোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবপ্রণাম, মহাজনের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অদ্বৈতের নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্গের উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন, ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোল্ড-রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই গ্রন্থ [illegible] জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে [illegible] অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সর্ব্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থখানি উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। [illegible], সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারা অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্র বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও হরিভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন শব্দের বিশদার্থ; গ্রন্থকারের পরিচয়াদি-সংবলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, জজ জুরীগণের সহিত একমত হইয়া আসামী আফজলকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং ৩০৭ ধারা অনুসারে ৮ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দণ্ডদ্বয় একত্রে চলিবে। ৩৬৭ ধারানুসারে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা হইলেও উক্ত অপরাধে আর পৃথক কোন দণ্ড প্রদত্ত হয় নাই।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, মনসুর আলী নামে এক ব্যক্তি গত [illegible] এপ্রিল আরামবাগের অন্তর্গত [illegible] তাহার বাড়ীতে তাহার স্ত্রীকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য আসে। আসামী আফজলের গরুর গাড়ীতে সে বাড়ীতে আসে। ২রা এপ্রিল অপরাহ্ণে উক্ত মনসুর এবং তাহার স্ত্রী উক্ত আফজলেরই গাড়ীতে কলিকাতা যাইবার জন্য চাপাডাঙ্গা রেল ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হয়। গভীর রাত্রিতে প্রবল বারিপাত আরম্ভ হইলে গাড়োয়ান আফজল গাড়ীর চাকা কাদা আটকাইয়াছে বলিয়া গাড়ী থামায়। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য মনসুর গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসে। তখন আফজল তাহাকে টানিয়া গাড়ীর কিছুদূর পশ্চাতে লইয়া গিয়া তাহাকে দায়ের আঘাতে হত্যা করে।

কিশোরগঞ্জ দাঙ্গার কেস

মিয়া হোসেন এবং অপর ৩ ব্যক্তি দাঙ্গা ও ডাকাতির অভিযোগে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। বিচারক তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেকের প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। বিগত ১৯৩০ অব্দে কিশোরগঞ্জ মহকুমার হিন্দুদিগের বাড়ী লুণ্ঠন সম্বন্ধে এই মামলার উৎপত্তি হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের গৃহ লুণ্ঠন ও দাঙ্গার অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। অভিযুক্তরা অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলেন, ভ্রম বশতঃ তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

বিচারপতি মল্লিক এবং বিচারপতি প্যাটারসনের এজলাসে অভিযুক্তদের আপীলের বিচার হয়। বিচারপতিদ্বয় এক ব্যক্তিকে খালাস দিয়া অপরাপর অভিযুক্তদের আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মিঃ [illegible] গুপ্ত আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

আদালতে প্রচারপত্র বিতরণ

আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ পার্কারের আদালতে প্রবেশ করিয়া প্রচারপত্র বিতরণ ও বন্দেমাতরম ধ্বনি করিবার অপরাধে আলিপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায়সাহেব এ, সি, চট্টোপাধ্যায় গত শুক্রবার বে-আইনী বলিয়া প্রচারিত কালীঘাট কংগ্রেস কমিটির সদস্য বলিয়া কথিত মৃণালচন্দ্র রায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগীকে ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রচারপত্রগুলির উপর "প্রতিহিংসার অস্ত্র" ও "আমাদের দেশবাসীর প্রতি—বক্তব্য" লেখা ছিল। এইগুলি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে প্রকাশিত।

আদালতে গোলযোগ

আদালত কক্ষে গোলযোগ করিবার অপরাধে আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, আহমদ শুক্রবার লবনু ও নন্দনকে ১ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, বদন ইসলামের একটি মামলা সম্পর্কে ইহাদের যখন বিচার হইতেছিল সেই সময় আদালতে তাহারা পরস্পরের গালিগালাজ মারামারি করে।

ভারত সচিবের বিরুদ্ধে মামলা

ইছাপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীর প্রাঙ্গনস্থ ৬২ বিঘা জমির ৪ বৎসরের বাকী খাজনার দাবী করিয়া ভবানীপুরের শ্রীযুত নরেন্দ্রচন্দ্র বসু সপারিষদ ভারত-সচিবের বিরুদ্ধে এক মামলা মুন্সেফী আদালতে দায়ের করেন। মুন্সেফ বাদীর দাবী অগ্রাহ্য করায়, ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আলিপুরের জজের আপীল করা হয়।

সরকার পক্ষ হইতে বলা হয়, দুই পক্ষের মধ্যে ভূস্বামী ও প্রজার সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই। কারখানার মধ্যে জমির জন্য খাজানা প্রদান করিতে হয় না। ঐ জমির কিয়দংশ খাসমহাল জমি, অবশিষ্ট জমি সরকার জমি দখল আইন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে দখল করিয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে ইহাও বলা হয়। যদি কোন সময়ে ঐ জমির জন্য খাজানা প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে তাহা বাদীর প্রতারণায় এবং প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য ঘটিয়াছে।

ঢাকায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে আগষ্ট ঢাকায় দ্বিতীয়বার যে ট্রেন ডাকাতি হইয়াছে, গত ১২শে আগষ্ট প্রাতঃকালে সেই সম্পর্কে সহরের বহু স্থানে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কাপুরিয়া নগরের শ্রীযুত সারদাকিশোর বসুর পুত্র সুবোধকিশোর বসু, বি, এস, সি, দিগবাজারের উকিল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র রেণুলাল দাস, ঝুলনবাড়ী লেনের শ্রীযুত বিনোদ গুহের পুত্র শচীন্দ্র গুহ উকীল শ্রীযুত জ্যোতির্ম্ময় দত্তের পুত্র রবীন্দ্রনাথ দত্ত, রাজার দেউড়ীর উকীল শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন করের পুত্র শ্রীযুত সুবোধরঞ্জন, আর্ম্মানিটোলার শিবপ্রিয় বসু, বক্সীবাজারের বিশ্বাসের পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস ও শচীন্দ্রচন্দ্র সরকার দ্বিতীয় বারের ট্রেন ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ১৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা সকলে প্রথম শ্রেণীর সুবিধা পাইবেন।

বিস্ফোরক আইনে দণ্ড

বিচারপতি এম, সি, ঘোষ বিচারপতি জ্যাকের এজলাসে অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, [illegible]চন্দ্র এবং গোপীনাথ নিয়োগীর পক্ষ হইতে তাহাদের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীলের আবেদন করা হয়। অভিযুক্তরা বিস্ফোরক আইন ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া আলিপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, সি, চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক যথাক্রমে ৫ বৎসর ২ বৎসর ও ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

সরকার পক্ষের অভিযোগ এই যে, পুলিশ কোন এক সংবাদ পাইয়া অমরেন্দ্রের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইলে তাহার নিকট একটা পুঁটুলির মধ্যে বোমার খোল পাওয়া যায়। অপর দুই ব্যক্তিদিগকে দৃষ্ট করা হইলে বোমা প্রস্তুত করিবার কোন কোন সরঞ্জাম পাওয়া যায়। সন্দেহে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ২ জন অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। বিচারে অবশিষ্ট ৩ জন দণ্ডিত হয়।

বিচারপতিদ্বয় আপীল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

খনি দুর্ঘটনায় জনৈক শ্রমিকের মৃত্যু

উখরা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি নর্থ স্ল্যাগ খনিতে এক ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। জনৈক শ্রমিক প্রায় ৬০ ফিট নীচে পড়িয়া গিয়া গুরুতরভাবে আহত হয়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সেখানে সে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

শ্রীযুত অচিন্ত্যরামদণ্ডিত

লাহোর হইতে প্রকাশ, 'সার্ভেণ্টস অব পিপলস সোসাইটী'র (গণ সমিতির সেবকবৃন্দ) সভ্য শ্রীযুত অচিন্ত্যরাম কংগ্রেসের কার্য্যে সহায়তা করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

পুরাতন পাপী দণ্ডিত

দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট শ্রীযুত অসিতরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বাটী হইতে কতকগুলি মূল্যবান অলঙ্কার অপহরণ করিবার অভিযোগে পুরাতন পাপী রামদাসী বেণিয়া জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বাদী বার্ষিক ১৪৪ টাকা ২ আনা ১০ পাই করিয়া খাজানা দাবী করেন।

আপীলের রায়ে জজ বাদীকে খাজনা ও [illegible] সমেত ৭০৮ টাকা ৭ আনা ৪ পাই ডিক্রী দিয়াছেন। বিচারকালে বলিয়াছেন যে, আবেদনকারীর পূর্ব্ববর্ত্তী মালিকগণ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে সরকারের নিকট খাজানা দাবী করিয়া আসিয়াছেন। সরকার পক্ষ উক্ত জমির স্বত্ব সন্তোষজনকরূপে সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই।

আদেশ অমান্যে এক বৎসর কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কংগ্রেস কার্য্যতালিকা ঘোষণার প্রচারপত্র বিলির অপরাধে ৭০ স্বেচ্ছাসেবক গত ১৮ই আগষ্ট ৪ মাস হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ৫ জন পিকেটার ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত ঈশ্বর দাস এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আর ২ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার উপর পুলিস কমিশনারের এই মর্ম্মের আদেশ জারী করা হয় যে, তিনি যেন প্রত্যহ পুলিসে হাজিরা দেন। কয়েক দিন যাবৎ তিনি উক্ত আদেশ অমান্য করেন; তাহার পর গত ১৮ই আগষ্ট নিজেই পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

জন্মাষ্টমী-সংখ্যা

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

...ম বর্ষ, ১৪৬ সংখ্যা | ৮ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৪৬, ৮ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৪শে আগষ্ট ইং ১৯৩২, বুধবার | বর্ত্তমান সংখ্যা /০

সম্বন্ধাধিদেবতা

(অধ্যাপক, আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১।১৫

"আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি; যাঁহারা আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্বধন সেই পরম কৃপালু রাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন।"—

'গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সেব্য অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট 'কৃষ্ণ'ই 'মদনমোহন'······ মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ'।

শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই সম্বন্ধাধিদেবতারূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন ছিল—

"কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥"

জীবের স্বরূপের পরিচয়ে শক্তিতত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশ আবশ্যক হয়। শক্তিতত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশের জন্য শক্তিমৎ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নির্দ্দেশের প্রয়োজন হয়। আবার কৃষ্ণের স্বরূপ নির্দ্দেশের নিমিত্ত তদংশের যাবতীয় রূপের আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণই সম্বন্ধাধিদেবতা। অন্যান্য যাবতীয় তত্ত্ব কৃষ্ণের কিম্বা কৃষ্ণশক্তির বিবিধ প্রকারের অধিষ্ঠান। সুতরাং মূল শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব উপলব্ধ না হইলে সম্বন্ধজ্ঞান প্রকৃত-[illegible] হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ-বিশ্রামস্থলী—মথুরা

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব এবং জীবের স্বরূপের তত্ত্ব এবং উভয়ের পরস্পরের সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীসনাতনশিক্ষায় বিশদরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার নিজ তত্ত্ব বদ্ধজীবের অনায়াসবোধ্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন-শিক্ষা কলিহত জীবের চরম মঙ্গলের একমাত্র অবলম্বন। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় দুই একটি প্রারম্ভিক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন মাত্র এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বঙ্গদেশে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারিক উপাসকের নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। হিন্দুমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং এক হিসাবে সমগ্র হিন্দু সমাজকে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারিক উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ-উপাসনার বাহ্য অনুষ্ঠান সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ব্যবহারিক উপাসনা গোদাবরীর দক্ষিণে প্রচলিত নাই।

সমগ্র ভারতবাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়াও প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে কৃষ্ণেতর বিষয়ের মোহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকী প্রীতিই শ্রেষ্ঠ বাঞ্ছনীয় সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। কৃষ্ণের প্রতি বদ্ধজীবের প্রীতি হয় না কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ এবং পরস্পরের সম্বন্ধের স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিরাহিত্যের একটী মূল কারণ। আমাদের তথাকথিত কৃষ্ণ-প্রীতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাস্তবিকই প্রযুক্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে শ্রীকৃষ্ণের মনঃকল্পিত অবাস্তর প্রতীতির প্রতি আমাদের চিত্ত ধাবিত হয়। যে বৃত্তির অনুশীলনের নিমিত্ত আমরা আমাদের কল্পিত কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি(?) প্রদর্শন করি উহার শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা 'কাম'।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা উদিত হইলে উহাই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা সম্পূর্ণ নিরস্ত করিয়া কৃষ্ণের স্বরূপের প্রকৃত সন্ধান প্রদান করে। ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণের স্বরূপের দর্শন লাভ হয়। পরিস্ফুট কিংবা প্রচ্ছন্ন ভোগ-নেত্রে কৃষ্ণের অবাস্তব প্রতীতি মাত্র আমাদের বহির্ম্মুখ বাক্তির, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার, 'কামের' অনুশীলনীয় বিষয় হয়।

সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞান লাভ না হইলে পারমার্থিক জীবনের সূত্রপাত হয় না। এই সম্বন্ধজ্ঞান অন্বয় ও ব্যতিরেক বিচারের দ্বারা স্ফুটতা লাভ করে। যাহা অকৃষ্ণ তাহাতে কৃষ্ণভ্রম হওয়া বহির্ম্মুখ বৃত্তির একটী চিরন্তন স্বাভাবিকী চেষ্টা, এই পরাক্-গতির মুখ না ফিরাইলে প্রত্যগ্-গতির ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয় না।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় সহিত কৃষ্ণনামামৃতের আস্বাদন হইতে থাকে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্য কোটি কোটি মুখের আবশ্যক হয়, কৃষ্ণনাম শ্রবণের জন্য অর্বুদ অর্বুদ কর্ণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত অন্য কৃত্য কিছুই থাকে না, সর্ব্বাত্মা স্নিগ্ধ হইয়া যায়, কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও আর ক্ষুব্ধ করিতে পারে না ; তখনই শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত-অমৃতদ্রবসংযুত নিগমকল্পতরুর গলিত প্রপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃত আস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ হইয়া শ্রীনন্দনন্দনের মাধুর্য্যোৎকর্ষ আস্বাদনে যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীগুরুসেবাফলে শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাই আমাদিগকে এত অধিক সৌভাগ্যের অধিকারী করায়।

শ্রীবলদেবের করুণা

নাস্তিকতা, সন্দেহ, অজ্ঞান, শূন্য এবং উহাদেরই প্রকারভেদ-স্বরূপ কাপট্য-পরিমুক্ত হইয়া ভগবদ্দর্শনের স্ফূর্ত্তি লাভের পথে একলবাসুদেব-বিচার, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-বিচার, শ্রীসীতা-রাম-বিচার, দ্বারকেশাদির বিচার আসিয়া উপস্থিত হইলেও শ্রীনন্দনন্দনের বিচারে যে ভগবদ্রসের চরমোৎকর্ষ লক্ষিত, তাহা তদভিন্ন বলদেব ব্যতীত আর কেহ জানাইতে পারেন না। এজন্য কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীবলদেবাবির্ভাব সূচিত হইয়াছে—বলরাম কৃষ্ণের অগ্রজ হইয়াছেন। অনন্তদেহে অনন্তভাবে শ্রীনন্দনন্দনের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাদির সেবা ব্যতীত কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেবের অন্য কৃত্য নাই। সেই বলদেবাভিন্নবিগ্রহ সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত সেবা-আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়ের তত্ত্ব, ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিজজন, তদগতপ্রাণা ব্রজবধূবর্গের তৎসুখসম্পাদনরূপ সেবা-মাধুর্য্য এবং ব্রজবাসীর কৃষ্ণে-স্বাভাবিকী প্রীতিমূলা প্রেমা নামক পরমাদ্ভুত রস-মাধুর্য্য আর কে আস্বাদন করাইতে সমর্থ !

উপসংহারে অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রণতি

অতএব আজ কৃষ্ণাবির্ভাব দিনে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একান্ত অনুসরণ প্রার্থনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিলাম। শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত নিগূঢ় কৃষ্ণতত্ত্বের রহস্য আমরা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহি।

"নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবী দেবী দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণি শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিণে ॥"

সম্বন্ধাধিদেবতা

(১ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের পর)

পরাক্গতি পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বসাধারণের অত্যন্ত গতি। প্রচুর অসৎ সিদ্ধান্ত দ্বারা উক্ত গতি জাগতিক সাহিত্য দর্শনাদিতে সম্বর্দ্ধিত ও সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত গতির মুখ সম্পূর্ণরূপে ফিরাইবার আবশ্যকতা যে পর্য্যন্ত উপলব্ধ না হয় সে পর্য্যন্ত পারমার্থিক জীবনলাভের যে বাহ্য উৎকণ্ঠা জগতের নরনারীগণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয় উহা পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য আদৌ কার্য্যকরী নহে।

বস্তুর স্বরূপনির্দ্দেশের জন্যই বস্তুর কল্পিত প্রতীতিসমূহের সম্পূর্ণ নিরসন আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের প্রতি চিত্তের গতি ফিরাইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের সন্ধান ভোগবৃত্তি-দ্বারা প্রাপ্য নহে। অথচ জগতের শতকরা শতজন ব্যক্তি তাঁহাদের স্বাভাবিক ভোগবৃত্তিদ্বারাই সেই পরম সত্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতেছেন। এই আত্মঘাতী প্রক্রিয়া নিরস্ত না হইলে কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণের বৃত্তির ক্রিয়া প্রারম্ভিত হয় না।

শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা মুকুন্দপ্রেষ্ঠ মহাভাগবত। সদ্গুরু জগতের কাম-প্রপীড়িত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিদিগের কামের ইন্ধন-সংগ্রহকারী জগজ্জীবের মিত্রবেশী সর্ব্বপ্রধান শত্রু নহেন। তিনি কৃষ্ণের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ এবং পরস্পরের সম্বন্ধের স্বরূপের প্রকৃত সন্ধানপ্রদাতা। কেবল অন্বয় বিচার দ্বারা জীবের স্বরূপভ্রম নিবারিত হয় না। অন্বয় বিচার ভোগ-বৃত্তিকে অপসারিত করে না। ব্যতিরেক বিচার তজ্জন্য একান্ত আবশ্যক হয়। দুষ্ট ক্ষত অস্ত্রপ্রয়োগদ্বারাই সম্যক্ চিকিৎসিত হইয়া থাকে। তজ্জন্যই সাধুদিগের স্বরূপভ্রমবিধ্বংসী সুতীক্ষ্ণ বাণী বহির্ম্মুখের নিকট অত্যন্ত তীব্র এবং মৎসররূপে প্রতীয়-মান হয়। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকের শাণিত অস্ত্র রোগীকে ধ্বংস করে না পরন্তু তাহার রোগের বীজ নষ্ট করিয়া দেয়।

অস্ত্র-উপচার দ্বারা দুষ্ট ক্ষতস্থান অন্তরিত হইবার পরে নূতন মাংস ও চর্ম্ম গঠনের উপযোগী ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা সমীচীন হয়। জগতের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য ব্যতিরেক বিচার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দুষ্ট ক্ষত সম্পূর্ণ অপসারিত করিবার পূর্ব্বে অস্ত্রোপচার স্থগিত করিলে ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ দ্বারা রোগের অত্যধিক বৃদ্ধি হয়।

নিখিল বিশ্বের নিত্য-কল্যাণার্থ অনুষ্ঠিত শ্রী গৌড়ীয়মঠের বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" জীব কৃষ্ণের শক্তি। জীব শক্তিতত্ত্ব। কৃষ্ণ শক্তিমত্তত্ত্ব ; কৃষ্ণ, সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত শক্তিমত্তত্ত্ব। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণশক্তির অসংখ্য রূপ ও পরিচয় নিত্যকাল দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহ। শ্রীমদন-মোহন কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধাধিদেবতা। শ্রীমদনমোহনের স্বরূপ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থারম্ভে সংকৃত শ্লোকে বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীমদনমোহন নিত্যকালই শ্রীরাধার সহিত রমমাণ। সেইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সম্বন্ধাধিদেবতার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধামদনমোহনের পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরাধার আনুগত্যে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশলাভ হয়। শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়, অন্যত্র নহে।

শ্রীশ্রীমদনমোহন ব্যতিরেক বিচারের সর্ব্বোপাস্য বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের রূপ জাগতিক কামকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ। কিন্তু শ্রীরাধার সহিত একত্রে শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপের দর্শনলাভ না হইলে কেবল রূপের দর্শনে জাগতিক কাম নির্ব্বাপিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের রূপের মধুরিমা একমাত্র শ্রীরাধারই আস্বাদ্য। শ্রীরাধিকার স্বরূপের অণুবিভিন্নাংশ তটস্থধর্ম্মযুক্ত জীব স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুরী আস্বাদন করিবার অধিকারী নহে।

সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধিকার অভিন্ন স্বরূপ। শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের স্বরূপের সন্ধান প্রদানপূর্ব্বক সম্বন্ধাধিদেবতার সেবার আমাদিগকে নিযুক্ত করেন।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ॥

বিষ্ণু সহস্র নামের শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'নামার্থ সুধাভিধ' ভাষ্যে—সুবর্ণস্যেব বর্ণো রূপমস্যেতি সুবর্ণবর্ণঃ—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। হেমবৎ শোভনানি অঙ্গানি বর্ণাদিষ্ঠান রূপানি যস্য সঃ হেমাঙ্গঃ। বরাণি শোভনাকাঙ্খানি অঙ্গানি বরাঙ্গঃ। চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি চন্দনাঙ্গদী। সুবর্ণবর্ণাদি চতুষ্টয়ং কেচিৎ কৃষ্ণচৈতন্যতায়াং যোজয়ন্তি। অথ কৃষ্ণচৈতন্যত্বাং স্তোতব্যাহ ষড়্‌ভিঃ। সন্ন্যাসং পরিব্রজ্যাং করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ। শমনঃ জ্ঞানোচ্ছেতি শরণ্যং হরেরিতি শমঃ। শম আলোচনে চুরাদিমৎ। শান্তাদিপরমর্ত্তি কৃষ্ণান্যবিষয়াদিতি শান্তঃ। নিষ্ঠিরন্যাং হরিকীর্ত্তন প্রধানা ভক্তি যস্যা ইতি নিষ্ঠা। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং" ইতি স্মরণাৎ। শান্ত্যাত্মনো ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলাদ্বৈত প্রমুখান্ ইতি শান্তঃ। মহাভাগাস্যাং ভাবভেদানাং পরমমর্দনমিতি পরায়ণম্॥

কলিতে ছন্নাবতার—

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেব ঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥
(ভা ৭।৯।২১)

ঐ স্বামি টীকা—কলৌ তু ধর্ম্মরক্ষণাদিকং ন করোষি যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবং অতস্ত্রিষেব যুগেষ্বাবির্ভাবাৎ স এবংভূত ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো
জ্যোতিরব্যয়ঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৩।১২)

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ (মুণ্ডক ৩।৩)

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপ-
হতান্নরান্॥
(চৈঃ চঃ ১।৩।৮২ ধৃত উপপুরাণ শ্লোক)

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
(আদিপুরাণ)

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥
(তত্ত্ব-সন্দর্ভ ২য় শ্লোক)

চৈতন্যাবতারের গৌণ-কারণ

প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নামপ্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥
(চৈঃ চঃ)

মুখ্য-কারণ

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা
কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ
কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ; আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

চৈতন্য-লীলার বৈশিষ্ট্য

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥

তাৎপর্য্য এই যে—"কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন। গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নামফল (কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করেন না, গৌর-নিত্যানন্দের নাম-গ্রহণকারী অপরাধী থাকাকালে নাম করিতে করিতে অপরাধ মোচনান্তে নাম-ফল লাভ করেন। ইঁহার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই যে, গৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন। আর সাধনসিদ্ধ অনর্থ-মুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় কখনই ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) প্রদান করেন না। গৌর-নিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্যবস্তু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন জীবের কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণের সেবা করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু নিতাই-গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থ-যুক্তাবস্থায়ও অনর্থযুক্ত শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বস্বরূপ ও স্বয়ং-প্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান, তাহাতেই জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়।"

"কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামগ্রহণের উপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিত জনগণের উপর, গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ক্লেশময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন।

(—অনুভাষ্য)

বিরোধ-ভজন

শ্রীচৈতন্যভজন বলিতে কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণেতর গৌর-ভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিত ভজনরূপ মায়ার দাস্যে কৃষ্ণ-প্রেম-মাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় নিজজন শ্রী স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি আচার্য্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কাল্পনিক চেষ্টা দ্বারা গৌরভজন হইল মনে করে, তাহাদের কখনই নিস্তার হয় না। তাহাদের মায়া-কল্পিত দৌরাত্ম্যগুলি রাধাকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ-কলেবরে নিযুক্ত হইলে মহা-পরাধ ও তৎফলে নরকগতি দ্রুত বাড়িয়া যায়। তখন তাহারা রাধাকৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ ভক্তগণের দোষোদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া শ্রীরূপাদি আচার্য্যচরণে অপরাধ করে এবং প্রকাশ করে যে, শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা মুখে অবতারী বলিয়া অন্যান্য নৈমিত্তিক মনোধর্ম্ম-প্রচারকের ন্যায় কেবল একজন সাধু বলিয়া মনে করে। (অনুভাষ্য)।

উন্নতরস, বৃন্দাবন-মাধুরী ও রাধামহিমার একমাত্র প্রকাশক গৌরহরি

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ
কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-
মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরম-রস-
চমৎকারমাধুর্য্য-সীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া
সর্ব্বমাবিশ্চকার॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

অর্থাৎ 'প্রেম'নামক পরম-পুরুষার্থ বা কাহারই বা শ্রবণ গোচর হইত? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত! কাহারই বা বৃন্দাবনের গহন মহামাধুরী-কাননে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরম চমৎকার অশিক্ষিত মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধিকারাণীকে উপাস্য স্বরূপে জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্য-লীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

চৈতন্যাবতারে সকলের প্রেমোন্মত্ততা

স্ত্রীপুত্রাদি কথাং জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজং
ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ
যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং
নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥
(চৈঃ চন্দ্রামৃত)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরা-ভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগি-শ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধনার্থ সাধনক্লেশ সম্যক্‌ভাবে বর্জন করিয়াছিলেন, তপস্বি-গণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রস জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

গৌরভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তি-
মৈত্র্যাদিকোটি-
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা
বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি
গুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্র প্রিয়চরণ-নখজ্যোতি-
রামোদভাজাম্॥
(চৈঃ চন্দ্রামৃত)

প্রচুর বৈরাগ্যই হউক, শম-দম-ক্ষান্তি-মৈত্র্যাদি অসংখ্য গুণই থাকুক, নিরন্তর ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যানুধ্যায়িনী চিন্তা-কোটিই বা হৃদয় অধিকার করুক অথবা বিষ্ণু-সম্বন্ধিনী কোটিভক্তিই বর্ত্তমান থাকুক, শ্রীচৈতন্যপ্রিয়ভক্তগণের পদনখ-জ্যোতি প্রামোদিত জনসমূহে যে স্বাভাবিক [illegible]

মহাপ্রভু ও সার্ব্বভৌম

নদীয়ার গৌরব, গৌড়ের গৌরব, ভারতের গৌরব, বিশ্বের গৌরব, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের গৌরব, শুধু তাহাই নহে চিৎ অচিৎ উভয় জগদ্বাসীর পূজ্য ও গৌরবপাত্র শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাম তাঁহারই মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় আজ বিশ্বের বিদ্বমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত, তাঁহার আবির্ভাবস্থলী নবদ্বীপমণ্ডলীর নয়টী দ্বীপের প্রথম দ্বীপ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর ও তাঁহাদের নিকট সুবিদিত, তিনি যে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষকাল গার্হস্থ্য-লীলা-ভিনয়ের পর কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় স্বীয় আচার ও প্রচারের দ্বারা অসংখ্য ভাগ্যবান জনগণকে কৃপা করিয়াছিলেন তাহাও পাঠকবর্গের নিকট অবিদিত নাই। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও নীলাচলের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহোদয়কে বেদান্তের যে সকল বিচার দ্বারা পরাজয় করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন তাহারই কিঞ্চিদালোচনা করিব। মহাপ্রভু বলিতে তদীয় অনুগত জনগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকেই জানেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবদ্বীপ মণ্ডলের সপ্তম দ্বীপ ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য, ইঁহার পিতা মহেশ্বর বিশারদ শ্রীগৌরসুন্দরের পিতা জগন্নাথ মিশ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, কথিত আছে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক মিথিলার বিখ্যাত ন্যায়-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের নিকট হইতে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করেন ন্যায় শাস্ত্রে চতুর্দ্দশে ইহা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তদবধি মিথিলাকে গৌরবহীন করিয়া নবদ্বীপ অদ্যাপি সমগ্র ভারতে সর্ব্বপ্রধান ন্যায়-বিদ্যাপীঠ বলিয়া পরিচিত, কাহারও মতে ইঁহারই ছাত্র সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক, দীধিতি-রচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি; যাহা হউক সার্ব্বভৌম মহাশয় ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও পরবর্ত্তীকালে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে বেদান্তের অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু ও অধ্যাপকরূপে মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রচার করেন। গৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলাকালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে প্রথমতঃ বেদান্তের শঙ্কর ভাষ্য শ্রবণ করান, পরে মহাপ্রভুর নিকট হইতে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া অবিদ্যাবিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরাবিদ্যা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহার রচিত (চৈতন্যশতকে) গৌরভক্তি প্রকটিত হইয়াছে এবং (বৈরাগ্য বিদ্যা নিজভক্তি-যোগ) শ্লোকদ্বয় বিশেষরূপে সার্ব্বভৌমের পরবিদ্যার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। গৌরগণোদ্দেশ বলেন (ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্ গীষ্পতির্দিবি)

বেদান্ত বিচার

(১)

একদিন মহাপ্রভু পরমানন্দভরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ভট্টাচার্য্যের সঙ্গেই তাঁহার ভবনে আগমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং অপর একটী আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—কৃষ্ণচৈতন্য! বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। আপনি নবীন সন্ন্যাসী; সুতরাং আপনার নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করা উচিত।

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো,
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ
খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"

'তৃণাদপি শ্লোকের শিক্ষক' মহাপ্রভু দৈন্যের সহিত উত্তর করিলেন—আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ, আপনি আমাকে যে উপদেশ করিবেন, তাহাই আমি পালন করিব।

মহাপ্রভুর এই বাক্যে সার্ব্বভৌম বিশেষ আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। 'বেদান্ত' বলিতে লোকে পূর্ব্বে বাদরায়ণ সূত্রের শঙ্কর-প্রণীত শারীরক-ভাষ্যকেই জানিত। সূত্রকর্ত্তা বাদরায়ণ স্বয়ং তাঁহার সূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, কিম্বা সাত্বত আচার্য্যগণ যে সকল ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনেকেই অজ্ঞ ও উদাসীন ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শঙ্কর-বেদান্তের পীঠস্থান বারাণসীর সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য এবং বেদান্ত জিজ্ঞাসার চরম ফলস্বরূপ শ্রীভাগবত বা বৈষ্ণবধর্ম্মের তাৎপর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক জগতে সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই সকল লীলা করিয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ক্রমাগত সাত দিন শঙ্করভাষ্যানুযায়ী বেদান্ত-শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া মৌনভাবে তাহা শ্রবণমাত্র করিতে থাকেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কৃষ্ণচৈতন্য! আপনি আজ সাত দিন ধরিয়া বেদান্ত-শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু আপনার মুখে ভাল-মন্দ কোন মতামতই এ পর্য্যন্ত বাহির হইল না। আপনি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আপনি বুঝিতেছেন, কি না বুঝিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

মহাপ্রভু—ভট্টাচার্য্য! আমি অত্যন্ত মূর্খ। আপনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রবণ করিতেছি। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য শ্রবণ মাত্র করি। কিন্তু আপনি যে অর্থ করিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

সার্ব্বভৌম—ভাল, আপনি যদি নাই বুঝেন, তাহা হইলে বুঝিবার জন্য পরিপ্রশ্ন করা উচিত, পরিপ্রশ্ন ব্যতীত কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু আপনি কেবল শ্রবণ করিয়া মৌনী থাকেন। আপনার হৃদয়ে কি আছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

মহাপ্রভু—ব্যাসসূত্রের অর্থগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া মন বড়ই বিকল হয়। সূত্রের সংজ্ঞা শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো
বিদুঃ॥"

ব্যাস সূত্রের এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্র-বোধ ব্যাখ্যান-সাপেক্ষ। ব্যাখ্যান পঞ্চ লক্ষণ-বিশিষ্ট।

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তি বিগ্রহো
বাক্য-যোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং
পঞ্চলক্ষণম্॥"

—পদচ্ছেদ অর্থাৎ ব্যাখ্যাতব্য বাক্যের মধ্যে যে সকল বাক্য সম্মিলিত ভাবে আছে, সেগুলিকে পৃথক করিয়া নিক্ষেপ করা; বিগ্রহ,—সেই বাক্যে কোন সমাস থাকিলে তাহার বাক্য রচনা করা; বাক্য-যোজনা,—অন্বয়মুখে বাক্য রচনা করা এবং আক্ষেপ-সমাধান,—কোন আপত্তি, আশঙ্কা বা দোষের সম্ভাবনা থাকিলে তাহার সমাধান, মীমাংসা বা নিরসন করা—ব্যাখ্যানের এই পঞ্চ লক্ষণ।

এই ব্যাখ্যান আবার বৃত্তিতে সংক্ষেপে এবং ভাষ্যে সবিস্তারে আলোচিত হইয়া থাকে। ভাষ্যের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥

যে গ্রন্থে সূত্রানুসারি-পদসমূহ দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বসম্বন্ধ-পদসমূহও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাই "ভাষ্য" নামে অভিহিত।

গৌরভক্তপদসেবা ব্যতীত ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞান অসম্ভব

আচার্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচার্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয় পাদসেবাং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয় জনগণের পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্লভ পদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাস ক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন নাই।

ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব দুর্গম ও অপার। বিশেষতঃ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধিতে আশঙ্কা এবং অজ্ঞতা প্রযুক্ত এতদ্বিষয়ে যে সকল অংশ উল্লিখিত হইল না, তজ্জন্য অদোষদরশী সাধুগণ আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

উপসংহার

দৃষ্টং ন শাস্ত্রং গুরবো ন দৃষ্টা
বিবেচিতং নাপি বুধৈঃ সুযুক্ত্যা।
যথা তথা জল্পতু বালভাবাৎ
তথৈব মে গৌরহরিঃ প্রসীদতু॥

আমি শাস্ত্রাদি দর্শন করি নাই, বহু উপদেষ্টার নিকট উপদেশও প্রাপ্ত হই নাই, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালাপও করি নাই, তথাপি মূর্খত্ব-প্রযুক্ত আমার বাক্য শ্রীগৌরহরি সম্বন্ধে যে কোনরূপেই বর্ণন করুক না কেন, তাহাতেই শ্রীগৌরহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বন্দে বপাদাম্বুজ ভক্তিসত্তাং
প্রেমাক্তিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

সূত্রের ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু আপনি যে ভাষ্য বলিতেছেন, তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়াছে। আপনার কথিত ভাষ্য সূত্রের মুখ্য-অর্থ ব্যাখ্যা না করিয়া কল্পিত গৌণার্থ-দ্বারা মুখ্যার্থকে আচ্ছাদন করিতেছে।

সার্ব্বভৌম—আপনি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এখন দেখি পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছেন! 'মুখ্যার্থ' বলিতে আপনি কাহাকে নির্দ্দেশ করেন?

মহাপ্রভু—উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্য-অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত-সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়িয়া আপনি গৌণার্থ কল্পনা করিতেছেন। অভিধা-বৃত্তি আশ্রয় করিয়াই মুখ্য অর্থ হয়; কিন্তু আপনি অভিধাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা-দ্বারা কল্পিতার্থ করিতেছেন।

সার্ব্বভৌম—আপনি কাহাকে মুখ্য-প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন?

মহাপ্রভু—ভট্টাচার্য্য! আমার বা আপনার রুচি-অনুসারে কোন বস্তুকে স্বীকার বা অস্বীকার যে "প্রমাণ" বলিয়া গণিত হইবে, তাহা নহে। কারণ, মানবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী; সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু স্পর্শের অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ-অনুমান প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদি-সিদ্ধ গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত সার্ব্বলৌকিক ও অলৌকিক-জ্ঞানের নিদান-স্বরূপ অপ্রাকৃত বচন-লক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য আশ্চর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন বস্তুর বিজ্ঞানলাভেচ্ছু-পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতি-বাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখুন, পশু-দেহের অস্থি ও বিষ্ঠা—নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু 'শঙ্খ' ও 'গোময়' তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্য-বলে মহা পবিত্র হইয়াছে। বৈদিক বাক্যের লক্ষণ করিতে গেলে, তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়।

সার্ব্বভৌম—ভাল, আপনি 'অভিধা' ও 'লক্ষণা'র কি লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন?

মহাপ্রভু—শব্দ-কদম্ব শ্রবণমাত্রেই যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা শব্দের অভিধাবৃত্তি হইতে হইয়া থাকে। যেমন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই কথা শুনিবামাত্রই প্রতীত হয় যে, "কৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং ভগবান্", অপরদিকে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" অর্থাৎ "গঙ্গাতে ঘোষ-পল্লী—এই শব্দের অভিধাক্রমে প্রাপ্ত অর্থ প্রসিদ্ধ হয় না, কারণ জলপ্রবাহে ঘোষ-পল্লী অবস্থিত থাকিতে পারে না বলিয়া লক্ষণাশক্তি দ্বারা গঙ্গাতীরে ঘোষ-পল্লী বুঝিতে হয়। সহজ অর্থকে 'অভিধা' বলা যায়। যে স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন, সেখানে অভিধা-শক্তির কার্য্য চলে না। সংক্ষেপে স্বাভাবিক অর্থ হয়—এরূপ স্থলেই অভিধা কার্য্য করে। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন,—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে" অভিধাবৃত্তি দ্বারা এই বেদ-বাক্যের যখন স্বাভাবিক অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তখন আচার্য্য শঙ্করের সহিত 'শ্যাম' শব্দের "কাল ব্রহ্ম" কেন অনুমান করি? মুক্ত পুরুষেরা স্বভাবতঃ শ্রীশ্যামসুন্দরের যুগল উপাসনা করিয়া থাকেন; ইহাই এই বেদবাক্যের সিদ্ধ অর্থ।

সার্ব্বভৌম—লক্ষণা বহু প্রকারের; সুতরাং লক্ষণামাত্রেই অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বে কার্য্যকরী নহে, ইহা বলা যায় না।

মহাপ্রভু—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরূঢ়া, আধুনিকা প্রভৃতি যত প্রকার লক্ষণাই থাকুক না কেন, সকল প্রকার লক্ষণাই অধোক্ষজ-বস্তু-নির্ণয়ে কোন কার্য্য করে না; বরং উহারা তাহাতে নিযুক্ত হইলে ভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

সার্ব্বভৌম—আপনি দেখি বিপরীত বাক্য বলিতেছেন! জগদ্গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, আনন্দস্বরূপে অভিধা-বৃত্তি কার্য্য করে না, অতএব সেখানে লক্ষণা দ্বারাই বেদার্থ নির্ণয় করা উচিত।

মহাপ্রভু—শ্রীগৌড় পূর্ণানন্দ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। শব্দ-শক্তি-বিচারে ইহার বিপরীত আছে যে, যেস্থলে অভিধা অঙ্গীকৃত হয় না, সেখানে লক্ষণার স্থল নাই। যেখানে গ্রাম নাই, সেখানে সীমার তত্ত্ব কেন? জনক ব্যতীত পুত্রোৎপত্তি কিরূপে হয়? বিতর্ক এই যে, আনন্দচিদ্-বস্তুতে যখন অভিধা-দ্বারা শব্দ কার্য্য করে না, তখন অভিধার সংশ্লিষ্ট স্বরূপ-লক্ষণা কি করিবে? অতএব লক্ষণাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপ্ত-বাক্যের অভিধা শক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বস্তু অন্বেষণ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির কার্য্য। ব্যাসসূত্রের অর্থগুলি স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যের অপ্রতিরুদ্ধ নিম্মল কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান; কিন্তু স্ব-কপোল-কল্পিত ভাষ্য-মেঘখণ্ড তাহা লোক-লোচনের নিকট আচ্ছাদিত করিয়াছে।

সার্ব্বভৌম—আপনিই পূর্ব্বে বলিয়াছেন, উপনিষদ্‌প্রতিপাদ্য অর্থই সূত্রাকারে বেদান্তে নিবদ্ধ হইয়াছে; আচার্য্য শঙ্কর সেই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনি তাঁহার নিন্দা করিয়া কি পরোক্ষভাবে শ্রুতিকেই নিন্দা করিতেছেন না?

মহাপ্রভু—বেদ এবং তদনুগত পুরাণ সমূহ ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন, "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব-ধর্ম্ম বশতঃ পরমেশ্বর লক্ষণে লক্ষিত হন। বৃহদ্ বা পরিপূর্ণ বস্তুতে জীব স্ব-কপোল-কল্পনা বলে কোন শক্তির অভাব লক্ষ্য করিলে পরমেশ্বরের পরিপূর্ণতা বা বৃহত্ত্ব অস্বীকার করা হইল। ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতার সহিত দর্শন না করিলে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে, আর তাঁহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দর্শন করিলে সেই বৃহদ্-ব্রহ্ম বস্তু স্বয়ং ভগবদ্রূপে প্রকাশিত হন। অতএব 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'—ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রী-সংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সবিশেষ তাঁহাকে 'নিরাকার' বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। আবার, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের নিরাকারত্ব অর্থাৎ রূপের অভাব যুক্তি-বিরোধী। বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান্ একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল প্রাকৃত পদার্থের পক্ষে অসম্ভব।

"আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো

মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রভেদতঃ।

অমূর্ত্তস্যাশ্রয়ো মূর্ত্তো

মূর্ত্তানন্দোঽচ্যুতো মতঃ॥

অমূর্ত্তঃ পরমাত্মা চ জ্ঞানরূপশ্চ নিষ্ক্রিয়ঃ।

স্বস্বরূপঞ্চ কূটস্থো ব্রহ্ম চেতি সতাং মতম্

অমূর্ত্তমূর্ত্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ববিচারতঃ।

ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈর্নিত্যত্বাদপি সর্ব্বশঃ॥"

সার্ব্বভৌম—আপনার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে শ্রুতিবাক্যের সহিত অসঙ্গতি হয়। শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম—"অপাণিপাদ" 'অচক্ষু', 'অকর্ণ'; আর আপনি যে সকল প্রমাণ উদ্ধার করিলেন, তাহা পুরাণ ও স্মৃতি-শাস্ত্রাদির প্রমাণ। আমরা শ্রুতির মুখ্য প্রমাণ অস্বীকার করিয়া পুরাণাদির গৌণ প্রমাণ-বাক্য-সমূহ স্বীকার করিতে পারি না। উক্তও হইয়াছে, শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই গরীয়সী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মহাপ্রভু—যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহারা কেবল 'প্রাকৃত-বিশেষ' নিষেধ করিয়া "অপ্রাকৃত-বিশেষ' স্থাপন করেন—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা

সাভিধত্তে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো

বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

যে যে শ্রুতি ভগবত্তত্ত্বকে প্রথমে "নির্বিশেষ' কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—(তৈঃ ভৃঃ ১) ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে এই পাওয়া যায় যে, এই 'চরাচর-বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লীন হয়'। এই সব বেদবাক্য দ্বারা পর-ব্রহ্মের 'অপাদান', 'করণ' ও 'অধিকরণ'—কারকত্রয়রূপ তিন প্রকার লক্ষণ জানা যায়। এই তিন প্রকার নিত্য লক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য-সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহু স্যাম্" (ছাঃ উঃ প্রঃ—৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" (ঐতঃ উঃ ১।১) এই বাক্যমতে প্রাকৃত শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। অতএব ভগবান্ যে-মনে চিন্তা করিলেন, যে-নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সেই 'মন' ও 'নয়ন' প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল। সুতরাং পরম ব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন ছিল,—ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত।

এল্‌বার্ট হলে বক্তৃতা

গত ২১শে আগষ্ট রবিবার কলিকাতা এলবার্টহলে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কেটি সি-আই-ই, এম্ এ, এল-এল-ডি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ চিন্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত বহু শিক্ষিত জনমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন। বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী কল্য প্রেস বন্ধ থাকায় দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

চাতুর্ম্মাস্য

(গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ,)

বেদশাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মক্রম উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে সংকল্পীয় চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যে নানা-স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থ স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্য-তত্ত্বেও আমরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক-গৃহ্যসূত্রেও যতিধর্ম্ম নিরূপণে আমরা পাঠ করি যে, "একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্। বর্ষাভ্যোহন্যত্র বর্ষাস্তু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ॥" একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়িগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে ব্যবস্থা আছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাসকাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন; তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমহাপ্রভু—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥
ত্রিমল্ল-ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য গীত কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ-গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাঁহাঞি মিলন॥

(চৈঃ চঃ ম ১ম)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী—

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা॥

(চৈঃ চঃ ম ৪র্থ)

শ্রীবৈষ্ণব এক,—'বেঙ্কট ভট্ট' নাম
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি,' প্রভু, হৈল উপসন্ন॥
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণ-কথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
এক একদিনে সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক একদিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥

(চৈঃ চঃ ম ৯ম)

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব-জন নব-দিন পাইল॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যে যত দিন।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥

(চৈঃ চঃ অ ১ম)

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥

(চৈঃ চঃ অ ১০ম)

পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন।

* * *

এইমত নানা-লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥

(চৈঃ চঃ অ ১২শ)

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্ট-সাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। কর্ম্মকাণ্ডিকর্ম্মী এবং নিষ্কাম-ভক্ত সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিমাত্রেই করিয়া থাকেন। ইহাতে ভোগ ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—ত্রিবিধ সমাজেই ভোগ ত্যাগবিধান সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিল-ভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটি আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার 'মধ্যে মধ্যে' অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন। যিনি চারিমাসকাল নিয়ম সেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল উর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিকমাসে বিশেষভাবে নিয়ম সেবা পালন করাই বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন; তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য বিধানের আবশ্যকতা নাই। উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাসকাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"আষাঢ় শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী॥
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ়-মাসে শুক্লাদ্বাদশী দিবস হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস-কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক-শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়ম-সেবা পালনপর হইয়া কার্ত্তিকমাসে শ্রীমন্ত্র-[illegible] দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। উর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ [illegible], ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-গ্রহণ করিবে। ইহা নিত্য-ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

"ইত্যাষাঢ্যং প্রভোরগ্রে গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণ-ভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥"

অপিচ—

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

ব্রতের গ্রহণীয় বিধিতে ভগবানের নিয়ম সেবা ও নাম সংকীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। যথা,—

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মনারদ-সংবাদে :—

"জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সংকীর্ত্তনন্তথা।
স্বীকৃত্য পারণেদেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ॥"

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের বর্জ্জনীয় বিচারে লিখিয়াছেন,—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥"

—চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক-ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সংকীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"রুচ্যং তত্তৎকাল-সম্ভবং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফল-মূল—যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়-বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জনপূর্ব্বক সংযত হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি-দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা-বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থপক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সমর্থ-পক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কল্পিগণ—ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ত্যাগদ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবনধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে প্রতিকূল অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবার উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

চাতুর্ম্মাস্যকালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়নকালে বিলাস শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশয্যা হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্প প্রভৃতি বস্তু-উপভোগ ত্যাগ করিবেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত; যেহেতু উহাই

শ্রীশ্রীবলদেব

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাকরণ নাট্যমন্দিরে গত ১৬ই আগষ্ট শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাববাসরে প্রদত্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যঃ এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

জগজ্জীবকে অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম অকাতরে বিতরণ করবার জন্য যিনি কলিকালে শ্রীধাম-মায়াপুরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই কলিযুগপাবনাবতারী শচীনন্দন গৌরহরি আমার হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করুন।

সহৃদয় শ্রোতৃমণ্ডলি! আপনাদিগকে আমি যথাযোগ্য অভিবাদন করি। আজ শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি; এই মাধবী-তিথি-দিবসে সর্ব্বারাধ্য শ্রীবলদেব প্রভুর গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করাই আমাদের জীবনের নিত্য কৃত্য; তাই এই ভক্তি-জননী চেতনোন্মেষিণী তিথিপালনমুখে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের স্বয়ং-প্রকাশ—বৈভব-প্রকাশ শ্রীবলদেবপ্রভুর গুণ-কীর্ত্তন ক'রে আত্মশোধন করবার জন্য আপনাদের নিকট কৃপা ভিক্ষা করছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—আমি শ্রীবলদেব-প্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি যাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সেই শ্রৌতবাণী যেন আজ কীর্ত্তন ক'রে জীবন সার্থক করতে পারি। আপনাদের শ্রীচরণে আমার ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেবপ্রভু প্রতি কৃপাপরবশ হ'য়ে এই পৌর্ণমাসীতে ধরাধামে হ'য়েছিলেন। আমরা বলদেব প্রভুর সঙ্কর্ষণ, বলরাম, বলভদ্র নামের কথা শুনতে পাই। গর্ভসঙ্কর্ষণাত্তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি। রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ॥ যোগমায়া দেবী শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দেবকীর সপ্তম গর্ভ হইতে বলদেব প্রভুকে আকর্ষণ ক'রে রোহিণীতে সংস্থাপন ক'রেছিলেন ব'লে তাঁর নাম সঙ্কর্ষণ। 'রামেতি লোকরমণাৎ' তিনি জীবনিচয়ের কৃষ্ণরতি উৎপাদনপূর্ব্বক আব্রহ্মস্তম্ব সকলকেই অভয়-অশোক কৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করছেন—চিদ্বল প্রদান করছেন ব'লে তিনি বলরাম। আবার বলের আধিক্য হেতু তিনি বলভদ্র বা বলদেব। এই অনন্তদেবের অনন্ত মহিমা—অনন্ত গুণ—অনন্ত কৃপা; সান্তে অবস্থিত হ'য়ে অনন্তদেবের মহিমা কীর্ত্তন করা যায় না। অনন্তদেব—বলদেবের অহৈতুকী কৃপাই দুর্ব্বল জীবের একমাত্র সম্বল। সেই বলদেবপ্রভুর অযাচিত কৃপা ব্যতীত আমাদের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রুতি ব'লেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' আমরা মায়াকবলিত দুর্ব্বল জীব; চিদ্বল লাভ করা ব্যতীত—বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপাবল লাভ না করা পর্য্যন্ত আমরা আমাদের মঙ্গলের পথ স্থির করতে পারি না। আমরা যদি সেই বলদেবপ্রভুর কৃপা লাভ করতে না পারি তাহলে আমাদের চৈতন্যমঠে বাস করা হবে না, বৈকুণ্ঠাগত অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যমঠকে ইটপাটকেল-নির্ম্মিত তথাকথিত মন্দিরবিশেষ ব'লে মনে হবে—শ্রীধামবাসের পরিবর্ত্তে গ্রামে বাস করা হবে এবং ধামবাসছলে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণকেই ভগবানের সেবা ব'লে মনে করবো বা ধামে ব'সে গ্রাম্যবিষয়ের আলোচনা করবার প্রবৃত্তি বেড়ে যাবে।

বলদেবপ্রভু সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ—অভিন্ন শ্রীগুরুদেব। সেই কোটিচন্দ্রসুশীতল পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত আব্রহ্মস্তম্ব কাহারও অন্য কৃত্য বা গতি নাই।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই।

সেই অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যিনি সত্য সত্যই আশ্রয় করেছেন, তিনিই নিজ-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন—স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ, সাধ্য-সাধন-স্বরূপ বা বিরোধী-স্বরূপ তাঁরই উপলব্ধির বিষয় হয়েছে। তাঁর অনর্থ নাই, তিনি সর্ব্বক্ষণ একমাত্র পরমার্থ—কৃষ্ণচিন্তায় সতত সচেষ্ট।

জীবের দুর্দ্দৈব দেখে পরদুঃখদুঃখী বলদেবপ্রভু অগ্রে অবতীর্ণ হ'য়ে সমগ্র জীবের উদ্ধারের উপায় বিধান ক'রেছেন। তিনি সন্ধিনী-শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব; তিনি সন্ধান ক'রে দেন কৃষ্ণকে, তাই তিনি শ্রীগুরুদেব। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী সন্ধিনীশক্তি, তাঁর অভিন্ন শ্রীবলদেব প্রভু। অনঙ্গমঞ্জরী সর্ব্বকান্তাশিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীর কনিষ্ঠা সহোদরা ভগ্নী; তাঁর কৃপা ব্যতীত অধোক্ষজতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি জীবের নাই। সন্ধিনীশক্তি সত্ত্বা বিস্তার ক'রে থাকেন। জীবের শুদ্ধসত্ত্বে সার, সম্বিতের সার উদিত হইলেই শাস্ত্রের গুহ্য সর্ব্বার্থ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাই—পার্ব্বতীদেবী দক্ষযজ্ঞে গমন করবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মহাদেব তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করায় নিষেধ-বাক্য শ্রবণ না করিয়া ক্রোধ ও অভিমানভরে বলেছিলেন—তুমি বুঝতে পারছো না, আমার পিতা দক্ষরাজ তোমার গুরুজন, তুমি তাঁহাকে প্রণাম না ক'রে অবজ্ঞা করলে কেন? তদুত্তরে মহাদেব বলেছিলেন,—

তোমার পিতা, তোমার মাতা, এরূপ ধারণা তোমার হতে পারে, কিন্তু আমার দেহাত্মবুদ্ধি নাই এই দেহের সম্পর্কীয় পিতা, মাতা বন্ধুবান্ধবগণকে আমি আমার আত্মীয় মনে করি না। আমার শুদ্ধসত্ত্বে দুইটী বস্তু—বলদেব ও বাসুদেব; আমি শুদ্ধান্তঃকরণে সর্ব্বক্ষণই বলদেবের উপাসনা করছি বাসুদেব লাভের জন্য। আমি নিরন্তর তাঁদের চিন্তাই ক'রে থাকি—আরাধনা ক'রে থাকি, আমার হৃদয়ে বলদেব-কৃষ্ণ, অন্য কোন বস্তু মুহূর্ত্তের জন্য স্থান পায় না এবং এতদিতর দর্শনও আমার নাই। 'তোমার পিতা তোমার মাতা' এরূপ ভেদ-জ্ঞান আমাতে নাই।

এই সদুপদেশ ও নিষেধবাণী শ্রবণ না করায় সতীকে পিতৃগৃহে বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ করতে হয়েছিল এবং পরমা বৈষ্ণবী পার্ব্বতীদেবী সেইজন্য পিতৃদত্ত দেহ পরিত্যাগ করেছিলেন, তা বোধ হয় আপনারা প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

হে আমার সহৃদয় শ্রোতৃমণ্ডলি! বলদেব প্রভু শুদ্ধসত্ত্বে উদিত হন; সূর্য্যরশ্মিতে সূর্য্য-দর্শনের ন্যায় বলদেব-কৃপাবলেই আমরা কৃষ্ণাভিন্ন বলদেব প্রভুকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বা হৃদয়ে তাঁহার কৃপোদয় লক্ষ্য করবার সৌভাগ্য লাভ করি। যদি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে পারি তবে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরের কৃপালাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

• • • •

অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় কৃষ্ণ-কৃপা লাভ, আবার কৃষ্ণ-কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিলতাবীজ লভ্য হয়। এই হরিভক্তিই জীবের স্বরূপের ধর্ম—আত্মার ধর্ম। এই ভক্তিলতাই—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় যাবায় জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার হয় এই শাস্ত্র-বাণীতে দৃঢ়বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসটী হৃদয়ে নিত্যকাল জাগরুক রাখা জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার অভাবেই আমাদের যত অসুবিধা—যত ভোগপ্রবণতা। গুরুপাদপদ্মাশ্রয় জীবের কোন উপায় নাই তজ্জন্য শাস্ত্র আদৌ গুরুপাদাশ্রয় তস্মাৎ দীক্ষাদি শিক্ষণম্ প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

বৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ দেহ ও কিছুক্ষণস্থায়ী-বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থ ব্যক্তি পক্বদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালী-পাক-বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ এক দিবস অন্তর এক দিবস উপবাস করিবেন। হরি-শয়নে নখ-লোমাদির ক্ষৌর-কার্য্য করিতে নাই। ক্ষৌর-কার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। চারিমাসকাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরিসেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়, ভজনের সুষ্ঠুতার ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরি-শয়নকালে নিয়মে অবস্থান করা বিধি-শাস্ত্রের আদেশ—

"তস্মিন্ কালে চ যত্নেন যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডবঃ শ্রেষ্ঠমানবঃ।"

এতদ্ব্যতীত নক্ত-ভোজন, পঞ্চ-গব্যাশন, তীর্থস্নান, অযাচিত-ভোজন, হরি-মন্দিরে গীত-বাদ্য, শাস্ত্রামোদদ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈল-স্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য, জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক-ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তিফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষ-বাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল-লাভ হয়।

তৃষ্ণাময়ী

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

আমার বক্ষের মাঝে কোন্ কুক্ষণেতে,
বাসা বেঁধেছিস্ তুই ওরে কুহকিনী !
তৃষা তোর অন্তহীন বারিধির প্রায়,
গ্রাসিবারে চাহে যেন, রোষ ফেনায়িত,
বাসনার লোল-জিহ্বা করিয়া বিস্তার,
শ্যামল জীবন-বেলা। অয়ি তৃষ্ণাময়ী !
অতৃপ্তির শ্বাসে, তোর করুণ ক্রন্দনে,
বুভুক্ষিত অন্তরের স্পন্দনে দারুণ
একি ক্ষুধা সর্বনাশা, বিশ্বপুরে আজি
মূর্তিমতী ! জলে, স্থলে, কাননে, পুলিনে,
গিরিনদী-গানে আর নির্ঝরের সুরে,
বাজে যেন অতি তীব্র করুণ মূর্চ্ছনা—
"বড় তৃষা, বড় জ্বালা, পিপাসায় প্রাণ
ওষ্ঠাগত" ক্ষুধিত বাসনানল হায় !
অসংযত প্রবৃত্তির ঝঞ্ঝাবাতে যেন,
কুণ্ডলী পাকায়ে ঘুরে' নীল নভোতলে,
জাগাইছে প্রলয়ের ঘোর ভীমনাদে !

ভোগবুদ্ধি করি, সেবা মাধবের ধনে,
ভোক্তার সহজ স্বত্ব অস্বীকার করি',
পলে, পলে, দণ্ডে, দণ্ডে, নিমেষে নিমেষে,
শুষিলি কতেক রস ; কুরসে মজিয়া !!
তবু মিটিল না তৃষা ? ক্ষুধা পূ'রল না,
অয়ি বিমোহিনী মোর ? তোরি পূজা তরে
পায়ে সদা দিনু হায়, অঞ্জলি করিয়া,
আপনার হৃৎপিণ্ডের তপ্ত রক্তধারা।
আমারে আমিত্ব বলি' যা' আমার,
যতেক সঞ্চয় আর অতন্দ্র সাধনা,
ক্ষণে, ক্ষণে, পলে, পলে, বিন্দু, বিন্দু করি
নিঃশেষে ভারিনু পায়, তোরি সুখ-কামে।

প্রসন্ন হাসির রেখা, ক্ষণিকের তরে,
ফুটাইতে ঐ ক্রূর বদনমণ্ডলে,
ঝাপায়ে পড়িনি কি গো, দাবানলমাঝে,
মরণ নিশ্চয় গণি, জানিয়া নিশ্চয় পরাজয় ?
আরো চাস ? কত ক্ষুধা আছে বুকে তোর
হে নিঠুরা মায়াবিনী নির্লজ্জা রূপসি !
আমার নয়ন পরে দিয়াছিস্ কোন্ আবরণ,
কি কঠিন মোহাঞ্জন দিয়েছ আঁকিয়া ?
রুক্ষ তব রূপে মম নয়ন ঝলকে,
ভীম-হাসে কাঁপে হিয়া বিষম তরাসে,
দারুণ শঙ্কার ভরে প্রাণ কণ্ঠাগত।
তবু ভালবাসি তোরে—হায়, বিকায়েছি,
পদমূলে দাসখত দিয়াছি লিখিয়া।
বাজে বুকে পদাঘাত, শত শেল সম,
তবু মিঠে, প্রিয় সে যে প্রিয় পদাঘাত।
লাথি ঝাটা পুরস্কার, তা'ও মধু লাগে,
একি প্রীতি পুরাতন, মোহ শৃঙ্খলের ?
মাদকতা একি হায়, মরণ-মদের ?
স্নেহের দুলাল যবে পড়ে ভব ঝরি,
কালের কঠোরাঘাতে কুসুমের মত,
আবারো জাগিয়া উঠে মমতার ক্ষুধা,
আশাবুকে রচে পুনঃ মোহন স্বপন,
আবার সন্তান তরে। নিজ কর্ম দোষে,
সোণালী স্মৃতিতে ভরা গৃহ-সুখ-বাসে,
পড়ে যদি নিদারুণ কর্কশ ভীষণ,
তখনো বাসনা তোর, আঁকে নব নব,
সুখময় সংসারের মোহময় ছবি !!
বহু সাধ্য সাধনায়, দেবতা মানতে

না রহিল বাঁচি' যার, জীবনের দীপ—
পর জন্মে তারি আশে, হায় একি ভুল !
কামের পূরণ কামে, অলীক আবেশে,
কত দান, বত ধ্যান, পূজা আয়োজন
গরবের ধন, তাই আজি নিষ্ঠাবলি'
বিশ্ববাসী হৃদয়ের। ক্ষুধা তোর হায়,
প্রতিক্ষণে ফুটিতেছে তারল্য চপল,
তরুণীর রূপরাশি কামনা-লোলুপ।

যত পরাজয় তত বাড়ে তার তৃষা,
ব্যর্থ যুদ্ধোদ্যমে সে যে সাহসী সেনানী ;
অপমানে নাহি ঘৃণা, নাই বিন্দু ক্ষোভ,
আপন কুক্রিয়া লাগি নাইরে ধিক্কার !
চঞ্চলা তোমার বাঞ্ছা, স্থির কভু নহে,
বরিয়াছ যারে তুমি দিব্য উবালোকে,
মধ্যাহ্নের খরতাপে তাহার ছায়ায়—
দারুণ বিরক্তি ভরে ! সায়াহ্নের গান,
নিশীথের স্তব্ধ শোভা করিয়াছে ম্লান,
আপন মহিমা দিয়া, বসন্তের হাসি,
অমল শারদ-প্রাতে, তা'ও যেন লাগে,
বড়ই চাপল্যময় কুহেলি তরল।

দু'টী দণ্ড আগে যারে বক্ষে ধরি নিয়া,
মস্তকের পরে যার রাচলে আসন,
চপল অসৎ তৃষ্ণা, কার বচনেতে,
নিঠুর চরণাঘাতে দলিতেছ তার ?
কভু হ'তে সাধ তব, উজ্জয়িনী পুরে,
রাজার সোহাগ-পুষ্ট আরবিণী বালা ;
কভু বা আরব দেশে উদ্দণ্ড বেদিয়া
যাযাবর বেদুইন প্রকৃতির কোলে।
অস্থির কামনা কভু স্বাধীনতা মাগে
জন্ম চাহে রাশিয়ার তরুণের দলে ;
বিগত বিপ্লববাদী উচ্ছৃঙ্খল মাঝে
বহে যেন সাম্য ধ্বজা কল্পনা নয়নে।

কভু জাগে ক্ষুধা বক্ষে স্বপ্রভবী হ'তে
সুউচ্চ আসন লভি ব্রাহ্মণোর বৃথা
আড়ম্বরে ; সমাজের মিথ্যা শিরোদেশে
বলদৃপ্ত নাহি অধিকার।
কখনো বা ব্রাহ্মণেরে সতত ধিক্কার,
বৈশ্য শূদ্র-সন্তাপেতে, মুখর গগন,
রোষময়ী তীব্র বাক্যবাণে ; দেব হ'তে
কভু সাধ, কভু দৈত্য হতে, কভু যক্ষ-
বধূ হয়ে পূজিতে যক্ষেরে, হৃদয়ের
বাসনায় ; যাদুকরী, রে অশান্ত মতি,
লজ্জা নাই লজ্জাহীনা ? শ্রান্তি তবু নাই !
কামনার লেলিহান অগ্নিময় বাসে,
পরিয়াছ প্রদীপ্ত বসন। চক্ষে তব
জ্বালাময়ী কুটিল চাহনি, বক্ষে ভরা,
বিশ্বগ্রাসী অন্তহীন ক্ষুধা, কণ্ঠে তোর,
ভুখারব, আরো খাবো, চাই, সব চাই।
অতৃপ্তির অহি-বিষে জারিত ও দেহ॥

শ্যামসুন্দরের সৃষ্ট যত শ্যামলতা,
তাঁহার পূজনযোগ্য যত শুভ্র ফুল,
বর্ণে গন্ধে ফুটিয়াছে চারু শোভা ধরি,
পূজার বেদীর পরে ; পিশাচিনী তুই,
যাস্ কোন্ অধিকারে, আত্মপ্রীতিকামে,
ভোগার্ত কটাক্ষ ল'য়ে ; জড় ভোগ আশে,
শস্য-সম্পদেতে ধন্যা এই সেবা-ভূমি ;
মাধব-নৈবেদ্যতরে বৃক্ষে মধুফল—
স্বাদু জল সরসশীতল সরোবরে।
তৃষ্ণা শক্তি প্রবল তাই, বল মূঢ়ে তুমি
বারবার, এ' আনন্দ উপায়ন-ভার,
ঈশসৃষ্টি, তব প্রীতি কামনার তরে।

রাজরাজেশের দয়া, এই নাকি
চরম প্রমাণ ; হায় ! কুহকিনী মায়া,
আর কত ভুলাইবি ছলে ; প্রাণ মন
দৈন্যহারা, কাঁদে হিয়া তোর বাক্য-বাণে ;
লোহার নিগড় আজি, ক্ষণে ক্ষণে যেন
গুরুভার বাজে বুকে, শৃঙ্খল অসহ।
মনে হয়, তোর খাস লাগে না যে মিঠে,
বিষে ভরা সদা ঐ বক্ষনাশ বুলি।
সোহাগ-পরশে মৃত সুখস্বপ্ন ভাঙ্গে,
যেন কেন চমকিয়া উঠিছে অন্তর,
অজানা এ মোহ ভাবে। কাঁপে বক্ষ
ভুক ভুক, ঘন শ্বাসে ছুটিছে পবন।

আজি যবে প্রভাতের নব দিবালোকে,
চাহিনু তোমার পানে সংশয়ের ভরে,
যাদুকরী, এখন বুঝিনু এর মায়া,
বহুরূপে বহুকামী আমারে মোহিতে
সাজিছে সতত মিথ্যা উৎসবের সাজে !
আনন্দ উৎসব ছলে মায়া মরীচিকা,
কি বিচিত্র আশামরী মোহ স্বর্ণজালে,
বেঁধেছে এ' ক্রীতদাসে চিরদিন তরে॥

অনাদি অতীত কালে কি অশুভক্ষণে
জনম লভিনু হায়, সর্বনাশি তুই !
অনিত্য সুখের আশে জড়ানন্দে মাতি,
ক্ষণিকের বৃথা লোভে লুব্ধ পথিক !
ত্যজিলি অমৃতধাম নিত্যানন্দ ভূমি,
অফুরন্ত আনন্দের মধু প্রস্রবণ।
বরিলি বে অজ্ঞানময় মায়া কারাগার,
আনন্দ-নিবাসে দুঃখে ; হে ভ্রান্তি-মোহিত !
সতী-নারী প্রায় তব, আজ্ঞা পালিয়াছি,
করযোড়ে পদমূলে দাঁড়ায়ে সভয়ে ;
যত্ন মোর ব্যর্থ সব, ওগো তৃষ্ণাময়ী,
ক্ষুধার্ত মূরতি হেরি কাঁপে বক্ষ আজি,
ব্যর্থ ব্যর্থ চেষ্টা মরি কাঁদে দীর্ণ হিয়া,
দারুণ বিক্ষোভে আজি আয়োজন মোর
নব পথ নিয়েছে খুঁজিয়া। মিটাইতে
ক্ষুধা তোর, ক্ষুদ্র শক্তি মানিয়াছে হার।
পরাজিত বন্দী আমি, ব্যথা তপ্ত বড়,
মাগি শুধু পদে তোর করিয়া ক্রন্দন
অব্যাহতি দেগো আজি, দেহ মুক্তি মোর
পরিত্রাণ, পরিত্রাণ, ও' কবল হ'তে॥

করুণা হ'বে না তোর ? ওরে ছলময়ী !
শান্তিও হ'লনা তব এত পান করি ?
এখন দেহ গো ছুটী এই অধমেরে ;
যাহা ছিল সবি নেছ বক্ষ শূন্য ক'রে,
আরো কি রয়েছে বাকী ? বল বল, তবে,
অবশিষ্ট রহে যদি বিন্দু রক্তকণা
তাহা দিয়া রাঙ্গাইব ও' পদ যুগল
অলক্তক রাগে, এবে বিদায়ের ক্ষণে।

রে তৃষা, বিনাশ তব কাম্য নহে মম,
চেতন রাখিতা তব বিনাশের হেতু ;
ছাড় শুধু কু-বাসনা, অসৎ পিপাসা ;
শ্রীগুরুচরণপদ্ম কল্যাণের নিধি
কৃপাবশে স্বপ্রকাশ বিশ্ব-জগতে,
সেই কাম্য পদরেণু দেবতা বাঞ্ছিত,
তার লাগি তৃষা তব বাড়ুক সদা।
ভক্তভাগবত-সেবা, সেবাপ্রিয় সার,
জড় আশা নিবারিণী মহৌষধি সে যে,
কর তব নূতন সদা নিত্যানন্দ আশে
ক্ষণিকের বস্তু থাকি মত্ত নিত্য-সুখে।

কামনা-দানবী থাক চিরদিন তরে,
পলাইয়া, তার সোণা নিজ বাসভূমে।
কৃপা করি' কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনামরূপেতে
প্রপঞ্চে উদয়, জীব উদ্ধারের লাগি'
মত্ত মন, লৌল্যসহ শ্রীনাম সেবায়,
তৃষ্ণা আজি ধন্য হোক নাম সংকীর্তনে ;
কৃপাময় শ্রীগৌরচন্দ্র নাম দানের বৈভব,
কাবলেন প্রকটিত ভক্ত পক্ষহীন ;
অনন্ত সম্পদ খানি, বৈকুণ্ঠ ভাণ্ডার
উন্মুক্ত করিয়া প্রভু দয়ার্দ্র চরিত।

অনেক ভ্রমণ করি' ক্লান্তি কি হ'লনা ?
ওরে তৃষ্ণা, ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার
অপ্রাকৃত চিন্তামণি গৌড়ধাম-বক্ষে
পরম আগ্রহে নেবে ভুবন কাবিয়া
শিরেতে বরিয়া তব, আজি শুভক্ষণে।
বহু রম্য দিব্য স্থানে, নরকে ভীষণ,
ভ্রমেছ অনেক কাল তৃষ্ণাবশে তুমি,
ক'রেছ অনেক পান, কু-বিষয় রসে,
কটু তিক্ত মিষ্ট ঝাল রসে রসনায়,
কৃষ্ণের অধরামৃত ভক্ত আস্বাদন,
মহা-মহাপ্রসাদান্ন অমৃতের সার,
রে ক্ষুধা, ক্ষুধাত তব তারি কল্যাণেতে,
যদি চাহ শান্ত হ'তে প্রেমের সন্ধান।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র [illegible]

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে [illegible] একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। জগতে একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ও [illegible] এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক

"শ্রীধাম" "নবদ্বীপ"

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই ভাদ্র শুক্রবার ১৩৩৯, ২৬শে আগষ্ট ১৯৩২

শ্রীগৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যবর্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ

স্বয়ং

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] সাহিত্যমন্দিরে

(১) আগামী ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট রবিবার "শ্রীভগবানের সহিত জীবের এবং জগতের সহিত জীবের ও ভগবানের সম্বন্ধ" বিষয়ে, (২) ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবার "মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ত[illegible] করিবার প্রকৃষ্ট উপায়" বিষয়ে এবং (৩) ২৬শে ভাদ্র ১১ই সে[illegible]র "বেদান্তপরিচয়" বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন।

প্রত্যেক বক্তৃতার সময়—অপরাহ্ণ ৫৷৷ ঘটিকা

সর্ব্বসাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ফরিদপুরে স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। গত ২২শে আগষ্ট প্রাতে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মনোরঞ্জনের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও কয়জন আত্মীয় এখানে আসিয়াছিলেন। গত ২২শে তাঁহারা শেষ দেখা সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার পিতা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে, মনোরঞ্জনের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টির জন্ত তাঁহার আত্মীয়দিগকে যেন দেওয়া হয়। আবেদনের কোন উত্তর না পাইয়া তাঁহারা সকলে ২২শে রাত্রিতে বরিশাল হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

আদালত প্রাঙ্গণে লুণ্ঠন

পাটনা হইতে প্রকাশ, শ্রাবণ মাসের সোমবার জিলা আদালতের প্রাঙ্গণে যে 'সোমবারী' মেলা বসে, তাহাতে দোকানপাট লুঠ করিবার অভিযোগে কোপাচোবে ও আর কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গান্ধীজীর পত্র

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গান্ধী গত ১৫ই তারিখে যারবেদা জেল হইতে শ্রীযুক্ত এস, সত্যমূর্ত্তির নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন—প্রিয় সত্যমূর্ত্তি আপনার কি অসুখ হইয়াছে? আমি সংবাদপত্রের বিবরণে বিশ্বাস করি না। আশা করি, অসুখ তত গুরুতর নহে। আমরা ৩ জনে ভাল আছি।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে লাঞ্ছনা

যশোহর হইতে প্রকাশ, গোপীবালা হরণ মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। যশোহরের অতিরিক্ত দায়রা জজ ২জন হিন্দু এবং তিনজন মুসলমান জুরীর সহিত একমত হইয়া দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারানুসারে ভোলানাথ নন্দী প্রভৃতি আসামীদের প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। উক্ত ৩৭৬ ধারানুসারে ভোলানাথ ও মাদার দাস অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। কালিপদ দাঁ ও পরেশ দাঁ ৩৭৬ ও ১০৯ ধারানুসারে অপরাধী গণ্য হইয়াছে। নরেন দাস এবং অর্জ্জুন দাস মুক্তিলাভ করিয়াছে। ভোলানাথ নন্দী ও মাদার দাস ৭ বৎসর, কালীপদ দাঁ ও পরেশ দাঁ ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

[illegible] জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১০ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১০ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৬শে আগষ্ট ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ১৪৭তম সংখ্যা

এলবার্টহলে বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিককালব্যাপী মহামহোৎসব উপলক্ষে গত ৫ই ভাদ্র ২১শে আগষ্ট, ১৯৩২ রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ এলবার্ট হলে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। সভার বক্তা ছিলেন—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত প্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়। বক্তব্য বিষয় ছিল—"শ্রীচৈতন্যের প্রেম"। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে মাননীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কেটি, সি-আই-ই, এম্-এ, এল-এল-ডি মহোদয়কে সভাপতির পদে বরণ করা হয়।

সভা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই জনসমাগম হইতে থাকে, সভা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সভাগৃহটী লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাবদান্য-অবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের মহাদান—পরম-প্রয়োজন প্রেম-সাধনের কথা শুদ্ধ আচারবান্ গৌর-জনের শ্রীমুখে শ্রবণ করিবার যে পিপাসা বর্ত্তমান সময়ে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্য সত্যই প্রশংসার্হ। ভগবদ্ ইচ্ছায় উক্ত দিবস আকাশের অবস্থাও বেশ ভালই ছিল। প্রস্তাবিত সভারম্ভের সময় হইতেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী পরবিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-প্রভুর মূলগায়কত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারিগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গিরিধারীর [illegible] ও জয়গান করিয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি হইতে 'শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু' এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা হইতে 'গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু'—এই দুইটী পদ মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে সমবেতস্বরে অর্দ্ধঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ৫ ঘটিকার সময় সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ ও তৎসহ শ্রীযুক্ত সভাপতি মহোদয় ও অন্যান্য সজ্জনগণের শুভাগমন হয়। সভাস্থ সজ্জনবর্গ সকলেই উত্থিত হইয়া আচার্য্যবর্য্যের সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ সস্নেহে সকলকে আসন গ্রহণের ইঙ্গিত জানাইয়া বক্তৃতামঞ্চের উপর আসন পরিগ্রহ করিলে তাঁহার ইঙ্গিত-ক্রমে সকলেই স্ব স্ব আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক বিদ্যাভূষণ প্রভুর ইচ্ছায় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া শ্রীযুক্ত সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহোদয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কেটি, সি-আই-ই, এম-এ, এল-এল-ডি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়া বলেন—"শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্যবস্থায় আজ যে মহা-সভার আয়োজন হ'য়েছে, সেই সভায় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান ক'রে আমাদিগকে অনেক মূল্যবান্ কথা শ্রবণ করবার সুযোগ দিবেন। সর্ব্বজনসুপরিচিত সদ্বংশোদ্ভূত বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন—সুযোগ্য সন্তান শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়কে আমরা সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে এই সভার সভাপতি হইবার জন্য প্রস্তাব করিতেছি।" শ্রীযুক্ত কিরণবাবুর এই প্রস্তাব স্কটিস্‌চার্চ্চ কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহোদয় সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়া বলেন—"আজ আমরা এই সভায় যে সুযোগ্য সভাপতি পেয়েছি, তিনি বৈষ্ণববংশে উদ্ভূত—আজন্ম বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। চার শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আবির্ভূত হ'য়ে যে প্রেমবন্যায় জগৎকে ভাসিয়ে গিয়েছিলেন; ৪০০ বৎসর পরে সে শুভ স্মৃতি এখনও আমাদিগকে বিস্মৃত হ'তে না দিয়ে গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণ আবার আমাদিগকে প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে দিবার জন্য যে বিরাট্ আয়োজন ক'রেছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ—চিরকৃতার্থ।"

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলিতে থাকেন—"আজ আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করবার পর আমি সভাস্থ সকলের নিকট আমার তত্ত্বৎ প্রশংসা লাভে অযোগ্যতা জানিয়ে আমার যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ার একটী কৈফিয়ৎ দিতেছি। সংবাদ-পত্রাদিতে ৪॥টার সময় সভারম্ভের কথা ঘোষণা করা হ'য়েছে। কিন্তু সভার কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে ৫টার সময় উপস্থিত হইলেই চলিবে বলেন। ইহার কারণ বুঝিলাম, আপনারা যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ অনুভব করিতেছিলেন, আমাকে সেই কীর্ত্তনানন্দ হইতে বঞ্চিত হ'তে হবে! আমি এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দের অধিকারী নই ব'লে আমার ৫টার সময় আসবার কথা।"

শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের কথা শ্রবণে ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন—আপনার জন্যে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। সভাপতি তাহা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় "কি আর বলিব তোরে মন! মুখে বল প্রেম প্রেম বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্য-গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন" এই [illegible] কল্পতরুর গীতিটী কীর্ত্তন করেন।

উদ্বোধন সঙ্গীত হইবার পর, সভাপতির অনুমোদন-ক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু বক্তৃতা আরম্ভ করেন। [আমরা এই বক্তৃতার বিবরণ পরবর্ত্তি সংখ্যায় প্রকাশ করিব।]

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠায় [illegible])

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

বেদান্ত বিচার

[২]

সার্ব্বভৌম—উপনিষদ্-বাক্যের সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম' শব্দই পাওয়া যায়।

মহাপ্রভু—সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে বিভুচিৎ বা বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্।

সার্ব্বভৌম—বেদে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই কেন?

মহাপ্রভু—বেদে উল্লেখ আছে, তবে বেদ-বাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্যই পুরাণবাক্যে বেদ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। বেদার্থ-পূরণকারী ও প্রাগ্ বহুযুগে প্রকাশিত বলিয়া 'পুরাণ' অর্থাৎ 'প্রাচীন'-নাম। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে। যাহা বেদ নয়, তাহা-দ্বারা বেদের পূরণ হইতে পারে না। যেমন সুবর্ণ-বলয়ের কোন অংশ পূরণের প্রয়োজন, সীসকের দ্বারা কখনই তাহা পূরণ হইতে পারে না। পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-তন্ত্রসমূহ বেদের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশিত ও বিস্তারিত করেন বলিয়াই বেদ হইতেও পুরাণের অধিকতর গৌরব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; যথা নারদীয়ে,—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং কচিদাপ্নুয়াৎ।

হে বরাননে! বেদার্থ অপেক্ষাও পুরাণার্থকে অধিক মনে করি, কারণ নিখিল বেদ-তাৎপর্য্য পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুদান্তই হউক, আর সুশান্তই হউক, যে ব্যক্তি পুরাণকে বেদ হইতে অন্য প্রকার মনে করে, সে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে; কখনই তাহার উত্তম গতি লাভ হয় না।

বক্তৃতা ১ ঘণ্টার কিছু অধিক কাল হইয়াছিল। দার্শনিক বিষয়ের সুগভীর তত্ত্বগুলি অতি সহজ সরলভাষায় প্রকাশ করিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা, বক্তৃতার ভাবগাম্ভীর্য্য, অতি অল্প-সময়ের মধ্যে অতি বিস্তৃত একটী বিষয়ের সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটী সুস্পষ্ট দিগ্‌দর্শন প্রদানের নৈপুণ্য দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার অন্তে—সভাপতি মহোদয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতাটিও বড় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আমরা তাঁহার বক্তৃতাটিও ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

সভাপতির বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী বি, এ মহোদয় গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে আবেগময়ী ভাষায় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপর বিদ্যারত্ন প্রভু "রসচন্দ্র নিত্য বৈছে" ইত্যাদি গীতমালার এই গীতিটী কীর্ত্তন করেন। বিদ্যারত্ন প্রভুর সুমধুর কণ্ঠস্বরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতিগুলি সর্ব্বজন-চিত্তরঞ্জক হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়।

সার্ব্বভৌম—আপনি পুরাণের মাহাত্ম্য বলিতেছেন, কিন্তু পুরাণও ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-তত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন।

মহাপ্রভু—অদ্বয়-জ্ঞানের শুষ্ক ও নিঃশক্তিক-প্রতীতিই—ব্রহ্ম। তন্মধ্যে প্রতি আত্মময় প্রতীতিই—পরমাত্মা। অদ্বয়-জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ-প্রতীতিই—ভগবান্। ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—শ্রীপতি নারায়ণ, আর মাধুর্য্য-প্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—রাধানাথ কৃষ্ণ। শ্রীগীতায় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে স্ব-মুখে বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

সবিশেষ-তত্ত্ব স্বরূপ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্ম-রূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক-সুখ-রূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বামি-চরণ ও এই অর্থই করিয়াছেন,—"ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূত প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ।" 'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'—এই অংশে ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি। যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশই সূর্য্যমণ্ডল, সেইরূপ। 'প্রতিষ্ঠা'-শব্দে পর্য্যাপ্তিও হইতে পারে। কোষকার বলেন,—পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা'।

"পরাত্মসমনন্দং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

'অহো! নন্দগোপ প্রমুখ পঞ্চরসাশ্রিত ব্রজবাসিগণের মহাসৌভাগ্যের বলিহারি যাই; পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।'

সার্ব্বভৌম—'অপাণি-পাদ' শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়াছেন, তখন জানিতে হইবে যে, সগুণ-ব্রহ্ম সেই নির্গুণ-ব্রহ্মেরই গৌণ প্রতীতিমাত্র। অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, অদ্বৈত, অমেয় ব্রহ্মই মায়া-মনুষ্যরূপে নন্দ-যশোদার পুত্র বা গোপগণের মিত্র হইয়া থাকেন

মহাপ্রভু—আপনি শ্রুতি-বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন। 'অপাণিপাদ' শ্রুতি মন্ত্রে জড় বিশেষ নিরসনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আদৌ ব্রহ্মের "প্রাকৃত-হস্ত পদ নাই" বলিয়া পরে "শীঘ্র চলেন এবং সমস্ত বস্তু গ্রহণ করেন"—এই বাক্যদ্বারা অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে বলিয়া ব্রহ্মের নিত্য সবিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই শ্রুতির মুখ্য-বৃত্তিতে সবিশেষত্ব ও গৌণ-বৃত্তিতে নির্ব্বিশেষত্ব। আপনি শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণাবৃত্তিতে অন্যায়রূপে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিতেছেন। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মের নিত্য সবিশেষ রূপে 'মায়ার বাদ' উঠাইয়া ব্রহ্মকে 'নিত্য নিরাকার' বলিয়া স্থাপন করেন; পরন্তু শ্রুতির সিদ্ধান্ত মতে সেই ব্রহ্ম—ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ আনন্দ-বিগ্রহ-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু শ্রুতি বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

সেই ব্রহ্মের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত-দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ—পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণ-বিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্য-শক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত-জীব-বুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য-শক্তির নাম - 'পরা শক্তি'। এক হইয়াও স্বাভাবিকী শক্তি—জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা। এই পরা শক্তি বিচিত্রানন্দ-সম্বর্দ্ধিনী: সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয়-মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।
যয়া সা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা শক্তিই 'চিচ্ছক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিই জীবশক্তি—যাহা মায়া-রূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' অর্থাৎ ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কর্ম্মসংজ্ঞা-রূপা অবিদ্যা শক্তির নাম 'মায়া'। ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিই জীবশক্তি; সেই জীবশক্তি 'সর্ব্বজ্ঞ' হইয়াও মায়া-শক্তিরূপা অবিদ্যা-দ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিল-তাপ নিত্য ভোগ করিতেছে। আবার সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞা'-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা-কর্তৃক আবৃত হইয়া সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জীবশক্তি—মধ্যমা, এবং অবিদ্যা-কর্ম্ম সংজ্ঞিতা মায়াশক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়া-দ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসার-তাপ লাভ করেন। সেই রূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্ম-চক্রে প্রবেশ করিয়া উচ্চ-নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন। হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী' 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধ-ব্যাপারই চিন্ময়। মায়া-বশযোগ্য চিৎকণ-জীব মায়াবিষ্ট হইয়া মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী' ও 'মিশ্র'—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা। বেদবাক্যে অনেক-স্থলে এই পরা-শক্তির প্রভাবত্রয়ের বর্ণন আছে; যথা—

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য
ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"

ঋগ্বেদে যে অক্ষর পরব্যোমের কথা আছে—যাহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই তত্ত্ব জানেন না, তিনি ঋক্ দ্বারা কি করিবেন? যাহারা সেই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! **সুবর্ণ সুযোগ!!**

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাটোর বড় অক্ষরে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৶৹; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৶৹।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপাকে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৵৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিষ্ঠাদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—দেহবর্ণন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতা সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৵৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—জ্ঞান ও বিদ্যা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামীপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনঃপাঠ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাসাধক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিধর্ম্মচিকিৎসা শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বাহ্যধর্ম্মতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজশাহীর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রোফেসার মহোদয় , বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রকমের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (রং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই স্বল্প সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন হইয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। মাত্র মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নবর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি কাছে রাখিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সর্ব্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। মঠের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

তালিকা

প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে (কেবল লোয়ার হাউস)

সভ্যপদ বণ্টন

মাদ্রাজ—সাধারণ. ১৩৪ (ইহার মধ্যে ৬ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত)। অবনত শ্রেণীসমূহ ১৮, অনগ্র সরঅঞ্চলসমূহ হইতে প্রতিনিধিগণ ১, মুসলমান ২৯ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত)। ভারতীয় খৃষ্টান ৯ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, এংলো-ইণ্ডিয়ান ২, ইউরোপীয় ৩, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প মাইনিং এবং প্লাণ্টিং, বিশেষ (ক), ৬, ভূম্যধিকারিগণ, বিশেষ, ৬, বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ, ১, শ্রমিক বিশেষ. ৬, মোট ২১৫।

বোম্বাই (সিন্ধুদেশ সমেত) সাধারণ, ৯৭ (খ) (ইহার মধ্যে ৫ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, অবনত শ্রেণীসমূহ, ১০, অনগ্র সরঅঞ্চলসমূহ হইতে প্রতিনিধিগণ ১, মুসলমান, ৩৩ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, ভারতীয় খৃষ্টান ৩, এংলো-ইণ্ডিয়ান ২, ইউরোপীয় ৪, বাণিজ্য শ্রমশিল্প মাইনিং এবং প্লাণ্টিং বিশেষ (ক) ৮, ভূম্যধিকারিগণ, বিশেষ, ৬, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ ১, শ্রমিক, বিশেষ ৮, মোট ২০০।

বঙ্গদেশ—সাধারণ ৮০ (গ) (ইহার মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, অবনত শ্রেণীসমূহ, (গ) মুসলমান ১১৯ (ইহার মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, ভারতীয় খৃষ্টান, ২, এংলো-ইণ্ডিয়ান ৪ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, ইউরোপীয়, ১১. বাণিজ্য, শ্রমশিল্প মাইনিং এবং প্লাণ্টিং বিশেষ (ক), ১৯, ভূম্যধিকারিগণ, বিশেষ, ৫, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ, ২, শ্রমিক বিশেষ, ৮, মোট ২৫০।

যুক্তপ্রদেশ—সাধারণ, ১৩২ (ইহার মধ্যে ৪ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, অবনত শ্রেণীসমূহ ১২, মুসলমান, ৬৬ (ইহার মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, ভারতীয় খৃষ্টান, ২, এংলো-ইণ্ডিয়ান, ১, ইউরোপীয় ২, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প মাইনিং এবংপ্লাণ্টিং, বিশেষ (ক), ৩, ভূম্যধিকারিগণ, বিশেষ, ৬, বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ১, শ্রমিক বিশেষ. ৩, মোট ২২৮।

পাঞ্জাব—সাধারণ, ৪৩ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, শিখ ৩২ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, মুসলমান ৮৬ (ইহার মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় খৃষ্টান, ২, এংলো-ইণ্ডিয়ান ১, ইউরোপীয়, ১, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প মাইনিং এবং প্লাণ্টিং. বিশেষ (ক), ১, ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ, ৫ (ঘ). বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ, ১, শ্রমিক বিশেষ, ৩, মোট ১৭৫।

বিহার এবং উড়িষ্যা—সাধারণ ৯৯ (ইহার মধ্যে ৩ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত) অবনত শ্রেণীসমূহ, ৭, অনগ্র সরঅঞ্চলসমূহ হইতে প্রতিনিধিগণ, ৮, মুসলমান, ৪২ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত), ভারতীয় খৃষ্টান ২, এংলো-ইণ্ডিয়ান, ১, ইউরোপীয়, ২, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প মাইনিং এবং প্লাণ্টিং, বিশেষ (ক), ৪, ভূম্যধিকারিগণ, বিশেষ ১, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ, শ্রমিক বিশেষ ৪, মোট ২১৫।

মধ্যপ্রদেশ (বেরার সমেত)— সাধারণ, ৭৭ (ইহার মধ্যে ৩ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত, অবনত শ্রেণীসমূহ, ১০, অনগ্র সরঅঞ্চলসমূহ হইতে প্রতিনিধিগণ, ১, মুসলমান ১৪, এংলো-ইণ্ডিয়ান ১, ইউরোপীয় ১, বাণিজ্য, শ্রমশিল্প মাইনিং এবং প্লাণ্টিং বিশেষ (ক), ২, ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ ৩, বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ১ শ্রমিক বিশেষ ২, মোট ১২২।

আসাম—সাধারণ ৪৪ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত (ঙ) অবনত শ্রেণীসমূহ ৪, অনগ্র সরঅঞ্চলসমূহ হইতে প্রতিনিধিগণ ৯, মুসলমান ৩৪, ভারতীয় খৃষ্টান ১, ইউরোপীয় ১, বাণিজ্য শ্রমশিল্প মাইনিং এবং প্লাণ্টিং বিশেষ (ক) ১১, শ্রমিক বিশেষ ৪, মোট ১০৮

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ— সাধারণ ৯, শিখ ৩ মুসলমান ৩৬ ভূম্যধিকারীগণ বিশেষ ২, মোট ৫০।

বোম্বাই (সিন্ধুদেশ ছাড়া)— সাধারণ ১০৯ (খ) (ইহার মধ্যে ৫ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত অবনত শ্রেণীসমূহ ১০, অনগ্র সরঅঞ্চলসমূহ হইতে প্রতিনিধিগণ ১, মুসলমান ৩০ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় খৃষ্টান ৩ এংলো ইণ্ডিয়ান ২, ইউরোপীয় ৩, বাণিজ্য শ্রমশিল্প মাইনিং এবং প্লাণ্টিং বিশেষ ৭, (ক) ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ ২, বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ১, শ্রমিক বিশেষ ৭, মোট ১৭৫।

সিন্ধুদেশ—সাধারণ ১৯ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত) মুসলমান ৩৪ (ইহার মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক অন্তর্ভুক্ত ইউরোপীয় ২, বাণিজ্য শ্রমশিল্প মাইনিং এবং প্লাণ্টিং বিশেষ (ক) ২, ভূম্যধিকারিগণ বিশেষ ২, শ্রমিক বিশেষ এক ১, মোট ৬০।

(ক) যে সকল নির্ব্বাচনমণ্ডলী হইতে এই সকল পদের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি অত্যন্ত অধিসংখ্যক ইউরোপীয়ান বা অত্যন্ত অধিসংখ্যক ভারতীয় লইয়া গঠিত হইলেও আইনে তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে না ; কাজেই প্রত্যেক প্রদেশ হইতে কত জন ইউরোপীয় এবং কতজন ভারতীয় নির্ব্বাচিত হইবেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আশা করা যায় যে গোড়াতে সংখ্যা কতকটা এইরূপ হইবে। মাদ্রাজ—ইউরোপীয় ৪ ; ভারতীয় ২, বোম্বাই (সিন্ধুদেশ সমেত)—ইউরোপীয় ৫, ভারতীয় ৩ ; বঙ্গদেশ— ইউরোপীয় ১৪, ভারতীয় ৫ ; যুক্তপ্রদেশ— ইউরোপীয় ২, ভারতীয় ১ ; পাঞ্জাব— ভারতীয় ১ ; বিহার এবং উড়িষ্যা— ইউরোপীয় ২, ভারতীয় ২ ; মধ্যপ্রদেশ (বেরার সমেত) —ইউরোপীয় ১, আসাম —ইউরোপীয় ৮, ভারতীয় ৩ ; বোম্বাই (সিন্ধুদেশ ছাড়া)—ইউরোপীয় ৪, ভারতীয় ৩ ; সিন্ধুদেশ—ইউরোপীয় ১, ভারতীয় ১।

(খ) ইহার মধ্যে ৭টি পদ মারাট্টাগণের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হইবে।

(গ) বর্ণনার ৯ নং প্যারাগ্রাফে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে অবনত শ্রেণীসমূহের বিশেষ সভ্যপদের সংখ্যা—ইহা ১০টির বেশী হইবে না—এখনও স্থির করা হয় নাই। সাধারণ সভ্যপদের সংখ্যা ৮০ হইতে অবনত শ্রেণীর বিশেষ সভ্যপদের সংখ্যা বাদ যাইবে।

(ঘ) এই সভ্যপদগুলির মধ্যে একটি তুমানদারের জন্য। যুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক বিশেষ নির্ব্বাচক সম্প্রদায় হইতে ভূম্যধিকারিগণের সভ্যপদ পূর্ণ করা হইবে। নির্ব্বাচনমণ্ডলীর বণ্টন হইতে মনে হয় ১ জন হিন্দু, ১ জন শিখ ও ২ জন মুসলমান সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

(ঙ) এই স্ত্রীসভ্যের পদটি শিলং এ একটি অসাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে পূর্ণ হইবে।

নাগপুর ষড়যন্ত্র মামলা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, নাগপুর ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষী মথুরা প্রসাদ বিরোধী হইয়াছে। আসামীপক্ষের কয়েকজন কৌন্সলী এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, সাক্ষী সরকার পক্ষের অভিপ্রায় অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে নাই বলিয়া তাহাকে বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করা যায় না।

আসামীপক্ষের কৌঁসলীর প্রশ্নে সাক্ষী মিঃ পাঠক বলেন, ঐ দিন বেলা ১০টার সময়ে তাঁহার উপর সমন জারি হইয়াছে। কনেষ্টবলগণ তাঁহাকে প্রথমে থানায় ও তৎপর জেলা আদালতে লইয়া যায়। সেখানে গোয়েন্দা পুলিশের কর্ম্মচারী চক্রবর্ত্তী ও ত্রিবক রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে বলেন। আসামী মাখনলাল সাক্ষীকে একটি চিরকুট দিয়া বলে যে, তাহাকে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। সাক্ষী ইহাও বলেন যে, তাহার উপর পুলিশের কড়া নজর ছিল। তিনি আদালতকে ঐ বিষয়ে তদন্ত করিতে অনুরোধ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট উহাতে অসম্মত হন। মামলার শুনানী চলিতেছে।

বে-আইনী শোভাযাত্রা

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, শোভাযাত্রা বাহির করিয়া খাজনা বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কিত ইস্তাহার বিলি করায় বিগত ১৫ই আগষ্ট শ্রীযুত মনোমোহন পাল, সুরেন্দ্র ভৌমিক, এবং মনোমোহন দেওয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাহাদের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু এবং কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চাঁদপুরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

মাতৃহত্যার অভিযোগ

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই আগষ্ট বাঁকুড়ার দায়রা জজ মিঃ বি কে, বসু পাঁচজন জুরীর সাহায্যে এক মাতৃহত্যার মামলার বিচার করিয়াছেন। যুগল শীল নামক এক ব্যক্তি তাহার মাতার মস্তকে শাবল দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ও ৩২৬ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরীগণ আসামীকে উক্ত ধারার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন ; কারণ তাঁহারা মনে করেন, আসামীর তাহার মাতার মৃত্যু ঘটাইবার কিংবা তাহাকে গুরুতর আঘাত করিবার অভিপ্রায় ছিল না। জুরীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৮ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আসামীর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৪৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই ভাদ্র শনিবার ১৩৩৯, ২৭শে আগষ্ট ১৯৩২

নানা কথা

রমণীর স্বামীভক্তির নিদর্শন

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, জনৈক চৈনিক রমণী তাহার স্বামীকে বহুদিনের ম্যালেরিয়া রোগ হইতে কোন ক্রমেই আরোগ্য করিতে না পারিয়া তাহার বক্ষদেশ হইতে কিঞ্চিৎ মাংস কাটিয়া লইয়া তাহা রন্ধন করিয়া সে স্বামীকে খাইতে দেয়। চৈনিকগণের মধ্যে এই সংস্কার আছে যে, কোন পীড়িত ব্যক্তির প্রিয়জন যদি তাহার দেহের মাংস কাটিয়া তাহা রন্ধন করিয়া উক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে খাইতে দেয় তবে তাহাতে মহৌষধির কার্য্য করে। আহারের সময় স্বামীর সন্দেহ হয় এবং প্রকৃত তথ্য সে অবগত হয়। তখনও উক্ত রমণীর ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতেছিল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

মধ্যবঙ্গে সশস্ত্র ডাকাতি

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, একদল ডাকাত আগ্নেয়াস্ত্র সংকারে মংবিন্দ সানের বাড়ী আক্রমণ করে। মংকিন সান গৃহের দ্বার ভাঙ্গার শব্দে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয় এবং তাহার স্ত্রীর ও পিতৃব্যের সাহায্যে ডাকাতদিগকে বাধা প্রদান করে। ডাকাতেরা বিফল মনোরথ হইয়া গৃহের এক পার্শ্বের একটা জানালা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পায় কিন্তু মুংকিন সানের পিতা বর্শা দ্বারা ডাকাতদিগকে বাধা প্রদান করে। একজন ডাকাতের মাথায় টুপি বর্শায় বিদ্ধ হইয়া আইসে। মংকিন সানের পিতা ডাকাতদিগের গুলীতে আহত হয়। অতঃপর ডাকাতেরা গৃহের পশ্চাদ্ভাগের অপর দুইটি দ্বার ভঙ্গ করিতে চেষ্টা পায়। একবার মুংকিন সানের পিতা তাহাদিগকে তীর দ্বারা আক্রমণ করে। ডাকাতদের সকল চেষ্টা বিফল হওয়ায় তাহারা চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়।

EASTERN BENGAL RAILWAY.
PUJAH BAZAR SPECIAL 1932.

The E. B. Ry. "Pujah Bazar Special" will visit the following stations on the Broad Gauge according to the programme below :—

Chuadanga	28th	August.
Kushtia	29th	,,
Rajbari	30 th	,,
Kumarkhali	31 st	,,
Serajgonj Raipur	1 st	September.
Rajshahi	2nd	,,
Chapai-Nawabganj	3rd	,,
Ishurdi	4 th	,,
Nator	5 th	,,
Santahar	6 th	,,
Hili	7 th	,,
Saidpur	8 th	,,
Nelphamari	9 th	,,
Jalpaiguri	10 th	,,
Siliguri	11 th	,,

The train will be open to the public daily from 7-30 to 11 A. M, and from 1 to 7 P. M. (Standard Time). An open air cinema exhibition will be given in the evening, weather permitting.

All are welcome.

No. T/131/32
Calcutta.
the 22nd August, 1932.

H. N. PARKER,
PUBLICITY OFFICER,
E. B. Railway.

মাদুরায় ভীষণ দাঙ্গা

মাদুরা হইতে প্রকাশ, মাদুরা ও অরুপ্পুকোট্টাই-এর মধ্যে যে সকল মোটর বাস চলে, তাহার ২ জন মালিকের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলে উক্ত দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। গত ২৪শে আগষ্ট রাত্রিতে প্রায় ১১টার সময় তিরুমালি নায়কদের নিকট দুইটা প্রধান রাজপথের সংযোগস্থলে বিষম দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় ১ জন নিহত ও পাঁচ ছয় জন আহত হয়।

বালিকা-বধুর আত্মহত্যা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, কয়েক দিন পূর্ব্বে পানবাড়ীয়ায় এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীকে কে বা কাহারা যেন হত্যা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই ভাবে প্রথমে সকলের মনে একটা সন্দেহ হয়। তারপর পুলিসের তদন্তে জানা যায়, বালিকা বধূ নিজেই কি জন্য যেন বঁটীর সাহায্যে আত্মহত্যা করিয়াছে। যে সময় এই ব্যাপার ঘটে তখন বাড়ীতে কেহই ছিল না। শাশুড়ী পাশের বাড়ী হইতে আসিয়া দেখে, তাহার পুত্রবধূর গলা কাটা, সে রক্তনদীতে ভাসিতেছে। সেই সময় তাহার পুত্র কিম্বা স্বামী কেহই বাড়ীতে ছিল না। কার্য্য ব্যপদেশে তাহারা বাহিরে গিয়াছিল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অপ্রাকৃত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে স্নানযাত্রাদি উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ দামোদর দাসাধিকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজনবন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার জয়কান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভবানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ বুদবুদ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুঁচুড়া, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি গোস্বামীদের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১১ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৭শে আগষ্ট ইং ১৯৩২ শনিবার | ১৪৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

গত ২৪শে আগষ্ট বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীবাস-অঙ্গনাদিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব যথারীতি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণ রাত্রি ৪॥ ঘটিকার সময় গুরুবৈষ্ণব-বন্দনানন্তর উচ্চকীর্ত্তনরোলে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া মৃদঙ্গ করতাল ও অন্যান্য বাদ্যাদি সংযোগে শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজীউর মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে গুর্ব্বষ্টক, গুরু-পরম্পরা, মহাজন-পদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পারায়ণ আরম্ভ হয়। পাঠ ও ব্যাখ্যা-কালে শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু ও শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ প্রভু মধ্যে মধ্যে উচ্চকীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-শাস্ত্রীজী 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টমী ও অজের জন্ম' সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতান্তে ভক্তগণ একান্তমনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত শ্রবণ করেন।

রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করার পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন করা হয়। সমস্ত রাত্রিব্যাপী শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ চলিতে থাকে; ভক্তগণ মহানন্দে উচ্চকীর্ত্তন করিয়া সমস্ত দিনব্যাপী উপবাস ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে জয়ন্তী তিথি পালন করেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উৎসব

গত ৩০শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট মঙ্গল-বার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীপুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীবল-দেবের আবির্ভাব উপলক্ষে একটী মহা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত দিবসে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ মাধবজীউর আরাত্রিকের পরে শ্রীপাদ নবীনানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলা বিষয় বহু লোক সমক্ষে পাঠ করেন। পতিত-পাবন শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জগাই মাধাইর প্রতি কৃপার কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীপাদ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সুমধুরকণ্ঠে গুর্ব্বষ্টক এবং মহাজনের পদাবলী কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়ধ্বনি সহকারে সমাগত ভক্তগণ বিচিত্র মহা-প্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কানাইলাল মিত্র মহোদয়ের উৎসাহে উক্ত উৎসবটী সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে ঝুলন-যাত্রা

গত ঝুলনযাত্রা-উৎসবে কাশীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে পঞ্চদিবস যাবৎ বিচিত্রভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহের ঝুলন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যহ বিভিন্ন প্রকারে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও শ্রীমন্দির সজ্জিত হইয়াছিল। সুদৃঢ় দোলায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ অবস্থানপূর্ব্বক দর্শকগণের নয়ন-মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলেরই মুখে এই কথা—আহা! যেন সাক্ষাৎ বৃন্দাবন। ভক্ত ব্যতীত কি আর কেহ ভগবানের সেবা করিতে জানে?

শ্রীবিগ্রহ যে কিরূপে দোলায় চড়িয়া ঝুলিতেছিলেন, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাশীবাসী বহু ব্যক্তি ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব দর্শনে আগমন-পূর্ব্বক ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীবলদেবাবির্ভাব-দিবসে শ্রীবলদেব প্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব এবং লীলার বিবরণ বক্তৃতামুখে আলোচনা হইবার পর সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীবলদেবপ্রভু স্থাবর-জঙ্গম সুরাসুর সকলেরই বল এবং আশ্রয়। তাঁহারই ইচ্ছায় জগতের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহার বলেই সকলে বলীয়ান্—একথা একদিন মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুর নিকট বলিয়াছিলেন—হে রাজন্, আমি যে বলে বলী, সে বল কেবল আমার বল নহে, সে বল আপনার ও অন্যান্য সকল বলবান্-দিগের একমাত্র বল। স্থাবর ও জঙ্গম, পর ও অপর ব্রহ্মাদি সকলকেই তিনি স্বীয় বলে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন।

যিনি আমাদের এতাদৃশ আপনার বস্তু, যাঁহার অবস্থান না হইলে আমাদের স্থিতি হয় না, যাঁহার ইচ্ছাক্রমে জগতের প্রত্যেক কার্য্যই সম্পাদিত হয়, সেই সর্ব্বপূজ্য সর্ব্ব-কারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-প্রকাশ শ্রীবলদেব প্রভুকে উপেক্ষা করিয়া প্রাকৃতা-ভিমানে আমরা নিজ নিজ বলের অভিমান করিয়া থাকি। আমাদের ইহা অপেক্ষা আর দুর্গতির বিষয় কোথায়?

ভজন-রাজ্যেও বলদেবের বল ব্যতীত শ্রীভগবানের পাদপদ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব না চাহিতেও জোর করিয়া ঔষধ সেবন করাইবার ন্যায় নিজ শক্তিতে শক্তিমান করিয়া ভজন রাজ্যে আকর্ষণ করেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা-বলই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাহা প্রাপ্তির তিনটী উপায়; যথা চরিতামৃতে—

> ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্ত-পদজল।
> ভক্ত-ভুক্ত-শেষ, তিন সাধনের বল॥

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ হৃষীকেশ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৬

বেদান্ত বিচার

(৩)

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

এক শক্তিমান্ দেব কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি-কারণসকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ-ব্যক্তিগণ সেই স্বরূপভূতা ও নিজ প্রভাব-দ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই ধ্যান-যোগ-পরায়ণ হইয়া নিখিল-কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

জীবশক্তি বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে—
অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্যঃ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহু প্রকার জননীস্বরূপা, সমানরূপা, এক অজা-নাম্নী প্রকৃতিতে অন্য এক অজপুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজ পুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্ত-ভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে—
"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥"

বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অশ্বমেধাদি ক্রতু, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ,—যাহা কিছু বেদ কীর্ত্তন করেন, তৎসমস্তই মায়াধীশ পুরুষ সৃষ্টি করেন। সেই বিশ্বে অন্য জীব মায়া-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন।

সার্ব্বভৌম—ব্রহ্মের শক্তি আছে স্বীকার করিলে, অন্য বেদপ্রমাণে যে তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি হয় কিরূপে?

মহাপ্রভু—নির্ব্বিশেষ-গুণটীও সেই পরা শক্তিরই প্রকাশ করেন। অতএব নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও শক্তির পরিচয় দেখা যায়। লুপ্তশক্তি ব্রহ্ম একটী ভাব-মাত্র—মায়াবাদীর কল্পিত তত্ত্ব! নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বস্তুতঃ মায়াবাদের অতীত। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম এইরূপ বেদে বর্ণিত হইয়াছেন—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।"
"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাংল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ॥"

পরমেশ্বর অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বশক্তিমাত্র-সহায়। এ জগতে যাহা কিছু, সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। তিনি নিজ-শক্তিমাত্র-সহায়ে সমস্ত প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ বা প্রাকৃত-রূপ-রহিত হইয়াও নিজ নানাশক্তি-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও শুক্লাদিরূপ উৎপাদন করিয়া থাকেন। যিনি অদ্বিতীয় মায়াধীশ, তিনি স্ব শক্তির দ্বারা লোকসকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন।

পরম তত্ত্বের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না; তাহা সর্ব্বদা স্ব-প্রকাশ। সেই স্ব প্রকাশ তত্ত্বের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় নিত্যরূপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হয়,—

"স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ
কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"

সেই শক্তিমান্ তত্ত্ব—বিশ্বের কর্ত্তা বিশ্ববেত্তা, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কালকর্ত্তা, গুণী, সর্ব্ববেত্তা, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞপতি গুণেশ এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের কারণ।

সার্ব্বভৌম—এই সকল শ্রুতিমন্ত্র ব্রহ্মের ঈশ্বরাবস্থা বর্ণন করিতেছেন মাত্র, বস্তুতঃ নিঃশক্তিক ব্রহ্মাবস্থাই চরমাবস্থা।

মহাপ্রভু—ব্রহ্মাবস্থা ও ঈশ্বরাবস্থা-ভেদে লুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্তির পরিচয়ভেদ মায়াবাদান্তর্গত মতবাদ-মাত্র; বস্তুতঃ পরমব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমান্। সচ্চিদানন্দময়ত্বই তাঁহার স্বরূপ। ভগবানের এক চিচ্ছক্তিই 'সৎ', চিৎ' ও 'আনন্দ'—এই তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পা'ন। আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী' এবং চিদংশে 'সম্বিৎ'। সেই সম্বিদই কৃষ্ণ সম্বন্ধি জ্ঞান। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি তিনস্বরূপে প্রকাশ পান—'অন্তরঙ্গা' অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বয়ং, 'তটস্থা' অর্থাৎ জীবশক্তি, 'বহিরঙ্গা' অর্থাৎ মায়াশক্তি। উক্ত তিন শক্তি-প্রভাব দ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড় জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার চিদ্বৈভব উদিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ-রূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা, সমুদয়ই সন্ধিনী-কার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদবৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণি ভাবোদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দ অনুশীলন হইতেছে। জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী, তাহার কার্য্য স্বরূপ জীবের চিন্ময় সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে। তাহাতে যে সম্বিচ্ছক্তি, তাহার কার্য্য-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় হয়। তাহাতে যে হ্লাদিনী, তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ-ক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধিসুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্য্যবিশেষ। মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত জড় বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদিলোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধ-জীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য্য, সমুদয়ই তদ্ভূত। মায়াতে যে সম্বিদবৃত্তি, তদ্দ্বারা জড় বদ্ধ-জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচার-সমুদয় উদিত হয়। মায়াতে যে হ্লাদিনী-বৃত্তি তদ্দ্বারা স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নির্ম্মল ও নিরুপাধিকরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্য-ক্রিয়াবতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়া-শক্তিতে বিকৃতভাবে তত্তদ্বৃত্তির আভাস-মাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়া-বৃত্তিসকল হেয়। জীবশক্তির স্বীয়-বৃত্তি-সমুদয় হেয় নয়, কিন্তু অপ্রচুর। চিচ্ছক্তি-গত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন না। তাহা কেবল কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণ-জনের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

'সার্ব্বভৌম—শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' ও 'নির্ব্বিশেষ' বলা হইয়াছে, তখন তাঁহাকে আবার একই সময় 'শক্তি-মান্' ও 'সবিশেষ' বলিলে কি বিবিধ শ্রুতি-বাক্যের অসঙ্গতি হইল না? অতএব আমরা মনে করি, যে-সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বা নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাই মুখ্যা শ্রুতি; আর যাহাতে ব্রহ্মকে সবিশেষ ও সশক্তিক বলা হইয়াছে, তাহা গৌণী শ্রুতি। মুখ্যা ও গৌণীর মধ্যে মুখ্যাই প্রবলা।

মহাপ্রভু—শ্রুতি পরমারাধ্যা; কোন শ্রুতিই অসম্মানের বিষয় নহে। একটীকে সম্মান প্রদান করিয়া আর একটীকে তাহা অপেক্ষা ন্যূন বা লঘু করিলে বস্তুতঃ বিভিন্ন শ্রুতির মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি ও শ্রুতি বাক্যের অসম্মানই করা হয়; দুইটী গাভীর মধ্যে যদি পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর কেহই গো-মাতার একটিকে হত্যা করিয়া আর একটিকে রক্ষা করিতে যান না। গো-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ম্লেচ্ছগণই একটীকে হত্যা করিয়া অপরটিকে রক্ষা করেন। আর যাঁহার গো-মাতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, তিনি উভয় গাভীকেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রুতি-সম্বন্ধেও তাহাই। বিদ্বৎপ্রতীতিবিশিষ্ট পুরুষগণ সুবিশেষ নির্ব্বিশেষ-ভেদ-প্রতি-পাদক ও অভেদ-প্রতিপাদক, উভয়বিধ শ্রুতিকেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিরোধভঞ্জিকা-নাম্নী একটি অবিচিন্ত্য শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। স্বরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নরভাবতা, নির্ব্বিশেষত্ব ও সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধি ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনীর সেবানুকূল্যে নিযুক্ত আছেন। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত; তর্কারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নরযুক্তি সহজে সীমা-বিশিষ্ট, অতএব অসীম-তত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুষ্ক-তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আম্নায়-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে আরোহণ করেন। শ্রুতিতে পর ব্রহ্মের যুগপৎ বিরুদ্ধগুণসমূহ শ্রুত হইয়া থাকে,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

ভগবানের প্রাকৃত হস্ত পদ নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃতকর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে আদি ও মহা-পুরুষ বলিয়া থাকেন॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! **সুবর্ণ সুযোগ!!**

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৶০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৶০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মন্ত্রযোগ শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', নিষ্কিঞ্চনতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ-সহ নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালার কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন স্থানের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৪০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসের গীত, শ্রীনামচন্দ্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, সাত্বিসর্গ, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বঙ্গজ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে অনুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধিক দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আনন্দাপ্লুত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক-পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন দ্বারা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপযোগী গীতামৃত প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-ক্রমে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধাশুদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বয় জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত, চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

কলিকাতায় পণ্ডিত মালব্য

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত ত্রিলোচন পন্থের সহিত গত ২১শে আগষ্ট প্রাতে বেনারস এক্সপ্রেসে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বহু মহিলা ও ভদ্রলোক তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশনে সাদরে সংবর্দ্ধনা করেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত জে, ডি, বিরলা, শেঠ বঙ্গলাল কাজোদিয়া শ্রীযুত রামকুমার ভুয়ালকা, রামকুমার গোয়েঙ্কা, তুলসীরাম সারাভগী, শ্রীমতী তারা দেবী, মিঠিবেন, গঙ্গা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী ও মথুরা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিতজী ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে কালকাতা স্বদেশী সংঘের সাধারণ সম্পাদক ক্যাপ্টেন এন, এন, দত্ত তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে সংবর্দ্ধিত করেন। প্লাটফরমে উপস্থিত লোকজনের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণের পর পণ্ডিতজী মোটরে বিরলা পার্কে গমন করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে পণ্ডিতজী সেইখানেই অবস্থান করিবেন।

ডাঃ সৈফুদ্দীন কিচলু গ্রেপ্তার

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি ডাঃ সৈফুদ্দীন কিচলু গত ২২শে আগষ্ট রাত্রিতে প্রায় ১০॥টার সময় খালসা কলেজের নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছেন। লাহোর বিভাগে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। প্রকাশ, তিনি তাহা অমান্য করিয়া লাহোর হইতে ভাড়াটে মোটরে করিয়া আসিতেছিলেন।

ডাঃ কিচলুকে প্রথমে পুলিস লাইনে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পর গত ২৩শে আগষ্ট প্রাতে তাঁহাকে জেলের হাজতে পাঠান হইয়াছে।

মোটরে তাঁহার সঙ্গে যে শিল্পী যুবক আসিতেছিলেন, তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অভাবের দায়ে আত্মহত্যা

উটকামণ্ড হইতে প্রকাশ, স্থানীয় প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড় মহাদেবন আত্মহত্যা করিয়াছেন। মহাদেবনের বয়স ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিলাস ষ্টোরসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি গলদেশে রজ্জুর ফাঁস লাগাইয়া গভীর নিশীথে স্বীয় দোকান ঘরের মধ্যে আত্মহত্যা করিয়াছেন। গত ২৩শে আগষ্ট প্রাতঃকালে ৮টার সময় তথায় তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কার করা গিয়াছে। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদে উৎকামণ্ডের সকল অধিবাসী বিচলিত হইয়াছেন।

প্রকাশ, গত ২০শে আগষ্ট মহাদেবন তাঁহার পত্নীকে অল্প সময়ে গৃহে প্রত্যাগমনের আশ্বাস দিয়া দোকানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর গৃহে ফিরেন নাই।

তিনি একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, ব্যবসায় মন্দার দরুণ অর্থাভাবের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

মহাদেবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নটরাজন ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সকলে আশঙ্কা করিতেছে নটরাজন ভ্রাতৃশোকে আত্মহত্যা করিয়া থাকিবে।

৫ জন নাজীদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা

বার্লিন হইতে প্রকাশ, বিউথেনে (সাইলেসিয়া) জনৈক সাম্যবাদীর গৃহ বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রহারে জ্ঞানহারা করায় এবং পরে গুলী করিয়া হত্যা করার অভিযোগে ৫ জন নাজীদলের লোকের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। রাজনৈতিক অনাচার দমনের জন্য জরুরী আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর এই প্রথম সরাসরি বিচারের আদালত (সামারী কোর্ট) কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।

একজন সাম্যবাদীকে হত্যার অভিযোগে পাঁচজন নাজীদলের লোকের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদানের পর বিউথেনে বিষম হল্লা হয়। উত্তেজিত নাজীদলের জনতা আদালত গৃহ বেষ্টন করিয়া উহা বিধ্বস্ত করিতে এবং আসামীদিগকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পায়। পুলিস সঙ্কটাপন্ন কয়েকটি গুলীর আওয়াজ করিয়া বহু কষ্টে জনতাকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। ফলে কতকগুলি জানালা চুর্ণবিচুর্ণ হইয়াছে। সমস্ত ইহুদীর দোকান বন্ধ ছিল। গত ২২শে আগষ্ট রাত্রিতে আরও গুরুতর হাঙ্গামার আশঙ্কা অনেকে করিতেছেন।

স্কুলের পণ্ডিতের পদচ্যুতি

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত গোবিন্দনাথ ধর মোগলাবাজার রেবতীরমণ এম, ই স্কুলে ২২ বৎসর ধরিয়া পণ্ডিতের কার্য্য করেন। প্রকাশ, কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকায় তাঁহাকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

কাঁথিতে সশস্ত্র ডাকাতি

কাঁথি হইতে প্রকাশ, গত ৭ই আগষ্ট রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ৩০ জন ডাকাত গ্রামের ধনী অধিবাসী শ্রীযুত গজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যের গৃহদ্বার বলপূর্ব্বক খুলিয়া ফেলে। তাহাদিগের পরিধানে পায়জামা, পাগড়ী এবং মুখ গালপাট্টা, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত ছিল। তাহাদিগের সঙ্গে বৈদ্যুতিক টর্চ, লাঠী, কুঠার ও অন্যান্য হাতিয়ার ছিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকাতগণ কয়েকজন মহিলাকে প্রহার করে এবং তাঁহাদের গার অলঙ্কার ছিনাইয়া লয়। অতঃপর তাহারা গৃহের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিতে থাকে এবং যাহা পায়, তাহাই লুণ্ঠন করিয়া লয়। ইতোমধ্যে গজেন্দ্রের প্রতিবেশী শ্রীপতির চীৎকারে গ্রামবাসিগণ সমবেত হইতে আরম্ভ করে।

দলপতির আদেশে ডাকাতেরা ৫ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিসহ দ্রুত অন্তর্দ্ধান করে। বিদায়কালে তাহারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়াছিল।

পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

কুমারী মীরা বেন দণ্ডিত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বায়ের পুলিস কমিশনার মিস্ শ্লেড ওরফে শ্রীমতী মীরা বেনকে বোম্বায়ে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া যে আদেশ দেন, তাহা অগ্রাহ্য করার জন্য মাজাগাঁও পুলিস আদালতে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ খম্বাত তাঁহাকে ১ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীমতী মীরা বেন ঈষৎ হাস্য সহকারে এই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন। আদালত দর্শকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। করাচীর ডাঃ চৈৎরাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

গত ১১ই আগষ্ট গুজরাট মেল আমেদাবাদ হইতে বোম্বায়ে আসিয়া পঁহুছিলে শ্রীমতী মীরা-বেন যখন ট্রেন হইতে অবতরণ করেন, সেই সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডাকাতদলের সহিত লড়াই

লাহোর হইতে প্রকাশ, দুইজন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত মণ্টগোমারী জেলায় একব্যক্তিকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে এবং তাহার বন্দুক কাড়িয়া লয়। লাহোর জেলায় ১২ নং চক ও বান গ্রামে গ্রামের ... জন অধিবাসী ডাকাত দুইজনকে হত্যা করে।

গুলীর আঘাতে ডাকাত নিহত

চোলপুর হইতে প্রকাশ, ছুন্না ওরফে রামচুনারি ও তাহার ডাকাত দল চোলপুর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলিতে বিশেষ দুর্দ্দান্ত বলিয়া পরিচিত। ছুন্না ধনী ব্যক্তিদিগকে গুম করিত ও কোটা টাকা লইয়া তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিত। স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার, গ্রাম লুণ্ঠন, নিরীহ লোকজনকে হত্যা ইহাই ছিল তাহার কার্য্য। গোয়ালিয়র, চোলপুর ভরতপুর ও আগরার পুলিস বহুদিন যাবৎ তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল।

গত ৮ই আগষ্ট চোলপুরের পুলিস চম্বলের গিরিপথে ছুন্না ও তাহার কয়জন সঙ্গীকে ঘেরাও করে। উভয় পক্ষ ২ ঘণ্টারও অধিককাল অনবরত গুলী চালায়। গুলীর আঘাতে ছুন্না ও তাহার সঙ্গী গুরুদয়াল নিহত হয়।

নরহত্যার চেষ্টা

পদম গায়েনকে হত্যার চেষ্টা করিবার অভিযোগে জনৈক রেবতী নস্কর আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ এস-এন, ব্যানার্জ্জীর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরীগণ তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করায় জজ তাহার প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় আরও এক মাস কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী ও গায়েনের মধ্যে জমী লইয়া বিবাদ ছিল। গত ৭ই মার্চ্চ রাত্রিতে গায়েন ও তাহার বৈবাহিক নিরাপদে যখন কোনও বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছিল, তখন আসামী বন্দুকের গুলী দ্বারা উভয়কে আহত করে। আসামী দৌড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু পরে সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়।

টাঙ্গাইলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, কাওালিয়া গ্রাম হইতে ... ডাকাতের সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, কাওালিয়ার জমীর মিয়া ... জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া হাট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময় দেওনার মেখা দাসের বাড়ীর নিকটে কে বা কাহারা তাহাকে হত্যা করে।

শুধু তাহার মাথাটি নালার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। দেহের অপরাংশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে ... কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া ... পুলিস ... লইয়াছে।

"নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান
সংখ্যা /০

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই ভাদ্র সোমবার ১৩৩৯, ২৯শে আগষ্ট ১৯৩২

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

রায় রামানন্দ প্রভুর নাম করিলে গৌড়ীয়ভক্তগণ সকলেই এক কথায় বুঝিতে পারিবেন যে, যাঁহার সহিত মহাপ্রভু সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরসের কথা আলোচনা করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন তিনিই শ্রীগৌর-নিত্যপার্ষদবর্য্য শ্রীরামানন্দরায়। গোদাবরীনদী-তটস্থিত পরম পূতক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। এই পবিত্রক্ষেত্রে শ্রীরামানন্দ প্রভুর স্মৃতিরক্ষার্থ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্প্রতি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের নিত্য অর্চ্চামূর্ত্তি প্রকট করিয়া বহু ভাগ্যবান্ জীবকে সেবার পরম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে অধিকাংশই রাম-গীতার উপাসক ও কেহ কেহ আঞ্জনেয়ের উপাসক, সুতরাং রায় রামানন্দ প্রভুর নাম প্রায় সকলের নিকটই অপরিচিত। কথায় বলে—'গেঁও যোগী ভিক্ পায় না,'... ...'উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ'; সেইরূপ ভক্ত বা ভগবান্ স্বয়ং কৃপা পরবশ হইয়া আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের ভাগ্যে উদিত হইলেও আমরা তৎপ্রদত্ত কৃপা-রশ্মি ব্যতীত আধ্যক্ষিক জ্ঞানে নিগূঢ় রস-পঙ্কে ভোগোন্মত্ত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তদীয় মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। অনেক সময় আমরা স্বকীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যরূপ কালকৌশল্য প্রাকৃত জ্ঞানের সাহায্যে ভগবদ্ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা মাপিতে গিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকি। কারণ যাহারা সর্ব্বদা অষ্টৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতি অহঙ্কারের দ্বারা প্রমত্ত, তাহাদের নিষ্কিঞ্চন প্রেমিকভক্তগণের অপ্রাকৃত গুণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর কোথায়! একমাত্র সাধুর আনুগত্য ব্যতীত উহা সম্ভবপর নহে।

সুতরাং প্রকৃত আচার্য্যের অভাবে অনেক সময় দেশ কাল ও পাত্র বিশেষে সত্য বস্তু আবৃত থাকে, আর অধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়া থাকে; সেই অভাব দূরীকরণার্থ ভগবান্ ও তদীয় পার্ষদগণ মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সকল রকম উৎপাত উৎসাদন করিয়া সত্যবস্তুর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"।

গীতার এই বাক্য যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। আজ আচার্য্য ঠাকুর ভাগ্যবান্ জীব সমূহের হৃদয়ে পুনঃ সত্যের স্মৃতি জাগরূক করিবার নিমিত্তই মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রত্যেক জীবকে এমন কি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে ভগবৎ-সেবার অধিকার প্রদান করিয়া সত্য সত্য জীবের পরম উপকার সাধন করিতেছেন। যাহাদের চক্ষু আছে কেবল মাত্র তাহারাই দেখিতে পাইবে উলুকের ভাগ্যে সূর্য্যের কিরণ দেখার অবসর ঘটিবে না।

অস্মদীয় পরমারাধ্য আচার্য্যদেব-স্থাপিত অত্র শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠের দৈনন্দিন অর্চ্চন ও আরাত্রিকাদি সেবাকার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। স্থানীয় ভক্তগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রীবিগ্রহ দর্শন হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া থাকেন। প্রত্যহ শ্রীগীতা ও মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য—ই, ইউনি ভেঙ্কট শেষাবতারম্ পান্টুলু গারু (অ্যাড্‌ভোকেট), সি, এইচ্ গোপীনাথম্ (অ্যাড্‌ভোকেট), টয়েশ্বরাও ভেঙ্কট-জি, রাও পান্টুলুগারু (ল্যাণ্ডলর্ড), এন্, ভেঙ্কট কৃষ্ণমূর্ত্তি গারু ও বিষ্ণু রাও পান্টুলু গারু (প্লিডার)। এই সকল মহানুভব শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তি প্রত্যহ পরিপ্রশ্ন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমলধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া মঠবাসিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

একদিন সি, এইচ্ গোপীনাথম্ (অ্যাড্‌ভোকেট) প্রশ্ন করেন—কৃষ্ণ নির্গুণ বস্তু, সুতরাং তিনি সকল রসের ভোক্তা, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে। তদুত্তরে মঠরক্ষক ব্রহ্মচারীজী বলেন, "কৃষ্ণের তিনটী শক্তি আছে, পরাশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি বা অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা-শক্তি। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে পরাশক্তি প্রকটিত চিজ্জগৎ, সেখানে রস-পঙ্ক পরিপূর্ণ অবস্থায় নিত্যকাল হ্রাস-বৃদ্ধি শূন্য অবস্থায় বিরাজমান; সুতরাং নিত্য অক্ষয় বস্তু ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই এখানে প্রত্যেক বিভিন্ন রসের উপাসক-গণের সেবা নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বৈকুণ্ঠাদি চিজ্জগতে নিত্যাভিযুক্ত সেবকগণ সম্পূর্ণরূপে ভোক্তাভিমান পরিশূন্য। তাঁহারা একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণেরই অনুক্ষণ সর্ব্বান্তঃকরণে স্বষ্ঠুরূপে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকেন এবং তাহাই সেবা বা ভজনের চরম উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে।

ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিপ্রকটিত জড় জগতে প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ের অবস্থান। এই পরিদৃশ্যমান ও পরিবর্ত্তনশীল জগৎ চিজ্জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন-মাত্র। সুতরাং চিজ্জগতে বাস্তব বস্তুর অধিষ্ঠান না থাকিলে ইহ জগতে তাহার আভাস দেখিতে পাওয়া যাইত না। উদাহরণচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বাপীতটস্থিত তাল-বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকা হেতু আমরা জলাভ্যন্তরে অনুরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই বটে, কিন্তু উহা প্রকৃত বস্তু নহে; সেইরূপ চিজ্জগতের যথার্থ বস্তু বিম্বস্থানীয় এবং বৈকুণ্ঠাতীত মায়িক জগতের পরিদৃশ্যমান্ বস্তু সকল প্রতিবিম্ব-স্থানীয়।

এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, যেহেতু এই জগৎ সত্য, [illegible] পরিবর্ত্তনশীল, সেই নিমিত্ত এই জগতের সকল বস্তুই

(অতঃপর ৮ম পৃষ্ঠার প্রথমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

—, চন্দ্র মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোপদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮-এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট. পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুসুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুশরণ।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, কাথড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কাকখোলাল পাট

কাঠালপুল, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বাবাজী

নীলাম ইস্তাহার

জেলায় কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১

(১)

১৮৯২ খাজানা ৩১ দাবী ৪২।/০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ বীণাপাণি দেবী সাং তেলিনীপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার গোয়াড়ী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২ খতিয়ানের জমি মায় চান্দনী বাজার দেঃ ./১ = ১৭ দস্তি অংশ, মূল্য ৫০৲

(২)

৩৩৬ খাজানা ৩২ দাবী ২১৸৵০

ডিঃ রণজিৎপালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ বৈষ্ণনাথ সরদার সাং ইটলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ইটলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬১০ খতিয়ানে ১-৬১শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৩৫৯ খাজানা ৩২ দাবী ১৫॥/৯

ডিঃ রামনাথ ভট্টাচার্য্য দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ বাচ্চুবিবি দিং সাং বামুনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় বামুনপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৬৪ খতিয়ানে ১-০১শঃ জমীর ৬৸০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

৫৮৮ খাজানা ৩২ দাবী ৫৪।৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ পাচুমাম্মা সাং হরিশপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হরিশপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯৬ খতিয়ানে ১-৪২শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫)

৭৯৯ খাজানা ৩২ দাবী ৩৮॥৬

ডিঃ শান্তশীল দত্ত সাং কাল্না

দেঃ ভতুল মল্লিক দিং সাং শোনডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার শোনডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১ খতিয়ানে ২-২১শঃ জমীর ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

৮৪৫ খাজানা ৩২ দাবী ৭৬৸৵০

ডিঃ রামরেণু বন্দোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ যোগেন্দ্র মুন্সী সাং ঐ পোঃ ঐ কালীগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৮২ খতিয়ানে ৩-৭১শঃ জমীর ২২।৶৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৭)

৮৯৭ খাজানা ৩২ দাবী ২১৸/৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ গোবিন্দচন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং বারুইহুদা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বারুইহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০ খতিয়ানে -৮৪শঃ জমীর ৪॥ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৮)

৮৯৮ খাজানা ৩২ দাবী ২৯।/৯

ডিঃ পরেশনাথ পালচৌধুরী সাং বগুলা

দেঃ রোমজান হালদার দিং সাং সেনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সেনপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪৭৪ খতিয়ানে ২৮-৫৩শঃ জমীর ৪৯॥৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

৯১৪ খাজানা ৩২ দাবী ১৭৸০

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ ফটিক সেখ দিং সাং ঐ পোঃ ঐ কালীগঞ্জ থানায় কানাইকেষ্টপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৪ খতিয়ানে -৭১শঃ জমীর ১।০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

৯২৫ খাজানা ৩২ দাবী ৫৬॥/৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ আহাদী সেখ সাং গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫ খতিয়ানে ২-৫শঃ জমী ৮॥০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

৯২৬ খাজানা ৩২ দাবী ২৫৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ এবাদত সেখ সাং পানীনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪১ খতিয়ানে -৭৫শঃ জমীর ২৸/৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

৯২৭ খাজানা ৩২ দাবী ১৮৸/১

ডিঃ ঐ

দেঃ খোকাই সেখ সাং পানিনালা গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮০ খতিয়ানে -২০শঃ জমীর ১॥৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

৯৩২ খাজানা ৩২ দাবী ৪৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ছৈয়দ সেখ সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পারশগুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬৯ খতিয়ানে ১-০৩শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

৯৩৩ খাজানা ৩২ দাবী ১১৪৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নিশু সেখ সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পারশগুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৬ খতিয়ানে ২-৭৯শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৫)

৯৩৪ খাজানা ৩২ দাবী ৮৫/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুবন সেখ সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পারশগুনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪৭ খতিয়ানে ২-৪২শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৬)

৯৩৭ খাজানা ৩২ দাবী ৯৩/৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ কাঙ্গালদাসী বাগদিনী সাং হরিশপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় হরিশপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০২।২১১ খতিয়ানে ২-১৭শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য ৫০৲

(১৭)

৯৪৫ খাজানা ৩২ দাবি ১৪।৶৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গি মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ ছেপাইত সেখ সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮৩ খং -২০ শঃ জমি ৭।৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

৯৫৫ খাজানা ৩২ দাবী ৮৩॥৶০

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ রাসবিহারী উপাধ্যায় সাং রাধানগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মধ্যে ২২৮৭ খতিয়ানভুক্ত ২-৫৯ শঃ জমি ও সামিল জমা মোলদা মৌজায় ১১৬৫ খং -৯৩ শঃ মোট ৩-৫২ শঃ জমি ১২৸৩ জমা মূল্য ৫০৲

(১৯)

৯৫৯ খাজানা ৩২ দাবি ৪৩৯।/০

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাং আড়ংঘাটা

দেঃ মকবুল সেখ মিস্ত্রী দিং সাং গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ভাণ্ডারখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৫ খং -৫৫ শঃ জমি ৪৸০ জমা মায় লিচু, কাঠালগাছ, বাঁশ ইত্যাদি সহ মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় পানিনালা গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া অধীন ৩০০ খতিয়ানের ৫-৭১শঃ জমি ২॥৶০ জমা দেঃ ৸০ অংশে মূল্য ৩০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৩০১খং ৭-৭২ শঃ জমি ১০।৶৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২০৲

(২০)

১০১৮ খাজানি ৩২ দাবী ১৩॥৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ আইজান বিবি সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ সরকারে ২১৯৬খং -১০শঃ জমি ১/৮ জমা মায় পাকা ঘর ইত্যাদিসহ মূল্য ৫৲

(২১)

১০২১ খাজানি ৩২ দাবী ১১৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ২৩৬২ খতিয়ানের -১৫শঃ জমি ॥৩ জমা মূল্য ৫৲

(২২)

১০২২ খাজানি ৩২ দাবী ১৫/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ সরকারে ২৩৬১খং -৮শঃ জমি ১।৶৩ জমা মূল্য ৫৲

(২৩)

১০২৩ খাজানি ৩২ দাবী ১৭।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৩৬৩ খং -২৮ শঃ জমি ২৸৬ জমা মূল্য ১০৲

(২৪)

১০২৪ খাজানা ৩২ দাবি ২৩॥/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪৫৪ খং ১১শঃ জমি ৩৶৹ জমা মূল্য ১০৲

(২৫)

১০২৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৪৷৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ২৩৬১খং ৪৪শঃ জমি ৪৷৶৬ জমা মূল্য ২০৲

(২৬)

১০২৬ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৷৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ চন্দ্রকান্ত ধনী সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর মৌজায় ডিঃ অধীন ২৪২১ খং ১২ শঃ জমি ১৸৶৹ জমা মায় ঘর বাড়ীসহ মূল্য ৫৲

(২৭)

১০২৭ খাংজারি ৩২ দাবী ৭৸৶৹

ডিঃ ঐ

দেঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় মহিষাণ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২৩৬০খং -০৩শঃ জমি ৷৩ জমা মূল্য ৫৲

(২৮)

১০২৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুলমণি দাসী সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মধ্যে ডিঃ অধীন ২১৬৮ খাতয়ানের -২২শঃ জমি ১৶৪ জমা মূল্য ৫৲

(২৯)

১০৩১ খাংজারি ৩২ দাবী ১৫৯৶৹

ডিঃ বিনয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ পাঁচু মৃধা দিং সাং সোনডাঙ্গা পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালি থানায় সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪১।১১৭ খতিয়ানে ১১-৪৫ শঃ জমি ৩৯৸৴৯ জমা মূল্য ১০০৲

(৩০)

১০৫২ খাংজারী ৩২ দাবী ১০১৶৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ সত্যচরণ হালদার দিং সাং শক্তিনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় পারমেদিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩২৩ খং ৭-১১শঃ জমি মূল্য আঃ ১০০৲

(৩১)

১০৫৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৫৶৹

ডিঃ ঐ

দেঃ বছির সেখ ঘরামী সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বাহাদুরপুর গ্রামে ৯৯।৩০৫ খতিয়ানের ১ ৯২শঃ ও মৌজা রুদ্রপুরের ৫৪২ খতিয়ানের ১-২৯ শঃ মোট ৩-২১শঃ জমি মায় পুকুরসহ মূল্য ৫০৲

(৩২)

১০৫৪ খাংজারি ৩২ দাবি ১৫৷৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ অবিনাশ ঘোষ মথুর সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বাহাদুরপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২০৭।৩৪১ খাতিয়ানের ১১৮৬৮ ও পারমেদিয়া মৌজায় ৪১৯ খং ৬৴৩৷৶ দুই মৌজায় ১৮৴২৷৶ জমি মায় বাস্তু, পুকুরসহ মূল্য ৫০৲

(৩৩)

১০৬২ খাংজারি ৩২ দাবী ১৫৶৩

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ মহাদেব পাটনী সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় জাবারচরে ১১২৮৴ জমি ৩৷৶১৫ জমা ডিক্রীদারকে দিতে হয়, মূল্য ৫৲

(৩৪)

১০৬৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৪৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জগদীশ মণ্ডল সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় জাবার চরে ২৮১৶ জমি ৭৻১৫ জমা ডিক্রীদারকে দিতে হয়, মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১০৭২ খাংজারি ৩২ দাবী ১৪৸৴৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ মণি নলো সাং মাঝেরচর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় চর গদখালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৪ খং ১৷২৷৶ জমি মূল্য ৫৲

(৩৬)

১০৭৩ খাংজারি ৩২ দাবী ৪০৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নৃত্য ঘোষ সাং ঘোলাপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালি চর মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ১৪০ খতিয়ানের ৪৮৪৷৶ জমি মূল্য ২০৲

(৩৭)

১০৭৪ খাংজারি ৩২ দাবী ২৫৷৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পেস্তা নলো সাং মাঝের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় চর গদখালি মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ২৩৬ খং ৩৴১৶ জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(৩৮)

১০৭৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭৸৶৹

ডিঃ ঐ

দেঃ অঘোর নলো সাং মাঝের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় চরগদখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ২০৪খং ১৮০৮ জমি ওটবন্দী জোত মূল্য ৫৲

(৩৯)

১০৭৬ খাংজারি ৩২ দাবী ১৬৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কেদার সরদার সাং মাঝের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় চরগদখালি মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ২১২ খং ২৴৩৷৶ জমি ওটবন্দ জোত মূল্য ৫৲

(৪০)

১০৭৯ খাংজারী ৩২ দাবি ৪৭৷৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সাকির সেখ ঘরামী সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বাহাদুরপুর মধ্যে মৌবশী পারমেদিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৯।০৯৩ খতিয়ানের ১-০৯৭ জমি মূল্য ১৫৲

(৪১)

১০৮০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩৸৴৯

ডিঃ নাবিছনেছা বিবি সাং টেংরা

দেঃ কছাহক মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ স্বরূপগঞ্জ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭১ খতিয়ানের -৬৫শঃ জমি ১৲ জমা মূল্য ৫৲

(৪২)

১০৮১ খাংজারি ৩২ দাবী ৩৮৶৹

ডিঃ ফকির মহম্মদ ওস্তাগার সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ রাধারমণ মল্লিক সাং ঐ পোঃ

কোতয়ালি থানায় মতিপুর নামক গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৯৯খং ১-১৯ শঃ জমি ৫৸৹ জমা মায় বাঁশ ইত্যাদিসহ মূল্য ১০৲

(৪৩)

১১২৭ খাংজারি ৩২ দাবী ৭৬৷৶৹

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটিয়ারী

দেঃ পাগল ঘোষ দিং সাং কাঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কাঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫ খতিয়ানের ৩-৬০ শঃ জমি ১২৻৫ জমা মায় বাঁশ ইত্যাদিসহ মূল্য ৫০৲

(৪৪)

১১২৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৸৴৬.

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূপতি কর্ম্মকার সাং কাঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কাঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধিন ১৫৪খং -০৪শঃ জমি ৮৲ জমা মায় ঘর মূল্য ৫৲

(৪৫)

১১৪৫ খাংজারি ৩২ দাবি ১০ ৸৴৹

ডিঃ বঙ্কবিহারী ঘোষ সাং কাটোয়া বৰ্দ্ধমান

দেঃ রহিম সেখ সাং চর-সুজনপুর পোঃ কেতুগ্রাম বৰ্দ্ধমান

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়ার সহল পয়স্তী চর মধ্যে ১৯১ খতিয়ানের ২-৪৭ শঃ জমি ১২৫ জমা ডিক্রীদার সেরেস্তায় দিতে হয়। মূল্য ৩৫৲

২। ঐ থানায় ঐ চর মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ১৯৫খং -৩৯ শঃ জমি ২৸৶৫ জমা মূল্য ১০৲

(৪৬)

১১৭৪ খাংজারি ৩২ দাবি ১১০৻৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ চারুবালা দাসী দিং সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৮ খতিয়ানের ৫-৪২ শঃ জমি ১৭৷৷৶১২৷৷৹ জমা মূল্য ২৫৲

(৪৭)

১১৭৫খাংজারি ৩২ দাবী ২০৴৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পঞ্চানন হাজরা দিং সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালিগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া মৌজায় ডিঃ অধীন ৫৯খং -১৮ শঃ জমি ২৷৷৹ জমা মূল্য ১০৲

(৪৮)

১১৭৬ খাংজারি ৩২ দাবি ১০৫৷৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচকড়ি ঘোষ সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৬৪ খতিয়ানের ৪-৯৫ শঃ জমি ১৬৸৶৹ জমা মূল্য ৫০৲

(৪৯)

১১৭৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত দিং সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৬।১ খতিয়ানে ১-০৪ শঃ জমি ৩।১৭॥ জমা মূল্য ১০৲

(৫০)

১২০৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৮॥৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ চারুবালা দাসী দিং সাং কাঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৭ খং -১৪ শঃ জমি ৸০ জমা মূল্য ২৲

(৫১)

১২০৬ খাংজারী ৩২ দাবি ১৫৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় বাণীনাথপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ·৫২ শঃ জমি ১॥৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫২)

১২০৮ খাংজারী ৩২ দাবি ২৪।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত দিং সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বাণীনাথপুর মৌজায় ডিঃ অধীন ৭৭।১ খতিয়ানের ১-০৯ শঃ জমি ৩॥/১২ জমা মূল্য ১০৲

(৫৩)

১২০৯ খাংজারী ৩২ দাবি ১১৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় বাণীনাথপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৩২ খতিয়ানের -৩৪ শঃ জমি ১৵১২ জমা মূল্য ৫৲

(৫৪)

৬২৭ দেংজারি ৩২ দাবি ৭৫৪।৵৯

ডিঃ ভবানীপ্রসাদ খাড়া দিং সাং পূর্বস্থলী বর্দ্ধমান

দেঃ কুমারী দাসী সাং ভারুইডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় গঙ্গেরডাঙ্গা গ্রামে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সেরেস্তায় ৫৸২ জমি ৪৸/১২॥ জমা মায় কাঁচাঘর, গোয়াল-ঘর সহ মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানায় চরকাষ্ঠশালী খাস-মহাল মধ্যে ৯৵২॥৶ জমি ৭/০ জমা দেঃ ||০ অংশ মূল্য ৫০৲

(৫৫)

৯৬০ দেংজারী ৩২ দাবি ১৬৬/১৫

ডিঃ দেলজান সেখ সর্দ্দার দিং সাং ভিওরখালি

দেঃ মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে ২॥ জমি মধ্যে নিজাংশের ৸১॥৶ জমি মূল্য আঃ ৪৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ॥০ জমি মধ্যে নিজাংশের /৩৷৵০ জমি মূল্য ২॥০

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১॥০ জমি মধ্যে ॥০ কাঠা মূল্য আঃ ২॥০

৪। ঐ থানায় পোতার মাঠে ১৷০ জমি মধ্যে নিজাংশের ।৩।/০ জমি মূল্য আঃ ২৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামের উত্তর মাঠে ১৷০ মধ্যে নিজাংশে ।৩৷৵০ জমি মূল্য ২৲

৬। ঐ গ্রামের পশ্চিম মাঠে ৸১॥৵০ জমি মূল্য আঃ ৩৲

৭। ঐ গ্রামে ৸০ জমি মধ্যে নিজাংশে ।০ জমী মূল্য ১৲

৮। ঐ গ্রামের দক্ষিণ মাঠে ৩/০ জমি মধ্যে নিজাংশে ১/ বিঘা মূল্য আঃ ৪৲

৯। ছোটবিলের মাঠে ॥০ জমি মধ্যে নিজাংশে /৩।/ জমি মূল্য ১৲

১০। ঐ গ্রামে ১৷২ জমি মধ্যে ।৪ জমির মূল্য ১৲

১১। মাঠবেনে মধ্যে ২/০ জমি মধ্যে ॥৩।/০ জমি মূল্য ২৲

১২। মাঠজোলার মাঠে ২/ জমি মধ্যে ৸১॥৶ জমি মূল্য ৩॥০

১৩। বিষ্ণুপুর গ্রামের উত্তর মাঠে ১৷০ জমি মধ্যে ।৩।/০ জমি মূল্য আঃ ১৲

১৪। ঐ জমির নিম্ন গায় ১৷০ জমি মধ্যে ।৩৷৵০ মূল্য আঃ ১৲

১৫। ঐ জমির উত্তর ১৷০ জমি মধ্যে ।০ জমি মূল্য ২৲

১৬। বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মত্তর জমির পশ্চিম ১৷০ জমি মধ্যে /৩।/০ জমি মূল্য ১৲

১৭। ঐ জমির পূর্ব্ব ১॥০ জমি মধ্যে ।০ জমি মূল্য ১৲

১৮। অঘোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমির উত্তর ৩/ বিঘা জমি মধ্যে ॥০ জমি মূল্য আঃ ২৲

১৯। সাবু ঘোষের জমির পশ্চিম ১/ মধ্যে /৩।/০ মূল্য আঃ ১৲

২০। নেয়ামত দফাদার জমির উত্তর ১॥০ জমি মধ্যে ।০ জমি মূল্য ২৲

২১। ঐ জমির পশ্চিম ২॥০ মধ্যে ।৩।/০ জমি মূল্য ১৲

২২। পশ্চিম মাঠে ২॥০ জমি মধ্যে ।০ জমি ১৲

২৩। বড়বিলের মাঠে ১৷০ মধ্যে /৪৵০ জমি মূল্য ১॥০

২৪। ঐ মাঠে ১৸৩ জমি মধ্যে ।১।৶ জমি মূল্য ২৲

২৫। ঐ মাঠে ১/ জমি মধ্যে ।১॥৶ জমি মূল্য ২৲

২৬। রাউতারার মাঠে ১॥০ জমি মধ্যে ।০ জমি মূল্য ৩৲

২৭। ঐ মাঠে ২৸০ জমি মধ্যে ।৪৵০ জমি মূল্য ২৲

২৮। মণিপোতা মাঠে ৪/ জমি মধ্যে ১।॥৵ জমি মূল্য ৫৲

২৯। ঐ মাঠে ২/ জমি মধ্যে ।১॥৵০ মূল্য ২৲

৩০। ঐ মাঠে ১॥০ জমি মধ্যে ।০ মূল্য ১৲

৩১। সিজের মাঠে ১/ জমি মধ্যে /৩।/ জমি মূল্য ১৲

৩২। গ্রামের মাঠে ১॥০ জমি মধ্যে ।০ জমির মূল্য ৪৲

৩৩। ঐ গ্রামে ১৪/ জমি মধ্যে ৪॥৩।/ জমির মূল্য ৯৲

৩৪। বিষ্ণুপুর গ্রামে ১/ জমি মধ্যে /৩৷৵০ পাকা ঘরসহ মূল্য ৩০৲

৩৫। ঐ গ্রামে ।০ জমি মধ্যে /১৸/ মূল্য আঃ ১৲

৩৬। সাধারণের গর্ত্তের পাশে ১॥০ মধ্যে ।০ জমি মূল্য ৫৲

৩৭। ঐ পাশে ।২ জমি মধ্যে /১॥৶ জমির মূল্য ১৲

৩৮। দেবী বন্দ্যোপাধ্যায় জমির উত্তর ২/ জমি মধ্যে ।॥৶ জমি মূল্য ১৲

৩৯। গুরুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমীর উত্তর ॥০ মধ্যে /১॥৶ জমি মূল্য ১৲

৪০। নিজাদগর জমির দক্ষিণ ৸১ মধ্যে ।০।/ জমির মূল্য ১৲

৪১। দেপাড়া গ্রামে ৮/ জমি মধ্যে ২॥৩।/ জমি মূল্য ১০৲

৪২। বিষ্ণুপুর গ্রামে ।৩ মধ্যে /২॥৶ জমি মূল্য ১৲

৪৩। জাহাঙ্গিরপুর গ্রামে ১১/ জমি মধ্যে নিজাংশে ৩॥৩।/০ জমি মূল্য ১২৲

(৫৬)

১০৬০ দেংজারী ৩২ দাবি ১২৮॥৫

ডিঃ রাইপুর গ্রাম্য যৌথ কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

দেঃ রহমত সেখ দিং সাং রাইপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় জামালপুর মৌজায় সতীশচন্দ্র রায় অধীন ৩৭১ খতিয়ানের ১-৯৫ শঃ জমি জমা ৩২৲ মূল্য ৫০৲

(৫৭)

১২১৪ দেংজারী৩২ দাবি ২০৬॥৶০

ডিঃ সতীশ হালদার দিং সাং মীড়া

দেঃ সুবেদার মণ্ডল দিং সাং হাজারাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজারাপোতা গ্রামে নৃসিংহপ্রসাদ পালচৌধুরী অধীন ৩২৫ খতিয়ানে ২-৩২শঃ জমি ৩।৫। জমা

(৫৮)

১২২৮ দেংজারী ৩২ দাবি ৯১৯৸৶০

ডিঃ কৃষ্ণপ্রেয়সী দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ দেবেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ মৌজায় ৩৫৭৩ খং ১॥০ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় ঘর দরজা জানালা সিঁড়ি বৃক্ষাদিসহ মূল্য ৪০০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৩৫৭৩খং ॥১ কাঠা নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ একের তৃতীয়াংশ মূল্য ১০০৲

(৫৯)

৭০৩ মণিজারী ৩২ দাবি ২৫৫/৫

ডিঃ কুসুমকামিনী দেবী সাং দেবগ্রাম

দেঃ যাদুসেখ সাং জানকীনগর পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় পলাশী মৌজায় পাচু দাসী দিং অধীনে ৫৯৯ খং ৮·০৭শঃ জমি ওটবন্দির জোত মূল্য ৬০৲

(৬০)

৭০৫ মণিজারী ৩২ দাবী ৬৭৩।৩

ডিঃ বীণাপানি দেবী সাং রাণাঘাট

দেঃ শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ও পোঃ রাণাঘাট

রাণাঘাট থানায় নিজ রাণাঘাট মৌজায় ১০৪৮খং -১০শঃ জমি মায় ঘর দরজা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ দেঃ ।/৶॥= অংশ মূল্য ১০০৲

২। ঐ কুমুদরায় মল্লিক অধীন -১২ শঃ জমি ২।৶ জমা দেঃ ।/৶॥= অংশ মূল্য ৫০৲

(৬১)

৭৮২ মণিজারী ৩২ দাবি ২৩৸৵০

ডিঃ চণ্ডীদাস মুখার্জ্জি সাং দেবগ্রাম

দেঃ খেলাফত সেখ সাং পাগলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সাজাপুর মৌজায় হিরণ্ময় কুমার সাহা দিং অধীন ৫১ খতিয়ানের ২-৮৭শঃ জমি ওটবন্দি জোত দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৫৲

(৬২)

৮১০ মণিজারী ৩২ দাবি ৩০০।৶৯

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ ফকিরচন্দ্র পাত্র সাং ও পোঃ দেবগ্রাম

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম মৌজায় রাধিকাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ১৬১০খং -২০শঃ জমি ৩।৵০ জমা মূল্য ১৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ৪২৭।৪৩৮।৫৭খং ৫ ৩২ শঃ জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ৪৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৫৫৭।১৫৬২ খং ১-৩১ শঃ জমি ওটবন্দি জমা মূল্য ১০৲

(৬৩)

৯৭৪ মনিজারী ৩২ দাবি ১০১১৵৩

ডিঃ বিজয়কৃষ্ণ হাজরা দিং সাং ১০নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ জহরলাল প্রামানিক দিং সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোবিন্দ সড়ক গ্রামে রাধারমণ চৌধুরী সরকারে ৪৮৯—৪৯৫ খতিয়ানের -২৬ শঃ জমি ২৸০ জমা মায় ঘর দরজা সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য ৫০০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

৪২৪ মনিজারী ৩১ দাবী ৫৩৸৵০

ডিঃ দামোদর চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ সুরবক্স বিশ্বাস দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় মহিষপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৭৮—২৮৮ ও অধিনস্থ ২৮০—২৮৯ খং ২৮-৮৬ শঃ জমি ১৬॥৶৬ জমা দেঃ ৶৪ অংশ মূল্য ৪৫৲

(২)

৬১৫ মনিজারী ৩২ দাবী ৩৯৯৸৶৬

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত দিং সাং বহিরগাছি

দেঃ নবকুমার ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ বহিরগাছি

নাকাশীপাড়া থানায় দক্ষিণ বহিরগাছি মৌজায় প্রমথনাথ ঘোষ সেরেস্তায় ৩৬১ খতিয়ানের ৮-শঃ জমি ৩৲ জমা মূল্য ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং অধীন ৪১ খতিয়ানের -৬৪ শঃ জমি ২/০ জমা মূল্য ১৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২৮৭ খতিয়ানের -১২শঃ জমি ২।০ জমা দেঃ দুইয়ের তৃতীয় অংশ মূল্য ২০৲

(৩)

৬১৬ মনিজারী ৩২ দাবী ২৯৮॥৶৬

ডিঃ শ্রীদাস বিশ্বাস দিং সাং পাথুরী

দেঃ রতিকান্ত বেক্সী সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় পাথুরী গ্রামে রাসমোহিনী দাসী দিং সরেস্তায় ২৬৭—২৭১ খং ৩২-৩৯ শঃ জমি ৬২৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২০০৲

(৪)

৭১৬ মনিজারী ৩২ দাবী ১১৩/০

ডিঃ সতীশচন্দ্র মোদক সাং ডাঙ্গাপাড়া

দেঃ ধর্ম্মদাস সর্দ্দার সাং কুলেপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় চকমদনডাঙ্গা গ্রামে কানাই লাল সিংহ রায় অধীন ৩১ খতিয়ানের ৪-৬১শঃ জমি ১২৸৶ জমা মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩০ খং ১-৭৫শঃ জমি ১৮৸০ জমা মূল্য ৭৫

(৫)

৮২৮ মনিজারী ৩২ দাবী ৪০॥/৩

ডিঃ শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং নারায়ণপুর

দেঃ মনিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নারায়ণপুর মৌজায় শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় অধীন ১০২ খং ২-৫৪ শঃ জমি ২॥০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

(৬)

৯৯৩ মনিজারী ৩২ দাবী ৩৮০।৶৯

ডিঃ বিভূতিভূষণ দে দিং সাং ধর্ম্মদহ

দেঃ হৈমবতী বর্ম্মন্যা সাং সুধাকরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

কৃষ্ণনগর থানায় সুধাকরপুর মৌজায় কালেক্টরীর ১০৭ নং তৌজীর মহাল দেঃ ৶১০ অংশ মূল্য ২৫৲

২। নাকাশীপাড়া থানায় সুধাকরপুর মৌজায় কৃষ্ণলাল রায় দিং অধীনে পত্তনী অংশ ৲১৫ অংশ মূল্য ১৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় তরঙ্গিনী বর্ম্মন্যা দিং অধীনে পত্তনী অংশ ৲৫ অংশ মূল্য ১০৲

(৭)

৮৩৪ দেঃজারী ৩২ দাবী ৩৮২৸/৬

ডিঃ ভূষণচন্দ্র প্রামাণিক সাং শিবনীবাস

দেঃ ফনিভূষণ ঘোষ মণ্ডল দিং সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় কৃষ্ণপুর গ্রামে বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ৯/ বিঘা জমি ৫৲ জমা মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৫০॥০ বিঘা জমি ৭৯৲ জমা মূল্য ৩০০৲

(৮)

১০৭৮ দেঃজারী ৩২ দাবী ৫১৯৸০

ডিঃ খতিব মণ্ডল দিং সাং ভাতছালা

দেঃ নন্দরাণী দাসী সাং ভাতছালা পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় ভাতছালা মৌজায় বদরীনারায়ণ চেৎলাজি দিং অধীন ১২৩ খতিয়ানের ১৩-০২ শঃ জমিঃ ৫৶১১। জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৬৭—৪৭১।৫২৭ খং ৯-৪৫ শঃ জমি ১২৸৩ জমা দেঃ /॥ অংশ মূল্য ৫০৲

(৯)

৯৮৬ দেঃজারী ৩২ দাবী ১০৯॥৩

ডিঃ ফটীক মণ্ডল সাং নওপুকুরিয়া

দেঃ কিনু মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ হাঁসখালী

হাসখালি থানায় নওপুকুরিয়া মৌজায় শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ৪৯ খং ৫-১২ শঃ জমিঃ ৪৶০ জমা দেঃ একের তৃতীয় অংশ মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় বাদকুল্যা গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৪৯৩ খং ৯-৬২ শঃ জমি ৮৲ জমা মূল্য ২৫৲

(১০)

১১৫৪ দেঃজারী ৩২ দাবী ২০২।৯

ডিঃ হাবিল বিশ্বাস সাং মামজোয়ানিয়া

দেঃ বিলক্ষণ বিবি দিং সাং ঐ পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় মামজোয়ানিয়া গ্রামে নগেন্দ্র নাথ রায় দিং অধীন ৫৯১ খং ১০-০৯শঃ জমি ১৭৲ জমা ।/৬॥ = অংশের মধ্যে ৶১৩, — অংশ মূল্য ৫০৲

(১১)

১০৮৪ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৪৯৸০

ডিঃ কালীপদ দত্ত দিং সাং বাগবাড়িয়া

দেঃ তাসেম মণ্ডল দিং সাং কড়ুইগাছি পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় কড়ুইগাছি গ্রামে ১০/২। জমি ৫॥৶০ জমা বদরীনারায়ণ চেৎলাজি সেরেস্তায় দিতে হয়। মায় ঘর দরজা গোয়ালঘর ইত্যাদি দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

(১২)

১৮০৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৯৸৶৩

ডিঃ বিভূতি ভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ নাজিরণ বিবি সাং কাশিয়াডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বেথুয়াডহরী মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৪৫।৪—৭ খতিয়ানের ১৪-২৮ শঃ জমি ১৫॥৯ জমা মূল্য ২০৲

(১৩)

১৫৮ খাংজারি ৩২ দাবী ৯৫॥৶৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ নবকদ্দি সেখ সাং লক্ষ্মীপুর পোঃ বাঙ্গালাঝি

কৃষ্ণনগর থানায় কালিরহুদ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯২ খতিয়ানের ১-১৮ শঃ জমি উটবন্দি জোত

(১৪)

৪২৩ খাংজারি ৩২ দাবী ৫৬।৶৬

ডিঃ আকমল আলি বিশ্বাস দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ রুকবালি মণ্ডল সাং ঐ পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪০ খতিয়ানের ১-৭০ শতক জমি ৭॥৶ জমা মূল্য ২৫৲

(১৫)

৫৫০ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৫৫।৬

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ লোহারাম সিংহ রায় দিং সাং গোকুরাপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোখুরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬৭ খতিয়ানের ৩৫-০৫ শঃ জমি ৫৮৲১০ জমা মূল্য ১০০৲

(১৬)

৫৮২ খাংজারি ৩২ দাবী ২৫॥০

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং সাং হৃদয়পুর

দেঃ রাজেন্দ্র নাথ মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর মৌজায় ডিঃ অধীন ৩০২ খতিয়ানের -৫ শঃ জমি ওটবন্দী জোত মূল্য ৫৲

(১৭)

৬৬৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৩৶০

ডিঃ যোগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং বহিরগাছি

দেঃ সুলতান সেখ দিং সাং মিজা পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় উত্তর হাজরাপোতা গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরী অধীন ৩৪৯ খং নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ একের তৃতীয় অংশ মূল্য ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫০।৩৫১ খং ১৮-২৫শঃ জমি ৪০৲ জমা দেঃ একের তৃতীয় অংশ মূল্য ৪০৲

(১৮)

৭৭৩ খাংজারি ৩২ দাবী ৩৫।৶৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফুলমণি বিবি সাং রাজিনপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৫ খতিয়ানের ৬২শঃ জমিঃ মূল্য ১০৲

(১৯)

৮৮৫ খাংজারি ৩২ দাবী ১৩৩৸৶৬

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ রাইচরণ ঘোষ দিং সাং নিশ্চিন্ত-পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নিশ্চিন্তপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ২৩৪ খতিয়ানের ১৪-৮৩ শঃ জমি ৩৯।৩ জমা মূল্য ৫০৲

(২০)

৮৮৮ খাংজারি ৩২ দাবী ২০৪॥৵৬

ডিঃ দামিনীসুন্দরী দাসী দিং সাং কলিঙ্গা

দেঃ কালীদাসী দিং সাং ঐ পোঃ মহৎপুর

চাপড়া মৌজায় কলিঙ্গা গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৬০ খতিয়ানের ১৩-২০ শঃ জমি ৩৩।০ জমা মূল্য ১০০৲

(২১)

৮৯৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৩৯।৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফুলমণি বিবি সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৬৯৪ খতিয়ানের ১৩-১৯ শঃ জমি ৩৯।৵১৫ জমা মূল্য ৫০৲

(২২)

৮৯৬ খাংজারি ৩২ দাবী ১৫৬।৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পঞ্চুগাইন সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৬৭৩ খতিয়ানের ৬-৮২শঃ জমি ১৯৶ জমা মূল্য ২৫৲

(২৩)

৮৯৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৪৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মাণিক মণ্ডল সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৭২০ খতিয়ানের ৩-৫০ শঃ জমি ১০৸০ জমা মূল্য ২৫৲

(২৪)

৯২৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৭৭৶০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং

দেঃ মোজাম্মেল হক বিশ্বাস দিং মহারাজপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পাটরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৫ খতিয়ানের ২০/৪। জমি ভটবন্দি জোত মূল্য

(২৫)

৯৩৪ খাংজারি ৩২ দাবী ২৬৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ দেদার হোসেন বিশ্বাস দিং সাং নিধিরপোতা পোঃ হাসখালি

চাপড়া থানায় ভীমপুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৫২৪ খতিয়ানের ৩৯ শঃ জমি ৫৲ জমা মূল্য ২০৲

(২৬)

৯৩৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ দিং সাং কৃষ্ণদেবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কৃষ্ণদেবপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ১৭৪ খং ৯৬ শঃ জমি ১।৶০ জমা মূল্য ৫৲

(২৭)

৯৪৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৬॥৬

ডিঃ ঐ

দেঃ এয়াছিন তরফদার সাং কড়ুইগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কড়ুইগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৩ খতিয়ানের ৭-৭৯ শঃ জমি ১১।৶১০ জমা মূল্য ২৫৲

(২৮)

৯৪৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ রুকবালি মল্লিক দিং সাং কড়ুই-গাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কড়ুইগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০২।১০৩ খতিয়ানের ১৪শঃ জমি ॥০ জমা মূল্য ৫৲

(২৯)

১০৩৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৪৶৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ধর্ম্মদহ

দেঃ মহাজন সেখ মণ্ডল সাং ভবানী পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬৭ খং ১-৮৯শঃ জমি ৬॥০ জমা মূল্য ১০৲

(৩০)

১০৩৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৮॥৩

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং ধর্ম্মদহ

দেঃ মহাজন সেখ সাং ভবানীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭১ খতিয়ানের ২-৪০ শঃ জমি ৪৶০ জমা মূল্য ১০৲

(৩১)

১০৩৭ খাংজারী ৩২ দাবি ২৫॥০

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ হাজারী মণ্ডল দিং সাং গোয়াল-ডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২।৩। জমি ৬৲১০ জমা মূল্য ২৲

(৩২)

১০৪১ খাংজারি ৩২ দাবি ১৬।০

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ সুশীলাবালা দাসী সাং মহারাজ-পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহারাজপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৩৪।৬৩৫ খং ৭৬শঃ জমা ১।৶ জমা মূল্য

(৩৩)

১০৪৩ খাংজারি ৩২ দাবি ১৪॥৯

ডিঃ সর্ব্বসুন্দরী দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ সুশীলাবালা দাসী সাং মহারাজপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহারাজপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫১৫—৫১৭ খং ৯৬ শঃ জমি ১৲ জমা মূল্য

(৩৪)

১০৬০ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৮৸৶৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ আতর মোল্লা দিং সাং বালিয়া-ডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৬ খং ১২-৯৩ শঃ জমি ৩০॥১০ জমা মূল্য ২৫৲

(৩৫)

১১৫৯ খাংজারি ৩২ দাবি ৭৩৶৩

ডিঃ দামিনীসুন্দরী দাসী দিং সাং কলিঙ্গা

দেঃ রূপচাঁদ সেখ সাং ঐ পোঃ মহৎপুর

চাপড়া থানায় কলিঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫৮ খং ২-৯৯ শঃ জমি ১০৶৬ জমা মূল্য ২০৲

(৩৬)

১১৭১ খাংজারি ৩২ দাবি ২৭।৯

ডিঃ আকুমান আলি বিশ্বাস দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ রুকবালি মণ্ডল সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৪ খতিয়ানের ১৩-৪৫ শঃ জমি ১৩৶৮ জমা মূল্য ২৫৲

(৩৭)

১১৮১ খাংজারি ৩২ দাবি ৪৪৸৩

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং হরিয়াপুর

দেঃ আশুতোষ সেন দিং সাং ম্যাচপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ম্যাচপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩১৯ খতিয়ানের ২-৬৭ শঃ জমি ৭৶৬ জমা মূল্য ২০৲

(৩৮)

১১৮২ খাংজারী ৩২ দাবি ৮১।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অশ্বিনীকুমার ঘোষ দিং সাং ম্যাচ-পোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ম্যাচপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪০—২৪২ খং ৮০১০ শঃ জমি ১২।৶০ জমা মূল্য ৩০৲

(৩৯)

১১৮৩ খাংজারি ৩২ দাবি [illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস দিং সাং শিব-পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭৭—৩৮৫ খতিয়ানের ৪৫-১৪ শঃ জমি ৬২৶০ জমা মূল্য ১০০৲

(৪০)

১১৮৪ খাংজারি ৩২ দাবি ১৫৪॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪৪—২৪৬ খং ১৬-৪৬ শঃ জমি ২৬॥৶৯ জমা মূল্য ৫০৲

(৪১)

১১৮৫ খাংজারি ৩২ দাবী ১২৯৲৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হেরম্ব ঘোষ দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিশপুর গ্রামে ডিঃ অধিন ৫৬৯—৫৭১ খতিয়ানের ৯-৩৩ শঃ জমি মূল্য ৫০৲

(৪২)

১১৮৬ খাংজারী ৩২ দাবি ১৩৬॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রাধাবল্লভ মণ্ডল দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৫৫—৪৫৭ খং ১৬-৭৪ শঃ জমি ২১॥৶১১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৩)

১১৮৭ খাংজারী ৩২ দাবি ১১২৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ সৃষ্টিধর বিশ্বাস সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯৬—২৯৮ খতিয়ানের ১১-৯১ শঃ জমি [illegible] জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৪)

১১৮৮ খাংজারি ৩২ দাবী ১৮৸৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বাবুজান দফাদার সাং ম্যাচ-পোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঐ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিভূদেব পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মূল মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অপার্থিব ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনানুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—তত্ত্বালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিৎ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীশ্যামল দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীযুক্ত শারদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবি[illegible] দাসাধিকারী ভক্তিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮২ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ ব্রজেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ,

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীপ্রমদাবর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুসুমকুঞ্জ, চিত্রকূটা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীজগন্নাথ।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, তামলুক

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ.

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

রক্ষক—[illegible]

- মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১৪ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৪ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩০শে আগষ্ট ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ১৫০তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৪শে আগষ্ট বুধবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ প্রভুর আদেশে রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় 'শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী' সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ব্যাপী আবেগময়ী ভাষায় যে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহারই কিয়দংশ প্রকাশ করিবার প্রয়াস করিতেছি।

ব্রহ্মচারীজী নিজ দৈন্যমুখে বলেন,—আজ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-দিবস। জীবের শুদ্ধ আত্মসত্তায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। কৃষ্ণ যাঁহাকে দয়া করেন তিনিই তাঁহার আবির্ভাবের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন। কৃষ্ণাবির্ভাব বস্তুটী—প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে শুদ্ধ চেতনের ভাব আছে, তাহাতেই পূর্ণচেতনের পূর্ণ-প্রকাশ। বর্ত্তমানে আমরা জাগতিক অনিত্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট আছি, যদি গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সেই অচিৎ ভাবটী সঙ্কুচিত করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশে দেওয়া ধর্ম্ম হইতে অব্যাহতি লাভ হয়।

বদ্ধ জীবগণ যেমন কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, চিৎচিৎ সমস্ত নহে

তিনি সূর্য্যোদয়ের ন্যায় নিজগুণে কৃপা করিয়া জীবোদ্ধারার্থ এ প্রপঞ্চে উদিত হন এবং সূর্য্যাস্তের ন্যায় অন্তর্হিত অর্থাৎ লোকলোচন হইতে নিজকে লুক্কায়িত করেন। সেই জন্যই ইহাকে আবির্ভাব বা তিরোভাব বলা হয়। এই যে প্রপঞ্চে সপার্ষদে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, ইহা তাঁহার অনন্ত লীলার অন্যতম জন্মলীলা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

অজের জন্ম, জড়ীয় গুণত্রয়ের অতীত বস্তু অর্থাৎ নির্গুণ হইয়াও গুণাত্মা, একই সময়ে নানাস্থানে প্রকাশ, এই বিরুদ্ধভাবসমূহের সমন্বয় একমাত্র কৃষ্ণ ও চেতন-বস্তুতেই নিত্য বিরাজিত। এ'টী বদ্ধজীবের অচিন্ত্য, কিন্তু সেবোন্মুখের চিন্ত্য।

দেহ-মনোধর্ম্মে চালিত আমরা যতদিন রূপ-রসাদির মোহে আচ্ছন্ন থাকিব—যতদিন আত্মার নিত্যাবৃত্তি হরিভজন অনুশীলন না করিব—যতদিন নিষ্কপটে বৈষ্ণবগণের আশ্রয়ে না পৌঁছিতে পারিব—যতদিন আমরা ভগবানের অবিমিশ্র-সেবাবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইব ততদিন আমাদের কৃষ্ণজ্ঞান আদৌ হয় নাই জানিতে হইবে।

কৃষ্ণবিমুখতার জন্যই আমরা কৃষ্ণকে দেখিতে পাই না বা কৃষ্ণের বিষয় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা কৃষ্ণকে বুঝিতে গিয়া তাঁহাকে আমাদের মত কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ মনে করিয়া অপ-জ্ঞানের দ্বারা যাহা চিন্তা করি তাহা কৃষ্ণ নহেন। তাহা আমাদের ভোগের বস্তু। এই বস্তুটীকে জানিবার একমাত্র উপায় নিষ্কপটে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ও তদানুগত্যে 'আমি কে' এই বস্তুটীর সম্যক অনুশীলনে তৎপর হওয়া। আমরা যদি কোনও দিন গুরু-বৈষ্ণবের ঐকান্তিক সেবাফলে নিজেকে নিজে বুঝিতে পারি—আত্মধর্ম্ম ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবাময় জীবন লাভ করিতে পারি, তবে এই অচিন্ত্য 'কৃষ্ণজন্ম-লীলা' আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে তৎপূর্ব্বে নহে।

কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নামকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র কৃত্য, এই কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই নামই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, আবার হরিকীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি—বিদেহমুক্তি বা স্বরূপসিদ্ধি, বৈষ্ণবগণ সেই কৃষ্ণকে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতেছেন। আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও জীবকে কৃষ্ণধামে লইয়া যাইবার জন্য বৈষ্ণবগণ দ্বারে দ্বারে গিয়া জোর করিয়া 'শ্রীনাম' - সাক্ষাৎ কৃষ্ণ আমাদের ন্যায় হতভাগ্য জীবের নিকট বিতরণ করিতেছেন। তাঁহারা এত বড় মহাবদান্য! আমরা যদি সাধুগুরুর আনুগত্যে শুদ্ধভাবে হরিকীর্ত্তন করি, তাহা হইলে ঐ নামই আমাদের নিকট তাঁহার রূপ গুণ লীলাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন আমরা তাঁহার কৃপায় এ সব অচিন্ত্য বিষয় বুঝিতে পারি।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীজী ভক্তির প্রতিবন্ধক "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকের ও অন্যান্য বহু বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীপরমহংস মঠে জয়ন্তী-উৎসব

গত ২৪শে আগষ্ট বুধবার দিবস নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব মহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অরুণোদয়ে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'উদিল অরুণ পূরব ভাগে' পদ ও শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। পরে দ্বিপ্রহরে ভোগারতি কীর্ত্তন হইয়াছিল। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালীন নানাবিধ বনকুসুম দ্বারা অর্চিত, পুষ্পমালা [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব [illegible] দর্শন [illegible] ও [illegible] দর্শকবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] আশ্রম মহারাজ প্রাতঃকালে বৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায় হইতে [illegible] অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

পর দিবস অর্থাৎ শ্রীনন্দোৎসবের দিন হরিকথা কীর্ত্তন হয় ও স্থানীয় সাধুগণ এবং বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণে সুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানপূর্ব্বক উৎসব সমাপ্ত করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ হৃষীকেশ শুক্ল প্রতিপদ ৪৪৬

জড়াভিমান ভক্তির কণ্টক

অভিমান পরিত্যাগের বিষয় নহে, তবে স্বরূপের অভিমান কৃষ্ণদাস্য ত্যাগ করিয়া দেহ-মনোধর্ম্মগত আগন্তুক জড়াভিমান গ্রহণেই যত অমঙ্গল। রাজপুত্রের কুমার অভিমান ও দারিদ্র্যের দারিদ্র্যাভিমান যেমন অবলম্বনীয় ও অপরিত্যাজ্য, কৃষ্ণদাস জীবেরও কৃষ্ণদাস্যাভিমান সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয় এবং এতদ্ব্যতীত অন্য অভিমান প্রকৃষ্টভাবে গর্হণ করা নিতান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় প্রত্যবায় বা ভক্তিপথে বাধা অবশ্যম্ভাবী। মুক্ত জীবগণ দাস্যাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবাতৎপর আর নিজ স্বরূপাভিমান বিস্মৃত হইয়া বদ্ধ জীবগণ মায়াকবলিতাবস্থায় আগন্তুক জড় অভিমানের উদরে সর্ব্বদা অঙ্কুরিত ও ভক্তিপথচ্যুত। নিজ ভোগবাঞ্ছাবশতঃ দেহ-মনে আবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি দুঃখী, আমি সুখী, আমার ধন, আমার স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারাদি' প্রভৃতি জড়াভিমানসমূহ জীবহৃদয়ে উদিত হয়। এই আগন্তুক অভিমানই সকল ক্লেশের মূল। যাবৎ এই অভিমান দূর হইয়া স্ব-স্বরূপ উদিত না হয়, তাবৎ মায়াভোগ অনিবার্য্য।

এই অভিমান-হেতু ভজনসাধক 'ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষ এই তিন মহাবল' শ্রদ্ধা জীবের [illegible] স্বীয় বর্ণোচিত অভিমানবশতঃ আদৌ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ উপস্থিত হয়, বহু যত্নেও বৈষ্ণবের চরণামৃতে বা অধরামৃতে স্বল্প শ্রদ্ধাও আনা যায় না এবং আপনা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ করিতে বা শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লজ্জা বোধ হয়।

মায়াপ্রিয় এই দুই অভিমান ত্যাগ না করিলে কোনমতেই ভক্তি লাভ হয় না। সদ্‌বুদ্ধি সাধকগণ বহু যত্নে 'তৃণাদপি' শ্লোককে জীবন-সহচর করিয়া এ'সব দুষ্ট অভিমানগুলি পরিত্যাগান্তে গুরুকৃপায় ভক্তিলাভে যত্নবান হন এবং এই শাস্ত্রবাণী সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখেন—

জাতিবিদ্যামহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেব চ।
যত্নেন পরিত্যজেত্ পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ॥

বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ গুণগত বা বর্ণাশ্রমগত অভিমানে কোনও লাভ নাই। তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভ করা যায় না। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই ভগবৎ-কৃপা লাভ হয়। এই জগতে হয়ত তাঁদিগের জন্য তুচ্ছ জাতি, বিদ্যা বা বর্ণাশ্রমের পূজা হয়। কিন্তু নিত্য প্রভু ভগবানের চক্ষে তাহার কোন মূল্য নাই। ভক্তই তাঁহার প্রিয় এবং ভক্তের ভক্তিই তাঁহার চিত্তাকর্ষিণী। আমরা এমনি মূর্খ যে, অভিমানবশতঃ এমন অতুলনীয় ভক্তির মূল্য বুঝি না বা বৈষ্ণবের সম্মান করি না। যাঁহাদিগের অপেক্ষা পরমপাবন, পরমাত্মীয় ও প্রকৃত প্রিয়তম বন্ধু আর কেহই নাই, সেই বৈষ্ণবগণের নিকটে গিয়া অভিমান বশতঃ আত্মপ্রাধান্য দেখাই এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব বা দুর্ব্বুদ্ধি!

সৌভাগ্যক্রমে জীবের বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং বহু সুকৃতিফলেই ভগবদ্বিষয়ে প্রীতির উদয় হয়। তখন জীব মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় বাস্তবিকই সর্ব্বনাশের হেতু এই অভিমানসমূহ দূর করিবার জন্য নিষ্কপটে সাধু গুরুর নিকট গমন করে। দৈন্যভাব স্বীকার করতঃ বৈষ্ণবের সেবা করিতে ক'রতে বৈষ্ণবের কৃপায় জীবের এই জড়াভিমান দূরীভূত হয় এবং তখন সে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ' শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতঃ স্ব-স্বরূপাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় প্রমত্ত হন। বৈষ্ণব-কৃপা লাভ ব্যতীত ভক্তির প্রধান কণ্টকস্বরূপ এই অভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব অকপটে বৈষ্ণবে প্রীতি [illegible] তাঁহার কৃপালাভে যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীশ্রীবলদেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৬ সংখ্যার পর)

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক প্রাণপাত (মনোযোগ), পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি নিয়ে শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে চেতনবাণী—বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করতে হবে। যদি সত্য সত্যই শ্রবণ হয় তাহ'লে গুরুমুখপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ বৈকুণ্ঠবাণী বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত ক'রে ভগবৎ-সেবোপযোগী ক'রে থাকেন। কিন্তু দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আমরা এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও বৈকুণ্ঠাগত গুরুবাণী—বেদসংহিতাবাণী—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-বাণী শ্রবণ করলাম না। এমন নিত্যমঙ্গলময়ী গৌরবাণী শ্রবণ না ক'রে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাপ্রদ জড়বিষয়ে মত্ত হ'লাম! তাই রসনা ভাগবতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন না ক'রে গ্রাম্য কথায়, কৃষ্ণেতর কথায় নিযুক্ত হ'য়ে ভেকজিহ্বাসম, কর্ণ কৃষ্ণগাথা না শুনে কাণাকড়ি সদৃশ হ'লো। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিরও এরূপ অসদ্ব্যবহার দেখা দিল।

শ্রীচৈতন্যবাণী সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সেই বাণী, সেই নামী, সেই গুণী, সেই রূপী সবই এক বস্তু, নাম-নামী, নাম-রূপীতে কোন ভেদ নাই। এই নামই—এই বাণীই যখন আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হ'য়ে স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার কৃপাতেই আমরা এ বিষয়টী উপলব্ধি ক'রতে পারি।

বর্ত্তমানে যে সব অনর্থ আমাদের এসে জুটেছে, যেগুলি আমাদের হরিভজনের প্রধান অন্তরায় হ'য়ে সেবানন্দলাভে বঞ্চিত করছে, সে সব দূরীভূত হ'য়ে যেতো যদি আমরা সত্য সত্যই কাণ দিয়ে আত্মমঙ্গলের কথাগুলো শুনতাম। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—

'শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥'

যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামীরূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীনভাবেই বিরাজ করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণী জীবের কর্ণদ্বার দিয়ে প্রবিষ্ট হ'য়ে তাঁর উপবেশনস্থানরূপ জীবের হৃদয় মধ্যস্থ দাস্য-সখ্যাদি ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়ে দেন এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে জীব-হৃদয়ের কাম-ক্রোধাদি মলও বিদূরিত হয়।

এই শ্রীচৈতন্যের বাণীরূপ মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক তদনুসরণে কায়মনোবাক্য নিয়োগ করাই শ্রৌতপন্থা বা শ্রেয়ঃপথ। সেই নিত্য বৈকুণ্ঠপথের পথিকগণই শ্রেয়ঃপন্থা ও সেবাপরায়ণ, আর প্রেয়ঃপান্থগণ—ইন্দ্রিয়পরায়ণ। যাহারা অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেব বা বসুদেবতনয় বলদেবের নিকট যেতে চায় না, পাশ কাটিয়ে অন্য কথায় ব্যস্ত থাকতে চায়, তা'রা প্রেয়ঃপন্থী! প্রেয়ঃপান্থগণ চার্ব্বাক, হক্‌সলী কোমৎ প্রভৃতির বিচার অনুসরণ করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে; কিন্তু জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেবের অনুসরণ করবার কথা তা'দের কোনদিন মনে হয় না। এই প্রেয়ঃপান্থগণের স্বরূপ-নির্ণয়ে শাস্ত্র বলেছেন,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

যিনি বায়ু-পিত্ত-কফাত্মক এই স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

শ্রৌতপন্থা—মহাজনপন্থা পরিত্যাগ ক'রলেই মনোধর্ম্মে চালিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয় এবং তখন আমরা অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীবিগ্রহে ও শ্রীগুরুদেবে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া থাকি এবং তৎ-ফলে আমাদের রৌরবে গমন করতে হয়। তাই শাস্ত্র আমাদের মঙ্গলের জন্য কীর্ত্তন ক'রেছেন,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিগণ নিত্যমঙ্গলের পথের পথিক। যাঁরা শ্রেয়ঃপথ-প্রদর্শক শ্রীচৈতন্য সরস্বতীর কৃপাপাত্র, তাঁ'রা কোনদিন দেহ-সম্পর্কীয় স্বজন-বান্ধবগণকে আত্মীয়বুদ্ধি, গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি আত্মবিনাশক অপরাধের আবাহন করেন না। তাঁহারা গুরু-আজ্ঞাপালনে, গুরুর মনোভীষ্ট-প্রচারে দৃঢ়সঙ্কল্প—এমন কি, গুরুবৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করতে সমর্থ। তাঁ'রা জানেন—শ্রীগুরুদেব বলদেবতত্ত্ব, আবার সেই বলদেব প্রভু সমস্ত বিষ্ণু ও সমস্ত জীবের মালিক এবং আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, পালয়িতা ও নিত্যমঙ্গল-প্রদাতা। ভোগবুদ্ধি বা অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ নরকগমনের হাত হ'তে উদ্ধার ক'রতে পারেন একমাত্র অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

(ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা আনন্দচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংস্কৃত শব্দার্থ সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া হইয়াছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র [illegible]

ইংরাজী ভাষায় অভিনব

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুলিখিত তাৎপর্য্যাদি নিবদ্ধ। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১।৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫।৵১।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-[illegible] মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীম[illegible] তত্ত্বের কথা, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—[illegible] অপূর্ব্ব-মধুর পূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—[illegible] পয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, [illegible], শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ।০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"[illegible] প্রবর্ত্তকবেদা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা, ও বিদ্দগ্ধচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজনি রাজনাতের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত লাহোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪০ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ক্রাং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাদের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, শ্লোকানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সম্বলিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

ভক্তিমল্লিকা (ভক্তিসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রী[illegible] এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এক নূতনপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাবা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সূত্রসহ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভূমি-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রী পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই [illegible] একমাত্র গ্র[illegible] তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই [illegible] উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথা[illegible] ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ আতনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর ভক্তিপর লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ অংশের বিশদার্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

নাটোর হইতে প্রকাশ, গোবিন্দপুরের কুলনন্দার নামে এক ব্যক্তিকে গত ২৫শে আগষ্ট প্রাতে গলায় কাপড় জড়ান অবস্থায় গাছের ডালে ঝুলিতে দেখা যায়। প্রকাশ, সে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃতদেহের কয়েকটি স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। গত ২৫শে আগষ্ট রাত্রে সে দীঘাপাতিয়ার যমুনা দাসী নামে একজন বারাঙ্গনার গৃহে যায়। যমুনাকে পূর্ব্বে নকুল নিকা করিয়াছিল এবং মধ্যরাত্রে নকুল তাহার গলায় অস্ত্রাঘাত করিয়া সরিয়া পড়ে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ নাটোর অন্যান্য লোককর্ত্তৃক দ্বারানাথের হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার অবস্থা এখন সঙ্কটজনক।

যমুনার বাটী হইতে বাহির হইয়া নকুল নাকি ঐ প্রকারে আত্মহত্যা করিয়াছে।

আন্দামানের বিস্তৃত বিবরণ

নেলোর হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে আগষ্ট ক্যালনাটার পুলিস আন্দামান হইতে প্রত্যাগত পকুর লক্ষ্মী নারাণা রেড্ডীকে এখানে পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে সেসন কোর্টের বিচারে তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছিল। এই সময়ে রেড্ডীর বয়স ছিল ১৪ বৎসর।

আন্দামানের কথা রেড্ডীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিয়াছে যে, দুই বৎসর আগে সেখানে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া ছিল। [illegible] বর্ত্তমানে অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে।

সে [illegible] আন্দামান ছাড়িয়া আসিবার সময় সেখানে সে মোট ১৯ জন রাজনৈতিক বন্দীকে দেখিয়া আসিয়াছে।

তাহাকে সেখানকার [illegible] [illegible] করিয়া জানা গিয়াছে, কিছু সময় জেল খাটিবার পর, সকল বন্দীকেই নাকি, জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত কোন না কোন কাজ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং উপস্থিত তাহাদের মধ্যে নাকি কেহ কেহ ব্যবসা কিংবা চাকুরি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সে মাষ্টার রূপারাম, [illegible] সিং, রুপারাম, জয়রাম সিং, কর্পূর সিং প্রভৃতি বন্দীদের নামোল্লেখ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রূপারাম কম্পাউণ্ডারের কাজ এবং অন্য সকলে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত আছে।

রেড্ডি বলিয়াছে, আন্দামানে ৬০ হাজার লোক বাস করে।

সবরমতীর পথে কালেলকরজী

আট হইতে প্রকাশ, গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ কাকা সাহেব কালেলকরকে গত ২৫শে আগষ্ট সবরমতী জেলে যাইবার পথে বেলগাঁও জেল হইতে বোম্বায়ে লইয়া আসা হইয়াছিল তাহাকে গত ২৬শে আগষ্ট অপরাহ্ণে সবরমতী লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

কালেলকরজী কিছুদিন হইতে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ওজন ২০ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। তিনি পৃষ্ঠদেশে এক প্রকার বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন

শ্রীযুত শঙ্করভাই প্যাটেলের সশ্রম কারাদণ্ড

সুরাট হইতে প্রকাশ, সুরাট জিলার ৫১তম আদেশায়ক শ্রীযুত শঙ্করভাই প্যাটেল গত ১২ই তারিখে বুলসারে "মহা অভিযান দিবস" পালন সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। সুরাটের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (ক) ধারা অনুসারে দুই বৎসরের জন্য এবং মুদ্রাযন্ত্র আইন অনুসারে আরও ছয়মাসকাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীযুত জে,সি,গুপ্তের বাটীতে পুলিশ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মিঃ গ্রেসবীকে হত্যার চেষ্টা সম্পর্কে ধৃত ১৮ জন যুবকের প্রতি গত ২৪শে আগষ্ট অন্তরীণ বাসের আদেশ হয়। গত ২৬শে আগষ্ট আরও ১১ জন যুবককে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত থানাতে হাজিরা দিবার আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকজনকে তাঁহাদের জবানবন্দী লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত ২৭শে আগষ্ট প্রাতে পুলিস ব্যারিষ্টার শ্রীযুত জে, সি, গুপ্তের ঢাকার বাড়ীতে খানাতল্লাস করে এবং পোগোজ স্কুলের দুই জন ছাত্র—দেবপ্রসন্ন সেন ও মোহিতমোহন সেনকে সঙ্গে লইয়া যায়। পরে তাহাদের প্রত্যেককে দুই শত টাকার জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পুলিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলে গিয়া অনঙ্গভূষণ চক্রবর্ত্তী বি,এস সিকেও প্রশ্ন করে, কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বিশ্বাসঘাতকতার মামলা

সীতানাথ বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। আসামী অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ঐ দিনের মত আদালতের কার্য্য বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকার আদেশ দিয়াছেন এবং তাহাকে ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামীর বিবাহের দিন স্থির হয়। তাহার ভাবী পত্নীর পিতাকে ৬০ টাকা প্রদান করিবার জন্য আসামী টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিবার একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করে। সে একটি বৈদ্যুতিক পাখা ভাড়া লয় এবং ৬০ টাকা মূল্যে উহা বিক্রী করিয়া ঐ টাকা ভাবী পত্নীর পিতাকে প্রদান করে। পরদিন ঐ বালিকার সহিত তাহার বিবাহ হয়।

যুদ্ধ-বিরোধী বিশ্ব-কংগ্রেস

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, যুদ্ধবিরোধী বিশ্ব কংগ্রেসে ভারতের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল প্রতিনিধিস্বরূপ যোগদান করিবেন। ভারতের অবস্থা কংগ্রেসের সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্যই তিনি বিশেষভাবে এই কংগ্রেসে যোগ দিবেন। মিঃ রোজিন্যাল্ড রেণাল্ডস ভারতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সুপরিচিত। "ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া"র ডোনশশাখা কর্ত্তৃক তিনি উপরোক্ত উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিদ্রোহী পার্শী বালিকা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি কতিপয় পার্শী বালিকা চিরাচরিত প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে বরণ করিয়াছে। ইহা লইয়া পার্শী মহলে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গত ২৫শে আগষ্ট সন্ধ্যায় কতিপয় পার্শী গুণ্ডা একজন মুসলমানকে সমবেতভাবে আক্রমণ করিয়া আহত করিয়াছে। তাহার মুসলমান প্রভুর পত্নী একজন পার্শী মহিলা। লোকটিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে।

কোয়েটায় ভূমিকম্প

কোয়েটা হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে আগষ্ট প্রাতঃকালে ৪টা ৫৫ মিনিটের সময় ৬ সেকেণ্ড কালস্থায়ী সামান্য ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। কোনও ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

[illegible]

বরিশাল হইতে প্রকাশ, বরিশাল নদীর অপর পারে কাউয়ার চর আলমালী নামক [illegible] দোকানে গিয়া কয়েকজন লোক মিলিয়া [illegible] করিতে মারিয়া ফেলিয়াছে। [illegible] ঘটিতব্যাপার লইয়া উহার জনসাধারণের [illegible] ছিল। [illegible]

কোয়েরেক দ্বীপে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা

টাইহোকু হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি এক ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া কোয়েরেক দ্বীপের উত্তর অংশ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ও বহু সংখ্যক বিঘা জমি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ঘূর্ণিবাত্যার বেগে একখানি চলন্ত ট্রেন গাড়ী উল্টাইয়া ১২ জন যাত্রী নিহত হইয়াছে ও [illegible] নিকট চারিখানি ষ্টীমার ঘূর্ণিয়া পাওয়া যাইতেছে না। টাইহোকু [illegible] বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। [illegible] উপরে দুইটি জাহাজ [illegible] জন মহিলা কর্ম্মচারী ও ডুবিয়া গিয়াছে

লক্ষ টাকা মূল্যের অলঙ্কার লুণ্ঠন

[illegible] হইতে প্রকাশ, লক্ষ টাকা মূল্যের অলঙ্কার লুণ্ঠন সম্পর্কে গত ২ আগষ্ট ত্রিলোকচাঁদ এবং অপর দুই ব্যক্তিকে পূর্ব্ব বিভাগের মহকুমা হাকিমের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছিল। মামলার শুনানী ১৩ই সেপ্টেম্বর স্থির করা হইয়াছে। হোটেলওয়ালা আর, সি, গাঙ্গুলীকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ছাতার দোকানে অগ্নিকাণ্ড

কানপুর হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে আগষ্ট রাত্রিতে ছাতার দোকানে আগুন লাগিয়া ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৭৫ হাজার টাকা। আগুন নিভাইতে গিয়া অনেক লোক জখম হইয়াছে।

[illegible] ছায়া

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, আইন অমান্য আন্দোলনে বন্দিনী ঢাকার শ্রীযুক্ত [illegible] দেবী—বহরমপুর মহিলা জেলে আটক আছেন। তিনি সম্প্রতি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া বিশেষ সঙ্কটজনক অবস্থায় আছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, রোগিণীকে অক্সিজেন প্রয়োগ করা হইতেছে।